ক্র ৪৯

২৬

৭৯

কা|৪৯

~~6667~~

রাজেন্দ্র. রায়. চৌধুরাণী.

সূচিপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা

অবসর-সরোজিনী

[কাব্য]

ভিখারিণী।

১

ধীরি ধীরি যায়, ফিরি' ফিরি' চায়,
কে রে ও রমণী ধূলিমাথা গায়,
কাঁপে থর থর, ব্যাকুলা ক্ষুধায়,
দু' পা না যাইতে বসিয়া পড়ে?
বদন-কমল মলিন হ'য়েছে,
না জানি অবলা কি জ্বালা স'য়েছে,
প্রমাণ তাহার নিশান র'য়েছে—
ওই দেখ, জল নয়নে পড়ে!

২

রুখু কেশভার, খড়ি উঠে গায়,
শতগ্রন্থি দেওয়া আঁচল মাথায়,
ট'লে ট'লে চলে ঠেকাঠেকি পায়,
ভাঙা লাঠিখানি র'য়েছে করে।
ফেরে দ্বারে দ্বারে, তথাপি উহারে
নিদয় সবাই, করে না দয়া রে;
দয়া কি নাই রে জগত-মাঝারে?
দয়া কি নাই রে পামর নরে?

৩

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়-বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে!
হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি' কেহ যাতনা মোচনে
অগ্রসর নয়;—ছি ছি, কি সরম!
মানব জাতির এই কি ধরম
বেদে—বাইবেলে—কোরাণে বলে?

৪

যদি দয়া মায়া থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজ কাঁদে পথে পথে?
কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
আজ কি ইহার ভাসিয়া যায়?
এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই;
এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই!
যেই দিকে চাই, দয়া-লেশ নাই,
সেই রে নিদয়, নিরখি যায়!

৫

ওই শুন কানে,—ওই উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে!
নীরস কঠিন পাষাণ বিদরে,
তবুও মানব করে না দয়া!
ধিক্ নরকুলে! দয়াধর্ম্ম ভুলে,
অধর্ম্ম-পতাকা আকাশেতে তুলে;
বৃথা অহঙ্কারে ঘূরে মরে ফুলে,
নিদয়-হৃদয় বিহীন মায়া!

৬

ওই শুন কানে,—ওই উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে;—
"হায় রে বিধাতা! অনাথা উপরে
একেবারে তুই হইলি বাম!
বিমুখ বিধাতা! কুমুখী লেখনী
তোমার, জেনেছে এবে কাঙ্গালিনী,
করিয়া আমারে পথ-ভিখারিণী,
বাড়া'লে, নিঠুর, নিঠুর নাম।

৭

"কি পাপে পাপিনী নিকটে, তোমার!
কি পাপে হরিলে সকলি আমার!
কি পাপে খোদিলে দুখের পাথার!
কি পাপে দিলে গো এ হেন জ্বালা!
কি পাপে কাড়িলে রাজসিংহাসন!
কি পাপে পোড়া'লে সোণার ভবন!
কি পাপে ভাঙিলে সুখের স্বপন!
কি পাপে কাঙ্গালী অবলা বালা!

৮

"কে আছে?—কাহারে ডাকিব এবার?
যাতনা মোচনে যতন কাহার?

কঠিন হৃদয় নিরখি সবার,
ভিখারিণী পানে কেউ না চায়!
থাকিতে আমার—নাই রে আমার;
ডাকা'তে লুঠিল রতন অপার,
তাড়াইল দূরে করিয়া প্রহার,
অসির নিশানা এখনো গায়!

৯

"এখনো বেদনা হৃদয়ে র'য়েছে,
দস্যুদলের যে জ্বালা দিয়েছে;
অবলা রমণী কতই স'য়েছে—
সহি'ছে—সহিবে জনম মত!
এ জনমে আর এ ঘোর বেদনা
যা'বে না—যা'বে না—কখন যা'বে না!
সুখের সে দিন কপালে হ'বে না!
চিরকাল তরে হ'য়েছে গত!

১০

"একদা আমার ছিল গো সুদিন,
ছিল কত সুত সমর-প্রবীণ,
হ'ত অরিকুল ভীরুতা-মলিন
শুনিলে যা'দের অসির নাদ;
সে সব সুতের সময়ে আমার
ছিল গো গরিমা ধরণী-মাঝার,
মাননীয়া আমি ছিলাম সবার,
হায়, বিধি, তা'য় সাধিল বাদ!

১১

"এখনো ত মোর শত শত ছেলে,
কিন্তু কেহ নহে কেন রে সেকেলে?
মনে যদি করে, পারে অবহেলে
এ দুখ আমার করিতে নাশ;
যে গর্ভে হইল জনম তা'দের,
সে গর্ভে জনম নহে কি এদের?
পারে না কি এরা দুখিনী মায়ের
পূরণ করিতে মনের আশ?

১২

"মনে যদি করে, এখনি তা' পারে,
মনে যদি করে, আবার আমারে
পারে করিবারে ধরণী-মাঝারে
আগেকার মত চির-সুখিনী;
কিন্তু কা'রো, হায়, নাহি সে যতন,
একটিও নয় তাদের মতন;
কপালের দোষে সে সুখ-ঘটন
হ'ল না—রহিব চিরদুখিনী!

১৩

"দিবানিশি করি বিষাদে রোদন,
তবুও এদের প্রাণ যে কেমন,
দুখিনী মায়ের অশ্রু-বিমোচন
করিতে কা'রই বাসনা নাই।
থাকিতে ইহারা, ডাকা'তে আমারে
কাঙ্গালিনী ক'রে দুখের পাথারে
দিল গো ভাসা'য়ে! ক'ব তা' কাহারে?—
এ জগতে হেন কাহারে পাই?

১৪

"কা'রে বা জানা'ব?—কেই বা আসিবে?
দুখিনীর দুখ কেই বা নাশিবে?
আমি কাঁদি বটে;—সে যে গো হাসিবে;
বাড়িবে দ্বিগুণ মরম-জ্বালা!
কাজ নাই আর, বলিব না কা'রে;
কি লাভ ডাকিলে যত কুলাঙ্গারে?
হে বিভু, তুমিই বাঁচাও আমারে,
আমি ভিখারিণী ভারত-বালা!"

১৫

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে।
হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি' কেহ যাতনা মোচনে
অগ্রসর নয়; ছি ছি, কি সরম!
মানব জাতির এই কি ধরম,
বেদে—বাইবেলে—কোরাণে বলে?

১৬

যদি দয়া মায়া থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজ কাঁদে পথে পথে?
কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
আজ কি ইহার ভাসিয়া যায়?
এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই;
এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই!
যেই দিকে চাই, দয়া-লেশ নাই,
সেই রে নিদয়, নিরখি যায়!

কৃষ্ণের মুরলী।

১

ক্ষণদা সময়ে যশোদা-তনয়
সুঠামে দাঁড়া'য়ে যমুনা-তীরে,
আমারে বাজা'য়ে, স্বর মধুময়
ঢালিতেন নদী-পুলিন-নীরে।

২
আমারি গুণেতে খেলিতেন হরি
গোকুলবাসিনী গোপিনী সনে ;
আমারি গুণেতে যমুনা-লহরী
খেলিত ছুলিত মৃদুল স্বনে।
৩
লাজ-ভয় ভুলি' হইয়ে আকুল,
আমারি স্বরেতে ব্রজের বালা
আসিত ছুটিয়ে—এলাইত চুল—
ছিঁড়িয়ে পড়িত মুকুতা-মালা।
৪
হরির অধরে অধর আমার
সুধার সুধারে বাজিত যবে,
সে রব পশিত শ্রবণে যাহার,
সখী বলি' তা'রে ঘুষিত সবে।
৫
আমার স্বরের মাধুরী যেমন,
তেমন মাধুরী আছে রে কা'র ?
কাননবিহারী পশুপাখিগণ
ভুলিত শুনিয়ে স্বর আমার।
৬
এ রবে রবিত সমীর থামিত ;
উজানে বহিত যমুনা-জল ;
হরষে কুমুদী সরসে হাসিত ;
আকাশে হাসিত তারকাদল ;
৭
তরু-শাখে ফুল-মুকুল ফুটিত ;
ফোটা ফুল ভূমে পড়িত খসি' ;
সুনীল গগন-সাগরে ভাসিত
রজত-কমল উজল শশী ;
৮
বনবিহারিণী হরিণীনিচয়
ভয় ভুলি' ছাড়ি' কানন-বাস,
শুনিতে আসিত স্বর মধুময়,
আমারি গুণেতে শ্যামের পাশ।
৯
নাচি' নাচি' মোরে বাজা'য়ে যখন
ভুলাইত কালা কামিনীকুলে ;
সাজাইত তা'রা যতনে তখন
শ্যামেরে, আমারে কামিনী-ফুলে।
১০
বেড়িয়ে মাধবে ব্রজকুলবধূ
দাঁড়াইত যেন চাঁদের মালা!
ছাড়াইয়ে শ্যাম মোর স্বর-মধু
বাড়াইত ভাবি-বিরহ-জ্বালা।
১১
আমি বাজিতাম, গোপীরা গাহিত,
ঘুরি' ঘুরি' ঘেরি' মাধবে সবে
তান লয়ে কিবে মধুর নাচিত ;
হায় রে, সে দিন আর কি হ'বে!

মধুমক্ষিকা-দংশন।

১
একদা মদন করিয়ে যতন,
বাছি' বাছি' তুলি' কুসুম-রতন,
রচিল শয়ন মনের মতন,
শয়নেরি সুখ লাভের তরে ;
অতি অনুপম সে ফুল-শয়ন
হইল; দেখিলে জুড়ায় নয়ন,
সুরভি-নিকরে ভরিল ভুবন,
শুইল মদন তাহার'পরে।
২
ঘুমের ঘোরেতে হ'য়ে অচেতন,
মুদিয়ে নয়ন রহিল মদন,
ফুলদল-মাঝে শোভিল বদন,
তারাপতি যেন তারার মাঝ!
ক্ষণকাল পরে আসব-আশায়
মধুমাছি এক আইল তথায়,
বসিল কুসুমে, সুখেতে যথায়
ঘুমায় বিভোরে মদনরাজ।
৩
ঘুম-ঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন,
ফুটাইল কাম-চরণে হুল।
অধীর হইয়ে বিষের জ্বালায়,
উঠি' রতিপতি ছুটিয়ে পালায়,
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যেথায়
গাঁথিতেছিল গো মালতী ফুল।
৪
"অয়ি প্রিয়তমে!"—কহিল রতিরে
রতিনাথ—"প্রাণ যায় যে!—অচিরে
ফেল ফুলমালা—চেয়ে দেখ ফিরে,
একি জ্বালা, উহু, হইল, হায়!
কেন শুইলাম বিছাইয়ে ফুল ?
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল,

বিষের জ্বালায় হ'য়েছি আকুল—
কি হ'বে—কি করি—প্রাণ যে যায়!"

৫

ব্যথিত হৃদয়ে, অথচ হাসিয়ে
কহে কামে রতি, হাতে হাত দিয়ে;—
"ছোট মউমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে
বিষভরা হুল তোমার পায়;
তাই তুমি, নাথ, হইলে কাতর!
ভাল, ভুল দেখি দাসীর গোচর,—
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
'পঞ্চশর' তুমি বিঁধিবে যা'য়?"

কমলে কমল।

১

যেও না যেও না, প্রিয়ে, এস দোঁহে দাঁড়াইয়ে,
সরোবর-তীরে হেরি সরোবর-শোভা লো!
আ'মরি, সুরসী আজি কমল-ভূষণে সাজি',
হাসি'ছে কেমন ওই, খেলিতেছে আভা লো!
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি, ও হ'তে দেখিব আমি
চারুতর শোভা আজি, মনে বড় আশা লো!
থাকুক্ হাজার কাজ, পূরা'ব সে আশা আজ,
দেখাইব এ হৃদয়ভরা ভালবাসা লো!

২

অমল কমল দু'টি ওই যে র'য়েছে ফুটি',
ও দু'টিরি রূপে আজ রূপবতী সরসী।
যাই লো, সাঁতার দিয়ে, ওই দু'টী আনি গিয়ে,
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি এই খানে, প্রেয়সি!

৩

কর প্রসারণ কর, এই লও, ধর ধর,
অধীন প্রেমিক আজ তব করযুগলে
অরপি'ছে প্রেমভরে, ধর লো নধর করে
প্রণয়ের ভেট—দু'টি বিকসিত কমলে!

৪

ভূষণের প্রিয় যা'রা, ভূষণে সাজায় তা'রা
স্বীয় স্বীয় প্রেয়সীর কর দু'টি যতনে;
তা'দের মনের আশা, ভূষণেই ভালবাসা
হয় বুঝি, কিংবা হীরা মণি চুনি রতনে।
কিন্তু আমি জানি, ভাল, সে সবে করে লো আলো
কামিনীর করতল, বল, প্রিয়ে, হ'য়েছে?
ভূষণে যে শোভা হ'লে কমলার করতলে
কমল-ভূষণ কেন কমলেশ দিয়েছে?

৫

তোমার কমল-করে দিলাম যতনু ক'রে
ললিত কমল দু'টি; কি শোভাই হইল!
অমেয় আনন্দরাশি ভরিল অন্তর আসি',
প্রণয়-প্রবাহ মোর হৃদয়েতে বহিল!
সরসী বিমল জলে বিকচ কমলদলে
হেরিতেছি, কিন্তু নহে নয়ন সফল;
সফল হইল আঁখি হেরি' আজ, বিধুমুখী
তোমার অলক্ত-কর-কমলে কমল!

অশনিপতন।

১

হিমালয়াচল উত্তর হইতে
ভয়ঙ্কর মেঘজাল আচম্বিতে
উঠিল গগনে; বায়ু-সন্তাড়নে
উড়িয়া আসিল ভারত পানে।
শূন্য'পরে মেঘ রহিলেক ঝুলি',
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজুলি;
চমকে হৃদয়! আশঙ্কা উদয়
তা'রি হয়, যেই হেরে নয়নে!

২

দেখিতে দেখিতে ভারত উপরে
আসিল সে মেঘ সমীরণ-ভরে;
গভীর গর্জ্জন—শুনে অচেতন
হ'তে হয়—প্রাণ চমকি' উঠে!
মুহূর্ত্তেক পরে মুষল ধারায়
পড়িতে লাগিল (সহা নাহি যায়!)
বৃষ্টি অবিরল, দৃষ্টি অবিচল,
লোমে লোমে আসি' সে ধারা ফুটে।

৩

মেঘের গর্জ্জনে কাঁপিল ভারত,
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত,
যেন রে প্রলয়, হেন বোধ হয়,
এ কি সর্ব্বনাশ ঘটিল, হায়!
ভারতের সুখ-আলোক নিভিল,
ঘোর অন্ধকারে ভারত ডুবিল!
দেখ রে নয়নে, বৃষ্টি বরিষণে
ভারতের দেহ ভাসিয়া যায়!

৪

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল?
ভারতবাসীর সকলি টুটিল,
দৈবের বিপাকে, ভারত-মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল!
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা' না হ'লে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল!

কিন্তু, ওই দেখ, কনক মন্দিরে
ভারতের ক্রোড়-রত্ন-বেদি'পরে
অযুত কিরণে, মণি-বিভূষণে
"স্বাধীনতা-দেবী" বিরাজে ওই ;
উজ্জ্বল বদনে কোটি শশী হাসে,
কোটি সূর্য্য-বিভা মুকুটে বিকাসে,
চিরজ্যোতির্ম্ময় উৎসাহ, অভয়
নয়নযুগলে ; তুলনা কই ?

৬

চারি ধারে ওই প্রিয় ভক্তগণ
বেড়িয়া দেবীরে করে আরাধন ;
বীর-অহঙ্কার ঢাল, তরবার
বীরভক্তকুল-কটিতে ঝুলে।
অরাতিনিকর ওই তরবারে
গিয়াছে চলিয়া শমন-আগারে ;
ওই তরবার শোণিতের ধার
মাখি' শোভে যেন জবার ফুলে।

৭

বীর ভক্তগণ ভক্তি সহকারে,
শ্বেত-রক্ত-নীল-শতদল-হারে
দেবীর চরণ করি'ছে পূজন,
"জয় দেবি জয় !" বলি'ছে সবে,
"দে'খ, গো জননি, তোমার প্রসাদে
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?

৮

"পশু পক্ষী কীট—তা'রাও তোমার
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আর ;
নর হ'য়ে তবে ও পদ-বিভবে
কি হেতু আমরা ছাড়িয়া দিব ?
ও পদ স্বেচ্ছায় তেয়াগে যে জন,
তা'র ভাগ্যে লাভ নরক ভীষণ !
কাপুরুষ তা'রে কহে ত্রিসংসারে,
তা'র মত কি, মা, আমরা হ'ব ?

৯

"দেবতাদুর্ল্লভ চরণ তোমার,
আর্য্যভূমিবাসী আর্য্যকুল-সার,
পূজিলে ও পদ, বিদূর বিপদ,
সম্পদ আসিয়া কপালে যুটে ;
পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে,
শোক তাপ হত ও পদ ভাবিলে,
ও পদ স্মরণে মানব-জীবনে
সুখ-জীবনের প্রবাহ ছুটে।

১০

"সুপবিত্র নাম তোমার যখন,
'জয় স্বাধীনতে !' বলি' উচ্চারণ
করি, গো জননি, আনন্দে অমনি
শিরায় শিরায় শোণিত চলে।
এই তরবার লইয়া তখন,
সমুৎসাহে ছুটি করিবারে রণ ;
ভারতের অরি খণ্ড খণ্ড করি'
কাটিবারে পারি ও পদ-বলে।

১১

"তাই, মা, নিবেদি তোমার চরণে,
বঞ্চিত ক'র না চির ভক্তগণে,
বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে,
ও নামে তোমার কলঙ্ক হ'বে।
দে'খ, গো জননি, তোমার প্রসাদে,
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?"

১২

এই মন্ত্র পড়ি' বীর ভক্তকুল
পূজিয়া দেবীরে দিয়া পদ্মফুল,
সকলে তখন, মুদিল নয়ন
স্বাধীনতা-পদ করিতে ধ্যান ;
বাহ্যবোধশূন্য হইয়া সকলে,
ভাবি'ছে দেবীর চরণযুগলে ;
কিন্তু বহির্দ্দেশে সর্ব্বনাশী-বেশে
উঠিয়াছে মেঘ, নাহিকো জ্ঞান !

১৩

বারি বর্ষে মেঘ গরজি' গভীর,
মুহুর্মুহু তাহে কাঁপি'ছে মন্দির ;
জলদের দাপে রত্নবেদী কাঁপে ;
কাঁপিলেন দেবী বিষণ্ণ মুখে।
(কে জানে—কি হ'বে—বুঝি না কারণ)
ঊর্দ্ধে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন,
চম্পক অঙ্গুলি দেখাইলা তুলি'
কি যেন কাহারে অতীব দুখে !

১৪

বোধ হ'ল, যেন ভারত-ভূমিরে
হিন্দুগণ সহ শোক-সিন্ধু-নীরে
ডুবা'বেন, হায়, হেন অভিপ্রায়,
ভারতের বুঝি ঘুচিল সুখ !
একে ত বাহিরে বিষম ব্যাপার !

ভীষণ বিপদে পূর্ণ চারিধার!
মন্দির-মাঝার দেবীও আবার
ভারতের প্রতি বুঝি বিমুখ!

১৫

কিন্তু, ভারতের হৃদয়-উজ্জ্বল
স্বাধীনতা-ভক্ত বীরেন্দ্র সকল
এ সব ঘটনা কিছুই জানে না,
কেবল মগন ধ্যান-সরসে।
হায় রে, তা'দের বুঝি সুখ-তরু
শুখাইল? আজি হ'ল বুঝি মরু
সোণার ভারত! নহিলে এমত
অলক্ষণ কেন হিন্দু-আবাসে?

১৬

মেঘেতে সহসা এমন সময়
তড়িৎ চ'কিল দহি' দিকচয়;
অমনি তখনি করি' ঘোর ধ্বনি
হইল মন্দিরে অশনিপাত!
সুবর্ণ দেউল হ'ল চুরমার!
গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ চারি ধার;
ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ
হইল তা' সহ ভূতলসাৎ।

১৭

হায়, সেই বজ্র-অনল সহিত
বীর-ভক্ত-হিন্দুকুল-প্রপূজিত
স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি,
ভারতেরে ছাড়ি' গেলেন উবে।
সোণার ভারত (কহিতে বিদরে
হৃদয়! নয়নে জলধারা ঝরে!)
সেই ক্ষণ হ'তে অধীনতা-স্রোতে,
ওই দেখ, ওই র'য়েছে ডুবে!

১৮

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল!
ভারতবাসীর সকলি টুটিল!
দৈবের বিপাকে, ভারত-মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল!
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা' নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল!

প্রিয়তমার প্রতি।

১

অয়ি অয়ি প্রিয়ে! আমি গো তোমার,
প্রেমের পুতুলি তুমি গো মোর;
জগতে যা' কিছু শোভার আধার,
তাই গো নিরখি আননে তোর!

২

বিধাতার তুমি মানস-সৃজন,
রমণী-রতন—ভুবন-সার;
উজল শরত-শশীর মতন
তুমি গো, তুমি গো কমল-হার!

৩

তাম্বুলের রস-রসিত অধর
সুধার আধার—ধরে না হাসি;
চিকণ চিকুর, চিবুক নধর,
মধুর মূরতি—তাড়িত রাশি।

৪

কুসুম নিচয় মধুর নিলয়,
সুধাকর-মুখ সুধার মূল,
রমণী-নিবাস পুরুষ-হৃদয়,
প্রেমের নিবাস কামিনীকুল।

৫

এ হেন রমণী নাহি রে যাহার,
প্রণয়বিহীন জীবন তা'র;
বিধির বিধানে কি সুখ তাহার?
কি লাভ বহিয়ে জীবন-ভার?

প্রবাহি' চলিয়া যাও' অয়ি গো তটিনি!

১

প্রবাহি' চলিয়া যাও, অয়ি গো তটিনি!
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে;—
তব তটে বসি' আছে সুচারুহাসিনী
প্রাণের পুতুলী মোর আনত আননে!
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়ে
কমল-কুসুম-মালা, দিয়ে করে তা'র,
ব'ল তা'রে;—'যদি হেথা অচিরে আসিয়ে,
হাসিয়ে হাসিয়ে চাহে হইতে আমার;
তা' হইলে আমাদের জীবন-লহরী
সুশোভিত হইবেক চিরকাল তরে;
তোমার তরঙ্গ যথা ধরেছে মাধুরী
মম দত্ত ফুল-হার গল-মূলে প'রে।'

২

যদি সে কুসুম-মালা না করে গ্রহণ,
অথবা মিনতি মোর না শোনে শ্রবণে,
তবে তুমি এ মালারে তরঙ্গে চালন
করিয়ে ফেলিয়ে দিও তটের কাননে।

অযতনে এ মালিকা শুখা'বে সেথায়,
রবি-করে শোভাহীন হইয়ে রহিবে।
ব'ল সে বালারে ধীরে কথায় কথায়,
(অয়ি নদি, তুমি বই কে আর কহিবে?)
ব'ল তা'রে;—'এইরূপে যৌবন যখন
পালাইয়ে যা'বে তা'র; রূপ সে সময়
জীবনের তটে পড়ি', হারা'বে কিরণ,
তব তীরে মালা যথা হইবে নিশ্চয়।'

——

বসন্ত।

(বিদ্যাপতির অনুকৃতি।)

শীত ঋতু যাওল, বসন্ত আওল
মনোহর ভূখিত রূপে;
ভেল কুতূহলী, মানবমণ্ডলী,
ভাসল সুখ-রস-কূপে!
প্রকৃতি ত্বরা করি', আসন ধীরি ধীরি,
পাতল উপবন মাজ;
বসন্ত রাজন, ভৈ হরখিত মন,
তদুপরি কৈল বিরাজ।
ফুলময় তরুবর, ধরি' নব কলেবর,
দেওত ফুল-কর রাজে;
ঋতুপতি ভেটিতে, বল্লরী সুখ চিতে,
সাজল ফুল-কুল-সাজে।
মলয় সমীরণ, চামর চালন
করল মৃদুল নৃপ-কায়ে;
বিহগ তরূপরি মধুরিম স্বর ডারি',
নৃপতিকো গীত শুনায়ে।
কোকিল কুহুকুহু করয়তি মুহুমুহু,
ছাড়ই পঞ্চম রাগ;
ঋতুপতি-অনুমতি পাওই রতিপতি
করল কুসুম-শর ত্যাগ।
অসিতবরণ অলি পেখই ফুল-কলি,
ঢলই পড়ই মতবারা;
ঋতুপতি দরশন করি' সুখী সব জন,
ছটফট বিরহী বেচারা!
ভৈ হরখিত মন নাচত শিখিগণ,
কভি কভি ভাখতু কেকা;
দম্পতি হাসত, নাচত গাওত,
বিরহিণীকুল ভেল ভেকা।

——

এই—সেই ভস্মরাশি।

১

কহ না আমায়,
নয়ন নিকটে মোর কি এ স্তূপাকার
ভস্মের মতন?
এ বটে ভস্মের রাশি, আয় রে ভারতবাসী,
ভস্মভরা চোখে ভস্ম করি নিরীক্ষণ!

২

এই কি সে ছাই;—
কপিল, পাতালবাসী-ঋষিকুল-ধন,
সগর রাজার
পাতকী তনয়দলে পোড়াইয়া রোষানলে,
করিয়াছিলেন ভস্ম পর্ব্বত আকার?

৩

এই কি সে ছাই;—
অনলের মন্দানল হইল যখন,
তখন তাঁহায়
পাণ্ডব খাণ্ডব বন করিলেন অরপণ,
খাইয়া করিলা ছাই অনল তাহায়?

৪

এই কি সে ছাই;—
বল হে, যে কালে করি' রাজা জন্মেজয়
সর্পনাশ-যাগ,
প্রজ্বলিত হুতাশনে পোড়াইলা সর্পগণে,
নিভাইতে প্রাণপণে পিতৃনাশ-রাগ?

৫

অথবা এ ছাই,
বিরহিদহনকারী নির্দয় মদন
শিব-কোপানলে,
ধ্যানভঙ্গ-অপরাধে পড়ি' যবে পরমাদে,
পুড়িয়া হইল ভস্ম কুভাগ্যের ফলে?

৬

এ নহে সে ছাই!
এ যে ছাই—ঝরে আঁখি—কহিব কাহায়?
কে আছে এমন?
অমূল্য রতন পুড়ি', ভারতের বক্ষ যুড়ি',
হায়, এ ভস্মের রাশি ছুঁয়েছে গগন!

৭

জলের প্রবাহে
অন্য ছাই ধৌত হ'য়ে কোথা চলি' যায়,
চিহ্নও না রহে;
কিন্তু এ ভস্মের রাশি হেরিতেছি দিবানিশি,
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে?

৮

এরে ধুইবারে
অতল-সাগরকুল-তরঙ্গ-নিচয়
কভু না পারিবে;
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল
ভাসা'তেও পারে তা'রা, এ ভস্মে নারিবে।

৯

মুষল-ধারায়
যদিও জলদজাল অসীম গগন
ব্যাপিয়া বরষে
দিবানিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার
কি ক্ষমতা তাহাদের শতেক বরষে?

১০

এ কি হে কহিলে!
ধরা, গিরি, ঘন-জল, জলধির জলে
যদি ভেসে যায়?
তবু এ ভস্মের রাশি কি হেতু যা'বে না, ভাসি'?
সোলা কি স্রোতের মুখে কভু আটকায়?

১১

সোলা এ ত নয়;
ভারত-মাতার ইহা 'স্বাধীনতা' ধন,
রে ভারতবাসি!
বিদেশীর অস্ত্রানলে, ভারতেরি বক্ষস্থলে
পুড়িয়া পড়িয়া, এই—সেই ভস্মরাশি!!

জাগ্রত স্বপন।

১

নিশীথ;—নীরব স্তব্ধ গভীরা প্রকৃতি,
সবে মাত্র ঝিল্লীদলে বসিয়া পাদপতলে,
শীতল করি'ছে তানে যামিনীর শ্রুতি;
পেচকেরা থাকি' থাকি', নীরস কুরবে ডাকি'
দিবাচর পাখিগণে দেখাই'ছে ভয়;
শৃগালের কোলাহলে চমকে হৃদয়!

২

সুনীল গগন-সরে—হীরার কমল—
শীতকরময় চাঁদ' পাতিয়া রূপের ফাঁদ,
ভুলাই'ছে রমণীর নয়নযুগল।
কুসুম-সুরভি মাখি' যুবতীর মুখ দেখি'
সঞ্চরি'ছে বায়ু ছাড়ি' নিশ্বাস মৃদুল,
চঞ্চল তাহায় যত ফুল্ল ফুলকুল!

৩

এ হেন সময়ে ত্যজি' কুটীর-ভবন,
যুবা যোগিবর এক (প্রেমযোগী, নহে ভেক)
উপনীত গঙ্গা-তীরে, চারু দরশন!
সুবর্ণ-বরণ কায়, ভস্মরাশি মাখা তা'য়,
আয়ত লোচন দু'টি, সুন্দর গঠন!
ঘুরিতেছে যেন কা'র ক'রে অন্বেষণ।

৪

নবজাত জটাজাল পৃষ্ঠোপরি ঝুলে;
গৈরিকরঞ্জিত বাস পরিহিত; পরকাশ
চারু জ্যোতি গলশোভী রুদ্রাক্ষের মালে।
সুগন্ধ-কুসুম-সার গোলাপ-কুসুম-হার
যোগীর দক্ষিণ করে র'য়েছে ঝুলিয়া,
গেঁথেছে আপনি তাহা গোলাপ তুলিয়া।

৫

গঙ্গা-তট-বিরাজিত উচ্চ-প্রসারিত
বটমূলে যোগিবর বসি' সুললিত স্বর
ছাড়িয়া গাহিল এক প্রণয়ের গীত;—
"প্রিয়ে লো, তোমার তরে, ভস্মরাশি কলেবরে
মেখেছি; এ জটাভার তোমারি কারণ;
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, করঙ্গ ধারণ;

৬

তোমারি কারণ আমি যোগী সাজিয়াছি;
পবিত্র প্রণয়-দেবে সেবিব অন্তরে ভেবে
প্রণয়িনি, তোমা লাভে হেথা আসিয়াছি!
এ ঘোর যামিনী ভাগে, বল, প্রিয়ে, কে লো জাগে
সকলেই শুয়ে রয় সুখের শয়নে;
কিন্তু আমি জাগি কেন?—তোমারি কারণে।

৭

"শয়নে কি সুখ?—সুখ—সুখের স্বপন!
সুন্দর ঘটনাচয় স্বপনেতে দৃষ্ট হয়,
কিন্তু লো, তা' হ'তে ভাল মম জাগরণ!
কারণ, স্বপনে যাহা দৃষ্ট হয়, বৃথা তাহা,
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা সুখে কিবা সুখোদয়?
সত্য সুখ চায় শুধু আমার হৃদয়।

৮

"সে হেতু, প্রেয়সি, আমি ত্যজিয়া কুটীর,
পত্রময়ী শয্যা ত্যজি', তোমা ধন লাভে আজি
আসিয়াছি—মজিয়াছি—হ'য়েছি অস্থির!
মিথ্যা নয়,—সত্য ধন সুধাময় সুস্বপন
দেখিব জাগিয়া আজি—করিয়াছি পণ,
দেখিতে তাহাই মম নিশি জাগরণ।

৯

অন্তরের আশা আজ হ'বে কি পূরণ?
হইলেও হ'তে পারে, আশা যা'রে, পা'ব তা'রে,
আশাই দেখা'বে মোরে জাগ্রত স্বপন।
তোমারি আশায় আসা, নতুবা এ ঘোর নিশা
কেন জাগি, লো সুন্দরি! ইষ্টলাভ বই
কে চলে ভবের পথে? আমি ব'লে নই।

১০

"জাগ্রত স্বপনে রত্ন লভিবার আশে
আসিয়াছি গঙ্গাতটে, ভাগ্যে তাহা যদি ঘটে,
নিশি-জাগরণ-শ্রম যা'বে অনায়াসে ;
নতুবা আমার মত, ত্রিজগতে ভাগ্যহত
কে আছে ?—কেহই নাই—সকলেই সুখী ;
আমিই কেবল দুখী বিনা বিধুমুখী !

১১

"ভস্মমাথা তবে, হায়, বিফল কেবল ;
বিফল এ জটাভার, বিফল রুদ্রাক্ষ হার,
গৈরিকরঞ্জিত বাস—তা'ও রে বিফল ;
গলে তব দিতে আজি, গেঁথেছি গোলাপরাজি—
বিফল—বিফল আশা—নিশি জাগরণ।
বিফল আমার এই অসার জীবন।"

১২

নীরব হইল যোগী ; স্তব্ধ চারি ধার
চুঁশব্দ হইলে পরে, উড়ে যায় বায়ু ভরে
বহু দূর ; তবে কি সে সঙ্গীত-সুধার
আবদ্ধ থাকিতে পারে ? আশে পাশে চারি ধারে
চলিল সে গীত ধ্বনি প্রতিধ্বনি সনে ;
পশিল অদূরবর্ত্তী কুটীর ভবনে।

১৩

সে কুটীর হ'তে এক যুবতী রতন
সহসা বাহির হ'ল, কুটীরের দ্বারে আলো
উজলিল ; মেঘ-কোলে বিজলী যেমন।
যোগীরো মতন তা'র ভূচুম্বিত জটাভার,
গেরুয়া বসন পরা, দুলি'ছে অঞ্চল ;
ধীরি ধীরি খেলে তা'য় সমীর চঞ্চল।

১৪

হাসি-হাসি মুখখানি, আসি' ধীরে ধীরে,
দুলা'য়ে রুদ্রাক্ষমালা, যোগীর সম্মুখে বালা
দাঁড়া'ল ; অমরা-শোভা হ'ল গঙ্গা-তীরে !
কহিল মধুর স্বরে, "আসিলে কেমন ক'রে,
এ ঘোর নিশীথে, নাথ, পরিহরি' ভয় ?
কি সাহসে সাহসী হে তোমার হৃদয় ?"

১৫

"ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি" কহে যোগিবর,
"কহ দেখি মোরে আগে, এ গভীর নিশাভাগে,
একাকিনী কি সাহসে হ'লে আগুসর ?"
হাসিয়া যুবতী কয়, "সে কি, নাথ ! কা'রে ভয় ?
তুমি গো ভয়ের ভয় হৃদয়ে আমার ;
তুমি যা'র পতি—তা'র ভয় কি আবার ?"

১৬

হাসিয়া কহিল যোগী, "তবে কি কারণ,
চিত মম ভীত হ'বে ? কমল লভিতে কবে
কে ভীত হ'য়েছে ভাবি' সলিলে মগন ?
প্রণয়িণী তুমি যা'র, কি ভয় হৃদয়ে তা'র ?
রূপের কিরণে তব পূর্ণ চারিধার ;
যা'তে চিত ভীত হ'বে—নাহি সে আঁধার !

১৭

"ব'স ব'স, প্রিয়তমে, সুচারুহাসিনি !
না জানি চরণ তব, করিয়াছে অনুভব
কত ক্লেশ আসিতে, গো মরাল-গামিনি !
আমার কারণে, প্রিয়ে ! কণ্টকিত পথ দিয়ে
এয়েছ—পেয়েছ ক্লেশ—ক্ষমা কর দান ;
অপরাধী জনে ক্ষমা বিধির বিধান !

১৮

"হরিণাক্ষি, আমি তব বশীভূত জন ;
চুম্বক-উপল সম, মূর্ত্তি তব অনুপম,
করিতেছে আকর্ষণ আমার নয়ন !
বিজ্ঞানের মহামন্ত্র দিগদরশন যন্ত্র
উত্তরাস্য বই, কই, ফেরে কি কখন ?
তুমি গো উত্তর—আমি দিগদরশন !"

১৯

যুবতী যোগিনী হাসি' যুব-যোগি-পাশে
বসে হেসে কুতূহলে ; আমরি, সে বট-তলে
কি শোভা হইল !—গঙ্গা-প্রবাহ উচ্ছ্বাসে !
উভয়ের হৃদি-যন্ত্রে বাজিল প্রণয়-তন্ত্রে
প্রণয়-সঙ্গীত, যা'র নাহি রে তুলন ;
সে সঙ্গীত সেই বুঝে—প্রেমিক যে জন।

২০

মধুর মিলন !—শশী মধুর গগনে
হাসিল মধুরতর ; মধুর জলদবর
লাগিল ধাইতে এই মধুর মিলনে ;
গঙ্গার লহরীগুলি ধীরি ধীরি শির তুলি',
খেলিল মধুরতর মধুর পবনে।
ডাকিল মধুর পাখী মধুর মিলনে।

২১

মধুর মিলন !—ফুলে মধুর সুবাস ;
মধুর মূরতি ধরি', মধুর ভূষণ পরি',
যামিনী কামিনী এবে মধুর প্রকাশ ;
মধুর মধুর সবি ; মধুর প্রকৃতি ছবি ;
চৌদিক মধুর যেন মধু-বরিষণে ;
মধুর দম্পতি আজি মধুর মিলনে।

২২

যোগিরাজ গোলাপের মালা মনোহর,
সাদরে যুবতী-গলে পরাইল ; ধীরে দোলে
সে মালিকা, ছুটে তাহে সুরভিনিকর ;

উভয়ে উভয় সনে, প্রেম-সুখ-সম্ভাষণে
মজিল। যুবারে আমি কহিনু তখন ;—
ধন্য যোগিবর! তব 'জাগ্রত স্বপন'!

সেটি "প্রণয়-রতন" লো।

তুমি অয়ি প্রাণপ্রিয়ে! বিধাতা কি নিধি দিয়ে
তোমার এ মুখ-ছবি করিল সৃজন লো?
কি দিয়ে নয়ন দু'টি (যেন নীলোৎপল ফুটি'!)
গড়িল—গড়িল এই হাসি সুশোভন লো?
কি হেন জগতে আছে, তুলনীয় তব কাছে?
যা' হেরি কিছুই নয়—অসার কেবল লো!
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিত পটে,
কিন্তু হেরি' মুখ তব তা' ভাবা বিফল লো!
বিশেষ তোমাতে, প্রিয়ে, সেটি কি, যাহাতে হিয়ে
জুড়ায়, আনন্দময় নিরখি ভুবন লো?
কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা যা'র?
বুঝেছি, প্রেয়সি, সেটি "প্রণয়-রতন" লো।

সরস্বতী নদী।*

১

অয়ি নদি! তব তটে ঘটেছিল যবে
ভীষণ সমর, হায়, হইলে স্মরণ,
ভারতবাসীর প্রাণ কাঁদে উচ্চ রবে,
বিষাদে মলিন হয় প্রফুল্ল বদন!

২

ভারতের স্বাধীনতা অতুল রতন,
পুরাকাল হ'তে সদা অযুত কিরণে
উজলিতেছিল, কিবা সুখ অতুলন
প্রদান করিতেছিল যত হিন্দুগণে।

৩

তোমারি তীরেতে গেল হাঁরা'য়ে সে ধন,
হারিল যে দিন, আহা, অন্যায় সমরে
ভারতের শেষ রাজা—ভারত-ভূষণ—
পৃথ্বীরাজ, মিথ্যাবাদী যবনের করে!

৪

সেই দিন হ'তে এই সোণার ভারতে
পরদেশবাসী আসি' ভারতবাসীরে
শাসিতে লাগিল; হায়, সেই দিন হ'তে
আজো অধীনতা-ভার ভারতের শিরে!

৫

গিরিকুলশ্রেষ্ঠ গিরি দেব হিমালয়
ভারতের মাথে, কিন্তু সে ভারে তাঁহার
ভারত কাতরা নহে, পীড়িত-হৃদয়
যেরূপ হ'তেছে বহি' অধীনতা-ভার!

৬

এ ভারের মত ভারী পদার্থ এমন
কি আছে, বল, গো নদি, জগত-মাঝারে?
মানাধারে এর সহ বিশ্বের ওজন
কর যদি, হ'বে ইহা শতগুণ ভারে!

৭

তব তীরে ভারতের স্বাধীনতা রবি
অস্তমিত হ'ল, হায়, কিরণ সহিত!
আর কি ভারত পা'বে দেখিতে সে ছবি—
উজ্জ্বল পবিত্র দীপ্তি জ্বলন্ত লোহিত?

৮

আর কি সে রবি-করে ভারতবাসীর
নিমীলিত রসহীন হৃদয়-কমল
ফুটিবে? ঝরিবে তাহে সুখ-হিম-নীর—
শীতল, মধুরতর, অতি নিরমল?

৯

গোমূত্র পড়িয়া যথা মধুর গোরসে,
বিষম বিকৃতি-ভাব করে উৎপাদন,
ভারতবাসীর তথা হৃদয়-সরসে,
নাশিয়াছে অধীনতা সুখ অতুলন!

১০

সে সুখের রবি, নদি, করেছে গমন,—
বিষাদ-আঁধারে ডুবি' কাঁদি'ছে ভারত!
কি হ'বে কাঁদিয়া আর—বিধির ঘটন
অবশ্য ঘটিবে—তাহা দুরপরাহত!

১১

তরঙ্গিণি, তব তটে ভারত-জননী
অধীনী হ'য়েছে ব'লে সরমের দায়
লুকা'লে কি ভূমিতলে? নাহি শুনি ধ্বনি,
আবৃত হ'য়েছে স্রোত মরু-বালুকায়।

১২

তুমি তো বাঁচিলে, সতি, লুকাইয়া কায়;
ভারতবাসীর যদি অধীনতা-মলে
আবিল জীবন-স্রোত মৃত্যু-বালুকায়
পশিত, সরম-জ্বালা নিভিত তা' হ'লে!

১৩

প্রবাহ তোমার ধীরে ভূতল-ভিতরে
প্রবাহি'ছে অলক্ষ্যেতে নিঃশেষ হইয়া;

* এই নদীর আর একটি নাম 'কাগার' বা 'ঘগ্গর'।

ভারতবাসীর কিন্তু অধীনতা-ভারে
নয়ন-সলিল-স্রোত বহে বাহিরিয়া !

তপনের পরিণয়।

১

দেব দিবাকর হরষিত মনে,
অমর-নগর-কনক-তোরণে
সারথী অরুণে কহিলা হাসিয়া ;—
"রাখ রথ, আমি দেখি হে নামিয়া,
কে আছে রূপসী অমরপুরে।
চিরকাল ঘুরি আকাশে আকাশে,
না পাই যাইতে অমর-নিবাসে ;
সুর বটি, সুর-সুন্দরী-বদন
বহুকাল হ'ল দেখিনি কেমন ;
আজি তা' দেখিব নয়ন পূরে।"

২

এত বলি' রবি, চারু রূপ ধরি',
রূপে আলো করি' ত্রিদিব নগরী
পশিলা তথায়, অতুল তুলনা,
খেলি'ছে ছুলি'ছে অমর-ললনা—
অমিয় বরিষে হাসিয়া কেহ—
কেহ বা নাচি'ছে—কেহ বা গাই'ছে—
কেহ তাল দি'ছে—কেহ বাজাই'ছে—
কোন সুরবালা গাঁথে ফুল-মালা—
অগুরু লেপিয়া কোন সুরবালা,
ভূষণে ভূষিত করি'ছে দেহ।

৩

তপন যেমন মজি' কুতূহলে
দাঁড়াইলা সুর রমণী-মণ্ডলে,
নয়নে নয়নে মিলিল যেমতি,
আনতবদনে যত সুর-সতী
সলাজে ফিরিয়া দাঁড়া'ল সবে।
অমর-কামিনী-শরীর শোভিত
মণি-মরকত-রতন-খচিত,
তদুপরি পড়ি' রবির কিরণ,
হ'ল শতগুণ উজল বরণ,
সুরবালাকুল অবাক্ সবে!

৪

এক এক করি', বিধুমুখ যত
হেরে রবি সুর, তৃষাতুর মত ;
দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহসা
উদিল বিবাহ-বাসনা-লালসা ;
ঘন ঘন চাহে বদন পানে।
দেখিলা সবারি সীঁতির উপরে
সিঁদূরের ফোঁটা শির শোভা করে ;
পরিণীতা তা'রা জানিয়া তপন,
ফিরিলা হতাশে—বিষণ্ণ বদন!—
সারথী অরুণ আছে যেখানে।

৫

"সবেগে চালাও হীরকের রথ,
চল রে পলকে প্রহরের পথ,
চল নরলোকে, দেখিতে বাসনা,
আছে কি না তথা রূপসী ললনা।"
সারথী অরুণে কহিলা রবি।
চলে রথ ঘন গরজি' গভীর,
সহায় আবার প্রবল সমীর ;
ঘন ঘোর ডাক, জাগে দশ ভিত ;
ভীত নরলোক, চিত চমকিত ;
ঢাকিল সুনীল আকাশ-ছবি।

৬

নিমেষে আকাশে বিমান শোভিল,
ধরা-ধারে ত্বরা আসি' দাঁড়াইল ;
দেখিলা তপন চাহিয়া তখন,—
ভূমে কোন্ বালা রূপসী-রতন,
যুবতী অথচ অনূঢ়া মেয়ে!
পরিণয়-সাধ, অনূঢ়া মিলিলে!
ভাসিবে মিহির প্রণয়-সলিলে ;
সুরপুরে বড় পেয়ে মনক্ষোভ,
বেড়েছে দ্বিগুণ পিরীতির লোভ,
দেখিলা ব্যাকুলে ভূতলে চেয়ে।

৭

দেখিলা চাহিয়া কানন মাঝারে,
শতেক রূপসী, রূপের বাহারে
শোভিত করি'ছে নিখিল কানন ;
প্রেম-রস-লোভে লোলুপ তপন
অনিমেষে চায় তা'দের পানে।
মালতী, মাধবী, গোলাপ, সেবতী,
জাতী, যূথী, বেলা, শেফালিকা সতী,
হেমরূপবতী চাঁপা সুহাসিনী,
নাগরী টগরী বিশদবরণী
বন-বিহারিণী কত সেখানে।

৮

দেখিলা তপন সকলেরি মুখ ;
তাঁ'রে হেরি' তা'রা হইল বিমুখ।
সবে নতমুখী, শুকা'ল শরীর,
খর করে তাঁ'র হইয়া অধীর
তাপিত সকল কুসুম-বালা।

"কেন হেন হ'ল ?" ভাবিয়া তপন,
(নিরাশে বিষাদে মন উচাটন)
জানিলা তখন ইহার কারণ ;—
তাঁহারি প্রখর দারুণ কিরণ
রূপবতীকুলে দিতেছে জ্বালা।

৯

নিন্দি' আপনারে দেব দিবাকর,
লাগিলা কহিতে, "দুঃখের আকর
জীবন আমার, কিছু সুখ নাই ;
নিজে জ্বলি পুন অপরে জ্বালাই ;
কি বালাই—ছি ছি—কি হ'বে—হায় !
রে দারুণ বিধি ! কি বিধি তোমার,
অনলের রাশি এ দেহ আমার ;
সোণার কিরীট সবার কপালে,
আমার কপালে হুতাশন জ্বলে,
এ জ্বলন-জ্বালা জানা'ব কা'য় !

১০

"আসিলাম কোথা রূপসী খুঁজিতে,
সরল প্রণয়-রসেতে মজিতে,
কোথা মোরে দেখি' বন-বিহারিণী
পরম রূপসী কুসুম-কামিনী
প্রাণ ভরি' আজি সুখিনী হ'বে,
তা' না হ'য়ে, হায়, প্রেমের বদলে,
দহিনু তা' সবে সন্তাপ-অনলে !
পোড়া তেজে মোর ফুল-নারী-কুল
মলিনবদন—নীরস—আকুল !
কোমল শরীরে কত বা স'বে ?

১১

"এ পোড়া কপালে কিছুই হ'ল না !
বুঝিনু এ সব বিধির ছলনা ;
মনেই রহিল মনের বাসনা.
চিরকাল তরে এ ঘোর যাতনা
সহিব—স্মরিব কপাল দোষ !
নরলোকে, মরি, এরূপ ললনা
(রূপের আধার—মিলে না তুলনা)
অভাগা রবির কপালে হ'ল না,
এ হ'তে কি দুখ আছে রে বল না ?
মোরে, বিধি, তোর এতই রোষ !"

১২

নিন্দি' আপনারে এরূপে তপন,
আবার চাহিলা ফিরা'য়ে নয়ন ;
বিবাহ-বাসনা যেকালে জেগেছে,
প্রেমের বাতাস যেকালে লেগেছে,
সেকালে কি আর থাকিতে পারে ?
লাগিলা দেখিতে সমুৎসুক চিতে,
যদি কোন বালা প্রেম-ধন দিতে
নিদয় না হয় বিধুর রবিরে,
কিন্তু কোন বালা চাহিল না ফিরে,
সবাই ব্যাকুল প্রখর করে !

১৩

কি করে মিহির না পেয়ে উপায়,
বন ছাড়ি' পুন সরোবরে চায় ;—
কুমুদী-নয়নে পড়িল নয়ন,
কুমুদী নয়ন করি' নিমীলন,
আঁচলে ঢাকিল হসিত মুখ।
তা' দেখি' রবির সন্তাপ-আগুন
জ্বলিল হৃদয়ে হইয়া দ্বিগুণ ;
হতাশ মানসে ভাবিলা তখন,—
"হ'ল না, হ'ল না সুখের ঘটন,
অভাগা-কপালে শুধুই দুখ !"

১৪

জ্বলন-জ্বলিত নয়নের কোলে
দুখ-অশ্রু-ধারা বহিল হিল্লোলে
উষ্ণ অতিশয় ;—সীতাকুণ্ড জল
শতগুণে, দেখি, তা' হ'তে শীতল ;
ভাসিল ভানুর হৃদয় তা'য় !
মুছি' আঁখি-বারি তাপিত তপন,
ফিরি' ফিরি' ফের করে অন্বেষণ।
নিরখি' ভানুর হতাশ হৃদয়,
এইবার বিধি হইলা সদয় ;
কুভাগ্য ঘুচিয়া সুভাগ্য উদয়,
অতুল হরিষে নাচিল হৃদয়,
সহাসে এবার সরসে চায়।

১৫

প্রেমবিলাসিনী স্মিতা কমলিনী—
কুসুম-কামিনী-কুল-গরবিণী—
অনূঢ়া কুমারী,—ঘোমটা খুলিয়া,
চাহিল রবিরে বদন তুলিয়া ;
যে করে কুসুম-কামিনী মলিনী,
সেই করে রস লভিল নলিনী,
প্রেমে ডগমগ, হাসিয়া সুখে,
অমিয় মধুর মুখ-মধু দান
করিয়া রবির তুষিল পরাণ ;
পতি বলি' সতী যদি না ডাকিল ;
কিন্তু জগজন, জানিতে পারিল
ব্যাস, কালিদাস, বাল্মীকি-মুখে !

সুখী কে?

১

ওই যে সুনীল নভে নব শশধর
উজল কিরণ রাশি
বরষি'ছে হাসি' হাসি',
ডাগর সাগর, গিরি, ধরণী উপর;
ওই শশধর,
এখনি ক্ষণেক পরে, লুকাইবে জলধরে,
কোথায় রহিবে ওই হাসি মনোহর!
কে বলে সুখী রে তবে ওই নিশাকর?

২

ওই যে জলদখানি আকাশের কোলে,
চাঁদেরে লুকা'য়ে রাখি',
ধীরি ধীরি, থাকি' থাকি',
আমীরী রাজাই-চালে ওই যায় চ'লে;
ওই জলধর,
যদি বহে সমীরণ, করি' ঘোর গরজন,
কোথায় পলা'য়ে যা'বে হইয়া কাতর!
কে বলে তবে রে সুখী ওই জলধর?

৩

ওই যে পবন, পেয়ে নিশি-সহবাস,
হ'য়েছে শীতল অতি,
মৃদুল মৃদুল গতি,
কুসুম-সুরভি মাখি' খেলে চারি পাশ;
ওই সমীরণ,
মদিরাপায়ীর মুখে এখনি যাইবে ঢুকে;
(নরক সমান ঠাঁই!—ঘৃণা-নিকেতন!)
কে বলে তবে রে সুখী ওই সমীরণ?

৪

ওই যে মলিন-ভাতি তারকানিচয়,
হাসে না যে দিন শশী,
নীলাকাশে গাঢ় মসী
ঢালা, রহে সেই দিন উজলতাময়!
কিন্তু কই আজ
হীরকাভ করচয়?— মৃদু হাস রসময়?—
ক্ষীণাভ শশীর করে! ছি ছি রে কি লাজ!
কে বলে রে সুখী তবে তারকা-সমাজ?

৫

চক্রবাক, চক্রবাকী—দম্পতি দু'জন,
ওই যে দেখি'ছ চেয়ে;
প্রণয়ের পরিচয়ে
দিবসে আছিল সুখী; নিশায় এখন
সুদূরে থাকিয়া,
বিরহ-জ্বলনে জ্বলে, নয়ন ভাসায় জলে,
দিবসের সুখ এবে নিশার স্বপন!
কে বলে ওদিগে তবে সুখে নিমগন?

৬

ওই যে অমিয়মুখী জল-কমলিনী,
এই যে ক্ষণেক আগে,
অরুণেরে অনুরাগে
ভুলা'বারে হ'য়েছিল যেন পাগলিনী:
আনন এখন
ঘোমটায় আবরিত, বিষাদে আকুল চিত,
পতির বিরহে সতী মুদেছে নয়ন!
কে বলে সুখী রে তবে নলিনী-জীবন?

৭

ওই যে নলিনী-পাশে হাসে কুমুদিনী,
নিথর গগনোপরে
নিরখিয়া শশধরে,
অধরে না ধরে হাসি—বড় আমোদিনী!
প্রভাত আইলে,
বিধু পলাইবে যবে, হাসি-রাশি কোথা' র'বে?
বাড়া'বে সরসী-জল নয়ন-সলিলে।
বল, তবে কুমুদীরে কে সুখিনী বলে?

৮

ওই যে রজনী আজি কুমুদিনী সম,
চাঁদের চিকণ করে
উজলিয়া, শোভা করে
দশ দিশি; স্মিতমুখী, রূপে মনোরম!
তিথি অমাবসী
এলে, এই রজনীর নয়নে ঝরিবে নীর,
মসীময়ী হ'য়ে র'বে না হেরিয়া শশী!
কে বলে কে বলে তবে সুখী রে এ নিশি!

৯

চক্রবাক, চক্রবাকী, তারকা, পবন,
সুধামুখী কমলিনী,
সুহাসিনী কুমুদিনী,
জলদ, রজনী আর রজনী-রঞ্জন,
হায় রে সবাই,
দুখী বই—সুখী নয়! খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই!
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই!

১০

ওই যে মানবজাতি, কর দরশন;
দেখিতে সুন্দর বেশ,
হাসিমুখ, কাল কেশ;
ওরা কি সুখের সরে র'য়েছে মগন?

সে কথা কে বলে?
রোগ,শোক,চিন্তা, জ্বালা সদা করে ঝালাপালা
হাসে আজ—ভাসে কা'ল নয়নের জলে!
কে বলে মানবে তবে, সুখী ধরাতলে?

১১

ওই যে বসিয়া ভূপ রাজ-সিংহাসনে,
অমূল্য কিরীট শিরে,
শোভিত মুকুতাহারে,
উনি কি রে সুখী এই ধরণী-ভবনে?
কথনই নয়,
তুমি ভাব' সুখী বটে, কিন্তু ওঁর চিত্ত-পটে,
অরাতি-আশঙ্কা সদা হ'তেছে উদয়!
কে তবে ভূপালে সুখী পৃথিবীতে কয়?

১২

ওই যে রমণী, যেন প্রফুল্ল কমল!
যৌবন-লহরী-কোলে
থমকে থমকে দোলে!
জলদে বিজলী যেন হ'তেছে চঞ্চল!
ওই কি সুখিনী?
কভু নয়—কভু নয়, কে ওরে সুখিনী কয়?
গত হ'ক্ গোটা কত দিবস যামিনী,
দেখিবে তখন ওরে কেমন সুখিনী!

১৩

ওই যে ভূতলে বসি' আকুলা জননী!
কা'ল যে দেখেছি ওরে,
তনয়েরে কোলে ক'রে—
'আমার গোপাল!' বলি' দিয়াছে নবনী।
সে কা'ল কোথায়!
কেন আজ হেন বেশ, এলা'য়ে প'ড়েছে কেশ,
আছাড়ি' পিছাড়ি' কাঁদি' ভূতলে লুটায়!
হায় রে, কে বলে তবে সুখিনী উহায়!

১৪

ওই যে কামিনী বসি' শ্মশানের ধারে;
অলঙ্কার নাহি গায়,
প্রভাত শশীর প্রায়
মুখখানি প্রভাহীন! ভাসে অশ্রুধারে।
'হা নাথ!' বলিয়া,
কপালেতে কর হানে, কভু চায় শূন্য পানে,
পতি সহ সবি ওর গিয়াছে চলিয়া!
সুখিনী উহারে তবে বল কি বলিয়া?

১৫

ওই যে যুবক, দেখ হাসিয়া বেড়ায়,
ধরা ভাবি' সরাখান,
করে কত রূপ ভান,
ভাবি'ছে উহার সম কে আছে ধরায়?
হায়, অকারণ!
দিন কত পরে ওরে দেখ' দেখি ভাল ক'রে
হয় কি না হয় সব নিশার স্বপন!
কে তবে বলিবে ওরে সুখে নিমগন?

১৬

ওই যে বিদ্বান্, করে লেখনী ধরিয়া,
লিখিতেছে গ্রন্থ কত,
কত গ্রন্থ অবিরত
পড়িতেছে সারানিশি জাগিয়া জাগিয়া!
সুখীই কি ওই?
কভু নয়—কভু নয়, শরীর যে দুখময়,
জেনেছে বিশেষরূপে প'ড়ে প'ড়ে বই;
উনিও ত দেহী—তবে সুখী কিসে কই?

১৭

ওই যে বিজন বনে ভূধর-গুহায়,
যোগিবর যোগাসনে
ঈশে ভাবে মনে মনে,
অস্থিচর্ম্মসার!—তৃণ গজাই'ছে গায়!
আশাপূর্ণ হ'ল কই? আজীবন দুখ বই
কি আছে? কই বা আজ আশার সুসার?
তাপস-জীবনে সুখ বলিবে আবার?

১৮

আকাশ, ভূধর, বন, মরুভূ মাঝার,
সাগর, তটিনী-তটে,
যা' কিছু এ বিশ্বপটে—
'আমি'—'তুমি'—'তিনি'—আদি দুখের ভাণ্ডার
হায় রে, সবাই
দুখী বই সুখী নয়, খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই!
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই!

প্রণয়।

১

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই!
কটাক্ষ-নয়নে চাহ যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে,
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে,
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

২

তোমারি কারণে ধরণী-মাঝারে
জীয়ে জীবকুল, ভজিয়া তোমারে

চিরসুখে কেহ জীবন কাটায় !
দুখের চরণে কেহ বা লুটায় !
সুখের দুখের তুমিই মূল।
হাসিমুখ কা'রো করি দরশন !
হা হতাশে কেহ করি'ছে রোদন !
হারা'য়ে দু'কুল কেহ আকুল !

৩

বিষম ভীষণ সমর-অনল
জ্বলি' উঠে কোথা' ; কোথাও প্রবল
বাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠে।
রাজ্য ছারখার তোমার কারণে,
কত রাজ্যপতি তোমার চরণে
সেবকের মত নিয়ত লুটে।

৪

তোমারি কারণে কোথাও কুশল ;
ঘটে বা কোথাও ঘোর অমঙ্গল ;
তোমারি কারণে দুর্ব্বলের বল ;
প্রবলের বল ঘুচিয়া যায় !
অস্ত তব, প্রেম, বুঝে ওঠা ভার !
কি মোহিনী বিদ্যা আছে হে তোমার ?
নর সাজে নারী !—নারী সাজে নর !—
পুরুষেরে নারী ধরায় পায় !

৫

জীবন-বাসনা করি' পরিহার,
কেহ দেয় গিয়া সাগরে সাঁতার,
শ্বাপদ-পূরিত কানন মাঝার
প্রবেশে পড়িয়া তোমার বশে।
বিশাল ভীষণ ভূধর-শেখরে
ভয় পরিহরি' আরোহণ করে ;
কা'রো বা জীবন কারার ভিতরে ;
বিষ খায় কেহ অনলে পশে।

৬

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
আধিপত্য তব জগত্ মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই।
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে !
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে !
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই !

৭

সানুকূলে তুমি যা'রে কর ভর;
তা'র সম সুখী জগত ভিতর
কে আছে ?—তাহার নয়ন উপর
সবি শোভাকর, আনন্দময়।
শশী করে তা'রে সুধা বরিষণ ;
শীতের সমীরো মলয় পবন ;
ফুলকুল করে মধু বিতরণ ;
বিজন কানন সুখের হয়।

৮

আকাশের ছবি অতুল তুলনা ;
ভূতল-কামিনী অমর-ললনা !
দুখের আগার ভবের ভাবনা
ক্ষণেকেরো তরে রহে না তা'র।
আপনারে আর ভাবে না মানব,
ভাবে—যেন বুঝি দেবেশ বাসব।
বসুধারে ভাবে অমর বিভব ;
সুধার সাগরে দেয় সাঁতার ;

৯

অতুল আমোদে মাতিয়া বেড়ায় ;
মন-বিহঙ্গেরে কত কি পড়ায়—
কি পড়ায় ?—সে যে তোমারি নাম।
বাসনা-লতিকা বেড়ে বেড়ে উঠে ;
গরম শোণিত শিরে শিরে ছুটে ;
মানস-সরসে সুখ-পদ্ম ফুটে ;
ধরণী যেন রে স্বরগ-ধাম।

১০

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই।
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান' তা'রে—সে তোমারে জানে।
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে !
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই।

১১

কিন্তু যা'র পানে প্রতিকূলে চাও,
সর্ব্বনাশ কর—কত জ্বালা দাও,
ভূপতি হ'লেও ভূতলে লুটাও !
সামান্য নরের কথাই নাই !
সুধাকর তা'রে বরষে গরল ;
মলয় সমীরো যেন রে অনল ;
অনন্ত অমেয় দুখের ভূতল ;
আশা-লতা হয় পুড়িয়া ছাই !

১২

যা' কিছু জগতে ;—তাহার নিকটে
কিছুই নয় রে ! হৃদয়ের পটে
সুখ-ছবি আঁকা থাকে না আর !
দিবস যামিনী সবি একাকার ;
দুপুরে প্রখর তপন প্রচার

তা'র কাছে যেন ঘোর অন্ধকার!
অসহ্য অসার জীবন-ভার!

১৩

চিন্তার লহরী ভীম বেশ ধরি',
প্রহারে তাহারে দিবস শর্ব্বরী,
পাগল হইয়া ছুটিয়া যায়;
কি যে সে করিবে, ভাবিয়া না পায়;
জীবনে জীবন বিসর্জ্জিতে যায়;
সজোরে প্রখর প্রহারে মাথায়;
অবশ শরীর; শূন্যদৃষ্টে চায়,
এলো মেলো গীত কত কি গায়।

১৪

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই!
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই;

১৫

ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটীরে,
ভূধর-শেখরে, নীরধির নীরে,
বিজন বিপিনে, মেদুর পবনে,
রবির, বিধুর উজল কিরণে,
মরুভূ মাঝারে, কুসুম নিকরে,
জলের প্রপাতে, খনির ভিতরে,
অচল গহ্বরে, তটিনীর তটে,
জলধরজালে, নীল-নভ-পটে,
পাদপ, তুষারে, সাগর-পুলিনে,
সর-সুশোভিত কুমুদ, নলিনে,
উজল জ্বলিত বিজলী কোলে,
অশনি-নিনাদে, মুষল ধারায়,
মেঘ-গরজনে, অনল-শিখায়,
সমীর-দুলিত-পাদপ-পাতায়,
বিকচ-কুসুম-ভূষণা লতায়,
আরো কত আছে—কব তা' কেমনে?
যা' জানি—না জানি নিখিল ভুবনে,
সমভাবে তুমি সকল স্থলে।

১৬

সুকুমার-শিশু-মধুর ভাষেতে,
যুবতী যুবার মধুর হাসেতে,
জনক-জননী-হৃদয়-আগারে,
বান্ধবের খোলা মনের মাঝারে,
সংসার-তেয়াগী বিরাগীর মনে,
বিভুপরায়ণ ঋষির সদনে,
পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ গোচরে,
মুকুতা, মাণিক, জহর, মোহরে
তোমারে, প্রণয়, দেখিতে পাই!
কি যে তুমি, আজো জেনেও জানি না,
অথচ তোমার বিরহে বাঁচি না!
নিরাকারে এত! সাকার হইলে,
না জানি কি হ'ত! ভাবি হে তাই!

১৭

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই!
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই।

স্বর্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
(পরলোকপ্রাপ্তির দিবসে লিখিত)

১

রতন-ভাণ্ডার লুঠি' ক্রূর দস্যুগণ
সর্ব্বস্ব যদিও লয়, কি দুঃখ তাহায়?
কিম্বা সেনাদলে ল'য়ে
সমরসজ্জিত হ'য়ে
অন্য ভূপ আর ভূপ-রাজ্যে যদি যায়,
করে সব ছারখার করিয়া সমর;

২

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,
যে হৃদয়-ভেদী ক্লেশ পাইল রে আজ!
পোড়া কাল কালামুখ
ঘুচা'য়ে বঙ্গের সুখ,
কাড়ি' নিল মহারত্ন কাঁদা'য়ে সমাজ!
আকুল বাঙ্গালিকুল করে হায় হায়!

৩

তস্কর মাণিক যথা হেরি' রাজালয়ে,
পাপ-দণ্ড-ভয় ভুলি' চুরি করি' লয়;
জীবন-তস্কর যম—
অবিচারী নিরমম—
অলক্ষ্যে হরিল মণি পশি' বঙ্গালয়,
প্রহারি' শোকের বজ্র বাঙ্গালি-হৃদয়ে!

৪

আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন!
নিশাপতি বিনা, হায়, রজনী যেমন!

নিশায় জলন্ত বাতি
নিবিলে না রহে ভাতি
যেমতি গৃহের মাঝে, হায় রে তেমন
আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন!

৫

হে কবীশ! ত্যজি' তব প্রিয় জন্মভূমি
বাঙ্গালারে, চিরতরে করিলে গমন
কি হেতু? কি দোষ পেলে?
বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে? আর কি হে পা'ব দরশন?
বিফল!—সে আশে কাঁটা দিয়েছে শমন!

৬

কবিতা-কাননে, কবি, করি' গুঞ্জরণ,
শুনা'তে মধুর গান, সুখী হ'ত সবে!
তব কাব্য-রস-ধারা—
স্বর্গীয় সুধার পারা—
নর্ত্তন-লহরে আর এ বঙ্গে কি ব'বে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়েছে শমন!

৭

রত্নগর্ভা পুণ্যবতী ভারত-জননী,
হায়, আজি কুভাগ্যের কুলিখন-ফলে
তোমা হেন প্রিয় পুত্রে
হারাইয়া কর্ম্ম-সূত্রে,
'হা মধু!' বলিয়া ভাসে নয়নের জলে,
ফণিনী বিলাপে যেন হারাইয়া মণি!

৮

মধুমাসে মধুঘোষ মধুর স্বননে
মধু-ধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়া বাঙ্গালি-বঁধু,
হে মধু, কবিতা-মধু
ঢালিলে তেমনি তুমি বঙ্গের মাঝার!
আর কি তা' ক্ষণ তরে পশিবে শ্রবণে?

৯

আর কি তোমার মত, হে মধুসূদন!
বঙ্গ-কবি-কুল-বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে?
আর কি বীণার নাদ
ঘুচাইবে অবসাদ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গাহিবে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়েছে শমন!

১০

বাঙ্গালির আদরের কবিতা-কানন!
কোকিল তাহায় তুমি, কুহুকুহু রবে
আনন্দ কতই দিলে,
গৌড়জনে ভুলাইলে;
গন্ধর্ব্ব-বাঁশরী যথা ভুলায় বাসবে।
পলা'লে, কোকিল!—শূন্য কবিতা-কানন!

১১

রে কাল! অকালে তুই কি কাজ করিলি!
কি হেতু হরিলি কবি শ্রীমধুসূদনে!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,
নির্দ্দয়, কেমন ক'রে
মধুময় মধুমূর্ত্তি গ্রাসিলি বদনে?
মধুর মধুর দেহ কেমনে হরিলি!

১২

শত শত বাঙ্গালির নয়নের জল
নারিল দ্রবিতে তোর পাষাণ হৃদয়!
বিধাতা কি হেন দিয়া
ও তোর কঠিন হিয়া
গড়িল? ভ্রমেও নাহি দয়ার উদয়;
চিরকাল কাঁদাইতে জানিস্ কেবল।

১৩

যদিও কবিরে তুই হরিলি, শমন!
তথাপি কবির কীর্ত্তি—যে কীর্ত্তির বলে
"শ্রীমধুসূদন কবি
বঙ্গ-কাব্য-নভোরবি?"—
নারিবি হরিতে তোর ঘৃণিত কৌশলে!
"কীর্ত্তিই জগতীতলে অক্ষয় জীবন।"

দৈববাণী।

১

এ কি রে!
একে ঘোর অমানিশি অন্ধকারময়,
নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর;
তাহে কালিমাখা মেঘ আকাশে উদয়;
বহি'ছে সবেগে পুন প্রবল সমীর!
উন্মত্ত হইয়া বায়ু মেঘখণ্ডগুলি
ছড়াই'ছে অবিশ্রামে; যাই'ছে মিশিয়া।
দেখি' তা' পবন পুন হুহুঙ্কার তুলি',
আনি'ছে অপর মেঘ বিকট হাসিয়া।
সর্ব্বনাশ!—কি বিপদ!—ভীষণ আঁধার!
এ কি রে, পলকে হেরি বিষম ব্যাপার!

২

চমকি' চমকি' উঠে বিদ্যুতের রেখা,
সাগর-সলিলে যেন বাড়ব-দহন,
অথবা নরক-হ্রদে অগ্নিময়ী লেখা
পাপীরে দেখা'তে ভয় দেয় দরশন!
গরজে গভীর রবে জলধরদল,

হুড় হুড়, গুড় গুড়!—চমকে হৃদয়!
অশনির শব্দ পুন কাঁপায় ভূতল;
সুগভীর সমস্বরে (হেন বোধ হয়)
উঠি'ছে গর্জ্জিয়া যেন সিংহ শত শত;
আকুল ভূতলবাসী ভয়ে থতমত!

৩

তড় তড় বৃষ্টিধারা, মুষল ধারায়,
অজস্র গতিতে ভূমে হয় বরিষণ;
ক্রমে ঝাঁঝাঝম্ শব্দ কর্ণে শুনা যায়,
ছিটায় সে বৃষ্টিধারা ক্ষিপ্ত সমীরণ!
উচ্চ-তাল-তরু-শিরে, অচল-চূড়ায়,
কক্কড় কক্কড় রবে বজ্রপাত হয়!
ঝটিকার পদাঘাতে উপাড়িয়া যায়
আমূল বিশাল-দেহ বনস্পতিচয়!
এ কি রে!—প্রলয় না কি! আজি ধরাতল
লীলা সম্বরিয়া বুঝি যায় রসাতল!

৪

ঝটিকার স্বনস্বনি;—মেঘের গর্জ্জন;—
জীবনসংহারকারী বজ্রের হুঙ্কার;—
মুমূর্ষু সমান যত জীবের রোদন
পূরিল আকাশ-গর্ভ! ক্ষুব্ধ চারি ধার!
এ হ'তে গভীরতর, এমন সময়,
উঠিল গর্জ্জন এক আকাশ উপরে;
ক্ষিপ্ত নিসর্গেরে দমি' সে গর্জ্জন হয়;
শত ব্যাঘ্রে হারাইয়া ভয়ানক স্বরে
গরজে মৃগেন্দ্র যেন; সহসা তাহায়
শুনা গেল ক'টি কথা;—(চিত্ত চমকায়!)

৫

"ওঠ রে নির্জীব***জাতি, খোল রে নয়ন!
আরো কি ঘুমা'য়ে র'বি আলস্য-শয়নে?
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন?
এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে?
কত কাল গত হ'ল, তবুও এখন
মিটিল না নিদ্রাসুখ? এ কি বিড়ম্বনা!
আরো কি অসাড় হ'য়ে, শবের মতন,
প'ড়ে র'বি? আজো কি রে হ'ল না চেতনা?
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি, অলস-জাতি, হয় না চেতনা?

৬

"উষারে সম্মুখে করি' তপন যখন
পূর্ব্বভাগে রক্ত-রাগে সমুদিত হয়,
সামান্য তির্য্যগ্‌যোনি পশুপাখিগণ,
তা'রাও সে কালে ওঠে,—ঘুমা'য়ে কি রয়?
কিন্তু, হায়, কত নিশি ... গত হইল;
কতবার সূর্য্যদেব উঠিল গগনে;
তথাপি তোদের নিদ্রা আজো না ভাঙ্গিল,
আছিস্ অলস হ'য়ে আলস্য-শয়নে!
আর না—যা' হ'ল হ'ল ঘুমা'স্ না আর,
ওঠ রে অলস-জাতি, ওঠ রে এবার।

৭

"এ দুর্য্যোগ-শান্তি হ'লে, কিঞ্চিৎ গউনে,
আবার উঠিবে রবি অদ্ভুত বিভায়।
সাবধান, দে'খ, যেন দেখে না নয়নে
সে রবি তোদের ছবি শয়িত দশায়!
আজিকার প্রকৃতির এ ঘোর চীৎকারে
যদি না উঠিস্ তোরা, তা' হ'লে কি আর
উঠিবি কখনো কা'রো আহ্বান-ফুৎকারে,
এ হেন শবের দশা করি' পরিহার?
সে আশা বিফল—তা' যে হ'বে না কখন;
আজি না উঠিলে, জাগা বৃথা আকিঞ্চন!

৮

"উন্মত্ত নিসর্গ সহ তোদের নিকটে,
(দেখ্ রে নির্জীব, তোরা দেখ্ রে চাহিয়া!)
যে গর্জ্জন করিতেছি, মহীধরো ফাটে;
থর থর কাঁপে ধরা হেলিয়া দুলিয়া!
তথাপি তোদের, হায়, নিদ্রা নাহি ছাড়ে;
এতই বধির তোরা? শ্রবণ-শকতি
নাহি কি রে অণুমাত্র? আলস্য-অসাড়ে
বিলুপ্ত কি হ'ল তাহা? ধিক্ নীচমতি!
আর না—যা' হ'ল হ'ল,—ঘুমা'স্ না আর,
ওঠ রে অলস জাতি, ওঠ রে এবার।"

৯

এত বলি' সে গর্জ্জন আরো গরজিল
ওতপ্রোত ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে,
উন্মত্ত উন্মত্ত কণ্ঠে ঘোর হুঙ্কারিল,
সে শব্দে নিস্তব্ধ মত্ত ঝড় এককালে!
পুনশ্চ এ কথাগুলি সে গর্জ্জন কয়;—
"হায়, রে অলস জাতি, এখনো কি সুখে
মৃতের স্বপন সম ঘুমাইয়া রয়?
পাদুকা সমেত কত পদাঘাত বুকে
করি'ছে তোদের শত্রু; নীচাশ কুঞ্জর
পদ্মফুলে দলি' যেন ভাঙি'ছে পঞ্জর!

১০

"তবু কি চেতনা নাই! বুঝেছি এবার,
অসার, অসাড় তোরা স্পর্শবোধ নাই!
তা' যদি থাকিত, তবে পাদুকা-প্রহার
সহেও থাকিস্ আজো? ভাবি আমি তাই!
অরির পাদুকা কি রে মিষ্ট লাগিয়াছে?

স্বদেশে স্বাধীন থাকা তিক্ত বোধ হয়?
গরলে অমৃত-তৃপ্তি এবে হইয়াছে?
অমৃতে গরল-জ্ঞান অন্তরে উদয়?
এ রুচি কিরূপে হ'ল? তা'রাই কি তোরা,
স্বাধীনতা এক দিকে—এক দিকে ছোরা?

১১

"তা'রা হ'লে, আজো কেন শত্রু-পদ-তলে
মর্দ্দিত হ'বি, রে ভীরু, কর্দ্দমের মত?
পাষাণ-দশন-জাঁতা আজো কি রে দলে
তোদিগে গোধূম সম পিশিয়া সতত?
সে জাতি নহিস্ তোরা—সে শোণিত নাই;
মেষের জীবন তোরা কেশরি-ঔরসে!
তোদের মতন ভীরু নাহি কোনঠাঁই;
ভূমিলতা তোরা, ভীরু, সুধার সরসে!
তীক্ষ্ণ-বিষ-ভুজঙ্গের সুখের বিবরে
বিষহীন ঢোঁড়া সাপ এবে রে বিচরে!

১২

"ওঠ, ভীরু, সাহসেরে করিয়া সহায়,
জাতীয় বিদ্বেষ ছাড়ি', একতা-বন্ধন
করিতে যতন কর, দিন ব'য়ে যায়;
সময় ফুরা'লে কার্য্য হয় কি সাধন?
বিজাতীয় সভ্যতার অনুকৃতি হেতু,
কেন রে তৎপর এত? জাতীয় গৌরব
ভুলি' কেন বাঁধ ক্রীত-দাসত্বের সেতু
জীবন-সাগরে? স্বর্গে নরক রৌরব!
ওঠ, ভীরু, সাহসেরে সহায় করিয়া,
পূর্ব্বপিতামহগণে বারেক স্মরিয়া!

১৩

" 'একতা না হ'লে কিছু হয় না সাধন।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতাই জগতের উন্নতি-কারণ।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতা অগ্নির অগ্নি, দুর্ব্বলের বল।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতার(ই) পদতলে চলে ভূমণ্ডল।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতা ঈশ্বর-অংশ, অমূল্য রতন।'
ওঠ, রে নির্জীব জাতি, করিয়া স্মরণ।

১৪

"বারুদের পরাক্রম, জান ত সকলে,
গুঁড়ায় ভূধর-দেহ, দেয় উড়াইয়া
দুর্গম কঠিন দুর্গ অনিবার্য্য বলে,
নিবিড় কানন ভস্ম করে পুড়াইয়া।
কি সে তা'? এ কথা যদি সুধাও কাহারে,
'একতা' উত্তর তা'র তখনি পাইবে।
সূক্ষ্ম তৃণ একতায় বাঁধিবারে পারে
মদমত্ত গজবরে; কে না তা' কহিবে?
অন্য কথা দূরে থাক্; আজের ঘটন,
চেয়ে দেখ্, একতাই ইহার কারণ।

১৫

"একত্রে মিলিলে পরে সলিল আগুনে
লৌহ-যন্ত্র অনায়াসে করে রে চালন।
ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি একতার গুণে,
দেখ রে, দুরূহ কার্য্য করে সম্পাদন।
মানব হইয়া তোরা মানবসমাজে
তবে কেন হেন হ'লি? কি লজ্জার কথা!
ভীরুতা কালিমা-মাখা বদন কি লাজে
দেখাইস্ তেয়াগিয়া স্বর্গীয় একতা?
একতা অমৃত-শূন্য যাহার জীবন,
'মরণে জীবন তা'র, জীবনে মরণ'!'

১৬

"ওঠ রে ওঠ রে ওঠ, কর গাত্রোত্থান,
একতা, সাহস সহ কর আলিঙ্গন;
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান
উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ!
দেশের দুর্দ্দশা দেখি' হও রে কাতর,
এখনি সাহস আসি' হইবে সহায়।
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর?
স্বজাতির দশা দেখ, পা'বে একতায়।
পিতাপিতামহগণে কর রে স্মরণ,
জড়তা ঘুচিবে—পা'বে নূতন জীবন।

১৭

"কই রে, এখনো আঁখি কেহ যে খোলে না!
এরা কি জীবিত নাই?—মরেছে সকলে?
এ হেন গর্জ্জনে কেউ মস্তক তোলে না,
কি লজ্জা! এখনো এরা পড়িয়া কি ব'লে?
মরে নাই—বেঁচে আছে;—তবে কি কারণ
ওঠে না, খোলে না আঁখি?—বুঝেছি এবার,
আলস্য-ভাণ্ডার এরা দাসত্ব-জীবন!
শত্রু-পদাঘাতে সুখী অন্তর সবার!
কাজ নাই—বৃথা বলা—অরণ্যে রোদন।
দেব-বাক্যে শ্রদ্ধা নাই—নিশ্চয় পতন!"

১৮

নিরুত্তর দৈববাণী, বাড়িল বাতাস;
বৃষ্টিধারা আরো জোরে পড়িতে লাগিল;
অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ,
ফেলিল নিশ্বাস যেন, বিষাদে কাঁদিল
নির্জীব জাতির তরে! চমকে তড়িত;

ক্রোধে দুঃখে যেন তার নয়ন জ্বলিল।
চড়াৎ করিয়া বজ্র হইল পতিত ;
দৈববজ্র দেব যেন অভিশাপ দিল ;—
"যত কাল হিন্দুদের না হ'বে সাহস—
না হ'বে একতা—এরা র'বে পরবশ।"

১৯

থামিল প্রচণ্ড ঝড় ; স্থির চারি ধার ;
চলিল জলদকুল থমকে থমকে,
লহরী পশ্চাতে যেন লহরীর সার ;
ক্বচিৎ হসিত মুখে বিজলী চমকে !
নির্ম্মল আকাশতল, কিন্তু তমোময় ;
মার্জ্জিত তারকাগুলি অম্বরেতে ভাসে ;
দিগম্বরী কালী যেন লইয়া উদয়,
আনন্দে আসব-পানে ঘন ঘন হাসে।
এই যে ক্ষণেক আগে কি ছিল প্রকৃতি,
আবার ক্ষণেক পরে নূতন আকৃতি।

২০

সহসা এমন কালে সুদূর অম্বরে
ঘোর রবে দেবশৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল ;
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণ-ভরে
সে শৃঙ্গ-নিনাদ বেগে চৌদিকে ছুটিল।
"আজিকার এ দুর্যোগ—জেনো রে নিশ্চয়—
আমার পরম বন্ধু 'সাহস'-মূরতি !
দৈববাণী যে কহিল—জেনো রে নিশ্চয়—
আমি সে 'একতা', নাম খ্যাত ত্রিজগতি।
সে শৃঙ্গ-নিনাদ সহ এ ক'টি বচন
শুনা গেল, ক্ষণপরে নীরব গগন।

অগস্ত্য-গণ্ডূষ।

১

পৌরাণিক অতি অপূর্ব্ব কাহিনী ;—
অগস্ত্য তাপস ঋষিকুলমণি,
গর্ব্বী সাগরের যত জলরাশি
করিলেন পান অঞ্জলি প্রকাশি'।

২

ডাগর সাগর গেল শুকাইয়া ;
জলজন্তু যত মরে আছাড়িয়া।
হ'ল এক দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর,—
জল, জলজন্তু বিহীন সাগর !
ধরার মূরতি হইল নূতন,
সবি ভূমিময়, বিহীন জীবন।

৩

সুধাই তোমারে, ওগো ঋষিবর,
করেছিলে যদি গণ্ডূষ সাগর,
কেন তা'রে পুন করিলে বাহির ?
পারনি রাখিতে উদরে সে নীর ?
সাগরে যদি গো রাখিতে উদরে,
কত সুখ, আহা, ভারত ভিতরে
হইত ! উজল স্বাধীনতা-রবি
আজো বিরাজিত প্রকাশিয়া ছবি !

৪

কিন্তু কই, তা'ত হ'ল না হ'ল না !
অনাথিনী, হায়, ভারত-ললনা !
ভারতের সুখে বিধির ছলনা,
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না ?
নহিলে কি হেতু সাগর-সলিলে
পান করি' তুমি পুন উগারিলে ?
যদি না বাহির করিতে সাগরে,
তা' হ'লে সোণার ভারত ভিতরে
বিদেশীর পদ-পরশ-কলঙ্ক
হ'ত না হ'ত না ; ভারতের অঙ্ক
ম্লেচ্ছ-কীট-দাঁতে দংশিত না হ'ত ;
বহিত না এই অধীনতা-স্রোত !

৫

ভারতের অরি ভাসাইয়া পোত,*
আসিত না করি' প্রতিহত স্রোত !
বিশাল জাহাজ কি কাজে লাগিত ?
জলরাশি বই কভু কি ভাসিত ?
সাগর-লহরী করি' বিদারিত
ভারতে জাহাজ কভু কি আসিত ?

৬

স্বাধীনতা অরি-পদ-বিদলিত
হইয়া কি তবে হইত স্খলিত ?
রবি-চিহ্ন-আর্য্য-পতাকা পতিত
হ'ত কি ? হ'ত কি মস্তক নমিত
ভারতবাসীর ? হ'ত কি পীড়িত
ভারত-হৃদয় ? হ'ত কি তাড়িত
উচ্চতম যশ ?—সকলি থাকিত ;—
সাগরে জাহাজ যদি না ভাসিত !

*পুরাকালে ফিনিসীয়,গ্রীক, মৈশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকেরা পোতারোহণে সমুদ্র-পথ দিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে। তাহারা ইহার অতুল ঐশ্বর্য্যাদি দর্শন করিয়া স্ব স্ব দেশে গিয়া প্রকাশ করে। সেই হেতু আলেক্জেণ্ডার (সেকেন্দর সা) প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় হইতেই ইহার স্বাধীনতা উন্মূলিত হইবার সূত্রপাত হয়।

যদি না সাগরে ভাসিত জাহাজ,
স্বাধীনতা আজো করিত বিরাজ;
পরাধীন হ'য়ে হিন্দুর সমাজ
খুলে কি ফেলিত মস্তকের তাজ?
যদি না সাগরে পুন উগারিতে,
ঋষিবর, আজো তা' হ'লে দেখিতে;—
তোমার সময়ে ভারত যেমন
ছিল গো, এখনো র'য়েছে তেমন।
কিন্তু, কই, তা' ত হ'ল না হ'ল না;
অনাথিনী, হায়, ভারত-ললনা!
ভারতের সুখে বিধির ছলনা,
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না?

৮

হ'বে কি সে দিন আবার ভারতে?
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে!
যদি না সে দিন হইল আবার,
ভারতের বাঁচা বিফল, অসার!
পরপদাঘাতে পীড়িত হইয়া
কাহার বাসনা থাকিতে বাঁচিয়া?
এই হেতু, ঋষি, মিনতি তোমায়,
ভারতের কোন কর সদুপায়।—
সে'বারে গণ্ডূষে সাগর-সলিলে
অনা'সে নিমিষে পান ক'রেছিলে;
জলনিধি-জল এবারে আবার
করিবে কি পান?—কাজ নাই আর।
এবার সাগরে নিশ্বাসে বহাও
ভারত উপরে; সে জলে ডুবাও
অধীনী ভারতে; যাতনা ঘুচিবে;
'অধীনতা-পাপ' ঘুচিবে ঘুচিবে।

৯

হ'বে কি সে দিন আবার ভারতে?
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে!

বঙ্গ-বিধবা।

১

নিশি অবসান কালে যখন গগন-ভালে
প্রভাশূন্য চন্দ্রমার নিরখি বদন,
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন!
শীতের সময় জলে বিকচ কমলদলে
মলিন দশায়, হায়, দেখি রে যখন,
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন!
ধুতুরায় নিরখিয়া, আঁখি দু'টি নিমীলিয়া,
তুলনা তাহার আমি খুঁজি রে যখন,
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন!

২

পূর্ণকল শশধরে রাহু যবে গ্রাস করে,
সে কালের ছবি বঙ্গ-বিধবা রমণী,
অথবা সে শশী রাকা হইলে জলদে ঢাকা
যেমতি মলিন, বঙ্গ-বিধবা তেমনি!
নিদাঘে লতিকাগুলি কুসুম-ভূষণ খুলি',
রবি-করে শুকাইয়ে লুটায় ধরণী,
বঙ্গের বিধবা নারী, সেই মত সারি সারি,
ভূষণ-বিহীনা, মরি মলিন বরণী!

৩

খনিতে মণির মত, বঙ্গের বিধবা যত
আকর-মৃত্তিকা মাখা, নিষ্প্রভ বদন!
আবদ্ধ ঝিনুকে ঢাকা, জলজ শৈবাল-মাখা,
বঙ্গের বিধবা নারী মুকুতা মতন!
একটি কুসুম'পরে, বসে যদি থরে থরে
দশটি ভ্রমর, তা'রে দেখায় যেমন,
কিম্বা কুহেলিকা মাঝে গোলাপ তেমতি সাজে,
আঁধারে ঢাকিয়া যায় সুচারু বরণ;
বৈধব্য-পীড়নে বঙ্গ-বিধবা তেমন!

৪

ভাঙা নোড়া, শঙ্খ ভাঙা, মাটীতে সিঁদুর রাঙা
প'ড়ে আছে শ্মশানেতে, হেরিলে নয়নে,
বঙ্গ-বিধবার দশা জেগে ওঠে মনে!
কত কথা জেগে ওঠে, চিন্তার লহরী ছোটে,
কি যে ভাবি—কি যে দেখি—বলিব কেমনে
বঙ্গ-বিধবার দুঃখ কে শোনে শ্রবণে!
যাহারে শুনা'তে যা'ব তা'রি কাছে গালি খা'ব,
কাজ নাই বলিব না নিরদয় জনে;
নিবেদি কেবল সেই বিধির চরণে।

৫

হায় রে, যে ক্রূরজাতি, কাঁদাইতে দিবারাতি,
করিল এ ক্রূর বিধি হইয়ে নির্দয়;
তারা যেন জন্মান্তরে, নারী হ'য়ে বঙ্গ-ঘরে,
অচিরে বিধবা হ'য়ে চিরকাল রয়!
তা' হ'লে জানিবে বেস্ যন্ত্রণার একশেষ,
বঙ্গের বিধবা নারী কত জ্বালা সয়!

অভিশাপ।

১

ত্রিপুর অসুরে বধিবার তরে,
আরক্ত নয়নে শূল ল'য়ে করে,

চলিলা শঙ্কর ভীম রোষভরে,
কাঁপিল কৈলাস অধীর হ'য়ে।
একে শিব-ভালে জ্বলি'ছে অনল,
ক্রোধানলে মিশি' হইল প্রবল;
দহিল চৌদিক; হুতাশ অচল*
যেমতি দহে'রে নগরচয়ে।

২

বদ্ধ জটাজুট সহসা খুলিল;
জটা-নিবাসিনী গঙ্গা উছলিল;
শ্বেত বাঘাম্বর সরিয়া পড়িল;
কানের ধূতুরা পড়িল খুলি';
চক্রসঙ্কোচিত ভুজঙ্গের মালা
দুলিতে লাগিল পেয়ে অঙ্গ-দোলা;
সুপ্ত ফণিগণ তোলে ফণাগুলা,
ফোটে যেন পদ্ম-মুকুলগুলি।

*   *   *   *

৩

দেব দেব হর রুদ্র অবতার;
ত্রিপুর অসুরে করিতে সংহার,
তুলিলা ত্রিশূল, ভীষণ আকার,
কাঁপিয়া উঠিল ভুবনত্রয়!
ত্রিপুর অসুর হেরি' ভূতনাথে,
জীবন বাঁচা'তে গদা নিল হাতে;
যেন গিরি-চূড়া; কোটি ঘণ্টা তা'তে
বাজিল; ভৈরব আরাব হয়।

৪

উভয়ে বাঁধিল তুমুল সমর;
অমরনগরে চকিত অমর!
কাঁপিল পবন, কাঁপিল তপন,
কাঁপে চরাচর পাইয়া ভয়!
ত্রিশূলে ত্রিশূলী ঘোর হুহুঙ্কারে
অমরারি দৈত্যে যান বধিবারে;
অসুরো আবার প্রাণ বাঁচা'বারে,
ঘুরাইয়া গদা দাঁড়া'য়ে রয়।

৫

শিব-শূল-ফলা, ভীষণ আকার,
অসুর-গদারে বিঁধে বারম্বার;
ভূধর-শেখরে অশনি-প্রহার
হ'তেছে যেন রে ভীষণ রবে।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূত প্রেত দানা;
হুহুঙ্কার ছাড়ে যত দৈত্য-সেনা;
মিশিল দু'দলে, নাহি যায় চেনা;
দূর বনে তরু কে চেনে কবে?

৬

এমন সময়ে শিবের ত্রিশূল
বিঁধি' দৈত্যগণে করিল আকুল!
রুষিয়া অসুর আরো মহাবলে
ঘুরাইল গদা—গভীর ডাক!
কতগুলা ভূত, শিব সেনাদলে,
দৈত্যে হেরি' ভয়ে পিছাইয়া চলে;
তা' দেখি' মহেশ ক্রোধ-নেত্রে বলে;—
"ওরে ভীরু, তোরা থাক্ রে থাক্!

৭

"মোর সেনা হ'য়ে আমারি সম্মুখে,
পলাইস্ তোরা ভয় পেয়ে বুকে?
ছি ছি, কি সরম! কি বলিবে লোকে!
কি বলিবে এই ত্রিপুরাসুর!
এত ভীরু তোরা, এত কাপুরুষ?
রণে ভঙ্গ দিয়া বাড়া'লি পৌরুষ?
হাসিবে ভূলোক, হাসিবে ত্রিদশ!
সমুখ হইতে হ'য়ে যা দূর!

৮

"যে কর্ম্ম করিলি প্রতিফল তা'র
অচিরে পাইবি! ক্ষমা নাহি আর,
শিব-অভিশাপ লঙ্ঘে সাধ্য কা'র?
বঙ্গেতে তোদের জনম হ'বে;
বাঙ্গালি হইবি—হীনবল হ'বি—
নত হ'য়ে শত্রু-পদাঘাত স'বি—
অধীনতা-ভার শিরোপরে ব'বি—
*   *   *   *
ভীরু, কাপুরুষ, সকলে ক'বে!"

ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

১

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

২

যদি বল, কেন বল হে এমন?
কেন বলি?—তা'র আছে যে কারণ;

* আগ্নেয়গিরি।

কোন্ জাতি, বল, এদের মতন
আলস্য-নরকে ডুবিয়া রয়?
কোন্ জাতি, ছাড়ি' বাণিজ্য ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা,
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,
শির পাতি' পর-পাদুকা বয়?

৩

শত্রু দেয় গালি, লয় কর পাতি',
শত্রু মারে লাথি,—পেতে দেয় ছাতি,
পর-পদ-সেবা করি' দিবারাতি
কোন্ জাতি করে জীবন ক্ষয়?
কোন্ জাতি, বল, বাঙ্গালির মত,
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত?
কলুষিত করি' জীবনের ব্রত,
পাশব জীবনে সুখিত হয়?

৪

বনের বরাহ,—সেও সুখে থাকে,
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
হইতে দেয় না জীবন-প্রভু।
নবজিলণ্ডের অসভ্য জাতিরা,
(অসভ্য কে বলে?—সুসভ্য তাহারা)
তা'দের আকাশে স্বাধীনতা-তারা,
পর-পদ-পূজা করে না কভু।

৫

কিন্তু, হায় হায়, কি লজ্জার কথা!
বাঙ্গালিরি শুধু দেহের ক্ষীণতা,
বাঙ্গালিরি শুধু মনের হীনতা,
বাঙ্গালি-জীবন কলঙ্কময়!
বাঙ্গালি জাতিই বিহীন ভরসা,
তা'ই ইহাদের এত দুরদশা;
এদের মতন কুকাজে লালসা
কা'দের? এহেতু বলিতে হয়;—

৬

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি;
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

৭

একতা এদের অণুমাত্র নাই;
তা' যদি থাকিত, তা' হ'লে সদাই
এ জাতিরে কেন দেখিবারে পাই
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত?
একতা না হ'লে কিছুই হয় না,
একতা না হ'লে শকতি রয় না,
একতা হইলে হৃদয় সয় না
শত্রু-পদাঘাত হইয়া নত!

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,
শতটা বাঙ্গালি প্রাণ-ভয়ে ছুটে,
ঘুঁসির প্রহারে ভূমিতলে লুটে,
'দে রে জল' বলি' কাতর হয়!
জনেক বাঙ্গালি যদি মার খায়,
শতেক বাঙ্গালি দেখি' হাসে তা'য়,
শত্রু-গালিগুলা লাগে সুধাপ্রায়,
চোকে কানে মনে অনা'সে সয়!

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায়!
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে ধায়!
এরাই আবার গল্পা ছেড়ে গায়;—
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে!
এরাই আবার লেখনী চালায়!
এরাই আবার হুনুরী ফলায়!
এরাই আবার সুসভ্য বলায়!
গরবে ভূতল কাঁপা'য়ে চলে!

১০

সাধে কি বলি—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

১১

গিয়া দেখ দেখি অর্ণবের কূলে,
কত জলযানে শ্বেত পা'ল তুলে,
সাহসিক চিতে, ভয় ডর ভুলে,
বিদেশীরা চলে ব্যবসা তরে।
অন্য দূরে থাক্; ভারত-গরিমা
বোম্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা,
বাঙ্গালিরা তা'র ঘেঁসে না ত্রিসীমা,
অথচ উন্নত-গরব করে!

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালির আছে,
অবিদ্যা এবে তা' বাণিজ্যের কাছে;
অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তা'র পাছে
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তা'র!
তবুও বাঙ্গালি—অসার বাঙ্গালি!
(সাধে নিন্দা করি?—সাধে দিই গালি?)

বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বহিয়া দাসত্ব-আলস্য-ভার!

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে;
জয়ধ্বনি উঠে সুদূর গগনে,
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে;
ইংলণ্ড-শাসন দূরপ্রসারিত,
ক্ষণ তরে রবি হয় না স্তিমিত,
যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত,
বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে।

১৪

কি ছিল ইংরাজ জান ত সকলে,
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,
কাঁচা মাস খে'ত, পূজিত ভূত;
সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,
সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল,
করেছে ভারতে নিজ পদতল!
বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালি সকল
'নেটিব, নিগার' ওদের কাছে।
বাণিজ্য-প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
'রুল বৃটনীয়া' গগন ছাইয়া,
ছাড়িছে হুঙ্কার ঘোর গরজিয়া;
কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে?

১৬

অনুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালি না কি?
'না কি' কেন?—তা'র কি আছে বাকী?
পিতৃপিতামহে দিয়াছে ফাঁকি!
বিলাতি ব্যভারে উঠেছে মাতি'!
বিলাতি আসন, বিলাতি বাসন,
বিলাতি অশন, বিলাতি বসন,
সকলি বিলাতি, বাঙ্গালি এখন,—
খেতে ভালবাসে বিলাতি লাথি!

১৭

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
অনুকরণেতে কাটে বার মাস;
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস
বাঙ্গালি জাতির গিয়াছে মিশে!
তবে কেন আজো আছে ঘুমাইয়া?
আলস্য-শয়ন এখনি ত্যজিয়া,
ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়া,
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে?

১৮

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
ত্যজিয়া বাঙ্গালি, অনুকৃতি ছার
ভালবাসে! ছি ছি, এ কি রে বিচার!
বাঙ্গালির এ কি বিচিত্র মতি!
বিদ্যাশিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে?
আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
নিশি জাগি' মজ্জা আলোড়ন করে,
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি?

১৯

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

২০

বঙ্গবাসিগণ! কঠোর বচন
যা' কিছু বলিনু—ভালরি কারণ,
ভেবে দেখ মনে; ক'র না রাগ!
রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে,
রাগ ত কর না 'নিগার' হইতে,
পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক-দাগ!

২১

এ সব করিতে রাগ যদি নাই!
আমার কথায় রেগো না—দোহাই,
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা' হ'লে!
যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,
বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও,
নির্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও,
মনোবিহগেরে একতা পড়াও,
তা' হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,
গণনীয় হ'বে ধরণীতলে।

২২

নতুবা—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যা'রে তা'রে ক'বে;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

প্রিয়তমা হাসিল।

১

সঙ্গে ল'য়ে প্রেয়সীরে বসিনু সরসী-তীরে
নোঙা'য়ে বদন প্রিয়া সরোবনীর দেখিল;
সুবিমল জল'পরি মনোহর রূপ ধরি'
প্রেয়সীর আঁখি-ছায়া দুলি' দুলি' ভাসিল।
হেরি' সে ছায়ার কান্তি, হইল আমার ভ্রান্তি,
ভাবিলাম, ইন্দীবর দু'টি বুঝি ফুটিল;
প্রেয়সীরে দিব তুলি', প্রেয়সী যাইবে ভুলি',
অন্তরে এ আশা-উর্ম্মি নাচি' নাচি' উঠিল।
করি' তা'য় দৃষ্টিপাত, সলিলে বাড়া'নু হাত,
কোথায় সে ইন্দীবর!—জলে হাত ডুবিল!
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল!

২

যেমন হাসিল প্রিয়া, অমনি বাহার দিয়া,
সুশুভ্র দশন-ছায়া পুন জলে ভাসিল;
নব কুন্দফুলগুলি ভাসি' যায় দুলি' দুলি',
ভ্রমজাতচিন্তা হেন পুন মনে আসিল।
সাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সরসী-নীরে;
বাড়াইনু হাত—পুন জলে হাত ডুবিল!
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল!

দুইখানি চিত্রপট।

১

কে রে সেই চিত্রকর, জান কি তাহায়?
এ দু'খানি চিত্রপটে যাহার ক্ষমতা রটে,
জান কি সে পটু প'টো নিবসে কোথায়?
এই দেখ, দুই খানি (মনে হেন অনুমানি)
ছবি সম ছবি আর নাহি রে ধরায়।
বাহবা সে চিত্রকরে, যাহার বিচিত্র করে
প্রস্তুত এ চিত্র দু'টি;—সাবাসি তাহায়!

২

প্রথম আলেখ্যখানি দেখি' কান্না পায়!
একটি রমণী বসি' প্রভাতের পূর্ণশশী
যেন রে পড়েছে খসি মলিন বিভায়।
রুখু রুখু কেশগুলি প'ড়েছে নিতম্বে ঝুলি',
চুম্বিয়া ধরিণী-ধূলি চরণে লুটায়।
অবিরল অশ্রু-বারি ঝরিতেছে সারি সারি,
হৃদয় প্লাবিত করি', গড়াইয়া যায়!
বদনে বিষাদ-মাখা, রাকা বিধু যেন ঢাকা
বরিষার গাঢ়তর জলদের গায়;
অথবা কে যেন ভুলি', রাশি রাশি মসী গুলি';
প্রফুল্ল কমল তুলি', ডুবা'য়েছে তা'য়!
মলিন বসন-পরা করেতে কপোল-ধরা,
যেন রে জীয়ন্তে মরা,—এমনি দেখায়!
বসি' অর্দ্ধ হেলাভাবে, কত কি য়েন রে ভাবে,
জানিয়াছি অনুভবে নিরখি' উহায়!
শরীরে নাহিক ভূষা, নিশি শেষে যেন উষা,
নক্ষত্রভূষণখসা আসিয়া দাঁড়ায়!
অথবা কুসুমগুলি লতিকা হইতে তুলি'
লইলে লতারে, হায়, যেমতি দেখায়।
রমণীর তিন ধারে সফেন তরঙ্গহারে
চিত্রিত জলধি-জল উথলিয়া যায়;
রমণীর দুখে যেন (মনে অনুমানি হেন)
আকুল লহরীগুলি সলিলে গড়ায়!
ওই দেখ আর পাশে, চূড়া তুলি' নীলাকাশে,
দাঁড়া'য়ে ভূধর এক, মেঘ সম কায়;
পড়ি'ছে তুষার ঝরি', কামিনীর দুখ স্মরি',
কাঁদিয়া অচল যেন লোচন ভাসায়।
কে রে সেই চিত্রকর, যাহার বিচিত্র কর
এ বিষাদময়ী ছবি আঁকিয়া কাঁদায়?
কি রকম রঙ দিয়ে, কি রকম তুলি নিয়ে,
এ রকম নারী আঁকি' বিষাদে ডুবায়?

৩

দ্বিতীয় আলেখ্যখানি দেখিতে নূতন।—
এখানিতে অন্যতর, সুসজ্জিত কলেবর,
হাসি'ছে হরিষে এক রমণী-রতন!
আগেকার আলেখ্যেতে, দেখিলাম নয়নেতে,
বিরস-বদনা বালা করি'ছে রোদন;
এখানিতে বিপরীত; চিত্রকর হয়ে প্রীত,
দিয়াছে বদনে এর হাঁসি সুশোভন!
এঁকেছে যতন ক'রে; রঙের তুলিকা ধ'রে,
রঙ্গিল করেছে এরে মনের মতন;
উজ্জ্বল হীরার পারা রজনীর শুক-তারা
দিয়া যেন গঠিয়াছে যুগল নয়ন।
নিটোল কপোল দু'টি কাশ্মীরি গোলাপ ফুটি'
আছে যেন ভুলা'বারে অলিকুল-মন;
সঙ্কোচিত কেশগুলি মৃদুল মৃদুল দুলি',
কপালে কপোলে খেলে, সোণার বরণ!
ফুলের মুকুট শিরে, কলিগুলি ধীরে ধীরে
টলে যেন; পাশে অলি করে গুঞ্জরণ;
করেতে গোলাপ ফুল, কানে মুকুতার দুল,
গলে গজমতি-হার—অমূল্য রতন।
গরবেতে দাঁড়াইয়া, নিজ রূপ নিরখিয়া,
আপনা আপনি যেন সুখে নিগমন!
বিরলে সে চিত্রকর হইয়া যতনপর,
এঁকেছে এ নারী-চিত্র—বিচিত্র—নূতন।

এ নারীর চারিপাশে, সাগরে বরফ ভাসে,
যেন রে জলধি হাসে, শুভ্র দশন!
চিত্রকর তুলি ধ'রে, এঁকেছে যতন করে
ক্ষুদ্র দ্বীপ; তদুপরি এ নারী-রতন!
"আর আর অলঙ্কার দিয়াছে আলেখ্যকার
এ নারীর কলেবরে; তেমন ভূষণ
খুঁজিলে পৃথিবীময়, কোথাও পা'বার নয়,
এখন সে ভূষা এর শরীরশোভন।
আগের যে নারী-ছবি, তা'রি এ ভূষণ সবি,
খুলি' চিত্রকর এরে করেছে অর্পণ।"
এ কথা কে যেন মোরে, অতীব কাতরস্বরে
বলিতেছে কানে কানে; নহে রে স্বপন।
এ নারী দেখিতে বেশ— নূতন ভূষণ বেশ—
নূতন গৌরবমাখা—নূতন যৌবন;
সকলি নূতন পেয়ে, নূতন চাহনি চেয়ে,
নূতন অমৃত-সরে যেন রে মগন!

৪

কিন্তু বড় দুঃখ হয়, প'টো কি রে নিরদয়,
একটি ছবির খুলি' অঙ্গ-আভরণ,
অন্যটিরে সযতনে, বিজনে অনন্যমনে,
নূতন নূতন করি' সাজায় এমন?
প্রথম আলেখ্যটিরে হেরি' ভাসি অশ্রুনীরে
অন্তরে বিষাদ আসি' করে আক্রমণ;
দ্বিতীয় রমণী-মূর্ত্তি হেরি' কিছু হয় স্ফূর্ত্তি,
কিন্তু জরবিকারীর গণ্ডূষ-জীবন!
প্রথম আলেখ্য থেকে, ভাল ভূষা দেখে দেখে,
একে একে চিত্রকর করিয়া মোচন,
যদিও দিয়েছে এরে, তবুও বলিবে কে রে
প্রথম ছবির চেয়ে এ ছবি শোভন?
রবির কিরণ ল'য়ে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল হ'য়ে,
রবিরে হারা'তে কই, পারে কি কখন?
যে প'টোর এই ছবি, তাঁহারি চন্দ্রমা রবি,
তিনিই জানেন এর নিগূঢ় কারণ।
তাঁহারি সে কর হ'তে ভাসি'ছে কালের স্রোতে
এ দু'খানি চিত্রপট! জানিনু এখন;—
ভারত প্রথম পটে, ইংলণ্ড দ্বিতীয়ে বটে,
কাঁদে এক, হাসে আর, প'টোর ঘটন।
আরো কি হইবে পরে, কে জানে কারণ?

বৃটিশ কীর্ত্তি।

১

বৃটন! তোমার মনের বাসনা
ক্রমে পুরাই'ছ; বাকি কি বল না?
ভারতজননী স্বাধীনা ললনা,
তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে।
ফিকিরে চতুর তোমার মতন
কে আছে জগতে? দেখি না তেমন;
ফাঁকি দিয়ে শুধু স্বকীয় শাসন
স্থাপিত করিলে ভারত-ভূমে!

২

পলাশীর কথা সকলেরি মনে
আঁকা আছে, নাহি যা'বে কোন ক্রমে,
সম্বন্ধ য'দিন শরীর জীবনে,
পলাশীর কথা জাগিয়া র'বে।
অযোধ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
পঞ্জাবাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
আরো কত কথা—কেহ ভুলিবে না,
চিরকাল মনে, জাগিয়া র'বে!

৩

এবার আবার বরদাভিনয়
জগতবাসীর নয়নে উদয়,
ইংরাজের ইহা কীর্ত্তি সুনিশ্চয়,
যশের পতাকা উড়িল পুন!
জয় জয় জয়, বৃটনের জয়,
ন্যায়পরতার সূক্ষ্ম পরিচয়,
বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময়,
গাও সবে শ্বেতজাতির গুণ।

৪

মলহর রাও বরদা-ভূপাল,
এত দিনে তাঁর পুড়িল কপাল,
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে দেখি'ছে পাতাল,
চৌদিক ভীষণ আঁধারময়!
ইংরাজ জাতির এ এক সততা!
ভারতের প্রতি সরল মমতা!
এরি নাম বুঝি রাজার ক্ষমতা?
এরেই বুঝিরে মহত্ত্ব কয়?

৫

কোথা সিংহাসন! কোথা রাজ্যসুখ
কোথা প্রিয়জন পরিজন মুখ!
বিষাদিত মন, বিষম অসুখ
ঘেরিয়াছে এবে বরদানাথে!
ভাঙ্গিয়াছে চিরসুখের স্বপন,
অস্তমিত রাজ-গৌরব-তপন,
সমুদিত শোক-জলদ ভীষণ,
অপমান-বাজ পড়েছে মাথে!

৬

বরদাপতি এ দশা নেহারি'
কোন্ ভারতীয় নয়নের বারি

বারিবারে পারে ? হৃদয় বিদারি'
এ বিপদ-শেল বাজে না কা'র ?
ভারত-শোণিত যা'দের শরীরে
এখনো বহি'ছে অতি ধীরে ধীরে,
ওই দেখ, তা'রা নয়নের নীরে
ভাসিয়া ভাসিয়া কাঁদিয়া যায় !

৭

ভারত-কুমার বরদা-ভূপতি
বিদ্রোহী কভু কি শ্বেতাঙ্গের প্রতি ?
তবে কেন তাঁ'র এ দুখ, দুর্গতি,
এত অপমান কিসের তরে ?
অপরাধীরাও বিষমান-দোষে,
ধার্ম্মিক ফেয়ার এ কথা নির্ঘোষে ;
তা'ই মলহর বৃটনের রোষে
পড়েছে, এ কথা সকল ঘরে।

৮

বিশ্বাস না হয় এ কথা শুনিলে,
কেন দিবে বিষ পানীয় সলিলে ?
নিদয় বিধাতা বিমুখ হইলে,
অপরাধী হয় নিরাপরাধী।
তা'না হ'লে ক্রুশে যীশুর জীবন
বিনা দোষে কভু হ'ত কি নিধন ?
রাঘবের শরে বালীর পতন
বিনা দোষে ! পোড়া বিধির বিধি !

৯

বিনা দোষে নলে কলি দুরাচার
পাঠাইল বনে করি' কুবিচার,
দিল কত দুখ পিশাচ চামার !
এ ভারতী আছে ভারতে লেখা !
ফেরেবী ফেয়ার নিশ্চয় নিশ্চয়,
বিনা দোষে হ'য়ে নিদয়-হৃদয়,
একেবারে ভুলি' ধরমের ভয়,
রসনারে করি' কলঙ্কমাখা,

১০

তেমতি নির্দ্দোষ বরদাপতিরে
ফেলিল অচিরে শোক-সিন্ধু-নীরে,
গেল সিংহাসন ! গেল কিরীট রে !
মহারাজ নাম গেল রে মুছে !
রাজত্ব বিশাল, সোণার সংসার,
সেনা অগণন, তুরঙ্গ-সোয়ার,
কমলা-নিবাস ধনের আগার,
বরদা-রাজের গেল রে ঘুচে !

১১

সামান্য কয়েদী ভূপাল এখন,
এ হ'তে বিপদ কি আছে এমন ?
রাখিত হৃদয়ে যাঁ'রে সিংহাসন,
কারাবাসে বাস এখন তাঁ'র !
শত শত দেশ হুকুমে যাঁহার
নোঙাইত শির, করে তলবার,
তোপের আওয়াজ হ'ত বারংবার,
হায় রে, সে সব নাহিক আর !

১২

যে জাতির করে স্কচ-কুল-রাণী
সুকুমারী মেরী, নিরপরাধিনী,
হইল নিহত !—দুখের কাহিনী !
শোকে অশ্রুধারা ঝরে না কা'র ?
সে জাতির করে, বিচিত্র কি তায়,
বিনা দোষে, আহা, মলহর রায়
এ হেন বিষম ভীষণ দশায়
হ'বেন পতিত, বাকী কি আর ?

১৩

চিরপরাধীনি ভারত-জননি,
পোহা'ল না তো'র দুখের রজনী !
আশা ছিল পুন সুখ-দিনমণি
উদয় হইবে উজল করে ;
ছিল বড় সাধ,—ইংরাজের গুণে
উঠি' তুমি নব উন্নতি-সোপানে,
গণনীয়া হ'বে ধরা-নিকেতনে,
ভাসিয়া বেড়া'বে সুখের সরে।

১৪

সে আশা বিফল, কুফল ফলিল ;
শ্বেতাঙ্গ জাতিরা * * *
* * * কলঙ্ক-মাখা ;
শতাধিক বর্ষ হ'য়ে গেল পার,
বাকী কি এখনো নিদর্শন তা'র ?
হ'য়ে গেছে কত ভীষণ ব্যাপার,
ভারত-ললাটে আছে তা' লেখা !

১৫

বরদার দশা সে লেখার গায়
লিখিত হইল গরল-লেখায় ;
ইংরাজ জাতির সুবিচার তা'য়
প্রমাণ দিতেছে, বিশেষরূপে !
হা বরদা ! তব অদোষ কপালে,
কে জানে এ দশা ঘটিবে অকালে !
কেই বা জানে গো' তোমার ভূপালে
ডুবিতে হইবে দুখের কূপে !

১৬

মিত্ররাজ্যপতি মিত্ররাজ-প্রতি,
ইংরাজের কি এ মিত্রতার রীতি ?
এ মিত্রতা কভু নিখিল জগতী
ক্ষণকাল তরে ভুলিবে নাই।
পাষাণ-অঙ্কিত দাগের মতন,
এ মিত্রতা আঁকা র'বে চিরন্তন,
যত দিন র'বে চন্দ্রমা তপন,
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই।

১৭

ইংরাজ জাতিরে বরদা-রাজন,
সরল হৃদয়ে ভাবিত আপন;
তাহারি উপরে এই আচরণ ?
ব্রিটিশ মহত্ত্ব এরেই বলে ?
অধীন ব'লে কি ভারতবাসীরা,
যা' খুসী তা' করে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা !
অনুগত জনে প্রপীড়ন করা
মহিমা গরিমা ধরণীতলে ?

১৮

ইংলণ্ডেশ্বরি ! দূরে আছ তুমি,
তোমার অধীনী এ ভারতভূমি,
কতই কাতর দিবসযামিনী,
তুমি ত, জননি, দেখ না চেয়ে।
* * * ইংরাজ নিকরে
পাঠাও, জননি, ভারত ভিতরে,
তা'দের পীড়নে কাঁদে উচ্চস্বরে
ভারতবাসীরা ব্যাকুল হ'য়ে !

১৯

তোমা হেন রাণী থাকিতে, জননি,
ভারতের দুখ র'বে কি এমনি ?
আকাশ ভেদিয়া রোদনের ধ্বনি
ভারতবাসীর আজো উঠিবে ?
* * * মত এক এক জন
এখনো এসে কি করিবে পীড়ন ?
তোমার শাসিত ভারত-জীবন,
তবু দুখ তা'র নাহি ঘুচিবে ?

২০

এখনো যদি না কৃপা-দৃষ্টে চাও,
এখনো যদি মা' * * * পাঠাও,
তা' হ'লে বিদায় এখনি মা দাও
কাতর ভারতবাসীনিচয়ে;
তব রাজ্য ছাড়ি' চলে' যা'ক্ বনে,
পূর্ব্বসুখ স্মরি' ভাসুক রোদনে,
এ হ'তে তা' ভাল, কি ফল জীবনে ?
কি ফল নিয়ত পীড়ন স'য়ে ?

বিদায়।

১

সখা ব'লে মনে রে'খ, সখা হে আমায় !
তোমারি অধীন আমি, জানেন অন্তরযামী,
অধীনে ভুল না, ভাই, জানাই তোমায় !
দু'জনে শৈশব বেলা, মিলিয়ে ক'রেছি খেলা,
খে'য়েছি, শুয়েছি দোঁহে আমোদে মাতিয়া;
কতই নেচেছি বিধু আকাশে দেখিয়া।

২

উপবনে দুই জনে ক'রেছি ভ্রমণ;
বিবিধ কুসুম তুলি', করিয়াছি ফেলাফেলি,
গাঁথিয়া ললিত হার প'রেছি দু'জনে।
কত কত কথা ক'য়ে, ভ্রমণে ক্লেশিত হ'য়ে,
অসুখনিবারী সেই অশোক-তলায়
বসিতাম,—মনে আছে,—ধরিয়া গলায় ?

৩

প্রদোষে প্রকৃতি-শোভা হেরিবার তরে,
যেতাম তটিনী-তীরে, সহরষে ধীরে ধীরে,
দেখিতাম কত-কি-দু'নয়ন ভ'রে।
কৌতুকে কখনো মেতে, দু'জনে নিদাঘ-রেতে
ভ্রমিতাম, হেরিতাম স্থির চারিধার;
কি-যে-সুখ হ'ত, মনে আছে কি তোমার ?

৪

ক্ষীর নীর এক সাথে করি' দরশন
ভাবিতাম মনে মনে,— চিরকাল দুই জনে
এইরূপে এক সাথে করিব যাপন।
কিন্তু ভাগ্যদোষে, হায়, এবে তা স্বপনপ্রায়;
বান্ধব-বিরহ এবে বিধির লিখন,
কে জানে এ অভাগার ঘটিবে এমন !

৫

আগের সে কথাগুলি মানসে আমার
জাগিতেছে একে একে, জ্বলিতেছে থেকে থেকে
ভাবী-বিরহের শিখা হৃদয় মাঝার !
ভ্রমে যা' ভাবিনে, ভাই ! ঘটিল কপালে তাই,
আমারে ছাড়িয়া যা'বে জলধির পার;
তুমি কোথা—আমি কোথা রহিব এবার।

৬

জীবনের প্রিয়সখা ! আজ এই শেষ দেখা,
বেঁচে যদি থাকি, তবে দেখা পা'ব ফের ;

নতুবা জনমশোধ, হেন মনে হয় বোধ,—
এই দেখা—শেষ দেখা মম জনমের!
বিধি যদি করে পুন দয়া বরিষণ,
তব সনে হ'বে তবে আবার মিলন।

৭

কালের বিচিত্র গতি কখন্ কি হয়,
কি ঘটিবে পরক্ষণে, কে পারে জানিতে মনে?
কে জানে এমন হ'বে আমরা উভয়?
কালের বিচিত্র গতি কখন কি হয়,
বিশেষ প্রমাণ আজ পেলাম নিশ্চয়!

৮

যেমতি কুসুম দু'টি স্রোতে ভাসি' যায়,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি, পুন পুন দেখাদেখি,
লহরী-লীলায় লীলা করে দু'জনায়;
মনে ভাবে,—দুই জনে র'বে সদা একসনে,
কিন্তু তা' বিফল, যবে রোষে প্রভঞ্জন,
বিষম বিরহ—ভাঙ্গে সুখের মিলন!

৯

তোমায় আমায়, সখা, তেমতি দু'জন
এতকাল এক সাথে, ছিনু সুখে দিনে রাতে,
ভাবিতাম, চিরদিন রহিব এমন।
হায়, তা' হইল কই? সময়-সমীর ওই
অদৃশ্যে লহরী তুলি' দূরে ভাসাইল;
আশৈশব প্রণয়ের বিরহ ঘটিল!

১০

বিলাতে যাইবে তুমি বিদ্যার কারণ,
জনম-ভূমিরে ছাড়ি', প্রিয় পরিজন, বাড়ী,
সরল প্রণয়াধীন সখা যত জন।
কিছু তা'য় নাই ক্ষতি, বরঞ্চ আহ্লাদ অতি,
ঈশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে যাও;
বিদ্বান্ হইয়া সুখে জীবন কাটাও।

১১

কিন্তু গোটাকত কথা কহিব তোমায়,
বান্ধবের কথা ব'লে, রেখো তা' মনের কোলে,
তুমি না হইলে, তাহা কহিব কাহায়?
সাগরেরে পরিহরি', পোত হ'তে অবতরি',
জনম-ভূমিরে যেন ভুলিও না, ভাই!
ভারতের দুঃখ মনে ভাবিও সদাই!

১২

অবিরত কয় দিন জাহাজ ভিতরে
অবিচ্ছেদে যা'বে তুমি, না পা'বে দেখিতে ভূমি,
দেখিবে কেবল শুধু অনন্ত সাগরে।
কিবা দিবা, কিবা নিশি, দেখিবে নীলাম্বুরাশি,
সে নীলাম্বু ভাবিও না সাধারণ জল,
ভারতের অশ্রু ব'লে ভে'ব অবিরল।

১৩

তা' হ'লে কতক তুমি বুঝিবে তখন,—
ভারতের দুঃখ কত, কত শোকে অশ্রু অত
গভীর সাগর-গর্ভ করেছে পূরণ।
বুঝিবে তখন তুমি,— অধীনী ভারতভূমি
কোমল হৃদয়ে, হায়, কত জ্বালা সয়!
দিবারাতি হীনভাতি, ক্ষীণা অতিশয়!

১৪

বিলাতে যেতেছ তুমি, ভারত-তনয়,
দেখিও, ভুল না যেন, স্বচক্ষে দেখি'ছ হেন
জননীর মনোদুঃখ—মনে যেন রয়।
পুত্রের উচিত যাহা, অবশ্য করিও তাহা;
প্রাণ মন পণ করি' করিও পালন,
পুত্রের উচিত কাজ, ক'র না হেলন।

১৫

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী,
অধুনা ভারত যাঁ'র সহি'ছে শাসন-ভার,
ভারতের দুঃখ তাঁ'রে কহিও বিবরি'
অসংখ্য ভারতবাসী ফেলিতেছে অশ্রুরাশি,
পীড়নে পীড়িত হ'য়ে দিবস শর্ব্বরী।
কহিও তা'দেরো দুঃখ রাণীরে বিবরি'।

১৬

ব্রাইট্, ফসেট্ দোঁহে ভারত-জীবন,
যাঁ'রা ভারতের তরে, প্রাণ মন পণ ক'রে
করি'ছেন পরিশ্রম; কে আছে তেমন?
আমাদের দুঃখগুলি বলিও সে দোঁহে খুলি',
ভারত-মায়ের এই যাতনা ভীষণ
ব'ল সে দোঁহারে, সখা, ভুল না যেমন।

১৭

কেন এত বলিলাম?—আছে যে কারণ;
বন্ধু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা?
কেন বা বলিব এত? কিবা প্রয়োজন?
বন্ধু-অনুরোধ রে'খ, দে'খ, ভাই, দে'খ দে'খ,
ভুল না এ ক'টি কথা—ভুল না কখন;
ভারত-দুর্দ্দশা যেন থাকে হে স্মরণ।

১৮

এদেশীয় যত জন বিলাতে গিয়েছে;
যাইয়া আবার যা'রা ফিরিয়া এসেছে;
তা'দের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,
যেমন ভারত, হায়, তেমনি র'য়েছে!
কোথা তা'রা ফিরি' আসি', ভারতের দুঃখরাশি

নাশিতে করিবে ব্রত প্রাণের সহিত,
তা' না হ'য়ে, এ কি হায়, দেখি বিপরীত!

১৯

বিলাতে যা'বার কালে করে তা'রা পণ—
নাশিবে দেশের দুঃখ, উজ্জ্বল করিবে মুখ
স্বজাতির, কভু তা'র হ'বে না লঙ্ঘন,
"শরীরপতন কিংবা প্রতিজ্ঞাপূরণ।"
কিন্তু দেশে ফিরে এসে, দেখা দেয় অন্য বেশে,
সে যেন-সে নহে—নহে ভারত-কুমার!
বিলাতের হাওয়া লেগে বিলাতি ব্যভার।

২০

বিলাতের মাটী বুঝি ইন্দ্রজালময়!
এদেশীরা তথা গিয়ে, বিলাতি মৃত্তিকা ছুঁয়ে,
স্বজাতির স্নেহ মায়া তা'ই ভুলে রয়!
দেখিয়া দেশের দুখ, তা'দের পাষাণ বুক
ক্ষণেকের তরে, হায়, নরম না হয়!
'বিলাতে শিক্ষার ফল' এরেই কি কয়?

২১

তাই বলি, দে'খ, ভাই, তা'দের মতন,
যেন হে তোমারো মন, নাহি হয় কদাচন,
তা'র চেয়ে দেশে থাক, দেশের রতন!
যাইয়া সাগর-পার, ভারতের দুঃখভার
কণামাত্র যদিও হে না কর মোচন,
তা' হ'লে কি লাভ করি' বিলাতগমন?
যদি বল, নিজে তুমি বিদ্বান্ হইবে;
তা'র চেয়ে মূর্খ ভাল, কে নাহি কহিবে?

স্মৃতি।

১

স্মৃতি গো, যখন আমি সংসার-ভাবনা
পরিহরি' নিরজনে, নিবসি নিশ্চিন্ত মনে
করিতে তোমার, দেবি, মানসে অর্চ্চনা,
জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা।
মনের নয়ন খুলি', দেখাও ঘটনাগুলি,
একে একে করি' যবে অঙ্গুলি-চালনা,
তখন আমার চিত কভু প্রীত, কভু ভীত,
কখনো দুখিত, ভাবি' সে সব ঘটনা।

২

পিতৃমাতৃহীন আমি বিধিবিড়ম্বনে!
শৈশবে ছাড়িয়ে তাঁ'রা হ'ন মম আঁখিহারা;
আকুল জীবন এবে শোকের তাড়নে!
কি সুখ আমার, স্মৃতি, এ ভব-ভবনে?
বহু দিন গেল চ'লে, ভাসি' আমি নেত্রজলে,
তুমি পুন তাঁহাদিগে আনি' দরশনে,
কাঁদাও অধিকতর, হৃদয় ব্যাকুল কর,
উথলে শোকের সিন্ধু নিশ্বাস-গর্জ্জনে!

৩

স্নেহের মূরতি মোর জনক জননী,
তোমার মায়াতে, স্মৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি,
প্রীতি-সহ শোক আসি' আবরে অমনি!
সে ভাব লিখিতে কভু পারে কি লেখনী?
যত ক্ষণ তুমি থাক, তাঁদিগেও কাছে রাখ,
কিন্তু, হায়, মায়াবিনি, পালাও যেমতি,
তাঁ'রাও তোমার সনে, কি জানি, কি ভাবি' মনে
চলি' যান; কাঁদি একা—লুটাই ধরণী!

৪

আবার কখনো তুমি দেখাও আমায়,
'শৈশব জীবন সম রবিতলে অনুপম,
কিছু নাই',—সত্য কথা, সন্দেহ কি তা'য়?
পাইলে শৈশবে, বল, অমরা কে চায়?
শৈশবে যে কত সুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
সে সুখ বর্ণনা তবু কভু করা যায়?
মানব-জীবনে যদি সুখ লিখে থাকে বিধি,
তবে সেই সুখ শুধু শৈশব দশায়।

৫

সংসারের বিষময় ভাবী চিন্তানল
জ্বলে না তখন হৃদে, সদাই আনন্দ-হ্রদে
সন্তরি, আনন্দময় নিখিল ভূতল;
সফল নয়নে হেরি সকলি সফল।
পিতা মাতা সে সময়ে, স্নেহভরে কোলে ল'য়ে
মমতা করিয়ে মুখ চুম্বে অবিরল;
বালবন্ধুগণ-সহ ধুলি খেলি' অহরহ,
ফোটে রে মানস-সরে আনন্দ-কমল!

৬

শৈশবে যে সুখ, আহা, সে সুখ সমান
কি সুখ জগতে আর? রাজার রাজত্ব ছার,
কিবা সুখ লভে, ছাই বীরের পরাণ?
শৈশবেই করে বিধি সত্য সুখ দান।
শৈশবে যে সুখ আছে, সামান্য তাহার কাছে
যৌবনের সুখ—সে যে কলঙ্ক-নিশান!
সোণা সহ পিতলের প্রভেদ যেমতি ঢের,
শৈশব-যৌবন-সুখে তথা ব্যবধান।

৭

স্মৃতি গো, এখন্ মোর এসেছে যৌবন!
বিচিত্র কালের খেলা, হারা'য়েছি ছেলেবেলা,
এ জনমে—জন্মশোধ—পা'ব না কখন!

পিতল সম্বল এবে হারা'য়ে কাঞ্চন!
জানিতাম যদি আগে, যৌবনে-জীবনে লাগে
সংসারের বিষ-বাণ, তা' হ'লে তখন,
ছাড়'-ছাড়'-শৈশবেতে যত্ন করিতাম যেতে,
অদৃশ্যে শৈশব যথা করে পলায়ন।

৮

এখন সে আশা করা নিশার স্বপন।
ছুটিলে ধনুর তীর, ফেঁরে কি ফিরা'য়ে শির?
ভাঁটার প্রবাহ করে উজানে গমন?
কালের সাগর-গর্ভে ডু'বেছে রতন!
কিন্তু, মায়াবিনি স্মৃতি, কেন তুমি নিতি নিতি,
হারান সে ধনে এবে কর প্রদর্শন?
শৈশব এখন, হায়, মরু-মরীচিকা প্রায়,
কেন দেখাইয়া কর অন্তর পীড়ন?

৯

যা'ই হোক, এক দিকে যেমন কাঁদাও,
তেমনি গো পক্ষান্তরে ভাসাও সুখের সরে,
হাসাও বিষণ্ন মুখ, হৃদয় নাচাও,
ভবিষ্য-মুকুর যবে সম্মুখে দেখাও!
আশারে লইয়ে সাথে, কত কি যে দেখি তা'তে,
তুমি পুন মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও;
রঙ্গ আরো বাড়ি' উঠে, সুখের তরঙ্গ ছুটে,
হোক্ বা না হোক্, কিন্তু দেখা'য়ে ভুলাও।

১০

স্মৃতি গো, আবার বলি, যদিও আমায়,
ভাবি-সুখ-জলধিতে পার তুমি ভাসাইতে,
তবুও তাহাতে পুন দুখ দেখা যায়!
সুখ দুঃখ দুই জনে দোঁহার সহায়!
ভাবি অন্ধকারময়, সুখ দুঃখ দুই রয়,
প্রকৃতির বিধি এই, অন্যথা কোথায়?
একই জলধিজল সুধা আর হলাহল
ধ'রেছিল; শশী অই কলঙ্ক সুধায়!

১১

চমকে হৃদয়, স্মৃতি, আবার যখন
দেখাও আমায় তুমি ভীষণ-নরক-ভূমি—
অনন্ত-শোণিত-সিন্ধু করি'ছে গর্জ্জন;
তদুপরি দীপ্তশিখ ক্ষিপ্ত হুতাশন;
শাণিত প্রখর ধার অস্ত্ররাশি স্তরে সার
ঝকি'ছে অনলে, রক্তে লোহিত বরণ!
রক্তে ডুবি' পাপী যত, অস্ত্রেতে হ'য়ে আহত,
পুড়িয়া হুতাশে, করে হতাশে রোদন!—

১২

'পরিত্রাহি পরিত্রাহি!' শব্দ শোনা যায়,
কিন্তু কে করিবে ত্রাণ, পাতকীরে দয়া দান,
যমের নিয়মে হেন বিধান কোথায়?
অনন্ত জীবনে শাজা অনন্ত তথায়।
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ধ্বংস, মরিবে জান্তব বংশ
কোটি কোটি কোটিবার অসংখ্য সংখ্যায়;
পুন কোটি কোটি বার, সৃষ্টি হ'বে সবাকার,
কিন্তু রে পাপীর শাস্তি অনন্ত অক্ষয়।

১৩

পাপী দণ্ডিবার সেই নরক ভীষণ
দেখাও আমারে যবে, অতীব কাতর রবে
কেঁদে উঠি—আশঙ্কায় সশঙ্কিত মন!
পাপভক্ত, স্মৃতি, আমি,—কে আছে তেমন?
যা' হোক্, যদিও তুমি দেখা'য়ে নিরয়-ভূমি,
আমারে আকুল কর; তা' হ'তে ভীষণ
অধীনতা-যন্ত্রণায় যেরূপ জলি'ছি, হায়,
তা' সহ নরক-জ্বালা হয় কি তুলন?

১৪

অর্ব্বুদ নরক-ক্লেশ যদি এক হয়,
কিন্তু পর-অধীনতা যেরূপ ধরে ক্ষমতা,
অর্ব্বুদ নরক-জ্বালা কোথা পড়ি' রয়!
শূল সহ ক্ষুদ্র কাঁটা তুলিত কি হয়?
অয়ি স্মৃতি, দেখ ভেবে, ভারতবাসীরা এবে
পরাধীন হ'য়ে, হায়, কত জ্বালা সয়!
অসংখ্য নরক-ভূমি হ'য়েছে ভারতভূমি,
শমন-নিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয়।

১৫

কি লাভ ধরিয়া তবে অধীন জীবন?
খেতে শু'তে দিনে রেতে আশা কা'র দুঃখ পেতে,
পরের পাদুকা শিরে করিয়া বহন?
এ হ'তে নরক, স্মৃতি, সুখের ভবন।
যাহারা পাতকী হয়, তা'রাই নরকে রয়,
প্রতি পলে সয় বটে অসহ পীড়ন;
তা' হ'তে পাতকী যা'রা, এ ভারতে এবে তা'রা
পরাধীন হ'তে ক'রে জনম গ্রহণ!

১৬

তবে আর কিবা সুখ থাকিয়া হেথায়?
বরঞ্চ নরকে র'ব, শমন-পীড়ন স'ব,
ডুবিব শোণিতে পুড়ি' অনল-শিখায়;
সেও ভাল; এ যাতনা সহ্য নাহি যায়!
তুমিও তা' হ'লে, স্মৃতি, পরাধীনতার ভীতি
দেখা'য়ে কি পারিবে গো, কাঁদাতে আমায়?
ভুলিব তোমায় আমি, ভুলিব ভারত-ভূমি,
অধীনতা-নিষ্পীড়ন ভুলিব তথায়।

নলিনী।

১

নবীন প্রভাত ; বিমল গগন ;
বিমল শীতল সরসী জল ;
কুসুম-সুরভি-পূরিত পবন ;
শিশির-রসিত কুসুমদল।

২

তরুণ অরুণ অরুণ-কিরণে
পূরব আকাশে বিকাশে ধীরে ;
অমনি সরসী উজল বরণে
হাসিয়া উঠি'ছে লহরী-শিরে !

৩

প্রভাত নেহারি প্রভাতী গাহিল
আঁখি উনমীলি বিহগচয় ;
সে স্বরলহরী সমীর বহিল ;
'উঠ,—জাগ' রব ভুবনময়।

৪

মিলিনু নয়ন ; তবু ঘুম-ঘোরে
আবার শুইতে বাসনা হয় ;
কিন্তু ধনী নই, কাজে কাজে মোরে
উঠিতে হইল ;—না হ'লে নয়।

৫

ত্যজিয়া শয়ন, চলিনু বাহিরে,
মুছিতে মুছিতে নয়ন দু'টি ;
দেখিনু খিড়কি-সরোবর-নীরে
র'য়েছে একটি নলিনী ফুটি'।

৬

এক দিনো আমি এ সরসী-জলে
দেখিনি ফুটিতে কমল ফুল ;
বিধাতার গুণে, সুভাগ্যের ফলে
আজি হেরিলাম ;—শোভার মূল !

৭

পূর্ণিমার চাঁদে পাইলে যেমন
সুনীল গগন মধুর হয় ;
নবীন নলিনী পাইয়ে তেমন
সরসী-সলিল মাধুরীময় !

৮

বাড়িল আমোদ—সরসী নিকটে
সবেগে চলিনু—বাসনা মনে—
তুলিয়ে নলিনী হৃদয়ের পটে
রাখিব সাদরে যতন-সনে।

৯

কাছে গিয়ে দেখি, সাধের আমার
স্থলকমলিনী ফুটেছে জলে ;
(আকণ্ঠ-সলিলে বদন-বাহার !)
ভ্রমে ভ্রমরেরা ভ্রমে স্বদলে।

১০

আসিয়ে প্রিয়ারে কহিনু তখন ;—
"সাবাস্, অয়ি লো নলিনি প্রিয়ে !"
প্রেয়সী আমারো হাসিল তখন,
ঝরিল অমৃত অধর দিয়ে !

অভাগার বিধাতা।

১

রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় রে ;
সে কালে সকল লোকে পুলকিত হয় রে !
ফিরাই যে দিকে আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
দেখিয়া সবারে, আহা, সদা সুখময় রে ;
রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় রে।
কেন তা'রা মোর মত, হয় নাই ভাগ্যহত,
কেন তা'রা দিবানিশি এত সুখে রয় রে ?
তা'দের বিধাতা যে রে নিরদয় নয় রে !

২

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে !
লোহার শিলায় গড়া তাহার হৃদয় রে,
আমার বিধাতা যেই, আমারে বিমুখ সেই,
ভুলেও আমার প্রতি হয় না সদয় রে,
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে !
বিশাল জগতীতলে, সুখ যে কাহারে বলে,
জানিতে নারিনু আজো, বড় খেদ হয় রে,
চিরকাল দুখানলে এ পরাণ দয় রে !

৩

যা' কিছু কোমল হেরি এ ভুবনময় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে !
ললিত কুসুমদল, বিমল তরল জল,
জগত-ললাম নারী কোমলতাময় রে !
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে !
চাঁদের কিরণে সুধা, প্রেমি-জন-প্রেম-ক্ষুধা,
সুরবি-বিহগ-বুলি চিরমধুময় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে।

৪

সাধুর সরল চিত করুণা-নিলয় রে ;
শিশুর মধুর মুখে হাসি মধুময় রে ;
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া, রূপগুণবতী জায়া,
অঋণী নিরোগকায়া মানব নিচয় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে।
কুসুমে সুতার মধু, সরল প্রণয়ী বঁধু,

সঙ্গীত-লহরী, মরি, চিরসুধাময় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!

৫

সরসী-লহরী-করে মৃণাল-বলয় রে,
সরসী-ললাটে ফোঁটা ফোটা কুবলয় রে;
হরিণীর বাঁকা আঁখি, লতিকাজড়িত শাখী,
জলহীন মরুভূমে পূর্ণজলাশয় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!
প্রভাতে নিশির শেষে, শিশির-মুকুতা-বেশে
সাজিয়া কুসুমকুল দিশি উজলয় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!

৬

তা' ছাড়া যা' কিছু আরো ভাল বোধ হয় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!
কি তবে, বিধাতা মম— নিদারুণ নিরমম—
করেছে স্বজন, বল, এ জগতময় রে?
কি ক'ব সে কথা, হায়, দুখে বুক দয় রে!
যা' কিছু হেরিলে পরে, অথবা শুনিলে পরে,
হৃদয় দুখিত সদা—ভয়ের উদয় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!

৭

প্রচণ্ড অনল, বজ্র ভীষণতাময় রে;
মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে;
ভানূদয়ে কুহেলিকা, মরুভূমে মরীচিকা,
জলপোতে অবস্থানে ঝটিকা-উদয় রে!
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!
কঠিন পাষাণময় উন্নত ভূধরচয়,
শোণিত-লোলুপ যত শ্বাপদনিচয় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!

৮

লোভ হিংসা দ্বেষ রোষ নিষ্ঠুর-হৃদয় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!
প্রাণনাশী হলাহল, সাগরের লোণা জল,
খল নর, খল সর্প কালকূটময় রে!
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!
চিন্তা জরা শোক রোগ, দরিদ্রতা দুখভোগ,
জীবন-সংহারকারী মৃত্যু দুরজয় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!

৯

সাধে কি এ কথা বলি? না বলিলে নয় রে
আমার বিধির বড় কঠিন হৃদয় রে!
তা' নহিলে মোরে কেন স্বজন করিল হেন,
কেন মোরে আজীবন দুখানলে দয় রে!
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
শৈশবে অনাথ হ'য়ে, দারিদ্র্যের বশে র'য়ে,
কি-যে দশা আজ' মোর! হেন কা'র নয় রে!
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!

১০

একটি দিনেরো তরে এ পোড়া হৃদয় রে,
জানিতে নারিল, হায়, সুখ কা'রে কয় রে!
দারুণ রোগের জ্বালা দিবানিশি ঝালাপালা
করিতেছে মোরে, এতে সুখ কভু নয় রে?
আমার সুখেতে মোর বিধি সুখী হয় রে!
উদর-অন্নের তরে, প্রাণ যে কেমন করে,
কোনো দিন অর্দ্ধাশন, কভু তা'ও নয় রে!
ভিক্ষা করি, আশা, কিন্তু সরমের ভয় রে!

১১

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
নিমেষেরো তরে, হায়, হয় না সদয় রে!
পুরাণ মলিন বাস ছিন্ন তা'র চারি পাশ,
কি করি, পরিয়া লজ্জা ঢাকিবারে হয় রে,
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
দয়ালু যা'দের বিধি, সে বিধির ভাল বিধি,
তাঁহার স্বজিত যা'রা, সদা সুখে রয় রে,
আমার বিধির বিধি ঠিক বিপর্য্যয় রে!

১২

কাঁদা'তে কেবল মোরে, হেন বোধ হয় রে,
জ্বালাইতে রোগে শোকে দুখে এ হৃদয় রে,
আমার বিধাতা মোরে, অভাগা দরিদ্র ক'রে,
স্বজিল, শুধু তা' নয়,—পুন নিরাশ্রয় রে!
সাধে বলি, বিধি মোর বড়ই নিদয় রে?
আমার যে কত দুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
পাই যদি কোটি যুগ—গণনা-সময় রে,
নির্ণয় তথাপি এর হ'বে না নিশ্চয় রে!

১৩

কা'রো কা'রো মতে বিশ্ব সুখের আলয় রে,
সুখী যা'রা, এই কথা তাহারাই কয় রে।
আমার তা' বলা মিছে, বিধি মোরে আগে পিছে
জ্বালিয়াছে দুখানল, নিভিবার নয় রে;
কাজে কাজে মোর মতে—বিশ্ব দুখময় রে!
তবে এ বিশাল ভবে, বাঁচিয়া কি লাভ হ'বে,
কি লাভ যন্ত্রণা স'য়ে? মৃত্যু যদি হয় রে,
তা' হ'লে এখনি বাঁচি—জুড়ায় হৃদয় রে!

১৪

মোর যদি মৃত্যু হয়, হ'বে সুখোদয় রে,
জীবন-যন্ত্রণা-জ্বালা হইবে বিলয় রে;
তা' হ'লে বিধির মোর র'বে না দুখের ওর,
তা'ই বুঝি অভাগার মৃত্যুও না হয় রে!

সাধে কি বলি, যে, মোর বিধাতা নিদয় রে?
রোগের দারুণ ক্লেশ, দারিদ্র্যের একশেষ,
নয়নের জলে সদা ভাসি'ছে হৃদয় রে,
অভাগা আমার মত আর কেউ নয় রে!

১৫

ধরিলে কুসুমে কীট সুষমা কি রয় রে?
রোগে দুখে সেই মত আমার হৃদয় রে!
কমলা আবার, হায়, আমারে না ফিরে চায়,
নাহিক রক্ষক কেউ, নাহিক আশ্রয় রে,
আমার বিধির গুণে শমনো নিদয় রে!
হায়, আর কত কাল, সহিব এ দুখজাল,
হ'বে না কি অভাগার সুখের উদয় রে?
কেমনে হইবে?—মোর বিধি যে নিদয় রে!
সাবাস্, বিধাতা, তোর কঠিন হৃদয় রে!

শূন্যকৌটা।

১

একদা বিরক্ত হ'য়ে জন-কোলাহলে
চলিলাম শান্তি-লাভে বিজন কাননে;
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে;
বসিলাম স্থির হ'য়ে চিন্তাময় মনে।
ব'সে আছি; অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত
পিছনে—অনতিদূরে পড়িল নয়নে
একটি সুচারু কৌটা বিজন কাননে।

২

নিরজন বনে কৌটা! বিচিত্র ব্যাপার!
কুতূহলী হ'য়ে সে'টি কুড়া'য়ে নিলাম।
খুলিলাম তাড়াতাড়ি, ভিতরে তাহার
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
কিছু নাই—শূন্যময়; কিন্তু হেন বোধ হয়,
আছিল রতন তা'য়, দেখি' জানিলাম,
যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম।

৩

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ
এ কৌটারে, আনি' এই অটবী মাঝার,
আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন,
খালি কৌটা ফেলে গেছে আঁটিয়া আবার।
বিবিধ রঞ্জনে আঁকা কৌটা এবে ধূলিমাখা,
রতন হারা'য়ে যেন মলিন আকার;
বাসী ফুল্ল ফুল যথা পল্লব মাঝার।

৪

নিরখি' কৌটায়, মমে হইল উদয়
ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী!—
স্বাধীনতা-রত্ন-হারা—এবে শূন্যময়—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!
চিত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত
হইল মানসে; হায়, দুখের কাহিনী!—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!

একটি চিন্তা।

স্থান—বঙ্গ-রঙ্গভূমি ও তৎপার্শ্বস্থ সরোবর।*
সময়—মেঘনাদবধাভিনয়ের রজনী, ৩০ এ ফাল্গুন—১২৮১

১

সপ্তমীর চাঁদ সুনীল গগনে
হাসি'ছে উজলি মধুর কিরণে;
বসন্ত-সমীর বহি'ছে মৃদুল;
প্রকৃতির মুখে মধুর হাসি;
নাট্যশালা পাশে সরোবর-জলে
শশীর মূরতি দুলিয়া উজলে;
বায়ুপথগামী জলদের ছায়া
সরসী-সলিলে যাই'ছে ভাসি'।

২

দেখিলাম আমি সে সর-মূরতি
ক্ষণ পরে পুন স্থিরভাব অতি;
নাহিক লহরী, নাহি বিধূনন,
অচল, অনড় সলিল রাশি।
কিন্তু, পাশে, হায়, নাট্য-গৃহ-মাজে
অভিনেতৃগণ সাজিয়া সুসাজে,
করে অভিনয়, রঙ্গ করে কত,
কাঁদিয়া কাঁদায়—হাসায় হাসি'।

৩

দেখি' সরোবরে, দেখি' নাট্যাগারে,
সহসা তখনি মনের মাঝারে
চিন্তা এক আসি' হইল উদিত,
কহিলাম আমি আপন মনে;—
ওরে বঙ্গবাসী, ছাড় রে বিলাস,
আসি' দেখ চেয়ে সরসী-সকাশ,
গভীর মূরতি নৈশ সরোবরে
বারেকের তরে দেখ নয়নে।

৪

মেতেছ তোমরা নাট্য-অভিনয়ে;
দেখে দর্শকেরা পুলকহৃদয়ে।

*এই সরোবর এক্ষণে নাই। ইহার বক্ষস্থলে বাজার বসিয়াছে। ১২৮৯ সাল।

অভিনেতৃগণ, দর্শকের দল,
এস একবার সরসী-তটে ;
উঠে তোমাদের আনন্দ-লহরী,
কিন্তু সরোবরে নাহি রে লহরী,
সরোবরে আজি আদর্শ করিয়া,
দেখ দেখি ভাবি' মানস-পটে ;—

৫

সুখের ভারত ছিল রে যখন,
সুখের সময় ছিল রে তখন ;
এখন গিয়াছে সে দিন ঘুচিয়া,
পরের অধীন ভারত এবে !
সাজে কি এখন আমোদ, বিলাস ?
এখনি আসিয়া সরসী-সকাশ,
সরসীর মত হও রে সকলে,
সরসীর ছবি দেখ রে ভেবে।

৬

ভারতের দুখে যেন রে সরসী
ভাসা'য়ে ধরেছে দুখের আরসী ;
প্রতিবিম্ব দেখি' পারিবি জানিতে,—
উচিত তোদের কিরূপ হওয়া।
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ রস যত,
করিতে উচিত অশ্রু বরিষণ,—
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

৭

মজেছ সকলে অভিনয়-সুখে,
কিন্তু একবার চাও রে সম্মুখে ;
কি যে অভিনয় হয় অবিরত,
ঘৃণা লজ্জা দুখ কেবলি তা'য়।
চাপা'য়ে পাদুকা তোদের মাথায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরা'য়ে গলায়,
বানরের মত নাচা'য়ে নাচা'য়ে
বিদেশীরা ল্যাথি মারে মাথায় !

৮

তথাপি রে তোরা, ওরে বঙ্গবাসী,
আমোদ বিলাসে র'বি দিবানিশি ?
বারেকের তরে কর রে স্মরণ,—
উচিত এখন কিরূপ হওয়া।
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ রস যত,
করিতে উচিত অশ্রু বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

পূর্ব্বরাগ।

১

শরদপূর্ণিম চন্দ পহিলে মনোহর
মুঝে, সই, ভেইত জ্জেয়ান ;
অব শশী কছু নহ, অব সোই নটবর
শতশশিহসিত বয়ান !
যো দিন যমুনাতট কেলি-কদম-মূলে
পহিল নেহাল হরি-সাথ,
সো দিন অবধি হম সো যমুনাকূলে
আশ করু রহু দিন রাত।
পুন পুন হেরু প্রাণনাথ।

২

নধর অধরে ধরু মধুর মুরলী যব,
নিশীথে পুলিনে বঁধু মোর,
বীণ-ঝনকার জিনি' বরখে মধুর রব,
শুনি' মোর চিত হোঁয় ভোর !
সো রব লখই হম ত্যজই শয়ন, সই,
অনুরাগে ইতি উতি ধাই ;
পুন সো মুরলী-রব শুনই না পাওই,
শয়নে শয়নে ফিরি' যাই।
স্বপনে বঁধুয়া পুনু পাই।

৩

নূতন পীরিতি মোর নূতন কুসুম সম,
মাধব মধুকর তায় ;
নূতন সুরস মধু উছলয়ে অনুপম,
অব কঁহা নাগর রায় ?
নিশি দিন বঁধু লিয়ে, দহত দগধ হিয়ে,
গুরু দুরজন ডর-শেল !
পেখই না পায়নু সো নবজলদতনু,
আঁখি তিরপিত নাহি ভেল !
রমণী-জনম মিছা গেল !

৪

সহি রে, ভেইল কাহে কামিনী-জনম মম ?
কাহে না ভেইনু বন-ফুল ?
গাঁথই রেসম-ডোরে হমার সো প্রিয়তম
ডুলায়ত ; ভ্রমর আকুল !
নূপুর জনম মম কাহে, সহি, ভেল নহি ?
বাজতু কানুক পায় ;
অগুরু চন্দন চুয়া কাহে না ভেইনু, সহি ?
সাজতু কানুক-গায়।
রমণী-জনম মিছা, হায় !

৫

যদি লো পরাণ-সহি, কালিয়া কোকিলা হমু
ভেইতু, কানুক-গুণ

গান করু তরু'পরু, কুহুকুহু রব করু,
চিত-সুখ লভতুঁ দ্বিগুণ !
ইহ ব্রজরজ, সহি, কাহে না ভেইনু হম,
যাওয়ে বঁধু যব গোঠে ;
চরণ পরশি' তারু, ঘুচত রে দুখভারু,
যৈসে ভেখজে রোগ ছুটে !
রমণী-জনম মহাপাপ !
রমণী-জনমে অভিশাপ !

বিজয়া-দশমী।

স্থান—ভাগীরথী-তট। সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

১

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি, আজি মা তোমার
কি হেতু সুষমা এত ? কেন দু'নয়ন
নিরখি' তোমায় আজি, আনন্দ অপার
লভিতেছে ? হ্যাঁ মা, এর আছে কি কারণ ?
আছে—আছে, তা' নহিলে কেন সুখোদয় ?
শশী না উদিলে কভু চন্দ্রিকার ভাস
খেলে কি ধরণী-হৃদে ? কারণ নিশ্চয়
আছে—আছে—এতক্ষণে হ'য়েছে বিশ্বাস।

২

বিজয়া-দশমী তিথি আজি বঙ্গালয়ে,
শারদীয় উৎসবের শেষ-সুখ-দিন,—
স্বর্গীয় আনন্দরাজি বাঙ্গালি-হৃদয়ে
সমুদিব আজি,—সবে অসুখবিহীন।
ত্রিদিবপূজিত দশভুজার মূরতি
তোমার গভীর গর্ভে দিতে বিসর্জ্জন,
আড়ম্বরে আসে সবে, ধীরি ধীরি গতি ;
বিজয়া-বাজনা বাজি' জাগায় শ্রবণ।

৩

নানাদিগাগত লোক মূর্ত্তিবিসর্জ্জন
দেখিতে, তোমার তটে সবে উপনীত ;
হৃদয়ের পূর্ণ সুখে সকলে মগন,
সকলেরি আঁখি আজি হর্ষ-বিকসিত।
সুলোহিত বীততাপ উজ্জ্বল তপন
অস্তাচল-অভিমুখ হ'য়েও সুন্দর
হাসেন হরিষে, যেন করি' দরশন
আজিকার মহোৎসব বঙ্গের ভিতর।

৪

ক্ষণকাল রহ, রবি, ক্ষণকাল তরে
দাঁড়াও, একটি মম আছে নিবেদন ;—
যাইতেছ তুমি এবে পশ্চিম-সাগরে ;
ভাল হ'ল, সেই দিকে করিয়ে গমন,
যা'রে পা'বে, তা'রে ক'বে স্মরণ করিয়ে,
অধীন হ'য়েও বঙ্গ এখনো কেমন
সুখ লাভে সনাতন ধর্ম্ম আচরিয়ে ;
ধর্ম্মই এখন তা'র একমাত্র ধন।

৫

গিয়াছে বঙ্গের, হায়, গিয়াছে সকল,
তথাপি এখনো তা'র হৃদয়-আগারে
সনাতন-ধর্ম্মরূপ রতন উজ্জ্বল
সদা বিরাজিত, যেন সরসী-মাঝারে
করি-পদ-বিদলিত-কমল-নিচয়
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে রয়, কিন্তু এক পাশে
হয় ত একটি পদ্ম বিকসিত রয়
অপীড়নে, ধর্ম্ম তথা এ বঙ্গ-আবাসে।

৬

পরাধীন হ'য়ে থাকা যন্ত্রণা কেমন !
কে না জানে ? তুমিও তা' জান, দিবাকর !
বিভীষণ মেঘজাল যবে আবরণ
করে তোমা, সেই কালে তোমার অন্তর
পীড়িত কিরূপ হয় ; দীপ্ত মুখ-ছবি
মলিন—অদৃশ্য—যেন সে তপন নহ,
কত দুঃখ সে সময়ে, কহ দেখি, রবি !
কতই বেদনা, হায়, হৃদয়েতে সহ !

৭

তোমার সে দশা সম বঙ্গ অনাথিনী
পর-করে প্রপীড়িতা, হের আজি তবু,
বিজয়া-উৎসব-সুখ লভি' সীমন্তিনী
সুখিনী কেমন, হেন হয় নাই কভু।
জলন্ত অনলে জল ঢালিলে যেমন
নিভে যায়, সেইরূপ বঙ্গের হৃদয়—
অধীনতামলদগ্ধ মলিন বরণ—
আনন্দ-সলিলে আজি শীতলতাময়।

৮

ভাগীরথি, তব অই সরল প্রবাহ
শীতলিয়া বক্ষ তব যেতেছে বহিয়া ;
পরাধীনী বাঙ্গালার অন্তর-প্রবাহ
শীতল হ'য়েছে আজি, দেখ, মা, চাহিয়া,
বিজয়া-দশমী-সুখ-প্রবাহ-বহনে।
জীবনের যত জ্বালা বঙ্গসুতগণ
ভুলিয়াছে আজি, সবে হরষিত মনে
তোমার পবিত্র তটে করে বিচরণ।

৯

সকলেরি মুখে হাসি, সবার নয়ন,
দেখ দেখ, মহানন্দ-রসে সুরসিত।

যা'রি মুখপানে চাই, করি দরশন
কি এক স্বর্গীয় শোভা বর্ণন-অতীত!
বহুদিন হ'তে তুমি, হিমাদ্রি-নন্দিনী,
বঙ্গেরে পবিত্র করি' যেতেছ বহিয়া,
কহ মোরে আজি, কলরব-নিনাদিনি,
জুড়াও শ্রবণযুগ সে কথা কহিয়া ;—

১০

কত শত যুগ গত ; ভারত যখন
স্বাধীনতা-হেমময়-মুকুট-ভূষণে
ছিলেন ভূষিতা, যত ভারত-নন্দন
স্বাধীনতা-জয়-গান, হরষিত মনে,
গায়িত, বাজিত বাদ্য, সমর-ভূমিতে
"জয় স্বাধীনতা জয়!—ভারতের জয়!"
বেদবাক্য সম এই ধূয়ার ধ্বনিতে
ধ্বনিত হইত শূন্য আকাশ-হৃদয়।

১১

সে সুখের শুভ দিন করি' দরশন
সুখিনী তুমিও, দেবি, কত হ'য়েছিলে ;
দিবানিশি কুলুকুলু অস্ফুট বাদন
প্রবাহের করতালে বাজাইয়াছিলে!
আজো তা' বাজাও বটে, কিন্তু, গো তেমন
মনোহর নহে, এ যে নহে সে সময়।
এবে ভারতের চিতে চিতা-হুতাশন
প্রজ্বলিত, তা'ই, হায়, সবি বিষময়!

১২

তা'র পর পুণ্য-ভূমি ভারতে যবন
যবে প্রবেশিল হ'য়ে লোভের অধীন,
ভারতের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
(কোথা স্বর্গ-সুখ তা'র কাছে সমীচীন?)
সেই দিনে—কাল—দিনে—বিধি-বিড়ম্বনে,
অপহৃত হইয়াছে! তুমি তা' তখন
হেরেছ, হিমাদ্রিসুতে! কিছু সুখ মনে
ভারতের তা'র পর করেছ দর্শন?

১৩

ভারত বা ভারতের অঙ্ক-সুশোভিনী
বঙ্গভূমি আজো, হায়, পরের পালিতা!
পূর্ব্বের সে দিন ভাবি' দিবস যামিনী
অশ্রুমুখী—মুক্তকেশা, শোক-বিষাদিতা!
তা'ও, নদি, চক্ষে তুমি সদা নিরীক্ষণ
করিতেছ, সত্য কও, ক'র না ছলনা,
সে দিন এ দিন সহ করিলে তুলন,
নয় কি স্বর্গের সহ নরক-তুলনা?

১৪

যা' হোক্, তথাপি আজ বঙ্গ-সুতচয়
বিজয়া-দশমী-সুখে মেতেছে এমনি,
অধীনতা কা'রে বলে ভুলেছে নিশ্চয় ;
স্বাধীনা আজি গো যেন ভারত-জননী।
পূর্ব্বের সে সুখ-দিন আজি সমাগত ;
দশ দিক সুপ্রসন্ন ; যা' হেরি নয়নে,
তা'তেই মাধুরী হাসে, যেন বিরাজিত
স্বাধীনতা আজি এই বঙ্গ-নিকেতনে!

১৫

তোমার প্রবাহ, নদি, আজি মনোহর ;
আজি তব কলধ্বনি বীণার ঝঙ্কার ;
আজি তব ছবিখানি সুষমা-আকর ;
উন্নমিত ঊর্ম্মি আজি শোভার আধার ;
তোমার দু'কূল আজি, অয়ি কূলবতি,
কত যে ধরেছে শোভা ক'ব তা' কেমনে?
ইন্দ্রের অমরাবতী, যথা শচীপতি
বিরাজেন, তা'ই বুঝি এ বঙ্গভবনে!

১৬

রক্তছবি রবি অই পশ্চিম গগনে,
হেরি' তাঁ'রে আজি চিত অতি হরষিত।
প্রত্যহ রবিরে বটে নিরখি নয়নে,
আজিকার মত কিন্তু নহে কদাচিত।
অস্তগামী রবি-করে তোমার হৃদয়
উজ্জ্বল লোহিত রঙে সেজেছে কেমন!
অন্য দিন দেখিয়াছি, কিন্তু কভু নয়
আজিকার মত চিত-আঁখি-বিমোহন!

১৭

কতবার তব তটে সান্ধ্য সমীরণ
সেবিবারে আসিয়াছি, দেখেছি তোমায়
পলকবিহীন নেত্রে, কিন্তু গো নয়ন
জুড়া'ল যেমতি আজি—কি ক'ব কথায়?
দিনেকের তরে কভু হয়নি তেমন!
পুরাণ-বর্ণিত তব মহিমা অপার
প্রত্যক্ষ নিরখি আজি ; চারু দরশন,
তটিনি, তুমি গো আজি নয়নে আমার!

১৮

আজি বঙ্গবাসী, দেবি, দেখ গো নয়নে,
মৃণ্ময়ী উমারে তব অগাধ সলিলে
বিসর্জ্জি'ছে বাদ্য সহ—বিষাদিত মনে,
অনিচ্ছায়, বোধ হয়, তাঁ'দেরে দেখিলে।—
কিন্তু তুমি হৃষ্টচিতে ; হসিতবদনে,
কোমল লহরী-কর করি' প্রসারণ,
তব সপত্নীরে সুখে দৃঢ় আলিঙ্গনে
করিতেছ তাঁ'র সহ প্রিয় সম্ভাষণ।

১৯

মৃণ্ময়ী প্রতিমা ক্রমে বিসর্জ্জন করি',
বিসর্জ্জন-বাদ্য-সহ ফিরিল সকলে
গৃহমুখে, গঙ্গাজল ঘটপাত্রে ভরি'
লইল লভিতে শান্তি সে শান্তির জলে।
কৃপণ যেমতি তা'র রজত কাঞ্চন
মৃত্তিকা খনন করি' রাখে লুকাইয়া,
তেমতি গঙ্গার গর্ভে বঙ্গ-সুতগণ
প্রতিমা রাখিয়া গেল যেন ডুবাইয়া।

২০

দিবাকর অস্তমিত ; প্রদোষ উদয় ;
অপ্রগাঢ় অন্ধকারে ভাগীরথী-তীর
ডুবিল ক্ষণেক তরে ; পুন আলোময়
হইল চৌদিক, গঙ্গা—সুশীতল নীর।
সারি সারি দীপালোক, আকাশে আবার
শরতের দীপ্ত শশী দশকলা-জালে
উজলিল হাসি' হাসি', শোভার আধার !
উজ্জ্বল হীরক যেন ভূপালের ভালে।
[সময়—সন্ধ্যা।]

২১

জনশ্রুতি এইরূপ ;—রঘুকুলমণি
রামচন্দ্র ভগবতী-পদ-পূজা করি'
বধিলেন রাবণেরে, যেমতি অশনি
উচ্চশিরা তালতরু ফেলয়ে বিদারি'।
আজিকার তিথি সেই—বিজয়া-দশমী ;
এই দিনে দশানন হইল নিধন,
হরিষে রাঘব-সেনা করি' জয়ধ্বনি,
পরস্পরে ক'রেছিল দৃঢ় আলিঙ্গন !

১২

আজিও ভারতে তা'ই—বঙ্গে বিশেষতঃ
বিজয়া-দশমী-তিথি সমাগত হ'লে,
আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ যত
পরস্পরে আলিঙ্গন করে কুতূহলে।
বহু যুগ গত হ'ল, তবুও এখন,
রামের গৌরব তরে হরষিত মনে
হিন্দুজাতি পরস্পরে করে আলিঙ্গন ;
বিজয়া-দশমী ধন্য ভারত-ভবনে।

২৩

গুরুজনে প্রণিপাত, বান্ধবের সনে
প্রীতিময়ী কোলাকুলি করি'ছে সকলে ;
সিদ্ধিজল পান করি', মিষ্টান্ন বদনে
দিতেছে, ভাসি'ছে সবে আনন্দের জলে।
ভাগ্যে, সীতাপতি, তুমি রাবণে বধিলে,
বর্ষে বর্ষে দেখি তা'ই এ সুখ-উৎসব ;
এ হেন উৎসব-সুখ ধরণী খুঁজিলে
মিলিবে না ; ভারতের এ এক গৌরব।

২৪

শৈশবের সখাগণ ! এস এস আজি,
কোলাকুলি করি, ভাই, পেয়েছি সময় ;
বিজয়া-দশমী-সন্ধ্যা শশি-করে সাজি'
হাসি'ছে কেমন ওই, চারু শোভাময় !
এ হেন সুখের সন্ধ্যা, বাসনা অন্তরে,
হয় যেন প্রতিদিন, তা' হ'লে সকলে
হৃদয় জুড়াই সুখে কোলাকুলি ক'রে
বসিয়া বসিয়া দুলি আনন্দের কোলে !

২৫

শত্রু-মিত্র সকলেই আজি রে সমান,
বিজয়া-দশমী-গুণ বিচিত্র এমনি !
শত্রু যা'রা, এস তা'রা, করিব প্রদান
মিত্রভাবে আলিঙ্গন আত্মসম জানি'।
বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, যবন,
যদিও তোমরা দ্বেষী হিন্দুধর্ম্ম প্রতি,
এস এস, কিন্তু আজি সুখ-আলিঙ্গন
পরস্পরে করি সবে, এ মোর মিনতি।

২৬

শরতের শশধর, তুমিও হরষে
শীতল কিরণ-কর বাড়াইয়া দাও,
আলিঙ্গন তব সহ প্রফুল্ল মানসে
করি এস, ভালবাসা দেখাও দেখাও।
চিরদিন সুধামাখা কর-বরিষণে
কতই করেছ মোর আনন্দ উদ্রেক,
এস এস আজি, শশী, তাই তব সনে
আলিঙ্গন-সুখ পুন লভি হে ক্ষণেক।

২৭

আহা কি সুখের সন্ধ্যা !—আনন্দ অপার।—
আজি সন্ধ্যাকালে বঙ্গ অমর-ভুবন !
অপূর্ব্ব সুন্দর ভাবে আজি রে আমার
ভুলিল হৃদয়, প্রাণ, মানস, নয়ন !
আজিকার নিশি, বিধি, প্রভাত ক'র না ;
স্বর্গীয় এ সুখে, আহা, তা' হ'লে কেমন
আরো সুখী হ'ব ; কিন্তু বৃথা সে বাসনা,
বিজয়া-দশমী হ'বে নিশার স্বপন !

চিত্র।

তাই ত,
কখন দেখিনি যাহা, আজি রে দেখিনু তাহা,
সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল ?

সে যে হোক ; কিন্তু তা'রে,ধন্য বলি বারে বারে,
চির-জীবনের তরে কিনে মোরে রাখিল।
রসিক সে চিত্রকর, হেন রস শিখিল।
কত ছবি দেখিয়াছি, কত ছবি লিখিয়াছি,
কখন ক্ষণেক তরে চিত নাহি ভুলিল ;
কিন্তু ভুলাইল আজি, ও ছবি যে তুলিল !

২

কি বাকী ? দেখেছি সবি, দেখেছি বিলাতি ছবি
কত শত প্রতিদিন কে পারিবে গণিতে ?
বিলাতি রমণীগুলি রূপের বাজার খুলি'
ব'সে আছে, রূপে ভুলি' ক্রেতা ধায় কিনিতে।
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে !
বিলাতী রমণী-রূপে, যে ডুবে রসের কূপে,
সে ডুবে লবণ-জলে সুধারাশি থাকিতে ;
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে !

৩

ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হ'য়েছে,
অচলা বিজলী যেন—মনে অনুমানি হেন—
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে র'য়েছে !
উথলি'ছে রূপরাশি, ঝরে মন-ভোলা হাসি,
ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হ'য়েছে,
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে র'য়েছে !
ধন্য সেই চিত্রকর, ও ছবি যে লিখেছে !
ধন্য পরিশ্রম তা'র, এত ক'রে শিখেছে,
ভাগ্যবলে একবার দেখা যদি পাই তা'র,
এখনি হইব শিষ্য, আশা বড় হ'য়েছে।
তাই ত,কোথায় যা'ব,কোথা গেলে দেখা পা'ব ?
রত্ন রেখে চিত্রকর কোন্ খানে গিয়েছে ?
প্রশংসা শুনিবে ব'লে লুকা'য়ে কি র'য়েছে ?

৪

কিম্বা সেই চিত্রকর, বিশেষ জ্যোতিষপর,
আমার মনের আশা মনে মনে জানিয়ে,
আমার অলক্ষ্যে আসি' এঁকেছে এ রূপরাশি,
সাক্ষাৎ শোভারে যেন রেখে গেছে আনিয়ে।
এ রতন মূল্য দিয়ে রাখিল সে কিনিয়ে।
দুখী মোরে বলে কে রে ? যেই বলে দুখী সে রে,
যত সুখী এবে আমি, ত্রিজগতে খুঁজিয়ে
পা'বে কি তেমন কা'রে, দেখ দেখি ভাবিয়ে ?

৫

প্রচণ্ড নিদাঘকালে জল যথা দেখিলে,
তৃষিত পথিক ছুটে, পান করি' আশা মিটে,
আনন্দে হৃদয় তা'র তৃপ্তি সহ উথলে ;
আমার তেমনতর ভাগ্যে আজ ঘটিল ;
সংসারপীড়িত চিত করিলাম তিরপিত,
ও ছবির রূপ হেরি' আঁখি দু'টি মজিল।
অচিন্ত্য রতন আজ দরিদ্রের যুটিল।

৬

কিন্তু, ভয় হয় মনে, পাছে যদি অন্য জনে
সন্ধান পাইয়ে আসি' দরিদ্রের কুটীরে,
গোপনে কর্দ্দম কালি ছবি-দেহে দেয় ঢালি',
তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ !—মরিব রে অচিরে !
অতএব এই বেলা ছবি-পাশে যাইয়ে,
সুপুরু বসন দিয়ে, ছবিটিরে ঢাকি গিয়ে,
কি আছে এখানে কেউ জানিবে না আসিয়ে ;
এ যুকতি বড় ভাল—করি তাই যাইয়ে।

৭

প্রবেশ করিনু ঘরে ভাবি' এই মানসে,
কাছাকাছি হ'ব হ'ব, অমনি মধুর রব
বরষি' প্রেয়সী মোরে আলিঙ্গিল হরষে !
বিস্মিত হ'লেম আমি নেহারি' এ ঘটনা !
প্রেমের প্রতিমা মোর উজলিয়ে ঘর দোর,
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে করিল এ ছলনা !
সাবাস্ চতুরা মোর প্রেমময়ী ললনা।

ভারত-বিলাপ-গীতিকা।

[স্থান—সমুদ্র-তট। সময়—প্রভাত।]

দাঁড়া'য়ে সাগর-তটে দেখিলাম চাহিয়া,—
সুদূর সুনীল নীরে, তরী বাহি' ধীরে ধীরে
একটি দুখিনী নারী যাইতেছে কাঁদিয়া ;—

(ভৈরবী—আড়াঠেকা)

"হা বিধি, হা বিধি ! এই ছিল কি তোমার মনে,
নিদয়-হৃদয় তুমি জানিলাম এত দিনে।
যা'রে ভালবাসে যেই, তা'রেই কাঁদায় সেই,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র তোমার আমার সনে।
এক দিন তুমি মোরে বিশেষ যতন ক'রে
সাজাইয়েছিলে, বিধি, বিচিত্র ভূষায় ;—
দেখাইতে কারু কাজ, অতুল অমূল সাজ
কতই আমারে দিলে, গঠি' হরষিত মনে।
তুষিতে যতেক সুর, সৃজিলে অমরপুর,
তুষিতে মানবচয়ে, ভূতলে আমায় ;—
দ্বিতীয় অমরা করি', প্রকাশিয়া কারিগরি,
সাজাইলে চারুতর প্রাকৃতিক বিভূষণে।
এবে নিরদয় হ'য়ে, পর-করে অরপিয়ে,
কি দশা করিলে মোর, কহিব কাহায় ;—
ভুলেও যা' ভাবি নাই ; কপালে ঘটিল তা ই,
টুটিল সে সুগৌরব, বিধি, তব বিড়ম্বনে !

এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেইক্ষণে
করিলে না মরুময়ী তুমি গো আমায় ;—
তা' হ'লে পরের হাতে হ'ত নাই দুখ পেতে,
ঝরিত না অক্ষি-জল বিদেশীয় কু-শাসনে !
পৃথিবী-ঈশ্বরী ক'রে, কিঙ্করী কেমনে মোরে
করিলে, নিদয় বিধি, সুধাই তোমায় ;—
সুবর্ণ পিতল হ'ল , এই তব মনে ছিল,
আচম্বিতে হলাহল ঢালিলে মম বদনে।
তব দত্ত সাজে সাজি', মনের আনন্দে মজি',
বিরাজিতেছিনু চির অতুল শোভায় ;—
হেন কালে অকস্মাৎ শিরসে অশনিপাত
করিলে অযুত বলে, সুগভীর গরজনে !
মস্তক হ'য়েছে চুর, আনন্দ হ'য়েছে দূর,
অসহ্য অসীম ভীম যাতনা-শিখায় ;—
দহিতেছি দিবারাতি ; অশনি-অনল-বাতি
মনের ভিতরে মোর জ্বলিতেছে প্রতিক্ষণে।
জ্বলিতেছি যাতনায়, তবুও জীবন, হায়,
কেন নাহি বাহিরায় ? কহিব কাহায় ?—
যে যাতনা মোর চিতে, সে যাতনা প্রকাশিতে
রসনা যাতনা পায়, নিজে ভেবে দেখ মনে।
বিধাতা, তোমার চিত, কিসে বল নিরমিত,
লৌহ শিলা কুলিশেতে, অনল-শিখায় ?
তা' যদি না হ'বে, তবে কেন তুমি বাম হ'বে
তব দীনা তনয়ারে বাম দৃষ্টি বরিষণে ?
মরুভূমে তরু-ছায়া সহিত তুলিত দয়া,
সে দয়া সৃজিত তব নিখিল ধরায় ;—
না জানি স্বয়ং তুমি কত কোটি দয়া-ভূমি,
কিন্তু কেন বাম মোরে কি পাপের বিড়ম্বনে ?
দয়াময় নাম ধর, দয়া দান নিরন্তর
কর তুমি, শুনি আমি সকল জনায় ;—
আমারে সে দয়া-ধন দিতে দিতে কি কারণ
নিদয় হইলে পুন ঠেলি' মোরে শ্রীচরণে ?
আমার মুকুট নিয়ে, কাহার শিরসে দিয়ে,
করিলে হরিষ লাভ, কহ গো আমায় ;—
মানুষের মত কি গো, দেবেরো চঞ্চল হিয়ে ?
পক্ষপাত, অবিচার স্থান পেলে দেব-মনে ?
বিশেষ, জনক তুমি, তনয়া তোমার আমি ;—
উচিত তোমার সদা পালিতে আমায় ;—
তা' না হ'য়ে নর মত, তনয়ারে অবিরত
হইলে বিমুখ, পিত, এই কি গো ছিল মনে !
কেঁদেছি কতই বার, কাঁদিতেছি অনিবার,
আরো কি কাঁদিব পরে যাতনার দায় ;—
বুঝি, কাঁদিবার তরে ঘৃণায় সৃজিলে মোরে,
প্রাণ যে কেমন করে হা-হুতাশ-হুতাশনে !

কর দয়া, দয়াময়, নারী-হৃদে কত সয় ?
অবিরল অক্ষিজলে বক্ষ ভেসে যায় ;—
পর-অধীনতা হ'তে কি যাতনা ত্রিজগতে ?
সে জ্বালায় জ্ব'লে মরি, রক্ষ দয়া-বরিষণে।
হও, পিত, অনুকূল, তোমার দৌহিত্রকুল
সরোদনে অবিরল ভূতলে গড়ায় ;—
চেয়ে দেখ একবার, কি যে দুখ সে সবার ;
ওষ্ঠাগত প্রাণ-বায়ু বিদেশীর প্রপীড়নে !
তুমি গো নিদয় মোরে, আমি গো কেমন ক'রে
নিদয়-হৃদয় হ'ব সে সব জনায় ;—
যত ক্ষণ আছে প্রাণ, থাকিবে স্নেহের টান,
জড়া'য়ে রাখিব কোলে প্রাণাধিক সযতনে।
কিন্তু, হায়, তা' বিফল, ক্রমে দেহ অবিচল,
অবলার কত বল ক্ষীণতর কায় ;—
এত দিন ম'রে ম'রে রাখিলাম কোলে ধ'রে,
পারি না পারি না আর পারি না যে কোনক্রমে;
এই বার তুমি চাও, এ ভয়ে অভয় দাও,
বাঁচাও তনয়গণে কিঞ্চিৎ দয়ায় ;—
দীনহীন পরাধীন, জীবন্মৃত বহুদিন,
এ হেন সঙ্কট ঘোরে তাকাও তা'দের পানে।
পিত গো, কি ক'ব আর, প্রতীচী-শাসন-ভার
এত ভারি, এত দৃঢ়, কি ক'ব তোমায় ;—
হিমাদ্রি ভূধররাজ আমার শিরস-সাজ—
সোলা সম; বজ্র শত তুচ্ছ অতি মম জ্ঞানে।
ওই দেখ, পদ্মযোনি, জগৎ-নয়ন-মণি
দিনমণি হাসে পূর্ব্ব আকাশের গায় ;—
এক দিন ওই হাসি আমার মানসে পশি',
আমারে হাসা'য়েছিল,আজো তাহা জাগে মনে;
কিন্তু আজ দিবাকরে হেরি' পূর্ব্বনীলাম্বরে
হাসির বদলে অশ্রু বক্ষ বহি' যায় ;—
দেখেছি স্বপন যেন, মনে অনুমানি হেন,
তোমারি বিচার-দোষে মিথ্যা ভাবি সত্য-ধনে।
কও, গো জগত-স্বামী, এতই মায়াবী তুমি ?
তোমার এ ছায়াবাজী বুঝে উঠা দায় ;—
পিতার এ কাজ নয়—শাত্রব আচারময়—
নিজ জনে এ ছলনা, কলঙ্ক রাখিলে কিনে !
যদি নাহি চাও,
তবে
অভাগা সন্তান দলে বাঁধিয়ে আপন গলে,
মরিব, নারিব আর তিষ্ঠিতে ধরায় ;—
তোমারি অযশ র'বে, তোমারি জগত ক'বে—
"বিধাতা নির্দ্দয়তম এ নিখিল ত্রিভুবনে !"
যদি ভালবাস তা'ই, তবে আর কাজ নাই,
আপনার প্রিয় সাধ, চেও না আমায় ;—

ভেসেছি সাগরে আজ, ডুবিয়ে মরিব আজ
এ অতল নীল জলে, কিবা লাভ এ জীবনে ?”

একটি কুসুম।

১

বিশাল উরসে বিশাল ধরণী
বিধির সৃজিত বিবিধ কানন
ধরিয়া শোভি'ছে দিবস রজনী ;
দেখিব বাসনা—জুড়া'ব নয়ন।
ত্যজিয়া ভবন চলিনু দেখিতে,
দেখিনু সুচারু কানন নিচয় ;
বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে ?
সুরভিত ফুলে চির-শোভাময়।

২

পূরব কাননে ফিরা'য়ে নয়ন,
দেখিলাম এক পাদপ-শাখায়
একটি কুসুম, নয়ন-মোহন,
ফুটিয়া দুলি'ছে রূপের ছটায়।
এ হেন সুন্দর কুসুম-রতন
হেরিনি কখনো ধরণী-কাননে ;
মরুভূমি ধরা কিরূপে এমন
শোভিত হইল অমর-ভূষণে ?

৩

শুনেছি কবির সুধামাখা গলে,—
অমর-সেবিত অমর-ভবনে
নন্দন-কাননে চির-পরিমলে
ফোটে পারিজাত অমর-কিরণে ;
অমর-বাঞ্ছিত অমৃত-শীকর
সে ফুল হইতে পড়ে রে ঝরিয়া,
হেম-পাত্র ভরি' অমর নিকর
মিটায় পিপাসা আকণ্ঠ ঢালিয়া।

৪

কবি-মুখে শুনি, কভু দেখি নাই,
কবি-তেজস্বিনী কল্পনার গুণে
বিবরণ তা'র যত টুকু পাই,
মনোনেত্রে দেখি শ্রবণেতে শুনে।
কবির কল্পনা সফল হইল,
মনোহক্ষিদর্শিত দেবের রতন
পারিজাত ফুল মরতে ফুটিল,
কি আছে কুসুম ইহার মতন ?

৫

আপন মনেতে আপনা আপনি,
সুখ-সেব্য-ধীর-সমীর-হিল্লোলে
দুলি'ছে কুসুম, মধুর নাচনি,
হরি-বক্ষে যেন কৌস্তুভ দোলে।
আরো কত ফুল কাননে হাসি'ছে,
লাবণ্যের ছটা পড়ি'ছে উছলি' ;
সকলেরি রূপ এ ফুল নাশি'ছে,
শশি-রূপে যথা তারকামণ্ডলী।

৬

দেখিতে দেখিতে সুধীর সমীর
পশ্চিম-প্রবাহে অধীর হইয়া
বহিল ; কুসুম হইল অথির,
ইতি উতি করে হেলিয়া দুলিয়া।
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে
বায়ুর তাড়নে মধুমাছিগণ—
বিষময় মুখ,—পিপাসিত হ'য়ে
বসি' ফুলে, সুধা করিল শোষণ।

৭

যেন রে সহসা আময়-নিচয়
লাবণ্য-ললাম ললনা-শরীরে
সবলে পশিয়া করিল বিলয়
নয়ন-রঞ্জিনী মাধুরী অচিরে।
শুখা'ল কুসুম, হইল মলিন
রূপরাশি ; হাসি গেল মিশাইয়া ;
সোণার প্রতিমা হইল নীলিম
মধুমক্ষি-বিষে জর্জ্জর হইয়া।

৮

নীরস কুসুম বিষাদ অন্তরে
শোক-চিহ্ন ধরি' রহিল ঝুলিয়া !
নিরখি' আমার হৃদয়-ভিতরে
শত-দুখ-শিখা উঠিল জ্বলিয়া।
মনে মনে, পুন ফুকারি' ফুকারি'
হৃদয়ের সহ মধুমক্ষিদলে
দিনু অভিশাপ, ফেলি' অক্ষি-বারি ;
অসীম বিষাদে বসিনু ভূতলে !

৯

কভু নেত্র মুদি', কভু ফুল পানে
চাহিয়া, নিরখি' সে দশা তাহার,
'কহিনু বিধিরে আকুল পরাণে ;—
এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?
দুরন্ত নিঠুর ক্ষুদ্র নীচ প্রাণী
মধুমক্ষিকুল, তা'দেরে সৃজিলে
এই কি করিতে ? বল, পদ্মযোনি,
নর্ম্মধু করিতে পদ্ম নিরমিলে ?

১০

এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?—

কেন এ কুতন্ত্র মক্ষিরে স্বজিলে ?
মধু ল'য়ে, দেয় হলাহল ভার,
জর্জ্জরিত করে যন্ত্রণা-অনলে !
এরাই আবার 'মধুমক্ষি' নামে—
কি লজ্জার কথা !—গৌরব করিয়া,
তব পুণ্যময় এ মেদিনী-ধামে
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি' বেড়ায় উড়িয়া।

১১

এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?
হৃদয়-দহন, জীবন-শোষণ
বিষময় মাছি বিষের আধার
মধুর কুসুমে করে জ্বালাতন ?
এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?
ক্ষণ পূর্ব্বে হেরি' যে কুসুম-কায়
নেচে উঠেছিল অন্তর আমার,
এবে দুখে কাঁদি নিরখি' তাহায় !

১২

অতল বিষাদ-সলিলে ডুবিয়া
রহিনু বসিয়া ভূতল উপরে ;
উদ্যান-পালকে নিকটে হেরিয়া,
ফুল-পরিচয় কহিনু তাহারে।
উদ্যানের মালী অতীব প্রাচীন,
কত শত বার দেখেছে তপনে
উঠিতে গগনে ; কত শত দিন
কেটেছে, জানিনু নেহারি' বদনে।

১৩

কহিনু তাহারে, কি নাম তোমার ?
কহ বর্ষীয়ান, জানিতে বাসনা,—
কি কুসুম এটি, কি নাম ইহার ?
জান যদি, কহ ইহার ঘটনা।
বিষণ্ণ অন্তরে, অতীব কাতরে
উদ্যান-পালক কহিল আমায় ;—
'ইতিহাস' নামে জানিও আমারে ;
'ভারত' নামেতে জানিও ইহায় !"

কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি।

১

এই যে খানিক আগে শ্রবণ-বিবরে, সখে,
মধুর মুরলী বীণা সেতার-নিক্কণ
স্বর্গীয় সুধার পারা
ঢালিয়া মধুর ধারা,
তিরপিতেছিল চিরপিপাসিত মন ;
ক্ষণ পরে অকস্মাৎ কেন হে এমন ?

২

এ অমৃত কেন আর ভাল নাহি লাগে, সখে,
এ হ'তে সুধার আস্বাদন
কি পুনি শ্রবণে মোর
পশিয়া করিল ভোর
হৃদয়, মানস, জিনি' সঙ্গীত-স্বনন ?
সঙ্গীতো মানিল হা'র !—অপূর্ব্ব ঘটন !

৩

বুঝেছি—কেন যে মোর মানস মাতিল, সখে,
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে ;—
তব নব পরিণয়
(অতুল অমৃতময় !)
বিরসি' সঙ্গীত-রসে, নব আস্বাদনে
মাতাইল চিত মোর, ক'ব তা' কেমনে ?

৪

নূতন বিবাহ তব শুনিয়া শ্রবণে, সখে,
কি যে সুখী, কহিব কেমনে ?
সে সুখ বিশেষি' কই
এমন ক্ষমতা কই ?
রসনা অবশ আজি বচন রচনে ;
জিহ্বাও সুখের ভারে সুখী মোর সনে।

৫

এত দিন ছিলে তুমি সংসার-বাহিরে, সখে,
যথা বন-ধারে তরুবর
একাকী দাঁড়া'য়ে রয়,
কেহ তা'র সঙ্গী নয় ;
বনজ পাদপ, লতা সবাই অপর,
কেহ তা'র কেহ নয়, অন্তরে অন্তর !

৬

কিন্তু, যবে ভাগ্য তা'র ফিরিয়া দাঁড়ায়, সখে,
নিশাগতে প্রভাত মতন ;
বন-লতা ধীরে ধীরে
অবলম্বি' ধরণীরে,
জড়া'য়ে সে তরুবরে করে আলিঙ্গন ;
সোণার লতিকা আজি তোমাতে তেমন !

৭

সাদরে যুগল ভুজ করিয়া প্রসার, সখে,
ধর ধর এ নব রতন ;
হৃদয়-আসন'পরি
সযতনে রাখ ধরি',
নতু অযতনে ভূমে করিবে লুণ্ঠন
প্রেমের প্রতিমা তব, হেমের বরণ !

৮

এ দেশ—এ বঙ্গদেশ অতি ভয়ময়, সখে,

অভাগিনী হেথায় রমণী।
পুরুষ কঠিন চিত,
সে হেতু সদাই ভীত
অবলা সরলা নারী দিবস রজনী ;
পাষাণ উরসে লতা নীরস যেমনি !

৯

সেই হেতু ভয়ে ভয়ে তোমারে সুধাই, সখে,
এ দেশীয় পুরুষ মতন,—
ভুলেও ক্ষণেক তরে,
প্রেমের পুতলী পরে
হ'য়ো না, হ'য়ো না, সখে, কঠিন কখন,
কঠিন উপলময় ভূধর যেমন।

১০

তা' হ'লে তোমার অই কমলবদনী, সখে,
কোমলতাময় সুমূরতি
পাইবে যাতনা ভারী,
হৃদিবিদারণকারী
বাজিবে দুখের শেল ; বসি' দিবারাতি
কাঁদিবে নীরবে, যেন নিদাঘে ব্রততী !

১১

নূতন যৌবনে তুমি সুখে পশিয়াছ, সখে,
(প্রেমরাজ্য !) আজি সে কারণ,
বিধাতা সদয় হ'য়ে,
প্রেমের আধার ল'য়ে
সযতনে তব করে করিলা অর্পণ ;
স্বর্গীয় এ মহাদান !—কি আছে এমন ?—

১২

অযুত মুকুতা-মণি কনক রজত, সখে,
এর সহ তুলনা কি হয় ?
বসন্ত কুসুমরাশি,
শরতের পূর্ণ শশী,
এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ;
যা' কিছু সুন্দর, কিন্তু এর সম নয়।

১৩

যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি', সখে,
গড়েছেন জগত মাঝার,
সেই বিধি নিরজনে
বসিয়া অনন্যমনে,
মনের মতন করি'—রচনার সার !—
গঠিলা রমণী-নিধি, রাখিতে সংসার।

১৪

বিধি-গুণে সেই নিধি পাইলে সময়ে সখে,
এবে তুমি সুভাগ্য-অধীন !
ফুটিল সুখের ফুল,
দাম্পত্য-প্রণয়-মূল
অক্ষয় হইয়া দৃঢ় হোক্ দিন দিন ;
নবীন প্রণয়, ভাই, থাকুক নবীন।

১৫

নিখুঁত প্রণয়-বশে নিখুঁত হৃদয়ে, সখে,
অবিরল সুরসিত হও ;
প্রেমের পুতলী সনে
প্রেম-ভাষ-সম্ভাষণে,
বিশ্বজয়ী প্রেম-গুণ শতগুণে গাও !
প্রেমের অমর ভাব আঁকিয়া দেখাও।

১৬

শর্করা মিশিলে যথা পায়সের সনে, সখে,
কিবা মধুরতা ধরে তা'য় !
পুরুষের সনে তথা
পরিণয়-সূত্রে গাঁথা
হইলে রমণী, তাহে উথলি' বেড়ায়
প্রণয়-মাধুরী ! সুধা কে আর সুধায় ?

১৭

এত দিনে সে মাধুরী তোমা' দুই জনে, সখে,
সূত্রপাত হ'ল উঠিবার ;
হৃদয় খুলিয়ে দিয়ে,
নব-প্রণয়িণী ল'য়ে
নব-প্রেম-সুধা-হ্রদে দাও হে সাঁতার ;
প্রেমের জগতে কর প্রেমের বিস্তার।

১৮

আরো দুটো কথা বলি, অভিন্ন-হৃদয়, সখে,
প্রেম-শিক্ষা শিখ হে যতনে ;—
প্রবেশিয়া উপবনে,
সহকার তরু সনে
সুজড়িত লতিকায় দেখিও নয়নে,
দাম্পত্য-প্রণয়-শিক্ষা আছে সে দর্পণে।

১৯

প্রভাতে অরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে,
দে'খ তুমি চাহিয়া তখন
একবার দিনকরে,
আরবার সরোবরে
নব-বিকসিত চারু নলিনী-বদন ;
দাম্পত্য-প্রেমের তাহে আছে দরপণ !

২০

পূর্ণিমার নিশাকালে গিয়া সর-তীরে, সখে,
ভাল ক'রে বারেক দেখিও ;
শশী পেয়ে কুমুদিনী
কত দূর আমোদিনী,

দাম্পত্য-প্রণয় তা'র যতনে শিখিও ;
ভোল পাছে, সেই হেতু হৃদয়ে লিখিও।

২১

এরূপে প্রণয়-শিক্ষা শিখিলে, প্রণয়ী সখে,
কি যে প্রেম, জানিবে বিশেষ ;
চিরকাল সুখে র'বে,
প্রকৃত প্রণয়ী হ'বে,
দুখের সংসারে সুখী হইবে অশেষ ;
পঙ্কেও কমল ফুল দেখায় সরেস।

২২

আরো দুটো কথা বলি, ওহে ও প্রাণের সখে,
যে পুরুষ বিমুখ জায়ায়,
চিরজীবনের প্রিয়া,
তা'রে দূরে তেয়াগিয়া,—
(মণিরে ফণীর সম) লাম্পট্য-আশায়
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ভ্রমে ; কখনো তাহায়

২৩

দিও না এখন আর নিকটে আসিতে, সখে,
বিষ সম ভাবিও তাহায় ;
তোমার নবীন প্রেম
কষিত অমল হেম,—
লম্পট পুরুষ তাহে কলঙ্কের প্রায় !
গোরসে গোচনা,—বিষ মিশিবে সুধায়।

২৪

ভাল কথা মনে হ'ল ; মনে যেন রয়, সখে,
বিচ্ছেদ-অরাতি নিরদয়
প্রণয়ের পাছে পাছে
অলক্ষ্যে নিয়ত আছে,
ঘেঁসিতে দিও না কাছে, মনে যেন রয়।
প্রণয়িণী ছাড়া হ'লে ঘটিবে সে ভয়।

২৫

যা' কিছু বলিনু আমি, ভুল না ভুল না, সখে,
সখা তুমি, তা'ই হে তোমায়
বলিনু এ ক'টি কথা ;
নতুবা কি মাথাব্যথা
পর জনে বলিবারে ? কি লাভ তাহায় ?
অপরে পরের কথা কে রাখে কোথায় ?

২৬

শেষ কথা এই বার বলি বাখানে, সখে,
আজি তুমি যাঁহার কৃপায়
লভিলে অমূল্য নিধি,
নিরবধি সেই বিধি
রাখুন নীরোগে সুখে তোমা' দু'জনায় ;
বিবাহের মুখ্য ফল ফলুক ত্বরায়।

কালের শৃঙ্গবাদন।

১

"যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগত-জন ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক্ বাতাস ;
নীরবে থে'ক না—হয়ো না হতাশ ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগত-জন।"

২

এত বলি' কাল করাল-বদনে
রাখিল সে শৃঙ্গ অতীব যতনে ;
বাজিয়া উঠিল গভীর নিক্কণে,
ছুটিল নিনাদ সমীর মিলনে ;
পুরিল আকাশ, কাঁপিল ভূতল,
কাঁপিয়া উঠিল হিমাদ্রি অচল ;
কোটি কোটি বার প্রতিধ্বনি উঠে,
দিগদশ ব্যাপি' চারি দিকে ছুটে ;
চমকিত চিত জগতবাসী !
কালের সে শৃঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর,
অযুত কুলিশ তাহার কিঙ্কর !
সহসা প্রলয়, হেন বোধ হয়,
জগত-নিরাসী আকুল-হৃদয় !
ভূধর সাগর উঠিল কাঁপিয়া,
তরু পড়ে ভূমে হৃদয় চাপিয়া ;
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হয় ;
আবার তরঙ্গ উঠে হয় লয় ;
অফেন সাগর সফেন হইল,
তূলারাশি যেন সলিলে ভাসিল ;
কেশরি-নিনাদে অপর কেশরী
উঠে লাফাইয়া হুহুঙ্কার করি' ;
কালশৃঙ্গ-রবে গর্জ্জিল সাগর ;
তা' সহ সমীর ছাড়ে ভীম স্বর ;
বুঝি রে প্রলয় জগতনাশী !

৩

প্রেমের আদর্শ বনের ভিতরে ;—
জড়িত লতিকা তরু-কলেবরে,
হায় রে, সে নাদে পৃথক্ হইল,
প্রণয়-বন্ধন ছিঁড়িয়া পড়িল !
সোহাগিনী লতা ভূতলে গড়ায়,
বিরহে পাদপ শাখা আছড়ায়,
অবশেষে সেও পড়িল ভূমে !
তরুলতা-ভূষা কুসুম নিকর
বৃন্তহীন হ'য়ে পড়ে ঝর ঝর ;

দস্যু-গরজনে গৃহস্থ যেমন
ভয়ে জড়সড়, লুকায় রতন!
স্তন্যপায়ী শিশু ছাড়ে স্তনপান,
ভয়েতে জননী ব্যাকুল পরাণ!
শয়িত দম্পতি সহসা জাগিল,
কুস্বপনে যেন সুনিদ্রা ভাঙ্গিল!
গ্রীবা বাঁকাইয়া দয়িত-গ্রীবায়
ছিল বিহঙ্গিনী প্রেম-প্রতীক্ষায়,
সহসা শুনিয়া কাল-শৃঙ্গ-রব
বিহঙ্গ সহিত উড়িল ব্যোমে।

৪

"যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগত-জন।
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস;
নীরবে থে'ক না—হয়ো না হতাশ,
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগত-জন।"

৫

এত বলি' কাল গভীর আওয়াজে
বাজাইল শৃঙ্গ, সুগভীর বাজে;—
"জয় জয় কাল! অসীম অক্ষয়,
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময়;
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়,
পরাক্রম তব বিশ্ব করে জয়।
কত আখণ্ডল, কত পঞ্চানন,
কত চতুর্মুখ, কত নারায়ণ,
কত কত শশী, কত কত ভানু,
কত গ্রহপতি, কতই কৃশানু,
অসংখ্য জগত, তারা অগণন,
অসংখ্য জলধি, ভূধর, কানন,
পশু পক্ষী কীট মানব নিচয়
তোমার প্রতাপে হ'তেছে বিলয়!
তোমারি প্রতাপে সকলি আবার
হ'তেছে সৃজিত কত শত বার;
গড়িতে ভাঙ্গিতে—ভাঙ্গিতে গড়িতে
তব সম বল, কে আছে জগতে?
কে ধরে ক্ষমতা তোমার মত?
জগত কিরূপ আছিল প্রথমে,
এবে বা কিরূপ তব পরাক্রমে।
ছিল যে'টি কা'ল নয়নরঞ্জন,
কেন আ'জ তা'রে দেখি না তেমন?
ছিল যে'টি কা'ল অতি কদাকার,
কেন আ'জ সেটি শোভার আধার?
তব ইন্দ্রজালে এইরূপ হয়,
চির দিন কভু সমান না রয়।'
এই মহামন্ত্র কোথা শিখেছিলে?
এই মহামন্ত্র কে তোমারে দি'লে?
এ মন্ত্র লভিলে ক'রে কি ব্রত?

৬

"প্রাচীন মিসর গৌরব-আগার,
প্রাচীন পারস্য রতন-ভাণ্ডার,
পুরাতন রোম, গ্রীশ, বাবিলন
কি ছিল, হায় রে, এবে বা কেমন!
শুধু আছে নাম, সে ভাব কোথায়?
কেন হেন হ'ল? কা'র ক্ষমতায়?
তোমারি ক্ষমতা এই কথা কয়,
'চির দিন কভু সমান না রয়।'
কালের ক্ষমতা অপ্রতিহত।
সোণার ভারত পার্থিব অমরা
যশে গুণে ধনে পূরেছিল ধরা;
চঞ্চলা কমলা অচলা হইয়া
ছিলা বিরাজিত, কমলে ভূষিয়া;
অসংখ্য রসনা-ধরা সসাগরা
'সোণার ভারত ভূতলে অমরা'
এ কথা নিয়ত সঘনে গাইত,
প্রতিধ্বনি উহা বহিয়া ধাইত;
দেব-কল্লোলিনী তুলিয়া লহরী,
ইহাই গাইত সুছাঁদে বিবরি;'
প্রণয়িনী সহ বিহঙ্গের দল
কল-কণ্ঠে ইহা গাইত কেবল;
শীকর-রসিত শীতল পবন
ইহাই গাইত ছাইয়া গগন;
প্রভাতে—নিশীথে—গোধূলি সময়ে,
নব নব বেশে প্রকৃতি সাজিয়ে,
গাইত বাজা'য়ে যন্ত্র সপ্তস্বরা;—
'সোণার ভারত ভূতলে অমরা;
কে বল, ভূতলে ভারত মত?'

৭

"ভারতের কবি, প্রকৃতি পালিত,
বাজাইয়া বীণা বিপিনে গাইত;
কবির কল্পনা নন্দনকানন,
কবির কল্পনা অমর-ভুবন;
স্বর্গ-মন্দাকিনী সুধা-প্রবাহিণী
কবির কল্পনা, অলীক কাহিনী,
দেব-কল্পতরু; পারিজাত ফুল;
চির-সুখময় স্বরগ অতুল—
কবির কল্পনা; নতুবা সে সবে

কে ভাবে প্রকৃত ? কে দেখেছে কবে ?
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;
স্থির করি' দেখ নয়নের তারা ;—
'সোণার ভারত মরতে অমরা।'
পবিত্র ভূধর দেব হিমালয়
তুষার-মণ্ডিত চিরশোভাময় ;
পুণ্যতোয়মরী জাহ্নবী তটিনী,
পুণ্যতোয়মরী কলিন্দ-নন্দিনী
হিমাদ্রি-সম্ভূতা, ভারতের হিয়া
অমৃতের ধারে শীতল করিয়া,
অবিরাম গতি—ধাই'ছে সাগরে ;
বাহু প্রসারিয়া সাগরো আদরে।
নর্ত্তন-নিপুণ তরঙ্গ নিকর
উঠি'ছে—পড়ি'ছে—ধ্বনি তর তর।
কুসুমিত বন, পাদপের শ্রেণী,
শাখায় শাখায় বিনাইয়া বেণী,
ডগায় ধরিয়া কুসুম-রতন ;
দেখ রে চাহিয়া, শোভি'ছে কেমন !
বীরত্বের ভূমি ভারত ভবন,
ভারত-সন্তান বীরত্ব-জীবন ;
স্বাধীনত্ব-রবি ভারত-গগনে,
দেখ রে চাহিয়া, অযুত কিরণে
দশ দিশি সদা করি'ছে উজ্জ্বল,
প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল,
আকাশের রবি কত তেজ ধরে ?
শত শত রবি এ রবি-গোচরে
মানে পরাজয়, ধরার পিছনে
লুকায় সলাজে লোহিত বদনে !
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;
স্থির করি' দেখ নয়নের তারা ;—
'সোণার ভারত মরতে অমরা।'
কে বল, ভূতলে ভারত মত ?"
এই গীত গেয়ে, ক্ষণেকের তরে
নীরবে সে শৃঙ্গ রাখিয়া অধরে,
বিরাম লভিলা অবিনাশী কাল,
পুন বাজাইলা—গভীর—ভয়াল ;—
(গর্জ্জিত জলদ যথা ক্ষণতরে
নীরবিয়া পুন ডাকে ভীম স্বরে।),
"সোণার ভারত হ'য়েছে বিলয়,
এবে রে ভারত যমের নিরয় !
অবিনাশী কাল ! তোমার শকতি,
ক'রেছে ইহার এ হেন দুর্গতি !
সে দিন যাহারে অনন্য যতনে
সাজাইয়াছিলে অতুল রতনে,
ভুবনের সুখ একীভূত ক'রে
রেখেছিলে যা'র হৃদয়-কন্দরে ;
দেব-তুলি ধরি' হরষিত চিতে,
রূপরাশি যা'র নিয়ত আঁকিতে,
তব কূট-চক্রে সে ভারত-ভূমি
এবে বা কিরূপে ঘুরিতেছে ভ্রমি' !
অস্থিচর্ম্মসার তব পদাঘাতে,
অধীনতা-পাশ বাঁধা দুই হাতে !
অবিরল অশ্রু ঝরি'ছে নয়নে,
মলিনতা-মাখা অমল বদনে,
তব অস্ত্রাঘাতে অক্ষত শরীর
বিক্ষত হ'য়েছে—বহি'ছে রুধির !
যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল ;
সেই জাতি এবে শবের মতন
পড়িয়া ভূতলে করি'ছে লুণ্ঠন !
সেই এক দিন এ জাতির ছিল,
তোমার ভ্রূভঙ্গী তাহা ঘুচাইল,
উন্নত শিরস হয়ে'ছে নত।"

৮

এত বলি' কাল, ক্ষণেকের তরে,
কি জানি, কি স্মরি' ব্যাকুল অন্তরে
নীরবিয়া, শৃঙ্গ পুন বাজাইল,
এই ক'টি কথা আকাশ ছাইল ;—
"মাভৈর্মাভৈঃ, ভারত দুখিনি,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী ;
মাভৈর্মাভৈঃ, ভারতবাসী !
কাল-চক্র ঘোর পরিবর্ত্তনীয়,
রবি শশী সম চিরগতিময়।
মাভৈর্মাভৈঃ, আবার সুদিন
আসিবে ঘুরিয়া, হইবে বিলীন
প্রাণের যাতনা বিপদরাশি।"

শুকপক্ষী।

১

ভাগ্যে আজি আসিলাম সুরধুনী-তীরে রে,
ওরে পাখী, তাই তোরে দেখিনু শাখায় ;
কি হেতু নীরব হ'লি ? গাও ফিরে ফিরে রে,
কেন ভয় ? ভালবাসি আমি যে তোমায় !
জুড়া'তে তোমার গানে, কতবার এই স্থানে
আসিয়াছি, দেখিয়াছি শাখায় শাখায়,
কিন্তু, হায়, একদিনো দেখিনি তোমায় !

২

আজি পাইয়াছি তোরে বিহঙ্গ-ভূষণ রে,
অমিয়-জিনিত গলে বারেক শুনাও
সেই গান, যেই গানে পূরাও গগন রে,
যেই গানে জগতের পিপাসা মিটাও।
কোনক্রমে ছাড়িব না, এক পাও নড়িব না,
গাও গান, না গাইলে মোর মাথা খাও,
শাখি-শাখে ব'সে, পাখী, একবার গাও!

৩

স্থলে জলে ধীরি ধীরি বহি'ছে পবন রে,
ঝুরু ঝুরু রব হয় পাতায়, পাতায়;
কলরবে কল্লোলিনী করি'ছে গমন রে,
চঞ্চল লহরী-কোলে, লহরী খেলায়;
নব-কিসলয়-কোলে বিকচ কুসুম দোলে;
সমীর অধীর হ'য়ে চুমিয়া তাহায়,
উড়া'য়ে সুরভি রাশি আকাশে ছড়ায়।

৪

অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে,
ওই দ্যাখ্, উঁকি পাড়ে পূরব গগনে;
নয়ন-বিভায় তাঁ'র পল্লব তরুণ রে
সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে;
ডাল পালা ব্যবচ্ছেদে, পরিসর ভেদাভেদে,
পড়ি'ছে ভানুর কর জাহ্নবী-জীবনে;
সে জানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে!

৫

এমন সুখের স্থলে—সুখের সময় রে,
যে আশা করিয়া আমি আসিয়াছি আজ;
সে আশা পূরাও, পাখী, হয়ো না নিদয় রে!
পর-উপকার করা দয়ালুর কাজ।
বনের বিহঙ্গবর, ছাড়িয়া মধুর স্বর,
আশা তিরপিত কর, জুড়াও শ্রবণ,
তৃষা নাশ রস-ধারা করিয়া সিঞ্চন।

৬

বহুদিন মধুময় গান শুনি নাই রে,
তাই সে তোমার কাছে মিনতি আমার;
নরের সাধিত কণ্ঠে, শুনিতে না চাই রে,
কৃত্রিম সঙ্গীত গুণ কি আছে তাহার?
স্বভাবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি
শুনিতে তোমার গলে সুধার ঝঙ্কার;
গাও, রে গায়কবর, গাও একবার।

৭

পুরুষের কণ্ঠরব বিষ বোধ হয় রে,
আমারে লাগে না ভাল, আসিয়াছি তাই
শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুময় রে,
শুনাও,—শুনিয়া ফের ঘরে ফিরে যাই।
যদি, পাখী, বল তুমি— 'সঙ্গীতে ভারতভূমি
অদ্বিতীয়া ধরাতলে, তুলনাই নাই।'
বাস্তবিক ছিল আগে;—এখন বড়াই!

৮

রমণীর কণ্ঠ, পাখী, জানি সুধাময় রে,
কিন্তু এবে কোন্ নারী সে সুধা বিলায়?
খেম্‌টা বাই'র গলে—শুনে ঘৃণা হয় রে!
যদিও রমণী-কণ্ঠ—কে শুনিতে চায়?
যে শুনিতে চায় চা'ক্, সে সুধা যে খায় খাক্!
আমি তা' চাহি না, পাখী, তুমিই আমায়
শুনাও; তোমারি গান মধুর শুনায়!

৯

এবে রে, বিহগবর, এ বঙ্গ-ভবনে রে,
ওই দ্যাখ্, ঘরে ঘরে বিবাহ, পূজায়,
খেম্‌টা বাই'রে ল'য়ে বঙ্গসুতগণে রে,
মাতি'ছে রসিত হ'য়ে সবিষ সুরায়!
মন খুলে লাল-জলে, উঠি'ছে রমণী-গলে
গীত-ছটা! শ্রোতৃগণ সাবাসে তাহায়!
নরকে ভূতের দল পেতিনী নাচায়!

১০

ভারতের সে সুদিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে,
পুরনারী গীত-ধারা বরষে না আর!
উত্তরা বিরাট-সুতা এবে কেউ আছে রে,
শুনা'তে বিশুদ্ধ গান ভারত মাঝার?
বারনারী গায় গান, লম্পটেরা ধরে তান,
মদিরার গন্ধ উঠে!—উঠে রে উদ্গার!
ভারত ডুবেছে এবে নরক মাঝার!

১১

তাই রে, বিহগ, তোর মন-ভোলা গান রে
শুনিতে এসেছি আজ ত্যজিয়া ভবন;
গাও সুখে একবার, জুড়া'ক্ পরাণ রে,
মিটুক্ বাসনা—সুখী হউক শ্রবণ!
বালমীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ—যত কবিগণ
গেঁয়ে গেছে কত গীত জগতমোহন!

১২

তা'র পর জয়দেব কবিতা-কাননে রে
'রাধাকৃষ্ণ' বুলি—চিরমিশ্রিত সুধায়!—
ঢুলি' ঢুলি' ঢেলেছেন বঙ্গের শ্রবণে রে,
নিদাঘ-তৃষিত কণ্ঠে অমৃতের প্রায়।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস,

ভারত, কুমুন্দরাম, প্রসাদ*, ঈশ্বর
গাইলেন কত গীত বঙ্গের ভিতর।

১৩

আর এক পাখী, পাখী, কি ক'ব তোমায় রে,
সে পাখীর নাম ছিল 'শ্রীমধুসূদন';
ডুবা'য়ে গিয়াছে বঙ্গ অক্ষয় সুধায় রে,
সে সুধায় বসুধায় সুখী যত জন;
কি-যে মধুরিম গান, কি-যে মধুরিম তান
ছাড়িত সে কলকণ্ঠী, হ'বে কি তেমন ?
সে পাখী গিয়াছে উড়ি' ছাড়িয়া কানন!

১৪

সেই পাখী—শেষ পাখী বঙ্গের কাননে রে,
গাইতে গাইতে গান পালা'ল যে দিন,
সে দিন হইতে সুধা পশে না শ্রবণে রে,
তেজাল বাসনা মোর হ'য়েছে মলিন!
আধুনিক কবি যা'রা, ছাতারে, বায়স তা'রা
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন!
শ্রুতিমূলে বাজে হেন তন্ত্রহীন বীণ!

১৫

এসেছি সে হেতু তোর গান শুনিবারে রে,
তোমারি মধুর গান শ্রবণরঞ্জন!
কেন দেরি, ওরে পাখী ? সুমধুর ধারে রে
নীরস মানসে রস কর বরিষণ।
প্রেয়সী-বিরহে কেহ ত্যজিয়া সংসার গেহ,
আসিয়া তোমার কাছে করে আকিঞ্চন
শুনিতে তোমার গান ভুবনমোহন!

১৬

জুড়াও তাহারে তুমি সুধা বরিষণে রে,
নিদাঘে নীরস বৃক্ষে যেন জলধর
মধুর শীতলতর সলিল সিঞ্চনে রে
নবীন পল্লবময় করে কলেবর।
যত ক্ষণ তুই তা'রে ভিজা'স্ সঙ্গীত-ধারে,
বিরহ-যাতনা তা'র হয় রে অন্তর;
দুখের জগতে,তুই সুখের আকর।

১৭

কিন্তু, পাখী, বিরহের যাতনা কেমন রে,
(প্রেয়সী-বিরহ!) আজো জানি না তাহার!
বিরহ-শান্তির গানে নাহি প্রয়োজন রে;
যা'র যা' বাসনা যায়—তা'রেই সে চায়।
অতএব যে আশায় এসেছি, পূরাও তা'য়
সঙ্গীত-মাধুরী ঢালি'; মিনতি তোমায়,
তুমি বই সে সঙ্গীত কে আর শুনায় ?

১৮

জগতে স্বাধীন জীব তুমি, শুকবর রে,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও;
সেই গান ভালবাসে আমার অন্তর রে,
বারেক সে গান গেয়ে হৃদয় জুড়াও।
সে গান তুমি না হ'লে ভাল লাগে কা'র গলে ?
তা'ই বলি, বন-মণি, একবার চাও,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও।

১৯

ভারত এখন, পাখী, পরের অধীনী রে,
অধীনী মায়ের কোলে, ওরে শুকবর,
অধীনো আমরা! ওই দুখ-নিশিথিনী রে
ক'রেছে আঁধার, হায়, হৃদয়-অম্বর!
দেখ, পাখী, পলে পলে, নয়ন ভাসি'ছে জলে,
অধীনতা-হলাহলে অন্তর কাতর!
বড় দুখী, পাখী, মোরা জগত ভিতর!

২০

আমাদের প্রতি বিধি বড়ই নিদয় রে,
'পরের পাদুকা তা'ই শির পাতি' বই!
পর-পদাঘাতে চূর্ণ হ'য়েছে হৃদয় রে,
না পারি সহিতে, তবু ম'রে ম'রে সই!
খেতে, শুতে, দিনে রেতে, বিষম যাতনা পেতে,
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই ?
সবাই স্বাধীন, সুখী;—আমরাই নই!

২১

এ ভারত এক দিন, বিহঙ্গ-রতন রে,
ভূতলে স্বরগ ছিল; কে ছিল তেমন ?
পশ্চিমে দক্ষিণে পূর্ব্বে জলধি-বেষ্টন রে,
উত্তরেতে হিমালয়,ভূধর-রাজন;
বাঁধা ছিল আট ঘাট, দুই দিকে দুই ঘাট,
শত্রু-বল-অবরোধী প্রাচীর মতন,
তিন ধারে জলধির পরিখা-বেষ্টন।

২২

যমুনা জাহ্নবী আদি তটিনী নিচয় রে,
রজত-জিনিত-হার ভারত-গলায়;
সুবিশাল দেহখানি মণি-খনিময় রে,
করবী শোভিত নব লতিকা-মালায়;
সুবাস কুসুম-বাস পূর্ণেন্দু মধুর হাস,
পরাজিত সর্ব্ব দেশ ভারত-বিভায়;
শশাঙ্ক খদ্যোত-ভাতি যেমতি নিভায়।

২৩

হায়, রে বিহঙ্গবর, বিধি বিড়ম্বনে রে,

* রামপ্রসাদ সেন।

ভারতের সে মূরতি মলিন হ'য়েছে!
নিয়ত পীড়িতা হ'য়ে বিজাতি-শাসনে রে
সে রূপ ঘুচিয়া গিয়া কঙ্কাল র'য়েছে!
আজিও সাগর নাচে, আজো ফুল ফুটে গাছে,
আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত র'য়েছে;
কিন্তু সে অমর-ভাব ঘুচিয়ে গিয়েছে!

২৪

আজিও ধাই'ছে ঐ জাহ্নবী যমুনা রে,
দুলা'য়ে লহরীমালা অস্ফুট বাদনে;
আজিও লতিকাকুল কুসুম-ভূষণা রে;
আজিও আকর পূর্ণ বিবিধ রতনে;
কিন্তু রে তেমনতর হৃদয়-শীতল-কর
দৈবভাব নাহি আর ভারত-ভবনে!
'অধীনতা' গ্রাসিয়াছে করালবদনে!

২৫

মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে,
কিম্বা চির অমানিশি হ'য়েছে বিস্তার;
অথবা অযুত দীপ পূর্ণালোকময় রে,
নিবেছে ভারত-মুখ করিয়া আঁধার!
নিশাচরী অধীনতা ভারত কনক-লতা
বিশাল বিষাল দাঁতে পিষি' অনিবার,
করেছে কি দশা—হায়—অস্থিচর্ম্মসার!

২৬

ত্যজিয়া ভারত-লক্ষ্মী ভারত-ভবন রে,
অপার জলধি-পারে করেছে গমন;
ত্যজিয়া চন্দ্রমা যেন সুনীল গগন রে,
দৃষ্টি-অবরোধী জলে হ'য়েছে মগন!
অন্ধকার চারি ধার, অন্ন বিনা হাহাকার,
পীড়নে ভারতবাসী করি'ছে রোদন!
ভারত-সন্তান এবে মলিন বদন!

২৭

পাখী রে, হ'বে কি পুন সুদিন উদয় রে!
পুন কি ভারতে, পাখী, আনন্দ ছুটিবে?
পুন কি ভারত-দুখ হইবে বিলয় রে?
স্বাধীনতা-জয়-গান পুন কি উঠিবে?
পুন কি গৌরব-রবি দেখা'য়ে উজ্জ্বল ছবি,
এ আঁধার বিনাশিয়া গগনে ফুটিবে?
বোধ হয়, সে সুদিন আর না ঘটিবে!

২৮

তাই ত হতাশ হ'য়ে তোমার নিকটে রে
এসেছি; গাও রে গান—গাও একবার;
স্বাধীনতা এ কপালে যদিও না ঘটে রে,
তবুও সে গানে সুখ হইবে সঞ্চার।
স্বাধীনতা গান বই, কোনো গানে সুখী নই,
তাই, রে স্বাধীন পাখী, মিনতি আমার,
অধীনের কানে ঢাল সেই গীত-ধার।

সারস্বত সম্মিলন।*

১

দেবী সরস্বতী বঙ্গ-নিকেতনে
বিভূষিত হ'য়ে কমল-ভূষণে,
বিরাজেন আজ কিসের কারণ?
কিসের কারণ বঙ্গ-সুতগণ
পূজি'ছে দেবীরে কুসুমদলে?
কিসের কারণ দেবীপদপাশে
বঙ্গবাসিগণ গললগ্নবাসে,
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে নিমগন,
স্তবের নিনাদে পূরি'ছে গগন,
'জয় মা ভারতি!' সকলে বলে?

২

এ কি সেই বঙ্গ? সে দিন যেখানে
ভারতী বসিয়া হৃদয়াসনে,
সুখে দৈবী বীণা বাজা'য়ে যতনে,
হাসিতেন সদা হরিষ মনে?
এই—সেই বঙ্গ; কিন্তু, হায় হায়,
সে হৃদয় আর এখানে নাই;
নীরস কুসুম নীরস শাখায়
দুলি'ছে বিষাদে, সে শোভা নাই!

৩

তবে কেন আজ দেবী সরস্বতী
বিরাজেন?—আজ শ্রীপঞ্চমী তিথি।
তাই ভারতীর শুভ আগমন,
তাই ভারতীর ভজন পূজন
আজি বঙ্গভূমে করি'ছে সবে।
পুরুষানুগত-প্রথা-অনুসারে
এই এক দিন বঙ্গের মাঝারে;
বাঙ্গালির দগ্ধ-হৃদয়-কন্দরে
দেব-ভাব কিছু আজিই সঞ্চরে,
যা'র কাছে যাও, সেই তা' ক'বে।

৪

নতুবা তা' ছাড়া
নিরানন্দ-ভূমি বঙ্গের ভিতরে
যন্ত্রণার স্রোত নিয়ত বহে!

* দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ রিইয়ুনিয়ন্' উপলক্ষে রচিত ও পঠিত।

পীড়িত বাঙ্গালি-হৃদয়-কন্দরে
সেই স্রোতাঘাত নিয়ত সহে!
পরাজিত জাতি বাঙ্গালিনিচয়
জেতৃজাতি-পাশে কীটের মত!
হায় রে, সে কথা কহিতে হৃদয়
পুড়ে যায়, শির সরমে নত!

৫

কেন, হে বিধাত, বাঙ্গালি গড়িলে?
যশ তরে? কিন্তু কুযশ রাখিলে!
বল বল, বিধি, এ জগতীতলে
বাঙ্গালির মত কে আছে দুখী?
বল, হে বিধাত! বল একবার,
বাঙ্গালির প্রতি এ কোন্ বিচার?
এই কি, বিধাত, করুণা তোমার?
বাঙ্গালির দুখে তুমি হে সুখী?

৬

তুমিই, বিধাত, গড়েছ হৃদয়;
কাহার হৃদয় সুখের ভূমি;
বাঙ্গালি-হৃদয় চির-দুখ সয়;
এই কি, বিধাত, দয়ালু তুমি?
মানবে মানবে পক্ষপাতী হয়,
দেবতাও কি হে মানব মত?
কেহ ভুঞ্জে সুখ; কেহ দুখ সয়,
এই কি, তোমার অমর-ব্রত?

৭

দেখ, পদ্মযোনি, এ মহীমণ্ডলে
বাঙ্গালিরে ভীরু কাপুরুষ বলে
কেন হে সকলে? কি পাপের ফলে
এত অপমান সহিতে হয়?
কি কুক্ষণে, বিধি, গড়িলে বাঙ্গালি,
বহন করা'তে কলঙ্কের ডালি
এ জাতির সৃষ্টি; নতু চিরকালি
এত বিড়ম্বনা কি হেতু সয়?

৮

যা' হ'বার হ'ল; পরে যেন আর
এ কলঙ্করাশি যা'তে না ঘটে,
সেইরূপ বিধি, বিধি হে, তোমার
অবশ্য করাই উচিত বটে।
বাঙ্গালির পানে মুখ তুলে চাও,
পিপাসা মিটাও করুণা দানে;
কৃপায় যন্ত্রণা-অনল নিবাও,
হরষ বরষ বিরস প্রাণে।

৯

এই আজ 'সারস্বত-সম্মিলনে'
অনেক বাঙ্গালি এসেছে এখানে,
চাও আজি, দেব, তাহাদের পানে,
তোমা বই, বল কে আছে আর?
যদিও ইহারা মানসে পীড়িত,
তবুও সকলে আজি হরষিত
প্রিয় সম্মিলনে; কর অপ্যায়িত
বরষি' সরস করুণা-ধার।

১০

ভাই ভাই যদি রহে ঠাঁই ঠাঁই,
তা'র চেয়ে দুখ কি আছে ভবে?
ভাই ভাই যদি রহে, এক ঠাঁই,
তা'র চেয়ে সুখ কি আর হ'বে?
আজি এ'উদ্যানে বঙ্গ-সুতগণ,
একত্রে মিলিত; কি আছে আর
এর চেয়ে সুখ? বিষাদিত মন
প্রিয়-সম্মিলনে সুখী সবার।

১১

এ হেন সুযোগে যেন এইখানে,
হে বিধাত, তব দয়ার বিধানে
ভাবী কুশলের সূত্রপাত হয়;
কলঙ্কের কালি যেন ধু'য়ে যায়;
যেন সবে হয় সুযশোভাগী;
একতা-বন্ধন, জাতীয় উন্নতি,
মনের মিলন, শুভ কার্য্যে মতি,
পঞ্জরে পঞ্জরে স্বদেশের ছায়া,
থাকে যেন, যথা শরীরের ছায়া,
হৌক সবে স্বীয় ভাষানুরাগী!

১২

আকরে যেমতি হীরকাদি মণি
জনমে তোমার মহিমা-বলে;
সাগর যেমতি মুকুতার খনি;
পাদপ যেমতি ভূষিত ফলে;
এই 'বিদ্যালয়-পুনঃ-সম্মিলনে'
তেমতি তোমার করুণা-বলে
সুভাগ্য-হীরক, সুখ্যাতি-মুকুতা,
একতা-সুফল যেন হে ফলে।

১৩

নির্ঝরের জল বিন্দু বিন্দু হ'য়ে
স্রোতের আকারে যথা যায় ব'য়ে;
বাঙ্গালির তথা হৃদয়-নির্ঝরে
যে সব সুচিন্তা-জল-বিন্দু ঝরে,
তব গুণে যেন প্রবল বেগে
বাধা-কূল ভাঙি', স্রোতের আকারে
ব'য়ে যায় এই ভূতল মাঝারে;

সেই স্রোত-জলে অলীক কলঙ্ক,
সেই স্রোত-জলে অপযশ-পঙ্ক
ধু'য়ে যায় যেন, থাকে না লেগে।

১৪

বাঙ্গালি-হৃদয়ে যে দুখ-অনল
জ্বলে দিবানিশি প্রবল হ'য়ে;
নিবা'বে তাহারে সেই স্রোত-জল
প্রতি-লোম-কূপে বাহিত হ'য়ে।
নিবিবে আগুন, জুড়া'বে হৃদয়;
শীতল হইবে তাপিত মন;
মূর্তিমতী শান্তি হইবে উদয়,
সেই স্রোত-জলে ধু'য়ে চরণ।

১৫

দেখিব সে দিন বাঙ্গালির যশ
গাহিবে সকলে পূরি' দিগ্দশ;
দেখিব সে দিন বঙ্গের তমস
হইবে বিলীন; সুখ-তামরস
ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সরে;
সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে
'আমাদের বিধি' ক'ব বারে বারে;
সেই দিন সবে মানসে জানিব
'বিধি দয়াময়'; অবশ্য মানিব
'বিধাতার দয়া বাঙ্গালি'পরে।'

প্রতিধ্বনি।

১

কে লো অয়ি বিজনবাসিনি?
যে কথাটি কহি আমি, সে কথাটি কেন তুমি,
জড়িত ভাষায় কও, জড়িতভাষিণি?
কে লো অয়ি বিজনবাসিনি?

২

বিশেষ বিনতি করি, সমীরণ-সহচরি,
কহ তুমি, শূন্যময়ি, কহ লো আমায়,
তৃপ্ত কর কুতূহল, ত্যজি' জন-কোলাহল,
বিরলে বিহর তুমি, কিসের আশায়?
যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমায় পাই,
বিশাল খিলান-গৃহে, ভূধর-গুহায়
সদাই তোমার, ধনি, ধ্বনি শোনা যায়!

৩

সরল বাঁশরী করে, সরল সরল স্বরে,
সরল কৃষক-যুবা সরল অন্তরে
অই যে বিটপি-মূলে, কি গাহি'ছে মন খুলে,
তুমি সে মধুর ধ্বনি ধ্বনি'ছ সাদরে।
বিহগী বিহগ সনে, কূজি'ছে, সানন্দমনে,
গাহি'ছে প্রেমের গান গাছের উপরে;
ধ্বনি'ছ সে ধ্বনি, তুমি হরিষ অন্তরে!

৪

বল, লো পবন-প্রাণা, বল বল, সুবচনা,
যদিও বদন তব দেখিনি নয়নে,
কিন্তু যে নিয়ত শুনি যে কথাটি কও তুমি,
পরের কথায় কথা তোমার বদনে।
পরের প্রত্যাশী হ'য়ে, পর-কথা ক'য়ে ক'য়ে,
কেন লো, অলক্ষ্যে ভ্রম? ভেবে দেখ মনে,
কোথায় গৌরব পর-প্রত্যাশি-জীবনে?

৫

পরের উপরে ভর, করে লো সামান্য নর,
অমর-কামিনী তুমি, তুমিও তেমন?
না না, তা' কি কভু হয়? তোমার রসনা কয়
যে ভাবে পরের কথা—নিঃস্বার্থ বচন।
অহৃদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা,
বিদ্রূপকারিণী তোমা' কহে অনুক্ষণ,
আমি তা' নারিব মুখে আনিতে কখন।

৬

পরের দুখেতে দুখী, পরের সুখেতে সুখী
তুমি লো অমর-বালা, এ বিজন স্থলে।
কাঁদি যদি, কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,
গাই যদি, গাও তুমি মজি' কুতূহলে।
নাহিক তোমার কায়া, নাহিক তোমার ছায়া,
কেবল বচন-সুধা বদন-কমলে;
বচন-রূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে।

৭

আকাশ-বাণীর মত, শূন্য হ'তে কত মত
ভাঙা ভাঙা কথা কও, গভীর-নাদিনি!
বড় আশা মনে মনে; কহ কহ, সুবদনে,
কে তুমি আকাশে ফির, আকাশ-নন্দিনি?
কত বার কত লোকে পড়ি' নানা দুখ শোকে,
বিজনে আসিয়া কাঁদি' ভাসায় মেদিনী,
আশ্বাস' তাহারে তুমি, আশ্বাস-বাদিনি!

৮

জানিনু তোমায় আমি, 'প্রতিধ্বনি' নামে তুমি
একাকিনী, কিন্তু হ'য়ে কথক-সঙ্গিনী,
মনোমত যেই স্থান, কর তথা অবস্থান
অলক্ষ্যে, অথচ হ'য়ে পবন-বাহিনী।
ভাল, আজি ভাল হ'ল, ঘন ঘন বল বল,
যেই কথা বলি আমি, দুখের কাহিনী,
মোর সনে সেই কথা কহ, সুনাদিনি!

৯

কি কথা কহিব আর, কিবা আছে কহিবার ?
আনন্দের কথা মোর কিছুই ত নাই !
কাঁদিবার কথা আছে, তাহাই তোমার কাছে
অশ্রুপাত সহকারে আজি ক'য়ে যাই।
এমনি দারুণ কথা, কহিতে দারুণ ব্যথা
হৃদয়ের অন্তস্তলে যদিও লো পাই,
তবুও তোমার কাছে আজি ক'য়ে যাই।—

১০

মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখ-শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে মগ্ন নরক ভিতরে।
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি' আশাম্বর,
একটি নক্ষত্র ছিল দূরদূরান্তরে,
পলাশীতে তা'ও মগ্ন চিরকাল তরে !

১১

প্রতিধ্বনি অমনি তখনি,
আমার হৃদয়-ব্যথা মিলিত দুখের কথা
(নর-জীবনের, হায়, বিষাদের খনি !)
কহিলেক জড়িতভাষিণী ;—

১২

'মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখ-শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে মগ্ন নরক ভিতরে।
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি' আশাম্বর
একটি নক্ষত্র ছিল দূরদূরান্তরে,
পলাশীতে তা'ও মগ্ন চিরকাল তরে !'

নিয়তি।

হায় রে !
নিয়তির বল কার্য্যে অবিচল ;
আজ, নয় কাল ফলিবেই ফল।
কে তা'রে নিবারে ? কাহার শকতি
ফিরাইতে পারে নিয়তির গতি ?
ধন্য রে নিয়তি ! শকতি তোমার ;
তুমি বিশ্ব মাঝে শক্তি-মূলাধার !
ওই যে প্রচণ্ড দীপ্ত দিবাকর,
—অগ্নিময়ী মূর্ত্তি, তেজ ভয়ঙ্কর !—
রাহুরূপে তা'রে ক্ষণে কর গ্রাস ;
ক্ষণে পুন ছাড়ি' প্রবল নিশ্বাস,
নির্ব্বাত জগতে সিংহনাদ ছাড়ি'
সাগরে আছাড় পাদপ উপাড়ি' ;
নিমিষে অনা'সে কত কি বিনাশ,
অট্ট অট্ট হাসি—বিভ্রম বিলাস !—
বাজা'য়ে বগল দাও রসাতলে
স্বরগ মেদিনী ; করাল কবলে
ধ'রে ধ'রে গিল বিশ্ব কোটি কোটি ;
কত বিশ্ব ভাঙ্গ উলটি' পালটি' !
লোল-রসনা, করালবদনা ;
অশনি-গঠিত-অটুট-রদনা,
ঘোর উন্মাদিনি, গম্ভীর-নাদিনি,
ভয়ঙ্করী রূপা সর্ব্ব-উৎসাদিনি,
রুধিরপায়িনি, সমররঙ্গিণি,
সর্ব্বসংহারিণি, চির-উলঙ্গিনি,
রণ-রঙ্গ-ভূমে প্রবেশ যখন,
ঘটাও তখন কি যে কুঘটন,—
এক এক বার বিকট হাসিয়া,
খমকে ঠমকে দমকে নাচিয়া,
বিনাশ অযুত অযুত মানবে ;
পিয়ি' রক্তধারা, গর্জ্জ ভীম রবে !
কি-যে বিভীষণ সে দৃশ্য তখন,
অনন্তও নারে করিতে বর্ণন।
কত পদাতিক, কত সেনাপতি,
কত হাতী ঘোড়া, কত নরপতি
তিরপিতে তব রুধির-পিপাসা,
অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়ে জীবনের আশা !
অয়ি রে নিয়তি ! বল বল বল,
জীবনের ব্রত এই কি কেবল ?
না না না, তা' নয়, ব্রত উদ্‌যাপন
কর শেষে নাশি' অসংখ্য জীবন।
প্রবেশ করিয়া শান্তিময় স্থানে,
বিকট বদনে, আরক্ত নয়নে,
'মহামারি' রূপে বলি' 'মার মার'
কোটি কোটি জীবে কর রে সংহার !
দয়ারে ঠেলিয়া বাম-পদাঘাতে,
নিষ্ঠুরতা সহ খড়্গ ল'য়ে হাতে,
ছিন্ন ভিন্ন কর জনপদ গ্রাম,
নষ্ট কর কত মূরতি সুঠাম !
হুহুঙ্কারে তব উঠে হাহাকার,
তরঙ্গিত হয় শান্ত পারাবার ;
'পালা রে—পালা রে' শব্দ চারি ধারে,
'গেল রে সকলি, গেল ছারখারে !'
কত পিতা মাতা, স্নেহের আধার,
প্রাণাহুতি দেয় কবলে তোমার !

বালক বালিকা—কে করে গণন ?—
ও তোর কবলে বিসর্জ্জে জীবন !
নবীন প্রণয়-অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া
কত দম্পতিরে ফেলিস্ গিলিয়া !
হৃদয়-কবাট ও তোর দাপটে
কত ক্ষণ থাকে ?—ফটাফট্ ফাটে !
নিশিত দশনে পেষিত হইয়া,
অস্থি রাশি রাশি যায় গুঁড়াইয়া।
শনির দৃষ্টিতে যেইমাত্র চা'স্,
দেহ হ'তে কত মস্তক উড়া'স্ !
লোকে লোকারণ্য বিশাল নগর
তোর দৃষ্টিপাতে হয় জর জর,—
জনপ্রাণশূন্য মরুভূমি প্রায়
তোর নেত্রানলে দগ্ধ হ'য়ে যায়।
অয়ি রে নিদয়ে ! ব্রত উদ্‌যাপন
এতেই কি তোর হয় সমাপন ?
কখনই নয়—কখনই নয়,—
অকূল সাগরে ঝটিকা সময়
উগ্রচণ্ডা বেশে, অট্ট অট্ট হেসে,
উন্মত্তার মত এলায়িত কেশে,
অসংখ্য তরণী ঘুরা'য়ে ঘুরা'য়ে,
পাকসাটে, দিস্ সলিলে ডুবা'য়ে ;
শত শত প্রাণী জলে ডুবে মরে !
সহায়-বিহীন, কে বা খোঁজ করে ?
অয়ি রে নিদয়ে ! ব্রত উদযাপন
এতেই কি তোর হয় সমাপন ?
কখনই নয়—কখনই নয়,—
ও তোর পাষাণ কঠিন হৃদয়
জিঘাংসা আচারে দ্রবে কি কখন ?
রক্তে অসি-ধার হয় কি নরম ?
অয়ি রে পিশাচি !—রাক্ষসি !—ডাকিনি !—
পাপবৃত্তিময়ি !—ক্রূরা !—মায়াবিনি !
পাপফল-প্রদ ব্রত উদ্‌যাপন—
ক'রে পুণ্যফল লভিতে মনন ?
কোন্ শাস্ত্রে লেখে ?—কোন্ বিজ্ঞ বলে
পাপময় কাজে পুণ্যফল ফলে ?
কোন্ পুরোহিত এ প্রবৃত্তি তোরে
দিয়েছে, নির্দ্দয়ে, বল্ সত্য ক'রে ?
আসুরিক মন্ত্রে—আসুরিক ব্রতে,
রে নিয়তি ! ব্রতী হইলি কি মতে ?
তোর ধর্ম্ম দেখে ঘৃণা মনে হয়,
তোর কর্ম্ম দেখে ক্রোধে হৃদি দয় !
রে সর্ব্বনাশিনি ! ধর্ম্ম-ভয় ছেড়ে,
অধর্ম্মের পথে ধা'স্ তেড়ে তেড়ে !—
সর্ব্বনাশ-মন্ত্রে ব্রত উদ্‌যাপন
করিতে কে তোরে করিল সৃজন ?
এত ক'রে তোর পূরে না বাসনা ?
এত ক'রে তোর রসে না রসনা ?
দেখ্, রে পিশাচি ! কি জঘন্য কাজ
ক'রেছিস্ পরি' পিশাচের সাজ !
দেখ, নিশাচরি ! দেখ্ রে নয়নে,
যদি দৃষ্টি থাকে—থাকিবে না কেনে ?
অন্ধ যদি তুই হ'তিস্, পামরি !
শান্তি বিরাজিত দিবস শর্ব্বরী।
দেখ্, নিশাচরি ! দেখ্ একবার
শোচনীয় দৃশ্য সমুখে আমার ;—
'সোণার ভারত' ভস্মে পরিণত !
সৌভাগ্য-তপন চির অস্তগত !
করুণা, মমতা, ধর্ম্ম-ভয় ভুলি'
সমুদ্যতা দিতে ভারতেরে বলি ?
রমণী হইয়া রমণীর প্রতি
এত অত্যাচার ? ধিক্ রে নিয়তি !
সরোবর-জলে দিবাকর-করে
বিকচ নলিনী আসব অধরে,
সমীরণ-ভরে হাসিয়া হাসিয়া,
হেলিয়া দুলিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,
আপন মনেতে আপনা আপনি
সুখী হ'তেছিল ; তুই রে অমনি
প্রকাশিয়া বল, ছিঁড়ি' সে কমলে
ফেলিলি আছাড়ি' দৃঢ় শিলাতলে !
শুখা'য়ে গিয়েছে, মলিন হ'য়েছে,
আসব সুরভি সুষমা গিয়েছে !
কি বিচারে তুই ছিঁড়িলি কমল,
বল্, রে নিয়তি, বল্ মোরে বল্ ?
নিয়তি রে, ওরে স্বার্থপরায়ণা,
বল বল্, তোর এ কি বিবেচনা,—
কামিনীকুলের কলঙ্ককারিণি,
বল্ একবার বল্, মায়াবিনি,
'রমণী-হৃদয় দয়ামায়াময়'
সকলেই কয় ; ও তোর হৃদয়
কেন হেন নয় ? কেন লোহ সম ?
নিয়তি-হৃদয় এত নিরমম ?
দেববালা হ'য়ে রাক্ষসীর মত
সর্ব্বনাশ-ব্রতে হইলি নিরত ?
কেন তোরে বিধি অমরতা দিল ?
নশ্বরের মত কেন না সৃজিল ?
তোর গ্রাসে হয় সকলি বিনাশ,
কিন্তু, নিশাচরি, তোরে করে গ্রাস—

কেউ কি এমনো কোনখানে নাই ?
তোর মৃত্যু বিধি কেন লিখে নাই ?
অনার্য্য-পরশে আর্য্য-নিকেতন
তোরি তরে হ'ল নরকে পতন !

——

গীতচতুষ্টয়।*

(প্রথম গীত।)

[মেঘনাদের উক্তি।]

খাম্বাজ—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

কনক-ভূষণ-ভূষিত সুন্দর,
লঙ্কাপুর সুর-মনোহর ;
হায় রে, তা'রে হীনবল নর,
মরুভূ করি'ছে বানর-সঙ্গে।

(অন্তরা)

এখনি যাইয়ে সমরে পশিব,
অচিরে বানর নর নাশিব ;
কেশরী হ'য়ে কি শৃগালে ডরিব ?
রাক্ষস-বল নাহি কি অঙ্গে ?

(সঞ্চারী)

রক্ষ-কুল-ক্ষয় রমণীর তরে,
ছি ছি, তবে আমি এখনো কি ক'রে,
ভমি উপবনে বামা-কর ধ'রে,
মজিয়ে মাতিয়ে প্রণয়-রঙ্গে !

(আভোগ)

এক নারী হ'তে শত শত নারী
পতি-সুত-শোকে ফেলে আঁখি-বারি ;
হায় ! আমি তা'য় কিছু না বিচারি',
রমণীরি সনে পূজি অনঙ্গে !

(সঞ্চারী)

এখনি ত্যজিয়ে রমণী-সঙ্গ,
এখনি ভুলিয়ে প্রণয়-রঙ্গ,
এখনি ঢাকিয়ে কবচে অঙ্গ,
পশিব সমরে চড়ি' তুরঙ্গে ?

(আভোগ)

ত্রিভুবন কাঁপে হুঙ্কারে যা'র,
মানব কি ছার নিকটে তা'র ;
নিমিষে কাটিয়ে শির সবার,
ভাসা'ব জলধি-নীল-তরঙ্গে।

(দ্বিতীয় গীত।)

[কন্দর্পের প্রতি ভগবতী।]

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

কেন রতিপতি, এত ভীমমতি, ছাড় আশুগতি
কুসুম-বাণ।
কর মোরে প্রীত, কর সুর-হিত, ভাঙি' ফুল-শরে
শিবের ধ্যান।

(অন্তরা)

যোগেশের যোগ ভাঙি' একবার,
ভস্মীভূত বটে হ'য়েছিলে, মার !
এবে আমি আছি, সে ভয়ে তোমার
ব্যাকুল করিতে হ'বে না প্রাণ।

(সঞ্চারী)

যেই পঞ্চবাণে ভুবন কাঁপাও,
সেই পঞ্চবাণ চাপেতে চাপাও,
পঞ্চদশ আঁখি পঞ্চমুখ হরে
জাগাও, অভয় করি রে দান ;—

(আভোগ)

আদেশে আমার ঋতুরাজ হাসে ;
মলয়-সমীর বহে চারি পাশে ;
কোকিল কোকিলা কুহু কুহু ভাষে ;
এই বেলা দাও ধনুকে টান।

(তৃতীয় গীত।)

[সরমার ক্রোড়ে সীতা মূর্চ্ছিতা।]

(কবি-উক্তি)

সুরট—আড়াঠেকা।

(আস্থায়ী)

রক্ষ-পুর-পঙ্ক-সরে মলিনী হেম-নলিনী।
রাহুগ্রস্ত শশী সীতা সরমা কোল-শায়িনী॥

(অন্তরা)

হারাইয়ে পতিধন,
আজি সতী অচেতন;
মুদিয়ে যুগল আঁখি,
নীরব বীণা-নাদিনী।

(সঞ্চারী)

শুখা'য়ে গিয়েছে কায়,
চিকুর লুটি'ছে পায়,

* দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ রিইয়ুনিয়ন,' উপলক্ষে 'ট্যাব্লিউ ভিবাঁ।' অর্থাৎ সজীব প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শনাভিনয়ে গীত হইয়াছিল।

নিশ্বাস মৃদুল বয়,
হায় রে কপাল !
(আভোগ)
মুদিত নয়ন দিয়ে
অশ্রু যায় প্রবাহিয়ে ;
ধুক ধুক করে হিয়ে ;
মূর্চ্ছিতা রাম-মোহিনী।

(চতুর্থ গীত।)

[লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদবধ]

(কবি-উক্তি)

পরজ—ঝাঁপতাল।

(আস্থায়ী)
সুরপতি ইন্দ্র ভীত যা'র বলে
হুঙ্কারে যা'র ধরা থরহরি টলে।
(অন্তরা)
যাহার নিশিত শর
ছিন্ন করে চরাচর,
আজি সেই বীরবর
মরে রে অকালে।
(সঞ্চারী)
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,
বামাকুলে নিরুপমা,
প্রমীলা বিধবা হ'ল
কুভাগ্য-ফলে ;—
(আভোগ)
হায়, এ'কি কুঘটনা,
বিধির কি বিড়ম্বনা ;
রক্ষোবধূ অনাথিনী,
ভাসে অক্ষি-জলে।
(সঞ্চারী)
যত দিন আয়ু যা'র,
কে তা'রে করে সংহার ?
কিন্তু তৃণাঘাতে মরে
সময় হ'লে ;—
(আভোগ)
প্রমাণ তা'র, দেখ রে,
বালক লক্ষ্মণ-করে
"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি
গেলা অস্তাচলে।"

খুল্লনা।*

স্থান—অরণ্য।

সময়—বসন্ত-প্রভাত।

১

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)—
পোড়া বিধি রে !
পাষাণ সমান করে, কেন মোরে নারী ক'রে
সৃজিলি জগতীতলে, কি বাসনা করিয়ে ?
গড়িবারে পার ব'লে, তা'রি পরিচয় দিলে
অভাগিনী খুল্লনারে কাঁদা'বারে সৃজিয়ে ?
হায়, রে নিদয় বিধি, এই মনে ছিল যদি
কেন তবে সেই কালে—সৃজনের সময়ে
আঁকিয়ে লেখনী-ডোর, লিখনি কপালে মোর
'অকাল-মরণ', ওরে, নিরদয় হৃদয়ে ?
তা' হ'লে যতেক দুখ কবে যে'ত ফুরা'য়ে !
আছে তোর ভাল লেখা, অকাল-মরণ-লেখা,
নবজাত কত শিশু ভূমিষ্ঠের সময়ে,
গর্ভ ছাড়ি' মাটী ছুঁ'য়ে, ক্ষণে বিশ্ব পানে চেয়ে
দেহ রাখি' চলি' যায়, জননীরে কাঁদা'য়ে !
যথা প্রতিপদ-শশী অতি ক্ষীণতর হাসি
ক্ষণেক হাসিয়ে, হায়, পুন যায় মিশা'য়ে,
বিশাল ধরণীতল অন্ধকারে ডুবা'য়ে !

২

পোড়া বিধি রে !
কেন তবে শিশুকালে, চরণ চাপা'য়ে গলে,
বিনাশ করনি মোরে ? ঘুচে যে'ত যাতনা।
নারী-জনমের জ্বালা করিত না ঝালাপালা ;
প্রতিক্ষণে হা-হতাশ করিতেও হ'ত না।
পোড়া বক্ষ প্রতি পলে ভাসিত না অক্ষি-জলে,
ভাবা'ত কি মোরে আর ফলহীনা বাসনা ?
বিজনে বসা'য়ে মোরে, বৃথায় ব্যাকুল স্বরে
কাঁদিত কি বিনাইয়ে রসহীনা রসনা ?
ঘুঁচে যে'ত সতীনের দুর্ব্বচন-বেদনা।
সপত্নী-গঞ্জনা হ'তে কিবা আছে এ জগতে
ঘোর কালকূটময়, ওরে বিধি, বল না ?
কালভুজঙ্গীর মত দংশিবারে অবিরত
অভাগীরে, করে তোর সৃষ্টি হ'ল লহনা ?
তা'ই বলি, শিশুকালে চরণ চাপা'য়ে গলে,
কেন মোরে বধ নাই ? ঘুচে যে'ত যন্ত্রণা।
সতীনের জ্বালা হ'তে প্রাণ পে'ত খুল্লনা।

* ইনি ধনপতি সদাগরের স্ত্রী ও শ্রীমন্ত সদাগরের মাতা। কবিকঙ্কণ-কৃত চণ্ডী মহাকাব্য দ্রষ্টব্য। মহাকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্রকৃত কাব্যরসামোদীদিগের নিকট বঙ্গদেশের সেক্ষপীর (Shakespere)।

পোড়া বিধি রে !
ক্ষুধিতা বাঘিনী যথা, বিষমাখা যা'র কথা,
অনায়াসে তুমি তথা অরপিলে আমারে।
গাঁ গাঁ ক'রে কথা কয়, শুনে প্রাণে লাগে ভয়,
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে।
উঠিতে বসিতে মোরে, কতই পীড়ন করে,
নিজে দোষ করি' মোরে বিনা দোষে প্রহারে।
কে আছে? কহিব কা'রে? প্রাণনাথ দেশান্তরে,
অভাগীর দুখ-কথা কে কহিবে তাঁহারে?
পতি বই 'নিজ' বলি' কে ভাবিবে আমারে?
ওরে নিরদয় বিধি, হৃদয়েশ যে অবধি
প্রবাসে গেছেন চলি', সে অবধি কাহারে
আমারে সদয় হ'তে দেখি নাই এ জগতে,
তুমিও বিষম শত্রু মহীতল মাঝারে।
তা'ই বলি অবিরত, শত্রু হ'য়ে শত্রু মত,
দেখা'য়ে ব্যভার, বধ এ দুখিনী বালারে;
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে!

৪

পোড়া বিধি রে !
তোরি কুবিচারে, হায়, এবে আমি অসহায়,
একা কাঁদি ঘোর বনে কাঙ্গালিনী মতন!
এমনি বিচার তোর, ধনপতি পতি মোর,
আমি কিন্তু ভিখারিণী, সার মাত্র রোদন!
মুহূর্ত্তেকে পতি যা'র দান করে ধনভার,
আজি রে রমণী তাঁর নাহি পায় অশন;
রে নির্দ্দয়, দেখ্ চেয়ে, কত দিন নাহি খেয়ে,
শরীর অবশ, হায়, নাহি চলে চরণ!
বাঁচি রে এখনি, যদি দেখা দেয় মরণ!
বেদে না কি আছে লেখা;—'বিধাতাই অন্নদাতা,
বিধাতারি অন্নজলে বাঁচে এই ভুবন?'
এ যদি রে সত্য হয়, তবে সে ত বেদ নয়,
অবিলম্বে ছিঁড়ে তা'রে জলে কর ক্ষেপণ!
হিন্দু বটি, কিন্তু তবু, সে বেদ না মানি কভু,
কসাই বিধির গুণ সে বেদের জীবন!
এখনি অনল-মুখে কর তা'রে অর্পণ।

৫

পোড়া বিধি রে !
তুই বড় পক্ষপাতী, কা'রে তুষ দিবারাতি,
চিরকাল কা'রে কর দুখার্ণবে মগন;
কা'রে দাও সিংহাসন, কা'রো ভাগ্যে নির্ব্বাসন,
কেহ শোয় স্বর্ণ-খাটে, ভূমে কা'রো শয়ন!
ক্ষীর ছানা কা'রো পাতে, কেহ মরে শুষ্ক ভাতে,
কেহ কা'রো কাঁধে চড়ে, কেহ করে বহন!
কেহ কথা কয় সুখে, কেহ রে বিষণ্ণ মুখে
দিবানিশি অশ্রুজলে ভূমে করে লুণ্ঠন!
তুমিই বেদের বিধি দুঃখ-শোক-ভঞ্জন?
তুমিই বেদের বিধি সর্ব্ববাদী মতে যদি,
আমারে নির্দ্দয় কেন? আছে কিছু কারণ?
কি কারণ?—কিছু নাই, দিবানিশি ভাবি তা'ই,
হায়, পোড়া বিধি, তোর এ বিচার কেমন?
অবলা সরলা আমি, না জানি ব্যতীত স্বামী,
পতির চরণযুগ সদা করি চিন্তন।
এই কি আমার দোষ—কপালের লিখন?

৬

এ যদি রে দোষ হয়, নারী-ধর্ম্ম কা'রে কয়?
পুণ্য কর্ম্ম কা'রে বলে, বল দেখি আমারে?
নূতন বিবাহ হ'ল, দিনেক না সুখে গেল;
প্রবাসী হ'লেন পতি; আমি ভাসি পাথারে!
সতিনী বিষম অরি, তা'র অত্যাচারে মরি;
এই কি আমার দোষ, বিধি তব বিচারে?
বিধাত, কর না রোষ, এই যদি মম দোষ,
কে, বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে?
দোষের আকর তুমি এ বিশ্বের মাঝারে!
তুই রে পরম দোষী, তুই ত আঁতুড়ে পশি'
কপালে লিখিলি দুঃখ, কি জানি—কি বিচারে!
তা'ই বলি, মোর মতে, সুবিশাল ত্রিজগতে
কে বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে?
য'দিন বাঁচিয়ে র'ব, যা'রে পা'ব তা'রে ক'ব,—
'পরম নির্দ্দয় বিধি তাঁহারই সংসারে!'
যে যা' বলে এ কথায়—বলুক সে আমারে।

৭

[অধোমুখে সজলনয়নে]
হায়, লো লহনা সতা, তুই লো বিষের লতা,
বিষের অন্তর তোর, বিষময় হৃদয়;
নাহি মোর অপরাধ, তবু লো সাধিস্ বাদ,
অভাগীরে দুখিনীরে কেন হ'লি নিদয়?
সোদরা ভগিনী মত, ভাবি তোরে অবিরত,
অভেদাত্ম বলি' তোরে সদা ভাবি মানসে;
কিন্তু, হায়, তা' বিফল, ভালবেসে অশ্রুজল
গড়াই'ছে এবে, হায়, অভাগীর উরসে!
হীরক-মণ্ডিত কোষে, অভাগীর ভাগ্য-দোষে
র'য়েছে শাণিত অসি, কাটিবারে আমারে;
আগে জানিতাম যদি, থাকিতাম নিরবধি
অনূঢ়া কুমারী হ'য়ে জনকের আগারে।
তা'হ'লে এ দুখ-ভার, তা' হ'লে এ অশ্রুধার,
তা' হ'লে এ হা-হতাশ কিছুই না থাকিত;

সতা সহ ঘর করা—স্বকরে সাপিনী ধরা—
আজন্ম জীয়ন্তে মরা—কিছুই না ঘটিত।

৮

কোটি কোটি জন্মান্তরে যে রমণী পাপ করে,
মুখরা প্রখরা সতা ভাগ্যে তা'র ঘটে লো;
সতিনী যাহার সাথী, গঞ্জনা-জলন্ত-বাতি
দহে তা'রে দিবারাতি; দুখ-শেল ফোটে লো!
সতিনী যাহার আছে, কভু কি তাহার কাছে—
এ বিশাল ধরা-ধাম আরামের হয় লো?
দিবসেতে অন্ধকার; অন্ধকারে যমাগার;
সুখের জিনিষ মাত্র চিরদুখময় লো!
যে রমণী পুণ্যবতী, বিধি যা'রে স্নেহী অতি,
সতিনী-বিহীনা সতী এ জগতে সেই লো;
ভূমে তা'র স্বর্গবাস নির্ব্বিবাদে বার মাস,
জীয়ন্তে নরকবাস ভাগ্যে তা'র নেই লো।
এ হেন রমণী যদি কপালে মিলায় বিধি,
প্রণিপাত ক'রে তা'রে যোড়করে ক'ব লো;—
কি হেন পুণ্যের ফলে জনমিল ধরাতলে,
সে পুণ্য অরজি' আমি, তা'র সম হ'ব লো।
যে মন্ত্রে সে সতাহীনা, সেই মন্ত্র ল'ব লো।

৯

(অঞ্চল হইতে পত্র খুলিয়া)—

স্ত্রী-শিক্ষায় বিষ বই, সুধা লাভ হয় কই!
তুই লো লহনা তা'র নিদর্শন দেখা'লি!
এত লেখা পড়া শিখে, শেষে জাল-চিঠি লিখে,
অকূল-সাগর-জলে দুখিনীরে ভাসা'লি!
এখনো আমার কাছে তোর সেই পত্র আছে,
লীলাবতী সনে, হায়, এ ঘটনা ঘটা'লি;
স্বামীর স্বাক্ষর মত লেখনীতে নিরগত
করিয়ে তাঁহার নাম, অভাগীরে মজা'লি।
এই পত্র অনুসারে, অজাকুল চরা'বারে,
নিরাহারে ভমি আমি সুনিবিড় কাননে;
এই পত্র অনুসারে, সদা ভাসি অশ্রুধারে
নিরাহারে মরি, দেহ ঢাকি' ছিন্ন বসনে!
সহসা স্বরগ হ'তে নরক-বিষের স্রোতে
একেবারে প'ড়েছি লো, এ পত্রের কারণে!
তোর এই পত্রে ধিক্, তোরে ধিক্ তুতোধিক,
ধিক্ তোর লেখনীরে, ধিক্ তোর জীবনে!

১০

বুঝি লো দারুণ বিধি তোরে ক'রে প্রতিনিধি,
আমার অদৃষ্ট-ফল এই পত্রে লেখা'লে?
দহিবারে অভাগীরে তোরে দিয়ে লেখনীরে,
খুল্লনার বনবাস বিধি তোরে শেখা'লে?
যদিও বিশেষ আমি জানি যে আমার স্বামী
এই বিষময় পত্রে করে' নাই স্বাক্ষর,
কিন্তু, হায়, ভাগ্য-দোষে, লহনা লো, তোর রোষে,
অনিচ্ছায় স্বীকারিনু স্বামীর এ অক্ষর!
কিছু দোষ নাহি মম তবে পতি নিরমম
কেন লো হইবে মোরে? পতিগত খুল্লনা;
তা'রে পতি কি কারণে এ দারুণ কু-লিখনে
বনবাসে পাঠা'বেন ভুঞ্জিবারে যন্ত্রণা?
এ সকল তোরি ছল, স্ত্রী-শিক্ষার বিষফল
ফলিল মানসে তোর; লাভে হ'তে দুখিনী
বনবাস-দুখে প'ড়ে, হতাশ-আগুনে পোড়ে;
খুল্লনার সর্ব্বনাশ!—লহনাই সুখিনী।

১১

(বৃক্ষশাখায় কোকিলের প্রতি)—

রে কোকিল, কেন আর কুহু-রবে বারম্বার
বিরহিণী খুল্লনার দহিতেছ অন্তর?
কে তোরে পাঠা'ল হেথা, খেতে অভাগীর মাথা,
কে শিখা'ল এ কুরব করিবারে জর্জ্জর?
একে আমি কাঙ্গালিনী, বহু দিন বিরহিণী,
সতা তাহে ভুজঙ্গিনী বর্ষে সদা গরল;
তুইও পুন অহর্নিশ কুহু-বিষ উগারিস,
ঘরে বনে সমভাব—কুভাগ্যের কুফল!
বিষম বসন্তোদয়, নিরখি' পরাণ দয়;
বিষময় মলয়জ সমীরণ বহি'ছে;
এ সময়ে, ওরে পিক্, (ধিক্ তোরে শত ধিক্)
গরলের ধ্বনি তোর পাপগলে ঝরি'ছে!
কালাকাল নাহি জ্ঞান, সদাই জ্বালা'স্ প্রাণ,
বিহঙ্গকুলের কালি তুই, ওরে কোকিল!
বাহিরে ভিতরে তোর চিরকালি কালি ঘোর,
কালের সমান ক'রে কে রে তোরে গঠিল?

১২

যদিও বায়স কাল, তবুও তো হ'তে ভাল,
চিরকাল রব তা'র একভাবে থাকে রে;
তোর মত স্বার্থপর নহে রে বায়সবর,
অরি মিত্র কিছু নয়; ভাল বলি তা'কে রে।
তুই বড় নিদারুণ, বিরহাগ্নি শতগুণ
জ্বালা'য়ে করিস্ খুন বিরহিণী নারীরে,
তোর মত ওঁচা পাখী কলঙ্কিত করে শাখী;
সকলি দেখিতে পারি, এ তো নাহি পারি রে।
কালাকাল নাহি জ্ঞান, পরের জ্বালা'স্ প্রাণ,
কিন্তু নিজ প্রাণ তুষ কোকিলার সনে রে;
বিষম বসন্তকালে বিরহ কাহারে বলে,
সে ভাবের একটুও নাহি তোর মনে রে।

কোকিলারে ল'য়ে সুখে আছ শাখে মুখে মুখে ;
সে সুখে সাধিব বাদ, ক্ষণকাল রহ রে ;
মাথার চিকুর ছিঁড়ে, দৃঢ়তর ফাঁস গ'ড়ে,
ধরিব প্রিয়ারে তোর—ঘটা'ব বিরহ রে।

১৩

এ বসন্তে দূরে স্বামী যে বিরহে জ্বলি আমি,
সে বিরহ কি যাতনা, এখনি বুঝিবি রে ;
এ সুখ স্বপন হ'বে, কুহুরব নাহি র'বে,
অশ্রুজলে মুহুর্মুহু হতাশে ডুবিবি রে !
রাঙ্গা আঁখি হ'বে রাঙ্গা, স্বর হ'বে ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
দুখে কাল দেহ তোর আরো কাল হ'বে রে ;
বসন্তে হইবে রিষ, পাকা ফল হ'বে বিষ,
মলয়ের সমীরণ দেহে নাহি স'বে রে।
তোর কুহু কুহু ধ্বনি, বজ্র সম যা'রে গণি
এবে আমি ; সেই ধ্বনি আর নাহি র'বে রে ;
তা' হ'লে কতকখানি (মনে হেন অনুমানি)
বিরহ-যাতনা মোর হৃদয় না স'বে রে।
আমারে যেমন তুই, আমিও তেমন হই,
কালের মতন কাজ, এই দ্যাখ্, করি রে,
কাঁদ্ তুই হা-হতাশে, সুদৃঢ় চিকুর-ফাঁসে
কোকিলারে আমি তোর, এই দ্যাখ্, ধরি রে।

১৪

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—

ওরে পিক, এতক্ষণে বুঝেছি বুঝেছি মনে
দারুণ সতিনী মোর নিশাচরী লহনা ;
বনেও জ্বালা'তে মোরে, বুঝি পিকরূপ ধ'রে,
কুরব কুহুর রবে দেয় মোরে গঞ্জনা ?
ভাগ্য-দোষে ভাগ্যে নাই এমন কিঞ্চিৎ ঠাঁই,
যেখানে দু'দণ্ড গিয়ে হ্রাস করি যন্ত্রণা,
সতাশত্রু আগে পাছে অভাগীর কাছে আছে,
এতে কি পরাণ বাঁচে ? বিধাতার বঞ্চনা !
কি ব্রত করিলে পরে মুখরা সতিনী মরে ?
পরাণ দিয়েও যদি পূরে এই কামনা,
তা'ও করিবারে পারি, কিন্তু সহিবারে নারি
যন্ত্রণার অবতার সতিনীর তাড়না।
কি ব্রত করিলে পরে এ বঙ্গের ঘরে ঘরে
সতিনী-বিহীনা হয় বাঙ্গালির ললনা ?
তা'ও পারি করিবারে, তা' হইলে জন্মান্তরে
কুমুখী সতার মুখ দেখিবে না খুল্লনা।

কোন প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি।

১

তমোময় খনিতলে তমোনাশী মণি জ্বলে
যেমতি, হে প্রিয়তম !
অসুখ-আঁধারময় হৃদয়ে আমার
তুমি মণি সেইরূপ ; তোমারে পাইয়া,
ঘুচিয়াছে হৃদিগত ঘোর অন্ধকার,
দুখের জগতে সুখ যায় প্রবাহিয়া।

২

'প্রিয়তম' এই ক'টি সুঅক্ষর পরিপাটী
রসনা যখন মম করি' উচ্চারণ,
সম্বোধে তোমারে, ভাই, কি-যে এক সুখ পাই,
হৃদয়ে সে ভাব নাই করিতে বর্ণন।
কাছে থাক যত ক্ষণ, সুখে কর নিমগন ;
না থাক যখন কাছে, তখনো কেমন
সুখ অনুভব করি, হৃদয়-ফলকে হেরি'
তব রসায়ন-চিত্র* মানস-মোহন।

৩

নিশিত কণ্টকময় শাখে যথা ফুটে রয়
সুচারু গোলাপ ফুল সৌরভ-আধার,
তেমতি দয়ালু বিধি তোমা হেন বন্ধু-নিধি
সৃজিলেন দুখময় সংসার মাঝার।
ওহে শৈশবের সখা, সরল সখিত্ব-মাখা
সরল হৃদয় তব, তোমার মতন
প্রকৃত বান্ধববর হাজার খুঁজিলে পর
মিলে কি, না মিলে, তুমি মহার্ঘ রতন।
সময়ে অনেক সখা এ জগতে দেয় দেখা,
অসময় হ'লে, হায়, হয় অদর্শন ;
যত দিন মধু থাকে, অলি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
নির্মধু হইলে ফুল, আসে কি কখন ?
তুমি, হৃদয়ের সখা, নও হে তেমন।

৪

সুখের সময়ে সুখী, দুখের সময়ে দুখী,
বিপদে আশ্বাসভাষী তুমি, প্রিয়তম !
মুখসে বদন-ঢাকা, জিহ্বায় অমৃত-মাখা,
পেটে-বিষ বন্ধু সম নহ নিরমম।
এক বৃন্তে যথা দু'টি কুসুম থাকয়ে ফুটি',
এ সংসারে সেইরূপ আমরা দু'জন।
বিধির করুণা-বলে, য'দিন ধরণীতলে
র'ব দোঁহে—আশা করি—রহিব এমন।
পার হ'য়ে ভব-নদী, পরলোক পাই যদি,
সেখানেও দু'জনের হইবে মিলন ;

* ফটোগ্রাফ (Photograph)।

তুমি যথা আমি তথা, আমি যথা তুমি তথা,
কায়া ছায়া—ছায়া কায়া ছাড়া কি কখন্ ?*

শবদাহন।

১

'সাধ মহামন্ত্র—ত্রিদিব উদ্ধার।'
এ কথা পশিলে শ্রবণ-বিবরে,
শিরায় শিরায় শোণিত-সঞ্চার,
প্রতি লোমকূপ সঘনে শিহরে!
হৃদয়ের সেই গূঢ়তম দেশে
ঘন ঘন হয় ঘাত-প্রতিঘাত;
চিন্তার সাগরে চিত্ত উঠে ভেসে,
ত্রিদিব-উদ্ধারে ঊর্দ্ধে উঠে হাত।

২

কিন্তু তা' বিফল—সকলি বিফল,
ত্রিদিব-উদ্ধার হইবে কেমনে?
মুখের বচন—জিহ্বার সম্বল—
আকাশ-কুসুম, কে না ভাবে মনে?
কোথা শক্তি?—তবে শক্তি-আরাধনা
কে করিবে আর ত্রিদিব-শ্মশানে?
ত্রিদিব-জীবন শক্তি বরাননা
মরেছে—মরেছে মহাবিষ পানে!

৩

'সাধ মহামন্ত্র—ত্রিদিব-উদ্ধার।'
কা'রে অবলম্বি' এ মন্ত্র সাধিবে?
এই মহামন্ত্রে, পূজিয়া কাহার
চরণ-কমল, স্বর্গ উদ্ধারিবে?
অতিক্ষুদ্র-কায়-রসনার বাণী
(মহ-মূল-স্থান) পারে কি কখন
ত্রিদিব-শক্তির জাগা'তে পরাণী?
অতি অসম্ভব!—নিশার স্বপন!

৪

মৃতের সাধনা—ঘোর বিড়ম্বনা,
পণ্ডশ্রম বিনা কি লাভ তাহায়?
পা'বে না সুফল;—ক'র না কামনা,
মৃত হ'তে সুখী কে কবে কোথায়?
মৃত হ'তে যদি হ'ত ফললাভ,
অস্থিচর্ম্মসার-স্বভূমি দুখিনী
হইত সুখিনী; কিসের অভাব
থাকিত? হাসিত পূর্ণিমা যামিনী।

৫

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রঘু, দাশরথি,
ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, ভীম, যুধিষ্ঠির,
অর্জ্জুন গাণ্ডিবী, অভিমন্যু রথী
অনন্ত নিদ্রায় ঢালিত শরীর?
এখনি দেখিতে, সে বীরমণ্ডলী
ঘোর আস্ফালনে ছাড়ি' হুহুঙ্কার,
সপ্তসাগরেরে ফেলিত উছলি'
মুমূর্ষু ত্রিদিবে করিত উদ্ধার।

৬

ত্রিদিবের শক্তি ত্রিদিবে থাকিলে,
অমার তামসী হ'ত অন্তর্হিত;
ত্রিদিবের নেত্র বিষাদ-সলিলে
ভাসিত না,—শ্বাস হ'ত না বাহিত!
অনন্ত যাতনা—অসীম পীড়ন—
অপার বিষাদ—অমেয় বিলাপ
না থাকিত কিছু; কিন্তু কুঘটন,
বিধি-বিড়ম্বনে ঘোর পরিতাপ!

৭

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে এখনি
থরথরি বিশ্ব উঠিত টলিয়া;
আকাশ বিঁধিয়া গর্জ্জিত অশনি;
পর্ব্বত নাচিত হেলিয়া দুলিয়া;
অনন্ত সাগরে, অনন্ত লহরী
তীর অতিক্রমি' পড়িত উছলি',
জাগতিক দেহ উঠিত শিহরি';
পলকে পলকে ছুটিত বিজলী।

৮

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে আবার
আনন্দ-নিনাদে ত্রিদিব-ভবন
পূরিত নিয়ত; বীণার ঝঙ্কার,
হৃদয়-তন্ত্রের মধুর নিক্কণ।
দেখিয়া হাসিতে—হাসিয়া গলিতে,
হাসির প্রবাহ বহিত অধরে;
থাকিলে সে দেবী, কভু কি কাঁদিতে,
ত্রিদিব-সন্তান, ত্রিদিব ভিতরে?

৯

থাকিলে সে দেবী, আবার দেখিতে
দৃশ্য বিভীষণ, বর্ণন-অতীত!
রণ-রঙ্গভূমে নাচিতে নাচিতে
সেই মহাশক্তি ঘোর হুঙ্কারিত!
রক্তমাখা অসি লুফিতে লুফিতে,

* এই পর্য্যন্ত "অবসর-সরোজিনীর প্রথম ভাগ" শেষ।

সদ্য-কাটা মুণ্ড চিবা'য়ে দশনে,
সদ্যোষ্ণ শোণিত পিয়িতে পিয়িতে,
কাঁপাইত বিশ্ব চরণ-চাপনে!

১০

ফোয়ারা জিনিয়া দৈত্য-রক্ত-ধারা
নীল-নভোদেহে লাগিত ছুটিয়া,
জলধির জল হ'ত রক্ত পারা;
শিরোহীন শত্রু পড়িত লুটিয়া!
শাত্রব শোণিতে ত্রিদিব-মৃত্তিকা,
(দেখিতে) হইত গৈরিক মতন;
অরির নয়নে চির বিভীষিকা—
হৃদয়ের তলে বিষম কম্পন!

১১

থাকিলে সে দেবী, আবার দেখিতে
সুখের স্বাধীন ত্রিদিব-বদন;
স্বাধীনতা-গীত শুনিতে পাইতে,
শুনিতে ধনুর টঙ্কার ভীষণ!
শ্বেত-শ্মশ্রুধারী পবিত্র মূরতি,
ব্যাস, বাল্মীকির রসনা-লতায়
পীযূষ-পূরিত অমূল্য ভারতী
ফুটিত—ছুটিত সুরভি তাহায়।

১২

নারদ, কণাদ, কপিল, জাবালি,
শঙ্কর, মাধব—আচার্য্যপ্রধান—
অঞ্জলি পূরিয়া তত্ত্ব-সুধা ঢালি'
জুড়াইত চির-তৃষিত পরাণ।
মহা-উপাধ্যায় দার্শনিকদল
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব অসামান্য গুণে
লাগাইত ধাঁধা; সমগ্র ভূতল
জ্বলিয়া উঠিত দর্শন-আগুনে।

১৩

বৈজ্ঞানিকদল দীপ্ত জ্ঞানবলে
ধর্ম্মের মিশ্রণে বিজ্ঞান-চালনে,
কখন খতলে, কখন ভূতলে
উঠিত নামিত, সত্য অন্বেষণে।
বাণী-বরপুত্র কবি কালিদাস
সুধানিস্যন্দিনী কল্পনার সনে
স্বরগ নরক—ভূতল আকাশ
একত্রে দেখা'ত;—দেখিতে নয়নে।

১৪

সে দেবী থাকিলে, কত কি-যে আর,
দেখিতে—শুনিতে, ত্রিদিব-সন্তান!
সে দেবী-বিহনে সবি অন্ধকার,
এ ত্রিদিব রাজ্য হ'য়েছে শ্মশান!

কিছুই নাই রে, কি দেখিবি আর?
কি শুনিবি আর? কিছুই নাই রে!
বীণাতন্ত্র ছিঁড়ে নিবেছে ঝঙ্কার,
শুধু হাহাকার শুনিতে পাই রে!

১৫

সেই মহাশক্তি, সুশক্তিশালিনী,
আর নাই, হায়, ত্যজেছে' জীবন!
হ'য়েছে স্বভূমি শ্মশান-শায়িনী,
কালিমার দাগে মলিন বদন!
অই দেখ, গিরি, সাগর লঙ্ঘিয়া,
পিশিতাশী ক্রূর কুকুর শৃগাল
পিশিত-ভোজনে লোলুপ হইয়া,
লক্‌লক্ জিহ্বা, আসে পালে পাল!

১৬

এ দেখেও, তবু করি'ছ কামনা
ত্রিদিব-শ্মশানে শক্তি-আরাধন?
এ দেখেও তবু করি'ছ কল্পনা
ত্রিদিব-শ্মশানে শবের সাধন?
এ নহে সে দিন, এ যে অসময়,
মৃত-শক্তি-পূজা করিলে কি হ'বে?
শবসাধনের সুসময় নয়,
শুধু অশ্রুজলে মগ্ন হও সবে!

১৭

পুত্রোচিত কাজ করাই এখন
বিচার-বিধানে অতীব বিহিত;
ছাড় রে দুরাশা, কর রে যতন
পুত্রোচিত কাজ করিতে কিঞ্চিত।
মৃত-শক্তি-কর-ধৃত মহা-অসি
লহ রে খুলিয়া, চল ঘোর বনে,
চন্দন-পাদপ কাটি' রাশি রাশি
আনি গিয়ে, শক্তি-সৎকার-কারণে।

১৮

তা' যদি না পার, এস সবে মিলে,
আপন আপন বক্ষ বিদারিয়া,
হৃদিকুণ্ডে যেই মহানল জ্বলে
(অধীনতা-জাত!) বাহির করিয়া,
জননী শক্তির মৃতপুণ্যকায়,
হরিধ্বনি দিয়া করিব দাহন!
শৃগাল কুকুরে এ শরীর খায়;
আর না;—অন্ত্যেষ্টি কর সমাপন!

১৯

যে শক্তি-প্রসাদে পূর্ব্বপিতৃগণ
অসি-ঝনৎকারে, ঘোর হুহুঙ্কারে
ধ্বনিত ক'রেছে গগন-প্রাঙ্গণ,

কাঁপা'য়ে তুলেছে সপ্ত-পারাবারে ;
সে শক্তি-বিরহে, নয়নের জলে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে দিয়ে হরিবোল,
পূরাই গগন ! আয় রে সকলে,
হরিধ্বনিসহ মৃত দেহ তোল !

২০

জ্বাল্ চিতা জ্বাল্ ভূধর-প্রমাণ,
কোটি কোটি ক্ষীণ নাসার নিশ্বাসে
জ্বলুক্ জ্বলন ;—হ'বে না নির্ব্বাণ
নির্ব্বাপক ঘোর প্রবল বাতাসে।
উঠুক গগনে চিতার অনল ;
শীত বায়ু হ'ক্ তপ্ত অতিশয় ;
আরো তপ্ত হ'ক্ তপন-মণ্ডল ;
তাপে যেন বিশ্ব শত-ফাট হয়।

২১

জ্বাল্ চিতা জ্বাল্ ত্রিদিব-শ্মশানে,
উত্তর হইতে দক্ষিণ অবধি ;
ঝলকে ঝলকে ছুটুক্ গগনে
প্রদীপ্ত আগুন ;—শুখা'ক্ জলধি !
নীলাম্বর হ'ক্ ধূমল বরণ ;
ভূধর-গহ্বর হ'ক্ আলোকিত ;
আচ্ছাদিত হ'ক্ রবির কিরণ ;
ধূম-মেঘে হ'ক্ বিশ্ব আবরিত।

২২

গঙ্গাজলে শবে করাইয়া স্নান,
রাখিবে চিতায় ?—রেখ না—রেখ না !
নয়ন-সলিলে স্নান সমাধান
করাই উচিত ; জেনে কি জান না ?
জননীর শোকে হৃদয় ভেদিয়া
উষ্ণ প্রস্রবণ আঁখি দিয়া বহে ;
শক্তি-সুতগণ, আয় রে মিলিয়া
সকলে, এ জল ঢালি শব-দেহে !

২৩

ঢাল নেত্র-জল, ঢাল বারংবার ;
বক্ষে করাঘাত কর রে সবলে,
আরো প্রবাহিবে নয়নাশ্রু-ধার ;
শবসহ বিশ্ব ভাসুক সে জলে !
একটি নির্ঝরে জনম লভিয়া
গঙ্গা এত বড়—অনন্ত-সলিলা ;
কোটি কোটি উৎস আজি উঁছলিয়া
নারিবে ভাসা'তে পর্ব্বতের শিলা ?

২৪

এই যে ভারত-শ্মশান-হৃদয়
জ্বলিয়া উঠিল চিতা-হুতাশনে ;
কোটি কোটি মুখে হরিধ্বনি হয়,
উঠিল সে ধ্বনি অনন্ত গগনে !
ধর শব-দেহ—রাখ চিতা'পরে ;
আর একবার হরিবোল দাও ;
জনমের মত দু'নয়ন ভ'রে
একবার শক্তি-পাদ-পদ্মে চাও !

২৫

চিতা জ্বলে ধূ ধূ !—হরিবোল হরি !—
পুড়ে শব-দেহ !—শোকের উচ্ছ্বাস !—
ছুটে অশ্রুধারা !—মরি মরি মরি !—
হায়, এ কি হ'ল !—ঘোর সর্ব্বনাশ !—
গর্জ্জে শোক-সিন্ধু !—বিশ্ব অন্ধকার !—
ভাঙ্গিল হৃদয় !—গেল মহাধন !—
চিত্ত চমকিত !—ভীষণ ব্যাপার !—
অন্তরাত্মা কাঁপে !—ব্যাকুল জীবন !

২৬

ভস্মীভূত হ'ল, দেখিতে দেখিতে,
ত্রিদিবের শক্তি, ত্রিদিব-জীবন।
সুবর্ণের রাশি অনল রাশিতে
গ'লে গেল বুঝি জন্মের মতন !
চিতা-ভস্ম লহ, ত্রিদিব-সন্তান,
মাখ সর্ব্ব-দেহে, কাঁদ উচ্চস্বরে ;
আজি রে ত্রিদিব গভীর শ্মশান !
এ দৃশ্য হয়নি যুগ যুগান্তরে।

২৭

বাছি' বাছি' নে রে পোড়া অস্থিরাশি,
মালা গাঁথি' গলে পর রে সকলে।
জপ এই মালা, জপ দিবানিশি ;
সিক্ত কর সদা নয়নের জলে !
জপ এই মালা—হয় ত ইহাতে
হ'বে কালে নব শক্তির সঞ্চার
গিরি-সুতা সম ; হইবে তাহাতে
শকতি-বিহীন ত্রিদিব-উদ্ধার।

ভালবাসার পরিণাম।

১

'ভালবাসা' এ মধুর এ স্বর্গীয় নাম
কে জানে এমন হ'বে, হায় !
'ভালবাসা' আদি-সুধা—বিষ-পরিণাম,
প্রাণ যায় যায় !
ভালবাসা ভাল ক'রে, শিখে হ'ল এই পরে,
সর্ব্বস্ব আমার, হায়, গেল রে !
অমৃত গরল হ'ল, কল্পতরু বিষফল
উগারিয়ে দিল রে !

২

৬২। প্রিয়তম!—না না—
তব চিত কিসে বল নিরমিত,
নব-আকারে তুমি কোন্ নিশাচর?
যারে দেখা'য়ে আশা, বিষে মাখি' ভালবাসা,
প্রাণের জীবনী শক্তি করিলে অন্তর!
চিনিতে না পারি, হায়, পড়িনু তোমার পায়,
বিনি-মূলে বিকাইয়ে প্রাণ কলেবর,
কে জানে সুবর্ণকোষে হেন বিষধর?

৩

যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
মনে আছে?—তব মনে স্বপনের প্রায়।
কিন্তু আমি ভুলি নাই, মনে গাঁথা সর্ব্বদাই,
যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
কি-যে সেই দিন মোর—কি কহিব, হায়!
শিখিনি এমন কথা, সেই মম মন-গাঁথা
প্রথম-সাক্ষাৎ-ভাব শুনাই তোমায়;
কভু যে পারিব,—তা'রো আশা বা কোথায়?

৪

নয়নে নয়নে সেই প্রথম দর্শন
(পূর্ব্বে এ জীবনে যাহা ঘটেনি কখন)
কি-যে করেছিল মোরে, ক'ব তা' কেমন ক'রে,
অভিধানে কথা কই দেখি না এমন,
জানি না, অথচ জানি—কি-যে সে দর্শন।
যেই খানে সেই দেখা, সেখানে অমৃত-মাখা,
দেখিনু স্বর্গীয় এক মূর্ত্তি অতুলন;
সেই মূর্ত্তি তুমি;—কিন্তু কোথায় এখন্?

৫

নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়—ক্রূর—বিষাক্তহৃদয়!
কই সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি?—এ যে বিষময়!
কই সে স্বর্গীয় চিত্র, অনুপম সুপবিত্র,
পরাণ-ভুলান দৃষ্টি কই, নিরদয়?
অক্ষয় ভাবিনু যা'রে—এবে তা' বিলয়।
সে দিন তোমারে দেখে, বিশ্বাস-পীযূষ মেখে
মনের সহস্রমুখে, ভাবিনু নিশ্চয়,—
দুখের জগতে সুখ-মূর্ত্তির উদয়।

৬

ভুলিলাম একেবারে না ভাবি' পশ্চাৎ,
বুঝি নাই শেষে পা'ব বিষম আঘাত;
বুঝি নাই যেই ঘন বারি করে বিতরণ,
সেই ফের করে শিরে অশনি নিপাত;
বুঝি নাই আগে দেখে যাহারে হৃদয়ে রেখে,
জ্বলন্ত অনলে বক্ষ হ'বে ভস্মসাৎ,
শুকাইবে মন-ভরা আশার প্রপাত।

৭

হা কঠিন! হা বঞ্চক! হায়, প্রতারক!
অমৃতের হেমভাণ্ডে জ্বলন্ত পাবক!
এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেই ক্ষণে
সরিলে না?—ফেলিতাম নয়নে পলক,
যত্নে করতল ঢাকি' মুদি' থাকিতাম আঁখি,
নাহি দেখিতাম আর বাহির-আলোক,
যে আলোকে তব সম জীবন-শোষক!

৮

প্রণয়—কি ভয়ানক! কূটপ্রস্রবণ!
দিন নাই, রাত্রি নাই, প্রবাহি'ছে সর্ব্বদাই,
অস্ফুট অশ্রুত, তবু গভীর গর্জ্জন!
চঞ্চল প্রবাহে যা'র ঢালি' প্রাণ মন,
শীতল হইব ভেবে, পুড়িনু এখন!
মিছে কেন ভালবাসা, দেখা'য়ে আমার আশা,
ফলবতী না হইতে, করিলে ছেদন,
কে জানে তোমার প্রাণ কঠিন এমন!

৯

এই না নয়ন তব?—তুমি যে নয়নে
সেই যে-কি দৃষ্টি-রেখা, ঢালিয়ে সাধিলে দেখা,
হইলে "আমার" বিনা বাক্য-আলাপনে?
এই না নয়ন সেই? আমি যে নয়নে
আমার নয়ন রাখি' অনিমেষ চেয়ে থাকি'
তোমা ছাড়া ভুলিলাম যা' আছে ভুবনে,
হইনু "তোমার"—আজো তাই জানি মনে।

১০

কিন্তু, তুমি, হা কঠিন! ছলিয়া আমায়,
কোথায় চলিলে আজ কাটিয়া মায়ায়?
তদ্গত জনেরে ভুলি' কাপট্যের দ্বার খুলি',
কেমনে পশিলে তা'য়, কিসের আশায়?
যেও না—চরণে ধরি, যেও না—পরাণে মরি,
যেও না—যেও না—শত শপথ তোমায়,
তুমি গেলে আর মোর কে আছে কোথায়?

১১

প্রাণের ভিতরে মোর—মনের ভিতরে
কিছুই ত রাখ নাই এক এক ক'রে
ল'য়েছ সকলি তুমি, বল দেখি, তবে আমি
খালি প্রাণে—খালি মনে, কি আশ্রয় ধ'রে
থাকিব নির্দ্দয়! এই সংসার ভিতরে?
খালি ক'রে প্রাণ মন, দিয়াছি সকল ধন,
খালি প্রাণে—খালি মনে কত যত্ন ক'রে
রেখেছিনু এক ধন স্বর্গীয় আদরে।
কি সে?—আর কিছু নয়, ও কঠিন নিরদয়!
তোমারি সে 'ভালবাসা' জীবনের তরে।

১২

কিন্তু, হায়, তোমা হেন ছলের ছলনে
নিজেরো সর্ব্বস্ব গেল, ছলিত বচনে।
তুমিও যা' মোরে দিলে, তা'ও ফের কেড়ে নিলে
এ কাপট্য-খেলা খেলে, রাখিলে ভুবনে
দত্তাপহারীর চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে!
আমার সমান যেই, দেখুক নয়নে সেই,
আমার নয়ন ল'য়ে তোমা হেন জনে,—
দত্তাপহারীর চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে!

১৩

স্বর্গীয় রতন যাহা, মূল্য নাই যা'র,
হেন প্রেম কেন এল ভূতল মাঝার।
যেখানে তোমার মত অপ্রেমিক অবিরত
প্রেম-প্রিয় জনে ছলে নির্দ্দয় হইয়া,
কেন সে ভূতলে প্রেম মরিল আসিয়া!
যে প্রেমেরে রক্ষা করা, যে প্রেমের প্রেম ধরা,
প্রকৃত প্রেমিক বই সাজে না অপরে,
তোমা হেন জন তা'রে রাখিবে কি ক'রে!

১৪

প্রেম! প্রীতি!—ভালবাসা!—প্রণয়! প্রণয়!
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
রবিতপ্ত শিলা'পরে কুসুম কেমন ক'রে
থাকিবে সরস?—হায়, শুকাইয়া রয়!
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
যথায় বঞ্চক-বক্ষ, কে তথায় তব পক্ষ?
যেখানে ছলনা-স্রোত পলে পলে বয়,
সে মানবভূমি তব বাসভূমি নয়!

১৫

হা কঠিন! ভুলাইয়ে মজা'লে আমায়;
ধাঁধিলে নয়ন মম বিদ্যুৎ-আভায়।
বুঝা'য়ে অমৃতাশয়, মহামরীচিকাময়
মরুভূমে ফেলি' মোরে পালাও কোথায়?
পালা'য়ো না—পালাইলে—দলি' মোরে পায়!
উহু, এ কি হ'ল, হায়, প্রেমচোর ওই যায়,
তুইও তবে কেন, হায়, যাস্নি, রে প্রাণ?
জীবনে মরণ—ভালবাসা-পরিণাম!

ভুলিব না।

১

হীরকের মালা গগনের গলে
ঝিকিমিকি করি' জ্বলিয়া উঠে;
ধীর সমীরণ গগনের তলে
চলি' চলি' ফুল-সুরভি লুঠে।

২

তমসবসনা গভীর যামিনী
মুখখানি ঢাকি' আঁচল-তলে,
কোন্ অভিমানে হ'য়েছে মানিনী,
ভাসা'য়ে নয়ন শিশির-জলে?

৩

আঁধারের স্রোত চারি ধারে ধায়,
আলোক-আভাস নাহিক আর,
আঁধারের কোলে জগত ঘুমায়,
আকাশে ঝুলি'ছে আঁধার-ভার।

৪

বাতায়ন খুলি', আপনার মনে
কত কি ভাবিয়া র'য়েছি ব'সে;
কত নিশি চিন্তা আসি' ক্ষণে ক্ষণে,
পুনঃ ক্ষণে ক্ষণে যাই'ছে ভেসে।

৫

ভাবিনু আকাশ, ভাবিনু পাতাল,
ভাবিনু মরত, জগত-ধাম,
ভাবিনু ভিখারী, ভাবিনু ভূপাল,
ভাবিনু অদৃষ্ট, মানব-নাম,

৬

চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, দীপ্ত গ্রহাবলী,
সর্ব্বোচ্চ হিমাদ্রি, বালুকা-কণা,
রাজার মুকুট, ভিক্ষুকের ঝুলি,
ভেকের মস্তক, ফণীর ফণা,

৭

ভাবিনু আমি কে?—ভাবিনু তুমি কে?
ভাবিনু আমার তোমার মন,
ভাবিনু জনম, ভাবিনু মরণ,
ভাবিনু রাজার বিপুল ধন,

৮

নারীর নয়নে পুরুষের রূপ,
পুরুষের চোখে কিরূপ নারী,
তন্ন তন্ন করি' ভাবিতে লাগিনু,
উথলি' উঠিল ভাবনা-বারি,

৯

ভাবিনু স্বরগ, ভাবিনু নরক,
পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অসুখ, সুখ,
ভাবিনু প্রশংসা, ভাবিনু অযশ,
ভাবিনু হসিত, বিষণ্ণ মুখ।

১০

একে অন্ধকার, তাহাতে আবার
সংখ্যাতীত চিন্তা এরূপে মোরে

করিল আকুল, নারিলাম আর
চিন্তারে হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে।

১১

এই সব চিন্তা অন্ধকার-সনে
একীভূত হ'য়ে মিলা'য়ে গেল,
অন্ধকার যাহা, এই সবো তাহা,
এই নব ভাব মনেতে এল।

১২

যা' কিছু ভাবিনু, সবি অন্ধকার,
অন্ধকার আর কিছুই নয়,
উজ্জ্বল আলোক—তাও অন্ধকার,
অন্ধকারে বিশ্ব সমষ্টিচয়।

১৩

গঠিত অনন্তকালের কারণে।
মহাশিক্ষা, অহ, আজের ঘটনা,
সম্বন্ধ য'দিন শরীর জীবনে,
এই অন্ধকার কভু ভুলিব না।

কে তুমি?

১

কে তুমি লতিকাকুঞ্জে বসি' একাকিনী
গুন্ গুন্ স্বরে গীত
গাইয়া আপন চিত
করিতেছ পুলকিত, অয়ি সুহাসিনি?
কৌশেয় অঞ্চলে ফুল সঞ্চয় করিয়া,
বিনা ডোরে গাঁথ মালা মন মিলাইয়া?

২

হা দেখ, সুন্দরি! আজ নিরখি' তোমায়,
চল-বায়ু অন্য স্থলে
ভুলেও নাহিক চলে,
খেলা করি' তব পাশে লতিকা দোলায়;
গুমটে জগত-জীব আকুলিত মন,
তোমারি নিকটে শুধু চলে সমীরণ।

৩

ভ্রমিয়া আইনু আমি বাগানে বাগানে,
কোনখানে কোন ফুলে
মুহূর্ত্ত-তরেও ভুলে
না পাইনু ঘ্রাণলেশ, তৃষিত পরাণে,
তোমারি আঁচল-ভরা ফুলেই কেবল
ছুটি'ছে সুরভিরাশি, মানস চঞ্চল।

৪

কোথাও না দেখিলাম একটিও গাছে
ফুটিতে একটি ফুল,
ঝঙ্কারিতে অলিকুল,
তব লতাকুঞ্জে শুধু ফুল ফুটে আছে,
এখানেই ফুলে ফুলে অলিকুল মেলি'
মৃদুমন্দ গুঞ্জরণে করিতেছে কেলি।

৫

পাপিয়া, কোকিল, শ্যামা, হায় রে, কোথাও
শ্রবণ বিবরে মম
না বর্ষিল সুধাসম
কূজন, উড়িল নাহি হইয়া উধাও;
এই কুঞ্জে, তব পাশে, অয়ি বরাননে!
যেখানের যত পাখী মজি'ছে কূজনে।

৬

কা'র তরে গাঁথ হার?—কে তুমি, রূপসি?
কা'র কণ্ঠ সাজাইতে
বাসনা ক'রেছ চিতে?
কা'র তরে কুঞ্জে তব শোভে মুখশশী?
আশারে দ্বিভাগ করি' কাহার কারণে
এক ভাগে গাঁথ ফুল—অন্য ভাগ মনে?

৭

তুলি'ছ—ফেলি'ছ ফুল—তুলি'ছ আবার,
হে সুন্দরি! কা'র ছবি
অন্তর-ফলকে ভাবি',
গেঁথেও—হয় না গাঁথা মনোমত হার?
যে করেছে অধিকার তোমার হৃদয়,
সেই বুঝি বলিতেছে,—মালা ভাল নয়?

৮

সে যদি প্রকৃত প্রেমী, তবে কি কারণ
তোমার মালিকা নিতে
বাসনা করি'ছে চিতে,
তোমার সরল চিতে থাকিয়া এখন্?
সে যদি তোমায় ছাড়ি' এই মালা লয়,
তা' হ'লে নিশ্চয় জেন,—সে তোমার নয়।

৯

তোমারে ছাড়িয়া, যা'র বাসনা মালায়,
বল দেখি, তবে মোরে,
সে তব কেমন ক'রে?
তা'র ভালবাসা কই নিবসে তোমায়?
সে যদি প্রকৃত প্রেমী—সে যদি তোমার,
তবে সে ছাড়ুক আশা এ ফুল-মালার।

১০

বুঝেছি তোমার মন, হে সুন্দরি বালা!
তুমি বড় সুচতুরা,
প্রেমিক-পরীক্ষা করা
উদ্দেশ্য তোমার, তাই গাঁথিতেছ মালা।

মনোমত করি' ফুল করহ গ্রন্থন,
পরীখ তোমার সেই প্রেমিক কেমন।

স্বদেশ-প্রিয়ের শেষ দেখা।

১

জনম আমার ওই গঙ্গার সুন্দর কূলে ;
যেখানে বিহঙ্গদল গান গায় মন খুলে ;
যেখানে পবিত্র নদী
কলনাদে নিরবধি
রবি শশী দেখি' দেখি', পারাবারে যায় চ'লে ;
যেখানে তরঙ্গমালা দোলে রে সে নদী-গলে ;
যেখানে দিনের বেলা
মানবগণের মেলা,
তটিনী-তরল-জলে তপন-কিরণ জ্বলে ;
নদী-কোলে বায়ু-বলে তরীগুলি টলমলে !

২

তপন লুকা'লে পরে, যেখানে যামিনীকালে
ঢালিয়ে কৌমুদীরাশি হাসে শশী নভোভালে ;
চাঁদের কিরণমাখা
পর্ণময়ী তরুশাখা
ছায়ার সৃজন করি', সমীরণে ধীরে দোলে ;
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, হৃদয় মানস ভোলে।
রেতে স্তব্ধ কোলাহল,
নীরব গঙ্গার জল,
ঢ'লে পড়ে গ্রামবাসী নিদ্রার কোমল কোলে,
নির্ব্বাক্ রসনা, শুধু নাসায় নিশ্বাস চলে।

৩

বিধাতার বিড়ম্বনে এ হেন সুন্দর গ্রাম
(আমার বিচারে যেন ভূতলে ত্রিদিব-ধাম)
ছাড়িয়ে যাইব, হায়,
চিত নাহি যেতে চায়,
তথাপি কি করি, অহো, বিধাতা আমারে বাম,
ঘুচাইলা বুঝি তিনি এ গ্রামে আমার নাম !
আশা ছিল মনে মনে,—
বান্ধব নিচয় সনে
আরো কিছুকাল র'ব ; হতাশ্বাস হইলাম ;
বাসনা বিফল হ'ল ; চির তরে চলিলাম।

৪

চলিলাম চির তরে ;—ছাড়িলাম যত আশা ;
ভুলিলাম সকলের সুধামাখা ভালবাসা !
খুলিলাম অলঙ্কার,
(সারহীন অহঙ্কার !)
ত্যজিলাম রসনার চাটু রসময়ী ভাষা ;
চলিলাম চির তরে ;—ছাড়িলাম যত আশা।
যে দিকে নয়ন যা'বে,
যে দিকে অন্তর ধা'বে,
সে দিকে আমার গতি ; যথা সরিতের দশা।
কি লাভ বাড়া'য়ে শুধু অন্তহীনা কু-পিপাসা ?

৫

অয়ি গো জাহ্নবি, তুমি আমার জনম-দিনে
কতই বাজা'লে ধীর নিনাদে মধুর বীণে ;
তরঙ্গে তরঙ্গ ফেলি'
কতই করিলে কেলি,
হুলাহুলি দিলে কত আমারে আশীষ সনে ;
ভুলি নাই, জননি গো, এখনো তা' জাগে মনে।
যত দিন র'বে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
কি আছে আমার আর তোমার চরণ বিনে ?
এ সুদীনে, দয়াময়ি, রেখেছ চরণে কিনে।

৬

কিন্তু যাইবার কালে—এই আমি যাই যাই—
গুটিকত কথা আজ তোমারে সুধা'য়ে যাই ;—
জনম-ভূমির মাটী
সুপবিত্র পরিপাটী,
খাঁটি সোণা ছাড়া আমি মাটী ব'লে ভাবি নাই ;
আজ কেন হেন হ'ল ? মনে মনে ভাবি তা'ই।
আছিলাম যত দিন
জড়সম জ্ঞানহীন,
ভাবিতাম তত দিন ইহারে সুখের ঠাঁই ;
এবে আর নয় ;—এ যে অসীম অনন্ত ছাই !

৭

এ ভূমির যশোগান, এই যে খানিক আগে
গাইলাম মন খুলে হৃদয়ের অনুরাগে।
প্রশংসিনু যেই মুখে,
পুনরায় সেই মুখে
মনোদুখে নিন্দা করি ঘোরতর সবিরাগে,
আমি তো কৃতঘ্ন তবে বিশাল ভূতল-ভাগে !
তা' নয়, কৃতঘ্ন নই,
এ জনম-ভূমি বই
স্বর্গও আমার মনে ক্ষণতরে নাহি জাগে ;
হৃদয় অঙ্কিত মোর এ ভূমির স্নেহ-দাগে।

৮

এমন সুখের ধন, তবু তা'র নিন্দা গাই ?
গাইবার হেতু আছে, কুযশ গাই যে তা'ই।—
আমার জনম-ভূমি,
এই কথা বলি আমি,

কিন্তু রে আমার হেথা কিছু অধিকার নাই,
পর-কর-গত ইহা, আমাদের আর নাই!
নরক ব্যতীত তবে
কে এরে স্বরগ ক'বে?
এ হেতু এখানে আর থাকিবারে নাহি চাই,
এ হেতু এ ভূমি হ'তে এই আমি যাই যাই।

৯

যাই আমি তেয়াগিয়ে এ দেশের মায়ামোহ,
হাসির বদলে সাথী করিয়ে লোচন-লোহ!
সদাই ইহার তরে
গাই গে কাতর স্বরে
ভৈরবীতে দুখ এর, ভেদিয়ে গগন-দেহ,
গাইয়ে শুনিব নিজে, যদি নাহি শুনে কেহ।
য'দিন চেতনা র'বে,
য'দিন শোণিত ব'বে,
য'দিন বিনাশ নাহি হইবে মাটীর দেহ,
দুখের সঙ্গীত এর গাইব রে অহরহ।

১০

সঙ্কল্প করেছি আমি স্থলে, জলে, ঘোর বনে
ইহার দুখের গান গাইব দুখিত মনে;
প্রতি লোমকূপ যদি
কথা কয় নিরবধি,
কহিব ইহার দুখ সবারে, তা'দের সনে;—
জনম-ভূমিরে মোর পরে শাসে কু-শাসনে!
আমার জনম-ভূমি
ভূতলে স্বরগ-ভূমি,
এবে রে নরক-ভূমি, বিদেশীর প্রপীড়নে।
গাইব এ গান সদা অতীব দুখিত মনে।

১১

যে জিহ্বায় সুখ এর করিয়াছি বরণন,
সে জিহ্বায় দুখ এর ক'ব এবে প্রতিক্ষণ।
নয়নের নীর সহ
গা'ব শোকে অহরহ;—
আমার জনম-ভূমি বিষাদের নিকেতন,
আমার জনম-ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন;
বিদেশীয় দস্যু এসে,
দ্বিতীয় যমের বেশে
প্রতিপলে করে এরে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন;
আমার জনম-ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন!

১২

র'ব না এ দেশে আর, কি লাভ থাকিলে হ'বে?
জনম-ভূমির দুখ চিত মোর নাহি স'বে।
ভাগীরথি; থাক তুমি,
থাকুক জনম-ভূমি,
থাকুক পাদপ লতা, থাকুক অপর সবে;
কেবল আমার চিত হেথা আর নাহি র'বে।
যে দিকে নয়ন যা'বে,
যে দিকে এ মন ধা'বে
সে দিকে আমার গতি; জননি গো, যাই তবে,
অন্তিম বিদায় দাও;—যা' হ'বার, তা'ই হ'বে।

১৩

সে দিন যাহারে আমি ভাবিতাম শশী-রাকা,
নিদাঘে মরুভূ মাঝে কিসল-ভূষিত শাখা;
সে জনম-ভূমি কি না
পরবশে দীনা হীনা,
পরের পীড়ন সয়, বদনে বিষাদ-মাখা!
বিহগিনী কাঁদে যেন কাটিলে যুগল পাখা!
যাই তাই, যদি পারি
মুছা'তে এ আঁখি-বারি;
আসিব আবার তবে ফিরা'য়ে ললাট-লেখা;
নতুবা এ জন্মে মোর এই দেখা—শেষ দেখা।

ভারত-ভাগ্য।

১

ধূলি-ধূষরিতা, মলিন-বসনা,
শীর্ণতম দেহ একটি অবলা
(কি জানি, কি ভাবি') মুদিত-নয়না,
উঠিবারে চায়—বাসনা বিফলা!
জীর্ণ যষ্টি'পরে ধীরে ভর দিয়া,
অই যে আবার উঠে কাঙ্গালিনী!
বয়সে প্রাচীনা, পড়ি'ছে টলিয়া,
হাঁটু ধরি' পুন দাঁড়ায় দুখিনী।

২

প্রায় উঠে উঠে, এমনি সময়,
পক্ক-কেশাবৃত-শ্রবণ-বিবরে
কি কথা পশিল; কাঁপিল হৃদয়,
যষ্টিসহ ভূমে পড়িল কাতরে!
জ্ঞানহারা হ'য়ে হইল মূর্চ্ছিত;
জীবিত কি মৃত কে বলিতে পারে?
জীর্ণ যষ্টিখানি হ'ল দ্বিখণ্ডিত,
আধখানি ভূমে—আধখানি করে!

৩

এমন সময়ে ভীম দেহ ধরি',
দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস ছাড়িল হুঙ্কার;
বম্বে, মান্দ্রাজ উঠিল শিহরি',
প্রতি ঘরে লোকে করে হাহাকার!

ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া উঠিল,
দুর্ভিক্ষের ভয়ে অন্ন নাহি মিলে ;
শত শত লোক শুকা'য়ে মরিল;
ভাসে দুই রাজ্য নয়ন-সলিলে !

৪

ওদনের তরে জননীর কোলে
কাঁদে শিশু, মাও কাঁদে তা'র সনে !
নাহি সরে বাক্—সান্ত্বিবে কি ব'লে ?
শিরে করাঘাত !—সলিল নয়নে !
জঠর-জ্বালায় ছুটি'ছে বাহিরে
কুলাঙ্গনাগণ, লজ্জা পরিহরি' ;
ভিক্ষা মাগে, ভাসি' নয়নের নীরে !
কে দিবে রে ভিক্ষা ?—সবাই ভিখারী !

৫

মুষ্টিমেয় অন্ন পাইবার তরে,
মণি-মুক্তা-হেম-রজত-ভূষণ
দিতে চায়, মায়া ছাড়ি' অকাতরে ;
কিবা ফল তা'য় ?—কে করে গ্রহণ ?
মানী মান ত্যজি' অন্ন-ভিক্ষা চায় ;
শত্রু মিত্র সবে হইল সমান ;
লক্ষ্মীছাড়া দেশ—দুর্ভিক্ষের দায় ;
শরীর ছাড়িয়া পালায় পরাণ !

৬

এই ত ও দিকে ; এ দিকে আবার
উঠিল ঝটিকা পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ;
তরুগৃহচয় হ'ল চূরমার ;
ক্রোধিত পবন হুঙ্কারিয়া ধায় !
উঠিল সাগর গর্জ্জি' অকস্মাৎ ;
নভঃস্পর্শী ঢেউ বেলা বিলঙ্ঘিল ;
দুই লক্ষ নর হইল নিপাত !
সংখ্যাতীত পশু ডুবিয়া মরিল !

৭

লোমহরষণ ভীষণ ব্যাপার !
কত সতী, হায়, হারাইল পতি !
সতী হারাইল কত অভাগার !
পুত্রহীনা হ'ল কত পুত্রবতী !
কত জনপদ হইল শ্মশান !
প্রাসাদ, কুটীর ভাসি' গেল জলে !
লোকময় গ্রাম মরুর সমান !
মড়া ছড়াছড়ি সলিলে, ভূতলে !

৮

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের রোদন,
প্লাবন-পীড়িত লোকের চীৎকার
নিমেষে ছাইল অসীম গগন ;
অহ কি ভীষণ—বিষম ব্যাপার !
মূর্চ্ছিতা রমণী হঠাৎ অমনি
ঘোর কোলাহলে চেতনা লভিল ;
শ্রুতি-পথ দিয়া রোদনের ধ্বনি
সরল অন্তরে পলকে পশিল।

৯

আবার অবলা উঠি' ধীরে ধীরে,
চাহিয়া দেখিল কাতর-নয়নে ;
ভাসিল হৃদয় নয়নের নীরে,
পূর্ব্বকথা পুন জাগরিত মনে।
নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল তখন ;—
"হেন দৈববাণী কেন রে শুনিনু ?
বিধি-বিড়ম্বনে মম পুত্রগণ
মরিল সহসা !—রোধিতে নারিনু।

১০

"হা হতভাগিনী আমি রে ধরায়,
শত শত সুত গেল কালগ্রাসে !
এ দেখেও প্রাণ নাহি বাহিরায়,
আমারেও কাল কেন না বিনাশে ?
ও কি শুনি—অ্যাঁ—ও কি রে ওখানে—
কেন রাজবাদ্য বাজিয়া উঠিল ?
আনন্দের ধ্বনি ছুটি'ছে গগনে,
দুখিনীর শোকে কে সুখে হাসিল ?

১১

"এ ঘোর বিপদে—দিল্লী নগরীতে
কেন লোকারণ্য—কিসের ঘটনা ?
রাণী ভিক্টোরিয়া উপাধি লভিতে,
মম শোকে সুখে দিলেন ঘোষণা ?
এ কি বিপরীত !—এ কি অনুচিত !
এ কি ভিক্টোরিয়ে, ইংলণ্ড-ঈশ্বরি !
দয়াময়ী নাম কেন কলঙ্কিত
করিলে লোভেতে, সুযশ পাসরি' ?

১২

"ক্ষান্ত হও, রাণি, ক্ষণেকের তরে,
রাজবুদ্ধি ধর—কেন অবিচার ?
আমি অভাগিনী—আমার উপরে
কি দোষে, রাণি গো, এত অত্যাচার ?
আমোদ করার এই কি সময় ?
এই কি সময় হাসিবার তরে ?
বুঝেছি, তুমি গো পাষাণ-হৃদয়,
পর-শোকে সুখী ধরণী ভিতরে !

১৩

"একবার চাও, যদি দয়া থাকে,
বম্বে, মান্দ্রাজে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়
শত শত লোক সরোদনে ডাকে,
এ ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমায়!
রাজ-শ্রুতি কি গো, বধির হইল?
মাতিল কি চিত এতই আমোদে?
প্রজাকুল কাঁদি' দ্রবিতে নারিল
হৃদয় তোমার, পড়িয়া বিপদে?

১৪

"আজি হ'তে আর ধরার ভিতরে
রমণী-হৃদয় কোমল বলিয়া
কে বা বিশ্বাসিবে ভুলেও অন্তরে?
কি সুখ লভিলে কলঙ্ক রাখিয়া?
রাজার অন্তর প্রজার রোদনে
যদি না দ্রবিল ক্ষণেকের তরে;
তা'র চেয়ে ভাল বসতি কাননে,
শোণিত-লোলুপ পশুর গোচরে!

১৫

"দৈব-বিড়ম্বনে অদৃষ্ট আমার
না-জানি কি পাপে পুড়ে হ'ল ছাই!
তা'ই তুমি কর এত অবিচার,
হৃদয়ে তোমার দয়া-লেশ নাই!
মৃতপ্রায় আমি, চাও একবার,
পুণ্য বই পাপ হ'বে না ইহায়;
রাখ রাখ, রাণি, মিনতি আমার,
বৃদ্ধা আমি—দয়া উচিত আমায়!

১৬

"অতুল বিভব—রাজত্ব অসীম,
সাম্রাজ্যে তোমার চির সূর্য্যোদয়;
কিন্তু তুমি নিজে দয়ামায়াহীন,
হৃদি-রাজ্য তব অন্ধকারময়!
জানিলাম, হ'লে সংখ্যাতীত ধন,
জানিলাম, হ'লে বিশাল রাজত্ব,
দয়াশূন্য হয় মানব-জীবন,
সুদূরে পালায় সুযশ, মহত্ত্ব!

১৭

"সে ধনে রাজত্বে কিবা ফলোদয়,
যে ধনে রাজত্বে দয়ারে তাড়ায়?
দারিদ্র্য তা' হ'তে সুন্দর নিশ্চয়,
যদি দয়ালোক তাহে দেখা যায়।
উপাধি লভিয়া কীর্ত্তি রাখিবারে
কেন, ভিক্‌টোরিয়ে, হইলে বিহ্বলা?
এ যে কীর্ত্তি নয়—কলঙ্কের ভারে
চির তরে তোমা' করিল অচলা!

১৮

"আগে চেয়ে দেখ অভাগীর পানে,
আগে চেয়ে দেখ অভাগীর যত
অভাগা সন্তানে, কৃপাদৃষ্টি দানে,
তা'র পর হ'য়ো আমোদে নিরত!
আগে অন্ন দাও—আগে বস্ত্র দাও,
আগে সুখী কর হতভাগ্যগণে,
আগে অভাগীর মুখপানে চাও,
তা'র পর ক'র—যা' বাসনা মনে!

১৯

"রাজনেত্রে কভু দৃষ্টির অভাব?
কখনই নয়; যে দৃষ্টি ছুটিয়া,
পররাজ্যলাভে প্রকাশে প্রভাব,
অভাগীর পানে র'বে কি মুদিয়া?
এত ক'রে ডাকি—শুনেও শুন না,
দেখেও দেখ না—এত ক'রে বলি?
উপাধির তরে ভুলিলে করুণা,
কিন্তু জেন মনে উপাধি—"বিজলী"!

২০

"অয়ি ভিক্টোরিয়ে! উপাধির তরে,
লক্ষ লক্ষ টাকা হ'বে ভস্মসাৎ!
অনা'সে দেখিবে—কে জানে—কি ক'রে,
এই কি গো হ'ল তব প্রসাদাৎ!
এই অর্থ যদি এ বিপদ কালে
দীন প্রজাগণে করিতে প্রদান,
অযুত 'এম্প্রেস্' উপাধির মালে
তব কণ্ঠদেশ হ'ত শোভমান্।

২১

"কই—তা' ত, হায়, হ'ল না—হ'ল না,
যে মরে—মরুক!—কি ক্ষতি তোমার?
দীন প্রজাগণে এ তব ছলনা—
দয়া প্রদর্শন!—রাজার বিচার!
হা হতভাগিনী, জনমদুখিনী
আমি রে জন্মিনু ধরণী-তলে;
প্রভাত হ'ল না দুখের যামিনী,
আজন্ম ভাসিনু নয়ন-জলে!

২২

"রবি যদি উঠে পশ্চিমে কখন
হিমালয় যদি শূন্যে উড়ে যায়,
(তা'ও রে সম্ভব) সৌভাগ্য ঘটন
হ'বে না কখনো অভাগীর, হায়!

নিদারুণ বিধি ! কি বিধি তোমার ?
ভারতের ভাগ্য কি দিয়ে গড়িলে ?
এই কি নৈপুণ্য ভাগ্য গড়িবার ?
ভারতের ভাগ্যে এই কি লিখিলে ?"

২৩

এই কথা বলি' ত্যজিলা নিশ্বাস,
নেত্র নিমীলিয়া কি ভাবিলা মনে ;
আবার পড়িলা হইয়া হতাশ,
জ্ঞান হারাইলা মূর্চ্ছা-পরশনে !
বম্বে, মান্দ্রাজে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়
কাঁদে প্রজাকুল হাহাকার করি' !
এখানে দিল্লীতে ঠিক বিপরীত ;—
"রাণী ভিক্টোরিয়া—'ভারত-ঈশ্বরী' !"

বঙ্গ-বধূর কুন্তল।

১

সাবাস্ বিধাতা, সাবাস্ চাতুরী !
সাবাস্ তোমার দৈব কারীগরী !
সৃজিলে এ বঙ্গে বঙ্গের সুন্দরী
কি জানি কি রঙে লেপিয়া অঙ্গ !
গড়েছ নয়নে বঙ্কিম চাহনি,
গড়েছ অধরে সুধার হাসনি,
সকলের চেয়ে গড়েছ শিরসে
অসিত কুন্তল—খেপিল বঙ্গ !

২

সাবাস্ সাবাস্ বঙ্গ-যুব-কুল,
বধূর কুন্তলে প্রণয়ের মূল !
ছুটেছ বাগানে তুলিবারে ফুল,
যতনে কুন্তল সাজা'বে ব'লে ?
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যজি' ফুল রাশি রাশি
তুল, বঙ্গ-যুবা !—তুল দিবানিশি,
গাথি' চারু হার, কুন্তল-জলদে
সাজাও কুসুম-বিজলী-মালে।

৩

দেবতার পদ পূজার কারণে
কে বলে কুসুম ফুটে উপবনে ?
যদিও তা' ফুটে অন্য কোন স্থানে
দেবতার পদ শোভার তরে ;
বঙ্গের বাগানে যত ফুল ফুটে,
বাগান ছাড়িয়া দূরে গন্ধ ছুটে,
বাঙ্গালি-যুবার হৃৎকম্প উঠে,
বধূর কুন্তল মানসে পড়ে।

৪

ওহে বঙ্গ-যুবা, কেন আঁখি খোলা ?
চোক দু'টি, ভাই, বুজ এই বেলা,
ভাব মনে মনে বধূর কুন্তল,
সাজাইবে তুমি আজি কি বেশে।
কেন বা ভাবিবে ?—কিসের ভাবনা ?
শিখেছ ইংরেজি জ্যামিতি, গণনা,
পেয়েছ ইংরেজি সভ্যতার রস,
কুন্তল সাজ'তে ভুল কি শেষে ?

৫

ভুল না—ভুলিলে কলঙ্ক হইবে,
বৃটনীয় গুরু অসভ্য বলিবে,
তা' হ'লে তোমার নির্ম্মল জীবনে
মলভার, ভাই, মিশিয়া যা'বে !
জাতীয় আচার, জাতীয় গৌরব
একই নিশ্বাসে উড়া'য়েছ সব ;
জাতীয় যা' কিছু—ভুলেছ সকলি,
জাতীয়ের 'জা' কে বল ভাবে ?

৬

গাঁথ ফুলমালা বিলাতী ধরণে,
বধূর কুন্তলে জড়াও যতনে,
নয়ন মুদিয়া ভাব মনে মনে,
নয়ন খুলিয়া আবার চাও ;
এক দৃষ্টে পাছে চাহিলে কুন্তলে,
মূর্চ্ছা গিয়া ঢ'লে পড় হে ভূতলে !
চিকুরে র'য়েছে তাড়িতাকর্ষণ,
আকর্ষিলে পাছে জ্ঞান হারাও।

৭

কিসেরি বা জ্ঞান ?—কেন বা হারা'বে ?
থাকিলে সে জ্ঞান কেনই বা চা'বে
অনিমেষনেত্রে বধূর কুন্তলে,
অজ্ঞানের দাস বাঙ্গালি-যুবা ?
সুগন্ধবিহীন পলাশ যেমন,
বঙ্গযুবকুল জ্ঞানেও তেমন !
জ্ঞানের আকর বধূর কুন্তল,
সাজাও কুসুমে রজনী দিবা !

৮

বঙ্গযুবগণ ! কি ভয় অন্তরে ?
পড়িবে যখন বিপদ-সাগরে,
বধূর কুন্তল ছিঁড়ি' গাছ কত,
যতনে বাঁধিও ধনুর গুণ !
বধূর নখরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ,
ধনুতে বসা'য়ে, পূরিও সন্ধান ;

নিশ্চয় মরিবে দুস্‌মন্‌কুল,
তোমাদের, যুবা, এমনি গুণ!

৯

বধূর কুন্তলে এত যে যতন
কি হেতু, বুঝিতে পেরেছি এখন;—
অতি সূক্ষ্মতর বধূর কুন্তল,
বাঙ্গালি-যুবার ক্ষমতা তা'ই।
বধূর কুন্তল নাহি সহে ভর,
বাঙ্গালি যুবার তেমনি অন্তর;
বধূর কুন্তল অসিতবরণ,
বাঙ্গালি যুবার জীবনো তা'ই!

১০

বধূর কুন্তল কুসুমের থাকে
আঁটা আছে যেন জিলিপীর পাকে!
বাঙ্গালি-যুবার টন্‌টনে জ্ঞান
জিলিপীর পাকে তেমনি বাঁকা!
তা' না হ'লে আজো এত দেখে শুনে,
তা' না হ'লে আজো দেশের রোদনে
আত্মভাব ভুলি' হস্তিমূর্খ হ'য়ে
বাঙ্গালি-যুবার উচিত থাকা?

১১

বঙ্গ-যুব-কুল, এরূপ থাকিতে
যদি ভালবাস উঠিতে বসিতে,
থাক চিরকাল—যাবত জীবন
বধূর কুন্তলে জড়াও ফুল!
বিলাতি সভ্যতা তোমার ভূষণ,
দেশী ফুলে, যদি না হয় মনন,
ভিক্টোরিয়া-পদ্ম কর আহরণ,
বধূর কুন্তলে মধুর ফুল!

১২

যতনে শিখেছ বিলাতী সায়েন্স,
ল্যাভেণ্ডার আদি বিলাতি এসেন্স
বধূর কুন্তলে ঢাল ঝর ঝর,
যুড়া'বে অন্তর—পূরিবে আশা!
বধূর কুন্তল দৃঢ় নাগপাশ,
কেন কর চিন্তা?—কিসের তরাস?
বঙ্গযুবকুল, হ'য়ো না হতাশ,
বধূর কুন্তল ভরসা!

১৩

চিতোরবাসিনী বীর নারীদল
অনা'সে ছিঁড়িয়া সুচারু কুন্তল,
দিত বীরগণে ধনুর্গুণ তরে,
ইতিহাস আজো প্রমাণ, তা'র।
বাঙ্গালির বধূ বাঙ্গালির তরে
ধ'রেছে কুন্তল শিরের উপরে,
গূঢ় অভিপ্রায় অবশ্য ইহার
আছেই, তাহাতে সন্দেহ কা'র?

১৪

কি সে অভিপ্রায়, বঙ্গযুবগণ?
ছিঁড়িয়া কুন্তল কর হে রচন
দৃঢ়তম ফাঁস, গলায় বাঁধিয়া,
বধূগতপ্রাণ তেয়াগ কর!
ঘুচিবে বিষাদ, ঘুচিবে যাতনা,
কুন্তল-সেবার পূরিবে কামনা,
বাঙ্গালি-বীরত্ব ভরিবে ভুবনে,
চিরকীর্ত্তি রবে ধরণী'পর!

নব বর্ষ।

১

অদৃশ্য প্রাসাদে অদৃশ্য আসনে,
অদৃশ্য দেবতা সর্ব্বজয়ী কাল
বাজাইলা শৃঙ্গ ঘোর গরজনে,
জাগিল গগন ধরণী পাতাল!

২

গাঢ়নিদ্রামগ্ন নরনারীগণ
জাগিল সে রবে;—চমক ভাঙ্গিল,
যেমন মেলিল মুদিত নয়ন,
নূতন মূরতি সম্মুখে দেখিল;—

৩

সে মূর্ত্তি কখনো কেহই দেখেনি;
যত দিন বিশ্ব হ'য়েছে সৃজিত,
সে মূর্ত্তি কখনো দেখেনি মেদিনী;
নূতন মূরতি দিগন্তব্যাপিত।

৪

সার্দ্ধ তিন শত পঞ্চদশ দিন
এ মূর্ত্তি রহিবে মানব-জগতে,—
সে মূর্ত্তির শ্রুতি করে আবরিয়া,
পুনঃ শৃঙ্গ কাল লাগিলা বাজা'তে।

৫

থামিল সে শৃঙ্গ;—বাজিল আবার
'ব'স, বৎস! ত্বরা ধরা-সিংহাসনে,
মানবের ভাগ্যলিপির অক্ষর
পরিষ্কার কর মসী-বিলেপনে।'

৬

নব দেব-মূর্ত্তি কালের আদেশে
ধরণী-আসনে বসিলা তখনি,

দুর্ব্বিষহ ভারে থরথর করি'
কাঁপিয়া উঠিল সসিন্ধু ধরণী।

৭

চুম্বক শিলার চুম্বনে যেমতি
অচুম্বক শিলা হয় আকর্ষিত,
নরভাগ্যলিপি সহসা তেমতি
নবমূর্ত্তি-করে হইল স্পর্শিত।

৮

দেবদৃষ্টিসহ তবে সে মূরতি
নখর-আঘাতে ভাগ্য-আবরণী
বিচ্ছিন্ন করিয়া, দেখিলা সেখানে
পড়ি' আছে সূক্ষ্ম বিধির লেখনী।

৯

তুলি' সে লেখনী ঘষি' করতলে
লাগিলা খুদিতে বিধাতার লেখা,
অস্পষ্ট লিখন মূহূর্ত্তেক কালে
সুস্পষ্ট আকারে পুন দিল দেখা!—

১০

কা'র ভাগ্যলিপি দেখিয়া নয়নে,
নব দেবমূর্ত্তি চমকে আপনি;
কা'র ভাগ্যলিপি নিরীক্ষণ করি'
শোকে ঢাকা দেন ভাগ্য-আবরণী।

১১

হাসেন দেখিয়া কা'র ভাগ্যলিপি,
ক্ষণকাল পরে কাঁদেন আবার;
কা'র ভাগ্যলিপি দেখিয়া হরিষে,
করে স্পর্শ করে' ভাগ্য আপনার।

১২

দেখিলা কাহারে,—হাসে সেই জন,
কিন্তু ভাগ্যে তা'র আছে যা' লিখিত,
অতি ভয়ঙ্কর!—মুহূর্ত্তে মরণ!
দেখি' দেবমূর্ত্তি হইলা স্তম্ভিত।

১৩

ভাবিলেন মনে, বিষাদে ডুবিয়া;—
সার্দ্ধ তিন শত পঞ্চদশ দিন
ছয় ঘণ্টা কাল জীবিত থাকিয়া,
তাঁহারেও হ'বে হইতে বিলীন!

১৪

পরভাগ্যলিপি দেখিতে দেখিতে
নিজভাগ্য-ফল জাগিল তাঁহার!
লেখনী খসিয়া পড়িল ভূমিতে,
চিত্ত হ'ল মহাচিন্তার আধার।

১৫

ধরণীশাসন, ভাগ্যলিপি লেখা
ভাল লাগিল না ক্ষণকালো আর;
ফুটিয়া উঠিল বিষাদের রেখা
হরিষপূরিত বদন-মাঝার!

১৬

ভাগ্য-ভাবি-ফল ভাবিয়া তখনি
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিয়া সজোরে,
করধৃত নব মহারাজদণ্ড
ফেলিলেন ছুড়ি' মহাসিন্ধু-পারে।

১৭

করক্ষিপ্ত দণ্ড ছুটে শূন্যপথে
অচল সচল জলদ ভেদিয়া;
নীরব গগন জাগা'য়ে নিস্বনে,
চলে দণ্ড চল বায়ুরে তাড়িয়া।

১৮

ওই যা'—কি হ'ল! ওই আচম্বিতে—
রাজদণ্ড ওই দ্বিখণ্ড হইয়া,
অগ্নি উদ্গীরিয়া ছুটে তীরবেগে,
কোটি উল্কাপিণ্ড সমান জ্বলিয়া।

১৯

এক খণ্ড দণ্ড ভল্লুকের শিরে
পড়িল সবেগে,—কাঁপিল রুষিয়া!
আর খণ্ড পড়ে কেশরি-শরীরে,
কাঁপিল ইংলণ্ড হেলিয়া দুলিয়া!

২০

দণ্ডের অনলে ভল্লুকের লোম
দগ্ধ হ'য়ে গেল!—চর্ম্ম গেল জ্ব'লে!
যন্ত্রণায় ঋক্ষ ধায় প্রাণপণে,
শরীর জুড়া'তে নীল-সিন্ধু-জলে।

২১

ও দিকেও, হায়, দণ্ডের অনলে
সিংহের শরীর উঠিল জ্বলিয়া,
যন্ত্রণায় সেও শরীর জুড়া'তে
এল সিন্ধুতটে লম্ফ প্রদানিয়া।

২২

চিরশত্রু দোঁহে; তাহে পরস্পর
আগুনে পুড়িয়া নিতান্ত আকুল!
জ্বালাসহ ক্রোধ উঠিল জ্বলিয়া,
বাঁধিল সাগরে সংগ্রাম তুমুল।

২৩

অহো দেবমূর্ত্তি! অহো ভাগ্যলিপি!
অহো মহাদণ্ড! অহো কাল-পাশ!

অহো ঋক্ষরাজ! অহো সিংহরাজ!
অহো হিন্দু-নব-বর্ষ-অধিবাস!

জলদে বিজলী।

১

প্রকৃতির মত আর অভিনয় দেখা'বার
বিচিত্র ক্ষমতা কা'র আছে?—কা'রো নাই।
প্রকৃতির মত আর হাসিবার কাঁদিবার,
হাসা'বার কাঁদা'বার ভাব দেখি নাই।
এই যে প্রকৃতি সতী রূপবতী হ'য়ে অতি,
হাসিয়া হাসা'ল মোরে—হাসিল হৃদয়;
সে প্রকৃতি পুনরায় (ভাব নাহি বুঝা যায়)
কাঁদিয়া কাঁদা'ল মোরে;—জলদ উদয়।
হাসি-অশ্রু প্রকৃতির নাটকাভিনয়।

২

লুকা'য়েছে নীলাম্বর, লুকা'য়েছে দিবাকর,
লুকা'ল তা'দের সনে আনন্দ আমার,
ক্ষিপ্ত পারাবার সম জলদ ভীষণতম
উঠেছে জাগা'য়ে মোর বিষাদ আবার!
রবির আলোকে সুখে প্রেয়সীরে দূরে রেখে,
রসায়ন-চিত্র* তাঁ'র ছিলাম তুলিতে,
হেন কালে, হায় হায়, কি ক'ব সে বিধাতায়,
জলদ উদয় হ'ল আমারে ছলিতে!
প্রেয়সীর ছবিখানি তুলিতে নারিনু আমি,
মনের বাসনা মোর মনেই বিলয়,
হায়, কি কুক্ষণে এই জলদ উদয়!

৩

রসায়ন-চিত্রে আর প্রয়োজন নাই,—
প্রয়োজন ছিল—এবে দায়ে প'ড়ে নাই!
কি করি এখন তবে, কিছু যে না পাই ভেবে,
কিরূপে এ ছবি তুলি?— কা'র কাছে যাই?
ওই যা!—আবার মেঘ!—দূর কর ছাই!

৪

এস, প্রিয়ে বিধুমুখি! তোমা ধনে বুকে রাখি'
থাকি আমি তত ক্ষণ—মেঘ যত ক্ষণ,
মেঘ যদি স'রে যায়, ফের যদি নভোগায়
দেখা দেয় আশামূল লুকান তপন,
তা' হ'লে হইবে মোর বাসনা পূরণ।

৫

প্রাণময়ী কাছে এল, হৃদয় জুড়া'য়ে গেল,
হৃদয়ে বসিল মোর হৃদয়ের ধন।
ওরে খল জলধর, ঢাকি' তুই নীলাম্বর,
ঢাকি' তুই দিনকরে, কর গরজন,
আর কি ডরায় তোরে আমার এ মন?

৬

যা'রে ভালবাসি আমি—যা'র এ হৃদয়—
যে আমার—আমি যা'র দু'য়ে ভিন্ন নয়,
সে আমার হৃদি'পরে, আমি তা'রে হৃদে ধ'রে,
নয়নযুগল মুদি' হ'য়েছি তন্ময়;
জলদ উদয়ে নব সুখের উদয়।

৭

সহসা এ হেন কালে জলদ-হৃদয়ে
উঠিল বিদ্যুৎ-রেখা চমকে চকিয়ে,
অমনি প্রেয়সী মোরে বলিল জড়া'য়ে ধ'রে;—
"প্রিয়তম! ওই দেখ জলদে বিজলী।"
প্রিয়তমে! এই দেখ জলদে বিজলী।

৮

জলদে মিলা'য়ে গেল সচল বিজলী,
অচল রহিল মোর জলদে বিজলী।

মধুর মধুর।

১

মধুর মধুর বহি'ছে বায়,
মধুর কুসুম দুলি'ছে তা'য়,
আমার হৃদয় তাহার সনে
হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়।
মধুর পাখীর মধুর গান,
মধুর গানের মধুর তান,
আমার হৃদয় তাহার সনে
আপন মনে কতই গায়।
মধুর মধুর চলি'ছে মেঘ,
মধুর পবনে মধুর বেগ,
আমার হৃদয় তাহার সনে
এ দিক্ ও দিক্ সে দিক্ ধায়।
মধুর নদীর মধুর জল,
মধুর গাছের মধুর ফল,
আমার হৃদয় তা'দের সনে
মধুর মতন মিশিয়া যায়।

২

মধুর মতন মিশিয়া যায়?
মধুর মতন মিশিয়া যায়।
ওই যে দেখ নদীর তটে
রূপের ছটার ঘটা ওঠে,
তাই নিরখি' হৃদয় মোর

* ফটোগ্রাফ্, (Photograph)।

নদীর মধুর জলের মত,
গাছের মধুর ফলের মত,
মধুর মধুর মধুর মত
মধুর নেশায় মধুর ঘোর।

৩

আমরি কি শোভার ডালি,
জলের ধারে তড়িৎ কেলি!
আমরি কি মধুর হাসি,
পরাণ দিয়ে ভালবাসি,
গগন-শশী ওই রূপসী?
উঁ হুঁ—গগন-শশী নয়,
সে শশী কি এমন হয়?
নিশার মসী সে চাঁদ হরে,
দিনের বেলায় পালায় দূরে,
মলিন মুখে মিলায় হাসি।

৪

আজের এ চাঁদ নূতনতর,
দিনের বেলায় উজল কর
ছড়িয়ে দিয়ে, দাঁড়া'য়ে হাসে,
শোভার শোভা প্রভায় ভাসে,
কে গ'ড়েছে এমন চাঁদ?
বালাই নিয়ে ম'রে যাই;
এ চাঁদের আর তুল্য নাই,
এ চাঁদ যথা স্বর্গ তথা
সোণার চাঁদে কনকলতা,
মনের কথা,—নূতন ছাঁদ।

বীণা।

১

জড় হ'য়ে, বীণে, অজড়ের মত
মরি কি মধুর সুরব বরষ!
যত বার শুনি—আশা বাড়ে তত,
অলক্ষ্যেতে গিয়ে মরম পরশ।
কি যে শুভক্ষণে জনম তোমার,
কি বলিব আমি? সুদীনের বীণা,
যত বার পার, বাজ তত বার,
পুরাতন নও—সদাই নবীনা।

২

বাজ বাজ, বীণে, বাজ রে আমার,
ডারা, ডারা, ডাডা, রারা, ডিরি, ডায়,
কাল-অবিচ্ছেদে বাজ রে আবার,
তুমি বিনে, বীণে, কে চিত জুড়ায়?
ডারা ডিরি বোল নায়কীর তারে,
স্বর-লহরীর উঠি'ছে নাচনি;
চিনি চিনি বোল চিকারী ঝঙ্কারে,
যুড়ী যোড়-সুরে যুড়ি'ছে সুধ্বনি।

৩

'গজল', 'ঠুংরি', 'তাজ্ বে তাজ',
এই গানে, বীণে, বাজ্ রে বাজ্!
আরো নানা জাতি সুমধুর গীত,
আরো নানা জাতি গত্ সুরসিত
ঝঙ্কারি' উগার; শুনিতে বাসনা;
কেন রে নীরব? আবার বাজ না?
বাজ যত ক্ষণ না ছেঁড়ে তার?
পাছে ছেঁড়ে তার, ভয়ে ভয়ে তাই,
ধীরে ধীরে তোরে যতনে বাজাই;
বাজ বাজ, বীণে, বাজ রে আমার,
কাল-অবিচ্ছেদে বাজ রে আবার;
তোমা বিনে, বীণে, কি আছে আর?

৪

না রে, না রে, বীণে, বেজো না রে আর,
ভাল নাহি লাগে ও তোর ঝঙ্কার;
গজলে মজা'লি, ঠুংরি-ঠোকরে
জ্বালাতন হ'ল, আমার কান!
ভাল নাহি লাগে 'তাজ্ বে তাজ্',
ও সকল ছেড়ে অন্যরূপে বাজ্,
যখন যেমন, তখন তেমন,
তা' না হ'লে সুখী হয় কি প্রাণ?

৫

ললিত, ভৈরবী, পাহাড়ী, যোগিয়া,
এই সব রাগে এখন বাজিয়া,
শোকময়ী গীতি, ভেদিয়া আকাশ,
শুধু গাও, নতু বিফল প্রয়াস,
শুনিব না তোর ঠুংরি, গজল।
আমার মতন এখন যাহার
ফিরে নাই মন, তুমি রে তাহার
গজলে মজাও টপ্পা-সুখ-চিত্ত
গাও তা'র কাছে "পীরিত পীরিত!"
আমার ও সবে কি হ'বে ফল?

৬

আছিল যখন সে দিন আমার,
মধুর লাগিত গজল তোমার;
এখন আমার সে দিন নাই,
কাজে কাজে আমি তাহাই চাই
অশ্রু-লহরীর উচ্ছ্বাস যায়;

বাজ সেইরূপে, যে ধ্বনি শুনিলে,
ধমনী নাচিবে শোণিত-হিল্লোলে ;
বাজ সেইরূপে, যা'তে বক্ষঃস্থল
নেত্র-পথ দিয়ে উগারিবে জল ;
সেইরূপে বাজ, মন যা' চায়।

৭

বাসনা আমার করে ল'য়ে তোরে,
কি দিনে কি রাতে, ফিরি দ্বারে দ্বারে,
জনশূন্য স্থানে অথবা বাজারে,
বিলাস-ভবনে, অথবা শ্মশানে,
জাগ্রতের কানে, নিদ্রিতের কানে,
এমনো বাসনা—শবেরো শ্রবণে
ঢালি তোর ধ্বনি, বাজা'য়ে যতনে
শোকোচ্ছ্বাস সহ আকুল-পরাণে।

৮

বাছিব না কভু হাসি বা রোদন,
বাছিব না ম্লান, প্রফুল্ল বদন,
যাহারে যেখানে যখনি পাইব,
ওরে বীণে, তোরে জোরে বাজাইব ;
কি বাজা'ব ? এই বাজা'ব তখন ;—
কুড়ি কোটি লোক কেন অচেতন ?
অচেতন হ'য়ে কেন বা আবার
সচেতনে বহে পাদুকার ভার ?
শ্রবণ থাকিতে শ্রবণ করে না,
আছে দুটো হাত * * * ধরে না ;
কিন্তু পর-পদ ধরে সযতনে,
কি রকম তা'রা—ভগবান্ জানে !
মরেও মরে না—বেঁচেও বাঁচে না,
কি রকম জাতি, বুঝেও বুঝি না !
অদ্ভুত ঘটনা—বিধি বিড়ম্বনা,
কি রকম জাতি, বুঝেও বুঝি না,
পরেও বুঝিব সে আশা মিছে !
যে দেশের সেই উত্তর দিকেতে
উচ্চতম গিরি আপ্লুত চখেতে
রাশি রাশি অশ্রু ঢালে অনিবার,
সে অশ্রুর ধারা বহে স্রোতাকার।
কত শত নদী জনমিয়া তা'য়,
শোক-চিহ্ন ধরি' দূরে বহি' যায়।
যে দেশের নীচে, পশ্চিম, পূরবে,
সাগর কাঁদি'ছে হাহাকার রবে।
সে দেশের লোক, মরি রে ঘৃণায়,
গিরি সাগরের দিকে নাহি চায় ;
নিজেও যে তা'রা কোন্ কুলোদ্ভব,
কিরূপ তা'দের আছিল গৌরব,
এ সকল মনে কিছুই জাগে না,
শুধু জাগে পর-চরণ-অর্চ্চনা,
পরের প্রসাদে পরাণ বাঁচে !"

৯

আবার যখন হৃদয় কাঁদিবে,
তখন তোমারে লইয়া করে,
ভারতের প্রতি-শ্মশানে যাইয়ে,
বাজা'ব তোমারে করুণ স্বরে।
ঝঙ্কারিবে তুমি অনুচ্চ স্বননে,
অনুচ্চ স্বরেতে আমি গা'ব গান ;
শ্মশানের ভূমি নয়নের জলে
ভিজাইয়া তৃপ্ত করিব পরাণ।
যত দূর শক্তি—ততই কাঁদিব,
অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিবে ;
দেহের শোণিত অশ্রুরাশি হ'য়ে,
শ্মশানের ভূমে অজস্র ঝরিবে !

১০

গা'ব এই গান (তাহার সহিত
সমস্বরে তুই বাজিবি, বীণে !)
ভারত-ভূমির সবি অন্তর্হিত,
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে !
স্বাধীনতা বল—আনন্দই বল—
বীরত্বই বল—গৌরবই বল—
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে !

১১

যা' আছে, তা' শুধু অসংখ্য শ্মশান,
আগেকার চেয়ে গণনায় বেশী,
যেখানে যাই রে, সেখানে শ্মশান,
শ্মশানে গড়ায় ভারতবাসী !
ওই যে দেখি'ছ রাজসৌধচয়—
রাজসৌধ নয়, ও সব শ্মশান ;
ওই যে দেখি'ছ বিলাস-আলয়,—
বিলাপ-আলয় ! গভীর শ্মশান !
বিদ্যালয় ওই হাজার হাজার,
ধনীর ভবন, দীনের কুটীর,
প্রণয়ীর ঘর—প্রেমের বাজার,
ভারত-ভূমির অন্তর বাহির
শ্মশান—শ্মশান—ভীষণ শ্মশান !
প্রেতত্ব লভেছে ভারত-সন্তান !

১২

তোরে বাজাইয়ে কহিব গঙ্গায় ;—
এখনো কি হেতু প্রবাহিয়ে যায় ?
বহ মা, উজানে—যেয়ো না সাগরে,

বাল্মীকীর বীণা শুনিতে কি চাও?
কোথায় বাল্মীকী? কোথায় সে বীণা?
কোথায় সে বনে জানকী সুদীনা?
কে বাজায় বীণা?—কে করে শ্রবণ?
তবে গো জননি, কেন তুমি ধাও?
বুঝেছি, শুনিতে বিলাপ-গান,
আগেকার মত এখনও চাও;
আমিই গাইব বিলাপ-গান,—
সীতার বদলে ভারত এখন,
দিবানিশি করে অশ্রু বরিষণ;
ভারত এখন সীতার বদলে,
নিয়ত দহি'ছে বেদনা-অনলে।
জানকীর দুখ বাল্মীকী গাইত,
করে দৈবী বীণা সুধীরে বাজিত;
আমি ভারতের দুখ-গান গাই,
কেঁদে কেঁদে আজ শুনাইয়ে যাই;
বাল্মীকীর মত অবশ্য নারিব,
কিন্তু [illegible] খুব কাঁদিতে পারিব,
রোদন ব্যতীত আর কিছু নাই,
তাই ভারতের দুখ-গান গাই।

১৩

ভাল কথা, বীণে, হইল স্মরণ,
দিব তোরে আজ নূতন ভূষণ;
ছিঁড়ে ফেলি' লৌহ পিতলের তার,
লৌহ-সারিকায় কিবা ফল আর?
অলাবু-তুম্বীতে নাহি প্রয়োজন,
দিব তোরে আজ নূতন ভূষণ,
ধমনীর তারে বাঁধিব তোমায়,
সাজাইব দেহ অস্থি-সারিকায়,
তুম্বী ক'রে দিব মাথার খুলি!
দিল্লী নগরীতে, চল, বীণে, যাই,
তোরে করে ক'রে সজোরে বাজাই,
কি বোলে বাজিবি? এই বোল বল—
'আর্য্যভূমি অই যায় রসাতল;
বোম্বাই মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ-হুঙ্কার;
অনশনে প্রজা করে হাহাকার!
ঝড়ে, জলে আর সাগর-উচ্ছ্বাসে
বঙ্গ-উপকূল গেল কালগ্রাসে,
দুই লক্ষ প্রজা ত্যজিল জীবন,
ঘোর আর্ত্তনাদ ছাইল গগন!
মহামারী রোগে বঙ্গ যায় যায়,
মূর্ত্তিমান্ কাল হুঙ্কারি' বেড়ায়।
দিবানিশি জ্বলে শবের চুলী।

১৪

'ভারতের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বনা,
প্রতি লহমায় বিপদ ঘটনা!
ভারতের দেহ দুখে জর জর,
নয়নে সলিল ঝরে ঝর ঝর,
ক্ষীণতর শ্বাস নাসিকায় বয়;
হেন ভারতের পীড়িত হৃদয়ে,
রাজপ্রতিনিধি নিদারুণ হ'য়ে,
কেন বৃথা পাতি' রাজ-সিংহাসন,
"এম্প্রেস্" উপাধি করেন ঘোষণ?
এ কি ভারতের সুখের সময়?

১৫

ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়া,
কেন নিরদয় দয়া বিসর্জ্জিয়া?
'এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া' উপাধি গ্রহণ,
করি'ছ কেন গো এ হেন কালে?
এত দেখে শুনে করুণা হ'ল না?
এ কেমন, রাজ্ঞি, তোমার বাসনা?
ভারতের নেত্র সলিলে ভাসি'ছে,
তব ওষ্ঠাধর আনন্দে হাসিছে;
এ ঘটনা কভু দেখেনি নয়ন,
এ ঘটনা কর্ণ করেনি শ্রবণ;
তব রাজ্যে এই অদ্ভুত ঘটন,
ইতিহাসে লেখা র'বে চিরন্তন।
লেখা র'বে পোড়া ভারত-ভালে।"

১৬

বাজ্, বীণে, বাজ্ অতি উচ্চ স্বরে,
পুরা রাজধানী দিল্লীর ভিতরে;
যত ক্ষণ তোর নাহি ছিঁড়ে তার,
তত ক্ষণ বাজ, বীণে রে, আমার;
'তপন-নন্দিনি সবুলে যমুনে!
নিশ্চল হইয়া দেখ গো নয়নে,
তব তটভূষা দিল্লী-ধাম আজ
প'রেছে বিবিধ বহুমূল্য সাজ;
ভারতের প্রতি প্রদেশ হইতে
শত শত ভূপ দিল্লী নগরীতে
আজি উপনীত; বল, মা, আমায়,
এরা কি এসেছে আপন ইচ্ছায়?
নিজ নিজ রাজ্যে কাঁদে প্রজাগণ;
এরা কি ক'রেছে সুখে আগমন?
কহ, দেবি! তুমি জান গো সব!
কহ, নদি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া,
ভারতেরে কেন নিরদয় হিয়া?
ভারত যাঁহার আশ্রয় লইয়া,

মর-মর হ'য়ে র'য়েছে বাঁচিয়া,
যাঁ'র দৃষ্টিপাতে, যাঁ'র ভরসায়,
ভারতের আয়ু আজো ব'য়ে যায়;
সেই ভিক্টোরিয়া নিদারুণ-হিয়া
নাহি চাহিলেন করুণা করিয়া!
হা ভারতভূমি!—হা চিরদুখিনি!
তব দুখে সুখ লভে মহারাণী
রাণি ভিক্টোরিয়ে! যদি থাকে দয়া,
ভারতের প্রতি হও গো অভয়া;
'রাজরাজেশ্বরী' উপাধি কি হ'বে?
এই কি সময়—দেখ দেখি ভেবে?
কুড়ি কোটি প্রজা করি'ছে রোদন,
তুমি কি না সুখে হইলে মগন!
করযোড়ে করি মিনতি তোমারে,
আগে সুখী কর প্রজা সবাকারে,
নিবার প্রজার রোদন-রব।"

১৭

এই রবে, বীণে, বাজ রে আমার,
আমি গান গাই সহিতে তোমার,
যত দূর শক্তি—তোমারে বাজা'ব,
যত দূর শক্তি—দুখ-গান গা'ব,
এতেও কামনা না পূরে যদি,
চূর্ণ করে তোরে যমুনার জলে
(কিবা-ফল আর?) দিব টেনে ফেলে;
বীণা-বাদনের যতন, বাসনা
তেয়াগ করিব আজ অবধি।

যম।

জলধি লঙ্ঘিয়া ছাড়ি' নিজ দেশ,
কে রে ওই এল?—ভয়ঙ্কর বেশ।
ছদ্মবেশ ধরি' আঁখির পলকে
কে ওই এল রে? দেখ রে—দেখ রে।
কে এল রে ওই তাড়িত-গমনে?
ওই যে দাঁড়া'ল দক্ষিণ শ্মশানে!

২

কাঁপিল শ্মশান! ঘোর অন্ধকার!
নাহি চলে দৃষ্টি!—সৃষ্টি বুঝি যায়!
কই চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলী?
কই বহ্নিশিখা?—এ কি ঘোর দায়!

৩

বড় অন্ধকার!—গাঢ় অন্ধকার!—
তল রসাতল পাতাল ভেদিয়া,
এত অন্ধকার এল কি সহসা?
নয়নের দৃষ্টি গেল যে বাঁধিয়া!

৪

তল রসাতল পাতাল ভেদিয়া
এ তমোরাশি আসে নি আসে নি।
নরকের দ্বার করি' চূরমার,
এই অন্ধকার আসিল আপনি।

৫

কোথা সে নরক?—জলধির পারে।
কত দূর?—দূর অনেক যোজন।
কোন্ দিকে?—আমি জানি না ক ঠিক্—
হ'বে বুঝি অগ্নি কিম্বা বায়ু কোণ।

৬

নূতন নরক!—নূতন ঘটনা!
নূতন আঁধার!—আগে ত কখন
হেন অন্ধকার দেখিনি, শুনিনি।
উঃ কি অন্ধকার!—গেল রে নয়ন।

৭

একে অন্ধকার!—ওকি রে আবার!
প্রবল ঝটিকা গম্ভীর হুঙ্কারে!
সিন্ধুর লহরী তমস মাখিয়া,
উথলিয়া পড়ে তীরের উপরে!

৮

কোথা সে সিন্ধুর শ্বেত ফেনরাশি?
কোথা নীল জল অম্বর-রঞ্জিত?
শ্বেত নীল ভেদ সহসা অভেদ,—
গাঢ় অন্ধকারে সমুদ্র প্লাবিত!

৯

ঝটিকার যোগে সিন্ধু উদ্বেলিয়া,
পৃথিবীর নাম আজ কি ডুবা'বে?
এত দিনে ধরা যা'বে কি ভাসিয়া?
সিন্ধু-জলে নভে একাকার হ'বে?

১০

এত দিনে বিধি ক্লান্ত হ'য়ে না কি
বিধি-বিপর্য্যয় করিতে উদ্যত?
গেল গেল পৃথ্বী!—যাইতে কি বাকী!
ডুবিল পৃথিবী!—তরঙ্গ উন্নত!

১১

অর্দ্ধ ভাগ ধরা অই যায় যায়!—
অই যে গেল রে!—দেখিতে দেখিতে,
অই কে ডুবিল!—ঘন শ্যাম-কায়
জলমগ্ন অই হ'ল আচম্বিতে!

১২
অৰ্দ্ধখণ্ড বাকী ;—তা'ও বুঝি যায় ;—
থাকে কি না থাকে—পড়েছে হেলিয়া,
বনস্পতিরাজি মেদিনী-ভূষণ
চড় চড় করি' পড়ি'ছে খসিয়া !

১৩
ঝড়ের দাপটে গিরি-শৃঙ্গ ফাটে ;
শৃঙ্গ'পরে শৃঙ্গ পড়ি' চূর্ণ হয় ;
সমুদ্রের ঢেউ শৈল লঙ্ঘি' উঠে ;
শত হস্ত জলে শৈল ডুবে রয়।

১৪
সমুদ্রের তিমি আঁখি পালটিতে
আছাড়িয়া পড়ে তরঙ্গে মিশিয়া ;
তিমি-অস্থিরাশি শৈল-শিলাসহ
শত চূর্ণ হ'য়ে যেতেছে ভাসিয়া।

১৫
তরঙ্গে ভূধরে ঘাত-প্রতিঘাত,
কভু হারে ঢেউ, কভু হারে গিরি ;
মাঝে হ'তে কোটি প্রাণীর নিপাত !
নিসর্গের এ কি বিষম চাতুরী !

১৬
উঃ, কি ভীষণ ঝড়ের গৰ্জ্জন !
উঃ, কি জীবের সভয় চীৎকার !
উঃ, কি বিষম তরঙ্গ-লম্ফন !
উঃ, কি বিচ্ছিন্ন মূরতি ধরার !

১৭
ওই দেখ ! ওই কে রে দাঁড়াইয়া
দক্ষিণ শ্মশানে এ হেন সময় ?
চেন কি উহারে ?—চিনি চিনি করি,
দেখেছি উহারে হেন বোধ হয়।

১৮
কোথায় দেখেছ ?—কখন্ দেখেছ ?
বহুবার আমি দেখেছি উহারে ;
প্রত্যেক পলকে ওই ভীম মূৰ্ত্তি
ভয়ানক ভয় দেখা'য়েছে মোরে।

১৯
যবে প্রাণবায়ু আয়ুর সহিত
নাড়িকা-নালিকা শূন্য ক'রে ফেলি',
সহস্র চক্ষুর সম্মুখে সহসা
অলক্ষ্যে নিমিষে কোথা যায় চলি',

২০
সেই কালে আমি দেখেছি উহারে
মহাছায়া রূপে ঘুরে পাশে পাশে ;
বিকট নয়নে—বিকট দশনে
হি হি হি হি করি' অট্ট অট্ট হাসে !

২১
যবে কচ-পদ্ম-সদৃশী যুবতী
দয়িতের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া,
ক্রমে ম্লানমুখী, ক্রমে ক্ষীণজ্যোতি,
চির তরে রাখে নয়ন মুদিয়া,

২২
সেই কালে আমি দেখেছি উহারে,
নির্দ্দয় হইয়া বিষদৃষ্টে চায় !
কোমল কমল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে,
বিকট মূৰ্ত্তিতে ছুটিয়া বেড়ায় !

২৩
যবে দেখি, যুবা হাসিতে হাসিতে
প্রিয়াসহ করে মধুর সম্ভাষ,
অমনি সহসা আঁখি পালটিতে,
বন্ধ হয় যদি সরল নিশ্বাস,

২৪
তবে সেই কালে ওই ভীমকায়
নিষ্ঠুর পুরুষ কোথা হ'তে আসি',
কসায়ের মত কষা দৃষ্টে চায়,
করে ঝক্‌মকে খরতর অসি !

২৫
ওর পরিচয় কত দিব আর ?
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে—প্রত্যেক নিমিষে
এই বিশ্বমাঝে ওই দুরাচার
হুহুঙ্কার করি' ঘুরে ঘোর বেশে !

২৬
এই মাত্র তুমি দেখিলে সেখানে
আনন্দ-উচ্ছ্বাস !—ক্ষণ পরে যদি
দেখ সেই খানে যন্ত্রণা-পাথার,
খরতর বেগে বহে অশ্রু-নদী,

২৭
তা' হ'লে সঠিক জানিও অন্তরে,
ওই মহাক্রূর পাষণ্ড কসাই
ভ্রমণ করি'ছে তীক্ষ্ণ অসি করে,
প্রাণান্তেও কা'রো না মানে দোহাই !

২৮
সুশীতল জ্যোৎস্না খেলিতে খেলিতে,
হাসিতে হাসিতে ডুবিল যেখানে,
ঠিক্ জেন মনে, শাণিত অসিতে
ওই দুরাচার হুঙ্কারে সেখানে।

২৯

যেখানে দেখিবে মধুর সঙ্গীত
এই হ'তে হ'তে, থামিল সহসা,
ওই পাষণ্ডেরে দেখিবে সেখানে
হুঙ্কারে নিবারে আনন্দ-ভরসা।

৩০

যেখানে দেখিবে নবোদিত ভানু
শতস্তর মেঘে ডুবিয়া পড়িল,
যেখানে দেখিবে আঁধার করিয়া,
জ্যোতিঃপূর্ণ আলো সহসা নিবিল,

৩১

সেই খানে তুমি ওই সে পামরে
দেখিবে দেখিবে—না হ'বে অন্যথা—
ওই মহাক্রূর ছাড়ি'ছে হুঙ্কার,
পাথরে আছাড়ি' করুণা মমতা।

৩২

উঃ, কি ভীষণ!—ও কি রে আবার?
জলন্ত জলন দপ্ দপ্ ক'রে
জ্বলিয়া উঠিল শ্মশান ব্যাপিয়া,
রাশি রাশি শিখা উঠি'ছে অম্বরে!

৩৩

শত শত চিতা জ্বলে ধক্ ধক্!
লক্ লক্ করে অগ্নির রসনা!
ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নি একীভূত হ'য়ে,
ব্রহ্মাণ্ড দহিতে করেছে বাসনা?

৩৪

হুহুঃ শব্দে অগ্নি জ্বলে ঘোরতর,
প্রবল ঝটিকা হ'য়েছে সহায়;
দোঁহে অস্থিশূন্য—কিন্তু মহাতেজে
কি ঘটা'তে, হায়, আজি কি ঘটায়!

৩৫

গেল গেল সব!—উঃ!—দেখ চেয়ে,—
অত যে আঁধার কোথায় গিয়েছে;
তমোমাখা নভঃ চিতাগ্নির তেজে
ত্যজি' পূর্ব্বরূপ রক্তিম হ'য়েছে!

৩৬

আকাশেও যেন লেগেছে আগুন,
আকাশেও চিতা জ্বলিতেছে না কি?
আলোক মাখিয়া রাশি রাশি ধূম
অগ্নি-তাল সম উঠে থাকি' থাকি'!

৩৭

এত তেজে জ্বলে চিতা-হুতাশন,
সমুদ্রের বারি তপ্ত হ'ল তা'য়!
আলোক-ফলিত তরঙ্গের মালা
দ্রব-ধাতু সম ছুটিয়া বেড়ায়!

৩৮

ঘোর অন্ধকার গিয়ে একেবারে
কেন হ'ল এই দৃশ্য-বিবর্ত্তন?
বিপরীত কাণ্ড!—বিপরীত ভাব!
চিত্ত চমকিত!—চকিত নয়ন!

৩৯

পূর্ণ তেজে জ্বলে চিতা-হুতাশন!
নর-রক্ত-বসা আহুতির মত
দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ করি'
আগুনের শিখা করি'ছে উন্নত!

৪০

শতহস্ত তল-মৃত্তিকা অবধি
হুতাশের তেজে চড় চড় ফাটে!
দগ্ধ দেহ হ'তে দুর্গন্ধ বিষম
ঝলকে ঝলকে পলে পলে ওঠে।

৪১

দুর্গন্ধে ভরিল অনন্ত আকাশ;
ভরিল দুর্গন্ধে সাগরের জল;
ভরিল দুর্গন্ধে প্রবল বাতাস;
দুর্গন্ধের স্রষ্টা দুর্গন্ধ অনল!

৪২

রাশি রাশি ধুনা বহ্নির কবলে,
কিম্বা ঘৃতভার কলসী কলসী
ঢালিলে, সে বহ্নি যত তেজে জ্বলে,
তা'র কোটি গুণ গগন-পরশি'

৪৩

জ্বলে চিতানল দক্ষিণ শ্মশানে!
প্রলয়ের এ কি আজি সূত্রপাত!
প্রলয়-পরীক্ষা আজি বুঝি এই,—
লক্ষ লক্ষ প্রাণী হ'তেছে নিপাত!

৪৪

ও কি রে আবার! ওই শুন কানে,—
ঘোর আর্ত্তনাদ উঠি'ছে গম্ভীরে!
শূন্য'নভস্তল ফাটিল চীৎকারে,
উঃ, কি চীৎকার উঠে বক্ষঃ চিরে—

৪৫

"মের না, মের না!—দোহাই—দোহাই!
নির্দ্দোষ আমরা—নাহি দোষ-লেশ;
দীন হীন ক্ষীণ দারিদ্র্যের দাস,
ছাড়—বড় লাগে!—ছাড় রুক্ষ কেশ!

৪৬

"ক্ষুধায় কাতর !—জ্বলি'ছে জঠর !
উঠিবার শক্তি একেবারে নাই !
চক্ষে নাহি দেখি—কর্ণে নাহি শুনি ;
টেন না—টেন না !—দোহাই দোহাই।

৪৭

"এক মুষ্টি অন্ন বহু দিন হ'তে
পাই নাই দিতে এ শুষ্ক উদরে !
নাহি দেহে মাংস, শোণিতের বিন্দু,
নড়িতে পারি না কঙ্কালের ভরে !

৪৮

"পায়ে ধ'রে বলি ;—দয়াদৃষ্টে চাও,
এক মুষ্টি অন্ন দাও আমাদিগে।
উহু, উহু ! যাই !—মের না—মের না !
টেন না—টেন না !—হাড়ে বড় লাগে !

৪৯

"বজ্রমুষ্টি আর মের না মাথায় !
তোমারি চরণে এ মাথা লুটাই !
এ অভাগাদিগে করুণা কর হে ;—
হ'য়ো না নির্দ্দয় !—দোহাই—দোহাই !

৫০

"দারুণ পিপাসা !—প্রাণ যায় যায় !
ফেটে গেল ছাতি ;—কণ্ঠ শুষ্ক হ'ল,
এক পলা জল দাও দয়া করি',
অসহ্য পিপাসা,—বুক ফেটে গেল।

৫১

"আমাদের এই সন্তানসন্ততি
জঠর-জ্বালায় করি'ছে রোদন,
আছাড়ি' পিছাড়ি' গড়ায় ভূতলে,
শুকা'য়ে গিয়েছে কোমল বদন।

৫২

"ওদের দিকেও কৃপাদৃষ্টিপাতে
চাও একবার !—নয়ন-সম্মুখে
নিজ পুত্রকন্যা ছট্‌ফট্ করে,
উঃ, কি যন্ত্রণা !—বড় বাজে বুকে !

৫৩

"কোথা হ'তে তুমি সহসা আসিলে,
নির্দ্দয়তা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ?
গুটি দুই অন্ন দিতেছিনু মুখে,
গ্রাস হ'তে তা'ও লইলে কাড়িয়া !"

৫৪

ওই যা কি হ'ল !—ওই ছদ্মবেশী
দুরাচার পাপী কর্ণে দিল হাত ;
নয়ন মুদিল ;—না শুনে রোদন,
কা'রো মুখে নাহি করে দৃষ্টিপাত !

৫৫

ওই দেখ, দুষ্ট ওই যে কি করে,
না মানে মিনতি না মানে দোহাই ;
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা-পিপাসা-পীড়িত
নরগণে দহি' করিতেছে ছাই !

৫৬

ক্ষুধাপিপাসায় অর্দ্ধমৃত প্রায়,
অন্নজল পেলে বাঁচিতেও পারে ;
কিন্তু, হায়, এ কি, ঘোর নিষ্ঠুরতা !
এ কি অত্যাচার মানব-সংসারে !

৫৭

দয়াশূন্যা আজি হ'ল কি মেদিনী ?
বিধির বিধি কি হ'ল বিপর্য্যস্ত ?
নিষ্ঠুরের রাজ্য আজি হ'তে না কি ?
অধর্ম্ম উদয় ?—ধর্ম্ম হ'ল অস্ত ?

৫৮

উঃ, ওই দেখ !—দেখিতে পারি না !
হা ঈশ্বর ! আজ সাধের তোমার
লক্ষ লক্ষ নর অপঘাতে মরে,
কোথা, দয়াময় ! দেখ একবার।

৫৯

দেখ, নাথ ! দেখ, দীনবন্ধু প্রভো !
তব পুণ্যধামে এ কি অবিচার,
অহে সর্ব্বদর্শী, তোমারি সম্মুখে
ও নিষ্ঠুর করে নিষ্ঠুর ব্যভার !

৬০

তব চক্ষে ধূলি নিক্ষেপিবে ব'লে
ছদ্মবেশে ওই দুষ্ট দুরাচার
দক্ষিণ শ্মশানে চিতানল জ্বেলে,
জীবন্ত-মানবে করি'ছে সংহার !

৬১

কৃষ্ণবর্ণ দেহ নাহি এবে ওর,
তোমারে ঠকা'তে গৌরাঙ্গ হ'য়েছে ;
বিড়াল-নয়ন, কটা গুম্ফ শ্মশ্রু,
পশু-লোম-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকেছে।

৬২

হে বিশ্ব-বিধাতঃ ! তোমারে ঠ'কাতে
আজি এ দুষ্টের এই ছদ্মবেশ !
রক্ষা কর, নাথ ! তব পুত্রগণে !
নতুবা রহিবে ধ্বংস-অবশেষ।

৬৩

দেখ দেখ, নাথ! জীবন্ত জীবন্ত
কচি কচি শিশু ননীর পুতলি;
ওই মহাক্রূর ধরি' তাহাদিগে
ফেলে চিতানলে দুই হস্ত তুলি'!

৬৪

মা বাপের তা'রা বুক-চেরা ধন,
মা বাপের, হায়, নয়ন-সম্মুখে,
ধরি' তাহাদিগে ওই মহাপাপী
ফেলি'ছে চিতায় মুষ্টি মারি' বুকে!

৬৫

ওই দেখ, পিতঃ! লোমহরষণ
কি ব্যাপার ওই!—উঃ, কি ভীষণ!
কঙ্কালাবশিষ্টা বিশীর্ণা জননী
বাৎসল্যের বশে দুগ্ধ-হীন-স্তন

৬৬

সবলে টিপি'ছে, কিন্তু দুগ্ধ কই?
শোণিতের বিন্দু পড়ি'ছে চুইয়া,
তাই কাঙ্গালিনী স্তনদুগ্ধ-জ্ঞানে
শিশুর বদনে দিতেছে শুইয়া।

৬৭

কিন্তু তাও, হায়, হ'ল না, হ'ল না!
অভাগী জননী,—অভাগা নন্দন!
মনের বাসনা মনেই রহিল
দু'জনের, অহো!—দৃশ্য কি ভীষণ!

৬৮

ওই দুরাচার নির্ম্মম পুরুষ
স্তন্যদানোদ্যতা অভাগী মাতায়
ধরিয়া সবলে চিতায় ফেলিল!
কোলের কুমার ভূতলে লুটায়!

৬৯

ওরে মহাক্রূর! পাষাণ-হৃদয়!
আর না—আর না—দেখিতে পারি না।
ক্ষান্ত হ'—ক্ষান্ত হ'—পায়ে ধ'রে বলি—
দে রে পরিত্রাণ,—ঘুচুক যন্ত্রণা।

নিদ্রা।

১

বিশ্ব-রচয়িতা ক্ষীর-পারাবারে
শয়ান ছিলেন অনন্ত-শয়নে,
অমরসুন্দরী কমলা তাঁহারে
তুষিতেছিলেন কর-পরশনে।
ক্ষীর-পারাবার-জনিত সমীর
প্রবাহিতেছিল নাচাইয়া ক্ষীর।

২

কমল-নিন্দিত কমলার কর
মাধবের দেহে সুধীরে দেখি'ছে,
নীল জলে যেন পদ্ম মনোহর
গতিশীল হ'য়ে, ভাসিয়া দুলি'ছে।
পরশি'ছে অঙ্গ মৃদু সমীরণ;
আরামে শ্রীপতি মুদিলা নয়ন।

৩

সে সুখের কালে তাঁহারি নয়নে
জনম আমার সুখমাখা কায়।
নিদ্রা নাম ধরি, সদা-সুখ মনে,
সুখী করি' জীবে বেড়াই ধরায়।
সুখের সময়ে সুখেশের চোকে
জনম আমার, সুখী করি লোকে।

৪

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে ভ্রমিয়া বেড়াই;
অনাহূত হ'য়ে সমাদর করি,
অনায়াসে সুখ-অমৃত বিলাই।
সুখের সময়ে সুখেশের চোকে
জনম আমার, সুখী করি লোকে।

৫

নয়নে জনম—নয়নে বসতি,
অন্য অঙ্গ আমি কভু পরশি না;
বিধাতার কৃত আমার প্রকৃতি,
নয়ন ব্যতীত কিছুই জানি না!
আসব নিবসে কুসুমে যেমন,
নয়নে নিবাস আমারো তেমন।

৬

সমভাবে থাকি সবারি নয়নে,
কি সুন্দর আঁখি কিবা অসুন্দর,
সকলি সুন্দর আমার নয়নে,
সকলি পরশি প্রসারি' এ কর।
পক্ষপাতী নহি নরের মতন—
এ'টি ভাল—এ'টা কুৎসিত নয়ন।

৭

অজড় কি জড় সকলের প্রতি
মোহ-মন্ত্রে আমি শান্তি-সুধা ঢালি।
আমারি দয়ায় পাদপ ব্রততী,
শান্তি-সুখ লভে নয়ন নিমীলি'।
নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে বেড়াই বিচরি'।

৮

রজনী আসিলে, মুড়ি সযতনে
তেঁতুল বকের সরু সরু পাতা,
আমারি কোমল কর-পরশনে
ঘুমাইয়া পড়ে লজ্জাবতী লতা।
কা'রে লজ্জা বলে, ভুলে সে তখন,
ভুলে সে তখন কি যে জাগরণ।

৯

দুরন্ত বায়ুরে দূরে তাড়াইয়া,
সাগরেরে করি ঘুমেতে বিহ্বল ;
মম পরশনে গর্জ্জন তুলিয়া,
ঘুমায় জলধি ; নাহি নড়ে জল।
নিদ্রা নাম ধরি, চৌদিকে বিচরি,
উন্মত্ত সাগরে বিমোহিত করি।

১০

নিদ্রা নাম ধরি, দিবা-সহচরী,
শশাঙ্কেরে করি ঘুমে অচেতন,
সারা নিশি জাগি' বদন আবরি
গাঢ়তর ঘুমে ; না মিলে নয়ন।
কুমুদিনী শোয় সলিল-শয়নে,
চেপে রাখি হাত সে চারু নয়নে।

১১

শত শত তারা নীল নভস্তলে
ঘুমাইয়া পড়ে নয়ন মুদিয়া ;
ঢাকা থাকে আঁখি মোর করতলে,
নয়নের জ্যোতি না চলে ফুটিয়া।
বিধি-দত্ত মোর অমরী মায়ায়
নয়নের জ্যোতি নয়নে মিলায়।

১২

মধ্যাহ্নের কালে শ্রান্ত সমীরণ
ঘুমায় গগনে আমার পরশে।
এত গাঢ় ঘুম ; না রহে চেতন,
নাসিকা নিশ্বাস নাহিক বরষে।
কাজেই কাঁপে না তরু লতাগণ,
তা'রাও ঘুমেতে হয় অচেতন।

১৩

নিদ্রা নাম ধরি, সন্ধ্যা-সহচরী,
প্রচণ্ড প্রখর সহস্র-কিরণে
লোহিত বসনে দেহাবৃত করি'
শোয়াই যতনে সাগর-শয়নে।
নাহি রহে তেজ, না রহে চেতন,
শীতল সলিলে ঘুমায় তপন।

১৪

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে অনায়াসে বেড়াই ;
যাহারে নিরখি, তাহারে আবরি
রসজ অঞ্চলে, বচনে ভুলাই।
কোলে করি কত আদর করিয়া,
শ্রম করি নাশ কর বুলাইয়া।

১৫

রজনী আসিলে আমারি মায়ায়,
দিন-কোলাহল বিস্মৃত হইয়া,
আমার কোলেতে জগত ঘুমায়,
অচেতন হয় নেত্র নিমীলিয়া।
জাগে বটে নভে তারা অগণন,
কিন্তু নিমীলিত মানব নয়ন।

১৬

কে বুঝিবে মোর কৌশল কেমন,
দিনে তারাদল আকাশে ঘুমায় ;
জাগে সেই কালে নরের নয়ন,
আর কিছু নয়—আমারি মায়ায় !
এক দিকে অর্দ্ধ জগতে ঘুমাই,
অন্য দিকে অর্দ্ধ জগতে জাগাই।

১৭

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
আয় রে সকলে কোলেতে আমার,
বুলা'য়ে নয়নে কর ধীরি ধীরি,
মিটাইব শ্রম-যাতনা অপার।
জননীর চেয়ে করিব যতন,
ব্রত মম পর-যাতনা-মোচন।

১৮

এ মোর শীতল কোলের মাঝারে
সুখ বই দুঃখ একটুও নাই ;
জননী বলিয়া যে ডাকে আমারে,
কত দয়া মোর, তাহারে দেখাই।
আয় রে সকলে কোলেতে আমার,
মিটাইব শোক, যাতনা অপার।

১৯

এসেছে রজনী ; ভারত-সন্তান,
আয় রে সকলে, আয় রে সকলে !
যাতনা নাশিব—করিব প্রদান
শান্তি-রস-ধারা নয়ন-যুগলে।
অনন্ত যাতনা নাশিব এখনি,
আয় রে সকলে—এসেছে রজনী।

—

যন্ত্রণার অবসান।

১

উঃ! এ কি হ'ল, হায়, প্রাণের ভিতরে,
কি দিয়া কে যেন কি যে ছিন্ন ভিন্ন করে।
মনে করি কিছু নয়,
তবে কেন হেন হয়?
মনে করি চিন্তা-বিষে এ পরাণ জরে,
তবে কেন এত করি'
এ জ্বালা ভুলিতে নারি?
আকাশ পাতাল কেন ঘুরি'ছে অন্তরে!
উঃ!—এ কি হ'ল, হায়, প্রাণের ভিতরে!

২

চিকিৎসক! খুল ত্বরা পুঁথি চিকিৎসার,
দেখ ত কি লেখা আছে ভিতরে তাহার,
কি রোগ ইহারে বলে,
কি হেন ঔষধ দিলে,
উপশম হ'বে মম প্রাণের বিকার?
দেখ দেখ;—যাই যাই,—
আর দেখে কাজ নাই;
তব সাধ্যাতীত মম প্রাণ-প্রতীকার।

৩

হায় রে,—উঃ—এ কি, এ যে বিষম যন্ত্রণা!
কি পাপে এ ক্ষীণ বক্ষে অশনি-ঝঞ্ঝনা?
চির বুক—দেখ চেয়ে,
কি তথা পশিল গিয়ে;
কেন ভয়?—ফেল চিরে—হ'বে না বেদনা
তা'র চেয়ে, যে ব্যথায়
আজি প্রাণ যায় যায়;—
থাক্ থাক্—কাজ নাই—চির না—চির না।

৪

যে বক্ষে—যে ক্ষীণ বক্ষে সোণার প্রতিমা
বিরাজ করিত ধরি' স্বর্গীয় সুষমা,
সে বক্ষে কেমন ক'রে
তীক্ষ্ণ ছুরি জোরে মেরে,
চিরিবে? চির না—ছুরি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।
যদিও প্রতিমা গেছে,
এ বক্ষ ত আজো আছে,
ইহাই লইয়া আমি জুড়াই যন্ত্রণা।
উঃ!—তা' যে হয় না রে,—বিফল বাসনা!

৫

হায়, কি অভাগা আমি! হায়, রে কপাল!
উঃ,—কি পলকে বাড়ে নিরাশা-জঞ্জাল!
বক্ষ মম খালি ক'রে,
গেল সে রে কত দূরে?
হেন বসুন্ধরা আজ অতল পাতাল!
কই সে আমার কই?
ওই বুঝি, ওই ওই?
সে নয়—ছায়ায় ও যে কল্পনা-খেয়াল!
এই কি, কল্পনে! তোর চাতুরীর কাল?

৬

ওই যে বসিল শশী নীলিম গগনে,
এই যে জোছনা হাসি' বসিল কুসুমে,
ওই যে বিটপী'পরি
বিহঙ্গী বসিল ফিরি',
ওই যে বসিল সন্ধ্যা মেদিনী-আসনে,
সে কেন আমার বুকে
বসিল না হাসিমুখে?
এ বক্ষ যে তা'রি তরে ধরেছি যতনে,
কোথা সে বুকের ধন আজি এত ক্ষণে?

৭

'উঃ' শব্দ যে কি রকম, কি যে মর্ম্ম তা'র,
কখন আসেনি মনে মুখে অভাগার;
আজ তাই হ'ল, হায়,
কিছু নাহি দেখা যায়,
কিছু নাহি শুনা যায়, 'উঃ' ছাড়া আর।
আমার যা' কিছু যত
'উঃ' শব্দে কি পরিণত
করিবার ইচ্ছা ছিল ক্রূর বিধাতার?
এক জন দেখে আলো,—অন্যে অন্ধকার!

৮

চিরিব না বক্ষ;—না না, চিরিব নিশ্চয়,
না চিরিলে সে রতন পা'বার যে নয়।
দেখিব কি দোষ দেখে,
এ হৃদয় খালি রেখে,
করিল রতন চুরি বিধি নিরদয়।
দেখিব সেখানে আজি
বিধাতার কারসাজি,
দেখিব আমার ধন কেন মোর নয়,
দেখিব সুখের বক্ষ কেন শোকে দয়?

৯

বুঝেছি সে গূঢ় তত্ত্ব—বুঝেছি এক্ষণে,—
কেন সে যে নাহি মোর হৃদয়-আসনে,
কেন যে সে মোরে ভুলি'
চির তরে গেল চলি',
কেন যে সে নাহি কাঁদে আমার রোদনে,
কেন যে আমার পাশে
আর না সে ফিরে আসে,

কেন যে না চায় আর সে চারু নয়নে,—
বুঝেছি সে গূঢ় তত্ত্ব—বুঝেছি এক্ষণে।

১০

তবে কেন দেরি আর?—যাই তবে যাই,
দাঁড়াও, বুকের ধন! যেও না—দোহাই।
দৃষ্টিরোধ অভাগার,
দেখিতে না পায় আর,
দাঁড়াও—যে দিকে থাক;—এই আমি যাই।
তুমিই ত কর্ণমূলে
পরতে পরতে খুলে,
শুনা'লে সে গূঢ় তত্ত্ব;—মনে জাগে তা'ই,
দাঁড়াও, প্রাণের প্রাণ! এই আমি যাই।

১১

নিশাকর! করজাল করিয়া বিস্তার,
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।
সমীরণ! ক্ষণতরে
গতি তা'র রোধ ক'রে,
দাঁড়াও—দিও না যেতে—ধর একবার;
মসীমুখী সন্ধ্যা সতি!
আজি মম এ মিনতি,—
আরো দ্রুত এসে কর আঁধার বিস্তার,
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।

১২

আমি যে আমার তা'রে না পাই দেখিতে,
তোমরা তাহারে ধর,—দিও না যাইতে।
এই আমি যাই—যাই—
কোথা পথ?—নাহি পাই—
বিশ্ব যে আঁধারময়!—না পারি ছুটিতে!
পেয়েছি পেয়েছি পথ,
পূরিয়াছে মনোরথ,
কে তবে আমারে আর পারে নিবারিতে?
আর কি পারিবে বাধা বাধা মোরে দিতে?

১৩

ওই যে তমস-স্তূপ করিয়া বিদার,
অপূর্ব্ব আলোক-রেখা হ'তেছে সঞ্চার।
ওই আলকের মাঝে
আমার প্রতিমা সাজে,
নূতন অথচ সেই পূর্ব্বের আকার।
আর কেন? যাই—যাই—
যা'রে চাই—ওই তাই,
ওরে ছেড়ে এ নরকে এখনো কি আর
থাকিব?—সে গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি এবার।

১৪

পার্থিব জীবন! আর চাহি না তোমায়,
অলক্ষ্যে চলিয়া যাও, বাসনা যথায়।
ওরে ও পার্থিব কায়া!
ছাড় মায়া—ছাড়ি মায়া!
ত্বরায় মিশা'য়ে যাও পরমাণু-গায়।
পার্থিব বাসনা আশা!
রে পার্থিব ভালবাসা!
রে পার্থিব সুখ দুঃখ! যা' রে অচিরায়,
আমারে বিদায় দিয়ে, লইয়া বিদায়।

১৫

যা'রে আমি ভালবাসি, আমার সে ওই,
আমারে যে ভালবাসে, আমি তা'র নই?
না না—তা' না,—আমি তা'রি,
তা'রে কি ভুলিতে পারি?
ভুলিবার নহে যেই,—তা'রে ভুলে রই?
এও কি হইতে পারে?
কে বলে ভুলেছি তা'রে?
সকলি ভুলেছি আমি সেই এক বই,
সে ছাড়া এ বিশ্বে আমি আর কা'রো নই।

১৬

এ কথা মুখের নয়, মনের মাঝারে
বলি'ছে মনের মনি জাগা'য়ে আমারে,
কে যেন আমায় ডাকি'
বলি'ছে, 'ধরায় থাকি'
মৃত তুমি—জীবিত সে ছাড়িয়া ধরারে।
গূঢ় তত্ত্ব হ'লে ভেদ,
ধুইব পার্থিব ক্লেদ,
সে যেখানে—সেখানের অমৃত-আসারে;
আবার—আবার পা'ব প্রাণ-প্রতিমারে।

১৭

দাঁড়াও,—প্রস্তুত আমি,—আর দেরি নাই—
জেলেছি আলোক,—থাম,—তমস তাড়াই।
এই যে ধরেছি ক্ষুর,
আঁধারো হ'তেছে দূর,
এখনো কতক আছে, বাধা লাগে তাই?—
এবার পেয়েছি পথ
এই পূরে মনোরথ,
স'রে এস, প্রিয়তমে! মুখপানে চাই,
ক্ষুরে বক্ষ চিরিবার যন্ত্রণা জুড়াই।—
এই ত চিরিনু বক্ষ!—উঃ—যাই—যাই।

বিজলী ।

১

রূপে আমি নাহি ভুলি, গুণ যদি পাই রে,
তা' হ'লেই ভুলি, আর কিছু নাহি চাই রে।
কদাকার কাল মেঘ, ভীম-গরজন-বেগ,
তবু সেই মেঘ বই কেউ মোর নাই রে।
সে গুণীর গুণে আমি অধীনী সদাই রে।
পারে কি কখন কেহ ক্ষয় করি' নিজ দেহ,
করিতে পরের হিত কাল মেঘ বই রে ?
এই অসামান্য গুণে রেখেছে আমায় কিনে
জলদ,—জলদ বই আমি কা'রো নই রে।

২

কামুক কামুকী যা'রা, রূপে তাঁ'রা ভুলে রে,
'আমি তব' 'তুমি মম' রূপেরই মূলে রে।
গুণ ভালবাসে যা'রা রূপে তুচ্ছ ভাবে তা'রা,
নির্ব্বোধ শুধুই ভুলে শিমূলের ফুলে রে !
আমি ভালবাসি গুণ, হাসি তাই চতুর্গুণ ;
ঝলসি' সবার আঁখি, জলদের কোলে রে।
জলদে না পেলে মোর, হাসি নাহি খোলে রে।

৩

জলদ আমার স্বামী, তা'র প্রিয়তমা আমি,
তা'রে ছাড়ি' ক্ষণকালো না থাকি কোথাও রে,
যেখানে জলদ আছে, বিজলীও তা'র কাছে,
যথা মেঘ নাই—নাই আমিও তথাও রে।
পাইয়া বায়ুর বেগ যেখানে সেখানে মেঘ
বরষি' সলিল, ধায় হইয়া উধাও রে,
আমিও তাহার সনে, হাসিয়া উন্মত্ত মনে,
খেলা করি, সত্য কি না, একবার চাও রে।

৪

যেই খেলা খেলি আমি ল'য়ে জলধরে রে,
সে খেলা খেলিতে পারে কভু নারী নরে রে ?
নাথ মোর ঢালে জল, আমি জ্বালি কালানল,
উভয়ে বেড়াই উড়ে সমীরণ-ভরে রে।
বারি ঝরে ঝর ঝর, নিদ্রা যায় নারী নর,
'বড়ই সুখের ঘুম' এই মনে করে রে।
এমন সময়ে মোরে, জলদ ইঙ্গিত করে,
আমিও হাসিয়া উঠি' উচ্চতর স্বরে রে,
'বড়ই সুখের ঘুম' পরিণত ডরে রে।

৫

জলদের কোলে খেলি, কখন নয়ন মেলি,
কভু ঘোমটায় মুখ ঢাকি' মুদি আঁখি রে ;
কভু জলদের পানে, চেয়ে থাকি খোলা প্রাণে,
কভু তা'র কাল কোলে লুকাইয়া থাকি রে।
আবার কখনো সুখে, জলদের কাল বুকে
স্বর্ণ-দেহ-লতা মোর এঁকে বেঁকে আঁকি রে ;
ক্ষণেক কালের তরে, আমার রূপের করে
ভূতল জ্বালিয়া উঠে হেম প্রভা মাখি' রে।

৬

অনন্ত আকাশ-তলে গভীর মেঘের কোলে
আমার অনন্ত খেলা, কিন্তু কবি বলে রে,
মিলে যত সুরবালা করি'ছে জলদে খেলা
তাঁদের অঞ্চল-দশা থেকে থেকে জ্বলে রে।
নয়ন মুদেও থেকে তবু জীব মোরে দেখে,
আঁখি মাঝে তা'র মোর আভা ঝলমলে রে ;
এত জোরে আমি হাসি, সুদূর ভূতলবাসী
আঁধারে আঁধার আরো দেখে পলে পলে রে।
পথে পথিকের পদ ভয়ে নাহি চলে রে।

(অসংপূর্ণ)

আশা ।

[প্রথম মূর্ত্তি]

১

বৈশাখের নিশি অবসান প্রায় ;
ক্রমে নরচিত্তে চেতনা জাগিল ;
কাজেই সুষুপ্তি স্বপনের সহ
আকাশে মিশিয়া আকাশে চলিল।

২

দয়ার মূরতি সুষুপ্তি স্বপন,
দয়ামাখা ইচ্ছা, দয়ামাখা মন,
দয়ামাখা দেহ, দয়ার আধার,
দয়ার তরঙ্গ দোঁহার জীবন।

৩

আপনিই দয়া, আ-মরি, যেন রে
দুই খণ্ড দেহ ধারণ করিয়া,
দয়া যে কি, তাহা দেখা'বার তরে,
দেখাইল নরে ধরণী ভ্রমিয়া।

৪

এ দোঁহার স্পর্শে দেখিল মানব,—
মানব-জীবনে সুখ আছে কি না,
মহাদুঃখময় মানব-অন্তরে
আনন্দ-বিদ্যুত ঝকমকে কি না।

৫

এ দোঁহার স্পর্শে সন্তপ্ত ধরণী
কত ক্ষণ তরে বিরাম লভিল ;
স্বর্গের আনন্দ কত ক্ষণ তরে
দুঃখের কিঙ্কর মানব ভুঞ্জিল।

৬

ওই দুই জনে আকাশে মিশিয়া,
আকাশের গায় আকাশ হইয়া
চলি'ছে—থামি'ছে—আবার চলি'ছে—
ভাবি'ছে—চলি'ছে—আবার থামি'ছে—
দেখি'ছে ভূতলে নিরীক্ষণ করি'
কি কিরে মানব দোঁহে পরিহরি ?
এইরূপে ওই চলে দুই জনে ;
হেন কালে ও কে দাঁড়া'ল নয়নে ?
সুষুপ্তি স্বপনে করি' আলিঙ্গন,
ধরণীর তলে করে আগমন ?

৭

অহ ! কি মূরতি, আকাশ ব্যাপিয়া,
হীনদীপ্তি ক্ষীণ তারকা নিকরে
বিশাল উজ্জ্বল আকারে ঢাকিয়া,
(বিদ্যুতের গতি) আসি'ছে অম্বরে ।

৮

মানবের দৃষ্টি যত দূর চলে,
তত দূর দেহ অনন্ত অসীম,
ক্ষীণ বাহ্য দৃষ্টি কত দূর চলে ?
মানবের দৃষ্টি সামান্য সসীম ।

৯

নর-চিত্ত-চক্ষু চলে যত দূর,
তা'রো কোটি গুণ—তা'রো চেয়ে বেশী
দূরস্থল ব্যাপি' ও অনন্তরূপা
আসি'ছে আকাশে নয়ন ঝলসি' ।

১০

জানিতাম আগে—আকাশ অনন্ত,
আকাশের দেহে আকাশি তুলনা,
কিন্তু এই দেখ, দেখি' সে বিশ্বাস
ঘুচিয়া গেল রে !—বিশ্বাস ছলনা ।

১১

সংখ্যাতীত তারা কত ক্ষণ আগে
এই যে দেখিনু ;—কোথা গেল তা রা ?
গাঢ়-নীল-নভ মেঘ-খণ্ড-দাগে
এই যে ছিল রে !—কোথা হ'ল হারা ?

১২

ওই এল মূর্ত্তি, এল এল ওই
ধরণীর কাছে ক্ষণেক সময়ে ;
চুম্বকের মত এ জড় ধরণী
নিমেষের মাঝে আকর্ষিত হ'য়ে,

১৩

লাগিল উহাঁর চরণ-নখরে ।
হেলে না—দোলে না—নড়ে না ধরণী ।
এ কি রে ব্যাপার !—চরণের নখে
ধরারে ধরিল কে ওই রমণী ?

১৪

এ হেন রমণী দেখিনি কখন,
হেন ঘটনাও কখন দেখিনি,
বচন-অতীত আজের ঘটন
রমণী-চরণে ঝুলি'ছে মেদিনী !

১৫

ওহে জ্যোতির্ব্বিৎ ! ব'ল না'ক আর,—
শূন্যে ঘোরে গ্রহ, শূন্যে ঘোরে তারা,
শূন্যে ঘোরে রবি, শূন্যে ঘোরে শশী,
শূন্যে ঘোরে ধরা সশৈলসাগরা ।

১৬

ব'ল না'ক আর—বুঝা'য়ো না আর,
জ্যোতিঃশাস্ত্র তব ঢেকে ফেল, ভাই !
তব উৎপত্তি, মীমাংসা, যুকতি,
দূরে টেনে ফেল,—আর কাজ নাই ।

১৭

অবলম্বি' এই রমণী-চরণ,
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য দীপ্ত গ্রহাবলি,
ঘোরে মানবের জন্ম-মৃত্যু-ভূমি
পৃথিবী ;—হা দেখ চিত্ত-চক্ষু মেলি' ।

১৮

কে তুমি ?—কি হেতু হেন তব বেশ ?
কিসের লাগিয়া ধরা আকর্ষিলে ?
কেন হেথা এলে ?—কোথা তব দেশ ?
কি হেতু ধরারে চরণে স্পর্শিলে ?

১৯

কে আমি ?—এখনো ওরে রে মানব !
বুঝিতে পারনি, জিজ্ঞাসিছ তাই ?
আমারে চেনে না, কে আছে এমন ?
কোন্ বিশ্বে মোর গতিবিধি নাই ?

২০

নর-চক্ষু যাহা দেখিতে না পায়,
সেখানেও স্থির রাজত্ব আমার ;
দেবতারো দৃষ্টি যেখানে না যায়,
সেখানেও মোর সাম্রাজ্য বিস্তার ।

২১

তুই ত সামান্য ?—তোর বাসভূমি
ধরা ত সামান্য ! কি বলিব তোরে,—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের মত
আমার চরণে প্রতিক্ষণে ঘোরে ।

২২

এই দ্যাখ্ !—
উঃ, তাই ত—কি দেখি !—
জয় জয় জয় জয় সুরেশ্বরি !
জয় জয় জয় অনন্তরূপিণি !
জয় মহাদেবি ! জয় দিগম্বরি !

২৩

তুমি নভোদেশ, তুমি মহামায়া,
তোমার মায়াতে বিশ্ব কোটি কোটি
সৃষ্ট হইতেছে—লয় পাইতেছে—
ঘন ঘুরিতেছে উলটি' পালটি' !

২৪

তুমি বৈতরণী—অনন্তা অপারা ;
তোমাতে সন্তরে ক্ষুদ্র নরগণ,
তোমাতে ডুবি'ছে—তোমাতে ভাসি'ছে,
ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতম মন !

২৫

যত দূর নর চিন্তাশক্তি ধরে,
তোমারি চরণে দেয় তা' অঞ্জলি ;
তোমারি কৌশলে নরে বাঁচে মরে,
তোমাতেই দেয় মন প্রাণ ঢালি'।

২৬

মানবের তুমি চিত্তস্বরূপিণী ;
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে ;
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি মানবের,
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে।

২৭

ঈশ্বরেও সব ভুলে যায় কভু,
নিজে সে যে কি, তা'ও ভুলে যায়,
কিন্তু ক্ষণ তরে ভুলে না তোমারে,
চরণে তোমার আজন্ম লুটায় !

২৮

কদম্ব কুসুমে কেশর যেমতি,
কোটি কোটি নর তোমাতে তেমনি
আকৃষ্ট র'য়েছে—মহা-আকর্ষণ
তোমার, তুমি গো মহা-আকর্ষণী।

২৯

ইন্দ্রজালময়ী তুমি ; তব বলে
অনন্ত ঘটনা নিমেষে ঘটি'ছে ;
মানব-মস্তিষ্ক আবেগে উছলে,
তাহে কোটি চিন্তা পলকে উঠি'ছে।

৩০

জানিলাম আজ ;—ভুলিব না আর—
বিধাতা চলেন তোমারি চালনে ;
এই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত তাঁহার,
তুমিই তাঁহারে গঠা'লে যতনে।

৩১

তোমারি কৌশলে বিধাতৃগঠিত
অজড় জড়ের এত বাড়াবাড়ি।
তোমারি কৌশলে বিধাতা রচিত
না রহে তোমারে মুহূর্ত্তেক ছাড়ি'।

৩২

কে বলে ঈশ্বর তোমা ছাড়া র'ন ?
যে বলে বলুক—আমি তা' বলি না।
তোমা ছাড়া যদি হইতেন তিনি,
তা' হ'লে কি হ'ত জগত-রচনা ?

৩৩

ফল লাভে যদি যত্ন না থাকিবে,
যদি না থাকিবে কার্য্যের কারণ,
কেন তবে ধাতা ব্রহ্মাণ্ড গঠিবে' ?
আছে কি তাঁহাতে উন্মাদ-লক্ষণ ?

৩৪

ঈশ্বরের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
জগতের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
মানবের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
আশা তব নাম, হে চিত্তবাসিনি !

(দ্বিতীয় মূর্ত্তি)

১

ভূমণ্ডলবাসী প্রতি-নরচিত্তে
কি কি রূপে জাগ ?—জানিবারে চাই ;
কহ মোরে আজ, কহ, মহাদেবি !
অনন্তরূপিণি ! জানিব তাহাই।—

২

তুরস্কাধিপতি অভাগা সুল্‌তান্
রুষিয়ানাথের তরবারি-তলে
নিজ রাজ্য রাখি' তব পদযুগ
কিরূপে ভাসায় রাজ-নেত্র-জলে ?

৩

কিছু দিন আগে অন্তরে তাঁহার
কিরূপে থাকিতে ? এবে বা কেমন ?
এবে তাঁর চিত্ত-জাত মহানল
তোমার চিত্ত কি করে না দহন ?

৪

সুল্‌তানের আজ রন্ধ্রগত শনি,
চিত্তগত তুমি ;—বল, দুই জনে
কেমনে র'য়েছ ? ফণিশিরে মণি
ভয় হর্ষ তাঁ'র জাগায় কেমনে ?

৫

বল, সুরেশ্বরি ! চিত্তবিহারিণি !
শোক-সুখ-হর্ষ-ভয়-বিধায়িনি !
তোমার ছলনে যবন-ঈশ্বর
কিরূপে দেখি'ছে আজি এ মেদিনী ?—

৬

যেরূপে দেখি'ছে,—সেরূপ বলিতে
ক্ষমতা আমার যদ্যপি থাকিত,
তা' হ'লে এখনি তুমি নিরখিতে
আমার রসনা কি কথা ঘোষিত।

৭

ভিন্ন ভিন্ন রূপে—ভিন্ন ভিন্ন চিতে,
ক্রীড়া কর তুমি মায়া বিস্তারিয়া,
কাজে কাজে আমি তুরক্ষপতির
কিরূপে লইব অন্তর আঁকিয়া ?

৮

কিন্তু, তবু আমি বুঝি মনে মনে,—
আজি তুমি তাঁ'রে ত্যজিতে উদ্যত ;
কিন্তু সে ভূপতি না চা'ন তোমারে
ত্যজিতে, হৃদয় হ'য়েছে বিব্রত !

৯

লক্ষ লক্ষ অসি চতুর্দ্দিকে তাঁ'র
বিজলী চমকে চমকে পলকে !
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি'ছে তাঁহার,
শোণিত ছুটি'ছে ঝলকে ঝলকে !

১০

ওই দেখ, তাঁ'র রাজসিংহাসন
স্বজাতির রক্তে হ'য়েছে রক্তিম !
চতুর্দ্দিকে উঠে প্রজার রোদন !
তুরক্ষের দশা আজি গো অন্তিম !

১১

তুরক্ষের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া,
তুরক্ষ-ঈশ্বর আজি তব পদে
উষ্ণীষ ফেলিয়া, প'ড়েছে লুটিয়া !
তারিবে কি তাঁ'রে আজি এ বিপদে ?

১২

বিশ্বাস না হয় ;—কেমনে হইবে ?
তোমার ছলনা মোর বিড়ম্বনা !
মরীচিকাময়ী ছলনা-ঈশ্বরি !
তব ষড়যন্ত্রে দারুণ যন্ত্রণা !

১৩

দেবী বলি' আমি সম্বোধি তোমারে,
কিন্তু এ ব্যাপারে রাক্ষসী বলিতে
নহি সঙ্কুচিত ;—তব বিড়ম্বনে
তুরক্ষ ভাসি'ছে দুঃখ-জলধিতে !

১৪

আবার ওদিকে রুষীয় সম্রাট্
দাপটে মেদিনী করি'ছে কম্পিত ;
আশা রে ! এ শুধু তোমারি কৌশল ;
তব বলে আজ রুষিয়া গর্ব্বিত !

১৫

দক্ষিণে যে ভাবে তোমার মূরতি
দেখিনু যবন-মূরতি সহিত
উত্তরে খৃষ্টীয় মূরতি সহিত
নিরখি আবার ঠিক বিপরীত !—

১৬

দক্ষিণে রোদন—উত্তরেতে হাসি,
দক্ষিণে বিষাদ—উত্তরে আহ্লাদ,
দক্ষিণে শ্মশান—উত্তরে অমরা,
আশা রে ! এ তব ছলনা-প্রমাদ !

১৭

দক্ষিণে তুরক্ষ স্বনাথ-সহিত
তোমার চরণে র'য়েছে পতিত,
কিন্তু ভাগ্য-দোষে তব পদাঘাতে
কর্দ্দম-সদৃশ হ'তেছে দলিত !

১৮

উত্তরে রুষিয়া স্বপতি-সহিত
তোমারে বসা'য়ে হৃদয়-আসনে,
তুরক্ষের বক্ষ করি'ছে বিদার,
আর্ত্তনাদ উঠে তুরক্ষ-বদনে !

১৯

রে নিষ্ঠুরে ! আর 'দেবী'—সম্বোধনে
ডাকিব না তোরে ; তুই নিশাচরী
একেরে বধিয়া, ছি ছি, অন্য জনে
উঠাইলি ঊর্দ্ধে, ওরে ভয়ঙ্করি !

২০

এই যে সে দিন ওসমান পাশার
অন্তর ধরিয়া সমর-প্রাঙ্গণে
রুষ-সেনাগণে করিলি সংহার,
কাঁপিল রুষিয়া সশঙ্কিত মনে !

২১

তুরক্ষের বক্ষ প্লেভ্‌না নগরী ;
সেই বক্ষে চড়ি' বীরচূড়ামণি
ওসমান পাশা শত শত রুষে
বিনাশিল খড়্গে সহুঙ্কার-ধ্বনি।

২২
সে সময়ে তুই ছাড়ি' রুষগণে
তুরস্কের দিকে হ'য়েছিলি নত ;
রুষেশ্বর তোর পড়িয়া ছলনে
দেখিয়াছিলেন আঁধার জগত।

২৩
তুরস্কের লোক সাদরে তখন
পূজেছিল তোরে "জয়শ্রী" বলিয়া,
আজ,তাহাদিগে হতশ্রী করিলি,
রুষিয়ার দিকে পড়িলি ঢলিয়া !

২৪
তোর বিড়ম্বনা কে বুঝিতে পারে,
সামান্য ত নর ;—না পারে দেবতা।
তোর বিড়ম্বনা যে বুঝিতে পারে,
সে তোরে কখন না করে মমতা।

২৫
রে পামরি ! আহা যে দিন প্লেভ্না
রুষ-হস্তগত হ'ল তোর ছলে,
মহাবীর সেই ওস্মান পাশা
সেই দিন তোরে ডাকিল কি ব'লে ?

২৬
'দেবী' সম্বোধনে, অথবা 'পিশাচী'
বলিয়া ডাকিল সেই বীরবর ?
বল্, নিশাচরি !—তুরস্কঘাতিনি !
শত দিব্য তোরে—ত্বরা দে উত্তর।

২৭
আজি ওস্মান শত্রু-কারাগারে
থাকিয়া দেখি'ছে' মুদিত নয়নে,—
তুই নাই তাঁ'র অন্তর-আগারে,
নিরখি'ছে' তোরে রুষ-সিংহাসনে।

২৮
রে পক্ষপাতিনি ! নির্দ্দোষঘাতিনি !
বিশ্ব কাঁপে তোর দেখি' মায়াজাল,
আজি যে কাঁদিল—কালি সে হাসিল;
যে কাঁদিল আজ—সে হাসিল কাল !

২৯
রুষিয়া তুরস্ক ইহার প্রমাণ,
আরো কত আছে, কে বলিতে পারে ?
তোর প্রলোভনে স্বজন প্রলয়
মুহূর্ত্তে ঘটি'ছে নূতন প্রকারে।

৩০
রুষপতি-মুখে গম্ভীর নিনাদে
মেদিনী যুড়িয়া ক'রেছে ঘোষণা ;
'ধর্ম্মযুদ্ধ' তরে তুর্কনাথ-সহ
হ'য়েছে তাঁহার সমর-ঘটনা !

৩১
ছি ছি, ছি ছি, ছি ছি ! রাজার বদনে
হেন মিথ্যা কথা হইল নিঃস্বত।
পৃথিবী কি মূর্খ—নাহি বুঝে মনে,
রুষনাথ তোর ছলনে ছলিত ?

৩২
'ধর্ম্মযুদ্ধ' নয়—এ যে 'আশাযুদ্ধ' !
রাজনীতি-মূলে এত মহাপাপ !
মুখে এক কথা—মনে অন্য কথা,
এ রাজ-বুদ্ধিতে হৌক অভিশাপ।

৩৩
রে ছলনাময়ি আশা নিশাচরি !
তোর ছলনায় ছলিত হইয়া,
ইংরেজ যে কাজ তুরস্কের প্রতি
করিল সত্যেরে চরণে দলিয়া,

৩৪
এ জগত তাহা ভুলিবে না কভু ;
তুরস্ক কখন তাহা ভুলিবে না ;
চন্দ্র সূর্য্য র'বে য'দিন আকাশে,
ইংরেজের মূর্ত্তি কভু মুছিবে না !

৩৫
তুরস্কপতির শিরায় শিরায়,
প্রতি লোমকূপে দর্পণের মত
তোর বশীভূত ইংরেজের ভাব
প্রতি-অশ্রুপাতে জাগিবে নিয়ত।

মহাভিক্ষা।

১
বল, মহারাজ ! বল একবার,
গলবস্ত্র হ'য়ে করি নিবেদন,—
বিমোহিত হ'য়ে প্রলোভনে কা'র
অনা'সে করিলে অকার্য্য সাধন ?
বল, মহারাজ ! কুসুমের মুখে
কে কৈল কৌশলে গরল স্থাপন ?
বল, মহারাজ, ফণীর সম্মুখে
কে কৈল তোমারে অনা'সে অর্পণ ?

২
যে জন সে দিন বাঙ্গালির হ'য়ে,
রাজনীতিবেত্তা বৃটনীয়গণে

দেখা'ল ক্ষমতা, তর্ক-কথা ক'য়ে,
কৈল জয়লাভ অসামান্য গুণে;
সমগ্র ভারত সে দিন যাঁহারে
ধন্যবাদ দিল এ কার্য্য দেখিয়া,
রাখিল যাঁহারে হৃদয়-মাঝারে
দেবতা বলিয়া যতনে অাঁকিয়া;

৩

বাঙ্গালি জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনে,
হায়, মহারাজ! সেই মহাজন
প্রবৃত্ত হ'লেন অকার্য্য-সাধনে,
স্বজাতিপ্রিয়তা দিয়া বিসর্জ্জন!
প্রত্যেক বাঙ্গালি যাঁহারে যতনে
রেখেছিল হৃদে, হায়, মহারাজ!
প্রত্যেক বাঙ্গালি বিষাদিত মনে
ইচ্ছা করে তাঁ'রে ভুলিবারে আজ।

৪

সে দিনের, হায়, সে ঘোর ঘটনা—
মহাবজ্রপাত বাঙ্গালির শিরে—
যমপীড়া চেয়ে বিষম যন্ত্রণা—
শিহরে শরীর—ভাসি অক্ষি-নীরে।
তোমা হেন বিজ্ঞ এ বঙ্গে থাকিতে,
তোমা হেন বঙ্গ-মণির নয়নে
ধাঁধা দিয়া, মেঘ লাগিল গর্জ্জিতে,
পড়িল অশনি ঘোর গরজনে!

৫

নির্ব্বাক্ হইয়া, আপনা ভুলিয়া,
স্বদেশ-মমতা হারাইয়া, হায়,
রাজনীতিজ্ঞের বচনে ভুলিয়া,
জাতি-সর্ব্বনাশ-মন্ত্রে দিলে সায়!
কেন হেন কৈলে?—কি ভয় তোমার?
একটিও কথা স্বদেশের তরে
কেন না কহিলে, হে জ্ঞান-ভাণ্ডার?
তোমা হেন লোক ভীত কা'র ডরে?

৬

রাজনীতিজ্ঞের মহামন্ত্রে ভুলে,
নিজের অস্তিত্ব দিয়া বিসর্জ্জন,
স্বদেশের আশা নাশিলে সমূলে,
ভারত-সন্তানে কন্দা'লে রোদন!
সত্য বল আজি, যে শ্রুতি তোমার
কালি শুনিয়াছে প্রশংসা-বচন,
সেই পূত শ্রুতি শুনে কি হে আর
স্বর্গ্য সুধারূপ প্রশংসা তেমন?

৭

এস মম সনে, চল ঘরে ঘরে,
কি বলি'ছে আজ তোমারে সকলে,
প্রশংসা ত্যজিয়া, নভোভেদী স্বরে
কত কুবচন কত লোকে বলে।
রাজপ্রশংসার কণা লভিবারে,
সাগর সমান অযশ তোমার
ঘটিল, হে রাজা! হায়, একেবারে
সুধার বদলে গরল উদ্গার!

৮

ওই দেখ, রাজা! ভারত-মাতার
বিংশ কোটি পুত্র নয়নের জলে
অঙ্গুলি ডুবা'য়ে অযশ তোমার
মহাক্ষরে লিখি' রাখি'ছে দেওয়ালে।
একবার লিখি' পূরে না বাসনা,
তপত নিশ্বাসে শুকাইয়া তা'য়,
আবার লিখি'ছে করিয়া ভৎর্সনা,
বিষদৃষ্টিপাতে সে লেখায় চায়।

৯

ওই দেখ, রাজা! ভারত-সন্তান
তোমারে ভুলিতে যতন করি'ছে,
নয়নের জলে লিখি' তব নাম,
প্রাণপণে পুনঃ মুছিয়া ফেলি'ছে।
এ দৃশ্য দেখিয়া, এ কার্য্য স্মরিয়া,
এ অশ্রু নিরিখি' ভারতবাসীর,
বল, আজ তব কাঁদে কি না হিয়া?
ঝরে কি না পূত অক্ষিযুগে নীর?

১০

সর্ব্বনাশ-মন্ত্র-পাণ্ডু-লিপি যবে,
ওহে সুধীবর! তুমি নিরখিলে,
কেন তাহে সায় দিলে হে নীরবে?
ভবিষ্যের পানে কেন না চাহিলে?
স্বজাতির মনে মন মিশাইয়া,
একবার, রাজা! কেন দেখিলে না?
বাঙ্গালির তরে বাঙ্গালি হইয়া,
একটিও কথা কেন কহিলে না?

১১

জানি হে, যদিও বচন তোমার
সফলতা লাভ না পে'ত করিতে,
জানি হে, যদিও বাসনা রাজার
অন্যথা করিতে তুমি না পারিতে,
তবু, মহারাজ! যদি এক বার
একটিও কথা বলিতে তুমি,

যশের সমষ্টি বাড়িত তোমার,
আশীষ করিত ভারত-ভূমি।

১২

কই, তা'ত, হায়, হ'ল না, হ'ল না,
সুধানিস্যন্দিনী রসনা তোমার
কুটিল নীতির নিরখি' ছলনা,
অনা'সে করিল গরল উদ্গার !
দেশ জর-জর—প্রজা মর-মর,
অক্ষয় হইল নয়নের জল ;
শুকাইয়া গেল অমৃত-সাগর,
ঘোর বেগে বহে তীক্ষ্ণ হলাহল !

১৩

যে রাজপ্রাসাদে (রজনী-সময়)
কাচদীপাধারে আলোকের মালা
আছিল জ্বলিতে, শোভার নিলয়,
বিশাল দর্পণে প্রতিভার খেলা।
স্বর্ণবিমণ্ডিত-কাষ্ঠ-আবরণে
কারুকরকৃত চারু ছবিচয়
স্মৃতিরে আনিয়া দর্শকের মনে,
আছিল করিতে ভাবের উদয়,

১৪

বহুমূল্য নানা বসনমণ্ডিত
বিচিত্র আসনে ইংরাজের দল
মন্ত্র-পাণ্ডুলিপি করিতে স্বীকৃত,
শুনিবার আশে হইয়া চঞ্চল,
সায় দিতে তা'য় বজ্রমুষ্টি তুলি'
ভারতের ভাগ্য ছিলেন দেখিতে ;
অধীনের প্রতি দয়াদান ভুলি'
নিষ্ঠুরতা চিত্তে ছিলেন আঁকিতে,

১৫

মধ্যস্থলে রাজনীতিজ্ঞ সুকবি
রাজ-প্রতিনিধি* রাজ-সিংহাসনে
স্বাক্ষর করিতে আপনার নাম,
বসিয়াছিলেন লেখনী-ধারণে।
সে কাল নিশিতে—সে রাজভবনে
(মন্ত্রগুপ্তিগৃহ) সবাই ইংরাজ,
একমাত্র শুধু তুমিই সেখানে
ছিলে বঙ্গবাসী, ওহে মহারাজ!

১৬

এ দিকে, হে রাজা ! হিমাদ্রি হইতে
সিন্ধু-আলিঙ্গিত কুমারিকাবধি,
পূর্ব্বে মণিপুর, সিন্ধু পশ্চিমেতে,
তিন ধারে তিন গভীর জলধি
নীরবতা-ব্রতে ছিল অবস্থিত,
ত্রিংশ কোটি প্রজা ছিল হে নীরবে,
কেহ জাগরিত, কেহ বা শয়িত,
কিছুই জানে না অদৃষ্টে কি হ'বে।

১৭

এমন সময়ে, ওহে মহারাজ !
নিবিড় আঁধারে ছায়ার মতন
অলক্ষ্যে সবার, ভয়ঙ্কর বাজ
ভারতের শিরে হইল পতন !
নিদ্রিত জলধি জাগিয়া উঠিল,
নিথর শরীরে ছুটিল লহরী,
হিমাদ্রির চূড়া শতধা ফাটিল,
ত্রিংশ কোটি প্রজা উঠিল শিহরি'।

১৮

সাগরগামিনী ভারতের নদী
আতঙ্কে উজানে ছুটিল ফিরিয়া,
ভারতে গ্রাসিতে ধাইল জলধি,
আবার ফিরিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
ভারতের বক্ষ সে বজ্রপতনে
শতধা ফাটিল—ঘোর সর্ব্বনাশ !
কোটি কোটি অক্ষি অজস্র বর্ষণে
ঢালিল সলিল ; বহিল নিশ্বাস !

১৯

তুমি, মহারাজ! বল, সে সময়
নীরব হইয়াছিলে হে কেমনে ?
ভারতের দুঃখে তোমার হৃদয়
কেন না কাঁদিল ক্ষণেরো কারণে ?
লক্ষ লক্ষ অক্ষি-জলের সহিত
তব চক্ষু-বারি কেন না মিশিল ?
কোটি কোটি ভগ্ন চিত্তের সহিত
তব চিত্ত শোকে কেন না ভাসিল ?

২০

সেই পাণ্ডুলিপি যে চক্ষে দেখিয়া,
পর মতে মত মিলাইয়া দিলে,
বল, মহারাজ ! বল, কি করিয়া,
ভাসা'লে না তা'রে শোকের সলিলে ?
যে পবিত্র করে লেখনী ধরিয়া,
স্বাক্ষরিলে নাম পরের কথায়,

* লর্ড লিটন্ (Lord Lytton)

সে পবিত্র কর, বল কি করিয়া,
আঘাতিলে নাহি আপন মাথায় ?

২১

দেশীয় ভাষার উন্নতি-নিধন
করিবার কথা যে কর্ণে শুনিলে,
এবে সেই কর্ণ, বল, হে রাজন্ !
কি শুনি'ছে দীনা ভারতের গলে ?
কাল যে, তোমারে যশের দোলায়
দোলাইয়াছিল ভারতীয়গণ,
আজ যে, আবার ফিরেও না চায়,
ফিরে যায় সবে ফিরা'য়ে নয়ন ।

২২

এ ভারত যাঁ'র অঙ্গুলি-চালনে
মরে—বাঁচে, সেই রাজপ্রতিনিধি
প্রজার জীবন—ভাষার নিধনে
কৈলা প্রচলিত সুকঠোর বিধি ।
সেই কালে, রাজা—ঠিক সেই কালে
বিপক্ষে তাঁহার যে কথা বলিতে,
বেদবাক্য-সহ সে বাক্য ভূতলে
পূজ্য হ'য়ে রৈত হিন্দুদের চিতে ।

২৩

তোমা হেন জ্ঞানী বল, মহারাজ !
কা'র প্রলোভনে হইল মোহিত ?
কা'র মন্ত্রণায় করিল এ কাজ,
নবলব্ধ যশ করি' কলঙ্কিত ?
এর মন্ত্রদাতা যদি কেহ থাকে,
অক্ষয় নরকে তাহার বসতি,
অযশের ভাগী যে কৈল তোমাকে,
আজি হ'তে সেই ভাষা-মাতৃঘাতী ।

২৪

কি করিলে, রাজা ! এ বিপদ হ'তে
পরিত্রাণ পায় ভারত দুখিনী,
আর যে পারে না রোদনের স্রোতে
ভাসিতে ভারত দিবস যামিনী ।
আমরা সকলে গললগ্নবাসে
দাঁতে কুটা ল'য়ে যুড়ি' দুই কর,
মহাভিক্ষা চাই আজি তব পাশে,
মহাভিক্ষা দান কর, দাতৃবর !

২৫

তুমি মহাভিক্ষা দাও আমাদেরে,
পুনঃ মহাভিক্ষা তুমিও, রাজন্ !
চাও একবার ভারতের তরে,
সিমলা পর্ব্বতে করিয়া গমন ।
রাজপ্রতিনিধি যদ্যপি তোমার
না শুনে' প্রার্থনা, তবে এই লও
কোটি কোটি চক্ষুজাত অশ্রুভার,
পাত্রে পাত্রে ভরি' ত্বরা ল'য়ে যাও !

২৬

সেই ক্রুদ্ধ রাজপ্রতিনিধি-শিরে
ঢাল এই অশ্রু অজস্র ধারায়,
ভাসাও তাঁ'রেও নয়নের নীরে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণ কথায় ;—
"রাজপ্রতিনিধি ! না বুঝি' সে দিন
ক'রেছি কুকাজ, ভবিষ্য ভুলিয়া,
আর না—হ'য়ো না মমতাবিহীন,
রক্ষা কর সবে বারেক চাহিয়া ।

২৭

"একমাত্র কথা তব মুখ হ'তে
বিনিঃসৃত হ'য়ে কৈল সর্ব্বনাশ !
কোটি কোটি চক্ষু দিবানিশি স্রোতে
ভাসি'ছে ;—বহি'ছে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ।
সুধার সাগরে উঠিল গরল,
স্বর্গরাজ্য আজ হ'য়েছে নিরয়,
পীড়িত ভারত যায় রসাতল,
অদৃষ্টে সবজ্র জলদ উদয় !

২৮

"রাজপ্রতিনিধি ! দোহাই তোমার,
তুমি না বাঁচা'লে আর রক্ষা নাই,
হ'য়ে গেল মাতৃভাষার সংহার,
ভারত-ভরসা পুড়ে হ'ল ছাই !
গললগ্নবাসে যুঁড়ি দু'টি কর,
মহাভিক্ষা চাহি নিকটে তোমার,
নব ক্রূর বিধি ত্বরা ধ্বংস কর,
মহাভিক্ষা দাও, ধর্ম্ম-অবতার !"

২৯

ওহে মহারাজ ! ভারতের হ'য়ে,
এই মহাভিক্ষা চাও একবার,
তব পূর্ব্বযশ আসিবে ফিরিয়ে,
হইবে তোমার জয়জয়কার ।
মহাধনী তুমি, তবু, মহারাজ !
এই মহাভিক্ষা তোমারেই সাজে ;
হিমাদ্রি কি, রাজা ! মেঘের নিকটে
নাহি চায় ভিক্ষা অপরের কাজে ?*

* ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দেবসদৃশ গবর্ণর জেনেরেল লর্ড রীপণ মহোদয় কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপী এই সর্ব্বনাশকর আইন পঞ্চত্বলাভ করিয়াছে । ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ।

দ্বাদশ গোপাল।

(স্থান—মাহেশ বল্লভপুরের গঙ্গাগর্ভ ও গঙ্গাতট।)

সময় রবিবার প্রাতঃকাল —২৪এ আষাঢ়, ১২৮৯।

১

গোলমূর্ত্তি রবি কিরণের রথে
আরোহি' হাসিল পূর্ব্বনভস্পথে,
গোলমূর্ত্তি ঘড়ি বাজিল মাহেশে
গোলমূর্ত্তি জগন্নাথের মন্দিরে;
গোলমূর্ত্তি ঘড়ি পরপারে পুনঃ
খড়দা শ্রীপাঠে বাজে ঘন ঘন
গোস্বামিজীবন শ্যামসুন্দরের
অনেক দিনের প্রাচীন অন্দরে।

২

গোলমূর্ত্তি রবি উদিতে দেখিয়া,
গোলমূর্ত্তি ঘড়ি বাজিতে শুনিয়া,
মাহেশের ঘাটে পড়ি' গেল গোল,
জাগিল শয়িত প্রকৃতি সতী;
সবাই জাগিল, জাগিল তরণী,
জাগিল তরুণ—জাগিল তরুণী,
জাগে অধিকারী—মাহেশনিবাসী,
জাগিল না শুধু দেবী ভাগীরথী।

৩

পলকে পলকে বাড়ে কোলাহল,
নানাবিধ নাদে মাহেশ চঞ্চল,
প্রভুর মন্দিরে রামশিঙাসনে
খোল করতাল সঘনে বাজে;
ভাগীরথী-গর্ভে বজরা উপরে
বাঁয়া তব্‌লা বাজে লম্পটের করে,
ঘুংগুর বাজি'ছে অবিদ্যার পদে
মোহিত করিয়া লম্পটরাজে।

৪

মাহেশের পথে, প্রভুর নিকটে
সুধামাখা নাম হরিধ্বনি উঠে,
ভক্তের হৃদয়ে, ভিক্ষুকের মনে
এ নাম জাগি'ছে সুবর্ণ অক্ষরে;
পরমার্থ-তত্ত্ব গীতে মিশাইয়া,
ভমে বৈষ্ণবেরা গাইয়া গাইয়া,
নাচে তালে তালে ভাবেতে মজিয়া,
ভক্তি-স্রোত বহে হৃদয়-কন্দরে।

৫

কিন্তু, হায়, এ কি নিরখি আবার,—
ঘাটে ঘাটে হেন উৎকট ব্যাপার!
জলে ভাসে তরী, তাহার উপরি
বারাঙ্গনা গায় অশ্রাব্য সঙ্গীত;
লম্পট তাঁ'দের দোহার সাজিয়া,
কুগানে কুতান মিলাইয়া দিয়া,
লজ্জা পরিহরি' নাচিয়া নাচিয়া,
তরী-গর্ভ করে পদে বিতাড়িত।

৬

স্থলে হরিধ্বনি অমৃত ঢালি'ছে,
জলে মহাবিষ খেঁউড় ঢালি'ছে,
কোন্ তীর্থ ইহা?—কি নাম ইহার?
পাপীর উদ্ধার এই খানে হয়?
না না, ছি ছি, আর ও কথা ব'ল না,
কলঙ্কিত আর ক'র না রসনা;
তীর্থ ইহা নয়—নিশ্চয় নিশ্চয়,—
বঙ্গভূমে ঘোর জীবন্ত নিরয়।

৭

কোথা আমি আজ আইনু ধাইয়া?
স্বর্গ-আশে গেনু নরকে পড়িয়া।
নরকের জীব লম্পট কুলটা
এ কি করে পূত জাহ্নবী-জলে?
গরলের সার মদিরা লইয়া,
সুধাজ্ঞানে দেয় গলায় ঢালিয়া,
বিকট নিনাদে উঠে চেঁচাইয়া;
পুনঃ বিষধারা ঢালি'ছে গলে।

৮

"ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—যত ক্ষণ পারি
ঢালিব গলায়,—শেষে বক্ষ চিরি'
আবার ঢালিব;—ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল জাহ্নবী-জলে!
সুরনদী আজি সুরানদী হ'বে,
মাহেশ-মাহাত্ম্য আজ বিশ্ব গা'বে,
আজি আমাদের মহাকীর্ত্তি র'বে,
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল আবার গলে।

৯

"ইউরোপ! তুমি অমৃত-আকর,
আশীর্ব্বাদ করি,—হও চিরামর,
তোমারি প্রসাদে মাহেশের ঘাটে
স্বর্গের দুয়ার খুলিল আপনি!
স্বর্গসিংহাসনে জয় জগন্নাথ!
মুখখানি সার, নাহিক পা-হাত,
দিব্য চক্ষে হেরি তোমারে, হে প্রভু!
গলে ঢেলে সুরা পতিতপাবনী!

১০

"নাচ, মনোরমে! নাচ তিলোত্তমে!
নাচ লো কামিনী! নাচ লো দামিনী!
ওয়াক্—ওয়াক্—দে জল—রুমাল—
ধর মাথা চেপে বরফ দিয়ে;
জয় জগন্নাথ!—কি ভয়?—কি ভয়?
কালাপাহাড়ের অস্তিত্ব বিলয়;
তবে কেন, প্রভু! ভাই বোন সনে
ভয়ে জড়সড় হাত পা লুকা'য়ে?

১১

"কাঠের দেবতা! এস ভেসে এস,
বজরার হালে চেপে চুপে ব'স;
দে রে গ্লাস্—দে রে ব্রাণ্ডির বোতল,
দে মটর মুড়ি, তেলেভাজা চাট;
দারুময় প্রভু! দারুরথবাসী!
মাহেশ-আকাশে পূর্ণকালশশী!
অর্দ্ধচন্দ্র-মুখে মৃদুমন্দ হাসি'
ঢেলে ফেল গলে এই ক'টা পাঁ'ট।

১২

"তোমাদের পুণ্যে, মাহেশনিবাসী!
প্রতিবর্ষে মোরা যোড় বেঁধে আসি,
কৃতজ্ঞতা তা'র দেখাইব আজ,
এস, বাবা! এস সাঁতার দিয়ে!
ঢেলেছি গেলাসে কিবে লালজল,
সীল করা আছে আরো ছ' বোতল,
ঢাল গলে ঢাল!—শাদা চ'কে কেন
ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে র'য়েছ চেয়ে?

১৩

"নাচ, মনোরমে! বাজা, রে সতীশ!
ওয়াক্—ওয়াক্—এ কি হ'ল—ইস্!
মাথা ঘুরে গেল,—শোব—দে বালিস্—
কিন্তু বাবা! ফের খা'ব ব্রাণ্ডি জল!
জয় জগন্নাথ!—দ্বাদশ গোপাল!
যত ক্ষণ চলে, ঢাল্ ব্রাণ্ডি ঢাল্!
ঘুরুক ঘুরুক আকাশ পাতাল,
যা'ক্ শত্রুগুলো যা'ক্ রসাতল!"

১৪

ছি ছি, এ কি, ওই পিশাচ নিচয়
করে রে—বলে রে—শুনি' ঘৃণা হয়;
পিশাচীর সনে উন্মত্ত পরাণে
নরকে করি'ছে নাটকাভিনয়!
মানুষ হইয়া পশু-ব্যবহার!
নরকের ভূত সব দুরাচার,
গঙ্গাগর্ভে আজ নরক বিস্তার,
গঙ্গাজল আজ পাপ সুরাময়!

১৫

দেবি ভাগীরথি! জাগ একবার,
অসাড়ের মত ঘুমা'য়ো না আর,
কেমনে সহি'ছ এত অত্যাচার,
জাগ, মা গো! জাগ, জাগ, মা, এখনি।
দেখ, মা, তোমার পূত বক্ষ'পরে
পিশাচেরা আজ পদাঘাত করে,
এ দেখেও তুমি এখনো কি ক'রে,
ঘুমা'য়ে রয়েছে, জগতজননি?

১৬

কোথা তব সেই তরঙ্গ ভীষণ,
যাহে ঐরাবত বাসব-বাহন
উলটি' উলটি' আছাড় খাইয়া
ভেসে গিয়াছিল সহস্র যোজনে?
সে তরঙ্গ আজ এখনি তুলিয়া,
এ সব পিশাচে দাও ডুবাইয়া,
মাহেশ-নরকে দাও ভাসাইয়া,
দেখিতে পারি না এ দৃশ্য নয়নে।

১৭

যাঁ'র পুত্র ধরি' শরশরাসন,
অনা'সে করিত অরাতি-নিধন,
তাঁ'র কি উচিত ঘুমান এখন্?
উঠ, মহাদেবি! গর্জ্জি' একবার;
উজানে বহ, মা, টানি' সিন্ধুবারি,
গরজ গম্ভীরে ঘোর হুহুঙ্কারি',
ডুবুক ডুবুক পিশাচ পিশাচী,
থামুক থামুক মদিরা-উদ্গার।

১৮

জাহ্নবি গো! আজ কেন হেন হ'লি?
পিশাচ-নর্ত্তনে গেলি কি মা ভুলি'
আপন মাহাত্ম্য, আপন গরিমা,
বিকট গর্জ্জন, অমেয় শকতি?
সুরনদী হ'য়ে সুরা পরশিয়া,
মাহাত্ম্য কি তোর গেল, মা, ঘুচিয়া?
এ মিনতি মোর, উঠ গরজিয়া,
ঘুমা'য়ো না আর, দেবি ভাগীরথি!

১৯

ধাও তরঙ্গিণি! তরঙ্গলম্ফনে,
কাঁপুক মাহেশ বিষম কম্পনে,
মাহেশের বক্ষ কোটি খণ্ড হ'ক্,
লুপ্ত হ'ক্ নাম চিরকাল তরে;
তা'ও প্রার্থনীয় কোটি কোটি বার,

কিন্তু যে দেখিতে পারি না, মা ! আর,
তোর বক্ষে যত বঙ্গকুলাঙ্গার
পৈশাচ ব্যভারে অত্যাচার করে।

২০

অযুত তরঙ্গ-মুষ্টি প্রহারিয়া,
এই সব তরী দাও, মা, চূর্ণিয়া,
উঠ বহু উচ্চে আকাশ ছুঁইয়া,
জলে জলময় হউক ভূতল ;
গ্রাস কর জগন্নাথের মন্দির ;
ছুটাও চৌদিকে সর্ব্বগ্রাসী নীর,
পিশাচ পিশাচী ধরণী ছাড়িয়া,
চিরকাল তরে যা'ক্ রসাতল !

২১

এই কর, দেবি ! যেন আজ থেকে
ঐ সব পিশাচে বিশ্ব নাহি দেখে,
যেন আজ থেকে বঙ্গের হৃদয়ে
পৈশাচ কলঙ্ক না থাকে আর,
ধর্ম্মধ্বজী পাপী নারকীর দল
আর যেন নাহি স্পর্শে তব জল,
যা'ক্ দুরাত্মারা যা'ক্ রসাতল,
আসুক ধর্ম্মের সুদিন আবার।

২২

ধর্ম্মসেবাভানে মদিরাসেবন,
দেবপূজাভানে কুলটাপূজন,
দেবতার আছে এ কি অত্যাচার,
দেবতার কোলে এ কি পাপাচার !
আর না, জাহ্নবি ! উঠ উঠ উঠ,
ভৈরব নর্ত্তনে গরজিয়া ছুট,
উজানে বহ, মা, টানি' সিন্ধুবারি ;
দেখিতে পারি না এ দশা তোমার।

২৩

ওরে কুলাঙ্গার বঙ্গসুতগণ !
ওই দেখ্ চেয়ে নরক ভীষণ,
তোদেরি এ পাপে পিতৃপুরুষেরা
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে পড়েছে নরকে।
এই কি তোদের পুত্রোচিত কাজ ?
এই কি তোদের উন্নত সমাজ ?
পড়ুক এখনি কোটি কোটি বাজ,
তোদের কলুষদূষিত মস্তকে !

২৪

আজ হ'তে বঙ্গে বাঙ্গালির নাম
লুপ্ত হ'য়ে যা'ক্, যা'ক্ ধর্ম্মভান,
স্নান-রথ-যাত্রা, দ্বাদশ গোপাল
বিলুপ্ত হউক চিরকাল তরে ;
আর না—আর না—সহে না ক আর,
নারকী ! তোদের এত অত্যাচার ;
পাপানলে বঙ্গ হ'ল ছারখার,
কুযশ ভরিল ভুবন ভিতরে।

স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর।

(আরম্ভ)—(সংবাদ)

১

যাও প্রবাহিয়া, গঙ্গে নির্ম্মলসলিলে !
অনন্ত সাগরে।
আমি তব তীরে বসি' নর-ভাগ্য-অঙ্ক কসি,
চিন্তিত অন্তরে।
মূল প্রশ্ন,—'মনুষ্য কি ?' ইহার উত্তর,—
ওই যে তোমার নীরে ভেসে যায় ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্র কলেবর
বায়ুগর্ভ 'জলবিম্ব'—ইহাই উত্তর।

২

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন,—'মানব-জীবন ?'
সহজ উত্তর,—
ওই জলবিম্ব-কোষে যে বায়ু প্রকৃতি-বেশে
ভ্রমে নিরন্তর,
দ্বিতীয় প্রশ্নের, দেবি ! ইহাই উত্তর।
ওই ওই ও কি হ'ল ? জলবিম্ব ভেঙ্গে গেল
বহির্বায়ু-ঘায়,
ফুরা'ল বিম্বের আয়ু, মিশা'ল অন্তর-বায়ু
আকাশের গায় ;
'মানব জীবন' তথা আকাশে মিশায়।

৩

যেরূপ গভীর প্রশ্ন, উত্তরো ইহার
সেরূপ গভীর ;
জলবিম্ব-সম নর ভ্রমিতেছে নিরন্তর
হইয়া অস্থির
অনন্ত অসীম ভীম কাল-পারাবারে ;
এই আছে এই নাই, আবার নিরখি যাই,—
এই দেখি—এই নাই গভীর আঁধারে !

৪

অঙ্ককসা ঘুরে গেল ;—গভীর আঁধার
ঢাকিল হৃদয় মোর, ক্রমে অন্ধকার ঘোর
গ্রাসিল অন্তর ;
একবার গঙ্গাপানে চাহিনু উদাস প্রাণে,
দৃষ্টি ক্ষীণতর।
পুনরায় ভয়ে ভয়ে, চিন্তারে অন্তরে ল'য়ে,

চাহিনু অনন্তদেহ আকাশের পানে,
কি-যে-কি-রকম হ'ল—কেন যে, কে জানে!

৫

আকাশ, পাতাল, মর্ত্য একত্র হইল
মনের ভিতর,
অদৃশ্য যে পরমাণু, তা'ও কোটি খণ্ড হ'ল,
কাঁপিল অন্তর!
মানবের ভাগ্য-রেখা বিদ্যুত-আকারে দেখা
দিয়া মিলাইল;
অবাক্ হইয়া আমি চারি ধারে চাই—
হেনকালে শুনিলাম, "কালী রাজা নাই।'

(শাখা)—(শোকোচ্ছ্বাস)

১—১

'কালী রাজা নাই?'—'নাই, কালী রাজা নাই।'
সুগম্ভীরে প্রতিধ্বনি জড়স্বরে এই বাণী
উগারে আকাশে।
গঙ্গাজল কাঁপাইয়া, এ ধ্বনি তখনি গিয়া
মিশিল বাতাসে।
চৌদিক নীরব হ'ল, কি যেন হারা'য়ে গেল,
কি-যে-কি-রকম হ'ল, ভাবিয়া না পাই;
আবার উঠিল ধ্বনি,—'কালী রাজা নাই!'

১—২

ধীরে ধীরে সুরনদী ভেটিবারে জলনিধি
যেতেছিল সুখে,
'কালী রাজা নাই' বাণী শুনিল যেমন,
আর না যাইতে চায়, উজানে ফিরিয়া যায়,
কলহীন মুখে!
তরঙ্গে তরঙ্গে লেগে আবার উঠিল বেগে
গঙ্গার তরল কণ্ঠে গরলের ধ্বনি,—
'কালী রাজা নাই!'—নদী কাঁদিল অমনি।

১—৩

অনন্ত আকাশ-গর্ভ, দিগন্ত ভেদিয়া,
'কালী রাজা নাই!' ধ্বনি উঠিল বাতাসে;
নিদ্রালু জলদবর শুনি' সে দারুণ স্বর
কাঁদিল আকাশে।
পড়িল অজস্র অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া!
বিজলী জলদ কোলে উঠিল শোকেতে জ্ব'লে,
দিগন্ত ধাঁধিয়া।
পড়িল উন্মত্তা হ'য়ে ভূতল বিঁধিয়া।

১—৪

কেবল চৌদিকে হেরি শোকের উচ্ছ্বাস,
জলে স্থলে শূন্য'পরে চঞ্চল সমীর ভরে
প্রকৃতি ত্যজিল শোকে সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
আনন্দেরো চিত্ত হ'ল বিষাদে হতাশ!
শোকে মেঘ গ'লে গেল, তপন কাঁদিয়ে এল
গগনের গায়,
আপনার তেজে রবি আপনি জ্বলিল শোকে,
'নাই কালী রায়!'

১—৫

'নাই কালী রায়!'—হায়,—'কালী রাজা নাই!'
কি আছে জগতে তবে? কে তা'র উত্তর দিবে?
যা' আছে জগতে, তাহা দেখিতে না চাই।
যা' দেখিলে আশা মিটে, সুখের তরঙ্গ ছুটে,
শুষ্ক ফুলকলি ফুটে, জীবন জুড়াই,
তা'র স্থান এ জগতে আজো হ'ল নাই!
এই খেদে, হায়,
এ দুঃখের বিশ্বে, বল কে থাকিতে চায়?

১—৬

কণ্টকিত এ জগত,—এখানে কেমনে
ফুটে র'বে ফুল?
যদিও ফুটিল, হায়, অমনি, বিনাশ-বায়
কাঁটায় ফেলিয়া তা'রে করিল নির্ম্মূল!
কুসুম আকুল আর দর্শকো আকুল!
হেন বিশ্ব কবে
আকাশের মত, হায়, হ'য়ে যা বে শূন্যকায়,
শূন্যতার দেহপুষ্টি আরো বেশী হ'বে?

১—৭

পৃথিবী বিদীর্ণ হ' রে!—যা রে চূর্ণ হ'য়ে!
আজি হ'তে যত কাল বাঁচিয়া রহিবে কাল,
তত কাল তরে
লুপ্ত হোক নাম তোর; গ্রাসুক আঁধার ঘোর
অবিলম্বে তোরে!
থেকে থেকে পলে পলে মহাশোক-বহ্নি জ্বেলে
কি হেতু দহিস্ তুই মানব-জীবন?
কে তোরে, রে বসুন্ধরে! বলেছিল পায়ে ধ'রে
অল্পপ্রাণ করি' নরে করিতে সৃজন?
ধ্বংস হ'য়ে যা' রে, ধরা!—ঘুচুক রোদন।

১—৮

'কালী রাজা নাই!' না না—এ কথা ব'ল না,
কালী রাজা আছে আছে, ওই যে আঁখির কাছে
প্রশান্ত মূরতি তাঁ'র, পুণ্যের ঝরণা;
শ্রবণ-ভিতর
সুধামাখা বাণী তাঁ'র পশিতেছে বারংবার
জুড়া'য়ে অন্তর।
ভ্রান্তি—ভ্রম—ভ্রান্তি—ওরে, কালী রাজা নাই!
আমি কি দেখিনু স্বপ্ন?—বাস্তবিক তাই!

১—৯

জয়দেবপুর-কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া,
'কালী রাজা নাই !' শব্দ সহসা উঠিয়া স্তব্ধ
করিল এ বঙ্গভূমি আকাশ ছাইয়া।
যত দূর বায়ু যায়, তত দূর ব্যেপে ধায়
এ শোকজনন শব্দ উঠিয়া পড়িয়া,
বিশাল ভাওয়াল ভূমি শুনি' এ দারুণ ধ্বনি,
অশ্রুর প্রবাহে পড়ি' গেল রে ভাসিয়া !
ছুটিল এ ধ্বনি শৈল সাগর ছুঁইয়া।

১—১০

কাঁদ শৈল, কাঁদ গঙ্গে, কাঁদ পারাবার,
কাঁদ বঙ্গভূমি !
যে যেখানে আছ, সবে কাঁদ আজ উচ্চরবে,
উঠুক রোদন-ধ্বনি গগনে আবার
সীমা অতিক্রমি'।
দিব্য অক্ষি মিলি' আজ দেখুন বিধাতা,—
তাঁ'রি সৃষ্ট কালীরায় বঙ্গেরে ছাড়িয়া যায়,
তাঁ'রি সৃষ্ট বঙ্গভূমি শোকাশ্রুপ্লাবিতা !

(সমাপ্তি)—(পুরস্কার)

১—ক

কেঁদ না,—কেঁদ না ;—ওই শুন বাজে,
অমর-দুন্দুভি, ঝাঁঝর, কাঁসর,
হৈম জয়ঘণ্টা, মহাশঙ্খনাদ
অলক্ষ্যে ছুটি'ছে আকাশ উপর।
কোথা কিছু নাই—শব্দ শুধু পাই,
নব কণ্ঠে ধ্বনি উঠি'ছে নূতন,
এ ধ্বনি কখন শুনেনি মরত,
নরকণ্ঠে ইহা সাজে কি কখন ?

১—খ

দেবকণ্ঠরব, বুঝেছি বুঝেছি,
কিন্তু কেন ইহা মরত-মণ্ডলে ?
যন্ত্রণার স্রোত যথা বহি' যায়,
সেখানে এ ধ্বনি কেন সুর-গলে ?
অক্ষয় প্রবাহে যথা অশ্রু বহে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বক্ষ ভেদি' উঠে,
প্রাণমন যথা শোকানলে দহে,
তথা কেন সুর-কণ্ঠ-রব ছুটে ?

১—গ

ওই শুন গান—ভুলে মনঃপ্রাণ,
থাকিয়া থাকিয়া গগন ভেদিয়া
সমীরণে মিশি' আসে দিব্য তান,
এই শুনি—পুনঃ যাই'ছে ফিরিয়া।
নবগীত, আহা, এ গীত কখন
মর্ত্ত্য কি শুনেছে ?—শুনেনি শুনেনি,
সুধার নির্ঝরে অমৃত-স্বনন
শুনি', মুগ্ধ হ'ল পীড়িত মেদিনী।

১—ঘ

মানুষিক-মনোবৃত্তির বিকাশ
তুচ্ছতম, কিন্তু এ গীতের প্রাণ
অপূর্ব্ব—বিচিত্র—মনোবিমোহন,
ইহার জীবন সুধাস্রাবী তান।
ওই শুন গান, কে গায় উত্তরে,
ওই শুন পুনঃ দক্ষিণে কে গায়,
পূরব পশ্চিমে গীতধ্বনি ফিরে,
আকাশে উঠিয়া, আকশে মিশায়।

১—ঙ

"এস এস, রাজা ! তোমারে লইতে
এসেছি আমরা আজ ;
এই লও ধর, পর ত্বরা পর
পূতদেহ সুর-সাজ।"
এই কথা বলি' দেবদূতগণ
আবার গাইল গীত,
আকাশ হইতে স্বর্ণ চতুর্দ্দোল
ভূমে হ'ল উপনীত।

১—চ

ভাওয়ালাধিপতি কালীনারায়ণ
বসিলেন চতুর্দ্দোলে ;
দেব দিবাকর কর-রজ্জু বাঁধি'
চতুর্দ্দোল নভে তোলে।
ভূমিতল ছাড়ি' স্তবকে স্তবকে
চতুর্দ্দোল উঠে নভে ;
সুরকণ্ঠ পুন উদ্গীরিল গীত,
আকাশ পূরিল রবে !

১—ছ

গগনমণ্ডলে পলকে পলকে
কত দৃশ্য মনোহর,
উত্তরে দক্ষিণে পূরব পশ্চিমে
খেলিল সুষমা-স্তর।—
তপনের কর উজ্জ্বল মুকুট
পরিল জলদশিরে,
গলে দোলাইল বিজলীর মালা,
অক্ষি ভাসে হর্ষ-নীরে।
অলক্ষ্যে থাকিয়া তারকামণ্ডলী
রাজারে দেখিল চেয়ে,
তাহাদের কানে রাজার বারতা
সমীরণ কহে ধেয়ে।

১—জ

দেখিতে দেখিতে আবার নূতন
আকাশে হইল শোভা ;
অন্ধকার নাই, দীপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই,
কেবল উজ্জ্বল প্রভা।—
আকাশ-নীলিমা বিলীন হইল,
বিলীন হইল রবি,
লুকান তারকা আরো লুকাইল,
লুকা'ল জলদ-ছবি ;
লুক্কায়িত শশী মিশিল অম্বরে,
কিছুই না দেখি আর,
প্রভার লহরী পরতে পরতে
হাসে খেলে চারিধার।
তুচ্ছ জ্যোতিষ্কোষ মানবের আঁখি
ঝলসিয়া গেল তা'য় ;
আতঙ্কে শিহরি' নিরখি আঁধার,
যেমন ভূতলে চায়।

১—ঝ

কেন হেন হ'ল ? কেন এত প্রভা ?
বুঝিয়াছি এতক্ষণ,—
নিরখ নিরখ,— বিরাট পুরুষ
ওই কে গো এক জন।
ওঁরি দেহ হ'তে অবিরাম স্রোতে
বহি'ছে প্রভার ধার,
প্রভায় প্রভায় ভরিল আকাশ,
প্রভাময় চারি ধার।
উহাঁর প্রভায় রাজা কালীরায়,
হৈল প্রভা-বিমণ্ডিত,
রবি-করে যেন পূর্ণিমার চাঁদ
নভঃপটে সমুদিত।

১—ঞ

বিরাট পুরুষ বাহু প্রসারিলা,
প্রভার লহরী দোলে,
রাজা কালী রায় বাহু প্রসারিয়া,
আরোহিয়া তাঁর কোলে।
অতি অপরূপ দেখিতে সে রূপ,
দেখেনি মরত-আঁখি,
প্রভায় প্রভায় স্রোত ব'য়ে যায়,
রূপে রূপে মাখামাখি।
বিরাট মূর্ত্তির সুপবিত কোলে
বসিলেন কালী রাজা ;
আবার গগনে মধুর নিক্কণে
বাজিল অমর বাজা।

দেবাঙ্গনাগণ দেয় হুলুধ্বনি,
মাঙ্গলিক দ্রব্য ল'য়ে,
নাচিল অপ্সরা বাজনার তালে
থেমে থেমে র'য়ে র'য়ে।
সুধার সুধার কৈন্নর সঙ্গীত
আবার বহিল নভে,
আবার গগনে উঠে নব রব
দেবকণ্ঠে নরস্তবে।

১—ট

বিরাট পুরুষ কালীরে লইয়া,
চলিলেন উর্দ্ধপানে ;
নক্ষত্রমণ্ডলী ছুটিতে লাগিল
সবেগে চুম্বক-টানে।
আনন্দে মাতিয়া, আকাশের কোলে
ঘুরিতে লাগিল রবি ;
কিরণের রাশি দিগন্ত গরাসি'
আবরিল নীল দিবি।
আকাশের কোলে উলটি' পালটি'
তারাদল করে খেলা,
বাজীকর-করে উঠি' পড়ি' ঘুরে
যেন রে বাজীর গোলা।
উর্দ্ধে খেলে রবি, তলে খেলে শশী,
মাঝে খেলে তারাগণ ;
মেঘ দুলাইয়া, ধাইয়া ধাইয়া,
খেলে সুখে সমীরণ।

১—ঠ

দেখিতে দেখিতে, খেলা ফুরাইল,
যে যেমন, সে তেমন,
এমন সময়ে আকাশ ভেদিয়া,
দেখা দিল সিংহাসন।
সেই সিংহাসনে সাদরে যতনে
রাজা কালীনারায়ণে
বসাইয়া দিয়া, বিরাট পুরুষ
চাহিলেন ক্ষণে ক্ষণে।
অমনি সহসা উড়িল আকাশে
চারিটি অপূর্ব্ব পরী,
উড়িতে উড়িতে উঠিল উপরে
সিংহাসন করে ধরি'।
দৈব পক্ষযুগ যত বার নাড়ে,
সঞ্চালিয়া বায়ুস্তর,
তত বার সেই পক্ষযুগ হ'তে
ফুল ঝরে ঝরঝর।
প্রতি ঝাপটেতে, প্রতি রকমের
কুসুম ঝরিয়া পড়ে,

পাখার বাতাসে আকাশে অকাশে
উলটি' পালটি' পড়ে।
কভু রাশি রাশি পারিজাত ফুল,
কভু বা কমলরাশি,
কখন চম্পক, কখন মালতী
আকাশে, চলিল ভাসি'।

১—ড

দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলময়
হইল আকাশতল,
ফুলের তপন ফুলের তারকা,
ফুলের জলদদল;
নিজ রূপ ত্যজি' ফুলদলে সাজি'
হাসিল মোহন চাঁদ,
রাশি রাশি ফুলে সৌর জগতের
হইল নূতন ছাঁদ।
ফুলের ভূধর আকাশ হইতে
হেলে দুলে নামে নীচে,
লুঠিতে তাহারে ছুটে তারাদল,
দলে দলে পিছে পিছে।
এমন সময়ে বিরাট পুরুষ
কহিলেন শেষ বার;—
"কালীনারায়ণ! ধর, বৎস! ধর
এই রাজ-পুরস্কার।"

গীত চতুষ্টয়।

(প্রথম গীত।)

কুমারী রমাবাই।

খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

কে রে ও কুমারী ভারতী মূরতি,
মহাগুণময়ী সরলা যুবতী,
ভারত-গরিমা ভারত-ললনা
হিন্দুকুল-গল-মালিকা-মণি?

(অন্তরা)

কবিত্ব-সাগর, জ্ঞানের আকর,
বিদ্যা-ইন্দ্রজালে খেলে নিরন্তর?
মহাপণ্ডিতেরা হ'ল দিশাহারা,
শুনি' শ্রীমুখের অপূর্ব্ব ধ্বনি।

(সঞ্চারী)

স্বাধীন কবিত্ব অধীন ভারতে
আছে কি না আছে, তাই কি দেখিতে
মানবী আকারে, দুয়ারে দুয়ারে
পলকে পরখ করি'ছে বাণী?

(আভোগ)

সৌভাগ্যের কথা, এ স্বর্গীয় লতা
ভারত বই কি জন্মে যথা তথা?
কবিত্ব-বিভবে এ মহারমণী
ধরণী-রমণী-নিকর-রাণী।

(দ্বিতীয় গীত।)

চন্দ্র।

বেহাগ—মধ্যমান।

(আস্থায়ী)

কে তোমারে নিরমিল মনোহর শশধর,
কাহার আদেশে তুমি ভুবন উজ্জ্বল কর?

(অন্তরা)

শরীর কিরণে ঢাকা,
বদন অমিয়ে মাখা
দেখিলে জুড়ায় আঁখি,
চেয়ে থাকি নিরন্তর।

(সঞ্চারী)

কে এমন ধরাতলে,
তোমারে কলঙ্কী বলে?
ভুলায় জগত-জনে
ও কালবরণ;—

(আভোগ)

ও নয় কলঙ্ক-দাগ,
উজ্জ্বল কজ্জল-রাগ
নয়নে শোভি'ছে তব,
নয়নের শোভাকর।

(তৃতীয় গীত।)

উষা।

বিভাস—দ্রুতত্রিতালী।

(আস্থায়ী)

উজলবরণময়ী মধুরহাসিনী বালা
সুনীল-গগন-কোলে করি'ছে প্রভাত-খেলা।

(অন্তরা)

তপন পিছনে থেকে
খেলা দেখে থেকে থেকে,
নীল-সিন্ধু-জলে তুলি'
লোহিত লহরী-মালা।

(সঞ্চারী)

রমণী করি'ছে কেলি,
বিহগনিকর মেলি'

মুদিত নয়ন খুলি'
গাহিতেছে গান,—
(আভোগ)
তা' শুনি' তমস দুখে,
অতীব বিষাদ-মুখে
পশ্চিম সাগরে ধায়,
জুড়া'তে গায়ের জ্বালা।

(চতুর্থ গীত।)

সূর্য্যোদয়ে।

রামকেলি—মধ্যমান।
(আস্থায়ী)

নব বিভা রবি ঢালিতেছে গগনে।
হইল শোভাময় তড়াগ
বিকচ পদ্মদলে,
তা' হ'তে বহে সৌরভ চল-পবনে।
(অন্তরা)
ফুল-মধু-পান-বিভোর দ্বিরেফ,
বিকসিত স্বরযমুখী—
মেঘমালা শোভে রবি-কিরণে
উজল লাল বরণে।

——

শারদীয় জলদখণ্ড।

১

জল-গর্ভ বরষায় দেখেছি গগন-গায়
তোমারে, জলদ, আমি রজনী দিবায়;
সে রূপ এখন্ কই? বদল হ'য়েছে অই;
সে রূপ এ নব রূপে হারে তুলনায়!
দেখিতেছি ঘন ঘন, তুমিই যে সেই ঘন,
এরূপ বিশ্বাস বশ করে না আমায়;
বাস্তবিক, তুমি সেই, সম্মুখে যা' হেরি এই?
তুমিই কি সেই এই গগনের গায়?
বল, রে জলদ, বল, সুধাই তোমায়?

২

আঁখি ভ'রে প্রাণ খুলে, উঁচুপানে মুখ তুলে
এবে রে তোমারে হেরি—আশা না ফুরায়;
তখন হেরিলে পরে, তোমারে গগন'পরে,
আজের এ সুখ তুমি দিতে কি আমায়?
কালিমাখা ভয়ঙ্কর, নভোগ্রাসি-কলেবর,
যে দিকে তাকাই—দেখি সে দিকে তোমায়।
জগত-ঝঞ্ঝাট,
গরজিতে ঘোর ডাকে, জ...ক-কপাট!
পড়িত প্রবল বেগে ধরণীর গ...
আতঙ্কে যেতাম ছুটে, ধারাগুলে...
জ্বালাইত—তাড়াইত আশ্রয় যথা...রে
তুমিই কি সেই এই গগনের গায়? ...গরে;

৩

...তে,
দু' দিন না যেতে যেতে, রূপের পসার পেতে,
ভুলাইলে, বহুরূপী, নিমেষে আমায়;
একেবারে রূপান্তর, কিছুই তেমনতর
এ শরতে, জলধর, নাই রে তোমায়।
বরষায় এই খানে, চেয়েছি তোমার পানে,
আজিও রে এই খানে আঁখি মোর চায়;
সেই তুমি, আঁখি সেই; কিন্তু সেই ভাব নেই,
আজের ভাবের ভাব কি ক'ব কথায়?
সরে না মনের ভাব ও তোর শোভায়।

৪

সে দিন দেখেছি তোরে আকাশের গায়,
যত দূর দৃষ্টি যায়, অভিন্ন অসীম কায়;
সে ভীষণ রূপ ভাল লাগে না আমায়।
আজের যে রূপ তোর, মানস করিল ভোর,
ফেরে না নয়ন-যোড় ত্যজিয়ে তোমায়।
নূতন নূতন বই, পুরাতনে সুখী নই,
নূতন জিনিষ পেলে, নয়ন জুড়ায়।
রে জলদ, তাই আজ, নূতন নূতন সাজ,
কে বল্, পরা'লে তোর মনোহর গায়?
আমার মনের কথা, মনেই র'য়েছে গাঁথা,
কি আশ্চর্য্য, কে কহিল এ কথা তাহায়?
অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ সেই, সন্দেহ কি তা'য়?

৫

মরি, কি সুন্দর দেহ, অতুল আনন্দ-গেহ,
অনন্ত আকাশ মাঝে ধীরে ভেসে যায়;
সুনীল সাগর-নীরে ভাসে কি রে ধীরে ধীরে
গিরি-চূড়া?—অসম্ভব, কে বিশ্বাসে তা'য়?
ভারতে কি রাম আছে, ভাসা'বে শিলায়?
ও নয় ভূধর-খণ্ড, ও যে রে বাষ্পের পিণ্ড,
দেখিতে ওজনে ভারী, কিন্তু লঘু-কায়,
বিজ্ঞানের কথা এই; সে কথায় কাজ নেই,
বিজ্ঞান নীরস শাস্ত্র, কে তাহারে চায়?
কবি যাহা বলে ওরে, বিশ্বাসি তাহায়।

৬

ভারত-গৌরব-রবি কালিদাস মহাকবি
আঁকিল যেরূপে ওরে দৈবী তূলিকায়;
ব্রিটনীয় কবি শেলি তেজাল সুরঙ ঢালি',
আঁকিল যেরূপে ওরে, তাই চিত চায়।

বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক একেবারে অরসিক,
সুধারে গরল করে; ভাল যেটি পায়,
সেটিরে খারাপ করে, তবে রে কেমনে তা'রে
ভাল বলি?—কবি-শত্রু—ধিক্ সে জনায়?

৭

শরতের জলধর, কবিকুল-প্রিয়বর
তুই রে; কবিই তোরে সুন্দর সাজায়;
বিজ্ঞানবিতের কর করে তোরে জর জর,
এমন বিদ্বেষী নর আছে কি ধরায়?
যা'রে দেখে সুখ লভি, যা'রে প্রিয়তর ভাবি,
যা'র মনোহর ছবি মোহি'ছে আমায়;
কবিকুল যা'র তরে সদাই ভ্রমণ করে,
বৈজ্ঞানিক অরসিক বাষ্প বলে তা'য়?
নকুল অহির ভাব তাই দু'জনায়।

৮

ভাবুক জনের চিত, কর তুমি বিমোহিত,
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধরি' নব নব কায়;
ভব রঙ্গ-ভূমি মত বদলি'ছ অবিরত;
বহু ক্ষণ এক ভাবে দেখি না তোমায়।
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায়!
কখন মুকুট পর, কভু ম্লান কলেবর,
কখন বিজলী-হার চমকে গলায়;
কভু শোভ স্তরে স্তরে, কভু এক কলেবরে,
কভু এ সুন্দর দেহ আকাশে মিলায়;
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায়!

৯

অস্তগামী দিবাকর ঢালি' নানারঙি কর,
তোরে ল'য়ে কত রঙে আকাশে খেলায়;
সে কালের ভাব হেরি', রেতে ছায়াবাজীকারী
রসায়ন-দীপে ছবি দেয়ালে খেলায়;
রবি, তুই শিক্ষা তা'র—সন্দেহ কি তা'য়?
তোরি মত, জলধর, মনে মোর ভাবান্তর,
কতই ঘটি'ছে – আমি কি ক'ব কথায়?
কভু ভাবি মনে মনে, ব'সে আছি সিংহাসনে,
কখন এ দেহ মোর ধূলায় লুটায়!
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায়!

১০

আদর্শ করিয়ে তোরে, এ অনন্ত ভব ঘোরে,
ঘুরি'ছে আমার মন প্রতি লহমায়;
কখন ভূতলে ছুটে, কখন আকাশে উঠে,
কখন সাগর-জলে হাবু ডুবু খায়!
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায়!
কেবল আমিই নই, বাঙ্গালি মাত্রেই অই,
নিরেট পাগল, মেঘ, সন্দেহ কি তা'য়!
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত-মুখ,
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায়?
নিরেট পাগল এরা বিশাল ধরায়।
বালক-ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত,
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়,
আকাশ-কুসুম সম শেষটা দাঁড়ায়!
কা'রে বলে দেশোন্নতি, নাহি জানে এক রতি,
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায়;
দরিদ্র স্বজাতি যা'রা নিরাহারে যায় মারা,
ভুলেও তা'দের পানে ক্ষণেক না চায়;
কিন্তু তৈল ঢালে খালি তৈলাক্ত মাথায়!

১১

কিসের, কিসের বাধা? সাহেবে চাহিলে চাঁদা,
সহস্র অযুত লক্ষ অনায়াসে বিলায়;
হায়, এ কি অবিচার, কা'র টাকা হয় কা'র,
পরধনে পোদ্দারীর এই ব্যবসায়!
ধনীরা প্রজার ধনে ধনিত্ব ফলায়!
'রাজা', 'রায় বাহাদুর' লভিতে বাঙ্গালি শূর,
ছি ছি রে, জীবন কাটে 'ইংরেজ-সেবায়!'
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিয়ে,
চতুর ইংরেজ বেস্ চাতুরী খেলায়!
বাঙ্গালি বিষম বোকা বিশাল ধরায়!

১২

বাঙ্গালি বিষম খেপা, বধূর বিননী-খোঁপা
সাদরে ধরিয়ে, ফুল বসায় তাহায়!
এদিকে নিজের শিরে, ছি ছি রে, ছি ছি রে, ছি রে,
বিলাতী পাদুকা, ধিক্, ব'য়ে ল'য়ে যায়!
বাঙ্গালি পাগল শুধু?—অধম ধরায়!
বাঙ্গালির কত গুণ, মুখে মাখে কালি চূণ,
স্বজাতির মন্দ বই ভাল নাহি চায়;
হাত পা সকলি আছে, তবু বিলাতের কাছে,
কি লজ্জা, ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানা চায়!
এমন নিরেট বোকা দেখেছ কোথায়?
বাঙ্গালি নিরেট বোকা, বুকে ভয়—মুখে রোখা,
সকল লক্ষণগুলি পাগলের প্রায়।
কত কাল এই ভাবে বাঙ্গালি-কুলের যা'বে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায়?
রে মেঘ, বরষাকালে, কি ছিলে গগন-ভালে,
এবে বা কেমন তুমি আকাশের গায়;
কত কাল এই ভাবে কিন্তু বাঙ্গালির যা'বে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায়?
না ফিরিলে,—কে ফিরা'বে?—কে হেন ধরায়?

স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ।

১

যাও,—
ধরণীর ছায়ামাত্র নাহিক যথায়,
দুঃখের কণাও যথা নাহি দেখা যায়,
স্বার্থপরতার লেশ, দ্বেষের ভীষণ বেশ,
কলুষ পশিতে যথা প্রাণে ভয় পায়,
যাও, সুধীবর! তুমি যাও গো তথায়।

২

যাও,—
যেখানে কখন কোন অত্যাচার নাই,
সদাচার প্রতি জনে যেখানে সদাই,
'তুমি' 'আমি' হেন কথা নাহি পায় স্থান যথা,
সবি 'আমি' একমাত্র এ কথা যথায়,
যাও, সুধীবর! তুমি যাও গো তথায়।

৩

যাও,—
যেখানে কপট শঠ নিঠুর দুর্জ্জন
যেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু না পারে কখন;
যেখানে ভয়ের ভয় নিমেষে নিমেষে হয়,
যথা যেতে খসি' পড়ে পাপীর চরণ,
যাও তুমি সেই খানে, বঙ্গের রতন!

৪

যাও,—
যথা নাই পরনিন্দা, পরপরিবাদ,
যথা নাই হৃদয়ের তিলেক বিষাদ,
যথা নাই অহঙ্কার, অসহ্য যন্ত্রণাভার,
যথা নাই দেহ সনে মনের বিবাদ,
যাও তথা, জ্ঞানিবর! লইয়া আহ্লাদ।

৫

যাও,—
যথা নাই কোন শোক, প্রাণের বেদনা,
যথা নাই অসুখদা পার্থিব লাঞ্ছনা,
ছয় রিপু নাহি যথা, নাই যথা মনোব্যথা,
নাহি যথা সংসারের গম্ভীর ঝঞ্ঝনা,
যাও তথা, তুচ্ছ করি' ঐহিক বাসনা।

৬

যাও,—
যেখানে লোভের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়ে যায়,
যেখানে পার্থিব চক্ষু ভয়ে নাহি চায়,
যেখানে মনুষ্য-কায় দৈব তেজে শোভা পায়,
নাহি যথা মানবিক জগত-ঝঞ্চাট,
যাও তথা, অবারিত কনক-কপাট!

৭

যাও,—
যেখানে অসংখ্য জীব যাইবার তরে
আশা-নায়ে চড়ি' ঘোরে কালের সাগরে;
কোটির ভিতর হ'তে ভাসিয়া প্রবল স্রোতে,
দুই এক জন সেই পারাবার তরে,
যাও তুমি সেইখানে হরিষ অন্তরে।

৮

যাও,—
যেখানে বহে না সুরা দহিয়া হৃদয়,
যেখানে সুরার নাই লহরী নিচয়,
যেখানে সুরার নামে যায় যা'রা গঙ্গাস্নানে,
শুনিলে সুরার নাম প্রায়শ্চিত্ত করে,
যাও তুমি সেইখানে হরিষ অন্তরে।

৯

যাও,—
'সুরাপান করিও না' এ আদেশ দিয়ে,
কিন্তু যা'রা নিজে মাতে সুরা-বিষ্ঠা খেয়ে,
সুরা মোক্ষ, সুরা ধর্ম্ম, সুরাপান নিত্যকর্ম্ম
যা'দের, এরূপ পাপী নাহিক যথায়,
যাও তুমি, হে ধার্ম্মিক! যাও গো তথায়।

১০

যাও,—
যেই অসরল জন সরলে ঠকা'য়ে,
স্বার্থের সাধন করে ছলনে ভুলা'য়ে,
এইরূপ পাপচেতা না পায় যাইতে যেথা,
সেইখানে যাও তুমি, ভিষক্‌রতন!
তব উপযুক্ত সেই স্থান অতুলন।

১১

যাও,—
যেখানে ধনীর তুচ্ছ ধন-অহঙ্কার,
ধনের গৌরব যথা ছার হ'তে ছার,
পাপশীল ধনী যেই, স্থান তা'র যথা নেই,
দরিদ্র ধার্ম্মিক যথা সিংহাসন পায়,
যাও তুমি সেই দেশে, যাও অচিরায়।

১২

যাও,—
আমি প্রভু, তুমি দাস—আমার অধীন,
আমি ধনেশ্বর, তুমি ভিক্ষুক সুদীন,
আমি রাজা, প্রজা তুমি, আমি পৃথিবীর স্বামী,
তুমি পৃথিবীর কীট, এ পাপ বচন
নাহিক যেখানে কর সেখানে গমন।

১৩

যাও,—
যেই মহাপাপী ধনী ধন-প্রলোভন
দেখাইয়া দীনে করি' সবিষ-দংশন,
আপনার কাজ সাধে, হাহাকারে দীন কাঁদে,
এরূপ ঘটনা কভু না ঘটে যথায়,
হে ধার্ম্মিক! তুমি ত্বরা যাও গো তথায়।

১৪

যাও,—
যেখানে নিন্দিত নাই, নিন্দাকারী নাই,
যেখানে নিন্দার কেহ না দেয় দোহাই,
যেখানে যশের হেতু না গঠে অর্থের সেতু
সময়-সাগর-গর্ভে যশোলিপ্সু জন,
সেইখানে, সুরপ্রভ! কর ত্বরা গমন।

১৫

যাও,—
যেখানে একের দোষে, বিনা দোষে পরে
পীড়ন না করে কেহ ক্রোধিত অন্তরে;
যথা ভাল মন্দ নাই, ভাল হ'তে ভাল যা'ই,
তাহাই ভাণ্ডার ভরা চিরকাল তরে
যাও তুমি সেই দেশে পুণ্য-বায়ু-ভরে।

১৬

যাও,—
যথা আত্মপর নাই, সকলে সমান,
যথা ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, অপূর্ব্ব বিধান,
যথা নাই কোলাহল, যথা নাই হলাহল,
যথা নাই ফলাফল—ভাগ্যের সন্ধান,
যাও তুমি সেই দেশে, যাও, পুণ্যবান্।

১৭

যাও,—
যে রাজ্যে মৃত্তিকা নাই, সবি ফুলময়,
যে রাজ্যে সলিল নাই, সদা সুধা বয়,
যে রাজ্যে রজনী নাই, অথচ দিবস নাই,
অথচ স্বর্গীয় বিভা দিশি উজলয়,
যাও তুমি সেই রাজ্যে; কর কাল-ক্ষয়।

১৮

যাও,—
যেখানে অমরবালা ফুলমালা করে,
ফুলবাস ফুলভূষা বর অঙ্গে প'রে,
ফুলের উপর দিয়া চলে ফুল বিলাইয়া,
অচল কুসুমে যেন চল ফুল চলে,
যাও তুমি সেইখানে; সৌভ ফুলদলে।

১৯

যাও,—
যথা ফোটে পারিজাত অমর-কাননে,
যথা ছোটে গন্ধ তা'র সমীর-নর্ত্তনে,
যেখানে ত্রিদিববালা গাঁথি' সে ফুলের মালা,
সে ফুলেরি তরুকণ্ঠে পরায় যতনে,
যাও তুমি সেইখানে; নিরখ নয়নে।

২০

যাও,—
যেখানে ফুলের দোলা গাছে টাঙাইয়া,
খেলা করে দেববালা হেলিয়া দুলিয়া;
দোলার দোলন পেয়ে, তরুশাখা নুড়ে নুড়ে,
দেববালা শিরে দেয় কুসুম ঢালিয়া,
যাও তুমি তথা, সুখ লভ নিরখিয়া।

২১

যাও,—
যেখানে কোকিলা-সনে অমর সুন্দরী
সমানে বাঁধিয়া সুর, বীণাযন্ত্র ধরি',
মনোহর গান গায়, আনন্দ-উচ্ছ্বাস তা'য়
উঠিয়া হৃদয়ে তুলে অমৃত-লহরী,
যাও তথাশু, ন গাথা—অপূর্ব্ব মাধুরী।

২২

যাও,—
যেখানে তোমার তরে আজি মহোৎসব,
স্বর্গীয় সঙ্গীত-যন্ত্রে উঠি'ছে সুরব,
'আগত স্বাগত'রবে তোমারে ডাকি'ছে সবে,
প্রতিধ্বনি সেই ধ্বনি করি'ছে প্রসব,
যাও তুমি সেইখানে, দরিদ্র-বান্ধব!

২৩

যাও,—
যেখানে অমরগণ চড়ি' দৈব-রথে
তোমারে লইবে বলি' নামে শূন্য-পথে।
সেই অলৌকিক রথ দীপ্ত করে নভস্পথ,
দীপ্তি-রেখা দেয় দেখা, শূন্য'পরে ধায়,
যাও তুমি সেইখানে, চড়িয়া তাহায়।

২৪

যাও,—
যে রাজ্যের রাজা আজি তোমার কারণ
আপনার বামপার্শ্বে অপূর্ব্ব আসন
রেখেছেন পাতাইয়া, ব'স তুমি তাহে গিয়া,
আত্ম-উপহার তাঁ'র শ্রীচরণে দাও;
যাও পাপ ধরা ছাড়ি'—চির তরে যাও।"

নিদাঘ-জলদ।

১

সবিনয়ে বলি আমি, রাখ হে মিনতি,
সচল জলদ ! ধর অচল মূরতি।
শীতের সময় যাহা
বলেছিনু, ভুল তাহা,
দীনে দয়া করি' ;
এবে বিপরীত আশা,
এবে বিপরীত তৃষা
মনের ভিতরি
জেগেছে আমার, তাই কহি তব প্রতি,—
গতিহীন হও এবে, অগতির গতি !

২

সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে প্রাণ যায় যায়,
দয়ারে দহিয়া রবি আমারে জ্বালায় !
ঘর্ম্মের তরঙ্গ উঠে,
পিপাসায় ছাতি ফাটে,
গেল বুঝি প্রাণ !
জলধর ! এ সময়ে
আতুরে সদয় হ'য়ে,
দয়া কর দান।
কর দু'টি যোড় করি' নিবেদি তোমায়,—
বারেক দাঁড়াও তুমি তপন-তলায়।

৩

প্রকৃতির ছত্র তুমি, ওহে জলধর !
প্রকৃতির আজ্ঞা তুমি পাল নিরন্তর।
তবে কেন চ'লে যাও ?
থাম থাম—মাথা খাও,
যে'ও না চলিয়া ;
তুমি চ'লে গেলে, মেঘ !
সূর্য্যের অসহ্য বেগ
স'ব কি করিয়া !
আবার পুড়িবে মোর শরীর অন্তর,
দারুণ পিয়াসে কণ্ঠ হইবে কাতর !

৪

কি চাও, জলদ ! তুমি—বল অচিরায় ?
থাকে যদি তা' আমার, দিব তা' তোমায়।
এবে মোর যা' যা' আছে,
খুলিয়া তোমার কাছে
বলি একে একে ;—
আনন্দের লেশহীন
দুর্ব্বল হৃদয় ক্ষীণ
নিরাশায় ঢেকে
আছে বহু দিন হ'তে ; চাও যদি তা'য় ;
লও তুমি—দিব আমি এখনি তোমায়।

৫

আর যদি চাও তুমি এ মোর জীবন,
যে জীবনে যন্ত্রণার ভীষণ তাড়ন,
আশা যদি কর চিতে,
প্রস্তুত তাহাও দিতে
এখনি তোমায় ;
কিন্তু, ভাই জলধর !
ক্ষণেক বিলম্ব কর
আকাশের গায়।
জীবন দিবার আগে জুড়াই জীবন
তোমার ছায়ায়, পরে করিও গ্রহণ।

৬

ধনরত্ন নাহি মোর,—কি দিব তোমায় ?
যা' আছে, তা' বলিলাম—মন যদি চায়,—
এখনি গ্রহণ কর,
কিন্তু মোর বাক্য ধর,
দাতা জলধর !
বিনীতেরে দয়া ক'রে,
রবিস্থিতিকাল তরে
ছেড় না অম্বর।
সূর্য্য অস্ত গেলে, যবে ব'বে শীত বায়,
তখন যাইও তুমি—বাসনা যথায়।

দানবী নদী।*

১

সফল হইল—সফল হইল—
কোটিবার বলি, সফল হইল,
রে দানবি ! তোর নামের মহিমা !
যেই মহীধরে লভিলি জনম,
সেও রে সফল !—যে ভূমি-হৃদয়
ভিজা'স্, তটিনি, সেও রে সফল !
সেও রে সফল, যে দেখি'ছে তোরে ;
সেও রে সফল, যে স্মরি'ছে তোরে ;
সফল হইল—সফল হইল—
কোটিবার বলি, সফল হইল,
রে দানবি, তোর নামের মহিমা !

২

দিবাকর তোরে করে নিরীক্ষণ,
স্পর্শ করে তোরে সুখে সমীরণ,

* ড্যানিউব নদী (The River Danube)।

কাজে সে দু'জন সফল-জীবন।
বহুদূরব্যাপী, শূন্যস্থলশোভী
নীলাকাশ তো'তে নীল রঙ ঢালে,
সেও রে সফল, অরে রে দানবি !
সফল ও তোর নামের মহিমা !

৩

তোর গর্ভস্থিত—তোর তীরস্থিত
বালুকার রাশি হীরাচূর্ণ চেয়ে
শতগুণে শ্রেষ্ঠ—তা'রাও সফল !
তোর তীরে যেই তরুকুল শোভে
বিস্তারিয়া বাহু নীর'পরে তোর ;
যা'দের সুরঙ্গী কুসুম স্তবক,
যা'দের মধুর ফল নানাজাতি,
যা'দের বিবিধ ছোট বড় পত্রতা
পড়ে তোর জলে প্রতি বাত-ঘায়ে ;
যা'দের ধরণীতলস্পর্শী মূল
নিম্ন দিয়া তোর তল-জল পিয়ে,
সেই তরুরাজি সফল—সফল !
যে সব ব্রততী হামাগুড়ি দিয়া,
কুসুমিত শির ডুবা'বার তরে
তোর পুণ্য-জলে, যায় ধীরি ধীরি,
তা'রাও সফল—বলি কোটি বার !

৪

লো দানবি ! তোর পুণ্য জলরাশি
সফল—সফল শতকোটি বার।
তুর্ক-রুষো-রণে যোদ্ধা শত শত
ও পবিত্র জলে পবিত্র শোণিত
ঢালি' মুহুর্মুহু হ'তেছে সফল।
যদি স্বর্গ থাকে—যদি থাকে পুনঃ
সেই স্বর্গে সুখ—অনন্ত নির্ম্মল,
এই যোদ্ধৃগণ প্রাণ বিসর্জ্জিয়া
তোর পুণ্য-তটে, অয়ি লো দানবি !
সে সুখ লভেঁছে ;—সে সুখ সফল।

৫

কিন্তু, নদি ! আজ এ ভারতবাসী
যোদ্ধৃকুলোদ্ভব, কিন্তু কুলাঙ্গার
ভারত-সন্তান নহে লো, সফল !
নহে লো সফল জীবন তা'দের ;
আত্মা, প্রাণ, মন, শরীর-পিঞ্জর
নহে লো সফল, সফলা দানবি !
যদি আজ তা'রা দগ্ধ নেত্র-যুগে
দেখিতে পাইত মহাদেবী মূর্ত্তি
তোর, লো তটিনি ! তা' হ'লেও কিছু—
অণুপরিমাণ—হইত সফল !
কিন্তু, তরঙ্গিণি, য়ুরোপপ্লাবিনি,
নররক্তমাখা, ঘোরহুঙ্কারিণি,
তুই শত্রুদল-বিভাগকারিণি,
সে আশা, বিফল—নহিল সফল,
দেখিল না তোর রক্তমাখা জল,
দেখিল না তোর মূর্ত্তি মহাদেবী,
দেখিল না তোর দৈব মহাশক্তি,
শিখিল না, হায়, ক্ষণেকের তরে
তোর দত্ত শিক্ষা, মহাশিক্ষা ভাবি',
পিয়িল না তোর রক্ত-মাখা বারি
ভারত-সন্তান—অভাগা সন্তান !

৬

ভারতের গঙ্গা বহুযুগ হ'তে
পুণ্যদা বলিয়া পরিচিতা বটে ;
কিন্তু এবে নয়—এবে ভাগীরথী
মাহাত্ম্যবিহীনা, কর্ম্মনাশা-সমা
অপুণ্যদা বলি' করি আমি জ্ঞান।
গঙ্গা অসফলা ! তুই লো সফলা !
আজি লো যেমনি তুই, তরঙ্গিণি,
সেইরূপ গঙ্গা, ভারত-প্লাবিনী,
অরি-রক্ত-ধারা মিশাইয়া জলে
রক্তবর্ণা হ'য়ে নাচা'য়ে লহরী,
যেতেন ছুটিয়া সাগরালিঙ্গনে ;
সেই দিন গঙ্গা, বলি কোটি বার,
ছিলেন পুণ্যদা—ছিলেন সফলা !
এবে তুই, নদি ! পুণ্যদা, সফলা।

৭

'নদীকুলেশ্বরী' বলি' আজি তোরে
সম্বোধি' আমি—বড় ভালবাসি।
'স্বর্গদ্বার' বলি' সম্বোধিব তোরে,
কিংবা সম্বোধিব মুক্তি-দ্বার বলি'।
আজি তোর তটে বাজে রণ-ভেরী—
বাজে রণঢক্কা—রণশৃঙ্গ বাজে !
শত শত কণ্ঠে, আজ তোর তীরে
উঠে জয়ধ্বনি কাঁপা'য়ে মেদিনী।
আজ তোর তটে, অয়ি লো তটিনি !
কত বীর-কণ্ঠে, গগন বিদারি'
উঠে এই রব ;—"জয় স্বাধীনতা !"
আজ তোর তটে ভাস্কর-কিরণে
বিবিধ শাণিত অস্ত্র রাশি রাশি
ঝক্ মক্ করে, দীপ্ত প্রতিবিম্ব
পড়ে তোর জলে, বড় ভালবাসি।
আজি তোর তটে লোহার কামান
গর্জ্জে মুহুর্মুহু—জীবন্ত অশনি !

ছুটে কত গোলা অগ্নি-মুণ্ডমালা,
ডিঙ্গাইয়া তোরে পড়ে পরপারে,
কি ভীষণ দৃশ্য—অথচ সুন্দর;
বড় ভালবাসি, সফলা দানবি!

৮

কিন্তু গঙ্গা-তট, হায়, কূলবতি!
এবে লো নীরব গভীর শ্মশান!
কই রণ-বাদ্য?—কই অস্ত্র-নাদ?—
কই বীরকণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি?
এ কি সেই গঙ্গা?—এ কি সে ভারত?
এ যে বৈতরণী!—এ মহাশ্মশান!

৯

এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কূলে
রণকোলাহল—মহাহুলুস্থূল;
এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কূলে
আর্য্যমুখে হাসি, যবন আকুল;
সেই গঙ্গাকূলে আজি, তরঙ্গিণি!
কুশ, কাশ, তৃণ, বনঝাউ তরু
দুর্ভেদ্য আকারে আছে দাঁড়াইয়া!
যুদ্ধজয়ী হ'য়ে আর্য্য-সুতগণ
যে গঙ্গার তটে জয়গীতি গেয়ে,
আত্মারে তুষিত, সেই গঙ্গাতটে
নয়নাশ্রু বহে!—নীচে গঙ্গাজল!
দানবি রে, আজ তোর পুণ্যকূলে
স্বর্গের তোরণ খুলেছে আপনি;
শত শত শূর (দেশের ভরসা—
মানব-গৌরব—পূতদেহধারী—
শক্তিবরপুত্র—ভক্তির আধার)
মনশ্চক্ষে তাহা দেখে মুহুর্মুহু।
কিন্তু আজ, সতি! জাহ্নবীর কূলে
স্বর্গের তোরণ নাহি দেখা যায়,—
কি দেখি লো তবে?—দেখি সে ভীষণ
লোমহরষণ নরক দুস্তর!

১০

অরে ভারতের মূর্খ পুত্রগণ!
পরান্নপ্রয়াসী—পরসেবাপর—
মনুষ্যত্বহীন—পরপদলেহী—
দাসত্বজীবন—অকালকুষ্মাণ্ড—
পূর্ব্ব-পিতৃগণ-গৌরব-বিলোপী—
কলঙ্ক-প্রসবী—ভারতাঙ্ক-পাপ—
অনৈক্যের মিত্র—ঐক্যের অরাতি—
মহাস্বার্থপর—অসার—অসার—
আত্মাদরশূন্য—কাণ্ডজ্ঞানহীন!
আরো কি এখনো ভাবিবি মানসে
গঙ্গাজলে দেহ বিধৌত করিয়া,
গঙ্গাকূলে সেই বিশ্ববাঞ্ছনীয়
স্বর্গের তোরণ দেখিতে নয়নে?
যদি আশা থাকে—যদি ইচ্ছা কর
স্বর্গের তোরণ বারেক দেখিতে,
যাও তবে সেই দানবীর কূলে,
দেহ ধৌত কর সে নদীর জলে,
পান কর সেই পুণ্য-প্রসূ বারি,
ধ্যান কর সেই তটিনীশ্বরীরে,
স্বর্গের তোরণ দেখিবি নয়নে।

১১

'শান্তি, শান্তি' ধ্বনি ভারত ব্যাপিয়া,
হিমালয় হ'তে কুমারিকা দিয়া,
সমুদ্রের গাঢ় সুনীল তরঙ্গে,
এখনো ধ্বনিত হইতেছে কেন?
চাহি না শান্তিরে—শান্তি মহাবৈরী—
শান্তি ভারতের গৌরবনাশিনী—
শান্তি যেই খানে—অশ্রু সেই খানে—
শান্তি যথা, তথা অনন্ত যামিনী—
শান্তিরে যে বলে বিরামদায়িনী,
কাপুরুষ সেই, সন্দেহ কি তা'র?
শান্তি রাজ্ঞী যথা, প্রজাগণ তথা
চিরকাল বহে অধীনতাভার!
যেখানে দেখিবে শান্তি-আরাধনা,
সেখানে দেখিবে অপার যন্ত্রণা!
যেখানে দেখিবে শান্তি সর্ব্বেশ্বরী,
সেখানে দেখিবে চির হাহাকার।
পরাধীনতার শান্তি অন্য নাম,
চাহি না শান্তিরে—চাহি না শান্তিরে।
ভুলে যা, রে মূর্খ! শান্তি-আরাধনা!
এক মাত্র শুধু শান্তির কারণে
ভারত আবদ্ধা মহাকারাগারে!
শান্তির কারণে ভারত-নয়নে
অবিরাম গতি অশ্রু বহে ধারে!
শান্তির মুষ্টিতে তুষ্টি-লেশ নাই,
দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, অনন্ত বিষাদ,
নরকে যা' থাকে—স্বর্গে যাহা নাই,
শান্তির মুষ্টিতে কেবল তাহাই!
তবু মহামূর্খ ভারত-সন্তান!
শান্তি-পদ-সেবা করিতে কামনা?

১২

দানবীর কূলে ঘটেছে প্রলয়,
তুরস্কের মহাবীর পুত্রগণ
এ হেন সময়ে কর্ণতরে যদি

শান্তির চরণে লহে রে স্মরণ,
ভেবে দেখ্ দেখি বারেক মানসে,
কি অবস্থা ঘটে তা' হ'লে তা'দের ?
রুষের ভল্লুক প্রতি ঘরে ঘরে
ঘোর হুহুঙ্কারে গর্জ্জিবে গভীর ;
কত কুলবালা—যবন-কামিনী—
ভল্লুকের করে জাতিচ্যুতা হ'বে—
কত বর্ষীয়ান্—কত বর্ষীয়সী—
কত সুকুমার বালক বালিকা
ভল্লুকের খর-নখর-প্রহারে
হারা'বে জীবন ! দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
খ্রীষ্ট-বৈজয়ন্তী পতপত রবে
যবনের গৃহ-চূড়ার উপরে
উঁড়িবে, ভল্লুক খেলিবে তাহায়।
যদি এ প্রলয়ে তুরস্ক-ভূপতি
শান্তির চরণে গড়া'য়ে পড়িত,
কি করিত শান্তি তা' হ'লে তাঁহার ?
কি আর করিত ?—ভারত যেমতি !

১৩

ভবিষ্য জানি না ;—ভবিষ্যের কথা
বর্ত্তমানে ভাবা অধর্ম্ম-লক্ষণ,
যদিও তুরস্ক কালের কৌশলে
পরাজিত হয় রুষীয় প্রতাপে,
কি দুঃখ তাহায় ?—আনন্দ অপার ;
শান্তির ছলনে সে তো হারিবে না।
অরির সম্মুখে সম্মুখীন হ'য়ে
শাণিত আয়ুধ ধরি' দুই ভুজে
যদি পরমায়ু ত্যজে কলেবর,
কোটি বার বলি, সে মৃত্যু সুখের ;
স্বর্গের কবাট বিমুক্ত আপনি।
কিন্তু যদি, হায়, শান্তির ছলনে
অরির সম্মুখে পৃষ্ঠ দেখাইয়া,
অরির সম্মুখে মানাঞ্জলি দিয়া,
অমরত্ব লভি' ভুলে মৃত্যু-ভীতি,
কোটি বার বলি, সে বাঁচা যন্ত্রণা !
নরক-সম্ভোগ চির কাল তরে !
অশান্তিতে মৃত্যু অমর-বাঞ্ছিত,
শান্তির জীবন আনন্দ-বঞ্চিত।

১৪

খুল ইতিহাস—পড় একবার,
এখনি বুঝিবে শান্তি অশান্তিতে
কত যে বৈষম্য—কত যে দূরত্ব—
কত যে অনৈক্য—কত অসদ্ভাব।
শান্তির রাজত্ব দেখিবে যেখানে,
দেখিবে সেখানে নিরয়-প্রবাহ ;
অশান্তির রাজ্য দেখিবে যেখানে,
দেখিবে সেখানে পুণ্য ধ্রুবলোক।
শান্তি-পদ-চিহ্ন-অঙ্কিত যে দেশ,
কলঙ্ক-অঙ্কিত সদা সেই দেশ ;
অশান্তি বিরাজে চিরকাল যথা,
গৌরব-গরিমা অনন্ত সে দেশে।
কিন্তু, অরে মূঢ় ভারত-সন্তান !
দেখেও দেখ না—বুঝেও বুঝ না—
শুনেও শুন না—জেনেও জান না—
শান্তি শান্তি করি' র'বি কত কাল ?
আরো কত কাল ভজিবি শান্তিরে ?
লক্ষীছাড়া হ'লি—বীর্য্যছাড়া হ'লি—
ধর্ম্মছাড়া হ'লি—পুণ্যছাড়া হ'লি—
সর্ব্বছাড়া হ'লি—কিন্তু রে তথাপি
শান্তিছাড়া, হায়, নারিলি হইতে।

১৫

কত কাল, আরো ভারতের বক্ষে
শান্তি-শূল বিদ্ধ র'বে দৃঢ়রূপে ?
কত কাল আরো হিমাদ্রি-কন্দরে,
কত কাল আরো কুমারিকা-প্রান্তে,
কত কাল আরো ভারতের পূর্ব্বে,
কত কাল আরো ভারত-পশ্চিমে,
কত কাল, হায়, আরো কত কাল
'শান্তি শান্তি' ধ্বনি প্রতি কণ্ঠমূলে
ধ্বনিত হইবে গগন বিদারি' ?
হে বিধাত ! বল, আরো কত কালে
অশান্তি-দর্শন লভিবে ভারত ?*

মর্ম্মান্তিক ভালবাসা।

১

সুযশ কুযশ লাভ করি'
অস্তাচলে চলে দিবাকর, মাতালের প্রায়,
ঢেলে দিয়ে মেঘের উপরি
আবির ; প্রকৃতি সেই আবির উড়ায়।
এক দুই তিন ক'রে নীচে নীচে রবি
আজিকার মত কোথা লুকাইল ছবি !

২

এমন সময়ে উপবনে
মল্লিকারে বলিল কামিনী,—"ওলো প্রাণসই !
হাঁফ ছেড়ে বাঁচিলাম মেনে,
এবার মনের কথা তোর সনে কই ;

* এই পর্য্যন্ত 'অবসর-সরোজিনীর' দ্বিতীয় ভাগ শেষ। পরবর্ত্তী কবিতাগুলি নূতন সন্নিবেশিত হইল।

(দূর ছাই! ঘোমটায় কিবা কাজ আর?)
পোড়া রবি চ'লে গেছে, বালাই আমার!
দেখ, ভাই মল্লিকে সুন্দরি!
সত্যি ক'রে বলি তোর কাছে,—
আমার যে ভালবাসা, সই!
তা'র এক রসরাজ আছে।"

৩

হাসিয়া মল্লিকা তবে কয়;—
"কে লো সে রসিক মহাশয়?
নাম কি শুনিতে পাই; বলিবার হ'লে, ভাই!
একবার খুলে বল, তা' নয় তো নয়;
কোন্ খানে সে নাগর তোর
করে, ভাই! সারা দিন ভোর?"

৪

কা।—"সারাদিন ভোর কি লো সই?"
ম।—"ধ'রে নে লো নিশি ভোর(ই) ওই!"
কা।—"বড় যে চালাক তুই!"
ম।—"নৈলে কি হেরেছে যুঁই?"
কা।—"আমারে তা' পারিবি না, বড় নটখটি।"
ম।—"হয় ত চোখের জলে হ'বে কাদামাটী!"
কা।—"পরিহাস রাখ, ভাই! মন-কথা শোন্।"
ম।—"পরিহাস বড় নয়।—যাক্, বল্, বোন্!

৫

কামিনী হাসিয়া তবে বলে;—
"শুনেছ কি বাতাসের নাম?
পাতার দোলায় সে লো দোলে,
ফুলে ফুলে লভিয়া বিরাম।
অনন্ত আকাশ তা'র পথ
ঝাউ গাছ বাঁশরী তাহার,
ছোট বড় মেঘ তা'র রথ,
গিরিগুহা বিজন আগার!
তা'র মত নাই লো খেলুড়ে,
বিশেষ সে জানে প্রেম-খেলা;—
কি বা কোঠা, কি পাতার কুঁড়ে,
যাওয়া আসা করে সে দু' বেলা।
রাজগৃহে রাজার কুমারী,
কুঁড়ে ঘরের গরিবের মেয়ে,
সমভাবে ভালবাসে তা'রে,
হেসে হেসে প্রাণ খুলে দিয়ে।
আমার সে রস-নটবর
করে লো রসের ছড়াছড়ি;
রাঙা বউ দেখিলে নয়নে,
তা'র কাছে ছোটে তাড়াতাড়ি।
সরস রসের গান গেয়ে,
ঘোমটা খুলিয়ে দেয় তা'র;
কপালের চুলগুলি নেড়ে,
চাঁদমুখ দেখে কত বার।
যে তা'রে না ভালবাসে, সই,
টানে ধ'রে তা'র লো আঁচল,
তা'তেও নারাজ হ'লে, সই!
পায়ে ধরে করিয়ে কৌশল!
তা'তেও নারাজ যদি হয়,
আর বড় তা'রে লো সাধে না;
পা-ধরার দাদ তুলে লয়,
চোকে দিয়ে বালুকার কণা।"

৬

হেসে করে মল্লিকা উত্তর;—
"এই বুঝি রসের নাগর!
যা'রে তা'রে ভালবাসে চোকে ধূলি দেয় শেষে,
এই তোর প্রেমের নফর!
ফাজিল প্রেমিক তবে এ হ'তে কে আর হ'বে,
বল, সই! আমার গোচর,—
এরি নাম রস-নটবর!
পাঁচ ফুলে মধু খাওয়া, রাঙা বউ দেখে ধাওয়া,
যা'র তা'র প্রেম চাওয়া, এমন কামুক হাওয়া
তোর প্রেমচাঁদ!
কামিনি লো! বালির এ বাঁধ!"

৭

এই কথা বলিতে বলিতে,
হাওয়া এল হেলিতে দুলিতে,
মল্লিকা খাইয়া দোল, লইল পাতার কোল,
লুকা'ল হাওয়ার ভয়ে, পাছে খ'সে পড়ে।
বাতাসেরে কামিনী পাইয়া,
সুখে দিল প্রাণ এলাইয়া।
মধুভরা মুখ তা'র চুমি' বায়ু বার বার
নাক চেপে নিল তা'র সৌরভ তুলিয়া,
পাপড়ী-ভূষণগুলি চাপেতে পড়িল খুলি',
ভাঙ্গিল কোমল কায়, খসিয়া পড়িল, হায়,
কামিনী সুন্দরী!
পালা'ল নাগর তা'র শেষ দশা করি'!

৮

ঢাকা পাতা সরা'য়ে সুধীরে,
বিষাদে মল্লিকা তবে কয়;—
"এমন নচ্ছার হাওয়া তোর প্রেমচাঁদ
বলেছিনু তাই, সই! বালির এ বাঁধ?"

৯

কবি বলে এ কি রে ব্যাপার!
বাতাসের এই কি বিচার?
কামিনী সরল মনে বিশ্বাসিল হেন জনে,
বিশ্বাসের এই প্রতিফল!
প্রেমের অমৃতে হলাহল!
স্বার্থপর প্রেমিকেরে স্বার্থহীনা কামিনী রে,
ভালবেসেছিলি;
এখন—
পথের ভিখারী হ'য়ে, ফুলরাজ্য হারাইয়ে,
পাথারে ভাসিলি!

১০

ও বাতাস! এ কি তোর রীতি!
প্রাণমাখা এই কি পিরীতি!
এই যদি ভালবাসা! তা' হ'লে' কোথায় আশা
প্রকৃত প্রেমের আর বল্!
প্রেমেও স্বার্থের কূট ছল!
ভালবাসা যদি এই, তা' হ'লে নিশ্চয় নেই
নরকের যন্ত্রণা রে আর।
এমন প্রেমিক যে রে, তা'র চেয়ে আছে কে রে
এ সংসারে পিশাচাবতার!

বিরহ।

(গীতি)

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

হায়, এ কি হ'ল, প্রাণ গেল গেল,
প্রাণের সে প্রাণ কই?
বিরহ-যাতনা আর যে সহে না,
দ্বিগুণ আগুনে দই।
যা কেউ তা'রে আন ত্বরা রে,
হেরি' সে মুখ, বাঁচিব প্রাণে;
সে বিনে আমার কেহ নাহি আর,
সে বিনে আমিও কা'রো নই।
না পেলে সে জনে, এ ছার জীবনে
কি সুখ আছে, বল আমারে?—
আশা ভরসা প্রাণ সবি আমার সে,
তবে কিসে বাঁচিয়ে রই?
সদা তা'র তরে প্রাণের ভিতরে
কি-যেন-কি হুহু করে রে;—
পলকে পলকে প্রলয়-তুফানে
পরাণে আকুল হই।

আক্ষেপ।

(গীতি)

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

কি আর গাইব, কা'রে বা শুনা'ব
প্রাণভরা ভালবাসা?
সুরভরা বীণা খসিয়ে পড়িল,
হৃদয়ে লুকা'ল আশা।
থাক্ থাক্, বীণে! নীরব হইয়ে,
আমিও নীরব একে;
মরমের তার গিয়েছে ছিঁড়িয়ে,
কে আর বাঁধিয়ে দেবে!
মনেই রহিল মনের বাসনা
মুখে না ফুটিল ভাষা;
সুরভরা বীণা, সহিত ভাঙিল
বুকভরা ভালবাসা!
প্রাণের কোকিলা! আর কি গাইবি
আমার গানের তানে?
সাধের হাসনি আর কি হাসিবি
প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে?
না ফুটিতে ফুল, খসিল মুকুল,
মিশা'ল ছবির ছায়া;
কে হেন নিঠুর এ কাজ করিল,
নাই কি রে দয়া মায়া!

মেরিয়ার প্রতি।

(স্বাধীন অনুবাদ)

হাস হাস তুমি আনন্দের হাসি,
আঁখিযুগে তব বিষাদ নাই,
শৈশবের সুখ আজো তব প্রাণে
উথলি' উঠি'ছে, দেখিতে পাই।

হাস হাস তুমি,—সুনীল গগন
তোমার হাসিতে উজলে অতি;
হাস হাস তুমি,—তোমার হাসিতে
বিজলীও হাসে—উজল জ্যোতি।

হাস হাস তুমি,—তোমার উপরে
বরষিত হ'বে সবার হাসি;
গভীরা প্রকৃতি গভীরতা ভুলি'
কতই হাসিবে নিকটে আসি'।

হাস হাস তুমি,—পৃথিবীর তুমি
না দেখ স্বপন কখন ভুলে ;
ত্রিদিব-প্রেমের বিচিত্র স্বপন
তব চোকে আছে নিয়ত খুলে।

হাস হাস তুমি,—তব কণ্ঠরব
অতি নিরমল কোমল অতি ;
বাতাসে মিশিয়া যেন গান গায়,
সচল বাতাস অচল গতি।

হাস হাস তুমি,—তব কচিমুখে
দুখের সুখের কাহিনী নাই ;
আপনি আদর আদর করিয়া
তোমারে আদর করে সদাই।

হাস হাস তুমি,— নয়নি তোমার
অপার হরিষে মাতিয়ে নাচে ;
উজল-হৃদয়া তুমি, গো মেরিয়া !
তব সম কে বা জগতে আছে ?

(*Isabel Ashton.*)

কতি (KATIE.)।

(স্বাধীন অনুবাদ)

১

সকলেই বলে, কতি শোভার নিলয় রে ;
আদরিণী আমোদিনী, মুখ হাসিময় রে।
নাহি তা'র কপটতা, আছে তা'র সরলতা,
দয়ার ছায়ায় তা'র শীতল হৃদয় রে ;
আমার আমার কতি, আর কা'রো নয় রে ;

২

যখন নিরখি তা'র সরল নয়ন রে ;
একটি আত্মার ভাবি সারল্য তখন রে।
লুক্কায়িত স্বর্গসম, কিম্বা মণি অনুপম
আমার কতির প্রেম, নাহিক তুলন রে ;
প্রেমের প্রতিমা কতি—প্রেমের জীবন রে।

৩

কতির সুন্দর হাসি, বদন সুন্দর রে,
কতির চিকণ চুলে দুলে ফুলথর রে।
সকলের প্রতি কতি অপার করুণাবতী,
কোমল কুসুমে গড়া কতির অন্তর রে ;
আমার প্রাণের কতি জ্যোতির অম্বর রে।

৪

কতি মোর বনলতা, সুখে মোর সনে রে
কভু ভ্রমে গিরিচুড়ে, কভু ভ্রমে বনে রে।
কখন নদীর জলে, কখন ...
ভুজ রাখি' মোর গলে, খেলে আন...
এক দুই তিন বলি' ফল ফুল গণে রে।

৫

বসন্তের শোভা যথা মানস-মোহিন রে,
সে রূপ কতির মোর সে হৃদয়খানি রে।
আমার প্রাণের কতি, আমার প্রাণের সতী,
আমার প্রাণের জ্যোতি, কতি জ্যোতি-রাণী রে,
দৈব অভিধান মোর কতির সে বাণী রে।

(*Miss. Harriette Dunning.*)

চিন্তা।

(স্বাধীন অনুবাদ)

১

নিদাঘের পাখিগণ গাইতেছে অনুক্ষণ,
সঙ্গীতের স্বরলিপি মধুর স্বননে ;
প্রফুল্ল কুসুমদল উড়াই'ছে অবিরল
সুগন্ধ পরাগরাশি সুধীর পবনে।

২

প্রকৃতির শিল্পশালে নানা কার্য্য তালে তালে
নানাভাবে প্রশংসা-জয়ের মন্ত্র পড়ে ;
আমাদের রব তবে এখনো নীরবে র'বে ?
এ মন্ত্রে দিবে না যোগ পঞ্চমেতে চ'ড়ে ?

৩

যবে পৃথ্বী,সাগরেতে, বিকম্পিত পাদপেতে
আমরা সকলে দেখি, অই
মহানন্দে ভরপুর কি এক ভাবের সুর,
কেন মূক মোরা তবে হই ?

৪

জগত-লোচন রবি গৌরব-উজ্জ্বল ছবি
ধরি' গিরি-উপত্যকা'পরে
ঢালি'ছে কিরণ-রাশি, বিভুগানে সুখে হাসি'
প্রাচী হ'তে প্রতীচীতে স'রে।

৫

আমরাও এইরূপে, ভক্তিভরে বিশ্বরূপে
পূজা করি দিব্য স্তব গানে ;
স্বরে স্বরে এক স্বর করি' তাঁ'রে নিরন্তর
ডাকি এস আনন্দিত প্রাণে।

(*E. J. H.*)

সেই মুখখানি।

১

আয় রে পূর্ণিমা!—পূর্ণিমা-যামিনি!
তা' হ'লে দেখিব নিটোল চাঁদ!
তা' হ'লে দেখিব সেই মুখখানি
মোর আঁখিধরা রূপের ফাঁদ।

২

তপত তপন ডুবেছে গগনে,
বহিছে মৃদুল শীতল বায়;
ফোট, রে গোলাপ! সেই মুখখানি
আধ-ফোটা আর দেখা না যায়।

৩

সেই মুখখানি বড় ভালবাসি,
তাই রোজ আসি সরসী-তীরে;
সেই মুখখানি মুখভরা হাসি
সাঁজের বেলায় বিলায় ধীরে।

৪

সেই হাসি ভাসি' আকাশে আকাশে
টুকরা টুকরা তারকা গড়ে;
তারায় তারায় গায়ে গায়ে ঘেঁসে
পূর্ণিমার চাঁদ ঝুলিয়ে পড়ে।

৫

সেই মুখখানি—যে মুখের কাছে
আমার নয়ন স্তাবক হ'য়ে,
কত স্তব করে, পলক না ফেলি'
আমার পিপাসু মনেরে ল'য়ে।

৬

শত কাজ ছাড়ি' আসি তাড়াতাড়ি
সেই মুখখানি দেখিব ব'লে;
সেই মুখখানি দেখিবার তরে
ভোলা মন মোর সকলি ভোলে।

৭

আপনা পাসরি—অপরে পাসরি,
জগত পাসরি—পাসরি রবি,
সকলি পাসরি—তাই ত না পারি
পাসরিতে সেই সেই মুখ-ছবি।

৮

সেই মুখখানি দেখিবার তরে
বিধাতা সৃজন করিলা মোরে;
তবে আমি কেন দেখিব না বল
সেই মুখখানি নয়ন ভ'রে?

৯

সরসে কমল হাসিয়া ফুটিলে
দেখে না কি তা'রে ভ্রমর আঁখি?
জলদের জল ঝরিয়া পড়িলে,
দেখে না কি তা'রে চাতক পাখী?

১০

লতিকার কোলে ঢুঢুল ঢুঢুল
ফোটা ফুল যবে দুলিতে থাকে,
গাছের আড়ালে বাতাস বাতুল
উঁকি ঝুঁকি পাড়ি' দেখে না তা'কে?

১১

তবে আমি কেন দেখিব না বল,
সেই মুখখানি? দেখার তরে
বিধাতা গ'ড়েছে। দেখিব কেবল—
দেখিব দেখিব পরাণ ভ'রে।

১২

সর্ব্ব অঙ্গ মোর হউক বিকল,
কিছু তাহে মোর না হ'বে হানি;
থাকুক স্বভাবে নয়নযুগল,
দেখিব চাহিয়া সে মুখখানি।

সতর্কতা।

(গীত)

(সিন্ধু—মধ্যমান)

যা'রে তা'রে ও কেউ ভালবাসা দিস্‌নে।
যদিও সর্ব্বস্ব দিস্, তবু ভালবাসা দিস্‌নে॥
ভালবাসা অমূল্য ধন,
এর যোগ্য বিশ্বাসী জন,
অবিশ্বাসীর করে দিয়ে, এর অপমান করিস্‌নে॥
যে কেউ ভালবাসে তোরে,
পরখ কর্ তায় নিক্তি ধ'রে,
তবে ভালবাসিস্ তা'রে, 'তা' নৈলে ভুলিস্‌নে॥
আগু পাছু না ভাবিলে,
আমার মত পলে পলে
ভাস্‌তে হ'বে নয়ন-জলে, রূপ দেখে মজিস্‌নে॥

সরলা।*

(আদ্য স্তবক)

একটি নীরব হ্রদের নিকটে
প্রতিধ্বনি-গলে খেলি'ছে ভাষ,
বাতাসের কানে আধ-ফোটা কথা
কে যেন কহি'ছে, চাপিয়া শ্বাস।
সে হ্রদের ধারে প্রকৃতি-রচিত
বেড়াতে বেড়িয়া বনের লতা
একটি একটি ফুটাই'ছে ফুল,
ফুল কোলে করি' ডুলি'ছে পাতা।

সে সব কুসুম হ্রদের সলিলে
আপন আপন সুষমা-ছবি
ভাসিতে দেখিয়া কতই হাসি'ছে,
অপার হরিষ-সাগরে ডুবি'।
ছিল গো সেখানে একটি যুবতী,
রূপের তুলনা মিলে না তা'র;
মানব-জগতে যদি রূপ থাকে
দেবতার মত রূপের সার,

তা' হ'লে তা' ছিল তাহারি কেবল,
হ্রদ-তীরে বালা হেম-নলিনী;
তেমন তেমন সুচারু মূরতি
সেই হ্রদ বই কেউ দেখেনি।
সে সরলা বালা সারল্যের ছাঁচ,
সরলতা যদি কোথাও থাকে,
তা' হ'লে তা' ছিল তাহারি কেবল,
সরলতা কভু ছাড়েনি তা'কে।

পাহাড় যেমতি এলো মেলো আর
কারিগরী ছাড়া স্বাধীন হ'য়ে
স্বভাবের শোভা করে গো বিস্তার,
দূরদূরন্তর বিজনে র'য়ে,
তেমতি সে বালা প্রকৃতি-পুতলী,
সাজগোজ কি যে নাহি জানিত;
যখন যেমন—তখন তেমন
প্রকৃতির সাজে সুখে থাকিত।

ছিল সে যুবতী সদাই স্বাধীন,
মুখভরা হাসি ছিল গো তা'র;
সেই মুখখানি দেখিলে নয়নে,
না রহিত কা'রো বিষাদ-ভার।

হাসিয়া হাসিয়া যবে সে যুবতী
কোকিল-কূজনে গীত গাইত,
প্রতিধ্বনি বালা লুকা'য়ে পাহাড়ে,
আড়ে আড়ে কত বাহবা দিত।

সে বাহবা-রব যুবতীর কানে
পশিয়া হাসা'ত অধর তা'র;
হাসিমাখা রবে এলোমেলো সুরে
পুন সে ঢালিত গীতের ধার।
কভু সে যুবতী সে হ্রদের তীরে
বসিয়া থাকিত আপন মনে;
লহরী-বিহীন হ্রদের হৃদয়
চাহিয়া দেখিত থির নয়নে।

দেখিতে দেখিতে কিছুকাল পরে
মৃদুল সমীরে হ্রদের বুক
কাঁপিয়ে উঠিত স্বপন ভাঙিয়ে,
তা' দেখি' হাসিত বালার মুখ।
লোহিত অধরে মুচকি মুচকি,
আমরি, কিবে সে হাসির রেখা।
কুঁদফুলসম মাঝ-দাঁত দু'টি
কখন কখন যাইত দেখা।

লোহিত অধর—বিশদ দশন
দরপণ সম হ্রদের বুকে
বিম্বিত হইত! শোভিত কেমন
স্থলের মুখখানি জলের মুখে!
ভাসা ভাসা দু'টি বড় বড় আঁখি
জলে-ভাসা চোকে থাকিত চেয়ে,
বারি-আঁখি-তারা যেন রে থাকিত
অচল হইয়ে সাথীরে পেয়ে।

একদা প্রভাতে হ্রদের নিকটে
দাঁড়াইয়েছিল সরলা বালা;
হ্রদের হৃদয়ে কতই লহরী
আছিল খেলিতে হ'য়ে উতলা।
সরলা—সরলা সে লহরীগুলি
আশ মিটাইয়ে দেখিতেছিল;
কখনো কুড়া'য়ে ছোট ছোট ঢিলি
লহরীর শিরে ফেলিতেছিল।

কত বনফুল চারি দিকে তা'র

*মার্কিন কবি হামিল্‌টন্‌ জি ডুবয়স্‌ Hamilton G. Dubois বিরচিত 'ভায়োলা' (Viola) নামক পদ্য-উপন্যাসের ভাব অবলম্বনে রচিত।

রূপের গরবে ছিল গো ফুটে,
সরলারে দেখে হেঁটমুখ হ'য়ে
বিষম শরমে পড়িল লুটে।
এমন সময়ে হ্রদের ওপারে
দেখিতে পাইল সরলা বালা
ফুটেছে একটি 'ভায়োলেট' ফুল,
স্বভাবের ছোট সুনীল ডালা।

তপনের তাপে কচি 'ভায়োলেট'
তাপিত হইয়ে, আনত-শিরে
ঝুলে পড়েছিল; সমীর তাহারে
বীজনিতেছিল দয়ায় ধীরে।
সরলা সে ফুল নেহারি' নয়নে,
ভাবিল উহারে আপন ফুল,
আশা কৈল চিতে, বুকেতে রাখিতে
সে কোমল ফুল—শোভা অতুল।

প্রাণ ভ'রে তা'র সুবাস লইতে
বাসনা হইল বালার মনে;
বাসনা হইল, চোকে চোকে তা'রে
রাখিবার তরে যতন সনে।
সে ফুল দেখিয়ে, পুলকিত চিতে
হাসিল সরলা মধুর হাসি;
সে ফুলের চেয়ে তখন তাহার
অধরে শোভিল সুষমা আসি'।

নীল পরিচ্ছদে চারু 'ভায়োলেট'
নিশির শিশির মাখিয়া গায়!
উঁকি পেড়ে পেড়ে আছিল দেখিতে
কখন্ তপন সরিয়া যায়।
সরলা তাহার সে ভাব নেহারি'
ভাবিল কত কি আপন মনে,
কে যেন তাহারে সে রকম ফুল
দিয়েছিল কবে যতন সনে।

মনে হ'ল তা'র ভাবিতে ভাবিতে,
প্রণয়ী তাহার একদা সুখে
সেরূপ একটি 'ভায়োলেট' ফুল
দিয়েছিল তা'রে হসিত-মুখে।
যামিনী সময়ে সরল প্রণয়ী
দিয়েছিল তাহা সরলা-করে;
আর কেউ তাহা দেখেনি নয়নে,
তা'রা বই নাহি জানিত পরে।

এই 'ভায়োলেট' ফুল নিরখিয়ে,
প্রণয়ীরে তা'র পড়িল মনে;
প্রতি নিমেষেতে মনের নয়নে
দেখিল তাহারে অগাধ ধ্যানে।
পূর্ব্বকথা ভাবি' আকুল হইল,
হৃদয় ফাটিয়ে পড়িল শ্বাস;
বঁধুয়ার তরে কি ভাবি' তখন
করিল অন্তরে একটি আশ।

অমনি সে বালা সেখান হইতে,
যেখানে কুসুম, চলিল তথা,
অচল বিজলী সরলা তখন
হইল সচল বিজলী-লতা।
হ্রদের সে তীরে পাহাড়ের চূড়ে
সেই 'ভায়োলেট' ফুটিয়েছিল,
তুলিয়ে তাহারে দিতে প্রণয়ীরে
সরলার মনে বাসনা হ'ল।

সাহসিক চিতে লাগিল যাইতে,
নাহি মনে কোন বাধার ভয়;
ঘন পদক্ষেপে চলিল যুবতী,
এ বালা যেন গো সে বালা নয়।
কত ক্ষণে তবে পাহাড়ের চূড়ে
আশায় মাতিয়ে উঠিল বালা;
কাছাকাছি হ'য়ে দেখিল নয়নে
'ভায়োলেট' ফুল রূপের ডালা!

নীচে সে হ্রদের বিমল হৃদয়ে
তরল-লহরী নাচিতেছিল,
'ভায়োলেট' ফুল লহরী-মুকুরে
নিজ চারু শোভা ভাসা'তেছিল।
উপর হইতে নিজ ছবিখানি
ভাসিতে দেখিয়া হ্রদের জলে,
'ভায়োলেট' ফুল আপনা আপনি
হাসিতেছিল গো বোঁটায় দুলে।

আরো কাছাকাছি হইয়ে তখন
দেখিল সরলা বিষম গোল,
হাত বাড়াইল—না বাড়িল হাত,
মূল ধরি' গাছে দিল গো দোল।
তবুও সে ফুল না পড়িল খসি';
তা' দেখি' সরলা পাথর-ভাঙা
কুড়া'য়ে আনিয়ে সাজাইয়ে থরে,
চড়াইল তাহে চরণ রাঙা।

থাকি' তদুপরি পুন ধীরি ধীরি
বাড়াইল হাত তুলিতে ফুলে,
অমনি সহসা পাথর সরিয়া
পড়িল সরলা হ্রদের জলে।
যেমন পড়িল—অমনি ডুবিল—
'ভায়োলেট' তাহা দেখিল শুধু;
তুলিতে তাহারে কেহ নাহি ছিল,
নাহি ছিল তা'র প্রাণের বঁধু।

ডুবিবার কালে একটি কেবল
আর্ত্তনাদ উঠি' মিশিল বায়,
ক্ষণেকের তরে কাঁপিল সলিল,
পরে না রহিল কাঁপুনি তা'য়।
তলায় তলা'য়ে অভাগী সরলা
অনন্ত ঘুমেতে মগন হ'ল,
'ভায়োলেট' ফুল তুলিবার আশা
প্রাণের সহিত মিশিয়ে গেল।

যে হ্রদ ছিল গো সরলার প্রিয়,
এবে তা' সমাধি হইল তা'র;
সরলার শোকে হ্রদটিও যেন
কাঁদিল ছড়া'য়ে লহরীধার।
উপরে লহরী, তা'র নীচে স্রোত,
তা'র নীচে সেই অভাগী বালা
মেঘ-কোলে ডোবা তারকার মত
পড়িয়ে রহিল,—ফুরা'ল খেলা।

নীরব গভীর হ্রদ! বল এবে
তব বালিময় গোপন কোলে
জাগন্ত সরলা ঘুমন্ত রহিল,
এ রহস্য-ভেদ হ'বে কি কালে?
হায়, যে রতন এই কত ক্ষণ
তপনের তলে খেলিতেছিল,
নিয়তি তাহারে নির্ম্মম অন্তরে
চিরকাল তরে ডুবা'য়ে দিল!

ওরে হ্রদ! তোর তীরেতে বসিয়া
সরল অন্তরে সরলা বালা
কতই হাসিত, আজি তোরে জলে
মিশাইল সেই হাসির খেলা।
যাহারা চিনিত সরলা বালারে,
তা'রে না দেখিয়ে কাঁদিবে তা'রা;
তোরি তটে বসি' উদাস পরাণে
কতই ঢালিবে নয়ন-ধারা।

যে ফুলের তরে প্রাণবৃন্ত হ'তে
খসিয়া পড়িল সরলা-ফুল,
দুই দিন পরে ক্ষীণ বৃন্ত হ'তে
সে ফুলো খসিবে, নাহিক ভুল।
সরলার মত তোরি জলে, হ্রদ,
ওই 'ভায়োলেট' পড়িবে খসি'।
সরলা ডুবেছে, কিন্তু 'ভায়োলেট'
স্বচ্ছ নীরে তোর থাকিবে ভাসি'!

সরলার ওই সাধের কুসুম
ভাসিতে না দিয়ে ডুবা'য়ে দিস্।
সরলার সেই বুকের উপরে
অশ্রু-জল সহ রাখিয়ে দিস্।
আজি হ'তে হ্রদ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
তোল্ রে লহরী, য'দিন রবি;
কাঁদুক জগত দিবস রজনী
য'দিন আকাশে রহিবে রবি।

(অন্ত্য স্তবক)

সরলার প্রেমমুগ্ধ সতীশ সরল
দাঁড়াইল আসি' সেই হ্রদের গোচরে,
যা'র তলে চিরনিদ্রা ভুঞ্জি'ছে সরলা,
একাকী সতীশ তথা বিষণ্ণ অন্তরে
এ তট সে তট করি' ভ্রমি' বহু ক্ষণ
অন্বেষিল সরলারে কত যে তথায়,
কিন্তু বৃথা আজি তা'র দৃঢ় অন্বেষণ,
ফিরিল যুবক পুন, কি জানি, কোথায়।

এক দুই করি' ক্রমে কয়টি বছর
মিশা'ল কালের কোলে—যুবা নিরুদ্দেশ
সহসা আবার যুবা আসিল তথায়
একটি বারের তরে ভ্রমি' নানা দেশ।
চাহিয়া দেখিল যুবা সে হ্রদের জল,
চাহিয়া দেখিল সেই হ্রদের পুলিন,
চাহিয়া দেখিল তীরে নানা তরুদল,
দেখিয়া হইল সে গো আরো উদাসীন।

তখনো হ্রদের জলে তরঙ্গ যেমন
খেলিত, এখনো খেলে ঠিক সেইরূপ,
তখনো হ্রদের তট আছিল যেমন,
এখনো তেমন,—কিছু হয়নি বিরূপ
যে সব তরুর তলে শীতল ছায়ায়
শুইত সরল যুবা সরলার পাশে,
সেই সব তরু ছিল তখনো যেমন,
এখনো তেমনি,'পাতা খেলি'ছে বাতাসে।

কিন্তু, হায়, যুবা আর নহে গো তেমন,
নহে গো তেমন আর অন্তর তাহার;
কেন যে তেমন নয়—কেন যে এমন
জীবনে মৃতের সম, কি বলিব আর?

যুবক সতীশ ছিল শিশু এক দিন,
ভাবনা চিন্তার লেশ কিছু না জানিত।
তপন-কিরণ-দীপ্ত এ হ্রদের তীরে
শিশু সরলার সনে কতই খেলিত।
অঙ্কুরে যে প্রেম তা'র, গেল রে ভাঙিয়া,
ফুটিয়ে যে আশা তা'র শুকাইয়ে গেল,
এ প্রেম, এ আশা, হায়, সেই শিশুকালে
আভাসে আভাসে কত দেখা দিয়াছিল।

একটি দিনেরো তরে বনের বাতাস
দীঘল নিঃশ্বাসে তা'র ছোঁয়নি তখন,
একটি দিনেরো তরে হ্রদের সলিল
একটিও অশ্রুবিন্দু করেনি গ্রহণ,
দীঘল নিঃশ্বাস আজ কত ব'য়ে যায়,
বায়ু সে নিঃশ্বাস ধরি' মিশায় আকাশে;
বিন্দু বিন্দু কত অশ্রু আজি ব'য়ে যায়,
হ্রদের সলিল তাহা অলক্ষ্যে গরাসে।

হায়, সে সরল যুবা একাকী দাঁড়া'য়ে
অতীত ঘটনা যত লাগিল ভাবিতে!
ভাবিল নির্ম্মূল আশা—ভাবিল আবার
মুকুলে বিনষ্ট প্রেম সরলা সহিতে।
একাকী দাঁড়া'য়ে যুবা অগাধ চিন্তায়
নীরবে হ্রদের জলে চাহিয়া রহিল,
যে হ্রদের তলে তা'র প্রেমের প্রতিমা
অনন্ত-নিদ্রার কোলে ঘুমা'য়ে পড়িল।

ঘুমন্ত ছবি।

১

অন্ধকার বিভাবরী;—চৌদিক নীরব;
কেবল শৃগাল ডাকে দন্তে ছিঁড়ি' শব।
নীল নভে ফোটা তারা, ফোটা ফুলে হিম-ধারা,
বিলোপ করিয়া দিবা-শোভার গৌরব,
শূন্যতা করি'ছে শুধু আঁধার প্রসব।

২

তস্করের জয় জয়;—গৃহস্থের ভয়;
বায়সের মুণ্ডপাত;—পেচকের জয়।
কপোত ঘুমায় খোপে, ভেঁদড় দাঁতের কোপে
দ্বিখণ্ড করিয়া মুণ্ড রক্ত শুষে লয়,
ভাঙি'ছে কোমল অণ্ড, লালা ফুটে বয়।

৩

ওই দেখ, কে হে ওই গৃহের ভিতরে
সুষুপ্তির কোলে পড়ি' পর্য্যঙ্ক উপরে?
পূর্ণেন্দু-বদনখানি, এলা'য়ে প'ড়েছে বেণী,
মুদিত নয়ন;—তারা ডুবেছে অম্বরে,
ঘুমা'য়েছে, তবু হাসি মাখান অধরে।

৪

বালিশ উপরে শির বাঁ দিকে হেলিয়া,
কণ্ঠমালা বাম দিকে প'ড়েছে ঝুলিয়া।
দক্ষিণ কানের দুল, ডান গালে কুঁড়ি ফুল,
বাঁ কানের দুল আছে বালিশে লুটিয়া;
চুলে ছিল কুঁড়ি ফুল—গিয়েছে ফুটিয়া।

৫

ডায়মণ্ড-কাঁটা হৈম তাবিজ সুন্দর
রেসমের ডোরে গাঁথা—বাহুর উপর।
দু'খানি সোণার বালা গলা'য়ে দিয়েছে গলা
মৃণাল-নিন্দিত চারু করের ভিতর;
চকমকে চিকে গলা চমকে সুন্দর।

৬

মন-ভোলা ফুল-তোলা ঢাকাই বসন
একে ভাল, তাহে সেই অঙ্গ পরশন
করিয়া দ্বিগুণতর হ'য়েছে রে মনোহর,
সোণায় সোহাগা যেন হ'য়েছে মিলন,
কিম্বা নলিনীর গায়ে বিশদ চন্দন।

৭

আমরি কি রূপরাশি, তুলনা রহিত,
জগতের রূপ যেন পর্য্যঙ্কে পতিত।
কুসুম-সুন্দরী যেন ছাড়িয়ে কুসুম বন,
ঘুমায় বিভোর হ'য়ে, শয্যা-আলিঙ্গিত।
মরি কি মাধুরী, আহা, প্রকৃতি-পালিত।

৮

বাহিরে আকাশে তারা ফোটা সারে সার,
তা'দেরি কি প্রভা আজ পেয়ে এ আঁধার,
একত্রে মিশা'য়ে গেছে? সে কথা তোমার মিছে;
কেন না বলি'ছ তুমি এ রূপ-প্রভার
প্রসাদে উজলে নভে তারকার সার?

৯

সুন্দরীকুলের গর্ব্ব এ চারু সুন্দরী;
তাই নিজে শোভা এর চিরসহচরী;
এ কথা অলীক নয়, ওই ফোটা ফুলচয়
ইহার বালিশ-পাশে যায় গড়াগড়ি,
মানিকের কাছে কাচ যেন লাজে পড়ি'।

১০

দেখেছি অনেক রূপ এ দুই নয়নে,
রসায়ন-চিত্র সম আজো লাগে মনে।
বিয়ের ঘটায় গিয়ে দেখেছি বিয়ের মেয়ে,
চেলির কাপড় পরা, ভূষিত ভূষণে;
মোমের পুতুল যেন দেখেছি নয়নে।

১১

(কুরুচিতে নয়)—রূপ-পরীক্ষার তরে
দেখেছি যুবতী কত এ ঘরে সে ঘরে।
তা'দের সে রূপরাশি বেস্ ক'রে ভালবাসি,
কিন্তু তবু ফাঁক ঠেকে কেন যে অন্তরে,
বুঝিতে পারিনি, কাজে বুঝা'ব কি ক'রে?

১২

বুঝিতে পারিনি, কাজে বুঝা'ব কি ক'রে?
এখন সে কথা আর সাজে না আমারে।
স রূপের খুঁৎ ফাঁক, দাগী দাগ টেড়া বাঁক
বুঝেছি হে আমি আজ—বুঝা'ব তোমারে;
চেয়ে দেখ ওই রূপ পর্য্যঙ্ক মাঝারে।

১৩

কপটতা পরিহরি' শপথ করিয়া
ও রূপ পরীক্ষা আজ কর বিচারিয়া।
তব প্রণয়িণী, সখা! জানি আমি রূপে মাখা,
জানি আমি পূরা রাকা মনোমোহনিয়া,
জানি আমি সে তোমারে রেখেছে বাঁধিয়া।

১৪

জানি আমি, প্রিয়তম! প্রাণের বান্ধব!
তোমার সে প্রিয়তমা তোমার গৌরব;
বিশ্বে যেটি ভাল দেখ, অমনি চিনিয়া রাখ,
প্রিয়ারে দেখিয়া, তা'রে কর পরাভব,
প্রিয়া বই চক্ষে তব সবি জরুগাব!

১৫

ভাল তা', হে প্রাণসখে! এরূপ ভাবনা
যে কালে তোমার আছে—তুমি এক জনা!
এরূপ না হ'লে পরে বিসম্বাদ ঘরে ঘরে
লেগে যেত, অবিরত বাড়িত যন্ত্রণা;
সে যন্ত্রণা জুড়া'বার না পেতে মন্ত্রণা।

১৬

তবুও কথার কথা বলি হে তোমারে,
কপটতা পরিহরি' বল তো আমারে;—
সে হ'তে এ ভাল নয়? বল না কিসের ভয়?
সে তো আর কাছে নাই, বল ফস্ ক'রে—
সে হ'তে এ ভাল নয় রূপের অম্বরে?

১৭

হাসিলে মুচকি হাসি;—না দিলে উত্তর?
সম্মতি-লক্ষণ মৌন, প্রিয় বন্ধুবর!
তোমার হাসির ভাবে, বুঝিলাম অনুভাবে,
এ সুন্দরী রূপ-গর্ব্বে সবার উপর।
এবে ইহা বুঝ গিয়া প্রিয়ার গোচর।

যন্ত্রণা।

১

হা অদৃষ্ট! আরো কত কাল তরে
এ মরু-সংসারে অসহ্য যাতনা
সহিব রে, বল্! জন্মিলেই মরে
সকলেই;—কেন যাতনা মরে না!

২

বিশ্ব-বিধাতার এ বিশ্বমণ্ডলে
কিছু স্থির নয়;—সাগর অস্থির—
গ্রহ উপগ্রহ দিবানিশি চলে—
অবিরামগতি স্রোতস্বতী-নীর—

৩

দিনে দিনকর—শশাঙ্ক নিশায়—
দিবসান্তে নিশা কোথায় মিশায়—
দিনে দিবাকর নলিনী হাসায়—
রেতে কুমুদীরে চন্দ্রমা জাগায়—

৪

এক ভাবে কই, কেহ ত না রহে,
পলে পলে দেখি, অবস্থা বদলে,
কেন তবে মোর প্রাণ এত সহে?
কেন পুড়ে মরি যন্ত্রণা-অনলে?

৫

প্রত্যেক নিমেষে মহাস্তূপ সম
যন্ত্রণা-গুরুত্ব এ ক্ষীণ পরাণ
নিষ্পেষিত করে! উঃ! কি বিক্রম!
এ যন্ত্রণা হ'বে কিসে অবসান?

৬

হ'বে অবসান—প্রাণের সহিত
যদি রে বিচ্ছেদ ঘটে যন্ত্রণার।
হ'বে অবসান—আন রে ত্বরিত
শাণিত ছুরিকা—অলক্ষিত ধার।

৭

বিচ্ছিন্ন করিব চর্ম্ম-আবরণ,
হৃৎপিণ্ড-মুখ করিব বিদার,
তীব্র বিষ তাহে করি' নিক্ষেপণ,
সপ্রাণ-যন্ত্রণা করিব সংহার।

৮

এইখানে র'ব—কোথাও না যা'ব—

এইখানে থাকি' পূরা'ব বাসনা—
এই মরুভূমে শান্তি-রাজ্য পা'ব—
এইখানে দূর করিব যন্ত্রণা।

৯

বুঝেছি ;—এ পাপ নির্ম্মম সংসারে
জীবনের নাম—অসহ্য যন্ত্রণা।
জীবন না গেলে, জলন্ত অঙ্গারে
নির্ব্বাণ-সলিল কভু পড়িবে না।

বালিকা—প্রতিভা।*

(গীতি)

১

একে অমানিশা রাতি,
নিবেছে চাঁদের বাতি,
গম্ভীর প্রকৃতি তা'য় অনন্ত আঁধার ঢালে,
যদিও আকাশে তারা,
কিন্তু ক্ষীণ জ্যোতিধারা
হারি মেনে মিশাই'ছে শরমে শূন্যের কোলে।
আলোক-জীবন-গ্রাসী
স্তূরীভূত তমোরাশি
হ'াসিয়া বিকট হাসি গা ঘসে প্রফুল্ল ফুলে।
রাঙা ফুল কালো হয়,
আঁধারে লুকা'য়ে রয়,
পবন পাইয়া ভয়, পালায় সৌরভ তুলে।
আবার তমস হাসে,
গা ঘসে আরণ্য ঘাসে,
নিকলে অনল-কণা খদ্যোত-জ্যোতির ছলে।
যা'রে পায় তা'রে ধ'রে
ছেড়ে দেয় কালো ক'রে,
স্বাতন্ত্র্য-বিনাশ-মন্ত্র সকলের কানে ব'ল।

২

এ কি, এ যে মহাটবী,
প্রকৃতির মহাছবি !
নীরব হুঙ্কার কভু শুনিনি ;—শুনি যে আজ !
কই সে বৈচিত্র্যমাখা
প্রকৃতির হাস্য-রেখা ?
এ কি ভাব-বিপর্য্যয় !—প্রকৃত প্রলয়-সাজ।
ঝড়ে তরু গায় গায়
কতই আছাড় খায়,
নীরব হুঙ্কার ভেঙে হুহুঙ্কারে পড়ে বাজ !
ত ড় তেড়ে উঠে
বেড়ায় জলদে ছুটে,
জলদের আঁখি ফুটে, বিশ্ব বুঝি ভাসে আজ।
অহো, কি ভীষণ কাণ্ড !
ফাটে বুঝি ব্রহ্ম-অণ্ড,
মরে বুঝি একাঘাতে মহাভিক্ষু মহারাজ।
একই নিঃশ্বাসে আজ,
প্রকৃতি সারিবে কাজ,
ছিঁড়িবে যোগীর জটা—উড়া'বে রাজার তাজ।

৩

ও কি ও !—বনের মাঝে
দস্যুরা ভৈরব সাজে
র'য়েছে না ? র'য়েছে তো ? কি উদ্দেশে ? কে ? তা' জানে ?
এ বনে আসিতে ডরে
সাহস ঘুমা'য়ে পড়ে
মূর্চ্ছা'য় মোহিত হ'য়ে ;—ওরা এল কোন্ প্রাণে ?
সুরাপানে ভোর হ'য়ে,
তীক্ষ্ণ তরবারি ল'য়ে,
ভ্রূক্ষেপ না করে কা'রে জোরে চায় চারি পানে ;
কখন বিকট হাসে,
কখন অসভ্য ভাষে,
ওই শুন, কি বলি'ছে পরস্পরে কানে কানে !
বিদ্যুৎ থামিয়া গেল,
আঁধার দ্বিগুণ হ'ল,
ও কি ফের ! ও কি ফের ! বিদ্যুৎ চমকে বনে !
জলদে বিজলী ছিল,
কে তা'রে নামা'য়ে দিল ?
আঁধার পুড়িয়া গেল এ বিজলী পরশনে।

৪

এ কি এ কি,—এ কি দেখি,
মেঘের বিজলী ওকি ?
হাঁ হাঁ তাই ;—না না, ভাই ! বিজলী অমন নয়।
অগ্নির আভারে মাখি'
বিজলী ঝলসে আঁখি,
বজ্র ল'য়ে খেলা করে, সুগম্ভীরে কথা কয়।
চড়ি' সে মেঘের গায়,
ক্ষণে কোটি ক্রোশ ধায়,
কভু তা'র বুক চিরে কোথায় লুকা'য়ে রয় !

* ১২৮৭ সালের ১৬ ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বাটীতে "বিদ্বজ্জন-সমাগম" উপলক্ষে "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামে একখানি নাট্য-গীতির অভিনয় হইয়াছিল। সেই অভিনয়ে উক্ত মহোদয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রতিভা" নাম্নী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা প্রথমে বালিকা ও পরে সরস্বতী মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন। এই কবিতাটী তদুপলক্ষে লিখিত।

আবার ফাড়িয়া মেঘ,
দেখা'য়ে উন্মত্ত বেগ,
পলকে ঝলকি' ওঠে কাঁপা'য়ে ভুবনত্রয়।
এ বিজলী সে তো নয়,
তা'র চেয়ে শোভাময়,
অথচ উত্তাপ নাই, জুড়ায় নয়নদ্বয়।
এ বিজলী কি বিজলী
আমারে বুঝাও বলি',
কেন এ বিজলী পানে আঁখি মোর চেয়ে রয়?

৫

এই আমি কত ক্ষণ
এ ভীষণ মহাবন
প্রকৃতির উন্মত্ততা, সুরামত্ত দস্যুগণে,
মহোন্মত্তা বিজলীরে
একবার বই ফিরে
দেখেনি দু'বার, ওগো, ছিনু সশঙ্কিত মনে।
ভাঙ্গিল ভয়ের ঘোর,
নয়ন হরিষে ভোর,
স্বর্গীয় সজীব ছবি কে আনিল ঘোর বনে?
পরণে গেরুয়া বাস,
আলুথালু কেশপাশ,
কি এক অপূর্ব্ব প্রভা উথলে ও বরাননে!
অলঙ্কার বলে কা'রে,
ও বালিকা জানে না রে,
প্রকৃতির অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অযতনে।
বালাই লইয়া মরি,
বিধাতার কারিগরী
আজি একাধারে হেরি' বিস্ময় মানিনু মনে।

৬

পূর্ণিমার শশি-কর
মাখানো ও কলেবর,
পদ্ম শশী দোঁহে ওর মুখে বুলা'য়েছে কর।
গোলাপ হরিষ চিতে
গালে ওর টিপ দিতে,
না জানি, কতই যত্ন করিতেছে নিরন্তর।
কালি দিয়ে অলি-কুল
ছোবা'য়ে দিয়েছে চুল,
সরসী রেখেছে তুলে দু'নয়নে ইন্দীবর।
বাঁধুলি তুলিয়া করে
বসা'য়েছে ওষ্ঠাধরে
যেন গো সে বন-দেবী মোহিবারে চরাচর।
সমীর আদর করি'
চূর্ণ কুন্তলেরে ধরি'
আঁকা বাঁকা করি' ভালে সাজা'য়েছে থরে থর।

বীণা আর পিকবর
তুলি' নিজ নিজ স্বর
রাখিয়াছে গলে ওর, শ্রবণের সুখকর।

৭

সরলতা, মধুরতা,
তরলতা, কোমলতা
এক সঙ্গে মিশাইয়া কে ছড়া'লে ওর গায়?
বিস্মিত করিতে বিশ্ব
কে রচিল হেন দৃশ্য?
এ মূর্ত্তি প্রতিভাময়ী—ভরপূর প্রতিভায়।
কোমল কমল দিয়ে
এমন কোমল মেয়ে
কে গড়েছে প্রভাতের প্রভা মাখাইয়া তা'য়?
কারুশিরোমণি সেই,
তা'র গো তুলনা নেই,
ধন্য কারু-কার্য্য তা'র, শত ধন্য সে জনায়।
এত ভাব-ভরা-ছবি
দেখেছে কি কোন কবি
আজিকার মত এই নিবিড় বনের গায়?
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভুলি'
এক দৃষ্টে আঁখি মেলি'
চেয়ে আছি ওর পানে স্বপ্নময়ী পিপাসায়।

৮

ও কি ও!—আবার ও কি!—
বিদ্যুতের চক্‌মকি
ঝটিকার হুহুঙ্কার!—ঘন ঘোর—গরজন!—
পলকে প্রলয় সম
এ কি কাণ্ড সুবিষম!
আবার আকুল হ'য়ে উঠিল গভীর বন!
খসিল গাছের ফুল,
উড়িল বালার চুল,
পাকে পাকে জড়াইল গেরুয়া অঞ্চল গায়;
ঝটিকা ঝাপট মেরে
কাঁপাই'ছে বালিকারে,
ভাসা ভাসা চোক দু'টি বন-ধূলে ভ'রে যায়!
সরলা ব্যাকুল হ'য়ে,
প্রাণ ভ'রে ফুকারিয়ে
কাঁদিয়া উঠিল ওই———

"এ কি ঘোর বন!—এনু কোথায়?
পথ যে জানি না, মোরে দেখা'য়ে দে না!
কি করি এ আঁধার রাতে!
কি হ'বে মোর, হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,

একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়!" *

৯

হায়, হায়! একি হ'ল
কেন গো এখানে এল
এমন দুখের মেয়ে!—এ কি বিধি-বিড়ম্বন!
এর পিতা মাতা, হায়!
বুঝি গো পাষাণ-প্রায়,
তা' নহিলে কোন্ প্রাণে নাহি করে অন্বেষণ?
মাভৈঃ মাভৈঃ! ওগো
বনদেবি, জাগ জাগ,
ধর গো ধর গো এই ননী-মাখা পুতলীরে!
তুমি না বাঁচা'লে এরে,
আর কি কুটীরে ফিরে
যা'বে এই কচি মেয়ে? থাম্ থাম্, প্রকৃতি রে!
ঝটিকা রে থাম ত্বরা!—
ধ'রে যা রে বৃষ্টি-ধারা—
স'রে যা রে অন্ধকার!—চপলা, লুকা রে বনে।
কোন্ প্রাণে এক যুটে
আজ তোরা রুখে উঠে,
বালিকা-হত্যার তরে হুঙ্কার ছাড়িস্ বনে?

১০

হায় গো, কি হ'ল হায়!
সবাই বধির-প্রায়,
ক্ষুদ্র-কণ্ঠ-চীৎকারে কি কা'রো মন নাহি গলে?
আয়, বাছা! আয় আয়,
আয়, গো মা! আয় আয়,
বুক দিয়া ঢেকে রাখি তোরে লুকাইয়া কোলে।
তোর মত সরলারে
ভাসিতে নয়ন-ধারে
দেখিতে পারি না আর, দেখিতে পারি না আর;
আয়, বাছা! আয় আয়,
আয়, গো মা! কোলে আয়,
দেখি ক্রূরা প্রকৃতির কত দূর অত্যাচার।

১১

হা হা! পুন ও কি হ'ল!
নিরমম দস্যু-দল
অসহায়া বালিকার বাঁধিয়া কোমল কর,
হইয়া যমের প্রায়,
কোথায় লইয়া যায়,
তরবারি ঘুরাইয়া কতই দেখায় ডর!
বাল্মীকি দস্যুর রাজা
করি'ছে কালীর পূজা,
এই সব পাপী দস্যু সে মহাদস্যুর চর;
শ্যামার তৃপ্তির তরে
বলি দিবে এ বালারে,
দোহাই দোহাই, কালি! মেয়েটিরে রক্ষা কর।
এটি গো বনের ফুল,
বিপদে দিও মা কূল,
এফুল দ্বি-খণ্ড যদি তোমার সম্মুখে হয়,
তা' হ'লে নাস্তিক হ'ব,
তোরে নিশাচরী ক'ব,
যেখানে প্রতিমা পা'ব, গুঁড়াইব সুনিশ্চয়।

আকর্ষণ।

কেন ধর?—ছেড়ে দাও—যেখানে বাসনা
সেখানে যাইব।
"নাথ! যাও তবে যাও!
নাহি বল ধ'রে রাখি, দুর্ব্বলা ললনা;
যা'বে যাও—কিন্তু, নাথ! একবার চাও।
ভাল ক'রে প্রাণ ভ'রে ও মুখ তোমার
একবার নিরখিব—দেখিব তথায়
কিরূপে সহসা হ'ল ক্রোধের বিকার।
তা'র পর যাও তুমি, বাসনা যথায়।"

কি দেখিবে?—উহু, এ কি, চলে না চরণ।
চ'লে যা'ব ব'লে আমি হইনু উদ্যত;
যেমন পড়িল ওই নয়নে নয়ন,
যাইবার আশা মোর হইল বিগত।
প্রিয়তমে! আজ হ'তে বুঝিনু অন্তরে,—
দুর্ব্বলার বলমূল বঙ্কিম নয়ন,
ক্ষণ দৃষ্টিপাতে তুমি (না ছুঁয়ে আমারে)
ফিরাইলে; মহাশক্তি আঁখি-আকর্ষণ।

বিরহিণী রাধিকা।

১

সখি রে,—
এ ছার পরাণে কিবা সুখ আর,
বল বল, সুধাই তোমায়,
যে দিন হইতে গিয়েছে আমার
কালাচাঁদ সেই মথুরায়?
সে দিন হইতে যত সুখ মোর
তা' সহ গিয়েছে চলিয়ে;
সুখাকর যেই সে ছিঁড়িল ডোর,
হা, সুখ র'বে কি বলিয়ে!

* বালিকা কর্ত্তৃক এই বিষাদময়ী গীতিটি দেশ-বেহাগ রাগিণী-যোগে গীত হইয়াছিল।

২

সখি রে,—
ত্যজি' লাজ ভয়, হেন জন সনে
কেন বা করিনু প্রেম!
না জেনে না শুনে, গ্রহণ করিনু
রাঙেরে ভাবিয়ে হেম!
প্রতিফল তা'র পাইলাম, সই,
না যাইতে দশ দিন;
ভাবিতে ভাবিতে সোণার শরীর
কালিয়া বরণ ক্ষীণ!

৩

সখি রে,—
জানিতাম যদি শ্যামের হৃদয়
পাষাণ সমান,
তা' হ'লে কি তা'রে অমূল প্রণয়
করিতাম দান?
প'ড়েছি এখন বিষম ফাঁফরে,
করি কি উপায়?
ডুবিনু অতল বিরহ-সাগরে
প্রণয়ের দায়!

৪

সখি রে,—
কলঙ্ক হ'য়েছে—কি ক্ষতি তাহায়?
কিন্তু এই দুখ হয়,—
সে পরাণবঁধু ভুলিল আমায়,
পোড়া প্রাণে এ কি সয়?
যা'র তরে আমি ছাড়িনু সকলি,
এই কি বিচার তা'র?
অনায়াসে ভুলি' গেল বঁধু চলি'
ছিঁড়িয়ে প্রেমের তার!

৫

সখি রে,—
এ ছার পরাণ রাখিব না আর,
ডুবিয়ে যমুনা-সলিলে
জুড়া'ব বিরহ-আগুন অপার,
প্রাণবঁধু যদি না মিলে!
অথবা, মাধব যে মালা গাঁথিয়ে
আমারে করিল দান,
সেই মালা আজ গলায় বাঁধিয়ে
ত্যজিব এ ছার প্রাণ!

লখ্‌নৌ—৩০এ এপ্রিল, ১৮৭৩।

বিরহিণী।

(কুঞ্জকক্ষে)

যাই যাই, বেলা হ'ল, আনি গিয়ে বারি,
মুখরা ননদী আছে,
দেরি হ'লে দেয় পাছে
গালাগালি, এ পরাণে সহিবারে নারি।
বিধাতা বিমুখ, তাই
অভাগীর কেউ নাই,
মিছি মিছি কত কথা ননদী শোনায়,
হা কপাল, কত দিনে ঘুচিবে এ দায়!
বলহীনা পেয়ে মোরে
কথা কয় জোরে জোরে;
কা'রে ক'ব, কে করিবে সহায়তা মোর!
এ জ্বালা জানা'ব যা'য়,
ভাগ্য-দোষে সেও, হায়,
প্রবাসে রহিল কেটে প্রণয়ের ডোর!

(সখীর প্রতি)

আয়, লো প্রাণের সই!
অভাগীর তুই বই
কেউ নেই এ জগতে, সবাই অপর,
তুই শুধু কাছে এসে জুড়া'স্ অন্তর।
তোর সনে যত ক্ষণ
কথা কই, তত ক্ষণ
ভাল থাকি, পোড়া প্রাণে কত সুখ পাই;
তাই বলি, তুই বই আর কেউ নাই।
শান্তি যেন আছে তোতে,
যখন থাকিস্ সাথে,
হরিষের সীমা আর থাকে না আমার,
এ ছার সংসার-জ্বালা
করে নাকো ঝালাপালা,
হেরি যদি মুখ তোর, সই রে, আমার!

(শয়ন-গৃহে)

কা'র তরে মিছে আর শয্যা সাজাইব?
থাক্ প'ড়ে, ভূমিতলে যামিনী যাপিব।
বিনে সেই প্রিয়তম,
শয্যা যেন বিষ সম,
কিরূপে কণ্টক সম পালঙ্কে শুইব?
তুলোর বালিশচয়
লৌহ সম বোধ হয়,
মশারি বিষম অরি হ'য়েছে আমার;
সুখের শয়ন-গৃহ যেন কারাগার,
আলো আছে—নাথ বই সকলি আঁধার!

(গোলাপের প্রতি)

পতি যদি থাকিত গো এমন সময়,
বিনাইয়ে কাল চুল,
ফুটন্ত গোলাপ ফুল
দিত গো বাঁধিয়ে, হ'ত কত সুখোদয়;

গোলাপ! তুলিয়ে তোরে,
গাঁথিয়ে রেশমী ডোরে
খোঁপায় বাঁধিয়ে দিয়ে হাসিত রে কত,
নাথ নাই কাছে আজ,
কে আর গোলাপী সাজ,
পরাইবে অভাগীরে ক'রে মনোমত?
যেথা এবে আছে পতি,
সেথা নাকি রসবতী
রমণী অনেক আছে? গোলাপো র'য়েছে?
ভুলেছে নাথের মন—উভয়ি পেয়েছে।

(কোকিলের প্রতি)

অবলা বালারে পেয়ে,
করুণার মাথা খেয়ে,
কুহু রবে কেন আর কাঁদা'স্ পরাণ?
কেন খর স্বর-শরে
বিরহিণী কামিনীরে
বিঁধিয়ে, জ্বালায় জ্বালা করিস্ প্রদান?
হেরি ক্ষুদ্র কলেবর,
কিন্তু বজ্র সম স্বর
হানিস্ শ্রবণযুগে, রে কাল কোকিল!
বসন্তের তুই বুঝি ঘুসের উকিল?
উড়ে যা নজর থেকে,
তোর কাল রূপ দেখে
হৃদয় চমকি' ওঠে, বিরহ আগুন
হুহু ক'রে জ্বলে ওঠে যাতনা দ্বিগুণ।

(অসম্পূর্ণ)

১১ই ফাল্গুন, ১১৮১।

গঙ্গাতটে সন্ধ্যা।

১

চলিল তপন যাপিতে শর্ব্বরী
দূরবিরাজিত অস্ত-গিরি'পরি;
আঁধারে ক্রমশ ডুবিল জগত,
প্রকৃতি ধরিল নবীন বেশ;
এ হেন সময়ে ব'সে গঙ্গাতটে,
বিভু-বিরচিত বিশ্বরূপ পটে
হেরিলাম কত নব নব শোভা,
ভাবগ্রাহী কবিজন-মনোলোভা,
বরণিয়া নারি করিতে শেষ।

২

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বহি'ছে তটিনী,
বীতবেগা হ'য়ে, উত্তরবাহিনী,
সাগর উদ্দেশে সুধীরে বয়;
অমল সলিল অতীব শীতল,
বরিষার মত নাহি স্রোতঃ-বল,
চিরদিন কা'রো সমান নয়।

৩

অয়ি নদি, যদি করুণা করিয়ে,
আমার বারতা প্রবাহে বহিয়ে
লয়ে যাও, দেবি, দূর বাঙ্গালায়,
এই প্রবাসীর নিবাস যথায়,
তথা আছে মম সখানিকর।
যে সময়ে প্রাতে সখারা সকলে
স্নান হেতু আসি' তব শীত জলে,
জল ফেলাফেলি কেলি করি' খুব,
তোমার বিমল জলে দিবে ডুব,
তখনি শ্রবণে দিও খবর।—

৪

বলিও তাঁ'দেরে, "তোমাদের সেই
অনুগত সখা ব'লে দিল এই:—
এ অনন্ত ক্লেশ পাইব কত!
প্রবাসের সুখ জেনেছি সকল,
দেশ ছেড়ে এসে পেনু ভাল ফল,
উড়ু উড়ু প্রাণ করি'ছে সদাই,
উড়ে যাই, যদি ডানা দু'টি পাই,
কি কহিব, হায়, যাতনা যত!"

৫

নিরখি' প্রদোষে পশিতে ধরায়,
হংস, কারণ্ডব ফিরিল ত্বরায়;
সারি বাঁধি' সবে দিয়ে সন্তরণ
জলকেলি করে, কখন আনন
মনের হরিষে ডুবায় জলে;
বিকসিত গাঁদা কুসুমের হার
যাই'ছে ভাসিয়ে, কি ক'ব বাহার!
সহসা নিমগ্ন হাঁসের গলায়
ভাসিয়ে আসিয়ে জড়াইয়ে যায়,
নদী যেন দিল পরা'য়ে গলে।

৬

দিনে দিনকর দিয়ে নিজ কর
ক'রেছিল সিত নদী-কলেবর,
কিন্তু এবে সেই রবি-অনুদয়ে,
মিশিল তমস নদীর হৃদয়ে,
কালি-গোলা যেন হইল নীর;
আর সেই রূপ নাহি যায় দেখা
বায়ু-সন্তাড়িত তরঙ্গের রেখা;

আঁধারে ডুবিল তরণী নিচয়,
স্পষ্টরূপে আর দৃষ্ট নাহি হয়,
ডুবিল আঁধারে তটিনী-তীর।

৭

কাশীবাসী যত ধার্ম্মিক তাপস,
ভক্তিভরে পিয়ে শিবনাম রস,
মুখে ব'লে বোম্ বোম্ বিশ্বেশ্বর,
ক্রমে দলে দলে হ'য়ে আগুসর,
সন্ধ্যা জপ তরে বসি'ছে তটে;
গৈরিক-রঞ্জিত পরিধেয় পরা,
করে কমণ্ডলু, বংশদণ্ড ধরা,
মুণ্ডিত মস্তক কাহার বা কা'রঁ
দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ, শিরে জটাভার
পৃষ্ঠ আবরিয়ে ভূতলে লোটে।

৮

গৃহত্যাগী মুক্তি-আশী দ্বিজকুল
সন্ধ্যা করিতেছে শোভি' নদীকূল,
কেহ কেহ প্রৌঢ়, ভীমরথী কেহ,
কেহ বর্ষীয়ান্, জরাগ্রস্ত দেহ,
শিব নামাবলী শরীরে শোভে;
বিধবা, সধবা দ্বিজানী সকলে
উচ্চ ঘাট হ'তে অবতরি' তলে,
ঘৃত-দীপাধার জ্বালিতেছে তীরে,
কেহ বা হরিষে ভাসাই'ছে নীরে;
মীনদল আসে ঘৃতের লোভে।

৯

আমরি, কি ভাব হইল উদয়,
চারিদিকে রব 'জয় শিব জয়!'
ঝাঁঝর, কাঁসর হ'তেছে বাদিত,
আরতির ঘটা ভুবন বিদিত,
কোথাও এমন দেখিনি আর।
ভারতের শির-শোভিত রতন
তুমি, বারাণসি, তোমার মতন
পবিত্র নগরী, সুখের আগার
নিখিল ভারতে নাহি দেখি আর,
পূণ্যভূমি মাঝে তুমিই সার!

কাশী, ৩০এ কার্ত্তিক, ১২৭৮।

বাজল বীণা।

(গীতি)

ঝিঝিট—একতালা।

(আস্থায়ী)।

বাজল বীণা, নাচল জল,
বিজলী চমকে জলদ-গায়;
টুটল নিদ, ফুটল ফুল,
সচল ভেল অচল বায়।

(অন্তরা)

বাণী-বীণা বাজে ধীরি ধীরি,
দায়রা দায়রা দারা দিরি দিরি;
ধেত্তা ধিধি, তেত্তা তিতি
সঙ্গত ধীর মধুর ভায়।

(সঞ্চারী)

ভওঁর ভওঁরী বীণাকে সঙ্গ
গুঁজরি' গুঁজরি' করত রঙ্গ,
তা'কো সঙ্গ, নীরব বঙ্গ!
তুঁভি গা' রে সুর মিলায়;—

(আভোগ)

ময়ী বীণা, বৈণিক নয়ো,
তন্ত্র নয়ো, মন্ত্র নয়ো,
নয়ো প্রবন্ধ, নয়ো প্রসঙ্গ,
নমহুঁ বীণাপাণি-পায়।

বীণা।*

১

প্রণমি' বাণীর পদে, এ ভাঙা বীণায়
এই ত বাঁধিনু তার, কিন্তু কে বাজায়?
চারি দিকে চেয়ে আজ,
সভয়ে বীণায় সাজ
চড়া'য়ে মিলানু সুর অঙ্গুলির ঘায়;
যা' জানি—করিনু তাই;—কিন্তু কে বাজায়?

২

সে দিনের কথা মনে জাগিয়া উঠিল;
কি সে 'কথা'?—'মহাবজ্র মস্তকে পড়িল!'
এ বজ্র ইন্দ্রের নয়,
এ বজ্র লৌহের নয়,
এ বজ্র বিষম বজ্র!—হায়, কে গড়িল?
অই যা,—বীণার তার আবার ছিঁড়িল!

* মৎসম্পাদিত 'বীণা' নাম্নী কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ডে এই কবিতাটি অনুষ্ঠানিকা রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাগ্রাসী * আইনের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বীণার আবির্ভাব হয়।

৩

ছিছি রে, এ কা'র কাজ,
কি করি' সে ভুলি' লাজ,
গড়িল এ ভীম বাজ,
সে কি দয়াহীন ?
তা'রি এ বজ্রের ঘায়,
কি ক'ব রে, হায় হায় !—
ভেঙেছে সাধের মোর
আদরের বীণ !

৪

নিতান্ত বিষণ্ণ হ'য়ে
ভাঙা বীণা ক'রে ল'য়ে
যোড়ে তাড়ে সাজাইনু
বাজা'তে আবার ;
মনে আশা বাজা'বার,
কিন্তু কি বাজা'ব আর ?
সভয়ে অঙ্গুলি-ঘায়
ছিঁড়ে যায় তার !

৫

ছিঁড়ুক যতই বার,
আমিও ততই বার
যতনে বাঁধি না তার ?—
দেখি না কি হয় ?
ফুরা'লে ধাতুর তার,
উপাড়িয়া কেশ ভার
বাঁধিব বীণায় ফের,
দেখি কি না রয় ?

৬

তাও যদি ছিঁড়ে যায়,
শিরা ছিঁড়ে পুনরায়
বাঁধিব বীণায়, মোর যতক্ষণ প্রাণ ;
তথাপি ক্ষণেক তরে
ফেলিব না ভূমি'পরে
বীণারে ; হৃদয়ে ধ'রে
গা'ব আজ গান।

৭

আমি গাই ;—তুই, বীণে ! বাজ্ রে আমার ;
সে দিনের বজ্রাঘাতে যদিও তোমার
ভেঙেছে সুন্দর কায়,
যদিও আমার, হায়,
নাহি এ কণ্ঠের ধ্বনি সেইরূপ আর ;
বজ্রাঘাতে তুমি আমি আজি একাকার !

৮

তবু বাজ ;—তবু গাই ;—কেন বাজিবি না ?
তুই বিনা কে আমার আছে আর বীণা ?
তুই না বাজিলে পরে,
পরাণ কেমন করে,
না শুনিলে ধ্বনি তোর, পরাণে বাঁচি না ;
তুই না বাজিলে, আমি গাইতে পারি না।

৯

তোর গলে মোর গলা একত্র করিয়া,
তোর তারে হৃদি-তার ধীরে মিলাইয়া,
আয়, বীণা ! গান করি,
যাই হৌক ;—বাঁচি মরি ;
আয়, বীণা ! করি গান,
আবার মেতেছে প্রাণ,
আবার পাগল আমি তোমার লাগিয়া,
আবার আমার মন উঠিল জাগিয়া।

১০

পরশিয়া তোরে, বীণা ! বজ্রের বেদনা
ভুলে গেছি একেবারে,—নাচি'ছে বাসনা
তুই বাজিবার আগে,
আমি গাইবার আগে ;
বাজ্ রে সাধের বীণা ! নীরবে থে'ক না ;
যে যা' বলে—বলুক্ না ;—চেয়েও দে'খ না।

১১

যে গড়িল এই বজ্র,—আগে তা'র কাছে
গিয়া দেখ্, দয়া তা'র আছে কি না আছে ;
যদি দয়া নাহি থাকে,
যতনে শুনা রে তা'কে ;—
"অহে মহাত্মন্ ! অহে কবিবর !*
কবির হৃদয় দয়ার সাগর,
কবির হৃদয় নিজের নয়,
কবির হৃদয় পরেরি হয়,
দয়ার বসতি কবির হৃদয়ে,
কবি করে কাজ পরের হ'য়ে ;
তুমি কবি—তবে তোমার হৃদয়
কেন বল দেখি, দয়ামাখা নয় ?
কবি হ'য়ে কেন নিদয় হ'লে,
কবি হ'য়ে দয়া গেলে কি ভুলে ?
দয়ারে ভুলিলে, ওহে কবিবর !
কলঙ্ক রাখিলে জগত-ভিতর !"
এই কথা তাঁ'রে বলি,
যা বীণা ! আবার চলি'

* লর্ড লিটন।

যে কাঁদে রে তোর তরে, যা রে তা'র কাছে;
দেখ্‌ তা'রে বজ্রাঘাতে কি রকমে আছে।

১২

বাজ, বীণা! তা'র কাণে বাজ এই স্বরে;—
"এস, আজি কাঁদি, গলা ধরাধরি ক'রে!
এস, আজ বিধাতারে
ভিজাইব অশ্রুধারে,
কেন হেন বজ্রপাত ভারত-উপরে!
বজ্রচয়িতা কেন অত্যাচার করে!"

১৩

ওরে ও সাধের যন্ত্র! বাজ আরবার,
কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চে তুলি' হাহাকার
যতক্ষণ র'বে তার,
ততক্ষণ বারংবার
বল, বীণে! নভস্তল করিয়া বিদার—
"কবির উপরে করে কবি অত্যাচার!"

১৪

বাজ, বীণে! এই স্বরে,—
"যাঁ'রে বঙ্গ পূজা করে,
ভারত যাঁহারে পূজে 'কবিবর' বলি',
তিনি আজ বাম হ'য়ে,
সর্ব্বনেশে বজ্র ল'য়ে
হানিলা ভারত-ভাগ্যে ভীমবলে তুলি;
চূর্ণাস্থি হইল দীন কবির মণ্ডলী!

১৫

"কবির কোমল করে কঠিন কুলিশ,
কবির কোমল হৃদে প্রাণান্তক বিষ,
কুসুমে কীটের বাস,
এত দিনে পরকাশ;
সুধায় গরল রাশি,
বুকে বিষ, মুখে হাসি,
রত্নকোষে ঢাকা ছিল অসি অহর্নিশ,
"কবির কবিতা আজ ভীষণ কুলিশ!

১৬

"কবির করেতে, হায়, কবিকুল মরে!
মরিল স্বর্গীয় জীব স্বর্গ-জীব-করে!
সুধারে শুষিল সুধা—ফুলে বধে ফুল!—
হীরকের ধারে আজ হীরক নির্ম্মূল!"

১৭

আকাশে তুলিয়া তান,
গা রে, বীণা! এই গান,
এই চারি ছত্র তুই যেথায় সেথায়
আয়, শুনাইয়া আয়,
শোনা, বীণে! যায় তায়;
বিলম্বে কি ফল আর? কাল ব'য়ে যায়।
যে ছুঁইবে তোর ডোর,
সে বুঝিবে শোক তোর,
সে বুঝিবে দুঃখ মোর প্রত্যেক কথায়!
বুঝিবে সে, কি যে বজ্র পড়েছে মাথায়!

১৮

বুঝিবে সে অবিচার,
বুঝিবে সে অত্যাচার,
বুঝিবে সে হাহাকার,
কেন এ ভারতে!
বুঝিবে সে তোর দশা,
বুঝিবে বঙ্গের আশা,
বলিষ্ঠের ভালবাসা
দুর্ব্বল জনেতে!

১৯

বুঝিবে সে আজ হ'তে
অভেদ্য আঁধার-স্রোতে
ডুবিল তরঙ্গাঘাতে
ভারত আবার;
বুঝিবে সে আজ হ'তে
পুনরায় এ ভারতে
স্বপ্নজাত স্বর্গ ভেঙে
নরক বিস্তার!

২০

বাজ, বীণে! ওরে বাজ আর বার,—
"কবিতে করিল কবিরে সংহার!
কবির করের বীণার আঘাত
কবির বীণারে করিল নিপাত!
কাঁদি'ছে জগত, কাঁদি'ছে ভারত,
কাঁদি'ছে বঙ্গ অবশ অঙ্গে!
কাঁদি'ছে পুরুষ, কাঁদি'ছে প্রকৃতি,
কাঁদি'ছে যুবক যুবতী সঙ্গে!
ধনী, মধ্যবিৎ, ফকির, ভিখারী
কাঁদে হাহাকারে, চক্ষে ঝরে বারি!
কাঁদে ভারতের পশুপক্ষিগণ!
পড়েছে অশনি অবিচার-ভরে!
একের দোষেতে মরেছে অপরে!
কবিতে করেছে কবিরে পীড়ন!"

২১

কবির অশনি বিঁধেছে মরমে,
এই দুখে তোরে বেঁধেছি পঞ্চমে;
যা থাকে কপালে,—মনের বেদনা,
যা থাকে কপালে,—মনের বাসনা

কহিব খুলিয়া—আপনা ভুলিয়া,
গা'ব গীত-যোগে তোরে বাজাইয়া
জীবন য'দিন,—ত'দিন তরে।
নিক্ষিপ্ত লেখনী ধরিনু আবার,
অন্তরের কথা লিখিব আমার,
বজ্রাঘাত কৈল যেই কবিবর,
মনের বেদনা তাহারি গোচর,
কবিতায় লিখে, তোরে বাজাইয়া
গা'ব প্রাণপণে বিষাদে ডুবিয়া,—
'কবির দুর্দ্দশা কবির করে।'

বর্ষা।

মেঘ—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

আইল বরষা সাজি'
শ্যামল মেদিনী-বাসে;
গরজে জলদ, বদনে তা'র
চমকি' দামিনী হাসে হাসে।

(অন্তরা)

পিয়াস নিবারে চাতক চাতকী,
সুরভি বিলায় হরিষে-কেতকী,
বারি ঝর ঝর, ভেক মকমকি,
শ্রবণ-বিবরে আসে আসে।

(আস্থায়ী)

নিদাঘে তটিনী শুকা'য়েছিল,
বরষা পরশে সলিলে পূরিল;
ময়ূর ময়ূরী পুলকে নাচিল,
তার সুরে কেকা ভাষে;—

(আভোগ)

কভু রবি-ছবি নীরদ ভেদিয়া,
ক্ষীণ দেখা দিয়া যাই'ছে ডুবিয়া;
তরল তোয়দ ভয়দ হইয়া,
নীল নভ কভু গ্রাসে গ্রাসে।

বসন্ত।

বসন্ত—আড়াঠেকা।

(আস্থায়ী)

অমল মলয়ানিল হিল্লোলি' ধায়।
ঋতু বসন্ত ফুল্ল কুসুমদলে
ভূষি'ছে সুকম কায়।

(প্রথম অন্তরা)

পীত-বসন পরি' প্রকৃতি সুন্দরী
মধু সুহাস-মুখে সমুখে দাঁড়ায়।

(দ্বিতীয় অন্তরা)

গুঞ্জি' ভ্রমরকুল, পঞ্চমে কোকিল
গাহি' প্রণয়-গীত, ময়ূরে নাচায়।

নিদ্রার কোমল কোলে।

ললিত—আড়াঠেকা।

(আস্থায়ী)

নিদ্রার কোমল কোলে
প্রিয় স্বপনের সনে
এই যে ভ্রমিতেছিনু
আমি তোর অন্বেষণে।

(অন্তরা)

কখন্ এলি, মা! তুই?—
ভাল হ'ল, পুন শুই
সে চরণে, ত্রিজগত
শু'য়ে আছে যে চরণে।

(সঞ্চারী)

বীণারে হৃদয়ে ধ'রে
ও তোর চরণ'পরে
ঘুমাইয়ে বাজাইব,
এই বাসনা;—

(আভোগ)

চরণ-নূপুর-সনে
ভাঙা বীণা ক্ষীণ স্বনে
কিরূপে বাজিবে আজি,
শুনিব তা' এ শ্রবণে।

যে পদে।

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

(আস্থায়ী)

যে পদে, ষট্পদগণ
কোকনদ ভাবি' মনে,
উড়িয়া উড়িয়া বসে
সুমধুর গুঞ্জরণে;

(অন্তরা)

যে পদে ভকতগণ
রকত চন্দন ঢালে,
যে পদ বিরাজ করে
শঙ্করের হৃদাসনে;

(সঞ্চারী)

যে পদে সম্পদ ফলে,
বিপদ বিপদে পড়ে,

যে পদে সে মোক্ষপদ
ডাকে লক্ষ পাপিগণে ;
(আভোগ)
হে শারদে এ শরদে,
সে পদ পেয়েছি আজি,
পূজিব মনের সাধে,
বীণা-ফুল অরপণে।

—

স্বভাবের ধন্যবাদ।

[মহারাণী স্বর্ণময়ী* ও রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর† প্রতি]

(চতুর্দ্দশপদী কবিতানুসারে রচিত)

(সূর্য্য)

প্রাচী পরিহরি' করি আকাশে ভ্রমণ,
পালিয়া মহেশাদেশ, কর বিতরণে
কত হিত করি আমি, যাহে জীবগণ
তাপালোক লভি' জীয়ে ধরা-নিকেতনে।
পৃথিবীর দেশ যত মম আঁখিতলে
প'ড়ে আছে, তা' সবারে দরশন করি
আঁখি-খর-জ্যোতি-দানে ; হেরে যথা হরি
তেজাল নয়ন মেলি' অন্য পশুদলে।
কিন্তু কোথা' দেখি নাই—(পুরাকালে যাহা,
তাহা বই) দেশহিতে, দীনহীন জনে—
দিবানিশি—এত ধন অকাতরে, আহা,
করিবারে বিতরণ হরষিত মনে।
ধন্য গো তোমরা দোঁহে এ বিশাল ভবে !
যত দিন র'ব, যশ তোমাদেরো র'বে।

(চন্দ্র)

নিশারে সাজাই আমি সুধামাখা করে
চারু বেশে, হেরি' তায় মোহে নর মন ;
তাই ত তাহারা মোর যশোগান করে
নিয়ত, আহা, যে যশে ভরেছে ভুবন !
তোমরাও, দয়াবতি, দয়া-কর-দানে
অবিরল বাঙ্গালারে করি'ছ উজ্জ্বল,
তাই সবে তোমাদের যশোগীত-গানে
ভরি'ছে বঙ্গের সুখে শ্রবণ যুগল।
চকোর নিকর সুখী আমার সুধায়
আমা বই আর তা'রা কাহারে সুধায় ?
দীনরূপী চকোরেরা তোমাদের কাছে
সেইরূপ দান-সুধা লভে অনুক্ষণ,
অদাতারে নাহি চায়, গালি দেয় পাছে ;
ধন্য তোমাদের, রাণি, অকপট মন !

(পবন)

অনন্ত জগত মাঝে গতায়াত মোর
দিবানিশি, কুসুমের মধুমাখা বাস
বিশ্বাবাসে ছড়াইয়ে ভ্রমি চারি পাশ,
জীব-প্রাণ হয় সেই সুরভে বিভোর।
তোমাদেরো বদান্যতা-কুসুম-আসবে
সুযশ-সমীর ওই খেলি'ছে সুরবে।
আমিই জীবের প্রাণ, জীবেরে বাঁচাই
বিরাজিত হ'য়ে তা'র হৃদয়-ভিতরে,
আমিই জীবের প্রাণ-পাখীরে নাচাই,
আমা বই বাঁচে কি গো জীব ধরা'পরে ?
সেইরূপ দীনগণ তোমাদের গুণে
সুখ-সরে সাঁতারিয়ে তুষি'ছে পরাণ,
নতুবা মরিত পুড়ে দীনতা-আগুনে ;
ধন্য গো তোমরা, ধন্য তোমাদের দান !

(মেঘ)

ধরণীর শুষ্ক দেহে শীত জলধার
ঢালি আমি, তাই ধরা ওষধি-ভূষণ
পরিয়া সুচারু সাজে, সাজে অনিবার,
আমারি কৃপায় সুখী যত জীবগণ।
দীনেদের মন যবে দীনতা-পীড়নে
শুখাইয়া যায়, যথা রবির পরশে
জলবিন্দু লয় পায় ; তখন যতনে
তোমরা সুদান-বারি ঢাল গো হরষে !
সাজাও তা'দের দুঃখ-দহিত মানসে
অনুপম তৃপ্তিকর বদান্য-তারসে।
তোমাদের মত দান-বারি বরিষণ
কয় জন করে এবে এই বাঙ্গালায় ?
সাধু ইচ্ছা তোমাদের বিদিত ভুবন,
তাই সবে প্রাণ খুলে যশোগান গায়।

(পৃথিবী)

কত শত দুরাচার অঙ্কেতে আমার
বাস করে, নিরখিয়া তা'দের করম,
অতিমাত্র দুঃখে মোর দহি'ছে মরম,
তা'দেখি পাপেতে মোর অস্থিত্বক্ সার !
বড়ই কঠোর তা'রা, দীনের রোদনে
গলে না তা'দের সেই পাষাণ হৃদয়,
সদাই আপন সুখ সম্ভোগি'ছে মনে,
দীনের দুঃখেতে দুঃখ হয় না উদয়।
কিন্তু গো তোমরা দু'টি আমার কুমারী
সুলগ্নসম্ভবা, শুধু পরহিত তরে

* এক্ষণে ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, (ভারত-মুকুট)

† এক্ষণে ইনি মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী।

ল'য়েছ জনম, যশ আমার ভিতরে
র'বে তোমাদের, যথা সাগরের বারি
চিরস্থায়ী; আশীর্ব্বাদ করি কায়মনে,—
সুখে থাক, সুখে রাখ দীনহীন জনে।

(সাগর)

অমেয় জগতে আমি অমেয় আকার,
রতন আমাতে যত, তত আছে কা'র?
এই গুণে রত্নাকর কহে মোরে সবে,
আমার মতন বল বল কা'র আছে?
নিয়ত গরজি আমি সুগভীর রবে.
আমারে আশ্রয় করি' যাদোগণ বাঁচে।
তোমাদেরো বদান্যতা অসীম সাগরে
যশ-রত্ন উজলি'ছে চিরসুশোভন,
অক্ষয় হইয়া র'বে ধরণী ভিতরে
তত দিন, যত দিন বিশ্বের জীবন।
তোমাদের দানসিন্ধু দীনের আশ্রয়,
বাঁচে দীন-ক্ষীন যত হরষিত মনে,
ধন্য তোমাদের চিত করুণা-নিলয়;
ধন্য গো তোমরা দোঁহে ধরা-নিকেতনে!

(পর্ব্বত)

অভ্র-ভেদী চূড়া মোর উঠেছে উপরে,
বিশদ তুষারে ঢাকা শরীর আমার,
নদীরে সলিল দান করি অকাতরে,
পশুকুলে করি দান তৃণ ভারে ভার।
সেইরূপ তোমাদের কীর্ত্তিরূপ গিরি
উঠেছে আকাশ ভেদি',—যশ-হিমময়,—
দানরূপ বারিধারা বহে ধীরি ধীরি,—
দরিদ্রের চিত্ত-নদী তাহে উথলয়।
আমার শরীর সম অতীব কঠিন
প্রায় কিছু নাহি এই প্রকাণ্ড জগতে,
সেইরূপ তোমাদের অতি সমীচীন
সুকঠিন কীর্ত্তিগিরি রহিবে ভারতে;
কখন হ'বে না চূর্ণ রহিবে সমান,
ধন্য তোমাদের কীর্ত্তি অক্ষয় নিশান!
২৩ কার্ত্তিক, ১২৭৯

স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর।

(মৃত্যু-দিবস ১৭ই কার্ত্তিক ১২৮০)

১

অয়ি অভাগিনী বঙ্গ! শ্রীমধুসূদন,
কিশোরীমোহন, আহা, এ দুই রতনে
হারা'য়ে করিতেছিলে সদাই রোদন,
অজস্র ঝরিতেছিল সলিল নয়নে।
অঞ্চল পতিত ভূমে; বাঁধি' যে অঞ্চলে
উজ্জ্বল মাণিক ক'টি রেখেছিলে সুখে;
কাল-মূষা বিষদাঁতে কাটি' তা' বিরলে,
মধু, কিশোরীরে হরি' লুকাইল মুখে।

২

সে দু'টি রতন-হারা হ'য়ে তুমি, সতি!
শোকের সাগরে ডুবে হইলে বিস্মৃত
অঞ্চলের ছিন্ন ভাগ বাঁধিতে সম্প্রতি,
তাই বুঝি এ রতনো হইল পতিত।
শোকের উপরে শোক তোমার এখন,
অহো, কি যাতনা তুমি পেতেছ অন্তরে!
যা'র জ্বালা সেই জানে, পর কি কখন
বুঝিবারে পারে তাহা মনের ভিতরে?

৩

বিধাতা বিমুখ তোমা হ'য়েছে নিশ্চয়,
তা' না হ'লে অল্প দিনে কেন হেন হ'বে?
একে একে তিন রত্ন কাল দুরাশয়
সর্ব্বগ্রাসী কবলেতে গ্রাসি বসি' র'বে?
অকূল অতলস্পর্শ সাগরের-জলে
পড়িলে কনক-খণ্ড পাওয়া নাহি যায়,
তেমতি এ রত্ন তিন, কালের কবলে
কবলিত হইল গো, এই ছিল হায়!

৪

দীনবন্ধো! অদিনেতে এ দীনবন্ধুরে
কেন নিলে কাঁদাইয়ে বঙ্গবাসিকুল?
দীনবন্ধু বিনে শোকসিন্ধু বঙ্গপুরে
উথলি উঠি'ছে অতিক্রমি' ধৈর্য্য-কূল।
দাও, বিধি, ফিরে দাও বঙ্গের রতনে!
এ রত্ন বিহনে বঙ্গ হ'য়েছে আঁধার,
পরিপূর্ণ নভোগর্ভ বঙ্গের রোদনে,
সদাই সবার মুখে ধ্বনি হাহাকার!

৫

হায়, দীনোবন্ধো! তুমি ভুলি' জন্মভূমি,
কোথা গেলে অসময়ে, আসিবে না আর?
আর কি কদর্য্য রীতি শোধনেতে তুমি
ধরিবে না অঙ্গুলিতে লেখনী তোমার?
ন রতন* রাখি', ওহে বঙ্গের রতন!
পাতিত করিলে দেহ কালের উদরে,
তোমা হেন লেখকের বাসনা পূরণ
হ'ল কি রচিয়ে নব গ্রন্থ-কলেবরে?

৬

দুরাচার নীলকর-অত্যাচারচয়
"নীল-দর্পণেতে" তুমি দেখা'লে সবারে ;
নীলকর-প্রপীড়িত প্রজার হৃদয়
এঁকেছিলে দর্পণেতে নেত্র-জল-ধারে।
তেমন নাটক—যাহে পাঠকের মন
অতীব ব্যথিত হয়, নীলকরগণে
নর-রক্ষঃ বলি' গালি পাড়ে অনুক্ষণ—
কে লিখিবে তোমা সম লেখনী-চালনে?

৭

"লীলাবতী" নাটকাদি, কাব্য "সুরধুনী"
লিখিলে যেমন তুমি বিশেষ যতনে,
সেরূপ সুন্দর গ্রন্থ, ওহে মৃত গুণী!
আর কি লিখিবে তুমি লেখনী চালনে ?
অষ্ট গ্রন্থ শেষ করি' "কামিনী কমলে"
অবশেষে বিরচিয়ে হইলে মগন
অনন্ত সময়রূপ জলনিধি-জলে
চিরতরে, কভু আর নাহি আগমন।

৮

হা রে ও নিদয় কাল! কি বিচার তোর ?
যাঁহা হ'তে হ'তেছিল বঙ্গ-উপকার,
তাঁহারে করিলি চুরি, ওরে গুপ্ত চোর!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে ধিক্ শতবার!
তোর সম নিদারুণ, করুণাবিহীন,
হৃদয়-পীড়নকারী, তস্কর-প্রকৃতি,
কে আছে বল রে মোরে, ওরে অর্ব্বাচীন!
ধিক্ তোরে, ধিক্ তোর যত রীতি নীতি!

মহাপরীক্ষা।

১

কোথা কিছু নাই—ঘোর অন্ধকার ;
ঘুমায় জগৎ শবের আকার ;
ভুলেছে মানব পর আপনার ;
শুধুই সুধীর বাতাস বয় ;
কোথা কিছু নাই—নীরব সকল,
এ হেন সময়ে প্রদীপ্ত অনল
প্রজ্জ্বলিত ক'রে আকাশ ভূতল,
জিহ্বা বিস্তারিল উপজি' ভয়।

২

অনলের পাশে অনল-আসনে
কে ওই বসিয়া অনল-নয়নে,
বজ্রভয়প্রদ বিকট গর্জ্জনে
ভীম ভৃত্যগণে আদেশ করে ?
বায়ুরে হারা'য়ে ধায় ভৃত্যগণ ;
ভাঙে শাখি-শাখা শরমে পবন ;
আকাশে গমন, আকাশে গর্জ্জন,
ক্রমে পদক্ষেপ ধরণী'পরে।

৩

কাঁপিল ধরণী চরণ-পীড়নে,
কাঁপিল সাগর ধরণী-কম্পনে,
সিন্ধুগর্ভস্থিত আগ্নেয় ভূধর
সাগর-কম্পনে উঠিল কাঁপি' ;
স্থলে অগ্নি জলে ঘোর হুহুঙ্কারে,
জলে অগ্নি জলে আগ্নেয় ভূধরে,
স্থল-জল-অগ্নি একমূর্ত্তি হ'য়ে
সহসা উঠিল চৌদিক ব্যাপি'।

৪

কালের প্রেরিত কিঙ্কর নিকর
প্রথমে প্রবেশি' বঙ্গের ভিতর,
'দে রে দে রে' বলি' ছাড়িল হুঙ্কার,
ভয়ে জড়সড় বাঙ্গালাবাসী!
যা'র যাহা ছিল, তখনি তা' দিল,
কাল-কিঙ্করেরা তা' ল'য়ে চলিল,
কালের চরণে অর্পণ করিল ;
হাসিলেন কাল বিকট হাসি।

(অসম্পূর্ণ)

অদর্শনে।

১

যদিও উভয়ে এবে আছি বহুদূরে,
জীবন-সঙ্গিনি!
কিন্তু আমাদের প্রেম, আমা দোঁহাকার
জীবন-বন্ধনী
পলকের তরে নহে দূরে,
দু'টি ফুল গাঁথা এক ডোরে
দিবস রজনী।
প্রেম কভু তফাতে থাকে না,
রবি সম ডুবিতে জানে না।

২

কি উষায়, কি দিবায়, কি সন্ধ্যায়, কি নিশায়,
কি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে
তুমি শুধু জাগ মোর মনে।
ভাবনা আমার
ভাবে অনিবার

* উহাঁর প্রণীত নয় খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ যথা—নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, জামাই বারিক এবং কমলে কামিনী।

তোমারে, ললনে!
তুমি বই কিছু নাই অনন্ত ভুবনে।
আমি বটে আছি হেথা,
কিন্তু মোর প্রাণ কোথা?—
তোমার সদনে।

৩

যদিও ভানুর তনুখানি
লুকায় জলদ কালো, তবু সেথা আছে আলো,
ওরে আলোময়ি!
যদিও এখন
দূরে আছি দুই জনে, সমুখে আঁধার,
তবু তা'র মাঝে, প্রিয়তমে!
ভরপুর আলোক সঞ্চার;
আছে কি আঁধার কভু প্রেমে?
বিচ্ছেদে আঁধার!
দূরে আছি;—এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তো নয়,
এ বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে প্রেম আলোময়।

——

অমল ধবল কমল-কোলে।

(গীত)

বাগীশ্বরী—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

অমল ধবল কমল-কোলে
অমল ধবল কমল দোলে,
উজল বিমল আঁচল ঝোলে,
উজল বিমল কর নিকলে।

(অন্তরা)

পরিমলাকুল কালো অলিকুল
খেলয়ে দুলা'য়ে এ ফুল ও ফুল,
অনিল চলয়ে মৃদুল মৃদুল,
দোলে ফুলমালা বাণীর গলে।

(সঞ্চারী)

জল ঢল ঢল্ করে অবিরল,
শতদল দল করে টলমল,
সচল অনিলে সলিল অচল
সচুল চলনে হেলে হিলোলে;

(আভোগ)

বরষের পরে হরষের ভরে,
ও চরণ ধরি' এ শির উপরে,
'ভাঙা বীণা' পুন লইনু এ করে,
বাজা'তে ও রাঙা চরণ-তলে।

১লা বৈশাখ, ১২৮৭

——

পূর্ণচন্দ্র।

সুনীল গগন'পরি, মনোহর রূপ ধরি'
হসিত বদনে বল, কে হে তুমি উঠেছ?
যেন নীল-গোলা জলে, মাখা হ'য়ে পরিমলে,
সোণার কমল খানি উজলিয়ে ফুটেছ।
বিতরি' শীতল কর, শীতলি'ছ চরাচর,
সাগর ধরণী বন মরুভূমি ভূধরে;
অতুল অমৃত-ধার, অবিশ্রামে অনিবার,
অকাতরে ঢালিতেছ চকোরের অধরে।
অলক্ষ্যেতে ধীরে ধীরে, হীরক-মুকুট-শিরে,
চলি'ছ আকাশপথে, সুমধুর হাসি'ছ;
বল, কোথা হ'তে আসি', ধরণীর তমোরাশি
স্বর্গীয় আলোক জ্বালি' অনায়াসে নাশি'ছ?
প্রতি পৌর্ণমাসী রেতে, দেখি তোমা' নয়নেতে
সেইরূপ সাজে, আজি যেইরূপ নিরখি;
কে তুমি কি আশা কর, কোথায় তোমার ঘর,
কে আছে তোমার আর, দয়া ক'রে ক'বে কি?
আকাশে আকাশে ধাও, অথচ ভূতলে চাও,
চুপি চুপি কোথা যাও, খুঁজিতেছ কাহারে?
বল বল, কা'র তরে, একাকী অমন ক'রে,
চ'লে যাও, কথা কও, বল না হে আমারে?
দূরবীণ চোখে দিয়ে, কি যেন দেখি'ছ চেয়ে,
সুদূর আকাশ হ'তে ধরণীর উপরে;
বুঝেছি বুঝেছি আমি, তুমি হে রজনী-স্বামী,
কি দেখি'ছ, তাও আমি বুঝিয়াছি অন্তরে।
কুমুদী-দয়িত শশী! তোমার হৃদয়ে মসী,—
কলঙ্কের দাগ দেখি' বিষাদিত হ'য়েছ;
একা তুমি, তোমা বিনা, ভুক্তভোগী আছে কি না
নরলোকে, দেব-চোখে দেখিবারে এয়েছ।
ভারত ধরণী মাঝে, সাজি অতুলন সাজে,
ত্রিদিব জিনিয়ে রূপ ধরেছিল একদা;
হীরক-ভূষণ-পরা, স্বরগীয় রূপ ধরা,
কৈলাস-শিখর-শিরে যেন শিব-প্রমদা।
আহা, সে সুখের কালে, এই ভারতের ভালে
কত যে আছিল সুখ, কে পারিবে বলিতে?
বীরেন্দ্র কুমার* মত, বীরেন্দ্র কুমার যত,
জনমিয়েছিল দুষ্ট অরিকুলে দলিতে।
সে সব সুতের গুণে, ভারত সুখিত মনে,
উঠেছিল উন্নতির সর্ব্ব উচ্চ সোপানে;
স্বাধীনতা-প্রিয় ছেলে, সকলে একত্রে মিলে,
গাইত ভারত-জয় এক রবে সুতানে।

* দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের।

কিন্তু, হায়, যেই দিনে, বিধাতার বিড়ম্বনে,
বীরেন্দ্র তনয়কুল কালগ্রাসে পশিল,
হায় হায়, সেই দিনে, সে সব তনয় বিনে,
ভারত মা-এর শোক-নিশীথিনী আসিল !
সুখরাজি হ'ল লয়, দশদিশি দুখময়,
ভারতের হাসি মুখ তমোজালে ঢাকিল !
বিধাতা বিমুখ হ'য়ে, কুমুখী লেখনী ল'য়ে,
অধীনতা কলঙ্কের গাঢ় দাগ আঁকিল !
তুমি তা' দেখিবে ব'লে, উঠেছ গগনতলে,
দেখ দেখ, শশধর, যেই দশা তোমার,
সেই দশা ভারতের, অধীনতা-কলঙ্কের
র'য়েছে দারুণ দাগ, ভাল ক'রে নেহার।
যে বিধি তোমার বুকে, রেখেছে কলঙ্ক লিখে,
সে নিদয় বিধাতার এ কলঙ্ক-লিখন !
সে বিধি সদয় হ'য়ে, করুণা-সলিল ল'য়ে,
ভারতের এ কলঙ্ক করিবে কি মোচন ?
৭ই পৌষ, ১৮৮১ সাল।

জেনো,—চিরদিন সমান না রয়।

১

কে তুমি, জননি, মলিন অঞ্চলে
ঢাকিয়া বদন, নয়নের জলে
ভাসাই'ছ ও হৃদয় ?
চিনি চিনি করি, পারি না চিনিতে,
আগে কি তোমারে দেখেছি আঁখিতে ?
দেখিয়াছি সুনিশ্চয়।
তা' নহিলে কেন হেরিয়ে তোমারে,
প্রাণ কাঁদে, আঁখি ভাসে জলধারে ?
কে মা তুমি, বল শুনি,—
তুমি কি ভারত বীরপ্রসবিনী ?

২

বীরপ্রসূ যদি, কোথা সে তোমার
বীরপুত্রগণ (আর্য্যকুলসার)
তোমার হৃদয়-ধন ?
তা'দের হারা'য়ে কাঁদি'ছ কি তাই ?
হারাইয়ে মণি ফণিনী সদাই
যথা শোকে নিগমন !
যথার্থ কুমার তাহারাই ছিল,
স্বাধীনতা-রত্নে তোমা সাজাইল,
করে ধরি' তরবার ;
কোথায়, জননি, সে সব কুমার ?

৩

তোমার কারণে দিয়েছে জীবন,
তথাপি তোমারে করেনি অর্পণ
বিদেশীয় রিপু-করে ;
হায়, দেবি, কোথা সেই পুত্রচয়
প্রভঞ্জন সম মহারলময়,
আছে কি তোমার ক্রোড়ে ?
হায়, আমি এ কি শোচনীয় বাণী
কহিনু তোমারে, ভারত জননি !
ও কোলে তা'রা কি আছে ?
অনন্ত-সাগর-সলিলে ডুবেছে !

৪

থাকিত তাহারা যদি তব কোলে,
—নীল নভে যেন নক্ষত্র উজলে !—
স্বাধীনতা-শশী তবে
সে সব নক্ষত্র সহিত মিলিয়ে,
তোমারে, জননি, অধীনী করিয়ে,
কালে কি বিলয় হ'বে !
সে নক্ষত্ররাজি সে শশী সহিত
ক্রোড়-নভ তব করি' আঁধারিত
অমামসী নিশি মত,
উবিয়া গিয়াছে !—হ'বে না উদিত !

৫

সেই এক দিন—ত্রিদিবের দিন !—
আছিল তোমার ; হ'য়েছে বিলীন
সে দিন এখন, জননি !
বীরকুল যত অতুল সাহসে,
তরবারি ধরি' সমর-বিলাসে,
কাঁপা'ত বিশাল ধরণী।
অসি ঝনঝনি'—মুখে হুহুঙ্কার—
"জয় ভারতের !" শব্দ বারংবার,—
শিহরিত অরিচয় !
সে দিন তোমার হ'য়েছে বিলয় !

৬

সে দিন তোমার হ'য়েছে বিলয়,
হ'বে না হ'বে না হ'বে না উদয়,
বিনে সেই বীরগণ !
তবে কেন আর কর মা রোদন ?
চেলাঞ্চলে মুছি' মলিন বদন,
কর শোক সম্বরণ !
প্রাচীন বয়সে কেঁদ না মা আর,
'অরণ্যে রোদন' জেনো মা তা' সার,
বিলাপে কি ফলোদয় ?
জেনো,—চিরদিন সমান না রয় !

১৩ই জুন, ১৮৭৪ সাল।

অবিবাহিতা যুবা।

১

ওরে বিধি, নিরদয়, কে তোরে দয়ালু কয়,
দয়ালুতা কা'রে বলে, একটুও জান না;
জানিলে তা' কোন ক্রমে পড়িতে না হেন ভ্রমে,
সহিতেও হইত না এত অবমাননা।
কেন 'নর' 'নারী' এই দুই জীবে স্বজিলি ?
মজা'লি সকলি, আর আপনিও মজিলি !

২

হায় হায়, কেন পুন জ্বালাইতে শত গুণ
'প্রণয়' গড়িলি, বিধি, হলাহল মাখা'য়ে ?
এ 'প্রণয়ে' বদ্ধ হ'য়ে, দিবানিশি দুঃখ স'য়ে,
কত নর নারী কাঁদে; দেখি দেখি তাকা'য়ে।
'পরিণয়-সূত্রে', হায়, কেন মিছা বাঁধিয়া,
পুড়া'স্ যন্ত্রণানলে, শেলে হৃদি বিঁধিয়া ?

৩

পরিণয়ে কোথা সুখ ? অজেয় অমেয় দুখ—
হা হতাশ—মনঃপীড়া—আন্তরিক যাতনা—
হৃদয়ের অন্তস্তলে চিন্তানল সদা জ্বলে,
সুশান্তি, আরাম গত—শুধু মনোবেদনা !
পরিণয়ে কোথা সুখ ?—অসুখই কেবলি,
হীরকে অমৃত কোথা ?—গরলই সকলি।

৪

অব্যবস্থ চিত্ত যা'র, প্রেম ভাল লাগে তা'র;
দম্পতী-প্রণয়ে, বিধি, সুখ, বল কই রে ?
পিতলে কনক ভেবে, যে মূঢ় প্রণয়ে সেবে,
কে তারে মানুষ বলে বোধহীন বই রে ?
প্রণয় কিছুই নয়, অলীক স্বপন রে !
কেন মানবের চিতে করিলি রোপণ রে ?

৫

ভাগ্যে আমি প্রেম তরে, বাঁধিনি আপন করে
দারুণ দুঃখের পাশ পরিণয়ে মজিয়ে;
ভাগ্যে আমি ভেবেছিনু, সুখে তাই কাটাইনু
এ জীবন, নতু যদি প্রণয়েরে ভজিয়ে
পশিতে হইত মোরে প্রণয়ের জগতে,
নিখিল জগতে দুখী কে হইত তা' হ'তে ?

৬

প্রেম-সুখ-ভোগ তরে, এ বিশ্বে বিবাহ ক'রে
কে কবে হ'য়েছে কোথা তিরপিত মানসে ?
বিবাহে যে ফলে ফল, তা'রি নাম হলাহল,
অবোধ মানব তা'রে রাখে হৃদি-সরসে।
দু'দিন না যেতে যেতে সর্ব্বনাশ ঘটে রে,
অদ্ভুত যাতনা-সূচী মনে প্রাণে ফোটে রে !

৭

বিবাহের সুখ আর নিশার স্বপন রে,
উভয়ে সমান—ঠিক্ নিক্তির ওজন রে,
কেশ পরিমাণে ফাঁক, কেশ পরিমাণে বাঁক
কিছু নাই; উভয়ের সমান গঠন রে,
বিবাহের সুখ আর নিশার স্বপন রে।

৮

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' এ কথা যে বলে রে,
মিথ্যাবাদী সেই জন দীপ্ত রবিতলে রে;
'পুত্র হেতু পরিণয়' আমার বিচারে নয়,
'দুঃখার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' মন মোর বলে রে,
সে দুঃখ সামান্য নয়, মাখান গরলে রে।

৯

'পুত্র হেতু পরিণয়', এ কথা যে জন কয়,
আসুক সে কাছে মোর, বুঝাইব সে জনে,—
পুত্র হেতু বিয়ে হ'লে কেন তবে ভূমণ্ডলে
দম্পতী-জীবন দগ্ধ যন্ত্রণার দহনে ?
পুত্র হেতু পরিণয় যদিস্যাৎ হয় রে,
তবে কেন আজীবন বিশ্ব বিষময় রে ?

১০

বিধাত, বুঝেছি, তুমি ঘোর ইন্দ্রজাল-ভূমি,
কত ইন্দ্রজাল খেলা খেলিতেছ বসিয়া;
মানবেরে কত মত করিতেছ অবিরত,
বিশেষ বিবাহ-মন্ত্র শ্রুতিমূলে ঢালিয়া !
বিবাহের আগে নরে রাখ এক জগতে,
বিবাহের পরক্ষণে ঘোর মায়া-মন্ত্র-গুণে
আন তা'রে ভুলাইয়া অন্য রূপ জগতে।

১১

চল সৌদামিনী মত কিছু সুখ আপাতত
হয় বটে, কিন্তু, হায়, পরক্ষণে তাহারে
চিরজীবনের মত দুখানলে অবিরত
কতই পুড়িতে হয়, বরনিতে কে পারে ?
সুখ-স্বপ্ন হয় লয়, দুঃখের স্বপন-ভয়,
সকলি বিষাদময় এ জগত মাঝারে !

(অসংপূর্ণ)

পৌষ, ১২৮১ সাল।

উৎকণ্ঠা।

(রাগিনী বেহাগ)

(ওরে) এনে দে রে তা'রে।
যা'রে না দেখিলে,পলকে প্রলয়,ভাসি নয়ন-ধারে।
একে একে দিন যায়, তবু সে আসে না হায়,

কে বুঝি ধ'রেছে তা'য়, বধিতে আমারে।
করেছি কি অপরাধ? কে হেন সাধিল বাদ?
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদা'লে আমায়;—
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিল জল,
হইল মন চঞ্চল, ক'ব তা' কাহারে?

তোমাতে আমাতে তেমনি প্রেম।

MOORE'S ANACREON: ODE L.

(ভাবানুবাদ)

কোথায় পালাও?—ফিরিয়ে চাও,
ওলো ও রূপসি! দাঁড়িয়ে যাও।
যদিও বয়েস গিয়েছে মোর,
যদিও রূপের বিজলী তোর,
তবু, লো ললনে! তোমারি তরে
আলো জ্বেলে আছি আশার ঘরে!
এই দেখ চেয়ে, ফুলের মালা
তোরি তরে আমি গেঁথেছি, বালা!
কমল-শিশিরে গোলাপ ফুল
ডুবিয়ে গেঁথেছি, অলি আকুল।
গোলাপে শিশিরে—সোহাগা হেম,
তোমাতে আমাতে তেমনি প্রেম!

শোক-সংবাদ।

[বাগ্দেবী ও বঙ্গভূমি]

বাগ্দেবী।—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—
ভারত-নন্দিনি! হায়, দেখ গো নয়নে
ভারতীর দশা আজি! কি সাধে বিধাতা
সাধিল এ বাদ, জ্বলি যাতনা-অনলে!
কি কুক্ষণে, বঙ্গভূমি, রজনী পোহা'ল,
দিতে গো আমারে এই সুদারুণ ব্যথা!
কি দোষে আমার প্রিয় শ্রীমধুসূদনে
নির্ম্মম বিধাতা, হায়, হরিল গো আজি!
বড় সাধ ছিল মনে,—যবে এই কবি
(বঙ্গকবিকুলমণি) প্রাণানন্দ দিতে
আমারে সুকাব্য-ধারে, জনমিল ভূমে,
সুলেখনী বীণা সহ—শুনিব হরিষে
ইহার মধুর গান; হায়, সে বাসনা
না পূরিতে পোড়া বিধি হরিয়া লইল
লৌহ সম দৃঢ় করে করি' আকর্ষণ
এ মোর সুতের কেশ! হায়, বঙ্গভূমি,
কি ক'ব কামিনী আমি, নারিনু বাধিতে!
হারাইনু আজি মম সুকবি-মণিরে,
তা' সহ আনন্দ যত! কাঁদে গো সে হেতু
অধীরা ভারতী এবে ভারতে দাঁড়া'য়ে।
বঙ্গভূমি।—অয়ি দেবি! তব সম এ মম হৃদয়
কবি-শোক-দহনেতে দহে নিরন্তর,
বিভীষণ দাবানলে বিহঙ্গম যথা!
এ ভূভাগে গণনীয়া আমি গো যাহার
গুণ-বলে, হায়, আজি সে গুণ-সাগরে
হরিয়া নিদয় কাল, আকুলিত-চিত
করিল আমারে, মরি যন্ত্রণা-তাড়নে!
তোমারি প্রসাদে, সতি! এ কবি-রতনে
রত্নগর্ভা হ'য়ে আমি ধরিনু উদরে,
সাদরে উদরে ধরে খনি মণি যথা।
এ হেন প্রকৃত কবি সুবুদ্ধি কুমারে
হারাইয়া অন্ধকার হেরি চারি ধার
আজি, সতি! দীপ্ত দীপ গৃহান্তর হ'লে
পূর্ব্ব গৃহ তমোজালে পূরয়ে যেমতি।
হা হতভাগিনী আমি, হেন ভাগ্যবানে
এ ভাগ্য-বলেতে যদি ধরিনু অঙ্কেতে
চাঁদের চাঁদনি সম, কুভাগ্যেতে পুনঃ
হারাইনু আজি, দেবি, এ মম নন্দনে!
কি যে দুঃখ, কি তা' ক'ব, না পারি কহিতে,
কহিলে দ্বিগুণ বাড়ে—কাঁদি গো নীরবে।
বাগ্দেবী।—তুমি আমি দুই জনে সম বিষাদিনী,
তা' না হ'লে কেন হেন কবি-কুল-ধনে
বঞ্চিত হইব?—কেন কাঁদিব হতাশে?
বাড়া'তে তোমার মান ভারত মাঝারে,
ভারতী প্রভৃত যত্নে বরদান করি'
মধুরে কবিতা-মধু করিয়া সিঞ্চন
ভিজাইল শুধু, বঙ্গ, তোমারি কারণে!
সে বরে কবির চারু লেখনী হইতে
ক্ষরিল কবিতা-ধার সুধার সুধারে;
ভিজিল সে ধারে যত গৌড়-জন-চিত,
নিশির শিশির ধারে কুসুম যেমতি।
উঠিল মধুর যশঃ-স্বনন আকাশে
ধ্বনিত করিয়া দিক্, সংগীত-আরাবে
আবরে বিজন বন মুহূর্ত্তে যেমতি।
আনন্দ-সাগর-জলে সন্তরিল মন
মধুর সুন্দর যশঃ শুনিয়া শ্রবণে,
যেমতি শিষ্যের গুণ শুনিয়া হরিষে
গুরুর অন্তর নাচে। তুমি, আমি, সবে
রসিনু আনন্দ-রসে, কিন্তু সে সাপিনী
কমলা-সতিনী মম জ্বলি' দ্বেষানলে,
এ সাধে সাধিল বাদ দারিদ্র্যে পাঠা'রে

শ্রীমধুস্থদন-পাশে, নাশিতে অকালে
জীবন-রতন তা'র, হায়, বঙ্গভূমি !
সেই নিরমমা রমা সতিনীর দ্বেষে
দেশ-খ্যাত কবিবর ইন্দীবরনিভ
মুদিল নয়ন-যুগ চারি যুগ তরে।
ধিক্ সেই পিশাচীরে, ধিক্ শতাধিক
কুটিল ঈর্ষায় তাঁ'র, যে কবির গুণে
কাব্যপ্রিয়গণ সুখী, এ অপ্রিয় কাজ
সাধিয়া জলধি-সুতা শোধিল অবাধে
অভিলাষ, শোকচ্ছ্বাসে কাঁদা'য়ে সকলে।
এ হেন পাপিনী, ছি ছি, কে আর জগতে ?

বঙ্গভূমি।—ভালমতে জানে, সতি ! এ সব বারতা
বঙ্গভূমি, বিশেষতঃ সতিনীর জ্বালা
যেরূপ জেনেছে, বল, ধরণী মাঝারে
কোন্ ভূমি জ্ঞাত তাহা, কে বা এ পীড়নে
নিপীড়িত অহরহ ? আমার হৃদয়ে
সপত্নী-যন্ত্রণা-স্রোতঃ খরতর বেগে
বহি'ছে যেমতি, আমি দেখি না তেমন
এ চক্ষে কখন, সতি, ভুবনমণ্ডলে !
ভারতি, কি হ'বে আর বিফল রোদনে !
আর কি পাইব মোরা হেন কবিবরে ?
চিরতরে এ রতনে হারাইনু দোঁহে !
কিসে এবে কবীশের সুযশঃ রহিবে
ধরাধামে, সে উপায় কহ, সরস্বতি !

বাগ্দেবী।—
তা'কি বাকী আছে, সতি ? সে উপায় আমি
করেছি, যেক্ষণে মম এ প্রিয় কিঙ্কর
কাল-কিঙ্করের সনে ত্যজিয়া ভুবন
গেল চলি' ! আহ্বানিয়া মম সহচরী
কীর্ত্তিরে দিলাম কহি' চিরকাল তরে
মধুসূদনের নাম অক্ষয় করিয়া
দেশে দেশে, বনে বনে, পর্ব্বতে, কন্দরে,
রবিশশিতারারাজিবিরাজিত নভে,
অতলসাগরশ্বেততরঙ্গহৃদয়ে,
জনসমাকীর্ণ চারু অপূর্ব্ব নগরে,
ঋষিনিষেবিত পূত বিজন কুটীরে,
পৃথিবীর চারি খণ্ডে অজস্র গাইতে
বাজাইয়া জয়শৃঙ্গ অবিরাম রবে।
আরো, সতি, দিয়া তাঁ'র সে কর-কমলে
কবি-কর-সুকমল-বিরচিত চারু
রসপূর্ণ কাব্যগুলি, দিলাম কহিয়া,—
দেখাইতে প্রতিজনে ; নিরখি' সে সবে
আনন্দে ভাসিবে সবে প্রশংসি' মধুরে।
ভ্রমি'ছে আদেশে মোর কীর্ত্তি সুহাসিনী
নিরবধি শ্রীমধুর যশোগান গাহি'।

বঙ্গভূমি।—ধন্য তুমি, দয়াময়ি, হিতাভিলাষিণী
তব সম শ্রীমধুর কে বল জগতে ?
আজন্ম তাহারে তুমি কবিতা-কাননে
ভ্রমাইলে, পুনরায় বিগতজীবনে
তুমিই রাখিলে, দেবি, অক্ষয় করিয়া
নাম তা'র। যবে কবি সুদীন দশায়
পড়িল, সেকালে তা'রে মম অঙ্কবাসী
কোন্ ধনবান্ বল, (হায় গো ভারতি !)
চাহিল দয়ার চক্ষে ? যে কবি-প্রসাদে
নব ছন্দোবিরচিত নব কবিতার
ভাবরাজ্যে প্রবেশিল, হায় গো, তাহার
এ হেন আসন্নকালে প্রসন্ন আননে
কেহ নাহি আশ্বাসিল ! কলঙ্কিত হ'ল
এ পবিত্র ক্রোড় মম এ সবে পরশি'।
ইচ্ছা হয়, ত্বরা যাই এ সবারে ফেলি'
শ্রীমধুসূদন পাশে—যথার্থ নন্দন।

বাগ্দেবী।—(ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া)—
চল, গো ভারত-সুতে, চল যাই দোঁহে
সুখময় স্বর্গরাজ্যে বারেকের তরে,
দেখে আসি প্রিয়তম বঙ্গ-কবীশ্বরে,
যথায় আছয়ে মধু ছাড়ি' ধরাধাম
চিরসুখে প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত,
রোহিণী সতীর সহ শশাঙ্ক যেমতি।
কি লাভ তিষ্ঠিয়া আর এ হেন ধরায় ?
চল যাই, জুড়াইব দোঁহার নয়ন
নিরখি' কবিরে তথা দেবমূর্ত্তি ভাবে
দেব-নিকেতন মাঝে দেবগণ পাশে।

বঙ্গভূমি।—(সৌৎসুক্যে)—
উত্তম কহিলে, দেবি, চল ত্বরা করি'
হেরিতে প্রাণের মোর কবি বাছাধনে।

কলিকাতা—২৭এ আষাঢ়, ১২৮১ সাল।

তৃণ।

(রাগিণী চিত্রাগৌরী)

১

তৃণ, যা রে ভাসিয়ে।
অসার জগতে সার তুই, যা রে ভাসিয়ে,
অসার জগতে শিক্ষা তুই, যা রে ভাসিয়ে ॥

২

কত রবি শশী তারা কত ধূমকেতু
সুনীল গগনে উজলে আজি,
কাল যা'বে ভাসিয়ে ॥

৩

কত রাজরাজ মহারাজ রাজে আজ রাজাসনে,

কাল যা'বে ভাসিয়ে—
তব সম কাল যা'বে ভাসিয়ে॥

৪

কত রাজমুকুট মণিমণ্ডিত হইয়ে,
কত রাজ-শিরসে রাজে আজি,
কাল যা'বে ভাসিয়ে॥

৫

কত কত বীর তীরধনুধারী
গর্জ্জে দর্পভরে আজি,
কাল যা'বে ভাসিয়ে॥

৬

কত কামপ্রাণবিমোহিনী কামিনী
যৌবন-গরবে হাসে আজি,
কাল যা'বে ভাসিয়ে॥

৭

কত ধনজনধান্যশালিনী নগরী
সুষমাজালে শোভে আজি,
কাল যা'বে ভাসিয়ে॥

৮

কত শত কি-যে, কত শত আমি
রবিতলে আজি বিরাজি,
তব সম কাল যা'ব ভাসিয়ে॥

৯

যা-কিছু আজি, কিছু-নহে কালি,
সকলি রে ছায়া ভোজবাজী,
তব সম কাল যা'বে ভাসিয়ে॥

——

উদ্দীপনা।

১

ছাড় ঘুমঘোর, গায়ে কর জোর,
রে ভারতবাসী! হ'ল নিশি ভোর,
জাগিল সকলে; তোমরা কি ব'লে
এখনো শয়ান র'য়েছ, ভাই?
আত্মা প্রাণ মন নাহিক যাহার,
এরূপ শয়ন উচিত তাহার,
শব যেই জন, তা'রি এ শয়ন,
জীবিত জীবের সাজে কি তাই?

২

জাগে ইউরোপ প্রভাতীয় সাজে,*
তোমরা শুইয়া এখনো কি লাজে?
অলস হইয়া জীবনের কাজে,
আরো কি থাকিবে ভারতবাসী?
সূর্য্যোদয় হ'ল, খুল আঁখি খুল,
আলস্য-আঁধার শয়নেরে ভুল,
এ মিনতি মম, তুল দেহ তুল,
নিরখ রবির কিরণরাশি।

৩

প্রতি প্রাতে নভে উঠে দিবাকর,
করেছ কি কভু নয়ন-গোচর?
আরো কত কাল নয়ন মুদিয়া,
অন্ধের মতন থাকিবে, হায়?
ষাট কোটি চক্ষু চিরনিমীলিত,
ত্রিশ কোটি প্রাণী প্রাণ সত্ত্বে মৃত,
কি লজ্জার কথা, এ মরম-ব্যথা
মরম চিরিয়া কহিব কা'য়?

৪

প্রভাত হইল, ইংলণ্ড জাগিল,
ভারতবাসীরা ঘরে ঘুমাইল!
প্রভাত হইল, ইংলণ্ডীয়গণ
স্বাধীন করমে পশিল সুখে,
ইংলণ্ডের দাস ভারতীয়গণ,
স্বাধীন ব্যবসা দিয়া বিসর্জ্জন,
অবনত মাথে কুটা ল'য়ে দাঁতে,
দাসত্বে পশিল অম্লানমুখে!

৫

কি লজ্জার কথা, এ মরম-ব্যথা
কোথায় রাখিব?—স্থান পাই কোথা?
ভারতের রক্তে সংখ্যার অতীত
গোলাম করেছে জনম লাভ!
পৃথিবী রে, যা রে কোটি খণ্ড হ'য়ে,
কোটি বজ্র পড় ঘোর গরজিয়ে,
আয়, রে প্রলয়! এস, মহাকাল!
আয়, জলধির কল্লোল-রাব!

৬

প্রকৃতি! এখনো কোন্ মুখে বল,
গোলামের মুখে দৃষ্টি-ধারা ঢাল?
ছাড় হুহুঙ্কার, হোক্ চুরমার
গোলামের দেশ ভারতভূমি।
নূতন ভারত কর গো সৃজন,
এ ভারতে আর নাহি প্রয়োজন;
গোলাম যথায়, নরক তথায়,
কিরূপে নরক দেখি'ছ তুমি?

৭

যে ভারতে তুমি দেখেছ সেকালে
স্বাধীন ব্যবসা সকালে বিকালে,
দাসত্বের মুখে কোটি পদাঘাত
করিতে দেখেছ যে সব নরে,

* ভৌগোলিকের মতে ঠিক এক সময়ে ভারতে ও ইউরোপে প্রভাত হয় না।

সে ভারতে তুমি বল সত্য করি'
কি দেখি'ছ এবে দিবস শর্ব্বরী,
ভূতসাক্ষী তুমি, কর সাক্ষ্যদান,—
তা'রাই কি এরা গোলামী করে ?

৮

না না,—না না,—তাহা কখন কি হয় ?
স্বর্গীয় জীবেরা ছোঁয় কি নিরয় ?
নরকের কীট নর মূর্ত্তি ধরি'
গোলামি করি'ছে ভারতে এবে !
দাসত্ব করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল,
দাসত্বের মূলে বাঙ্গালির বল,
স্বাধীন ব্যবসা জলন্ত গরল,
স্বর্গলাভ পর-চরণ সেবে !

৯

হায়, এ কি হ'ল !—কেন এ দেশীরা
দাসত্বের নামে হয় ঊর্দ্ধশিরা ?
স্বাধীন ব্যবসা শুনে দিশাহারা,
নিরখে চৌধার আঁধার খালি !
মুখে রক্ত তুলে পর-পদ ধু'লে
কোন্ পুণ্য হয় মানুষের কুলে ?—
এই পুণ্য—জমা থাকে চুলে চুলে
পরের পাদুকা-ঘর্ষিত ধূলি !

১০

পরপদধূলিভোজী যেই জন,
জানি না তাহার হৃদয় কেমন,
জানি না সে মূঢ় মানুষ কি পশু,
জানি না হৃদয় কিসের তা'র ?
সাগর তরিয়া, আসিয়া হেথায়,
ঘরের মানুষে পরেরা খাটায়,
কত পদাঘাত কথায় কথায়,
মাথায় চাপায় পাদুকা-ভার !

১১

শাকান্নও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
ক্ষীরো ভাল নয় অধীন হইয়া,
মরণও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
বাঁচা ভাল নয় অধীন থেকে ;
স্বাধীনে ত্রিদিব—নরক অধীনে,
রে ভারতবাসী ! বুঝিবি ক দিনে ?
ব্যবসা বাণিজ্যে দিলি জলাঞ্জলি,
কি সুখ লভিলি দাসত্ব শিখে ?

১২

ভারতের ধনী—বাঙ্গালার ধনী,
রাশি রাশি টাকা বসি' বসি' গণি'
আরো কতকাল—দিবস রজনী—
যক্ষের মতন থাকিবে, হায় !
সোণার ভারত অধঃপাতে যায়,
ক্ষণেক ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহায়
এ মরম-দুখ কহিব কাহায়,
স্বদেশের দিকে কেউ না চায় !

১৩

যতন করিলে মিলে রে রতন,
কত দিনে মনে হ'বে জাগরণ ?
কর পদ আছে, কেন পর কাছে
করযোড়ে আছ ধনের তরে ?
ইংলণ্ড কি ছিল, যতনে কি হ'ল,
কুবেরের পুরী পলকে হইল,
পুরাণ-বর্ণিত কুবেরের পুরী
ভারত-বাসীর পুঁথি-ভিতরে !

১৪

হায়, এ কি হ'ল, ভারতের খনি,
কনক-রজত হীরা মুক্তা মণি
পরে লুটে লয় ; ভারত ভিখারী
কা'র দোষে হ'ল, বল ত, ভাই ?
কা'র দোষে বল, পরের দুয়ারে
আছি দাঁড়াইয়ে ভিক্ষা করিবারে ?
কা'রো দোষে নয়, নিজ নিজ দোষে
নিজ নিজ মুখে মেখেছি ছাই !

১৫

কেন ভয় করি ?—কেন ভয়ে মরি ?
'সাধিলেই সিদ্ধি' এই পণ করি,
ইংলণ্ডের মত সম্পূর্ণ না হোক,
কতক পূরিবে মনের আশ ;
সময়েও তাও যতনে হইবে,
এ হেন দুর্দ্দশা ঘুচিবে ঘুচিবে ;
কিন্তু অযতনে আশা না পূরিবে !
এইরূপি র'ব পরের দাস।

শারদোৎসব।

"বড় আনন্দ উদয়।
বহুদিনে ভগবতী আইলা—॥
শঙ্খঘণ্টারব, মহামহোৎসব ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক, গাইছে গায়ক, রাগ তান মান লয় ॥
যত চরাচর, হরিষ অন্তর, পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর, কহে পুট কর, মোরে যেন দয়া হয় ॥"

অন্নদামঙ্গল।

দুর্গামঙ্গল।

হিমালয় পর্ব্বত।

(নিদ্রাভঙ্গে মেনকার বিলাপ)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কেন আজি হেরিলাম এরূপ স্বপনাবেশে,
একা দ্বারে ভবদারা দাঁড়া'য়ে দুখিনী বেশে!
দেখিলাম ভবানীর নয়নে ঝরি'ছে নীর,
পশিয়াছে মুখ-শশী বিষাদ-রাহুর গ্রাসে!
সুবর্ণ জিনিয়া কায়, বিবর্ণ হ'য়েছে, হায়,
বিমলার দেহে মলা তা'ও দেখিলাম;
পরিহিত বাঘছাল, গলায় কপাল-মাল,
ভূতল-লম্বিত জটা হ'য়েছে চিকণ কেশে!
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, হেরিনু র'য়েছে ঝুলি',
ক্ষুধায় আকুলা, কথা সরে না মুখে;—
শুধু আধ আধ বোলে,
"ওমা, ভিক্ষা দে মা!" বোলে,
প্রাণ-উমা কোথা গেল ভাসা'য়ে শোক-সরসে!

(গিরিরাজের প্রতি মেনকা).

রাগিণী আসাবরী—তাল একতালা।

ওহে গিরিরাজ, হেরিলাম আজ,
প্রাণের পুতুলী উমারে স্বপনে!
নাহি সেই কেশ, নাহি সেই বেশ,
সলিলের ধারা ঝরি'ছে নয়নে!
আহা, উমা মোর রাজবালা হ'য়ে,
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে কত দুখ স'য়ে,
এ কি প্রাণে সয়, ওহে হিমালয়,
দহে প্রাণ উমা-বিরহ-দহনে!
যাও, হে ভূধর, আনিয়ে উমায়,
এ বিপদে ত্বরা বাঁচাও আমায়;
আমি জেতে নারী, তাই যেতে নারি,
নতুবা যেতেম উমা-আনয়নে।

(কৈলাসে গিরিরাজের গমন ও তথা হইতে উমাকে আনয়ন)

(উমার প্রতি মেনকা).

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কেমনে মা ভুলেছিলি এ দুখিনী মায়?
পাষাণনন্দিনী তুইও কি পাষাণীর প্রায়?
সম্বৎসর হ'ল গত, তো বিরহে অবিরত,
কেঁদেছি, কহিব কত, আমি মা তোমায়।
শয়নে ছিল না সুখ, সদাই বিষন্ন মুখ,
পেয়েছি কতই দুখ, দিবা যামিনী;—
আকাশে হেরিলে শশী, ভাবি' তব মুখ-শশী,
যাপিতাম সারানিশি, কাঁদিতাম, হায়!
কখন স্বপনে তোমা হেরিতাম ওমা উমা,
প'ড়েছে মুখে কালিমা, কাতরা ক্ষুধায়;—
অমনি জাগিয়া উঠি', যাইতাম পথে ছুটি',
বলিতাম যা'রে তা'রে—"এনে দে উমায়।"

(উমা আগমনে হিমালয়ে মহোৎসব)

রাগিণী গুণকেলি—তাল ঝাঁপতাল।

গিরি-সুতা-আগমনে কি শোভা গিরি-ভবনে,
গিরিরাজ, গিরিরাণী হরষিত মন।
আর যত গিরিবাসী, গিরিরাজ-গৃহে আসি',
নিরখিয়ে উমা-শশী হরষে মগন।
ঘরে ঘরে বাদ্যরব, বাৎসরিক মহোৎসব,
হুলুধ্বনি, শঙ্খরব করে নারীগণ;—
"জয় উমা, জয় জয়!", রবে পূর্ণ দিক্‌চয়,
প্রতিধ্বনি সেই ধ্বনি করি'ছে বহন।

(পূজা)

রাগিণী আসাবরী—তাল একতালা।

এস সবে আজি, উমা-পদ পূজি,
হেন শুভ দিন হ'বে না কখন।
রাজালয়ে তারা জগৎ-সারাৎসারা,
বিরাজেন সাজে, সাজিয়ে কেমন!
তুমি, নদি! দাও নিরমল জল,
তরু! তুমি দাও সুধা-মাখা ফল,
তুমি, হে কমল! ত্যজিয়ে কমল,
ধর আসি' তারা-কমল-চরণ।
মন্ত্রপাঠ সুখে কর, পাখিগণ!
সমীর! সুধীরে করহ বীজন,
তুমি, হে জলদ! বাজাও জলদ,
হোম তুমি নিজে কর, হুতাশন!

(আরতি)

রাগিণী গৌরী—তাল আড়া।

প্রদোষ আগত হেরি', কনক-প্রদীপ ধরি',
পশ্চিমে দাঁড়া'য়ে রবি, তারারে আরতি করে।
মরি সে প্রদীপালোকে, কি শোভা হ'ল ভূলোকে,
অপার স্বরগ-শোভা সাজে হিম-মহীধরে।
প্রদোষ হরিষ চিতে, বিশ্বরূপ ধূনাচিতে,
ঢালিতেছে ধূনারাশি আঁধারিয়া চরাচরে;—
ফুল-পরিমল-মাখা, সমীর শীতল পাখা,
বীজনি'ছে ধীরে ধীরে শিবানীর কলেবরে।
লতিকা, পাদপকুল, অঞ্জলি ভরিয়ে ফুল,
বরষি'ছে উমা-পদে অটল ভকতি-ভরে;—
প্রপাত, ঝরণা, ধুনী, করি'ছে বাদনধ্বনি,
শ্রবণ-বিবরে যেন সুধার সুধার ঝরে।

রাগিণী ইমন্-কল্যাণ—তাল আড়া।

আহা কি অতুল শোভা আজি রে গিরি-ভবনে;
ভূধরে শারদা-শশী, শারদ-শশী গগনে!
ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশবিহারী তারা,
বিকসিয়ে আঁখি-তারা দেখে তারা সুখী মনে।
কামিনী যামিনী আজি, চন্দ্রিকা-বসনে সাজি',
নিশির শিশিরে ভিজি' হেরি'ছে উমায়;—
কুমুদী ফুটিয়ে জলে, নমে তারা-পদ-তলে,
চকোরেরা কুতূহলে চাহে উমা-শশী পানে।

সুখের শরৎ।

১

ঘুরিয়া কালের চক্রে শরত আইল ওই!
ষড়ঋতু মাঝে হেন ঋতুর তুলনা কই?
শরত সুখের ঋতু,
অপার উৎসব-সেতু,
বঙ্গালয়ে সুদিন উদয়!
আয়, রে বাঙ্গালাবাসী,
মধুমাখা হাসি হাসি',
শারদ উৎসবে মাতি' দুখ শোক ভুলে রই,
আয় রে সুখের সরে সকলে মগন হই!

২

বর্ষান্তে অমেয় সুখ পা'ব না এমন আর;
পুন সে শরতে—ঢের এখনো বিলম্ব তা'র।
কে বাঁচিবে, কে মরিবে,
সে শরত সমুদিবে
যবে পুন আগামী বরষে;
এখন পেয়েছি যা'য়,
কি বিচারে ছাড়ি তা'য়,
যে ছাড়ে ছাড়ুক সেই, বঞ্চনা সে অভাগার।
তা'র সম সুখহীন কে আছে ধরা-মাঝার?

৩

বাঙ্গালী অসুখী জাতি, পরবশে কাটে কাল;
দুখার্ণবে মন-তরী, ভাঙা তা'র সুখ-হাল।
সুখের সে দিন গত,
সমূর্ত্তি অসুখাগত,
কিন্তু তবু তাহার মাঝারে,
মেঘে সৌদামিনী সম,
এ শরতে অনুপম
শারদ-উৎসব-সুখ; বাঙ্গালার সুকপাল,
কারণ, হৃদয়ে তা'র সুখের শরত কাল।

৪

সাধে কি অবাধে বলি সুখের শরত এই,
সুপ্রসন্ন দশ দিশি, কিছুই সমল নেই;
সুবিমল নীলাকাশ;
তটিনীর জলোচ্ছ্বাস
বিমল; বিমল গিরি, বন;
আকাশে বিমল শশী;
বিমল শারদ নিশি
চাঁদের বিমল করে হাসে, সুখী হেরে যেই।
বিমল যাহার চিত এ শরতে সুখী সেই।

৫

ফুলের বিমল মধু বহিয়া বিমল বায়
বিমল গগনে বয়, দেহ জুড়াইয়া যায়।
এ শরতে ক্ষেত্রচয়
সুবিমল শোভাময়;
এ শরতে সকলি বিমল!
পরাধীন বঙ্গবাসী,
বিমল আনন্দ-রাশি

তা'রাও লভি'ছে চিতে, কত সুখ ক'ব কায় ?
সাধে কি শরত ঋতু অতুলিত তুলনায় ?

৬

ভগবতী-আগমনে ধরে না আনন্দ আর,
স্বর্গের সুষমাজালে শোভিতেছে চারি ধার ;
পথে পথে, ঘরে ঘরে,
সকলে উৎসব করে,
ঢালিয়াছে বিস্মৃতি-সলিলে
জীবন-যাতনা যত,
শারদ উৎসবে রত
বঙ্গবাসী, হাসিমুখ দেখ চেয়ে সবাকার ;
শারদ উৎসব সম কি উৎসব আছে আর ?

কলিকাতা, ২৭এ ভাদ্র, ১২৮১।

দুর্গোৎসবে বঙ্গবাসীর আনন্দ।

১

এ বঙ্গে সুদিনোদয়, আনন্দ উথুলে বয়,
আনন্দময়ীর আগমনে।
পথে পথে ঘরে ঘরে, সকলে আনন্দ করে,
সে আনন্দ বর্ণিব কেমনে ?
বাজে ঢোল, বাজে ঢাক, ঝাঁঝরী, কাঁসর, শাঁখ,
নহবতে বাজি'ছে নাগারা,
শরতের সমীরণ, করি' মৃদু বিচরণ,
বরষি'ছে বাদ্য-রব-ধারা।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, শুধু দেখিবারে পাই,
আনন্দের আনন্দ মূরতি,
আনন্দ যেন রে সুখে, চির আনন্দিত মুখে,
পূজিবারে দেবী ভগবতী
বঙ্গবাসী-হৃদি-সরে, আসিয়া বিরাজ করে,
আনন্দিত বঙ্গবাসী তাই ;
সাক্ষাৎ আনন্দ বই, এ হেন আনন্দ কই,
কখন ত দেখিতে না পাই।

২

গত হ'ল এক বর্ষ, এমন অতুল হর্ষ,
কভু কেহ লভেছ কি মনে ?
পাও নাই, পাও নাই, এমন আনন্দ, ভাই,
কিন্তু এই শরদাগমনে,
আসি'ছেন শিবজায়া, ভক্তে দিতে পদছায়া,
তাই বঙ্গে হরিষ অপার ;
বাদ্য বাজে নানা তালে, আহা, এ শরত কালে,
কি-যে সুখ বলে সাধ্য কা'র ?
আবালবনিতা বৃদ্ধ, দরিদ্র ভিখারী ঋদ্ধ,
সকলেই হরষিত মন ;
আনন্দময়ীর গুণে, সমসুখী বঙ্গভূমে
সকলেই, দুঃখী কোন্ জন ?
এ ক'দিন যথা যা'বে, নিশ্চয় দেখিতে পা'বে
ইহা যেন সে বাঙ্গালা নয়,
অমর-নগর চেয়ে, ওই ওই দেখ চেয়ে,
বঙ্গ এবে স্বর্গ-সুখ-ময়।

৩

ওই দেখ দ্বিজগণ, করি'ছেন আয়োজন
ভগবতী পূজিবার তরে
চণ্ডীপুঁথী লিখি' করে, রাখি'ছে যতন ক'রে,
পট্টবাস বুচকী ভিতরে।
কেহ বা বার্ষিক নিতে, চলে হরষিত চিতে,
ধনীদের ভবন মাঝার,
ধনীরাও তুষ্ট মনে, তুষ্ট করে দ্বিজগণে,
অর্থ দিয়ে যেমন যাহার।
প্রবাসী চাকুরে যা'রা, অবকাশ পেয়ে তা'রা,
যা'তেছে স্বীয় স্বীয় বাসে ;
একে ত উৎসব-সুখ, তাহে পরিজন-মুখ
নিরখিবে মনের উল্লাসে।
তনয় তনয়া তরে, বেশভূষা ক্রয় করে,
সযতনে ক্ষমতানুসারে,
কেনে চুড়ি শাড়ী ফিতে, মনোমত সাজাইতে
প্রেমময়ী প্রাণ-প্রতিমারে।

৪

শারদ উৎসবাগত নিরখি' যুবতী যত
হরিষেতে হ'তেছে মগন,
হেরিবে প্রাণের পতি, তাই যত কুলবতী,
পরিতেছে বসন ভূষণ।
কেহ বা ক'রেছে আশা, দয়িতের ভালবাসা,
কি রকম জানিবে এবার,
যে জিনিষ চাহিয়াছে, যদি এনে দেয় কাছে,
তবে ভাল, না হ'লে তাহার
বাড়িবে দ্বিগুণ মান, হ'য়ে বিষাদিত প্রাণ,
পতি সহ কহিবে না কথা,
কিম্বা পায় ধরাইয়ে, তিরস্কারে গরজিয়ে,
ঘুচাইবে মরমের ব্যথা।
পতিব্রতা কোন সতী দেখিতে প্রাণের পতি,
রহিয়াছে চাহি' পথ পানে,
নবোঢ়া যুবতীগণ কত ভাবে প্রতিক্ষণ,
পতিরে তুষিতে প্রেমদানে।

৫

হেন সুখ-দিন আর, কবে বল বাঙ্গালার
ভাগ্যে ঘটে ?—কখনই নয়।
বাঙ্গালার ভাগ্য ভাল, তাই রে শরত কাল
সুখময় বঙ্গেতে উদয়।

এস মন-সাধে সবে, "জয় উমা জয়" রবে
একতানে হরিষে মাতিয়ে,
উচ্চ রবে করি গান, জুড়াইয়ে যা'ক প্রাণ,
সুখ যা'ক্ প্রাণেতে মিশিয়ে।

২৯এ আশ্বিন, ১২৮২ সাল।

উৎসব-দর্শনে।

১

ওকি ওকি! কেন অত কোলাহল?
ঢাল, ঢোল, কাড়া বাজি'ছে মাদল
এ বঙ্গে কি হেতু? কি ঘটা এমন
উপস্থিত? কেন আনন্দে মগন
দীনা বাঙ্গালার তনয় সবে?
যা'দের হৃদয়, যা'দের মানস
অধীনতা-বিষে হ'য়েছে অবশ,
যা'দের শরীর, যা'দের জীবন
ক্ষণে সহিতেছে শতেক পীড়ন,
কে জানে তা'দের এ দিন হ'বে?

২

কেন বঙ্গবাসী মেতেছে উৎসবে?
বুঝি না;—বুঝেছি, আর কোথা যা'বে?
এসেছে শরত; আনন্দ-লহরী—
স্থির বঙ্গহৃদে তাই বিভাবরী,
মধুর আরাবে খেলি'ছে ওই!
আনন্দ-আধার, ভকতি-আকর,
বঙ্গবাসীদের নয়ন-সুন্দর
দেবী ভগবতী দিব্যরূপময়
পরাধীনী বঙ্গ-হৃদয়ে উদয়,
বঙ্গসুতকুল সুখী রে তাই।

৩

শারদ উৎসবে তা'ই এত ঘটা,
কে না জানে? বল ক'ব আমি ক'টা?
তাই বাদ্য বাজে, তাই কোলাহল,
তাই সুখী বঙ্গ-তনয় সকল,
তাই বঙ্গে দেখি নবীন সব।
নিরখি যা' কিছু, তা'ই শোভাময়,
যা' শুনি, তা'তেই মধুস্রাব হয়,
আমারো যেন রে নয়ন শ্রবণ
শরদাগমনে হ'য়েছে নূতন,
নহিলে এমন কেন অনুভব?

৪

কিন্তু, হায়, কেন বঙ্গসুতগণ!
এ উৎসব-উৎসে হ'য়েছ মগন?
প্রকৃত উৎসব যাহা হ'লে হয়,
তোমাদের তাহা হ'য়েছে বিলয়,
এ উৎসব শুধু ছেলেমি করা!
বলিব না আমি, বুঝে লও মনে,
বঞ্চিত তোমরা র'য়েছ কি ধনে;
কালে যদি পার সে ধন লভিতে,
উৎসব করিও হরষিত চিতে,
নাচিয়া কুঁদিয়া কাঁপা'য়ে ধরা।

৫

নতুবা নীরব—নিশ্চয় নীরব
হও, বঙ্গবাসী, ছাড় রে উৎসব;
বিষ-বাণ বিদ্ধ হৃদয়ে যা'দের,
কোনো সুখ ভাল লাগে কি তা'দের?
কি হেতু তোমরা প্রফুল্ল তবে?
বুঝেছি সে বিষে হ'য়েছ পাগল,
জ্ঞান নাশিয়াছে সেই হলাহল,
নহিলে কি হেতু তোমাদের চিত
(কি আশ্চর্য্য!) এত দেখি আমোদিত?
কি ভাবে কি ভেবে মেতেছ সবে?

৬

দূরে ছুড়ে ফেল কাড়া, ঢোল, ঢাক,
আছাড়িয়া ভাঙো দীপ, ঘণ্টা, শাঁখ,
উন্মীলিত আঁখি নিমীলিত কর,
যে দুখে ডুবেছ, সেই দুখ স্মর,
হৃত-ধন-লাভে কর যতন;
যে দেবীরে পূজ এত ঘটা ক'রে,
ভক্তি যদি থাকে, ভাব না অন্তরে;—
যদি তিনি কভু দেন শুভ দিন,
ফিরে দেন হৃত-ধন সমীচীন,
তবে এ উৎসবে হ'য়ো মগন।

৭

ক্ষিপ্ত বঙ্গবাসী, প্রশমিত হও,
হৃত-ধন-লাভে অবহিত রও,
বৃথা আড়ম্বর কর পরিহার,
আগে কর হৃত-রতন উদ্ধার,
শারদ-উৎসব করিও পরে;
তা' না ক'রে শুধু এরূপ করিলে
কি লাভ? ভাল না সে কথা স্মরিলে?
আগে উদ্‌যাপন কর সেই ব্রত,
তা'র পর হ'য়ো মহোৎসবে রত,
নতু এ উৎসব কি লাভ ক'রে?

কলিকাতা,—২৫এ ভাদ্র, ১২৮১ সাল।

ভারত-গান।

[ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একশত গীত]

"But though glory be gone, and though hope fade away,
Thy name, * * * ! shall live in his songs,
Not even in the hour when his heart is most gay
Will he lose the remebrance of thee and thy wrongs !
The stranger shall hear thy lament on his plains ;
The shy of thy harp shall be sent o'er the deep,
Till thy masters themselves, as they rivet thy chains,
Shall pause at the song of their captive and weep."

MOORE.

"বিধাতা নির্দ্দয় হয়ে, এত বড় বাড়াইয়ে,
সর্ব্বনাশ করিলে শেষে।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

১

ললিত—আড়াঠেকা।

কি গাইব আজি, হায়, কি আছে ভারতে আর?
হু হু করে প্রাণ মন, ধূধূ করে চারি ধার!
যে দিকে ফিরাই আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
শূন্যময় সবি দেখি, শূন্যে রব হাহাকার।
ভারত—ভারত নয়, কেবল শূন্যতাময়,
কায়ার কেবল ছায়া, নাহিক জীবন;—
তা'ই আজি খেদে কই,—বেদের ভারত কই?
অধীন ভারতে, হায়, এ যে শুধু অশ্রুধার!

২

ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রভাত আইল অই, ভারত জাগিল কই?
প্রভাতের পাখী ডাকে, ভারত শুনিল কই?
প্রভাত-আলোক পেয়ে, শতদল প্রসারিয়ে,
জলে শতদল ফুটে, পরিমল ছুটে অই;
কিন্তু, হায়, এ কি দেখি, ভারত মলিনমুখী
না মিলিল দু'টি আঁখি, কেন রে,—
প্রভাতে জাগিল বিশ্ব, হইল নবীন দৃশ্য,
খুলিল অসংখ্য আঁখি, ভারতের আঁখি বই।

৩

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

আবার কেন, হে রবি! উদিলে নভে?
আশা ছিল, সিন্ধুজলে, বন্ধু হে, ডুবিয়ে র'বে।
ফিরে যাও, দিবাকর! আঁধারি' ধরা অম্বর,
তোমারে দেখিলে, পুন শ্মশান দেখিতে হ'বে।
যে দেশে ভারত নাই, যাও তুমি সেই ঠাঁই,
ভারত—শ্মশান দেখি' কি লাভ তব?—
সম্বরি' কিরণ-মালা, ফির, রবি! এই বেলা,
ভারত ছাড়িয়া যাও, শ্মশানে কি সুখ পা'বে!

৪

রামকেলি—ঢিমাতেতালা।

অয়ি ফুলকুলরাণি মধুমুখি কমলিনি!
ফুটিয়ে হেস না আর সরসে, রে সুহাসিনি!
তুমি যে সরসী-জলে, হাসিছ বদন তুলে,
ও যে ভারতের অশ্রু, উথলে দিনযামিনী।
মম অনুরোধে আজ, কর, ফুল! এই কাজ,—
হাসির বদলে কাঁদ, মুদিয়া নয়ন;—
ভারতাশ্রু-সরসীতে, তোমার সুধাশ্রু তা'তে
কেবল মিশিতে থাক্;—কাঁদ খালি, রে নলিনি!

৫

বিভাষ—আড়াঠেকা।

যে বিধাতা, শশধর! তোমারে করিল ম্লান,
সেই বিধি ভারতেরে ক'রেছে তব সমান।
তুমি, শশী! নিশাকালে আবার কিরণজালে
শোভা পা'বে; ভারতের কিন্তু শোভা অবসান।
আর কি ভারত, হায়, নিশা এলে পুনরায়
তব সম মনোরম সুকম হ'বে?—
হায়, সে বাসনা বৃথা, ভারতের মনোব্যথা
দ্বিগুণ বাড়িবে আরো, আকুল হইবে প্রাণ।

৬

যোগিয়া—দ্রুতত্রিতালী (কাওয়ালি)।

এখনো কি মৃদুমন্দ বহিবি, রে সমীরণ ?
বারেক গম্ভীর রবে করিবি না গরজন ?
ভারত গভীর ঘুমে লুটা'য়ে পড়েছে ভূমে,
গভীর গর্জ্জন বিনে, হ'বে কি রে জাগরণ ?
কুসুম-লতিকা-হার দুলা'লে কি হ'বে আর,
ভাঙ রে পর্ব্বতচূড়া, তা' হ'লে সে রবে,—
ভারত দীনা অভাগী হয় ত উঠিবে জাগি',
নতুবা এ ঘোর ঘুমে র'বে চির অচেতন।

৭

আশা—ঝিঁঝিট।*

নিশা গত, তবু কেন শিশির-বারি
পুষ্পমুখে বসি' হাস্য বরষে রে,
দেখিতে যে নাহি পারি।
ভারত কাঁদি'ছে, শিশির হাসি'ছে,
তা' দেখি দুখ না বিচারি ;—
হেন অরি শিশিরে শুষুক ভাস্কর
খরতর তেজ প্রসারি'।

৮

সর্ফর্দা—আড়াঠেকা।

পূর্ব্বসুখ ভেবে ভেবে গভীর বিষাদ মনে,
সারা নিশি, ভারত গো ! ভ্রমিলে, মা, বনে বনে।
পূর্ব্বে তুমি প্রতি ক্ষণে যে সুখ পেয়েছ মনে,
তা'রি কি,মা, সংখ্যাপাত হিমবিন্দু-বরিষণে ?
এই তব বক্ষোময় শিশিরের বিন্দুচয়
প'ড়েছে যামিনীকালে, শুকায় প্রাতে ;—
এ নয় শিশিরবিন্দু, এ যে তব শোক-সিন্ধু
উথলিয়া, আঁখি দিয়া গড়াই'ছে তৃণাসনে।

৯

আলাহিয়া—ঢিমাতেতালা।

সপ্ত শত বর্ষ পরে ধূলাময় ধরাতলে
ভারত ঘুমা'য়ে আছে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে।
নিদ্রে ! তুমি ভারতেরে, ছেড় না ক্ষণেরো তরে,
স্নিগ্ধ কর আঁখি'পরে ঢেকে রাখ মৃদু বোলে।
গত বিভাবরী হ'তে আজেরো শীতল প্রাতে
ঘুমায় ভারত দীনা, বেদনা ভুলি' ;—
অনেক দিনের পরে, আজি তব কোল'পরে
দুখিনী পেয়েছে ঠাঁই, ফেল না ফেল না ঠেলে।

১০

সিন্ধু—ঝিঁঝিট।

জাগা'য়ো না ভারতেরে, সখা হে আমার,
জাগিলে ভারত, শোক জাগিবে আবার।
নিদ্রার মন্ত্রের বলে, যে শোক গিয়াছে চ'লে,
সে শোকেরে জাগান কি উচিত তোমার ?
জাগিলে ভারত-মাতা, অসহ দারুণ ব্যথা
খরতর ক্ষুর সম কাটিবে হৃদয় ;—
যে আঁখি এবে মুদিত, হ'বে তাহে প্রবাহিত
দরদর ধারে অশ্রু, নির্ঝর-আকার।

১১

ভৈরব—আড়চৌতাল।

যা উড়ে, পাখী রে, ডেক না, ডেক না
ও মধুর বোলে তমালে ;
জাগিবে ভারত, জাগিবে হৃত শোক,
ভাসিবে আঁখি জলজালে।
দুখের প্রভাতে সুখের সঙ্গীত
কেন তোর গল, বল, ঢালে ;—
এবে রে তোমার সুধার সুধার
বিষধারা ভারত-ভালে।

১২

আশাবরী—মধ্যমান।†

(আস্থায়ী)

আর কত কাল, ভারত মা ! র'বে ঘুমা'য়ে ?

(অন্তরা)

তব নাসা-বিবরে শ্বাস বহে না,
গেছে দৃষ্টি নিবা'য়ে।
মৃত জন সম গো, আর কি এবে
ভূমে র'বে লুটা'য়ে ?
জগজন সকলে জাগিল প্রাতে,
শুধু তুমি ঘুমা'য়ে।

১৩

খট্—যৎ।

জাগিয়ে অশান্তিভোগ কর দিনরজনী ;
ঘুমা'য়ে স্বপনে শান্তি লভি'ছ কি, জননি ?
ভূমি ছাড়ি' তাই বুঝি, উঠিতে না চাও আজি !
ঘুমাও ঘুমাও তবে, দীনহীনা দুখিনী !

১৪

বাঙ্গালী—আড়াঠেকা।

কনক-রচিত মণি-খচিত সুষমাকর
পর্য্যঙ্কে শুইত যেই সুখভরে নিরন্তর,
এবে সেই অভাগিনী বিছা'য়ে আঁচলখানি,
ঘুমায় ভূতলে পড়ি', ধূলিমাখা কলেবর।
যে অঙ্গে চন্দন ছিল, কে তাহে কর্দ্দম দিল ?
যে শিরে বালিশ ছিল, বাহু এবে তা'য় ;—
শত সুত সুতা যা'য় দিত রে পাখার বায়,
এবে সে ভারত-গায় স্বেদ ঝরে ঝর ঝর।

* "দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী" গানের সুর ও তাল।
† "শ্যাম কৈগো বাঁউ রে যমুনা" গানের সুর ও তাল।

১৫

টোড়ী—ঝাঁপতাল।

অস্থিসার দেহ তব, তাহে সুকঠিন ভূমি,
অভাগা পুত্রের মাতা! কেন তাহে শু'য়ে তুমি?
উঠে ব'স একবার, আমরা কুন্তল-ভার
কাটিয়া কোমল শয্যা গ'ড়ে দি, গো মা জননি!
দরিদ্র সন্তান সবে কোথায় বসন পা'বে,
কেশ-ভার বিনা আর কি আছে গো, হায়;—
এই কেশ শয্যা'পরে শো, জননি! ধীরে ধীরে,
সম্বল এখন তোর কেবল অন্তরযামী।

১৬

সারঙ্গ—একতালা।

হে দিবাকর! সর সর সর,
জলদে লুকাও নিজ কলেবর,
দিবা দ্বিপ্রহরে ভারত কাতর,
অধীর পরাণ, আকুল কায়;
একে আঁখি-বারি ঝর ঝর ঝরে,
তাহে দেহে স্বেদ ঝরে তব করে,
বল দেখি, রবি! ক্ষীণ কলেবরে
কেমনে ভারত বাঁচিবে, হায়!
কণ্ঠ শুকা'য়েছে দারুণ পিয়াসে,
দেহ শুকা'য়েছে চিন্তার হুতাশে,
হৃদি শুকা'য়েছে শোকের নিশ্বাসে,
আশা শুকা'য়েছে নিরাশা-বায়;
এ হেন বিপদে—এ হেন দশায়,
কেন তুমি, ভানু! আকাশের গায়?
সর সর সর;—মর মর-প্রায়
ভারত জননী কাতরে চায়।

১৭

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—রূপক।

অসম্ভব যাহা, তাহা সম্ভব হইল,—
পশ্চিমে করাল ভানু অই রে উদিল।
এমনি প্রচণ্ড কর জ্ব'লে গেল চরাচর,
আকাশের পাখী পুড়ে আকাশে মরিল।
একটি কোমল লতা, হিমাদ্রির মূল যথা,
তথা হ'তে কুমারিকা অবধি ছিল রে;—
এ ঘোর ভানুর করে জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে,
হায় রে, শুকা'য়ে অই লুটা'য়ে পড়িল!

১৮

গৌড়সারঙ্গ—কাওয়ালি।

প্রখর ভাস্কর-করে ভারত পিয়াসে মরে,
একবার দিবাকরে ঢাক, রে জলদ!
যে আকারে বরষায় থাকিস্ আকাশ-গায়,
সে আকারে আয় আয়, তৃষিত-সম্পদ!
এ দারুণ পিপাসায়, মহাসিন্ধু যদি পায়,
তাহাও পিয়িতে চায়, তৃষিতা ভারত,—
আয়, রে বারিদবর! ঢাল বারি ঝর ঝর,
ঘুচে যা'ক্ ভারতের পিয়াস-বিপদ।

১৯

সামন্তসারঙ্গ—ঢিমাতেতালা।

শিলাতলে শুয়াইয়ে, বুকে দিয়ে শিলাভার,
ভারতের প্রতি, হায়! কেন এত অত্যাচার?
দুপুরে রবির করে, একে ত ভারত পোড়ে,
তা'তে শিলা অগ্নি সম, প্রাণান্ত ভারত-মা'র!
ও তোর চরণে ধরি, বারেক করুণা করি'
ছেড়ে দে রে দুখিনীরে, দোহাই দোহাই;—
মা ম'লে, আমরা, হায়, মা ব'লে ডাকিব কাঁ'য়?
সব নিলি, মাতৃপ্রাণ নিস্‌নে রে—ছাড় ছাড়!

২০

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি।*

(আস্থায়ী)

বক্ষ ভিজা'য়ে চক্ষে মা তোমারি
বারিপাত গো রজনী দিনি।

(অন্তরা)

হা সতত, অয়ি বীরপ্রসূতি!
তোর অসুখ-নিশীথিনী।
অঞ্চলখানি পাতি' ভূমি'পর
তুমি বিলুণ্ঠিত সু-দুখিনি।

২১

রাজবিজয়—তেওরা।†

(আস্থায়ী)

কাহে তোর, ভারত রে, কাহে তোর, ভারত রে,
ভারত রে, উদ্ধার রে, নহি ভেল রে?

(অন্তরা)

কাহে অযুত দুখডর ভুঞ্জ রে, ভুঞ্জ রে,
কাহে অন্তরে!
কাহে নেল ব্যথা অন্ত রে, ভারত রে!

(অন্তরা)

কাহে নয়ন তোরি ডগমগ ওরে
গগনে, কাহে চাও রে;
ঘোর রোদন-সিন্ধু কি ন ভেল অপরম্পার রে!

২২

মূলতানী—তেওট।

রতন-মণ্ডিত হেম-ভূষণ ছিল রে যা'র,
লোহার নিগড় এবে চরণে জড়িত তা'র!
যে হৃদয়ে মধ্যমণি শোভিত দিনরজনী,

* "অব্ তো শুনিলে বন্‌সে তসওয়ারি তোরি কারণ জরবো কিনি" গানের সুর ও তাল।
† "ভূয়া'পর উদিত রে, ভূয়া'পর উদিত রে," গানের সুর ও তাল।

সে হৃদয় ভগ্ন এবে সহিয়া পাষাণ-ভার।
যে করে বলয় ছিল, কে তাহাতে পরাইল
অটুট কঠিন লৌহ-গঠিত শিকল;—
ডিম্বাকার মুক্তাহার সুশোভিত কণ্ঠ যা'র,
সে গলে কে দিল খুর, বহি'ছে শোণিত-ধার!

২৩

পুরিয়াধানশ্রী—তেওট। *

(আস্থায়ী)

হা বিধি'রে, কেন হেন শেল তুই বসাইলি,
ভারতের বুক বিদারিলি!

(অন্তরা)

কাঁদে অনাথিনী, তুই তা'য় কিবা সুখ পাইলি?

২৪

পূরবী—আড়াঠেকা।

ভারতের সুখ-রবি লুকা'য়েছে চারু ছবি;
কি গাইবি আজ, ওরে রাগিণি পূরবি?
কোমল ঋষভ দিয়ে তীব্র মধ্যমেরে ছুঁ'য়ে,
আর পঞ্চ শুদ্ধ সুরে কি আজি গাইবি?
কে শুনিবে তোর গান, কে শুনিবে তোর তান,
কে শুনিবে ছন্দ তোর উদাস হ'য়ে?—
কে তোর মধুর রবে সন্ধ্যা-সুখ সম্ভোগিবে,
কা'র চোখে সন্ধ্যা-ছায়া সুরঙে আঁকিবি?

২৫

পূরবী—কাওয়ালি।

তপন! জলধি-জলে তুমি ত ডুবিলে বটে,
কিন্তু যে ভারত আরো পড়িল ঘোর শঙ্কটে।
তুমি ছিলে যত ক্ষণ ভারতের তত ক্ষণ
শোকের কঠিন রেখা কিছু ছিল স্মৃতিপটে।
কিন্তু অই বিভাবরী সন্ধ্যারে সম্মুখে করি'
আসিতেছে ধীরি ধীরি পূরব হ'তে;—
এবে এ বিষম কালে, না জানি ভারত-ভালে
কি হ'তে কি শোকসহ বিষম বিপদ ঘটে।

২৬

শ্রীরাগ—সুরফাক্তাল। †

(আস্থায়ী)

গঞ্জন-খিন্ন মনে, দুখ-যুত-হৃদয়া! কহ, দিনরাতি
কেন গো মলিন মুখখানি?

(অন্তরা)

সজল নয়ন, থরথর সভয় চিতকম্পন,
উদিত মনসি তোমার দুখকাহিনী।

২৭

শ্রীরাগ—আড়াঠেকা। ‡

(আস্থায়ী)

মনোদুখে অধোমুখে কাঁদে কাতরে,
হৃদয়ে বিষম ভয়, নয়ন ঝরে।

(অন্তরা)

শোকের নাহিক পার, বুকের বেদনা ভার,
জীবনে ভারত মা'রে হতাশ করে।

(অন্তরা)

সন্ধ্যার শীতল বায় শীতল না করে কায়
দ্বিগুণ আগুন-দাহে শরীর জরে।

২৮

গৌরী—আড়াঠেকা।

লোহিতবরণে রবি গেল অস্তাচল;
কুলায়ে চলিয়া গেল বিহঙ্গমদল;
দিবস চলিয়া গেল, আলোক চলিয়া গেল,
ভারতের মহাশোক গেল না কেবল।
শশাঙ্ক হাসিয়া এল, দলে দলে তারা এল,
শীতল বাতাস এল, খদ্যোত এল,—
কুমুদীর বাস এল, কৌমুদীর হাস এল,
ভারতের গত-সুখ এল না কেবল।

২৯

গৌরী—একতালা।

দিবস বিগত, তবুও, ভারত!
নহিল বিগত দুখ তোমার?
রজনী আইল, আবার ছাইল
শোকের উছাস মুখ তোমার।
পূরব আকাশে আঁধার ধায়,
বদন তোমার আঁধার তা'য়,
তপত করি'ছে শীতল বায়
দুখ-নিপীড়িত বুক তোমার।
শিশির-শীকর ঝরে ধীরে ধীরে,
শরীর তোমার ভাসে আঁখি-নীরে,
আরো কত দিন, ওরে দুখিনি রে,
দুখ-নীরে পড়ি' দিবি সাঁতার!
পবন বহি'ছে কুসুম-বাস,
বেদন বহি'ছে তোর নিশাস,
পলকে বাড়ি'ছে ঘোর তরাস,
বহি'ছে নিরাশা-নদী অপার।

* "কামনিয়া বেধ বেধ কি তু বনাইরি" গানের সুর ও তাল।
† "মঞ্জুল কুঞ্জবনে বিলসতি" গানের সুর ও তাল।
‡ "প্রিয়া সনে উপবন মাঝে বিহরে" গানের সুর ও তাল।

৩০

চিত্রাগৌরী—কাওয়ালি।

ক্রমে গাঢ়তর সন্ধ্যা ঢাকিল ভুবন ;
আঁধার ভেদিয়া আর না চলে নয়ন।
পরশি' সন্ধ্যার মসী, কাল হ'ল দশ দিশি,
তমসের স্তরে শূন্যে ডুবিল গগন।
ভারত মাতার আর প্রবাহিত অশ্রুধার
দৃষ্টিপথে অভাগার নাহিক পড়ে,—
কিন্তু রোদনের নাদ হৃদয়ের অবসাদ
দ্বিগুণ করিয়া দিল, বধিরি' শ্রবণ।

৩১

ত্রিবণী—ঝাঁপতাল।

কেন আর দেবালয়ে সন্ধ্যার আরতি হয়,
কেন শঙ্খ-ঘণ্টা-রব উঠি'ছে আকাশময় ?
ঝাঁঝর কাঁসর আর কেন বাজে চারি ধার,
দুন্দুভি, মৃদঙ্গ-নাদে কিবা আর ফলোদয় ?
নাহিক দেব-মূরতি, কাহার কর আরতি,
কাহারে প্রণাম কর, ভাই রে,—
কি হ'বে দেবতা সেবে ? রোদনি সম্বল এবে,
দেবতার বাসভূমি এবে এ ভারত নয়।

৩২

মারয়া—তেওট।

আরো জোরে, ঝিল্লিকুল ! ছাড় রে স্বনন ;
শুনিতে পারি না আর ভারত-রোদন।
কি সকালে কি বিকালে, কি দুপুরে সন্ধ্যাকালে,
কাঁদিতে ভারত-কণ্ঠ চির-উন্মোচন।
এ রোদন শুনে শুনে, আকুল হ'য়েছি প্রাণে,
রোদনের প্রতিনাদে বেদন বাড়ে,—
ঝিল্লি রে, এ হেতু বলি, আরো উচ্চ তান তুলি'
ঢেকে ফেল ভারতের অনন্ত রোদন।

৩৩

হাম্বির—তেওট।*

(আস্থায়ী)

কেঁদে কেঁদে অহো রে তোমার,
সদা চোখে ঝরিবে কি জলধার ?

(অন্তরা)

অচল র'বে কি রজনী নিত,
ভোর কবে হইবে এ নিশার ?
ভারত ! আলোক-ভাতি,
তুমি রে দেখিবে কি পুন আর ?

৩৪

শ্যাম—মধ্যমান।

নিশিদিন, রে দুখিনি ! এই কি তোর হ'ল, হায় ?
কঠিন শিকল গলে, বহিবি নিগড় পায় ?
কোথা তোর অলঙ্কার, কেন বুকে শিলাভার,
কেন ছিন্ন বাস পরা, কেন ধূলি মাখা গায় ?
কত দিন ভারত রে, ভাসিবি শোক-সাগরে,
কত দিন ঢালিবি রে, নয়ন-বারি ?—
বল, আর কত দিন, করিবি শরীর ক্ষীণ,
কত কাল ভ্রমিবি রে পথে পাগলিনীপ্রায় ?

৩৫

কেদারা—ধামার। †

(আস্থায়ী)

হরি হরি ভারত রে !
দিন দিন যন্ত্রণা বাড়ে তোমারি।

(অন্তরা)

লাখ অযুত জাঠা শেল
ক্ষীণ দেহে বার বার পেষণ ভারি।

৩৬

কেদারা—আড়াঠেকা।

নীরব হ'য়েছে ধরা নীরব নিশায় ;
মন খুলে কে কাঁদিবি, আয় আয় আয় !
প্রকৃতি ভেবেছে মনে, নিদ্রা যা'বে স্বপ্নসনে,
ঘুমা'তে দিব না তা'রে আজি এ ধরায়।
কাঁদিয়া কাঁদা'ব তা'রে, ভাসাইব আঁখি-ধারে,
ডুবাইব সুগভীর বিষাদ-সাগরে,—
দেখিব কেমন ক'রে প্রকৃতি শয়ন করে
আজি সুখ-শয্যা'পরে, সুখেতে কোথায়।

৩৭

কেদারা—মধ্যমান। ‡

(আস্থায়ী)

বল, দুখজালে, কত কালে
বিপদহরা মুকতি পা'বে ?

(অন্তরা)

বেদনা ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, হর্ষ উদিবে,
ডরশোকনিচয় বিলয় পা'বে ?

৩৮

ছায়ানট—মধ্যমান। ¶

(আস্থায়ী)

আহা তোমারে, হিম মাঝারে, ঘোর বেদন, হায়
হ'ল ভুগিতে, পরাধীনি !

* "চেরস্থেবি রহো মহারাজ" গানের সুর ও তাল।
† "চোরি চোরি মারত হুঁ কুমকুম" গানের সুর ও তাল।
‡ "ফুলবনবাগে রসপাগে" গানের সুর ও তাল।
¶ "পিয়া হামারে, পিয়া হামারে" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)
তুমি সদা রে শোকভরে,হা অবীরে ! আঁখি-নীরে
ডুবি'ছ রে দিন রজনী।

৩৯

ছায়ানট—আড়াঠেকা।

কেন, রে ভারত ! তোর নিয়ত নয়ন ঝরে,
কেন রে শরীর তোর কেঁপে উঠে থর থরে ?
পরক্ষণে কেন, হায়, অচল পুতুলীপ্রায়
হ'য়ে যা'স, ক্ষীণ গলে বচন নাহিক সরে ?
আবার চমকি উঠি', কেন রে পালা'স ছুটি',
ভূতলে পড়িস্ লুটি' আকুল হ'য়ে ;—
পালা'তে উঠিতে চা'স্, কাঁপিয়া পড়িয়া যা'স্,
অন্তরে অপার ত্রাস, এ কি হ'ল, ভারত রে !

৪০

কামোদ—কাওয়ালি।

দেখিতে পারি না তোর সমল বদন,
দেখিতে পারি না তোর সজল নয়ন ;
দেখিতে পারি না আর হেন তোর ক্লেশ ভার,
অপার নয়ন-ধার যেন প্রস্রবণ !
দুর্ব্বল হৃদয় চিরে রব তব, দুখিনি রে,
পরতে পরতে উঠে গগনতলে ;—
কেঁদ না, কেঁদ না আর, মুছে ফেল অশ্রুধার,
দুঃখবিমোচনে ডাক, দুঃখ হ'বে বিমোচন।

৪১

কল্যাণ—মধ্যমান। *

(আস্থায়ী)
হা ভারত ! তোমারি কিবা এবে বল আছে রে ?
(অন্তরা)
মুকুতা মাণিক মরকত বৈদূর্য্য হেম সব গেছে রে !
(অন্তরা)
এবে,রে ভারত ! ভিখারিণী অভাগী পর কাছে রে !

৪২

পুরিয়া—মধ্যমান। †

(আস্থায়ী)
রে ভারত দুখিনি রে !
দুখের অতল নীরে ডুবে গেল !
(অন্তরা)
তব নয়নের ধার ধায়
স্রোত-আকার অপার জলে।
(অন্তরা)
দুখ-নীর সহ তোর, হায়,
আঁখি-আসার প্রবাহে চলে।

৪৩

জঙ্গলা—তেওট। ‡

(আস্থায়ী)
অভূষণা, ভারত ! তোরে কে রে ক'রেছে ?
(অন্তরা)
বৈভব তোরি রে, লোভ প্রসারি' রে,
একেবারে হরেছে ?
(অন্তরা)
ভিখারিণী ক'রে, পরজন-দ্বারে
ভিখ-আশে রেখে'ছে ?
(অন্তরা)
দুখ-মসী-জলে তব ভাল-তলে
বিধি কি এ লিখেছে !

৪৪

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল।

অপার জলধিজলে কে রে ও রমণী ভাসে ?
নড়িতে পারে না, কর পদ বাঁধা লতাপাশে।
তলায় তলা'য়ে যায়, ভয়ে হাবুডুবু খায়,
কেউ ওর নাহি, হায়, এ বিপদত্রাণে আসে।
এস এস, কে আছ রে, ত্বরা ও নারীরে ধ'রে,
তুল তুল সিন্ধুতীরে, নতু পড়ে কালগ্রাসে।
এ নারীরে যে তারিবে, মহাপুণ্য সে সঞ্চিবে,
চিরকীর্ত্তি সে রাখিবে, শেষে যা'বে স্বর্গবাসে।

৪৫

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।¶

(আস্থায়ী)
বীণার নাহি ঝঙ্কার, ছিঁড়েছে তা'র চারু তার,
তানযোগে আর রে অলি না গায় সঙ্গে।
(অন্তরা)
কুসুম-শোভা না বিরাজে, লতিকা কুসুমে নাহি
সাজে ;
যামিনীশ তারার মাঝে সাজে না রে রঙ্গে।
(সঞ্চারী)
প্রাতে নীলাকাশভালে, সূর্য্য না কিরণ ঢালে,
বায়ু আর তালে তালে নাচে না তরঙ্গে ;—
(আভোগ)
হায় রে, ভারতে এবে, আলোক গিয়াছে নিবে,
খদ্যোতের ক্ষীণভাতি, তাও নাহি অঙ্গে !

৪৬

জয়জয়ন্তী—একতালা।

সায়ম ভোর নয়ন-লোর,ভারত ! তোর ঝরে রে !
অযুত চোর করিয়ে জোর রতন তোর হরে রে !

* "মন্দেরেয়া বাজেরি পিয়া মেরে ঘর আয়েরী" গানের সুর ও তাল।
† "বিশারত নাহিঁ যাত পিয়াকো চিতসে লাগি রহি মেরে" গানের সুর ও তাল।
‡ "গগরিঞা ছুওন তোহে,কেসেঁ মেরী দেহো" গানের সুর ও তাল।
¶ "প্রথম মনি ওঁকার দেবনমনি মহাদেব" বা "প্রথম নাম ওঁকার, ভুবনরাজ দেব-দেব" গানের সুর ও তাল।

উপায় নাই, কাঁদি'ছ তাই, গভীর শোক-ভরে রে!
প্রহরী যা'রা, কোথায় তা'রা, এ চোর কা'রা, ধরে রে ?

৪৭

ভূপালী—মধ্যমান।*

(আস্থায়ী)

কে রে আজ গায় সরস সুন্দর গান-সুতান ?

(অন্তরা)

অনেক দিনের পর কেন পুন গান-স্বর
ভরি' ধায় নভোবিতান ?

(অন্তরা)

দুখিনী ভারত-কানে কে রে পুলকিত প্রাণে
ঢালি' দেয় মধুর গান ?

৪৮

ইমন—আড়াঠেকা।†

(আস্থায়ী)

নয়ন-জল ঢালি', নয়ন-জল ঢালি',
ভারত কাতর !

(আস্থায়ী)

হৃদয়-দুখ-ভারে, নিশিত খুর-ধারে
ভারত কাতর !

(অন্তরা)

অন্তক সম কত ক্রূর কপট জন
পায়ে দলন করে ঘোর !

(অন্তরা)

অন্তর ত্যজি' তব দূর নহিল দুখ,
হায়, নহিল নিশি ভোর !

৪৯

ইমন্-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

সজল নয়নে, বল, থাকিবে, মা, কত কাল ?
উজল বরণে তব হাসিবে না করজাল ?
দীপালোকে বসুমতী উজল হ'য়েছে অতি,
গগন শোভি'ছে ওই পরিয়া তারকা-মাল।
কিন্তু তুমি হীনশোভা, নাহি সে জ্যোতির প্রভা,
গভীর আঁধারে ঢাকা বদন তোমার ;—
বল, মা ভারত ! তোরে এ গাঢ় আঁধার ঘোরে
থাকিতে হইবে আর কত কাল কত কাল ?

৫০

ইমন্-কল্যাণ—কাওয়ালি।

গলায় মুকুতা-হার রজনী সময়ে যা'র
দীপালোকে উজলিত উজলিয়া চারি ধার,
এবে, হায়, গলে তা'র নাহিক মুকুতাহার,
নয়ন-সলিল-ধার ওই ঝরে মুক্তাকার।
অবিরল বিন্দু ঝরে, চাঁদের কিরণ করে
ধীরে ঝিকিমিকি করে কপোল বুকে ;—
হা বিধাত ! এ কি হ'ল, মুক্তামালা কোথা গেল,
অশ্রু ঝকে অবিরল, লোচনে ভারত মা'র।

৫১

কীর্ত্তনের তুক্ক।‡

গভীর নিশীথে, কাঁদিতে কাঁদিতে
কানন-ভূমিতে রে,
কে রে ওই নারী চলে ধীরি ধীরি,
উঠিতে পড়িতে রে ?
গভীর বিষাদে কাঁদে নানা ছাঁদে,
আনত বদনে রে ;
মুকুতার মত ঝরে অবিরত
সলিল নয়নে রে !
পাগলিনী প্রায় চারি ধারে চায়,
হাসিতে হাসিতে রে,
অমনি আবার করে হাহাকার,
কাঁদিতে কাঁদিতে রে।
আপনি কাঁদি'ছে, আপনি শুনি'ছে,
আপনি থামি'ছে রে ;
আঁধারে আঁধারে, এ ধারে ও ধারে
একাকী চলি'ছে রে।
আলুথালু কেশ, এলো থেলো বেশ,
নাহি সুখলেশ রে ;
প্রতি পলে পলে হৃদয়ে উথলে
দুখ একশেষ রে !
হাঁটে গুটি গুটি, কাননের মাটী
চরণে বাজি'ছে রে,
বিষম বেদনা, চলিতে পারে না,
বসিয়া পড়ি'ছে রে।
বুকের উপরে করাঘাত করে,
ফেলি'ছে নিশ্বাস রে,
কি ভাবিয়া চিতে, পলক না যেতে,
হ'তেছে হতাশ রে !
ঘোর বিভাবরী, কে রে ওই নারী
কাননবাসিনী রে ?
কি ক'ব তোমায়, ওই নারী, হায়,
ভারত দুখিনী রে !

* "মেরে ঘর বাজে" গানের সুর ও তাল।
† "ধুঁ ঘট পট খোলি দু ঘট পট খোলি" গানের সুর ও তাল।
‡ "মথুরাবাসিনী, মধুর হাসিনী" গানের সুর ও তাল।

৫২

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আর্য্য নাম এখনো ধরায় ?
আর্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায় ?
তা' যদি থাকিত, তবে এ দশা কেন রে হ'বে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায় ?
আর্য্য নামে পরিচয় দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য অধম এবে ভারতবাসী ;—
আর্য্যত্ব যাহাতে র'বে, ভারতে নাহি তা' এবে,
মুখে আর্য্য-নাম-ভানে গৌরব কোথায় ?

৫৩

ঝিঝিট—মধ্যমান।

উঠ উঠ, রে সকলে, ঘুমা'য়ে থেকো না আর ;
যতনে মোচন কর মায়ের নয়ন-ধার।
মায়ের রোদন-নাদে, জড় প্রকৃতিও কাঁদে,
অনন্ত আকাশ কাঁদে, ঝরি'ছে শিশির-হার।
কিন্তু একি অলক্ষণ, ত্রিংশ কোটি পুত্রগণ
শুনেও র'য়েছে শু'য়ে জননীর হাহাকার ?
উঠিয়া সকলে আজ, কর পুত্রোচিত কাজ,
মায়ের হৃদয় হ'তে ঠেলে ফেল শিলাভার।

৫৪

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কে তোরে এমন ক'রে কাঁদাইল, হায় রে,
কে তোরে রাখিল ধ'রে বেড়ী দিয়া পায় রে ?
যে নয়নে জ্যোতি-ধার প্রবাহিত অনিবার,
সে নয়নে বারি-ধার আজ ব'য়ে যায় রে !
সুখময় নিশা তোর দুখান্তে হইল ভোর,
মহাশোক-রবি ঘোর আকাশের গায় রে !
সপ্ত শত বর্ষ হ'তে ভাসি'ছ বিপদ-স্রোতে,
কত কালে কূল এর পাইবে কোথায় রে !

৫৫

সুরট—আড়াঠেকা।

হাসিতেছিল রে শশী সুনীল আকাশ-ভালে,
গ্রাসিয়া ফেলিল তা'রে রাহু আসি' হেনকালে।
লুকা'ল রূপের ছটা, লুকা'ল কিরণ-ঘটা,
আঁখিহীনা হ'ল ধরা ডুবিয়া তিমির-জালে।
কৌমুদী খেলিতেছিল, শশিসনে লুকাইল,
কৌমুদী-প্রেমিক পিক কাঁদিল তমাল-ডালে।
গগনে না হেরি' ইন্দু, বিষাদে অসীম সিন্ধু,
অনুরূপ অশ্রুবিন্দু তরঙ্গ আকারে ঢালে।

৫৬

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

ভারত ! তোমার নয়নের ধার,
বল কত আর পড়িবে ঝরি' ?
বল বল, দীনে ! আরো কত দিনে
শোকের সাগরে পাইবে তরী ?

(অন্তরা)

সুখান্তে অসুখ, অসুখান্তে সুখ,
কিন্তু, অভাগিনি ! তোর চিরদুখ
চিরদিন কি রে জীবন্ত রহিবে,
অনল, গরল একত্র করি' ?

(সঞ্চারী)

হায়, ওই দেখ, কোটি কোটি দুখী
পলক না যেতে হইতেছে সুখী,
অসংখ্য পলক কিন্তু গত হ'ল,
তোর কি হ'ল, রে অনাথা নারী !

(আভোগ)

ওই ত যামিনী অবসানপ্রায়,
কোকিল কুহরে রসাল-শাখায়,
কিন্তু, রে ভারত ! অভাগি রে, হায়,
পোহা'ল না তোর দুখ-বিভাবরী।

৫৭

সুরট-জয়জয়ন্তী—কাওয়ালি।

বিধাতার ইন্দ্রজাল কেহ কি বুঝিতে পারে ?
অসংখ্য পুত্রের মাতা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে !
যা'র কাছে রোম, গ্রীশ ভিক্ষা নিত অহর্নিশ,
মুষ্টিমেয় অন্ন তরে ভাসে সে আজ অশ্রুধারে !
সাঁচা মণিমুক্তা যা'র যাইত সাগর-পার,
রাশি রাশি, দিবানিশি, সাক্ষী ইতিহাস ;—
এবে তা'র কন্যাগণ অশ্রু করে বরিষণ,
সামান্য বিলাতি মুক্তা কিনিতেও নাহি পারে।

৫৮

ঝিঝিট-খাম্বাজ—লখ্‌নৌ ঠুংরি।

দুখভার-সনে চির-শোক-মনে
র'বি, ভারত রে ! কত কাল তরে ?
চিরানন্দ লভে যত বিশ্বজনে,
নিরানন্দভরে তোর অক্ষি ঝরে !
চিরহাসিমুখে সুখ ভুঞ্জে সবে,
পরদাসী তুমি কাঁদ রে নীরবে।
সিংহাসনে তুমি রাজ্ঞী ছিলে,
ছলচক্রে পড়ি' ভিখারিণী হ'লে।
তব বৈভব গৌরব অস্ত সবি ;
চির-অস্তগত তব সুখ-রবি।

৫৯

দেশমল্লার—কাওয়ালি।

বহু পুত্র হ'লে যদি জননীর সুখ হয়,
কেন রে ভারত তবে ক্ষণতরে সুখী নয়?
বহু ধান্য হ'লে যদি ক্ষুধার যাতনা যায়,
কেন রে ভারত তবে পরদ্বারে ভিক্ষা চায়?
বহু অর্থ হ'লে যদি দারিদ্র্য বিনাশ পায়,
কেন রে দারিদ্র্য তবে ভারতেরে দলে পায়?
বহু পুণ্য হ'লে যদি স্বর্গ-সুখ লাভ হয়,
কেন রে ভারত-ভাগ্যে অসীম ভীম নিরয়?

৬০

কাফি—খং।

আর কবে এ ধরায়
তুমি রে সে সুখ পা'বে, হায়?
বিষম শঙ্কটে পা'বে কি পার,
যা'বে কি বেদনা-ভার,
ঘোর শোক ডর হ'বে কি অন্তর,
ভারত রে, পুনরায়?

৬১

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,
কোথা সেই কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণ?
কোথা সে বীরত্ব-লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয়-কম্পন?
কোথা সেই ধনুর্ব্বাণ, কোথা বীর-কণ্ঠ-গান,
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায়?—
বীরমাতা হ'য়ে তুমি হইলে অবীর-ভূমি,
ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি-বিড়ম্বন।

৬২

খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

খননাস্ত্র ধরি' তন্ন তন্ন করি'
অযোধ্যারে আজ কর খনন,
দেখিব কোথায় র'য়েছে গোপনে
রাঘবের ধনুর্ব্বাণ ভীষণ!

(অন্তরা)

যে বাণের শিরে দুর্মতি রাবণ
নিজ দশ শির করিল অর্পণ,
দেখিব দেখিব সে বাণ কেমন,
কিবা অলৌকিক তা'র গঠন।

(সঞ্চারী)

শ্রীরামের কর পরশ করিয়া,
যে বাণ গম্ভীরে উঠিত গর্জ্জিয়া,
পর্ব্বতের দেহ শতধা চিরিয়া,
পলকে ছুটিত শতেক যোজন,—

(আভোগ)

মৃত্তিকা ভেদিয়া এবে সেই বাণ
করিতে নারিল বারেক উত্থান,
খুঁড় খুঁড় মাটী, চাপে চাপে কাটি',
দেখিব বারেক সে বাণ কেমন।

৬৩

পরজ—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

ব্যাসের ভারত এই মম করে,
কুরুক্ষেত্র এই নয়ন-গোচরে,
ঋষির বর্ণনা মিলে না মিলে না,
সেই কুরুক্ষেত্র এবে এ কি রে?

(অন্তরা)

কই কই কুরুপাণ্ডবীয় সেনা,
কই কই ভীমা অসি-ঝন্‌ঝনা,
কই সেই রণ-ভূমির নিশানা?
গভীর শ্মশান এ যে দেখি রে!

(সঞ্চারী)

মাতঙ্গ-বৃংহণ, তুরঙ্গ-লম্ফন,
বীরকুল-করে আয়ুধ-কম্পন
ভারতের পাতে এবে আলিঙ্গন
সমান হ'য়েছে, হায়,—

(আভোগ)

কুরুক্ষেত্র এবে মরুক্ষেত্র হ'ল,
কালের কবলে বীরেরা পশিল,
বীর-বীর্য্য-গান-পূরিত ভারত
পশিতে কেবল এবে বাকী রে!

৬৪

পরজ-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কলকণ্ঠময়ি গঙ্গে! এখনো সাগর-পানে
কোন্ মুখে চলি' চলি' চলেছ মৃদুল তানে?
পূর্ব্বে তুমি দিবানিশি কনক-কণিকারাশি
প্রবাহে বাহিয়া তব, ধাইতে মধুর গানে।
এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাভার,
রাশি রাশি পঙ্ক, সতি! ভারত ভরিয়া;—
এ পঙ্ক লইয়া মিছে কেন যাও সিন্ধু-কাছে,
যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে।

৬৫

কানাড়া—আড়াঠেকা।

কে পারে বলিতে, বল, কেন যে হ'ল এমন,
কেন যে ভারত-ভালে বিধাতার বিড়ম্বন?
কি দোষে এমন হ'ল, সুখ চিরতরে গেল,
যন্ত্রণা-যামিনী এল, আকুল হ'ল জীবন।

প্রাণের ভিতরে যেন জ্বলে দাব-হুতাশন,
হতাশে নিরখি' আশা পালা'ল দূরে ;—
এই যেন কি যে ছিল, এই যেন হারাইল,
কে যেন হরিয়া নিল, কি এক অমূল্য ধন।

৬৬

আড়ানা—কাওয়ালি।

কেন ভাঙ্গাইলে ঘুম ?—কেন জাগাইলে ?
কেন মম সুখস্বপ্ন দূরে তাড়াইলে ?
জাগ্রতে যা' দেখি নাই, স্বপনে দেখিনু তাই,
কে যেন ভারতে পুন স্বাধীনতা দিলে।
দেখিলাম শ্রীরামেরে, দেখিলাম যুধিষ্ঠিরে,
ত্রেতায় দ্বাপরে ক্রমে, এ হেন সময়,—
কি হেতু ডাকিলে মোরে,আবার আঁধার ঘোরে
নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ আকুল করিলে !

৬৭

আড়ানা-বাহার—রূপক।

এখনো কি হেতু, শশী ! মুখভরা মৃদু হাসি
নিরখি তোমার, বল, কি এর কারণ ?
সপ্ত শত বর্ষ আগে তুমি যে উজ্জ্বল রাগে
রঞ্জিতে ভারত-কায় আজো কি তেমন ?
কথা রাখ, মাথা খাও, চির তরে ফিরে যাও,
কাঁদিবার দিনে হাস, ছি ছি এ কেমন ?
কৃষ্ণরেখা কিছু নয়, কলঙ্কের পরিচয়
এ হাসে প্রকাশ হ'ল ;—হেস' না এমন।

৬৮

সাহানা—ধামার।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন ;
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন।
কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি,যা' না জানে অন্য জন।
কিন্তু কি দুখের কথা, জানি না কেন একতা
ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন ;—
হায়, কত দিন আর' রসাস্বাদ একতার
ল'বে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরযে ধরিয়া মন ?

৬৯

*মোহিনী—তেওট।

কি সহিনি ?—সকলই স'য়েছি এ জীবনে,
গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, দুঃখ, প্রপীড়ন প্রতিক্ষণে,
কপটের কপটতা, নির্মমের নির্মমতা,
ডাকাতের অত্যাচার স'য়েছি ব্যাকুল মনে।
কিন্তু যাহা সহি নাই, সহিতে হইল তা'ই,
ভারত কাঁদি'ছে খেদে, আমরা থাকিতে—
সকলি সহিতে পারি, এ যে রে সহিতে নারি,
এ অসহ্য দুঃখ, বিধি ! ঘুচাইবে কত দিনে ?

৭০

মোহিনী—আড়াঠেকা।*

(আস্থায়ী)

কে রে, আহা, কাঁদি'ছে সাগর-তীরে।

(অন্তরা)

সাগর-জল'পরে আঁখি-ধারা ঢালে,
ভারত-রাজ-লছমী দুখ কাতরে।

৭১

বিভাস—(কীর্ত্তনাঙ্গ)।

নিশিদিন, ভারত ! রোয়সি কিস লিয়ে
ভূ'পর শোয়সি কাহে,
গভীর দীঘল শ্বাস মুহু মুহু তেজসি,
নিয়ত দহসি দুখ-দাহে ?
বরষা আওল, পুন ফিরি' যাওল,
শুখাওল ঘন-জল-ধারা,
তব ইহ শোক-ঘন আজুতক বরখন
করতহিঁ আঁশু অপারা।
বিহি তুহেঁ বাম ভেল, সব সুখ ঘুচি' গেল,
শোক-শেল বিন্ধল ছাতি ;
সুরয উজল কর বরখে নভস'পর,
তঝু সোই দীঘল রাতি !
কব বিহি শুভ দিঠি বিথারব তঝু'পর,
কব নিশি হোয়ব ভোর ?
কব তুহু মিঠি বুলি বরখি' হরখভরে,
হাম সবে লেয়বি কোর ?

৭২

সিন্ধু—(কীর্ত্তনাঙ্গ)।

নিরখ নিরখ, ভাই ! কো উহ নারী
মাগত মুঠি-ভিখ রোই ফুকারি' ?
ঝরত ঝরঝর লোচন-বারি,
আপন ভাগ্য কো দেওত গারি।
কপট নিপট শঠ মানুখ জাতি,
পুছত নাহি উহে কছু মিঠি বাতি।
যহু পাশ যাহে ভিখ কো আশে,
গারি বরখে সোই নিরমম ভাষে।
ভিখ বদল মিলি দারুণ গারি,
সো দুখ সোঙরি রোয়ে ভিখারী।
বুঝনু, ইহ দেশ—নরকহি সাচা,
ইহ দেশ লোক সব ভূত পিশাচা।

* "ডরে আজু মোহিনিধে মোহনানে" গানের সুর ও তাল।

৭৩

সুরঠ—(কীর্ত্তনাঙ্গ)।

অবহু নভস'পর রভস করসি কাহে
মৃগশিশু কোর ধরু চাঁদ?
মুছি' ডারু কৌমুদী, মৃদুহাস বিছুরহ,
হাম সব সঞে আজু কাঁদ।
বিষাদকো দিনে, কৈছন প্রাণে,
ঐছন করম রে তোরা?
ভারত রোয়ত, তুহু, মূঢ়! হাসসি,
হাস মত, মিনতি মোরা।

৭৪

জয়জয়ন্তী—(কীর্ত্তনাঙ্গ)।

এক নারী পেখনু হাম বনমাঝ,
ঝামর দেহা অপহৃত সাজ।
তুরজন তুসমন শমন সমানা
ছিনি লেই ভাগল ভূষণ নানা।
চৌঠাম বোই কণ্টক গাছা,
ভাগল নারকী দস্যু পিশাচা।
সরবস খোই, রোয়য়ে অনাথা,
তাকু সঞে রোয়ল পাদপ-পাতা।
শিখিকুল পিককুল রোই আকুলা,
রোয়ল বল্লরী বন-ফল-ফুলা।
পশুদল রোয়ল শোক ফুকারি',
সব জন জিনি' রোয়ে সো দীনা নারী।

৭৫

বেহাগ—আড়াঠেকা।

গঙ্গাজল ছুঁ'য়ে আজ শপথ করিব সবে,
সাধিতে স্বদেশ হিত, যত ক্ষণ প্রাণ র'বে।
তুচ্ছবল তৃণদল একতায় পায় বল,
একতায় অগ্নি জল সুবল-ফল প্রসবে।
আমরা কি হেতু তবে একত্র না হই সবে,
স্ব স্ব আর স্বদেশের মঙ্গল তরে?—
অনৈক্যে অনেক দোষ, একতায় পরিতোষ
যেরূপ, সেরূপ কভু স্বর্গেও নাহিক হ'বে।

৭৬

বিহঙ্গড়া—চিমাতেতালা।

আমাদেরি দোষে, ভাই! আমাদের জন্মভূমি,
স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে, হায়, হ'য়েছে শ্মশান-ভূমি।
স্বর্গবাসী হ'য়ে সবে কেমনে নরকে র'বে?
এস পুন স্বর্গপথে হই এবে অগ্রগামী।
সুখেচ্ছা সবার যদি, তবে কেন দুখ-নদী
আমা সবে ভাসাইয়া, সবেগে ব'বে?—
যদি বল ধন নাই, মন ত র'য়েছে, ভাই!
সাধিলে হইবে সিদ্ধি, সহায় জগতস্বামী।

৭৭

কল্যাণ—আড়াঠেকা।

দুর্ঘট কিছুই নয়, স্থাপন করহ ঘট;
সম্মুখে রাখহ তা'র শক্তির বিশাল পট।
বক্ষ চিরি' দশ নখে ডুবাও অম্লান মুখে
শোণিতে রকত-জবা, ভকত-পূজন রট।
আলস্য অনৈক্য-মেষ বলি দিয়া কর শেষ,
চিত-হোমকুণ্ডে ঢাল উৎসাহ-হবি;—
যতনে করিয়া ভর, মঙ্গল-আরতি কর,
জাগাও শক্তিরে পুন, ঘুচিবে সব শঙ্কট।

৭৮

কেদারা—কাওয়ালি।

মনে করি, ভারত রে। ভুলিব তোমায়;
মনে করি, ভুলিবার পাইব উপায়।
মনে করি, ছেড়ে তোরে, যাইব অরণ্য ঘোরে,
যাপিব জীবন-শেষ, বিজন যথায়।
কিন্তু কেন নাহি পারি, কেন এ নয়ন-বারি
পলকের তরে, হায়, নাহিক শুকায়?—
সতত শঙ্কিত হ'য়ে, তোর অঙ্ক'পরে র'য়ে,
এত যে যন্ত্রণা, তবু মন ভুলে যায়।

৭৯

ইমন্-কল্যাণ।

শৈল হিমালয়! উন্নত শেখর
আনত কর কর হে!
ভারতে ঢাকি' চিরদিন কারণ
লুঠহ ভূমি'পর হে!
তব ভীম চাপে ভারত দীনা
যাক্ রসাতল হে!
এ দুখ হ'তে সে শত গুণে
শুভকর শুভ ফল হে!
অবিরল কাঁদি' লোচন-নীরে
ভারত ভাসে হে!
এ হ'তে ভাল, যদি তব হিম
ভারতে গ্রাসে হে!
পরপদাঘাতে ভারত মা'র
ক্ষীণ দেহ গুঁড়া হে!
এ হ'তে ভাল, যদি পড়ে ভাঙি'
তব ভীম চূড়া হে!

৮০

ভৈরবী।

আয়, গো জননি! দিবস রজনী
গলা জড়াইয়ে তোর,
ও তব মগধ বুকে আঁখি রাখি'
ঢালি, মা, নয়ন-লোর।

তব বুক-জ্বালা যদিও কতক
ঘুচাইতে পারি তা'য়,
তা' হ'লে ক্ষণেক 'প্রাচীন ভারত'
নিরখিব মা তোমায়।
সেই ক্ষণকালে আমিও, জননি!
পূরা'ব মনের আশ,
যাতনা গভীর যাইব ভুলিয়া,
ক্ষণেক স্বরগবাস।
দেখিব নয়নে,— এই ভাগীরথী
বহি'ছে সুধার বাহে,
বৃদ্ধ ঋষিকুল তুলি' ফোটা ফুল
ভাসা'য়ে দিতেছে তাহে।
বনের ভিতরে পবিত কুটীরে
হ'তেছে বেদের গান;
মুনিগণ সুখে হুতাশন-মুখে
করি'ছেন হবি দান।
যেখানে সেখানে কনক-আঁখরে
'স্বরগ' শবদ লেখা;
আহা মরি যেন হাসে মুখ ভরি'
অচল বিজলী-রেখা।
সেই ক্ষণ কালে দেখিব আবার
আর্য্যের অতুল দাপে
অনার্য্যেরা ভয়ে থতমত খেয়ে
ভূধর-গহ্বরে কাঁপে।
আজি যেই দশা, ভুলিব তাহারে,
শুকা'বে নয়ন-লোর,
তাই সেই লোরে ভিজাইব আজি
দগধ হৃদয় তোর।

৮১

বেহাগ।

বিষাদের দিনে কি সাধে বাজাও,
ভাই রে! আমোদে মাতিয়ে বীণ?
ছিঁড়ে ফেল তার, নিবুক ঝঙ্কার,
এ যে ঘোরতর দুখের দিন।
বাল্মীকি, নারদ এবে অন্তর্হিত,
দেবদত্ত বীণা নাহিক আর;
কেনা বীণে, বল, কি হইবে ফল,
কিবা সুখ বেঁধে বিলাতী তার?
অযুত অশনি দিবস রজনী
গরজি' গভীর ধাঁধি'ছে কান,
জানি না কি সুখে, ওরে ও অবোধ,
বীণা বাজাইয়ে তুষি'ছ প্রাণ!
সারাদিন খেটে, ভাত নাই পেটে,
ঘুচিল না, হায়, মলিন বাস,
তবু রে অবোধ! জানি না কেন যে
বীণার বাদনে করি'ছ আশ।
ভেঙে ফেলে বীণা, ভাসাও সাগরে,
কি বলিবে লোকে এ কাজ দেখে?
পাগলেও তোরে বলিবে পাগল,
নাম তোর বুকে রাখিবে লিখে।

৮২

ভৈরব—আড়াঠেকা।

নীল নভে লাল রঙে কেন কেন উঠ, দিনমণি?
কেন উঠে পাখি-গলে দিলে জাগরণ-ধ্বনি?
সে ধ্বনি শুনিয়া কানে, অশনি পড়িল প্রাণে,
মরমের স্তরে স্তরে দংশিল অযুত ফণী।
বিশাল আকাশে র'য়ে লজ্জার কারণ হ'য়ে
থেক না হে ক্ষণকাল, পুন ডুবে যাও;—
যেরূপ অদৃষ্ট-বল ফলুক সেরূপ ফল,
'দিবা' নাম ঘুচে যা'ক, আসুক চির রজনী।

৮৩

পরজ—একতালা।

এ কি বিড়ম্বনা, বিধি হে, তোমার;
হৈমভূমি হ'ল অকূল পাথার;
বীণাধ্বনি গিয়ে, উঠে হাহাকার,
হাসির বদলে নয়ন-জল!
হৃষ্ট-পুষ্ট কায় কঙ্কাল হইল,
চিরোন্নত শির ভূতল ছুঁইল,
সুধার সাগরে গরল উঠিল,
ঘুচিল প্রাণের জীবন্ত বল।
প্রতি পলে পলে যে আগুন জ্বলে,
সে আগুন, হায়, নিবে না যে জলে,
দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ বলে
হুহুঙ্কার ছাড়ে হৃদয় মাঝে!
উত্তরে হিমাদ্রি, কুমারী দক্ষিণে,
পূর্ব্বে মণিপুর, সিন্ধু সে পশ্চিমে
গেল পুড়ে গেল, ভস্ম হ'য়ে গেল
কোটি কোটি বক্ষ এ হুতাশ-তেজে।

৮৪

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা।

তোমাদের এ কি বিবেচনা,
ঘরের তুল পরকে দিয়ে,
কাপড় চাদর কেন কেনা?
আপনার মায়ে ভুলে গিয়ে,
পরের মায়ের উপাসনা,
কাজে কাজেই আজন্মকাল
ঘুচ্‌ল না কো ছেঁড়া টেনা।

কড়া মুলের ঝোড়াখানেক
পিতল কেনো দিয়ে সোণা,
তোমরা যে কি বুদ্ধিমান্;
তা' এত দিনে গেল চেনা।

৮৫

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা।

(ওরে) মনে মুখে তফাৎ কেন?
(ওরে) এই তফাতে পরের হাতে
ফতে হ'ল সিংহাসন।
সভায় গিয়ে মুখের কথায়
দেখাও খুলে খোলা প্রাণ,
(কিন্তু) কাজের বেলায় আর নড় না,
কাঠে গড়া পুতুল যেন।
দিনে রেতে খেতে শুতে
সময় কাটাও যেন তেন,
স্বার্থী হ'য়ে অর্থ দিয়ে
ফক্কিকারী খেতাব কেনো!
পরের পায়ের ধূলা চেটে
মিছে বাড়াও নিজের মান,
(ছি ছি) নিজের টাকা পরকে দিয়ে
চাকর সেজে ফিরে আন।

৮৬

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা।

মিছে অসার অহঙ্কারে,
বুক্ ফুলিয়ে চেন্ ঝুলিয়ে
'হামবড়া' ভাই! বল কা'রে?
পরের হাতে কলের পুতুল
জেনেও কি তা' জান না রে,
ধমক শুনে থমকে দাঁড়াও,
তবু লাফাও কোন্ বিচারে?
আস্তাবলে ঘোড়া গাড়ী,
দ্বারে সিপাই পাহারা রে,
মনিব সেজে নফর খাটাও,
নিজে নফর ভাব না রে!

৮৭

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা।

মন্ বসে না দেশের হিতে,
বাগান-ভোজে যাও রে ম'জে,
গরিবগুলি পায় না খেতে।
গেজেটে নাম উঠ্‌বে ব'লে
টাকা ঢাল চাঁদার খাতে,
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও,
ক্ষুধিত ব'সে খালি পাতে।
হুজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও,
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে,
কাজের বেলায় কাণা হ'লে,
দেশটা গেল অধঃপাতে।

৮৮

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা।

মন্! কেন তুই অধীর হ'লি?
মড়ার কাছে কেঁদে কেঁদে
বুক চাপ্‌ড়ে মিছে ম'লি!
দেশের দুখ জানা'স্ যা'রে,
সেই যে তোরে দেয় রে গালি,
পাগল ব'লে ধূলি দিয়ে,
হেসে দেয় রে করতালি।
যা'স্‌নি কাছে, শুন্‌রি মিছে
পেঁচার মুখে কাঁচা বুলি,
কষ্ট যদি, আপ্‌নি কেঁদে,
কাটাও দুখে চিরকালি।
ভারত-পাগ্‌লা বল্‌বে তোরে,
ভারতের নাম ক'ল্লে খালি,
ঘোর উপহাস আশায় হতাশ
করবে মুখে দিয়ে কালি।

৮৯

গৌরী-ভৈরব—মধ্যমান।

আহা মরি, হরি হরি, কে রে ও দুখিনী নারী
যমুনার কূলে বসি' জলে ঢালে আঁখি-বারি?
উহার রোদন দেখে, যমুনাও যেন দুখে
কুলু কুলু রবে কাঁদে, বারি বহে ধীরি ধীরি।
কুলু কুলু রবে, হায়, অই যেন শুনা যায়,—
"চিরদিন সম নয়, পোহাইবে বিভাবরী।"
প্রতিধ্বনি সেই রবে, ভরসা পুন প্রসবে,
"চিরদিন সম নয়, পোহাইবে বিভাবরী।"

৯০

বেহাগ—মধ্যমান।*

(আস্থায়ী)

তব দুখ ক'ব কা'রে?
জননি! সবে বধির শোক-হাহাকারে।

(অন্তরা)

হিমাদ্রি কাতর-মন, হা-হতাশে ভাসমান
হিমাসারে;

*"অব কেসেঁ ধীরা ধরেঁ।" গানের সুর ও তাল

ভারত-মহাসাগর তব শোকে জর জর
বীচি-ধারে।
যমুনা জাহ্নবী দোঁহে ভাসি'ছে লোচন-লোহে
ক্ষীণাকারে;
নতশিরা বিন্ধ্যাচল আরো নত, মা গো! তব
শোকভারে।*

৯১

ভৈরবী—আড়চৌতাল। †

(আস্থায়ী)

দে আজ মোরে সাজা'য়ে সাজা'য়ে যোগী রে।

(অন্তরা)

জটাজূট চীর দে করঙ্গ, যদি পারি,
আনি সে রতন মাগি' রে।
কি হ'বে রে ঘোর শ্মশানে?—শব সঙ্গে?
কি হ'বে একক জাগি' রে!

৯২

মালকোষ—চৌতাল। ‡

(আস্থায়ী)

ভীষণ রাবে গর্জ্জ, হে সিন্ধু!
ঘোর তেজে, ত্বিষাম্পতি! গগনে ধাও।

(অন্তরা)

ভীম অশনি, তুমি বিদর বিদর ভূমি,
হিমাদ্রি, শতধা ভেঙে যাও।

(সঞ্চারী)

অসংখ্য উলকাপিণ্ড দগধি' চৌধার আজি,
ভুবন ভসম করি' দাও;—

(আভোগ)

মেঘ কঙ্কররাশি অবিরাম ঢাল ঢাল,
পবন নিপাত-গীত গাও।

৯৩

ললিত—একতালা। §

(আস্থায়ী)

দেখ, ভাই! উঠে রে, দেখ, ভাই! উঠে রে,
পরে সব ধন লুটে রে!

(অন্তরা)

কর পদ থাকিতে, নাহি চাও বারিতে,
পরে সব ধন লুটে রে!
অনশনে থাকিলে, ভূমিতলে শুইলে,
পরে সব ধন লুটে রে!
হরি হরি, মরি রে, চতুরতা করি' রে,
পরে সব ধন লুটে রে!
অলসতা ত্যজিয়া, উঠ উঠ জাগিয়া,
পরে সব ধন লুটে রে!
ছি ছি, ভাই! কেমনে নিরখি'ছ নয়নে,
পরে সব ধন লুটে রে!

৯৪

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল। ¶

(আস্থায়ী)

যাও, নিদ্রা! যাও ছাড়ি',
যা, রে অনৈক্য, ছাড়ি' দেশ;
যা, রে বিলাস, হ'য়ে লীন
যা, রে স্বার্থ দর্প দ্বেষ।

(অন্তরা)

বিবাদ বিসম্বাদ,
উলটি' পালটি' বিদূর হ' রে;
হৃদয়ে হৃদয়ে ঢালি'
দেব-অমৃত-লহরী,
শকতি মা! এস এস।

৯৫

যোগিয়া—কাওয়ালি। **

(আস্থায়ী)

বিধি! কর মোচন ভারতে বিপদ-ভয়ে
দয়া নিরভয় দানে।

(অন্তরা)

দগ্ধ হৃদয় শতধা ফাটি'ছে প্রহারে,
কাঁদি'ছে নিপীড়িত প্রাণে।

* পুরাণে লিখিত আছে যে, অগস্ত্য মুনিকে বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রণাম করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন "আমি যতক্ষণ দক্ষিণ দিক হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হই, ততক্ষণ তুমি এই অবস্থায় থাক।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না, সুতরাং বিন্ধ্যাচল বরাবর নত হইয়া রহিল।

† "হে আজ আবে ওয়েরে ওয়েরে" গানের সুর ও তাল।

‡ "হে মহামায়ে, যোগেশজায়ে" গানের সুর ও তাল।

§ "গেরেওয়ালা গাড়ু রে, গেরেওয়ালা গাড়ু রে" গানের সুর ও তাল।

¶ "সাধে মন্দ্রা সুধে বাণী" গানের সুর ও তাল।

** "আজ মন ভাওন" গানের সুর ও তাল।

৯৬

আশা—ঠুংরি।

মাত ভারত-ভূমি ! অব তোমারি
মলিন মুখ-কমল নেত্রে নেহারি,'
ভীম শোকানল দহত হৃদয় মম,
ঝরত ঝর ঝর লোচন-বারি।
বীরপ্রসূতি ! তব স্বাধীনতা-রবি
অস্তমিত এবে, হায় ;—
ঘোর দুখনিশা ভরল দশ দিশি,
মুখ তব আঁধারি'।

৯৭

খাম্বাজ জংলা—দাদ্‌রা। *

[গজল্]

(আস্থায়ী)

বাড়িল জ্বালা ;
ছিন্ন হও চৌ বিভাগে, রে মন ! প্রাণ !

(অন্তরা)

ভেঙ্গে যা, গিরি ! মেদিনি !
যাও যাও, আলো নিবা'য়ে ;—
উঃ, কত আর প্রাণে রে
দুখ সহিব, হায়, দু' বেলা !
ইন্দু ! ও তোর চাঁদনি
কৈ আর তেমন, হায় ;—
বল্, কেন চাঁদ ! পুড়ে রে,
তোর্ কিরণে হই উতলা ?
দুখ ও তোর, ভারত !
যায় যায় কেন না যায় ;—
যা'ক্ পুড়ে সব্, বাঁচি রে,
আর সহে না, হায়, এ জ্বালা।

৯৮

পিলু—দাদ্‌রা।†

(আস্থায়ী)

বরষিও না রে, ও ধারা আর আঁখি দিয়া।

(অন্তরা)

দেখিতে তোরে নারি, কাঙ্গালিনি রে,
কাঁদিয়া কেন আর, কাঁদিয়া কেন আর,
ভারত ! মোরে দুখ দিয়া, নিজেও দুখ পাও।

৯৯

বারওঁয়া পিলু—আদ্ধা কাওয়ালি।‡

(আস্থায়ী)

নিদয় বিধি রে ! দয়া কি রে হয় না ?

(অন্তরা)

সব্ যে গেল চুরি ; ভারত ভিখারী রে,
নিশিদিন ঝরি'ছে নয়ন !
পরকে দেও ঢালি' ভারতের ধন রে,
ছি ছি, তোর বিচার কেমন !

১০০

মঙ্গল-ভৈরব।

পরমেশ ! দয়া-লেশ দানে
চাও হে ভারত পানে।
ভারতবাসী নিপীড়িত নিশি দিন,
দীন জন হইতেও দীন ;
তা'সব প্রতি হে ভবপতি !
চাও হে দয়া-লেশ দানে,
ঢাল সুধা দহন্ত প্রাণে।
নাথ ! তব আদেশে, নিশি যায় দিন আসে,
হাসে রবি গগন-বিতানে ;—
ভারত-দুখ-নিশি নাশহ অবিনাশী,
সুখ-রবি-ছবি-কর দানে।

* "মারো জী টোনা, মহলা কেঁও নেই" গানের সুর ও তাল।
† "বিসরইও না রে ও রাজা মোরি শুরতিঁয়া" গানের সুর ও তাল।
‡ "কদর পিয়া হো, লাগি তোসেঁ নয়না" গানের সুর ও তাল।

স্তবমালা।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দেবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(সমবেত গীত)*

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ,
নিখিল-জগত-সৃজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে!
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে!

(প্রথম শাখা)

অকূল অতল ক্ষীরধি বিশাল
উথলে পরিয়ে তরঙ্গের মাল;
ফেনিল বদনে গরজে গভীর;
অনিল-চালনে সদাই অথির;
অসীম গঠন নাহি যায় দেখা
কোন খানে কোন দ্বীপ-তট-রেখা;
আকার প্রকারে হেন বোধ হয়—
সমুদয় বিশ্ব যেন ক্ষীরময়।
এ হেন বিশাল ক্ষীরব্ধির নীরে
বট-পত্র এক অতি ধীরে ধীরে
আছিল ভাসিতে; যেন নীলকাশে
একটি তারকা উজলি' বিকাসে।
হে স্বয়ম্ভু, তুমি সে পত্র উপরে,
চিরজ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত কলেবরে
ছিলে হে শয়িত; অচল শরীর;
আপাদমস্তকে মাখা ছিল ক্ষীর;
যেন পটাঙ্কিত দেব-কলেবরে
চন্দনের বিন্দু শোভে থরে থরে।
ইচ্ছা হ'ল তব, অমনি তখনি
সৃজিত হইল বিশাল ধরণী;
তেজোময় রবি জগত-লোচন,
সুশীতল শশী প্রিয়-দরশন;
অনন্ত তারকা অনন্ত আকাশে,
বিবিধ কুসুম বাসিত সুবাসে,
ধরণী-মেখলা ডাগর সাগর,
সাগর-সম্ভূত জলদ নিকর,
সঞ্চরণশীল সমীর শীতল,
তটিনী, ভূধর, শিলা, মৃদা, জল,
নানাবিধ ধাতু, নানাবিধ তরু,
চিরবালিময় জলহীন মরু,
জ্বলন্ত অনল, নিবিড় কানন,
মানবাদি নানা জীব অগণন।

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ,
নিখিল-জগত-সৃজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে!
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-সাশন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে!

(দ্বিতীয় শাখা)

জগতের তরে কতই করিলে,
নর রূপ ধরি' লীলা প্রকাশিলে।
প্রথম মূরতি মীন-অবতার
ধরণীর তরে হইল তোমার।
কূর্ম্ম রূপ, দেব, ধরি' তা'র পর,
রাখিলে ধরারে পিঠের উপর।
তৃতীয় মূরতি বরাহ ভীষণ,
বিশাল শরীর, বিষম দর্শন,
হিরণ্যাক্ষে বধি' বাঁচাইলে ভক্তে;
রঞ্জিলে দশন অসুরের রক্তে;

* Chorus.

নরসিংহ রূপ চতুর্থ তোমার,
ঊর্দ্ধে সিংহ-কায়, নিম্নে নরাকার ;
হিরণ্যকশিপু দৈত্য দুরজয়ে
দন্তনখাঘাতে, জঙ্ঘা'পরি ল'য়ে,
শমন-সদনে করিলে প্রেরণ,
বাঁচা'লে তোমার ভক্ত যত জন।
পঞ্চমে বামন-শরীর ধরিলে,
সুর-শত্রু বলি দৈত্যেরে ছলিলে।
জামদগ্ন্য রূপ ধরি' ষষ্ঠ বারে
নিঃক্ষত্র করিলে বিশাল ধরারে।
সপ্তমে ধরিলে অতি মনোহর
নবজলধর শ্যাম-কলেবর
নয়নাভিরাম শ্রীরাম মূরতি,
বধি' সুর-অরি লঙ্কা-অধিপতি
উদ্ধারিলে সীতা, বাঁচা'লে ভুবন,
ধন্য তুমি, দেব, জীবের জীবন।
অষ্টমে হইলে ব্রজে বলরাম,
রজত-মূরতি, নিটোল সুঠাম,
অনুজে লইয়া কংশে বিনাশিলে,
ধরণীর ভার লাঘব করিলে।
হিংসালেশশূন্য, শ্রেষ্ঠ যোগিবর,
নবমে ধরিলে বুদ্ধ-কলেবর,
নীলাচলে লীলা প্রকাশ করিলে,
"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রকাশিলে।
ক্রমে পাপি-পাপে ধরা ভারী হ'বে,
লেশপরিমাণে ধর্ম্ম নাহি র'বে,
সেই বারে পাপী করিতে সংহার,
কল্কি রূপে হ'বে দশমাবতার।
অখণ্ড প্রলয়ে জগত নাশিয়া,
পুন বটপত্রে বেড়া'বে ভাসিয়া।
আবার জগত সৃজন করিবে,
দশ রূপ, দেব, আবার ধরিবে।
অসংখ্য অসংখ্য-যুগ পরিমাণ
ভাঙ্গিয়া জগত করি'ছ নির্ম্মাণ।
এইরূপ তুমি কর চিরকাল,
কালরচয়িতা তুমি মহাকাল ;
অন্ত তব, দেব, বুঝে সাধ্য কা'র ?
হারে বিধি হর ; মানব কি ছার ?

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-তাপ-পাপ-নিবারণ,
নিখিল-জগত-সৃজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে !
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে !

(তৃতীয় শাখা)

কমলা-হৃদয় কমল-বাসন !
করযোড়ে বন্দি তোমার চরণ।
তুমিই ব্রহ্মাণ্ড, তুমিই তপন,
তুমিই শশাঙ্ক, তুমিই গগন ;
তুমিই জলধি, তুমিই ভূধর,
তুমিই নক্ষত্র, তুমি জলধর ;
তুমিই অনল, তুমিই অনিল,
তুমিই তুষার, তুমিই সলিল ;
তুমিই লতিকা, তুমিই পাদপ,
তুমি, দেব, ছায়া, তুমিই আতপ ;
তুমিই মরুভূ, তুমিই কানন,
তুমি দিন, মাস, তুমিই অয়ন ;
জীবাত্মার আত্মা পরমাত্মা তুমি,
তুমি স্নেহ মায়া করুণার ভূমি ;
জগত ত্বন্ময়, তুমিই সকল,
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে তুমিই কেবল।
অনন্ত অমেয় আকাশের চেয়ে,
তুমি হে বিরাজ সুবিরাট দেহে ;
হিমাদ্রির চেয়ে তুমি উচ্চতম,
বালি-কণা হ'তে তুমি ক্ষুদ্রতম ;
রবি-তেজ চেয়ে তুমি তেজ ধর,
তুষারের চেয়ে হিম-কলেবর ;
কুসুমের চেয়ে তুমি মনোহর,
বজ্র হ'তে তুমি অতি ভয়ঙ্কর ;
তুমি সূক্ষ্মদেহ, তুমি স্থূলকায়,
যত কিছু আছে—সকলি তোমায়।
তোমাতে যা' নাই—কোথাও তা' নাই,
তোমা ছাড়া কিছু দেখিতে না পাই।
যা' আছে তোমাতে—তা' আছে জগতে ;
যা' আছে জগতে—তা' আছে তোমাতে।
ধন্য তুমি, প্রভো, ধন্য তব দয়া,
দুখ-মরুভূমে তুমি তরু-ছায়া।
কলুষ-সঙ্কুল সংসার-পাথারে,
তুমি বিনা, পিতঃ, কে তারিতে পারে ?
শ্রীচরণে তব নমি সেই হেতু,
ভবের সাগরে তুমি মহাসেতু।

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ,

নিখিল-জগত-সৃজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে !
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে !

(চতুর্থ শাখা)

অতি ভয়ঙ্কর, অন্ধকারময়,
পাপভোগ-ভূমি বিষম নিরয় ;—
কোথাও জ্বলন জ্বলে ধক্ ধক্,
তীক্ষ্ণ অসি-ফলা করে চক্ মক্ ;
অশনির পিঠে অশনির সারি
অবিচ্ছেদে পড়ে গরজি' হুঙ্কারি' ;
মুহুর্মুহু হয় শোণিত বর্ষণ,
ঘনে ঘনে ঘনে হ'তেছে ঘর্ষণ ;
অনন্ত ঝটিকা নিয়ত বহি'ছে,
শন্ শন্ ধ্বনি চৌদিকে ছুটি'ছে ;
নরকবাহিনী নদী বৈতরণী
ঝড়ে উথলিয়া করে ঘোর ধ্বনি ;
সুবিশাল দেহ. নাহি যায় দেখা
কোন্ খানে কোন্ ভূমিতল-রেখা ;
জলের বদলে শোণিতের রাশি
ফেন সহ ঘন উঠি'ছে উচ্ছ্বাসি' ।
একে অন্ধকার নরক-আগার,
বৈতরণী তাহে শোণিত-ভাণ্ডার ;
ফেনকের রাশি ভাসে তদুপরে,
যেন ভয়ঙ্করী কালী-কলেবরে
রক্ত জবারাশি র'য়েছে শোভিয়া,
বিশদ চন্দন শরীরে মাখিয়া।
সূচী-অগ্র-মুখ কণ্টকের বন
র'য়েছে কোথাও, ঘোর দরশন !
কোথাও বিষম পূতিগন্ধ উঠে,
ঝটিকা-তাড়নে চারি দিকে ছুটে।
কীট-জর্জ্জরিত পচা দেহরাশি
শোণিত-প্রবাহে কোথা' যায় ভাসি' ;
লৌহচঞ্চুময় বায়সের দল
বসি' তদুপরে নাশে ক্ষুধানল।
অজগরকুল, বিষের আধার,
কোথাও করিয়া ফণা সুবিস্তার,
বিষ-মুখ-দাঁতে মহাপাপিগণে
জর্জ্জরিত করে গভীর দংশনে।
ভয়ঙ্কর-কায় যমদূতগণ
পাপিকুলে কোথা' করি'ছে পীড়ন ;—
কা'রে অগ্নি-হ্রদে দিতেছে ফেলিয়া,
কা'রে পদাঘাতে ফেলি'ছে দলিয়া ;
বড়শী বিঁধিয়া কাহারো জিহ্বায়,
আকাশে লইয়া নিয়ত ঘুরায়।
হস্ত পদ কা'রো করিয়া বন্ধন,
উন্নত ভূধরে করি' আরোহণ,
সবলে ভূতলে ফেলি'ছে আছাড়ি' ;
কাহারে বিঁধি'ছে তীক্ষ্ণ শর ছাড়ি'।
মহাপাপ-ফলে মহাপাপিগণ
এইরূপে করে যাতনা ভুঞ্জন ;
রোদনের নাদে আকাশ ফাটায়,
শাজার জ্বালায় ভূতলে লুটায় !
অহো, কি বিষম দৃশ্য বিভীষণ !
অহো, কি ভীষণ নরক ভুবন !
কিন্তু, দয়াময়, অখিলের পতি,
তব পদে যা'র অবিচল মতি,
তব পদ ছাড়া অন্তর যাহার
অসার সংসারে নাহি ভাবে সার,
যে জন তোমারে প্রতি পলে পলে
ভক্তি সহ ভাবে হৃদয়-কমলে ;
এ ঘোর নরকে আনিতে তাহারে
শমনের দূত কখন কি পারে ?
যদি এক হয় অসংখ্য শমন,
কি সাধ্য নিকটে করিতে গমন ?
তব ভক্ত জন তব কৃপা-বলে
নির্ব্বিবাদে যায় সুখ-রাজ্যে চ'লে।
ধন্য তুমি, দেব, ধন্য দয়াবান্,
অকপট ভক্ত-কুল-পরিত্রাণ !

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ,
নিখিল-জগত-সৃজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে !
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে !

(পঞ্চম শাখা)

হৃদয় খুলিয়া ভক্তি-ফুল-হারে
যেই জন সদা পূজয়ে তোমারে,
ধন্য সেই জন এ বিশ্বমণ্ডলে,
সুখ-রাজ্যে যায় তব কৃপাবলে।
সে সুখের রাজ্য, আহা, কি সুন্দর,
চিরজ্যোতির্ম্ময়, শান্তির আকর !

রবি তথা নাই, শশী তথা নাই,
অথচ আলোকে পূর্ণ সব ঠাঁই ;
কিসের সে আলো ? তোমারি কিরণ,
দিবা নিশি তথা একই বরণ।
সুবৃত্তি ব্যতীত, কুবৃত্তির লেশ
নাহি সেই রাজ্যে ; আনন্দ অশেষ।
সে সুখের রাজ্যে তরুলতাগণ
মর্ত্ত্য লোক মত নহে কদাচন ;
চিরফলফুলে শোভি'ছে সুন্দর,
চিরকিসলয়ে শোভে কলেবর ;
বিবিধ জাতীয় সুরভি অক্ষয়
সে সুখের রাজ্যে চিরকাল বয়।
চিরসুধাময়ী চারু তরঙ্গিণী
চিরকাল তথা মৃদু প্রবাহিণী।
বিশুদ্ধ প্রণয়, বন্ধুতা সরল,
(নরলোকে যাহা অতীব বিরল)
ভকতি-নির্ঝর, করুণা অমল,
সরলতা, স্নেহ, মমতা কোমল
সে সুখের রাজ্যে চিরবিরাজিত।
ধন্য সেই দেশ, তোমার রচিত।
আরো কত তথা কল্পনা-অতীত
সুখের জিনিষ চির সুশোভিত ;
কে পারে বর্ণিতে, সাধ্য আছে কা'র ?
তোমার রচনা—অনন্ত—অপার।
হৃদয় খুলিয়া ভক্তি-ফুল-হারে
যেই জন সদা পূজয়ে তোমারে,
এ বিশ্বমণ্ডলে, ধন্য সেই জন,
সে সুখের রাজ্য তাহার কারণ।
মহাজন সেই মানবের কুলে,
ত্রাণ লভে সেই ভব-নদী-জলে।
মরণের পর, প্রসাদে তোমার
ধরে সেই জন দেবের আকার ;
তব ভক্ত ব'লে অমর-সমাজে
অমরতা লভি' হরিষে বিরাজে।
ধ্রুব আদি তব প্রিয় ভক্তগণ
প্রমাণ ইহার, পুরাণ-লিখন।

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ নিবারণ,
নিখিল-জগত-স্বজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে !
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে !

(ষষ্ঠ শাখা)

কীর্ত্তিরাজি তব অনন্ত অমর,
ক্ষমতা তোমার ব্যাপ্ত চরাচর।
স্বর্গ তব শির, ধরা পদদ্বয়,
লোম-কূপ তব নক্ষত্র-নিচয়,
নিশ্বাস প্রশ্বাস তব সমীরণ,
অশনি-নিনাদ তব গরজন,
রবি শশী তব যুগল নয়ন,
ভূধর-গহ্বর তোমার শ্রবণ,
দন্তপাঁতি তব পর্ব্বত নিকর ;
গভীর সাগর, তোমার উদর ;
উচ্চ গিরি-চূড়া নাসিকা তোমার ;
তরু লতা তব চিকুর সম্ভার ;
অনল তোমার দেহের উত্তাপ ;
জগতসমষ্টি তোমার প্রতাপ।
এ হেন তোমার বিরাট-আকার ;
ভয় ভক্তি সহ করি নমস্কার।

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ,
নিখিল-জগত-স্বজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে !
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে !

(সপ্তম শাখা)

তুমি চারি বেদ, আঠার পুরাণ,
শাশ্বত অমেয় পুরুষ-প্রধান ;
তুমি ন্যায়-তত্ত্ব, সাংখ্য, পাতঞ্জল,
তুমি হে বিজ্ঞান, দর্শন সকল ;
তুমি ছন্দ, কল্প, তুমি ব্যাকরণ,
তুমি তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ-বিবরণ।
মানবের তুমি জ্ঞানের অতীত,
অথচ র'য়েছ হৃদয়ে নিহিত ;
তুমি পরব্রহ্ম, তুমি নিরঞ্জন,
তুমি নিরাকার, সত্য সনাতন ;
তুমি অদ্বিতীয় অথচ বহুল,
ঘটে ঘটে যথা তপনমণ্ডল ;
তোমার মহিমা বুঝিবার তরে,
কত যোগী ঋষি ভূধর-কন্দরে
নিরাহারে বসি' তোমারে ধেয়ায়,
তবু কি যে তুমি, সে তত্ত্ব না পায়।

তোমারি প্রদত্ত মানব-জীবন,
তোমারি প্রদত্ত চিন্তাশীল মন,
তোমারি প্রদত্ত বিচার, ধারণা,
তোমারি প্রদত্ত সাধনা, চেতনা ;
কিন্তু তবু, দেব, তোমার তদন্ত
করিতে মানব অপটু নিতান্ত।
মৃত্যুজরাহীন অমর নিকর
জানে না তোমারে ; সামান্য অপর।
কি যে তুমি, তাহা তুমিই বিদিত,
কি সাধ্য তোমারে জানে নর-চিত ?
ধন্য তুমি, দেব, ধন্য শক্তি তব,
কি সাধ্য কল্পনা করে অনুভব ?
তোমারে বুঝিতে অবনীমণ্ডলে
লাগিতেছে ধাঁধা দার্শনিক দলে ;
তবুও তোমারে বুঝিতে না পারে।
আজন্ম ঘুরি'ছে বিষম আঁধারে।
এমন যে তুমি, তোমার চরণে
কোটি প্রণিপাত ভক্তিযুত মনে।

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ,
নিখিল-জগত-স্বজন কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে !
অগতির গতি, পতিত-পাবন,
অ[illegible]লের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে।

(অষ্টম শাখা)

রবি শশী তব মহিমা গাই'ছে,
তব গুণগানে তটিনী ধাই'ছে ;
ভূধর কানন পাদপ অনিল,
মরুভূ ঝরণা সাগর সলিল,
আকাশ পাতাল তারকা বিজলী,
পশু পক্ষী কীট মানব-মণ্ডলী—
গাই'ছে তোমার শকতি-মহিমা,
অপার করুণা অতুল গরিমা,
অপক্ষপাতিতা মমতাপরতা ;
তুমি বিশ্ব মাঝে সবার বিধাতা।
স্বর্গে তব গুণ দেবগণ গায় ;
দীপ্ত গ্রহগণ গগনের গায় ;
ভূমে তব গুণ গায় নরগণ ;
পাতালে বাসুকী সহস্র আনন।
করি' প্রণিপাত চরণে তোমার,
সমাদরে ল'য়ে ভক্তি-ফুলহার
তব পদযুগে করি অরপণ,
সদয় হৃদয়ে কর হে গ্রহণ।
কৃতজ্ঞতারূপ অমল চন্দন
তব পদমূলে করি হে লেপন।
ভুলেও, তোমার চরণ ব্যতীত
পাপে যেন মম নাহি ধায় চিত।
য'দিন জীবিত থাকিব ধরায়,
জিহ্বা যেন তব গুণগান গায়।
স্থান দান ক'র চরমে চরণে,
মৃত্যুকালে যেন না হেরি শমনে।

(সমবেত গীত)

জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ,
নিখিল-জগত-স্বজন-কারণ,
দুখি-জন-দুখহারী হে !
অগতির পতি, পতিত-পাবন,
অখিলের পতি, শমন-শাসন,
পরম দয়ালু, জীবের জীবন,
অতুল কুশলকারী হে !

ভারতে যুবরাজ।

[প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের শুভাগমনোপলক্ষে রচিত]

"Hail, royal prince !"
SHAKESPEAR.

"Pity the poet's and ploughman's cares ;
Int'rest thy greatness in our mean affairs,
And use thyself betimes to hear and grant our pray'rs."
DRYDEN'S *Virgil.*

১

রজনী প্রভাত ; কেন অকস্মাৎ
ভারতের মুখে হাসি প্রতিভাত ?
জনম অবধি হেরিনি নয়নে
এ মধুর হাসি ভারত-বদনে,
হেরিলাম আজি তায় রে ;
ভারত জননী মলিন-বদনা,
বহু দিন হ'তে সহি'ছে বেদনা !
তা'রি মুখে হাসি ? এ কি অঘটন !
অবাক্ হইনু, বুঝি না কারণ,
কে বুঝা'বে—ক'ব কা'য় রে ?
গগন ছাইয়া উঠে কলরব ;
আনন্দে মেতেছে ভারত-মানব ;
আজের ভারত সে ভারত নয় ;
নূতন ভারত ভারতে উদয়,
এমনি ওই দেখায় রে !
এ কি রে প্রকৃত ? অথবা স্বপন ?
কিম্বা মায়াবীর মায়ার স্বজন ?
কিছুই বুঝি না ; কিন্তু বুঝিবার
বাসনা জাগিল হৃদয়ে আমার ;
বুঝিবারে চিত চায় রে।

২

জান যদি কেহ, জানাও আমায়,
ভারত হাসিল কিসের তরে ?
চির দুখ স'য়ে, পাগলিনী হ'য়ে,
বুঝি রে ভারত এমন করে ?
ভারত হাসিল কিসের তরে ?

৩

অনুদিত শশী, অমার তামসী,
আজি পৌর্ণমাসী শশাঙ্ক-কোলে,
অকস্মাৎ এ কি, কেন হেন দেখি ?
কেন ভারতের আঁচল দোলে ?
ছিল যে আঁচল পড়ি' ভূতলে ?

৪

কেন রে ভারত উঠিয়া বসিল ?
কেন বা ঝাড়ি'ছে গায়ের ধূলি ?
মুছিয়া নয়ন, চাহে ঘন ঘন
সাগরের পানে শিরস তুলি' ?
পূর্ব্বভাব সবি গেল রে ভুলি'।

৫

দেখে ভাব-গতি, বোধ হয় মনে,
ভারত হইল উনমাদিনী !
তা' যদি না হ'বে, কেন দেখি তবে
হেন বেশ, যাহা কভু দেখিনি ?
ভারত হইল উনমাদিনী !

৬

অধীনতা-বিষ নিমেষে নিমেষে
ভারতের দেহে প্রবেশ করি',
দূষিল শোণিত, নাশিল সম্বিত,
ধীরতা বীরতা লইল হরি'।
তাই রে ভারতে এমন হেরি !

৭

দুখিনী ভারত সাত শ' বরষ
ভাবিয়া সহিয়া পর-বশতা,
হইল এমন, বুঝিনু কারণ ;
নিদাঘে শুকা'ল কনক-লতা,
ভাবিয়া সহিয়া পর-বশতা !

৮

ক্ষেপার লক্ষণ হেরি সমুদয়,
কাঁদিয়াছে কাল, আজি রে হাসে !

যাতনা-দহন-দহিত-হৃদয়
অতুল আনন্দ-সাগরে ভাসে!
নিরখি' এ সব কি মনে আসে?

৯

যা' ভাবি'ছ মনে, ভারত তা' নয়;
ভারত জননী, দুখিনী বটে;
কিন্তু পাগলিনী কে তোমারে কয়?
কোন্ মূঢ়, ছি ছি, এ কথা রটে?
কে ভাবে এ কথা মানস-পটে?

১০

চেয়ে দেখ ওই, নয়ন তুলিয়া,
যুবরাজ আ'জ ভারত মা'রে
এলেন দেখিতে, তাই হৃষ্ট চিতে
ভারত ভাসিল সুখের সরে,
মলিন বদনে সুহাস ঝরে!

১১

বরষার শেষে সুনীল আকাশে
শরতের চাঁদে পাইলে যথা
সুখী চকোরিণী; আজি রে তেমনি
সুখিনী দুখিনী ভারত-মাতা,
ভুলিল যতেক হৃদয়-ব্যথা।

১২

বহু দিন হ'তে আশা ছিল মনে;—
যুবরাজ যদি কখনো আসে,
হৃদয়-বেদনা, হৃদয়-যাতনা
খুলিয়া কহিবে তাঁহার পাশে;
যুবরাজ যদি কখনো আসে।

১৩

আর্য্যকুলপ্রসূ ভারত জননী
যুবরাজে আজি পেয়ে সমুখে,
প্রশংসি' ধাতায়, মধুর কথায়,
তাই রে, জাগিল হসিত মুখে;
দুখিনী ভারত ভাসিল সুখে!

১৪

(গীত)

যোগিআ—আড়াঠেকা।

(১)

আয়, রে ভারতবাসি! আয়, রে সকলে আয়;
বিলম্বে কি প্রয়োজন সময় বহিয়ে যায়।
আজি রে প্রসন্ন বিধি, ফিরিল বিধির বিধি;
সে হেতু অমূল নিধি হেরিব, কি সুখ তা'য়!

(২)

হ'য়ে সবে একতান, করিহ মঙ্গল গান
লহ করে দুর্ব্বা ধান শিরসে দিতে;—
হইয়ে যতন-পর সবে আয়োজন কর;
বসন ভূষণ পর, সময় হইল প্রায়।

(৩)

তড়াগ-সলিল থেকে পদ্ম তুল দেখে দেখে;
চন্দন তাহাতে মেখে, সাজাও সাজী;—
বিকচ কুসুম-থর যতনে চয়ন কর;
গাঁথিয়ে নধর হার, অগুরু মাখাও তা'য়।

(৪)

ভরিয়ে জাহ্নবী-বারি, পূর্ণঘট সারি সারি
বসাও, হরিষ মনে মঙ্গল আশে;—
ফুলমালা দ্বারোপরে সাজাও যতন ক'রে,
সাজাও কদলী-তরু রাজ-শুভ-কামনায়।

(৫)

মিলিয়ে ভারতবাসী, ঝাঁঝর কাঁসর কাঁসী,
মৃদঙ্গ, রবাব, বাঁশী বাজাও সবে;—
ঐকতান বাদ্য সহ মাঙ্গলিক গান গাহ;
এ হেন সুখের দিন সামান্যে কি পাওয়া যায়?

(৬)

কখনো দেখিনি যাহা, আজি রে দেখিব তাহা;
সুভাগ্য এমন কা'র জগতে আছে?—
শাস্ত্রীয় বিধান এই;— যে ভূপতি বিভু সেই;
আজি ভাবিভূপে হেরি', হেরিব রে বিধাতায়;

(৭)

যা'র যা' মানসে আছে, ক'ব ভাবিরাজ কাছে;
সুখ দুখ একে একে জানা'ব সবি;—
সওয়া শ' বরষ প্রায় যেরূপে সময় যায়
ভারতে বৃটনাধীনে, সকলি কহিব তাঁ'য়!

(৮)

আয়, রে ভারতবাসি! আয়, রে সকলে আয়;
বিলম্বে কি প্রয়োজন, সময় বহিয়ে যায়।

১৫

তুলিয়া নয়ন, কর নিরীক্ষণ,
দিলা দরশন কুমার আজি!
ছাড়িয়া স্বনন, পূরিয়া গগন,
মধুর বাদন উঠিল বাজি'।
শুভ আগমন, শুভ দরশন,
সফল নয়ন, সফল সবি;
হেরি' যুবরাজে, সাজি' নব সাজে,
আজি রে বিরাজে প্রকৃতি ছবি!
দুখিনী যেমন পাইলে রতন,
হরিষ-সাগরে ভাসিয়া যায়;

ভারত জননী আজি রে তেমন
পেয়ে মহামণি হরিষে চায় !
নিপীড়িত কোল হইল শীতল;
হইল উজল কুমারে ধরি' ;
অজস্র হিলোলে আমোদ উথলে,
ধরে না হৃদয়ে—পড়ি'ছে ঝরি' !

১৬

রাজবাদ্য বাজে, গভীর আওয়াজে
সধূম আগুন উগারে কামান ;
আকাশ ছাইয়া, নয়ন রঞ্জিয়া
উড়ে পত পত রঙিলা নিশান।
সেনা সারে-সার, তুরঙ্গ-চীৎকার,
ঝকে তরবার রবির কিরণে ;
আশে পাশে পাছে, নয়নের কাছে
চলি'ছে শকট বিচিত্র গমনে।
যুবরাজবরে হেরিবার তরে,
ছুটে নরগণ হরষিত মনে ;
"শুভদিন আজ, জয় যুবরাজ !"
ধ্বনিত এ কথা সবার বদনে।

১৭

এস এস, যুবরাজ, রাজকুলধন,
হেরিতে তোমায়
বহুদিন আশা ছিল, আজি বিধি পূরাইল,
এমন সুদিন ভাগ্যে হয় কি ঘটন ?
ভারত-ভবিষ্য-রাজ ! নিরখি' তোমায় আজ,
ভারতের ত্রিশকোটি দীন প্রজাগণ
ভুলিল যতেক দুখ, আনন্দে মগন !
এমন সুদিন ভাগ্যে হয় কি ঘটন ?

১৮

আনন্দ-আকর তুমি, তব দরশনে
ভারতবাসীর
নির্জীব পীড়িত চিত আজি মহা-আনন্দিত,
নিদাঘে পাদপ যথা বর্ষা পরশনে।
আনন্দ-আকর তুমি, তব দরশনে
সকলি আনন্দময়, সাক্ষাৎ আনন্দোদয়,
প্রকৃতি আনন্দময়ী, নিরখি নয়নে ;
নিরানন্দ অন্তর্হিত নিরানন্দ মনে,
তামস রবিরে হেরি' থাকিবে কেমনে ?

১৯

বহুদিন যা'রা দুখের পাথারে
পীড়িত হৃদয়ে বিষাদে সাঁতারে,
উঠিতে, বসিতে, শয়ন করিতে,
দেখিতে, শুনিতে, যাইতে, ভাবিতে
অসহ্য যাতনা মানসে জাগি'ছে,
শত শেলাঘাত হৃদয়ে লাগি'ছে !
তপত শোণিত শীতল হ'য়েছে,
জীবনের সুখ সকলি গিয়েছে ;
আজি তা'রা তব আগমনে,
নিরখ, কুমার ! বারেক নিরখ,
কত সুখী, হৃদে উথলে পুলক,
তব দরশনে, হরষিত মনে
রেখেছে নয়ন তোমার নয়নে ;
টলে না নয়ন, চলে না চরণ
তব দরশনে, আনন্দে মগন।
তোমারে দেখিয়া, হৃদয় খুলিয়া,
যাতনা, বেদনা সুদূরে ঢালিয়া,
রাখি'ছে আনন্দ যতনে তুলিয়া,
অধীনতা-দুখ গিয়াছে ভুলিয়া,
আজি তা'রা তব আগমনে।

২০

যে ভারতবাসী তোমারে লইয়া,
'জয়' রব তুলে গগন ছাইয়া ;
কোন্ মূঢ় বলে রাজদ্রোহী তা'রা ?
রাজদ্রোহী বলে, রাজদ্রোহী যা'রা।
ভূপে যা'রা ভাবে দেবের মতন,
তা'রা রাজদ্রোহী—এ কথা কেমন ?
রাজদ্রোহী হ'লে তব আগমনে,
কেন সুখী হ'বে হসিত বদনে ?
বারেক, কুমার, চেয়ে দেখ ওই,
রাজদ্রোহী নয়, রাজ-ভক্ত বই,
আজি তা'রা তব আগমনে।
ভূপতি পূজিতে যে সকল চাই,
এ ভারতে আর সে সকল নাই !
বহু দিন হ'ল সকলি গিয়েছে,
রতন-বিহীন কৌটা র'য়েছে !
তা'তেই ভারতবাসীরা তোমায়
ভকতি-হৃদয়ে পূজিবারে ধায়।
কৃতজ্ঞ এমন আছে কি ধরায় ?
ভকত এমন দেখেছ কোথায় ?
দীনা ভারতের দীন সুতগণ
কৃতজ্ঞ, ভকত নিরখ কেমন,
আজি তা'রা তব আগমনে।

২১

কুমার ! তোমার আগমনে,
সুপ্রভাত ভারত-ভবনে।
পূরব আকাশে কিবা ছড়া'য়ে অরুণ বিভা,
ছুটে রবি তব দরশনে !

নানাগতি শীতল পবন
পেয়ে আজি তব দরশন,
আনন্দে অধীর হ'য়ে, ফুল-পরিমল ল'য়ে,
তব শিরে করে বরিষণ।
স্বভাবের গায়ক চতুর
তব দরশনে সুমধুর
গাই'ছে মঙ্গল-গান, সুধায় পূরি'ছে কান,
বরষি'ছে আনন্দ প্রচুর।
পুণ্যবতী স্রোতস্বিনিচয়
লহরী দুলা'য়ে আজি বয়;
আজি বিন্ধ্য, হিমালয় অতুল আনন্দময়,
"জয় জয়, কুমারের জয়।"
হিমাচল কুমারিকা'বধি
নাহি আজ সুখের অবধি;
আজের ভারতভূমি দেবের ত্রিদিব-ভূমি,
আজের জলধি ক্ষীরোদধি।
নিরানন্দ ভারত-ভবনে,
যুবরাজ, তব দরশনে

সাক্ষাৎ আনন্দ আজি অমর-জ্যোতিতে সাজি',
বিরাজিত অচল চরণে।
নির্ঝরে আনন্দ ঝরে, কুসুমে আনন্দ ক্ষরে,
মেঘ-কোলে আনন্দ বিকাস;
সলিলে আনন্দ নাচে, আনন্দ খেলি'ছে গাছে,
লতিকায় আনন্দ-বিলাস।
স্পনে আনন্দ খেলে, তরঙ্গে আনন্দ দোলে,
আনন্দ বহি'ছে সমীরণে;
আনন্দের উচ্চ রবে, ভূধর-গহ্বর রবে,*
ধাইতেছে আনন্দ গগনে।
অলক্ষ্যেতে প্রতিধ্বনি, (অথচ নিকটে শুনি)
আনন্দে লইয়ে করে খেলা;
দুখের ভারত দেশ আনন্দিত-একশেষ,
আজি যেন আনন্দের মেলা।
যে দিকে ফিরিয়ে চাই, আনন্দে দেখিতে পাই,
আনন্দেতে পূরেছে নয়ন;
তবে বাকী কিবা আর? সকলি আনন্দাকার,
আনন্দের ভারত-ভবন।
ভবিষ্য-ভূপাল, তুমি অশেষ আনন্দ-ভূমি,
ভারত জননী আজি তাই
ভুলেছে দুখের ওর, আনন্দে হ'য়েছে ভোর,
নিরানন্দ একটুও নাই।
ভারত দুখিনী বটে, কিন্তু আজি চিত্তপটে,
ওই দেখ, আনন্দ অঙ্কিত;
বিশ্বের আনন্দ যত হ'য়ে আজি একীভূত,
ভারত-অন্তরে বিরাজিত।
ভারতের দীন সুতগণ
লভি' তব শুভ দরশন,
"জয়, যুবরাজ, জয়!" আনন্দে সকলে কয়,
উর্দ্ধে করি' কর প্রসারণ।
আনন্দের ভারত-ভবন।

২২

কুমার! তোমার আজি দরশন পাইয়ে,
তোমার মঙ্গল-গান মন খুলে গাইয়ে,
ভুলেছি যতেক দুখ, স্বর্গের কল্পিত সুখ
ভুলেছি, ভুলেছি সবি তোমা ধনে হেরিয়ে;
ভারতে আনন্দ-ধারা যায় আজি বহিয়ে।

২৩

কিন্তু গুটিকত কথা নিবেদন করিব,
তোমা বই কা'রে কই? কা'রেই বা হেরিব
ভারতের হিত-আশী, ভারতের দুখ-নাশী?
বিপদে আশ্বাসভাষী কা'রেই বা পাইব?
তোমারে পেয়েছি আজ, তোমারেই কহিব।

২৪

শুনিনু যে দিন, তুমি এইখানে আসিবে,
করুণা-কটাক্ষ-পাতে আমা' সবে হেরিবে,
পীড়িত ভারত মা'রে সু-আশ্বাসে শান্তিবারে,
সুতাপিত কোল তাঁ'র শীতলিয়া বসিবে,
মধুর বচন-রসে ক্লেশরাশি নাশিবে।

২৫

আমরা সেদিন হ'তে রেখেছি তুলিয়া চিতে
সুদারুণ মনোদুখ—যত দূর পেরেছি;
ফেলিয়া হাজার কাজ, তোমারে জানা'তে আ'জ,
হৃদয়-কবাট খুলি' তব কাছে এসেছি!
বহুকাল দুখ পেলে, বিধি চা'ন মুখ তুলে,
"বিলম্বে সুফল ফলে" বুঝি আজ ফলিল;
বুঝি আজ দুখরাশি চির তরে চলিল।

২৬

কুমার! তোমার মা'র সুশাসিত ভারতে
সুখী হ'য়ে সুখী নই, এ দুখ কাহারে কই,
আমাদের মত কই দীন দুখী জগতে!
জননী তোমার, আর আমাদের জননী
মহারাণী ভিক্টোরিয়া, লক্ষ্মীরূপা রমণী;
তাঁ'র রাজ্যে করি' বাস, হই যদি হতাশ্বাস,
পীড়নে পীড়িত যদি হই দিন রজনী,
এর চেয়ে দুখী জাতি ধরে কি এ ধরণী?

২৭

সত্য বটে, যবনের অত্যাচার-প্রবাহে
ভারতের একশেষ হ'য়েছিল মহাক্লেশ;
সত্য বটে, হিন্দুজাতি প্রপীড়ন-প্রবাহে

* আনন্দের উচ্চ শব্দে ভূধরের গহ্বর শব্দ করে।

বহুদিন জ্বলিয়াছে, বহুদিন সহিয়াছে
নরক-যাতনা !
সত্য বটে, ভাগ্যবলে, সে জ্বালা বিস্মৃত-জলে
ডুবিয়াছে ; কিন্তু তবু আজো মনোবাসনা
পূর্ণ কই ? কাঁদে ওই হিন্দু নর, ললনা !
২৮
কুমার ! বারেক শুন, বিদারি' গগন হে,
তব শুভ আগমনে, আনন্দের স্বনিক্বণে
ভারত-সুতেরা আজি হ'য়েছে মগন হে ;
কিন্তু ওই মাঝে তা'র, করহ শ্রবণ হে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বয়, আধ কথা মুখে রয়,
দুখে কণ্ঠ অবরোধ করি'ছে রোদন হে !
এত সুখে দুখ কেন ? আছে যে কারণ হে !
২৯
সে কারণ বলিব না,—বলিব না তোমারে,
আকার ইঙ্গিত দেখে, নয়নে নয়ন রেখে,
ভাবিয়া বুঝিয়া লও নিজ চিত মাঝারে।
যে গর্ভে জনম তব, তাহে হয় অনুভব,
নিজেই বুঝিবে তুমি সূক্ষ্মতম বিচারে
ভারতবাসীর দশা এ ভারত-আগারে !
৩০
অস্থি হ'য়েছে সার দুখিনী ভারত-মা'র,
অশ্রুনীরে অনিবার ভাসি'ছে মলিন মুখ !
তবুও তোমায় পেয়ে, আজি পুলকিত হিয়ে,
বারেক নিরখ চেয়ে, ভুলেছে সকল দুখ।
অপার দুখের পরে, অপার আনন্দ-ভরে
দুখিনী ভারত-মাতা চাহে তব মুখপানে ;
মুহুর্মুহু যে আশায় স্থির দৃষ্টে তোমা' চায়,
সে আশা পূরা'য়ো তাঁ'র করুণা-কটাক্ষ-দানে।
দেশে গিয়ে জননীরে জানাইও ধীরে ধীরে
ভারত মায়ের দশা, করিলে যা' নিরীক্ষণ ;
পীড়িত প্রজার দশা, ক'র তাঁ'রে নিবেদন।
৩১
কয়ো তাঁ'রে সযতনে, ভারত-সন্তানগণে
করুণা-কটাক্ষ-দানে একবার হেরিতে ;
তিনি না করিলে দয়া, কোথায় পাইব ছায়া !
তাপিত-হৃদয়-জ্বালা কে পারিবে হরিতে ?
তোমার জননী যিনি, আমাদেরো মাতা তিনি,
তবে কেন আমা' সবে না দেখেন চাহিয়া ?
তুমি তাঁ'র স্নেহভাগী ; আমরা কিসের লাগি'
সে স্নেহে বঞ্চিত রহি, দুখ হৃদে সহিয়া ?
অতএব, যুবরাজ ! ক'র ক'র এই কাজ,
মায়ের উচিত যাহা, ব'ল তাঁ'রে করিতে ;
ব'ল তাঁ'রে সযতনে, ভারত-সন্তানগণে
করুণা-কটাক্ষ-দানে একবার হেরিতে।
তিনি না করিলে দয়া, কোথায় পাইব ছায়া ?
পীড়িত-হৃদয়-জ্বালা কে পারিবে হরিতে ?
মায়ের উচিত যাহা, ব'ল তাঁ'রে করিতে।
৩২
দুখরাশি দূরে যা'বে, অতুল আনন্দ হ'বে,
ভাবীতে ভাবিতে আর হইবে না বিষাদ ;
এ হেতু মিনতি করি, কয়ো তাঁ'রে সুবিবরি'
আমাদের নিবেদন ;—পাই যেন প্রসাদ।
ভুলেছি দুখের ভাব, বিষাদে হরিষ লাভ
আমাদের আজি ; যেন পূর্ণ হয় কামনা ;
তুমি না কহিলে তাঁ'রে, কে আর কহিবে তাঁ'রে,
আমা' সবে আত্ম ব'লে কে করিবে গণনা ?
এ হর্ষে বিষাদ হ'লে, মরিব সকলে মিলে,
দুখিনী ভারত-মাতা পাগলিনী হইবে !
জীবন বাহির হ'বে, কেবল কঙ্কাল র'বে,
"সোণার ভারত" ঘোর মরুভূমি হইবে !
৩৩
এই হেতু কায়মনোবচনে তোমার কাছে
করিলাম নিবেদন, পূরে যেন আকিঞ্চন,
অভাগা জাতির বন্ধু তুমি বই কে বা আছে ?
চাক্ষুষ দেখি'ছ যাহা, চাক্ষুষ কহিও তাহা
দয়াময়ী জননীরে ;
এ হেতু হৃদয়-ব্যথা, এ হেতু দুখের কথা
কহিতেছি বার বার, কি জানি গো ভুল পাছে।
৩৪

প্রার্থনা।

(গীত)

কল্যাণী—একতালা।

ঈশ হে তোমার করুণা অপার ;
তোমারি প্রসাদে ভারত মাঝার
হেরিনু কুমারে, এর চেয়ে আর
কি সুখ জগতে দেখিতে পাই ?
বিশ্ব সুখী যথা তোমার শাসনে,
সেইরূপ আশা করি মনে মনে,
সুখী হোক সবে ভারত-ভবনে
রাণীর প্রসাদে, বাসনা তাই।
বিলাতের প্রজা সুখী যেই মত,
আমাদেরো আশা জাগে সেই মত ;
অধীন হ'য়েও স্বাধীনের মত
কাহার থাকিতে বাসনা নাই ?
মহারাণী সহ রাজ-পরিবারে,
ভারতের ভাবী ভূপতি কুমারে
আয়ুষ্মান্ কর সুখ দান ক'রে,
ইহাই তোমার চরণে চাই।

[পরিশিষ্ট।]

ভারতের প্রতি ইংলণ্ড।*

১

"অতল অকূল সুনীল জলধি
উচ্চ বীচি তুলি' গর্জ্জে নিরবধি;
নীল বক্ষ তা'র বিদারি' সবলে,
বিজ্ঞান-প্রসূত ইংরাজ-কৌশলে
"সিরাপিস্" পোত ছুটি'ছে ওই;
রবির কিরণে; চাঁদের কিরণে,
লৌহ-নিরমিত চাকার চরণে,
উন্মত্তের প্রায়, তীর-বেগে ধায়,
লক্ষ্য প্রতি যেন খগপতি ধায়,
"সিরাপিস্" পোত ছুটি'ছে ওই।

২

"চাকার তাড়নে, প্রহার-পীড়নে
গরজে জলধি ভীম গরজনে;
খণ্ডিত লহরী পুন খণ্ড হ'য়ে,
ঘাতপ্রতিঘাতে ফেলে মিশাইয়ে,
গড়াগড়ি দেয় সাগর-জলে;
তুষার-জিনিত শাদা শাদা পাল
সমীরণ-স্ফীত, বিশাল বিশাল।
জলস্তম্ভ সম শরীর প্রকাশ,
গুণবৃক্ষগুলি ছুঁ'য়েছে আকাশ;
"সিরাপিস্" ওই সবেগে চলে।

৩

"নলমুখে ধূম গগনে ক্ষেপি'ছে;
নলমুখে জল জলে উগারি'ছে;
মনের উল্লাসে তরঙ্গ কাটিয়া,
তন্ন তন্ন করি' সলিল ঘাঁটিয়া,
"সিরাপিস্" ছুটে তোমার পানে।
উঠ এই বেলা উঠ, বিষাদিনি,
উঠ এই বেলা, আর্য্য-প্রসবিনি!
বুঝি পৌর্ণমাসী অমার যামিনী
হইল তোমার, ভাবি গো মনে।

৪

"তোমার আমার যিনি গো ঈশ্বরী,
সেই ভিক্টোরিয়া আশীর্ব্বাদ করি',
হৃদয়-রতনে অতীব যতনে,
"সিরাপিসে" ওই তব সন্নিধানে
পাঠাইলা; দেখ নয়ন তুলি'।
আমারে করিয়া তমস-আবৃত,
প্রতীচীর শশী প্রাচীতে উদিত;
আর কেন, দিদি, তবে বিষাদিত?
মুদিত নয়ন কর উন্মীলিত,
চির দুখরাশি যাও গো ভুলি'।

৫

"ওই দেখ, দিদি, নিকটে তোমার,
"সিরাপিস্" হ'তে নামিয়া কুমার
দাঁড়াইল; যেন ম্লান লতা-পাশে
নব বিকসিত কিসল প্রকাশে;
সুধীরে উঠিয়া কুমারে ধর।
সুতাপিত ক্রোড়ে মলিন অঞ্চল
(শতগ্রন্থিময়—তালিই কেবল!)
বিছা'য়ে যতনে বসাও কুমারে,
অভিষেক কর নয়নাশ্রু-ধারে,
একে একে দুখ প্রকাশ কর।

৬

"তব সুতগণে (তাঁহারা আমার
ভগিনী-নন্দন) নিকটে তোমার
এই বেলা ডাকি' কহ সবাকারে,
যেন তব সহ অশ্রু-জল-ধারে
তিতিয়া দাঁড়ায় কুমার-পাশে।
অসহ্য যাতনা—মনের বেদনা—
যতগুলি আছে মনের বাসনা,
যেন সকলেতে অনর্গল চিতে,
অনা'সে কুমারে পারে নিবেদিতে,
কহ তা' তা'দিগে মধুর ভাষে।

৭

"বল গো ভগিনি, ডাকিয়া সবায়,
বাহ্য আড়ম্বরে নাহি যেন ধায়,
আতসবাজিতে—তামাসা-খানায়
ধনরাশি যেন বৃথা না উড়ায়,
একে কাঙ্গালিনী তুমি গো এবে!
তাহে পুন, হায়, এরূপ করিয়া,
আড়ম্বরে রাজভক্তি দেখাইয়া
কি লাভ হইবে? কি দুখ ঘুচিবে?
বহমান দুখ আবহ রহিবে,
সত্য কি না, মনে দেখ গো ভেবে।

৮

"যে জ্বালায় তুমি সাত শ' বরষ,
নয়নের নীর নিয়ত বরষ;
সে যাতনা আমি জানি সবিশেষ,
মনে হ'লে তাহা, হৃদয়প্রদেশ
আজো গো আমার কাঁদিয়া উঠে!

* পূর্ব্ব প্রবন্ধটী লিখিত হইবার কিছু দিন পরে ইহা লিখিত হয়। যদিও উহার সহিত ইহার অন্যান্য বিষয়ের কোন কোন অংশে ঐক্য নাই, কিন্তু বক্তব্যতা একই বলিয়া এখানে প্রকাশিত হইল।

এত সুখ, সব স্বপ্ন বোধ হয়,
চারি ধারে হেরি অন্ধকারময় ;
নরক মূরতি সাক্ষাত উদয়
হ'য়ে স্মৃতিপথে সুখ করে লয় ;
শত শত শেল হৃদয়ে ফুটে !

৯

"নিজে না ভুগিলে পরের বেদনা,
বল, গো ভগিনি, জানে কোন্ জনা ?
জ্ব'লেছি—ভুগেছি—কেঁদেছি অনেক ;
সুখ সহ দেখা হয়নি ক্ষণেক ;
সদাই হইত মরণ-আশা !
রোমকেরা যবে দারুণ প্রহারে
কোটি পদাঘাত করিল আমারে ;
ভুজ কণ্ঠ বাঁধি' লোহার শিকলে,
প্রতি পলে পলে শাসিত সুবলে ;
আজো দুখে কাঁদি স্মরি' সে দশা !

১০

"আশা হ'ত মনে, যদি দিবাকর
বরষি' অনল মম কলেবর
দগ্ধ করিতেন ; অথবা সাগর
গ্রাসি' অভাগীরে পূরিত উদর ;
অথবা অশনি পড়িয়া শিরে
দুখের জীবন করিত গ্রহণ ;
বাঁচিতাম, দিদি, তা' হ'লে তখন ;
অধীনতা-দগ্ধ শরীর অন্তর
হইত শীতল, হ'ত না জর্জ্জর,
ডুবিতে হ'ত না নয়ন-নীরে !

১১

"সে দুখের দিন নিয়তির বলে
গেছে বটে এবে অস্তের অচলে ;
স্বাধীনতা-সুখে এবে অবিরত
মগ্ন বটে, তবু আছে জাগরিত
রোম-প্রহারিত চরণাঘাত !
মনে মনে ভাবি, কালের কৌশলে
পুন সে কুদিন কবে ভাগ্যে ফলে ;
কাল-চক্র-গতি কভু নহে স্থির,
তীর হয় নীর—নীর হয় তীর ;
সবি চূর্ণ করে কালের দাঁত !

১২

"তুমি, গো ভগিনি, অগ্রজা আমার ;
আমি, গো ভগিনি, অনুজা তোমার ;
আমি যে তোমার আপনার হই,
ক্ষণেক ভে'ব না, আমি পর নই ;
তোমার প্রসাদে গৌরব মোর।
তব রত্নরাশি ভূষণ আমার ;
তব "কোহিনুর" (রতনের সার)
হৃদয় আমার উজলে কিরণে ;
উজলিত তাহা তোমার চরণে ;
আজি সে হীরক হ'য়েছে মোর।

১৩

"সত্য সত্য কহি, শপথ করিয়া,
তোমার প্রসাদে ভুবন জুড়িয়া
সুযশ আমার, তোমারি বিষয়ে,
ক্ষুদ্র আমি, এবে ধনবতী হ'য়ে,
হ'য়েছি তিলক ধরণী-ভালে ;
তোমারি প্রসাদে আমি ভাগ্যবতী ;
কিন্তু, সতি, এবে তুমি দীনা অতি,
এ দশা তোমার দেখিয়া নয়নে
বাস্তবিক কহি, দুখ পাই মনে,
নিরজনে ভাসি নয়ন-জলে !

১৪

"ভগিনি ভারত ! ভুবন মাঝারে
ধরার অমরা কহিত তোমারে ;
দেব-জ্যোতি-জালে বদন তোমার
উজল করিত ধরণী-আগার,
কমলা অচলা তোমাতে ছিল ;
বীর পুত্রচয়, বীরা পুত্রীচয়
গাইত তোমার মুক্তকণ্ঠে জয় ;
সুমধুর বাদ্য বাজিত সঘনে,
পূরিত গগন আনন্দ-নিক্বণে ;
অশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

১৫

"হায়, সে সুদিন এবে গো তোমার
নিশার স্বপন ; নাহি, দেবি, আর
সে অমর-জ্যোতি—সে সুখ-নিচয়
কালের দংশনে হ'য়েছে বিলয় ;
অধীনতা-বিষে জ্বলি'ছ এবে !
এ দশা তোমার দেখিয়া নয়নে,
বাস্তবিক কহি, দুখ পাই মনে,
কি ছিলে—কি হ'লে—কপালে তোমার
এত বিড়ম্বনা ছিল বিধাতার !
এর চেয়ে দুখ আছে কি ভবে ?

১৬

"রাজার ঘরণী, রাজ-সোহাগিনী,
রাজরাজেশ্বরী তুমি, গো ভগিনি !
আজি কি না তুমি পথ-ভিখারিণী
হইয়া কাঁদি'ছ মলিন মুখে !

অতি শোচনীয় এ দশা তোমার ;
সুধার বদলে গরল আসার
এবে হয় তব শিরে অনিবার !
সুখ অস্তগত—ডুবেছ দুখে !

১৭

"কেঁদ না, কেঁদ না, কেঁদ না কো আর ;
ছিন্ন অঞ্চলেতে মুছ অশ্রুধার ;
বিধাতা করুন, হউক তোমার
শুভ সংঘটন, ঘুচুক জ্বালা ;
যে অবস্থা মোর, কহি অকপটে,
বিধাতা করুন, যেন তব ঘটে ;
তোমার আমার পিতা এক বটে,
এক রক্ত আছে শিরায় ঢালা ;

১৮

"তবে বল দেখি, তুমি দুখ পেলে,
আমারো অন্তর যায় না কি জ'লে ?
আমার অধীনী তুমি, গো ভগিনি,
লজ্জা পাই শুনে এ নিঠুর বাণী,
কিন্তু কি করিব, কপাল-লেখা !
সে যা' হোক্, তুমি পূর্ব্বের মতন
পুন হও, করি এই আকিঞ্চন ;
আজ—নয় কাল—নয় কিছু পরে,
তব পূর্ব্ব দিন হইতেও পারে ;
কালের কৌশল থাকে কি ঢাকা ?

১৯

"গ্রীস, রোম, তুমি, মিসর প্রভৃতি
পুরাকালে ধরা উজলিয়া অতি,
বিহারিয়াছিলে ; তা'দের সহিত
তব সুখ-রবি হ'য়েছে স্তিমিত
কিন্তু গো তাহারা কালের বলে
অস্তমিত সুখ-রবির আবার,
(যদিও সুদূরে) উজল বিভার
পেতেছে আভাস ; তোমারো তেমন
সুখ-ভানু পুন ভাতিবে গগন
কালের রহস্য অবশ্য ফলে।

২০

"সূত্রপাত তা'র বুঝি এইবার,
অয়ি গো ভারত, হইল তোমার ;
পুত্রগণ সহ স্বাগতবচনে
ক্রোড়াসনে ধর মহিষী-নন্দনে ;
আশীর্ব্বাদী ফুল বরষ শিরে ;
এ হেন সুযোগ কখনো হ'বে না,
ভাগ্য-বলে পেলে, আর গো পা'বে না ;
এই বেলা কহ মনের বাসনা,
হৃদয়-বেদনা—হৃদয়-যাতনা
কহ যুবরাজে, কহ গো ধীরে।

২১

"প্রতি পলে পলে, প্রতি পদে পদে
পড়িতেছ তুমি যে সব বিপদে ;
এক এক করি' বিগত ঘটনা
কহ যুবরাজে, কহ, সুবদনা,
স্মৃতি-দ্বার খুলি' সব দেখাও ;
স্বাধীনতা কালে কিরূপ আছিলে,
অধীনী হইয়া কিরূপ হইলে ;
এক এক ক'রে মহিষী-কুমারে,
করে ধরি', দেবি, সব লিখাও !

২২

"তব শ্রেষ্ঠ সুত যত রাজগণ,
সাবধান, যেন না হয় মগন
বহু-ব্যয়শালী আচার ব্যভারে,
নাহি সাজে যেন মণিমুক্তাহারে,
কারণ, সে দিন এখন নাই।
জননী যা'দের এবে কাঙ্গালিনী,
অতীব দুখিনী, মদিত নলিনী !
এবে কি তা'দের সাজে হেন বেশ ?
এ বেশে সুহিত হ'বে না বিশেষ ;
অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চাই।

২৩

"নয়নের জলে লিখি' আবেদন,
কুমারের করে কর অরপণ ;
একটীও কথা ভুল না বলিতে,
একটীও কথা ভুল না লিখিতে ;
সকলি জানাও রাজকুমারে।
যবে রাজসুত স্বদেশে ফিরিবে,
তব আবেদন জননীরে দিবে ;
সদয়-হৃদয়া, সরলা কামিনী
রাণী ভিক্টোরিয়া করুণাশালিনী,
করুণা-অপাঙ্গে চা'বে তোমারে।

২৪

"মনোগত কথা আপন বলিয়া
কহিনু তোমারে, আপন জানিয়া
কর গো গ্রহণ ; বাসনা পূরণ
হউক তোমার, এই আকিঞ্চন,
ঘুচুক্ বিষাদ, বিপদ, ভয়।
পুন দেখা দি'ক্ তব সুখ-রবি ;
হাসুক আবার প্রকৃতির ছবি,
তব যশোগান গা'ক যত কবি ;
বিধাতা করুন, পুন ভুবি দিবি,
ভরিয়া উঠুক তোমার জয় !"

দেবসঙ্গীত।

———"শুধু শুনি এক সঙ্গীতের স্বর,
গভীর সঙ্গীত ওই !——"

কবিতাপুস্তক।

"অশ্রুত সঙ্গীতধ্বনি পশিল শ্রবণে।"

রঙ্গমতী—৩য় সর্গ।

"কোন অস্ফুট মধুর শব্দ কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। * * * অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া এক কন্যা বীণাবাদনপূর্ব্বক তানলয়বিশুদ্ধ মধুর স্বরে * * * গান করিতেছেন। কন্যার দেহপ্রভায় উপবন উজ্জ্বল ও মন্দির আলোকময় হইয়াছে। * * * কন্যার যেরূপ মনোহর আকার ও মধুর স্বর, তাহাতে কোন ক্রমে মানুষী বোধ হয় না, দেবকন্যা সন্দেহ নাই।"—কাদম্বরী।

১

হরযোগাসন কৈলাস ভূধর
রজতসন্নিভ দীপ্ত কলেবর
অনন্ত-তুষার-আসার-পাতে।
উচ্চ-চূড়া-শিখা আকাশ ভেদিয়া
র'য়েছে পশ্চাৎ দিক আবরিয়া,
নীল নভোভালে সুশুভ্র তিলক,
বারি ঝর ঝর ঝরি ছে তা'তে।

২

কাল ঘনকুল আসি' ঘন ঘন,
শ্বেত জলধারা করে বরিষণ,
রূপ যা'র কাল, গুণ তা'র ভাল,
ভাল রূপে গুণ ভাল কি শুধু ?
কোকিলে জলদে সমান তুলনা,
ময়ূরে মানবে সমান তুলনা,
রূপ যা'র কাল, গুণ তা'র ভাল,
ভাল রূপে গুণ ভাল কি শুধু ?

৩

সলিল-শীকর মাখিয়া সমীর
চুমি'ছে গিরির নভোভেদী শির,
প্রভাত-তপন লোহিত কিরণ
মাখাই'ছে ধীরে বিশাল চূড়ে।
তপনের তাপ-গলিত হিমানী
গড়া'য়ে পড়ি'ছে, তলায় তটিনী
সাদরে তাহারে করি'ছে গ্রহণ।
শবদ উঠি'ছে সুদূর যুড়ে।

৪

কৈলাসের তলে তরুগুল্মগণ
সমীরে করি'ছে শির সঞ্চালন,
সমীরো তা'দের ফুলপত্রচয়
ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলি'ছে ভূমে।
কুসুম-ভূষণা লতিকানিচয়
তরুবক্ষে রাখি' কোমল হৃদয়,
লুটিয়া প'ড়েছে অগাধ ঘুমে।

৫

শিলা-ধূলা ধু'য়ে ঝরি'ছে ঝরণা,
"যাই—যাই—শিলা ! সর না—সর না"
বলিয়া যেন রে ছুটি'ছে তটিনী,
উলটি' পালটি' আছাড় খেয়ে।
ছুটিতে ছুটিতে পশিয়া গহ্বরে,
ঘন ঘুরে নদী গরজি' গম্ভীরে,
দেখিতে দেখিতে পুন স্ফীত হ'য়ে,
বহির্ভাগে আসি' বহি'ছে ধেয়ে।

৬

অবার্য্য প্রবাহ অতি খরতর,
শিলায় লাগিয়া গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
ফেন রাশি রাশি উঠি'ছে ভাসিয়া,
ছিটা য়ে পড়ি'ছে শিলার গায়।
খর স্রোত'পরে ভাসি' যায় ফুল,
তলায় গড়ায় ক্ষুদ্র শিলাকুল;
এঁকে বেঁকে নদী ছুটিয়া যায় !

৭

গৈরিক ধুইয়া কোথাও পড়ি'ছে,
কোথাও প্রকৃতি ফোয়ারা ছুড়ি'ছে,
কোথাও পবনে বালুকা উড়ি'ছে,
কোথাও আবার কিছুই নাই ;
কোন খানে পুন পার্ব্বতীয় পাখী
শাখি-শাখে থাকি' উঠিতেছে ডাকি' ;
শিলাসহ কোথা মাটী মাখামাখি,
কোথা বন পুড়ে উড়ি'ছে ছাই।

৮

এ হেন কৈলাস পর্ব্বতের তলে
সহসা ভারতী চৌদিক উজলে।
কোথা হ'তে আজ হেথা আগমন,
এই আগমন কিসের কারণ ?
নরে কি বুঝিবে দেবতা-মন ?
হ'ল দৃশ্য-শোভা অতি মনোলোভা,
কৈলাসের তলে খেলে দৈবী প্রভা,
দিবা কি রজনী—রজনী কি দিবা,
কিছুই বুঝি না ;—শোভা নূতন।

৯

আইলা ভারতী শ্বেতাব্জবরণী,
পদে নূপুরের মৃদু রণরণি,
ধবল বসন কটিতে বেষ্টিত,
চঞ্চল অঞ্চল ভূতলে লুণ্ঠিত,
গজমুক্তামালা দুলি'ছে গলে ;
শ্বেতপদ্ম হ'তে যদি কিছু আর
মনোহর থাকে ভুবন মাঝার,
তা'রো চেয়ে আরো অতি অপরূপ
রূপরাশি খেলে বদনতলে।

১০

পদ্মকলিমুখ দু'খানি বলয়
হীরক-জড়িত অতি শোভাময়,
মণিবন্ধ'পরে দোলে ধীরে ধীরে,
ভানু-করে কর ছুটি'ছে তা'য় ;
অপূর্ব্ব কুণ্ডল কর্ণে শোভা পায়,
গজমৌক্তিকের নোলক নাসায়,
মণিচুণিমতিমরক্তমণ্ডিত
সীমন্তভূষণ শোভা বিলায়।

১১

লোহিতাব্জ জিনি' রাঙা পদ দু'টি,
তাই ত চিকুর পড়িয়াছে লুটি'
শিরস্ ছাড়িয়া চরণ-মূলে।
আলুয়িত কেশে কমলের মালা,
কেশ-সহ দোলে পেয়ে অঙ্গদোলা ;
শিরসে শোভি'ছে কমল কিরীট
কুসুম-কেশর-কলকা তুলে।

১২

বাম কুক্ষি'পরে বীণাযন্ত্র থু'য়ে,
বাম বাহু দিয়ে তা'রে জড়াইয়ে,
দক্ষিণ করেতে একটি সরোজ
ধারণ করিয়া ঈষৎ চাপে,
আপনার মনে (কি জানি) কি ভাবি'
অচল করিলা স্ব চঞ্চল ছবি ;
ক্ষণেকের তরে নয়ন মুদিলা ;
কেবল চিকুর, আঁচল কাঁপে।

১৩

আবার তখনি মেলিয়া নয়ন,
সচল করিয়া অচল চরণ,
কৈলাসের তলভূমি পরিহরি',
উঠিতে লাগিলা উপর পানে ;
কিছু দূর উঠি', দেখিলা তথায়
শোভে শৈলকায় নূতন শোভায় ;
ভৌধরী প্রকৃতি নাচিয়া বেড়ায়,
হাসিয়া হাসিয়া মোহিত প্রাণে।

১৪

তলশৈলে যাহা, সেখানে তা' নাই ;
শিলায় শিলায় ঢাকা সর্ব্বঠাঁই ;
প্রকৃতি সুন্দরী আপনার মনে
কতই গ'ড়েছে শিলার বেদি।
কোথাও গ'ড়েছে শিলার সোপান
আঁকা বাঁকা—পুন কোথাও সমান ;
কোথাও গ'ড়েছে উপল-নিবাস ;
কোথা স্তম্ভ-চূড়া গগনভেদী।

১৫

আপনি গ'ড়েছে—আপনি আবার
ভেঙ্গেছে কতই, সংখ্যা নাই তা'র ;
সঙ্গে কেহ নাই—আপনি একাই
সেই খানে সুখে বিহার করে।
গিরিদেহ ভেদ করিয়া কোথায়,
আকাশের গায় ফোয়ারা ছুটায় ;
পুন কোন খানে পাতরে তুষারে
ঘষাঘষি করে দু' করে ধ'রে।

১৬

বাষ্প রাশি রাশি কোথা হ'তে আসি',
ঘুরে সেই খানে, গিরি-দেহ গ্রাসি' ;
তাহারি ভিতরে প্রকৃতি রূপসী
খেলি'ছে ;—খুলি'ছে অধরে হাসি।

সৌন্দর্য্য মিশিয়া ভয়ের সহিত
সেইখানে আছে চির বিরাজিত ;
প্রাণিশূন্য ঠাঁই—কোথা কিছু নাই,
শুধু বাষ্পরাশি ভূধরগ্রাসী।

১৭

দেবী সরস্বতী সেই স্থান দিয়া,
আরো ঊর্দ্ধে উঠে দেখিয়া দেখিয়া
প্রকৃতির কারু-কার্য্য-গুণ-পণা,
নব ভাবজালে মোহিত হ'য়ে।
তুষার-আসারে ভিজিল বসন,
ভিজিল হীরক-কমল-ভূষণ,
ভিজিল কুন্তল, অসিত বরণ ;
ঝরে হিমজল চরণ ব'য়ে।

১৮

তথা হ'তে পুন ত্বরিত গমনে
উঠেন ভারতী আরো ঊর্দ্ধপানে।
সূক্ষ্ম দেবদৃষ্টি চলে যত দূর,
তত দূর তলে দেখিলা চেয়ে,—
নাহি দেখা যায় মানব-ভবন,
নাহি দেখা যায় তটিনী, কানন,
যা' দেখিতে আশা, তা' নয়নে আর
নাহি পড়িতেছে বিস্মিত হ'য়ে।

১৯

অধোমুখ হ'য়ে নীচুপানে চান,
আবার সরিয়া উঁচুপানে যান,
নীচে ধায় মেঘ, অনিবার্য্য বেগ,
বারি ঝর ঝর ;—মৃদুল ডাক।
জলদের পিঠে রবি-কর খেলে,
উজল বিজলী জ্বলে কাল কোলে ;
উপরে আলোক—নীচে অন্ধকার,
তলে জলরাশি—উপরে ফাঁক।

২০

দেখিতে দেখিতে আরো ঊর্দ্ধভাগে
উঠেন ভারতী নব অনুরাগে ;
দেখিলা তথায় আবার নূতন
দৃশ্য অপরূপ বিচিত্র অতি ;—
তলস্তরে গিরি-শিলা আবরিয়া,
তুষারের রাশি জমাট বাঁধিয়া,
বিরাজ করি'ছে অক্ষয় হইয়া,
তাতে তদুপরে তপন-জ্যোতি।

২১

অতি শুভ্রবর্ণ, নাহি কোন দাগ,
যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম মহাত্যাগ
অচল হইয়া অচল উপরে
আকার লুকা'য়ে করেন ধ্যান।
সুধীর সঞ্চারে শীতল পবন
তুলি'ছে সেখানে মৃদুল স্বনন ;
গলি'ছে হিমানী—তথাপি অক্ষয়,
নাহি দেখা যায় কভু পাষাণ।

২২

দেখিলা তথায় দেবী সরস্বতী
কিছু দূরে জ্বলে দীপ্ত চিরজ্যোতি ;
তপনের কর মিশিরা তাহায়,
আরো দীপ্তিরাশি দিতেছে ঢালি'।
যেন সেই স্থান জ্যোতির আকর ;
ভূধরের জ্যোতি ছুঁ'য়েছে অম্বর,
দৈব জ্যোতির্জালে দিগদিগন্তর
পলকে পলকে উঠে উজলি'।

২৩

অতি দ্রুতপদে যাইয়া তথায়,
দাঁড়াইলা বাণী স্তম্ভিতের প্রায়।
দেখিলা অদূরে তুষার-মন্দির,
তুষার-ত্রিশূল ছুঁ'য়েছে নভ ;
চারু ইন্দ্রধনু সে ত্রিশূল'পরে
পতাকার মত দিক্ শোভা করে।
সে মহামন্দিরে হরিষ অন্তরে
বিরাজ করেন ভবানী ভব।

২৪

কোথা কিছু নাই,—আকাশে আকাশে,
মৃদুমন্দগতি শীতল বাতাসে
আপনা আপনি উঠিতেছে ধ্বনি,
অতি মনোহর অমৃতপ্রায়।
প্রতিধ্বনি পুন সে ধ্বনি লইয়া,
ভূধর-গহ্বরে অলক্ষ্যে মিশিয়া,
করিতেছে খেলা থাকিয়া থাকিয়া ;
নব প্রতিধ্বনি উঠি'ছে তা'য়।

২৫

মন্দির-দুয়ারে দেখিলা ভারতী,—
পশুপতি-বামে দাঁড়া'য়ে পার্ব্বতী ;
কিছু দূরে নন্দী, কাঁধে রাখি' শূল,
করযুগ যুড়ি' দাঁড়া'য়ে আছে।
কোকনদ জিনি' দু'টি চারু কর
রাখিয়া শিবের করের উপর,
মৃদুভাষে শিবা মাগি'ছে বিদায় ;
সজ্জিত কেশরী দাঁড়া'য়ে কাছে।

২৬

হরিষে কেশরী হইয়া মগন,
উমায় শরীর করি'ছে লেহন,

কেশরি-রসনা-নিঃসৃত লালায়
উমার শরীর ভিজিয়া যায়;
লোমগুচ্ছপুচ্ছ নাড়িয়া কেশরী
পুলক জ্ঞাপি'ছে ধীর শব্দ করি',
কভু বা উমার মুখের উপরি
ভাসা ভাসা চোকে সুধীরে চায়!

২৭

সপ্তমীর ভানু লোহিত বরণে
তবকে তবকে উঠি'ছে গগনে,
কিরণের রেখা উমার বদনে
পড়ি'ছে; সুষমা খেলি'ছে তা'য়।
"বেলা হ'ল, নাথ! উঠেছে তপন;
ভারত দর্শন করি গে এখন;
তিন দিন পরে আসিব আবার;
কিঙ্করী তোমার বিদায় চায়।"

২৮

মনে ইচ্ছা নাই,—দুখের বচনে
কহিলা শঙ্কর;—"এস, বরাননে!
এই তিন দিন প্রতি বর্ষে মোর
নরক-নিবাস—মনে যেন রয়।
এস, প্রিয়তমে! এস তবে, সতি!
কেশরিবাহনে কর শুভ গতি,
ভারত দেখিয়া, অবিলম্বে পুন
এস, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।"

২৯

সে কালের দৃশ্য অতি চমৎকার,
কে পারে বর্ণিতে?—হেন সাধ্য কা'র?
জগত-জননী জগত-পিতার
সে কালের দৃশ্য বর্ণিব কেমনে?
শিবার বাসনা ভারত দেখিতে,
শিবের বাসনা ধরিয়া রাখিতে;
শিবার নয়ন শিবের চরণে,
শিবের নয়ন শিবার বদনে।

৩০

হেন কালে বাণী, দৈব-বীণাপাণি,
প্রণমিলা দোঁহে অমৃতভাষিণী।
মহেশ, মহেশী আশীষিলা তাঁ'য়;
কহিলা ভবানী মধুর ভাষে;—
"স্বর্লোক ত্যজিয়া সহসা এখানে
কেন এলে, বাছা! কি ভাবিয়া মনে?
যা'ব আমি আজ ভারত দর্শনে,
বল ত্বরা, আসা আজি কি আশে?"

৩১

শিবানীর মুখে শুনি' এই বাণী,
না দিলা উত্তর কিছু বীণাপাণি;
তুষার-উপরি বসিয়া অমনি,
ঝঙ্কার দিলেন বীণার তারে।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি আইল উড়িয়া,
লাগিল গুঞ্জিতে চৌদিক জুড়িয়া,
বীণার ঝঙ্কার, ভ্রমর-ঝঙ্কার
চমৎকার ধ্বনি ভূধর'পরে।

৩২

তুষারের রাশি ধপ্ ধপ্ করে,
কাল অলিকুল তাহার উপরে
বসিয়া পড়িল—আবার উড়িল,
সূক্ষ্ম পাখাযোড় ভিজিয়া গেল।
সঙ্গীতপ্রসূতি দেবী সরস্বতী
একমনে ধীর-দ্রুত-মধ্যগতি
বাজাইলা বীণা মধুর মধুর,
বহুদূরে রব ছুটিয়া গেল।

৩৩

স্বীয় স্বীয় মূর্ত্তি ধরিয়া তখনি,
ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী
আইল সেখানে, মৃদুল সুতানে।
বীণা রবে দিল মিলাইয়া স্বর।
চম্পক-অঙ্গুলে আঘাতিয়া তার,
আবার ভারতী তুলিলা ঝঙ্কার;
বাদন-ব্যায়ামে বদনমণ্ডলে
ফুটিয়া উঠিল স্বেদ থরেথর।

৩৪

বীণাদণ্ড-বদ্ধ-সারিকা উপরে
বাম কর চলে দ্রুত-মধ্য-ধীরে,
গ্রামে গ্রামে ধ্বনি মৃদু উচ্চ হ'য়ে,
স্বরবিচিত্রতা করিতে লাগিল।
নানা ছাঁদে ছেড় চিকারীর তারে
চিনি চিনি করি' বাজে প্রতিবারে;
গমক মূর্চ্ছনা দমকে দমকে,
আঘাত-কৌশলে কতই হইল।

৩৫

প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, পরশ-কৃন্তন,
আঘাত-কৃন্তন, আশ-বিবর্ত্তন
কত যে হ'তেছে, কে বলিতে পারে,
যে কালে আপনি বাদিকা বাণী?
বীণা-যন্ত্র-তারে উঠে দৈব রব,
রাগ রাগিণীর সুরব-উৎসব;
ভোধরী প্রকৃতি হইল মোহিত,
প্রতিধ্বনি-মুখে সুর বাখানি'।

৩৬

বাদন-ব্যায়ামে বদনমণ্ডলে
 ফুটিয়া উঠিল স্বেদ থরেথর।
দুলিতে লাগিল সুধীর দোলনে
 শ্বেত-পদ্ম জিনি' পূত কলেবর।
পৃষ্ঠনিপতিত কেশাগ্র দুলিল,
কমলের মালা দুলিতে লাগিল,
পলকে পলকে দুলিল নোলক,
 দুলিল মুকুটে কুসুম-কেশর।

৩৭

বাজা'তে বাজা'তে ভারতী তখন
তুলিয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় স্বনন,
ধরিলেন গান, ভূলে গেল প্রাণ;
 যন্ত্রে গলে ধ্বনি উঠিল জোরে;
তুষার গলিয়া পড়ে ঝর ঝর;
গিরিবক্ষ যেন কাঁপে থরথর;
চল প্রভঞ্জন অচল হইয়া,
 উলটি' পালটি' সেখানে ঘোরে।

৩৮

বীণাযন্ত্র বাজে অঙ্গুলির ঘায়,
কণ্ঠ হ'তে গীতধ্বনি মিশি' তা'য়
জড় মহীধরে জাগা'য়ে তুলিল,
 উথলি' উঠিল আনন্দ-ধারা;
ক্ষণকাল তরে সচল তপন
অচল হইল ধরিয়া গগন;
প্রভাতের শশী হইল নূতন;
 আবার ফুটিল মগন তারা।

৩৯

তলপ্রবাহিনী নির্ঝরিণীচয়
গতি রোধ করি' থমকিয়া রয়,
সঙ্গীতে সুরব পুন মিশাইয়া
 উঠিল উজানে উপর পানে;
নাচিল জলদ, খেলিল বিজলী
কৈলাস-গহ্বর-নিকর উজলি';
শির তুলে শিলা তুষার ঠেলিয়া,
 মোহিত হইয়া অপূর্ব্ব গানে।

৪০

গাইলা ভারতী বীণা বাজাইয়া;
বীণার হৃদয় উঠিল নাচিয়া,
সবার হৃদয় গেল রে মিশিয়া,
 কি জানি—কি এক অপূর্ব্ব সুখে।
কোটি স্বর্গ যেন কৈলাস-দর্পণে
বিম্বিত হইল অচল মিলনে;
কোটি ইন্দ্র আসি' অসংখ্য লোচনে
 দাঁড়াইল যেন অবাঙ্মুখে।

৪১

কি-যে ইন্দ্রজাল গেল রে খুলিয়া,—
কি-যে মায়ামূর্ত্তি উঠিল খেলিয়া,
অপার্থিব কাণ্ড কি-যে-কি-রকম,
 কি-যে অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার!—
গ্রহ উপগ্রহ তারকামণ্ডলী
ছুটিয়া আসিল আকাশ উজলি';
তা' সবার মাঝে হাসিয়া বিরাজে
 অমর-অঙ্গনা কাতারে কাতার।

৪২

দীপ্ত দিবাকর কোটি মূর্ত্তি ধরি'
উষ্ণ তেজোরাশি দূরে পরিহরি'
আকাশ ছাড়িয়া, আইল ধাইয়া,
 ঝরিয়া পড়িল শীতল কর;
অতি অদ্ভুত এ কি রে ব্যাপার,
কোটি শশী দেয় আকাশে সাঁতার!
কোটি ইন্দ্রধনু বিননী-আকারে
 ভূষিত করিল নীল অম্বর।

৪৩

গাইলা ভারতী বীণা বাজাইয়া;—
উড়ে ফুলকুল আকাশ ছাইয়া,
গাইলা ভারতী বীণা বাজাইয়া;—
 অমৃত ঝরিল আকাশ ব'য়ে।
গাইলা ভারতী বীণা বাজাইয়া,
আকাশে অপ্সরা উঠিল নাচিয়া,
গাইলা ভারতী বীণা বাজাইয়া;—
 গাইল কিন্নর মোহিত হ'য়ে।

৪৪

গাইলা ভারতী;—"অয়ি বিশ্বেশ্বরি!
কোথা যাও আজ গৃহ পরিহরি'?
থাম, দেবি! থাম;—এ মিনতি করি,
 কেশরিবাহনে কোথায় যা'বে?
যেও না দক্ষিণে—যেও না, শঙ্করি!
কৈলাস ভূধর আজি পরিহরি';
যে আশায় যা'বে, সে আশা বিফল,
 সুখের বদলে অসুখ পা'বে।

৪৫

"হায়, এ কি আজ বিস্মিত ঘটনা,
নরক দেখিতে দেবীর কামনা!
কিছুই বুঝি না—কা'র মায়ামন্ত্রে
 মহামায়া আজি নরকে যায়;
যাঁ'র নাম স্মরি' পাপিকুল তরে,

পাপি-পাপ হরি', তারি কি সে ভারে
বাধ্য হ'য়ে শিবা যাইতে চায় ?"

৪৬

এই গান গেয়ে, তখনি আবার
তারা গ্রামে তুলি' বীণার ঝঙ্কার,
গাইলা ;—"অহ কি ভীষণ নরক
দক্ষিণ ব্যাপিয়া র'য়েছে ওই !—
হিমালয়-মূল হইতে দক্ষিণে,
পূরব হইতে সুদূর পশ্চিমে
উৎকট নরক বিকট আকারে
ভয় উৎপাদিয়া গরজে ওই।

৪৭

"ওই দেখ, দেবি ! দৈব চক্ষু তুলি',—
নরক-তোরণ ভীম নাদে খুলি'
গ্রাস করিতেছে কোটি কোটি পাপী,
আর্ত্তনাদ ওই উঠি'ছে নভে !
নরক-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া,
আকাশ পাতাল দিগন্ত দহিয়া,
নরকের বহ্নি করি'ছে গর্জ্জন,
বিশ্ব চমকি'ছে সে ঘোর রবে !

৪৮

"কোথা অগ্নিশিখা লোহিত বরণ,
কোথা নীল, পীত দেখিতে ভীষণ,
কোথা ধূমাচ্ছন্ন—ধাঁধি'ছে নয়ন,
কোথা বা সঘনে লক্ লক্ করে।
গভীর গর্জ্জনে রুষি' প্রভঞ্জন
অনলের সনে করে মহারণ,
একমূর্ত্তি অগ্নি শতমূর্ত্তি হ'য়ে,
ঘূরিয়া পড়ি'ছে উপর অম্বরে !

৪৯

"সমীরের বেগে অধীর হইয়া,
দগ্ধলৌহপিণ্ড যাই'ছে উড়িয়া,
পাপি-শিরে পুন সঘনে পড়িয়া
শতধা মস্তক ভাঙিয়া ফেলে !
মর মর হ'য়ে তবুও মরে না ;
যন্ত্রণার বেগ হৃদয়ে ধরে না !
শতধা মস্তক যোড়া লেগে পুন
মুহুর্মুহু ডুবে লবণ-জলে।

৫০

"গগন ভেদিয়া উঠি'ছে চীৎকার,
ওই শুন, দেবি ! শব্দ হাহাকার,
নয়ন ফুটিয়া বহে অশ্রুধার,
তথাপি নিস্তার নাহিক কা'র।
অগ্নিময় চক্র অনিবার্য্য বলে,
শন্ শন্ রবে নভে ছুটে চলে,
ছিন্নভিন্ন করি' মহাপাপিদলে,
ক্ষণে হইতেছে আকাশ পার।

৫১

"দ্রবধাতুময়ী নদী বৈতরণী,
ওই দেখ, যেন অনলবরণী,
তর তর বেগে নরকের ধারে
গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া যায় ;
কোটি কোটি পাপী তৃষিত হইয়া,
বারি-পান-আশে ছুটিয়া আসিয়া,
আছাড় খাইয়া গড়া'য়ে পড়িয়া,
পলকে পুড়িয়া উড়িয়া যায়।

৫২

"অগ্নিময় নক্র, অনল-কুম্ভীর
বৈতরণী-গর্ভে গরজে গম্ভীর,
দ্রব ধাতু ভেদ করি' সে গর্জ্জন,
পলকে পলকে বাহিরে আসে।
ধাতু কাঁপাইয়া লাঙ্গুল-ঝাপটে
দূরতল ছাড়ি' ঊর্দ্ধে ভাসি' উঠে,
ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করিয়া,
পরগ্রাসহারী পাপীরে গ্রাসে !

৫৩

"অহো, কি ভীষণ, কর মা দর্শন,—
হুতাশন-শৈল ছুঁ'য়েছে গগন,
বড় ভয়ঙ্কর, তাই দিবাকর
আতঙ্কে ওখানে নাহিক যায় ;
পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
ওই শৈল হ'তে অনল চমকে ;
আগুনের মেঘ বিজলী দমকে
চারি ধারে ওর গরজি' ধায়।

৫৪

"ওই গিরিদেহ বিদীর্ণ করিয়া,
দ্রবধাতু-উৎস উঠে উছলিয়া,
দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া,
পুড়া'য়ে ফেলি'ছে পাতকিদলে ;
এই হাহাকার,—ক্ষণে নাই আর,
এই দেখি পাপী,—ক্ষণে ভস্মাকার,
এই দেখি যাহা—ক্ষণে নাই তাহা,
নরক-মায়ার কূট কৌশলে।

৫৫

"ওই মেঘ দেহ বিদীর্ণ করিয়া,
অগ্নি-বৃষ্টি-ধারা পড়ি'ছে ঝরিয়া
অধোমুখে যেন অসংখ্য হাউই
ভয়ঙ্কর ডাকে ছুটিয়া আসে !

ও বৃষ্টি-আঘাতে মহাপাপিগণ
'পরিত্রাহি' মাত্র করি' উচ্চারণ,
ওই দেখ, সবে ভস্মের আকারে
তরল ধাতুর উপরে ভাসে।

৫৬

"যবক্ষাররাশি ওই শৈলাকার,
গন্ধকের স্তূপ ওই ভারে ভার,
অঙ্গারের চূর্ণ রাশি রাশি ওই,
আপনা আপনি মিলিত হ'য়ে,
দর্প করি' জ্বলি' বিকট গর্জ্জনে
জগতের পাপ মহাপাপিগণে
ছিন্ন ভিন্ন করি' কোথা দেয় ফেলি'
অনন্ত আকাশে উড়া'য়ে ল'য়ে।

৫৭

"ওই দেখ, সতি! আকাশে আকাশে
ছিন্ন মুণ্ড ছিন্ন কলেবর ভাসে;
কা'রো ছিন্ন পদ, কা'রো ছিন্ন কর,
কা'রো ভগ্ন অস্থি ভাসিয়া যায়।
অগ্নিময় পক্ষী উড়ি' শূন্যোপরে,
আকাশ ফাটা'য়ে সুবিকট স্বরে,
ছিন্ন অঙ্গগুলা লুফিয়া লুফিয়া,
উদর পূরিয়া গিলিয়া খায়।

৫৮

"কোটি কোটি অসি চমকি' চমকি'
তপ্ত সমীরণে করে লক্‌লকি,
আপনা আপনি তড়িতের বেগে
যথা পাপিকুল, তথায় ছুটে;
অসংখ্য বল্লম ছোরা ছুরী তীর
ছুটে পাপিবক্ষ করি' শতচির,
অগ্নিমুখী শলা ভুজঙ্গ-আকারে
পাপীর উদরে সজোরে ফুটে।

৫৯

"অগ্নি-রেখা-মাখা মহাভার গদা
পাপি-শিরোপরি ঘূরি'ছে সর্ব্বদা,
আতঙ্কে পাতকী পরিত্রাণ-আশে
শিরে কর ঢাকি' ছুটিয়া যায়,
কোথায় পালা'বে?—নাহি পরিত্রাণ,
ওই দেখ, মুখ করিয়া ব্যাদান,
অগ্নি-অজগর গর্জ্জি' ভয়ঙ্কর,
শ্বাসে আকর্ষিয়া তা' সবে খায়।

৬০

"নরকের বক্ষ সহসা ভেদিয়া
অগ্নি-জালা দ্রব ধাতু উদ্গীরিয়া,
ফোয়ারার মত উঠি'ছে নিয়ত,
ভর্ ভর্ শব্দ সজোরে উঠে;
ভয়ে পাপিগণ পালাইতে চায়,
কোথায় পালা'বে?—মহাবায়ু-ঘায়
আঘাতিত হ'য়ে ঘুরিয়া আবার,
অগ্নি-ফোয়ারায় পড়ি'ছে লুটে।

৬১

"রসাতলস্পর্শী গভীর গহ্বর
জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ নিরন্তর,
উপরে তাহার মৃত্তিকার ভার;
পাপি-চক্ষে ভ্রম লাগি'ছে তা'য়;
মাটী দেখি' পাপী ছুটাছুটি যায়
আশার ছলনে, প্রাণের আশায়,
কিন্তু পলকেতে অনল-গহ্বরে
ডুবিয়া পড়িয়া পুড়িয়া যায়!

৬২

"নরকের দ্বার, মহাভয়ঙ্কর,
খুলি'ছে পড়ি'ছে নিজে নিরন্তর,
কড় কড় ধ্বনি কাঁপায় অম্বর,
হয় যেন শত অশনিপাত;
পর্ব্বতের চূড়া কোথা লাগে তা'র,
এত উচ্চ ওই নরকের দ্বার,
করে মুহুর্মুহু অনল-উদ্গার,
কপাটে কপাটে ভীম আঘাত।

৬৩

"ওই দেখ, দেবি! কর নিরীক্ষণ,—
নরকের গর্ভে পট-বিবর্ত্তন;—
নাহিক সে বহ্নি—নাহিক সে তেজ,—
নাহি সে আলোক জগতত্রাস;
আকাশ-নিঃসৃত ঘোর অন্ধকার,
সহসা ধরিয়া বিকট আকার,
নরকের বক্ষ ফেলিল ঢাকিয়া,
দিগন্তে প্রসারি' বিশাল গ্রাস!

৬৪

"কত দৃষ্টিশক্তি মানব-নয়নে?
কিরূপে পশিবে তম-আবরণে?
দেবদৃষ্টি, দেবি! অশক্ত বিঁধিতে
প্রলয়ের মূল ও তমোরাশি!
উঃ, কি বিভীষিকা! দেখ, দেবি, চেয়ে,—
পলে পলে তম ছুটে নভ ছেয়ে;
অনন্ত নভেরে শূন্যগর্ভ পেয়ে,
উন্মত্ত তমস উর্দ্ধে যায় ভাসি'!

৬৫

"গ্রহ উপগ্রহ এই যে গো ছিল,

পলকে তমসে কোথায় ডুবিল,
তমো-যবনিকা জগত ঢাকিল,
কে দিল নিবা'য়ে নরকানলে ?
জলে অগ্নি নিবে, তমে অগ্নি তেজী,
কিন্তু বিপরীত নিরখ, মা আজি,—
যা'র পর্শে রূপ ধরে হুতাশন,
তা'র পর্শে আজ নিবিল জলে।

৬৬

"নরকের বক্ষ করিয়া বিদার,
রসাতল করে তমস উদ্গার,
তা'র সহ মহাকায় যমদূত
দলে দলে ওই বাহিরে আসে ;
নর-চক্ষে উহা অসম্ভব দেখা,
শুধু দেখে উহা দেব-দৃষ্টি-রেখা,
দেখ গো, জননি ! মহিষমর্দ্দিনি !
কাল-দূতদল উঠে আকাশে !—

৬৭

"ভয়ানক মূর্ত্তি, বিকট বদন,
অট্ট অট্ট হাস, গভীর গর্জ্জন,
কোটরাক্ষ, বক্ষ বিষম ভীষণ ;
বাতাসে ভাসিয়া, আকাশে ধায় ;
বাহু আস্ফোটিয়া ছাড়ি'ছে হুঙ্কার,
হলাহলরাশি করি'ছে উদ্গার ;
সেই দিক্ যেন হ'তেছে সংহার,
যমদূতগণ যে দিকে চায়।

৬৮

"আকাশ হইতে না নামে ভূতলে,
থমকে থমকে দমকিয়া চলে,
পায়ের দাপটে মহাশব্দ উঠে,
বায়ু-বক্ষে পদ-নখর ফুটে ;
অনন্ত তমস করিয়া বিদার,
দূতকুল চলে এধার ওধার,
এই তল-নভে—উপরে আবার
পায়ের দমকে লাফা'য়ে উঠে।

৬৯

"শূন্য'পরি থাকি' নীচুপানে চেয়ে,
দৃঢ়-পাশ-ফাঁস ভূমে ফেলে দিয়ে,
শত পাতকীর গল জড়াইয়ে,
মহা-আকর্ষণে টানিয়া লয় ;
ভূমি হ'তে পাপী, তড়িত-গমনে,
আকর্ষিত হ'য়ে, দূতের চরণে
ঘোর বেগে ঠেকি' গুঁড়া হ'য়ে যায়,
অস্থি-গুঁড়া উড়ে আকাশময় !

৭০

"ঘোর অন্ধকারে মহাপাপিগণ
করি'ছে চীৎকার অন্ধের মতন,
নয়নের কাছে কি-যে রহিয়াছে,
কিছুই দেখে না—নিষ্ফল চায় ;
যেমন যাইবে —পড়ে হুঁছটিয়া,
হাড়িকাঠে গলা যেতেছে বাঁধিয়া,
ছট্‌ফট্ করে—জিহ্বা ঝুলে পড়ে—
নয়ন-গোলক ফুটিয়া যায় !

৭১

"গ্রীবা-শিরাযুগে না চলে শোণিত,
নাসারন্ধ্রে বায়ু না চলে কিঞ্চিত,
বিকৃত বদন ভ্রূযুগ কুঞ্চিত,
হাত পা আছাড়ি' যাতনা কয় ;
ওই দেখ, দেবি ! শূন্য হ'তে খসি'
সবলে পড়িল তীক্ষ্ণধার অসি,
যূপ-লগ্ন-গল পাপীর মস্তক
কাটিয়া পাড়িল,—শোণিত বয় !

৭২

"উঃ— ওই দেখ, বীভৎস-আকর
পূতিগন্ধকোষ নরক-গহ্বর,
রক্ত-পূয-ক্লেদ-পুরীষ-দুর্ব্বাস
ভলকে ভলকে বাতাসে উড়ে ;
এমনি দুর্গন্ধ,—শ্বাস বন্ধ হয় ;
কীট কিলিবিলি করে গর্ত্তময় !
পচা নাড়ী ভুঁড়ী ফুলিয়া ফুলিয়া,
গলিয়া পড়ি'ছে গহ্বর যুড়ে।

৭৩

"ওই কে ছাড়িল বিকট হুঙ্কার,
পাতকীর দল কাতারে কাতার
ঘূরিয়া পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
পুরীষ-গহ্বরে ডুবিয়া গেল !
পুন কে ছাড়িল বিকট হুঙ্কার,
পাতকীর দল কাতারে কাতার
পুরীষ খাইয়া, পেট ফুলাইয়া,
পুরীষ মাখিয়া বাহিরে এল !

৭৪

"মল-মূত্র-ধারা চুয়াই'ছে গায়,
কিলিবিলি করি' কীট চলে তা'য়,
নাসা-কর্ণ-মুখ হইতে পাপীর
গল গল বিষ্ঠা গলিয়া পড়ে !
নিশ্বাস গ্রহণে নাক মুখ দিয়া
গলিত পুরীষ পুন বাহুড়িয়া

উদরস্থ হ'য়ে পুরে পাকস্থলী,
ক্রিমি বাহিরায় উদর ফুঁড়ে।

৭৫

"পরিত্রাহি ডাক!—নাহি পরিত্রাণ!
মর-মর পাপী—তবু রয় প্রাণ!
পাপীরে করুণা কে করিবে দান?
কে পারে ঘুচা'তে কর্ম্মের ফল?
আগে না বুঝিয়া করিলে করম,
যন্ত্রণায় শেষে ছেঁড়ে, মা! মরম;
পাপীরে, জননি! সবাই নির্ম্মম,
বৃথায় পাপীর নয়ন-জল!

৭৬

"ওই সব পাপী, শুন, গো জননি!
মহাপাপ করি' দিবস রজনী,
ভীষণ নরকে ভুঞ্জে কর্ম্ম-ফল,
পরিত্রাণ আর ওদের নাই;
কতবার রবি উঠিয়া গগনে
উহাদের দশা প্রদীপ্ত নয়নে
দেখেছেন, পুন চিরকাল তরে
দেখিবেন তিনি আবার তাই।

৭৭

"যেখানে থাকিয়া ওই পাপিগণ
করেছিল মহাপাপ আচরণ,
হয় ত সেখানে শোভি'ছে এখন
মহা-অরণ্যানী গভীর ভাবে!
হয় ত সেখানে মহামরুস্থল
ধূ ধূ করিতেছে, বালুকা কেবল,
হয় ত সেখানে অগাধ সাগর
গর্জ্জন করি'ছে ভীষণ রাবে;

৭৮

"হয় ত সেখানে এবে ধর্ম্মালয়
বিরাজ করি'ছে মহাপুণ্যময়,
সাধু পুরুষেরা গায় "ধর্ম্ম-জয়"
ধর্ম্মের নিশান তথায় উড়ে;
হয় ত সেখানে কোন স্রোতস্বতী
প্রবাহি' চলি'ছে অবিরাম গতি,
হয় ত সেখানে উচ্চ-কলেবর
ভূধর উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে!

৭৯

"কিন্তু, দেবি! ওই মহাপাপিগণ
তখন যেমন— এখনো তেমন
নরক-যন্ত্রণা ভুঞ্জে সমভাবে,
ও যন্ত্রণা কভু যা'বার নয়;
হয় ত একদা দীপ্ত দিবাকর
খসিয়া পড়িবে ছাড়িয়া অম্বর,
হয় ত একদা কোটি খণ্ড হ'য়ে
উড়িবে পৃথিবী আকাশময়;

৮০

"হয় ত একদা সাগরে ভূধরে
মিশিয়া যাইবে অসীম অম্বরে,
হয় ত একদা আগুনে আগুনে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাইবে পুঁড়ে;
হয় ত একদা প্রচণ্ড পবন
উপাড়ি' পাড়িবে অনন্ত ভুবন,
হয় ত একদা দেব-স্বর্গ-ধাম
অগাধ পাতালে পড়িবে ছিঁড়ে;

৮১

"তাও, মা! সম্ভব!—কিন্তু সুনিশ্চয়
কোন কালে ওই পাতকিনিচয়
নিমেষ কালের শতাংশেরো তরে
নরক হইতে না পা'বে ত্রাণ!
কত বিশ্ব হ'বে—কত বিশ্ব যা'বে—
কত নব সূর্য্য আকাশে বেড়া'বে—
কিন্তু, মা! উহারা এই একভাবে
নরকে থাকিবে—আকুল প্রাণ।"

৮২

বীণাযন্ত্রযোগে কণ্ঠ মিলাইয়া,
দেবী সরস্বতী এ গান গাইয়া,
নীরব হইলা।——

গিরিসন্দর্শন।*

"সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেই মত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে॥"
কৃত্তিবাসী রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

"পার্শ্বে নির্ঝর-বারি ঝর্ঝর শব্দে পতিত হইতেছে, দূর হইতে উহার শোভা কি মনোহর! অভ্যন্তরে বল্কল, কমণ্ডলু ও ভিক্ষা-কপাল রহিয়াছে, দেখিবামাত্র শান্তিরসের সঞ্চার হয়।"—কাদম্বরী।

প্রথম সর্গ।

প্রভাতদর্শন।

১

প্রাচী দিক্ ক্রমে ক্রমে লোহিত হইল
নবাগত দিনেশের সুরক্ত কিরণে;
যেন রক্তাম্বর সুখে প্রকৃতি পরিল,
বাসর-বসন ত্যজি' দিবা দরশনে।

২

রজনী পোহা'ল হেরি' হিংস্র পশুগণ
ভীতচিত্তে ম্লানমুখে ত্বরিত গমনে
প্রবেশিল গিরিগুহে, করিতে যাপন
দুখের দিবস শু'য়ে সুখের শয়নে।

৩

নাহি আর শার্দ্দূলের গভীর হুঙ্কার;
শৃগাল-পালের নাহি উচ্চ কোলাহল;
কোটরে পেচক পশে ছাড়িয়া চীৎকার;
নিস্তব্ধ এখন উচ্চ পাহাড়সকল।

৪

নিরখি' প্রভাত, যত তরুবাসী পাখী
আশ্বাসি' জীবনসম শাবকনিকরে,
উড়িয়া চলিল ত্যজি' সুখালয় শাখী,
নিজের ও শিশুদের আহারের তরে।

৫

কেহ বা হরিষে মাতি' সুললিত তানে
আরম্ভিল গীত, আহা, অতি মনোহর!
পবন-চালনে উহা আসি' নর-কানে,
ভাঙ্গাইল ঘুমঘোর; জাগে যত নর।

৬

এ হেন সময়ে ত্যজি' প্রবাস-ভবন,
চলিলাম গিরিপানে হেরিবার তরে
প্রকৃতির মনোরম শোভা অতুলন,
আবরিয়া মানসেরে কৌতূহল-হারে।

৭

যত যাই, তত যেন পাহাড়ো আমায়
নব দরশক হেরি' পরিহাসচ্ছলে,
ধূমজাল মাঝে পশি' পিছনে পালায়;
ঠিক যেন ডুবে গেল বরষার জলে।

৮

কতক্ষণ হাঁটি' পরে হ'য়ে উপনীত,
দেখিলাম প্রকৃতির কিবা মনোহর
শোভার সুচারু ছবি! কবি-মনোনীত;
হেরিলে তখনি, আহা, জুড়ায় অন্তর!

৯

ভিজেছে গিরির তল নিশার তুষারে,
বোধ হয়, বৃষ্টি যেন হ'য়েছে সম্প্রতি।
ধুইয়া তরুর ধূলা হিম-জল-ধারে,
নবীন হরিত রাগে সুশোভি'ছে অতি।

১০

ঝরি'ছে হিমানী-বিন্দু হ'তে পত্রদল,
তলস্থিত অণ্ডাকৃতি উপল উপরে;
বৈশাখে যেমতি ধীরে বসুঝারা জল
মন্দিরে শিবের শিরে মৃদু মৃদু ঝরে।

১১

পাহাড়-নিতম্ব হ'তে ঝরি'ছে নির্ঝর,
শীতল সলিলরাশি স্ফটিক বরণ;

*আমি বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে রাজমহল, জামালপুর, মুঙ্গের ও মির্জাপুর অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। তত্রত্য পাহাড়গুলি সন্দর্শন করিয়া, সেই বৎসরের শেষে ও ১২৭৭ সালের প্রারম্ভে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলাম।

নানাবিধ ছোট ছোট পাষাণনিকর
জল-তোড়ে তড়তড়ে হ'তেছে পতন।

১২

ক্রমে ক্রমে আরম্ভিনু উঠিতে উপরে,
হেরিতে উপর-শোভা প্রকৃতি দেবীর।
আহা, সে প্রভাত হেরি' কি সুখ অন্তরে;
কত ভাবোদয় হয় মানসে কবির।

১৩

ঝকি'ছে তরুণ তেজে অরুণ-কিরণ
গিরির শ্যামাঙ্গে; যেন হৈম-আভরণে
ভূষিয়া প্রকৃতি, জন-মোহন আনন,
বিরাজিত হইলেন ভাবুক-নয়নে!

১৪

নানাজাতি বন-তরু, লতিকা-নিকর
ফল-ফুল-অলঙ্কারে বিভূষিয়া কায়,
সাজা'য়েছে গিরি-দেহ, অতি মনোহর!
তেমন সুষমা কভু হেরিনি কোথায়।

১৫

নিস্বনি'ছে বন-ঝিল্লি শাখি-শাখাতলে,
চারি দিক আমোদিয়া স্বভাব-স্বননে;
শুনিয়া সে রব কা'র মন নাহি ভোলে?
কা'র না জ্বলিয়া ওঠে ভাব-শিখা মনে?

১৬

শৈত্য-অংশ-পরিবহ মৃদুল পবন
ভ্রমি'ছে পাহাড়'পরি সৌরভ বিতরি';
কাঁপি ছে সে বাত-ঘায় কিসলয়গণ,
গায়ক যেমতি শির নাড়ে তান ধরি'।

১৭

রোমাঞ্চিত হ'ল কায় স্পর্শি' প্রভঞ্জনে,
ভাল ক'রে উত্তরীয় ঢাকিয়া শরীরে,
উঠিতে লাগিনু পুন হরষিত মনে,
উঁচু নীচু স্থলে পদ ফেলি' ধীরে ধীরে।

১৮

কভু শ্রমযুক্ত হ'য়ে বসি কোন খানে,
পদদ্বয় প্রসারিয়ে প্রস্তর উপরে।
কৌতূহলী হ'য়ে সদা হেরি চারি পানে
উচ্চ-নগ-নব-শোভা দরশন তরে।

১৯

কখন নয়ন তুলি' করি দরশন
দূরস্থিত নগরের শোভা চারুতর।
স্পষ্ট নাহি দেখা যায়, ধূমে আবরণ
হ'য়ে আছে যেন দূরে ভবননিকর।

২০

গোধূম-শীর্ষক সুশোভিত ক্ষেত্র-ভূমি
হইয়াছে ধূমাচ্ছন্ন, চেনা নাহি যায়;
পাঠক, বারেক তরে দেখ যদি তুমি
সে কালের ছবি, কত সুখ পা'বে তায়।

২১

কভু গিরি-তল-ভাগে করি নিরীক্ষণ,
সে তল বিষম নীচু, হৃদয় চমকে!
অমনি ফিরাই মুখ হ'য়ে অন্য মন,
তবু হৃৎপিণ্ড কাঁপে ভয়ের দমকে!

২২

আবার ভাবিনু মনে কি ভয় এখানে?
পড়িব না কখনই গড়াইয়ে তলে;
ভৃগুভাবে সুরচিত হ'য়েছে পাষাণে
গিরি-দেহ; তবে কেন পড়িব ভূতলে?

২৩

দেখিনু সুদূরে আসে রাখালনিকরে,
তাড়াইয়া 'হোই হোই' শব্দে গাভীগণে
তৃণাবৃত গিরিতলে চরা'বার তরে,
বাজা'য়ে বাঁশের বাঁশী হরষিত মনে।

২৪

ছুটি'ছে মেষের পাল উড়াইয়ে ধূলি
গিরি পানে; ঘন ঘন বাজি'ছে ঘুংঘুর
লোমময় কণ্ঠ মাঝে; মুখে ভ্যা ভ্যা বুলি;
পিছু পিছু চলিতেছে চালক চতুর।

২৫

ক্ষুধায় আকুল সবে ছিল নিশাকালে,
এখন উদর-জ্বালা মিটা'বার আশে,
দ্রুতপদে গিরি'পরে উঠি' পালে পালে,
করিল ক্ষুধার শান্তি হিমসিক্ত ঘাসে।

২৬

পাহাড়ী জাতিরা সবে ত্যজিয়া কুটীর
অস্ত্রকরে বাহিরিল তরু কাটিবারে;
মলিন বদনে ঢাকা মলিন শরীর,
সুশোভিত কণ্ঠদেশ ঝুটাপলাহারে।

২৭

কেহ বা বাঁশের বাঁক কাঁধে ক'রে ধায়,
ডাল পালা যাহা পায়, করে সঙ্কলন;
আবার অপর দিকে তাড়াতাড়ি যায়,
পাছে তথাকার কাষ্ঠ লয় অন্য জন।

২৮

পূর্ব্বদিন-সঙ্কলিত ভগ্ন শাখাচয়
বেচিবারে যায় কেহ নগর-বাজারে;

লতা-পাশে বেঁধে বোঝা শিরোপরি লয়,
পাতার কবাট আঁটি' কুটীরের দ্বারে।

২৯

এই রূপে ক্রমে ক্রমে নবীন প্রভাত
প্রকাশিল গিরি-দেহে বিমল বরণ,
উজলিল চারি দিক আলোক-বিকাসে,
বিনাশি' তমস-রাশি প্রকাশি' কিরণ।

৩০

ক্রমিক নূতন ভাবে সাজিয়া স্বভাব,
দেখা'তে লাগিল বিশ্বনাথের কৌশল;
আহা, কি বিচিত্র শোভা! বর্ণিতে সে ভাব
হারি মানে শত শত খ্যাত কবিদল।

ইতি গিরিসন্দর্শন কাব্যে প্রভাতদর্শন নামক
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

মধ্যাহ্নদর্শন।

১

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-করে তাতি' নগগণ,
নূতন আকার এবে ক'রেছে ধারণ;
নাহি সুশীতল বাত, চারি দিকে তীক্ষ্ণ তাত,
পোড়ে পদ হাত যদি ওঠে কোন জন।

২

ক্রমশ বায়ুর এবে হইতেছে বল,
কা'র সাধ্য গিরি'পরি তিষ্ঠে এক পল?
বাড়ে রবিকর যত, অনিল অনল মত,
হয় তত ক্লেশকর, ধায় জীবদল।

৩

তরু-মূলে গাভীগণ বৎস সনে ধায়,
কেহ উৎস-নীরে স্নিগ্ধ করে তপ্ত কায়;
কেহ ধায় গৃহ পানে, কেহ ধায় নীর পানে,
কেহ গুহা মাঝে ধায় বেগগতি পায়।

৪

আকুল বিহঙ্গকুল শ্বাসে ঘন ঘন,
নীরবে নিবসে শাখে সন্তাপিত মন;
কেহ পক্ষ আবরণে, ঢাকি' প্রিয় শিশুগণে,
নিমীলিত চক্ষে কষ্ট করি'ছে যাপন।

৫

তেতেছে কুটীরগুলি, পাহাড়ী আকুল,
দ্বাররোধ ক'রে ব'সে খায় ফল মূল;
শরীর শীতল তরে, তাল-রস পান ক'রে,
কেহ নিদ্রা যায়, কা'রো আঁখি ঢলু ঢল।

৬

এবে যেন ক্রোধভরে প্রকৃতি সুন্দরী,
শাসিতে ভূধর-রাজ্য (ভীম বেশ ধরি')
গিরি'পরি মূর্ত্তিমতী, হেরে সশঙ্কিত অতি,
জীবকুল মহাকুল হাহাকার করি'।

৭

বন-লতা নতমুখী প্রখর কিরণে,
পত্রপুঞ্জ অবনত সলিল বিহনে;
নবীন পল্লব যত, সকলেই অবনত,
শুষ্কপ্রায় লুটে সবে, মলিন বদনে।

৮

অংশুমালিকরে গিরি তেতেছে এমনি,
অগ্নি-পূরী-মূর্ত্তি মনে উপজে অমনি!
যে দিকে নয়ন মেলি, স্বভাব করি'ছে কেলি;
ঝলসে তাপের তেজে নয়নের মণি।

৯

যে সকল উপত্যকা প্রভাত সময়
নিশা সম হ'য়েছিল ঘোর তমোময়;
হেরিতে যাহার রূপ, ভেবেছিনু কত রূপ,
কিরূপে কিরূপ হেথা শোভে দ্রব্যচয়।

১০

এবে সে মনের ভাব আলোক-প্রভাবে,
পূরণ হইল তথা নিরখি' স্বভাবে;
সুশোভি'ছে তরুপুঞ্জ, যেন গোপী-কুল-কুঞ্জ
নিশাগতে উষাকালে শোভে নানা ভাবে।

১১

শার্দ্দূল-চরণ-চিহ্ন হেরি' চারি ধারে,
শিহরে শরীর-লোম, ভয় সুসঞ্চারে।
সাহস না হয় আগে যেতে, পাছে খায় বাঘে,
হেন মনে লাগে যেন লুকা'য়ে ওধারে।

১২

কোথাও চর্ব্বিত চূর্ণ শ্বেত অস্থিরাশি,
নিরখি' তখনি হয় অন্তর উদাসী!
মনে ভাবি কত রূপ, কখন বা শোক-কূপ
উথলিয়ে ওঠে,—কভু চিন্তা-নীরে ভাসি।

১৩

অসহ্য রবির কর খরতর তেজে,
গিরিবাসিগণে যেন ফেলিতেছে ভেজে;
সবাই ব্যাকুল-কায়, মুহুর্মুহু জল খায়,
কেহ গায়ে ঢালে জল, কিসে দেহ ভেজে।

১৪

একে মধ্য দিবা, তায় পাহাড়নিচয়,
তাহাতে আবার পুন রবি তেজোময়!

শুন উষ্ণ সমীরণ করিতেছে ঘোর রণ,
যেন প্রলয়ের ভাব মনে হেন হয়।

১৫

এ সময়ে যেই দিকে ফিরাই নয়ন,
সেই দিকে প্রকৃতির ভীম-দরশন
হ'য়ে যেন মূর্ত্তিমান, এড়িতেছে অগ্নি-বাণ,
যায় প্রাণ, জীবগণ যাচি'ছে জীবন।

ইতি গিরিসন্দর্শন কাব্যে মধ্যাহ্নদর্শন নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

সন্ধ্যাদর্শন।

১

গিরি-শিরে ব'সে দেখিনু নয়নে,
প্রতীচী-বিভাগে গগন-রবি
গড়া'য়ে গড়া'য়ে পড়ি'ছে কেমনে,
প্রকাশি' নূতন লোহিত ছবি!

২

নভোভাগ এবে লোহিত বরণে,
আহা, কি রঞ্জিত হ'য়েছে মরি!
যেন অগ্নি লেগে বিদূর কাননে,
জ্বলিয়া উঠি'ছে হুহুহু করি'!

৩

অথবা রকত-চন্দন ছড়া'য়ে,
ভ্রমি'ছে প্রকৃতি আকাশ-তলে;
যেমতি গোকুলে হাসি' শ্যাম সনে
হোরী খেলে রাধা আবির-জলে।

৪

ক্রমে দিনমণি নিমীলি' নয়ন
উজল আলোক নিলেন হরি';
শ্রান্তি পরিহরি' শান্তিবারে মন,
উঠিলেন অস্ত-অচলোপরি।

৫

ফিরিল গোপাল লইয়ে গোপাল
গৃহপানে, হেরি' তম আগত।
ধেয়ে যায় ধেনু, মুখে ঝরে লাল,
ধূলা উড়াইয়ে নিরখি' পথ।

৬

দূর হ'তে, আহা! তা'দেরে দেখিলে,
বোধ হয় যেন সাগর-ঢেউ
আসি'ছে, ভাসি'ছে ফেনক সলিলে;
গাভীদল ব'লে চেনে না কেউ।

৭

ছাগপাল ল'য়ে ছাগল-পালক,
গ্রাম্য তানে গেয়ে রাখালী গীত,
কোলে ক'রে শিশু ছাগল-শাবক,
গৃহমুখে চলে—হরিষ চিত।

৮

করপট পুরু মলিন বসন
কটিদেশে পরা নাভীর নীচে;
শিরে জড়া'য়েছে মনের মতন
লাল পাগ, ঝোঁটা ঝুলি'ছে পিছে।

৯

তেঁতুলের গাছ পাতা পরিকরে
মুদিল নিরখি' রজনীমুখ;
সমীর-হিল্লোলে দোলে থর থরে,
হেরিলে উপজে অতুল সুখ।

১০

যে সব লতিকা রবি-কর-তাপে
মৃতপ্রায় ছিল হইয়ে নত;
এবে সন্ধ্যা হেরে হরিষে আলাপে,
ফুল-ভূষা পরে মনের মত।

১১

আহা! এ সময়ে পাহাড়প্রদেশ
ধরিল অতুল সুচারু ছটা!
মানব-নয়ন-মোহনীয় বেশ,
চারি দিকে ছোটে রূপের ঘটা।

১২

যতই নিরখি, ততই নূতন;
মানসের সাধে প্রকৃতি সতী—
সাজাইতেছেন করিয়ে যতন
স্বভাব-ভূষণে অচল-পাঁতি।

১২

মৃদুল বহি'ছে শীতল মরুত
কুসুম-রেণুকা বহন করি';
কিসলকলাপ হ'তেছে বিধূত
অনিল-চালনে অচল'পরি।

১৪

আহার বিহার আদি পরিহরি',
বিহগনিকর নীড়াভিমুখে,
ঘোর কলরবে ধায় ত্বরা করি'
শিশু পানে, নিশা যাপিতে সুখে।

১৫

উদিল গোধূলি-ললাটে উজল
তারাবলী! যেন প্রকৃতি-ভালে

শোভে হেমসীঁতি, হীরক বিমল
ঝক্‌মকে রবি-কিরণ-জালে।

১৬

আহা! কিবা শোভা হ'ল এ সময়
ভূধরনিকর উপরিভাগে!
নভে শোভে তারা, নগে দীপময়
উটজনিকর রাজে সুরাগে।

১৭

ভূধর-পাদপ-মূল-বিরাজিত
পাষাণ-রচিত দেব-সমুখে
ঝাঁঝর কাঁসর হ'তেছে বাদিত,
কেহ বা ভজন* গাই'ছে সুখে।

১৮

প্রেমে গদগদ পুলক শরীর
দৃঢ় মনে দেবে ডাকে সঘনে,
কেহ ভক্তিভাবে নত ক'রে শির
প্রণিপাত করে দেব-চরণে।

১৯

কতক্ষণ পরে তাহারা সকলে,
দলে দলে মিলে চলিল ঘরে,
দেবপ্রসাদিত ফুলমালা গলে
পরিয়া হরিষে দু'তিন থরে।

২০

এ হেন সময় সেইখানে একা
কি রূপে থাকিব ভাবিনু মনে,
কেউ কোথা নাই, ভয়ে ভেকা চেকা,
তাহে নিশাগত গিরি-সদনে।

২১

উলিনু ভূতলে ত্বরিত গমনে,
তম-আবরিত পাহাড় হ'তে;
চলিনু সবেগে প্রবাস-ভবনে,
যাপিতে যামিনী যে কোন মতে।

ইতি গিরিসন্দর্শন কাব্যে সন্ধ্যাদর্শন নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

পৌর্ণমাসী রজনীদর্শন।

১

একদা মিলিয়ে তিন জনে,
বন্দুক পিস্তল ল'য়ে সনে,
হেরিতে পাহাড়োপরি পৌর্ণমাসী বিভাবরী,
উঠিলাম হরষিত মনে।

২

হেরিলাম অতুল তথায়
প্রকৃতির চারু সুষমায়!
একাননে বরণন করিবারে কতক্ষণ
পারি আমি আহা সে শোভায়?

৩

ভাস্বর বরণে নিশাকর,
সাজা'য়েছে সুনীল অম্বর;
স্পর্শসুখ মনোহর, শীতল উজল কর
খেলিতেছে গিরির উপর।

৪

আহা! কিবা শোভা অতুলন
ধরিয়াছে বিশাল গগন!
একে বর্ণ নীলময়, বিষ্ণু-বক্ষ বোধ হয়;
তাহে শশী কৌস্তুভ-রতন!

৫

তারাপুঞ্জ যেন মণিহার,
অনুপম শোভার আধার!
নভে নব করিবারে, উজলি'ছে চারি ধারে,
আহা মরি! বাহা কি বাহার!

৬

কিম্বা বুঝি প্রকৃতি সুন্দরী
প্রভাময় পরিধেয় পরি'
উলিয়ে জগতীতলে, ভ্রমি'ছেন কুতূহলে,
হীরাজালে আনন আবরি'।

৭

প্রকৃতির ললাটের মাঝে
নিশামণি হরিষে বিরাজে!
আহা সে রুচির কান্তি, হেরে হরে মনোভ্রান্তি,
তারাদল বিমলিন লাজে!

৮

প্রভাময়ী যামিনী সুন্দরী
হেরি' প্রাণনাথে নভ'পরি,
হাসে বামা রসরঙ্গে, কুমুদী সতিনী সঙ্গে,
ভাবুকের চিত্তসুখকরী!

৯

সুধাকর-কর-সুধা-পানে,
হরিষে নিরখি' প্রিয়া পানে,
চকোর সম্ভাষে সুখে, মধুরবে মুখে মুখে,
কভু গায় গীত মৃদু তানে।

১০

বিটপ-বিহারী খগগণ
কৌমুদী নিরখি' হর্ষ মন।

*পশ্চিমদেশবাসীরা পরমেশ্বরের নাম সংকীর্ত্তনকে ভজন বলিয়া থাকে।

দিবা বোধে গায় গীত, শুনিয়ে মোহিত চিত,
একাননে অতুল বর্ণন !

১১

পুলকে উলূক চেঁচাইয়া
চারি দিকে বেড়ায় উড়িয়া।
ছাড়িয়ে কোটর-গেহ, শাখে উড়ে বসে কেহ,
কেহ যায় কোটরে ফিরিয়া।

১২

পাহাড়ের নিবিড় কাননে
তরুকুল ফুল-আভরণে
সেজেছে কি মনোহর ! তাহে পুন শশিকর
পড়িয়াছে বিশদ বরণে।

১৩

বিন্দু বিন্দু শীতল তুষার
নগ-শিরে হ'তেছে আসার,
যেন শীত সুধা ক্ষরে, অচল অঞ্চল'পরে
বিধু-মুখ হ'তে অনিবার।

১৪

ভূধরজা সন্তোষদায়িনী
সুবিমলা শীতলা তটিনী
সুধাংশুর অংশুমালা, পরি' গলে, গিরিবালা
প্রবাহি'ছে মৃদুলনাদিনী।

১৫

তটিনীর শোভা অতুলন,
ভাবুকের মানসমোহন !
আপনি স্বভাব যেন, গলা'য়ে রজত হেন,
ঢালিয়াছে পরীক্ষা কারণ।

১৬

নিরঝর ঝর ঝর স্বরে
পাহাড়-নিতম্ব হ'তে ঝরে,
যেন শুভ্র মুক্তাজাল পড়িতেছে তাল তাল,
রূপের ছটায় মন হরে !

১৭

আরাববিহীন চারি পাশ,
কেবল স্বনি'ছে বায়ু-শ্বাস,—
ধীরে ধীরে শন্‌শনে, সুতৃপ্ত করি'ছে মনে,
সঙ্গে ল'য়ে ফুলকুলবাস।

১৮

দূরস্থিত কুটীর-কেতনে
পাহাড়ী জাতিরা হর্ষ মনে,
জঙ্গলী সুতানে গায়,* মাদল† কেহ বাজায়,
শুনে মন প্রীত সে নিক্কণে।

১৯

অনিলের সুবক্র বহনে,
আহা ওই তূর্য্যক-নিস্বনে,—
ভাবি যেন বাজে কাছে, পুন উড়ে যায় পাছে,
পুন যেন বাজে দূর বনে !

২০

আহা, এই সুখের তামসী
গিরিকুল-তলোপরে পশি',
সমুজ্জ্বল মনোহর, শীতল শশাঙ্ক-কর
সহকারে বিনাশিয়ে মসী,

২১

ধ'রেছে কি চারু শোভাচয়
গিরিগণে ক'রে জ্যোতির্ম্ময় !
হেরিয়া প্রফুল্ল মন, চরিতার্থ দু' নয়ন ;
কৈলাস সমান বোধ হয়।

২২

এইরূপে হরিষ অন্তরে
ভ্রমি' সবে ভূধর উপরে,
চলিনু প্রবাস মথে, বাক্যালাপ করি' সুখে
পর্ব্বতের শোভা পরে পরে।

ইতি গিরিসন্দর্শন কাব্যে পৌর্ণমাসী রজনীদর্শন
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

অমাবস্যা-নিশীথদর্শন।

১

একে একে পূর্ণ হ'ল মন-কৌতূহল,
নিরখি' অচলে প্রাত প্রভৃতি সকল !
পুন উত্তেজিল নব আশা মনে পশি',—
হেরিতে ভূধর'পরে অমার তামসী।

২

কিন্তু হেন শক্তি নাই, এ ঘোর নিশায়,
একাকী গমন করি সাহসে তথায়।
এই হেতু দিনমণি অস্ত না হইতে,
গিরিমুখে চলিলাম যামিনী হেরিতে।

৩

কটিদেশে ঝুলাইয়ে খর তরবার,
হাতে ক'রে নেপালীয় ভোঁজালি সুধার,
কতক্ষণে উপনীত হৈনু নগ'পরে,
যেখানে পাহাড়ী জাতি দেব-পূজা করে।

* কাহারবা, ডোম্‌না, দাদ্রা, নক্তা প্রভৃতি কতকগুলি গীত পশ্চিমদেশীয় গ্রাম্য ও পাহাড়ী গীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।
† মর্দ্দল, হুড়্‌কা একতারা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র পশ্চিমদেশীয় গ্রাম্য ও পাহাড়ী জাতির প্রিয়।

৪

দেখিলাম, বৃদ্ধা এক বসিয়ে তথায়,
জীর্ণ বাসখণ্ড পরা, এক খণ্ড গায়;
ললিত দেহের মাংস, বিহীন দশন,
শীর্ণ-কলেবরা, হায়, বিহনে অশন!

৫

কাঁসার গহনাগুলি কানে হাতে ভরা,
জাতীয় ব্যবস্থা মতে বাঁক মল পরা;
কতগুলি কুচকাঠে ভরি' ভাঙ্গা ঝুড়ি,
বিরস বদনে একা ব'সে আছে বুড়ী।

৬

হেরি' তা'রে জিজ্ঞাসিনু, কোথা কুঁড়ে তা'র,
কিরূপে কাটায় দিন, কে বা আছে আর?
শুনি' বর্ষীয়সী মোরে করিল উত্তর,—
"কোই নেহি, বেটা, মেরি দুনিয়া ভিতর!"

৭

"উহাঁ মেরি ঘর হ্যায়—পাত্তেকা ছাউনি,
হাম্‌নে একেলা রহে, নেহি কোই দুনি,
বন্‌সে লেক্‌ড়ি তোড়ি' হাট্‌মে বেচঁই,
উস্‌মে গোঙাই দিন, যো হোয় সো ওই!"

৮

শুনিয়া বুড়ীর কথা দহিল অন্তর,
নীরবে ভাবিনু কত বলিতে বিস্তর।
পুন কভু মনে মনে দুখ সম্বোধনে
জানাইনু বিধাতায়,—দেখ হে কেমনে?

৯

কিরূপ বিচার তব বোঝা সুকঠিন,
দাও কা'রে ষোল আনা, কা'রে গণ্ডা তিন;
কা'রো ভাগ্যে নবডঙ্কা টঙ্কা হয় সার,
কে জানে, বিধাত, তব কেমন বিচার!

১০

আরবীয় বেগগতি ঘোড়া যোড়া যুড়ে,
হাঁকা'য়ে চ্যারেট, বগী কেহ যায় উড়ে!
জামা যোড়া, চেন ছড়া, ছড়ি, তোড়া হাতে,
ট্যাক ঘড়ি, বড় ভুঁড়ি, মোসাহেব সাথে!

১১

অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ নবাবী অঠেল!
গরবে পঁড়ে না পদ, ধরা যেন Hell!
সাবাসি বিভব তোরে, কলুষের মূল!
তুই যা'র সখা, তা'র বিষভরা হুল!

১২

রে ভাগ্য! কি অপরূপ করম তোমার,
কা'রো ঘটে যুটে কর অতুল সুসার,
কা'রো প্রতি চিরকাল এমনি বিমুখ,
ঘুঁটে বেচা সার হয়, নাহি ঘটে সুখ!

১৩

এইরূপ কত কি-যে ভাবিনু তখন,
ভুলে'ছি অনেক, মনে পড়ে না এখন;
অমার রজনী দেখা নাহি আর মনে,
হেরি' সে বৃদ্ধার দুখ এ ছার নয়নে।

১৪

হেন কালে নিরখিনু, পশ্চিম গগন
হ'য়েছে লোহিত বর্ণ, ডুবি'ছে তপন।
উঠিল তখন বুড়ী ঝুড়ি কাঁকে ক'রে,
কুটীরে চলিল, ভাঙা লাঠিখানি ধ'রে।

১৫

ভাবিনু অন্তরে আমি বিচারি' তখন,—
বৃদ্ধা বিনা পূর্ণ মম হ'বে না মনন।
দেখি দেখি ব'লে ওরে বাসনা আমার,
দেয় যদি স্থান, নতু ফিরিব আবার।

১৬

সম্বোধি' বলিনু তা'রে আসার কারণ,
তখনি সম্মত হ'ল সরলার মন!
ধন্য গো করুণে! যেই দিনান্তে না পায়
খাইতে উদর পূরে, ছিন্ন বাস গায়,

১৭

আহা, তা'র প্রতি তুমি হইয়ে সহায়,
পরকালে আনন্দের করি'ছ উপায়।
কিন্তু গো অনেকে আমি নিরখি নয়নে,
তোমায় না চায়, তা'রা বশীভূত ধনে!

১৮

হেরিলে দীনের দুখ করে না কেয়ার,
বন্ধু সনে কথা কয় হেলা'য়ে চেয়ার!
সে কেবল ধনবশে ব'সে গেছে মন,
সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী সুখে অকারণ!

১৯

বলিল আমারে বুড়ী;—"নেহি কুছ্ ডর্,
আও, বেটা, মেরি সাথ, থোড়া দূর্ ঘর্!"
চলিনু হরিষ চিতে পিছু পিছু তা'র,
দূর হ'তে দেখিলাম কুটীরের দ্বার।

২০

প্রকাণ্ড তেঁতুল-মূলে কুটীর ভবন,
স্বভাবের শোভা তথা অতি সুশোভন;
কোথা লাগে তা'র কাছে সৌম্য সৌধচয়,
আমার বিচারে তাহা কভু ভাল নয়!

২১
কারণ, সে ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর ভিতরে,
মাৎসর্য্য-শঠতা-শূন্য জীব বাস করে,
কিন্তু বড় বড় থেমো কোঠার তলায়,
ব'সে গর্ব্বিদল পাপ-শৃঙ্খল গলায়!

২২
ধীরে ধীরে প্রবাহি'ছে স্নিগ্ধ সমীরণ,
তেঁতুলের পাতা ঝ'রে হ'তেছে পতন;
খেলুড়ী প্রকৃতি যেন হ'য়ে কৃপাবতী,
ছড়াই'ছে মরকত উটজের প্রতি।

২৩
প'ড়েছে সন্ধ্যার আভা, মিশ্র সিতাসিতে,
বৃদ্ধা অবলার উটজের চারি ভিতে!
আরো চারি পাঁচ খানি কুঁড়ে তথা রাজে,
বুড়ীর পড়সীগুলি থাকে তা'র মাজে।

২৪
কতক্ষণে উত্তরিনু উভয়ে তথায়,
আসিল পাহাড়ী লোক দেখিতে আমায়!
কালীর সমান কাল বরণ কাহার,
স্ত্রীলোকের মত কা'রো শিরে কেশভার;

২৫
অসিত আকার কা'রো, বিকট আনন,
কা'রো দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ, সঙ্কোচ নয়ন।
এইরূপ কতগুলি নূতন আকার,
আসিয়া দাঁড়া'ল আশে পাশে চারি ধার।

২৬
হৌক্ না পাহাড়ী জাতি, হৌক্ কদাকার,
রূপ, মান হেথামাত্র, পরলোকে ছার!
সংসারের শঠ, ভণ্ড, কপটীর মত
কভু নহে তা'রা, আহা, সদা সত্যব্রত!

২৭
পাহাড়ী ভাষার মর্ম্ম আসে না আমায়,
হিন্দী বাক্যে তাহাদের বাক্যে দিনু সায়।
কতক্ষণ পরে তা'রা গেল স্বকুটীরে,
নিশা যাপিবার কথা বলিনু বুড়ীরে।

২৮
বলিল আমারে বৃদ্ধা;—"আগ্ থোড়া লোও
হামারি ঘর্কি পিছে ঘর্মে যা শোও!"
শুনিয়া বৃদ্ধার এই স্নেহের বচন,
প্রবেশিনু ফুল্লমনে কুটীরে তখন।

২৯
দেখিয়া উটজখানি বিবেচিনু মনে,
আহা কি দয়ালু বুড়ী এ নগভবনে!
অভ্যাগত প্রবাসীর তরে এ আবাস
নির্ম্মিয়াছে গিরি'পরে তরে বার মাস।

৩০
কোথায় দেখুক এসে ধনশালী নর,
আত্মম্ভরি লোভ-বশ সদা স্বার্থপর!
কা'রে বদান্যতা বলে কা'রে উপকার
শিখুক বুড়ীর কাছে এসে একবার।

৩১
কভু বা যুটে না অন্ন, কভু অর্দ্ধাশন,
চিরপরিধান এক মলিন বসন!
তবুও নিয়ত রত পর-উপকারে,
আ মরি, কি দয়াবতী ভূধর-মাঝারে!

৩২
এইরূপ নানারূপ চিন্তা-পারাবারে
ক্রমশ ডুবিনু, তাহা জানা'ব কাহারে!
ক্রমে ক্রমে হ'ল চক্ষে নিদ্রা-আকর্ষণ,
দুর্গা ব'লে শুইলাম বিছা'য়ে বসন!

৩৩
সারা দিন নানারূপ চিন্তার খেলায়
কত যে হেরিনু স্বপ্ন অগাধ নিদ্রায়,—
* * * *
* * * *

৩৪
হেন কালে অকস্মাৎ ভৈরব হুঙ্কারে
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, হেরি চারি ধারে।
অস্ত্র দু'টি হাতে ক'রে,—উঠিয়া তখন,—
বসিলাম অঙ্গ ঝাড়ি', মুছিয়া নয়ন।

৩৫
দেখিলাম উঁকি পাড়ি' কুঁড়ের বাহিরে,
ভ্রমি'ছে শার্দ্দূল এক পদ ফেলি' ধীরে;
দীঘল লাঙ্গূল, বাপ্, বিকট আনন!
প্রকাণ্ড আকার, নেত্র ভীম-দরশন!

৩৬
দেখি' নরারিরে মনে চিন্তিনু তখন,
ভাগ্যে-বুড়ী ছিল, নৈলে ঘটিত মরণ!
ধন্য অনাথের নাথ বিভু দয়াময়!
বিপদে রক্ষ হে দীনে দিয়ে পদাশ্রয়!

৩৭
হেন কালে আচম্বিতে বিদূর জঙ্গলে,
রবিল শৃগালদল ঘোর কোলাহলে;
ছুটিল সেদিকে সেই ভীষণ শার্দ্দূল।
বাঁচিলাম, গেল ভয়, পাইলাম কূল।

৩৮

তখন মনের হর্ষে চেয়ে চারি পাশে,
হেরিতে লাগিনু শোভা ; কভু বা আকাশে
কুতূহল সহকারে করি' ঊর্দ্ধ দৃষ্টি,
দেখিতে লাগিনু বিশ্ব-রচকের সৃষ্টি।

৩৯

শীতাংশুর মূর্ত্তি নাই অন্ধকারময়,
কেবল দীপি'ছে চারু তারকানিচয় !
ভূপাপেক্ষা করে যেন বসিয়া সকলে
সুনীল গালিচা'পরে রাজ-সভাতলে।

৪০

শীতল তুষাররাশি শৈলের শেখরে
আচ্ছন্ন করিয়া দিক্ ঝরি'ছে নিঃস্বরে।
প্রকৃতি সুন্দরী যেন সুধাভাণ্ড ভরি',
বরষি' শিশির-সুধা ভ্রমে নগোপরি।

৪১

নীরবে বিহঙ্গকুল তুঙ্গ তরুশিরে
যাপি'ছে রজনী ভিজি' নিশির-শিশিরে।
কেবল উলূককুল গভীর কুস্বরে,
চরি'ছে চৌদিকে ; কভু বসে বল্লী'পরে।

৪২

গন্ধবহ মন্দ মন্দ করে সঞ্চরণ,
বনজ-কুসুম-গন্ধ করি' আহরণ ;
হিমানি-শীভবে হ'য়ে শীভব শীতল,
জুড়াই'ছে রবি-কর-তপ্ত গিরি-তল।

৪৩

উটজের প্রান্তভাগে ঝিল্লি রব করে,
শুনিলে সে রব সুখ উপজে অন্তরে,
কেহ নীরবি'ছে, পুন কেহ উচ্চ তানে,
বরষে সুধারে রব ভাবুকের কানে।

৪৪

ভূপতিত শুষ্ক পত্র পশু-পদতলে
চূর্ণ হ'য়ে মর্ম্মরি'ছে, শুনে প্রাণ ভোলে।
সদাই সমীর-তোড়ে শাখি-শাখাগণ
সর সর স্বর করে,—আনন্দ-বর্দ্ধন।

৪৫

শয়াল্ পাহাড়ীকুল নাসিকা-নিস্বনে
জাগরণ জানাই'ছে ঘুমন্ত জীবনে।
কেহ বা চাটাই হ'তে করি' গাত্রোত্থান,
তামাকের ধূমপানে সন্তোষি'ছে প্রাণ।

৪৬

কোন রমণীর শিশু দুগ্ধ পিয়িবারে,
নিদ্রা ত্যজি' কাঁদিতেছে ; জননী তাহারে
কোলে করি' ব্যগ্র হ'য়ে স্তনাগ্র প্রদানে,
পালন* গাইয়া সান্ত্বে, পাহাড়িয়া তানে।

৪৭

এইরূপে নিশা সতী মিলিয়া স্বগণে
যাপিল অতুল সুখ অচল-সদনে।
আমিও মনের সাধে সাধিনু আশায়,
হেরিয়া অচল'পরি অমার নিশায়।

৪৮

ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে অপূর্ব্ব বিভায়
উদিল তরুণ ভানু অরুণ ছটায় !
রবি রূপ হরি হেরি' ধ্বান্ত-করিকুল
ধাইল গহ্বরতলে ভয়েতে আকুল !

৪৯

শোভিল প্রকৃতি পুন নবীন ভূষণে ;
রবিল বিহগদল ; ধাবিত গমনে
চলিল অচলবাসী হিংস্র পশুদল,
স্ববাসে বিরাম-আশে ত্যজি' নগতল।

৫০

নিরখি' সুযোগ, প্রশংসিয়া জ্যায়সীরে,
গিরি ত্যজি' পরবাসে আসিলাম ফিরে !
দু'ধারে প্রান্তর-শোভা করি' নিরীক্ষণ
খুলিল হৃদয়-দ্বার, পুলকিত মন !

ইতি গিরিসন্দর্শন কাব্যে অমাবস্যা-নিশীথদর্শন নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

বিবিধ শোভাদর্শন।

১

যত দেখি, তত বাড়ে অভিলাষ,
সদাই হেরিতে মানস-সরে ;
তাড়াতাড়ি ক'রে ত্যজি' পরবাস,
ভ্রমিবারে যাই গিরি-শেখরে।

২

এরূপ একদা ভ্রমণ-বিলাসে,
একাকী যেতেছি—জাগিল মনে,—
'এ দেশের যদি কা'রে পাই পাশে,
জানে সব, ভ্রমি তাহার সনে।'

৩

অমনি তখনি ফিরা'য়ে নয়ন
দেখিনু পিছনে, আসি'ছে দু'টি
সে দেশের লোক, বৃদ্ধ এক জন,
যুবা এক তা'র র'য়েছে যুটি।

* পালন—একপ্রকার গীত, পশ্চিমদেশবাসীরা শিশুদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত ইহা গান করিয়া থাকে।

৪
বলিনু তাঁ'দেরে যেতে মোর সনে,
দিয়ে এক টাকা দু'য়ের হাতে ;
পেয়ে তা'রা তাহা হরষিত মনে,
চলিল অচলে আমার সাথে !

৫
প্রবাস হইতে কিছু দূর নগ ;
তাহার মাঝারে হরিত রাগ
শোভে তরুরাজি ; কূজনি'ছে খগ ;
রাখাল চলি'ছে চরা'তে ছাগ।

৬
পথের দু'পাশে শোভি'ছে কেদার,
শীষ-ভারে যত ওষধি নত ;
দেখিনি কখনো তেমন বাহার ;
প্রকৃতি সেজেছে মনের মত !

৭
কাছে গিরি শোভে শ্যামল বরণ,
দেখিতে দেখিতে উতরি' তথা,
তিন জনে মিলে করি' আরোহণ
চলিনু সম্ভাষি' কত কি কথা।

(প্রাচীন বটবৃক্ষদর্শন)

১
অতিক্রমি' পূর্ব্ব দিক্ পুলক অন্তরে,
চলিনু দক্ষিণ-শোভা দরশন তরে।
যাইতে পথের মাঝে, দেখিলাম সুবিরাজে,
পুরাতন বট তরু নত শাখা-ভরে।

২
অনেক সুদীর্ঘ জটা শিলা ভেদ করি'
পশিয়ে অচল-গর্ভে শোভে তদুপরি ;
শাখা-বিনির্গত কায়, যেন সৌম্য স্তম্ভপ্রায়
বল্লী-পত্রাবলী রূপ ছাদে শিরে ধরি'।

৩
উত্তুঙ্গ আকাশভেদী শাখাঙ্গ-নিচয়
বিতরি' ছায়ায় রাজে ; তল স্নিগ্ধময় ;
পড় পড় শিলাকুলে জড়া'য়ে দীঘল মূলে,
ধীরভাবে রাখিয়াছে ;—পড়িবার নয় !

৪
দেখে সে তরুর ভাব হইল উদয়
মানসে অতুল কৃতজ্ঞতা-পরিচয়।
কিশোরে পাহাড় তা'রে, বহু যত্ন সহকারে
পালিয়াছে ; নতু তরু হইত বিলয় !

৫
তাই এবে, বনস্পতি ছায়া বিতরণে,
পতন-উন্মুখ শিলা ধরি' সুযতনে,
কৃতজ্ঞতা অনুক্ষণ নরে করে প্রদর্শন,—
দেখ দেখ, হে মানব, বারেক নয়নে।

৬
শিশুসহ খগকুল পশিয়ে কুলায়,
রচক-রচন-গুণ কল-স্বরে গায় ;
কেহ স্বীয় প্রিয় সাথে, বটফল চঞ্চু যাতে—
ভাঙি'ছে, কেহ বা বল্লী ছাড়ি' উড়ে যায়।

৭
শোভি'ছে হরিত রঙে তরু-পত্র-দল,
শাখে শাখে শোভে চারু সুলোহিত ফল !
যেন মরকত মাজে, প্রবাল প্রপুঞ্জ সাজে,
ভোলা মন আর ভোলে নয়ন সফল !

৮
ওহে বনস্পতে ! বল এ হেন বিরলে,
কত কাল নিবসি'ছ, মজি' কুতূহলে ?
একাকী মনের হর্ষে নিরখি'ছ প্রতি বর্ষে
কত কাণ্ড এ প্রকাণ্ড শ্যামল অচলে।

৯
হ'য়েছে বয়স বেশী এখন তোমার,
এক স্থানে কত কাল করিয়াছ পার ;
একা বিভু-পদ সেবে প্রাচীন হ'য়েছ এবে,
সাধু তুমি, তব কাছে অসার সংসার !

১০
আমিও তোমার মত ছাড়ি' লোকালয়,
বিরলে ভাবিব কবে বিভু দয়াময় ?
হেন দিন কবে হ'বে, আরাধিব ভবধবে,
ভক্তিভাবে গিরি-গুহা করিয়ে আশ্রয় ?

(গিরিবনান্তে সমাধিদর্শন)

১
কা'র দেহ হেথা আছে, বল হে আমার কাছে,
নিরখি' অব্যক্ত ভাব হইল উদয় !
এমন বিজনে, নিরাকুল মনে,
কে চির শয়নে কাল যাপয় ?

২
হয় তো সে সাধু ছিল, জীবনেরে কাটাইল,
চিরকাল পরমেশে করিয়ে সাধন ;
নতুবা ভীষণ পাপ-পরায়ণ
হ'য়ে কলুষিত ক'রেছে মন।

৩
কিম্বা এর অবিরত নির্ব্বাত তড়াগ মত
আছিল অন্তর শান্ত তরঙ্গ-বিহীন।
নতু সিন্ধু সম হয় তো বিষম
খেপিয়ে ক্ষেপেছে চিরটা দিন।

৪

হয় তো ও বিদ্যাহারে বিভূষিয়ে ধরাগারে,
করেছিল নানাবিধ জ্ঞান উপার্জ্জন,
নয় মূর্খ হ'য়ে কত দুখ স'য়ে,
শেষে ত্যজিয়াছে নিজ জীবন।

৫

হয় তো আছিল ধনী, ছিল হেম হীরা মণি,
অতুল ঐশ্বর্য্যে ভরা বিশাল প্রাসাদ।
নয় তো সুদীন হ'য়ে চিরদিন
যেপেছে সময় সহ বিষাদ।

৬

হয় তো হ'তেও পারে, দয়ারূপ পারাবারে
চিরদিন সন্তরিয়ে যাপিয়াছে কাল;
নিঠুরতা-ক্ষুরে, নয় কত্তু জীবে করি' ক্ষয়,
ডুবেছে কাটিয়ে পাপের খাল।

৭

বল মোরে তুমি কে হে, শু'য়েছ নিভৃত গেহে ?
উঠে করিব্বে না আর ভব-অভিনয় ?
দেখ হে, হ'য়েছে বেলা, উঠ উঠ, কর খেলা,
আরো কি ঘুমান উচিত হয় ?

৮

আহা, ভাই, চিরতরে বিজন আঁধার ঘরে
শয়ান র'য়েছ তুমি, বুঝিলাম মনে।
উঠিবে না আর, হেরিতে অসার
এ ছার সংসার পাপের বনে।

৯

এবে যদি কোন জন, ধরার তাবত ধন
প্রদানি' তোমারে ডাকে দেখিতে সংসার,
সে ধন না চাও, ফিরেও না চাও,
অসার বিভবে কি হ'বে আর ?

১০

ধন দূরে থাক্ ; যদি প্রিয়তমা নিরবধি
তোমার সমাধি-পাশে কাঁদে অবিরল,
তনয়া, তনয় আকুল-হৃদয়
হ'য়ে যদি ফেলে নয়ন-জল,

১১

তথাপি তা'দের সনে বারেক প্রফুল্ল মনে
করিবে না প্রিয়ালাপ, এমনি সময়
হ'য়েছে তোমার, দয়া মায়া আর
ক্ষণতরে চিতে উদয় নয়।

১২

শোন, হে প্রোথিত শব ! ত্যজিয়ে বিশাল ভব,
তোমার মতন্ সবে কালক্রমে হ'বে ;
বেশ, ভূষা, ধন, প্রিয় পরিজন,
কেহ কা'রো নয়—পড়িয়ে র'বে।

(গিরি-শেখরে জনৈক ভ্রমণকারীর লিখনদর্শন)

চলিলাম তথা হ'তে সঙ্গিগণে ল'য়ে,
দেখিতে পাহাড়-চূড়া প্রফুল্ল হৃদয়ে।
চূড়ে চড়ি' দেখিলাম অসিত শিলায়
খোদিত লিখন শোভে অক্ষর-মালায় ;—
"বিরাগে
বিবাগী হইয়ে
গৃহ পরিহরি' 'হরিনাম'-নিধি
আহরিব আশা করি' ফিরিলাম কত
নদী-তটে—বনে বনে—বিজন প্রান্তরে—গুহে,
কিন্তু মায়া-মরীচিকা-প্রলোভন-বলে
বিনাশিল আশা মোর ফিরাইয়ে
অসার সংসার
মাঝারে।"

(ভগ্নাশ্রমদর্শন)

১

তথা হ'তে তিনে চলিনু আবার
গিরি-বিরাজিত কানন-মাঝার,
তরুরাজি সাজে হাজার হাজার,
পরস্পরে হ'য়ে মিলিত সবে ;
শির'পরি ধরি' রবির কিরণ,
ভূমিরে ক'রেছে আঁধার বরণ ;
পাকা পাতা-পাঁতি হ'তেছে পতন
পাহাড়-হৃদয়ে মৃদুল রবে।

২

যত তরুগুলি সবে সমশির,
ফলফুলে শোভে সবার শরীর,
পুন তাহে কিবা গিরিজ সমীর
তা'দের কিসল নাড়ি'ছে ধীরে !
বোধ হয়, যেন ফুল-বাস-আশে
খেলি'ছে পবন তরু-কুল-পাশে,
তা' না হ'লে কেন সদা যায় আসে ?
কেন বা এখানে নিয়ত ফিরে ?

৩

দিবাভীত হ'য়ে কাক-ভয়ে ভীত,
ঐ আঁধার ঝোপে আছে লুক্কায়িত,
গ্রীবা বাঁকাইয়া হেরে চারি ভিত,
পাছে কোন অরি আসিয়ে ধরে ;
পাপিয়া, চাতক, শ্যামা আদি পাখী
স্বভাবজ রাগ দেহ'পরি মাখি',
সারি সারি ব'সে সাজা'য়েছে শাখী,
বন আমোদি'ছে ললিত স্বরে।

৪

এ হেন বিজন কানন ভিতরে
প্রাচীন কুটীর নয়ন-উপরে
হইল উদয়, ভীম কাল-করে
অরপি'ছে নিজ পবিত কায়।
ধিক্ রে নিদয় কাল দুরাচার!
এখানেও তোর এত অবিচার,
সকলের প্রতি সম ব্যবহার,
দয়ালেশ তোতে নাহিকো, হায়?

৫

কোন্ অপরাধে পবিত আশ্রমে
কঠোর জঠরে পূরিস্ বিক্রমে?
একবারো মনে ভাবিলি না ভ্রমে
পর-বধে কত উপজে পাপ?
বিধাতা কি দিয়ে গড়িল রে তোরে,
জানিতে বাসনা—বল্ বল্ মোরে;
এত জোর তোর বল্ কা'র জোরে?
কা'র দাপে তোর বেড়েছে দাপ?

৬

আহা, ওই পাতা-রচিত কুটীর
এক দিন কিবা ছিল গো রুচির!
ভূপতি-মকুট-নিহিত নিধির
সমান উহার ছিল গো রূপ;
জলনিধি-তল-মতির মতন
ছিল এক দিন কুটীর-রতন,
তরুদল কত করিয়ে যতন
সাজা'ত ঢালিয়ে কুসুমস্তূপ।

৭

সে সুখের দিন হ'য়েছে বিদায়,
নাহি সে কুসুম-বিভূষিত কায়,
কালের প্রেরিত নিয়তি ইহায়
হানি'ছে এখন বিনাশ-বাণ,
এ দশা ইহার হেরিলে এখন,
কত শোক-শিখা হয় উদ্দীপন,
চিতেরে বিরাগ করে আক্রমণ,
এ সংসারে হয় অসার জ্ঞান।

৮

কোথা এর সেই তাপস পুরুষ?
প'ড়ে ওই তাঁ'র কোসা, কুসী, কুশ,
বাকলে তাঁহার শোভে ওই পুষ,
কমণ্ডলু তাঁ'র পড়িয়ে ওই;
কিন্তু, হায়, এবে বিহনে সে জন,
সবি শোভাহীন, নাহিক যতন,
ঝিনুকনিকর শোভে না যেমন
অমূল রতন মুকুতা বই।

৯

ওরে কাল! বুঝি তাপসপ্রবরে
ক্ষুধা নিবারিতে রাখিলি উদরে?
এত পাপী আছে জগত ভিতরে,
তা'দেরে ভুলিয়ে নাশিলি তাঁ'য়;
ধিক্ অবিবেকী একচোকো যম!
নিঠুর কসাই ক্রূর নিরমম!
কি ক'রে করিলি এ হেন নিয়ম,
সরল দয়ারে দিয়ে বিদায়?

(নির্ঝরদর্শন)

১

ঈশ হে তোমার সম,
শিল্পকর অনুপম,
কে আছে জগতে আর? দেখিনে কাহায়,
অদ্ভুত ক্ষমতা তব,
কল্পনায় অনুভব
নাহি হয়, কবির লেখনী হারি' যায়।

২

এই যে কঠিন গিরি,
অনায়াসে তা'রে চিরি',
স্ফটিক জিনিয়া জল করি'ছ বাহির;
তাই বলি তোমা ছাড়া,
কা'র সাধ্য গিরি ফাড়া?
কে পারে শিলারে ভেদি' ঝরাইতে নীর?

৩

নির্ঝরিণী অবিরল
ঝর ঝর ঢালে জল,
অস্ফুট মধুর নাদ উপজিয়ে তা'য়,
মোহি'ছে গিরির চিত,
মম মনে ততোধিক
অপূর্ব্ব আনন্দ ঢালে, জানাইব কা'য়?

৪

ত্যজি' জন-কোলাহলে,
নিথর পাহাড়-তলে
আ মরি, কি সুখরাশি রেখেছ ঢালিয়ে!
কৃত্রিম শোভার গুণ
গাইতে যা'রা নিপুণ,
এ শোভা দেখিলে লাজে যা'বে পালাইয়ে।

কালচক্র।

"I feel a hell of grief. Where is my crown?
Gone gone; and do I still remain alive?"
MARLOWE.

"Where is my strength, my valour and my force?"
SHAKESPERE.

"কেন রে পাগল কাল! কি দোষ পাইলি,
কেন অলক্তক রসে কালি ঢেলে দিলি।
কাল মেঘে রাকাশশী কি ভাবি ঢাকিলি,
নবনীত-পিণ্ড কেন গোময় করিলি।"

অবোধবন্ধু।

বেলীগারদ লখ্‌নৌ।*

(১২৭৯ সালের ৬ই পৌষে দৃষ্ট।)

১

দিবসে ঘুরিয়া দিবসের পতি,
বীততেজ হ'য়ে করিতেছে গতি,
এ হেন সময়ে কুতূহলী হ'য়ে,
হেরিবারে এই শোকের স্থান,
চলিলাম ছাড়ি' প্রবাস-ভবন,
নানা চিন্তাজালে ব্যাকুলিত মন;
কতক্ষণ পরে, ইহার ভিতরে
প্রবেশিনু হ'য়ে বিষণ্ণ প্রাণ!

২

অহ, কি হেরিনু আজি! স্বপ্নেও এমন
হেরি নাই হেরি নাই, শোকের দর্শন।
এই কি সে ভূমি, যাহা কিছু দিন আগে
হেসেছিল চিদানন্দে মনোহর রাগে?
এবে তা'র কাল-করে দুর্দ্দশা ভীষণ,
নাহি সে পূর্ব্বের শোভা আঁখি-বিমোহন।
ফলফুল-বিভূষিত যথা তরুবর
অকস্মাত ঝটিকায় হয় রূপান্তর
ডালে মূলে, ভগ্ন হ'য়ে, অথবা যেমন
দস্যু-করে সুসজ্জিতা রমণী-রতন
অলঙ্কারচ্যুতা হ'য়ে শ্রীহীন দশায়
আকুলিত হয়, এবে তেমনি ইহায়
হেরিতেছি, হায় হায়, বুক ফেটে যায়!
বিষাদে অন্তর কাঁদে, অবসন্ন কায়!
ধিক্, রে করাল কাল! ধিক্ শত বার,
তোরি তরে শোভাহীন এ সুখ-আগার!
ঈর্ষাপরবশ তুই যেমন ভুবনে,
তেমন কাহারে কভু দেখিনি নয়নে।
ওরে ভালথেকো! ভাল নিরখ যেটিরে
একেবারে খাও তা'রে শত ভাগে চিরে;
পরকাল বিবেচনা নাহি তোর, কাল!
নাহি বাছ কালাকাল সকাল বিকাল।
ওরে কাল! কা'ল যা'রে হেরেছি সুন্দর
সুখময় ভূমানন্দ প্রাণ-প্রীতিকর,
রে নির্ম্মম! অদ্য তা'রে বিকট রদনে
চিবা'য়ে নিঃশেষ কর গ্রাসিয়ে বদনে!

*আমি বাং ১২৭৯ সালের শীত ঋতুতে লখনৌ নগরে ছিলাম, ঐ সময়ে ময়মনসিংহের অন্যতম প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ও তথায় ভ্রমণার্থ গমন করেন। তিনি আমাকে উক্ত স্থান সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা লিখিতে বলেন। তদনন্তর আমি এই পদ্য-প্রবন্ধটী রচনা করিয়া তদীয় নিবাস স্থান ময়মনসিংহে তাঁহার নিকট প্রেরণ করি। তিনি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া এতৎসম্বন্ধে যে একখানি পত্র আমার নিকট পাঠান, তাহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Taking all in all বেলীগারদবর্ণন is a fair production of an young writer."

(Sd.)—KESHAB CHUNDER ACHARJEE.

ঘৃণিত উদর তোর, ঘৃণিত আহার,
ঘৃণিত বাসনা তোর, ঘৃণিত ব্যভার !
ভালমন্দ বিবেচনা নাহি তোর কাছে,
তোর মত নিশাচর আর কে রে আছে ?
সকলের কাল তুই, ওরে ভীম কাল !
তোর কি রে কাল নাই ঘুচা'তে জঞ্জাল ?

৩

এখনো সম্পূর্ণরূপে হয়নি তপন
অস্তমিত, ধীরে ধীরে লোহিত লপন
দেখাই'ছে যেতে যেতে পশ্চিম গগনে,
হেরে বোধ হয়, যেন বিষাদিত মনে
কাঁদি'ছে নিরখি' এর মলিন আনন,
তাই রে রবির, হায়, লোহিত নয়ন !
অথবা রবির ছবি কি হেতু এমন
বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন ;—
এই স্থান ছিল আগে অতি মনোহর,
রূপে দীপ্ত করেছিল দিগদিগন্তর,
এবে অস্তমিত, হায়, সেরূপ হ'য়েছে,
শ্রীহীনতা-অন্ধকার ঘেরিয়ে র'য়েছে।
রবিও ভাবি'ছে তাই, এই যে তাহার
কিরণে উজ্জল হ'য়েছিল চারি ধার,
তেজোময়ী মুখচ্ছটা দেখা'য়ে সবায়
গৌরবিত হ'য়েছিল বিশাল ধরায় ;
এইবার গেল তেজ, গেল সে কিরণ,
এখনি হইতে হ'বে সাগরে মগন ;
রূপ শোভা সবি যা'বে তাই রে তপন
কেঁদে কেঁদে হইয়াছে অরুণলোচন !
জগতের ভাব এই, এই দেখি যায়
রূপে গুণে বিভবেতে প্রসিদ্ধ ধরায়,
ক্ষণ পরে আর তা'রে দেখিতে না পাই,
কোথায় উড়িয়া যায়, স্থির কিছু নাই।

৪

ভগ্ন অট্টালিকাগুলি, শোচনীয় ধ্বজা তুলি'
দাঁড়াইয়ে শ্রীহীন দশায় ;
কা'রো গেছে ছাদ পড়ি' খসিয়াছে কা'রো কড়ি,
হেলিয়ে র'য়েছে কা'রো কায়।
প্রাচীর হ'য়েছে চির, কাহারো ভেঙেছে শির,
আঁখি-নীর ঝরে হেরি' তা'য় ;
কারু-কর-কৃত কারু দেখিলাম নাহি কা'রু,
সবি কাল গ্রাসিয়াছে, হায় !
সিপাহী-বিদ্রোহ কালে, এ সব নেশেছে কালে,
এ কালে কি আছে শোভা আর !
এবে দেখিবারে পাই, ভগ্নশেষ ঠাঁই ঠাঁই,
দুখে হয় হৃদয় বিদার।
এ সব ভবনচয়, ছিল অতি শোভাময়,
অমরনগর-গৃহ চেয়ে ;
যে হেরিত একবার সফল নয়ন তা'র,
একদৃষ্টে রহিত সে চেয়ে।
আছিল বিবিধ সজ্জা, সুরপুর পে'ত লজ্জা,
স্বপ্নদৃষ্ট সুখালয় সম
এ সবার ছিল রূপ, উথলিয়ে ভাব-কূপ
ভাবুকের লাগাইত ভ্রম।
সে দিন হ'য়েছে গত, সে শোভা হ'য়েছে হত,
ম্লান দশা এখন উদয় ;
দিবস চলিয়ে গেলে, রাশি রাশি মসী ঢেলে,
নিশি যথা সমুদিত হয়।
সিপাহী-বিদ্রোহ-ভয়ে, ইংরাজ স্বজনে ল'য়ে,
গুপ্ত ছিল এ সব আলয়ে ;
হরি হেরি' মৃগগণ, হ'য়ে যথা ভীত মন,
গিরিগুহে রহে গুপ্ত হ'য়ে।
সে দিন স্মরণ হ'লে, ঘৃণানলে চিত জ্ব'লে
একেবারে ছারখার হয় !
সিপাহীরা হীনলাজ হইয়ে যে সব কাজ
করেছিল ; শুনে চিত দয়।
পশুসম আচরণে ব্রিটনীয় পরিজনে,
বিশেষত শিশু অবলায়
বধিল যেরূপে, হায়, শুনে বুক ফেটে যায়,
মুখে বাক্ না সরে ঘৃণায়।
মেরেছিল গোলা গুলি, তা' সবার চিহ্নগুলি
এই সব গৃহের দেয়ালে
রহিয়াছে বিদ্যমান, দেখে কেঁদে উঠে প্রাণ,
অন্তর আবদ্ধ শোকজালে !
ননীর পুতুলী মত, বালক বালিকা যত,
সিপাহীর তরবারি-মুখে
নিহত হইল হেথা শুনিলে হৃদয়ে ব্যথা,
চিত্ত হয় আবরিত দুখে।
ইংরাজের কত নারী, পীড়ন সহিতে নারি'
প্রাণ দিল সিপাহীর করে,
নবীন লতিকাচয় যেন রে হইল লয়,
ঘোরতম সমীরণ-ভরে।
রে সিপাহি ! হ'য়ে হিন্দু, অনুগ্রহ এক বিন্দু
তোদের হৃদয়ে হ'ল নাই !
হিন্দু হ'য়ে কি করিলি, কুলেতে কলঙ্ক দিলি,
অযশের ডালি শিরে তাই।
পুরাকালে এ ভারতে, নারীকুলে নানা মতে
সম্মানে রাখিত হিন্দুগণ,
আত্মসম সকলেরে দিবানিশি নেত্রে হেরে,
করিত করুণা বিতরণ।

সে বংশে জনম নিয়ে, হইলি পাষাণ হিয়ে,
এই কি রে পরিচয় তা'র ?
কোটে পেয়ে অবলারে, শাণিত অসির ধারে
মাখাইলি শোণিতের ধার !
নারী-মুখ পূর্ণরাকা, সে মুখে অমৃত মাখা,
শ্রুতিসুখ বাক্য-ধারা ঝরে,
সে বাক্য শুনিলে পরে, দস্যুও করুণা করে,
শিলাও কোমল ভাব ধরে।
ইংরাজ-রমণী সব, করি' উচ্চ আর্ত্ত রব,
ক'রেছিল কতই মিনতি ;
তথাপি তোদের চিত কৃপা-রসে বিগলিত
হয় নাই ; ধিক্ রে কুমতি !
ধিক্ রে তোদের বলে, ধিক্ ধিক্ অস্ত্রদলে,
ধিক্ থাক্ এ নিষ্ঠুর কাজে।
পাপ-চক্ষে দেখ্ চেয়ে, বিশাল গগন ছেয়ে,
তোদের কলঙ্ক-ঢাক বাজে।
বিনাশি' নারীর ধর্ম্ম, করিলি যেমন কর্ম্ম,
প্রতিফল পাইলি তেমন,
এখনো জগতীমাজে, ধর্ম্মদেব সুবিরাজে,
সদসত করি' বিবেচন।

৫

ব্রিটনীয় মহাবল সেনাদলপতি
হেন্‌রি লরেন্স বীর সমরে সুমতি,
বিদ্রোহ সময়ে তিনি স্বদল সহিত
আছিলেন যে ভবনে ডরে লুক্কায়িত,
(যেন রে ভস্মের মাঝে প্রখর অনল,
অথবা বিবরে বিষধর মহাবল।)
হেরি' সে ভবন-দশা নয়নে এখন,
চমকিয়া উঠে প্রাণ, ব্যাকুলিত মন !
মারিতে এ বীরবরে পাষণ্ড সিপাই
মেরেছে কতই গোলা গৃহে, সংখ্যা নাই।
উড়া'য়ে দিয়াছে ছাদ, বিশাল দেয়াল,
অশনি-নিপাতে যথা তরুবর তাল।
বন্দুক নির্গত গুলি হাজার হাজার
ফুটা'য়েছে, দেখিলাম, গৃহ-চারিধার ;
করকা-পতনে যেন নরম ভূমির
শরীর হ'য়েছে বিদ্ধ, কিম্বা শত তীর
সপ্তরথী ধনঞ্জয়-তনয়-হৃদয়ে
মেরেছে যেন রে, তা'ই আছে ক্ষত হ'য়ে।
যে ভয়ে লুকা'য়ে বীর ছিলেন হেথায়,
কালের কৌশলে তা'ই ঘটেছিল, হায় !
সেনাদের ত্রাণ হেতু বাতায়ন দিয়ে
দেখিতেছিলেন মুখ বাহির করিয়ে ;
কি ফিকিরে অরিদলে দলিয়ে বিজয়
লভিবেন, সেই চিন্তা হৃদয়ে উদয় ;
কিন্তু বিধি বীরভাগ্যে কুবিধি বিধান
করিলেন সেই কালে, বাহিরিল প্রাণ
বন্দুকের গুলি লাগি' অরি-কর হোতে ;
ভাসিল ইংরাজ-সেনা রোদনের স্রোতে।
হায়, সে মুহূর্ত্ত মনে হইলে উদয়,
শোকার্ত্ত হইতে হয়, অশ্রু-ধারা বয় !
আহা, শূর ! কেন মুখ করিলে বাহির,
উপায় করিতে স্থির নেহারি' বাহির ?
শেষ দেখা দেখিয়ে কি, বীরকুলধন,
অরি-করে হত হ'য়ে হারা'লে জীবন !
যথাযোগ্য লোকে তুমি গিয়াছ চলিয়ে,
শোকের সাগর-জলে স্বজনে ফেলিয়ে।
এই অট্টালিকা, বীর, হৃদয়ে তোমারে
রেখেছিল, মতি যথা শুক্তির মাঝারে !
হায়, সে ভবন এবে অঙ্গহীন হ'য়ে
দাঁড়া'য়ে র'য়েছে শুধু শোক-চিহ্ন ল'য়ে !
লতাজালে চারি ধার আবৃত হ'য়েছে ;
প্রাচীরে বটাদি তরু দাঁড়া'য়ে র'য়েছে ;
খাঁজে খাঁজে তৃণাবলী জনমি'ছে কত ;
কোটরে কুটুরে-পেঁচা আছে শত শত।
কুটিল কালের গতি কে বুঝিবে, হায় !
নর যথা ছিল, তথা পেঁচায় চেঁচায়।
আসবাব, ইলেবাস ছিল যেই ঘরে,
দখল ক'রেছে তাহা তৃণ থরে থরে।
বীণাবিনিন্দিত রবে চারু নারীগণ
করিত যে গৃহে সুখে প্রিয়-সম্ভাষণ,
নিশাচর পক্ষী আর শৃগালের দল
এখন তথায় করে ঘোর কোলাহল।
মনোহর কারু-কাজ ছিল যে দেয়ালে,
মলিন এখন তাহা শৈবালের জালে।
অমর-নিবাস সম ছিল যে, ভবন,
পশুর নিবাস তাহা কালেতে এখন।
তবে কেন, ওহে নর, বিপুল যতনে
রতনে খচিত কর ভঙ্গুর ভবনে ?
বাড়াইতে বৃথা, হায়, মান-পরিমাণ,
উড়াইতে মিছা, হায়, নামের নিশান,
কেন এত কষ্ট কর, বল দেখি, ভাই ?
কালের জঠরানলে সবি হ'বে ছাই !

৬

দেখিলাম তা'র পর, উচ্চ কলেবর
ইষ্টক-আলয় এক, কালে জর জর,

পঞ্চতল ছিল আগে, এবে চারি তল,
তা'ও ভাঙাচুরা—নাহি দাঁড়া'বার স্থল।
এক দিক হ'তে উচ্চে উঠেছে সোপান,*
সর্ব্বোপরি পোঁতা আছে কাষ্ঠ একখান। †
সিঁড়ি দিয়া উপরেতে করি' আরোহণ,
চাহিলাম নীচু পানে, চমকিল মন।
যতবার নীচে চাই, তত ভয় বাড়ে,
কে যেন ঠেলিয়ে ফেলে ঠেলা মেরে ঘাড়ে।
এমনি গম্ভীর ছবি ইহার তলায়,
কি সাধ্য জানা'তে পারি অক্ষর-মালায়।
যথা তথা ভগ্ন গৃহ আছে দাঁড়াইয়ে,
তরুদল শোভে তাহে শাখা বাড়াইয়ে।
চক্ষু তুলে দেখিলাম—লখ্‌নৌ নগর
আঁখি-পথে সমুদিত অতি মনোহর।
মসজিদের চূড়াগুলি উঠেছে আকাশে,
রবির অন্তিম কর তাহাতে বিকাশে।
একে চূড়া হলকরা তাহে ভানু-কর,
হেম-পদ্ম ঝকে যেন কৃশানু গোচর।
কিছু দূরে ধীরে ধীরে বহি'ছে গোমতী,
তদুপরি শোভে সেতু, কারিগরী অতি,
বৃক্ষাবলী বিরাজি'ছে যথায় তথায়,
রবির লোহিত কর ধরিয়ে মাথায়।
সন্ধ্যা-সমীরণ বহে মৃদুল হিল্লোলে,
আঘাতে মধুর স্বনে তরুগুলি দোলে।
চারি ধারে বুলি' বুলি' পাখী বুলবুলি,
সন্ধ্যার সন্ধান পেয়ে ডালে ছাড়ে বুলি।
আর আর বিহঙ্গম কিচিমিচি রবে,
সন্ধ্যা হেরি' শাখিশাখে বসিতেছে সবে।
ক্রমশ দিনের দশা হইতেছে দীন,
যা'র রূপে রূপ, এবে সেই যে রে ক্ষীণ;
দীপালোক নিভু নিভু হইলে কি আর
ঘরের লাবণ্য রহে?—সবি অন্ধকার।
মস্‌জিদে যবনগণ পড়ি'ছে নমাজ
উচ্চরবে; বায়ুভরে ছুটি'ছে আওয়াজ।
বিজনে দাঁড়া'য়ে আমি, তাহে ভগ্ন সব,
তাহাতে পশি'ছে কানে নমাজের রব,
এ হেন সময়ে মনে বিরাগ উদয়
বল ত আমারে, ভাই, কা'র নাহি হয়?

৭

ভগন ভবন হ'তে ভগন-হৃদয়ে
নামিলাম নিম্ন-শোভা দেখার আশয়ে;
উচ্চ স্মৃতিচিহ্ন‡ এক পাষাণ-রচিত,
নানাবিধ চারু কারু তাহাতে খোদিত।
হেন্‌রি লরেন্স সেনানায়কের নাম
স্মরণের তরে তাহে শোভে অবিরাম।
অধোদেশ ঢালুভাবে গিয়াছে নামিয়ে,
নানা ফুল-তরু তাহে র'য়েছে শোভিয়ে।
তল হ'তে বক্রভাবে, উচ্চে উঠিবার
শোভিতেছে পথ, ঘোর অজগরাকার,
কিম্বা গিরি হ'তে যেন অধঃপ্রবাহিনী
তটিনী নামি'ছে নীচে, নয়নরঞ্জিনী।
সুশ্যামল তৃণদল শোভে চারি পাশে,
ঢালু ভাগ শোভে যেন সুহরিত বাসে।
নানাবিধ তরুরাজি হাসে ফুলদলে,
নয়ন-সন্তোষকরী শোভা তা'য় চলে।

৮

তথা হ'তে কিছু দূরে দেখিলাম গিয়ে,
ভূতল ভিতরে গৃহ র'য়েছে শোভিয়ে।
"তয়খানা" নাম তা'র, অতি নিরজন,
সূর্য্যের কিরণ তথা না পশে কখন;
মৃদু মৃদু আলোকের প্রকাশ তথায়,
অতীব শীতল স্থান, শরীর জুড়ায়।
নানাদেশাগত যত দর্শকের দল
দেয়ালে দেয়ালে নাম লিখেছে কেবল;
ব্রিটনীয় পরিবার আছিল গোপন
এই খানে, খনিগর্ভে মণির মতন;
তাই কি, রে ভীম কাল! লোভবশ হ'য়ে,
চুরি করি' তাহাদেরে নিলি নিজালয়ে?

৯

তথা হ'তে চলিলাম কুতূহলী মনে,
দেখিতে অপর পার্শ্ব, উদিল নয়নে
প্রাচীন মস্‌জিদ এক ভগ্ন-কলেবর,
নাহি সে পূর্ব্বের শোভা জুড়া'তে অন্তর,
উচ্চ চূড়া গুঁড়া হ'য়ে প'ড়েছে ভূতলে,
খসেছে বালির কাজ বাদলের জলে,
দীঘল আকারে সব ফেটেছে খিলান,
চারি ধার চুরমার, ভেঙেছে দালান,
বনলতা গাঁদি মেরে ঘেরিয়াছে দ্বার,
ভিতরে যাইতে হয় ভয়ের সঞ্চার।
হায় রে, সে দিন গেছে, যে দিন হেথায়,
যাবনিক ধর্ম্মকথা মধুর গাথায়,
বরষিত হ'য়েছিল, খুলিয়ে কোরাণ

* অন্যূন ৯০।৯২টি ধাপ এখনও আছে।
† সর্ব্বোপরির তলাটি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তৎপরিমাণ-জ্ঞাপকে একখানি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড সেই স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে। তদ্দ্বারা পুরাতন উচ্চতার প্রমাণ পাওয়া যায়।
‡ মনুমেণ্ট।

মোল্লাগণ করিতেন আল্লা-গুণ গান।
যে ঠাঁই পবিত্র ছিল, জুতা পরি' পায়
উঠিতে নারিত কেহ, সেই স্থানে, হায়,
শৃগাল কুক্কুর এবে মলত্যাগ করে,
ইহা হেরি' কা'র চিত্ত দুখে না বিদরে!
এই তরে, কাল! তোরে গালাগালি দেই,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তোর কাছে নেই।
এ মস্‌জিদ-তলে যা'র পোতা আছে কায়,
কতই দুর্ভাগ্য তা'র এবে, হায় হায়!
সমাধির তরে তা'রে তাহার স্বজন
সমারোহ সহকারে মৃত্তিকা খনন
করি' পুঁতেছিল তা'রে যতনে এখানে;
তদুপরি এ মস্‌জিদ জাতীয় বিধানে
গেঁথেছিল, দিবানিশি যাহার ভিতরে
পবিত্র ঈশ্বর নাম পবিত্র অন্তরে
কীর্ত্তন করিত সুখে পুরোহিতগণ;
এ শবের কি সৌভাগ্য আছিল তখন।
হ'য়েছে এখন, হায় যে দশা ইহার,
বিভু নাম দূরে থাক্, সবি ফক্কিকার।
চলিয়ে গিয়েছে এর সে সুখ-সময়,
কে আর শুনা'বে বিভু নাম সুধাময়?
এখন দিবসে রবে বিহঙ্গমদল,
নিশায় উলূক-নাদ, ফেরু-কোলাহল।
এ মস্‌জিদ-দশা এবে নিরখি' নয়নে
বৈরাগ্য সঞ্চার হয় দর্শকের মনে।

১০

তাহারি নিকটে দেখিলাম এক
প্রাচীন বিজন ভগন-গেহ,
এখন তাহার সে চারু বাহার
নাহি কিছু আর, কালে ছারখার
হইয়াছে যত চটুল দুয়ার,
এ সব নিরখি' নাহি দহে কা'র
বিষাদে হৃদয়, মানস, দেহ?

বেগমেরা হেথা ছিল গো হরিষে,
তখন হইত আমোদ কত;
রমণীনিকর ছাড়ি' সুধা-স্বর,
শ্রুতিমনোহর গানে নিরন্তর
জুড়াইত প্রাণ, শুনিত যা'রা
হইত হরিষে পাগল পারা,
চাহিয়ে রহিত ছবির মত।

সুনীল নিথর গগনে যেমতি
তারারাজি রাজে উজল হ'য়ে,
এ গৃহে তেমতি যত রূপবতী
প্রকাশিয়ে জ্যোতি শোভা পে'ত অতি,
হায় রে, এখন কাল-জলধরে
আবৃত র'য়েছে চিরকাল তরে,
এ হেন পেসল গগনালয়ে!

আর কি সে দিন হইবে ইহার?
আর কি এখানে হাসিবে নারী?
বহিবে কি আর সঙ্গীতের ধার,
পেয়ে তা'র তার হৃদয়ের তার
প্রতিরব পুন করিবে কি? হায়,
পড়িয়াছে ছাই এ হেন আশায়,
লুকাইল শশী দিশি আঁধারি'!

১১

এইরূপে বেলীগারদের চারি পাশ
দেখিলাম একে একে,
বিষাদ বাড়িল দেখে,
অন্তর-সাগরে শোক-তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।

অবশেষে দেখিলাম সমাধির স্থান,
বিজন, গম্ভীর বেশ,
বিরাগের একশেষ,
হেরিলে বিষাদে কাঁদে দর্শকের প্রাণ।

নিপট রাক্ষস পাপী সিপাহীর করে,
যে সব ইংরাজগণ,
অমূল্য জীবন ধন
দিয়েছিল বিদ্রোহের অন্যায় সমরে;

জালবদ্ধ হ'য়ে যথা হরিণনিচয়
বাঁচিবার সদুপায়
হেরিবারে নাহি পায়,
অবশেষে ব্যাধ-করে গত-আয়ু হয়।

যে সব ইংরাজ-দেহ চিরকাল তরে,
এখানে প্রোথিত আছে,
স্থানাভাবে কাছে কাছে,
নিরখি' শোকের শরে হৃদয় বিদরে!

খনির উদরে যেন মাণিকনিকর,
অথবা সাগর-তলে,
ডুবিয়াছে মুক্তাদলে,
কিম্বা ফুলজাল যেন ঝোপের ভিতর।

কবর-উপর-স্থিত পাষাণ-ফলকে
যেরূপ র'য়েছে লেখা,
থাকুক দেখার দেখা,
শুনেই বিষাদ বাড়ে পলকে পলকে।

কোনটিতে লেখা আছে,—তিন শত শব
পোঁতা আছে তলে তা'র,
বড় ছোট একাকার,
দেখেই দুখেতে মুখে নাহি সরে রব।

কোনটিতে লেখা আছে,—দু'মাসের ছেলে,
স্নেহময়ী মাতৃসনে,
হেথায় মৃত্তিকাসনে
শয়ান র'য়েছে যত বন্ধুগণে ফেলে;

সবীজ পদ্মিনী যথা করি-পদ-তলে
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে, হায়,
পঙ্কেতে ডুবিয়ে যায়,
তেমতি এ মাতা শিশু কালের কবলে।

কোনটিতে দেখিলাম তল্লেতে তাহার,
নবীনা যুবতী বালা,
সুচারু রূপের ডালা,
দম্পতী-প্রণয়-সুখ না হ'তে সঞ্চার,

চিরতরে নিমীলিয়ে পঙ্কজ-নয়ন,
শয়ন করিয়ে আছে,
প্রিয়তম পতি কাছে,
একাদিক্রমেতে গত কতই অয়ন।

কা'রো তলে বীর-বালা অনূঢ়া কুমারী
মা বাপেরে তেয়াগিয়ে,
অকালে জীবন দিয়ে,
একাকিনী আছে শু'য়ে, নয়নের বারি

পারি কি বারিতে হেরি' এ দশা তাহার?
ধিক্ রে সিপাই ক্রূর!
মোমের পুতুলী চুর
কিরূপে করিলি মারি' অসির প্রহার?

বীরেশ যুবক আছে কাহারো তলায়,
হায় রে তাঁহার এবে,
এ দশা দেখিলে, ভেবে
দেহপ্রাণ দগ্ধ হয় শোকের জ্বালায়।

না হ'তে বীরের কাজ সম্পূর্ণ সাধন,
বাতাহত তরুমত,
অকালে হইয়ে হত,
মৃত্তিকার তলগত, তরে চিরন্তন।

কর্ণেল, কাপ্তেন আদি বীর-চূড়ামণি
আছেন কাহারো তলে,
হত হ'য়ে অরি-বলে,
ছাড়িয়ে প্রাণের সম প্রেয়সী রমণী,

আনন্দরতন প্রিয় তনয়া তনয়,
প্রতিবেশী, বন্ধুগণ,
অর্জ্জিত বহুল ধন,
রহিল কোথায়, হায়, এমন সময়!

দেখিলাম তা'র পর অন্য গোর-তলে,
হেনরি লরেন্স্ বীর,
সুচতুর রণধীর,
শয়িত আছেন মুদি' নয়ন-কমলে।

অভিষিক্ত হ'য়ে বীর সেনাপতি-পদে,
ইংরাজের হিত তরে,
ত্যজিলেন কলেবরে,
অকালে আবদ্ধ হ'য়ে বিদ্রোহ-বিপদে।

এইরূপ শত শত দেখিলাম গোর,
উপরে উপলচয়,
আলিখিত পরিচয়,
ভিতরে ইংরাজগণ নিদ্রায় বিভোর।

উঠ উঠ, উঠ সবে, জাগ হে ত্বরায়;
ভাসাইয়া রণতরী,
ভারতে কি মনে করি'
এসেছিলে, দেশ হ'তে লইয়া বিদায়?

সুখের জনম-ভূমি ছাড়ি' অনায়াসে,
সাগর-তরঙ্গ-কূলে
লঙ্ঘিয়ে আসিয়ে কূলে,
হত হ'লে সিপাহীর অত্যাচার-ফাঁসে!

পিতামাতা পরিজনে স্বদেশে থুইয়ে,
কেন পদ বাড়াইলে,
কেনই বা মাতাইলে
শয়িত ভুজঙ্গ-দেহ সজীব হইয়ে?

ধনলাভ-আশা আর বীরতা-আশায়,
অস্ত্র দল সহ মিলে,
এ ভারতে এসেছিলে,
কিন্তু বিধি-বিড়ম্বন ঘটিল তাহায়।

চির তরে চলি' গেলে ত্যজিয়ে ধরণী,
সংসার-সুখের ব্রত,
ভব-খেলা নানামত,
সুত, সুতা, পরিজন, অর্দ্ধাঙ্গ রমণী।

উঠ উঠ সবে, আর থেক না শয়ান;
উঠে এসে দেখ চেয়ে,
ভারত-গগন ছেয়ে
উড়িতেছে তোমাদের জাতীয় নিশান!

অনন্ত কালের চক্রে ঘুরি'ছে সকল,
যে চক্রে তোমরা হত,
যে চক্রে ভারত নত,
সে চক্র অচল নহে সদাই সচল ;

যে চক্রে সামান্য দ্বীপ হ'ল সুসজ্জিত,
যে চক্রে ভারতবর্ষ
ক'রেছিল নভস্পর্শ,
সভ্যতা-সোপানে চড়ি' ; সে চক্রে পতিত

হইল ভারত পুন, ভাঙ্গিল সোপান,
সে চক্রে ইংরাজ ভেসে,
আগত ভারত দেশে,
সে চক্রে ভারতে উড়ে বৃটিস নিশান।
আরো কি হইবে পরে—কে জানে সন্ধান ?

ছত্রমঞ্জিল—লখ্‌নৌ।

গোমতী-তটিনী-তটের উপরে,
ছোট একখানি আলের মত,
শোভি'ছে প্রাসাদ উচ্চ কলেবরে,
পূর্ব্ব-রূপ-ছটা নাহিক তত।

হেম-হলকরা ছত্র চারুতর,
প্রাসাদের শিরে অতুল সাজে ;
মহীধর-শিরে যেন তরুবর
বাঁধিয়া আতপে সদা বিরাজে।

নবাবী আমলে কি শোভা ইহার
আছিল উজলি' গোমতী-তট,
হেরে বোধ হ'ত সুষমার সার,
যেন একখানি সুচারু পট।

গিয়েছে সে শোভা অনেক এখন,
যা' কিছু আছে, তা' তেমন নয়,
ভূষা খুলে দিলে কামিনী যেমন
অৰ্দ্ধ-শোভাময়ী হইয়া রয়।

যা'রে যে সাজায় আদর সহিত,
মনের মতন যতন ক'রে,
অতুল উজল রতন নিহিত
করে কত তা'র স্বকরে ধ'রে ;

দিবানিশি তা'রে নিরখে নয়নে,
কোথা কি গিয়াছে কোথা কি চাই—
আরো কিসে শোভা বাড়ি' অনুক্ষণে
ভুলাইবে আঁখি ; বাসনা তাই।

সে জিনিষ যদি অরাতি তাহার
কাড়ি' লয়, তবে আর কি রয়
সে চারু কুসুম অতুল বাহার ?
অরি-করে হয় সকলি লয়।

হায়, এ প্রাসাদ এবে রে তেমতি,
বীতরূপ হ'য়ে দাঁড়া'য়ে আছে !
সোণার শরীর পিতলে যেমতি
আবরিত হ'য়ে দাঁড়া'য়ে কাছে।

অতি সুবিশাল গৃহ-কলেবর,
নদী-নীচে তা'র প'ড়েছে ছায়া,
যেন শোকে গৃহ হ'য়ে জর জর
ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে ত্যজিতে কায়া।

নিদাঘ সময়ে শীতল সমীর
সেবিতে আসিত বেগমগণ
এই নিকেতনে ; গোমতীর নীর
বহিত সমুখে, ভুলিত মন।

নবাব সাজিত কামাতুর মনে
এ সব বেগমগণের মাঝে ;
যথা তারানাথ তারাগণ সনে,
তারকা-রাজিত গগনে সাজে।

কোথায় বেগম ?—নবাব কোথায় ?—
কোথায় ঘৃণিত বাসনা যত ?—
কোথা সে মদন—যাহার পূজায়,
এ নগর-পতি ছিলেন রত ?

ওহে নিরদয় মদন রাজন্ !
তোমার স্বভাব কুটিল অতি,
তোমারে পূজিয়ে দিল বিসর্জ্জন
রাজত্ব, বিভব অযোধ্যাপতি।

রাজ-কাজ ছাড়ি' কামাতুর রাজা,
তোমারে যেমন পূজিল, কাম !
তুমি তা'র মত দিলে তাঁ'রে সাজা,—
ছোট ক'রে তাঁ'র মহান্ নাম।

তোমারে বা কেন দূষি, হে মদন !
কি দোষ তোমার আছে হে বল ?
ক'রেছেন বিধি তোমারে সৃজন
বাড়াইতে তাঁ'র শরীরী দল ;

কিন্তু সেই বিধি দিয়েছেন বিধি,
তব বশীভূত যে জন হ'বে,
সেই কামাতুর শরম-পরিধি
মনোদুখে জলি' সদাই র'বে ;

আরো কত তা'র বিপদ ঘটিবে,
লোকের সমাজে টুটিবে মান,
কলঙ্ক তাহার চৌদিকে ছুটিবে,
রটিবে কুযশ সকল স্থান।

এ যবন রাজা* প্রমাণ তাহার,
তোমারে মদন সেবিয়ে অতি,
রাজ্য, ধন, বল সবি গেল তাঁ'র,
নিভিল নামের উজল জ্যোতি।

যে ভাবে এখন যাপি'ছেন কাল,
হেরিলে সে দশা অবাক্ হই !
কোথায় তাঁহার সুখ-পরিজাল,
কোথায় সে নাম, সে ধন কই ?

স্বপনের সম সকলি তাঁহার
এখন কেবল মানসে হয়,
তোমারি কারণে এ দুখের ভার
নবাব হইয়ে শিরেতে বয়।

* ইহাঁর নাম নবাব ওয়াজিদ্ আলী শা। "লর্ড ক্লাইবের সময় হইতে অযোধ্যার নবাবের সহিত ব্রিটিশ কোংপানীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব সুজা উদ্দৌলা আপনার রাজ্যস্থিত কোংপানীর সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অবধি কোংপানী অযোধ্যার নবাবগণের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে থাকেন। প্রতি সন্ধিতেই ব্রিটিশ কোংপানীর লাভ এবং অযোধ্যা-রাজ্যের এক একটী অঙ্গ স্খলিত হয়। সর্ব্বশেষে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা-রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, উহা আপনাদের হস্তগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অযোধ্যার রেসিডেণ্ট জেনেরল আউট্রামকে আদেশ দিলেন। আউট্রাম ১৮৫৬ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নবাব ওয়াজিদ আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জানাইলেন। নবাব গভীর শোকের সহিত স্বীয় উষ্ণীষ রেসিডেণ্টের হাতে দিয়া কহিলেন, "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করিলেন, রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ইহাঁদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র।" কিন্তু তাঁহার এই কথায় কোন ফল হইল না। অবিলম্বে রেসিডেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। ৫০ লক্ষ অধিবাসীর সহিত উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে গোরক্ষপুর, দক্ষিণে এলাহাবাদ এবং পশ্চিমে আজিমগড়, জৌনপুর, ফরক্কাবাদ ও শাহজহাঁপুর সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রায় ২৪ হাজার বর্গমাইল-পরিমিত বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ কোংপানীর অধিকার-ভুক্ত হইল। আর এই বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া,কলিকাতার নিকটে (১) আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে একটি বিস্তৃত রাজ্য অধিকৃত হইল। কিন্তু শেষে এই রাজ্যাধিকার হইতে গরলময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। অযোধ্যা-অধিকার লর্ড ডালহৌসীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি ইতিহাসে সুনাম লাভ করিতে পারেন নাই। ডালহৌসী অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারের উল্লেখ করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ের ইঙ্গরেজ-শাসিত দেশের সহিত তুলনা করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, অযোধ্যায় এরূপ অরাজকতা ঘটে নাই এবং এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারও হয় নাই।"—বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত ভারতের ইতিহাস—ইংরেজ-রাজত্ব—১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠা।

(১) কলিকাতার দক্ষিণে মেটেবুরুজ বা মুচিখোলা নামক স্থানে।—শ্রী রাজকৃষ্ণ রায়।

নিভৃত নিবাস।

"———মম ভাগ্যবিপ্লবাদশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা ।
মদনেন তরুর্নিপাতিতঃ ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রয়া লতা ॥"

রঘুবংশ—৮ম সর্গ ।

"Out of the day and night
A joy has taken flight :
  Fresh spring, and summer, and winter hoar
Move my faint heart with grief, but with delight
  No more—O never more !"

SHELLEY.

প্রথম সর্গ ।

১

গভীর নিশীথ ;—বিশ্ব অন্ধকারময় !
  যত দূর চলে দৃষ্টি, তমসে সকল
গাঢ়রূপে আবরিত, দৃষ্ট নাহি হয়
  দ্বিহস্ত দূরের বস্তু ;—তমস কেবল ।
দিবসে যে প্রতি অঙ্গে লোমকূপ যত
  গণনা করেছি, এবে বিশেষ যতনে
গণিবারে প্রাণপণে—যত্ন করি কত,
  তবুও না পারি—ধাঁধা লাগি'ছে নয়নে ।
নয়ন থাকিতে এবে নাহি রে নয়ন ;
নেত্রবানে নিশা করে অন্ধের মতন !

২

যে আঁখি দেখেছে এই কিছুক্ষণ আগে
  পড়িছে তপন-বিভা লোহিতবরণে
শ্যামল ধরণী-দেহে—গিরি-শিরোভাগে—
  সুনীল জলধি-বক্ষে—তটিনী-জীবনে ;
যে আঁখি দেখেছে দিনে অতীব সুন্দর
  প্রকৃতির মুখছবি ; যেন সরোবরে
ফুটিয়াছে সরোজিনী ; সে আঁখি কাতর
  নিরখি' এ তমোরাশি বাহিরে—অন্তরে !
দিবার সে শোভা আর নিশার মূরতি,
দেববালা-পাশে যেন পিশাচ-যুবতী !

৩

সন্তরিলে নৈশাকাশে উজ্জ্বল চন্দ্রমা,
  এ নিশীথ হ'ত তবু সুখ-দরশন ;
কিন্তু নীলাকাশে আজি প্রগাঢ় কালিমা
  (যেন রে করালী কালী !) ঘোর বিলেপন !
যা' হোক্, তবুও কিছু সুখের সঞ্চার,
  কল্পিত হীরকখণ্ড—অসংখ্য গণনে—
নীরবে—সুধীরে ক্ষীণ আলোক বিস্তার
  কণা-পরিমাণে করে অনন্ত গগনে ।
অনন্ত বিষাদ-তম-পূরিত অন্তরে
ভরসার নানাভাব যেন রে বিচরে ।

৪

নীরব গগন-গর্ভ—নীরব ভূতল—
  নীরব চৌদিক ;—যেন নীরবতা-ব্রত
ক'রেছে প্রকৃতি সতী ;—নীরব সকল,
  অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবে নীরবে আনত ।
অভয়দ সূর্য্যদেব, জগত-লোচন,
  যখন গগন-পটে র'ন জাগরিত,
ভয়েরো তখন হয় ভয়-বিমোচন,
  অনাতঙ্কে নরগণ হয় পুলকিত ।
কিন্তু এ নিশীথকালে বিষম ঘটনা !
হৃদয়ের অন্তস্তলে ভয়ের তাড়না !

৫

এ নিশীথে কি প্রভেদ অরণ্য নগরে ?
  উভয়ই ভয়ের ভূমি—উভয়ে গভীর,
উভয়েরি ভীম দৃশ্য অবশ্য অন্তরে
  পশিয়া এখনি, দেখ, করিবে অস্থির !
দিনের প্রভেদ এবে নিশীথে অভেদ,
  জ্ঞানোদয়ে ধার্ম্মিকের মানস যেমন ।
দিনে বহে পাপ-স্রোত—নিশীথে নির্ব্বেদ ;
  পরলোক-চিন্তনের নিশাই কারণ ।

যদিও নিশীথ বটে বিভীষিকাময়,
তথাচ মঙ্গল হেতু ;—কে বলিবে নয় ?

৬

পরিশ্রান্ত বিশ্ব এবে ঘুমে অচেতন ;
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।
অন্ধকার-জলে সবি হ'য়েছে মগন ;
মায়াবলে স্বর্গ যেন ঘোর রসাতল !
কিংবা হেন বোধ হয়, এ ভাব দেখিয়া,
জগত-স্বজন-পূর্ব্ব-কল্পিত-সময় ;
ছিল না এ বিশ্ব-মূর্ত্তি ; কেবল ডুবিয়া
আছিল শূন্যতা তমে—ঘোর তমোময়।
হইলেও হ'তে পারে—কেনই না হ'বে,
কল্পনাই যেই কালে সকলি প্রসবে ?

৭

অহো, কি অচিন্ত্য দৃশ্য নিশীথ সময়ে,—
সাগর, ভূধর আর মরুভূ, কানন
একাকার একভাবে ; বসুধা-হৃদয়ে
নিপুণ নটের কি এ পট-আবর্ত্তন ?
কোথায় সে দিবসের ঘোর কোলাহল ?
কোথায় সে তরু-শাখে বিহঙ্গের ধ্বনি ?
কোথায় সে বিভাময় নীল নভস্তল ?
কোথায় সে তমোহর দীপ্ত দিনমণি ?
দিবসে উজ্জ্বল আলো—নিশীথে আঁধার,
সুখের পরেতে ঠিক্ দুখের সঞ্চার।

৮

অয়ি গো কল্পনে দেবি, তোমার করুণা
যা'র ভাগ্যে লাভ হয়, ধন্য সেই জন,
তাহার মানস-ক্ষেত্রে অমৃত-ঝরণা
তোমার প্রসাদে, দেবি, হয় গো স্বজন !
তব দত্ত তুলিকায় মনোমত করি'
কত কি যে আঁকে সেই—অচিন্ত্য, অতুল ;
স্বর্গেরে বসায় আনি' ভূতল-উপরি,
অবাস্তব বিষয়ের সৃষ্টি করে মূল।
কণামেয় মৃত্তিকায় হৈম হিমালয়
তাহার তুলিকা-মুখে প্রসবিত হয়।

৯

"অভিজ্ঞান শকুন্তল" প্রসাদ তোমার,
ব্যাস, বাল্মীকির কীর্ত্তি তোমারি কৃপায়,
সেক্ষপীর-কাব্য-গলে রত্নময় হার
পরাইলে, মহাদেবি, উজ্জ্বল বিভায়।
অকবিরে কবি কর—নির্ধনেরে ধনী ;
শুভদৃষ্টি দান তুমি কর যেই জনে,
রাজাপেক্ষা রাজা সেই ধরা-শিরোমণি,
মরিয়া অমর সেই নিখিল ভুবনে।
কি ছার স্বর্গের সুখ ?—সকলি অসার
তাহার নিকটে, তুমি সর্ব্বস্ব যাহার।

১০

সুদুস্তর পারাবার তরিবার তরে
নাবিক কেবলি হয় অনন্য-সহায় ;
অপার অনন্ত কাব্য-রাজ্যের ভিতরে
কে ভ্রমিতে পারে, সুরে, ত্যজিয়া তোমায় ?
অলক্ত-রঞ্জিত তব রাতুল চরণ
নিয়ত মানসাসনে বিরাজে যাহার,
সুখদুখ, সৌন্দর্য্যের বিধাতা সে জন,
অপূর্ব্ব স্বজন-শক্তি আয়ত্ত তাহার !
অপার বিষাদপূর্ণ সংসার-মাঝারে
সুখ-বীজ-মন্ত্রে তুমি শুদ্ধ কর তা'রে।

১১

এই যে গভীর তমী, কহ, গো কল্পনে,
এ হেন সময়ে তব প্রিয় ভক্তগণ
তুলিকার সূক্ষ্মমুখে রঞ্জন-লেপনে
নৈশ প্রকৃতির চিত্র করি'ছে অঙ্কন।
স্বভাবের সুনিয়মে অবশ্য নিশায়
কুমুদী সরসে ফুটে—নভে উঠে শশী ;
কিন্তু তব প্রিয় ভক্ত সেই দু' জনায়
দাম্পত্য-প্রণয়ে করে প্রেয়ান্ প্রেয়সী !
কোথায় উভয়ে জড়, কিন্তু গো কল্পনে,
তব ভক্ত প্রাণদান করে সে দু' জনে !

১২

এই তমস্বিনী-কালে কাহার অন্তরে
অলক্ষ্যে সহসা কর হেন ভাবোদয়,
কত ভাবে ভাবে সেই হৃদয়-কন্দরে
রজনীরে—কভু সুখ—কভু দুখময় !
তমস্বিনী, তপস্বিনী—উভয়ে সমান,
কখন রাক্ষসীসহ নিশার তুলনা ;
কখন শান্তির রাজ্য—আরাম-নিধান—
কখন নরককুণ্ড—অনন্ত যাতনা !
কভু আয়ুহরা—কভু শোকনিবারিণী—
কভু মাতৃসমা—কভু ভয়বিধায়িনী !

১৩

যা' হৌক্, আমারে আজি এ ঘোর নিশায়,
কৃপাময়ি, কৃপা করি' কহ একবার ;—
অই যে জাহ্নবী-তটে অল্প দেখা যায়,
একটি সামান্য গ্রাম—কি নাম উহার ?
কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শিহ্লন,
মাঘ, বাণভট্ট কিংবা জয়দেব নই ;
সেক্ষপীর, গেটে, কিংবা ভার্জ্জিল, মিল্টন,
বাল্মীকি, হোমর, ব্যাস কোন কচি নই।

কি হেন তপস্যা মোর, তাঁ'দের মতন
লভিয়া প্রসাদ তব জাগা'ব ভুবন ?

১৪

আকাশ-কুসুমসম ক্ষমতা আমার,
দুরাশারে মনে বহি' বৃথা কাটি কাল !
অসাধ্য-সাধনে ধাই—এমনি বিচার,
কে মূর্খ আমার মত ?—হায় রে কপাল !
অমরতাপ্রদায়িনী তুমি, গো কল্পনে,
কি পুণ্য আমার, আমি পাইব সে ধন ?
যাহে অধিকার নাই, অলীক চিন্তনে
কেন মিছে ভেবে মরি ?—বৃথা আকিঞ্চন।
অতএব, দয়াময়ি, এই মনস্কাম,—
কহ, ভাগীরথী-তটে ওটি কোন্ গ্রাম ?

১৫

কি নাম ধরিয়া উহা গঙ্গা-বাম-তটে
একাকী দাঁড়া'য়ে আছে ?—বহু কাল গত।
চল, গো কল্পনে, মোরে লইয়া নিকটে,
নিশীথে দেখিব ওর নৈশ শোভা যত।
যদিও তমিস্র মম ধাঁধি'ছে নয়ন,
তবুও সহায় করি' তোমার করুণা,
পেয়েছি নূতন দৃষ্টি ; করিব পূরণ
এ নিশীথে—অন্ধকারে—মনের বাসনা।
মানস-সরসে, সতি, ব'স একবার,
অবশ্য তা' হ'লে আশা পূরিবে আমার।

১৬

বহি'ছে সম্মুখে নদী, মৃদুপ্রবাহিনী,
সুধীর কল্লোল-রব কুলুকুলু হয় ;
প্রকৃতি গাহে রে বুঝি এ কোন রাগিণী ?
কৃত্রিম রাগিণী রাগ মানে পরাজয়।
সুমধুর কণ্ঠে কত শুনিয়াছি গান,
কত সুললিত যন্ত্রে শুনে'ছি বাদন,
জাহ্নবী-প্রবাহ-যন্ত্রে আজি রে পরাণ
জুড়া'ল যেমতি, কভু হয় নি এমন।
যা' শুনিনু আজ—আর কভু কি শুনিব ?
কৃত্রিম সঙ্গীতে হেন সুধা কি পাইব ?

১৭

বহি'ছে সম্মুখে নদী, ঢাকিয়া আঁধারে
সুবিস্তৃত দেহখানি ; সমস্ত শরীর
হ'য়েছে অসিত বর্ণ, কে চিনিতে পারে
নদীরে, আকাশ-আলো না ছুঁইলে নীর ?
দিবসে যেমন ভাব, নিশাতেও তাই,
কেবল প্রভেদ এই, দিবায় যেমন
উজ্জ্বল আছিল জল, নিশীথে তা' নাই,
নতুবা যেমন ছিল—এখনো তেমন।
সেই অবিরাম গতি—সেই সে লহরী—
সেই সমীরণে নদী উঠি'ছে শিহরি'।

১৮

দেখ,রে নয়ন, চেয়ে দেখ একবার
নিশীথে জাহ্নবী-শোভা দেখিতে কেমন,
জন্মাবধি কত কি যে দেখ বারংবার,
সত্য বল, হেন শোভা দেখেছ কখন ?
নিশীথে গঙ্গার মূর্ত্তি, অতুল তুলনা,
শান্তি-প্রতিরূপ-রূপে কেমন বিরাজে ;
রে নয়ন, ওরে মন, কখন ভুল না ;
এমন সুন্দর ছবি আছে কি সমাজে ?
সমাজে পাপের স্রোত অবিরত বয় ;
নৈশ জাহ্নবীর স্রোত পুণ্যরাশিময়।

১৯

মৃদুল শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বয়,
গঙ্গার প্রবাহে তাহে উঠি'ছে লহরী ;
সুদূর-গগনশোভী নক্ষত্রনিচয়
তাহে প্রতিভাত হ'য়ে নাচে ধীরি ধীরি।
তটজ বিটপিচয় বাড়া'য়ে বিটপ
কখন পরশে জল, কভু না পরশে ;
পত্র হ'তে হিমবিন্দু পড়ে টপ টপ ;
দেখিতে না পাই—শুধু শব্দ কানে পশে।
শিথিল কুসুমকুল কভু বায়ু-ঘায়
ঝরঝরে পড়ি' জলে, অলক্ষ্যে মিশায়।

২০

এক পার হ'তে বায়ু যায় আর পারে,
অলক্ষিত ভুজে ছুঁ'য়ে জাহ্নবীর জল ;
আবদ্ধ তরণীগুলি নদীর কিনারে
মধুর অস্ফুট রবে করে টলমল।
ক্লান্ত নাবিকের দল গভীর নিদ্রায়
অভিভূত—বিচেতন ; সময় পাইয়া
দয়ালু সমীর গায়ে বীজন দুলায়,
গঙ্গাও আরাম দেয় তরী দুলাইয়া।
কিন্তু রে ঝটিকাকালে এই সমীরণ,
এই গঙ্গা নাশে কত নাবিক-জীবন !

২১

বাস্তবিক, নিসর্গের ভাব বুঝা ভার,
ক্ষণেকে স্বর্গেতে তুলে, আবার ক্ষণেকে
বিষম যন্ত্রণাময় নরক মাঝার
মুহুর্মুহু ডুবাইয়া কুকৌতুক দেখে !
ঐশ্বর্য্যশালীর সহ নিসর্গ সমান,—
উভয়েই অভেদাত্ম—দু'য়েরি দ্বিমন ;
উভয়ে সুখের ছায়া—দুখের সোপান,
কৃপা দিয়া, স্বর্গরাশি করে রে হরণ।

ধনীর প্রণয় আজ হাতে চাঁদ দিবে,
সেই হাত পুন কা'ল শৃঙ্খলে বাঁধিবে।

২২

অয়ি রত্নপ্রসবিনি কল্পনে, আমায়
একবার ল'য়ে চল গ্রামের ভিতর ;
তোমা বই এ সময়ে—এ ঘোর নিশায়
কে আছে ?—কাহার প্রতি করিব নির্ভর ?
তুমিই এ নিশাকালে ব্যাসের অন্তরে
আবির্ভূত হ'য়ে, খেলা ভীষণ খেলিলে,—
নিদ্রিতা কৃষ্ণার ক্রোড়ে দ্রোণ-সুত-করে
নিদ্রিত তনয় পঞ্চে তুমিই নাশিলে !
জতুগৃহ-দাহ ক'রে এ ঘোর নিশীথে,
বাঁচা'লে পাণ্ডবগণে সুড়ঙ্গের পথে !

২৩

এ ঘোর নিশায়, সখি, তোমারি মায়ায়
জনকের প্রেত-আত্মা সহ সম্ভাষণ
করিলেন হাম্‌লেট ; খুলিল তাহায়
অদ্ভুত রহস্য, অহো, অতীব ভীষণ !
এ নিশীথে মেঘনাদে, পূজার মন্দিরে,
লক্ষ্মণের করে বধ তুমিই করিলে !
তুমিই ভাসা'লে, এই জাহ্নবীর তীরে,
নিশীথে সীতারে তপ্ত-নয়ন-সলিলে !
বাল্মীকির তপোবনে সীতা সীমন্তিনী
তব বলে তপস্বিনী !—রাজরাণী যিনি !

২৪

পশিল এ নিশাকালে কুশের ভবনে
(অর্গলে আবদ্ধ দ্বার) শূন্যে মিশাইয়া
রাজলক্ষ্মী ; সুমন্ত্রণা কহিলা যতনে
রাঘব-তনয় কুশে, মৃদু সম্ভাষিয়া
তোমারে সহায় করি'। এ ঘোর নিশায়,
কবিবর বায়রন্ কারার ভিতরে
গুলনারে পাঠাইলা প্রণয়-আশায়
দস্যুদলপতি কনুরেডের গোচরে !
প্রণয়-বিহ্বলা বালা বধি' বাদশায়,
উদ্ধারিল দস্যুনাথে ভীষণ কারায়।

২৫

এই না সে নিশা—যবে নারী-শিরোমণি
সাবিত্রী পরম সতী পতি হারাইয়া,
সতীত্বের মহিমায় পূরিলা ধরণী
যমে ছলি' মৃত পতি পুন বাঁচাইয়া ?
এই না সে নিশা—যবে দৈবকী-দয়িত
সদ্যোজাত শিশুটিরে গভীর আঁধারে
(বিষম শঙ্কট ঘোরে ব্যাকুলিত চিত !)
কংস-ভয়ে লুকাইলা নন্দের আগারে ?
এই না সে নিশাকালে দময়ন্তী সতী
কলির ছলনে বনে হারাইলা পতি ?

২৬

মানসবাসিনি অয়ি কল্পনে অমরি !
এ নিশীথে তব গুণে চিরান্ধ হোমর
(প্রতীচ্য-প্রাচীন-কবি) সুযতন করি'
উলিসিস, আজাক্সেরে প্রেরিলা সত্বর
অভিমানী মহাবীর একিলিস-পাশে,
প্রবেশিতে পুন তাঁ'রে ট্রোজীয় সমরে ;
কিন্তু বীর ফিরিল না ত্রয়ের বিনাশে,
অপমান, ঘৃণা, দুখ জাগিল অন্তরে !
এ নিশীথে উলিসিস যাইয়া গোপনে
রিশসে নিধন, কি গো করেনি, কল্পনে ?

২৭

কহ, গো কল্পনে, এই নিশীথ সময়
ভার্জ্জিল রোমীয় কবি কৌশলে তোমার
মোহিত করেনি রাজ্ঞী দিদোর হৃদয়
ইনিসের মুখে কহি' ত্রয়ের ব্যাপার ?
দেবী ভিনসের পুত্র ইনিসের তরে
দিদো কি হয়নি, সুরে, প্রণয়-বিহ্বলা ?
প্রণয়ে বঞ্চিত হ'য়ে, অতীব কাতরে
কাঁদেনি এ কি নিশীথে অবলা সরলা ?
কল্পনে, কত যে তব ভৌতিক কৌশল,
তোমারি ভকতবৃন্দ বুঝেছে কেবল।

২৮

এই সেই নিশাকালে শিবের মন্দিরে
তিলোত্তমা সহ জগৎসিংহের প্রণয়
হ'য়েছিল সংঘটিত ; অন্তরে বা হিরে
সে আঁধারে হ'য়েছিল বিশ্ব প্রেমময় !
বিমলার দোষে, হায়, এই নিশাকালে
ঘটিল বিষম কাণ্ড গড়ের ভিতর ;
এই সেই নিশাকালে কৎলুর কপালে
কর্ম্মের মতন ফল ঘটিল সত্বর !
এই সেই নিশাকালে কপাল-কুণ্ডলা
মনোদুখে জলে ঝাঁপ্ দিল সে অবলা !

২৯

তোমারি কৌশলে, সখি, রজনী সময়,
এইরূপ নানা কাণ্ড কত কি ঘটিল ;
তোমারি করুণাপ্রার্থী আমার হৃদয়
এ হেতু নিশীথে আজ জাগিয়া উঠিল।
আর কিছু নাহি চাই ;—কেবল কামনা,
একবার কৃপা করি' এ চিরকিঙ্করে,
চল এ গ্রামের মাঝে, অমর-ললনা,
নৈশ গ্রাম দর্শনেচ্ছা জাগিল অন্তরে।

না উঠিতে সূর্য্যদেব—থাকিতে যামিনি,
পূরাও মনের আশা, সুর-সীমন্তিনি!

৩০

স্তরে স্তরে তমোরাশি, আকাশ-সম্ভূত,
আবৃত ক'রেছে গ্রামে দিগন্ত ব্যাপিয়া;
তমস-সাগরে যেন তমস-সংযুত
অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ এক র'য়েছে ভাসিয়া!
নিবেছে গ্রামের আলো—গ্রামীয় ব্যাভার,
সন্ধ্যার খানিক পরে এইরূপি হয়;
কাজে কাজে তমসের ক্ষমতা বিস্তার,
কাজেই তমসময় গ্রামের হৃদয়।
যেখানে পাদপরাজি, সেখানে বিশেষ
তমসের দিগগ্রাসী গাঢ় সমাবেশ।

৩১

নিশ্চল সমীর কভু ঈষৎ চঞ্চল,
অমনি গাছের ডালে দোলে পত্রচয়;
আবার যখন বায়ু কিঞ্চিৎ প্রবল,
ঝাউবনে সাঁই সাঁই ধীরে শব্দ হয়।
রাত্রিজাগরণশীল ঝিল্লীর স্বনন,
কে জানে, কেমন এক সুরব বরষে;
ঝাউবনজাত শব্দে ইহার মিশ্রণ
আরো যে কি করে, যবে শ্রবণ পরশে!
যদি রে গঙ্গার সেই মৃদু কলরব
মিশিত এ দুই রবে;—জাগাইত শব!

৩২

বারেক কল্পনে, চল লইয়া আমায়
এই গ্রামবাসী যত কৃষির কুটীরে;
দেখিব কেমন তা'রা গভীর নিদ্রায়
দৈনিক কর্ষণশ্রম ভুলি'ছে অচিরে।
এই যে সরলচেতা কৃষকমণ্ডলী
নিদ্রায় বিঘোর; নিদ্রা বিরামদায়িনী
কোমল কোলেতে ল'য়ে, শান্তি-রস ঢালি',
নাশি'ছে গায়ের ব্যথা, বেদনাহারিণী।
ধন্য পুণ্যবান্ তোরা, ওরে কৃষিগণ,
ঈশ্বর-তনয়া নিদ্রা তোদেরি কারণ!

৩৩

হে কৃষক! সারাদিন মুখে রক্ত তুলে
বৃষ্টি, রোদ শিরে বহি' আমাদের তরে,
নিজের জীবন-সুখ একেবারে ভুলে
শস্য উৎপাদন কর কত যত্ন ক'রে।
আমরাই পুন, হায়, এ পোড়া বদনে
'চাষা' ব'লে গালি দিই—কি লজ্জার কথা!
আমরাই 'চাষা'; নৈলে বলিয়া কেমনে
এ দারুণ কথা, তোর বুকে দিই ব্যথা?
যাহার প্রসাদে বিশ্বে বাঁচাই জীবন,
তা'রেই সামান্য ভাবি;—এ বুদ্ধি কেমন!

৩৪

কৃষক, ধনীর চেয়ে তুমি ধনবান্,
কোটি কোটি ধনী বাঁচে তোমার যতনে;
যে ধন প্রদান কর—সে ধন সমান
কি আছে?—কিছুই নাই এ বিশ্ব-ভবনে।
কনক, মাণিক, মুক্তা রাজার ভাণ্ডারে
অনেক দেখেছি, কিন্তু তব দত্ত ধন
মুষ্টিমেয় পরিমাণে নিখিল সংসারে
যত দূর মূল্যবান্—কি আছে তেমন?
যে ধনের পরশনে জীবন বাঁচাই,
কিছুই তাহার সম এ জগতে নাই।

৩৫

কিন্তু, হে কৃষক, বড় দুখের বিষয়,
এ জগতে কণামাত্র সুবিচার নাই।
এখানে যে রাজা, সেই প্রজা হ'য়ে রয়,
প্রজা যে, তাহারি দেখি রাজার বড়াই!
অধর্ম্মের এ সংসার ধার্ম্মিকের মতে,
সত্য কথা—মিথ্যা নয়—দেখি অনুক্ষণ
তোমা হেন মানবের দুখ বিধিমতে,
অত্যাচারী জমীদার সুখেতে মগন!
দুখ স'য়ে সুখ দেয়, এমন যে জন,
জমীদার তা'রি প্রতি করে প্রপীড়ন।

৩৬

হে ভূস্বামি, বল দেখি, বারেক আমায়
কা'র ধনে ধনী তুমি?—কা'র বলে বলী?—
ভুঞ্জি'ছ স্বর্গের সুখ কাহার কৃপায়?—
কা'র গুণে ধনাধার পড়ি'ছে উছলি'?
যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তা' হ'লে এখনি
অবশ্য বলিবে এই কৃষকের গুণে
সুখ-সূর্য্য হাসে তব—গলে দোলে মণি—
অতুল ধনের ধনী কৃষকের ধনে।
বল দেখি তবে, তব বিচার কেমন?
হেন হিতৈষীর প্রতি এতই পীড়ন!

৩৭

অমৃত-প্রসবী এই কৃষির লাঙ্গল
কোটি কোটি লেখনীরে নিয়ত চালায়;
কৃষির লাঙ্গল সাধে যেমন মঙ্গল,
কে পারে তেমন আর বিশাল ধরায়?
রে দাসত্ব-প্রিয়তম বঙ্গের সন্তান,
কৃষকের মনে মন বারেক মিলাও;
কৃষিকার্য্যে রমা আসি' হ'বে' অধিষ্ঠান,
ঘৃণিত চাকরী পেসা বিসর্জ্জন দাও।

দাসত্ব করিয়া বড় কে কবে কোথায় ?
স্বাধীন ব্যবসা সম কি আছে ধরায় ?

৩৮

কহ, গো কল্পনে, অই একটি ভবন
এ নিশীথে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে ;
ও গৃহ কাহার, কহ, শুনি বিবরণ,
চৌদিকে বেষ্টিত হ'য়ে নানা জাতি গাছে ?
অতুল আনন্দ কেন নয়ন আমার
সহসা লভিল আজ হেরি' এ ভবনে ?
নগরে দেখেছি বহু ধনীর আগার,
এ সুখ সমান সুখ পাই নাই মনে।
স্বভাবের অন্তভূত এ গৃহ আমায়
যে সুখে করিল সুখী—সে সুখ কোথায় ?

৩৯

নগরে কৃত্রিম শোভা—এখানে প্রকৃতি
হাসি'ছে অতুল হাসি, ঢালি' রূপরাশি ;
নগরের দগ্ধ শোভা, কঠিন আকৃতি,
মনের আনন্দরাশি ফেলয়ে বিনাশি'!
পিত্তল সহিত স্বর্ণ বিভিন্ন যেমতি,
নাগরিকী শোভা সহ গ্রামীয় সুষমা,
কল্পনে, আমার জ্ঞানে বিভিন্ন তেমতি,
নগর রাক্ষস—গ্রাম দেবের প্রতিমা।
সরলতা, কোমলতা গ্রামে অনুক্ষণ
বিরাজে ; নগরে, বল, কোথায় তেমন ?

৪০

নিসর্গের দৈবীভাব কোথায় নগরে ?
প্রকৃত সুখের উৎস নগরে কোথায় ?
নাগরিক ভাব মোর জাগিলে অন্তরে,
স্বাভাবিক সুখ যাহা, তাহাও পালায় !
বড় আশা মনে মনে—য'দিন বাঁচিব,
স্বভাবের শোভা বই কৃত্রিম শোভায়,
আশীর্ব্বাদ কর, যেন কভু না মজিব,
গ্রামের স্বর্গীয় সুখ চিত্ত মোর চায়।
প্রভাত হইতে যেন অপর প্রভাতে
গ্রামের মোহন রূপে মন মোর মাতে।

৪১

আমার বিচারে গ্রাম শান্তি-নিকেতন
এ নিশীথে ; পুন এই নিশীথ সময়
বারেক নগর-মূর্ত্তি কর দরশন,
দেখিবে নরক,—ঘৃণা হইবে উদয় !
কত কাণ্ড প্রতিপলে হ'তেছে ঘটনা,
একত্র হ'য়েছে যেন সহস্র নিরয় !
প্রায় প্রতিগৃহে তপ্ত সুরার ঝরণা
বহি'ছে প্রবল বেগে দহিয়া হৃদয় !

তাই বলি নৈশ গ্রাম শান্তি-নিকেতন্
নিশায় নগর-মূর্ত্তি নরক ভীষণ !

৪২

প্রকৃতি, প্রকৃত সুখে করা'তে মগন
নিপুণ যেমন তুমি, অয়ি উন্মাদিনি !
নগর-মূরতি পরি' কৃত্রিম ভূষণ
কভু কি এমন হয় চিত্ত-বিনোদিনী ?
সেই হাসি ভালবাসি, যে হাসে আপনি ;
সেই বেশ ভাল, যা'রে পরে না সাজায় ;
সেই শোভা ভাল, যাহা দিবস রজনী
অকলঙ্ক—শুদ্ধভাবে নয়ন ভুলায়।
তা'ই গ্রামে ভালবাসি—নগরে বিরাগ,
তা'ই সে প্রকৃতি-পদে এত অনুরাগ।

৪৩

এ অনন্ত বিশ্ব-পটে ভাবুকের চিত
মোহিবারে অবিরত প্রকৃতি রঙ্গিণী,
আমরি, কতই ছবি করেছে অঙ্কিত,
নাহি মিটে সাধ, হেরি' দিবস যামিনী।
ছুটাইতে সুখ-উৎস প্রভাত সময়,
সুন্দরী তূলিকা ল'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী
নীলাকাশে লাল রঙে, মৃদু বিভাময়,
আঁকে বাল-ভানু-তনু, ধন্য কারিগরী !
অন্ধকাররাশি দূরে করে পলায়ন,
প্রদীপ্ত আলোকে বিশ্ব উজ্জ্বল কেমন !

৪৪

আবার খানিক পরে, মধ্যাহ্ন সময়,
রবি-দেহে উজ্জ্বলাভা এমনি ফলায় ;
যদিও ঝলসে দৃষ্টি—তবু সুখোদয় ;
এমনি ক্ষমতা সেই দৈবী তুলিকায় !
শত শত তূলী ল'য়ে প্রদোষে আবার,
মুছিয়া রবির ছবি, মুহূর্ত্ত সময়ে
শত হস্তে কত ছবি আঁকে বারংবার,
কত মুছে—কত আঁকে আকাশ-হৃদয়ে।
যা' ইচ্ছা, তা' আঁকে, আহা, তা'তেই কেমন
মধুর সৌন্দর্য্যরাশি !—জুড়ায় নয়ন !

৪৫

আপনি আপন মনে করিয়া কল্পনা,
প্রদোষের নানাবিধ রঙ-সুরঞ্জিত
ছবিগুলি মুছি' ফেলি', প্রকৃতি ললনা
কাল রঙে নীলাকাশ করে বিলেপিত ;
কখন আপন মনে উজ্জ্বল বরণে
আঁকে শশী সে আঁধারে ; বিলীন আঁধার ;
কভু হীরকের খণ্ড—অসংখ্য গণনে—
আঁকে সে আধারে ;—দৃশ্য অতি চমৎকার !

অন্ধকার যেইরূপ, সেইরূপি থাকে,
অথচ হীরক-খণ্ড জ্বলে ঝাঁকে ঝাঁকে।

৪৬

প্রকৃতির কারুকার্য্য অনন্ত, অপার,
অমেয়, অচিন্ত্য, নর-শক্তির অতীত।
যেটি দেখি, সেটিতেই অদ্ভুত ব্যাপার,
অলৌকিক ক্ষমতায় চিত্ত চমকিত!
শ্রবণবধিরকারী পর্জ্জন্য-নিনাদ,
পাষাণবিদীর্ণকারী বজ্রের শকতি,
অনিলে সলিলে ঝড়-সময়ে বিবাদ,
পলকে শতেক ক্রোশে বিদ্যুতের গতি,
সুগভীর সাগরের বিশাল হৃদয়
নাবিকের ভয়মূর্ত্তি তরঙ্গ-নিলয়।

৪৭

বহুদূরব্যাপী দেহ ভীম মরুস্থল
রাশি রাশি বালুকায় আবৃত হইয়া,
প্রকাশি'ছে প্রকৃতির গঠন-কৌশল,
(যত দূর চ'লে দৃষ্টি) আকাশ ছুঁইয়া!
অভ্রভেদী মহীধর ভীম কলেবরে
শূন্যেতে প্রাচীর-সম, দেখ, দাঁড়াইয়া;
চূড়ার উপরে চূড়া শোভে স্তরে স্তরে,
কোথাও ফোয়ারা ছুটে পাষাণ ভেদিয়া!
তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে জলধরদল
ঠেকিয়া খণ্ডিত হ'য়ে, বরষি'ছে জল।

৪৮

গভীর নিবিড় বন, দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
বিরাজে তমস সৃষ্টি করিয়া দিবায়;
অসংখ্য বিশাল তরু শোভে পরস্পর,
বনজ লতিকাবলী জড়াইয়া গায়।
কতই অপক্ক পক্ক শুষ্ক পত্রচয়
পড়েছে ভূতল'পরি; আবৃত ভূতল;
যত দূর চলে দৃষ্টি, সবি পত্রময়,
অরণ্যের ভূমি যেন পত্রেরি কেবল!
সহস্র সহস্র বার সহস্র-কিরণ
অক্ষম সে বনে কর করিতে চালন।

৪৯

অপার অতলস্পর্শ মহাপারাবার
ধরারে ধরিয়া বক্ষে জাগে সর্ব্বক্ষণ;
মাঝে মাঝে মত্ত হ'য়ে ছাড়ি'ছে হুঙ্কার;
উন্নত ভূধর-সম তরঙ্গ-লম্ফন!
প্রকৃতির সুকৌশলে কখন আবার
উন্মত্ত সাগর ধরে শান্তির মূরতি;
স্থির নীলাকাশ-সহ অভিন্ন আকার—
নিশ্চল;—চিনিতে পারি, কি হেন শকতি?

দিবায় তপন-কর—চন্দ্রিকা নিশায়
উজলি' জলধি-জল, লহরে খেলায়?

৫০

অন্য ছবি দূরে থাক্; আজের নিশীথে,
রে নয়ন, ওরে মন! দেখ বারংবার,
প্রকৃতির চারু ছবি, সুন্দর তুলিতে,
কি এক শোভায় সুখ করি'ছে বিস্তার!
কৌতূহল বাড়ে সুখ-ভীতির মিশ্রণে,
স'রে যাই, পুন আশা করে উত্তেজনা,
দুই পা পিছাই ভয়ে—আশার চালনে
চারি পা এগুই কিন্তু;—এমনি ঘটনা!
এমনি মোহিনী ছবি—নৈপুণ্য এমনি,
মোহিত হ'য়েছি আজ; কি করে রজনী?

৫১

ঐশ্বর্য্যশালীর কত বিলাস-ভবনে
কাচের কৃত্রিম নানা আলোক-আধারে
মধুখ-বর্ত্তিকা-মুখে জ্বলিতে জ্বলনে
দেখেছি; পারেনি কিন্তু ভুলা'তে আমারে।
কিন্তু অই কালিমাখা নীলিম গগনে
এ নিশীথে, প্রকৃতির সুকোমল করে
জ্বালিত আলোকমালা উজ্জ্বল বরণে
কি-যে এক সুখ ঢালে হৃদয়-কন্দরে;
জানি না—পারি না তাই করিতে বর্ণন,
রহিল মনের ভাব মনেই গোপন।

৫২

সোণালী তবকময়, রঞ্জন-রঞ্জিত,
ঝালর-ঝুলিত পাখা ধনীর আবাসে
দিবায় নিশায় মৃদু হ'তেছে দোলিত,
শীতল করি'ছে কায় মৃদুল বাতাসে।
প্রকৃতি আপনি কিন্তু এ ঘোর নিশায়,
অলক্ষ্যে আমার, মরি, সুকোমল করে
কি এক অপূর্ব্ব পাখা মৃদুল দুলায়;
লোমকূপ-পথে বায়ু পশি'ছে অন্তরে।
ধনেশের ধনরাশি ব্যয়িত বীজন
এ বীজন-সহ তুল্য হয় কি কখন?

৫৩

বিভব-বিকাশ বই ধনীর বীজনে
কিছু নাই—কিছু নাই;—চাক্ষুষ প্রমাণ;
কিন্তু দেখ, কুসুমের সুরভি মিশ্রণে
প্রকৃতি-বীজন তোষে জগত-পরাণ।
পথের ভিখারী যেও, সেও সুখ পায়,
অবারিত অধিকার প্রকৃতির দান;
ধনীর বীজন শুধু ধনীরই গায়
বরষে অনিল-ধারা;—বৈষয়িক ভান!

সে বীজনজাত বায়ু করি না কামনা,
করিলে, করিতে হ'বে ধনীর সাধনা!

৫৪

ওরে চাটুকারগণ, জগত-জঞ্জাল!
অসার! হৃদয়শূন্য! মানব-অধম।
জিহ্বায় কলঙ্ক মেখে আরো কত কাল
ধনেশ প্রভুর পদ করিবি বন্দন?
তিলমাত্র বিবেচনা হয় না সঞ্চার?
নর ত বটিস্, তবু নরত্ব কেমন
জেনেও, চরণে দলি' কৈলি পরিহার?
জীবন করিলি ক্ষয় পশুর মতন!
রাশি রাশি—সংখ্যাতীত অলীক বচনে
আত্মারে দূষিত, ছি ছি, করিস্ কেমনে?

৫৫

এই দ্যাখ, তমাবৃত পাদপ-শাখায়
তমসে অলক্ষ্য হ'য়ে যুত ঝিল্লিদল
মৃদুল সমীরে করি' স্বরের সহায়,
নৈশ প্রকৃতির গুণ গাই'ছে কেবল।
চাটূক্তির প্রিয়তম ধনীর ভজনা
এখনি ছাড়িয়া আয়—আয় রে সকলে,
ঝিল্লী-সহ প্রকৃতির গা' না রে মহিমা,
ঘুচিবে কলঙ্ক—খ্যাতি রহিবে ভূতলে।
যে তোদিগে স্নেহ করে, তা'রে অনাদর?
সামান্য নরের শুধু তুষিবি অন্তর?

৫৬

দেখেছি এ নিশাকালে ধনীর ভবনে
দুগ্ধফেননিভ শয্যা, সুচারু মশারি,
রজত-কনক খট্টা দেখেছি নয়নে
সুকোমল তূলাগর্ভ বালিশের সারি।
কিন্তু এ নিশীথে এই নয়ন-রঞ্জিনী
প্রকৃতি-রচিত শয্যা, নব তৃণজালে
হ'য়েছে হৃদয় হর্ষ-দ্বিগুণ-বর্দ্ধিনী,
শীতল হ'য়েছে হিম-কণিকা-মিশালে।
কিবা সে ধনীর শয্যা? এ শয্যা কেমন!
সে যে রে কৃত্রিম—এ যে প্রকৃতি-সৃজন।

৫৭

এ শয্যায় শুইবার বাসনা আমার,
সম্পদে বিপদে সুখদুখের সময়
এই শয্যা সুখশয্যা; প্রকৃতি, তোমার
এ শয্যা-সমান শয্যা আছে বিশ্বময়?
দেখেছি অনেকে আমি সুখের সময়
সোণার শয্যায় শু'তে!—ধন-অহঙ্কার।
কিন্তু পো, দু'দিন পরে এ শয্যা-আশ্রয়
করিতে হ'য়েছে; নৈলে গতি কই আর?

তাই' বলি, এ নিশীথে এ শয্যা-মতন
এ জগতে কিছু নাই সুখের শয়ন।

৫৮

ঐ যা' কল্পনে, তব এ কি গো কল্পনা,
কোথা হ'তে কোথা মোরে আনিয়া ফেলিলে?
কোথায় ও গৃহে যা'ব,—করিলে ছলনা,
ভুলা'লে আমারে, আর নিজেও ভুলিলে!
কে বলে তবে, গো দেবি, অমর-অন্তরে
পরশে না ভ্রম? আমি বুঝিনু এবার,—
কেহই এমন নাই জগত-ভিতরে,
মানবের মত ভ্রম না ঘটে যাহার।
সে যা হৌক্, চল, দেবি, দেখিগে ভবন,
তুমি না দেখা'লে আশা কে করে পূরণ?

৫৯

গভীর—গভীরতর ক্রমশঃ যামিনী;
আরও বিস্মৃতি-জলে জগতি ডুবিল;
চলিল চেতনা দেবী ত্যজিয়া মেদিনী,
নিশ্বাস, প্রশ্বাস শুধু জাগিয়া রহিল।
মোহন মন্ত্রেতে নিদ্রা এক এক করি'
বাহ্য জ্ঞান লইলেন করিয়া হরণ;
সময় পাইয়া স্বপ্ন বহুরূপ ধরি'
করিতে লাগিল কত কাণ্ড প্রদর্শন;—
জাগ্রতে অচিন্ত্য কত অদ্ভুত ঘটনা
ঘটি'ছে ঘুমেতে—সবি স্বপন-ছলনা!

৬০

স্বপ্নের অপূর্ব্ব শক্তি—অদ্ভুত কৌশল;
জানি না তাহা কি;—কাজে বুঝিব কেমনে?
কভু যে বুঝিব, হায়, সে আশা বিফল;
স্বপ্নের কৌশল-শক্তি স্বপনই জানে।
এইমাত্র বুঝি শুধু—পাগলের প্রায়
আগা নাই—গোড়া নাই, এলোমেলো ক'রে
যুগের ঘটনাচয় ক্ষণেকে ঘটায়;
মানবের চিত্ত ল'য়ে স্বেচ্ছায় বিচরে।
তবে না কি নর-মন কা'রো বশ নয়?
এই যে স্বপন তা'রে নিজ বশে লয়।

৬১

স্বপন! অসাধ্য কর্ম্ম করিতে সাধন
তোমা ছাড়া কা'র শক্তি?—সর্ব্বশক্তিময়
তুমিই জগতীতলে—কে আছে তেমন?
আমার বিচারে কেহ তব তুল্য নয়।
কে পারে হতাশে আশা করিতে প্রদান?
কে বা পারে বিরহীর বিরহ হরিতে?
কে করে দারুণ শোকে সুখের বিধান?
কে পারে দরিদ্রে ক্ষণে কুবের করিতে.

অনায়াসে কে বিতরে আশাতীত ধন ?
কেহ নয়—কা'র সাধ্য ?—তুমিই স্বপন !

৬২

জীবন-সর্ব্বস্ব পতি—এ হেন পতিরে
যে অভাগী—ভাগ্যদোষে, বিধি-বিড়ম্বনে—
হারাইয়া চিরতরে, ভাসে নেত্র-নীরে,
অহর্নিশ পুড়ে মরে বৈধব্য-দহনে !
হেন পতিহীনা নারী প্রসাদে কাহার
(নিদ্রার জগতে পশি') মৃত প্রাণনাথে
জীবন্ত সম্মুখে হেরে ? ঘুচা'য়ে আঁধার,
কে দেয় হারান-শশী আনি' তা'র হাতে ?
তুমিই সে, হে স্বপন ! আর কেহ নয়,
যদিও অলীক, তবু সুখের উদয়।

৬৩

সন্তানের সুমঙ্গল করিতে বর্দ্ধন,
দেবতা-সম্মুখে নিজ বক্ষ বিদারিয়া,
শোণিত বাহির করি', হ'য়ে একমন,
পূজে মাতা দেব-পদ, যন্ত্রণা সহিয়া।
কিন্তু যবে অভাগীর অঞ্চলের ধন
চুরি করে কাল-চোর, দেবতা কি আর
নিবারিতে পারে তা'র অশ্রু-বরিষণ ?
কিসের দেবতা,—শক্তি কি আছে তাহার ?
তুমিই দেবতা, স্বপ্ন, তোমারি কৃপায়
নিদ্রাকালে কাঙ্গালিনী হৃত ধনে পায়।

৬৪

এই ক্ষুদ্র গ্রামমাঝে কৃষকের দল
ছিন্ন কন্থা বিছাইয়া ভূমির উপরে,
নিদ্রার কোমল কোলে করি'ছে শীতল
দৈবসিন পরিশ্রম, সুখিত অন্তরে।
হয় ত, তা' হ'তে সুখ তুমি, হে স্বপন,
অনায়াসে এ সবারে করি'ছ প্রদান ;
ছিন্ন কন্থা সরাইয়া, রাজ-সিংহাসন
সম্মুখে রাখিয়া, বৃদ্ধি করি'ছ সম্মান।
যাহাদের শির দগ্ধ দিনের বেলায়
রবি-করে ;—এবে ঢাকা সোণার ছাতায়।

৬৫

হয় ত, এদের মাঝে কোন এক জন
বিনা দোষে অবিচারে দিনের বেলায়
কালান্তক ভূস্বামীর সহিয়া পীড়ন,
কাঁদিয়াছে কত ;—এবে পতিত কন্থায় !
দরিদ্র কৃষক, হায়, ধনবল নাই ;
ভূস্বামীর প্রতিহিংসা করিবে কেমনে ?
কিন্তু সে এখন দিয়া তোমার দোহাই,
নিপীড়ি'ছে ভূস্বামীরে ভীষণ শাসনে !
কৃষক ভূস্বামী এবে, ভূস্বামী কৃষক ;
মন্দ নয়, হে স্বপন, এ তব কুহক !

৬৬

আবার, ভূপতি কত তোমার ছলনে
মুহূর্ত্তে হারা'য়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য অপার,
ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে, কৌপীন-পিন্ধনে ;
একেবারে দীপ্তালোকে ঘোর অন্ধকার !
চলিলে লাগিবে পদে কঠিন ভূতল,
এই ভয়ে গাড়ী ঘোড়া যা'দের চরণ !
হায়, রে স্বপন, তব বিচিত্র কৌশল,
নগ্নপদে এবে তা'রা করি'ছে ভ্রমণ !
অরুচি যা'দের ঘৃত, নবনী-ভোজনে ;
উদর পূরি'ছে তা'রা তণ্ডুল-চর্ব্বণে !

৬৭

কি হেতু এরূপ কর ? জানিতে বাসনা,
কহ, হে স্বপন, মোর মিনতি তোমায় !
যা'দিগে প্রাণের ভয়ে অযুত রসনা
'দরিদ্র' বলিতে নারে, কেঁপে উঠে কায় !
এ হেন ভূপালগণে তুমি অনায়াসে,
আপনার দর্পভরে ভিখারী সাজাও ;
রাজ-পরিচ্ছদ খুলে, ছিন্ন ভিন্ন বাসে,
প্রাসাদ হইতে পথে দূর ক'রে দাও !
কি হেতু ? আছে কি কিছু নিগূঢ় কারণ ?
'দারিদ্র্য' যে কি, তা'ই করাও স্মরণ ?

৬৮

বিষম মায়াবী তুমি, তোমার মায়ায়
'আশ্চর্য্য প্রদীপ' কত, কত 'আলাদিন'
সৃষ্ট হয় নিদ্রাকালে ক্ষণেক নিদ্রায় ;
ঘটে না জীবনে যাহা, আয়ু যত দিন !
মুষ্টিমেয় ভিক্ষা যা'র দিনান্তে যোটে না,
সেও কল্পতরু হ'য়ে রতন বিলায় !
তৃণ-শয্যা ভাগ্যে যা'র ভুলেও ঘটে না ;
সেও স্বর্ণ-খাটে শু'য়ে শরীর জুড়ায় !
দন্তে তৃণ ল'য়ে যেও পায় না চাকুরী,
সেও রাখে শত দাস !—স্বপন-চাতুরী !

৬৯

স্বাধীনতাদায়ী স্বপ্ন, কারার মাঝারে
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে, যাবত জীবন,
কারাবাস-ক্লেশ-রূপ অকূল পাথারে
কি দিবায়—কি নিশায় মগ্ন যেই জন ;
তুমি তা'রে স্বাধীনতা করিয়া প্রদান,
শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল—খোল কারাদ্বার,
যথা ইচ্ছা, সেই খানে করে সে প্রস্থান,
মুক্তিলাভ ভাগ্যে তা'র প্রসাদে তোমার।

উপায়বিহীন কারাবাস র উপায়
একমাত্র, স্বপ্ন, তুমি—সাবাস্ তোমায় !

১০

কল্পনার সহ তব করি না তুলনা,
যে হেতু, কল্পনা চেয়ে তুমি শক্তিময় ।
কল্পনা যা' করে, তাহা জানে সে চেতনা ;
বাধো-বাধো—ভাঙ্গো-ভাঙ্গো সবি বোধ হয়।
অচেতন অবস্থায় ক্ষমতা তোমার
চাক্ষুষ ঘটনা কত অনা'সে ঘটায় ;
আমি জানি—জানে আর মানস আমার—
আর জানে সেই জন, দেখাও যাহায় ।
কল্পনা সতর্ক আর চির-জাগরিত ;
কিন্তু তুমি উনমাদী, জাগিয়া-নিদ্রিত ।

১১

কখন নিদ্রিত জনে, সুখ-শয্যা হ'তে,
মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ করি' পাঠাও কাননে ;
কখন সহসা ল'য়ে দ্রুতগামী স্রোতে
ভাসাইয়া দাও, কভু উঠাও গগনে !
হাজার সাহসী হোক্, তবুও তাহায়
(মনে যদি কর) পার ভয় দেখাইতে ;
যত দূর ভীরু হোক্, তবু সে জনায়
সিংহের সম্মুখে পার নির্ভয়ে রাখিতে !
নিজে, যা' না পারে কেহ ; প্রসাদে তোমার
অনা'সে সাধন করে ;—বিচিত্র ব্যাপার !

১২

বাগ্‌ভাষী বুদ্ধিমানে পুতুলের মত
লইয়া খেলাও সুখে ইচ্ছা-অনুসারে ;
নিদ্রাশেষে যবে সেই হয় জাগরিত,
তোমার যতেক খেলা প্রকাশিতে পারে ।
কিন্তু, হে স্বপন, কহ, মিনতি তোমায়,
সদ্যোজাত, বাক্যহীন, জ্ঞান-বিরহিত
শিশুরে কি প্রদর্শন কর সে নিদ্রায়,
কখন রোদিত শিশু—কখন হসিত ?
কি দেখে সে—কি ভাবে সে—কেনই বা হাসে,
কেন বা নিদ্রার ঘোরে চমকে তরাসে ?

১৩

তাহাই জানিতে চাই ;—তাহাই জানিতে,
বহু দিন হ'তে আশা হ'তেছে বর্দ্ধিত ;
শুধুই বাড়িল আশা মানস-ভূমিতে ;
আজো না ফলিল ফল—হ'ল বিফলিত !
গৌতম, কণাদ, মিল, কোমৎ, হামিল্টন্
ইত্যাদি দর্শনবিৎ পণ্ডিতনিচয়
নারিল বাসনা মোর করিতে পূরণ !
কিসের দর্শনবিৎ ?—বাজে কথা কয় !
নিদ্রিত শিশুর সহ তোমার ঘটন
যে বলিবে—মোর মতে বিজ্ঞ সেই জন ।

১৪

ভাল কথা মনে মোর হইল, স্বপন,
যা' কিছু ঘটাও তুমি, অলীক সকল ;
কিন্তু এক দিন এই ঘটা'য়ো ঘটন
জাগরিত হ'লে যেন হয় তা' সফল ;—
ভারতের বিংশ কোটি অধীন তনয়
গভীর নিশায় নিদ্রা যাইবে যখন,
'ভারত-জীবন', দেব, কি কৌশলে হয়,
সেইটি বিশেষরূপে ক'র প্রদর্শন ।
কিছুই অসাধ্য নাই তব, হে স্বপন !
কি কৌশলে হয়—ব'ল—'ভারত-জীবন' ।*

ইতি নিশীথচিন্তা নামক প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ।

১

ওই যা, আবার একি—কোথাকার কথা
আনিলে, কল্পনে ! আর ক'র না ছলনা ;
বিলম্ব কর না, দেবি, খাও মোর মাথা,
ভুলা'য়ো না মোরে, আর নিজেও ভুল না।
চল ও ভবনে পশি ; দেখিব কেমন
ও গৃহের অভ্যন্তর এ ঘোর নিশায় ।
ও কি গো, কল্পনে, কে ও করি'ছে রোদন
ও গৃহের মধ্য হ'তে !—কহ গো আমায় !
এ ঘোর নিশীথে, হায়, কহ, সুরাঙ্গনে,
ও গৃহে বহি'ছে অশ্রু কাহার নয়নে ?

২

বসি' কোন জন যথা একাকী নির্জ্জনে,
চিত্র-পটে আঁকে কত ছবি মনোহর ;
সহসা শুনিলে কোন শবদ শ্রবণে,
অন্তরের ছবি হয় অমনি অন্তর ;
সেইরূপ নৈশ ছবি ছিলাম দেখিতে,
ভুলেছিল আঁখি মন ; পশিল অমনি
করুণ রোদন-নাদ কর্ণে আচম্বিতে ;
কোথায় সে নৈশ ছবি—কোথায় রজনী ।
সকলি র'য়েছে, কিন্তু রোদনের স্বরে
কিছুই দেখে না আঁখি—আঁধার অন্তরে !

৩

নিস্তব্ধ গগন-গর্ভে পশিল রোদন
বিদীর্ণ করিয়া গৃহ, পরতে পরতে ;

* পূর্ব্বে নিভৃতনিবাসের এই স্বর্গটী "নিশীথচিন্তা" নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার একত্রে প্রকাশ করা গেল।

আরো উচ্চে সেই ধ্বনি বহি' সমীরণ
পূরাইল দশ দিক—নিমেষে—চকিতে।
পর-প্রত্যাশিনী অই আকাশ-নন্দিনী
প্রতিধ্বনি প্রতিবারে সে রব ধ্বনিল ;
ঘাত-প্রতিঘাত-রবে জাগিল যামিনী,
গ্রামের কতক লোক জাগিয়া উঠিল।
হৃদয় চঞ্চল বড় হইল, কল্পনে,
দেখাও কে কাঁদে, দেবি, এই নিকেতনে।

৪

এ কি রে !—শোকের মূর্ত্তি ঘরের ভিতর !
এ কি দেখি ;—প্রাণ মন হইল স্তম্ভিত !
বিষাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে কাঁপে কলেবর,
পড়ে না পলক চক্ষে—নিশ্চল চকিত !
পিত্তলের পিলসুজে মাটীর প্রদীপে
একটি বর্ত্তিকা জ্বলে—অতি ক্ষীণালোক ;
জানালা-বাহিত বায়ে উঠে কেঁপে কেঁপে,
প্রদীপে। বিষাদে কি রে প্রকাশি'ছে শোক ?
আলোকে আঁধারে শোকে মিশ্রিত হইয়া,
কি জানি কি ভাব এক উঠে উছলিয়া !

৫

বহির্দ্দেশ হ'তে এই শুনিনু শ্রবণে
কে কাঁদে গৃহেতে ; কাঁদে এই যে, সে জন,
ব্যাকুল শরীর—মাখা বিষাদ বদনে,
অজস্র সলিল ঢালে যুগল নয়ন !
কে এ যুবা ?—কেন কাঁদে ?—কিসের কারণে
দেহেতে জীবন-শূন্য সমান হ'য়েছে ?—
কি হেতু নিশ্বাস ফেলে আনত আননে ?—
কা'র পানে একদৃষ্টে চাহিয়া র'য়েছে ?
অশ্রুপূর্ণ আঁখি দু'টি, দৃষ্টি নাহি চলে,
মুছিয়া কাহার পানে চাহে পলে পলে ?

৬

জগত ঘুমা'য়ে গেল গভীর নিদ্রায়,
বিরামদায়িনী নিশা তুষি'ছে সকলে ;
কিন্তু কেন নিদ্রা, হায়, স্পর্শে না ইহায় ?
কেন নিশা বিষধারা ঢালি'ছে সবলে ?
অবশ্য ইহার কিছু নিগূঢ় কারণ
আছেই ; নতুবা কেন হেন বিপরীত ?
অযুত অযুত জীব নিদ্রায় মগন,
যুবক কি হেতু কাঁদে—কি হেতু চিন্তিত ?
নিশির শিশির-বিন্দু তত কি পড়ি'ছে?
যুবকের অশ্রুবিন্দু যত গড়াই'ছে ?

৭

এ কি !—এ আবার কি রে !—সামান্য খট্টায়
আকর-মৃত্তিকা-মাখা সোনার পুতলী
এ-পাশ-ও-পাশ ক'রে কি হেতু লুটায় ?
থেকে থেকে মেঘে যেন চমকে বিজলী ;
ক্ষীণস্বরে মুহুর্ম্মুহু কেন বা গোঁঙায় ?
উঠিবারে চায়, কিন্তু পড়ি'ছে টলিয়া ;
যুবকের পানে কভু ক্ষীণদৃষ্টে চায়,
অমনি নয়ন দু'টি উঠে উছলিয়া !
কভু ধীরে—অতি ধীরে উঠাইয়া কর
রাখিতেছে যুবকের করের উপর।

৮

যুবতীর কর ধরি' বিষাদে আবার
কাঁদিয়া উঠিল যুবা (প্রাবৃট-গগনে
থামিয়া ক্ষণেক, যেন পুন জলধর
ঝরিল) কি জানি, যেন কি ভাবিয়া মনে।
মনে মনে, ঘোরতর বিষণ্ণ অন্তরে,
কহিতে লাগিল যুবা,—"প্রেয়সি নলিনি !
কেন এসেছিলে; হায়, দরিদ্রের ঘরে ?
কাঙ্গালের করে পড়ি' হ'লে কাঙ্গালিনী ?
কি আছে আমার ?—নাহি ধন-জন-বল ;
অসীম দারিদ্র্য আছে—যন্ত্রণা কেবল !

৯

"প্রিয়তমে, হৃদয়েশি ! এ পোড়া কপালে
তোমা হেন সুরভিত সুললিত ফুল
সরস থাকিবে কেন ? হায় রে, অকালে
নীরস, বিশীর্ণ মোর কুসুম অতুল !
বনের কুসুম বনে আপনিই ফুটে,
নিজে হাসে, নিজে দোলে, নিজেই খেলায় ;
অযত্নে সৌরভ তা'র আপনিই ছুটে,
বনের কুসুম বনে আপনি শুকায়।
কেহ নাহি করে তা'রে আদর, যতন,
কাজেই না হয় মায়া—নাহি কাঁদে মন।

১০

"কিন্তু, ওরে কাঙ্গালিনি ! মায়ার বন্ধনে
(অচ্ছেদ্য বন্ধন) বদ্ধ হ'য়েছি উভয়ে ;
এ দুখ তোমার তবে দেখিব কেমনে ?
অসহ্য যাতনা-শূল বিঁধি'ছে হৃদয়ে !
এ তব অবস্থা, ঘোর ক্লেশের আকর,
কি-যে করিতেছে মোরে ; অযুত রসনা
অন্য কথা ছাড়ি' যদি কহে নিরন্তর,
তবুও নারিবে !—অহো, বিষম যন্ত্রণা !
দুখানল, প্রিয়ে, মোর মনে মনে জ্বলে,
অভিধানে কথা নাই—প্রকাশি কি ব'লে !

১১

"যদি এক জন হ'ন আমা' দু'জনার
একমাত্র রচয়িতা, তিনিই তা' হ'লে

জ্ঞাত আমা' দু'জনার যন্ত্রণার ভার ;
তিনিই জানেন চিত্তে কি অনল জ্বলে !
তিনিই জানেন মোর এ দগ্ধ হৃদয়
তোমারে সম্মুখে ল'য়ে কিরূপ জ্বলি'ছে !
তিনিই জানেন মোর প্রাণ কি-যে সয়
বক্ষের পঞ্জরচয় কিরূপে খুলি'ছে !
তিনিই জানেন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া,
কিরূপে শোকের শ্বাস যায় বাহিরিয়া।

১২

"নলিনি, মলিন তব বদন-কমল
নিরখি' অসুখোচ্ছ্বাস পীড়ি'ছে আমায় ;
তোমার যন্ত্রণা হ'তে দ্বিগুণ প্রবল
আমার যন্ত্রণা, হায়, সম্পূর্ণ সীমায় !
কি হেন উত্তপ্ততর অনলের শিখা ?
মম শোকানল সম কখনই নয় ;
কি হেন গভীর সপ্ত সাগর-পরিখা ?
গভীর আমার দুখ তা' হ'তে নিশ্চয় !
হায় রে, যাহারে দেখি' আনন্দ অপার
লভিত এ চিত্ত,—এবে বিষাদ-ভাণ্ডার !

১৩

"যা'র মুখপানে চেয়ে সকল যন্ত্রণা
মিশা'ত অলক্ষ্যে ; যথা হেরি' শশধরে
রজনীর তমোরাশি কিছুই থাকে না,
উছলে মধুর হাসি কোমল অধরে।
কিন্তু, হায়, এবে সেই আনন্দের ধন,
দরিদ্রের মহানিধি সম্মুখে আমার
অসহ্য বিষাদময়ী ; এ দীন বদন
নিরখি' অনন্ত দুখ ছাড়ি'ছে হুঙ্কার !
বিধি রে, এতই যদি ছিল তোর মনে,
কেন দিলি এ মাণিক এ দরিদ্র জনে !"

১৪

এতেক কহিয়া যুবা যুবতীর কর
আপনার বক্ষে রাখি' রহিল নীরবে ;
কি-যে অগ্নি জ্বলিতেছে বুকের ভিতর,
বুঝায় কি প্রিয়ারে তা' ?—হইলেও হ'বে।
এত গুরুতর দুখ যুবার হৃদয়ে,
নাহি চলে হৃদিযন্ত্র স্বাভাবিক ভাবে ;
বহি'ছে শিরায় রক্ত মৃদুগতি হ'য়ে,
আরো মৃদুতর—যুবা মনে যত ভাবে।
এমনি নিশ্চল মূর্ত্তি, শরীরে জীবন
নাহি যেন—ঠিক যেন পুত্তলী মতন।

১৫

সহসা এমন কালে আপনা আপনি—
ফুল্ল ফুল ডুবে যথা বরষার জলে—
ডুবিল যুবার দুই নয়নের মণি
অশ্রু নীরে—অশ্রুবারি ক্রমশঃ উছলে।
হৃদিন্যস্ত যুবতীর করের উপর
অলক্ষ্যে উত্তপ্ত বিন্দু একটি পড়িল ;
বুঝিল নলিনী তাহা ; অমনি অন্তর
পতির বুঝিয়া দুখ, কাঁদিয়া উঠিল।
তাঁ'রো নেত্র-কোণ হ'তে গণ্ড প্রবাহিয়া
কয়টি প্রতপ্ত বিন্দু গেল গড়াইয়া !

১৬

ওরে অশ্রু, কোন্ পথে বহির্গত হও ?
নয়ন—স্ফটিক মণি ; কোথা ছিদ্র তা'র ?
অতি ক্ষুদ্র নেত্র-কোষ তা'রি মাঝে রও,
কিন্তু রে, প্রবল বেগ কি হেতু তোমার ?
বক্ষ ভাসে—বস্ত্র ভিজে—অবিরাম গতি—
যতই হৃদয়ে লাগে কঠিন আঘাত,
ততই তোমার মূর্ত্তি যেন স্রোতস্বতী,
ক্রমে বিন্দু—পরে ধারা—জলের প্রপাত !
স্ফটিক জিনিয়া তোর গাত্রের বরণ,
কিন্তু, রক্তবর্ণ কেন কর রে নয়ন ?

১৭

দুখের সময় অশ্রু, নয়ন ভেদিয়া,
নেত্র-মণি আবরিয়া, গড়াইয়া যাও ;
কোথাও কিছুই নাই—সহসা আসিয়া,
অজস্রগতিতে গণ্ড হৃদয় ভাসাও !
নয়নে খেলি'ছে হাসি মনের উল্লাসে,
ঈর্ষাপরবশ হ'য়ে তাড়া'স্ তাহায় ;
অমনি নয়ন-পথ জলতলে ভাসে,
মনের বিষাদে হাসি কোথায় পালায় !
যে বদন মধ্যাহ্নের পূর্ণশতদল,
তোর পরশনে হয় মালিন্য-মণ্ডল।

১৮

যে নেত্রে জগত-ছবি প্রতিভাত হয়,
যে নেত্র পরশ-মণি এ বিশ্ব-মণ্ডলে,
যাহার পরশে সবি হয় স্বর্ণময়,
দেহ-দণ্ডে যেই নেত্র দীপরূপে জ্বলে ;
যে নেত্র স্বর্গীয় ধন, যে নেত্র বিহনে
জীবন ধারণ করা নরক-নিবাস !
যে নেত্র পরাস্ত করে মাণিক্য-রতনে,
কৌস্তভ যাহার কাছে গৌরবে হতাশ ;
রে অশ্রু, এ হেন নেত্রে করি' নিপীড়িত,
কেন, রে নির্ম্মম, তুই হ'স্ প্রবাহিত ?

১৯

ওরে অশ্রু, কেন নিন্দি ?—তোর দোষ নাই,
হৃদয়ে দারুণ দুখ হইলে উচ্ছ্বাস,

ক্রমশঃ হইয়া বৃদ্ধি নাহি পায় ঠাঁই
থাকিবারে, ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া নিশ্বাস,
নেত্র-পথ দিয়া তোরে বহির্গত করে;
দুখ বড় নিরদয়—কোমল হৃদয়
পীড়িয়া প্রথমে, হায়, নিমেষের পরে,
আবার কোমল নেত্র করে বিষময়।
কোমলতানাশী দুখ নিরমম অতি;
উত্তাপ দয়ালু কভু নবনীর প্রতি?

২০

রে অশ্রু, সান্ত্বনাকারী তোমার মতন
কেহই জগতে নাই; দয়িত-বিচ্ছেদে
হৃদয় যখন হয় বিষাদে মগন,
মানস আকুল হয় সুদারুণ খেদে;
কে হই বল, রে অশ্রু, সহায় তখন?
কে, বল, নয়ন দু'টি ডুবা'য়ে নিমেষে,
উত্তপ্ত হৃদয় করি' সলিলে প্লাবন,
যাতনা নাশিতে যত্ন করে সবিশেষে?
কে সে রে?—তুমিই সেই—অন্য কেহ নয়;
তুমিই শীতল কর ব্যাকুল হৃদয়।

২১

প্রাণাধিক প্রিয়তম নয়ন-পুতুল
যে কোন আত্মীয় জন, নয়ন ছাড়িয়া,
চির তরে চলি' যায়; হৃদয় আকুল
অহর্নিশ যা'র তরে, 'পা'ব না' ভাবিয়া।
কে, অশ্রু, সে শোকরাশি, হৃদয়-নিহিত,
দ্রবিয়া বাহির করে নেত্র-পথ দিয়া?
কে করে তাপিত চিত্ত ক্রমে প্রশমিত
উত্তপ্ত অথচ স্নিগ্ধ অমৃত সিঞ্চিয়া?
কে সে রে?—তুমিই সেই—অন্য কেহ নয়;
তোমা ছাড়া কা'র শক্তি শোক করে লয়?

২২

সুধাই একটি কথা আবার তোমায়,—
অন্যের নয়নে যবে দুখের সময়ে
টলমল কর তুমি, তরলিত কায়,
আমারো নয়ন কেন ভাসে তোরে ল'য়ে?
দ্রুস্তন সম্বন্ধ সম সম্বন্ধ তোমার
একরূপি? এমন ত কভু দেখি নাই;
পরের হৃদয়-দুখে হৃদয় আমার
কেঁদে উঠে;—বড় ভাল—এই আমি চাই
পরের অশ্রুতে অশ্রু নাহি পড়ে যা'র,
পাষাণ মূর্ত্তির সহ প্রভেদ কি তা'র?

২৩

আবার একটি কথা তোমারে জিজ্ঞাসি,—
শোকের তরঙ্গ যবে হৃদয়ে উচ্ছ্বাসে,
যন্ত্রণা-তড়িত-বেগে, আনন্দবিনাশী,
প্রতপ্ত হইয়া ছুটে প্রত্যেক নিশ্বাসে;
তখন যেমন তুমি ভাসাও নয়ন,
সেইরূপ সে হৃদয়ে আনন্দ অপার
উছলিয়া উঠে যবে, তখনো কেমন
সে নয়নে দেখি তব মূর্ত্তি চমৎকার!
সে মূর্ত্তির সহ সেই দুখের মূরতি
সুধার সমীপে যেন বিষের বসতি!

২৪

সুখদুখসম যবে ভক্তিও আবার
উঠে উছলিয়া হৃদে হইয়া প্রবল,
তখনো তোমায় দেখি নয়ন-মাঝার,
তব তলে নেত্র-মণি সজল উজ্জ্বল!
বড় ভালবাসি আমি এ অশ্রু দেখিতে,
নয়ন-কমলে এই বিন্দু মনোহর;
ভালবাসি এই বিন্দু শিরসে রাখিতে,
উথলে সুখের সিন্ধু হৃদয়-ভিতর!
কোটি কোটি হীরা মুক্তা এ বিন্দু-সমান
কভু নহে—কভু নহে—প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

২৫

পুন ভালবাসি, অশ্রু, আমি রে তোমায়,
পতি-সোহাগিনী বালা অভিমান-ভরে
অঞ্চলে ঢাকিয়া মুখ, অস্পষ্ট কথায়
পতিসহ সম্ভাষণ যে সময়ে করে;
সে কালে তাহার সেই নয়নযুগলে
(সারল্যের বাসভূমি অথচ শাণিত!)
আচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্টি, পড় ভূমিতলে,
কি-যে শোভা—কি কহিব—বর্ণন-অতীত!
কে বলে শশাঙ্কে সুধা?—সুধা সে আঁখিতে;
সে সুধা খা'বার নয়—কেবল দেখিতে!

২৬

পুন ভালবাসি, অশ্রু, আমি রে তোমায়,
শিশুর সজল নেত্রে—কভু যে নয়ন
কলঙ্কিত হয় নাই কৌটিল্য-ছায়ায়,
যে আঁখি জগত-জন-চিত-বিমোহন!—
তরল মুকুতাকারে উঠ উছলিয়া;
হাসে যদি সেই কালে সারল্যের ছবি
শিশুর অধর ওষ্ঠ বিষাদ ভুলিয়া;
সে ভাব বর্ণিতে পারে, কে এমন কবি?
মুখে হাসি—চোখে তুমি—সে কালে তোমায়
দেখিলে যে সুখ লভি—ক'ব তা' কাহায়?

২৭

স্মরণীয় দ্রব্য যদি কোন কিছু থাকে,
মানব-মানস-ক্ষেত্রে, চিরকাল তরে,

তবে সে হসিত শিশু-নয়নে তোমাকে
দেখিলে যে ভাবোদয়, সুযতন ক'রে,
উচিত তা'রেই, অশ্রু, করাই স্মরণ ;
ভ্রান্তি-গর্ব্বে তা'রে রাখা নহে রে উচিত ;
যত দিন এ শরীরে থাকিবে জীবন,
মনশ্চক্ষে সেই ভাব দেখাই বিহিত।
থাকুক্ সৌন্দর্য্যরাজি যত রূপ আছে,
সে সৌন্দর্য্য সম কিছু নাহি মোর কাছে।

২৮

পাপীর নয়ন, অশ্রু, আবার যখন
গুরুতর পাপভারে, সভয়ে নির্জ্জনে,
প্রায়শ্চিত্তরূপে তোরে করে বরিষণ,
তা'ও রে দেখিতে ভাল আমার নয়নে।
পরিতাপজাত অশ্রু কবিবর মূর
ভালবাসিতেন বড়, তাই সমাদরে
'পরী-স্বর্গ' নামে কাব্য রচি' সুমধুর,
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি মরত-ভিতরে।
বারেক পাপীর চক্ষে দেখিলে তোমায়,
কা'র না পাপের ভয়ে চিত্ত চমকায় ?

২৯

না ফুরা'তে প্রেমলীলা, প্রেমিকা রাধায়
পরিহরি' হরি যবে নির্দ্দয় হইয়া,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক গেলা মথুরায়,
অভাগিনী প্রেমাধীনী পড়িল লুটিয়া !
জ্বলিল বিরহানল ; তুমিও অমনি
নিবা'তে সে জ্বালা, হায়, কতই যতনে
পড়িলে রাধার চক্ষে দিবস রজনী,
উথলিলে কত বার কমলনয়নে !
হরি-পদ-চিহ্ন বালা হেরিত যথায়,
ধন্য তুই !—তোরে শোকে ঢালিত তথায়।

৩০

স্বার্থপর দেবগণ ; হায় রে, যে দিনে
ভাঙ্গিতে হরের ধ্যান, কুটিল কৌশলে,
সম্মোহন বাণ সহ প্রেরিলা মদনে ;
ধ্যান ভাঙ্গি', ভস্ম কাম হর-কোপানলে !
বিধবা হইল রতি !—ব্যাকুল হৃদয়,
শূন্যময় দশ দিক্ পতির বিরহে ;
অমনি তুই রে, অশ্রু, হইলি উদয়
নয়ন-কজ্জল ধু'য়ে অখণ্ড প্রবাহে !
ও দিকে শিবের চক্ষে ঝলকে অনল,
এ দিকে রতির নেত্রে তুই ঢল ঢল !

৩১

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ শিশু শ্রীমন্ত সরল
সাহসে করিয়া ভর, যাইয়া সিংহলে,
দৈবের ছলনে যবে হইল চঞ্চল,
না দেখা'তে পারি ভূপে কামিনী কমলে ;
নির্দ্দয় সিংহলপতি, পাষাণ-সমান,
রসনারে কলঙ্কিত অনা'সে করিয়া,
আজ্ঞা দিল লইবারে শিশুর পরাণ,
নির্দ্দোষ বালক ভয়ে উঠিল কাঁদিয়া !
রে অশ্রু, তুইই তা'র উছলি' নয়ন,
আনি' অভয়ায়, ভয়ে বাঁচা'লি জীবন।

৩২

বঙ্গের অমর কবি শ্রীমধুসূদন
হত মেঘনাদ-পত্নী সতী প্রমীলায়
(চারুসৃষ্টি) করা'লেন চিতা-আরোহণ ;
পতি-শোক অভিভূত করিল বালায় !
সম্মুখে জ্বলি'ছে চিতা !— তাহার উপরে
পুড়ে পতি ! দেখি' সতী শোকাকুল চিত !
তুই, অশ্রু, আসি' তাঁ'র নয়ন ভিতরে,
আগে তাঁ'র সে চিতায় হইলি পতিত !
এ দয়া সামান্য নয়—কে আছে এমন,
অপরের তরে দেহ করে বিসর্জ্জন ?

৩৩

সে যা' হৌক্, ওরে অশ্রু, সীতারে যেমন
জেনেছিলি তুই ; আর সীতাও যেমতি
জেনেছিল তোরে ; আমি দেখি না তেমন
এ হেন সম্বন্ধ খুঁজি' নিখিল জগতী।
কে বলে রে বাল্মীকির পদ্য-রামায়ণ
বীরত্ব-প্রধান ? সে যে অশ্রুরাশিময় ;
যে পৃষ্ঠা তাহার আমি করি উন্মোচন,
সেখানেই জানকীর নয়নাশ্রু বয় !
হরিষ হয় না কিন্তু সে অশ্রু দেখিলে,
ডুবে থাকি বিষাদের অতল সলিলে !

৩৪

দুখিনী জানকী সম ভারত জননী
বিষাদিনী—কাঙ্গালিনী—বিদেশী-পীড়নে !
কেবল সম্বল তাঁ'র দিবস রজনী,
ওরে অশ্রু, এবে তুই, নিস্তেজ নয়নে !
ভারতের ত্রিশ কোটি পীড়িত সন্তান,
তা'রাও ক'রেছে তোরে জীবন-সম্বল !
পুন যদি কেহ হয় বাল্মীকি-সমান,
'ভারতাশ্রু-কাব্য' লিখি' কাঁদা'বে ভূতল !
নতু এ অজস্র অশ্রু দিবস রজনী
পড়িবে—বহিবে—আর শুকা'বে এমনি !

৩৫

ওই যা : কল্পনে, তুমি আবার আমায়
যুবকের নয়নাশ্রু দেখা'তে দেখা'তে

কোথাকার অশ্রু ল'য়ে আনিলে কোথায়,
কোথায় যুবার গৃহে—কোথায় ভারতে!
কেন আর ভারতের দুর্ভাগ্য-কাহিনী
ঢালিয়া শ্রবণে মোর মর্ম্ম ভেদ কর?
একে কাঁদি, হেরে আজ দুখের যামিনী,
আবার তাহাতে কেন কাঁদাও অন্তর?
কাঁদিবার জাতি মোরা বিধি-বিড়ম্বনে,
তাই কি এতই তুমি কাঁদাও, কল্পনে?

৩৬

পাঠক! কিরূপ তুমি—আমার মতন
পরদুখে অশ্রু তব হয় কি পতিত?
অথবা কঠিন শিলা দ্রবে না যেমন,
সেরূপ হৃদয় তব কাঠিন্য-গঠিত?
যদি দ্রবে—বল তবে—আজের নিশায়
বিজয়ের, নলিনীর নয়নের জল
কত দূর আকুলিত করিল তোমায়;—
ক' ফোঁটা ফেলিলে অশ্রু প্রতপ্ত, তরল?
যদি নাহি ফেল অশ্রু এ অশ্রু-পতনে,
অহৃদয়—নিরদয় তুমি হে ভুবনে!

৩৭

স্পর্শবোধ কেন, বিধি, মানব-শরীরে
দিলে হে? তাই ত, হায়, পীড়িতা নলিনী
পতি-অশ্রুপাতে দুখে ভাসে নেত্র-নীরে,
একে রোগে জ্বলে,—হ'ল আরো বিষাদিনী!
দারুণ ক্ষতের মুখে লবণ পড়িলে,
কি-যে জ্বালা, সেই জানে জ্ব'লেছে যে জন,
নলিনীরে তা'র চেয়ে আরো জ্বালাইলে,
বিধাত, হে, এ তোমার বিচার কেমন?
একে ত গোলাপ ফুল পুড়ে রবি-করে,
বিষমুখ-কীট পুন তাহার ভিতরে!

৩৮

অশ্রুপাতে বিজয়ের মনের বেদনা
বুঝিয়া নলিনী, চির পতি-সোহাগিনী,
প্রাণপণে-নিবারিয়া নিজের যাতনা,
কহিতে লাগিল ধীরে মৃদুলভাষিণী;—
"প্রাণেশ্বর, নাথ, স্বামী, নলিনী-জীবন!
অভাগীর ভাগ্যদোষে নয়নে তোমার
পড়ি'ছে প্রতপ্ত অশ্রু; হায়, যে নয়ন
একমাত্র নলিনীর আনন্দ-আধার!
কেন কাঁদ—কেন ভাব—কেন বিষাদিত—
কেন বা কমল-নেত্র সলিলে প্লাবিত?

৩৯

"অনায়াসে সহিতেছি রোগের যন্ত্রণা,
আরও বাড়ুক, আমি সবা'নে বহিব;
কিন্তু তব হৃদয়ের দারুণ বেদনা
প্রাণান্তেও ক্ষণ-তরে সহিতে নারিব!
নলিনী বায়ুর বশে উলটি' পালটি'
কভু জলে ডুবে যায়—কভু পুন উঠে,
কি দুখ তাহার তা'য়? কিন্তু পড়ে লুটি',
রবি যবে পড়ে, হায়, তমস-শঙ্কটে!
তোমারো নলিনী, নাথ, রোগের জ্বালায়
কিবা জ্বলে;—কিন্তু জ্বলে হেরিয়ে তোমায়।

৪০

"অভাগিনী ভাগ্য-গুণে তোমা হেন স্বামী,
পূর্ব্বজন্ম-পুণ্যবলে পেয়েছিল, হায়!
কি-যে সুখী তাহে আমি, জানে' অন্তর্যামী,
নারীর রসনা তাহা কি ক'বে কথায়?
কিন্তু পুন ভাগ্যদোষে, (বিধি-বিড়ম্বন,
কে জানে এমন হ'বে!) ব্যথিত হইলে;
স্বপ্নেও দেখিনি কভু হইবে এমন,
আমারি কারণ শোক-সলিলে ডুবিলে!
আমারি কারণ, নাথ, বহি'ছে নিশ্বাস,
আমারি কারণ তবে দুখের উচ্ছ্বাস!

৪১

"'আদরিণী, আদরিণী' বলি' কত বার
আদর কর যে মোরে, মনের হরষে;
'সোহাগিনী, সোহাগিনী' বলি' বারংবার
সোহাগ কর যে মোরে, সোহাগের বশে।
আজ কি না অভাগিনী তোমারি বদনে
'কাঙ্গালিনী, সুদুখিনী' এ বোল শুনিল!
আজ কি না অভাগিনী তোমার নয়নে
(কখনো দেখেনি যাহা) সে অশ্রু দেখিল!
আজ কি কুদিন মোর—আমারি কারণ,
আমার হৃদয়-শশী বিষাদে মগন!

৪২

"রে ব্যাধি! পীড়নে তোর আমার হৃদয়
(কহে বালা মনে মনে) যত না পীড়ি'ছে;
তা' হ'তে পতির হৃদি কোটি গুণে দয়,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অশ্রু অজস্র পড়ি'ছে!
একেরে পীড়ন করি' কাঁদা'স্ অপরে,
এ কেমন ব্যবহার? এ কি বিবেচনা?
যে তোঁরে সৃজিল এই জগত-ভিতরে,
তোরি মত, রে রাক্ষসি, নির্ঘৃণ সে জনা;
তোরি মত বিষময় তাহারো অন্তর,
তোরি মত সেই জন ঘোর ঈর্ষাপর!

৪৩

"কে সে, রে ডাকিনি? আমি বুঝি'ছি অন্তরে
'বিধাতা' তাহার নাম জগতস্রজন!

না হয় পাপিনী আমি এ বিশ্ব-ভিতরে,
কাজে কাজে আমারেই করুক পীড়ন।
কিন্তু, ঘোর অবিচার—ঘোর অত্যাচার,
আমার প্রাণেশে, হায়, কিসের কারণে
ডুবাইল সে নির্ম্মম শোকের মাঝারে ?
পক্ষপাতশূন্য তা'রে বলিব কেমনে ?"
এতেক ভাবিয়া বালা কাঁদিতে লাগিল,
বিজয়েরো দুই চক্ষে প্রবাহ বহিল !

৪৪

প্রফুল্ল সুরভি-পূর্ণ নয়ন-রঞ্জন
কুসুমে যেমতি, হায়, কীটের বসতি ;
শশীর সুন্দর দেহে, রাহুর দংশন ;
মানবের দেহে, ব্যাধি, তুই রে তেমতি।
'দুখের সংসার' এই দুখের বচন
কহিত না কা'রো জিহ্বা, সুদুখিত মনে,
যদি না পাইত কেহ তোর দরশন,
যদি না কাঁদিত কেহ ও তোর দংশনে !
যদিও সম্পূর্ণ সুখ পে'ত না মানব,
তবুও অৰ্দ্ধেক দুখ হইত লাঘব !

৪৫

গত কল্য যা'রে আমি দেখেছি নয়নে
সুন্দর, বলিষ্ঠ, মগ্ন সুখের সাগরে ;
রে পিশাচি ! আজ সেই তোর প্রপীড়নে
অনন্ত দুখের দাস জগত-ভিতরে !
কোথায় সৌন্দর্য্য, বল, সে সুখ কোথায় ?
তোর ভয়ে একে একে সকলি তাহারে
গিয়াছে ছাড়িয়া ; এবে ভূতলে লুটায়
অসহায় হ'য়ে, তোর দারুণ প্রহারে !
রে যন্ত্রণাময়ি ব্যাধি, ওরে নিরদয়ে,
কণামাত্র দয়া তোর নাই কি হৃদয়ে ?

৪৬

ওরে মৃত্যু-সহচরি ব্যাধি নিশাচরি,
নানারূপে নানা জনে করিয়া পীড়ন,
কিবা সুখ লাভ তোর, শমন-কিঙ্করি ?
এইমাত্র লাভ—চির কলঙ্কভাজন !
লাগিলে বাতাস তোর আর রক্ষা নাই,
স্থূল দেহ ক্ষীণ হয়, আয়ু হয় ক্ষয় ;
মৃত্যু সন্নিকট—মনে আশঙ্কা সদাই,
নিমেষে নিমেষে চিন্তা, কখন্ কি হয় !
মাংসাশিনি, দন্ত তোর এমনি বিষাল,
মাংসরাশি গ'লে, সার কেবল কঙ্কাল !

৪৭

বিষময়ী 'ম্যালেরিয়া' তুই, রে রাক্ষসি !
সুধাময়ী বঙ্গভূমি তোর পরশনে
নিষ্প্রভ হ'য়েছে, যেন রাহু-গ্রাসে শশী ;
দেখি' এ শোকের দশা শোক পাই মনে !
জনপূর্ণ জনপদ হাজার হাজার
উৎসন্ন হ'য়েছে তোর বিষ দৃষ্টিপাতে ;
দুখে পরিণত কত আনন্দ-বাজার,
কুঞ্জবন নষ্ট যথা নদী-স্রোত-ঘাতে !
ও তোর সমুদ্রসম অতৃপ্ত উদর
পলকে ক'রেছে জীর্ণ কত নারী নর !

৪৮

রে রক্তশোষিণি ব্যাধি ! ও তোর রসনা
কত বাঙ্গালীর রক্ত ক'রেছে শোষণ !
তবুও ক্ষণেক তরে পূরে না বাসনা ?
এখনো বঙ্গীয় জনে করিবি নিধন ?
কেমনে পূরিবে আশা ? দহন-বদনে
ঘৃতাহুতি যত দাও, ততই প্রবল ;
কেউ কি এমন নাই এ বঙ্গ-ভবনে
নিবায় এ অগ্নিরাশি, বরষিয়া জল ?
কে নিবা'বে ? নলিনী ত নিজেই ব'লেছে—
যে নিবা'বে, সেই এই অনল জ্বেলেছে !

৪৯

'ম্যালেরিয়া' রূপে, অয়ি ব্যাধি নিরদয়ে,
দুর্ব্বল বাঙ্গালী-বক্ষ বিদারি' নখরে,
আরো কত কাল, হায়, শোণিত-শোষণে
তুষিবি রসনা তোর, প্রহরে প্রহরে ?
একে পরাজিত জাতি বঙ্গের সন্তান
জীবন সত্ত্বেও চির নিৰ্জ্জীবের প্রায় ;
তাহে প্রতিক্ষণে তোর ঘুরি'ছে কৃপাণ,
বাঁচে না বাঙ্গালী জাতি !—যায় যায় যায় !
অভাগী এ বঙ্গভূমি !—অভাগা বাঙ্গালী !
অধীনতা, রোগে, দুখে গেল চিরকালি !

৫০

পুন বড় দুখ হয় সে কথা স্মরিলে,
কেন 'প্লীহা' রূপ ধরি' অধীনী ভারতে,
রে রাক্ষসি, রে পিশাচি, কুলগ্নে আসিলে,
দীন ভারতীয়গণে অকালে বধিতে ?
পাষাণহৃদয় কত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ
অনা'সে বিনাশ করি' ভারতীয়গণে,
আইনেরে পায়ে ঠেলি' বাড়ায় পৌরুষ !
কে তা'রা ? 'দেবের জাতি' ! কলির বিধানে !
'প্লীহা' ছিল ম'রে গেল ওই কৃষ্ণকায়
দেবতার পদাঘাতে—কি ক্ষতি তাহায় ?'

৫১

থাক্ বা না থাক্ 'প্লীহা' ; কিন্তু যেই কালে
গউরের হাতে মৃত্যু কৃষ্ণের হ'য়েছে ;

অবশ্য অবশ্য প্লীহা ছিল সেই কালে,
প্লীহা না থাকিলে কেউ কোথাও ম'রেছে ?
আশ্চর্য্য বিচার—বুদ্ধি—বিচিত্র কৌশল !
অদ্ভুত 'দেবের জাতি' ন্যায়পরায়ণ !
ত্রিদিবের 'দেব-নীতি' অতীব সরল !
গৌরাঙ্গের রঙ্গলীলা অতুল বর্ণন !
কেবল দোহাই তোর দিয়ে পার পার ;
এ ভারতে কেন তোর 'প্লীহা-অবতার' ?

৫২

ওলাউঠা-রূপে তুই, রে ব্যাধি, আবার
শোণিত করিয়া জল মুহূর্ত্ত সময়ে
কত শত নর নারী করিস্ সংহার ;
কণা পরিমাণে দয়া নাই কি হৃদয়ে ?
নীরোগ বলিষ্ঠ নরে করি' নিরীক্ষণ,
বহুপরমায়ুশালী ভাবি মনে মনে ;
সে আশা বিফল !—তা'রে করিস্ নিধন
পরশনমাত্রে দংশি' বিষালু দশনে !
রে নির্দ্দয়ে, রে পামরি, জীবনঘাতিনী,
সংসার-কুসুম-বনে কাল-ভুজঙ্গিনী !

৫৩

রে-ক্রূরে, একটি কথা জিজ্ঞাসি আবার,
কি পদার্থ 'অধীনতা' ?—আর কিছু নয়,
প্রধান মূরতি তোর ; ভারত মাতার—
ভারতবাসীর যাহে দহি'ছে হৃদয় !
প্রতি লোমকূপে—রক্তে—শিরায়—মজ্জায়
'অধীনতা-ব্যাধি' রূপে, প্রবেশ করিয়া,
বৃদ্ধা ভারতেরে ঘোর যাতনা-শয্যায়
কি পাপে, রে পাতকিনি, রাখিলি ফেলিয়া ?
হায়, কত কাল আর এরূপে যাইবে !
এ রোগ সংহার কোন ভিষকে করিবে ?

৫৪

কল্পনে, এ কথা ছাড়—কাজ নাই আর।
শয়নশায়িনী এই যুবতীর ব্যাধি
কিসে প্রশমিত হ'বে ?—না দেখি নিস্তার ;
সাংঘাতিক রোগ—এর নাহিক ঔষধি !
যখন প্রচণ্ড অগ্নি দিগন্ত ব্যাপিয়া
জ্বলি' উঠে ; কা'র সাধ্য নিবায় তাহারে ?
যত পার, ঢাল জল কলসী পূরিয়া,
নিবিবে না—নিবিবে তা' শেষে ভস্মাকারে।
নলিনীর রোগানল নিবিবার নয়,
বিধি-বিড়ম্বনে বুঝি হয় ভস্মময় !

ইতি জীবনসংশয় নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

১

দরিদ্র বিজয়, হায়, কতই যতনে
প্রাণপ্রতিমারে পুন আরোগ্য করিতে
ক'রেছে—করি'ছে চেষ্টা দৃঢ় প্রাণপণে,
বিফল হইল, দগ্ধ বিধির বিধিতে !
ক্রমে ব্যাধি সুপ্রবল—ক্রমে নাড়ী ক্ষীণ—
ক্রমে দেহ অবসন্ন—ক্রমে ক্ষীণ শ্বাস—
সুধাবরষিণী জিহ্বা ক্রমে বাক্যহীন—
বদনমণ্ডলে ক্রমে মৃত্যুর উচ্ছ্বাস—
এই সব উপসর্গ দেখিয়া বিজয়,
কি-যে-কি-রকম হ'ল !—কহিবার নয়।

২

গৃহের ভিতরে সর্প করিলে প্রবেশ,
গৃহস্থ যেমতি ভীত, না দেখি' উপায়,
নলিনীর মুখে মৃত্যু-চিহ্নের আবেশ
দেখিয়া বিজয় হ'ল সশঙ্কিত তা'য়।
নলিনীর বাম কর ধীরে ধীরে তুলি'
দেখিল নাড়ীর গতি—সূত্রের সঞ্চার,
কভু পাওয়া যায়—কভু কোথা যায় মিলি',
পূর্ণ জ্বরবিকারের সম্পূর্ণ আকার।
করতল, পদতল তুষার-শীতল,
চক্ষু দু'টি দৃষ্টিহীন—আরক্ত কেবল !

৩

আগত অন্তিম কাল—যায়—আর নয় ;
আত্মা, প্রাণ, মন ছাড়ি' শরীর-পিঞ্জর,
এখনি উড়িয়া যা'বে অলক্ষ্যে নিশ্চয়,
কা'র সাধ্য ? কে রোধিবে ? কে এমন নর ?
সুজড়িত, ভাঙা ভাঙা, অতি ধীর স্বরে
কয়টি অস্পষ্ট কথা চরম-সময়ে
কহিল নলিনী,—"ঈশ ! ক্ষম হে আমারে ;
প্রাণনাথ ! কেঁদ নাক, থে'ক না ভুলিয়ে।"
নীরব হইল জিহ্বা—বাহিরিল প্রাণ !
জ্বলিত প্রদীপটিও হইল নির্ব্বাণ !

৪

অন্ধকার গৃহ—কিছু নাহি দেখা যায়।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ নাসারন্ধ্রে দিয়া
দেখিল বিজয়, নাহি নিশ্বাস তাহায় ;—
বক্ষস্থলে দিল কর, নাহি নড়ে হিয়া।
অমনি সহসা মূর্চ্ছা অলক্ষ্যে আসিয়া,
কথা কহিবার আগে, বিজয়ের জ্ঞান
একেবারে হরি' নিল ; পড়িল ঢলিয়া
নলিনীর মৃত দেহে, মৃতের সমান !

প্রেয়সী-বিয়োগ-জ্বালা করিতে হরণ
বিজয়ে করিল মূর্চ্ছা বুঝি রে এমন।

৫

কল্পনে, কি শোকময় দৃশ্য বিভীষণ!
এমন ত দেখি নাই—ভয়ে কাঁপে কায়;
যদিও এ দৃশ্য নাহি দেখি'ছে নয়ন,
কিন্তু মনশ্চক্ষে স্মৃতি পীড়ি'ছে আমায়।
নীরব আঁধার গৃহ; এই কিছু আগে
যে গৃহের মধ্যে শোক, বিলাপ, রোদন
প্রবাহিত হ'তেছিল ঘোরতর বেগে।
সহসা অমনি কেন নীরব এখন?—
এক জন মরিয়াছে—অন্য মৃতপ্রায়,
অহো, কি ভীষণ দৃশ্য!—কহিব কাহায়?

৬

গতাসু নলিনি! ভুলি' ব্যাধির যন্ত্রণা,
গেলে বটে চলি' তুমি চিরকাল তরে;
কিন্তু আজীবন তরে অনন্ত বেদনা
রাখি' গেলে বিজয়ের হৃদয়-কন্দরে!
মূর্চ্ছান্তে বিজয় যবে উঠিবে আবার,
কি-যে-কি-রকম হ'বে—কি-যে শোকানল
অনিবার্য্য তেজে হৃদি দহিবে ইহার,
ছুটিবে প্রবল বেগে নয়নের জল!
তুমি তাহা দেখিবে না—তব মৃতকায়
দেখিবে, বিজয় ভূমে কিরূপে লুটায়!

৭

হে আত্মন্! নিরাকারে, নলিনী-শরীরে
ছিলে তুমি নিরাকারে কোথায় আবার
অলক্ষ্যে চলিয়া গেলে, মিশা'য়ে সমীরে?
এ দেহে ভুলেও তুমি আসিবে না আর।
চালক বিহনে যথা যন্ত্র নাহি চলে,
তোমা বিনা নলিনীর তেমতি শরীর;
এ দশায় এই দেহ রহিবে ভূতলে,
মাটীর শরীর শেষে হইবে মাটীর।
এই ত শরীর, আর এই ত জীবন,
তবুও, মানব, তুমি হও না চেতন?

৮

জীবন! তুমিও ত্যজি' নলিনীর কায়,
এই ছিলে, কোথা গেলে? আর কি তোমার
এ দেহ দর্শন পা'বে?—কে বিশ্বাসে তা'য়?
নিয়তি-নিয়ম এই—লঙ্ঘে সাধ্য কা'র?
বিজয় যদিও দেয় নিজের জীবন
নলিনীরে বাঁচাইতে, তবুও তোমারে
পারিবে না—পারিবে না আনিতে কখন,
ছুটিলে ধনুর শর; কে ফিরায় তা'রে?
নলিনীর ছিলে তুমি বড় প্রিয়তর,
তা' হ'তে বিজয় বড়—'জীবন-ঈশ্বর'।

৯

কিন্তু যে বিজয়, পুন উঠিবে এখনি,
কে আর কহিবে তা'রে 'জীবন-ঈশ্বর'?
আবার শোকেতে ধীরে চলিবে ধমনী
আবার মূর্চ্ছিত হ'বে ক্ষীণ কলেবর!
বায়ুজ জীবন! হায়, এখনি আবার
এই মহাশোকময় নিস্তব্ধ ভবনে
উঠিবে বিজয়-কণ্ঠে শব্দ হাহাকার,
নিমেষে ছুটিবে তাহা নিশীথ গগনে।
দ্বিগুণ বিষাদ পুন আবরিবে তা'রে;
ভাসিবে নয়ন দু'টি পুন অশ্রুধারে!

১০

অয়ি মূর্চ্ছা, বিজয়েরে ছে'ড় না, ছে'ড় না,
রাখ কোলে সযতনে, সন্তাপহারিণি!
ছাড়িলে বিজয়ে, সতি, বাড়িবে যাতনা,
এ বিপদে কেউ নাই—তুমি একাকিনী।
এমনি করুণা তব—এমনি কৌশল,
প্রেয়সী-বিয়োগ-জ্বালা ভুলেছে বিজয়;
জাগরণে যে যাতনা দ্বিগুণ প্রবল,
তোমার প্রসাদে তাহা হ'য়েছে বিলয়।
তাই বলি, অয়ি মূর্চ্ছা! ছে'ড় না বিজয়ে,
ছাড়িলে বিলীন শোক জাগিবে হৃদয়ে।

১১

দরিদ্র বিজয়, হায়, প্রিয়াগত প্রাণ,
প্রেয়সীরে হারাইয়া মোহে অচেতন;
বিজয়েরো প্রাণ কি রে ক'রেছে প্রয়াণ
করিবারে নলিনীর প্রাণ-অন্বেষণ?
যদি গিয়া থাকে, তবে ভালই হ'য়েছে;
দয়িত-বিচ্ছেদ-শোক জাগিবে না আর।
কে বলে বিজয়-প্রাণ বাহিরে গিয়েছে,
এই যে নাসায় ক্ষীণ নিশ্বাস-সঞ্চার?
এ ক্ষীণ নিশ্বাস, পুন মূর্চ্ছাগত হ'লে,
বহিবে প্রবল বেগে মিশি' অশ্রুজলে।

১২

অয়ি নিশীথিনি! তুমি 'মায়াপুর' গ্রাম
ছে'ড় না, ছে'ড় না, সতি, আজি গো ছে'ড় না;
ছাড়িলে প্রভাত হ'বে—শোক-গীত গান
করিবে বিহঙ্গকুল—হইবে চেতনা
মূর্চ্ছাগত বিজয়ের; তা' হ'লে জাগিবে
আবার বিলুপ্ত শোক অনিবার্য্য বলে,
পীড়িত হৃদয়-মূলে আবার লাগিবে,
আবার বিজয় মোহে পড়িবে ভূতলে!

যেও না—প্রভাত হ'বে—আলোক-আভাস
পাছে বিজয়ের নেত্র করে পরকাশ।

১৩

হায় রে, এ নিশাকালে—ঠিক এই ক্ষণে
কত স্থলে কত রূপে আনন্দ-লহরী
উঠি'ছে নিয়ত কত মানবের মনে,
কিন্তু বিজয়ের গৃহে শোকের শর্ব্বরী!
কত গৃহে নৃত্য গীত হ'তেছে এক্ষণে,
সঙ্গীত-সুধায় শ্রোতা হ'তেছে মগন;
কিন্তু, হায়, বিজয়ের দুখের ভবনে
চিরকাল তরে প্রিয় নলিনী-পতন!
কা'রো ভাগ্যে এই নিশা সুখের আধার;
বিজয়ের ভাগ্যে ইহা দুখ-পারাবার।

১৪

মূর্চ্ছিত বিজয়! এই বিশাল জগতে
নলিনীরে লাভ করি' ছিলে আনন্দিত;
আজি হ'তে এ জগতে তব নেত্র-পথে
'দুখের জগত' বলি' হ'ল পরিচিত!
পৌর্ণমাসী নিশা তব, বিধি-বিড়ম্বনে,
আজি হ'তে হ'ল অমাবস্যার যামিনী;
তোমার নলিনী-শশী হৃদয়-গগনে
উঠিবে না আর! হ'ল চিরাস্তগামিনী!
আকাশের শশী পুন আকাশে উঠিবে,
কিন্তু তব প্রিয় শশী আর না আসিবে!

১৫

আজি হ'তে এ জগতে তোমার মতন
হতভাগ্য কয় জন? ক'জনের চিত
তোমার মতন শোক-সাগরে মগন?
ক'জন জীবন সুখে হইল বঞ্চিত?
আজি হ'তে ক'জনের প্রণয়-বন্ধন
ঠিক তব পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইল?
ক'জনের অশ্রু-জলে পূরিল নয়ন?
ক'জনের আশা-লতা সমূলে ছিঁড়িল?
আজি হ'তে কি-যে তুমি হইলে, বিজয়,
বিধি জানে—আর জানে তোমার হৃদয়!

১৬

হায় রে, বিজয় যদি হ'ত ধনপতি,
দেখিতে সুবৈদ্য কত—কতই ডাক্তার
নলিনীরে বাঁচাইতে করিত যুকতি;
কত গাড়ী—কত পাল্কী ঢাকিত দুয়ার।
কতই ডাক্তার দিয়া শিশি শিশি জল
(মহৌষধ!) বিজয়ের গুয়ে নিত ধন!
কিন্তু, হায়, বিজয়ের নাহিক সম্বল;
সে আশে হতাশ—পূর্ণ হ'ল না মনন!
গ্রাম্য চিকিৎসক হ'তে যত দূর হয়,
তাহাই হ'য়েছে—কিন্তু হতাশ বিজয়!

১৭

গৃহ অন্ধকারময়, বিজয় মূর্চ্ছিত;
ক্রমে ক্রমে মোহ আসি' বিজয়ে মোহিল;
বাহ্যজ্ঞান হীন, কিন্তু সচেতন-চিত
বিজয় অপূর্ব্ব স্বপ্ন একটি দেখিল।—
দেখিল, সহসা শত সুর-সীমন্তিনী
স্মিতমুখী মুক্তকেশী নবীনযৌবনা,
রূপের কিরণে করি' উজ্জ্বল যামিনী,
পশিল বিজয়-গৃহে—অপূর্ব্ব ঘটনা!
অবাক্ বিজয়, নাহি নিঃসরে বচন,
অনিমেষ-দৃষ্টে চায়—অচল নয়ন।

(১)

দেখি'ছে বিজয় অবাক্ হইয়া;—
সুর-বালাগণ নিকটে আসিয়া,
মধুর বচনে হাসিয়া হাসিয়া,
নলিনীর কর ধরিল।
নলিনীরে কহে জনেক ললনা;—
"অয়ি সতি, আজ পুরা'ব বাসনা,
এই সিংহাসনে বস, চন্দ্রাননা!"
সিংহাসন ভূমে থুইল।

(২)

কোন সুর-বালা কৌশিক বসন
চন্দনের জলে করিয়া মগন,
পরায় যতনে—চারু দরশন—
সাদরে নলিনী পরিল;
কোন সুর-বালা বলে ধীরে ধীরে;—
"যে সিন্দূর ছিল শিব-সতী-শিরে,
এই লও, পর সীমন্তের'পরে।"
সাদরে নলিনী পরিল।

(৩)

কোন বালা বলে মধুর বচনে;—
"যে কজ্জল ছিল রমার নয়নে,
তোমার নয়নে দিতে সযতনে
পাঠাইলা রমা সাদরে;
খঞ্জন-নয়না, মেল দু' নয়ন,
যতনে কজ্জল করিব লেপন,
দেখিব—দেখিব সুষমা কেমন।"
লেপিল কজ্জল সাদরে।

(৪)

হাসি হাসি কহে কোন দেব-বালা
করেতে দুলা'য়ে পারিজাত-মালা;—

"বাসব-মহিষী গেঁথেছে' আপনি
পরা'তে তোমার গলাতে ;
পর, গো নলিনি, বিজয়-প্রেয়সি,
একে ত রূপসী—অধিক রূপসী
এ মালা পরিলে হইবে এখনি,
পারিবে নয়ন ভুলা'তে।"

(৫)

কোন সুর-প্রিয়া লইয়া চিরণী
চিকুর চিরিয়া, সুচারু বিননী
করি'ছে যতনে, কুসুম-মালিকা
জড়াই'ছে সুখে তাহাতে ;
চন্দনের বিন্দু কেহ দেয় ভালে,
বাল-ইন্দু যেন সন্ধ্যার কপালে,
বিজয় দেখিল বিজয়ের গৃহ
ভরিল অতুল শোভাতে।

(৬)

সুগন্ধ তাম্বুল কেহ ল'য়ে করে,
দিতেছে সাদরে নলিনী-অধরে ;
তাম্বুলের রসে লোহিত হইল
নলিনীর চারু অধর ;
পাকা বিম্ব ফল মানে পরাজয়,
এমনি অধর হ'ল শোভাময় ;
হাসিল বিজয় দেখি' নলিনীর
তাম্বুলে অধর সুন্দর।

(৭)

সুরবালাকুল ইঙ্গিত করিল,
সিংহাসনোপরি নলিনী বসিল ;
সরোবরে যেন নলিনী শোভিল,
অতি অপরূপ রূপের ডালি।
মনে মনে ভাবে বিজয় তখন,
নলিনী আমার জীবন-জীবন
উজ্জ্বল করিল দেব-সিংহাসন,
সৌন্দর্য্যের ছটা পড়ে উছলি'।

(৮)

সিংহাসন কোলে ল'য়ে নলিনীরে,
ভূতল ছাড়িয়া উঠে ধীরে ধীরে ;
সুর-সতীগণ ধরি' সিংহাসন,
ক্রমশঃ উঠিল আকাশে।
চারি দিকে যেন পারিজাত ফুল,
নলিনী নলিনী-মাঝারে অতুল ;
সুরসতী-সহ নর-সতী চলে।
বিজয় দাঁড়া'ল হতাশে !

(৯)

কহি'ছে বিজয় ব্যাকুল হইয়া,—
"কোথা যাও, প্রিয়ে, বিজয়ে ছাড়িয়া ?
সুর-বালাদলে বল এক বার
ক্ষণেক দাঁড়া'তে গগনে ;
সুর-সতীকুল ভুলা'য়ে তোমারে,
অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া আমারে,
হরিষে বিষাদ করিল ঘটন,
মোরে ছাড়ি' যাও কেমনে !

(১০)

"সুরবালাগণ, ক্ষণেক দাঁড়াও,
বিজয়ের পানে একবার চাও,
দীনের সর্ব্বস্ব কোথা ল'য়ে যাও ?
ভিখারী হইল আরো ভিখারী !
একবার ফির, সুর-সতীগণ !
দাঁড়াও, নলিনি, দরিদ্রের ধন !
কোথা যাও, হায়, আমারে ভুলিয়ে,
এই কি বিচার, প্রিয়ে, তোমারি ?"

(১১)

"কি করিব, নাথ !" নলিনী কহিল,
"মনের বাসনা মনেই রহিল ;
কি-যে কি-রকম আমারে করিল
সুর-বালাকুল সহসা ;
মনে মনে ভাবি' সিংহাসন হ'তে
ঝাঁপ দিয়া পড়ি' সুদূর ভূমিতে,
(সিংহাসন আরো লাগিল উঠিতে,)
ঘুচিয়া গেল সে ভরসা !"

(১২)

অনেক অমর-কামিনী তখন
কহিল বিজয়ে মধুর বচন ;—
"কমলা-আদেশে নলিনীরে ল'য়ে
চলিনু আমরা গোলোকপুরে ;
ভে'ব না, যুবক, ভে'ব না—ভে'ব না—
এ জনমে আর নলিনী পা'বে না,
একদা আবার সাক্ষাৎ হইবে,
বিরহ-যাতনা যাইবে দূরে।"

(১৩)

এই কথা বলি' গগন উজলি'
চলে দেবীকুল যেন রে বিজলী।
দেখিতে দেখিতে, উচ্চতর নভে
সমীর-সহায়ে উঠিল সবে।
ব্যাকুল হৃদয়ে অবাক্ হইয়া,
উর্দ্ধ দৃষ্টে যুবা রহিল চাহিয়া ;
কি-যে-কি করিবে, না পায় ভাবিয়া
পাগলের মত কেবল ভাবে।

(১৪)
উঠে দেবীগণ ধরি' সিংহাসন,
স্তরে স্তরে মেঘ করি' বিদারণ;
ক্রমে সিংহাসন হ'ল ক্ষীণতর,
বিজয়ের দৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষীণ।
যতনে কুঞ্চিত করি' ভ্রূযুগল,
হতাশ বিজয় দেখি'ছে কেবল।
কি হ'বে দেখিলে ?—বাসনা বিফল ;
ক্রমেই বিজয় ভরসাহীন !

(১৫)
চলে সিংহাসন উর্দ্ধগতি হ'য়ে,
বিজয়ের ধন ধরিয়া হৃদয়ে।
ক্রমে মেঘমালা নীচেতে রহিল,
সমীরের গতি অচল ক্রমে ;
জলদের নীচে জলদ খেলায়,
ওদিকে নলিনী উর্দ্ধে চলি' যায়।
কভু দেখা যায়—কভু অদর্শন
বিষাদে বিজয় বসিল ভূমে !

(১৬)
নলিনীও, হায়, পতিরে হারা'য়ে,
কাঁদিয়া চলি'ছে, পতিরে কাঁদা'য়ে ;
সুরবালাকুল পতির বিরহ
ভুলা'তে, তাঁহারে কত কি কয় ;—
"কেন কাঁদ, সতি ! কর দরশন,
উর্দ্ধ হ'তে ধরা দেখিতে কেমন ;
যেন একখানি পটের মতন
বিশাল ধরণী চিত্রিত কায়।

(১৭)
"সাগর ভূতলে গিয়াছে মিশিয়া,
পর্ব্বতের দেহ গিয়াছে মিলিয়া,
যোজন-ব্যাপিনী ঘোর অরণ্যানী
হরিত রেখায় শোভি'ছে সবে ;
মানব-মণ্ডলী, মানব-ভবন
কোথায় মিলা'য়ে গিয়াছে এখন,
সবি একাকার—দৃশ্য চমৎকার !
কভু কি দেখেছ আসিয়া নভে ?

(১৮)
"কখন দেখনি—নূতন—নূতন,
কেন কাঁদ, সতি ! কর দরশন ;
মুহূর্ত্তের পরে পা'বে না দেখিতে,
নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও।
অই ধরা হ'বে ক্রমে ক্ষীণতর,
ক্রমে ওরে গ্রাস করিবে অম্বর,
তা'ই বলি, সতি, অশ্রুবিন্দু মুছি'
নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও।

(১৯)
"অই দেখ, সতি, নোঙা'য়ে নয়ন,
শূন্য হ'তে ধরা দেখিতে কেমন ;
অতি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রের প্রায়,
কভু বা অন্তর্হিত—কভু দেখা যায়,
কভু বা লুকায় মেঘের কোলে ;
কভু বা তরল জলদ ভেদিয়া,
অস্পষ্ট আকারে ক্ষণে দেখা দিয়া,
আবার ক্ষণেকে নয়ন ছাড়িয়া,
কি জানি—কোথায় যাই'ছে চ'লে।

(২০)
"অয়ি সতি, তুমি ছিলে যে ধরায়,
মহাপাপ-স্রোত বহি'ছে তথায় ;
নরের রসনা মিথ্যা কথা কয়,
পাপের ধরণী মিথ্যা কথাময়
প্রতি নরদেহ পাতকে ভরা ;
পরনিন্দা, চুরি, দ্বেষ, ব্যভিচার,
অত্যাচার, দর্প, দুখ, অবিচার
পাপের ধরায় বহে অনিবার,
নরকবিশেষ পাপের ধরা।

(২১)
"এ হেন ধরণী, অয়ি গো নলিনি !
ছাড়িয়া আসিলে—কেন বিষাদিনী ?
খানিক পরেতে দেখিবে আবার
সে সুখের রাজ্যে অনন্ত সুখ ;
সম্বর রোদন, কমল-নয়না,
ঘুচা'ব তোমার মনের বেদনা,
অনন্ত সুখেতে অনন্ত জীবন
যাপিবে সুখেতে—ঘুচিবে দুখ।"

(২২)
এই কথা বলি' দেবাঙ্গনাদল
চম্পক-অঙ্গুলে ধরিয়া অঞ্চল
অশ্রু-প্রপূরিত নলিনীর আঁখি
মুছাইয়া দিয়া কহি'ছে পুন ;—
"ওই দেখ, সতি, কোটি গ্রহগণ
আকাশের গায় ছুটি'ছে কেমন,
ওই দেখ উর্দ্ধে—ওই গেল নীচে,—
ওই দেখ নভে মিশা'ল পুন।

(২৩)
"অই দেখ চেয়ে, শশাঙ্কমণ্ডল
রবির কিরণে কেমন উজ্জ্বল

ধরারে বেড়িয়া, ছুটি'ছে ঘুরিয়া,
একবার, সতি, দেখ গো চেয়ে।
ওই দেখ, ছুটে গ্রহ বৃহস্পতি,
বৃহত্তম দেহ—অবিরাম গতি;
চারি চন্দ্র তা'রে আবেষ্টন করি'
কিরণ ছড়া'য়ে চলি'ছে ধেয়ে।

(২৪)

"অই দেখ চেয়ে—ওই দূরে ধায়
ভীম শনিগ্রহ আরক্তিম কায়,
সপ্ত-চন্দ্র মালা উজ্জ্বল কিরণে
চৌদিকে উহার ছুটি'ছে বেগে।
দেখ দেখ চেয়ে, শনি-কলেবরে
উজ্জ্বল অঙ্গুরী কত তেজ ধরে;
শালগ্রাম-দেহে স্বর্ণ-উপবীত
অবিকল যেন র'য়েছে লেগে।

(২৫)

"অই দেখ চেয়ে, বুধগ্রহ ছুটে,
প্রতি আবর্ত্তনে দীপ্তিরাশি উঠে;
ছুটি'ছে মঙ্গল রক্ত-কলেবরে,
প্রবাল যেন গো সাগর-জলে।
অই দেখ, দূরে শুক্রগ্রহ হাসে,
নয়নে বিশদ কররাশি ভাসে;
দেব-দীপ যেন জ্বলি'ছে আকাশে;
অথবা কৌস্তভ রমেশ-গলে।

(২৬)

"বাষ্পময়-পুচ্ছ ধূমকেতুদল
ছুটি'ছে ছাইয়া গগন-মণ্ডল;
পলকে ছুটি'ছে শত শত ক্রোশ,
ক্ষণে দেখা যায়, লুকায় ক্ষণে।
রবির সম্মুখে কভু ছুটে যায়,
কভু বা সুদূর আঁধারে লুকায়,
কভু নরগণে আতঙ্কে ডুবায়,
উদিত হইয়া তল-গগনে।

(২৭)

"অই দেখ, সতি, বামেতে তোমার
তারকার পুঞ্জ ফেনের আকার,
শত শত কোটি—অতীত সংখ্যার—
তারকার শ্রেণী একত্রে গাঁথা;
দূর হ'তে যেন শ্বেতমেঘপ্রায়,
কিন্তু এবে দেখ, দেহ দেখা যায়;
মুকুতার মালা যেন শোভা পায়
উজ্জ্বল করিয়া সুনীল ছাতা!

(২৮)

"অই দেখ, সতি, সমুখে তোমার
কিরণমণ্ডল করিয়া বিস্তার,
জগতলোচন প্রদীপ্ত তপন
চক্রসম ঘুরে আপন স্থানে;
প্রতি আবর্ত্তনে ছুটি'ছে অনল
উজ্জ্বল করিয়া আকাশ, ভূতল,
প্রতপ্ত করি'ছে সাগরের জল;
গ্রহকুলপতি বাধা না মানে।

(২৯)

"নীচুপানে, সতি, দেখ এইবার
তব বাসভূমি ধরার আকার;
দেখিতে কি পাও?—চিনিতে কি পার?
অনন্ত আকাশে মিশা'য়ে গেছে।
ক্ষণ-আগে তুমি কোন্ থানে ছিলে?
ক্ষণ-পরে তুমি কোন্ থানে এলে?
কোথায় জলদ?—কোথায় সমীর?
অনন্ত আকাশে মিশা'য়ে গেছে!

(৩০)

"এই যে দেখিলে প্রচণ্ড তপনে,
বারেক আবার চাও নীচু-পানে;—
অত বড় সূর্য্য, দেখ কতটুকু,
কত কোটি ক্রোশ নীচেতে ঘুরে।
অই দেখ পুন, ভীষণ তপন
অনন্ত আকাশে হইল মগন,
কত উর্দ্ধে তুমি এসেছ, সরলে,
এইবার চল স্বরগপুরে।"

(৩১)

আমাদের সূর্য্যে রাখিয়া তলায়,
উধাও হইয়া সিংহাসন ধায়,
শূন্যে ভর করি', সিংহাসন ধরি',
সুরবালাকুল চলি'ছে সাথে।
আরো কত নব তপন-মণ্ডল,
আরো কত নব গ্রহ, তারাদল
বিদ্যুতের মত ক্ষণে দেখা দিয়া,
বিলীন হইল আকাশ-পথে।

(৩২)

সুনীল গগন ক্রমে তমোময়,
তমসের রাজ্য যেন বোধ হয়;
গ্রহ, তারা-জ্যোতি,—আলোকের ভাতি
পশে না সেথানে কোনই কালে।
সুরনারীদের রূপের কিরণ
উজলিল কিছু সে তমোগগন;
উল্কাপিণ্ড যেন অমাবস্যা-রাতে
ছুটি'ছে সবেগে আকাশ-ভালে।

(৩৩)

দেখিতে দেখিতে আঁধার জগত
ছাড়িল সকলে। পুন দীপ্ত পথ
ঊর্দ্ধে দেখা দিল, দিগন্ত উজলি',
নিশাগতে যেন তপনোদয়।
আলোক-লহরী আকাশে আকাশে
তবকে তবকে হাসি' হাসি' ভাসে;
অলৌকিক আলো;—পৃথিবীর আলো
সে আলোর মত কখনি নয়।

(৩৪)

পার্থিব আলোকে তাপরাশি আছে,
কাজে কাজে হারে সে আলোর কাছে;
সে আলোক দীপ্ত তপনের চেয়ে,
কিন্তু শীতলতা জীবন তা'র;
কি-যে সে আলোক,—আমি কি বলিব?
বৈজ্ঞানিক নই—কি রূপে বুঝিব
নর-বৈজ্ঞানিক কেই বা এমন
সে আলো বুঝিবে?—ক্ষমতা কা'র?

(৩৫)

সে আকাশ-পথে বহে সমীরণ,
(এ সমীর নয়—নূতন নূতন;)
অযুত মলয় একত্র হ'লেও,
সে সমীর-সম কখন নয়।
স্বর্গ-প্রবাহিত সুগন্ধ-বাসিত,
শূন্যপথ তাহে চির-আমোদিত;
অলৌকিক বায়ু—গন্ধ অলৌকিক,
অলৌকিক কাণ্ড আকাশময়।

(৩৬)

মেঘ বা তুষার নাহি সে আকাশে,
চির-নির্ম্মলতা সে আকাশে হাসে;
দৈব পক্ষিকুল উড়ে চারি পাশে,
অনন্ত গগনে অনন্ত গতি।
নরত্রাস বজ্র, বিজলীর রেখা
সে দৈব আকাশে নাহি যায় দেখা,
নাহি ধূলি-রাশি, নাহি কুহেলিকা,
কেবল খেলি'ছে অনন্ত জ্যোতি।

(৩৭)

সুরাঙ্গনাগণ নলিনীরে ল'য়ে,
সে দৈব আকাশে পুলক-হৃদয়ে
প্রবেশ করিল। শুনিল নলিনী
অমর-বাজনা উপরে বাজে।
অতি মনোহর সে বাদ্যের ধ্বনি,
কখন শুনেনি এ চার ধরণী;
কভু যে শুনিবে—সে আশাও নাই,
পাপের ধরায় তা'ও কি সাজে?

(৩৮)

বাজি'ছে বাজনা, তা' সহ আবার
বহি'ছে অপূর্ব্ব-সঙ্গীত-সুধার;—

(গীত)

'মরত-সুন্দরি, অয়ি রূপসি নলিনি সতি,
অমরতপুরে এস, ডাকি'ছে সুর-যুবতী!
নন্দন-কাননে গিয়ে,
পারিজাত আহরিয়ে,
গেঁথেছি চিকণ মালা,
পর গলে, গুণবতি!
এসেছ অনেক দূর,
হইয়াছ তৃষাতুর,
কনক-ভৃঙ্গারে তা'ই
রেখেছি সুধা;—
মনসাধে কর পান,
জুড়া'বে তৃষিত প্রাণ;
আতপ-তাপিত লতা
সলিলে সুখী যেমতি।
মরি মরি পথশ্রমে
বদন ভিজি'ছে ঘামে,
ভিজেছে অলকরাজি,
ভিজেছে বসন;—
এস, সতি, এস এস,
মাথা খুলে কাছে ব'স;
ঢুলা'ব চামররাজি,
হরিষ পাইবে অতি।

(৩৯)

নীরব হইল সে স্বর্গীয় গীত;
নলিনীর চিত হ'ল চমকিত।
ঊর্দ্ধপানে সতী মেলিয়া নয়ন,
পলক ভুলিয়া চাহিয়া দেখে;
কিছুই নয়নে দেখিতে না পায়,
আরো ব্যগ্র হ'য়ে মুহুর্মুহু চায়;
চন্দন-লেপিত বিবিধ কুসুম
ঊর্দ্ধ হ'তে ঝরি' পড়িল মুখে।

(৪০)

সুরাঙ্গনাগণ নলিনীরে কয়;—
"স্বর্গের দুয়ার অই দেখা যায়;
সুবর্ণ-কপাট সুবর্ণ-অর্গলে
দৃঢ়তর-রূপে র'য়েছে আঁটা।
পুণ্যবান্ কিম্বা পুণ্যবতী এলে,
নিমেষে ও দ্বার আপনিই খুলে;

নতুবা ও দ্বারে কেশগাছি গলে,
হেন ছিদ্রটুকু নাহিক কাটা।

(৪১)

"দিবানিশি যদি বজ্র কোটি কোটি
ও দুয়ারে পড়ে উলটি' পালটি',
তথাপি উহার অণুপরিমাণে
খসিবে না সোণা ; কঠিন এত।
কোটি হিমালয় এক হ'য়ে যদি
শৃঙ্গাঘাত ওতে করে নিরবধি,
দমিবে না তবু ও কনক-দ্বার,
দৈবমন্ত্রে উহা কঠিন এত।

(৪২)

"অই দেখ, সতি, দ্বারের উপরে
হীরক জিনিয়া উজ্জ্বল অক্ষরে
লেখা ক'টি কথা, দেখ একবার
কিরণ উহার কিরূপ ছুটে।
কি লেখা—দেখেছ ? এই লেখা আছে ;—
'পুণ্যব্রতগণ ! এস মোর কাছে,
আপনি খুলিব—যাও সুখে চলি'
স্বর্গরাজ্য-মাঝে, সোপানে উঠে।"

(৪৩)

নলিনীরে হেরি' স্বর্গের দুয়ার
খুলিল আপনি ; শব্দ ভয়ঙ্কর !
তা' সহ বাজিল কপাট আবদ্ধ
সঙ্গীতের যন্ত্র গভীর রবে ;
এই কথা সেই যন্ত্রেতে বাজিল ;—
'এস—সুখে থাক—স্বর্গ-মাঝে চল।'
সুরাঙ্গনা-সহ পশিল নলিনী।
বন্ধ হ'ল দ্বার অশনি-রবে।

১৮

মোহিত বিজয় সেই কবাট-গর্জ্জনে
উঠিল চমকি' ; মোহ করিল প্রয়াণ।
অদ্ভুত ঘটনা, যাহা দেখিল স্বপনে,
মোহগতে চমকিত—আকুল পরাণ !
সম্মুখে প্রিয়ার শব র'য়েছে পড়িয়া,
দেখিয়া আবার শোক দ্বিগুণ জাগিল ;
কি-যে-কি করিবে, কিছু না পায় ভাবিয়া,
ললাটে চাপিয়া কর, উঠিয়া বসিল।
চাহিয়া দেখিল তুলি' অশ্রুময় আঁখি,
যামিনী হ'য়েছে ভোর—ডাকিতেছে পাখী।

ইতি চিরপ্রস্থান নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

১

জগতের পূর্ব্ব দ্বারে ধীরে ধীরে আসিয়া,
অমরসুন্দরী ঊষা মৃদুমন্দ হাসিয়া,
মসীমাখা যবনিকা আছিল দুয়ারে ঢাকা,
জড়াইয়া স্তরে স্তরে লইলেন তুলিয়া।
তুলিতে সে যবনিকা, দেহ হ'ল কালিমাখা ;
কতক শিশির-নীরে ফেলিলেন ধুইয়া।
তবু কি সে কালি যায় ? কতক রহিল গায় ;
পশ্চিম সাগরে ধু'তে চলিলেন ধাইয়া।

২

চলিলা পশ্চিম দিকে অতি দ্রুত গমনে,—
এত দ্রুত—কি বলিব—হারাইয়া পবনে !
পক্ষিকুল চমকিল, শ্বাপদেরা শিহরিল,
জাগিল সুষুপ্ত নর ইষ্টনাম স্মরণে।
ক্ষীণালোকে পূর্ব্বদিশা আভাসিত করি' ঊষা,
চলিলেন বন, মরু, নদী, গিরি-লঙ্ঘনে।
এমনি সবেগে ধায় ; কে আর নিবারে তাঁ'য় ?
লক্ষ্য নাহি হয় তাঁ'র দ্রুতগামী চরণে।

৩

তা'রাই জেনে'ছে, ঊষা কি রূপসী জগতে,
তা'রাই জেনে'ছে ঊষা কি অপ্সরী রূপেতে,
দেখে'ছে যাহারা তাঁ'রে জগতের পূর্ব্বদ্বারে
মসীমাখা যবনিকা তুলিবার আগেতে।
কিন্তু নর-নেত্র, হায়, কভু না দেখিল তাঁ'য়
কালিমাখা বই আর, সে রূপেতে ধরাতে !
বৈদিক তাপসগণ যা' করেছে' নিরীক্ষণ,
আমরাও তা'ই দেখি, এই পাপ-চক্ষেতে !

৪

লাবণ্যসর্ব্বস্ব নারী, কে না জানে ভুবনে ?
কালিমাখা দেহে ঊষা সুখী র'বে কেমনে ?
মনোদুখে, অভিমানে নাহি চায় পাছু পানে,
দু'পাশে কত কি পড়ে—নাহি দেখে নয়নে !
হিমরূপে নেত্রজল ঝরিতেছে অবিরল,
গড়াইয়া গণ্ডস্থল, পড়ে বক্ষ-বহনে।
যবনিকাজাতমসী কজ্জলের সহ মিশি',
শ্বেত অশ্রু করে কাল গাঢ় কাল-বরণে।

৫

জগতের পূর্ব্বদ্বার ঊষা দেবী খুলিয়া,
না ফিরে পশ্চিম দিকে দুখে গেল চলিয়া।
ফিরে না আসিল প্রিয়া, চ'লে গেল দ্বার দিয়া,
নিদ্রাভঙ্গে অংশুমালী দেখিলেন চাহিয়া।

সারানিশি নিদ্রাভোগে নয়ন লোহিত রাগে
আরক্তিম হইয়াছে। রবি শয্যা ছাড়িয়া,
প্রেয়সীরে খুঁজিবারে, প্রবেশি' জগতদ্বারে,
ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে চলিলেন ধাইয়া।

৬

এ কি হে বিচার তব, উষাপতি তপন ?
প্রেয়সীরে এত বাম—নাহি ভাব আপন ?
প্রিয়া তব দ্বার খুলি' শরীরে মাখিল কালি,
অলসের মত তুমি ত্যজিলে না শয়ন ?
তুমিও বাঙ্গালীসম বনিতারে নিরমম ?
উষাও কি ক্রীতদাসী বঙ্গবালা-মতন ?
আগে জানিতাম আমি, নির্দ্দয় বাঙ্গালী স্বামী ;
দেবতাও সেইরূপ—জানিলাম এখন।

৭

পূর্ব্বনভে সূর্য্যদেব দ্রুতপদে উঠিয়া,
চাহিলা ধরার পানে অরুণাক্ষ খুলিয়া।
হাসিল বিশাল বিশ্ব, হইল বিমল দৃশ্য,
অলক্ষ্যে তমসরাশি দুখে গেল চলিয়া।
হারান রতন পেলে, মনের বিষাদ ভুলে,
অতুল উল্লাসে কেউ পড়ে যথা গলিয়া ;
সেইরূপ তপনেরে প্রভাতে পাইয়া ফিরে,
হরিষে হাসিল ধরা নিশা-দুখ ভুলিয়া।

৮

হাসিল হিমাদ্রি-চূড়া সকলের প্রথমে ;
হাসিল নলিনী জলে রবি হেরি' নয়নে।
তৃণটি পর্য্যন্ত হাসে, হিমদন্ত প্রতিভাসে,
হাসির জগত যেন তপনের কিরণে।
নিম্নে হাসে ধরাতল, শূন্যে হাসে মেঘদল,
সূর্য্যমুখী ফুল হাসে সূর্য্যমুখ লোকনে।
এ হাসি সুখের নয়, পরিহাস-পরিচয়,
লজ্জায় উষার পতি উঠে উচ্চ গগনে।

৯

নীল-কলেবর সিন্ধু উথলিয়া উঠি'ছে ;
উত্তাল লহরীমালা পিঠে পিঠে ছুটি'ছে।
রাশি রাশি ফেন ভাসে, রবি-কর তাহে হাসে,
রক্ত নীল পীত আদি সপ্ত বর্ণ ফুটি'ছে।
কাটিয়া তরঙ্গজাল, উড়া'য়ে বিশদ পা'ল,
সুদূরে কপোতসম পোতচয় চলি'ছে ;
কভু কভু দেখা যায়, কভু বা লুকায় কায়,
অকূল পাথারে তরী ধীরি ধীরি দুলি'ছে।

১০

এই যে খানিক আগে নিশীথিনী সময়ে
দেখেছিনু মেঘদলে, আকাশের হৃদয়ে,
গাঢ়তর কালিমাখা, তমসে শরীর ঢাকা ;
কিন্তু এবে তম-শত্রু তপনের উদয়ে,
রজত-গিরির প্রায় নিঃশব্দে আকাশে ধায়,
কভু ধরা পানে চায়, পুলকিত হৃদয়ে।
পুন কভু স'রে গিয়ে, রবি-দেহ আবরিয়ে,
উজ্জ্বল সলিল স্নান করে মসী মাখা'য়ে।

১১

ডাকিল বিহঙ্গকুল নিজ নিজ কূজনে,
শোভিল ভূভাগ নব ছায়ালোক-ভূষণে।
নিশির শিশির মাখা ঝাড়িল যুগল পাখা,
ঝরিল শিশির-বিন্দু শাখে, পাতে, প্রসূনে।
গত অন্ধকার রেতে দেখি নাই নয়নেতে
ছায়ার মলিন কায়া, কিন্তু দেখি এক্ষণে
কোথাও গাছের ছায়া, কোথাও পাখীর ছায়া,
কোথাও মেঘের ছায়া ধায় দ্রুত গমনে।

১২

জাগিল মানবদল পাখিরব শুনিয়া,
যা'র যা' মানস চিতে, তা'ও উঠে জাগিয়া।
জাগিল পাপীর পাপ, জাগিল তাপীর তাপ,
জাগিল দুখীর দুখ ক্ষত হিয়া বিঁধিয়া।
খলের খলতা জাগে, শোকার্ত্তের বুকে লাগে
নব জাগরিত শোক শতমুখ হইয়া।
জাগে ধার্ম্মিকের মনে ধর্ম্মভাব প্রতিক্ষণে ;
পাপপুণ্য যুগপৎ উঠিল রে জাগিয়া।

১৩

স্বাধীনের স্বাধীনতা, অধীনের অধীনতা,
হাসিমুখে, ম্লানমুখে যুগপৎ জাগিল।
বৃটিশ জাতির চিত সহরষে জাগরিত,
জাগিল দেশীয়গণ !—অশ্রুরাশি ঝরিল !
জাগিল নিদ্রালু সব, উঠে ক্রমে কলরব,
নিস্তব্ধতা শুদ্ধ হ'য়ে মানে মানে চলিল।
পেচকের মুখ দেখি' পাছে হাসে যত পাখী,
লজ্জায় পেচক তা'ই কোটরেতে পশিল !

১৪

মানবের আশা-সম, অতি উচ্চ গগনে
উড়িল শকুনি, চিল পক্ষ-বল-গমনে ;
এই দেখি—নাহি আর, নভ-সহ একাকার,
আবার কখন নীচে নামে দ্রুত গমনে !
মসী-বিন্দু-সম কায় ; ক্রমে দেহ দেখা যায়,
পিঠের পালক দীপ্ত তপনের কিরণে।
কখন তরুর শাখে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে থাকে,
কেবল বাঁকা'য়ে গ্রীবা, চায় তীক্ষ্ণ নয়নে।

১৫

চাতক ছাড়িয়া নীড় সুমধুর স্বননে

আকাশে করি'ছে খেলা মেঘে হেরি' নয়নে।
ঊর্দ্ধে মেঘ চ'লে যায়, তলায় চাতক ধায়,
মেঘের ছায়ায় পাখী ধায় দ্রুত গমনে;
কিন্তু তপনের কর ভেদ করি' জলধর,
মুহূর্ত্তে আসিয়া লাগে চাতকের বদনে,
ক্ষুদ্র জীব ভয়ে, হায়, আর না উপরে চায়,
পালা'য়ে ঝোপের মাঝে ব'সে থাকে গোপনে।

১৬

নিশিদত্ত হিম-হার তৃণদলে শোভি'ছে,
রবি-করে তৃণে যেন মুক্তাফল ফলি'ছে।
ঊর্ণনাভ-কৃত জাল, ধরি' হিম-মুক্তা-মাল,
প্রকৃতির চন্দ্রহারে চন্দ্র-সম ভাতি'ছে।
নদ-নদী-সরোবরে বাষ্প উঠে রবি-করে,
কর-পরিমাণে উঠি', তল-নভে মিশি'ছে;
ঊষারে খুঁজিতে উঠে, তৃষায় পরাণ ফাটে,
শত করে রবি তা'ই জল-বাষ্প শুষি'ছে।

১৭

ঊর্দ্ধমুখে দ্রুতপদে শব্দ করি' হরষে,
রাজহংস পালে পালে নামিতেছে সরসে।
কোমল শাবকচয় পাছু পাছু ধেয়ে যায়,
মাতৃসহ সর-নীরে সন্তরি'ছে সন্তোষে।
মুখ ডুবাইয়া জলে, খেলা করে কুতূহলে,
মীনের লম্ফন-রবে ছুটে যায় তরাসে।
কভু মাঝে, কভু পাশে এই যায়, এই আসে,
কভু বা কমল-বনে কুতূহলে প্রবেশে।

১৮

প্রভাত আগতে নিশা নিরাশায় চলিল,
তারা-রূপ শত চক্ষু অলক্ষ্যেতে মুদিল।
রজনী চলিল যদি, মুদিত হ'ল কুমুদী,
নিদ্রাও নিশার সহ মানবেরে ছাড়িল।
নিদ্রা যদি ছেড়ে গেল, স্বপনো নিরাশ হ'ল,
ইন্দ্রজালসহ ক্রমে নরগণে ত্যজিল।
তমসের অদর্শনে দীপালোক দুখমনে
(কে আর আদর করে?) হীনভাতি হইল।

১৯

বিজয়ের পাশে মোরে লয়ে চল, কল্পনে!
বহু ক্ষণ দেখি নাই—দেখিব গো নয়নে।
হারাইয়া নলিনীরে, ভাসি'ছে নয়ন-নীরে
দরিদ্র যুবক, হায়, বিষাদের পীড়নে!
কেহ কাছে নাহি তা'র, চল, দেখি, একবার,
বিলম্ব ক'র না আর, চল দ্রুত গমনে।
এই যে ডুবিয়া দুখে, বিজয় মলিন মুখে
নলিনীর শবপাশে বিলাপি'ছে রোদনে:—

২০

"প্রিয়তমে! অভাগারে মহাশোক-পারাবারে
একেবারে করিলে মগন;
স্বপনে যা' ভাবি নাই, কপালে ঘটিল তা'ই,
অকস্মাৎ বিধি-বিড়ম্বন!
ধিক্, রে নিদয় বিধি, দীনে দিয়ে মহানিধি,
পুনরায় করিলি হরণ;
যা'রে না দেখিলে পরে, পরাণ কেমন করে,
চির-তরে সেই অদর্শন!
কে তোরে দয়ালু কয়, দয়ার কি পরিচয়
এরূপে করিস্ প্রদর্শন?
এরূপ করুণা যা'র চাহি না করুণা তা'র,
নির্দ্দয়তা এ হ'তে কেমন?
জানিলাম আজি থেকে, এ তোর বিচার দেখে,
বিধাতার দয়া আর যাতনা ভীষণ,
উভয়েই সমতুল, অণুমাত্র নাহি ভুল;
যেমন করুণা তোর—তুইও রে তেমন!

২১

"এই যদি ছিল মনে, কেন তবে দীন জনে
করেছিলি হেন ধন দান?
আজন্ম দরিদ্র হ'য়ে, দারিদ্র্যের জ্বালা স'য়ে,
করিতাম আয়ু অবসান।
তা'ও মম ছিল ভাল, কিন্তু, বিধি, হ'লি কাল,
এই তোর বিচার-বিধান?
চল-সৌদামিনী প্রায় নলিনী আমার, হায়
দেখা দিয়ে করিল প্রয়াণ।
হ'য়ে নিরদয় হিয়ে, তুই তা'রে হ'রে নিয়ে,
আকুলিত করিলি পরাণ;
ধিক্ রে নির্ম্মম! তোরে, কেমনে এমন ক'রে,
সুখালোক করিলি নির্ব্বাণ?
সুখদ্রব্য কিসেরি বা? তোর করে সৃজিত যা',
সুনিশ্চয়—কি সন্দেহ?—দুখের নিদান।
এ তোর নিখিল বিশ্ব অনন্ত দুখের দৃশ্য,
আমি শুধু নই—আছে অসংখ্য প্রমাণ।

২২

গা তোল,গা তোল,প্রিয়ে,আরো কি থাকিবে শুয়ে
উঠিবার সময় হ'য়েছে;
শাখি-শাখে ব'সে পাখী ডাকিতেছে থাকি'থাকি,
নিশীথিনী চলিয়ে গিয়েছে।
যামিনী হইলে ভোর, প্রতিদিন আগে মোর,
শয্যাতল ত্যজিতে, প্রেয়সি!
বিপরীত কেন আজ, র'য়েছে গৃহের কাজ,
উঠ, প্রিয়ে, বিজয়ের শশী!
উঠ উঠ,—কা'রে বলি? প্রেয়সী গিয়েছে চলি'

চিরতরে ছাড়িয়ে আমায়।
এ জনমে আর তা'রে, কভু কি পাইব ফিরে?
হৃত ধন কে পায় কোথায়?
অতল সাগর-জলে কাল-সমীরণ-বলে
রত্ন মোর চিরতরে হইল মগন;
এ জনমে আর তা'রে কভু কি পাইব ফিরে?
কভু নয়—কভু নয়—বৃথা আকিঞ্চন!

২৩

"দুখের সংসারে তুমি একমাত্র সুখ-ভূমি
ছিলে, প্রিয়ে, এই অভাগার;
জীবনের যত কষ্ট হ'য়েছিল সব নষ্ট,
তোমা বিনে দ্বিগুণ আবার!
তুমি চ'লে গেলে বটে, কিন্তু মোর হৃদি-পটে
চির শোক হইল অঙ্কিত;
দুখের জগতে পুন শোক বৃদ্ধি চতুর্গুণ,
অশ্রুজল নয়নে সঞ্চিত!
জানিতাম যদি আগে, দয়িত-বিচ্ছেদে লাগে
হৃদয়েতে ব্যথার আঘাত,
জানিতাম আগে যদি, তোমা হেন চারু নিধি
হারাইব, হায়, অকস্মাৎ,
তা' হ'লে কোনই ক্রমে, প্রেয়সি, তোমার সনে
বদ্ধ না হ'তেম কভু বিবাহ-বন্ধনে;
কে জানে ফুলের হার শেষে হ'য়ে সর্পাকার,
জ্বালাইবে অভাগারে দারুণ দংশনে!

২৪

"হা নলিনি, হা সরলে! কোথাকারে গেলে চলে
এই তুমি ছিলে যে নিকটে?
কি হেতু কি দোষ পেলে, শোকের সাগরে ফেলে,
চ'লে গেলে?—পড়িনু শঙ্কটে!
নয়ন মেলিয়া চাও, বিজয়ে ফেলিয়া যাও,
এ কি তব বিরুদ্ধ বিচার;
যা'রে না দেখিলে পরে, পরাণ কেমন করে,
একা যাওয়া উচিত কি তা'র?
বরষি' বচন-সুধা, বলিতে আমারে সদা;—
"তুমি যথা—আমি তথা—নাথ!"
এই কি প্রমাণ তা'র গৃহ করি' অন্ধকার,
অলক্ষ্যেতে গেলে অকস্মাৎ!
মুখের কথায় তুমি বলিতে, বুঝিনু আমি,
অন্য ভাব ছিল তব মনে;
নহিলে কেমন ক'রে বল, প্রিয়ে, চির তরে
ছলিলে হে এ হেন ছলনে?

২৫

"না না, তা' কি কভু হয়, তুমি হ'বে নিরদয়?
এরূপ ভাবিলে হয় পাপ;
অভাগার ভাগ্য-দোষে, পোড়া ভাগ্যে সবিশেষে
ঘটিল অসহ্য পরিতাপ!
একে একে দিন যত কাল-গর্ভে হ'বে গত,
তব শোকে হইব জর্জ্জর;
জাগিয়া তোমার কথা, হৃদয়ে বিঁধিবে ব্যথা;
ক্ষীণ বক্ষে উঠিবে পঞ্জর!
আজ হ'তে মোর মত এ জগতে ভাগ্যহত
কয় জন হইল রে হায়!
মোর মত কয় জনে বিধির এ বিড়ম্বনে
প্রিয়া-শোকে ভূতলে লুটায়?
মোর মত অবিরল ক'জনের নেত্র-জল
বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া বয়?
মোর মত কয় জন প্রিয়া-শোকে অনুক্ষণ
অসহ্য-যাতনা-ভার বয়?

২৬

"দেখ, প্রিয়ে, একবার, গৃহ মোর অন্ধকার,
অন্ধকার তা' হ'তে হৃদয়;
ভাগ্যদোষে অভাগার, ভানূদয়ে অন্ধকার,
তোমা বিনা সবি তমোময়।
থাকিতে নয়ন, হায়, কিছুই না দেখা যায়,
নয়নরূপিণী তুমি কই?
জ্যোতির্হীন এ নয়ন অশ্রুজলে নিমগন,
কি দেখিবে অন্ধকার বই?
বিজয়েরে একা ফেলে, কোন্ দিকে চ'লে গেলে,
অবলার এ কোন্ বিচার?
কি সাহসে একাকিনী পালাইলে, সুভাষিণি,
এত দৃঢ় হৃদয় তোমার?
ঘরের বাহিরে যেতে, সর্ব্বদাই ভয় পেতে,
জড়াইয়ে ধরিতে আমায়;
আজ তুমি কি সাহসে, চ'লে গেলে অনায়াসে
একাকিনী কা'র ভরসায়?

২৭

"যত দিন ছিলে তুমি, তত দিন ছিনু আমি
মহাসুখে তোমারে লভিয়া;
আজ তুমি নাহি কাছে, সুখও আমার গেছে,
সুখ আর র'বে কি লাগিয়া?
চিরকাল তরে এবে রহিব শোকেতে ডুবে,
শোক(ই) মোর সম্বল হইল;
হাসি মোরে চির তরে, নলিনি, বঞ্চিত ক'রে,
তব সহ অলক্ষ্যে মিশিল।
কালে নদী সরসীর হ্রাস বৃদ্ধি হয় নীর,
কভু পুন চিহ্নও না রয়;
কিন্তু এই অভাগার নিরন্তর অশ্রু-ধার
প্লাবিত করিবে নেত্রদ্বয়!

ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস আয়ুরে করিবে হ্রাস,
ভেবে ভেবে জীর্ণ হ'বে কায় ;
হৃদয়, অন্তর, দেহ দগ্ধ হ'বে অহরহ
সুদারুণ শোকাগ্নি-শিখায় !

২৮

"হারাইয়ে তোমা ধনে, এ জীবনে নিদ্রা-সনে
আর কভু নাহি হ'বে দেখা ;
সর্ব্বদা বদনে মম প্রকাশিবে পরাক্রম
চিরস্থায়ী বিষাদের রেখা !
তোমার বিরহে, সতি, হ'বে এত দুরগতি,
এস ফিরে, বিজয়ের ধন !
যা'রে না হেরিলে পরে বিজয় পরাণে মরে,
কেন ত'ার সুকঠিন মন ?
নলিনী পরশ-মণি যা'র পরশনে আমি
সুখস্বর্গ করিতাম লাভ ;
ভাগ্য-দোষে এই হ'ল, সে মণি হারা'য়ে গেল,
যন্ত্রণার বাড়িল প্রভাব !
জানিলাম আজ হ'তে সুখ নাই এ জগতে,
সব(ই) মরু-মরীচিকা-প্রায় ;
সুখের কণিকা নাই, যাহা আছে—দুখ তাই,
এ জগৎ—দুখময় কায় !"

ইতি বিলাপ নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

১

এরূপে বিলাপ করি' সতীহারা বিজয়
রহিল স্তম্ভিত হ'য়ে, ব্যাকুলিত হৃদয়।
কেবল নয়নে জল ঝরিতেছে অবিরল,
না মানে বারণ, বাধা, নাহি হয় বিলয়।
ক্রমে চিত হতাশ্বাস, ঘন বহে দীর্ঘ শ্বাস ;
সুন্দর প্রভাতে, হায়, অন্ধকার উদয় !
কেন এ দরিদ্র জনে, বঞ্চিয়া প্রেয়সী-ধনে,
রে বিধাত, দয়া মায়া ভুলি', হ'লি নিদয়।

২

কল্পনে, মিনতি মম ও রাতুল চরণে,
করিবে কি আশা পূর্ণ, পূর্ণ-ইন্দু-আননে ?
বিজয়ের বক্ষঃস্থলে কিরূপ জলন জ্বলে,
কোথা হ'তে জল আসি', উছলি'ছে নয়নে ?
দয়িত-বিচ্ছেদ হ'লে হৃদয়-অনল জ্ব'লে
দগ্ধীভূত, দ্রবীভূত বল, হয় কেমনে ?
যদি তুমি দিতে পার এ প্রশ্নের সদুত্তর,
তোমার চরণে বাঁধা র'ব চির জীবনে।

৩

আছে কোন বৈজ্ঞানিক এ জগত-মাঝারে,
তুমি যদি নার—সেই বুঝাইবে আমারে ?
দেখেছি অনেক ঠাঁই, কেহ নাই—কেহ নাই,
কেহ হেন বৈজ্ঞানিক নাহি ধরা-আগারে।
চিরকাল অগ্নি জলে শত্রুভাব, এক হ'লে
উভয়েই নষ্ট হয় ক্ষণকাল মাঝারে।
কিন্তু বিরহীর চিতে (পার কি বুঝা'য়ে দিতে ?)
কি হেতু উভয়ে মিলে সুখ, আশা সংহারে ?

৪

কল্পনে, তোমারে ল'য়ে এ বিশ্বের ভিতরে
কত লোক কত ভাবে প্রতিক্ষণে বিচরে।
চড়িয়া মানস-রথে প্রবেশে অগম্য পথে,
স্বয়ং না পারে যথা পশিবারে কাতরে।
কেহ বা সাগর-তলে, কেহ বা মেঘের জলে,
কেহ বা আরোহে গিয়া নভস্পর্শী ভূধরে।
কেহ বা ধরারে কাটি' দেখে পাতালের মাটী,
কেহ বা প্রবেশ করে অন্ধকার গহ্বরে।

৫

কেহ বা তোমার সনে প্রবেশে নিবিড় বনে,
কেহ বা তোমার বলে হেঁটে যায় আকাশে ;
কেহ বা তোমারে ল'য়ে উড়ে যায় নিরভয়ে,
ভারি শরীরের ভার চাপাইয়া বাতাসে ,
তোমার মায়ায়, সতি, সুদরিদ্র কোটিপতি,
হতাশ বিশ্বাস করে শুধু তব আশ্বাসে,
তুমিই কৌশল করি', কি জানি—কি রূপ ধরি'
মুমূর্ষু জনেও আশা দাও প্রতিনিশ্বাসে।

৬

তোমারে সহায় ক'রে, কবিরা পরের তরে,
অনাহারে অনিদ্রায় কাল কাটে ভ্রমিয়া ;
শরীরে যতন নাই, চিন্তাশীল সর্ব্বদাই,
নিদ্রারে তাড়ায় দূরে পর-তরে জাগিয়া ;
সদা পাগলের মত তোমা সহ কত শত
কি-যে গড়ে কি-যে ভাঙ্গে কি-যে গড়ে ভাঙ্গিয়া,
দিবানিশি কি-যে বকে, দিবানিশি কি-যে দেখে,
দিবানিশি কি-যে ভাবে মনোভাবে মজিয়া।

৭

দিবানিশি কি-যে করে সন্তরি' আনন্দ-সরে,
তুমি বই—সেই বই—কে বুঝিতে পারিবে ?
কবির মুখের কথা— কবির সখের গাথা—
কবি জানে—তুমি জান—অন্য জনে নারিবে।
তোমার প্রসাদে দেবি, নশ্বর জগতে কবি
অনশ্বর ছবি সম চিরকাল থাকিবে ;

যত দিন র'বে তুমি, যত দিন র'বে ভূমি,
ম'রেও অমর হ'য়ে কবিকুল বাঁচিবে।

৮

স্বর্গীয় করুণা তব কবিদের হৃদয়ে
হেম-থালে ফুল সম সদা থাকে শোভিয়ে।
তোমারি প্রসাদে শুধু সুকবি স্বর্গীয় মধু
দগ্ধ জগতের কানে সদা দেয় ঢালিয়ে।
দয়া না করিলে তুমি, এ নিখিল ধরা-ভূমি
(কি সন্দেহ?) থাকিত গো, কবিশূন্য হইয়ে।
একমাত্র তুমি বই কবির কেহই নেই,
সর্ব্বত্যাগী কবি শুধু তব পদ লভিয়ে।

৯

কবিরে বাণীর দয়া তোমারই কারণে;
দামিনী কি হাসে কভু কাদম্বিনী বিহনে?
কুসুমে যেমতি মধু, আকাশে যেমতি বিধু,
তোমাতে তেমতি বাণী হাসে বীণা বাদনে।
কল্পনে গো, বলি তাই, তোমা ছাড়া কেহ নাই
দরিদ্র কবির এই অসহায় ভুবনে!
দরিদ্র হ'য়েও কবি, আয়ত্ত করেছে সবি,
কিছুই অভাব নাই, লভি' তব চরণে।

১০

তুমিই কবির ধন, তুমিই কবির মন,
তুমিই কবির প্রাণ, সুখ, যশ, বাসনা;
তুমিই কবির দেহ, তুমিই কবির গেহ,
তুমিই কবির, সতি, সুধামুখী রসনা;
তুমিই কবির তন্ত্রী, তুমিই কবির মন্ত্রী,
তুমিই কবির কণ্ঠে মহামূল্য গহনা;
তুমিই কবির রাজ্য, তুমিই কবির কার্য্য,
তুমিই কবির পুন রোগ, শোক, যাতনা।

১১

কে চিনিত বেদব্যাসে, কে চিনিত কালিদাসে,
কে চিনিত বাল্মীকিরে, কে চিনিত হোমারে?
কে চিনিত চণ্ডীদাসে, কে চিনিত কৃত্তিবাসে,
কে চিনিত ড্রাইডন, বায়রন, চসারে?
শ্রীমুকুন্দ মহাকবি— বঙ্গের উজ্জ্বল রবি—
তুমি না চিনা'লে পরে, কে চিনিত তাঁহারে?
সেক্ষপীর, মিল্‌টনে, মাঘ, ভট্টনারায়ণে
কেহ কি চিনিত, দেবি, এ ধরণী-আগারে?

১২

আজিও অমর জ্যোতি দেখা'ত কি বিদ্যাপতি,
শাদী, শেলি, টাসো, পোপ, কাউপার প্রভৃতি?
জাগিত কাহার মনে? কেই বা এ সব জনে
স্মরিত?—ঢাকিত মন এত দিনে বিস্মৃতি।
বররুচি, ভবভূতি, হাফেজ পারস্য-জ্যোতি,
ভারত, ঈশ্বর, মধু বঙ্গ-কবি প্রভৃতি,
চাঁদ কবি, জ্ঞানদাসে, ভারবী, তুলসীদাসে
রাখিত কি মনে গাঁথি' আজিও এ জগতী?

১৩

কল্পনে! এ সব কবি তব দয়া লভিয়া,
আজিও মানব মনে র'য়েছেন জাগিয়া।
কত কাল গত হ'ল, কত দিন ঘুরে এল,
কত কাল কালক্রমে ক্রমে যা'বে চলিয়া,
সূর্য্যদেব কত বার উঠেছেন, কত বার
উঠিবেন নীলাকাশে দীপ্তমুখ হইয়া;
এ সব সুকবিগণ তাঁ'র সহ অনুক্ষণ
জেগেছেন নর-মনে—রহিবেন জাগিয়া।

১৪

নরদেহধারী যদি থাকে কোন দেবতা,
কবিই সে দেব তবে, নাহি তা'র অন্যথা।
পরশমণির পর্শে লোহে হেম-গুণ অর্শে,
কল্পনা-দেবীর গুণে কবি ভূমি-দেবতা;
কি কাজ স্বর্গের দেবে, কি লাভ তাঁ'দিগে ভেবে?
জানা আছে তাঁহাদের নরে যত মমতা;
জানা আছে তাঁহাদের দৈব পরিচয় ঢের,
জানা আছে তাঁহাদের যত দূর ক্ষমতা!

১৫

ষড়বিংশ বর্ষ প্রায় আমার চলিয়া যায়,
স্বর্গের দেবতা আজো না দেখিনু নয়নে;
ঘোর বিপদের কালে আশ্বাসের কথা বলে,
স্বর্গের দেবতা কেউ আছে কি এ ভুবনে?
পড়েছি অনেক দুখে আজো দুখ শতমুখে
হৃদয় চূর্ণি'ছে মোর সুদারুণ চর্ব্বনে,
যন্ত্রণার দায়ে প'ড়ে, কত ডাকি করযোড়ে,
নিষ্ঠুর স্বর্গের দেব, নাহি চায় নয়নে!

১৬

কিন্তু, গো কল্পনে, এই ভূমিতল মাঝারে
তব ভক্ত কবিকুল অহর্নিশ আমারে
বরষে সুখের কণা, বাজা'য়ে মধুর বীণা,
তেমন সুখের ধারা বরষিতে কে পারে?
কবিই আমার মতে দেবতাই এ জগতে,
কবি বই দেব নাই মম স্থূল বিচারে।
দুখের সংসারে সুখ থাকে যদি একটুক,
কবিই সে সুখদাতা, সুধা ঢালে সুধারে।

১৭

যিনিই প্রকৃত কবি, তিনিই দেবের ছবি;
সেই স্বর্গ—যেই থানে কবিকুল নিবসে;
যেখানেতে কবি নাই, সেই নরকের ঠাঁই,
দ্বিতীয় নরক নাই জাগতিক প্রদেশে।

অমৃত যদ্যপি থাকে, তা'ও সে কবির মুখে,
পদ্ম যদি থাকে, তা'ও কবি-চিত্ত-সরসে ;
দুখের সংসারে সুখ থাকে যদি একটুক,
কবিই সে সুখ-ধারা মরমেতে বরষে।

১৮

চাহি না স্বর্গের দেব—দেখিতেও চাহি না,
বেঁচে থাক্ কবিকুল—এই মম কামনা।
অবিরত কবিগণে দিবা দয়া-বরিষণে
কৃতার্থ কর গো তুমি, দয়াময়ি কল্পনা!
কবিই আমার মতে দেবতাই এ জগতে,
বেঁচে থাক্ কবিকুল—এই মম কামনা।
কবিরে দেবতা জ্ঞানে অবিরত শ্রদ্ধাসনে,
য'দিন বাঁচিয়া র'ব, করিব গো অর্চ্চনা।

১৯

তোমার প্রসাদে কবি ধূলিমুষ্টি ধরিয়া,
প্রকাশে স্বর্গীয় তেজ স্বর্ণমুষ্টি করিয়া।
যেথানে কিছুই নাই, সেথানে দেখিতে পাই,
কবির তূলিকা চলে দৈব ছবি আঁকিয়া।
স্থূলবুদ্ধি যেইথানে নাহি পশে কোনক্রমে,
লৌহে কাষ্ঠ-গোলা-সম ফিরে আসে ঠেকিয়া ;
কবি-বুদ্ধি সেইখানে, তব দৈব দৃষ্টি দানে,
অনা'সে প্রবেশ করে স্তরে স্তরে বিঁধিয়া।

২০

কল্পনে, তোমার বলে আকাশের উপরে
কবির অতুল শক্তি রক্ষা করে ভূধরে ;
জলশূন্য মরুভূতে বহায় প্রবল স্রোতে
অশুষ্কসলিলা নদী নিমেষের মাঝারে ;
বনেরে নগর করে, নগরেরে বন করে,
নাচায় সাগর-ঢেউ পর্ব্বতের উপরে ;
অনলে মিলায় জল, পাতায় ফলায় ফল,
ভাসায় পর্ব্বতমালা সুগভীর সাগরে।

২১

তোমার সাহস পেয়ে, নিরভয়ে যায় ধেয়ে,
শ্বাপদসঙ্কুল বনে কবিকুল অনা'সে ;
মৃগেন্দ্র, শার্দ্দূল, করী মিষ্ট ভাষে আনে ধরি',
বিষমুখ সর্প ল'য়ে খেলা করে সহাসে ;
কখন সাগর-জলে, কখন সাগর-তলে,
কখন ভূধর-চূড়ে, কখন বা আকাশে,
তব পদ বক্ষে ধ'রে, কেবল পরের তরে,
নিজের জীবন-সুখ ভুলি' ভ্রমে অনা'সে।

২২

যে বজ্র পুড়া'য়ে মারে, কবিকুল ধরে তা'রে
তোমার প্রসাদে, দেবি, আপনার করেতে ;
যে ঝড় গর্জ্জিয়া ক্ষণে, নাশে তরু জীবগণে,
তা' সহ নির্ভয়ে কবি খেলে তব বরেতে ;
অমাসীর ঘোর রেতে, ভয়ঙ্কর শ্মশানেতে
কে পশিতে পারে?—শঙ্কা জাগি' উঠে মনেতে,
অনা'সে দাঁড়া'য়ে তথা, বিবেক তত্ত্বের কথা
শিখায় মানবে কবি, তব দৈব বরেতে।

২৩

কেবল পরের তরে, কবিরা যা' কিছু করে,
এমন নিঃস্বার্থ কেউ আছে কি এ ভুবনে ?
এমন কবিরে তবে কে নাহি দেবতা ক'বে,
কে বা না রহিবে বাঁধা কবিদের চরণে ?
কবি বই এ ধরায় দৈব চিত্র কে দেখায়,
কে আঁকে মানব-চিত্র যথাযথ বরণে ?
এমন কবিরে তবে কে নাহি দেবতা ক'বে,
কে বা না রহিবে বাঁধা কবিদের চরণে ?

২৪

পরাধীন জাতিগণে, হৃত রাজ্য উদ্ধরণে,
কে গায় বাজা'য়ে ভেরী বীরত্বের কাহিনী ?
শোকবিহ্বলের কানে কে সে সুমধুর তানে
বাজায় অমরী বীণা—শোকদুখনাশিনী ?
যখন অসহ্য দুখ বিদারে পীড়িত বুক,
কবিরি মধুর বাণী হয় মর্ম্মস্পর্শিনী ;
কবিরি মোহিনী মূর্ত্তি বিতরে মানসে স্ফূর্ত্তি,
কবিরি অমরী বীণা স্বর্গ-সুধা-বর্ষিণী।

২৫

যদি না থাকিত কবি, মিরান্দার চারু ছবি—
সরল—সরলতর—কে দেখা'ত আমারে ?
কে দেখা'ত ওথেলোরে, গাঢ় রঙে চিত্র ক'রে,
সন্দেহী পরের বাক্যে, ত্যজি' নিজ বিচারে ?
দেস্দিমোনার চিত্র— পতিগত সুপবিত্র—
বিনাদোষে মরিবারে পতি অস্ত্র-প্রহারে ?
কে দেখা'ত হাম্লেটে (পরদুখে বুক ফাটে!)
পিতৃহীন পিতৃব্যের পশুসম ব্যভারে ?

২৬

যদি না থাকিত কবি, বীরত্বের চারু ছবি
দেখিতে কি পাইতাম আজো আমি নয়নে ?
বীরত্বের মহাগ্রন্থ, বীরত্বের মহামন্ত্র
রামায়ণ, ইলিয়াদ্ কে দেখিত নয়নে ?
ইনিস, অডিসি গ্রন্থ বীরতার সুদৃষ্টান্ত,
বিশাল মহাভারত কে দেখিত নয়নে ?
স্বর্গভ্রষ্ট* কাব্য চারু— রৌরব-রসের কারু—
দেখিতে কি পাইতাম আজো আমি নয়নে ?

* Paradise Lost.

২৭

যদি না থাকিত কবি, ভারতে গৌরব-রবি
একদা ছিল যে করে দশদিক ব্যাপিয়া,
কে বা বিশ্বাসিত তা'য় ? থাকিত স্বপ্নের প্রায়,
কাল জলধর তা'রে ফেলিত রে ঢাকিয়া !
কেবল কবির গুণে, আজো সকলের মনে
সে গৌরব-রবি-ছবি দেখা দেয় আসিয়া ;
এমন কবিরে তবে কে নাহি দেবতা ক'বে,
কে বা না করিবে পূজা ভক্তিশীল হইয়া ?

২৮

যদি না থাকিত কবি, প্রাচীন গ্রীসের ছবি
ঊনবিংশ শতাব্দীতে কে দেখিতে পাইত ?
যদি না থাকিত কবি, প্রাচীন রোমের ছবি
ঊনবিংশ শতাব্দীতে কে নয়নে হেরিত ?
কবি না থাকিলে পরে, আজো দীপ্তময় করে
এলিজাবেথের রাজ্য মনে কভু জাগিত ?
কবি না থাকিলে পরে, ভারত-মাহাত্ম্য স্ম'রে,
কোন্ ভারতীয় আজো অশ্রুরাশি ঢালিত ?

২৯

কল্পনে, তোমার ভক্ত কবিদের প্রসাদে,
কখন আমোদে ভাসি, কভু ডুবি বিষাদে ;
সে সুদিন ভারতের যবে ভাবি, অন্তরের
অন্তস্তল নেচে উঠে অতুলিত আহ্লাদে ;
আবার ক্ষণেক পরে, এ দিনের কথা স্ম'রে,
আনন্দ কোথায় যায় !—ডুবি ঘোর বিষাদে !
এ ভারত কি-যে ছিল, এখনি বা কি হইল,
কেবলি জানিতে পারি কবিদের প্রসাদে।

৩০

যদি না কবির তুলি রাখিত যতনে তুলি'
ভারতের পুরাচিত্র—বিচিত্র এ জগতে—
কবিত্ব-মণির খনি, কল্পনার কেলি-ভূমি,
ভূতলে ত্রিদিব বলি' কে চিনিত ভারতে ?
তোমারি করুণা-বলে, তব ভক্তকুল মিলে,
ভারতের দৈব মূর্ত্তি আঁকি' গেছে তুলিতে ;
এ হেন সুকবিগণে কে নাহি ভাবিবে মনে
পরম দেবতা বলি' ?—কে পারিবে ভুলিতে ?

৩১

যে ভুলে ভুলুক,—কিন্তু আমি নাহি ভুলিব ;
কবিই পরম দেব, চিরকাল বলিব।
আমার বিশ্বাস এই ;— কবি বই দেব নেই
ভূতলে ; স্বর্গের কথা জানি না কি কহিব ?
যদি কোন দেব থাকে, থাকে থাক্, কেন তাঁ'কে
(বাসনা হ'বে না সিদ্ধ) মিছামিছি ভাবিব ?
যাহারে ভাবিলে পরে, সন্তরি আনন্দ-সরে,
এ হেন কবিরে আমি দেব জ্ঞানে মানিব।

৩২

কল্পনে ! মিনতি করি, ও রাজীব-পদে ধরি,
দয়াময়ি, দয়া ক'রে আমারে কি বলিবে,
তোমার যে পদবলে কবিকুল ধরাতলে
অমরতা লভিয়াছে, (কে না তাহা মানিবে ?)
সে পদ মানসে ভেবে, অভাগা বিজয় এবে
প্রিয়া-শোকে কি ভাবি'ছে? আমারে কি কহিবে?
তাহাই জানিতে চাই, ও পদে মিনতি তাই,
নতুবা মনের আশা মনেতেই রহিবে।

৩৩

হয় ত বিজয় এবে, শোকের সাগরে ডুবে,
তোমারে আশ্রয় করি' কতই কি ভাবি'ছে ;
যেখানে নলিনী গেছে, বিজয়ো সেখানে গেছে,
প্রিয়া-বিরহের জ্বালা প্রিয়ারেই কহি'ছে ;
আশৈশব দুই জনে ছিল সুখ সম্মিলনে,
(এক বৃক্ষে দু'টি ফুল) পুন তাই হ'য়েছে ;
পুন নলিনীরে পেয়ে, বিজয় পুলক-হিয়ে,
কে যেন হারানো নিধি এনে পুন দিয়েছে !

৩৪

হয় ত বিজয়ে পুন তব ইন্দ্রজাল-গুণ
ভুলাই'ছে অন্যরূপে নাশিবারে যাতনা ;
ভাবি'ছে বিজয় মনে যেন নলিনীর সনে
অবিচ্ছিন্ন সম্মিলন !—তোমারি সে ঘটনা !
যুবার আঁখিতে আঁখি তুমি সযতনে রাখি',
দেখাই'ছ পুন তা'রে প্রাণসমা ললনা ;—
সেই সুসজ্জিত কেশ, সেই মনোহর বেশ,
সেই সুধামাখা হাসি, সুকোমল রসনা।

৩৫

বিধির বিচিত্র কারু সেই সে নয়ন চারু—
বদনের শ্রেষ্ঠ শোভা—বিজয়েরে মোহি'ছে,
প্রত্যেক নিমেষ-পাতে সরলতা খেলে তা'তে,
'নলিনী সরলা'—আঁখি এই যেন কহি'ছে ;
প্রণয়ের অনুরাগ উজ্জ্বল কজ্জল-রাগ
নয়ন-রেখায় কিবা সুষমায় খেলি'ছে ;
খঞ্জন-চঞ্চল আঁখি ঘুরিতেছে থাকি' থাকি',
বিজয়েরো চিত্ত যেন আঁখি-সহ ঘুরি'ছে ;

৩৬

ওষ্ঠাধর শোভা পায়, তাম্বূলের রাগ তা'য়
আরক্তিম রঙে শোভে—স্থির হাসি খেলি'ছে ;
সুন্দর নাসার'পরে, বিজয়ের মন হ'রে,
সুন্দর নোলক এক ধীরি ধীরি দুলি'ছে ;

হয় ত বিজয় ফের নলিনীর কপোলের
সুচারু গোলাপী আভা হেরি' সুখে ভাসি'ছে ;
তোমারে সহায় ক'রে, বিজয়ের শোক-সরে
প্রিয়া-প্রতিমূর্ত্তি আসি' সুখ-ঢেউ তুলি'ছে।

৩৭

হত-আশ বিজয়েরে, হয় ত যতন ক'রে,
আশ্বাস করি'ছ দান বিধিমতে, কল্পনে !
যাহারে পা'বার নয়, তাহারে কর উদয়
বিজয়ের অশ্রুময় প্রিয়ান্বেষী নয়নে।
সেই সুধামাখা কথা শুনা'য়ে বুকের ব্যথা
নাশি'ছ যুবার, দেবি, দয়া-বারি-বর্ষণে ;
হয় ত, করুণামুখি, করি'ছ বিজয়ে সুখী,
নলিনী-কোমল-দেহ এর কর-পর্শনে।

৩৮

তব দয়া-প্রসাদিত যুবার দগধ চিত
নলিনীরে কত রূপে কত বার ভাবি'ছে ;
আমি যাহা ভাবি মনে, তা' হ'তেও শতগুণে
তোমার মোহিনী লীলা বিজয়েরে মোহি'ছে।
তুমি জান, যুবা জানে, অসম্ভব অন্য জনে,
কে জানে সে ভাব, যাহা এর চিতে উঠি'ছে ?
দারাশূন্য যুবা-মন কি ভাবি'ছে অনুক্ষণ,
জাগি'ছে কতই ভাব—কত ভাব মিশি'ছে !

৩৯

পর-ভাব যদি পরে পারিত ক্ষণের তরে
ঠিক পরিমাণে নিজ মানসেতে বুঝিতে,
তা' হ'লে দুখের বিশ্ব কতক সুখের দৃশ্য
হইতে পারিত ; সুখ বিরাজিত মহীতে।
এ বিশ্ব তেমন নয়, চিরকালি দুখময়,
পরেও এরূপ র'বে ;—কে পারিবে লঙ্ঘিতে ?
কিবা দিনে, কিবা রেতে, অনন্ত দুখের স্রোতে
মানব-সমাজ, দেবি ! থাকিবে গো ভাসিতে।

৪০

স্বার্থপর নরজাতি 'আত্ম পর' যে দিনে
ভুলিবে গো চির তরে, আসিবেক সে দিনে
কিছু পরিমাণে সুখ, ঢাকিবে দুখের মুখ,
মানবের ম্লানমুখ দীপ্ত হ'বে কিরণে ;
কিন্তু, দেবি, দেখে শুনে, নিশ্চয়ই বুঝেছি মনে,
সে আশা হ'বে না পূর্ণ এ স্বার্থের ভুবনে !
কোন কালে নরজাতি 'আত্ম পর' বীজ দু'টি
ভুলিবে না, স্বার্থ তবে ভুলিবে গো কেমনে ?

৪১

আজ ব'লে নয়, দেবি, বহুকাল হইতে
মহানর্থকর স্বার্থ প্রবাহি'ছে মহীতে ;
এইরূপ ভবিষ্যতে স্বার্থপরতার স্রোতে
ভাসিবে ধরণী, হায়, কে পারিবে রোধিতে ?
স্বার্থসাধনের তরে প্রতি দেশে প্রতি নরে
সমাজগর্হিত কার্য্য নাহি ছাড়ে করিতে ;
শুধু স্বার্থসাধনেতে মানবেরা দিনে রেতে
নিরত র'য়েছে, হায়, এ দুখের মহীতে !

৪২

কখন আবার যদি বিধি ফিরাইয়া বিধি,
নূতন মানব জাতি গঠে' এই ধরাতে ;
স্বার্থপরতার লেশ না করেন সমাবেশ
সেই সব মানবের অভিনব মনেতে,
তা' হ'লে সুখের ধারা শীতল করিবে ধরা,
প্রকৃত স্বর্গের ভাব বিভাতিবে মহীতে।
নতু স্বার্থপরতার দারুণ অসহ্য ধার
ভুজগ-দংশন-সম সদা হ'বে সহিতে !

৪৩

স্বার্থপরতার কথা কি কহিব, কল্পনে,
কহিতে বিদরে বুক—অশ্রু বহে নয়নে !
স্বার্থপরতারি দোষে সোণার ভারত দেশে
অধীনতা পশিয়াছে বক্ষভেদী গর্জ্জনে !
এ ভারত স্বর্গ ছিল, কিন্তু স্বার্থ এনে দিল
ঘৃণিত নরক-ভাব এ সুখের ভবনে ;
সে দিন স্মরণ হ'লে, দুখ বাড়ে পলে পলে,
বক্ষঃ ভাসে অক্ষি-জলে, ঘৃণা হয় জীবনে !

৪৪

স্বার্থপরতাই হ'তে ভারত পরের হাতে
এবে দুখে কাটে কাল, পদাঘাত সহিয়া !
স্বার্থপরতাই হ'তে দারুণ যন্ত্রণা-স্রোতে
অভাগা ভারতবাসী আজো যায় ভাসিয়া !
স্বার্থপরতাই হ'তে অমানিশা এ ভারতে
গাঢ় অন্ধকার-গর্ভে রাখিয়াছে ঢাকিয়া !
স্বার্থপরতাই হ'তে খেতে শুতে, দিনে রেতে
বিজাতীয় প্রপীড়নে অশ্রু যায় বহিয়া !

৪৫

স্বার্থপরতায় ম'জে, জয়চন্দ্র পৃথুরাজে
মামুদ ঘোরীর করে দিয়াছিল সঁপিয়া ;
যদি সে ভুলিয়া লাজ, না করিত এ কুকাজ,
তা' হ'লে ভারত আজো থাকে দুখ সহিয়া ?
এর চেয়ে বেশী আর কূট স্বার্থপরতার
বিশেষ দৃষ্টান্ত কিছু নাহি পাই ভাবিয়া ;
এই স্বার্থপরতায় ভারত মৃতের প্রায়
হইয়াছে—শক্তি নাই দাঁড়াইতে উঠিয়া !

৪৬

যা' হ'বার হ'য়ে গেছে, 'গতস্য শোচনা' মিছে,
এখন উচিত, যত ভারতীয় জাগিয়া,
কূট স্বার্থপরতায় জ্ঞান করি' কূটপ্রায়,
দিউক্ বিদায় ;—সুখ আসিবেক ফিরিয়া।
না হইলে এ বাসনা, (ঘুচিবে না এ যাতনা,)
চিরকাল দুখার্ণবে রহিবেক ডুবিয়া।
এমন কি দিন হ'বে, ভারতের দুখ যা'বে,
স্বার্থপরতার তেজ যাইবেক ঘুচিয়া!

৪৭

এই যে বিজয়, হায়, মণিহারা ফণিপ্রায়,
প্রিয়ার বিচ্ছেদ-শোকে অশ্রুধারে ভাসি'ছে ;
নলিনীরে মনে ক'রে বিলাপি'ছে উচ্চস্বরে,
নয়ন-সলিল বক্ষে গড়াইয়া মিশি'ছে!
হায় রে, এ হেন কালে সান্ত্বনার কথা বলে
এমন বান্ধব এর কেহ নাহি আসি'ছে ;
কে বা আছে কে আসিবে, সান্ত্বনা বা কে করিবে,
হয় ত ইহার শোকে কত লোক হাসি'ছে।

৪৮

এ বিপদ ঘটিবার আগেতে কতই বার
এ গ্রামের কত লোক এর কাছে এয়েছে ;
মন চেপে, মুখ খুলে, আপন আপন ব'লে,
বিজয়ের কত কথা কতরূপে ক'য়েছে।
কিন্তু আজ কে বা কা'র, দেখা নাহি দেয় আর,
শবদহনের ভয়ে সকলেই স'রেছে ;
ধিক্ স্বার্থপরতায়! দয়াবৃত্তি নাহি তা'য়,
ধিক্ সেই নরগণে, স্বার্থে যা'রা ম'জেছে!

৪৯

এ প্রভাতে মায়াপুর নিদ্রারে ক'রেছে দূর,
জেগেছে সকল লোক, কেহ নাই শুইয়া ;
কিন্তু বিজয়ের পাশে এখন কেহ না আসে,
কি আশ্চর্য্য—ঘৃণা হয় এ ব্যভার দেখিয়া!
এ ঘটনা দেখে শুনে, দীন প্রতিবেশী জনে
কেহ না ফিরিয়া চায় স্বার্থশূন্য হইয়া,
মনুষ্যত্ব যা'রে বলে, নাহি তা' মনুষ্যদলে,
মানব মানবে বাম স্বার্থতায় ডুবিয়া!

৫০

হয় ত দু' চারি জন যুবা-পাশে আসিবে,
কিন্তু তা'র কয় জন দুখে দুখী হইবে?
ক' জন আপন ভেবে মন খুলে কথা ক'বে,
বিজয়ের জ্বালা ঠিক্ নিজ হৃদে সহিবে?
মুখে ক'বে 'আহা, আহা!' কিন্তু মনে নাহি তাহা,
নিজের বিষয় শুধু মানসেই ভাবিবে।
ধিক্ স্বার্থপরতায়, দয়া-বৃত্তি নাহি তা'য়,
হায়, আর কত কাল স্বার্থে ধরা ভাসিবে!

৫১

বিজয়ের অক্ষি-জল দ্রবিতেছে ভূমিতল,
কিন্তু ক'জনের চিত্ত এ সলিলে দ্রবিবে?
কঠিন মৃত্তিকা গলে বিজয়ের নেত্র-জলে,
কিন্তু ক'জনের চিত্ত এ সলিলে গলিবে?
আশালোক বিপদের পিতামাতা বিজয়ের
কেহ নাই, হায়! পরে নিজের কি হইবে?
আপন হইত পর, যদি নাহি স্বার্থপর
হইত পরের মন, কিন্তু তাহা নহিবে।

৫২

বিজয়ের হৃদিতলে যে শোক-দহন জ্বলে,
বিজয়ই শুধু তা'য় মরিতেছে জ্বলিয়া ;
যত দিন বেঁচে র'বে, এ শোক সদাই স'বে,
কেহ এ শোকের ভাগী হইবে না আসিয়া।
কিবা দিবা, কিবা রাতে, প্রত্যেক নিশ্বাসপাতে,
বিজয়ের এই শোক থাকিবে রে জাগিয়া ;
এ শোক সে দিন যা'বে, বিজয়ো যে দিন যা'বে
চিরতরে শোক-ভূমি ধরণীরে ছাড়িয়া!

৫৩

কেন হে দারুণ বিধি, রমণীরে গড়িলে?
অথবা কি হেতু তুমি নরে সৃষ্টি করিলে?
আমার বিচারে, বিধি, একটি সৃজিতে যদি,
দহিত না কা'রো চিত্ত হেন শোক-অনলে।
অথবা প্রণয়ে যদি তুমি না সৃজিতে, বিধি,
ডুবিত না কা'রো চিত্ত দুখ-জলে তা' হ'লে ;
বিচ্ছেদ কাহারে বলে, কে জানিত ধরাতলে?
দয়িত-বিয়োগ-শোক জানিত না সকলে।

৫৪

যদিও মানবে তুমি একসূত্রে বাঁধিতে
প্রণয়ের সূত্রপাত করিয়াছ মহীতে,
যদিও প্রণয় হ'তে কিছু নাই এ জগতে,
যদিও প্রেমই স্বর্গচ্ছবি মরুভূমিতে,
কিন্তু, দেব, দুখ হয়, দারুণ বিচ্ছেদ-ভয়
কি হেতু গড়িলে পুন দুখানলে দহিতে?
বিচ্ছেদের সহচর মৃত্যু ঘোর ভয়ঙ্কর
তোমার সৃজিত প্রেমে নাহি চায় রাখিতে।

৫৫

দেখ, ধাত, বিজয়েরে, অনিবার্য্য নেত্র-নীরে
ভাসিতেছে প্রেম আর প্রেমাধার হারা'য়ে ;
দু'দিনের তরে, বিধি, বহা'য়ে প্রেমের নদী
অকস্মাৎ চিরতরে ফেলিলে হে শুকা'য়ে!
বিজয়ের চিত এবে ব্যাকুল হ'য়েছে ভেবে,
জন্মের মতন সুখ গিয়াছে হে মিলা'য়ে!

এ হেতু বলিতে হয়, তুমি অতি নিরদয়,
অকূল পাথারে তুমি নরে দাও ভাসা'য়ে!

৫৬

যদি এ মানব-ভূমি প্রেমহীন হইত,
তা' হ'লে মানব-চিত শোক কভু সহিত?
চল বিদ্যুতের মত যে প্রণয় অবিরত
বিচলিত, সেই প্রেমে কেহ কি রে মজিত?
যে প্রেম পরশ-মণি, সেই প্রেম ক্রূর ফণী,
এ হেন প্রেমের তরে কে যতন করিত?
দু' দিনের তরে সুখ, কিন্তু পরে ঘোর দুখ,
এ হেন প্রেমের রূপে কোন্ মূঢ় মোহিত?

৫৭

প্রেমসহ মদিরারে মাপ যদি তুলাধারে,
উভয়েই সমধর্ম্মা, কিছু নাই ভিন্নতা;
উভয়েই প্রথমেতে ভাসায় সুখের স্রোতে,
চরমে ডুবায় দুখে, নাহি তা'র অন্যথা।
উভয়েই সমধর্ম্মা, উভয়েই সমকর্ম্মা,
উভয়েই অভেদাত্ম— অবিচল সখ্যতা;
উভয়েরি আদি ভাল, কিন্তু শেষে বিষ ফল
সমুদ্ভব হ'য়ে করে সুখনাশ সর্ব্বথা।

৫৮

স্বর্গের রতন ব'লে, প্রণয়েরে ধরাতলে
সকলে আদর করে আমোদিত হইয়া,
কিন্তু প্রণয়ের শেষে সুখসংহারক-বেশে
গরজে বিচ্ছেদ-শত্রু ভীম গ্রাস ব্যাদিয়া!
আদি এক, অন্ত আর, এমন প্রকৃতি যা'র,
কেন মজে নরকুল লোভে তা'র পড়িয়া?
জহরে গরল মত প্রণয়েও অবিরত
বিচ্ছেদ যাতনা-জাত অশ্রু আছে মিশিয়া!

৫৯

প্রণয়! বল্, রে মোরে, কি হেতু মানবে তোরে
প্রাণের প্রাণের মত অবিরত ভাবে রে?
অনন্ত অনল জেনে, শীতল সলিল জ্ঞানে,
পরশিয়া অঙ্গ তোর, শেষে দুখে ডুবে রে?
জেনে শুনে হেন করা, স্বকরে ভুজঙ্গ-ধরা
একরূপ, তবু লোক নাহি তাহা ভাবে রে।
প্রণয়-গরল-নদী গ'ড়েছে দারুণ বিধি,
অমৃতের ভ্রমে লোকে তবু তা'য় নাবে রে!

৬০

মানব-হৃদয়ে আর সুগুরু যন্ত্রণাভার
চাপা'য়ো না—হ'লে যাও বসুমতী ছাড়িয়া;
প্রেমশূন্য হোক নর, হে প্রণয়, এই বর
এত দিন পরে চাই—সুখী কর দানিয়া।
যে বলে বলুক মোরে, প্রেমহীন হ'লে পরে
মানব-সমাজ ভেঙে স্রোতে যা'বে ভাসিয়া,
আমি তাহা শুনিব না, কখনই মানিব না,
শপথ ক'রেও যদি কেহ বলে আসিয়া।

৬১

যেখানে প্রণয় নাই, সেই ত সুখের ঠাঁই,
যেখানে প্রণয় আছে—সেই খানে যাতনা?
পৃথিবীই সাক্ষী তা'র, বিশেষ কি ক'ব আর,
পলে পলে প্রণয়ের ভয়ঙ্কর ঘটনা!
আপাত সুখের তরে, শত শত নারী নরে
পরিণাম ভুলি' করে প্রণয়ের সাধনা;
কিন্তু অবশেষে, হায়, কাঁদে সদা যন্ত্রণায়,
জীবনের আশা ছাড়ি' মৃত্যু করে কামনা!

৬২

কত কি ঘটন ঘটে, বিষাদে হৃদয় ফাটে,
কখন ভূতলে লুটে, কভু ছুটে কাঁদিয়া;
মান-অপমান-ভয় কিছুই নাহিক রয়,
এমন কি, মরে শেষে গলে ডোর বাঁধিয়া!
প্রণয়ের শেষভাগে এমনি জীবনে লাগে
বজ্রের সমান শোক অন্তস্তল বিঁধিয়া,
তা'র চেয়ে কষ্ট আর কখনো ঘটে না কা'র,
অহ, কি ভীষণ জ্বালা প্রণয়ের লাগিয়া!

৬৩

যদি না নলিনী-সনে প্রণয়ের বন্ধনে
বিজয় আবদ্ধ হ'ত দৃঢ়তর গ্রন্থনে,
তা' হ'লে কি এর আজ মস্তকে পড়িত বাজ;
ঝরিত কি অশ্রুরাশি অকস্মাৎ নয়নে?
সহিত কি আজ, হায়, যে জ্বালা না সহা যায়,
বিষাদ বসিত কি রে রসমাখা বদনে?
অমূল্য জীবন-আশা, সে আশার ভালবাসা
বিচলিত হ'ত কভু নলিনীর কারণে?

৬৪

ওরে প্রেম, তাই বলি, ধরা ছাড়ি' যা'রে চলি',
মানব-সমাজ হ'তে দুখ যা'বে ঘুচিয়া।
যা' হ'তে যন্ত্রণা বাড়ে, যা' হ'তে হৃদয় পুড়ে,
কেন সে কাঁদায় শোকে নরলোকে থাকিয়া?
ধরাতলে কভু যদি না থাকে মরণ, ব্যাধি,
না ঝরে নয়ন-বারি হৃদিস্থল প্লাবিয়া,
ভূতল স্বরগ হ'বে, দুখলেশ নাহি র'বে,
তুইও রে তখন পুন দেখা দিস্ আসিয়া।

৬৫

যেখানে স্বর্গের ভাব, ওরে যা রে সেখানে;
সংসার যন্ত্রণা-ভূমি—কিবা লাভ এখানে?

যা, রে প্রেম, যা রে চ'লে, ভূলোকে সুদিন হ'লে,
আবার ডাকিব তোরে যথোচিত বিধানে ;
এখন চাহি না তোরে, যা রে ত্বরা দয়া ক'রে,
তিলার্দ্ধ উচিত নয় থাকিতে এ শ্মশানে।
এই আশা করি আমি, প্রেমশূন্য হোক্ ভূমি,
তা' হ'লে যাতনা-স্রোত রহিবে না এখানে।

৬৬

এই যে বিজয় পুন আঁখি দু'টি মিলি'ছে ;
বিন্দুর আকারে অশ্রু পক্ষ্ম-মূলে টলি'ছে।
মুছিয়া নয়ন-বারি, চাহিতেছে ধীরি ধীরি
নলিনীর মৃত দেহে, কভু ধরি' তুলি'ছে ;
কভু পুন শয্যা'পরে শোয়ায় যতন ক'রে,
অঞ্চলে ঢাকিয়া মুখ পুনরায় খুলি'ছে ;
আবার কি ভাবি' মনে, চাহিয়া শবের পানে,
মানস-নিহত কথা শোকসহ বলি'ছে ;—

৬৭

"সেই দিন মম মনে জাগিতেছে প্রতিক্ষণে,
যেই দিন সেই সরোবরে,
সাজাইয়া সরোবর, একটি সুন্দরতর
পদ্ম ছিল অমিয় অধরে।
মত্ত গজ হেনকালে নামিয়া সরসী-জলে,
গুরুপদে দলিল তাহায় ;
পঙ্কে গেল মিশাইয়া, সর-শোভা নিবাইয়া,
শশী যথা জলদে লুকায়।
ঠিক্ সেই দশা মম কাল-করী নিরমম
অকস্মাৎ করিলেক আজ ;
মম হৃদি-সরসীতে ছিলে তুমি বিহরিতে,
ক্রূর কাল সাধিল এ কাজ !

৬৮

"নলিনি ! বারেক উঠি', উনমীলি' আঁখি দু'টি,
মম পানে চাহ একবার ;
তোমার এ দশা দেখে, বুকে যেন থেকে থেকে
জ্বলি' উঠে জ্বলন্ত অঙ্গার !
না পারি সহিতে আর, চাও, প্রিয়ে, একবার,
বার বার ডাকি হে তোমায় !
না ডাকিতে সাড়া দিতে, অবিরত কি কহিতে,
আজি, হায়, সে ভাব কোথায় ?
আমি বড় ভালবাসি, কোথা সে মধুর হাসি,
অভাগার যন্ত্রণানাশিনী ?
কোথা সে সরল দৃষ্টি, যাহে হয় সুধাবৃষ্টি,
বিজয়ের হৃদয়তোষিণী ?

৬৯

"তব সহ সবি গেছে, শশি-সহ মিলা'য়েছে
সুধা আর উজ্জ্বল কিরণ ;
এখন কেবল, হায়, চারি ধারে দেখা যায়
নিরাশার মেঘ বিভীষণ।
যাবত জীবন-তরে, এই মেঘ স্তরে স্তরে
আবরিবে হৃদয় আমার ;
আর কি নলিনী-শশী এ মোর হৃদয়ে পশি'
করিবেক কিরণ বিস্তার ?
বিজয়ের জন্মমত হৃদি-শশী অস্তগত
অকালেতে কাল-জলধরে ;
কোন ক্রমে আর তা'রে নাহি পা'ব দেখিবারে
এই দগ্ধ হৃদয়-অম্বরে !

৭০

"যদি হইতাম কবি, আজি এ শোকের ছবি
লিখিতাম লেখনীর মুখে ;
সাজা'য়ে সাজা'য়ে কথা বুকের দারুণ ব্যথা,
রাখিতাম যেথা সেথা লিখে।—
দেখিলে গাছের পাতা, এ মোর দুখের কথা
লিখিতাম যতন করিয়ে ;
প্রফুল্ল কমল তুলে, মনের বেদনা খুলে
লিখিতাম তাহে বিবরিয়ে।
যত্নসহ সে কমলে রাখিতাম হৃদিতলে,
দেখিতাম কোটি কোটি বার ;
পড়িতাম সেই লেখা যত ক্ষণ যায় দেখা
মুহুর্মুহুঃ মুছি' অশ্রুধার ;
যাইয়া পর্ব্বত-চূড়ে- সুবিশাল শিলা যুড়ে
লিখিতাম কেঁদে কেঁদে এ মোর বেদনা ;
শিলা সহ এ হৃদয় কে বলে রে তুল্য নয় ?
শিলা বই এ হৃদির নাহিক তুলনা।

৭১

"আমার পাষাণ বুক নলিনী-হারানো-দুখ
ধরিল রে জন্মের মতন ;
যত দিন প্রাণ-বায়ু, যত দিন পোড়া আয়ু
র'বে,—এও রহিবে তেমন !
নলিনী-বিয়োগ-জ্বালা এ মোর হৃদয়-শিলা
ধরিয়াছে আপনা আপনি ;
কিন্তু মহীধর-চূড়ে দৃঢ়তর শিলা যুড়ে
এ জ্বালা কি অঙ্কিত আপনি ?
তা' হ'ত না ; তথা গিয়ে, লৌহ-অস্ত্র করে নিয়ে
লিখিতাম এ ব্যথা খোদিয়া ;
এক এক কথা লিখে, শতবার প'ড়ে দেখে,
দেখিতাম মুছিয়া মুছিয়া।
যদি না মুছিত লেখা, সেইবার শেষ দেখা
দেখি' আমি আসিতাম ফিরে,
মিটা'য়ে মনের সাধ, খোদিত লেখার খাদ
পূরাইয়ে নয়নের নীরে !

১২

"যদি হইতাম কবি, নলিনীর দিব্য ছবি
আঁকি' এই গৃহের দেয়ালে,
সে চারু ছবির তলে লিখিতাম অশ্রু-জলে
শোক-গাথা দুখের মিশালে !
হৃদয়ের তল-ভাগে যে শোক সতত জাগে,
যেন জ্বালামুখী জ্বালা জ্বলে ;
কবি যদি হইতাম সেই শোক আঁকিতাম
দগ্ধ হৃদয়ের বহিঃস্থলে।
কিন্তু আমি কবি নহি, মনোদুখ মনে সহি,
শক্তি নাহি লিখি কবিতায়,
পীড়িত-হৃদয় ফুটে যে শোক তরঙ্গ উঠে,
হৃদয়েই আবার মিলায় !
গভীর গর্জ্জন করি', উঠে নীল নভ ধরি',
লীন প্রায় তরঙ্গ যেমন ;
প্রিয়া-হৃত শোক, হায়, ক্ষণমাত্র লীনপ্রায়,
পুনরায় পূর্ব্বের মতন !

১৩

"উঃ, কি ব্যথা ! বুক যায় ! যায়, তবু কেন, হায়,
যায় না রে—অহ, কি যন্ত্রণা !
পোড়া বক্ষ কত ক'রে চেপে ধরি দুই করে,
তবু কেন থামে না বেদনা ?
এ ব্যথা কি থামিবার ? এ ব্যথা কি কমিবার ?
এ ব্যথা কি ছাড়িবে আমায় ?
অগ্নি-মুখে শুষ্ক তৃণ যদি টিকে কোন দিন,
বক্ষ তবে টিকিবে ব্যথায় !
হা নলিনি !—হা প্রেয়সি ! বিজয়-শারদ-শশী !
কর দৃষ্টি-সুধা বরিষণ ;
তোমা বিনে যাই, প্রিয়ে ! বারেক আশ্বাস দিয়ে
ক্ষণ-তরে জুড়াও জীবন।"

১৪

প্রেয়সী-বিয়োগী যুবা এইরূপে বিলাপি'
ভাবিতে ভাবিতে হ'ল ক্ষিপ্তসম প্রলাপী।
যখন যা' মনে আসে, ধীর-মধ্য-উচ্চ-ভাষে
শবসহ কহে কথা, কত মত আলাপি' ;—

১৫

"প্রিয়তমে !—মনোরমে !
উঠ, উঠ, বেলা হ'ল।
উঠ না হে—উঠ না হে,
থাক শু'য়ে—থাক শু'য়ে।
আমি কি নির্দ্দয়,
হায়, জাগাই তোমায় তাই,
থাক শু'য়ে—উঠিও না—
খুল না খুল না আঁখি ;
থাক শু'য়ে, বিধুমুখি !—বিজয়-হৃদয়-পাখী !
সারানিশি কষ্টভোগ—
আহা, কি রোগের জ্বালা !
জাগা'ব না—থাক শু'য়ে—
জাগাইলে হ'বে পাপ।
আমিও জেগেছি নিশি তব সনে, প্রিয়তমে !
আমিও ঘুমাই পাশে—বিজয়-বিনোদ-মালা !
(পার্শ্বে শয়ন ও পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া)—
উঁহু—উঁহু—ঘুমা'ব না ;—
ঘুমা'বার কাল কি এ ?
কেন নয় ?
যা'র সনে চিরকাল এক ভাব—
এক প্রাণ—আত্মা এক—সবি এক—দু'য়ে এক,
যে হাসিলে আমি হাসি,
যে কাঁদিলে কাঁদি আমি,
যে বসিলে আমি বসি,
যে উঠিলে উঠি আমি,
সে যা' করে, সে যা' বলে, সে যা' দেখে,
আমিও তা' ;
তবে কেন ঘুমা'ব না ?
অবশ্যই ঘুমাইব ?
(উচ্চহাস্য করিয়া)—
হাঃ হাঃ, কি সুখের দিন !—
স্বর্গে কি এ দিন আছে ?
ছাই আছে !—কিছু নাই !
স্বর্গ সে আবার কি ?—
ভণ্ডের কল্পনা !—হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—স্বর্গ রে !
স্বর্গ যদি থাকে, থাক্ ;—
তা'তে কি এ সুখ আছে ?
আছে বৈ কি !—দূর্, দূর্ !—
মিথ্যা কথা ; সুখ নাই।
কে বলিল ?—আমি বলি।
তুমি কে ?—তুমিও যে।
স্বর্গ তবে কি রে ?—
ওরে শুনিতে কি ইচ্ছা কর ?—
করি বৈ কি।—শুন তবে—স্বর্গ সে নরক !
কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, মদ, অহঙ্কার,
এই সব স্বর্গে আছে। সত্য কি না শাস্ত্র দেখ।
স্বর্গে কি রে প্রেম নাই ?—
আছে বৈ কি,—অবিশুদ্ধ !
শুদ্ধ প্রেম তবে কোথা ?—
দূর্ অন্ধ ! এই দ্যাখ্——"

১৬

আর না ফুটিল বাক্য—ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া,
(কি জানি)কি ভাবি'যুবা উঠিল গো হাসিয়া।

অমনি আবার, হায়,
(কি জানি, কি অভিপ্রায়)
বসিয়া পড়িল ভূমে গলদশ্রু হইয়া,
বসিয়া অমনি পুন পড়িল গো শুইয়া।

৭৭

ক্ষণেক কালের তরে
অশ্রুময় আঁখি'পরে
তন্দ্রার আবেশ হ'ল ;—চিন্তা গেল চলিয়া,
আবার আসিল চিন্তা,—তন্দ্রা গেল সরিয়া।
পুন করে করি' ভর,
উঠিল যুবকবর,
প্রকৃত চেতনা ক্রমে দেখা দিল আসিয়া,
সেই সে শোকের দৃশ্য স্মৃতিপটে আঁকিয়া।

৭৮

মৃতা নলিনীর পানে
নির্নিমেষ দৃষ্টিদানে,
বিজয় দেখিল চেয়ে ;—কাছে গেল সরিয়া ;
শবের অবশ কর করে নিল তুলিয়া।
কর ধরি' নিজ করে,
ভাঙা ভাঙা ক্ষীণস্বরে
বলিতে লাগিল যুবা, দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া ;—
"জনমের মত কর বুকে রাখি' লইয়া।

৭৯

"উজ্জ্বল প্রদীপ মোর
নিবি'ছে ;—আঁধার ঘোর।
নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকার ভস্মশেষ লইয়া,
কি আর করিব, হায়, ভস্মে যাক্ মিশিয়া।
ভাগ্য মোর অন্ধকার,
অন্ধকার এ আগার,
অন্ধকারে র'ব আমি অন্ধপ্রাণ হইয়া,
উজ্জ্বল প্রদীপ মোর গেল গেল নিবিয়া!"

৮০

এই কথা বলি', পরে
ভাবিয়া ক্ষণেক তরে,
নলিনীর মৃতদেহে শ্বেতবস্ত্র ঢাকিয়া,
ধীরে ধীরে কোলে তুলি',
জগত সংসার ভুলি'
রহিল ক্ষণেক কাল অক্ষি দু'টি মুদিয়া।
অন্তরের অভ্যন্তরে অগ্নি গেল জ্বলিয়া।

৮১

আবার মেলিয়া আঁখি,
শোকাবেগে থাকি' থাকি'
মৃত নলিনীর মুখ বস্ত্র হ'তে খুলিয়া,
এক এক বার দেখে,
পুনর্ব্বার ফেলে ঢেকে ;
পুন কাঁদে শব-কণ্ঠ নিজ কণ্ঠে রাখিয়া।
কেন কাঁদে—কিছু তা'র নাহি পায় ভাবিয়া।

৮২

"নলিনি! তোমায়, হায়,
কোথায় লইয়া যায়
আজি এই হতভাগ্য নিরদয় হইয়া!
যাহারে ক্ষণেক তরে
রাখি নাই ভূমি'পরে,
কেমনে থুইব তা'রে শ্মশানেতে লইয়া!
দু'জনে যাইয়া, একা আসিব কি করিয়া?

৮৩

"যাহার পবিত্র দেহ
কখন দেখেনি কেহ
আজি তা'রে কত লোক নিরখিবে নয়নে ;
হায় রে!—" এ কথা বলি'
নলিনীরে কোলে তুলি'
চলিল বিজয় একা সুগভীর শ্মশানে!

৮৪

ভবনে মমতা নাই,
মনে জাগে সর্ব্বদাই
নলিনীর পূর্ব্ব ছবি অবিচল হইয়া,
কি কাজ গৃহেতে আর?
কি হ'বে সামগ্রী-ভার?
মুকুতা হারা'য়ে শুক্তি কিবা লাভ লইয়া?
নলিনীরে ল'য়ে যুবা চলে, সবি ফেলিয়া।

৮৫

নলিনীরে কোলে ল'য়ে,
গৃহের বাহির হ'য়ে,
মনে মনে কহে যুবা,—"পূর্ব্বে আমি যাহারে,
দেশীয় প্রথার ডরে
সদা গৃহ-অভ্যন্তরে
রাখিতাম—না দিতাম যেতে বহির্দ্বারে
পিঞ্জর-বিহঙ্গী যেন পিঞ্জরের মাঝারে।

৮৬

"খনিস্থিত মণি, হায়,
যথা না দেখিতে পায়
আলোকের দীপ্ত মুখ, নিজে দীপ্ত হইয়া,
গভীর আঁধারে রহে চিরকাল ডুবিয়া,
হায় রে, তেমতি মম
দীপ্ত মণি, প্রিয়তম,
গৃহরূপ খনিমাঝে চিরকাল থাকিয়া,
না দেখিল প্রকৃতির শোভা আঁখি ভরিয়া!

৮৭

"পরপুরুষের পানে
কথনো কটাক্ষদানে
চাহেনি আমার প্রিয়া বারেকের কারণে,
আমারেই দেখিয়াছে চিরকাল নয়নে ;
তবে আমি কি করিয়া,
পরের সাহায্য নিয়া,
যা'ব তা'রে ধ'রে ল'য়ে ভয়ঙ্কর শ্মশানে ?
পারিব না—পারিব না কভু তা' এ পরাণে।

৮৮

"হইয়া বিশ্বাসী স্বামী
যদি তাহা করি আমি,
তা' হ'লে প্রিয়ার আত্মা কি বলিবে আমারে ?
জীবিত সময়ে যা'রে
দেখাইনি কভু কা'রে,
এ সময়ে কেন পরে দেখাইব তাঁহারে ?
পারিব না, যত ক্ষণ জ্ঞান মনোমাঝারে।"

৮৯

এরূপ ভাবিয়া যুবা ধীরে ধীরে চলিল,
চলিতে নলিনী-দেহে অশ্রুবিন্দু পড়িল।
যেই পথে সর্ব্বক্ষণ
যায় আসে লোক জন,
কি জানি, কি ভাবি' যুবা সে পথে না পশিল
অপথেরে পথ করি' বনে বনে চলিল। *

ইতি শ্মশানযাত্রা নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

১

পবিত্র শীতলজলা গঙ্গা সুরধুনী
ভিজা'য়ে ভূতল-দেহ মৃদুল প্রবাহে
চলি'ছে সাগর পানে, মধুর-নাদিনী,
কলকণ্ঠে তালে তালে কল-গান গাহে।
তর তর বেগ হয় কভু বায়ু-ঘায়,
লঘু লহরীর নৃত্য হয় নীর'পরি ;
আবার যখন বায়ু আকাশে লুকায়,
তখন সুধীর বেগ—না খেলে লহরী।
অবিরাম গতি, নদী বাধা নাহি মানে ;
বিরাম যে কি, তা' গঙ্গা কভু নাহি জানে।

২

কোথায় জনম লভি' কোথায় গমন ?
কি মনস্থ করি' গঙ্গা সাগরে মিশায় ?
শত শত ক্রোশ পথে অনন্ত ভ্রমণ
কি হেতু গঙ্গার ? মোরে কেহ বা বুঝায়
যে ইহা বুঝা'বে মোরে—সে নহে মানব,
মানব-নিয়তি-নীতি-বিজ্ঞ সেই জন,
সে জানে জীবের স্থিতি,—মরণ—উদ্ভব,
সে জানে জগত-গতি কুটিল কেমন ;
প্রত্যেক নরের চিত্ত জানা আছে তা'র,
চিত্ত যে কি, তা'ও জ্ঞাত র'য়েছে আবার।

৩

কেন রবি উঠে আর কেন অস্ত যায়,
তপনের উদয়াস্ত-অবস্থার সহ
মানবের ভাগ্যলিপি কেন মিলে যায়,
কেন ভাগ্যে সুখ দুখ ঘুরে অহরহ,—
নখদর্পণের মত এ সব ব্যাপার
সে মহাপুরুষ জানে ;—আমার বিচারে
পরম জ্যোতিষী সেই সংসার-মাঝার,
প্রকৃতি অধীনী তা'র প্রত্যেক ব্যাপারে।
সেই জন যা' না জানে, অস্তিত্ব তাহার
নাহিক নিশ্চয়, তাহা ঘোর অন্ধকার।

৪

কেন কীট ফুল কাটে, কেন মধু ফুলে,
কেন সুধাহ্রদে বিষ র'য়েছে মিশিয়া,
কেন দীপ্ত অগ্নি জলে সুশীতল জলে,
কেন সুখ যায় দুখ-সাগরে ভাসিয়া,
কেন ভালবাসা শেষে বিষমাখা হয়,
কেন প্রণয়ের মূলে বিচ্ছেদ-কুঠার,
কেন যে স্বার্থীর জিহ্বা অমৃত-নিলয়,
কেন যে হৃদয় তা'র গরল-আধার,
সূক্ষ্মরূপে এ সকল জানে সেই জন,
হাসে কাঁদে এ সকল করিয়া দর্শন।

৫

আমি যা'রে ভালবাসি—সে আমার নয়—
তোমারে যে ভালবাসে তুমি নও তা'র—
আমি যা'রে নাহি চাই—সে আমার হয়—
তুমিও তাহার হও—যে নহে তোমার।
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অতীব গভীর,
তুমি আমি বুঝিব যে, হেন সাধ্য কই ?
শূন্য অন্তরের চিন্তা চির-অশরীর,
তাহে পুন তুমি আমি কতটুকু হই ?
যেই জন বুঝে ইহা, আমার বিচারে
সে নহে সামান্য নর অবুঝ সংসারে।

৬

যেখানে হেরিনু এই শান্তির নিবাস—

* এই পর্য্যন্ত "নিভৃতনিবাসের" প্রথম খণ্ড।

পরক্ষণে কেন তথা অশান্তি হুঙ্কারে,
যে মুখে হেরিনু এই হাস্যের বিকাশ—
পরক্ষণে কেন তাহা ভাসে অশ্রুধারে,—
ইহারো গভীর মর্ম্ম জানে সেই জন।
আমি যদি জানিতাম, তা' হ'লে এখনি
তব ভাগ্য-আচ্ছাদনী করিয়া ছেদন,
দেখা'তাম তব ভাগ্য-সংসার-বন্ধনী।
পারিব না—কাজে কাজে র'য়েছি নীরব ;
কি সাধ্য আমার, বুঝি অদৃষ্ট-কৈতব ?

৭

আমি যা'র হৃদয়েতে হৃদয় আমার
ঢালিয়া দিলাম, তা'রে ভাবিয়া আপন
সে নিষ্ঠুর—সে কঠোর, তীক্ষ্ণ ছুরিকার
আঘাতে হৃদয় মোর করিল ছেদন !
কেন যে সে কৈল হেন ?—কি উদ্দেশ্য তা'র ?
যে পারে তা' বুঝাইতে, চিরকাল তা'রে
পরম দেবতা বলি' ভক্তির ভাণ্ডার
অর্পিয়া, সাদরে রাখি অন্তর-মাঝারে।
কিন্তু এ সংসারে নাহি হেন কোন জন,
তা' থাকিলে নাম এর সংসার কথন ?

৮

কল্পনে ! দেখ গো, ওই সুরতরঙ্গিণী
ভাসা'য়ে বিবিধ পুষ্প চলন্ত প্রবাহে,
চঞ্চল হইয়া চলে, সাগর-গামিনী
সাগরাভিমুখে ধায়, পশ্চাতে না চাহে।
দয়িতদর্শন-আশা এতই প্রবল,
না মানে কোনই বাধা প্রেম-উন্মাদিনী,
গতিপথে বাধা দিতে কা'র এত বল ?
পতিরে তুষিতে চলে পতিসোহাগিনী।
গঙ্গার এ কাণ্ড সবে করি'ছে দর্শন
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই—অবার্য্য গমন।

৯

মানবের ভালবাসা দেখেছি নয়নে,
দেখিয়াছি মানবের গূঢ় অন্তস্তল
দেখেছি বিশেষ করি' নরনারীগণে
দেখেছি তাদের প্রেম কিরূপ চঞ্চল।
সকলি ত দেখিয়াছি—কিন্তু দেখি নাই
গঙ্গাসিন্ধু মহাপ্রেম মানব-অন্তরে ;
মানব-অন্তরে জাগে যে প্রেম সদাই,
সঙ্কুচিত তাহা স্বার্থপরতার ভরে।
গঙ্গাসাগরের প্রেমে নাহি তা'র লেশ,
প্রেমের আদর্শস্থল জাহ্নবী-জলেশ।

১০

অয়ি সুরধুনি ! আমি বুঝেছি এবার,
প্রেমমুগ্ধে গঙ্গে ! মোর ঘুচেছে সংশয়,
কেন যে পবিত্র তুমি—কেন যে তোমার
মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পূত, বুঝেছি নিশ্চয় ;—
পবিত্র প্রেমেরি তরে তুমি গো কেবল
পরম পবিত্র হ'য়ে র'য়েছ ভূতলে,
বিশুদ্ধ প্রেমেরি তরে শুদ্ধ তব জল
দেবতারো শিরে থাকে ভিজাইয়া ফুলে।
সমগ্র বিশ্বেরো মূল্য নির্দ্ধারিত হয়,
তোমার প্রেমের মূল্য নাহিক নিশ্চয়।

১১

চিরসহচরী মোর, কোমল কল্পনে !
আরো কিছু দূর চল পদ ফেলি' ধীরে,
তুমি আমি দুই জনে আজি গো নয়নে
দেখিয়া গঙ্গার মূর্ত্তি ভ্রমি গঙ্গাতীরে।
চল চল—থাম থাম—যেয়ো না কো আর,
দেখ দেখ; অহো ! ও কি গম্ভীর মূরতি।
হৃদয় স্তম্ভিত হ'ল আতঙ্কে আমার ;—
চলিতে না পারি ;— স্তব্ধ চরণের গতি !
সকলি ত জান তুমি,—ত্বরা তবে বল,
কি হেতু অচল পদ—হৃদয় চঞ্চল ?

১২

এমন সময়ে মোর অন্তস্তল হ'তে
কে যেন হৃদয়-ভাণ্ড-স্থিত রক্তরাশি
শিরাপথে বিক্ষেপিয়া তর তর স্রোতে,
কহিয়া উঠিল ;—"শুন, ওরে মর্ত্ত্যবাসী !
যা' দেখি'ছ গঙ্গাতটে সম্মুখে তোমার,
'শ্মশান' উহার নাম।"—চমকিনু আমি !
কি-যে এক মহাচিন্তা বিঁধিল আমার
হৃদয়ের মূলস্থল, জানে' অন্তর্যামী।
চিরকাল দৃষ্ট বিশ্ব দেখিনু আঁধার,
শ্মশানের নামে যেন সবি শূন্যাকার।

১৩

আশৈশব কত কি যে মনের ভিতরে
গাঁথা ছিল অবিচ্ছিন্ন সুদৃঢ় বন্ধনে,
শ্মশানের নাম শুনি' সাংঘাতিক ডরে
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল !—বলিব কেমনে ?
যে আশারে প্রাণাপেক্ষা যতন করিয়া
পুষিয়াছিলাম, হায়, যাহার মায়ায়,
বলিতে কি, আজো আমি র'য়েছি বাঁচিয়া,
কোথায় সে আশা গেল ফেলিয়া আমায় !
ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, প্রণয়
শ্মশানের নামে সবি হ'ল শূন্যময় !

১৪

শ্মশান !—শ্মশান !—অহো, কি ভীষণ নাম

শ্রবণে পশিয়া মোরে ফেলিল কি করি'
অস্থিরতা চিরসঙ্গী ;—পালা'ল বিরাম,
অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মোর গেল, হরি হরি !
আমি জীব, কিন্তু জীবশূন্য এ শ্মশান,
পরস্পরে কি সম্বন্ধ ?—কিছুই ত নাই,
তবে কেন হয় মোর ব্যাকুল পরাণ ?
কেন মন বলিতেছে,—পালাই পালাই ?
আবার হৃদয়তলে আঘাত হইল,
'কোথায় পালা'বে তুমি ?' কে যেন কহিল।

১৫

'এখন পালা'বে বটে, রে অবোধ নর !
যে দিকে বাসনা তব, সে দিকে ছুটিয়া,
কিন্তু তুমি করিতেছ যা'রে এত ডর,
অমর হইতে ইচ্ছ যাহারে স্মরিয়া,
সে শ্মশান, সুনিশ্চয়, কভূ্ন তোমারে
ছাড়িবে না, এর সহ সম্বন্ধ তোমার
অখণ্ড ; কি সাধ্য, তুমি খণ্ডিবে তাহারে ?
পালাও—পালাও, কিন্তু নাহিক নিস্তার !
কি সম্বন্ধ আছে তব শ্মশানের সনে,
এক দিন বুঝিবেই আপনার মনে।'

১৬

চিন্তার গভীর সিন্ধু উঠিল উথলি',
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল লাগিল ঘুরিতে,
আবদ্ধ ভবিষ্য-দ্বার ক্ষণে গেল খুলি',
চিন্তার অনন্ত স্রোত লাগিল ছুটিতে !
কভু ক্ষীণালোক দেখি, কভু অন্ধকার,
কভু আশা বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশ,
কভু ধু ধু ক'রে উঠে সৃষ্টি বিধাতার,
কভু ঘন ঘুরে উঠে অনন্ত আকাশ !
কভু কত মূর্ত্তি দেখি আঁখি পালটিতে,
আবার সে সব লয় শ্মশান-ভূমিতে !

১৭

অয়ি গঙ্গে ! মহাদেবি ! এই কতক্ষণ,
কিছু দূরে তব তীরে আসিনু দেখিয়া
ধনীর তোমার তট-শোভী উপবন
দাঁড়া'য়ে র'য়েছে—নানা পাদপে ভূষিয়া,
প্রস্তর-খোদিত কত মূর্ত্তি মনোহরা
(কর্ত্তার রুচির সাক্ষ্য) শোভে দলে দলে,
পাশ্চাত্য-ভাস্কর-কৃত সুন্দর ফোহারা
উগারে কৌশলে জল, রবিকরে জ্ব'লে।
ফুলের কেয়ারী মাঝে ফুল ফুটে আছে,
জড়া'য়ে র'য়েছে লতা ফুলভরা গাছে।

১৮

মনোহর সরোবর, শিলার সোপান,
ঘাটের উপরে গৃহ প্রস্তর-গঠিত,
করিতে তাহার শোভা সর্ব্বত্র সমান
প্রাচীর-বাহিনী লতা র'য়েছে বেষ্টিত।
কোনখানে লতাকুঞ্জ ফুটাইয়া ফুল
ধনীর নয়নশোভা করি'ছে বর্দ্ধন,
মধুলোভে কোনখানে মধুকরকুল
খোসামোদ করিতেছে করিয়া গুঞ্জন।
এক দিকে চাটুকার তুষি'ছে ধনেশে !
অন্য দিকে অলি তুষে তরু-পাশে এসে !

১৯

কতরূপ কারিগরী কতই ধরণে ;
নানাবর্ণ শিলাখণ্ডে সরু সরু পথ
উদ্যানের যথা তথা দেখিনু নয়নে,
পাশ্চাত্য শিল্পের তাহে কৌশলি বা কত।
অয়ি গঙ্গে ! এই আমি সে উদ্যানমাঝ
দেখিনু বৈঠকখানা—ধনীর জীবন ;
তাহার ভিতরে কত শোভে কারু কাজ,
কর্ত্তার প্রাণের প্রাণ মানস-মোহন।
অধিকারী সে বৈঠক নিরখে যখনি,
ধনমদে মাতে মন অমনি তখনি।

২০

দেবি ! সে উদ্যান-তলে তুমি চ'লে যাও,
দেখিতে দেখিতে তা'র বাহ্য শোভাচয়,
কিন্তু ভিতরের কাণ্ড দেখিতে কি পাও ?
কাজ নাই দেখে সেই অনন্ত নিরয়।
বহি'ছে সুরার স্রোত প্লাবি' গৃহতল,
উৎকট দুর্গন্ধ ঘোর উঠি'ছে তাহায় !
উদ্যানের বহির্দ্দেশে তব পূত জল,
উদ্যানের মধ্যভাগ প্লাবিত সুরায় !
সাধের বৈঠকখানা এত যে শোভার,
সুরার প্রবাহে তাহা নরক পাথার !

২১

দেবি গঙ্গে ! তব তীরে এ ঘোর শ্মশান
গম্ভীর মূরতি ধরি' আছে দাঁড়াইয়া।
ইহার এ মূর্ত্তি-ছায়া করি'ছে প্রদান
জগতের নশ্বরত্ব বিশেষ করিয়া।
এ ছায়ারে, অয়ি দেবি ! বারেক কারণে
ধনীর সে উপবনে করহ স্থাপন,
দেখুক্ সে ধনী ইহা বারেক নয়নে,
বুঝুক অস্তিত্ব তা'র সে নির্ব্বোধ জন।
কি সম্বন্ধ আছে তা'র শ্মশানের সনে,
দেখুক সে মূঢ় বসি' বৈঠক ভবনে।

২২

কলকল নাদে তা'রে, অয়ি কল্লোলিনি !

বিধিমতে স্পষ্টাক্ষরে দাও বুঝাইয়া,—
যে সুরারে ভাবে সেই মুক্তিপ্রদায়িনী,
এ শ্মশানে 'মুক্তিদ্বার' দিবে সে খুলিয়া।
আদরের সুরাপাত্র যা'বে গড়াগড়ি,
প্রাণের বৈঠক তা'র পড়িয়া রহিবে,
সাধের উদ্যান র'বে তব তীরে পড়ি',
হয় ত তথাও নব শ্মশান হইবে।
ভাগীরথি! একবার মম অনুরোধে—
শ্মশান-সম্বন্ধ জ্ঞাত কর সে নির্ব্বোধে।

২৩

অহ, দেবি! যদি আজ তব বক্ষোপরি
ভাসিবার গুণযুক্ত হ'য়ে এ শ্মশান,
পারিত ভাসিয়া যেতে ঠেলিয়া লহরী,
নীলাকাশে ঘোর ধূমকেতুর সমান,
তা' হ'লে নূতন দৃশ্য দেখিত নয়ন,
ডুবিত নূতন ভাবে মানব-অন্তর,
চলন্ত-শ্মশান-শিক্ষা হইত নূতন।
পর্ণের কুটীর আর প্রাসাদ ভিতর
শ্মশানের মহাছায়া ভীষণ আকারে
সমভাবে বিরাজিত জ্ঞান শিখা'বারে।

২৪

হায়, রে নির্ব্বোধ নর! তোর মত আর
সারশূন্য জীব আমি দেখিনি ধরায়।
কে বলে মানুষ মন জ্ঞানের ভাণ্ডার?
যে বলে, জ্ঞানের লেশ নাহিক তাহায়।
পশু নর ভেদাভেদ হয় যেই জ্ঞানে,
সেই জ্ঞান কই তোর? অথচ দাপটে
স্ফীতবক্ষ হ'য়ে ফাট জ্ঞান-অভিমানে!
অজ্ঞানের দাস তুই জ্ঞানীর নিকটে।
জ্ঞানের কণিকামাত্র যদ্যপি থাকিত,
তা' হ'লে কি চিত্ত তোর আঁধারে ডুবিত?

২৫

দেখ্ দেখি, মূঢ়! যেই শ্মশান দেখিয়া,
আধ্যাত্মিক ভাবে চিত্ত চিরমগ্ন হয়,
ঈশ্বরের মহামূর্ত্তি জাগ্রত থাকিয়া
হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজিত রয়,
সেই শ্মশানেরে তুই, অজ্ঞানের দাস!
দেখিতে না চা'স্, পুন প্রকাশিস্ ঘৃণা,
শ্মশান-ধূলিতে তোর নাহি অভিলাষ,
শ্মশানের দৃশ্যে তোর বসে না বাসনা।
নির্জ্জনে—অনেক দূরে, এই সে কারণ,
র'য়েছে শ্মশান তোর ছাড়িয়া নয়ন।

২৬

যে শ্মশানে নিরখিলে পাপ দূরে যায়,
পাপেরে ছুঁইতে চিত্ত না হয় ধাবিত,
অন্তর শীতল হয় পুণ্যের ছায়ায়,
স্বর্গের দুয়ার চক্ষে রহে অবারিত,
এ হেন শ্মশান ছাড়ি' দূরদূরান্তরে,
পাপলিপ্ত হ'য়ে তুই করিস্ নিবাস।
অন্তরস্থ শ্মশানেরে ভুলেও অন্তরে
অন্তর না করি' ভাব আপন নিবাস।
যেখানে শ্মশান, তুই থাক্ সেইখানে,
হ'স্‌নে শ্মশান-ছাড়া ক্ষণেরো কারণে।

২৭

দূরে টেনে ফেলে দে রে, ও অবোধ নর!
ভিত্তিবিলম্বিত ছবি; কি হ'বে উহায়?
তৈলচিত্র, জলচিত্র ছিঁড়ে দূর কর,
দগ্ধ কর অনলের প্রদীপ্ত শিখায়।
আকটি উলঙ্গ আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ
বিবিধ রমণী-চিত্র রেখেছ ভবনে;
কুরুচির পরিচয়ে কর কত রঙ্গ,
কুভাবে, রে পাপী! উহা নিরখ নয়নে।
ছিঁড়ে ফেল—দগ্ধ কর—দে রে ভাসাইয়া।
বাড়া'স্ নে পাপ-স্রোত এ পাপ রাখিয়া।

২৮

আয়, ভাই! শ্মশানের চিত্র, পুণ্যময়,
যতন করিয়া আঁকি' রাখি রে দেয়ালে;
শ্মশানের ছবি, ভাই! শুধু ছবি নয়,
পরলোক-শিক্ষা-ছবি ভবিষ্য-মিশালে।
এ ছবি টাঙা'য়ে রেখে বিশেষ যতনে,
পরস্পরে দেখি আয় নয়ন ভরিয়া।
পরস্পরে যত পাপ বাক্য-কায়-মনে
ক'রে থাকি, নরকেরে অন্তরে ভুলিয়া,
শ্মশানের ছবি দেখি' পাপে হ'বে ভয়,
শ্মশানের ছবি, নর! ছবিই নিশ্চয়।

২৯

ধন্য সেই যোগিবর মানব-জগতে,
সংসারের ছায়া-বাজী ভুলিয়া যে জন,
চিরবাস করে এই শ্মশান-ভূমিতে,
নিশ্চয় সে পায় পরমেশের দর্শন।
নরক-নায়ক দূত ভয়ঙ্কর পাপ
তা'রে না ভুলা'তে পারে ঘোর প্রলোভনে;
কখনো না হয় তা'র পাপ-পরিতাপ,
পবিত্র অন্তর তা'র পুণ্য পরশনে।
শ্মশান-নিবাস তা'র স্বর্গীয় নিবাস,
ঈশ্বরের জ্যোতি তা'র নয়নে প্রকাশ।

৩০

শ্মশানের ধূলি মাখি' বামপদাঘাতে
নরক-দূতেরে সেই দেয় তাড়াইয়া;
পুণ্যের পবিত্র মূর্ত্তি সুখে দুই হাতে
সাদরে সর্ব্বদা সেই রহে আলিঙ্গিয়া।
স্বর্গীয় দূতেরা তা'রে হরষিত মনে
সমীরণ সহ মিশি' করে আলিঙ্গন,
স্বর্গীয় অমৃতরাশি মিশি' বারি সনে
তাহার পবিত্র শিরে হয় বরিষণ।
শ্মশান-অঙ্গারে বসি' সেই মহাযোগী
অনায়াসে হয় চির-সুরৈশ্বর্য্যভোগী।

৩১

ও কল্পনে! এ কি হ'ল? বৈদ্যুতিক-তারে
সহসা কহিল যেন কে আমার কানে;—
"পশিতে যদ্যপি ইচ্ছ স্বর্গের দুয়ারে,
তা' হ'লে পরীক্ষা তা'র দাও এ শ্মশানে।"
বিষম পরীক্ষা—অহ!—আত্মসমর্পণ,
ছিঁড়িতে হইবে দৃঢ় কলুষ-শৃঙ্খল,
করিতে হইবে পুণ্য-গিরি আরোহণ,
তরিতে হইবে আশা-বৈতরণী-জল।
এ মহাপরীক্ষা আমি কি করিয়া দিব!
আমি কি দেখিব স্বর্গ?—নরকে থাকিব!

৩২

নরকে থাকিব?—কেন?—কি হেতু থাকিব?
স্মরিলে যাহার নাম, অন্তর হইতে
ঘৃণার উদ্ভব হয়, কেমনে ভুলিব
সে ঘৃণারে ক্ষণতরে নরকে থাকিতে?
ঘৃণা যদি ছাড়ে মোরে, ঘৃণিত বলিয়া,
তা' হ'লে নরকবাসে নাহি করি ভয়।
অসংখ্য শপথ, ঘৃণা! যেও না ছাড়িয়া
আমারে, ছাড়িলে ভাগ্যে নরক নিশ্চয়।
চিত্তশুদ্ধিকরী ঘৃণা! তুমি আছ যাই,
তাই সে নরকে আমি কভু না ডরাই।

৩৩

বুঝেছি নিশ্চয় আমি, ঘৃণা যদি রয়,
তা' হ'লে তাহারি গুণে পুণ্য আর পাপ
কিমীয় বিশ্লেষে যেন দোঁহে ভিন্ন হয়,
স্বর্গীয় প্রতাপে লয় নিরয়-প্রতাপ!
স্বর্গ তবে কত দূর?—এই ত নিকটে।
মহাপরীক্ষার ভয় কেন তবে করি?
ঘৃণা যদি সঙ্গী মোর, কিসের সঙ্কটে
পড়েছি বলিয়া তুচ্ছ নরকেরে ডরি!
ঈশ্বর যাহাতে তুষ্ট, পুণ্য তা'রি নাম;
কি ভয়—কি ভয় তবে?—ওই স্বর্গধাম।

৩৪

পুণ্য কি?—পাপের শত্রু! কিসে পুণ্য হয়?—
পরহিতসংসাধনে—পরেরে আপন
ভাবিলে—পরের প্রতি উদার হৃদয়
হইলে—পরের মনে মিলাইলে মন—
ঈশ্বরের আরাধনা—ঈশ্বর-নির্ম্মিত
প্রত্যেক জীবেতে কিংবা প্রত্যেক দ্রব্যেতে
সহানুভূতির রেখা রাখিলে অঙ্কিত,
স্বর্গের সুদূর দ্বার আসে নিকটেতে।
নরকের নামে তবে কেন মরি ভয়ে?
অনায়াস-লভ্য স্বর্গ এ পুণ্য-সঞ্চয়ে।

৩৫

পৌরাণিক! কেন তুমি স্বর্গের দুয়ার
সুবর্ণে মণ্ডিত বল?—চিত্ত তুষিবারে?
তাই যদি হয়, তবে তব বর্ণনার
মূলে ভুল ঘটিয়াছে অশেষ প্রকারে।
স্বর্গের দুয়ার নহে সুবর্ণে মণ্ডিত,
সুবর্ণ অতীব তুচ্ছ স্বর্গের দুয়ারে;
অমূল্য শ্মশান-ভস্মে হ'য়ে বিলেপিত,
স্বর্গের দুয়ার শোভে পবিত্র আকারে।
এ পূত শ্মশান-ভস্ম ভূষণ যাঁহার,
তাঁ'র কাছে অবারিত স্বর্গের দুয়ার।

৩৬

এই পূত ভস্মরাশি, পবিত্র অন্তরে
সজীব মৃণ্ময় দেহে কর বিলেপন,
দেখি, কে তোমারে আর নরক দুস্তরে
নিমেষেরো তরে পারে করিতে ক্ষেপণ।
শ্মশানের অন্য নাম—পূত স্বর্গধাম;
স্বর্গের অপর নাম—ভূতলে শ্মশান;
এই সে প্রত্যক্ষ স্বর্গে শান্তি অবিরাম,
এই সে প্রত্যক্ষ স্বর্গে দুখ অবসান।
বল তবে, কোন্ মূঢ়—কোন্ অর্ব্বাচীন
শ্মশানের নামে হয় আনন্দ-বিহীন?

৩৭

যে হয়,—সে কভু নয় বিধাতৃনির্ম্মিত,
সজীব-হৃদয়, আত্মা নাহিক তাহার;
নরকের কীট সেই, পতিত, ঘৃণিত,
অসার হ'তেও সেই নিতান্ত অসার।
পৃথিবীর যেই অংশে থাকে সেই জন;
সে অংশে ধরার বক্ষে নরক বিস্তার;
মাড়াইলে ছায়া তা'র, নরকদর্শন
অবশ্যই ভাগ্যে ঘটে, কি সন্দেহ তা'র?
এ হেন শ্মশানদ্বেষী পাতকী পামরে
কি হেতু ধরণী ধরে পূত অঙ্ক'পরে?

৩৮

হয় ত একদা সূর্য্য যুগযুগান্তরে
নভশ্চ্যুত হ'য়ে হ'বে কোথায় পতিত ;
হয় ত বালুকারাশি একদা সাগরে
থাকিবে কেবল, জল না র'বে কিঞ্চিত,
হয় ত একদা বায়ু স্তম্ভিত হইয়া,
ধরণীরে জীবশূন্য করিয়া ফেলিবে ;
হয় ত একদা চন্দ্র পড়িবে লুটিয়া,
অথবা একদা শৈল আকাশে ছুটিবে,
কিন্তু তবু র'বে সে রে নরক ভিতরে,
শ্মশানেরে অপবিত্র যে ভাবে অন্তরে।

৩৯

স্বর্গ চেয়ে প্রিয় যা'র জলন্ত নরক,
সেই পাপী—সেই মূর্খ পবিত্র শ্মশানে
দাঁড়াইতে ভয় পায় ; কিন্তু যে সাধক
সাধ করে স্বর্গসুখ প্রাণ বর্ত্তমানে,
তা'র পূত দৃষ্টিপথে এ মহাশ্মশান
জীবন্ত জাগন্ত স্বর্গ অমৃত-সিঞ্চিত ;
এখানে সে দাঁড়াইলে, স্বর্গের সোপান
পারিজাত-বৃক্ষ হ'য়ে আপনি পাতিত।
বল, কে তখন তা'রে ভাবে ক্ষুদ্র নর ?
শ্মশানে সে নর-দেহে অমর ঈশ্বর।

৪০

এই না শ্মশান সেই ? যোগীর প্রধান
মহাদেব হেথায় না করিতেন যোগ ?
কুবের ভাণ্ডারী যাঁ'র মহৈশ্বর্য্যবান,
শক্তি যাঁ'র জায়া, তাঁ'র কেন কর্ম্মভোগ !
প্রকৃতির লীলাভূমি রজত কৈলাস
সুখের নিবাস যাঁ'র, তাঁহার নয়নে
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কেন শ্মশান-নিবাস ?
বিশ্ব ভুলে, প্রাণ খুলে কি ভাবেন মনে ?
সে ভাবনা তুমি আমি কেমনে বুঝিব ?
বুঝিলে শ্মশান ছাড়ি' কি হেতু রহিব ?

৪১

ও কল্পনে ! শ্মশানের গভীর চিন্তায়
কত দূর আসিলাম ?—আরো কত দূরে
অগ্রসর হ'লে পা'ব দেখিতে তোমায়
পরমযোগিনী, এই দু'নয়ন পূরে !
মর্ত্ত্যের ভূষণ বেশ, মর্ত্ত্যফুলহার,
মর্ত্ত্যের চন্দনচিত্র, মর্ত্ত্যের বাসনা
আরো কত দূরে করিবে গো পরিহার ?
বল, গো কল্পনে ! মোরে ক'র না ছলনা।
বড় সাধ—বড় আশা জাগিয়াছে মনে,
শ্মশান-যোগিনী মূর্ত্তি ধর, গো কল্পনে !

৪২

যে মূর্ত্তির ছায়ামাত্র করিলে দর্শন,
হৃদয়-কপাট খুলে অনন্ত ভকতি
আবেগে উছলি' করে এ বিশ্ব প্লাবন,
অন্তরে বাহিরে খেলে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি,
ধমনীরে স্ফীত করি' ছুটে রক্তধার,
সে রক্ত এ রক্ত নয়, অমৃত-লহরী
মিশ্রিত হইয়া তাহে, কি এক প্রকার
উন্মত্ততা আনি' দেয়, উঠি গো শিহরি'।
এ অসার ছার মর্ত্ত্য মরীচিকাময়
বলি' বোধ হয়, যেন কোন কিছু নয়।

৪৩

কি এক বিস্ময় আসি' নিমেষে আমারে
কোথায় ঘুরা'য়ে ফেলে ক'ব তা' কেমনে ?
উলটি' পালটি' ভাসি চিন্তার পাথারে,
স্তম্ভিত হইয়া থাকি মুদ্রিত নয়নে।
নিশ্বাস ফেলিতে যাই, না পড়ে নিশ্বাস,
নয়ন খুলিতে যাই, না খুলে নয়ন,
কথা কহিবারে যাই, নাহি ফুটে ভাষ,
উঠিয়া চলিতে যাই, না চলে চরণ।
আমি যেন আমি নই, না পারি বুঝিতে,
কি যে অলৌকিক কাণ্ড সে ছায়া-মূর্ত্তিতে।

৪৪

কল্পনে ! না জানি তব প্রকৃত মূরতি—
প্রকৃত যোগিনী মূর্ত্তি করিলে দর্শন,
কি যে হ'ব—কোথা যা'ব—সংসারের প্রতি
না র'বে আস্থার লেশ ক্ষণেরো কারণ।
দেখিতে পাইব,—তব মহামুষ্টি হ'তে
একটি সুসূক্ষ্ম সূত্রে এ বিশ্বমণ্ডল
বদ্ধ হ'য়ে ভাসিতেছে কালসিন্ধু-স্রোতে,
ক্ষণতরে স্থির নয়—নিয়ত চঞ্চল।
দেখিব এ জীবপূর্ণ বিশাল সংসার
কিছু নয়—শুধুমাত্র শূন্যতা-ভাণ্ডার !

৪৫

দেখাও সে মূর্ত্তি, দেবি ! এ মহাশ্মশানে,
দেখিয়া সংসারচিত্র আঁকিয়া লইব।
সেই ইন্দ্রজাল-চিত্র, স্তম্ভিত পরাণে
বিস্মিত-নয়ন-দৃষ্টি মিশা'য়ে দেখিব।
দেখিব,—প্রকাণ্ড সূর্য্য কিসে বিনির্ম্মিত ;
দেখিব,—তাহার রশ্মি এ সৌর জগতে
কিরূপে জীবিত রাখে ; কিরূপে নিঃসৃত
হয় সেই মহারশ্মি সেই সূর্য্য হ'তে।
কি যে সে রশ্মির প্রাণ, নিরখিব তাও,
কল্পনে ! যোগিনী-মূর্ত্তি বারেক দেখাও।

৪৬

শ্মশান-যোগিনী মূর্ত্তি ধর একবার,
নির্নিমেষ চক্ষে আমি করি নিরীক্ষণ,
সূর্য্য-করে চন্দ্র কেন আকাশ মাঝার
দীপ্ত হয়, তপ্ত নয় ক্ষণেরো কারণ?
গ্রহ, উপগ্রহ আর নক্ষত্রমণ্ডল
কেন নীল নভস্তলে করে অবস্থান?
কেন নাহি খসি' পড়ে হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল?
পরস্পরে বেড়ি' কেন চির ভ্রাম্যমান্?
পৃথিবীর মত, দেবি! ওদেরো হৃদয়ে
আছে কি শ্মশান, তব মহামূর্ত্তি ল'য়ে?

৪৭

যদি থাকে,—ভাল; তবে স্বর্গের দুয়ার
অবশ্য সেখানে আছে, নতুবা নিশ্চয়
বুঝিব গো সমুৎসুক অন্তরে আমার—
গ্রহ, উপগ্রহ আদি জ্বলন্ত নিরয়;
কবিকুল যে চাঁদেরে এত ভালবাসে,
সেই চাঁদ, কি বিভ্রাট! সাক্ষাত নরক!
প্রেমিক প্রিয়ার মুখে বসায় উল্লাসে
যে চাঁদের ছবি তুলি', সে চাঁদ নরক!
ভক্ত যে সূর্য্যেরে পূজে করি' ভক্তি-যোগ,
সে সূর্য্য নরক;—পূজা নরকের ভোগ।

৪৮

তবে কি পৃথিবী স্বর্গ?— হরি হরি হরি!
এ কথা কি বলিতেছি?—পৃথিবী নরক!—
পৃথিবী নরক!—বলি শতবার করি'
নরক—নরক পৃথ্বী সাক্ষাত নরক!
কেবল ইহার বক্ষে যথায় যথায়
পবিত্র শ্মশান-ভূমি নিরীক্ষিত হয়,
এ নরকগর্ভে, জানি, তথায় তথায়
স্বর্গ বা স্বর্গের দ্বার তাহাই নিশ্চয়।
যেথানে শ্মশান, তথা স্বর্গের মূরতি,
তা' ছাড়া নরক পৃথ্বী, পাপের প্রসূতি।

৪৯

তবে কি পৃথিবীবাসী সবাই নারকী?—
সবাই পাতকী?—না না, তাও ত বলি না।
স্বর্গীয় ধার্ম্মিক আর নারকী, পাতকী—
দুই আছে পৃথিবীতে, তাও কি জানি না?
স্বর্গীয় ধার্ম্মিক যিনি, নিশ্চয় তাঁহার
অন্তরে শ্মশান-মূর্ত্তি আছে চিরাঙ্কিত,
শ্মশানের সুপবিত্র পরমাণু ভার
তা'র পরমাণু সহ হ'য়েছে মিশ্রিত।
কিন্তু ঘৃণা করে যেই পবিত্র শ্মশানে,
পাতকী—নারকী সেই পাপময় প্রাণে।

৫০

সাম্য বৈষম্যের যথা তারতম্য নাই,
তুমি বড়—আমি ছোট নাহিক যথায়,
না আছে যেথানে স্বার্থপরতা বালাই,
পরনিন্দা নাহি যায় যাহার সীমায়,
বিদ্বান্ নির্ব্বোধে যথা অভিন্নহৃদয়,
নানাদিক-প্রবাহিত নদীকুল যথা
সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া একসম হয়,
সেরূপ যথায় হয় সবার সমতা,
পৃথিবীতে সেই স্বর্গ;—সে এই শ্মশান।
সেই স্বর্গবাসী, ইহা যাহার ধেয়ান।

৫১

শ্মশান ব্যতীত স্থান পৃথিবীমণ্ডলে
জীবন্ত জ্বলন্ত ভীম উৎকট নিরয়;
নারকীরা সেইখানে পাপ-কোলাহলে
পুণ্য ভ্রমে পাতকেরে দিতেছে প্রশ্রয়।
সুখময় স্বর্গ তথা, শ্মশান যথায়,
যেথানে শ্মশান নাই, সেথানে ভীষণ
নরকের অধিষ্ঠান; কথায় কথায়
মহাবেগে ছুটে তথা পাপ-প্রস্রবণ।
তাই বলি, স্বর্গ আর পাপের নিরয়
অন্য কোথা নাই—আছে পৃথ্বীতে নিশ্চয়।

৫২

ও কল্পনে! এ কি হ'ল? এ চিন্তা গভীর
চমকি' উঠিল কেন? কেন ভাবান্তর
ঘটিল অন্তরে মোর? আবার অধীর
কি হেতু হইনু আমি? শ্মশান ভিতর
কে ওই পশিল, শোকে করিয়া রোদন?
নির্জ্জীব বিজলী-মূর্ত্তি শিথিল শরীরে
লুটিয়া প'ড়েছে স্কন্ধে, লতার মতন,
সে মূর্ত্তি জড়া'য়ে যুবা ভাসে অক্ষি-নীরে।
কে ওই যুবক? স্কন্ধে কে ওই দামিনী?
যুবক—বিজয়; স্কন্ধে নির্জ্জীব নলিনী!

ইতি শ্মশানপ্রবেশ নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

১

প্রহরেক সময় অতীত;
ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন
সময়ের অনন্ত উদরে
প্রহরেক সময়ের তরে
অলক্ষ্যেতে হইল গ্রাসিত।

জগতের পরমায়ু প্রহরেক তরে
অলক্ষ্যেতে ক'মে গেল; কমিয়ে বাড়িয়ে এল
অনন্ত সময় যেন নিজ সীমান্তরে।
প্রহরেক সময়ের তরে
খোয়াইল রবি নিজ কর;
কুসুমের জীবনের খেলা,
রূপের মাধুরী,
আদুরে দোলনি,
প্রফুল চাহনি,
মধুর হাসনি
মিশে গেল সময়-শরীরে;
প্রহরেক তরে
জাহ্নবীর বারি গেল ধীরি ধীরি
অনন্ত সাগরে,
ফিরিবে না আর;
প্রহরেক তরে
অন্তর-সাগর-আয়ু সময়-সাগরে
মিশে গেল, আঁধারে আঁধার!
প্রহরেক তরে
তোমার আমার
সুখ, দুখ, বিষাদ, যন্ত্রণা
ভাল মন্দ মনের মন্ত্রণা,
দয়া, মায়া, অশ্রু, হাসি,
খেলা, ভালবাসাবাসি,
মান, অপমান,
বায়ুময় প্রাণ
উবে গেল—ডুবে গেল সময়ের গ্রাসে;
প্রহরেক তরে
মিশিল বায়ুর আয়ু সময়-আকাশে।
ফিরিবে না আর—আসিবে না আর
যা' গেল চলিয়া;
প্রহরেক তরে আলোকে আঁধার
পড়িল ঢলিয়া।
বিজয়ের প্রাণ—বিজয়ের জ্ঞান—বিজয়ের ধ্যান
প্রহরেক তরে
মিশিল কি নিরাকার সময়-অম্বরে?
প্রহরেক তরে?—না না—
বিজয়ের প্রাণ—বিজয়ের জ্ঞান—বিজয়ের ধ্যান
চিরকাল তরে
মিশে গেল সময়-অম্বরে।
বিজয়ে বিজয় নাই আর,
স্তরে স্তরে আঁধারে আঁধার;
তুমি দেখ আলোকের রেখা,
বিজয়ের ফুরা'ল সে দেখা;

নলিনীর জীবনের সনে
ম'রেছে গো বিজয় জীবনে।
এ কি কথা! অসম্ভব! কেমনে বিশ্বাস করি?
কেমনে বিজয় গেল জীবন থাকিতে মরি'?
যদি না বিশ্বাস কর,
কেমনে বুঝা'ব তবে আর?
কিন্তু কর প্রণিধান, অবিশ্বাসী মন,
কথা কহা—নড়া চড়া
বুঝ বুঝি জীবন্ত-জীবন?
তা' নয়—তা' নয়—
(নিশ্চয় নিশ্চয়।)
না—না—তা' নয়—
জীবন্ত-জীবন যা'র নাম,
সে জীবনে এ ব্রহ্মাণ্ড-ধাম
অবিরাম—অবিরাম—অবিরাম শূন্যময়,
জীবন্ত-জীবন, তাই! হেথা থাকিবার নয়।
এ ব্রহ্মাণ্ড-ধাম,
এ ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরিমাণ
এই যে ধরণী
দিবস রজনী
নির্জ্জীব জীবনপূর্ণ; জীবন্ত-জীবন
নাহি হেথা—থাকিতেও পারে না কখন।
শোকের প্রভুত্ব যেথা সদা,
বিষাদের ডোরে প্রাণ বাঁধা,
নিদারুণ রোগের পীড়ন,
নিরাশার দারুণ তাড়ন,
যন্ত্রণার নিরয় যেথায়,
জীবন্ত-জীবন কি সেথায়
থাকিবারে পারে?
তুমি আমি নড়ি চড়ি—কথা কই বটে,
জীবন্ত-জীবন কিন্তু আছে কি এ ঘটে
মানব-সংসারে?
নাই নাই—কভু নাই, ভ'রেছে সংসার, ভাই,
নির্জ্জীব জীবনে;
জীবন্ত-জীবন হেথা এসে ম'রে গেছে, ব্যথা
পাইয়ে জীবনে!
তাই বলি, অভাগা বিজয়
ম'রেছে গো, ম'রেছে নিশ্চয়!
আমরাও বিজয়ের মত
এ মর সংসারে
একটি অথবা বহু বিষাক্ত দংশনে
ম'রে আছি—ম'রে আছি জীবন্ত-জীবনে
পড়িয়ে আঁধারে।
নাম মাত্র জীবন্ত-জীবন

নামে কথা কহা—নড়াচড়া,
নামমাত্র নাকের নিশ্বাস,
কাজে মোরা প্রাণহীন মড়া।
কি জটিল প্রহেলিকা—কূট ইন্দ্রজাল!
ও কল্পনে! চ'লে গেল প্রহরেক কাল।

২

প্রহরেক কাল গেল অলক্ষ্যে মিশিয়া,
দ্বি-প্রহর কাল এল অলক্ষ্যে ভাসিয়া।
বিজয়ের লক্ষ্যের পুতলী
অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে গেছে চলি'
অলক্ষ্য ভুবনে।
চক্ষের লক্ষ্যেতে আর দেখা নাহি পা'বে তা'র
নির্জ্জীব জীবনে।
নির্জ্জীব জীবন ছাড়ি' জীবন্ত জীবন
পেয়েছে নলিনী বালা জন্মের মতন।
কেন তবে বৃথা আর নির্জ্জীব বিজয়,
ভুলি'ছ আশার ছলে?—আশা মোহময়!
নির্জ্জীব জীবন যবে যা'বে,
জীবন্ত জীবন যবে পা'বে,
নলিনীর দেখা পা'বে তবে।
নির্জ্জীব জীবনে এবে ভাবিয়ে কি হ'বে—
কি হ'বে, বিজয়!
পা'বার যে নয়।

৩

শ্মশানের সীমা-পাশে অবশ অবশ ভাবে
দাঁড়াইল হতাশ বিজয়;
ছিন্ন কনকের লতা লুটিয়া প'ড়েছে কাঁধে,
এ নলিনী সে নলিনী নয়।
কল্পনে গো! বুঝাও আমায়,—
কে এই নলিনী?
খুল খুল খুল অচিরায়
রহস্য-কাহিনী।
জ্ঞান পড়িয়াছে বাঁধা, অন্তরে লেগেছে ধাঁধা,
বুঝি বুঝি করি, কিন্তু বুঝিতে পারি না;
খোল-খোল হয়ে তবু খোলে না খোলে না যে গো
রহস্যের আঁটা দ্বার—খুলিতে জানি না।
কি এক মায়ার আবরণে
কি এক অস্ফুট কূট ছায়া,
মরীচিকা খেলি'ছে নয়নে,
মায়ারে ভুলায় এ কি মায়া!
এত দিন কি বুঝিনু—কি বুঝিনু আমি!
কিছু না কিছু না, শুধু অজ্ঞানের খেলা;
অজ্ঞানের মুগ্ধ কোলে আয়ুরে লুকা'নু,
ভাসা'নু কালের জলে জীবনের ভেলা।
তুল যবনিকা—দেখ—মাঝামাঝি বেলা;
হেলায় হারা'নু জ্ঞান, আয়ু-রেখা অবসান
ধীরে ধীরে হইতেছে—কখন কি হয়,
কবে আর কবে আর এ কূট-রহস্য-দ্বার
খুলিব খুলিব আমি?—খুলিবার নয়!
তবে এই কূটদ্বার খোলে,
তুমি যদি খোল অবহেলে;
এ দ্বারের কলময়ী তালা,
এ দ্বারের কলময়ী চাবী
তোমারি তোমারি কাছে আছে,
খোল দ্বার—খোল খোল, দেবি!

৪

নীরবে নীরবে খুলিল দুয়ার,
নীরবে কল্পনা পশে;
আঁধারের রাশি করে গিসিগিসি
গায়ে গায়ে মিশে মিশে।
কল্পনা অমরী মুঠো মুঠো ধরি'
আঁধার বাহিরে ফেলে;
দেখিতে দেখিতে পলকে চকিতে
রাশি রাশি আলো খেলে।
দেখিনি দেখিনি কখন দেখিনি
সেরূপ আলোক আগে;
পৃথিবীর আলো আঁধারে লুকা'লো,
কেবল সে আলো জাগে।
কহিল কল্পনা;— "ওরে বাছাধন!
ওরে মরতের ছায়া!
হের হের এই রহস্যের ছবি,
মুছিয়া নিয়েছি মায়া।
বিজয়ের কাঁধে কে এ হেমলতা
আলুয়িত চুলে ঝুলে,
কে এই নলিনী, বুঝে নে বুঝে নে,
কপাট দিয়েছি খুলে।"
কল্পনার ভাষে, সুখশোকত্রাসে
অবাক্ হইয়া গেনু,
ধাঁধার উপরে ফের এ কি ধাঁধা,
গোলকধাঁধায় এনু!
শূন্যদৃষ্টে চাই, কেউ কোথা নাই
অথচ অথচ এ কি!
এ কি গো রহস্য! এ কি কারখানা!
এ কি কূট কাণ্ড দেখি!
কূট মায়া-মাখা কূট প্রহেলিকা,
অস্ফুট অস্ফুট ধাঁধা,
জননি কল্পনে! কি কূট ছলনে
নয়ন পড়িল বাঁধা!

কহিল কল্পনে,— "এখনো রে তোর
ভাঙেনি মোহের ঘোর;
চোখে দিনু হাত, কর্ দৃষ্টিপাত,
কি ওই সমুখে তোর।"

৫

চাহিয়া দেখিনু, দেখিনু সমুখে;—
শ্মশানে হেরিনু যা'রে,
সেই সে নলিনী নির্জ্জীব নলিনী
পড়িয়া একটি ধারে।
ভৌতিক বিশ্লেষে, পড়ে খ'সে খ'সে
দেহের গঠনগুলি,
জলে মিশে জল, অনলে অনল,
ধূলায় মিশি'ছে ধূলি,
বাতাসে বাতাস, আকাশে আকাশ,
পাঁচে পাঁচ গেল মিশে;
চারিধারে চাই, খুঁজিয়া না পাই,
শেফনা রহিল শেষে।
কোথায় নলিনী?—কোথায় নলিনী?
কোথাও কিছু যে নাই;
সব একাকার, নিবিড় আঁধার,
ফাঁকে ফাঁকে খালি চাই।
সেই সমীরণ, সেই হুতাশন,
সেই রবি, সেই জল,
সেই নীলাম্বর, সেই জলধর,
সেই শশী, তারাদল,
সেই তরু, লতা, ফল, ফুল,পাতা,
সেই এই বসুমতী,
সেই সেই সবি, সেই সেই ছবি,
কই সে নলিনী সতী?
আপনা আপনি ক্ষণে কোটিবার
এ প্রশ্ন জাগিল মনে,
আপনা আপনি ক্ষণে কোটিবার
এ প্রশ্ন মিশিল মনে,
উত্তর না পাই কেনে?
অবাক্ হইয়া, রহিনু চাহিয়া,
রহিনু পাতিয়া কান,
কিছু নাহি দেখি, কিছু নাহি শুনি,
পলকে আকুল প্রাণ।
কোথা যে আইনু, কোথা যে দাঁড়া'নু,
কিবা যে দেখিনু, কিবা যে শুনিনু,
বুঝি না বুঝি না কিছু;
এ কি গো বিষম মহাদিগ্‌ভ্রম,
কোন্ দিকে চাই, কোন্ দিকে যাই?—
কই আগু?—কই পিছু?

আবার অমনি আপনা আপনি
জাগিল প্রশন চিতে,
জীবন্ত জীবন— নির্জ্জীব জীবন
কে পারে বুঝা'য়ে দিতে?
অমনি তখনি বিদুষী কল্পনা
দাঁড়া'য়ে আমার পাশে,
জীবন্ত জীবন— নির্জ্জীব জীবন
বুঝাইলা ঋজুভাষে;—
"অজ্ঞান অবোধ ওরে নরশিশু!
ব্রহ্মাণ্ডের একচুল
এই যে পৃথিবী, ইহারি উদরে
নির্জ্জীব জীবনকুল।
এ ক্ষুদ্র ধরায় কখন ছিল না,
এখনো এখনো নাই,
পরেও র'বে না জীবন্ত জীবন,
ধরণী নহে সে ঠাঁই।
নলিনীর মত হেথাকার লোক,
কেহই জীবন্ত নহে,
নির্জ্জীব জীবনে নড়িয়া চড়িয়া
নির্জ্জীব বচন কহে।
কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দীন,
কি দয়ালু, দয়াহীন,
কিবা বর্ষীয়ান্, কিবা শিশু-প্রাণ,
কিবা স্থূল, কিবা ক্ষীণ,
কিবা নর নারী, কিবা ক্লীব জাতি,
কিবা মূর্খ, কিবা জ্ঞানী,
এই পৃথিবীতে সবাই সমান
সবাই নির্জ্জীব প্রাণী।
জড়ের সমষ্টি, তা'রি এক মুষ্টি,
সে মুষ্টির অণু-অংশ
মিশিয়া মিশিয়া পাঁচে এক হ'য়ে
গ'ড়েছে 'মানুষ'-বংশ।
জড়ের জীবন আছে কি কখন?
জড়ে গড়া নর তবে
জীবন্ত জীবন অধিকারী ব'লে
কিসে প্রমাণিত হ'বে?
ক্ষিতি-অপ্-তেজ- মরুত-আকাশ
পঞ্চভূত চিরকালি
মিশি'ছে, খসি'ছে, আবার মিশি'ছে,
আবার খসি'ছে খালি।
এইরূপ ছিল— এইরূপ আছে—
এইরূপ র'বে পরে;
মরীচিকা-ছায়া জীবন্ত জীবন
ঢাকি'ছে সকল নরে।

রবি, শশী, তারা, ফল, ফুল, পাতা,
তরু, লতা, ধূলি, জল,
সাগর, হুতাশ, কর্দ্দম, বাতাস,
ধাতু, জলধর-দল,
বালুকার কণা অবধি পর্ব্বত
জড়ে জড়ে জড়াজড়ি,
জড় ছাড়া নয়, সবি জড়ময়,
পৃথিবী জড়ের পিঁড়ি;
সেই পিঁড়ি'পরি আলিম্পন-দাগ
জড়ের মানুষ জাতি
যায় গড়াগড়ি, যায় ছড়াছড়ি,
অবিরাম দিবারাতি।"
ঘুচে গেল ধাঁধা, মিলা'ল স্বপন,
ভেঙে গেল ভ্রম-ঘুম,
পলকে হইল সন্দেহ নিরাস,
স'রে গেল মোহ-ধূম।
কি এক ভাবেতে মরমের তলে
জাগিয়া উঠিল কি-যে,
স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়া'য়ে রহিনু,
দেহ গেল ঘামে ভিজে।
জীবন্ত জীবন, নির্জ্জীব জীবন
স্বপন-ছায়ার মত
কি-যে-কি করিল, বুঝাইতে নারি,
জ্ঞান বা আমার কত?
আবার কল্পনা কহিলা আমারে;—
"হের হের শেষবার,
মুখ ফিরাইয়া, দেখ রে চাহিয়া,
দেখিতে না পা'বে আর।"
অমনি তখনি মুখ ফিরাইয়া,
দেখিনু চাহিয়া পাশে;
প্রলয় প্রলয়, বিলয় বিলয়,
মরম চমকে ত্রাসে।
ধূ ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ধূ! শুধু ধূ-ধূ-ধূ-ধূ!
দৃষ্টি যত দূর ধায়,
তত দূর ফাঁক— শুধু শূন্য ফাঁক,
কিছু না দেখিতে পায়।
যেই দিকে চাই, শুধু দেখি তা'ই,—
কিছু নাই ফাঁক বই!
ফাঁকের মিশালে আমিও মিশিনু,
ফাঁক ছাড়া আমি নই।
দেহ হ'তে খসি' জীবন উড়িল,
উড়িয়া মিশিল ফাঁকে;
ইন্দ্রিয়নিচয় দেহ হ'তে খসি'
খুঁজিতে লাগিল তা'কে।
খুঁজিতে খুঁজিতে তা'রাও মিশিল,
ফিরিল না মোর পানে,
মন পালাইল লুটিয়া লুটিয়া
কোথা যে, কে বা তা' জানে!
ভাল মন্দ যত মানসিক বৃত্তি
বাতাসে মিশিল ফাঁকে,
সেই উবে যায়, কোথা মিশে যায়,
ধরিবারে যাই যা'কে।
শ্রুতিশক্তি গেল, বাক্‌শক্তি গেল,
গেল গেল মোর সবি,
দীপশিখা সম নিভিয়া হইনু
নিবিড় আঁধার ছবি!
কোথায় কল্পনা দেখিতে না পাই;
কি বলে কল্পনা শুনিতে না পাই,
আমাতে আমি যে নাই!
শূন্যতার জীব শূন্যে মিশাইনু,
স্বপনের খেলা শূন্যে মিশাইনু,
সলিলের রেখা বায়ে শুকাইনু,
তুষারের খণ্ড তাপে গ'লে গেনু,
আমাতে আমি তো নাই!

৬

কতক্ষণ তরে ছিনু যে এমন,
জানি না জানি না কিছু;
হেনকালে যেন কে ডাকিল মোরে
এসে মোর পিছু পিছু।

৭

করতলে নয়ন মুছিয়া,
চাহিলাম নয়ন মেলিয়া,
শূন্য-কোলে ঢুলে ঢুলে হেলিয়া হেলিয়া।
কি এক আচম্‌কা চমকেতে
পড়-পড় হইনু যেমন,
অমনি কমল কর মেলি'
কল্পনা কোমল কোলে নিলেন তুলিয়া।
বসিনু মায়ের স্নিগ্ধ কোলে,
কি এক আনন্দে গেল গ'লে
হৃদয়, অন্তর, দেহ, প্রাণ,
কি এক অমিয়-মাখা তান
মরমের মরমে বাজিল,
শিরায় শিরায় পরশিল
সে তানের সরু সুর রেখায় রেখায়;
কি এক ভাবের ঘুমে মন ভুলে যায়।
চোক মিলে চাহি একবার,
ঘুমে লুটে পড়ি আরবার,

একবার চোক বুজি—একবার চাই,
অলক্ষ্যে আসিল নিদ্রা—আর জ্ঞান নাই।
ভুলে গেনু পৃথিবীর মায়া,
ভুলে গেনু আপনার ছায়া,
ভুলে গেনু জীবন্ত জীবন,
ভুলে গেনু নির্জ্জীব জীবন,
কি এক জড়ান গোলমেলে
এলোমেলো অদ্ভুত স্বপন!
আগা নাই, গোড়া নাই, অথচ দেখিতে পাই
কত কি-যে বিচিত্র ব্যাপার!
এই দেখি একরূপ, পরক্ষণে অন্য রূপ,
এই আলো—এই ছায়া—এই অন্ধকার!
এই দেখি প্রকাণ্ড তপন,
খ'সে প'ড়ে গেল গুঁড়াইয়া,
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরমাণু
রাশি রাশি পড়িল উড়িয়া;
এক এক পরমাণু হ'তে
এক এক জীব জনমিল,
পুন তা'রা ভাসি' কাল-স্রোতে
ফাঁকে ফাঁকে কোথায় চলিল;
কিছু দূর যাইতে যাইতে
মিশে গেল সবাই আকাশে,
অমনি অসংখ্য তারামালা
দেখা দিল আকাশের পাশে।
আবার আবার অন্ধকার,
ডুবে গেল তারকার হার;
কোথা হ'তে মেঘ রাশি রাশি
চ'লে চলে নীলাকাশে ভাসি'।
ভাসিতে ভাসিতে গেল মিশে,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা পড়ে খ'সে;
শূন্য কোলে কোথা ছুটে যায়,
নাহি স্থান কোথা যে দাঁড়ায়;
নিমেষে অযুত ক্রোশ ছোটে,
গোল গোলা ফাঁকে ফাঁকে লোটে!
কোথা ধায় রবি শশী তারা?
পথ নাই, যেন দিশাহারা;
ছুটিতে ছুটিতে গায় গায়
পরস্পরে জোরে ঠেকে যায়;
ঠেকিবামাত্রেই পরস্পরে
গুঁড়া হ'য়ে ঝর ঝর ঝরে।
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরমাণু
দেহ হ'তে ঝরিল সবার,
নাহি আর রবি, শশী, তারা,
শুধু—পরমাণু-মাখানো আঁধার!

৮

আচম্বিতে কোথা হ'তে সেই পরমাণু-স্রোতে
উৎপন্ন হইল নরনারী;
এক দুই তিন চার শত লক্ষ কোটি কোটি
অসংখ্য অসংখ্য সারি সারি।
কোথা থেকে, থেকে থেকে পরমাণু রাশি এসে
ফাঁকে ফাঁকে ভেসে ভেসে,
মিশে যায় তাহাদের গায়;
অমনি রক্তের স্রোত শরীর-শিরায় বহে,
গজায় হাড়ের ঝাড়,
বসা, মাংস, চর্ম্ম সমুদায়;
নাক কান চোক মুখ, হাত পা উদর বুক,
গ্রীবা দন্ত মস্তক চিকুর,
রমণী কোমল অঙ্গী মধুর মোহন ভঙ্গি,
পুরুষের কায় কঠিন কঠিন,
শক্তি ভরপূর।

৯

আবার আবার মুহূর্ত্তেকে
পরমাণু-রাশি ছায়া থেকে
নানাজাতি বৃত্তি সমুদায়
মানবের ভিতরে মিশায়।
ইন্দ্রিয়ের নানা লীলাখেলা
ভাল মন্দে মিশিয়া মিশিয়া,
ইন্দ্রিয়-রাজ্যের মহারাজ
মন উঠে ছায়ায় জাগিয়া।
সুখ দুখ রাগ দ্বেষ ঘৃণা,
প্রেম প্রীতি সোহাগ করুণা,
মোহিনী মায়ার মহাছবি,
হিংসার দারুণ মূর্ত্তিখান,
অহিংসার অপরূপ রূপ,
পরমাণু-ছায়া-গড়া প্রাণ!
পরমাণু-গড়া নর নারী,
পরমাণু-ছায়া-গড়া বৃত্তি
এক সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অতি মানব জগতস্থিতি
করিল স্থাপন,
আচম্বিতে পুনরায় মিশে গেল কে কোথায়,
আচম্‌কা ভাঙ্গিল যেন অদ্ভুত স্বপন!

১০

আবার আবার অন্ধকার!
যত দূর যাই—ঘোর অন্ধকার!
যেই দিকে চাই—সেই অন্ধকার!
ভয়ে চমকিয়া উঠে, কেবল পালাই ছুটে,
পাইবারে আঁধার-কিনার,

বৃথা আশা—আরো বাড়ে আঁধারে আঁধার !
আমি যেন কোথাকার কে গো,
কোন্ দেশে পথ ভুলে এনু,
একেবারে হ'নু দিশেহারা,
এ আঁধারে একটিও তারা—
পথের আলোক নাহি পেনু।
ঠেলে ফেলে আঁধারের রাশি,
এগিয়ে পেছিয়ে যাই আসি,
কোথা কিছু দেখিতে না পাই,
আঁধারে আঁধারে খালি চাই !
অন্ধ আমি নয়ন থাকিতে,
আলোকেই নয়নের খেলা ;
অন্ধকারে নয়নের জ্যোতি
নিবে যায় চাহিতে চাহিতে ;
নাহি পেলে আলোক বা দিবা
নাহি খেলে নয়নের বিভা,
তবে এ নয়নে সুখ কিবা ?
তপন আলোক নাহি দিলে,
চাঁদের নয়নে কিবা ফল ?
আলোক আলোক নাহি দিলে,
নরের নয়নে কিবা ফল ?
পরের প্রত্যাশী হ'য়ে ছিছি,
কেন এ নয়ন ধ'রে আছি ?
বিধাতার বিচিত্র রচনা মাঝে কেন
এ কলঙ্ক—কাঁচা কাজ—অপূর্ণতা হেন ?
যা'রে আমি ভালবাসি, আসিলে আঁধাররাশি
যদি তা'রে না পেনু দেখিতে,
কিবা লাভ তবে এ আঁখিতে ?
না পেলে আলোক-রেখা না মেলে সাধের দেখা,
সাধ করি যা'রে
সাধে বাদ সাধে বিধি ডুবা'য়ে আঁধারে।
যে ফুলের মুখভরা হাসি
প্রাণভরা সুখে ভালবাসি,
দুরন্ত আঁধার তা'রে রাখে মোর আঁখি আড়ে,
সাধের হাসনি ডুবে যায়,
আঁখি মোর কেঁদে কেঁদে চায়।
কেন বিধি এ আঁধার করিল সৃজন—
অন্ধের মন্দির, নর-চক্ষুর মরণ !

১১

হেনকালে কে যেন আমারে
কানে কানে বলে ধীরে ধীরে ;—
"আরে আরে আঁধারের ছায়া !
আঁধারের নিন্দা কর কেন ?
আঁধারই মৌলিক কারণ,
আঁধারই ব্রহ্মাণ্ডের মায়া !
রবি শশী আঁধারের ছবি,
তারাবলী আঁধারের আলো,
ফুল কিংবা ফুলের হাসনি,
ধরণীর ঘূরন্ত নাচনি,
মহাসিন্ধু ঊর্ম্মিমালা-পরা,
শৈল-বন-মরুময়ী ধরা,
কাদম্বিনী নানা-রঙ-মাখা,
সৌদামিনী অগ্নি-বীজ-রেখা,
স্থাবর জঙ্গম চরাচর,
জড়াজড়, অনন্ত অম্বর
আঁধার ব্যতীত কিছু নয়,
বাহির অন্তর যত কিছু—
সমস্তই অন্ধকারময় !
বেশী কি বলিব তোরে আর—
বেশী কি শুনা'ব তোরে আর—
বেশী কি দেখা'ব তোরে আর—
বেশী কি বুঝা'ব তোরে আর ?—
সাধের আলোক তোর নিৰ্জ্জীব জীবন !
আর এই অন্ধকার—
বিশ্বব্যাপী অন্ধকার—
সৰ্ব্বগ্রাসী অন্ধকার—জীবন্ত জীবন !"

১২

শিহরিয়া উঠিল শরীর,
শিহরিল প্রাণ,
শিহরিয়া উঠিল অন্তর,
শিহরিল জ্ঞান !
খুলে গেল ধাঁধার ঢাকুনি,
জীবন-রহস্য ভেদ হ'ল,
ও হরি ! আলোকে ম'রে আছি,
অন্ধকার (ই) জীবনের আলো !
সাধের আলোক মোর নিৰ্জ্জীব জীবন !
অসাধের অন্ধকার (ই)জীবন্ত জীবন !
ও কল্পনে মহামায়াবিনি !
বুঝিয়াও বুঝিতে পারিনি।
আমি বড় হ'য়েছি আকুল,
দে দেখা'য়ে এ আঁধারে কূল।
দরিদ্র বিজয় মোর কোথা ?
বিজয়ের স্বর্ণলতা কোথা ?
অহো, এ কি জটিল স্বপন !
সাধের আলোক মোর নিৰ্জ্জীব জীবন !
অসাধের অন্ধকার (ই) জীবন্ত জীবন !

ইতি জীবন-রহস্য নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

১

বিপত্নীক দরিদ্র বিজয়
কাঁধ হ'তে নির্জ্জীব নলিনী
নামাইল শ্মশান-ভূমিতে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে।
আকাশ হইতে যেন তারা
খসিয়া পড়িল জ্যোতিহারা!
নলিনীর মুখ পানে চেয়ে
প্রাণ-শোষী একটি নিশ্বাস
শোকে দুখে জড়ীভূত হ'য়ে
ফেলিল গো হতাশ বিজয়!
আপনা আপনি ফোঁটা ফোঁটা
ঝরিল শোকের অশ্রু চোকে!
শোক-তপ্ত বুকের উপরে
গড়া'য়ে গড়া'য়ে অশ্রুগুলি
একে একে লাগিল শুকা'তে!
কত যে ঝরিল অশ্রুধারা,
কত যে শুকা'য়ে গেল ফের,
কত যে ঝরি'ছে ফোঁটা ফোঁটা,
কত যে ঝরিবে ধারাকারে,
কত যে শুকা'বে প'ড়ে বুকে,
কে জানে তা'? জানে এক জন,
নাম তাঁ'র—"বিধি দয়াময়!"
কি বলিলে?—"বিধি দয়াময়?"
কাজেই বলিতে হয় হেন,
দয়াময় না বলিলে নয়;
বিধির দয়ার নিদর্শন
শত শত—সংখ্যার অতীত
হেরিতেছি তাঁ'রি বিশ্বমাঝে।—
প্রভাতে ফুটিয়ে ফুলকলি
দুপুরে লুটিয়া পড়ে তাপে,
মুহূর্ত্তেক সৌরভ ঢালিয়া
পরক্ষণে সে ধনে বঞ্চিত;
কেন হেন অসাধের দশা?
বলিনু যে,—"বিধি দয়াময়!"
ফুলে যবে মধুভরা থাকে,
দলে দলে অলি সাধে তা'রে,
মধু ফুরাইলে অলিকুল
প্রতিকূল কেন বা তাহারে?
কেন গুন্ গুন্ গুণ-গানে
সাধে না সে সাধের কুসুমে?
বলিনু যে,—"বিধি দয়াময়!"
পূর্ণিমার যামিনী সময়ে
নিটোল সুগোল পূর্ণ চাঁদ,
কেন তা'র দিনে দিনে ক্ষয়?
কেন তা'রে অমার নিশায়
নয়নে হেরিতে নাহি পাই?
বলিনু যে,—"বিধি দয়াময়!"
এক জন রাজসিংহাসনে,
এক জন পদ সেবে তা'র;
কেন হেন বৈষম্যের ভাব
মানবে মানবে অনুক্ষণ?
বলিনু যে,—"বিধি দয়াময়!"
এক জন ধনের কুবের,
এক জন নাছের ভিখারী;
এক জন সুখে কাল কাটে,
এক জন দুখের অধীন;
এক জন সুবর্ণের খাটে,
এক জন ধূলার শয়নে;
এক জন ক্ষীর ননী খায়,
এক জন কাতর ক্ষুধায়;
এক জন হাসে প্রতিপলে,
এক জন ভাসে অশ্রুজলে;
কেন হেন মানবে মানবে?
বলিনু যে—"বিধি দয়াময়!"
কেন এই বিশাল জগতে
সাম্য আর বৈষম্য দু'জনে
দিবানিশি করি'ছে বিবাদ?
'আমি বড়—তুমি ছোট' ভাব,
'আমি রাজা—তুমি প্রজা' ভাব,
'আমি ধনী—তুমি দীন' ভাব,
'আমি প্রভু—তুমি দাস' ভাব,
'আমি জ্ঞানী—তুমি মূর্খ' ভাব,
'আমি প্রেয়—তুমি হেয়' ভাব,
'আমি বলী—তুমি ক্ষীণ' ভাব
হেরি এই মানব সংসারে?
কেন হেন বৈষম্যের ছল?
বলিনু যে,—"বিধি দয়াময়!"
সাম্য কেন নাহি পায় ঠাঁই
দাঁড়াইতে মানব সংসারে?
আমি যবে ক্ষুধায় কাতর,
কেন তুমি নাহি দাও খেতে?
দারিদ্র্যের দারুণ পীড়নে
আমি যবে হাহাকার করি,
তুমি ধনী—কেন তুমি মোরে
ধনাংশ বাঁটিয়া নাহি দাও?

আমি যবে সঙ্কটে পড়িয়া
অন্ধকার হেরি চারি ধার,
অসঙ্কটী! কেন তুমি তবে
উদ্ধার না কর আসি' মোরে?
আমি যবে কাঁদি হাহাকারে,
বক্ষস্থলে করি' করাঘাত,
কেন তুমি, হাসির পুতুল!
হাসি ভুলে বারেকের তরে
নাহি কাঁদ আমার রোদনে?
তুমি মোর দুখে দুখী কেন
নাহি হও, মাটীর মানুষ?
আমার বিপদে তুমি, ভাই,
শতহস্ত দূরে কেন যাও?
আমার জীবন গেলে পরে,
তোমার জীবন নাহি দাও?
কেন দিবে? বলেছি তো, ভাই,
পুন বলি,—"বিধি দয়াময়!"
উন্মত্তের প্রলাপ সমান
এ কি কথা বলি আমি?—ছি ছি!
মানুষে মানুষে নাহি মিল,
বিধাতার কি দোষ ইহায়?
'বিধাতার কি দোষ ইহায়?'
বিধাতারি দোষ পূর্ণরূপে।
কা'র করে সৃষ্ট নরনারী?
কে গড়িল মানুষের মন?
কে গড়িল মানুষের মনে
বিভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভাবে?
যদি বিধি না গড়িত হেন
অসম্পূর্ণ বিসদৃশ মন,
এ ঘটনা ঘটিত কি তবে?
সৃষ্ট পদার্থের দোষ নাই,
সৃষ্টিকর্ত্তা দোষী বিধিমতে।
এই যে শ্মশানভূমি মাঝে
শোকচিহ্ন হেরি রাশি রাশি,
কা'র দোষে হইল এরূপ?
কা'র দোষে এয়ো-চিহ্ন নোওা
নারী-কর ছাড়ি' পড়ি' ভূমে?
কা'র দোষে পতিপ্রাণা নারী
এ শ্মশানে পতি বিসর্জ্জিয়া—
এয়োত্বের চিহ্ন নোওাখানি
ভগ্নপ্রাণে গিয়াছে ফেলিয়া
বহিতে বৈধব্য-দশা ঘোর?
কা'র দোষে, হের হের ওই
ছোট ছোট অস্থি রাশি রাশি
গড়াগড়ি এ শ্মশানভূমে?
হায় হায়, ওই অস্থিগুলি
ছোট ছোট শিশু-দেহে ছিল—
মুকুলে ভাঙিল কা'র দোষে?
কা'র দোষে ও অস্থি-গঠিত
শিশুদের জনক জননী
কাঁদে আজ আকুল পরাণে
আছাড়ি' পিছাড়ি' ভূমিতলে?
কা'র দোষে এ ভীম শ্মশান
গঙ্গাতীরে রাজে ঘোর ভাবে?
কা'র দোষে এ শ্মশানভূমি
দিনে দিনে স্তরে স্তরে বাড়ে
মানবাস্থি-ভস্ম-সমষ্টিতে?
কা'র দোষে মানব-সংসারে
এ শ্মশান হইল সৃজিত?
কা'র দোষে শ্মশানের নাম
মানবের মনে জাগরিত?
কা'র দোষে অবনীমণ্ডলে
পিতৃহীন, মাতৃহীন দশা,
পুত্রহীন, কন্যাহীন দশা,
ভ্রাতৃহীন, ভগ্নীহীন দশা,
পত্নীহীন, বন্ধুহীন দশা
মানবের ঘটে পলে পলে?
কা'র দোষে দরিদ্র বিজয়
পত্নীহীন আজি চির তরে?
কা'র দোষে বিজয়ের আশা,
লুকাইল নিরাশা-অম্বরে?
কা'র দোষে একটি মরিল?
কা'র দোষে জীবনে মরিয়া
একটি রহিল বাঁচি' আজো?
বল, বিধি! বুঝা'য়ে আমারে,—
তুমি দোষী অথবা বিজয়?
যদি বল, ক্ষুদ্র জীব তুমি,
কি বুঝিবে বিধাতার খেলা।
ক্ষুদ্র মনে কত শক্তি তব
বিধাতার মর্ম্ম বুঝিবারে?
'বেস্ কথা; কিন্তু বল, বিধি!
ইহাতেও তুমি দোষী কি না?
কেন তুমি বুঝিবার মত
মনে মোর শক্তি নাহি দিলে?
তা' হ'লে এখনি আমি আজ
গূঢ় মর্ম্ম সৃষ্টির তোমার
বুঝিতাম তন্ন তন্ন করি',—
বুঝিতাম কি হেতু নলিনী

বিজয়ে ছাড়িয়া গেল চলি';
বুঝিতাম কেন দোষী বলি'
তোমার এ হেন নিন্দা করি।
কিন্তু, হায়, অসম্পূর্ণ বিধি!
অসম্পূর্ণ সৃষ্টি মাঝে তব
অসম্পূর্ণ হ'য়ে আমি আজ
অসম্পূর্ণ সৃষ্টির তোমার
অপূর্ণতা কহি কাজে কাজে।
শেষ কথা বলি এইবার,—
বল মোরে, ব্রহ্মাণ্ডের পতি!
সৃষ্টি আর স্রষ্টার ভিতরে—
আমি আর তোমার ভিতরে
কে প্রকৃত দোষী, দয়াময়?
যদি বল, মানবনিচয়
নিজ বুদ্ধিদোষে দোষী হয়,
তা' হ'লেও তোমারেই লাগে
পূর্ণরূপে দোষ-ভাগ, বিধি!
কেন তুমি হেন বুদ্ধি দিলে,
যে বুদ্ধির প্রলোভনে নর
দুখ পায়—প্রাণে ম'রে যায়?
ক্ষুধা পেলে খাইতে না পায়?
সদাশায় প্রবঞ্চিত হয়?
প্রাণ দিয়া ভালবাসে যাঁ'রে
পলকেতে হারায় তাহারে?
নলিনী যে হারা'ল জীবন
কা'র দোষে?—নলিনীর দোষে?
বিজয় নলিনী-শোকে কাঁদে
কা'র দোষে?—বিজয়ের দোষে?
বিজয় নলিনী দোষী নয়,
তুমি দোষী, বিধি দয়াময়!
সকলের চেয়ে দয়াবান্—
সকলের চেয়ে শক্তিমান্—
সর্ব্বজ্ঞ—সবার পিতা তুমি;
নরনারী ছেলে মেয়ে তব,
চিরকাল শুনি এই কথা—
এই কথা পুরাণের কথা—
এই কথা বেদের বন্দনী—
ধর্ম্মশাস্ত্রে—তন্ত্রের ভিতরে
এই কথা লেখা নিরন্তর—
বাইবেলে এ কথা লিখিত—
জেন্দাভেস্তা, কোরাণের মাঝে
এই কথা সাজে পাতে পাতে—
যে দেশে লিখন-প্রথা নাই,,
এ হেন অসভ্য জাতি মাঝে
এই কথা জিহ্বায় বিরাজে।
ফল কথা, এই কথা ছাড়া
জাতি নাই—ধর্ম্ম নাই, বিধি!
এই কথা জ্বলন্ত অক্ষরে
লেখা আছে অন্তরে সবার।
ভুল ভুল—সমস্তই ভুল,
এই সব মহাবিশেষণে
বিশেষিত কি হেতু তোমারে
চারি যুগে করে জীবগণ?
ভাল ভাল যত বিশেষণ,
সমস্তই তোমাতে শোভিত;
কিন্তু ইহা সত্য নহে কভু;
ইহা তব বৃথা তোষামোদ।
দেখাইব প্রমাণ ইহার;—
পুত্রস্নেহে পিতা সদা বাঁধা,
সকলের পিতা তুমি, বিধি,
জান এই স্নেহ বিধিমতে।
বল তবে, কিসের কারণে
এক পুত্র সুখী তব এত?
এক পুত্র দুখের অধীন?
এক মেয়ে সুখের পুতুলী?
এক মেয়ে দুখের অধীনী?
মানুষ-পিতার মত যদি
হ'তে তুমি, তা' হ'লে তোমারে
এই দোষে নাহি দূষিতাম।
তোমাতে মানুষে নাহি মিল,
বড় তুমি—ছোট যে মানুষ,
বলী তুমি—মানুষ দুর্ব্বল,
কর্ত্তা তুমি—মানুষ যে কৃত।
এ হেন হ'য়েও তুমি, বিধি,
তব সৃষ্ট মানুষেরি মত
অসম্পূর্ণ কি হেতু হইলে?
এই দোষে দূষি হে তোমায়।
সকলের পিতা তুমি, পিতা,
সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার আধার,
তবে কেন তব ছেলে মেয়ে
সকলেই তোমার দয়ার
সম অংশে অংশভাগী নহে?
যদি বল, যে জন তোমার
নিয়মে চালিত হয় সদা,
সেই সুখী এ ধরণী-ধামে;
যে তোমার না মানে নিয়ম,
সেই দুখী হয় বিধিমতে।
সাজে কি হে এ কথা তোমারে,

যেকালে সর্ব্বজ্ঞ তুমি, বিধি ?
সর্ব্বজ্ঞ জনক যেই জন,
জানে সে ত ভবিষ্যের কথা—
ভালমন্দ সূক্ষ্মরূপে, বিধি !
কেন তবে সৃজনের কালে
সৃজিলে না প্রত্যেক মানুষে
ভাল ভাবে, মন্দে দূরে ফেলি' ?
সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি, তবে
কি কারণে করিলে এমন ?
লোকে বলে সর্ব্বশক্তিমান্,
কিন্তু কাজে শক্তিমত্তা নাই ;
তা' থাকিলে এত অবিচার—
এত অত্যাচার—স্বার্থভাব
দয়ালু বিধিতে কভু থাকে ?
দয়ালুও নহ তুমি কভু,
এই কি হে দয়ালুর কাজ,
মহারাজ রাজরাজেশ্বর ?
বিশ্বপিতা ! বুঝিয়াছি আমি,—
ভাল ভাল সর্ব্ববিশেষণে
অলঙ্কৃত নহ তুমি কভু।
যেটি হৌক, নিশ্চয় একটি
ভাল বিশেষণ নাহি তব ;
হয় তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,
কিন্তু নও সর্ব্বজ্ঞ কখন ;—
হয় তুমি দয়ার আধার,
কিন্তু নও সর্ব্বশক্তিমান্ ;—
হয় তুমি সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা,
কিন্তু নও পরম দয়ালু।
সর্ব্বগুণবাচী শব্দ যদি
অলঙ্কার হইত তোমার,
তা' হ'লে কি এত অপূর্ণতা,
তা' হ'লে কি এত হাহাকার,
তা' হ'লে কি এত বিষমতা
থাকিত গো মানবসংসারে ?
স্বীকার করিনু, বিশ্বপতি !
অনন্ত অনন্ত বিশেষণ
অলঙ্কার তব চিরকাল,
কিন্তু তা'র মাঝে, জগদীশ,
যেটি হৌক, একটি নিশ্চয়
নাহিক তোমার কভু, প্রভু !
সর্ব্বগুণে গুণী নহ তুমি,
সর্ব্বদোষে দোষীও ত নও,
দোষে গুণে আছ জড়াইয়া,
সাক্ষী তা'র জগত তোমার ;—
সুখ দুঃখ—ভাল মন্দ—আনন্দ বিষাদ—
আশা নিরাশার ছায়া—আলোক আঁধার—
প্রবলতা দুর্ব্বলতা—দয়া নিষ্ঠুরতা—
হিংসা অহিংসার ছবি—সারল্য ধূর্ত্ততা—
মান অপমান আর দীনতা ধনতা—
হাসি কান্না—লাভালাভ—জীবন মরণ—
দুই দুই হেরি তব প্রকাণ্ড জগতে।
এই সে কারণে বলি, বিধি,
দোষে গুণে আছ জড়াইয়া ;
এই সে কারণে বলি পুন
অপূর্ণ জগত তব—অপূর্ণ তুমিও।
যদি বল, যাহা ইচ্ছা মোর,
তাই করি—হাসাই কাঁদাই—
কা'রে সুখী—কা'রে দুখী করি—
কা'রে ধনী,—কা'রে বা নির্ধন—
জননীর কোল থেকে কেড়ে
কালের কোলেতে রাখি শিশু—
প্রবলের অসির প্রহারে
দুর্ব্বলের শিরশ্ছেদ করি—
না পূরিতে অন্তরের সাধ
বাদ সাধি বধিয়া কাহারে—
কাহারে শতেক বর্ষ রাখি—
কা'রে বা প্রসব মাত্রে মারি—
কা'রে রাখি রাজ-সিংহাসনে—
কাহারে বা ধূলায় লুটাই—
বিজয়েরে কাঁদাইনু শোকে—
নলিনীরে মিশাইনু কালে—
ইচ্ছা মোর এইরূপ করা।"
আমিও ত এই সে কারণে
প্রথমেই বলিয়াছি, প্রভু !
এইরূপ ইচ্ছা না থাকিলে
কেন তুমি 'বিধি দয়াময় !'
এমন দারুণ ইচ্ছা অন্তরে যাঁহার,
হায় রে, আমরা সবে সন্তান তাঁহার !

২

যাই হৌক, তথাপি তোমারে
অন্তরে পূজিব আমি, বিধি !
যদিও তোমার বিশ্বমাঝে
সুখ নাই তিল পরিমাণে,
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডপতি বলি'
আমাদের পূজ্য পিতা বলি'
পূজিব তোমারে চিরদিন।
বহুকষ্টে মনের বেদনা
কহিনু প্রাণের জ্বালা সহ

সহিতে না পারি' বিশ্বপিতা!
কিন্তু তুমি যেই পিতা, সেই পিতা আজো,
সেই পিতা মরণ পর্য্যন্ত—
সেই পিতা মরণের পরে
থাকিবে থাকিবে, জগদীশ!
রাজা তুমি—প্রজা আমি ব'লে,
বলী তুমি—বলহীন আমি,
এই সে কারণে ভয়ে ভয়ে
বিশ্বপিতা বলিয়া তোমায়,
আমা' সবাকার পিতা বলি'
পূজি কি ভজি কি, জগদীশ?
ঈশ্বরনিন্দুক বলি' মোরে
বিশ্ববাসী নিন্দে পাছে মোরে,
সেই নিন্দা-ভয়ে কি তোমারে
পিতা বলি' ভক্তি পূজা করি?
না না, প্রভু! তা' কখন নয়।
সত্যের উপরে ভর করি',
সত্যের দর্পণ রাখি' কাছে
পিতা বলি' পূজি হে তোমায়।
যখন সঙ্কট ঘোরে পড়ি,
যখন জ্বালায় জ্বলে প্রাণ,
যখন এ ব্রহ্মাণ্ড তোমার
আতঙ্ক দেখায় মোরে বড়,
তখন আপনা আপনি মন
পিতা বলি' ডাকে গো তোমারে;
সমস্তই ভুলে যাই, বিধি!
কিন্তু শুধু তোমারে তখন
মনে পড়ে জাগরূক ভাবে;
এই হেতু—এই সত্য হেতু
পিতা বলি' পূজি হে তোমারে।
বিপদসঙ্কুল সিন্ধু হ'তে
মুক্তিলাভ হৌক্ বা না হৌক,
কিন্তু মন আপনা আপনি
পিতা বলি' ডাকে হে তোমারে।
জীবনের আশা ছিঁড়ে যায়,
আশ্রয় ভাসিয়া যায় কোথা,
দশ দিক্ ধূ ধূ করে জ্বলে,
সগোষ্ঠী নৈরাশ্য হাঁক পাড়ে,
কি-যে এক প্রলয়ের ছবি
নয়নে মিশিয়া যায় মোর,
কি-যে এক যন্ত্রণার শূল
হৃদয় বিঁধিয়া ফেলে মোর,
কি-যে এক উৎকট চীৎকারে,
গলনলী ছিঁড়ে যায় মোর,
কি-যে এক ভীমমূর্ত্তি ছায়া
চক্ষু বিস্ফারিয়া ফেলে মোর,
কি-যে এক প্রাণগ্রাসী ত্রাস
অবশ করিয়া শ্বাস কাড়ে,
শরীর এলা'য়ে প'ড়ে যায়,
নিশ্বাস-বাতাসে মিশি' প্রাণ
ক্ষীণ—ক্ষীণতর হয় ভয়ে,
মর-মর হ'য়ে যাই আমি
মরণের ছায়া দরশনে।
এ হেন সঙ্কট ঘোরে, হরি!
বিনা উপদেশে মোর মন,
বিনা উত্তেজনে মোর মন,
বিনা প্রলোভনে মোর মন
আপনা আপনি পিতা বলি'
ডাকে হে তোমারে, জগদীশ!
তাই বলি, এই সত্য হেতু
পূজি তোমা'—মানি তোমা', আমি
অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি বলি',
অনন্ত জীবের পিতা বলি'।
এই সে কারণে চিরকাল
পিতা বলি'—স্রষ্টা বলি' আমি
পূজিব চরণযুগ তব,
ভবধব! তোমার এ ভবে।
ও কল্পনে! কোথাকার কথা
কোথায় বলাও মোরে তুমি!
কাজ নাই ঐশ আলোচনে,
পাগল হইয়া যা'ব ভেবে;
সৃষ্টির ভাবনা ভাল নয়,
ঈশ্বর-ভাবনা ভাল নয়,
ভাবনার বাড়াবাড়ি হ'লে
অন্ধকার নিরাকার হেরি।
না ভাবিয়া ভাবিলে ঈশ্বরে—
না ভাবিয়া পূজিলে ঈশ্বরে,
কোন গোলযোগ নাহি হেরি,
মন ছাড়ে সন্দেহের দোলা।
কিন্তু, দেবি! পরতে পরতে—
স্তরে স্তরে—সোপানে সোপানে
ঈশ্বর-ভাবনা যত ওঠে,
তত যেন ফাঁক ফাঁক ঠেকে।
কিছুরি 'আধিক্য' ভাল নয়,
ঈশ্বরের সৃষ্টির ভাবনা,
তা'র সহ ঈশ্বর-ভাবনা,
অধিক অধিক ভাল নয়,
আধিক্যে বিশ্বাস লোপ হয়,

বিশ্বাস লোপেতে নাস্তিকতা,
তাই বলি, অধিক ভাবিয়া
পাছে হারা হই, গো কল্পনা,
সরল মনের হরি মোর।
স্বভাবে জানায় যাঁ'র নাম,
ভাবিলে সে নাম ভুলি পাছে ;
না ভাবিলে বিধাতারে পাই,
ভাবিলেই অমনি হারাই ;
কাজ নাই এ হেন ভাবনা।
ঈশ্বরের ভাবনা ভাবিলে
নিরীশ্বরবাদ জাগে মনে ;
কাজ নাই এ হেন ভাবনা।
না ভাবিয়া পাই আমি যাঁ'রে,
ভাবিয়া হারা'ব কেন তাঁ'রে ?
এ ভাবনা ভুলাইয়া দাও,
বিজয়ের ভাবনা জাগাও ;
চল চল বিজয়ের কাছে,
শ্মশানের কোথায় সে আছে।

ইতি ঐশিকী চিন্তা নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

বহুপদী-দীর্ঘরেখা ছন্দ।*

১

পবিত্র জাহ্নবী-জল, বিজয় লইয়া করে, নয়নের জল সহ সুগভীর শোকোচ্ছ্বাসে,
নাওয়াইল নলিনীর, প্রাণশূন্য দেহখানি ; পড়িল গড়া'য়ে জল ঝরঝরে চারি পাশে।
নলিনীর শব ধু'য়ে, গঙ্গা জল গড়াইয়ে, আবার গঙ্গার জলে হ'য়ে গেল একাকার ;
বেণীর বেণীর ভাগে, মিশিল সে জলসহ, নলিনী-হারানো দুঃখী বিজয়ের অশ্রুধার।
নিশ্বাস ত্যজিয়া তবে, গভীর কাতর রবে, কহিল ব্রাহ্মণ যুবা যোড়করে জাহ্নবীরে ;—
"জননি গো, আজ তোর, পাপরাশিগ্রাসী তটে, রাখিতে এসেছি মোর সরবস্ব নলিনীরে।
নলিনীর চেয়ে কিছু আর, নাহি মা আমার, আদরের স্নেহের পুতুলী ত্রিসংসারে,
আজি সেই জীবনের ধন, শ্রীচরণে তোর, রেখে যা'ব ; রাখিস্ আদরে কোলে তা'রে।
প্রাণের বন্ধন, ছিন্নভিন্ন করি', কাল দুরাচার, আজি মা আমার, নলিনীরে এমন করিল,
কোথা স্থান পাই ? কোথায় লুকাই, নলিনীরে মোর ? কাজে কাজে তোর, সুশীতল কোলেই রহিল।
মায়ের মতন এরে, মা গো ! রেখে দিস্ ; দেখিস্ দেখিস্ এর মুখ পানে চেয়ে ;
তুই বই এখন্ ইহার কেউ নাই ; আমার নলিনী তোর করুণার মেয়ে ;
আবার যখন আমি, এ তোর মেয়ের মত, কালের করাল গ্রাসে, বিসর্জ্জন করিয়া জীবন,
আসিব তোমার পাশে, তখন আমারে তুমি, ফিরা'য়ে দিও মা ফের, মোর এই জীবনের ধন।
তোমার এ তীরে, মা গো ! রাখিয়া রতন মোর, মানবসমাজ ছাড়ি', যা'ব আজ, কি কাজ আমার আর হেথা ?
কোলে তুলে রেখো এরে, করিয়া যতন স্নেহ, দেখিও দেখিও, কোমল পরাণে দিও না দিও না যেন ব্যথা।
আইনু মা, দুই জনে মিলি', যা'ব আজ এক জন ফেলি', এক জনে একা তোর জনশূন্য তটের উপর,
তুই বই কে তা'রে এখন, এ বিজনে করিবে পালন ? কে বা হেন জন, মা গো, আছে এই ধরার ভিতর ?"
এতেক কহিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, নলিনী-জীবন, হতাশ বিজয়, নলিনীর মুখ পানে চায়,
অমনি যেন গো, হৃদয় ছিঁড়িয়া, তাহারো জীবন, উড়িয়া চলিল ; ভূমে পড়ি' বিজয় লুটায়।
কোলে ক'রে শব, কাতর পরাণে, হাহাকার করে, দর দর ঝরে, নয়নযুগলে জল ;
হাহাকার রব, আকাশে মিশায়, সুরধুনী-নীরে, মিশে ধীরে ধীরে, আঁখিবারি অবিরল।
ছোট ছোট ঢেউ, গড়া'য়ে গড়া'য়ে, বিজয়ের গায়ে লাগে, একটি একটি করি' ;
যেন সুরধুনী, করি'ছে সান্ত্বনা, শোকাতুর বিজয়েরে সুকোমল করে ধরি'।

* এই ছন্দটি নূতন গড়িয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বহুবিধ ছন্দের পদ আছে এবং ইহার পংক্তিগুলি দীর্ঘ বলিয়া বহুপদী-দীর্ঘ রেখা নাম দেওয়া গেল।

২

এরূপে কিছুকাল, কাঁদিয়া শোকভরে, ধীরে ধীরে উঠিয়া, ধীরে ধীরে বসিয়া, আকুল বিজয়,
ভাবিল মনে মনে,—"পা'ব না এ জীবনে ; হারাইনু যাহারে, ইহলোকে তাহারে, পাইবার নয়।
পরলোকে পা'ব তা'রে নিশ্চয় নিশ্চয়, বুঝিলাম মনে ; পরলোকে আছে সে আমার,
ইহলোক তা'র পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাই গেল চলি', প্রাণ মোর করিয়া আঁধার।
আঁধার পরান ল'য়ে, কি কাজ আমার আর হেথা ? যা'ব সেথা, যেথা আলো মোর ;
এ আঁধার ধরাতলে, র'ব না র'ব না আমি আর, এ জীবনে অন্ধকার ঘোর।
আলোময় জীবন আমার, নলিনীর জীবনের সনে, গিয়াছে চলিয়া চিরতরে,
তমোময় জীবন আমার, তমোময় বুকের ভিতরে, হাহাকারে কাঁদি'ছে কাতরে !
নলিনীর আলোর জীবনে, তমোময় এ জীবন মোর, মিশাইয়া রাখিব আলোকে,
পরলোকে নলিনীর কাছে, আছে সেই জীবনের আলো ; সে আলোক নাহি ইহলোকে।
কোথায় সে পরলোক ? লোকে কয় জানিবার নয়—জানিবারো নাহিকো উপায়,
ভুল ভুল, মহাভুল ;—কে বলিল, 'জানিবার নয়' ? পরলোক আছে যে হেথায়।
যেই কালে একস্থলে, রাত্রিদিন—সুখদুঃখ—ভালমন্দ—পাপপুণ্য আছে,
সে কালে কি একস্থলে—ইহলোক—পরলোক থাকিবে না ?—অবশ্যই আছে।
যে যেখানে জন্মিয়াছে, সে সেখানে মরিয়াছে ; জন্ম হেথা—মৃত্যু সেথা কভু নাহি হয় ;
মাটীর মানুষ তবে, মাটী ছাড়া কি হইবে ? যেখানে উদ্ভব, সেথা ধ্বংসও নিশ্চয়।
জলে জল মিলে যায়, অনলে অনল মিলে, বাতাসে বাতাস,
আলোকে আলোক মিলে, আঁধারে আঁধার মিলে, আকাশে আকাশ ;
তবে কেন মাটীর মানুষ, মাটীতে না মিশে গিয়ে, অন্যেতে মিশিবে ?
তবে কেন মাটী-ইহলোক, মাটী-পরলোকে না থাকিয়ে, অন্যেতে থাকিবে ?
কোথায় সে পরলোক—ইহলোকে তবে ? পা'ব না কি পা'ব না কি সন্ধান তাহার ?
ওই যে সে পরলোক, লোকবিস্তারিণি ! র'য়েছে প্রচ্ছন্নভাবে উদরে তোমার।
সজীব নলিনী মোর ওই পরলোকে ; ইহলোকে মোর পাশে নির্জ্জীব নলিনী ;
সজীব জীবন মোর ওই পরলোকে ; ইহলোকে মোর পাশে নির্জ্জীব পরাণী।
ইহলোকে আমি একা, পরলোকে তুমি একা ; কেন কেন ছাড়ি' মোরে একাকিনী র'বে ?
এক প্রাণ দুই হ'য়ে, থাকিতে কি পারে কভু ? এক বই দুই নাই এ বিশাল ভবে।
আমি যথা, তুমি তথা—তুমি যথা, আমি তথা—দুই জনে এক হ'য়ে ছিনু এত কাল,
আজ কেন দুই হ'য়ে, দু'দিকে থাকিব দু'য়ে ? কায়া ছায়া চিরকাল একত্রে মিশাল।
পরলোকে গেছ তুমি, প্রিয়ে ! ইহলোকে আমি প'ড়ে আছি ; থাকিব না—থাকিব না আর,
পরলোকে তুমি আছ যেথা, এখনি যাইব আমি সেথা ; খোলো, গঙ্গে ! স্বর্গের দুয়ার।"

৩

প্রাণের নলিনীহারা, বিজয় পাগল পারা হইয়া তখন, নলিনীর মৃতদেহ পুন কোলে করি',
দাঁড়াইল ধীরে ধীরে, ভাসিল শোকের নীরে যুগল নয়ন, প্রাণে জাগে শোকের শর্ব্বরী।
প্রাচীন অশ্বত্থ তরু এক, শ্মশানের ধারে, ছিল দাঁড়াইয়া, উন্নত আকারে,
তাহার নিবিড় ঘন ছায়া, জলের উপরে, ছিল গো ভাসিয়া, ছায়ার আঁধারে।
নলিনীর শব কোলে ল'য়ে, আকুল হইয়ে, সেই গাছে উঠিল বিজয়,
কি এক চিন্তার ঘুমঘোরে, দেখিল চাহিয়ে,—ইহলোক হ'য়েছে বিলয়।
চন্দ্র সূর্য্য তারকার মালা, ইহলোক ছাড়ি', পরলোকে একত্র উদয় ;
ভূধর, পাদপ, ধূলি বালি, লতিকা নিচয়, কেহ আর এ লোকের নয় ;
ফল ফুল সাগর তটিনী, সতড়িত মেঘ, প্রকৃতির সুগম্ভীর ছবি,
ইহলোকে যা' কিছু বিজয়, নিরখে নয়নে, পরলোকে গিয়েছে সে সবি।
ইহলোকে সুখের যে সব, সে সব গিয়েছে পরলোকে ; নিরখিয়া বিজয় অবাক্ ;
ইহলোকে দুঃখের যে সব, সে সব পারেনি যেতে সেথা, যেতে চায়,—নাহি পায় ফাঁক।

ইহলোকে আছে পরলোক, পরলোক নাই অন্য ঠাঁই, বুঝিল বিজয়,
ইহলোকে যত কিছু আছে, পরলোকে আছে সেই সব, অন্য কিছু নয়।
কেবল প্রভেদ দুই লোকে,—পাপ হেথা, পুণ্য সেথা জাগে—হেথায় বিষাদ, সুখ সেথা—
হেথায় মন্দের প্রলোভন, সেথায় ভালর ভালবাসা—সেথায় নির্ব্যথা, হেথা ব্যথা।

৪

তা'র পর বিষণ্ণ বিজয়, কহিল আপনাপনি, "বাস্তবিক ইহলোক দুখের ভাণ্ডার,
প্রধান প্রমাণ আমি আ'র, নলিনীরে হারাইয়ে, কেবল অন্তরে বহি' শোকের সংসার।
তবে কেন থাকি আর হেথা? কেন বহি ব্যথা? কেন করি কাঁদিয়া চীৎকার?
পরলোকে আলোকের রেখা, ওই যায় দেখা; ইহলোকে দারুণ আঁধার।
ওই মোর প্রাণের নলিনী, যেন সৌদামিনী, পরলোক মাঝে বসি' ডাকি'ছে আমারে;
অবিলম্বে যাইব হোথায়, কি কাজ হেথায়? অনন্ত আলোক ছাড়ি' কে র'বে আঁধারে?
বিদায় বিদায় দাও মোরে, ওগো ইহলোকের প্রকৃতি! আর নাহি চাহি গো তোমায়;
বুঝিয়াছি প্রকৃতি তোমার, কাজ নাই কাজ নাই আর, দাও ফিরে বিস্মৃতি আমায়।
ভুলে যাও তুমিও আমায়, ভুলে যাই আমিও তোমায়; যা' দিয়েছ মোরে, লও ফিরে;
দুঃখময় শরীর দিয়েছ, দুঃখময় জীবন দিয়েছ, দিয়েছ গো শোক বুক চিরে।
সে সকল লও আজ ফিরে, না নিলেও নিজে দিব ফিরে; তব সনে না রাখিব সম্বন্ধের লেশ;
নে গো তোর মাটীর শরীর, নে গো তোর বায়ুময় প্রাণ; সুখ ব'লে দিয়েছিলি, দুঃখ দিলি শেষ।"
এতেক কহিয়া যুবা, নলিনীর মৃত দেহ জোরে চাপি' আপন হৃদয়ে, সম্বোধিয়া কহিল গঙ্গারে;—
"কোথা গো মা, পরলোক? তোমারি নিভৃত কোলে, ওই কোলে নলিনী আমার,
ওই কোলে লও মা আমারে।
ওই কোল-পরলোকে, থাকিব আমরা দোঁহে, স্বর্গ নাই ওই কোল বই, এইরূপ আমার বিশ্বাস;
এ লোকে নরকভোগ, না চাহি থাকিতে হেথা, এ লোকের কোলে কোলাহল;
তোর কোল 'নিভৃতনিবাস।'"
এই কথা কহিয়া বিজয়, নলিনীর হৃদয়ে হৃদয়, চাপিয়া ধরিয়া মুদি' যুগল নয়ন,
অশ্বথের উচ্চ শাখা হ'তে, ঝাঁপ দিল জাহ্নবীর স্রোতে, জড়া'য়ে নলিনী-দেহ হইল মগন।
বারেকের তরে গঙ্গানীর, কাঁপিল গো হইয়া অধীর, একটি অস্ফুট শব্দ হ'ল একবার জাহ্নবীর নীরে;
পরক্ষণে কোথা কিছু নাই, যেমন গঙ্গার জল তাই, আকাশে মিশিল শব্দ, তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
মিলাইল তীরে।

ইতি নিভৃতনিবাস নামক নবম সর্গ।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils ;
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus ;
Let no such a man be trusted."

SHAKSPEARE'S *Merchant of Venice.—Act.* v. sc. 1.

"যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥"

রাগবিবেক।

"শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগাদ্রাগণাং সম্ভবো ভবেৎ।
পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চরাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠশ্চ গিরিজামুখাৎ॥
সদ্যোবক্ত্রাত্তু শ্রীরাগো বামদেবাদ্ বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ ভৈরবোঽভূত্তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোঽভবৎ॥
ঈশানাখ্যান্মেঘরাগো নাট্যারম্ভে শিবাদভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্যে নট্টনারায়ণোঽভবৎ॥
কে রাগাঃ কাশ্চ রাগিণ্যঃ কা বেলা ঋতবশ্চ কে।
কিং রূপং কথমুদ্ধারো বদ দেব প্রসাদতঃ॥
শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘরাগো বৃহন্নাটিঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥"

মতঙ্গ।

---

[১]

শ্রীরাগ।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"লীলাবিহারেণ বনান্তরালে
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ
শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥"

লীলার বিহারে বনের মাঝারে
প্রেয়সীর সনে কুসুম তোলে।
বিলাসের বেশ, মূরতি সরেস,
শ্রীরাগ, এ কথা সকলে বলে॥

শ্রীরাগের ষট্‌পত্নী।

"মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী কেদারী মধুমাধবী।
ততঃ পাহাড়িকা জ্ঞেয়া শ্রীরাগস্য বরা-
ঙ্গনাঃ॥"

১।—মালবশ্রী—(মালশ্রী বা মালশী)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"রক্তোৎপলং হস্ততলে নিযুক্তং
বিভাবয়ন্তী তনুদেহবল্লী।
রসালবৃক্ষস্য তলে নিষণ্ণা
স্তোকস্মিতা সা কিল মালবশ্রীঃ॥"

রকত উৎপল ধরা করতল,
তনু তনুলতা বিলায় বিভা।
চূততলে ব'সে মৃদু মৃদু হাসে
রাগিণী মালশ্রী খেলায় শোভা ॥

২।—ত্রিবণী।

(স্বরগ্রাম—ধ নি স গ ম ধ)

"রম্ভায়াস্তু তরোর্মূলে নিষণ্ণা পীতবর্ণভাক্।
তন্বঙ্গী হারসংযুক্তা প্রিয়েণ ত্রিবণী মতা ॥"
কদলী তরুর মূলে বসিয়ে পীতবরণী।
তনু-অঙ্গী হারযুতা প্রিয়ের সহ ত্রিবণী ॥

৩।—গৌরী।

(স্বরগ্রাম—স গ ম ধ নি স)

"গজেন্দ্রমুক্তাকৃতচারুহারা
ময়ূরপিচ্ছাঙ্কিতশুভ্রবেশা।
মাল্যানুলেপাঙ্কিতচারুগাত্রী
পূর্ণেন্দুবক্তা শুভগাচ গৌরী ॥"
গজমতি-গাঁথা হার শোভে গলে,
বিমলিন বেশে ময়ূরপাখা।
শোভে চারু দেহ অনুলেপ মালে,
গউরি রাগিণী, বদন রাকা ॥

৪।—কেদারী—(কেদারা)।

(স্বরগ্রাম—স গ ম প নি স)

"জটাং দধানা শশিখণ্ডমৌলি-
র্নাগোত্তরীয়া ধৃতযোগপীঠা।
গঙ্গাধরধ্যান-নিমগ্নচিত্তা
কেদারিকেয়ং কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥"
শিরে জটামালা, শশিখণ্ড-ভাল,
গলে দোলে নাগ, ব'সে যোগাসনে।
ভকতিশালিনী, কেদারী রাগিণী,
গঙ্গাধর-ধ্যান করে মনে মনে ॥

৫।—মধুমাধবী—(মধুমাৎ)।

(স্বরগ্রাম—স রি ম প নি স)

"প্রফুল্লনীলোৎপলনেত্রযুগ্মা
তন্বীসতী নীলনিচোলযুক্তা।
স্থিতা তমালদ্রুমবেদিকায়াং
শ্রীরাগপত্নী মধুমাধবীয়ম্ ॥"
সুনীল কমল, নয়নযুগল,
নীল ঘাগরায়* ঘেরিত কায়া।
তমাল-তলায়, চারু বেদিকায়,
মধুমাধবী শ্রীরাগ-জায়া ॥

৬।—পহাড়ী—(পাহাড়ী)।

(স্বরগ্রাম—স গ ম ধ নি স)

"বীণোপগায়ত্যতিসুন্দরাঙ্গী
রক্তাম্বরা মঞ্জুকদম্বমূলে।
শ্রীনন্দনাদ্রৌ স্থিতিকারিণী সা
শ্রীরাগকান্তা কথিতা পহাড়ী ॥"
বীণাযোগে গান গায়, অঙ্গশোভা কিবে তায়,
লোহিত অম্বরে শোভে কায়া।
শ্রীনন্দন চারু শৈলে, মঞ্জুল কদম্বমূলে,
পহাড়িকা শ্রীরাগের জায়া ॥

ইতি ষট্পত্নীর সহিত শ্রীরাগ।

[২]

বসন্ত।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"চূতাঙ্কুরেণৈব কৃতাবতংসো
বিঘূর্ণমানারুণপদ্মনেত্রঃ
পীতাম্বরঃ কাঞ্চনচারুদেহো
বসন্তরাগো যুবতীপ্রিয়শ্চ ॥"
চূতাঙ্কুরে গড়া শ্রবণভূষণ,
ঘূরি'ছে অরুণ কমললোচন।
চারু হেম-দেহ, পীতবসন,
রাগ বসন্ত যুবতীমোহন ॥

বসন্তরাগের ষট্পত্নী।

"দেশী দেবগিরী চৈব বরাটী তোড়িকা তথা।
ললিতা চাথ হিন্দোলী বসন্তস্য প্রিয়াঙ্গনাঃ ॥"

১।—দেশী—(দেশ)।

(স্বরগ্রাম—রি গ ম ধ নি স রি রি)

"নিদ্রালসং সা কপটেন কান্তং
বিবোধয়ন্তী সুরতোৎসুকেব।
গৌরী মনোজ্ঞা শুকপুচ্ছবস্ত্রা
খ্যাতা চ দেশী রসপূর্ণচিত্তা ॥"

* বোধ হয় 'পা-ঘেরা' হইতে 'ঘাগরা' হইয়াছে।

কপট নিদ্রায়, প্রাণেশ ঘুমায়,
তাহারে জাগায় রতির তরে।
শুক-পুচ্ছবাসে, গৌরাঙ্গ বিকাশে,
দেশী মৃদু হাসে রসের ভরে॥

২।—দেবগিরী-(দেবকিরী, দেওগির)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"কাদম্বিনীশ্যামতনুঃ সুরক্তা
তুঙ্গস্তনী সুন্দরহারবল্লী।
চিত্রাম্বরা মত্তচকোরনেত্রা
মদালসা দেবগিরী প্রদিষ্টা॥"

কাদম্বিনীশ্যাম, গঠন সুঠাম,
পীনস্তনা, চারুহারধারিণী।
চিত্রিতবসনা, চকোর-নয়না,
মদালসা দেবগিরী রাগিণী॥

৩।—বরাটী।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী
সুকঙ্কণা চামরচালনেন।
কর্ণে দধানা সুরবৃক্ষপুষ্পং
বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাটী॥"

প্রাণেশে তুষি'ছে চামর চালনে,
সুকেশী সুচারু কঙ্কণধারিণী।
পারিজাত ফুল তুলি'ছে শ্রবণে,
বরাঙ্গনা ওই বরাটী রাগিণী॥

৪।—তোড়ী।

(স্বরগ্রাম—ম প ধ নি স রি গ ম। অথবা
স রি গ ম প ধ নি স)

"তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ
কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তরে
বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ম্॥"

কুন্দ তুষার সম উজ্জ্বল দেহখানি
কাশ্মীর কর্পূর অঙ্গে।
বিনোদিয়ে হরিণেরে তোড়িকা বীণাপাণি,
হের ওই রাজি'ছে রঙ্গে॥

৫।—ললিতা (ললিত)।

(স্বরগ্রাম—স ঋ ম ধ নি স)

"প্রফুল্লহেমাম্বুজসপ্তপর্ণ-
স্রজং বহন্তী স্তনভারনম্রা।
গৃহাৎ প্রভাতেঽলসলোচনশ্রী-
র্বহির্গতেয়ং ললিতা প্রদিষ্টা॥"

প্রফুল্লহেমকমল সপ্তপর্ণ-হারে
সুশোভিত গলদেশ, নত স্তনভারে।
অলস লোচন দুই, প্রভাতে ছাড়িয়া গৃহ,
ললিতা রাগিণী ওই আসি'ছে বাহিরে॥

৬।—হিন্দোলী—(হিণ্ডোল)।

(স্বরগ্রাম—স গ ম প নি স স)

"কান্তা কৃশাঙ্গী পরিশুদ্ধভাবা
কান্তাননেন্দূজ্জ্বলদৃষ্টিপাতা।
কপোতকান্তিঃ কলকণ্ঠনাদা
হিন্দোলিকেয়ং কথিতাতিমত্তা॥"

কৃশাঙ্গী সুমনোহরা, পরিশুদ্ধ ভাবে ভরা,
চাঁদের উজল দৃষ্টি কান্তাননে ঢালে।
কপোত সমান বর্ণ, কণ্ঠরবে সুখী কর্ণ,
অতিমত্তা হিন্দোলিকা রাগিণী মণ্ডলে॥

ইতি ষট্‌পত্নী সহিত বসন্ত রাগ।

[৩]

ভৈরব।

(স্বরগ্রাম—ধ নি স গ ম ধ)

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্ত্রিশূলকর এষনৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ॥"

গঙ্গাধর চন্দ্রভাল,
তিনলোচন সর্পমাল,
ভূষিত-সিত-তনুবিশাল,
হস্তিচর্ম্মধারণ।
উজ্জ্বল ত্রিশূলকর,
ভৈরব নৃমুণ্ডধর,
জয় জয় রাগরাজ
শুভ্রাম্বরশোভন॥

ভৈরবরাগের ষট্‌পত্নী।

"ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকিরী গুণকিরী তথা
বাঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্য বরা-
ঙ্গনাঃ॥"

১।—ভৈরবী।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি)

"কাসারমধ্যস্ফটিকোচ্চগেহে
পঙ্কেরুহৈর্ভৈরবমর্চ্চয়ন্তী।
তারস্বরা বদ্ধবিশুদ্ধগীতা
বিশালনেত্রা কিল ভৈরবীয়ম্ ॥"

সরসীর মধ্যদেহে, স্ফটিকের উচ্চ গেহে,
ভৈরবে কমলদলে করি'ছে পূজন।
উচ্চতর তারস্বরে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত করে,
ভৈরবী ভৈরব-জায়া, বিশাল নয়ন ॥

২।—বাঙ্গালী।

(স্বরগ্রাম—স গ ম প নি স। অথবা ম ধ নি স রি গ ম)

"কক্ষানিবেশিতকরণ্ডধরায়িতাক্ষী
ভাস্বত্রিশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তা।
ভস্মোজ্জ্বলা নিবিড়বদ্ধজটাকলাপা
বাঙ্গালিকেত্যভিহিতা তরুণার্কবর্ণা॥"

গৃহমাঝে রাজে, করে করণ্ড শোভি'ছে।
বামকরে সমুজ্জ্বল ত্রিশূল রাজি'ছে ॥
দেহে দীপ্ত ভস্মঘটা, শিরে বাঁধা কটা জটা,
তরুণ অরুণবর্ণা বাঙ্গালী সাজি'ছে ॥

৩।—সৈন্ধবী—(সিন্ধুড়া ?)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স।
অথবা স গ ম প ধ নি স)

"ত্রিশূলপাণিঃ শিবভক্তিরক্তা
রক্তাম্বরা ধারিতবন্ধুজীবা।
প্রচণ্ডকোপা রসবীরযুক্তা
সা সৈন্ধবী ভৈরবরাগিণীয়ম্ ॥"

ত্রিশূলধারিণী, শিবভক্তিরতা,
রক্তাম্বরা, বন্ধুজীব ফুল করে।
চণ্ডকোপময়ী, বীররসযুতা,
ভৈরবের জায়া সৈন্ধবী বিহরে ॥

৪।—রামকিরী—(রামকেলী)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি সঁ)

"স্বর্ণপ্রভা ভাস্বরভূষণাঢ্যা
সদিন্দ্রনীলং বপুষা বহন্তী।
কান্তে পদোপান্তমধিস্থিতেঽপি
মানোন্নতা রামকিরী প্রদিষ্টা ॥"

স্বরণবরণা, উজলভূষণা,
চারু ইন্দ্রনীল কায়।
রামকিরী অই, বড় মানময়ী,
প্রাণনাথ লুটে পায় ॥

৫।—গুর্জ্জরী—(গুজ্‌রী)।

(স্বরগ্রাম—রি গ ম প ধ নি স রি)

"মধ্যে নিষণ্ণা মৃদুপল্লবানাং
শ্যামদ্যুতির্মন্মথভাবযুক্তা।
বিচিত্রপুষ্পাঞ্চিতচারুতল্পা
প্রেমাভিলাষা খলু গুর্জ্জরীয়ম্ ॥"

কোমল পল্লব মাঝে শ্যামাঙ্গী বসিয়া সাজে,
কামভাবে ভাবুকা হইয়া।
ফুলময় তল্পে বাস, সদা প্রেম অভিলাষ,
গুর্জ্জরী ভৈরব-প্রাণপ্রিয়া ॥

৬।—গুণকিরী—(গুণকেলী)।

(স্বরগ্রাম—নি স গ ম প নি। অথবা স গ ম প নি স)

"শোকাভিভূতনয়নারুণদীনদৃষ্টি-
র্নম্রাননাধরণীধূসরগাত্রযষ্টিঃ
আমুক্তচারুকবরী প্রিয়দূরবৃত্তা
সঙ্কীর্ত্তিতা গুণকিরী করুণার্দ্রদৃষ্টিঃ ॥"

শোকমগ্না, দীনদৃষ্টি অরুণনয়নে,
ধূলায় ধূসর দেহ, আনত আননে।
সুচারু কবরী খোলা, প্রিয় হ'তে দূরে
ওই ওই গুণকিরী কাতর অন্তরে ॥

ইতি ষট্‌পত্নী সহিত ভৈরব রাগ।

---

[৪]

পঞ্চম।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম ধ নি স। অথবা
স রি গ ম প ধ নি স)

"রক্তাম্বরো রক্তবিশালনেত্রঃ
শৃঙ্গারযুক্তস্তরুণো মনস্বী।
সদা বিভাত্যেষ হি পঞ্চমোঽয়ম্
যোষিৎপ্রিয়ঃ কোকিলমঞ্জুভাষী ॥"

লোহিতবসন. লোহিতনয়ন,
রতিরত যুব জ্ঞানবান;
রমণীমোহন, কোকিলভাষণ,
পঞ্চম রাগ বিরাজমান ॥

পঞ্চম রাগের ষট্‌পত্নী।

"বিভাষা চাথ ভূপালী কর্ণাটী বড়-
হংসিকা।
মালবী পঠমঞ্জর্য্যা সহৈতাঃ পঞ্চ-
মাঙ্গনাঃ॥"

১।—বিভাষা—(বিভাষ)।

(স্বরগ্রাম—স গ ম ধ নি স)

"নিদ্রালসা তোষিতপঞ্চবাণা
বিলাসবেশা রসভাবযুক্তা।
বিশেষতস্তাণ্ডবলাস্যরক্তা
প্রাতঃ প্রবুদ্ধা হি বিভাষিকেয়ম্॥"

অলস ঘুমঘোরে, তোষিত স্মরশরে,
সরসভাবময়ী বিলাসবেশা রে;
তাণ্ডবলাস্য নাচে প্রাণেতে মজিয়াছে
প্রভাতে জাগে ওই রাগিণী বিভাষা রে॥

২।—ভূপালী।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স। অথবা
স গ ম ধ নি স)

"স্বনায়কে পুষ্পগণং সৃজন্তী
সুশোভমানা বরকামিনী চ।
উল্লাসিতা প্রেমমদাকুলাক্ষী
ভূপালিকা সা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ॥"

আপন নায়কে কুসুমস্তবকে
সাজাই'ছে বরকামিনী।
পুলক-অন্তরা, আঁখি প্রেমভরা,
সুচারু ভূপালী রাগিণী॥

৩।—কর্ণাটী—(কর্ণাট)।

(স্বরগ্রাম—নি স রি গ ম প ধ নি নি)

"ময়ূরকণ্ঠদ্যুতিরিন্দুমৌলি-
গজেন্দ্রদন্তার্পিতকর্ণপূরা।
স্বরৈঃ সুরাণাং পরিতোষকর্ত্রী
কর্ণাটিকেয়ং স্ফুটশুভ্রবেশা॥"

ময়ূর-কণ্ঠের আভা, কপালে শশীর শোভা,
দ্বিরদ-রদ-রচিত কর্ণপূর ভূষা।
স্বরে সুরগণ-মন, পরিতোষে অণুক্ষণ,
কর্ণাটী রাগিণী ওই স্ফুটশুভ্রবেশা॥

৪।—বড়হংসিকা—(বড়হংস)।

(স্বরগ্রাম—নি স রি গ ম প ধ নি নি)

"স্মেরাননা চারুবিলোলদৃষ্টিঃ
প্রিয়াঙ্গসঙ্গোৎসবহৃষ্টচিত্তা।
বিলাসলোমাঞ্চিতচারুদেহা
খ্যাতা কবীন্দ্রৈর্বড়হংসিকেয়ম্॥"

হসিত বদনা, বিলোল লোচনা,
প্রিয়াঙ্গ-পরশে হরিষ-চিতা।
বিলাস-খেলায়, লোমাঞ্চিত কায়,
বড়হংসিকা গীতিবিদিতা॥

৫।—মালবী—(মালোয়া বা মারোয়া)।

(স্বরগ্রাম—নি স গ ম ধ নি নি)

"বিয়োগদুঃখেন বিধূসরাঙ্গী
চিরং প্রিয়ধ্যানবিনিদ্রনেত্রা।
কামৈকচিত্তা স্ফুটগৌরকান্তিঃ
সা মালবী সংকথিতা কবীন্দ্রৈঃ॥"

বিয়োগের দুঃখভরে, ধূসরিত কলেবরে,
করি'ছে প্রিয়ের ধ্যান মুদিয়ে নয়ন।
কামে বিমোহিত চিত, গৌরকান্তি পরিস্ফুত,
মালবী রাগিণী ওই বিদিত ভুবন॥

৬।—পঠমঞ্জরী।

(স্বরগ্রাম—প ধ নি স রি গ ম প)

"নেত্রাম্বুধারাঙ্কিতচারুদেহা
বিয়োগদুঃখানতচন্দ্রবক্ত্রা।
চিরং প্রিয়ধ্যানরতা সুদীনা
মুহুঃ শ্বসন্তী পঠমঞ্জরীয়ম্॥"

নয়ন-ধারায় দেহ ভেসে যায়,
শশিমুখ নত বিরহদুখে।
প্রিয়ে ধ্যানে ধরি' পঠমঞ্জরী
ঘন শ্বাস ফেলে পীড়িত বুকে॥

ইতি ষট্‌পত্নী সহিত পঞ্চম রাগ।

—

[৫]

মেঘ—(মল্লার)।

(স্বরগ্রাম—ধ নি স রি গ ম প ধ ধ)

"বিহারশীলোহপ্যতিনীলদেহো
গভীরবাদী প্রিয়কামিনীভিঃ।

কামাতুরঃ পিঙ্গলযুগ্মনেত্রো
মল্লাররাগো গজবাহনোঽয়ম্ ॥"

অতি নীল কলেবর, বিহারে মনন,
কামিনীগণের প্রিয়, গভীর স্বনন।
কামাতুর অতিশয়, পিঙ্গল লোচনদ্বয়,
রাজে ওই মেঘরাগ দ্বিরদবাহন।

মেঘরাগের ষট্পত্নী।

"মল্লারী সৌরঠী চৈব সাবেরী কৌশিকী তথা।
গান্ধারী-হরশৃঙ্গারা মেঘরাগস্য যোষিতঃ ॥"

১।—মল্লারী—(মল্লার)।

(স্বরগ্রাম—ধ নি রি গ ম ধ)

"প্রলম্বকর্ণা শরদিন্দুবর্ণা
কৌষেয়বস্ত্রাতিবিহারশীলা।
প্রশান্তচিত্তা পলিতং দধানা
মল্লারিকেয়ং কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ ॥"

শ্রবণে প্রলম্ব-শোভা, শরদিন্দু দেহ-আভা,
কৌষেয় বসন পরা, আনন্দ বিহারে।
শান্তচিত অতিশয়, শির চারু কেশময়,
মল্লারী রাগিণী কহে মুনিরা ইহারে ॥

২।—সৌরঠী—(সুরঠ)।

(স্বরগ্রাম—প ধ নি স গ ম প। অথবা স গ ম প ধ নি স)

পীনোন্নতস্তনসুশোভনহারবল্লী
কর্ণোৎপলভ্রমরনাদবিলগ্নচিত্তা।
যাতি প্রিয়ান্তিকমতিশ্লথবাহুবল্লী
সৌরাষ্ট্রিকা মদনমূর্ত্তিসুচারুগৌরা ॥"

হারসুশোভন পীনোন্নত স্তন,
কানের কমলে গুঞ্জে অলিদলে,
মন দিয়া শুনে তায়।
মদনমূরতি, গৌরদেহ অতি,
দোলে বাহু দু'টি, রাগিণী সৌরঠী,
প্রিয়ের গোচরে যায় ॥

৩।—সাবেরী।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি ধ)

"চিত্রাংশুকাবদ্ধগজেন্দ্রমুক্তা
প্রসন্নহাসা মৃদুগৌরগাত্রী।
স্বলঙ্কৃতা বর্হিশিখণ্ডহস্তা
সাবেরিকা মেঘবরাঙ্গনা সা ॥"

ফুলকাটা ওড়নায় গজমতি শোভা পায়,
বদনে প্রসন্ন হাসি, মৃদুগৌর দেহখানি।
ভূষা শোভে কলেবরে, ময়ূরের পুচ্ছ করে,
সাবেরী মেঘের জায়া বরাঙ্গিনা সুহাসিনী ॥

৪।—কৌশিকী।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"বিচ্ছেদভীতা দয়িতেন সার্দ্ধং
রক্তেক্ষণা স্বেদযুতাননেন্দুঃ।
শ্যামা সুবেশা ললিতাঙ্গযষ্টি-
র্মুহুর্ভ্রমন্তী খলু কৌশিকীয়ম্ ॥"

পতির বিরহে ভীত, মুখশশী স্বেদযুত,
লোহিত লোচন দু'টি, শ্যামল বরণ।
সুললিত কলেবর, তাহে বেশ মনোহর,
কৌশিক রাগিণী ওই ভ্রমে অনুক্ষণ ॥

৫।—গান্ধারী—(গান্ধার)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"জটাং দধানা শুচিমুদ্রিতাক্ষী
নীলাম্বরা সন্নতশান্তমূর্ত্তিঃ।
সযোগপট্টাসনসন্নিবিষ্টা
গান্ধারিকেয়ং খলু মেঘপত্নী ॥"

মস্তকে জটার তোড়, মুদিত নয়ন যোড়,
নীলাম্বর পরিধান, শান্তমূর্ত্তি নতভাবে।
যোগপট্টাসনে বসি', মেঘরাগের প্রেয়সী,
গান্ধারী রাগিণী মেঘে অনুরাগে যোগে ভাবে ॥

৬।—হরশৃঙ্গারা—(হরশিঙার)।

(স্বরগ্রাম—ধ নি স রি গ ম প ধ)

'নানাগীতকলাভিজ্ঞা কৌতুকী চ প্রিয়ংবদা
গৌরাঙ্গী মেঘপত্নী চ হরশৃঙ্গারিকা ত্বসৌ ॥

জানে নানা গীতকলা, করে কৌতুকের খেলা,
শশিমুখে মধুর ভাষিণী।
গউর বরণ কায়া, রাগেশ মেঘের জায়া,
হরশৃঙ্গারিকা সুরাগিণী ॥

ইতি ষট্পত্নী সহিত মেঘ রাগ।

---

[৬]

নট্টনারায়ণ—(নটনারায়ণ বা নট্ট—নট)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধবাহুঃ
স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ প্রতাপী
নটোঽয়মুক্তঃ কিল রঙ্গমূর্ত্তিঃ॥"

তুরঙ্গম-স্কন্ধে কর, রক্তমাখা কলেবর,
শরীরের প্রভা খেলে স্বুবর্ণ মতন।
রণরঙ্গমূর্ত্তি ধরি' সংগ্রাম-ভূমির'পরি
বিচরে প্রতাপী রাগ নট্টনারায়ণ॥

নট্টনারায়ণ রাগের ষট্ পত্নী।

"কামোদী চৈব কল্যাণী আভীরী নাটিকা তথা।
সারঙ্গী নট্টহম্বীরা নট্টনারায়ণাঙ্গনাঃ॥"

১।—কামোদী—(কামোদ)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প ধ নি স)

"ভর্ত্রা সমং পাথসি হেমবর্ণা
পয়োবিহারেণ সরোরুহাণি।
বিচিন্বতী সৌরভমোদমানা
কামোদিকেয়ং কথিতা বিদগ্ধৈঃ॥"

স্বামীর মতন, হেমের বরণ,
সলিলবিহারে কমল তুলে।
কমল-সৌরভে হরিষ-গৌরবে
কামোদী রাগিণী সলিলে বুলে॥

২।—কল্যাণী—(কল্যাণ)।

(স্বরগ্রাম—প ধ নি স রি গ ম প)

"কান্তানুরক্তা মৃদুভাবযুক্তা
ব্যাঘূর্ণিতাক্ষী মৃদুগৌরদেহা।
নট্টাখ্যরাগস্য বিলাসিনী সা
কল্যাণিকেয়ং কথিতা কবীন্দ্রৈঃ॥"

পতি-অনুরতা, মৃদুভাবযুতা,
ঘূর্ণিত লোচন দু'টি মৃদুভাব তায়।
নট-বিলাসিনী, কল্যাণী রাগিণী,
গীতপ্রিয় কবি এরে এই নামে গায়॥

৩।—আভীরী—(আহীরী)।

(স্বরগ্রাম—প ধ নি স রি গ ম প)

"বাচালকঙ্কণবিভূষিতবাহুবল্লি-
রুন্নিদ্রচম্পকমনোহরগাত্রযষ্টিঃ।
শ্রীকণ্ঠশৈলশিখরে গজমৌক্তিকানা-
মাভীরিকা স্রুদধতী স্রজমিন্দুশুভ্রাম্॥"

করভূষা কঙ্কণের রবে ঘুম ভাঙিয়াছে,
চম্পক কুসুম সম বরদেহ শোভিয়াছে।
শ্রীকণ্ঠ-শৈল-শিখরে, আভীরী আনন্দভরে,
শশিশুভ্র গজমিত মালা করে ধরিয়াছে॥

৪।—নাটিকা—(নাটী)।

(স্বরগ্রাম—স রি ম প ধ নি স)

"চিরং নটন্তী শুভরঙ্গমধ্যে
বিচিত্ররত্নাভরণা কৃশাঙ্গী।
সুগীততালেষু কৃতাবধানা
নাটী সুশাটীপরিধানশীলা॥"

রঙ্গভূমি মাঝে নাচিয়া বিরাজে,
কৃশাঙ্গে ভূষিত রতন-ভূষা।
গীততালে মন আছে অনুক্ষণ,
নাটিকা রাগিণী সুশাটীবেশা॥

৫।—সারঙ্গী—(সারঙ্গ)।

(স্বরগ্রাম—স রি গ ম প নি স)

"করধৃতবীণা সখ্যা
সহোপবিষ্টা চ কল্পতরুমূলে।
দৃঢ়তরনিবদ্ধকবরী
সারঙ্গী সা সুরঙ্গিণী প্রোক্তা॥"

করে ধরি' বীণা সখীর সহিত
কল্পতরুমূলবাসিনী।
দৃঢ়তর আঁটা সুচারু কবরী,
সারঙ্গ রাগিণী রঙ্গিনী॥

৬।—হাম্বীরী—(হাম্বীর)।

(স্বরগ্রাম—ধ নি স রি গ ম প ধ)

"ভ্রমন্তী নর্ত্তনে শ্যামা পুষ্পপ্রচয়তৎপরা।
হাম্বীরী কথিতা হ্যেষা করার্পিতসখীকরা॥"

নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায় ভ্রমিয়া,
হাম্বীরী হরিষ ভরে।
শ্যাম কলেবরা, সখী-করধরা,
কুসুম চয়ন করে।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর পরিশিষ্ট।

হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রে রাগরাগিণীর যেরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ করা হয় নাই। অসভ্যদের কথা দূরে থাক্, কোন সভ্য জাতির মধ্যেও এরূপ দেখা যায় না। ইউরোপীয় ও মার্কিনদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের ন্যায় গানের এক একটি স্বরের স্বতন্ত্র নাম নাই। তাঁহারা প্রচলিত প্রাচীন এক একটি গানের স্বর লইয়া, সাধারণকে বুঝাইবার জন্য, সেই গানের প্রথম পংক্তিটি বা প্রথম পংক্তির কিয়দংশ স্বরচিত গানের শিরোভাগে বসাইয়া দিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও কোন কোন গীতরচয়িতা স্বরচিত কোন কোন গানের উপরে 'অমুক গানের স্বর' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পংক্তি লিখিয়া দেন, কিন্তু তাহা অতি বিরল এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যেও নহে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য দুইটি—(১) রাগরাগিণী না জানা, (২) প্রচলিত স্বরে স্বরচিত গান প্রচলিত করা। আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগরাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া প্রাচীন সঙ্গীতবিৎ ঋষি এবং সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ বড় উপকার করিয়া গিয়াছেন। কোন্ রসে কোন্ রাগ বা রাগিণী গেয়, মূর্ত্তিকল্পনায় তাহা পরিস্ফুট রহিয়াছে। কি আনন্দের সময়, কি বিষাদের সময়, কি বীরত্বের সময়, প্রত্যেক সময়েরই গান করিবার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের রাগ রাগিণীর মূর্ত্তি রসানুযায়ী হইয়াছে। সঙ্গীত জগতের মধ্যে এরূপ চমৎকার ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে কত দূর গানের উপযোগী, তাহা সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় মাত্রেই বুঝিয়াছেন।

হিন্দুসঙ্গীতশাস্ত্রে এই রাগরাগিণীর মূর্ত্তিকল্পনা এক প্রকার নহে। ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক একজন সঙ্গীতশাস্ত্রকারের মত এক এক দেশে বিশেষরূপে প্রচলিত। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বা বঙ্গদেশে যে মতটি প্রচলিত, দাক্ষিণাত্যে তাহা চলে না। পুনা, বোম্বাই অঞ্চলের মত আমাদের এদিকেও সেইরূপ অনেকাংশে অপ্রচলিত। তবে পরবর্ত্তী সময়ে এ দেশের গায়কেরা সে দেশে গিয়া ও সে দেশের গায়কেরা এ দেশে আসিয়া, আপনাপন অভ্যস্ত মত কতক কতক মিশাইয়া দিয়াছেন। আমি মহর্ষি মতঙ্গের মতানুযায়ী ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর মূর্ত্তিগুলি পদ্যে অনুবাদ করিয়া মূলের সহিত পাঠক মহাশয়কে দেখাইয়াছি। নিম্নে অন্যান্য মতানুযায়ী রাগরাগিণীর নামগুলি তুলিয়া দিলাম। মূর্ত্তিগুলির আর অনুবাদ করিলাম না। মূর্ত্তিবর্ণন বিষয়ে এক মতের সহিত অন্যমতের মূর্ত্তিবিশেষের কিছু কিছু বর্ণনভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু ফলে সকল স্থলে বড় পার্থক্য দেখা যায় না।

১। নারদসংহিতার মতে ছয় রাগ; যথা—

"মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চঃ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ ষড়ীরিতাঃ॥"

ছত্রিশটি রাগিণী যথা—

"ধানসী মালসী চৈব রামকিরী চ সিন্ধুড়া।
আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ॥
বেলাবলী চ পুরুবী কানড়া মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়া ইমাঃ॥
গান্ধারী সুভগা চৈব গৌরী কৌমারিকা তথা।
বল্লারী চাপি বৈরাগী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ॥
তুড়ী চ পঞ্চমী চৈব ললিতা পঠমঞ্জরী।
গুর্জ্জরী চ বিভাষা চ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ॥
মালবী দীপিকা চৈব দেশকারী চ পাহিড়া।
বরাড়ী মারহাটী চ এতা হিন্দোলযোষিতঃ॥
নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেলী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ॥"

২। হনুমন্মতে ছয় রাগ. কিন্তু এক এক রাগের পাঁচটী করিয়া ছয় রাগের ত্রিশটি রাগিণী। ছয় রাগ যথা—

"ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥"

ত্রিশটি রাগিণী যথা—

"মধ্যমাদী ভৈরবী চ বাঙ্গালী চ বরাটিকা।
সৈন্ধবী চ পুনর্জ্ঞেয়া ভৈরবস্য বরাঙ্গনাঃ॥
তোড়ী খাম্বাবতী গৌরী গুণক্রী ককুভা তথা।
রাগিণ্যো রাগরাজস্য কৌশিকস্য বরাঙ্গনাঃ॥
বেলাবলী রামকিরী দেশাখ্যা পঠমঞ্জরী।
ললিতা সহিতা এতা হিন্দোলস্য বরাঙ্গনাঃ॥
কেদারী কানড়া দেশী কামোদী নাটিকা পুনঃ।
দীপকস্য প্রিয়াঃ পঞ্চ খ্যাতা রাগবিশারদৈঃ॥
বাসন্তী মালবী চৈব মালশ্রীশ্চ ধনাসিকা।
আশাবরী তু বিজ্ঞেয়াঃ শ্রীরাগস্য বরাঙ্গনাঃ॥

মল্লারী দেশকারী চ ভূপালী গুর্জ্জরী তথা।
টঙ্কা চ পঞ্চমী ভার্য্যা মেঘরাগস্য যোষিতঃ॥"

৩। রাগার্ণবের মতে যদিও পুংবাচক রাগ ও স্ত্রীবাচক রাগিণী স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু ছয়টি প্রধান রাগ ও সেই ছয়টির প্রত্যেকটিকে অপর পাঁচ পাঁচটি রাগ আশ্রয় করিয়া আছে, এরূপ লিখিত আছে। ছয়টি প্রধান রাগ যথা—

"ভৈরবঃ পঞ্চমো নাটো মল্লারো গৌড়মালবঃ।
দেশাখ্যশ্চেতি ষড়াগাঃ প্রোচ্যন্তে লোকবিশ্রুতাঃ॥"

ত্রিশটি আশ্রিত রাগ যথা—

'বঙ্গালীয়ং গুণকিরী মধ্যমাদির্বসন্তকঃ।
ধানশ্রীশ্চেতি পঞ্চৈতে রাগা ভৈরবসংশ্রয়াঃ॥
ললিতা গুর্জ্জরী দেশী বরাড়ী রামকৃস্তথা।
মতা রাগার্ণবে রাগাঃ পঞ্চৈতে পঞ্চমাশ্রয়াঃ॥
নট্টনারায়ণঃ পূর্ব্বং গান্ধারঃ সালগস্তথা।
ততঃ কেদারকর্ণাটৌ পঞ্চৈতে নাটসংশ্রয়াঃ॥
মেঘমল্লারিকা মালঃ কৌশিকঃ পঠমঞ্জরী।
আশাবরীতি বিজ্ঞেয়া রাগা মল্লারসংশ্রয়াঃ॥
হিন্দোলস্ত্রিবনাঙ্কারী গৌরী চ পঠহংসিকা।
পঞ্চৈতে রাগনামানো গৌড়মাশ্রিত্য সংস্থিতাঃ॥
ভূপালী চ কুড়ায়ী চ কামোদী নাটিকা তথা।
বেলাবলী তু বিজ্ঞেয়া রাগা দেশাখ্যসংশ্রয়াঃ॥"

মতঙ্গ এবং সঙ্গীতনারায়ণকৃত সঙ্গীতসারের মতে রাগরাগিণীগুলি সম্পূর্ণ, ষাড়ব (হিন্দী—খাড়ব বা খাড়ো), ও ঔড়ব বা ওড়ব (হিন্দী—ওড়ো) এই তিন জাতীয়। স রি গ ম প ধ নি এই সাত ধাতু বা স্বর। যে রাগ বা রাগিণীতে এই সাতটি স্বর বা ধাতু থাকে, তাহা সম্পূর্ণজাতীয়, যাহাতে ছয়টি স্বর থাকে, তাহা ষাড়ব এবং যাহাতে পাঁচটি স্বর থাকে, তাহা ঔড়বজাতীয়। এইগুলি সম্পূর্ণজাতীয়—

"শ্রীরাগনট্টকর্ণাটবেধগুপ্তবসন্তকঃ।
শুদ্ধভৈরববাঙ্গালসোমরাগাশ্চপঞ্চমাঃ॥
কামোদমেঘরাগৌ চ তথা দ্রবিড়গৌড়কঃ।
বরাটী গুর্জ্জরী তোড়ী মালবশ্রীশ্চ সৈন্ধবী॥
দেবক্রী চৈব রামক্রী তথা প্রথমমঞ্জরী।
নট্ট বেলাবলী গৌড়ীত্যাদ্যাঃ সম্পূর্ণকা মতাঃ॥"

মতান্তরে এইগুলিও সম্পূর্ণজাতীয়—

ঘণ্টারব, নাট, নট্টনারায়ণ, ভূপতি ও শঙ্করাভরণ।

মতান্তরে এইগুলিও সম্পূর্ণজাতীয়—

ছায়া, ছায়ানট্ট (ছায়ানট), বিহঙ্গড়া (বিহগড়া), গৌড়সারঙ্গী (গৌড়সারঙ্গ), শ্যাম, শঙ্করা, রাজবিজয় ও জয়তশ্রী (জয়েৎ)।

এইগুলি ষাড়বজাতীয়—

"গৌড়ঃ কর্ণাটগৌড়শ্চ দেশী ধন্নাশিকা তথা।
কোলাহলা চ বল্লারী দেশাখ্যা সাবিরী তথা॥
সুহাবতী হর্ষপুরী মল্লারী হুঞ্জিকা তথা।
ইত্যাদ্যাঃ ষট্ স্বরা রাগা হরিনায়কসম্মতাঃ॥"

সঙ্গীতসারের মতে এইগুলিও ষাড়বজাতীয়—

"শ্রীকণ্ঠশ্চৈব মৌলি চ তারামালবগৌড়কাঃ।
শুদ্ধাভীরী মধুকিরী ছায়া নীলোৎপলাপি চ॥"

এইগুলি ওড়বজাতীয়—

"মধ্যমাদিশ্চ মল্লারো দেশপালী চ মালবঃ।
হিন্দোলো ভৈরবো নাগধ্বনির্গৌণ্ডকৃতিস্তথা॥
ললিতা চ ততচ্ছায়া তোড়ী বেলাবলী তথা।
প্রতাপপূর্ব্বিকা প্রোক্তা দ্বিতীয়া সৈন্ধবী তথা।
ইত্যাদ্যা ঔড়বা রাগা জ্ঞেয়া জনমনোহরাঃ॥"

সঙ্গীতসারের মতে এইগুলিও ঔড়বজাতীয়—

"তুরুষ্কগৌড়গান্ধারঃ পুলিন্দো মেঘরঞ্জিকা।"

যেগুলি আদি অর্থাৎ মূল রাগ বা রাগিণী, সেগুলির নাম শুদ্ধ এবং যেগুলি দুই তিন, চারি বা ততোধিক রাগরাগিণীর সংযোগে উৎপন্ন, সেগুলির নাম সঙ্কীর্ণ। নিম্নে কএকটি সঙ্কীর্ণ রাগিণীর নাম লিখিত হইল, যথা—দেশ ও মল্লারীযোগে পৌরবী (পুরবী); নট্ট ও মল্লার যোগে নট্টমল্লারিকা (নট্-মল্লার); গুর্জ্জরী ও দেশিকা (দেশ) যোগে রামকেলী; তোড়ী ও ধন্নাশিকা (ধানশী) যোগে মারফী; দেশ ও আশাবরী যোগে বল্লারী; শ্রীরাগ ও নটযোগে গৌরী; নট, কর্ণাট ও বরাটী যোগে কল্যাণী (কল্যাণ); কর্ণাট ও ভৈরবযোগে কর্ণাটী; মল্লারী, সৈন্ধবী ও তোড়ীযোগে আশাবরী; সৈন্ধবী ও তোড়ী যোগে সুথাবরী; ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন সঙ্কীর্ণজাতীয় রাগিণীর সংখ্যা যে কত, তাহার ইয়ত্তা নাই। মুসলমান সম্রাটদের সময়েও অনেক সঙ্কীর্ণ রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—হোসেনী, দরবাড়ী-তোড়ী, মিশ্রা-মল্লার, ইমন্, ইমন্-কল্যাণ, লগ্নী, লেচ্ছাশাক, লুম, ইগ্নী ইত্যাদি।

সঙ্গীতদর্পণের মতে কোন্ সময়ে কোন্ রাগ বা রাগিণী গাহিতে হয়, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

"মধুমাধবী চ দেশাখ্যা ভূপালী ভৈরবী তথা।
বেলাবলী চ মল্লারী বল্লারী সামগুর্জ্জরী॥
ধনাশ্রীর্মালবশ্রীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ।
দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসন্তকঃ॥

এতে রাগাঃ প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভ্য নিত্যশঃ।
গুর্জ্জরী কৌশিকশ্চৈব সাবেরী পঠমঞ্জরী॥
রেবা গুণকিরী চৈব ভৈরবী রামকির্য্যপি।
সৌরাটী চ তথা গেয়া প্রথম প্রহরোত্তরম্॥
বৈরাটী তোড়িকা চৈব কামোদী চ কুড়ায়িকা।
গান্ধারী নাগশব্দী চ তথা দেশী বিশেষতঃ।
শঙ্করাভরণো গেয়ো দ্বিতীয়প্রহরাৎ পরম্॥
শ্রীরাগো মালবাখ্যশ্চ গৌড়ী ত্রিবণসংজ্ঞিকা।
নট্ট কল্যাণসংজ্ঞশ্চ সারঙ্গনট্টকৌ তথা॥
সর্ব্বে নাটাশ্চ কেদারী কর্ণাট্যাভীরিকা তথা।
বড়হংসী পহাড়ী চ তৃতীয়প্রহরাৎ পরম্।
অর্দ্ধরাত্রাবধি জ্ঞেয়ং গেয়া রাগাঃ সুখপ্রদাঃ॥
যথোক্তকাল এবৈতে গেয়াঃ পূর্ব্ববিধানতঃ।
রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ॥"

পঞ্চমসারসংহিতায়াম্।

"বিভাষা ললিতা চৈব কামোদী পঠমঞ্জরী।
রামকেলী রামকিরী বরাড়ী গুর্জ্জরী তথা॥
দেশকারী চ শুভগাভীরী চ পঞ্চমী গড়া।
ভৈরবী চাপি কৌমারী রাগিণ্যো দশপঞ্চ চ।
এতাঃ পূর্ব্বাহ্নকালে তু গেয়াস্তদ্গানকোবিদৈঃ॥
বরাটী মালবী কোড্রা রেবতী চাপি ধানসী।
বেলাবলী মারহাট্টা সৈন্ধবী রাগযোষিতঃ।
গেয়া মধ্যাহ্নকালে চ যথাভাবঞ্চ ভাষিতম্॥
গান্ধারী দীপিকা চৈব কল্যাণী প্রবরাবরী।
আশাবরী কান্দুলা চ গৌরী কেদারপাহিড়াঃ।
সায়াহ্নে রাগিণীরেতাঃ প্রগায়ন্তি মনীষিণঃ॥
মেঘমল্লাররাগস্য গানং বর্ষাসু সর্ব্বদা।
দশদণ্ডাৎপরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্॥"

দাক্ষিণাত্যাস্তু।

"দেশাখ্যা ভৈরবী দেবক্রুদ্ধংশী চ মাহুলা।
ন নক্তরঞ্জিকা এতাঃ সায়ংকালে চ নিন্দিতাঃ॥
প্রভাতে যেন গীয়ন্তে স নরঃ সুখমেধতে॥
শুদ্ধনট্টা চ সারঙ্গী তথা নট্টবরাটিকা।
ছায়া গৌড়ী তথা চান্যা ললিতা চ তথা মতা॥
মল্লারিকা তথা ছায়া গৌরী তু তোড়িকাহ্বয়া।
গৌড়ো মালবগৌড়শ্চ রামকিরী তথৈব চ॥
ছায়া রামকিরী চৈব ছায়া সর্ব্ববরাড়িকা।
কর্ণাটাহ্বয়বঙ্গালা ইত্যেতাশ্চন্দ্রজাঃ স্মৃতাঃ॥
এতে রাগা বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ।
সায়মেষান্তু গানেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াদিতি॥"

কিঞ্চ গীতগোবিন্দটীকায়াং লক্ষ্মণভট্টঃ।

"প্রাতর্গৌণ্ডকিরী মহামলহরী দেশাখ্যিকা গুর্জ্জরী
মধ্যাহ্নেঽপি রামকৃদ্ধয়মথো কর্ণাটনাটাদয়ঃ।
সায়ং মালবিকাকৃতেতি সুধিয়ো গায়ন্তি সায়ন্তনে
সারঙ্গং পুনরেব গৌড়মপরং প্রত্যূষতো ভৈরবী॥"

কৌমুদ্যাম্।

শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
তাবদ্বসন্তো গীয়তে প্রভাতে ভৈরবাদিকঃ॥
মধ্যাহ্নে তু বরাট্যাদেঃ সায়ং কর্ণাটনাটয়োঃ।
শ্রীরাগমালবাদেস্তু গানে দোষো ন বিদ্যতে ইতি
ইন্দ্রপূজাং সমাসাদ্য যাবদ্দিগ্দেবতার্চ্চনম্।
তাবদেব সমুদ্দিষ্টং গানং বৈ মালবাশ্রয়ম্॥
এবন্তু বহুধাচার্য্যৈর্গানকালঃ সমীরিতঃ।
যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টগীতং বিজ্ঞস্তথাচরেৎ॥"

অকালগানে দোষমাহ।

"সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবম্।
শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্॥"

পরিহারমাহ কোহলীয়ঃ।

"লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিদ্ গায়ন্তি চ বিরাগতঃ।
সুরসা গুর্জ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে॥"

অন্যত্র চ।

"অকালরাগমাকর্ণ্য তজ্জদোষপ্রশান্তয়ে।
ঈশানার্চ্চাং চরেৎ স্তুত্বা মধ্যমাদীমনন্তরম্।
গায়েদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি তস্মাদ্দোষাদ্বিমুচ্যতে॥"
অকালগানে প্রায়শ্চিত্তমনয়োরন্যতরং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ।

রত্নমালায়াম্।

"বসন্তো রামকিরী চ গুর্জ্জরী সুরসাপি চ।
সর্ব্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষোঽভিজায়তে॥

নারদস্তু বিশেষমাহ।

"দশদণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতমিতি।"

অথ রাগাণাং ঋতুবিভাগঃ।

"শ্রীরাগো রাগিণীযুক্তঃ শিশিরে গীয়তে বুধৈঃ॥
বসন্তঃ সসহায়স্তু বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥
ভৈরবঃ সসহায়স্তু ঋতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে।
পঞ্চমস্তু তথা গেয়ো রাগিণ্যা সহ শারদে॥
মেঘরাগো রাগিণীভির্যুক্তো বর্ষাসু গীয়তে।
নট্টনারায়ণো রাগো রাগিণ্যা সহ হেমকে।
যথেচ্ছয়া বা গাতব্যাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ॥"

ইতি ঋতুবিভাগঃ।

সঙ্গীতসারসংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত।

লৌহকারাগার।

(বিয়োগমধ্যোপান্ত ও সংযোগান্ত নাটক)

"স্তব্ধস্য নশ্যতি যশো বিষমস্য মৈত্রী
নষ্টক্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্ম্মঃ।
বিদ্যাফলং ব্যসনিনঃ কৃপণস্য বিত্তং
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্য নরাধিপস্য॥"

"What viler thing upon the earth than friends,
Who can bring noblest mind to basest ends?"
TIMON OF ATHENS—*Act* 4. *sc*. 3.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সঙ্গসিংহ	চিতোরের রাণা।
বলসিংহ	সঙ্গসিংহের জামাতা ও সেনাপতি।
সুবুদ্ধিভট্ট	সঙ্গসিংহের মন্ত্রী।
ধ্যানসিংহ	চিতোরের সহকারী সেনাপতি।
রত্নসিংহ	বলসিংহের বন্ধু।
সূর্য্যসিংহ	অম্বরের রাজা।
ভুজসিংহ	সূর্য্যসিংহের বন্ধু ও মন্ত্রী।
জগন্নাথ	দেবল।
পূর্ণানন্দ	ব্রহ্মচারী।

এতদ্ব্যতীত সভাসদ্‌গণ, নাগরিকগণ, ঘোষ-যন্ত্রবাদক, ঘাতুক, সৈন্যগণ, দস্যু, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মহালক্ষ্মী	সঙ্গসিংহের মহিষী।
বনলতা	সঙ্গসিংহের কন্যা ও বলসিংহের পত্নী।
জয়াবতী	সূর্য্যসিংহের পত্নী।

এতদ্ব্যতীত পরিচারিকা, সন্ন্যাসিনী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের উপবেশনাগার।

সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্য।—(সহাস্যে উপেক্ষিত ভাবে)—
বৃদ্ধ রাণা! সূর্য্যসিংহ বুঝিয়াছে মনে
এত দিন পরে তব তেজঃ শৌর্য্য যত!
শারদ নীরদ সম দারুণ নিনাদে
কেবল গর্জ্জিলে তুমি!—বর্ষণ কোথায়?
কই, রাজা! আজিও যে লিপির আমার
উত্তর না দিলে তুমি? এক এক করি'
অতীত হইল ক্রমে মাসৈক সময়,
তবুও নীরব তুমি? হে ধনকুবের!
মস্যাধারে মসী নাই? লেখনী কিনিতে
সঙ্গতি কি নাহি তব?—তুচ্ছ মূল্য অতি!
বুঝিয়াছি,—মসী নয়—লেখনীও নয়,
ফলকথা, নাহি তব সাহস ক্ষমতা।
তা' থাকিলে, সুনিশ্চয় এক লিপি কেন,
শত শত লিপি-মুখে ছাড়িতে হুঙ্কার;
শত শত লিপিবাহী তোমার আদেশে
আসিত আমার পাশে শত শত ভাবে।

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
কেও আসিতেছে?—অও, চির উপকারী
প্রিয়তম বন্ধু, মম বুদ্ধি-বল-প্রাণ
ভুজসিংহ।

ভুজসিংহের প্রবেশ।

এস, ভাই!
ভুজ।— বল, যুবরাজ!
চিতোর হইতে কোন পত্র কি পেয়েছ?
(উভয়ের উপবেশন)
সূর্য্য।—(সহাস্যে)—
পাইবার আশা শুধু থাকিল মানসে,
কিন্তু তা' পা'ব না আর নিশ্চয় জানিও।
যে পত্র লিখিলে তুমি, কৌশলচতুর!
শত রাণা আজো তা'র না জানে উত্তর।
ভুজ।—(সহাস্যে)—
সে বৃদ্ধ নির্ব্বাক্ এবে তব পত্র লভি',
বুঝেছে সে গূঢ় মর্ম্ম, এই সে কারণে
এক মাস গত, তবু উত্তর না আসে,
মিত্রবর!
সূর্য্য।—(কিঞ্চিৎ ক্রোধে)—
দেখ, ভুজ! কি ঘোর অন্যায়,
কেন অধীনতা আমি করিব স্বীকার
তাহার সমীপে? লোকে কি বলিবে মোরে?
বলিবে এ কথা,—ছি ছি কি লজ্জার কথা,
ধন-বল, জন-বল থাকিতে প্রতুল,
বাতুলের মত সূর্য্য চিতোরনাথের
পদ পূজে বর্ষে বর্ষে কর-পুষ্প দিয়া।
বন্ধুবর! এ দুর্ব্বাণী রসনাগ্রে কা'রো
উচ্চারিত হ'তে আমি না দিব কখন।
ভুজ।—বাস্তবিক, এক রাজা অন্য ভূপ-পাশে
কি হেতু অধীন র'বে? কেন কর দিবে?
একের মহিমা-প্রভা অপরের পদে
আকর্ষিত হ'বে?
সূর্য্য।— ভাই, এ প্রাণ থাকিতে
আর না হইবে তাহা, যা' হ'বার হ'ল।
এক্ষণে স্বাধীন আমি, অম্বর স্বাধীন,
চিতোরপতির কর-নিগড় দুঃসহ
বহিতে হ'বে না আর এ মম জীবনে।
ঘোষযন্ত্রে এ সংবাদ দিনু বিঘোষিয়া
অম্বরের ঘরে ঘরে, এ রাজ্যে আমার
'অম্বর চিতোরাধীন' এ শব্দ না র'বে।
ভুজ।—কেন র'বে? কণামাত্র শক্তি নাহি যা'র,
তা'রি পক্ষে অধীনতা চিরবহনীয়।
শক্তিশূন্য জন বাঁচে পরের প্রসাদে,
শক্তিশালী জন জীয়ে আপনার বলে।
চন্দ্রই সূর্য্যের করে শোভয়ে নিজেরে,
সূর্য্য কি কাহার পাশে কর-ভিক্ষা মাগে?
সূর্য্য।—(সহাস্যে)—
অপূর্ব্ব উপমা তব অমূল্য অতুল।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
দেখ ভাই! বৃদ্ধ রাণা মহামূর্খ অতি,
তা' নহিলে একমাত্র কন্যারে তাঁহার
অর্পিল সেনানী-পুত্রে—সামান্য সে জন!
রাজা আমি, রাজ্য ধন প্রচুর আমার,
আমারে উপেক্ষি' কন্যা দিল ক্ষুদ্র জনে।
প্রার্থনা আমার তুচ্ছ করিয়া দুর্ম্মতি,
অপ্রস্তুত কৈল মোরে। না হয় বুঝিনু,—
ব্যাঘ্রমুখ হ'তে তা'রে করিল উদ্ধার
বলসিংহ, তা' বলি' কি তা'র পরিচয়
কন্যারূপ পুরস্কারে হৈল প্রদর্শিত!
ভুজ।—এ অপমানের তুমি, অম্বর-ঈশ্বর!
যাহে উপযুক্ত ফল দিতে পার তা'রে,
তাহার উপায় আমি অচিরে করিব।
সূর্য্য।—(সানন্দে)—
প্রকৃত বান্ধব তুমি, হৃদয় তোমার
মম হিত-সংসাধনে অবিরত রত।
তোমারি মন্ত্রণা-বলে অম্বর আমার
হইল স্বাধীন, পুনঃ এ অপমানের
প্রতিশোধ ল'ব আমি, কি সন্দেহ তা'য়?
ভুজ।—ঈশ্বর তোমার বাঞ্ছা অবশ্য পূরা'বে।
(চিন্তিয়া)—
প্রিয়তম মিত্র তুমি, হে অম্বরনাথ!
তোমার বন্ধুতা লভি' এই দীন জন,
করে চন্দ্র লভিয়াছে বামন হইয়া।
সূর্য্য।—(সাহ্লাদে)—
ভালবাস, তাই বল এ হেন বচন
প্রিয়তম!
ভুজ।— সত্য কহি মনের সহিত।
(ক্ষণেক পরে)—
এক্ষণে বিদায় চাহি বারেকের তরে,
আবার আসিব ফিরে তোমার গোচরে।
[প্রস্থান।
সূর্য্য।—আমিও এখানে তবে কি করি থাকিয়া?
করিগে কৌশল-চিন্তা নির্জ্জনে বসিয়া।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের শয়নকক্ষ।

পর্য্যঙ্কোপরি সূর্য্যসিংহ শয়ান।

জয়াবতীর প্রবেশ।

জয়া।—(সূর্য্যসিংহের পদপ্রান্তে বসিয়া)—
প্রাণেশ্বর! মহাবল চিতোরপতির
সহিত তোমার কভু সাজে কি বিবাদ?
নারী আমি, কিন্তু জানি বিবাদে কি ফল।
মিনতি আমার আজ—এ মোর প্রার্থনা,—
মম শ্বশুরের মত তুমিও সর্ব্বদা
চিতোরপতিরে দেখ পূর্ব্বের মতন।
ত্রুটি স্বীকারিয়া পত্র পুনঃ লিখ তাঁ'রে।

সূর্য্য।—(বিরক্তি সহকারে)—
লিখি বা না লিখি, তাহে বাক্যব্যয় তব
হ'বে না করিতে। যাহা ভাল ভাবি আমি,
তাহাই করিব।—যাও, বাধিও না মোরে
চিন্তা-উদ্ভাবন-কালে;—অমূল্য সময়!

জয়া—(সবিস্ময়ে)—
অমূল্য সময়ে তব বাধা দিতে আমি
আসি নাই,—আসিয়াছি শুধু বাধা দিতে
সঙ্কটের পথে তোমা করিতে প্রবেশ।
ক্ষান্ত হও, পায়ে ধরি, (পদ ধারণ)
রাখ এ মিনতি,—
অম্বরের শান্তি যেন না হয় চঞ্চল।

সূর্য্য।—(পুনর্বিরক্তি সহকারে)—
আঃ কি যন্ত্রণা! কেন বৃথা পুনঃ পুনঃ
সেই কথা?

জয়া।— প্রাণনাথ! একবার বল,
বিবাদ মিটা'বে তুমি,—প্রজানিচয়ের
রাখিবে অচল শান্তি? তা' হ'লে এখনি
চলিয়া যাইব আমি; অমূল্য সময়ে
দিব না ব্যাঘাত তব।

সূর্য্য।—(ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া)—পরামর্শ তরে
ডাকিনি তোমায় আমি। বিপদ সম্পদ,
শান্তি বা অশান্তি যাহা, সকলি আমার।
কি ক্ষতি তোমার তাহে, নির্ব্বোধ রমণি?

জয়া।—তোমার সম্পদে, নাথ! সম্পদ আমার,
বিপদে বিপদ, শান্তি তোমার শান্তিতে,
অশান্তি আমার, নাথ! অশান্তিতে তব,
তা' যদি না হ'বে, তবে কিসের কারণ
আজি তব পাদমূলে অধীনী পতিতা?
তুমি বই কে আমার এ মহীমণ্ডলে
আছে আর? কায়া তুমি, আমি, তব ছায়া।

সূর্য্য।—(অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া)—
কি আশ্চর্য্য, যত বলি বিরক্ত ক'র না,
ততই বাড়িছ তুমি, অবশবর্ত্তিনি!
উঠ ত্বরা—যাও চলি', (বেগে উত্থিত হইয়া)
ছাড় অক্ষিপথ।

[সদুঃখে জয়াবতীর প্রস্থান।

(ললাট কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি সহকারে)—
দেখ দেখি, আমি কোথা নির্জ্জনে থাকিয়া
নিজের মঙ্গল নিজে করিব চিন্তন,
তা' না হ'য়ে এখানেও অমঙ্গলরূপা
দুষ্টা আসি' ত্যক্ত করে, যন্ত্রণাদায়িনী।
(চিন্তিয়া)—
দূর হৌক, এখানেও না চাহি থাকিতে,
যাই তথা, দুষ্টা যথা না পারে যাইতে।

[বিরক্তমুখে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অম্বর হইতে ছয় ক্রোশদূরবর্ত্তী একটি নদীতট।

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল প্রভৃতি)

যোদ্ধৃবেশে বলসিংহ ও ধ্যানসিংহের প্রবেশ

বল।—ধ্যানসিংহ! ভূপতির সুপাল্য আদেশ-
পালন-বিলম্ব শুধু ছয় ক্রোশ পথ।
সূর্য্যসিংহ দুরাত্মার সহিত অম্বর
ছিন্ন ভিন্ন হ'বে আজ এ অসি-ঘূর্ণনে।
(অসি-নিষ্কাসন ও প্রদর্শন)

ধ্যান।—সেনাপতি! সুনিশ্চয় বুঝিয়াছি আমি,
যে উষ্ণ রক্তের তেজে সূর্য্যসিংহ পাপী
রূঢ় পত্র লিখি' রুষ্ট কৈল ভূপতিরে,
বিদ্রোহী হইল দুষ্ট, সেই রক্ত আজি
মাখিবে তোমার এই তীক্ষ্ণধার অসি।

বল।—দুরাত্মার প্রায়শ্চিত্ত আজি এ অসিতে
সংসাধিত, বীরবর! হইবে নিশ্চয়।
কিন্তু যদি সে পাতকী দন্তে তৃণ করি
স্বদোষ স্বীকার করি' পূর্ব্বভাব ধরে,
পূর্ব্বের মতন পুনঃ রাজপ্রাপ্য কর
চিতোরনাথের দেয়, তা' হ'লে জীবন
থাকিবে শরীরে তা'র ভবিষ্যের তরে।
তা' যদি না হয়, তবে শিয়রে শমন
আজি উপস্থিত তা'র, বিকট বদনে।

ধ্যান।—কি সন্দেহ তাহে, বীরকুল-চূড়ামণি!
নিজ মুখে নাহি সাজে, বলিতে নিজের
ক্ষমতার পরিচয়, কার্য্যেই দেখা'বে

ধ্যানসিংহ আজি শূর চিতোরপতির,
প্রদত্ত অন্নের গুণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে,
তব সনে থাকি' ভীম সমর-প্রাঙ্গণে।
তোমার শ্বশুর মোরে বিশ্বাসী জানিয়া,
প্রেরিলা তোমার সনে অরাতি-সম্মুখে;
আমিও বিশ্বাস কার্য্যে থাকিয়া অটল
করিব সাহায্য তব। স্পর্শি' তরবারি
এ মোর শপথ তুমি জানিও নিশ্চয়।

বল।—(সহাস্যে, সাহ্লাদে)—
আমারো শপথে তুমি করহ বিশ্বাস,
সুবিশ্বাসী সহকারী চিরসহচর!
তোমারে পশ্চাতে রাখি' অগ্রে শত্রু-শিরে
প্রহার করিব অসি। বিশ্বাসীরে আমি
কখন না বলি অগ্রে অরির সম্মুখে
দেখাইতে পূত বক্ষ।

ধ্যান।—(সানন্দে)— বীরোচিত বাণী।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক।—(যোড়হস্তে)—সেনাপতি মহাশয়! আপনার আদেশে প্রস্থানের সমুদায় আয়োজন হ'য়েছে। অশ্ব হস্তী সজ্জিত, সৈন্যেরা প্রস্তুত, আর পটমণ্ডপাদিও শকটে স্থাপিত হ'য়েছে।

বল।—(সৈনিকের প্রতি)—
সকলি প্রস্তুত?—ভাল, যাও, এবে তুমি।
রণযাত্রা-অনুমতি করিব এখনি।

[সৈনিকের প্রস্থান।

(বলসিংহের তূরীধ্বনি ও নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ কোলাহল)

ধ্যান।—কি আর বিলম্বে তবে?

বল।— অবিলম্বে চল।

(নেপথ্যে "চিতোরপতির জয়" প্রভৃতি বীরত্ব-সূচক শব্দ)

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের দুর্গস্থ একটি কক্ষ।

সূর্য্যসিংহ আসীন।

সূর্য্য।—(সাহঙ্কারে)—
'যা' ভেবেছি তাই। কই, এখন ত কিছু
উচ্চবাচ্য নাহি। হুঁ,—বুঝেছি বিশেষ,
সমুদ্র শুকা'য়ে গেছে। প্রকৃত ক্ষমতা
থাকিলে কি আজিও সে চিতোরাধিপতি
নীরবে বসিয়া থাকে? কাষ্ঠের পুতুল!
নিজেও যেমন মূর্খ বীর-চূড়ামণি!
তেমনি তাহার সেই বীরেন্দ্র জামাতা!
এক ভস্ম আর ছার, কি সাহসে তবে
মম তেজঃসমীরণে পারিবে তিষ্ঠিতে?
বৃদ্ধ সর্প ভগ্নদন্ত বিষশূন্য এবে!
এখনো অনেক বাকী; যা'ক কিছু দিন,
দেখা'ব সময়ে আমি কি মনস্থ মম।
অম্বর অধীন ছিল চিতোরনাথের,
চিতোর অধীন হ'বে অম্বরপতির।
এ যদি না পারি, তবে বৃথা তরবারি
তালপত্র সম ধরি দৃঢ়মুষ্টি-মাঝে।
মোরে তুচ্ছ ভাবি' নীচে কৈল কন্যা দান
যেই করে, সেই করে নিশ্চয় তাহারে
কর দিতে হ'বে মোরে;—এ প্রতিজ্ঞা মম।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(চমকিত হইয়া)—
কেও পুনঃ আসিতেছে? নির্জ্জনতা কি রে
দীর্ঘকালস্থায়ী, হায়, হয় না সময়ে?

জনৈক ছদ্মবেশী ঘাতুকের প্রবেশ।

ঘাতুক।—(মস্তক নমন করিয়া যোড়হস্তে)—
জয় হোক, যুবরাজ!

সূর্য্য।—(সোৎসুকচিত্তে)—
কি করিলে?—কার্য্যসিদ্ধি অসিদ্ধি অথবা?

ঘাতুক।—(বিমর্ষচিত্তে)—
কি বলিব, যুবরাজ! যতেক কৌশল
বিফল হইল মোর। তিলেক সুযোগ
না পেনু দেখিতে, শূর! চিতোরাধিপতি
বহির্দ্দেশে নাহি আর হয় বহির্গত।

সূর্য্য।—(দুঃখিত চিত্তে)—
তাই ত শাণিত অস্ত্র যেমতি তেমতি
রহিল তোমার করে বিফল হইয়া?
গুপ্তাঘাতে সে বৃদ্ধেরে (চিরশত্রু মম)
না পারিলে বিনাশিতে? আদেশে আমার
যেই অস্ত্রে, হে বিশ্বাসী! কত কত লোকে
পঞ্চভূতে মিশাইলে চিরকাল তরে,
সে অস্ত্র ফিরিল আজি রক্ত না পরশি'?

ঘাতুক।—কি করিব বল, প্রভো! বড়ই লজ্জিত
হইনু তোমার পাশে। হেন ইচ্ছা হয়,—
এ অস্ত্রে নিজের রক্ত দেখাই তোমারে।

সূর্য্য।—সে কি, সে কি, একি কথা, কেন তুমি এত
দুঃখিত লজ্জিত বল হইলে, বিশ্বাসী?

এখন না হ'ল, ভাল, পরেও ত হ'বে।
গুরুতর কার্য্যে জানি বিলম্বই ঘটে।
(অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া)—
পুনঃ তুমি যাও আজি চিতোর নগরে,
নূতন কৌশলে পুনঃ সাধ নিজ কাজ।
চিতোরপতিরে আর জামাতারে তা'র
যদি বিনাশিতে' পার, তা' হ'লে তোমারে
দশ লক্ষ মুদ্রা দিব।—অবিলম্বে যাও।
(অঙ্গুরীয়ক প্রদান)

ঘাতুক।—(সাহ্লাদে শিরোনমন করিয়া করযোড়ে)
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। প্রতিজ্ঞা এবার,—
হয় ত মারিব দোঁহে, নয় ত মরিব।
হয় ত এ অস্ত্র পুনঃ আসিবে ফিরিয়া
শ্বশুরজামাতৃরক্তে হইয়া রঞ্জিত,
নয় ত ইহার স্থান অরি-অস্ত্রাগারে।
আসি তবে, যুবরাজ!
(প্রণাম)

সূর্য্য।—কার্য্যসিদ্ধি সহ যেন এবার তোমারে
অচিরে দেখিতে পাই, এস হে বিশ্বাসী!
[ঘাতুকের প্রস্থান।

সূর্য্য।—কম নয়—দশ লক্ষ। এ লোভে এবার
একটি জীবের করে দুইটি জীবেরে
হারাইবে বসুন্ধরা চিরকাল হেতু।
আঃ,—
বাঁচিব,—পূরিবে মম মনের বাসনা।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
নিতান্তই তা'ও যদি না ঘটে কপালে,
অবশেষে এই অস্ত্রে, প্রকাশ্য সমরে,
শ্বশুরজামাতৃপ্রাণ মিশা'ব বাতাসে।
চিতোরের প্রজাগণ রাজকর ল'য়ে
ক'বে,—'আমাদের রাজা অম্বর-ঈশ্বর!'
এ যদি না পারি, তবে বৃথা অহঙ্কার।
(নেপথ্যে সহসা যুদ্ধ-কোলাহল)
(শুনিয়া সবিস্ময়ে)—
অ্যাঁ!—এ কি! কেন হেন ভীম কোলাহল
উত্থিত হইল মম দুর্গের বাহিরে?
যুদ্ধ—যুদ্ধ—কে আসিল? উঃ ক্রমে বাড়ে!
(নেপথ্যে কামান-শব্দ)
(চমকিত হইয়া)—
এ কি পুনঃ! তোপধ্বনি! এ কি অকস্মাৎ!
(নেপথ্যে কামান-শব্দ)
ওই যে আবার, আজ অম্বর-হৃদয়ে
বজ্রপাত সম ধ্বনি! দেখিতে হইল।
(প্রস্থানোদ্যোগ)

দ্রুতবেগে এক জন সৈনিকের প্রবেশ।

(শশব্যস্তে)—
কি সংবাদ? কি হ'য়েছে? কেন উর্দ্ধশ্বাসে
উপনীত হেথা তুমি?

সৈনিক।—(ভয়ে ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে)—যুবরাজ! যুবরাজ!
(পুনর্ব্বার ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ)

সূর্য্য।—(শশব্যস্তে)— ছাড় সম্বোধন।
বল ত্বরা কি হ'য়েছে?—কেন কোলাহল?
কেন বজ্রসম তোপ গর্জ্জে মুহুর্মুহুঃ?

সৈনিক।—(ভীতচিত্তে)—চিতোরপতির জামাতা বলসিংহ দুর্গ আক্রমণ করে'ছে। দুর্গ-দ্বার ভগ্নপ্রায়। শত্রু দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে-করে হ'য়েছে। সেনাপতি হত! আমাদের নায়ক কেউ নেই। সব যায়—গেল গেল—

(নেপথ্যে অধিকতর কোলাহল ও তোপধ্বনি)

ঐ শুনুন যুবরাজ! আমের রক্ষা করুন—আমাদের বাঁচান।

সূর্য্য।—(সক্রোধে)—
মহাপাপী বলসিংহ—চির শত্রু মম—
দুর্গ আক্রমিল আসি'? যাও তুমি ত্বরা।—
আশ্বাস প্রদান' সবে। রণসজ্জা পরি'
এখনি যেতেছি আমি। তুরঙ্গ আমার
শীঘ্র সাজাইতে বল। যাও দ্রুতগতি।
[বেগে সৈনিকের প্রস্থান।

(চিন্তিয়া)—
এই ত এখনি এই ছিলাম ভাবিতে
শত্রুশূন্য এবে আমি—স্বাধীন স্বাধীন।
পরক্ষণে এ কি পুনঃ! সংকল্প আমার
কল্পনায় পরিণত হইল কেবল!
তা' হ'বে না।—কখনই জীবন থাকিতে,
যা' ভেবেছি' করিব না ব্যত্যয় তাহার।
বলসিংহ চিরশত্রু, তা'র তরবারি
বিঁধিবে অম্বর-বক্ষ? শরীরে জীবন
আর চক্ষে দৃষ্টি-রেখা যত ক্ষণ আছে,
তা' হ'তে দিব না কভু, এ প্রতিজ্ঞা মম।
আমার বাঞ্ছিত রত্ন যা'র বক্ষে এবে
সুশোভিত, আমি তা'র সে বক্ষ এখনি
বিঁধিব বিঁধিব এই তীক্ষ্ণ অসিধারে।
[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের বেশ-গৃহ।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

সূর্য্যসিংহের বেগে প্রবেশ।

সূর্য্য।—
(স্বয়ং রণবেশ ধারণ করিতে করিতে সক্রোধে)—
সুনিশ্চয় দুরাত্মার প্রায়শ্চিত্ত আজি।
হয় ত এ রণবেশ বলের শোণিতে
রঞ্জিত হইবে, নয় সূর্য্যসিংহ এরে
আত্মরক্ত মাখাইয়া করিবে লোহিত।
প্রতিজ্ঞা আমার আজ—বৈরনির্যাতন।
যাইতে হ'ল না মোরে দলবল ল'য়ে
চিতোরে ; পাইনু শত্রু আপনার কোটে।
এ বড় ভাগ্যের কথা, পতঙ্গ আপনি
প্রজ্বলিত অগ্নিমুখে উড়ি' পড়ে আসি'।
(নেপথ্যে কামান-শব্দ ও কোলাহল)

বেগে জয়াবতীর প্রবেশ।

জয়া।—
(ভয়াকুলস্বরে সূর্য্যসিংহের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া)
প্রচণ্ড সমর, নাথ! ভীষণ ব্যাপার!
যেও না—যেও না। ভিক্ষা মাগে অভাগিনী
আজি তব শ্রীচরণে। আজ্ঞা কর মোরে,—
আমিই সমর-ক্ষেত্রে বলসিংহ-পাশে
অম্বর-শান্তির ভিক্ষা মাগি কর যুড়ি'।
ছাড় রণবেশ—
সূর্য্য।—(বাধা দিয়া সক্রোধে)—
যাও, অবিলম্বে যাও।
ছাড় পদ,—এ সময়ে কাকুতি মিনতি
কর্ণে নাহি ভাল লাগে। নিশ্চয় জানিও,—
সূর্য্যসিংহ বলসিংহ আজি এক স্থানে।
অসিযুগ্ম ঝন্‌ঝনিবে মহাযুদ্ধভূমে।
জয়া।—(অধিকতর কাতরে)—
স্বর্গীয় জনক তব গেলেন যা' বলি',
পাল তাহা,—পিতৃবাক্য উপেক্ষার নহে।
এ সময়ে একবার কর হে স্মরণ
তাঁ'র সে অমূল্য বাণী, স্মর, প্রাণেশ্বর!
"সমরে রাজ্যের আয়ু মুষ্টিপরিমিত,
শান্তিতে রাজ্যের আয়ু নিয়ত বর্দ্ধিত।"
এ সময়ে এ অমূল্য হিতগর্ভ বাণী
বারেক স্মরহ, নাথ! ভবিষ্য ভাবিয়া।
সূর্য্য।—(বিরক্ত হইয়া, সক্রোধে)—
আসিয়া পালিব আমি পরামর্শ তব!
যাও তুমি—সর এবে, বিঘ্নসঞ্চারিণি!
এ সময়ে নারী-বাক্যে কোন্ মূঢ় জন
মিলা'য়ে আপন্ মন বিপদেরে ডাকে?

বেগে প্রস্থান।

জয়া।—(সরোদনে, কৃতাঞ্জলিপুটে)
হে বিধাত! এ বিপদে—এ কাল সমরে
রক্ষা কর দুঃখিনীরে রক্ষি' পতিপ্রাণ!
(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কামান-শব্দ)
(সভয়ে)—
ওই বুঝি—ওই—বুঝি!—ভীষণ গর্জ্জন!—
দয়াময়!—এ কি হ'ল!—হায়!
(উত্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে)—
প্রাণনাথ!
দাঁড়াও—দাঁড়াও, শুন, ক্ষণেক দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের দুর্গের পশ্চাভাগ।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

ধ্যানসিংহ ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ।

ধ্যান।—(সক্রোধে)—
কই সেই দুরাচার সূর্য্য নরাধম?
সাবধান, ধর তা'রে—না পালায় যেন।
সৈনিকগণ।—নেপথ্যের দিকে দেখিয়া শশব্যস্তে)—ঐ আস্‌চে—ঐ আস্‌চে।
ধ্যান।—(ত্বরা দিয়া)—
পথ অবরোধ কর, দিও না যাইতে।
(ধ্যানসিংহ ও সৈনিকগণের তরবারি উত্তোলন করিয়া পথ অবরোধ)

(নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রুতপদে নিষ্কোষিত অসিহস্তে সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

(নেপথ্যে "চিতোরপতির জয়" প্রভৃতি বীরত্ব-সূচক শব্দ)

ধ্যান।—
(সক্রোধে,বাধা দিয়া সূর্য্যসিংহের প্রতি)—
কোথায় পালাও, ওহে বীরচূড়ামণি!
এ অপূর্ব্ব বীরত্বের কোথা শিক্ষা তব?—
নর্ত্তকীর গৃহে?

বেগে নিষ্কোষিত অসিহস্তে বলসিংহের প্রবেশ।

বল।—(ক্রোধভৎসনগর্জ্জনে)—
তোর চেয়ে জয়াবতী শ্রেষ্ঠ শত গুণে।
রে পশু! এই কি তোর বীরত্ব প্রকাশ?
বীরের জীবনে ডর;—ধিক্ কুলাঙ্গার!
কাপুরুষ ক্ষত্রাধম পামর পিশাচ!

সূর্য্য।—(সক্রোধে)—
কি বলিলি, বলসিংহ? ক্ষুদ্র মুখে তোর
এ কথা শুনিয়া কর্ণ হইল অশুচি।
আমি কাপুরুষ? তুই বীরকুলেশ্বর?
কে যে কাপুরুষ আর কে যে বীরবর,
মুখের কথায় তা'র পরিচয় দিলে
কে বিশ্বাসে? আয় দেখি,—
(অসি উত্তোলন)

বল।— দেখা দেখি, দেখি।
(উভয়ের অসিযুদ্ধ, সূর্য্যসিংহের হস্ত হইতে অসিপতন)

সূর্য্য।—(অপমানিত হইয়া সক্রোধে)—
নিরস্ত্র এখন আমি; পেয়েছ সময়;
বধ মোরে, বলসিংহ!

বল।— 'তোমার মতন
বলসিংহ কাপুরুষ কখনই নয়।
অস্ত্রহীনে বধ করা গোহত্যা সমান।
ধর অস্ত্র—যুঝ পুনঃ—মার কিংবা মর।
নিরস্ত্র বলিয়া পার নাহি পা'বে আজ।
হয় অস্ত্র তুলি' যুঝ—নয় গলবাসে
ক্ষমা চাহ সেই মুখে, যেই মুখে তুমি
কটূক্তি উদ্গার কৈলে চিতোরপতিরে।

সূর্য্য।—(অত্যন্ত ক্রোধে)—
কি বলিলি?—ক্ষমা ক্ষমা—গলবাসে ক্ষমা?
(ভূতল হইতে অসি গ্রহণ করিয়া)—
রে পামর! আর তোর না দেখি নিস্তার।
যে রসনা কৈল তোর এ বিষ বর্ষণ,
নিস্তার নাহিক তা'র আজি তোর সনে।
দ্বিখণ্ড করিয়া তোরে শত খণ্ড করি'
বিচ্ছিন্ন করিব তা'রে আয়, কুলাঙ্গার!
(অসি প্রহারোদ্যোগ)

বল।—(তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া সক্রোধে)—
যত ইচ্ছা বল্ তুই ক্ষণেকের তরে,
বলিতে না পা'বি পরে; মিট্‌বে রে বাসনা,
কাপুরুষ দুরাচার! স্মর্ একবার
সম্মুখে শমন তোর নরকের দ্বার
করিয়াছে উদ্ঘাটিত। যা' পাপী! তথায়।
(উভয়ের পুনর্ব্বার অসিযুদ্ধ ও নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ কোলাহল)
(আহত হইয়া সূর্য্যসিংহের ভূতলে পতন)

বল।—(সৈন্যগণের প্রতি)
বাঁধ এই পাতকীরে।
(সৈন্যগণের তথাকরণ)
আইস লইয়া
মম সনে। আজি এর কর্ম্মোচিত ফল
অবশ্য ফলিবে ভাগ্যে—ভবিষ্য প্রকাশ।
[আহত সূর্য্যসিংহকে লইয়া কোলাহল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—রাজসভা।

সঙ্গসিংহ, সুবুদ্ধিভট্ট ও সভাসদ্গণ আসীন।

সঙ্গ।—(সুবুদ্ধিভট্টের প্রতি)—
মন্ত্রিবর! আজিও যে অম্বর হইতে
না ফিরিল প্রিয়তম জামাতা আমার?

সুবুদ্ধি।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
মহারাজ! প্রজ্বলিত হুতাশন-শিখা
সহজে কি নির্ব্বাপিত হয় ক্ষণকালে?
কিন্তু তব চিত্তমাঝে যে চিন্তা উদিত,
অবশ্য বিলয় তা'র হইবে অচিরে।
(নেপথ্যে কোলাহল ও রণবাদ্য)

সঙ্গ। কি ও, মন্ত্রী?

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

কি সংবাদ, কহ দ্বারপাল?
কিসের এ গোলযোগ সহসা উত্থিত?

দ্বার। (প্রণাম করিয়া করযোড়ে)
মহারাজ! আজ তব প্রাণের জামাতা,
জীবন-রক্ষক তব, আইলেন ফিরি'
জয়শ্রী লভিয়া সুখে ধ্যানসিংহ সনে;
তাই সৈন্যগণ-মুখে আনন্দ-নিনাদ।

সঙ্গ।—(সহর্ষে)—
নিবিড় আঁধারে আজি আলোক প্রকাশ

বড় তুষ্ট হৈনু আমি এ তব বচনে,
প্রভুভক্ত দ্বারপাল!
(অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া)—
ধর এ অঙ্গুরী।
কিন্তু, তুমি বহুমূল্য যে রত্ন আমারে
করিলে প্রদান, ইহা তুচ্ছ তা'র পাশে।
যাও ত্বরা—আন হেথা বলসিংহে মম।

দ্বার।—(প্রণাম করিতে করিতে)—
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।
[প্রস্থান।

সঙ্গ।—(সাহ্লাদে, সুবুদ্ধিভট্টের প্রতি)—
"কিন্তু তব চিত্ত-মাঝে যে চিন্তা উদিত,
অবশ্য বিলয় তা'র হইবে অচিরে।"
এ তব বাক্যের ফল এখনি ফলিল,
মন্ত্রিবর!

সুবুদ্ধি।—(করযোড়ে)—
বীরবাহু কভু অসি ফেলি'
বদ্ধাঞ্জলি নাহি হয় অরাতি-গোচরে।
চিতোরপতির বীর জামাতা কভু কি
পরাজিত হ'ন, রাজা, শত্রুকুলমাঝে?

বলসিংহ ও ধ্যানসিংহের প্রবেশ।
(সঙ্গসিংহকে উভয়ের প্রণাম)

সঙ্গ।—(সাশীর্ব্বাদে বলসিংহের প্রতি)—
এস, বৎস! সুমঙ্গলে আইলে ফিরিয়া,
আরো সুমঙ্গল তব হউক সর্ব্বদা।
(আলিঙ্গন)

বল।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
সাক্ষাৎ মঙ্গলালয় চিতোর-ঈশ্বর,
তাঁ'র আশীর্ব্বাদে চির মঙ্গলের সহ
চিতোরে প্রবিষ্ট আজি বলসিংহ পুনঃ।

ধ্যান।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
মহারাজ! তব ওই চরণ-প্রসাদে
অর্ব্বাচীন সূর্য্যসিংহে শাস্তি সমুচিত
দিয়াছেন সেনাপতি। হে চিতোরনাথ!
পুনরায় সে দুরাত্মা তব বশীভূত
হইয়া প্রেরিল কর; নিতে আজ্ঞা হয়।

সঙ্গ।—(সাহ্লাদে)—
আমার দক্ষিণ বাম কর দুই জন
বলসিংহ, ধ্যানসিংহ, তাঁহাদের করে
সূর্য্যসিংহ দুরাচার বশ্যতা স্বীকারি'
আমারে যে কর দিবে, জানি বিধিমতে।

বল।—চিতোরপতির শুধু শ্রীপদ-প্রসাদে
সূর্য্যসিংহ বশীভূত।

ধ্যান।— নিশ্চয়—নিশ্চয়।

সঙ্গ।—সুপ্রভাত আজি মম; দুশ্চিন্তা বিগত।
(সুবুদ্ধিভট্টের প্রতি)—
এ শুভ সংবাদ, মন্ত্রী! প্রতি ঘরে ঘরে
বিঘোষিয়া দাও, ডাকি' ঘোষকনিচয়ে।
ঘোষযন্ত্র বাজাইয়া প্রত্যেকের কানে
বলুক তাহারা,—মম বীরেন্দ্র জামাতা
অম্বরপতিরে রণে কৈল পরাজয়।

সুবুদ্ধি।—(করযোড়ে)—
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য সতত আমার।
[প্রস্থান।

সঙ্গ।—(সভ্যগণের প্রতি)—
যে আনন্দ লভিলাম, অর্দ্ধেক তাহার
মহিষীরে দিব,—এবে বিদায় আমার।

[এক দিক দিয়া সঙ্গসিংহ ও অপর দিক
দিয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজপথ।

(নেপথ্যে গীত)

খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণের আশা আজ মিটিল।
গাও সকলে, র'ন কুশলে চিতোরপতি;
সুখেরি ফুল ফুটিল।
তরবারি করে ধরি', জয় গাও প্রাণ ভরি',
দুখেরি মূল টুটিল।

কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ।—ওহে সর্দারঙ্গ! তুমি কি লুঠ করেছ?

২য় সৈ।—(সদুঃখে) আমি লুঠের মধ্যে ডান হাতখানা হারিয়েছি!

১ম সৈ।—তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি, তবে কি না হাত হারিয়েও কিছু হাত কত্তে পেরেছ কি না?

২য় সৈ।—(সদুঃখে) প্রাণ হারিয়ে বেঁচে থাকা, আর হাত হারিয়ে হাত করা সমান!

৩য় সৈ।—(স্বগত) তাই ত, সর্দারঙ্গের ডানহাতখানাই উড়ে গেছে। আমি দশপঁচিশ খেল্‌ব কা'র সঙ্গে? (প্রকাশে) তাই ত, সর্দারঙ্গ্! তোমার ত বড় বিপদ্!

২য় সৈ।—(সদুঃখে) এখনো বাকী আছে।

৩য় সৈ।—(শশব্যস্তে) কেন কেন?

২য় সৈ।—আমি আর তা' বল্‌ব কি? সেনাপতি মহাশয়ের কাছেই শুন্‌তে পা'বে! বাঁ হাতখানাও যা'বে!

১ম সৈ।—(শশব্যস্তে) অঁ্যা অঁ্যা, বল কি? ডান হাত গেছে ব'লে বাঁ হাত যা'বে কেন? অস্তরচিকিচ্ছক কি বাঁ হাতখানা কেটে ডান হাতে যুড়ে দেবে?

(নেপথ্যে ঘোষযন্ত্রে বাদ্যধ্বনি)

৩য় সৈ।—(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ওহে, চল চল, আমরা এখন্ এখান থেকে যাই। ঢেঁড়্‌রা-পেটা আস্‌ছে, এখনি বড্ড ভিড় হ'বে।

[সকলের প্রস্থান।

জগন্নাথ ও এক জন নাগরিকের প্রবেশ।

জগ।—(উৎসুক হইয়া) কই কই, কোন্ দিকে?

নাগ।—(নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে, ঠাকুর! ঐ—ঐ—ঐ দিকে।

জগ।—(দৃষ্টি করিয়া সানন্দে)—

আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ ঘোড়াডুম সাজে;
ডগডুম্ ডগডুম্ নাগরা বাজে।
প'টবে ফলার ক'নের বাড়ী,
শুষ্‌বো কোসে ক্ষীরের হাঁড়ি।
দক্ষিণেটা ডবল্ ক'রে,
লুষ্‌বো লুচি পেট্‌টা ভ'রে।
বরের ভাগ্যে প'ট্‌লো ক'নে,
ক'নের ভাগ্যে প'ট্‌লো বর,
জগন্নাথের প'ট্‌লো লুচি,
বিধাতা কি কারিকর!—আঃ সাবাস্!

বাদ্য করিতে করিতে অগ্রে ঘোষযন্ত্র-বাদক ও পশ্চাৎ ঘোষকের প্রবেশ।

ঘোষক।—চিতোরের প্রজাগণ করহ শ্রবণ,—
চিতোরপতির বীর জামাতা সুজন
অম্বরের রাজা সূর্য্যসিংহের সমরে,
পরাজয় করি' ফিরি' আইলা চিতোরে।
এ হেতু রাজার আজ্ঞা, তোমরা সকলে
বিজয়-উৎসব আজি কর কুতূহলে।

(ঘোষযন্ত্রবাদন)

জগ।—(সবিস্ময়ে স্বগত)—

কেমন হ'ল!—এ কি বিয়ে?
একটার পিঠে নাগ্‌রা দিয়ে,
এ কি বকে আর এক বেটা?
অঁ্যা—এ যে খালি নাগ্‌রা পেটা!

(রুষ্ট হইয়া নাগরিকের প্রতি)—

ওরে ঢেঁটা বেলিক্ বেটা!
তোর বাবার বিয়ের নাগ্‌রা পেটা?

নাগ।—(কৃত্রিম ভাবে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে)
ও ঠাকুর! ও ঠাকুর! পালাও পালাও।

জগ —(প্রকৃতভাবে ভীত হইয়া)—অঁ্যা, অঁ্যা, কেন কেন? (ইতস্ততঃকরণ)

নাগ।—পিঁজ্‌রে ভেঙে বাঘ বেরিয়েছে।

জগ।—(অত্যন্ত ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে)—অঁ্যা, বাঘ!—বাঘ! ও বাবারে, বাপ্‌রে, বাপ্‌রে!

[বেগে পলায়ন ও তাহার ধাবনবেগে আঘাতিত হইয়া ঘোষযন্ত্রবাদকের ভূতলে পতন।

(নাগরিক ও ঘোষকের হাস্য)

ঘোষযন্ত্রবাদক।—(বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া উঠিতে উঠিতে) আরে মর্, এ বামুন পাগল না কি?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুর।

মহালক্ষ্মী ও পুষ্পপূর্ণ-পাত্রহস্তে বনলতার প্রবেশ।

মহা।—(সহাস্যে)—

হাঁ মা বনলতা! আজ যতন করিয়া,
কি হেতু কুসুম এত করিলে চয়ন?

বন।—(লজ্জাবনতমুখে নিরুত্তরা)—

মহা।—(সহাস্যে)—

কি খেলা খেলিবে, বাছা? গাঁথিবে কি হার?

বন।—(মৃদুবাক্যে)—

ভীম ভৈরবেরে, মা গো! পূজিবার তরে
পুষ্পপাত্র সাজা'য়েছি বিবিধ কুসুমে।

মহা।—(সহর্ষে)—

শিবপূজা? বড় তুষ্ট হৈনু দেখি' আমি
দেবভক্তি তব, বৎসে! চিরকাল যেন
দেবপদে মতি থাকে; সুখে থাক তুমি।
(চিন্তিয়া)—
কি উদ্দেশ্য আজিকার পূজার তোমার?

বন।—(অধোমুখে)—

তব জামাতার, মাতা! মঙ্গল-কামনা।

মহা।—(অতিশয় আহ্লাদে)—
ভীমভৈরবের পূত চরণ-প্রসাদে
সঙ্কল্প হউক সিদ্ধ অচিরে তোমার।
বিলম্ব ক'র না আর, যাও ত্বরা তবে।
সাজাও শিবেরে, বাছা! শিবের কারণে।

[মহালক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া বনলতার প্রস্থান।

(যোড়হস্তে)—
হে ভীমভৈরব! এই পতিপরায়ণা
সরলা বালিকা যেন তোমার প্রসাদে
পতিসহ দীর্ঘ আয়ু লাভ করি' সুখে
কালক্ষেপ করে, এই বাসনা আমার।

সঙ্গসিংহের প্রবেশ।

সঙ্গ।—(সাহ্লাদে)—
জামাতৃদর্শনসুখে বঞ্চিত হইয়া
আছিনু উভয়ে, দেবি! কিন্তু সুপ্রভাত
আজি, আজিকার দেব দীপ্ত দিনমণি
উদিয়া আকাশে দিব্য পবিত্র আলোকে
দিলেন দেখা'য়ে পুন জামাতৃবদন।
বলসিংহ সমাগত জয়শ্রী লভিয়া
চিতোর নগরে আজি।

মহা।—(সাহ্লাদে)— শুনি', মহারাজ!
তব মুখে এই বাণী মহালক্ষ্মী আজি
লুকান রতন যেন পাইল আবার।
কোথা বৎস বলসিংহ?—দেখিতে বাসনা।

সঙ্গ।—এখনি তাহারে তুমি পাইবে দেখিতে,
তোমারে নমিতে বৎস আসিবে অচিরে।
এক্ষণে বিদায় মোরে দেহ, মহাদেবি!
অর্দ্ধেক আনন্দ মম করিয়া গ্রহণ।

[সঙ্গসিংহের প্রস্থান।

মহা।—(সানন্দে)—
আজি মম বনলতা ভীমভৈরবেরে
যে উদ্দেশে গেলা পূজা করিবার হেতু,
সে উদ্দেশ্য অবিলম্বে হইল সফল।
কর্ম্মাগ্রে ফলিল ফল, দেবের মহিমা।

বলসিংহের প্রবেশ।

বল।—(মহালক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া)—
জননি! আশীষে তব শত্রু পরাজয়ি'
তব অনুগত বল পুন হর্ষভরে
দেখিল এ পা দু'খানি চির অর্চ্চনীয়।

মহা।—(সানন্দে আশীর্ব্বাদ বাক্যে)—
আশীর্ব্বাদ করি আমি অকপট মনে,
চিরকাল শত্রু জয়ি' থাক, শত্রুজয়ী!
নির্ব্বিবাদে সুখ সহ।

বল।— সমগ্র পৃথিবী
আয়ত্ত হ'লেও কভু এ আশীষ সম
গণনীয় নহে, মাতঃ! স্বর্গীয় বচন।
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
এক্ষণে বারেক তরে বিদায় প্রার্থনা;
পুনঃ এ শ্রীপদ তব করিব দর্শন।

মহা।—এস, বৎস!

[বলসিংহের প্রস্থান।

শুভাদৃষ্ট-বলে মহারাজ
আর আমি পাইলাম বীরেন্দ্র জামাতা।
একমাত্র বলসিংহ চিতোর-ভরসা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—উদ্যানমধ্যস্থ ভীমভৈরব মহাদেবের মন্দির।

পুষ্পপূর্ণ বৃহৎ পাত্রকক্ষে জনৈকা পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি।—(কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া) এত বড় বাগানটা উজোড় হ'য়ে গেল, তবু আর রাজকন্যের সাধ মেটে না। (পুষ্পপাত্র রক্ষা করিয়া) মাগো!—আর পারিনে! যে ফুল তুলেছি, আজ মহাদেব ভীমভৈরব ফুলভৈরব হ'বেন। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) এই যে, জগন্নাথ ঠাকুর এ দিকে আস্‌চেন। ও'রও হাতে ফুল। (হাসিয়া) আজ হ'ল কি!

পুষ্পপাত্রহস্তে জগন্নাথের প্রবেশ।

জগ।—(আহ্লাদে হাস্য করিয়া, পরিচারিকার প্রতি) আজ আমার অতি পরিপাটী সুপ্রভাত, তাই বাগানে চাঁদ উঠেছে!

পরি।—(হাসিয়া) ও ঠাকুর! তুমি কি দিনকাণা?

জগ।—(হাসিয়া) কেন, সোনা?

পরি।—পভাতে চাঁদ ওঠে, না সূয্যি ওঠে?

জগ।—তা' বটে; কিন্তু তুমি যে, আমার "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ"!

পরি। বেলা হ'য়ে উঠ্‌ল, আর দেরি কচ্চ কেন? রাজকুমারীর পূজোর উজ্‌গু করে দাও না?

জগ।—তা' হচ্চে। রাজকুমারীকে আস্‌তেই দাও। এত তাড়াতাড়ি কচ্চ কেন? (ক্ষণেক পরে) বলি, নাত্‌নি! মনে ধরে কি? (মুখ কেশাদি পরিষ্কার করণ)

পরি।—(হাসিয়া) যমে ধরে না তোমায়?

জগ।—(হাসিয়া) ধরা চুলয় যা'ক, ঘাড়ে চড়ে আছে! হাঃ হাঃ হাঃ।

পরি।—কে?

জগ।—(মুখভঙ্গি করিয়া) এই তোমার সতীন!

পরি।—(হাস্যমুখে) আমার আবার সতীন কে?

জগ।—(হাসিয়া অঙ্গভঙ্গি সহকারে) আমার ব্রাহ্মণী।

পরি।—(হাস্যমুখে) বটে,মনে মনে এত দূর ঠিক দিয়েছ। আজ কাল বুঝি এই সব তোমার পূজোর মন্তর?

জগ।—(হাসিয়া) তা' কি জান না, সুন্দরি? এই শাস্ত্রে বলে,—

মন্ত্রস্বরূপিণী নারী দুর্ব্বলে বলদায়িকা।
ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা॥

হাঃ হাঃ হাঃ।

পরি।—(হাসিয়া) হাঁ ঠাকুর! আমার উপর তোমার এত টান কেন? আমি কি দেক্তে খুব্ সুন্দরী?

জগ।—আমার ব্রাহ্মণী তোমার দাসীর যোগ্যও নয়।

পরি।—(বিরক্ত হইয়া) ছি, অমন কথা কি বল্‌তে আছে, আমার যে এতে পাপ হ'বে।

জগ।—যদি হয় ত আমি আছি। বিনা খরচে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেব। (ক্ষণেক পরে) হ্যা দেখ, তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

পরি।—(হাসিয়া) তা'ত বুঝ্‌তেই পাচ্চি। কিন্তু—

জগ।—(শশব্যস্তে) অ্যাঁ অ্যাঁ, কিন্তু কি? কিন্তু ব'লে কথা আটকে ফেলাটা বড় মারাত্মক, ধড়ফড়াত্মক, ছট্‌ফটাত্মক।

পরি।—(হাসিয়া) কিন্তু কি শুন্‌বে? আমাকে ভালবাস্‌লে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

জগ।—(শশব্যস্তে) কেন কেন?

পরি।—এই তুমি পূজো ক'রে, ফলারবাড়ী দক্ষিণে পেয়ে, লোকের হোম যজ্ঞি ক'রে, যত গুলি টাকা সঞ্চয় ক'রেছ,আমার সতীন বড় বড় ঝাঁটা কিনে সেগুলি সব খরচ ক'রে ফেল্‌বে।

জগ।—কেন? অপরাধ?

পরি।—(হাসিয়া) তোমার মনের কুট্‌কুটুনি পিঠ ঝেড়ে বার কর্‌বে।

জগ।—হাঃ হাঃ হাঃ! "যা'র শিল, তা'র নোড়া, তা'রি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" না কি? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি বড় রসিকা!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

পরি।—(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ও ঠাকুর! ঐ রাজকুমারী আস্‌চেন। এখন তোমার রসিকতা ঢাক।

জগ।—(দেখিয়া) অ্যাঁ,তাই ত! এরি মধ্যে ইনি এসে পড়্‌লেন। আচ্ছা, সুন্দরি! তুমি আমায় মনে রেখ, কেমন?

পরি।—তথাস্তু।

পুষ্পপাত্রহস্তে বনলতার প্রবেশ।

(পরিচারিকা ও জগন্নাথ কর্তৃক পূজার আয়োজন)

বন।—(সদুঃখে স্বগত)—

এক এক দিন করি' দেব দিনমণি
উদিলেন কত বার নীলাম্বর-তলে,
কত দিবা কত নিশা এক এক করি'
দেখা দিল—চলি' গেল, কিন্তু এ অভাগী
আজিও হতাশ, হায়! না পেল দেখিতে
প্রাণনাথে! দেবদেব হে ভীমভৈরব!
কত দিনে মনোবাঞ্ছা করিবে পূরণ?
একাকিনী কত দিন পূজিব তোমারে,
আশুতোষ? বড় আশা পতি সহ মিলি'
অর্চ্চিতে তোমার পদ ফুলবিল্বদলে।
সে আশা পূরা'বে কবে, ভকতবৎসল?'

পরি।—রাজকুমারি! সব উজ্জুগ হ'য়েছে।

বন।—(দেখিয়া)—

এখনো হয়নি,—যাও, আরো ফুলরাশি
চয়ন করিয়ে আন। বাসনা আমার
উদ্যানের যত ফুল, আজি এ মন্দিরে
রাশীকৃত হ'বে, আজ মন্দির উদ্যান
হ'বে বিনা লতাবৃক্ষে শুধু ফুলদলে।

পরি।—(স্বগত) তাই ত, আজ শিবের মন্দির ফুলের গুদোম হ'বে না কি! ফুল ফুল ক'রে রাজকুমারী যে ক্ষেপে উঠ্‌লেন, কিন্তু বাগানে আর একটিও ফোটা ফুল নেই। যাই, ঝুড়ি ঝুড়ি কুঁড়িই তুলে আনিগে।

বন।—(জগন্নাথের প্রতি)—

দেবল! তুমিও যাও। উভয়ে মিলিয়া,

তরুলতাভূষা খুলি' আন এই স্থানে।

জগ।—যে আজ্ঞে, রাজকুমারি! (সাহ্লাদে স্বগত) "ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" সোণার সঙ্গে রসিকতাটা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, আবার খুল্‌ল দেখ্‌ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বন।—(পূজাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজা করিতে করিতে নিমীলিতনেত্রে স্তব পাঠ)—

আলাহিয়া—কাওয়ালি।

জয় ভূতভাবন, বিশ্বপাবন, সাধুসজ্জনরঞ্জন!
জয় অগ্নিভালক, জীবপালক, অস্থিমালকশোভন!
জয় শৃঙ্গবাদক, ভালপাবক, দুষ্টবঞ্চকশাসন!
জয় আদিকারণ, ভীতিবারণ, পাপভীষণনাশন!
জয় প্রেতনায়ক, তত্ত্বগায়ক, শূলশায়কধারণ!
জয় ভক্তবৎসল, সত্যনিশ্চল, নিত্যমঙ্গলকারণ!
জয় ষণ্ডবাহন, ভণ্ডশাসন, বিল্বকাননচারণ!
জয় সর্পখেলন, দর্পহারণ, মীনকেতনমারণ।

দূরে বলসিংহের প্রবেশ।

(প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

বনলতার পশ্চাদ্ভাগে ধীরে ধীরে আসিয়া বলসিংহের অবস্থিতি।

(যোড়হস্তে)—
হে পার্ব্বতীনাথ! যেন তোমার প্রসাদে
মম নাথে অবিলম্বে শত্রুপুরী হ'তে
নির্ব্বিঘ্নে আসিতে দেখি। যে করে কুসুম
ভক্তিভরে তুলি' দাসী পাদপদ্মে তব
দিতেছে, সে করে যেন এ প্রসাদী ফুল
পতিশিরে পারে দিতে এই অভাগিনী।

ল।—(সহসা বনলতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া মস্তক আনত করিয়া সানন্দে)—
এই লও, প্রিয়তমে!

(বনলতার হঠাৎ চমকিত হওন)

তব পতিশিরে
ভীমভৈরবের পদপূজিত কুসুম
স্থাপন কর হে।

বন।—(বিস্মিত হইয়া হর্ষপুলকিত মনে)—
নাথ! শিবের প্রসাদে
সুপ্রভাত আজি মম। পূজিতে পূজিতে
লভিনু প্রত্যক্ষ ফল; বাসনা সফলা।

বল।—(পুষ্প লইয়া)—
প্রাণময়ি! মম তরে প্রতিদিন তুমি,
না জানি, কতই ফুল বিল্বদল ঢালি'
পূজি'ছ শিবের ভক্ত-সম্পদ চরণ,
কিন্তু আমি আজি, প্রিয়ে! পেয়েছি সময়,
তোমার মঙ্গল তরে অর্চ্চিব যতনে
মহেশের পাদপদ্ম; বড় শুভ দিন।

(পুষ্প প্রদান ও প্রণাম)

(উভয়ের উত্থান)

বন।—(কর ধারণ করিয়া)—
প্রাণনাথ! শত্রুকরে বর অঙ্গে তব
অস্ত্রক্ষত হয় নি ত? আছ ত মঙ্গলে?

বল।—(কর ধারণ করিয়া)—
আমার মঙ্গল তরে বনলতা মম
যদি নাহি পূজিতেন ভীমভৈরবেরে,
তা' হ'লে হইত ক্ষত; কিন্তু যাঁ'র কর
শত শত বিল্বদলে, শত শত ফুলে
কৈল শিব-অঙ্গ সুগন্ধিত সুশোভিত,
তাঁ'র সেই কর মম অক্ষত শরীরে
পুন পৃষ্ঠ হ'ল আজি।

বন।—(সানন্দে)— বড় ভালবাস,
তাই এ মধুর বাক্য তৃষিত শ্রবণে
বর্ষিত হইল আজি, বহু দিন পরে।
(ক্ষণেক পরে)—
চল, নাথ! গৃহে যাই। তোমার বিরহে
কি যে আমি করিয়াছি, দেখা'ব সকলি।

[ভীমভৈরবকে প্রণাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—রাজসভা।

সঙ্গসিংহ, ধ্যানসিংহ, সুবুদ্ধিভট্ট, রত্নসিংহ, সভাসদ্‌গণ আসীন ও দূরে সিন্ধুদেশীয় রাজদূত দণ্ডায়মান।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলসিংহের প্রবেশ ও উপবেশন।

সঙ্গ।—(সিন্ধুদেশীয় রাজদূতপ্রদত্ত পত্রপাঠ)—

"শ্রীশ্রীশঙ্করায় নমঃ।

চিতোরাধিপতি!
আপনি, আমার অধিকৃত প্রতাপগড়

প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া অনেক দিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে সে আশা পরিত্যাগ করুন। হয় উহা আমাকে নির্ব্বিবাদে প্রত্যর্পণ করুন, নয় ত সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন্। এই দুইয়ের মধ্যে যেটি ভাল বিবেচনা করেন, সেইটি করুন। আমি ঘোষণা করিয়া দিয়াছি, প্রতাপগড় পুনর্ব্বার আমার অধিকারে আসিয়াছে। আমি অবিলম্বে সমর-সজ্জা করিয়া প্রতাপগড়ে যাইতাম, কেবল আপনার ইচ্ছা জানিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। মৎপ্রেরিত এই দূতের নিকট আপনার মত প্রকাশ করিবেন। ইতি।

শ্রীরঘুবর সিংহদেব।
সিন্ধুরাজ্য।"

(পত্র পাঠ করিয়া সক্রোধে)—
এত স্পর্দ্ধা, দুরাচার! পতঙ্গ হইয়া
জ্বলন্ত অনল-শিখা নিবা'তে বাসনা?
(সঙ্গসিংহের সহিত সকলের ক্রোধ প্রকাশ)
রে পামর! উষ্ণ রক্তে ফলে যে কি ফল,
তাহাই দেখিতে তোর হ'ল বুদ্ধিনাশ?
নীচ মুখে উচ্চ বাণী! ধিক্ মূঢ়মতি!
বল্মীকের স্তূপ হ'য়ে হিমাচল-চূড়া
ডিঙ্গাইয়া চা'স তুই আকাশ ছুঁইতে?
গোষ্পদ-খোদিত এক অঙ্গুলি-প্রমাণ
গর্ত্তের ভিতরে তুই সিন্ধুবারি রাশি
ভরিয়া রাখিতে চা'স্, নির্ব্বোধ পিশাচ?
(বলসিংহের প্রতি)—
দেখ, বৎস! থাক তুমি সতর্ক হইয়া
তত দিন তরে এই চিতোর নগরে,
রঘুবর পাপাত্মারে শাস্তি সমুচিত
প্রদানিয়া যত দিন না আসি ফিরিয়া।
জানে না সে মহামূর্খ ক্ষত্রকুলাঙ্গার
সঙ্গসিংহ অসি-সঙ্গ ছাড়া নহে কভু?
কাপুরুষ নহি আমি, ডরি না কখন
দাঁড়াইতে রণক্ষেত্রে অসি-বিঘূর্ণনে
যত ক্ষণ দেহে প্রাণ।

বল।—(দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে)—
কেন, মহারাজ!
নিজেই যা'বেন তুচ্ছ সমর-প্রাঙ্গণে
অরিমুণ্ড দ্বিখণ্ডিতে? এ অধীন দাস
কি কার্য্যে ত্বদীয় পাশে অসি ধরি' থাকে?
বলসিংহ বিদ্যমানে, চিতোর-ঈশ্বর!
সে সামান্য রঘুবরে যা'বেন জয়িতে?
বীরকুল কি কহিবে আপনারে, রাজা?
যত ক্ষণ বলসিংহ জীবিত থাকিবে,
কা'র সাধ্য রণভূমে ডাকে আপনারে,
ভূপ-কুল-শিরোমণি? প্রতিজ্ঞা আমার,—
অত্যাচারী রঘুবরে, বলসিংহ বলে
কর্ম্মোচিত ফলভোগ করা'বে অচিরে।
ভবদাশীর্ব্বাদে, দেব! অসি সঞ্চালিয়া,
বিপক্ষকুলের পক্ষে শমন সমান
সতত এ ভৃত্য তব।

সঙ্গ।—(স্নেহভরে)— জানি সবিশেষ
তোমার বীরত্ব আমি। তোমারি যতনে
চিতোরের তৃণটিও শত্রু-কুল-করে
ক্ষণেকেরো তরে, বৎস! না হয় পতিত।
কিন্তু তুমি সূর্য্যসিংহে প্রতিফল দিয়া,
এই ত সে দিন এলে ফিরিয়া চিতোরে
ধ্যানসিংহ-সনে, বীর! কি বলি' আবার
পাঠা'ব তোমারে আমি সিন্ধু-পরাজয়ে?
এ হেতু আমার মন ক্ষণেকেরো তরে
নাহি ইচ্ছে বিদারিতে সমরে তোমায়।

বল।—(করযোড়ে)—
যে কালে আমিই নিজে তব পদাম্বুজে
সমর-বিদায় মাগি, সে কালে কি হেতু
চিন্তিত আপনি, দেব! জানুন নিশ্চয়—
এ ভৃত্য কাতর নহে বক্ষ দেখাইতে
নিমেষেরো তরে অরি-অসির সম্মুখে।

সুবুদ্ধি।—(সানন্দে)—
এই গুণে চিতোরের ঘরে ঘরে শুনি
অপূর্ব্ব প্রশংসা তব, বীরকুলমণি!

সঙ্গ।—(বলসিংহের প্রতি)—
যাহা ভাল ভাব', বৎস! তা'ই কর এবে।

ধ্যান।—(যোড়হস্তে)—
বলসিংহ ভালবাসে প্রত্যেক নিমেষে
চিতোরের শান্তি, সুখ, রাজার মঙ্গল।

সঙ্গ।—নিতান্তই যা'বে যদি, এস, বৎস, তবে।
ঈশ্বর করুন তব মঙ্গল সাধন
চিতোরের সনে। মম আশীর্ব্বাদে তুমি
অক্ষত শরীরে পুন আইস ফিরিয়া।
রণযাত্রা কর তুমি কালি সুপ্রভাতে!
(আলিঙ্গন প্রদান ও শিরশ্চুম্বন)
(রাজদূতের প্রতি)—
শুন, দূত! এ লিপির কি দিব উত্তর?
ইহার উত্তর মম বীরেন্দ্র জামাতা
দিবেন অসির মুখে, কহ তব ভূপে
দ্রুতগতি গিয়া তুমি।

রাজদূত।—(অভিবাদন করিয়া)—
যে আজ্ঞা, ভূপতি!
[প্রস্থান।

সঙ্গ।—মন্ত্রিবর! চল এবে মন্ত্রণা-ভবনে,
মন্ত্রণা করিগে দোঁহে এ বিষয় ল'য়ে।

সুবুদ্ধি।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[বলসিংহ ও রত্নসিংহ ব্যতীত এক দিক দিয়া সঙ্গসিংহ, সুবুদ্ধিভট্ট ও অপর দিক দিয়া সভ্যগণের প্রস্থান।

বল।—(রত্নসিংহের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া)—
প্রিয়তম রত্নসিংহ! বন্ধু-সহবাস
মম ভাগ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী নহে কভু।
মনে করি, এক সঙ্গে থাকিয়া দু'জনে
ভূতলে স্বর্গীয় সুখ ভুঞ্জিব নিয়ত,
কিন্তু, ভাই!

রত্ন।—(স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া)—
কি করিবে বল, প্রিয়তম
মিত্রবর! বীরভাগ্যে বিধাতার লেখা
সংগ্রাম—সংগ্রাম শুধু। ঈশ্বর তোমার
করুন মঙ্গল। পুনঃ তাঁহারি প্রসাদে,
যেখানে বিদায় আজ, পুনঃ সেইখানে
উভয়ের চারি চক্ষু একত্র হইবে।

বল।—আসি তবে, মিত্রবর!

রত্ন।— এস, প্রিয়তম!
(উভয়ের আলিঙ্গন)
[দুই দিক দিয়া দুই জনের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুর—বনলতার কক্ষ।

পুষ্পমালাগুম্ফনাবস্থায় বনলতা আসীন।

বন।—(সানন্দে)—

মোহিনী-বাহার—আড়াঠেকা।

এ মালা গাঁথি' আজি রে যতনে,
গলে পরাইব নাথের হরিষ মনে।
আঁখি জুড়া'ব, হাসা'য়ে নিজে হাসিব,
দোঁহে ভাসিব সুখ-জীবনে।
চন্দ্রের বিরহে দহে রোহিণী যেমতি,
তেমতি নাথের, হায়, বিচ্ছেদে আমার
কি-যে কষ্ট হ'য়েছিল, ক'ব তা' কেমনে?
কিন্তু এবে ভুলিয়াছি সকল যন্ত্রণা।
হৃত রত্ন যেন এবে সৌভাগ্যের বলে
লভিনু আবার। আজ এ মালিকা ল'য়ে
সাজা'ব নাথের কণ্ঠ মনোমত করি'।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
এই যে, বাঞ্ছিত ধন প্রাণেশ আমার
আসি'ছেন।

বলসিংহের প্রবেশ।

বল।— এ কি, প্রিয়ে! এ সুন্দর মালা
কা'র তরে?

বন।—(উঠিয়া)—যাঁ'রে আমি বড় ভালবাসি।

বল।—(সহাস্যে)—
আনিব কি ডাকি' তাঁ'রে?

বন।—(সহাস্যে)— ডেকে ত এনেছ,
প্রিয়তম! প্রাণময়! জীবন-প্রদীপ!
(কণ্ঠে মালা দিয়া)—
এই তাঁ'র কণ্ঠে আমি করিনু অর্পণ
সাধের মালিকা মোর।

বল।—(কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ভাবে)—কিন্তু, প্রাণময়ি!
আজের মতন মালা দিলে মোর গলে,
নিশি পোহাইলে আর কে দিবে যতনে?

বন।—
যে আজ তোমারে দিল, সেই পুনঃ দিবে।

বল।—(সবিষাদে)—
কাল নয়, যদি ফিরি সিন্ধুদেশ হ'তে
কোন দিন, দুরাচার রঘুবরে শাসি',
তা' হইলে সেই দিন—

বন।—(বাধা দিয়া শশব্যস্তে) পুনঃ কি তোমারে
এ দাসীর দৃষ্টিপথ ছাড়িতে হইবে?
(কর ধারণ করিয়া কাতর স্বরে)—
কেন তুমি যা'বে, নাথ?

বল।— মূর্খ রঘুবর
বিদ্রোহী হ'য়েছে বলি'।

বন।—(সকাতরে)—
তব সহকারী
সেনাপতি ধ্যানসিংহ দলবল ল'য়ে
করুন গমন। নাথ! এ মোর মিনতি,—
এ যাত্রা সমর-যাত্রা না করিও তুমি।

বল।—কিছু দিন তরে তুমি থাক, প্রাণময়ি!
আবার আসিব ফিরি'। দেখিব নয়নে
এ চারু বদন তব নয়ন ভরিয়া।
চম্পককলিকাঙ্গুলি আবার তোমার
গাঁথিবে কুসুমহার;—পরিব সাদরে।

তব পিতা মাতা আর তোমারি কারণে
করিব সমরযাত্রা ; ভাবিও না, প্রিয়ে !
আবার হইবে হেথা দম্পতীমিলন।

বন।—(সরোদনে)—
প্রাণনাথ ! দুই দিন না হ'তে বিগত,
অভাগীর ভাগ্যে পুনঃ দয়িত-বিচ্ছেদ !
(অশ্রুমোচন)
হইতাম বড় সুখী যদি হে দু'জনে
জন্মিতাম অসি-অজ্ঞ দরিদ্র-কুটীরে।
থাকিতাম দিবানিশি তোমারে লইয়া
চিরসুখে। দুর্ব্বিসহ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা
কা'রে বলে, ভুলিতাম। হায়, তা' বিফল !

বল।—(সদুঃখে বনলতার অশ্রু মোচন করিয়া)—
কেঁদো না, কেঁদো না, অয়ি জীবনরূপিণি !
বীরপত্নী কাঁদে কি হে ?—
(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে)—মহারাজ সেনাপতি মশায়কে ডাকৃচেন।

বল।—(শুনিয়া)— আসি তবে, প্রিয়ে !
[প্রস্থান।

বন।—(সরোদনে)—
এ পোড়া কপালে, হায়, বিধি-বিড়ম্বনে
পতি-সহবাস-সুখ নহে চিরস্থায়ী।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
দেখি দেখি, যত্ন করি' আজের নিশায়
মন ফিরাইতে যদি পারি প্রাণেশের।
(যোড়হস্তে)—
হে মাতঃ রজনি দেবি ! হ'য়ো না প্রভাত,
আমি আজি তব পদে এই ভিক্ষা মাগি।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

যেও না যেও না আজি, যামিনি ! ত্যজি'ভূতল,
তুমি গেলে নাথ যা'বে ; যা'বে না নয়ন-জল।
তোমার বিরহে, সতি, পতি-বিরহের অতি
যাতনা বাড়িবে মোর দহি' প্রাণ অবিরল।
চিতোরে করিয়া কোলে, থাক, দেবি ! ধরাতলে,
তা' হ'লে শীতল র'বে এ মোর হৃদয়তল।

[সরোদনে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের উপবেশনাগার।

সূর্য্যসিংহ ও ভুজসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্য।—(সদুঃখে)—
প্রিয়তম ভুজসিংহ ! ঘোর অপমানে
মৃত্যু নাহি হয় যা'র, তাহার জীবন
অসার, যন্ত্রণাময় ! হায়, সে অভাগা
জীবনে নরকভোগ করে পূর্ণরূপে।
সে সংগ্রাম-অপমান প্রত্যেক নিমেষে
কি-যে করিতেছে মোরে, প্রকাশি কি রূপে ?
(অসি প্রদর্শন করিয়া)—
এই অসি বৃথা এবে ধরি মুষ্টি-মাঝে !
কেবল ধাতব ভার ভাগ্যে বহনীয়
এত দিনে হ'ল মম !

ভুজ।—(সান্ত্বনা-বাক্যে) কিরূপে জানিলে
বীর-করে অসি রহে বৃথা চিরকাল ?
যত ক্ষণ আমি আছি, যত ক্ষণ মম
বুদ্ধির বিকাশ আছে, তত ক্ষণ তরে
একেবারে হতাশ্বাস হ'য়ো না, বীরেশ !
নিশ্চয় জানিও তুমি,—তব অপমান
ঘুচাইবে ভুজসিংহ যে কোন উপায়ে।

ছদ্মবেশী ঘাতুকের প্রবেশ।

সূর্য্য।—(দেখিয়া আগ্রহ সহকারে)—
হে বিশ্বাসী ! কি করিলে ?

ঘাতুক।—(অভিবাদন করিয়া)—আজিও বাসনা
সফলিতে না পারিনু, অম্বর-ঈশ্বর !
কিন্তু আজি সুসংবাদ—

সূর্য্য।—(শশব্যস্তে)— কি সংবাদ, বল ?

ঘাতুক।—চিতোর নগর এবে শূন্য পড়ি' আছে

ভুজ।—কি হেতু ?

ঘাতুক।— সকল সৈন্য বলসিংহ-সনে
সিন্ধুরাজ রঘুবরে করিতে শাসন
করিয়াছে রণ-যাত্রা। তা' সবার সহ
ধানসিংহ গেছে চলি'। এক্ষণে চিতোর
বীরশূন্য, শুধু তথা আছে বৃদ্ধ রাণা।

ভুজ।—একেবারে সৈন্য নাই ?

ঘাতুক।— নগর-রক্ষণে
অতি অল্প আছে বটে, কিন্তু গণ্য নহে।

ভুজ।—(চিন্তা করিয়া)—
এবে তুমি এস তবে ; আবার তোমায়
বলিব বিশেষ কথা প্রয়োজন হ'লে।
ঘাতুক।—(শিরোনমন করিয়া)—
যথা আজ্ঞা ; আসি তবে।
সূর্য্য।— এস, হে বিশ্বাসী !

[ঘাতুকের প্রস্থান।

ভুজ।—(অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া)—
প্রিয়তম ! এইবার দগ্ধ ভাগ্যে তব
ঔষধ-প্রয়োগ-কাল আসিল আপনি।
চল, দোঁহে গুপ্তগৃহে, বিশেষিয়া তথা
যুক্তি করি, প্রিয় বন্ধু ! এবার তোমার
নিশ্চয় করিব অপমান-প্রতীকার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অম্বর—রাজপথ।

চারি জন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম না।—(সদুঃখে) আর সহ্য হয় না। রাজা দিন দিন যে রূপ অত্যাচার আরম্ভ ক'চ্চেন তা'তে আর অম্বরের কোন শুভ চিহ্ন দেখ্‌ছি না।

২য় না।—(সদুঃখে) হ্যা দেখ, ভুজসিংহ বেটাই যত নষ্টের গোড়া। সেই লক্ষ্মীছাড়াটাই রাজাকে ভজং ভাজং দিয়ে এত অনর্থ ঘটা'চ্চে।

৩য় না।—(সদুঃখে) তুমি যা' ব'ল্লে, তা' সত্য বটে, তবু নিশ্চয় জেন, এক হাতে কখন তালি বাজে না। নিজের দুরভিসন্ধি না থাক্‌লে পরে কি ক'ত্তে পারে ?

৪র্থ না।—(সদুঃখে) সে কথা ঠিক্। রাজা কি ছেলেমানুষ যে, কেবল পরের কথাতেই নড়েন চড়েন ?

১ম না।—এখন কি করা যায় বল দেখি ? আমি ত আর টিক্‌তে পারি না। যেরূপ কাণ্ড হয়ে উঠ্‌ছে, তা'তে আর সপরিবারে এখানে থাক্‌বার যো নাই। আমি এ ভিটে ছেড়ে দিয়ে অন্য রাজার রাজ্যে যা'ব। আর সইতে পারি না, ভাই !

৩য় না।—(সদুঃখে) এই দেখ, সে দিন ভুজসিংহটা শোভনলালের স্ত্রীকে কেড়ে নেবার জন্য কি কাণ্ডটাই না ক'ল্লে। বেচারা রাজার কাছে অভিযোগ ক'ল্লে, কিন্তু ভুজসিংহের ভুজবশীভূত রাজা শুনেও শুন্‌লেন না। অবশেষে বেচারাকে ঘর বাড়ী ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে পালাতে হ'ল।

৪র্থ না।—বড় ঘৃণার কথা ! বড় অত্যাচার ! এই সব দেখে ত আমার হাত পা যেন পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গেছে। তোমারা অম্বর ছাড় আর নাই ছাড়, কিন্তু আমি আর দু' তিন দিন আছি। এমন নরক স্বরূপ রাজধানীতে থাকা অপেক্ষা বনে থাকা ভাল। এমন নরপিশাচদের হাতে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা সিংহ ব্যাঘ্রের করাল গ্রাসে পতিত হওয়া সর্ব্বাংশে মঙ্গলের বিষয়।

(সহসা নেপথ্যে কোলাহল)

২য় না।—(চমকিত হইয়া) অ্যাঁ, ও কি ! কিসের গোল ?

বেগে একটি যুবতীর প্রবেশ।

যুবতী।—(অত্যন্ত ভীত হইয়া) ওগো তোমরা আমাকে রক্ষে কর। ভুজ সিঙের লোক আমাকে ধর্‌তে আস্‌চে ! ওগো বাঁচাও গো ! দোহাই তোমাদের !

[বেগে দুই জন দস্যুর প্রবেশ ও যুবতীকে বলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া প্রস্থান।]

৩য় না।—(সভয়ে) উঃ কি অত্যাচার ! কি ভয়ানক ব্যাপার !

২য় না।—এর ভিতরে রাজার যোগ না থাক্‌লে, এমন লোকপূর্ণ প্রহরিরক্ষিত রাজপথে এত দূর অত্যাচার কখনই হ'তে পারে না। আর না, চল, আমরা এখান থেকে এখনি প্রস্থান করি।

১ম না।—এখন দেশ ত্যাগ করা ঠিক্ হ'ল ত ?

২য় না।—তা'রি যোগাড় যন্ত্র করিগে চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের গুপ্তগৃহ।

সূর্য্যসিংহ ও ভুজসিংহ আসীন।

ভুজ।—(একখানি পত্র লইয়া)—
এই লও, পড়, মিত্র !

সূর্য্য।—(পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ)—
"শ্রীশ্রীশঙ্করো জয়তি।
প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ
শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাণা সঙ্গসিংহ
মহোদয় রাজগৌরবেষু—

মহারাজ !

নির্ব্বোধ পুত্র অপরাধ করিলে বিজ্ঞ পিতা যেরূপ কিছু মনে করেন না, সেইরূপ আমি মহারাজের পুত্রস্থানীয়, অতএব আপনিও আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি ঔদ্ধত্যবশতঃ মহারাজের প্রতি যেরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলাম, সেইরূপ সেই, দুর্ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিফলও পাইয়াছি। এক্ষণে সমস্ত অসৎ কর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া পুনর্ব্বার মহারাজেরই শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাবহির্ভূত কোন কার্য্যই করি না। কিন্তু এখনও কোন কোন কার্য্যে আমার তত দূর ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, এই জন্য আগামী শিবরাত্রিব্রত দিবসে মহারাজের শুভদর্শনলাভের নিমিত্ত চিতোর যাত্রা করিব। সেই সময়ে মহারাজের নিকট রাজনীতিসম্বন্ধীয় দুরূহ স্থল-গুলির মীমাংসা করিয়া লইব। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, সুতরাং আপনি ব্যতীত আমার অন্য উপায় নাই।

ঈশ্বর সমীপে মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি, ইতি।

মহারাজের চিরানুগৃহীত
শ্রীসূর্য্যসিংহ।
অম্বর।"

(পত্রপাঠানন্তর)—
মন্ত্রিবর, মিত্রবর ! এ অপূর্ব্ব লিপি
তুমি বই কা'র বুদ্ধি পারে প্রসবিতে ?

ভুজ।—শিবরাত্রিব্রত দিন উভয়ে মিলিয়া
উপনীত হ'ব গিয়া সন্ধ্যার সময়ে।
সৈন্যগণে গুপ্তভাবে রাখিব ছড়া'য়ে
যথা তথা, কিন্তু সবে সতর্ক থাকিবে।
কতগুলি সৈন্য আছে চিতোরপতির,
সে দিবস শিবব্রতে তাহারা সকলে
উপবাসী থাকি' র'বে অসজ্জিত হ'য়ে
পূজোৎসবে। দেখ, মিত্র ! আমা দোঁহাকার
কার্য্যসিদ্ধি সুসময় উহাই নিশ্চয়।

সূর্য্য।—(সাহ্লাদে)—
দেবগুরু বৃহস্পতি মানে পরাজয়
এ তব বুদ্ধির কাছে, মন্ত্রী প্রিয়তম !
প্রতিজ্ঞা আমার, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
চিতোর শাসন-ভার তব পূত করে
সমর্পিব সুনিশ্চয়,—তোমারি চিতোর।

ভুজ।—(সাহ্লাদে)—
ঈশ্বর তোমার বাঞ্ছা করুন্ পূরণ,
তাহাই যথেষ্ট মম, অম্বর-ঈশ্বর !
তব সুখে সুখী আমি, দুঃখী তব দুঃখে,
তোমারি হিতের হেতু উৎপত্তি আমার।

সূর্য্য।—(সাহ্লাদে কর ধারণ করিয়া)—
এই গুণে সূর্য্যসিংহ তোমারে সতত
একমাত্র বন্ধু ভাবে এ বিশ্বমণ্ডলে,
বুদ্ধিমান !

ভুজ।—(আনন্দে গদ্গদ হইয়া)—
তোমা বই, জানিও নিশ্চয়
সকলেই শত্রু মম;—তুমিই বান্ধব।
কি আর অধিক আমি কহিব তোমারে,
যুবরাজ ! তুমি শুধু ভুজের ভরসা।
(নেপথ্যে শব্দ)

সূর্য্য।—(শুনিয়া)—কি ও, মিত্র ?

ভুজ।— দেখি চল, ও শব্দ কিসের।
[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুর—বনলতার কক্ষ।

কপোলকরা বনলতা আসীনা।

বন।—(বিষণ্ণ চিত্তে)—
সিন্ধু-ভৈরবী—কাওয়ালি।
হৃদে রাখি' ছবি যা'র আঁখি ভেসে যায়,
কে হেন ব্যথার ব্যথী এনে দিবে তায় !
নয়নে নয়নে যা'য় রাখিবারে চিত চায়,
বিধি তা'রে লুকাইয়ে রাখিল কোথায় !

অঞ্চলে নয়ন-জল কত বা সঞ্চিব বল,
ক্রমে আশা আকুঞ্চিত বিধি-বঞ্চনায়।
প্রাণনাথ ছেড়ে গেছে, তবু কেন প্রাণ আছে,
নাথহারা প্রাণ বাঁচে কিসের আশায়!
একে একে দিন যায়, একে একে আসে,
তথাপি এখন নাথ না আইলা গৃহে।
যে যন্ত্রণা হৃদয়ের অন্তর প্রদেশে
আধিপত্য করি' মোরে পীড়ি'ছে নিয়ত,
বুঝিতেন তাহা যদি প্রিয়তম মম,
তা' হ'লে কখন কি রে হ'ন অদর্শিত?
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
না না, ভ্রম মম, তাই এ গর্হিত বাণী
রসনাগ্রে এত দিনে কৈনু উচ্চারণ।
পত্নীর বিরহ জ্বালা যদি নাহি তিনি
বুঝিবেন, তবে কেন হৃদয়-কপাট
খুলিয়া দিলেন মোরে—'এ তোমারি' বলি'
'এ তোমারি'—এ বচন অনির্ব্বচনীয়
কি এক স্বর্গীয় সুধা ঝরিল সে কালে,
কি ক'ব তা'? শুধু আসি এই সে বচনে
আজিও জীবিত আছি। তবে, পুনঃ কেন
রসনারে কলঙ্কিত কৈনু অবিচারে?
বলিব না আর; ক্ষমা মাগি' ল'ব পদে
এ দোষের, প্রাণনাথ আইলে মন্দিরে।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া সরোদনে)—
আশা রে! কেবল তুই মহাপ্রলোভনে
ভুলাইয়া পলে পলে রাখি'ছিস্ মোরে।
'প্রাণনাথ আইলে মন্দিরে', হায়, আশা!
তোরি এ ছলনা শুধু ইন্দ্রজালময়ী!
মন্দিরে আইলে তিনি, হয় ত আবার
করিবেন রণযাত্রা! এ হতভাগিনী
যেমতি এখন, র'বে তেমতি তখন!
(অশ্রুমোচন)
(পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন)
(শয়নাবস্থায় সম্মুখবর্ত্তী গৃহভিত্তিতে বলসিংহের
এক খানি চিত্রপট দেখিয়া)—
জীবিত-ঈশ্বর!
(সহসা উত্থিত হইয়া চিত্রপটখানির নিকট গমন
ও গ্রহণ করিয়া)—
কথা কও, অভাগিনী তোমার বিরহে
যন্ত্রণার ক্রীতদাসী, বারেকের তরে
এ দাসীত্ব বিমোচন কর, হৃদয়েশ!
(চিত্রপটখানি বক্ষে ধারণ)
(নেপথ্যে পদশব্দ)
(শুনিয়া)—
হা অদৃষ্ট! ক্ষণতরে না পাই সময়
এ মম মনের দুঃখ করিতে প্রকাশ!
এ হেন নির্জ্জন গৃহে নির্জ্জনতা হায়,
থাকিতে না পায়; ওই কে আসে এখানে?
(অবিলম্বে যথাস্থানে চিত্রপট রক্ষা)

জনৈকা পরিচারিকার প্রবেশ।

(দেখিয়া)—
কি মনস্থ করি' হেথা আসিলি এখন?
পরি।—মহারাণী আপনাকে ডাক্‌চেন।
বন।—কেন, দাসি?
পরি।—তা' আমি কেমন ক'রে বল্‌বো? বোধ করি কোন বিশেষ কাজ পড়েচে।
বন।—চল্ তবে।
(স্বগত)— জননী কি এ ভাব আমার
পারিলা বুঝিতে? তাহা বলিব কেমনে?
আকারে প্রকাশ পায়, যাহা থাকে মনে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—দুর্গমধ্যস্থ সেনানিবাস।

চারি জন সৈনিক উপবিষ্ট হইয়া শিব-পূজার আয়োজনে নিযুক্ত।

১ম সৈনিক।—হা দেখ, গিরিধারী!

২য় সৈনিক।—কি, ভাই?

১ম সৈ।—এই সিদ্ধিতে কি সকলের কুলিয়ে উঠ্‌বে?

৩য় সৈ।—বলি তোমরা এত ব্যতিব্যস্ত হ'চ্চ কেন হে? আমার কাছে চূড়ন্ত গোচের গাঁজা আছে,—এই দেখ।

১ম সৈ।—(দেখিয়া) এতেও সান্‌বে না—এ ত নস্থির যোগ্যিও নয়।

৪র্থ সৈ।—(হাসিয়া) আচ্ছা, আর অত দুঃখু ক'ত্তে হ'বে না। তোমার জন্যে, এই দেখ্‌চ, কি রেখেচি?

১ম সৈ।—(দেখিয়া, সানন্দে) বাহবা বাহবা, বড় খাসা জিনিষ, বাবা! খাওয়া চুলয় যাক্, দেখ্‌লেই নেসা হয়। হ্যাঁ, ভাই মুকুন্দলাল! তুমি এত ধুৎরো ফল পেলে কোথায়?

৪র্থ সৈ।—তা' যেখানে পাই; তোমার এতে সান্‌বে ত?

১ম সৈ।—(সহাস্যে) সাদা ব'লে সাদা, নিতান্ত পক্ষে দু'দিন ত খাট কম্বল ছাড়্‌বো না, বাবা!

৩য় সৈ।—(পরিহাসচ্ছলে) দু'দিনের খোরাকি খরচাটা বাঁচা'লে দেখ্‌ছি।

(সকলের শিবপূজা ও মুহুর্মুহুঃ সিদ্ধি প্রভৃতি পান)

৩য় সৈ।—ও ভাই! আমার গা ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'চ্চে। আমি আর ব'স্‌তে পারি না—শু'য়ে পড়ি।—(শয়ন)

৪র্থ সৈ।—আমাকেও শ্রীখুরে একটু জায়গা দাও।—(শয়ন)

১ম সৈ।—(সিদ্ধিপাত্র দেখিয়া) ওরে, এখনও যে অনেকটা আছে। ছাড়া হ'বে না, বাবা! লোটাতে রাখার চেয়ে পেটে রাখাই ভাল।

(সিদ্ধিপান ও উন্মত্ততা প্রকাশ)
(ক্রমে ক্রমে গোলযোগ)

দ্রুতপদে জনৈক দুর্গরক্ষকের প্রবেশ।

দুর্গ।—ওহে, তোমরা এত গোল ক'চ্চ কেন? মহারাজের কাছে খবর গেলে যে, আর রক্ষে থাক্‌বে না।

১ম সৈ।—(বিহ্বলাবস্থায়) কে গোল ক'চ্চে? তুমি ত নিজেই চেঁচাচ্চ। বা রে, চুপ ক'রে থাক, নৈলে মুখ সেলাই ক'রে দেব।

দুর্গ।—দাঁড়াও, মুখ সেলাই করাচ্চি। আমি এখনি মহারাজের কাছে যাচ্চি—দাঁড়াও।

১ম সৈ।—(শশব্যস্তে) না না, যেতে হ'বে না, কি কর্‌বো বল?

দুর্গ।—চুপ্‌ চাপ্‌ ক'রে সকলে শু'য়ে থাক।

১ম সৈ।—আচ্ছা, বম্‌ ভোলানাথ!—(শয়ন)

[দুর্গরক্ষকের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজসভা।

সঙ্গসিংহ, সুবুদ্ধিভট্ট, রত্নসিংহ ও সভাসদ্‌গণ আসীন।

(নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক গীত)

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবাকর দিবা শান্তি' পশিল জলধি-জলে।
সন্ধ্যা সমুদিল আসি' বিশাল ধরণীতলে।
সুনীল গগন শোভে হীরকের পুঞ্জে,
গুঞ্জরি' মহেশ-গুণ ফিরিল অলি সকলে।
কুমুদী চাঁদেরে হেরি' প্রেমরস ভুঞ্জে,
বিরহিনী সরোজিনী জলিল বিরহানলে।
বাসর-বিহার তরে বসিয়ে নিকুঞ্জে,
নায়িকা মঞ্জুল মালা গাঁথি'ছে কুসুমদলে।
কেহ বা খঞ্জন-আঁখি অঞ্জনেতে রঞ্জে,
ভ্রমর বসি'ছে যেন বিশদ কচ-কমলে।
মুকুতা-গঞ্জিত চারু দশনেরে মঞ্জে,
হৃদয়-রঞ্জন পতি-হৃদয় রঞ্জিবে ব'লে।

সঙ্গ।—(গীত শ্রবণ করিয়া)—
মন্ত্রিবর! সন্ধ্যা সতী পূর্ব্বদিক হ'তে
উপনীত এবে। কই, এখনো যে হেথা
সূর্য্যসিংহ উপনীত হইলেন নাহি?

সুবুদ্ধি।—(করযোড়ে)—
বোধ হয়, মহারাজ! বিলম্ব অধিক
নাহি আর আসিবার অম্বরপতির।

এক জন সভাসদ।—(অপর জনের প্রতি জনান্তিকে)—
বলিতে কি পার তুমি, কেন মহারাজ
শিবচতুর্দ্দশীব্রত না করিলা আজ?

অপর জন সভাসদ।—(জনান্তিকে)—
শুনিয়াছি শারীরিক অসুস্থতা এঁরে
এ মঙ্গল কার্য্যে, ভাই, দিয়াছে ব্যাঘাত।

সূর্য্যসিংহ ও ভুজসিংহের প্রবেশ।

(সঙ্গসিংহ ব্যতীত সকলে দণ্ডায়মান)

সঙ্গ।—(সমাদরে)—
এস, বৎস সূর্য্য! তুমি আছো ত কুশলে?
পথে আসিবার কালে কষ্ট কোন রূপ
হয় নি ত তব?

সূর্য্য।—(প্রণাম করিয়া)—দেব! তব আশীর্ব্বাদে
নির্ব্বিবাদে আসিয়াছি;—সকলি মঙ্গল।

সঙ্গ।—
(ভুজসিংহকে দেখিয়া সূর্য্যসিংহের প্রতি)
ইনি কে তোমার সঙ্গে কৈলা আগমন?

সূর্য্য।—প্রিয়তম বন্ধু মম, ভুজসিংহ নাম।
(রাজাকে ভুজসিংহের প্রণাম)

সঙ্গ।—(সাহ্লাদে উভয়ের প্রতি)
ব'স দোঁহে এ আসনে।

সূর্য্য।— যে আজ্ঞা, ভূপতি!
(উভয়ের ও অন্যান্য সকলের উপবেশন)
মহারাজ! ভবদীয় কায়িক মঙ্গল
কিরূপ জানিতে ইচ্ছা করে তব দাস।

সঙ্গ।—বড় ভাল নহি, বৎস, কয় দিন হ'তে
অসুস্থ হ'য়েছি আমি।
সূর্য্য।— ঈশ্বর-প্রসাদে
অচিরে আরোগ্য লাভ হউক তোমার।
(জনান্তিকে ভুজসিংহের প্রতি)—
যেই গুপ্তপথ, ভাই! আইনু দেখিয়া
দুই জনে, জানি আমি শত্রুকর হ'তে
তাহারি সাহায্যে ত্রাণ পাইব নিশ্চয়।
ভুজ।—(জনান্তিকে)—
কি হেতু বিলম্ব তবে?
সূর্য্য।— বলি তবে আমি।
(প্রকাশ্যে সঙ্গসিংহের প্রতি)—
মহারাজ! ক্ষমা করি' অসভ্যতা মম,
বারেকের তরে যদি—
(নীরব)
সঙ্গ।— বল, বৎস! বল।
কেন সঙ্কুচিত তুমি? তব শুভ আশা
সতত হৃদয়ে যা'র, কেন তা'র পাশে
মনোভাব প্রকাশিতে এতই কাতর?
সূর্য্য।—অতি গোপনীয় কথা একটি আমার
আছে তব পাদপদ্মে করিতে অর্পণ।
গোপনীয় কথা, দেব! গোপনীয় স্থানে
বলাই সঙ্গত জানি, এই সে কারণে
এখানে বলিতে আমি অতি সঙ্কুচিত।
পরম হিতৈষী তুমি, তুমি না হইলে
সে গুপ্ত কথার কোন মীমাংসা না হ'বে।
সঙ্গ।—ভাল, চল তবে তুমি আমার সহিত
গুপ্তগৃহে, গুপ্তকথা শুনিয়া সেখানে
মীমাংসা করিব, বৎস!
সূর্য্য।—(মস্তক নমন করিয়া)—
যে আজ্ঞা, নরেশ!

(প্রথমে সঙ্গসিংহ পরে সকলের গাত্রোত্থান—সঙ্গসিংহ, সূর্য্য ও ভুজসিংহের প্রস্থান—মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ্গণের পুনর্ব্বার উপবেশন)

রত্নসিংহ।—(সুবুদ্ধি ভট্টের প্রতি)—
মন্ত্রী মহাশয়! আজি এ সূর্য্যে হেরিয়া
সে সূর্য্য বলিয়া আর না হয় বিশ্বাস।
সুবুদ্ধি।—মানুষের চিরদিন সমান না যায়,
আজি যে প্রশান্ত, কাল উন্মত্ত সে জন,
আজি যে উন্মত্ত, কাল প্রশান্ত সে পুনঃ।
সঙ্গ।—(নেপথ্যে) হত্যা ক'র্লে! কে আছ, শীঘ্র
এস!—হত্যা—!

সভাস্থ সকলে।—(চমকিত ও ব্যাকুল হইয়া)—
এ কি হ'ল! হত্যা! হত্যা!
রত্ন।—(শশব্যস্তে) এস—এস—এস।
[সকলের বেগে প্রস্থান।
নেপথ্যে।
হায় হায়, এ কি, এ কি, উঃ! কি সর্ব্বনাশ!
অস্ত্রাঘাত!—মহারাজ!—এ দশা তোমার
কে করিল?—বল, দেব!
সঙ্গ।—
(নেপথ্যে ভূপতিতাবস্থায় কাতর ও ভগ্নস্বরে)—
সূ—র্য্য—সিং—হ—পা—পী! (মৃত্যু)
(নেপথ্যে কোলাহল ও বিলাপ)
বেগে সকলের প্রবেশ।
রত্ন।—(শশব্যস্তে)—
কোথা গেল দুরাত্মারা? ধর অচিরায়।
[পুনর্ব্বার বেগে সকলের প্রস্থান।
(সহসা নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ তূরীধ্বনি ও যুদ্ধ-কোলাহল)
সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সশস্ত্রে বেগে সূর্য্যসিংহ ও ভুজসিংহের প্রবেশ।
সূর্য্য।—(সক্রোধে)—
কোথা গেল পাপাত্মারা রাজসভা ছাড়ি'?
পালা'ল কি? চল মিত্র! আজি কোন মতে
নিস্তার নাহিক কা'রো। সঙ্গসিংহ সম
সকলের গতি আজি। ব্রতের আমার
আজি উদ্যাপন।
[বেগে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ ও তৎপার্শ্বে একটি বৃহৎ কূপ।

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল)
বেগে মহালক্ষ্মীর প্রবেশ।

মহা।—(উচ্চৈঃস্বরে সরোদনে)—
অ্যাঁ, এ কি সর্ব্বনাশ! হায়! পাপিষ্ঠের করে
মহারাজ গুপ্তাঘাতে হইলা নিহত!
ছদ্মবেশে আসি' ধূর্ত্ত কি করিল আজ!
বিধবা করিল মোরে!
(নেপথ্যে অধিকতর কোলাহল)
(শুনিয়া)— বনলতা কই?
মা আমার কই? হায়, সরলা বালিকা
এ সময়ে—এ বিপদে কোথায়?—কি হ'ল?

(উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান)—
বনলতা!—বনলতা!
(চতুর্দ্দিকে ধাবন)
কই, দেখি না যে!

দূরে বেগে সূর্য্যসিংহ, ভুজসিংহ ও
সৈন্যগণের প্রবেশ।

সূর্য্য।—(সৈন্যগণের প্রতি)—
ধর ধর পাপিনীরে!

মহা।—(সক্রোধে)— রে নরপিশাচ!
অক্ষয় নরকে তোর অক্ষয় বসতি।
যদি সাধ্বী সতী হই, তা' হ'লে, পামর!
রাজহত্যা পাতকের পা'বি প্রতিফল।
(প্রাঙ্গণস্থ কূপের মুখপট্টের উপর উঠিয়া)—
হে ভীমভৈরব!
(মহালক্ষ্মীকে ধরিবার নিমিত্ত সৈন্যগণের ধাবন)
বনলতারে আমার
এ ঘোর বিপদ হ'তে বাঁচাও—বাঁচাও।
পতি যথা, আমি তথা এবে দয়াময়!
(কূপমধ্যে পতন ও মৃত্যু)

সূর্য্য।—(ভুজসিংহের প্রতি)—
বিষের মধ্যাংশ নষ্ট আজি হে আপনি,
মিত্রবর!

ভুজ।— শেষ অংশ সময়েও যা'বে।
বলসিংহ বলশূন্য দ্বিহস্ত-বিহীন!
রাজা রাণী হস্ত তা'র, সে হস্ত-অস্তিতা
যেকালে ঘুচিল আজ, সেকালে জানিও,—
তাহারো অস্তিত্ব-লোপ!

সূর্য্য।— তোমারি প্রসাদে।
কাষ্ঠ পুত্তলের হস্তে অসি যথা শোভে
নিষ্ফল, তেমতি এবে বল দুরাত্মার
করে অসি বৃথা, রাজদম্পতি-নিপাতে!
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, এবে ব্রত উদ্যাপন
বাকী শুধু, চল ধরি, কোথা বনলতা।
যা'র ধন তা'রি হ'বে এত দিন পরে।
(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)
সকলের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—উদ্যানমধ্যস্থ ভীমভৈরব মহাদেবের মন্দির।

বনলতা পূজায় নিযুক্তা, পার্শ্বে জগন্নাথ
পূজার আয়োজনে নিযুক্ত।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

জগন্নাথ।—(শুনিয়া মন্দিরের বহির্ভাগে আসিয়া চমকিত ভাবে) অ্যাঁ এ কি! এ যে শত্রুসেনা দেখ্‌চি? এই যে এই দিকেই আস্‌চে, (ভয়ব্যাকুলস্বরে) ওগো রাজকুমারি! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

বন।—কি হ'য়েছে, কি বিপদ, কি হেতু, দেবল!
বল তুমি ভীত এত হইলে সহসা?

জগ।—(অত্যন্ত ভয়ে) ঐ দেখ গো, শত্রু—শত্রু! নদীর স্রোতের মত এই দিকে আস্‌চে! তাই এত গোল! (স্বগত) ও বাবা! এ যে সাক্ষাৎ যমদূতগুলো আস্‌চে! ওমা, কি হ'বে! আজ ফাঁকরে প'ড়ে মর্‌তে হ'ল! কেন মর্‌তে এখানে এসেছিলেম! হায় হায়, কি হ'ল রে! হায় হায়, এ সময়ে ব্রাহ্মণীকেও একবার দেখ্‌তে পেলেম না! (নেপথ্যে, অধিকতর কোলাহল ও হুঙ্কার শুনিয়া প্রকাশে) ও গো রাজকুমারি! আর এখানে এমন ক'রে থাকা উচিত নয়—উচিত নয়! শত্রুসেনারা বাগানে ঢুকেছে। এখনি কি হ'তে কি হ'বে, রাজকুমারি! (ভয় প্রকাশ)
(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল)

বন।—(মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া)—
কা'রা এরা? কি উদ্দেশে আসি'ছে এ দিকে?
কি কৌশলে এ উদ্যানে পশিল সকলে?
(ব্যগ্রতা সহকারে)—
জগন্নাথ! পিতা কোথা? জননী কোথায়
এ সময়ে? চল ত্বরা, যাই অন্তঃপুরে।

জগ।—(ভীতচিত্তে) সে কি, রাজকুমারি! কি ক'রে আপনি এমন সময়ে এমন কথা বল্‌ছেন? কোন দিকে যা'বেন? রাজকুমারি! এই বটগাছে উঠে লুকুই আসুন, নৈলে আর উপায় নেই। (বৃক্ষারোহণ)

বন।—(শশব্যস্তে)—দেবল! নিরস্ত্র আমি, নতুবা এখনি—

বেগে সূর্য্যসিংহ ভুজসিংহ ও
সৈন্যগণের প্রবেশ।

সূর্য্য।—(উচ্চৈঃস্বরে)—পেয়েছি, পেয়েছি।
(সৈন্যগণের প্রতি)—ত্বরা মন্দির-চৌপাশে
দাঁড়াও ঘেরিয়া সবে।—ছাড়িও না পথ।
(সৈন্যদিগের তথা করণ)
(বনলতার প্রতি)—
সুন্দরি! এখন তুমি আমার অধীন।
যা' বলিব তোমারে তা' হইবে পালিতে।

বন।—(ক্রোধে)—কে তুমি?

সূর্য্য।—তাহা কি তুমি জান না, মোহিনি!

তোমারে যে পাইবারে অম্বর হইতে
তোমার পিতার পাশে পাঠাইল দূত,
সেই এই সূর্য্যসিংহ।

বন।—(বিস্মিত ও ক্রোধিত হইয়া)—
জম্বুকের মত
কি হেতু পশিলে পুরে? পিতা মহাশয়
নাহি দিলা কোন বাধা? না কৈলা নিধন
তব সম তস্করেরে?—

সূর্য্য।—(বাধা দিয়া)—বৃথা গল্প তুমি।
শিবিকায় চড়ি' চল আমার প্রাসাদে,
সুপ্রতিমে!

বন।—(সক্রোধে)—ধিক্ তোরে, পামর পিশাচ,
পরনারী প্রতি তোর এ কোন্ বিচার?
যদি প্রাণনাথ আজ এ চিতোরপুরে
থাকিতেন—

সূর্য্য।—(বাধা দিয়া মুখভঙ্গি সহকারে)—
সবি তবে করিত সে মূঢ়!
মানে মানে চল এবে, নতুবা সবলে
তুলিয়া শিবিকামাঝে যাইব লইয়া।

বন।—(নিরুপায় হইয়া)—
শিবের শপথ তোরে যদি ছুঁ'স মোরে,
রে নারকী!

সূর্য্য।—(সবলে বনলতাকে ধারণ করিয়া)—
কর্ণ মম না শুনে শপথ।
(ভুজসিংহের প্রতি সহাস্যে)—
এস বন্ধু! কার্য্য সিদ্ধি হ'ল এত ক্ষণে।

[বনলতাকে টানিয়া লইয়া অগ্রে সূর্য্যসিংহ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে 'অম্বরপতির জয়' শব্দ ও কোলাহল)

জগ।—(বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, সভয়ে ও সদুঃখে) কি সর্ব্বনাশ! এ কি হ'ল! সূর্য্যসিংহ দুরাত্মা রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে গেল! (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) কেউ কোথাও নেই, এই সময়ে পালাই। মহারাজকে এই বিপদের সংবাদ দিইগে। হায় হায় হায়, এ কি দুর্ঘটনা!

[বেগে অথচ ভীতচিত্তে প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের উপবেশনাগার।

ভুজসিংহের প্রবেশ।

ভুজ।—(সানন্দে)—
মনস্থ সফল মম এত দিন পরে।
যে কৌশল করি' আমি চিতোর-পতিরে
সূর্য্যসিংহ কর-ধৃত অস্ত্রে নিধনিনু,
সেরূপ করিতে পারে অন্য কোন্ জন?
এ মম বুদ্ধির বলে চিতোর এখন
অম্বরপতির পদে হইল পতিত;
কিন্তু ইহা, সুনিশ্চয়, আমারি হইবে
কিছু দিন পরে। এবে চিতোর-শাসক
হইলাম আমি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে
শাসকের পরিবর্ত্তে হ'ব অধীশ্বর।
যদিও এ ভুজসিংহ শক্তি আর ধনে
সূর্য্যসিংহ-পাশে তুচ্ছ, কিন্তু বুদ্ধি-বলে
অসামান্য সুনিশ্চয়। যন্ত্রের পুতুল
সূর্য্যসিংহ মম পাশে বুদ্ধি বিনিয়োগে।
আমি যা' করিব, আর আমি যা' বলিব,
তাই তার শিরোধার্য্য, না করে অন্যথা।
মহামূর্খ সূর্য্যসিংহ প্রকৃত বিশ্বাসে
হৃদয়ের সখা বলি' ভাবে সদা মোরে;
কিন্তু আমি স্বার্থ-সখা—সত্য-সখা নহি।
নিজ কার্য্যসিদ্ধিতরে উৎপত্তি আমার।
কে না বল এই বিশ্বে নিজ স্বার্থ তরে
না করে এ হেন কার্য্য লঙ্ঘি' ধর্ম্মপথ?
ধর্ম্মপথ কি আবার?—মন যাহা চাহে,
তাহাই সতত কর, তা'র ইচ্ছামত
পথে পশি';—ধর্ম্মপথ তাহাই নিশ্চয়।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
এই যে এ দিকে—

সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

(সূর্য্যসিংহের প্রতি)—আজ আনন্দ আপনি
তোমার মূর্ত্তিতে, ভাই! মূর্ত্তি মিশা'য়েছে।

সূর্য্য।—(সানন্দে কর ধারণ করিয়া)—
এ আনন্দস্রষ্টা মম বন্ধু প্রিয়তম
ভুজসিংহ।

ভুজ।—(সানন্দে)—বন্ধুত্বের ক্ষুদ্র পরিচয়
কেবল একটি এই। ঈশ্বর-প্রসাদে
এই অনুগত জন ভবিষ্যে তোমার
বন্ধুত্বের পরিচয় আরো' দেখাইবে।

সূর্য্য।—(সানন্দে)—
বন্ধুত্বর পরিচয় আমিও তোমারে
দিব, ভাই প্রিয়বক্তো! চিতোর-শাসন
দিলাম তোমারি করে। শুভ দিন দেখি'
যাও তথা, বলসিংহ আসিবার আগে।
সেনা সুসজ্জিত করি' রাখ বিধিমতে।

ভুজ।—(সানন্দে)—
প্রকৃত বান্ধব তুমি এ মর্ত্ত্য ভুবনে
এ দীনের, হে অম্বর-ঈশ্বর ধীমান্!
শুভ দিন দেখি' আমি যাইব অচিরে
চিতোরে তোমার শুভ সাধন-উদ্দেশে।
(স্বগত)—
যা' ভাবিনু তাই হ'ল; কিন্তু এ সুযোগে
বৃদ্ধ সচিবের কন্যা কমলমুখীরে
হস্তগত না করিয়া যেতে ইচ্ছা নাই।
এত করি' সে বৃদ্ধেরে করিনু মিনতি,
তবু সে গর্দ্দভ মোরে না দেয় তনয়া।
একে সে ত রাজমন্ত্রী, সূর্য্যসিংহ তাহে
কতক সম্মানে তা'রে, এ দু'টি না হ'লে,
কোন্ দিনে হ'ত তার তনয়া-হরণ।
যা' হোক, যাবার আগে দেখিব আবার,
পারি কিংবা হারি—
(প্রকাশে)— মিত্র! বারেকের তরে
যাইতে বিদায় মাগি;—আসিব আবার।

সূর্য্য।—এস, প্রিয়তম মিত্র!

[ভুজসিংহের প্রস্থান।

চিতোর আমার,
চিতোরের বনলতা আমার প্রেয়সী।
বহুদিন পরে মম পূর্ণ অভিলাষ।
'সাধিলেই সিদ্ধি' এই মহা-উপদেশ
কার্য্যে পরিণত এবে।
(নেপথ্যে পদশব্দ)
(শুনিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিরক্তিসহ)—
আবার পিশাচী
দগ্ধমুখ দেখাইতে—জ্বালাইতে মোরে
আসি'ছে!
সদুঃখে জয়াবতীর প্রবেশ।
(বিরক্তিসহ ঈষৎ ক্রোধে)—
এসেছ?—যাও,—এ মোর প্রার্থনা।

জয়া।—(সরোদনে)—
প্রাণনাথ! সর্ব্বনাশ কেন উপস্থিত
করিলে আপনি, হায়! মজিলে—মজা'লে
বলসিংহ দূরদেশে, হেন অবস্থায়
গোপনে ভূপাল-হত্যা করিলে কেমনে!
কেমনে হরিলে তা'র কন্যা প্রিয়তমা!
বলসিংহ এ সংবাদে মৃত্যুরূপ ধরি'
অম্বরে পশিবে, হায়, কি করিলে, নাথ!

সূর্য্য।—(বিরক্তি সহকারে)—
যা' ভাল, করেছি তাই; কি ক্ষতি তোমার
তা'হে বল মূঢ়নারী?

জয়া।—(সরোদনে)—উভয়ের ক্ষতি
শিরে উপস্থিত এবে, না দেখি নিস্তার।
(পদতলে পতিত হইয়া)—
অনেক প্রার্থনা আমি করেছি এ পদে
তোমারি হিতের হেতু, কিন্তু ভাগ্যদোষে
কৃতকার্য্য হই নাই নিমেষেরো তরে।
তবু আজ, প্রাণেশ্বর! এ তব কিঙ্করী
এই ভিক্ষা মাগে—ত্বরা চিতোর নগরে
যথাকার বনলতা রাখি'এস তথা।
বিপদের অর্দ্ধ শান্তি হয় ত তা' হলে
হইতেও পারে।—রাখ এ মম মিনতি।
উপযুক্ত নহে তাঁ'র—লৌহকারাগার!
(রোদন)

সূর্য্য।—(অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া)—
ছাড় পদ—
(বলে চরণাকর্ষণ করিয়া)—
কাঁদ তুমি যত দূর পার।
জানাও মিনতি তব এ শূন্য গৃহেরে,
বিষমুখি!

[বেগে প্রস্থান।

জয়া।—(নয়ন মার্জ্জন করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইয়া)—
এ কি বুদ্ধিভ্রংশ, হায়, এত করি' তবু
ফিরা'তে নারিনু মন ক্ষণেকেরো' তরে!
হিতবাক্যে বিষবোধ, অহিতে অমৃত
ভাবিলেন প্রাণনাথ? এ কি বিড়ম্বনা!
পলে পলে চিত্ত মোর যে রূপ অস্থির
হ'তেছে, নিশ্চয় জানি, এর পরিণাম
আমার নয়নে অশ্রু বহিবে নিয়ত!
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
দেখিতে নারিব আমি মুহূর্ত্তের তরে
স্বামীরে বিপদ-ঘোরে পতিত হইতে।
কোন মতে না পারিব দুর্দ্দশা তাঁহার
নিরখিতে এ নয়নে! কি করি উপায়?
কিরূপে ফিরা'ব চিত্ত, কিরূপে বুঝা'ব?
সম্মুখে সঙ্কট-সিন্ধু গর্জ্জি'ছে গম্ভীর
প্রতিক্ষণে, যেন পতি তাহার ভিতরে

মগ্ন হ'য়ে ভুঞ্জি'ছেন দুর্দ্দশা অশেষ !
তীক্ষ্ণধার অসি যেন মস্তকে তাঁহার
ঘূরি'ছে ভীষণ স্বনে,—নিজ কর্ম্মদোষে।
আর যে উপায়, হায়, না দেখি নয়নে !
বুঝি ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিল এবার !
(অশ্রুমোচন করিয়া)—
যত ক্ষণ আছে প্রাণ, তত ক্ষণ তরে
শত পদাঘাত স'য়ে তাঁহারে বুঝা'ব।
দেখি যদি কোন মতে হৃদয় তাঁহার
ত্যজিয়া গরল, লয় অমৃতের ধার।
[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অম্বরের নিকটবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে কালীমন্দির।

পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া জবাপুষ্প, ধূনা প্রভৃতি হস্তে ভুজসিংহের প্রবেশ।

ভুজ।—(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া)—
একে ভয়ঙ্করী নিশা, তাহাতে আবার
অরণ্য, নিবিড় যেন মূর্ত্তিমান্ তমঃ
উপনীত হেথা, ছাড়ি' অন্য ভূমিভাগ।
আজি মম মনোবাঞ্ছা পূরিবে এখানে,—
এ ঘোর আঁধারে হ'বে আলোক-সঞ্চার।

(নেপথ্যে গীত)

রাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

জয় মা কালিকে তারে জগতবন্দিনি !
পূরাও মনের আশা শৈলেশনন্দিনি !
তুমি অগতির গতি, শঙ্কর-গেহিনী সতী,
ভকতে করুণাবতী বিপদভঞ্জিনী।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
এই যে, এ দিকে মম মহা-উপকারী
ব্রহ্মচারী আসি'ছেন। আজি শুভ নিশা।
মন্ত্রিকন্যা আজি লাভ হইবে আমার।
'ইষ্টসিদ্ধি' মন্ত্রে ইনি কার্য্যসিদ্ধি মম
করিবেন—বাঁধিবেন কৃতজ্ঞতা-পাশে।
ফিরিবে মন্ত্রীর মন এঁর মন্ত্র বলে,
নবভাগ্যফলে এবে লভিব রতন।
বলে ছলে সুকৌশলে যাহা পারি নাই,
দৈব মন্ত্রবলে আজ হইবে সে কাজ।

পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

(দেখিয়া)—
প্রণিপাত করি, প্রভো ! শ্রীপদে তোমার।
(প্রণাম)

পূর্ণা।—(হস্তোত্তলন করিয়া)—
শুভমস্তু, মনোবাঞ্ছা পূরুক অচিরে।
ভুজ।—তোমার আদেশে, দেব ! আনিয়াছে
দাস মাঙ্গল্য সামগ্রীচয়।
পূর্ণা।— ইষ্টসিদ্ধি-জপ
এতেই হইবে তব ;—পূরিবে বাসনা।
শুভ লগ্ন উপস্থিত ; দণ্ড সম হ'য়ে
অচিরে শয়ান হও ভূবক্ষ হইয়া !
নেত্র নিমীলন করি' জপ কালী-নাম
মুহুর্মুহুঃ যত ক্ষণ করি আমি জপ।
তব শিরোপরি রাখি, মৃত্তিকা-আসনে
ধূনাধার, শতমুষ্টি ধূনা দিয়া তা'য়
জ্বালিব অনলশিখা, জ্বলিবে তাহাতে
তব অমঙ্গল যত ;—পূর্ণ মনস্কাম।

(ভুজসিংহের তথাকরণ ও তদীয় মস্তকে মৃত্তিকাসনে ধূনাধার রাখিয়া পূর্ণানন্দের জপ করণ)

(গাত্রোত্থান করিয়া পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)—
দেখ, বৎস ! শুভ লগ্ন এবে উপস্থিত ;
একমনে কালীনাম জপ মনে মনে।
(স্বগত)—
পামর ! আজি রে তোর অন্তিম সময়
অলক্ষ্যে শিয়রে স্থিত, আর দেরি নাই।
তোর ইষ্টসিদ্ধিচ্ছলে ইষ্টসিদ্ধি মম
এই হয়,—
(প্রতিমার হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া প্রকাশে)—
জপ নাম,—পূর্ণ অভিলাষ।
(সবলে খড়্গাঘাত ও ভুজসিংহের মৃত্যু)
দুরাচার ! রে পিশাচ ! রে পশুহৃদয় !
কর্ম্মের মতন ফল আজি হ'ল তোর।
জানিস্ না, দেবী আজো ধর্ম্মসাক্ষীরূপে
বিরাজিতা, পাপ তোর আরো কত কাল
বৃদ্ধি পা'বে ধরাবক্ষ কলঙ্কিত করি' ?
আজি তা'র পরিণাম !—যা পাপী নরকে !
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
এখনো জীবিত তোর মহাপাপী সখা
সূর্য্যসিংহ, তাহারেও করিব নিপাত
সময়ে, এখনো তা'র আয়ু কিছু দিন
রহিল। পূরিল আজি অর্দ্ধ অভিলাষ ;
পূর্ণানন্দ পূর্ণ তাহা করিবে সময়ে।
[সহর্ষে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের অন্তঃপুরস্থ লৌহকারাগার।

বিষণ্ণবদনা কপোলহস্তা
বনলতা আসীনা।

বন।—(সরোদনে)—
হা বিধাত! কোন্ পাপে এই অভাগিনী
শত্রুকারাগারে বদ্ধ! আরো কত কাল
এ নরকবাসে র'ব! হায়, পিতা মাতা
রহিলেন ভুলি' মোরে! ক্ষণেকেরো তরে
তাঁ'দের সে স্নেহপূর্ণ অন্তরের মাঝে
মম প্রতিমূর্ত্তি আর না হয় পতিত?
এত ভালবাসিতেন, বৃথা কি সকলি
হইল এ অভাগীর পোড়া ভাগ্য-দোষে!
কোথায় তাঁহারা এবে?—চিতোর নগরে?
কি জানি; সংবাদ মোরে কে বা দিবে, হায়!
সিন্ধুদেশে প্রাণনাথ, তাঁ'রো ত কিছুই
সমাচার পাইবার না পাই সুযোগ।
লৌহকারাগারে আমি, তাঁ'রা বা কোথায়!
বীরের কুমারী আর বীরের বনিতা
রুদ্ধা এবে কারাগৃহে! হায়, রে কপাল!
দুরাচার সূর্য্যসিংহ আর কেন মোরে
বিনা দোষে এ যন্ত্রণা দি'স্ অনুক্ষণ!
এখনি বিনাশি' কর্ যন্ত্রণা বিনাশ।
আর যে পারি না কষ্ট সহিতে জীবনে
মৃত্যুই মঙ্গলকর এবে দুঃখিনীর।
সূর্য্যসিংহ! শত্রু তুই, কিন্তু যদি মোরে
বধিস, তা' হ'লে আমি মিত্রোত্তম বলি'
প্রশংসিব। কিন্তু, হায়, বৃথা সে বাসনা!
(অশ্রুমোচন)

দ্বার উন্মোচন করিয়া সূর্য্যসিংহের
প্রবেশ।
(তদ্দর্শনে বনলতার দণ্ডায়মান হইয়া একপার্শ্বে
অধোমুখে অবস্থিতি)

সূর্য্য।—(সহাস্যে)—
হ্যা দেখ, সুন্দরি! তুমি এরূপ বিষাদে
আরো কত দিন র'বে? কেন অবিরত
কাঁদি'ছ? কিসের তব দুর্ভাবনা বল?
অম্বর-ঈশ্বর আমি, সাম্রাজ্য আমার
তব পদ পূজিবারে দেয় মোরে কর।
অম্বরের পতি এবে তোমার অধীন
চির দাস।—তুমি এবে অম্বর-ঈশ্বরী।

বন।—সরোদনে ভৎসন-বাক্যে)—
ভস্ম হ'য়ে যা'ক্ তোর পাপের অম্বর,
ভস্ম হ'য়ে যা' রে তুই, পরনারীহারী!
যে জিহ্বা এ পাপবাণী কৈল উচ্চারণ,
পচিয়া খসিয়া যা'ক্!—ধিক্ কুলাঙ্গার!

সূর্য্য।—(সহাস্যে)—
ভালবাসি যা'রে, তা'র বদন হইতে
এরূপ বচনো যেন ঢালে সুধাধারা।
না জানি, সুন্দরি! তুমি অনুকূল ভাবে
সম্ভাষিলে মোরে, আমি কি সুধাই পা'ব।

বন।—থাক্ তুই, দুরাচার! উপযুক্ত ফল
দিবেন আমার স্বামী তোরে কর্ম্মমত।
শৃগাল হইয়া তুই সিংহের পত্নীরে
যে যন্ত্রণা দিতেছিস্ কটূক্তি প্রয়োগি',
উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি তাহার।

সূর্য্য।—(কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে)—
জানি আমি বলসিংহ যত বল ধরে,
তা' নহিলে সিন্ধুপতি রঘুবর বীর
কি হেতু বধিবে তা'রে! তব প্রাণনাথ
করিয়াছে প্রাণত্যাগ! এবে আমি তব
প্রাণনাথ। ভজ মোরে, স্থির সৌদামিনি!
বিধবা হ'য়েছ তুমি, আবার বিবাহ
করিতে কি দোষ তা'য়?

বন।—(সক্রোধে)— যে বলে বিধবা,
হউক্ তাহার পত্নী বিধবা অচিরে।
এ দুর্ব্বাক্য কোন্ মুখে কৈলি উচ্চারণ,
মহাপাপী?
(উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

সূর্য্য।—(শুনিয়া, স্বগত)—
কাজ নাই, এবে আর নয়।
সময়ে সাধিব পুনঃ। অসাধ্য চেষ্টার
কি আছে জগতে? আমি সময়ে ইহারে
আমার করিয়া ল'ব;—মোরি বনলতা।
[দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান।

বন।—(সদুঃখে রোদন করিতে করিতে)—

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

"আমার কপালে, বিধি এই কি লিখিলে?
লম্পটের কারাগারে ভাসি আঁখি-সলিলে!
পলে পলে অত্যাচার, সহিতে না পারি আর,
তুমি হে দয়া-আধার, নিদয় কেন হইলে!
পিতা মাতা এবে পর, পরদেশে প্রাণেশ্বর,
পরকরে অভাগীরে পর হ'য়ে সঁপিলে;—
ডুবেছি বিপদ-নীরে, ত্রাণ কর দুখিনীরে,
জীবনে মরণভোগ. বাঁচিব হে মরিলে!
(সখেদে ভূতলে পতন)

চতুর্থ দৃশ্য।

অরবল্লি পর্ব্বত-প্রদেশ—সম্মুখে অরণ্য।

জনৈকা সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

সন্ন্যা।—কতই কৌশল আমি করিনু যতনে,
কিছুতে না কিছু হ'ল, সকলি বিফল।
কিন্তু আজ যে কৌশল করিনু প্রকাশ,
দেখিব এতেই বা কি সংঘটিত হয়।
মধ্যম-গভীর সেই গর্ত্তের উপরে
বৃক্ষের অপুষ্ট শাখা থরে সাজাইয়া,
আচ্ছাদিয়া রাখিয়াছি বন্য তৃণদল।
কে বুঝিবে গর্ত্ত হেথা?—চৌদিক সমান।
(উর্দ্ধে দেখিয়া)—
উঃ, কি ভীষণ মেঘ উঠেছে আকাশে
আঁধারি' অরণ্যভূমি, তাহাতে আবার
সন্ধ্যাও আগত, গাঢ় তমোভার ঢালি'।
এ মেঘ-লক্ষণে দেখি সুলক্ষণ মম
ভাগ্যাকাশে সমুদিত হ'ল বুঝি আজি।
(ক্রমে ক্রমে সুবিশাল মেঘ-বিস্তার
ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপতন)
(নেপথ্যে ঘোরতর কোলাহল)
অলক্ষ্যে অথচ সঙ্গে অনুক্ষণ আমি
ভ্রমিয়াছি বলসিংহ সেনাপতি সনে
নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার তরে,
কিন্তু কভু পারি নাই। অপ্রসন্ন বিধি
সুপ্রসন্ন আজি মোরে হইলেন বুঝি।
দেখি না কি হ'তে আজ কি ঘটনা ঘটে।
(ক্রমশঃ দুর্যোগ বৃদ্ধি ও নেপথ্যে
অধিকতর কোলাহল)
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
ওই না—সে বলসিংহ?—সত্য অনুমান—
তিনিই ত বটে। এ যে আসেন একাকী।
ভাল হ'ল—অন্তরালে হই অন্তর্হিত।
(অন্তরালে অবস্থিতি)

কিয়ৎক্ষণ পরে ছিন্নভিন্ন ও সিক্তবেশে
বলসিংহের প্রবেশ।

বল।—(সবিস্ময়ে)—
সহসা কি দুর্ঘটনা! এ কি বিড়ম্বনা
প্রকৃতির? ভয়ঙ্কর এ ঘোর দুর্যোগে
এ নিবিড় বনগর্ভে প্রগাঢ় আঁধারে
এ কি রে বিপদ আসি' আক্রমিল মোরে!
কোথা গেল সৈন্যগণ? ধ্যানসিংহ কোথা?
ভাল করি নাই আমি তা'দিগে পশ্চাতে
ফেলিয়া, একাকী অগ্রে আসিয়া সুদূরে;
এ ঘোর তামসগর্ত্তে কোথা কে যে এবে,
কেমনে সন্ধান করি?—এ যে মহাবন।
দুর্ভাগ্যবশতঃ হায়, অশ্বটিও মোর
মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত-নিনাদ শ্রবণে
মরিল ভূতলে পড়ি'!—ভয়ে লম্ফ ছাড়ি'!
সৌভাগ্যবশতঃ আমি বাঁচিয়াছি বটে,
কিন্তু এ যে পড়িলাম বিষম সঙ্কটে।
কি করি!—কোথায় যাই!—

(বলসিংহের সম্মুখে সন্ন্যাসিনীর উপস্থিতি)

(দেখিয়া)— কে তুমি এখানে?
সন্ন্যা।—সন্ন্যাসিনী আমি এই কাননবাসিনী।
ফল আহরণ তরে গিয়াছিনু দূরে,
ফিরিবার কালে এই বিষম দুর্যোগ।
যাই হোক, দেহে মোর বস্ত্র কিছু নাই,
তাই সে কুটীরে আমি যেতেছি ফিরিয়া।
(ক্ষণেক পরে)—
তুমি কে এখানে?—এ যে দেখি বীরবেশ!
এমন দুর্যোগে তুমি কি হেতু হেথায়?
বল।—বলসিংহ নাম মম, চিতোরপতির
সেনাপতি আমি, দেবি! সিন্ধুদেশ হ'তে
যেতেছি চিতোরে ফিরি', কিন্তু ভাগ্যদোষে
এ বিভ্রাটে পড়িয়াছি। সঙ্গভ্রষ্ট হ'য়ে
কোথা গেল সেনাগণ, না পাই সন্ধান।
পথভ্রান্ত হইয়াছি—বিপথে পড়েছি
বিষম বিপদ্ সহ। অয়ি সন্ন্যাসিনি!
এই বনে থাক তুমি, অবশ্য তোমার
জানা আছে বন-পথ, বনের ভিতরে।
দয়া করি' যদি তুমি দাও দেখাইয়া,
তা' হ'লে কৃতজ্ঞ আমি হ'ব তব পাশে।
তুমি না দেখা'লে পথ, এ ঘোর কাননে
সাতিশয় কষ্ট পা'ব।—রাখ অনুরোধ।
জানি আমি তোমাদের পর-উপকার
করাই জীবন-ধর্ম্ম;—এই ত সময়।
সন্ন্যা।—জানি আমি পথ বটে কিন্তু এই স্থলে
বনপথ ভাল নহে কতক দুর্গম।
যাই হোক তুমি, বীর! আমার সহিত
আইস, লইয়া যা'ব বনের বাহিরে।
তরবারি তব করে আছে, বীরবর!
ভূপতিত বৃক্ষশাখা সরাইয়া তাহে,
আগে আগে চল তুমি, আমি চলি পিছে
দেখা'তে দেখা'তে পথ বামে বা দক্ষিণে।

বল।—(সন্তুষ্ট হইয়া)—
বাধিত হইনু আমি।
সন্ন্যা।— চল এই পথে।
(স্বগত)—
বিধাতা আমার বাঞ্ছা পূরা'লেন বুঝি
এইবার। চেষ্টা আজি হইল সফল।

অগ্রে বলসিংহ ও পশ্চাতে সন্ন্যাসিনীর ধীরে ধীরে গমন।

(পটপরিবর্ত্তন)

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

বল।—(গমন করিতে করিতে)—
কিছু দূর আসিলাম, আরো কত দূর
এরূপ দুর্গম পথ আছে শেষিবারে?
সন্ন্যা।—(গমন করিতে করিতে)—
এখনো অনেক বাকী; চল ধীরে ধীরে।
(সহসা তৃণাচ্ছাদিত গর্ত্ত মধ্যে বলসিংহের পতন ও সন্ন্যাসিনীর সহানুভূতি প্রকাশ)
বল।—(আঘাতিত হইয়া গর্ত্তমধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে)—
সন্ন্যাসিনি!—সন্ন্যাসিনি! এ কি অকস্মাৎ
বিপদ উপরে মম আবার বিপদ!
এখানে কি দস্যু থাকে?
সন্ন্যা।—(গর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)—
কেমনে বলিব?
মহারণ্যে কোন্ ভাবে কে কোথায় থাকে,
কেমনে জানিব আমি?—গর্ত্তের ভিতরে
কেহ কি লুকা'য়ে আছে?
বল।—(গর্ত্তের অভ্যন্তর ভাগে সন্ধান করিয়া)—
কেহ হেথা নাই।
এক্ষণে কি করি' আমি? আমার উদ্ধার
তোমারি আয়ত্ত এবে, অয়ি দয়াবতি!
তুমি নাহি উদ্ধারিলে এ নির্জ্জন দেশে
কে আসি' উদ্ধার মোরে করিবে, ধার্ম্মিকে?
দুরারোহ গর্ত্ত এই, না পারি উঠিতে
বিশেষ যত্নেও, দেবি! নিজ ক্ষমতার
বহির্ভূত কার্য্য ইহা।—কর উপকার।
সন্ন্যা।—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। আরণ্য লতায়
উত্তোলনরজ্জু আমি প্রস্তুত করিয়া
ভিতরে দিতেছি ফেলি' বাঁধি' বৃক্ষমূলে।
(লতারজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাহার এক দিক গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ ও অপর দিক উপরিস্থিত নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষমূলে বন্ধন)
(তদবলম্বনে কর্দ্দমসংযুক্ত বেশে বলসিংহের উপরে উত্থান)
বল।—(কৃতজ্ঞচিত্তে)—
ঈশ্বর-প্রেরিতা তুমি মম উপকারে
এ ভীষণ বনে আর এ ঘোর বিপদে।
তোমারি প্রসাদে আমি পাইলাম ত্রাণ।
তুমি না থাকিলে সঙ্গে মোরে সুনিশ্চয়
মরিতে হইত এই গর্ত্তের ভিতরে,
অনাহারে যন্ত্রণায় থাকিয়া একাকী।
কে বল আসিত মম পরিত্রাণ তরে?
আমার চীৎকারধ্বনি কাহার শ্রবণ
শুনিতে পাইত? ক্রূর দস্যুগণ আসি'
উপর হইতে হত্যা করিত আমারে
অনায়াসে যথা-ইচ্ছা। বীরত্ব আমার
এ সঙ্কটে পড়ি' কিছু করিতে নারিত।
তোমারি প্রসাদে আমি পুনর্জ্জন্ম লাভ
করিনু এ যমমুখে! এর কৃতজ্ঞতা
কিরূপে দেখা'ব আমি? যাহা চাহ তুমি,
তাহাই তোমারে দিব, না হবে লঙ্ঘন।
সন্ন্যা।—(সানন্দে)—
পর-উপকার করা উদ্দেশ্য আমার,
তাহাই করিনু আমি—এই মোর লাভ।
বল।—তা' জানি, তথাপি আমি উপকারিণীরে
দেখাইব কৃতজ্ঞতা, চাহ কিছু তুমি।
কদাচ অন্যথা আমি করিব না তা'র।
সন্ন্যা।—নিতান্তই যদি ইচ্ছা করিয়াছ মনে
প্রদান করিতে মোরে উপকার-ফল,
লইব পশ্চাতে আমি প্রয়োজন হ'লে।
এবে আমি ইচ্ছা করি, তোমার সহিত
যাইতে চিতোরে, বীর! যদ্যপি আবার
কখন বিপদে পড় সাধ্যমতে আমি
তব উপকার করি' কৃতার্থ হইব।
মনুষ্যের পদে পদে বিপদ ঘটন
হ'য়ে থাকে, এই হেতু চিতোর অবধি
তোমারে আসিব রাখি'।
বল।—সানন্দে)— এস তবে, দেবি!
যাহা ভালবাস তুমি, কর গো তাহাই।
তোমার ইচ্ছার আমি না করি ব্যাঘাত।
সন্ন্যা।—চল তবে, শূরবর!
(স্বগত)— পূরিল বাসনা।
বীরের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়।

[উভয়ের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্তী অরণ্যমধ্যে ভগ্ন ইষ্টকালয়।

সুবুদ্ধিভট্ট ও জগন্নাথের প্রবেশ।

জগ।—মন্ত্রী মহাশয়! আপনি এখানে আছেন, তা' আমি জান্‌তে পারিনি। কত দিন কত জায়গায় আপনার খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু কোথাও আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি। এক এক বার মনে হ'ত, বুঝি সেই দিনকার দুর্ঘটনায় আপনার কোন ভালমন্দ ঘটেছে। কিন্তু মহাদেব ভীমভৈরবের অনুগ্রহে আপনার দর্শনলাভ ক'রে বড় সুখী হ'লেম, মহাশয়!

সুবুদ্ধি।—(সদুঃখে)—

এ পোড়া অদৃষ্টে যদি মৃত্যু-সংঘটন
হইত সে দিন, বিপ্র! তা' হ'লে আমারে
এত দুঃখ—এত জ্বালা হ'ত না ভুগিতে
চিতোর-ঈশ্বর আর ঈশ্বরী-নিধনে!
(চিন্তিয়া)—
রাজকন্যা বনলতা এক্ষণে কোথায়?
জান যদি, বল মোরে জীবিতা কি মৃতা?

জগ।—(সদুঃখে) তিনি জীবিতা কি মৃতা তা' জানি না; কিন্তু, সেই দুর্দ্দিনে সেই দুর্ঘটনার সময় তিনি ভীমভৈরবের মন্দিরে ছিলেন, আমি তাঁর পূজার আয়োজন করে দিতেছিলেম। এমন সময়ে দুরাত্মা সূর্য্যসিংহ সৈন্যদল সহ তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেল। আমি কোনপ্রকারে রক্ষা পেয়েছি।

সুবুদ্ধি।—(অত্যন্ত দুঃখে)—

হায়, হায়! পাপাত্মার এই ছিল মনে!
(সক্রোধে)—
থাক্ পাপী! আর তোর বড় দেরী নাই।
ভুঞ্জিতে পাপের ফল! সাক্ষী পরমেশ।
বলসিংহ সেনাপতি, চিতোর-জীবন,
ফিরি' আসিলেন বলি; তোরো, রে পামর!
মৃত্যুও ব'সেছে শিরে।—নিশ্চয় নিপাত।

পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

(দেখিয়া)—
কে আপনি, বিপ্রবর? কোন অভিপ্রায়ে
এলে এ নিভৃত স্থলে? সূর্য্যসিংহ পাপী
তোমারে কি পাঠাইল গুপ্ত অন্বেষণে?
ব্রহ্মচারী! সত্য কহ, তাহারি কি চর?

পূর্ণা।—মন্ত্রিবর! সন্দেহের নাহি প্রয়োজন।
সূর্য্যসিংহ-চর নহি। রত্নসিংহ আমি।
(ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতে করিতে)—
বলসিংহ বন্ধু মম, সূর্য্যসিংহ অরি,
অরি-মিত্র ভুজসিংহে দিনু মৃত্যু-মুখে
এই ছদ্মবেশে আমি কালীর মন্দিরে
কালীকরধৃত খড়্গে অম্বরের বনে।
লম্পটের পরিণাম,—মুণ্ডনিপাতন।

(রত্নসিংহের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া সুবুদ্ধিভট্ট ও জগন্নাথের বিস্ময় প্রকাশ)

সুবুদ্ধি।—(সানন্দে)—

রত্নসিংহ! বলসিংহ সৌভাগ্যের বলে
লভিল তোমারে মহাবন্ধুরূপে।
তব সম বন্ধু যদি থাকিত সবার,
তা' হ'লে পৃথিবী আজ হ'ত স্বর্গপুরী।
সমুদ্রে মুকুতা যথা, তুমি এ চিতোরে
সেরূপ অমূল্য রত্ন! ধন্য ধন্য তুমি!
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
শুনিলাম সূর্য্যসিংহ দুষ্ট দুরাচার
বনলতা সরলারে ল'য়ে গেছে ধরি'।
জীবিত রেখেছে তা'রে অথবা বধেছে,
বলিতে কি পার তুমি, অম্বরপ্রবাসী?

রত্ন।—(অত্যন্ত দুঃখে)—

কি বলিব, মন্ত্রিবর! সে দুঃখ-কাহিনী
এ তব তৃষিত কর্ণে শুনিলে নিশ্চয়
মম সম দুঃখভাগী হইবে এখনি।

সুবুদ্ধি।—(সদুঃখে)—

দুঃখের অবধি মম কি বা আছে আর
সে ভীষণ দিন হ'তে! বল তুমি মোরে,
রাজবালা বনলতা এক্ষণে কোথায়?

রত্ন।—(সদুঃখে)—

দুরাত্মার অন্তঃপুরে লৌহকারাগারে!

সুবুদ্ধি।—(সদুঃখে)—

হা বিধাতঃ! এতই কি ছিল তব মনে!

(সহসা নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল)

(শুনিয়া সচকিতে)—
পুন কি আসিল পাপী সমর-সজ্জায়
ধ্বংসিবারে চিতোরের অস্তিত্ব অবধি!
যা'র অত্যাচারে এবে চিতোর শ্মশান,
আসিল সে পাপমতি কি মতি করিয়া?
অনুসন্ধানিয়া চল দেখিতে হইল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর—মৃত সঙ্গসিংহের প্রাসাদ-সম্মুখ।

বলসিংহ, ধ্যানসিংহ ও সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

বল।—(সদুঃখে ধ্যানসিংহের প্রতি)—
বীরবর! আজি মোরে দেখিতে হইল
জীবন্ত চিতোরপুরী মৃতের সমান!
রাজা নাই!—রাণী নাই!—শূন্য এ চিতোর!
দুরাচার সূর্য্যসিংহ কাপুরুষ পাপী
তস্করের বেশে আসি' ধর্ম্মভয় ভুলি'
বধিয়াছে ভূপতিরে পাপী বন্ধু সনে!
আঁধার করিয়া পুরী, ডুবা'য়ে আমায়
অগাধ অসীম ভীম শোকের সাগরে!

ধ্যান।—(সবিষাদে)—
হায়, যদি সেই দিন ভূপতির বাণী
শুনিতে,—

বল।—(বাধা দিয়া সদুঃখে)—
সে কথা, ভাই! কি কাজ তুলিয়া।
যা' হ'বার হইয়াছে!—নিয়তি-ছলনা!
(সক্রোধে)—
কিন্তু তুমি মনে জে'ন বলসিংহ আজো
জীবিত।

সন্ন্যা।—(বাধা দিয়া সবিনয়ে)—
উদ্দেশ্য কি বা আজি তব মনে?

বল।—(সক্রোধে)—
সূর্য্যসিংহ রাক্ষসের পাপ-প্রতিফল।

সুবুদ্ধিভট্ট রত্নসিংহ ও জগন্নাথের প্রবেশ।

(সুবুদ্ধিভট্ট ও রত্নসিংহকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে)—
মন্ত্রিবর! প্রিয় রত্ন! তোমরা থাকিতে
ঘটিল এ দুর্ঘটনা চিতোর নগরে?

সুবুদ্ধি।—(সদুঃখে)—
দূত-করে পত্র দিয়া সকলি ত, বীর!
জানা'য়েছি। আর কেন সে দুঃখ-কাহিনী
স্মরিয়া দুঃখিত হও, করিয়া দুঃখিত!
চোর সূর্য্যসিংহ যাহে কর্ম্মের মতন
উপযুক্ত ফল পায়, অবিলম্বে তা'র
করহ বিধান।

বল।— শ্বশ্রূ শ্বশুর আমার
সে পাপীর অত্যাচারে মরিলা অকালে,
তব পত্রে জানিয়াছি; কিন্তু মন্ত্রিবর!
রাজকন্যা বনলতা?

রত্ন।—(সদুঃখে)— লৌহকারাগারে!

বল।—(ভগ্নহৃদয় হইয়া বিষাদে)—
স্বর্ণলতা বনলতা লৌহকারাগারে!
কা'র লৌহকারাগারে? কোন্ অর্ব্বাচীন
মৃত্যু ভুলি' এ দুষ্কর্ম্ম কৈল সম্পাদন?

রত্ন।—(সদুঃখে)—
তব চিরশত্রু সেই সূর্য্যসিংহ চোর।

বল।—(অত্যন্ত ক্রোধে)—
যা'র কুকৌশলে শ্বশ্রূ শ্বশুর আমার
নিহত, যাহার পাপপরিপূর্ণ করে
আকৃষ্ট হইয়া মম অর্দ্ধ-অঙ্গ এবে
লৌহকারাগারে কষ্ট করিছে সম্ভোগ,
নিশ্চয় জানিও, সখে! এ মোর প্রতিজ্ঞা—
আজি তার পরমায়ু ছাড়িবে তাহারে।
জলে পদ ধুই নাই, ধুইব এ পদ
সে পাপীর পাপ-রক্তে; ছিন্ন কণ্ঠ রাখি'।
অগ্রে তা'রে বিনাশিব, পরে প্রবেশিব
শ্মশান সদৃশ এই নির্জ্জন প্রাসাদে।

সন্ন্যা।—(সবিনয়ে বলসিংহের প্রতি)—
বীরবর! জানি আমি বীরেন্দ্রনিকর
নিয়ত ব্যাপৃত রণে। সিন্ধুদেশ হ'তে
আসিতে না আসিতেই আবার সমর।
এক্ষণে বিদায় আমি মাগি' তব পাশে
যাইতে কুটীরে মম সে অরণ্যমাঝে।

বল।—জীবনদায়িনি! যদি নিতান্তই যা'বে,
এস তবে, পুন যেন পাই দরশন।
কিন্তু বাক্যদত্ত আমি তোমার গোচরে
আছি সে বিপদ দিনে, পরিপূর্ণ আজি
করিব। যদিও আমি হ'য়েছি ব্যাকুল,
তথাপি না লঙ্ঘি কভু করি' অঙ্গীকার।
কি তোমার প্রিয় বস্তু কর গো প্রার্থনা।

সন্ন্যা।—(সবিনয়ে)—
প্রিয়বস্তু যা' আমার আয়ত্ত তোমার।

বল।—অনায়াসে দিব আমি, চাহ তা এখনি!
অগ্রে তা' তোমারে দিয়া, পরে বিনাশিব
সূর্য্যসিংহ রাক্ষসেরে—চিরশত্রু মম।

সন্ন্যা।—(বলসিংহের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সরোদনে)—
সূর্য্যসিংহ স্বামী মোর, তাঁহারি জীবন
প্রিয়তম বস্তু, বীর! তাহাই প্রার্থনা।
জানি আমি বীরবাক্য লঙ্ঘন না হয়,
একবার উচ্চারিত হ'লে পূত মুখে।
(ছদ্মবেশ উন্মোচন করিতে করিতে)—
সন্ন্যাসিনী নহি আমি—আমি জয়াবতী।
(তদ্দর্শনে সকলের বিস্ময় প্রকাশ)

বল।—(অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া স্বগত)—
এ কি স্বপ্ন! না না, এ যে সত্য জয়াবতী।
ছদ্মবেশ হেতু আমি চিনিতে পারিনি,
কৌটায় উজ্জ্বল মণি আছিল গোপনে!
(চিন্তিয়া প্রকাশে, জয়াবতীর প্রতি)—
জয়াবতি! পতিপ্রাণ ব্যতীত যা' কিছু
চাহিবে, অচিরে আমি দিব তা' তোমারে।
সে পাপীর পাপ প্রাণে কেন মায়া তব
সীমন্তিনি? বল দেখি, যার পাপ করে
শ্বশুর নিহত মম, চিতোর-দুর্দ্দশা,
রাজপুত্রী বনলতা লৌহ কারাগারে,
কে পারে তাহারে ক্ষণতরেও ক্ষমিতে?
বলসিংহ ক্ষত্রবীর্য্যে ক্ষত্রিয় শোণিতে
জন্মিয়া কি পারে কভু এ কার্য্য দেখিতে?
জয়াবতি! ক্ষম মোরে, কোন মতে আমি
নারিব লঙ্ঘিতে মম আজের প্রতিজ্ঞা।
জয়া।—(সদুঃখে, সরোদনে)—
বীরবর! বল দেখি, এ প্রতিজ্ঞা আগে
কিম্বা সে প্রতিজ্ঞা আগে? যে প্রতিজ্ঞা তব
শুনিলেন ধর্ম্ম থাকি' সে ঘোর কাননে
তোমার বিপদ-ত্রাণ-সময়ে, বীরেশ!
বলসিংহ ক্ষত্রবীর্য্যে—ক্ষত্রিয়-শোণিতে
জন্মিয়া যে লঙ্ঘিলেন পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা,
যে ধর্ম্ম শুনিলা, তিনি দেখুন আসিয়া।
থাক সুখে, বীরবর! পর্ব্বতে কন্দরে,
কাননে, সমুদ্রতটে, নগরে, আপণে
এ বিধবা জয়াবতী ক'বে উচ্চ রবে,—
'অচল-প্রতিজ্ঞ বলসিংহ ধর্ম্মশীল।'
(সরোদনে কিয়দ্দূর গমন করিয়া হস্তাভরণ
উন্মোচন করিতে করিতে)—
এ বিধবা অভাগিনী, নিজভাগ্য-দোষে,
তোমারে স্মরিয়া, বীর! চিরকাল তরে
চলিল নয়ন-অশ্রু সম্বল করিয়া।
বল।—(ইতস্ততঃ করিয়া, বাধা দিয়া)—
জয়াবতি! বাক্যবদ্ধ বলসিংহ আজি
বাধ্য হ'ল পণভঙ্গ করিতে অনা'সে।
একে হিতৈষিণী তুমি, তাহে পতিব্রতা,
দুরাত্মা পতিরে তুমি দেবের সমান
জ্ঞান কর, জানিনু তা';—লঙ্ঘিনু প্রতিজ্ঞা।
বধিব না সূর্য্যসিংহে—তোমার শপথ।
কিন্তু, সতি! সে দুরাত্মা নারকী পাপীরে
উপযুক্ত শাস্তি দিব, নতুবা, আমার
না হ'বে ক্রোধের শান্তি কোনই প্রকারে।

জয়া।—(সবিনয়ে)—
লহ তাঁ'র রাজ্য ধন, লহ রাজবেশ,
ছিন্নবাস পরাইয়া অম্বর হইতে
বহিষ্কৃত করি' দাও করিয়া ভিখারী;
কিছু দুঃখ নাহি তা'য়। আমি সন্ন্যাসিনী,
তিনিও সন্ন্যাসী এবে তোমার কৃপায়।
পতিসেবা করি' আমি যে পুণ্য লভেছি,
পতিপ্রাণদাতৃকরে কৈনু সমর্পণ
সমাদরে, ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা সহ।
বল।—(রত্নসিংহের প্রতি)—
পর, ভাই! বীরসজ্জা। অম্বর-উচ্ছেদ
করিব নিশ্চয় আমি।
ধ্যান।—(জগন্নাথের প্রতি)—ভীমভৈরবেরে
পূজ তুমি, যত দিন না আসি ফিরিয়া।
জগ—(স্বগত)—বাঁচ্‌লেম, বাবা! মনে করেছিলাম, আমাকেও বুঝি ঢাল তলোয়ার ধর্‌বার আর আমার ব্রাহ্মণীকে বিধবা কর্‌বার হুকুম জাহির হয়। তা' ভগবান রক্ষা কর্‌লেন,—
(প্রকাশে)—আমি তবে বেলপাতা তুলিগে।
ধ্যান।—যাও, দশশত পত্রে প্রত্যহ পূজিবে।
জগ।—যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।
[জগন্নাথের প্রস্থান।
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অম্বর—সূর্য্যসিংহের অন্তঃপুরস্থ লৌহকারাগার।
বিষন্নবদনে বনলতা আসীনা।

বন।—(সবিষাদে)—
হাঃ বিধাত! একমাত্র এ শত্রুভবনে
জয়াবতী দয়াবতী ছিলা মোর প্রতি।
কত দিন গত হ'ল, ঐ পোড়া নয়নে
আর না দেখিনু তাঁ'রে। মৃতা কি জীবিতা!
গুপ্তভাবে নিরুদ্দেশ! হায়, এ শ্রবণে
শুভ সমাচার তাঁ'র না পশিল আর!
দুরাচার সূর্য্যসিংহ এতই নির্দ্দয়,
পত্নীর বিচ্ছেদ-শোক না ভাবে তিলেক।
বরঞ্চ সুযোগ পেয়ে, সর্ব্বদা আমারে
পূর্ব্বাপেক্ষা ত্যক্ত করে পামর পিশাচ।
হা বিধি! হা দয়াময়! এ ঘোর নরকে
নারকীর করে আরো কত দুঃখ পা'ব!
(অশ্রুত্যাগ)

শঙ্করাভরণ—তেওট।

কেন, বিধি! বিমুখ হ'লে এমন!
অরি-পুরে নিশিদিন কত করিব রোদন!
কামুক-পীড়নে, বিষাদিত মনে,
অশ্রু বরিষণে, হতাশ জীবনে,
কাঁদে অভাগিনী, কর দরশন।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(সভয়ে উত্থিত হইয়া)—

ওই বুঝি নিশাচর আসি'ছে আবার!
হা নাথ! হৃদয়েশ্বর! কোথা তুমি এবে?
দেখ আসি' পত্নী তব দুরাত্মার পাশে
কি যন্ত্রণা ভুঞ্জে, হায়, প্রত্যেক নিমেষে!

দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

(একপার্শ্বে বনলতার অবস্থিতি)

সূর্য্য।—(সহাস্যে)—

সুন্দরি! কুসুমমুখে এত তীক্ষ্ণ বিষ
আরো কত দিন র'বে? ননীর পুতলী
কেন হে কঠিন এত? কোমল হৃদয়ে
কেন শিল-আবরণ? কেন, শশিমুখি!
বিমুখ এ দাসে তব? কেন ক্ষণতরে
বলসিংহ সম মোরে না দেখ নয়নে?

বন।—(সদুঃখে ও সক্রোধে)—

লম্পট! জানি না আমি কোন্ বিধাতার
করে সৃষ্ট হ'ল তোর জিহ্বা পাপময়ী!
জানিনু, নরক নাই ধর্ম্মরাজপুরে,
নরক জিহ্বায় তোর, রে অধর্ম্মাচারী!

সূর্য্য।—(বাধা দিয়া সহাস্যে)—

এ বাক্য অলীক তব, অপ্সর-সুন্দরি!
বনলতারূপ স্বর্গ যেখানে বিরাজে,
সেখানে নরক কভু পারে কি থাকিতে?
কেন ক্রোধ, নিষ্কলঙ্ক ইন্দুনিভাননে!
জুড়াও মরমজ্বালা, উজ্জ্বলতাময়ি!

বন।—(সক্রোধে)—

আর বড় বেশী দিন মরমের জ্বালা
সহিতে হ'বে না তোরে, চিরকাল তরে
জুড়াইবে—

সূর্য্য।—(বাধা দিয়া)—

অনুগত জনে হেন বাণী
বলিতে কি আছে, অয়ি ত্রিলোকসুন্দরি!

(সহসা নেপথ্যে যুদ্ধকোলাহল ও কামানশব্দ)

(চমকিত ও বিস্মিত হইয়া)—

অ্যাঁ, এ কি দেখি, দেখি এ কি অকস্মাৎ!

(কটিদেশ হইতে চন্দ্রহাস নিষ্কাশন)

বনলতা! থাক তুমি কোন ভয় নাই।

[দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান।

[পট পরিবর্ত্তন]

ছাদের উপরিভাগ।

বেগে সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্য।—(দূরে দেখিয়া শশব্যস্তে ও সবিস্ময়ে)—

একি!—এ যে শত্রুপক্ষ!—নগরাক্রমণ,
কোন্ শত্রু?—সর্ব্বনাশ!—এ কি দুর্ঘটনা।
নিদ্রিত অম্বর-বক্ষে শত্রু-পদাঘাত!

বেগে একজন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ।—(শশব্যস্তে) মহারাজ! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! আর রক্ষা নেই! এবার রণভৈরব বলসিংহের অস্ত্রে অম্বরের শেষ দশা! শত্রুপক্ষ আপনাকে আক্রমণ ক'র্‌বার জন্য বেগে এই দিকে ধাবিত হ'চ্চে। আপনার সৈনাদল অকস্মাৎ এই বিপদে পড়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়েছে। আর নিস্তার নেই। আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না। গোপনে আত্মরক্ষার উপায় করুন। আমি যুদ্ধে প্রাণ দি'গে। আপনার অমূল্য প্রাণ নষ্ট ক'র্‌বেন না। এ যুদ্ধে আপনি রক্ষা পা'বেন না।

[বেগে সৈনিকের প্রস্থান।

সূর্য্য।—(ক্রোধে অথচ শশব্যস্তে)—

যে বনলতার তরে আজি এ ঘটনা,
যে বনলতার তরে বলসিংহ মোরে
বধিতে আসি'ছে আজি এ ঘোর নিশীথে,
সে বনলতারে আমি লইয়া গোপনে
ত্যজিব এ রাজপুরী। যখন যেমন,
তখন তেমন করা সর্ব্বথা উচিত।
এ জনমে বলসিংহ বনলতা সনে
কভু না একত্র হ'বে—নিশ্চয় নিশ্চয়।

[উন্মুক্ত চন্দ্রহাসহস্তে বেগে প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

লৌহকারাগার।

দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া নির্ম্মুক্ত চন্দ্রহাস হস্তে সূর্য্যসিংহের পুনঃপ্রবেশ।

সূর্য্য।—(প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া শশব্যস্তে)

বনলতা! মম সনে মালবপতির

চিরবিসম্বাদ আছে। এই সে কারণে
সহসা সে উপনীত দলবল ল'য়ে
অম্বরে এ নিশাকালে। অসজ্জিত দশা,
এ বেশে সহসা আমি না পারি পশিতে
সমরে। অম্বর কিন্তু ব্যতিব্যস্ত অতি।
না দেখি উপায়; এস উভয়ে এক্ষণে
গোপনে প্রস্থান করি, এস ত্বরা করি'।
শত্রু-করে পাছে তব ঘটে অমঙ্গল,
এই সে কারণে বলি, অবিলম্বে চল।

বন।—(সক্রোধে)—
শত্রু-করে পড়ি' আমি শত্রু-কারাগারে
করিতেছি কালক্ষেপ, কিসের আমার
শত্রু-ভয়? ভাল হ'ল,—মরিব এখনি।
বিধাতার কৃপা ইহা, রে নীচ দুর্ম্মতি!
তো হেন শত্রুর করে বাড়ি'ছে যন্ত্রণা,
সে শত্রুর করে তা'র হ'বে অবসান।
তোর শত্রু মিত্র মোর।

সূর্য্য।— এখন্ এ কথা
সাজে না, যা' হয় ব'ল পরিত্রাণ পেয়ে,
অমূল্য জীবনে তব পাছে বিঘ্ন ঘটে,
এ হেতু তোমারে আমি রাখিব গোপনে।

বন।—প্রাণে যা'র ভয়োচ্ছ্বাস, লুকা'ক্ গোপনে
সেই ভীরু।

সূর্য্য।—(ভূতলে করধৃত নির্ম্মুক্ত চন্দ্রহাস নিক্ষেপ করিয়া বনলতার পদধারণ পূর্ব্বক)—
নারী তুমি, বুঝ না ত, তাই এ বিপদে
এরূপ বচনাবলী করি'ছ প্রয়োগ।
পায়ে ধরি, সুলোচনে! অমূল্য জীবন,
বিনষ্ট ক'র না।—এস, আমার শপথ।

বন।—(সঙ্কুচিত ভাবে)—
ছুঁ'স্ নে পাতকী! ছাড়্—

সূর্য্য।— কভু ছাড়িব না
এ প্রাণ থাকিতে, প্রিয়ে!

বন।—(সক্রোধে)— কভু ছাড়িবি না?
(ভূক্ষিপ্ত চন্দ্রহাস গ্রহণ করিয়া সবলে সূর্য্যসিংহর পৃষ্ঠদেশে আঘাত)

সূর্য্য।—(ভূলম্বিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণাসহকারে)—
বনলতা!—উঃ—মনে এই ছিল!—উঃ!

বন।—(সক্রোধে)—
পরস্ত্রীহারক দুষ্ট পাপীর কপালে
বিধির লিখন-ফল ফলে এইরূপে।
বলসিংহ পত্নী-করে সূর্য্যসিংহ পাপী
লভিল এ পরিণাম;—ইচ্ছা বিধাতার।
অন্তিম সময়ে, পাপী! যন্ত্রণার সহ
নিজ কর্ম্ম ভাবি' দেখ। অলস জিহ্বায়
মহাশিক্ষা বাক্যে বল্ বারেকের তরে,—
সতীহারী লম্পটের এই পরিণাম।
(নেপথ্যে ঘোরতর কোলাহল)
(শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে)—
সর্ব্বনাশ! শত্রুগণ প্রাসাদ ভিতরে
উপস্থিত! পুনঃ বুঝি বিপদ-সাগরে
পড়িতে হইল মোরে! না, তা' হইবে না
যদিই পড়িতে হয়, শব-দেহ মোর
পড়িবে তা'দের করে, জীবিত শরীর
কভু পড়িবে না আর পর-নর-করে
যত ক্ষণ এই অস্ত্র দৃঢ়মুষ্টি মাঝে,
তত ক্ষণ কা'রে ভয়?
(নেপথ্যে পুনর্ব্বার অধিকতর কোলাহল ও 'কই সূর্য্যসিংহ পাপী? ধর ধর' প্রভৃতি শব্দ)
আর না, জীব
আমারে বিদায় দিয়া, লহ রে বিদায়।
(সরোদনে)—
প্রাণনাথ! এ অভাগী এ জনমে আর
না পাইল দেখিবারে চরণ তোমার।
(প্রহারোদ্যোগ)

বল।—(নেপথ্য হইতে)—
কই বনলতা মম!—কোথা প্রিয়তমা?—
এই লৌহকারাগারে? এ ঘোর নরকে?

বন।—(শুনিয়া সবিস্ময়ে)—
অ্যাঁ, এ কি! কা'র কণ্ঠ?—মম প্রাণেশ্বর?
না—
(পুনর্ব্বার শুনিয়া)—
তাই ত বটে—

দ্রুতবেগে বলসিংহ, ধ্যানসিংহ, রত্নসিংহ, সুবুদ্ধিভট্ট ও অন্যান্য সৈনিকগণের প্রবেশ।

বল।—(বনলতাকে দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে)—
প্রিয়ে! প্রিয়ে! প্রিয়তমে! জীবনরূপিণি!
(বনলতাকে বাহুমূলে আবেষ্টন)

বন।—(ভূতলে চন্দ্রহাস নিক্ষেপ করিয়া বাষ্প-গদগদকণ্ঠে)—
নাথ! নাথ! প্রাণনাথ!

বল।— সূর্য্যসিংহ কই?

বন।—(দেখাইয়া)—
এই সেই মহাপাপী—চিরশত্রু তব।

বল।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে)—
কে কৈল এ দশা এর?

বন।— কিঙ্করী তোমার।

সূর্য্য।—(যন্ত্রণা সহকারে ক্ষীণস্বরে বলসিংহের প্রতি)—
বলসিংহ! বীরবর! মহাপাপী আমি,
লম্পটের—কুবন্ধুর এই পরিণাম!
উঃ—উঃ—যন্ত্রণা! নরক! বনলতা
সতী—মা।

বেগে জয়াবতীর প্রবেশ।

জয়া।—(আহত ও মুমূর্ষু সূর্য্যসিংহকে দেখিয়া গভীর শোকসহকারে সরোদনে)—
নাথ! নাথ! এ কি! এ কি! অয়ি বনলতা!
কি করিলে!—(পতন ও মূর্চ্ছা)
(বনলতা কর্ত্তৃক মূর্চ্ছাভঙ্গ)
(সূর্য্যসিংহকে আবেষ্টন করিয়া সরোদনে)—
প্রাণেশ্বর! বীরবর বলসিংহ-পাশে
প্রাণ ভিক্ষা মাগি' তব, তবুও তোমায়
বাঁচা'তে নারিনু! হায়, আমার কপালে
অকালে বৈধব্য-দুঃখ অকাট্য লিখন।
'সাধিলেই সিদ্ধি হয়' এ কথা যে বলে,
মূঢ় সে, বুঝিনু আজ নিয়তি-কৌশল
সাধনারে পদে দলি' ক্ষমতা প্রকাশে।
লৌহকারাগারে তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
(মুহুর্মুহুঃ অশ্রুবর্ষণ)

সূর্য্য।—(ক্ষীণস্বরে)—
জয়াবতি!—প্রিয়তমে!—কোথা ছিলে,
সতি!—
যাই,—উঃ,—বড় কষ্ট!—ক্ষম মোরে, প্রিয়ে!
মহা অপরাধী আমি! জন্মের মতন
বিদায়!—বি—দা—য়— (মৃত্যু)

জয়া।—(অত্যন্ত শোকে উন্মত্তার ন্যায়)—
'বিদায়! বিদায়!' উঃ, অশনি-নিনাদ
এ হ'তে কোমল অতি। কোথা যাও, নাথ!
ক্ষণেক অপেক্ষা কর অলক্ষ্যে; আমিও
যেতেছি এখনি!
(ভূতল হইতে চন্দ্রহাস লইয়া বিস্ফারিত নেত্রে উচ্চহাস্য)—
(বলসিংহ কর্ত্তৃক বাধা প্রদানোদ্যোগ)
(উচ্চহাস্যে)— সর সর, ছাড় পথ।
তোমরাও দু'জনে কি আমাদের সনে
যা'বে?—(ভীত হইয়া)—
না না, গেলে পুনঃ এই বনলতা
মম পতিকণ্ঠে অস্ত্র করিবে নিক্ষেপ।
(অস্ত্র উত্তোলন ও তদ্দর্শনে সকলের ভয়, দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ)

বল।—(শশব্যস্তে)—
জয়াবতি! জয়াবতি! শুন, ক্ষান্ত হও।

বন।—(উৎকণ্ঠিত চিত্তে)—
সখি! সখি! থাম থাম, অস্ত্র ফেলে দাও।
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
করযোড়ে ভিক্ষা মাগি, রাখ নিজ প্রাণ।

জয়া।—(সক্রোধে উন্মত্তচিত্তে)—
দিব না যাইতে কভু;—একাকিনী যা'ব
পতিসনে। থাম, নাথ! এই যাই—যাই!
(বক্ষে অস্ত্রাঘাত, পতন ও মৃত্যু)

বল।—(হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিয়া)—
উঃ, কি ভীষণ এই লৌহকারাগার!

[সূর্য্যসিংহ ও জয়াবতীর মৃতদেহ লইয়া সকলের শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

পতিব্রতা।

নাট্যগীতি।

"যমদূতাঃ পলায়ন্তে সতীমালোক্য দূরতঃ।

*　　*　　*　　*

ন তথা বিভীযো বহ্নে র্ন তথা বিদ্যুতো যথা।

আপতন্তীং সমালোক্য বয়ং দূতাঃ পতিব্রতাঃ॥"

কাশীখণ্ড।

মানবচিত্ত স্বভাবতঃই আমোদপ্রিয়। হর্ষ বৃদ্ধির জন্য যে সকল পদার্থ পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে সঙ্গীত একটি পরম রমণীয়। সঙ্গীতের দ্বারা কি আধ্যাত্মিক এবং কি সামাজিক-উন্নতি-সাপেক্ষ আনন্দ, উভয়ই পরিলব্ধ হইয়া থাকে। এই উভয় কারণ-নিবন্ধন আমাদিগের প্রগাঢ়-বুদ্ধি, বহুদর্শী পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশিষ্টরূপ পরিশ্রম সহকারে সঙ্গীতশাস্ত্রের ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়া-সিদ্ধ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মিসর, প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম প্রভৃতি সভ্যতা-সোপানে আরূঢ় হইবার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ তাহা অধিকার করিয়াছিল। এ কথা পুরাবিৎ মনীষিগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, সভ্যতা-শিক্ষা ও সমাজ-উন্নতির জন্য আদৌ ভারতবর্ষকে কাহার মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। বরং প্রাচীন মিসর, গ্রীস প্রভৃতি দেশ সমূহ ভারতবর্ষের নিকট নানা বিষয়ে অনেকাংশে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। গ্রীসীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পিথাগোরাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের, এখানে আসিয়া দর্শনশাস্ত্রাদির জ্ঞানোপার্জ্জন করা তাহার অন্যতর দৃষ্টান্তস্থল। সংগ্রহ করিলে আরো অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু এই ভূমিকায় তাহার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন; কেবল এইটি বলিব যে, যে যে উপাদানে ভারতবর্ষে এতাদৃশ দূরব্যাপী গৌরব, তাহার মধ্যে 'সঙ্গীত' একটি উপাদান।

ভারতবর্ষ বিজাতীয়দের করতলগত হইবার পূর্ব্বে যখন নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক স্বাধীনতা-সুখ সম্ভোগ করিতেছিল, তখন সঙ্গীত নাটকাদি ভিন্নবিধ আকারে বিভক্ত হইয়া স্বাধীন ভারতীয়দের প্রশস্ত হৃদয় আনন্দাপ্লুত করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বসুখবিনাশিনী যবন-শক্তি যে দিন ভারতের পবিত্র মস্তকে আঘাত করিয়াছে, সেই দিন হইতেই অপরাপর উন্নতির নিষ্পীড়ন সহিত সঙ্গীতও রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় মালিন্যাবৃত হইয়া আসিতেছে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু কথঞ্চিৎ সুখের বিষয় এই যে, অধুনা লোপপ্রাপ্ত সঙ্গীতের কতক কতক পুনরুদ্ধার হইতেছে। যদিও স্বাধীনতার সময়ে সঙ্গীতসম্ভোগে যত দূর হর্ষোপলব্ধি হইতে পারে, বর্ত্তমানে তাহার সহিত আধুনিক সঙ্গীতচর্চ্চার সামঞ্জস্য হইবার কিছুই উপায় নাই, তথাচ খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ-প্রবাহিত মন্দগামী সঙ্গীত-স্রোত আবিল হইলেও কতকটা শীতল বটে; কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, এক্ষণকার নাটকীয় অভিনেতৃগণের কোন কোন অংশে অস্থিরতা, অপ্রগাঢ়চিত্ততা এবং অনেকতাবশতঃ এতদ্দেশীয় রঙ্গভূমি ও নাটকাভিনয়ে মধ্যে মধ্যে অশ্রদ্ধা জন্মে। সেই অস্থিরতা ইত্যাদি দোষগুলি কিসে ঘটিয়া উঠিতেছে, এখানে তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই, রাঙ্গভূমিকেরা স্বয়ং অনুধাবন করিয়া লইলেই ভাল হয়। যে ইউরোপের দোহাই দিয়া অধুনাতন নব্যেরা গৌরব করেন, সেই সুসভ্য ইউরোপও নাটক সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ রুচিবিশিষ্ট হইতে পারে নাই। আমাদের দেশের ন্যায় সেখানেও কতপ্রকার ঢলাঢলি

ঘটে। সুতরাং এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের ন্যায় তথাকার সজ্জনেরাও ঐকান্তিক চিত্তে স্বজাতীয় রঙ্গভূমির প্রতি ঘৃণাশূন্য নহেন। যাহা হউক, আমাদিগের জাতীয় নাট্যশালা কয়েকটিতে যদ্যপি বিশুদ্ধচিত্ত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা অভিনয়কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আবিলতার অনেকটা হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু তৎসঙ্গে বিশুদ্ধরুচিসঞ্জাত, সমাজ ও চরিত্র সংস্করণোপযোগী নাটকাদির নিতান্ত প্রয়োজন।

এই ভূমিকার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, মানবচিত্ত স্বভাবতঃই আমোদপ্রিয়। এক্ষণে আবার ইহাও বক্তব্য, উহা আমোদের ন্যায় নূতনতা অভিলাষী। এই জন্য এক প্রকার উপকরণে দীর্ঘকালস্থায়ী আনন্দানুভব করিতে কাহাকেই দেখা যায় না। বর্ত্তমানে অনেকেরই বিবেচনায় নাটকের ন্যায় নাট্যগীতি বা নাট্যরাসকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও অভিনয় আবশ্যকীয়। এই উদ্দেশে আজি কালি দুই একখানি ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণীতও হইয়াছে। সাধারণের ইহাতে যাদৃশ অনুরাগ, যদি পূর্ণাবয়বে ইহা অভিনীত হয়, তাহা হইলে, এতদ্দারা নাটকাভিনয় অপেক্ষা মনোরঞ্জন হইতে পারিবে। যেহেতু নাট্যগীতিতে সঙ্গীতের প্রাচুর্য্য আদ্যোপান্ত সমুদায় স্থলেই পরিপূরিত। ইতোমধ্যে "সতী কি কলঙ্কিনী"র অভিনয় দেখিয়া অনেকেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যদিও উহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নাট্যগীতি নহে—এক প্রকার গীতাভিনয় বলিলেও হয়, তথাপি উহাতে তূর্য্যাংশ অধিক পরিমাণে থাকাতে দর্শকবর্গের অত্যন্ত আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। ফলকথা এই, একেতো মনুষ্য আমোদপ্রিয়, তাহাতে আবার অধুনা নাট্যগীতি গীতিময় এবং নবীভূত, সুতরাং এতদ্দারা বহুল পরিমাণে আনন্দলাভ ব্যতীত কি হইতে পারে? আমি সেই অভিপ্রায়ে, স্বদেশীয়গণকে আনন্দিত করিবার নিমিত্তই "পতিব্রতা" নাট্যগীতি রচনা করিলাম। কিন্তু এতৎসম্পর্কে কৃতকার্য্যতার সহিত আমার কত দূর সম্বন্ধ, তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি। সহৃদয় সঙ্গীতকুতূহলী সদাশয়গণ এবং পাঠকবর্গের উপর তাহার বিচারভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। কারণ "দশের মুখে জয়, দশের মুখেই ক্ষয়"। হয়তো "পতিব্রতা" সমাদরভাগিনী হইতে পারিবে, নয়তো কীটজর্জ্জরিত হইয়া সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না!

এইবার নাট্যগীতি সম্বন্ধে শেষ কথাটি বলিয়া ভূমিকার উপসংহার করিব। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে নাটকাদির ন্যায় নাট্যগীতি ছিল না। ইউরোপীয়দের নিকট হইতে অধুনাতন এতদ্দেশীয়েরা ইহা অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু, এ কথা কত দূর সঙ্গত, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের কতকদূর প্রকৃত বিশ্বাস আছে যে, যে কালে পূর্ব্বতন ভারতীয় সঙ্গীতবেত্তারা সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তখন নাট্যগীতিও তাঁহাদিগের মানস-প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রাদিতে সঙ্গীতসম্বন্ধীয় যত প্রকার লক্ষণ নয়নগোচর হয়, তাহাতে তৎকালে নাট্যগীতির অসত্ত্বা সম্ভবে না। নাট্যরাসক বা নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আদ্যন্ত-স্বরনিবদ্ধ সঙ্গীতময়-অভিনেয় গ্রন্থ। সঙ্গীত দামোদর প্রভৃতি সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে যে কালে নাট্যরাসকাদি শব্দের উল্লেখ ও তাহার লক্ষণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, এবং উহা যেরূপ অর্থব্যঞ্জক, তাহাতে এক্ষণকার ইউরোপীয় "অপেরার" সহিত তাহার সামঞ্জস্যের ব্যত্যয় সম্ভবে না। কিন্তু দেশভেদে, কালভেদে এবং রুচিভেদে একরূপ পদার্থ কতক কতক পরিবর্ত্তনশীল আকারে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং তদানীন্তন ভারতীয় নাট্যগীতি এবং অধুনাতন ইউরোপীয় অপেরা অংশবিশেষে অঙ্গগত ও রুচিগত বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা অযুক্ত নহে।

প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কোষকার জে, এফ, দানিলি সাহেব বলেন, কোন একটি নাটকজাতীয় গ্রন্থ আদ্যোপান্ত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে রঙ্গভূমিতে গীত দ্বারা অভিনীত হইলে, তাহাকে নাট্যগীতি বলে। তাঁহার মতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রিণক্সিনি এবং পেরি নামক দুই জন ইতালীয় কর্ত্তৃক ইউরোপে সর্ব্বপ্রথমে নাট্যগীতির সৃষ্টি হইয়া, ফ্লোরেন্স্ নগরস্থ কর্সিদিগের রাজপ্রাসাদে অভিনীত হয়। তদনন্তর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সনিবাসী কাক্সিনি কর্ত্তৃক ইউরিদাইস্ নামক অপর একখানি অপেরা রচিত হইয়া সার্ব্বজনিক দর্শনের জন্য অভিনীত হইয়াছিল।

ইহাতে এই জানা যাইতেছে যে, অধুনাতন ইউরোপীয় নাট্যগীতির প্রস্রবণ ইতালী।

কিন্তু উপরে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহাতে ইতালী নাট্যগীতি সম্বন্ধে ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে দাবী দিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সংস্কৃত সঙ্গীতদর্পণাদি শাস্ত্রগুলি অনেক পুরাতন, তাহাতে নাট্যরাসকাদি শব্দ যে কালে দৃষ্ট হইতেছে, তখন ভারতবর্ষে ইতালীর অনেক কাল পূর্ব্বে নাট্যগীতির সৃষ্টি হইয়াছিল। যবনাধিকারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রঙ্গভূমিতে যে রূপে নাট্যগীতির অভিনয়কার্য্য সম্পন্ন হইত, ভারতবর্ষ অধীনতাগ্রস্ত হইলে তাহার লোপ হইয়া যায়। কিন্তু, বোধ হয় উহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কোন কোন অংশে আকারগত বৈলক্ষণ্যপ্রাপ্ত ও গ্রাম্য রুচিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্নবিধ ভাবে মিশিয়া গিয়া থাকিবে। আমাদের দেশের কথকতা, কৃষ্ণযাত্রা এবং কীর্ত্তনাদি তাহার নিদর্শন বলিলে বলা যাইতে পারে। অনেকেই জানেন, এ গুলির কথোপকথন-ভাগ স্বরসংযোগে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে, প্রাচীন সুসভ্য ভারতের অপেরা কালমাহাত্ম্যে বিকৃত ও লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে যদ্যপি প্রকৃত সচ্চিত্ত ভারতসন্তানগণ হৃদয়ের সহিত যত্নপর হন, তাহা হইলে পূর্ব্ব-পুরুষগণের কৃত লুপ্ত নাট্যগীতি বিশেষরূপে পুনর্জ্জীবিত হইবে, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মদীয় পূজ্যপাদ ও ভক্তিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়, "পতিব্রতা"র গান ও কথোপকথনগুলিতে সুর ও তাল সংযোগ পূর্ব্বক স্বয়ং গান করিয়া পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন।—১লা অগ্রহায়ণ, ১২৮২।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অশ্বপতি	মদ্রদেশের অধীশ্বর।
দ্যুমৎসেন	মালবদেশের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর।
সত্যবান্	দ্যুমৎসেনের পুত্র।
নারদ	দেবর্ষি।

যম ও যমদূতগণ।

স্ত্রী।

মালবী	অশ্বপতির জ্যেষ্ঠা মহিষী।
শৈব্যা	দ্যুমৎসেনের মহিষী।
সাবিত্রী	অশ্বপতির কন্যা।
বাসন্তিকা, তরলিকা	ঋষিকন্যা ও সাবিত্রীর সখী।

বনদেবী ও বনদেবীর সহচরীগণ।

প্রস্তাবনা।

ইমন্‌কল্যাণ—আড়াঠেকা।

পবিত্র ভারতভূমি ধরণীর শিরোমণি,
ভূতলে স্বরগ সম, সতী রমণীর খনি।
ভারতে ভারতী আছে ;—
"ভারতভূমির কাছে
পরাজিত সব দেশ"
অলীক নহে সে বাণী।
সাবিত্রী, জানকী সতী,
দময়ন্তী গুণবতী,
রমণী গরিমা এই
নিখিল ধরায় ;—
সে হেতু বাসনা মনে,
তুষিবারে গুণিগণে,
পতিব্রতা সাবিত্রীর
গাইয়ে চারু কাহিনী।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

মদ্রদেশের রাজধানী—রাজান্তঃপুর।

বিমর্ষচিত্তে মালবী ও তৎপার্শ্বে অশ্বপতি উপবিষ্ট।

অশ্বপতি।— ভূপালী।

যা' কিছু সকলি, প্রিয়ে, বিধির ঘটন ;
কেন বৃথা কর তবে মন উচাটন ?
যা' ছিল সাবিত্রী-ভালে, ঘটিল তাহাই।
তুমি নও, আমি নই, মূল বিধাতাই।

মালবী।— ভূপালী।

যা'ই বল, মহারাজ! মন মোর মানে না,
প্রবোধ, অবোধ মন, কোন মতে শোনে না।
অবলা সরলা মেয়ে, কি জানে সে, বল না?
তা'রি প্রতি, পোড়া বিধি খেলিল এ ছলনা!

অশ্বপতি।— ভূপালী।

যা' হ'বার হ'ল তা'ই, কি হইবে ভাবিলে?
ফিরে কি বিধির মন, আঁখি-নীরে ডুবিলে?

মালবী।— ভূপালী।

বিধাতা নিদয় সদয় হৃদয়
যদি নাহি হয়, তবে কি সুখ?
এ ছার জীবনে, ত্যজিয়ে জীবনে
ঘুচাইব, নাথ, মনের দুখ!

ভূপালী—আড়াঠেকা।

কি সুখ আমার আর বাঁচিয়ে ধরণীতলে?
দ্বিগুণ যাতনা বাড়ে সে বিপদ মনে হ'লে!
সাবিত্রী কমলমুখী,
যা'র সুখে আমি সুখী,
অকাল-বৈধব্য-জ্বালা
ঘটিবে তা'রি কপালে!
কাজ নাই, মহারাজ,
ত্যজিব জীবন আজ,
তিলেক সহে না ব্যাজ,
ভখিব গরল;—
সাবিত্রী বিধবা হ'বে,
পতি-শোক প্রাণে স'বে,
হেরিতে নারিব তাহা;
মরিব ডুবিয়ে জলে!

অশ্বপতি।— ঝিঝিট।

রমণী তোমরা, বুঝা'লে বুঝ না,
বৃথা হও শোক-সলিলে মগনা।

মালবী।— ঝিঝিট।

কি জানিবে পরে পরের যাতনা,
জানিলে বিধাতা, এরূপ হ'ত না।

গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।

খাম্বাজ—চৌতাল।

ভজ রে মন, ভূতনাথ ভব ভব-ভয়-বারণং;
আদিদেব শূলপাণি ত্রিপুরাসুরমারণং।
পরিহিত দৃঢ় বাঘছাল,
লটপট জটজূটজাল,
কালরূপ কাল-কাল,
ব্যাল-মাল-ধারণং।
জ্বলিত-জ্বলন-চন্দ্র-ভাল,
লোকনাথ লোকপাল,
দীনশরণ শিব দয়াল,
সকল কলুষহারণং।
কসিত রজত জিনিত রূপ,
গঙ্গাধর ভূপভূপ,
গীতরসিক ভক্তিকূপ,
চিরমঙ্গলকারণং।
ডিমি ডিমি ঘন ডমরু বোল,
শৃঙ্গনাদ ঘোর রোল,
আধ-মিলিত নয়ন লোল,
পাতকিজনতারণং।

(নারদকে দেখিয়া অশ্বপতি ও মালবী প্রণত)

অশ্বপতি।— আলাহিয়া।

দেবঋষি! শুভ দিন আমাদের আজি,
লভিনু তোমার, দেব, পদরজোরাজি!

নারদ।— " আলাহিয়া।

আশীষ বচন, বাসনা পূরণ
হোক্ তোমাদের, ভূপাল, রাণি!

অশ্বপতি।— আলাহিয়া।

বেদবাণী সম, অতি অনুপম,
দেবঋষি, তব আশীষ বাণী।

মালবী।— সিন্ধু।

দেবঋষি! কাল দিন সমাগত প্রায়;
কি হ'বে!

নারদ।— সিন্ধু।

কিছুই চিন্তা নাহি, দেবি, তা'য়!
বিলাপে কি প্রয়োজন? পতিরতা নারীগণ
আপনার গুণে করে আপন উপায়।

মালবী।— পাহাড়ী।

হায়, মা সাবিত্রি! তোরে মনে হ'লে,
এবে সুখ কই? শোকে হৃদি জলে!

নারদ।— আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

বিফল ভাবনা ভাবি' কি ফল হ'বে গো বল!
কেঁদ' না ভূপাল-বালা, ফেল' না নয়ন-জল!
পতিব্রতা পুণ্যবতী,
শিবসতী সম সতী
তোমার তনয়া সেবে
পতির পদযুগল।
রমণীর শিরোমণি
তোমার সাবিত্রী, রাণি,
আমার আশীষ বাণী;—
'হোক্ তা'র সুমঙ্গল।'

মালবী।— খট্।

সত্যবান্ সহ বিবাহ-বন্ধনে
তুমিই বেঁধেছ সাবিত্রী-রতনে;

তোমার আশীষে ফলুক সুফল,
ঘুচুক বাছার ভাবী অকুশল।

নারদ।— খট্।
যাইব এখন সাবিত্রী-সদন,
আছে সে কেমন, দেখিয়ে আসি।

অশ্বপতি।— খট্।
আমাদের তরে, কত ক্লেশ ক'রে,
যা'বে দূর বনে, হে দেবঋষি!

নারদ।— খট্।
পর-উপকার(ই) ধরম ধরায়,
কেন ভব, ভূপ, ক্লেশ কি তাহায়?
চলিনু এখন।

মালবী।— প্রণাম তোমায়,
দিও পদধূলি সাবিত্রী-মাথায়।

[হরিগুণ গান করিতে করিতে নারদ ও তৎপশ্চাৎ অশ্বপতির প্রস্থান।

মালবী।— ভৈরবী—দ্রুত-ত্রিতালী।
কর দয়া বিপদ সময়; হে বিভু, দয়াময়!
সাবিত্রী আমার যেন বিধবা না হয়।
পতিব্রতা অবলারে
ভাসাইও না আঁখি-ধারে,
তোমা বিনে কে আছে আর,
(তা'রে) হইবে সদয়?

[প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনস্থলী—দ্যুমৎসেনের কুটীরের বহির্ভাগ। কপোলহস্তা সাবিত্রী উপবিষ্টা। কিঞ্চিৎ-কাল পরে বাসন্তিকা ও তরলিকার প্রবেশ।

বাসন্তিকা।— বাগেশ্রী।
যখনি এখানে আসি, তোমারে, লো প্রাণ-সই,
কেন হেরি হেন বিষাদিনী?

তরলিকা।— বাগেশ্রী।
কি দুখে কমল-মুখ হ'য়েছে মলিন অই,

সাবিত্রী।— বাগেশ্রী।
কি কহিব সে দুখ-কাহিনী!

বাসন্তিকা।— পিলু-জংলা—খেম্‌টা।
বল, সই, কি কারণ দিবস যামিনী,
বিরলে নয়ন-জল ফেল, সুভাষিণি?

তরলিকা।— বাগেশ্রী।
সোনার কমল সম, মুখ তব অনুপম,
(সখি!) কি লাগি মলিন হেরি, কেন বিষাদিনী?

সাবিত্রী।— ভৈরবী।
কি কব সে কথা, সই, নারিব কহিতে লো!
পারিব না, পারিব না, জীবন থাকিতে লো!

তরলিকা।— লুম-ঝিঝিট—আড়াঠেকা।
কেন বল, সখি, বিষাদিত মন?
জানিব আ'জ, বল কারণ।

বাসন্তিকা।—
গুণবান পতি তব, রূপ জিনি মনোভব,

তরলিকা।—
তবে কেন জলে ভাসে নয়ন?

সাবিত্রী।—(স্বগত)— ইমন।
ব্যথার ব্যথীরে হৃদয়ের ব্যথা
জানাইলে হয় কতক শমতা;
কিন্তু যে ব্যথায় ব্যথি'ছে হৃদয়,
এ ব্যথা যে কা'রে কহিবার নয়,
বিপরীত হ'বে কহিলে অপরে,
কাজ নাই, চাপা রহুক অন্তরে।
(প্রকাশে)— ইমন।
কেন আঁখি-জলে ভাসি, লো সই,
বলিব না কা'রে বিধাতা বই!
বলিব তখন, সময় পেলে;
জানিবে তখন সময় এলে।

বাসন্তিকা।— ইমন।
তবে কাজ নাই, জানাইয়ে, ভাই,
গোপনীয় কথা কি লাভ ক'য়ে?

তরলিকা।— ইমন।
চল তবে যাই, খানিক বেড়াই
সরোবর তীরে সখীরে ল'য়ে।

(সাবিত্রীর প্রতি)—বাহার—আড়াঠেকা।
চল সরোবর-তীরে মানসে হরষ পা'বে;
আমাদেরো চিত, সখি, তব সুখে সুখী হ'বে।

বাসন্তিকা।—
তোমারে হেরিয়ে আ'জ
চম্পক পাইবে লাজ,
মুখ হেরি' নলিনীর
গুমর ভাঙ্গিয়ে যা'বে।

তরলিকা।—

এ তব কমল-মুখ ;
নিরখিয়ে শিলীমুখ,
মধুর পিযূষ আশে
সুমধুর গুঞ্জরিবে !

বাসন্তিকা।—

মধুর কাকলী রবে
যবে তুমি কথা ক'বে,
আকুল কোকিল-বধূ
সরমে নীরবে র'বে !

তরলিকা।— পরজ।

হেরিলে সরস, সরস হরষ
করিবে সরস বিরস উরস !

বাসন্তিকা ও তরলিকা।—

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

চল, রাজবালা, গাঁথি' ফুলমালা,
পরা'ব তোমার গলে !
মনের মতন, করিয়ে যতন,
সাজা'ব কমল ফুলে।

সাবিত্রী।— ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ব'ল না ব'ল না, ও কথা তুল' না,
চাহি না কমল-ভূষণ।
পতি-পদ-তল অমল কমল,
কি আছে ভুবনে তেমন ?
কান্ত আমার, হৃদয়ের হার,
জুড়ায় যে হারে জীবন ;—
সে হার সহিতে, সখি ! অবনীতে,
হয় কি ফুলের তুলন ?

বাসন্তিকা।— বেহাগ।

ধন্য পতিপরায়ণা, ধন্য তুমি সতী লো !
সুরূপ মদন-কোলে রূপবতী রতি লো ?

তরলিকা।— বেহাগ।

দেখেছি অনেক নারী কিন্তু নাহি হ'বে লো !
তোমার সমান সতী এ বিশাল ভবে লো !
ভগবতী সতী এক সেবা করে ভবে লো।
তুমি, সখি, আর সতী সেবা কর ধবে লো !

বাসন্তিকা।— বেহাগ।

স্বামী-সেবা দেখি' তব স্বামী-সেবা শিখেছি ;
পতিই নারীর গুরু হৃদি-পটে লিখেছি।

সাবিত্রী।— কালাংড়া—খেমটা।

(সখি) সতীর জীবন পতি, হৃদয়-ভূষণ।
পতির সেবায় সুখী সতীর জীবন।
কি ছার ত্রিদিব পদ,
যে পদ পতির পদ ;
রমণীর সতী নাম
পতির কারণ।

বাসন্তিকা ও তরলিকা।—

সাহানা।

ভাল সই, পুন কই, পতি বই জান না,
চল তবে, যাই সবে, লো মরালগমনা !
সবে মিলি' ফুল তুলি' গাঁথি' চারু হার লো,
সুখাবেশে হেসে হেসে, প্রাণেশে তোমার লো
সাজাইব !

সাবিত্রী।— সাহানা।

চল যা'ব, ভাল সেই কথা লো।

তরলিকা।— সাহানা।

বোধ হয়, এতে লয় হ'বে মন-ব্যথা লো !

সাবিত্রী।— ইমন্‌কল্যাণ—আড়াঠেকা।

চল উপবনে, কুসুম যতনে
তুলিয়ে, গাঁথিব চারু হার।
জীবন-জীবন-গলে পরাইয়ে কুতূহলে,
জীবন জুড়া'ব লো আমার।

বাসন্তিকা।— ইমনকল্যাণ।

তোমার মতন, সই, পতিরতা নারী কই ?

তরলিকা।— ইমনকল্যাণ।

সুখী মোরা গুণেতে তোমার।

[গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।

পুষ্পপূর্ণ পাত্র লইয়া যষ্টিহস্ত দ্যুমৎসেন
ও শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা।— বাহার।

মাণিক যেমতি গৃহ করে আলোময়,
তেমতি সাবিত্রী, নাথ, কুটীরে উদয় !

দ্যুমৎসেন।— বাহার।

পূরব-জনম-ফলে এ হেন রতন
আমাদের সুতবধূ ; কে পায় এমন ?
রাজত্ব যদিও গেছে—যদিও এখন্‌
মনোদুখে করি বনে সময় যাপন,
কিন্তু, দেবি, সাবিত্রীরে সুতবধূ পেয়ে,
এ বন সুখের ঠাঁই, কোটি রাজ্য চেয়ে।

শৈব্যা।— বাহার।

তা'কি বাকী আছে, নাথ, রাজত্ব কি ছার !
এ বন স্বরগ সম আনন্দ-আগার !
বনেও আমরা সুখী গুণেতে যাহার,
হউক কুশল তা'র—আশীষ আমার।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

সাবিত্রী বিপদে যেন পতিত না হয় ;
শিব-সতী সম চির পতিব্রতা রয়।

চিরসুখে পতি সহ,
নিরাপদে অহরহ
শিখাক্ জগতজনে
সতী-পরিচয়।

দ্যুমৎসেন।— ভৈরবী।
মহিষি! আমার চেয়ে তুমি হে সুখিনী,
সুত সুতবধূ-মুখ দিবস যামিনী
নিরখিয়ে সুশীতল করি'ছ নয়ন।
অন্ধ আমি!—সে আশায় বিধি-বিড়ম্বন।

শৈব্যা।— ভৈরবী।
বিধাতা বিমুখ, দরশন-সুখ,
যদিও তোমার ঘটিল নাই!
বসি' নিরজনে, এ দোঁহা কারণে,
মাগ হে কুশল বিভুর ঠাঁই।

দ্যুমৎসেন।— সাহানা।
সুচারু যুকতি তুমি বল্লিলে আমায়;
বিষাদে হরিষ লাভ তোমার কথায়!
নয়ন থাকিতে সদা যোগী ঋষিগণ
নয়ন মুদিয়ে রহে ধেয়ানে মগন;
চির নিমীলিত মম নয়ন-যুগল—
বিভুর ধ্যানের তরে ধ্যানের সম্বল।

শৈব্যা।— সাহানা।
শিবালয়ে শিব পাশে চল এবে যাই,
সত্যবান্ সাবিত্রীর চির শিব চাই।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনস্থলী—দুর্গামন্দির।
সাবিত্রীর দুর্গাপূজা।

সাবিত্রী।— যোগিঞা।
জয়, চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
নৃমুণ্ডমালিনি কালিকে!
জয়, ভক্তিবিধায়িনি, মুক্তিপ্রদায়িনি,
দীপ্তহুতাশনভালিকে।
জয়, খর্পরধারিণি, কর্পরমালিনি,
শঙ্কর-মানস-মোহিকে!
জয়, চিণ্ময়রূপিণি, বিঘ্ননিবারিণি,
ভক্তজনে শুভদায়িকে!
(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

(রোদনোন্মুখী হইয়া)—
যোগিঞা।
আ'জ গো জননি, মুখ তুলে চাও,
আজি কাল দিন এসেছে মোর!
দীনা তনয়ারে নিরভয় দাও,
তুমি বিনে, মা গো, কে আছে মোর?
দে'খ দয়াময়ি, সিঁথীর সিঁদূর
মুছিতে যেন মা, না হয় মোরে!
আ'জের বিপদ করিয়ে গো দূর,
সতী-মাতা সতি, বাঁচাও মোরে!

ভৈরবী—ঝুঁরি।
সতী-শোক-হারিণি, তারিণি কালিকে!
বিপদ বিনাশ, মা, কপালমালিকে!
মরণবারিণি,
শরণদায়িনি,
শোকনিবারিণি,
দুখিনী-পালিকে!
(পুনর্ব্বার প্রণাম)

(সরোদনে)— ভৈরবী।
জননি, রমণী আমি, যেন মা আমার স্বামী
করি' মোরে অনাথিনী ছাড়িয়ে না যান গো!
তা' হ'লে ধরণীধামে, উড়িবে তোমার নামে,
বিশাল গগন ভেদি' কলঙ্কনিশান গো!
এ মিনতি করি পদে, আজিকার এ বিপদে,
বিপদনাশিনি মম পতি পানে চাও গো!
অভয়ে, অভয় দিয়ে, এ বিপদ বিনাশিয়ে,
সতীর সতীত্ব গুণ পরিচয় দাও গো!
[পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া সরোদনে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনস্থলী—সত্যবানের কুটীরসম্মুখ।
কুঠার ও ফলপাত্র লইয়া সত্যবানের
প্রবেশ।

সত্যবান।— পিলু।
রোজি বনযাত্রাকালে প্রেয়সী আমায়,
প্রণাম করিয়া দেন সাদরে বিদায়;
আ'জ এত বেলা হ'ল,
প্রিয়তমা কোথা' গেল?
কি ক'রে বা যাই, দেখা না দিয়ে তাঁহায়?
দেখি দেখি, কত ক্ষণে আসেন হেথায়!
(ইতস্ততঃ পদচারণ)

রোদন করিতে করিতে সাবিত্রীর
প্রবেশ।

কেন প্রিয়ে, হেন বেশ—জলে আঁখি ভাসি'ছে,
কণ্ঠ অবরোধ—মুখে বচন না আসি'ছে?

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।
কি বিষাদে বিষাদিনী—রোদন কিসের তরে
পড়ি' অভাগার করে,
বিজন বন ভিতরে,
বনবাস-দুখে বুঝি
কাঁদ অভিমান-ভরে ?
সাবিত্রী।— জয়জয়ন্তী।
এ হেন দারুণ কথা, কহিয়ে হৃদয়ে ব্যথা,
প্রাণনাথ, দিও না হে আর।
কি ছার কানন-দুখ, শত স্বরগের সুখ,
যথা তুমি, তথা হে আমার।
সিন্ধু—আড়াঠেকা।
তোমার যুগল পদ দিবানিশি সেবা করি'
তোমার প্রসাদে সদা সিঁথীতে সিঁদূর পরি।
দাসীরে আশীষ কর,
তোমা ধনে নিরন্তর
অবিবাদে, অবিপদে
নয়নেতে যেন হেরি।

সত্যবান।— খাম্বাজ।
প্রিয়তমে, তব এই পতি সেবা দেখে,
চিত মম হৃদি-পটে গুণ তব লেখে,
তোমা লাভে কিবে সুখী, কি কব তোমায়,
ধন্য তুমি!
সাবিত্রী।— ক্ষম, লজ্জা দিও না আমায়।
সত্যবান।— আলাহিয়া।
তবে, প্রিয়ে, থাক তুমি, কাননেতে যাই আমি,
ফল মূল কাঠ আনি গিয়ে;
এখনি আসিব ফিরে, আসি তবে, প্রেয়সি রে,
পুন আসি' তোমারে হেরিয়ে
জুড়াইব এ তাপিত হিয়ে!
(গমনোদ্যোগ)

সাবিত্রী।—

ভূপালী—আড়াঠেকা।
আমিও তোমার সনে, যা'ব বন দরশনে,
বাসনা হ'য়েছে আজি মনে।
কেমনে, জীবিতনাথ, করিয়ে কুঠারাঘাত
শাখা কাট, দেখিব নয়নে!
সত্যবান।— ললিত।
কোমল শরীর তব, কোমল চরণ, প্রিয়ে,
বনভূমি বড়ই কঠিন;
বাজিবে চরণে তব, গেলে বনভূমি দিয়ে
রোদে মুখ হইবে মলিন!
সাবিত্রী।— ললিত।
পতি সনে যেতে বনে সতীর কি দুখ হে?
ত্যজি' কায়া কভু ছায়া যেতে কি বিমুখ হে?
স্বামী সহ অহরহ সতীরই সুখ হে!
কমলিনী হরষিণী হেরি' রবি-মুখ হে!
সত্যবান।— ললিত।
শুনিলে না কোনক্রমে, এস তবে, প্রিয়তমে,
কিন্তু আমি দোষী নই; তোমারই এ দোষ!
শেষে যেন মোর প্রতি ক'র না ক রোষ।
[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিবিড় বন।

সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ।

সত্যবান।— সারঙ্গ।
যা' বলেছি তাই;—বদন-নলিন
তপন-কিরণে হ'য়েছে মলিন!
অলক্তরঞ্জিত কোমল চরণ
ধূলিধূসরিত মলিন বরণ!
এ দশা তোমার দেখিতে হ'ল!
না শুনি বারণ, আইলে কানন,
নবনীত তনু তাই লো এমন!
ব'স তরুতলে, বনজ পবন
করিবে তোমার শ্রম-বিমোচন,
পান কর বন-তটিনী-জল।
সাবিত্রী।— সারঙ্গ।
কিছু শ্রম, নাথ, হয়নি আমার,
বরং চরণে বেদনা তোমার
হ'য়েছে, বাড়া'য়ে দেহ পদযুগ,
ধীরে ধীরে আমি বুলাই হাত;
(পদধারণ)
এ বিজন বনে কখন আসিনি,
এ পদ এখানে সেবাও করিনি,
এ কপালে আজ ঘটিল আমার,
বড় ভাগ্যবতী আমি, হে নাথ!
সত্যবান।— ভীমপলশ্রী।
না না, প্রিয়ে, থাক্ থাক্;
কি ক্লেশ আমার লো!
কঠিন অয়স, প্রিয়ে, হয় কি ব্যথিত হিয়ে?
কোমল কমল(ই) সহে বেদনার ভার লো;

তুমি কমলিনি, শ্রম হ'য়েছে তোমার লো!
ব'স এই তরুমূলে, পথশ্রম যা'বে ভুলে;
কাঠ কাটি' তব পাশে আসিব আবার লো!
(দণ্ডায়মান)

সাবিত্রী।— সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।
যুবরাজ হ'বে তুমি বসিবে হে সিংহাসনে;
আমিও তোমার বামে বসিব হরষ মনে।
তা না হ'য়ে বনে বনে,
ফল মূল আহরণে
চিরদিন দুখে গেল,—
দেখিতে হ'ল নয়নে!
(অশ্রুবর্ষণ)

সত্যবান।— ঝিঝিট—মধ্যমান।
(প্রিয়ে!) চকোর পাইলে শশী,
পারে কি তাহারে দুখ দিতে তামসী?
তেমতি এ ঘোর বনে,
মুখ তব দরশনে,
আমারো নয়ন মন
সুখী, প্রেয়সি!
(কিঞ্চিদ্দূর গিয়া কুঠারদ্বারা শাখাচ্ছেদন)

মূলতানী—আড়াঠেকা।

অসার শরীরে, নর, কেন রে কর যতন?
ঐহিক সুখের তরে কেন এত আকিঞ্চন?
আশার আশার পড়ি',
কেন দাও গড়াগড়ি,
লভিতে অলীক যশ,
ধন মান অকারণ?
দারা সুত পরিবার,
কে তোমার? তুমি কা'র?
শমন স্মরণ যবে
করিবে তোমায়;—
একাকী যাইতে হ'বে,
সকলি পড়িয়ে র'বে,
স্বপন সমান বোধ
এ সব হ'বে তখন!
অতএব, রে মানব!
ভাব সেই ভবধব,
কমলা-হৃদয়-নাথ
কমললোচনে;—
শমন-যাতনা যা'বে,
চরমে সুগতি পা'বে;
ভবের ভাবনা ছাড়ি',
কর রে তাঁ'রে স্মরণ!

সত্যবান।— বারোঞা।
উহু, উহু, একি একি, কেন হেন হ'ল রে।
বিষম বেদনা শিরে, প্রাণ বুঝি গেল রে!
(বেগে সাবিত্রীর নিকট আসিয়া)—
প্রেয়সি লো, একি হ'ল, প্রাণ বুঝি যায় রে!
শির-পীড়া ভয়ানক!—ধর লো আমায় রে!

সাবিত্রী।— পাহাড়ী।
কেন, নাথ, হেন হ'ল? শাখীর শাখায়
লেগেছে আঘাত শিরে?

সত্যবান।—
সহসা মাথায়
বিঁধি'ছে অযুত শূল।—দাঁড়ান না যায়।
(ভূতলে শয়ন)
এই বুঝি শেষ দেখা—তোমায়—আমায়!
(উৎসঙ্গে সত্যবানের মস্তক রাখিয়া সাবিত্রীর রোদন)

[পট পরিবর্ত্তন]

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

একটা শবস্কন্ধে চারি জন যমদূতের প্রবেশ।

প্রথম যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
যমের বাড়ীর চাক্‌রি করা
ঝক্‌মারি প্রাণান্ত হ'লো!
আর্ পারিনে আর্ পারিনে
বৈতে পাপী মানুষগুলো!
এ ব্যাটা, ভাই, পাপের পাঁকে
খাবি খেয়ে ডুবে ম'ল!
আম্‌রা শালা ব'য়ে মরি,
হায়, কপালে এই কি ছিল!

দ্বিতীয় যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
ফাল্ শালাকে আছাড়্ মেরে,
কাঁধ্‌টা আমার ভেঙে গেলো!
শালার পায়ে দড়া বেঁধে
হ্যাঁচ্‌কা টানে নিয়ে চলো!

তৃতীয় যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
যমের বাড়ীর চাক্‌রি ছেড়ে
ভিক্ষে ক'রেও খেতে পারি;
তা'ও যে ভাল, একি জ্বালা;
মড়া বওয়া কি ঝক্‌মারি।

চতুর্থ যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
যদিও আমি শুকিয়ে মরি
না খেয়ে, ভাই, তা'ও যে ভাল;

পাপী বওয়া বিষম্ জ্বালা,
সত্যি কি না, বল বল ?
(ভূতলে সকলের শবনিক্ষেপ)
প্রথম যমদূত।—(স্কন্ধে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে)—পিলু-জংলা—পোস্তা।
হাড় জুড়'ল শীতল হ'ল
মড়া বওয়া কঁধের ব্যথা।
দ্বিতীয় যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
আবার যে ভাই, বৈতে হ'বে,
লাথিয়ে শালার ভাঙ্ না মাথা!
(শবশরীরে সকলের পুনঃ পুনঃ পদাঘাত)
সকলে।—(অঙ্কুশ ও পাশ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সমস্বরে)— দেশ—খেমটা।
রে রে রে পাতকী নর! যদি থাকে প্রাণে ডর,
দণ্ডপাণি দণ্ডদাতা শমনেরে ভুল না;
শাস্ত্রের অমান্য ক'রে, পাতকের সরোবরে
লাফালাফি ক'রে যেন ভেক সম ফুল' না।
নিশ্চয় জে'ন তা হ'লে, কপ্ ক'রে খা'ব গিলে,
জ্বলিবি যাতনানলে পরিত্রাণ নাই রে;
এ পাশে বাঁধিয়ে জোরে, লোহার অঙ্কুশ মেরে,
নরকে ডুবিয়ে দিব—পুরীষের ঠাঁই রে!!
পাইবি পাপের ফল, নয়নে ঝরিবে জল,
অক্ষয় নরকানলে পুড়াইয়ে মারিব;
আঁখি টেনে সাঁড়াসিতে, জিহ্বা টেনে বড়সিতে
ধারাল ছোরার ধারে নাড়ী ভুঁড়ী চিরিব!
দগ্‌ধে দগ্‌ধে কেটে, দিব রে লুণের ছিটে,
পুরীষের কেঁচো পোকা ধ'রে ধ'রে খাওয়া'ব
কানে দিব সীসে ঢেলে, কাঁটা বনে দিব ফেলে,
রৌরব-নরক-কুণ্ডে ঘাড়ে ধ'রে নাওয়া'ব!
লুম্।
সাবধান!—সাবধান!!—
পাপিগণ, সাবধান!!!
দ্বিতীয় যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
ওরে ভাই, আর শুনেছিস্,
ঐ কাননে খানিক দূরে,
সত্যবানের মরণ হ'বে
আজ্‌কে না ঠিক্ দুপুরে?
প্রথম যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
সে কথা, ভাই, সত্যি বটে,
সত্যবানের আজকে মরণ;
কিন্তু, রে ভাই, কেমন্ ক'রে
ও বনেতে ক'র্‌বি গমন?
সাবিত্রী যে পরম্ সতী,
পতি-কোলে ব'সে আছে;
আমাদের কি সাধ্যি আছে,
এগুতে ও মেয়ের কাছে?
তৃতীয় যমদূত।— পিলু-জংলা—পোস্তা।
তাই তো, রে ভাই, সাবিত্রীকে
কাঁপ্‌ছে দেখে গা!
ঠিক্ যেন রে শিবকে নিয়ে
ব'সে সতী মা!
চতুর্থ যমদূত।— পিলু জংলা—পোস্তা।
রাজা উজীর্ বীর্ ভিখারী রোগী ভোগী নরে,
যে যেখানে, মোদের নামে সবাই ড'রে মরে,
আম্‌রা ডরাই সাবিত্রীকে, ধন্যি সতী মেয়ে!
সত্যবান্‌কে নিয়ে যেতে যম্‌কে বলি গিয়ে!
[শবের পদবন্ধন পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

নিবিড় বন।

সত্যবানের মস্তক উৎসঙ্গে রাখিয়া বিলাপমানা সাবিত্রী উপবিষ্টা।

সাবিত্রী।— পাহাড়ী—আড়াঠেকা।
হায়, রে দারুণ বিধি! এই কি করিলি রে!
কি বিচারে প্রাণনাথে অকালে হরিলি রে!
অভাগিনী কোন্ দোষে
পড়িল রে তোর রোষে,
অকালে বিধবা করি',
কি লাভ লভিলি রে!
বড় সাধ ছিল মনে,
সুখে র'ব পতি সনে;
সে সাধে সাধিলি বাদ,
অবলা কাঁদা'লি রে;—
সতীর জীবন-পতি,
হ'লি তাহে লোভমতি;
অকূল পাথারে, হায়,
আমারে ভাসা'লি রে!
(সত্যবানের কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়া সরোদনে)—
চিত্রাগৌরী।
উঠ, প্রাণনাথ! আইল রজনী,
আরো কি এখনো ঘুমা'বে এমনি!
শোকে ভয়ে কাঁদে তোমার রমণী,
উঠ প্রাণনাথ, উঠ, গুণমণি!

আঁখি মেলি' চাও,—উঠ ধীরে ধীরে;
আঁধার যামিনী—চল হে কুটীরে—

না দেখে তোমারে, নয়নের নীরে
ভাসি'ছেন, তব জনক জননী।

অনাথিনী ক'রে দুখিনী দাসীরে,
কোথা গেলে, নাথ, আসিবে না ফিরে?
কে জানে সহসা বিনা মেঘে শিরে
পড়িবে আমার এ ভীম অশনি!

কোন্ দোষে দোষী দাসী তব পদে?
কি দোষে পড়িনু আজি এ বিপদে?
বিজন বিপিন পূরিত শ্বাপদে,
তাহে পুন নিশি আঁধার-বরণী!

হেন দুরদিনে হারা'য়ে তোমারে,
ভয়ে তব নারী ভাসে আঁখি-ধারে?
ভরসা প্রদান কে করে তাহারে?
ভরসা-বিহীন বিশাল ধরণী!

তোমার বিরহে এ ছার জীবন
কি লাভ ক্ষণেক করিয়ে ধারণ?
যেখানে, প্রাণেশ! করেছ গমন,
আমিও সেখানে যাইব এখনি।
(গলদেশে লতাবন্ধন করিয়া মরণোদ্যোগ)

সহসা জ্যোতিঃপ্রকাশ ও দ্রুতপদে
বনদেবীর প্রবেশ।

বনদেবী।— লুম ঝিঝিট।
সর্ব্বনাশ!—একি সতি!—ত্যজিতে জীবন
ক'রেছ কোমল গলে লতিকা বন্ধন!
(গলদেশ হইতে লতাবন্ধন উন্মোচন করিয়া)—
স্বজীবনে নিরদয় হ'তে কি উচিত হয়?
সাবিত্রী।—(প্রণাম করিয়া সরোদনে)
কে মা তুমি দুখিনীরে দিলে দরশন,
(চরণ ধরিয়া)—
ভগবতী সতী তুমি সতীর জীবন?
বনদেবী।— ইমনী।
দেবী ভগবতী নই, কিন্তু বনদেবী হই,
এ বন আমার, বাছা, বিলাস-কানন!
সাবিত্রী।— ইমনী।
জননি, কি হ'বে মোর, আজি যে বিপদ ঘোর,
অভাগীর প্রাণপতি ত্যজিল জীবন!
বনদেবী।— ভৈরবী—আড়াঠেকা।
বাছা রে, কেঁদ না আর, হ'য়ো না ব্যাকুল মন!
শোক তাপ পরিহর, অঞ্চলে মুছ নয়ন!

পূর্ণিমার শশধরে,
রাহু বটে গ্রাস করে,
জান না কি ক্ষণ তরে,
কভু নহে চিরন্তন?
সাবিত্রী।— পাহাড়ী—আড়াঠেকা।
কি সুখ জীবনে আর, জননি, আমার গো!
জীবন-রতনে আমি পা'ব কি আবার গো!
বল, দেবি, দুখিনীরে,
অতল সাগর-নীরে
হারা'লে অমূল মণি,
পুন কি পা'বার গো!
(অশ্রুমোচন)

বনদেবী।— সিন্ধু-খাম্বাজ।
বিপদে ধৈরয ধরাই বিহিত,
জেনে শুনে ভীত হওয়া কি উচিত?
কালের সাগরে বিধির ঘটনে
হারা'য়েছ বটে জীবন-রতনে;
সেই বিধি পুন হইয়ে সদয়
মুখ তুলে চা'বে; ত্যজ শোক ভয়।
অমর-নগরে তোমারি কারণে,
এই যাই আমি তড়িত গমনে।
সাবধান, যেন ত্যজ' না জীবন;
হউক্ তোমার বাসনা পূরণ।
(গমনোদ্যোগ)

সাবিত্রী।— বারোঞা।
এ ঘোর বিপদে বিজন কাননে
তোমা বিনে, মা গো, কে আছে মোর!
দোহাই তোমার,—ভুল না, ভুল না,
ক'র মা, এ কাল-নিশির ভোর!
(প্রণাম)

জ্যোতিঃপ্রকাশ ও সহসা বনদেবীর
অন্তর্ধান।

যমের প্রবেশ।

সাবিত্রী।— সুরঠ।
কে আপনি, দেব, দয়া ক'রে কও,
দেবতা, মানব অথবা যে হও!
যম।— খাম্বাজ—চৌতাল।
আমারে ডরে পাপী নরগণ,
পাপীর উপরে আমার শাসন,
নিখিল জগতী অনা'সে আমারি
প্রবেশে করাল গ্রাসে!
রবি, শশী, তারা, ধরণী, ভূধর,
জলদ, বিজলী, তটিনী, সাগর,

অনল, অনিল, লতিকা, সলিল,
তরু, জীব কাঁপে ত্রাসে!
জনক জননী পরমেশ প্রতি
যে সব মানব করে না ভকতি,
পরনারীহারী যে সব কুমতি,
পরের কুযশ গায়;—
পরধনলোভী, পর-অপকারী,
সুরাবিষপায়ী ঘৃণিত-আচারী,
অলীক-বচন-রচন-চতুর,
শাসিত আমার পাশে!

সাবিত্রী।— বসন্ত।
আপনি কি ধর্ম্মরাজ পাতকিশাসন?

যম।— বসন্ত।
হাঁ সতি, নর-পতি আমিই শমন!

সাবিত্রী।— বসন্ত।
কি ভাবি' এ ঘোর বনে আজি আগমন?

যম।— বসন্ত।
আগমন কেন?—এই কর দরশন।
(সহসা লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)

সাবিত্রী।— আলাহিয়া।
একি, দেব, কেন হেন আলোক প্রকাশ!

যম।— আলাহিয়া।
সত্যবানে ল'য়ে যাই আপন নিবাস।
অচিরে কুটীরে যাও, বন ভয়ময়!
এখানে নারীর থাকা উচিত না হয়।
(গমনোদ্যোগ)

সাবিত্রী।— পাহাড়ী।
নিদারুণ, ধর্ম্মরাজ, কেন হে আমারে আ'জ,
জীবন-রতনে মোর নিও না হে নিও না!
সুর হ'য়ে রমণীরে ভাসাইয়ে আঁখি-নীরে,
দোহাই, শমন, দুখ দিও না হে দিও না!

বিভাষ—আড়াঠেকা।

পতি বিনে অবলার ভুবনে কে আছে আর?
ল'য়ো না সে ধনে হরি' করি' দেব, অবিচার!
প্রাণনাথে দাও ফিরে,
বরঞ্চ এ অভাগীরে
তবালয়ে ল'য়ে চল,—
অকূল জলধি-পার।

যম।— খাম্বাজ।
ধন্য তুমি, সতি, আজি তব প্রতি
সদয় শমন; নহে যা' কা'রে।
পতির তোমার জীবন ব্যতীত,
চাহ চারি বর, দিব তোমারে!

সাবিত্রী।— খাম্বাজ।
১।—শ্বশুর আমার হৃত রাজ্যভার
যেন পুন পান তোমার বরে।

যম।—তথাস্তু!

সাবিত্রী।— খাম্বাজ।
২।—বিনাশিত তাঁ'র নয়নযুগল
যেন পুন হয় তোমার বরে।

যম।—তথাস্তু!

সাবিত্রী।— খাম্বাজ।
৩।—পিতার আমার শত সুকুমার
হয় যেন, দেব, তোমার বরে।

যম।—তথাস্তু!

সাবিত্রী।— খাম্বাজ।
৪।—সত্যবান্ হ'তে আমার উদরে
শত সুত হ'ক্ তোমার বরে!

যম।—তথাস্তু!

সাহানা।
অয়ি বরবরনিনি! যে বর চাহিলে,
দিলাম তোমারে তাই;
তুমি যাও, আমি যাই
আপন আপন ঠাঁই।

সাবিত্রী।— সাহানা।
বাধিত করিলে
কিন্তু, দেব, নিবেদন;—
প্রাণনাথে কি কারণ,
আপনার নিকেতন
লইয়া চলিলে?
যদি আজি দয়া ক'রে,
হেন বর দিলে মোরে;
প্রাণ দান প্রাণেশেরে
কর, দয়াময়!
জীবিত না হ'লে পতি,
কেমনে গরভবতী
হ'বে পতিরতা সতী,
কখন কি হয়?

যম।—(সাশ্চর্য্যে স্বগত)—
দেশ।
তা'ই তো, তা'ই তো, কি বল্‌তে কি
ফস্ ক'রে আ'জ ব'লে ব'সেছি!
সাবাস্ মেয়ে জন্মেছিলে!
যমরাজাকে ফাঁকি দিলে!
আর কি হ'বে ভাব্‌লে এখন্?
কর্ম্ম যেমন্ ফলও তেমন্!
আমার কথা মিথ্যে হ'লে,

কুযশ হ'বে ভূমণ্ডলে।
কাজে কাজে সত্যবানে
বাঁচাই প্রাণে, মানে মানে।
(প্রকাশ্যে) —
সাহানা।
ধন্য সতি, বুদ্ধিমতি,
তুষ্ট অতি তোমায় আমি,
আশীষ্ আমার্ বাঁচ্‌লো তোমার্
হারাণ-ধন প্রাণের স্বামী!
(পুনর্ব্বার লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)
বারোঞা।
পতি সহ, দয়াময়, তোমার চরণে
আবদ্ধ রহিনু ঋণে এ চির-জীবনে!
যম।— বারোঞা।
নাথে তব ল'য়ে, সতি, মোর সনে আশুগতি
এস দোঁহে দেবারণ্যে আছে প্রয়োজন।
সাবিত্রী।—
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, করিব গমন।
[যমের প্রস্থান।
সত্যবান।— বেহাগ।
তাই তো প্রেয়সি, নিশি সমাগতা,
কিছুই পারিনি জানিতে!
ক্ষণকালো আর এ বিজন বনে
উচিত না হয় থাকিতে।
(গাত্রোত্থান করিয়া গমনোদ্যোগ)
সাবিত্রী।— বেহাগ।
যা'বার সময়, দেবারণ্য দিয়ে,
কুটীরে চল হে যাই!
সত্যবান।—
চল ত্বরা তবে; এথানে থাকিয়ে,
কিছু প্রয়োজন নাই।
[ফলপাত্র ও কুঠার লইয়া
উভয়ের প্রস্থান।
(বনদেবীর পুনঃপ্রবেশ।)
বনদেবী।— সোহিনী-বাহার।
পতিব্রতা সতী সাবিত্রীর গুণে
বনভূমি মম পবিত্র আজি!
(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে)—
সোহিনী-বাহার।
ধন্য সতী মেয়ে, তোমা' দরশনে
সুখী আমাদের নয়নরাজি!
বনদেবী।— বেহাগ—আড়াঠেকা।
সাবিত্রী রমণী-মণি, ধন্য পতিপরায়ণা!
বাঁচাইলে মৃত পতি শমনে করি' ছলনা।
তোমার পবিত্র নাম
গা'বে সবে অবিরাম;
বিশাল ধরণীতলে
মিলে না তব তুলনা!
দুই দিক্ দিয়া বনদেবীর সহচরীগণের
গায়িতে গায়িতে প্রবেশ।
চিরকাল সুখে থাক,
পতি-পদে মতি রাখ,
আদর্শ করুক্ তোমা'
যতেক নারী;—
তোমার মতন সতী
হইতে যতনবতী
হউক্ ভারতভূমি-
বাসিনী যত ললনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবারণ্য।
একপার্শ্বে যম—মধ্যস্থলে সাবিত্রীসত্যবান্,
অপর পার্শ্বে যমদূতগণ
দণ্ডায়মান।
(দৈবালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত ও মুহুর্মুহুঃ
পুষ্পবৃষ্টি।)
যম।— পরজ।
আশীর্ব্বাদ করি, দোঁহে সুখে থাক,
সুযশে ভরুক্ ভুবনধাম!
যমদূতগণ।— পরজ।
আমরা সকলে ভ্রমি' ভূমণ্ডলে,
সতী সাবিত্রীর গায়িব নাম।
বনদেবী ও তাঁহার সহচরীগণ এবং
নারদের প্রবেশ।
নারদ।— ঝিঝিট।
গোলোকে কমলা সনে, দেখিয়াছি নারায়ণে,
কৈলাস ভূধরে, হরে উমা সহ দেখেছি!
নন্দনেতে শচী সাথে, দেখিয়াছি শচীনাথে
দেবারণ্যে আজি নর-দম্পতীরে পেয়েছি!
(বীণাবাদন করিতে করিতে)—
পরজ—একতালা।
সতী সাবিত্রীর সতীত্বের গান
গেয়ে, বীণে, আজি তোষ রে পরাণ!
নৈশ কানন, গগন-বিতান
পূরাইয়ে দাও স্বর-তরঙ্গে।

'ধরণীবাসিনী নারী-শিরোমণি
পতিরতা সতী সাবিত্রী রমণী'
মধুর স্বননে কর এই ধ্বনি
প্রতিধ্বনি ধ্বনি করুক্ সঙ্গে।
(বীণাযন্ত্র হইতে পুষ্পহার উন্মোচন করিয়া সাবিত্র
ও সত্যবানের গলে প্রদান।)
(সহচরীগণের সহিত বনদেবীর গীত ও নৃত্য)
বসন্তবাহার—খেমটা।
মধুর আনন্দ, মরি, অমর-কাননে,
যুগল-রূপ-মাধুরী হেরি রে নয়নে!
মধুর যামিনী আজি,
মধুর তারকারাজি,
মধুর পবন বহে
মধুর স্বননে!
মধুর গগনতল
মধুর পাদপদল;
মধুর কুসুম, ফল,
লতিকা মধুর;—
মধুর প্রকৃতি-ছবি,
মধুর মধুর সবি
মধুর মিলনে।
সকলে।— দেশ-সুরঠ।
জগৎবাসী দিবানিশি ঘুষুক্ তোমার পুণ্য কথা;—
"ভারতভূমে ধন্য তুমি পুণ্যবতী পতিব্রতা!"
[সকলের প্রস্থান।
ইতি তৃতীয় অঙ্ক।
যবনিকা পতন।

"পতিব্রতা"র পরিশিষ্ট।

কোন অবৈতনিক গীতাভিনয় সমাজের অনুরোধে পতিব্রতার গল্পটি বর্দ্ধিত করিয়া গদ্যে রচিত হয়। উহাতে যে সকল গীত অতিরিক্ত সংযোজিত হইয়াছিল, সেইগুলি মাত্র এই পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। এস্থলে ইহাও বলা উচিত ঐ নূতন আকারের পতিব্রতার নাম "মৃত সঞ্জীবনী" এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাসন্তিকা ও তরলিকাকে ঋষিকন্যা না বলিয়া সাবিত্রীর বাল্যসখী বলা হইয়াছিল এবং কয়েকটি নূতন ব্যক্তিও সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

প্রস্তাবনা।

শুদ্ধকল্যাণ—চৌতাল।

বাসনা আজি গা'ব সুন্দর সাবিত্রীচরিত
রঞ্জন গানে।
তানমানলয়শোভী গীতে
কেমনে পারগ হ'ব
আতঙ্ক উচ্ছ্বাস সঘনে।
এই সে কারণে, বাগ্বাণি!
তোমার ভকতে চাও, জননি!
গাইতে গান তানমানে,
এ দাসে করুণা দানে,
কর সক্ষম আজি—
গুণহীন চাহে ঐ চরণ,
বিজ্ঞ তোষণে যেন
অভিলাষ পূরে,
মাতঃ, বরদানে চাও দীনে।

সাবিত্রীর বিবাহের জন্য অশ্বপতির প্রতি
মালবী।

ঝিঝিট—কাওয়ালি।
(প্রাণনাথ) কেমনে বল।
তনয়ারে এ প্রকারে রাখিতেছ অবিরল?
কত লোকে কত মোরে
ব'লে, পরিহাস করে
আছি আমি প্রাণে ম'রে
এ কপালে এত ছিল!
তুমি যদি মনে কর
কি নাহি করিতে পার
দৈব-বিড়ম্বনে ডর
তোমারে করিতে হ'ল।

অশ্বপতির প্রত্যুত্তর।

বাহার—ঢিমাতেতালা।
হায়! কি বলিব, প্রিয়ে, বল হে তোমারে?
আমার সদা মন কি-যে করে,

কই বিবরি' সে দুঃখ কাহারে?
সুপাত্র বিনে বল কা'র করে
দান করি স্বর্ণলতারে?

জননীকে দুঃখিতা দেখিয়া সাবিত্রী।

সুরটমোল্লার—কাওয়ালি।

যদি না মা, গর্ভে তুমি ধরিতে গো অভাগীরে,
ভাসিতে হ'ত না তবে তোমারে নয়ননীরে।
দিবানিশি মোর তরে
ভাবিতে না দুঃখভরে
থাকিতে না ম্লান মুখে
নিরখিয়ে দুঃখিনীরে।
জনক জননী দোঁহে
ভাসা'তে লোচন-লোহে
জনমিল এ রাক্ষসী
কুক্ষণে মেদিনী'পরে।

সাবিত্রীকে বিমর্ষ দেখিয়া তরলিকা ও বাসন্তিকা।

সুরটমোল্লার—কাওয়ালি।

বল, সখি, বল কেন মলিন বিধুবদন;
কি বিষাদে বিষাদিনী—কেন বা চঞ্চল মন?
নিরখি' তোমারে, সখি,
অন্তর হইল দুখী
কি ভাবনা, বিধুমুখি
ভাবিতেছ অনুক্ষণ?
তোমারে এমন হেরে
পরাণ কেমন করে
বল খুলে আমাদেরে
এ ভাবের বিবরণ।

পতি অন্বেষণে বিফলমনোরথ হইয়া সখীগণের প্রতি সাবিত্রী।

বেহাগ—কাওয়ালি।

যা'ব না ভবনে আর রাখিব না এ জীবন।
এ নিবিড় বনে আজি প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
পিতা মাতা যা'র তরে
বিষণ্ণ বিষাদ-ভরে,
ভস্মীভূত আজি তা'রে
করিবেন হুতাশন।
কেন ভয় কর চিতে
অচিরে সাজাও চিতে
তাহে আমি প্রবেশিতে
আজি করেছি রে পণ।
শুনিব না কা'রো কথা,
জুড়া'ব প্রাণের ব্যথা,
জুড়া'বেন পিতা মাতা
কলঙ্ক হ'বে মোচন।

প্রত্যুত্তরে সখীগণ।

বেহাগ—কাওয়ালি।

অধীরা হ'য়ো না এত ধৈর্য্য ধর, সুভাষিণি,
সদয় হ'বেন বিধি পোহা'বে দুখযামিনী।
কেঁদ না ভূপাল-বালা,
ঘুচিবে প্রাণের জ্বালা,
মনোমত পতি পা'বে,
গৃহে চল, বিনোদিনি!
জীবন ত্যজিলে পরে
শোকে হাহাকার ক'রে,
জীবন ত্যজিতে পারে
তব জনক জননী।
এ দুরাশা পরিহর
ভবিষ্যতে করি' ভর
অন্তর মাঝারে ধর
আশারে, রাজনন্দিনি!

সাবিত্রীকে দেখিয়া সত্যবান।

খাম্বাজ—একতালা।

আ'মরি, কিবা রূপের মাধুরী,
স্থিরা সৌদামিনী—কানন ভিতরি,
হেরে ও বয়ান, ভুলে গেল প্রাণ,
আঁখি জুড়াইল বদন নেহারি'।
আকর্ণপূরিত যুগল নয়ন,
ভ্রূযুগল যেন কামশরাসন
হেরি' শশধর, ও মুখ সুন্দর
কলঙ্ক লেপিলা নিজ মুখোপরি।
লাবণ্যের প্রভা পড়ি'ছে উছলি',
শোভার দুয়ারে চমকে বিজলী,
দেহবর্ণ হেরে চম্পক শিহরে,
হরিতাল ভিখারী—
নারীকুল-শিরোমণি এ রমণী,
সৌন্দর্য্য আকরে মহামূল্য মণি,
নিটোল কোমল প্রফুল্ল নলিনী,
জল ছাড়ি' ভ্রমে স্থলে বিহারি'।

সত্যবানকে দেখিয়া সাবিত্রী।

বারোঞা—ঠুংরী।

নিরখিয়ে ভুলিল নয়ন।
পূর্ণিমার শশী ভূমে করে কি ভ্রমণ?
আ'মরি কি মুখশোভা
নারীজন-মনোলোভা
অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরি'
ভুলাইল মন?

মরিতে বাসনা ছিল
সে বাসনা দূরে গেল,
চিতে ভাবান্তর হ'ল
কে জানে কেমন ?
মরণে কি বাধা দিতে
ও যুবা সদয় চিতে
দাঁড়া'লেন আঁখি পথে
বুঝি না কারণ।

সাবিত্রীর গমনে সত্যবান।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন রে অবোধ মন প্রবোধ না মানে।
যাহারে পাবা'র নয়, ধায় তা'রি পানে।
দেখিলাম কেন তা'রে ?
ডুবা'য়ে সে অন্ধকারে
তড়িত-প্রভার মত
লুকা'ল কাননে!
দেখা দিয়ে ক্ষণ তরে
চ'লে গেল একেবারে
এবে যে হুতাশে মরি
না হেরে নয়নে।

সত্যবানকে বিবাহ করিতে নিষেধ করায় মাতার প্রতি সাবিত্রী।

বাহার—একতালা।

মানসে বরণ তাঁ'রে করে'ছি মা কাননে ;
ত্যজিয়ে তাঁহারে আমি বরিব অন্যে কেমনে ?
এ প্রাণ থাকিতে কভু না পারিব,
মরিব গরল খাইয়ে,—
তা'ও ভাল তবু প্রতিজ্ঞা আমার
নারিব লঙ্ঘিতে জীবনে।
অনল যদিও শীতল হয়,
রবি যদি উঠে পশ্চিমে—
তথাপি, জননি, প্রতিজ্ঞা আমার
নারিব লঙ্ঘিতে জীবনে।
হিমাদ্রি যদিও সাগর হয়,
সিন্ধু যায় যদি শুকা'য়ে—
তথাপি, জননি, প্রতিজ্ঞা আমার
নারিব লঙ্ঘিতে জীবনে।

সাবিত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া মালবী।

শঙ্করা—একতালা।

কেন হেন আকিঞ্চন করিলি, মা, আজি চিতে।
হায়! এ কি হ'ল, এই মনে ছিল,
জননীরে কাঁদাইতে!
কর তা'ই, বাছা, যে বাসনা মনে ;
তোরে আর আমি নিবারি কেমনে,
কি অশুভ ক্ষণে গিয়েছিলি বনে,
হায়! এ কি হ'ল বিধির বিধিতে!
যা' হ'বার হ'ল না দেখি উপায়,
সাবিত্রী কুশলে রাখুন তোমায়,
করুণায় তাঁ'র হো'ক, মা, তোমার
চির সুমঙ্গল স্বামীর সহিতে।

সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ-উৎসব।

(নেপথ্যে)

পরজ—ঝাঁপতাল।

শোভা, কি বা আজি সাজি'ছে কাননে ;
অপরূপ রূপ-প্রভা নিরখি নয়নে।
নবীন মেঘের কোলে
যেন সৌদামিনী দোলে,
নিরখিয়ে প্রাণ ভোলে,
সুখ উথলে মনে।
প্রজাপতি এ দু'জনে
অপার করুণা-দানে
রাখুন মঙ্গল সনে
সুদীর্ঘ জীবনে—
হুলুধ্বনি শঙ্খরব
কর বনবাসী সব,
আজি শুভ দিন নব-
দম্পতী-মিলনে।

সাবিত্রীসত্যবানকে একত্রে রাখিয়া সখীগণ।

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

নবীন নাগর নবীনা নাগরী,
মরি মরি কি বা শোভা!
নিরখি', নয়ন জুড়া'ল আজি রে,
জলদে দামিনী-প্রভা।
মৃদুল সমীরে দেখ লো সুধীরে
চঞ্চল অঞ্চল দোলে।
সখার চিকণ চিকুর দুলি'ছে,
নেহারি' পরাণ ভোলে।

কুসুম-হার-হস্তে সখীগণ।

পিলু—কাশ্মীরী খেম্‌টা।

প্রিয় সখা! প্রিয় সখি! এ চারু কুসুম-হার
পরা'ব দোঁহার গলে, দেখিব শোভা তা'র।
যতনে গেঁথেছি মালা মিলে দু'জনায় ;
সাজা'ব যুগলরূপ বাসনা যেমন যা'র।
পরখ কর হে সখা, ভাল ফুলমালা কা'র ;
ছিঁড়িবে যাহার মালা, জানিব তাহারি হার।

সাবিত্রীর প্রতি তরলিকা।

পিলু—খং।

সজনি, যেমন তুমি সুন্দরী এ ভুবনে;
তেমনি সুন্দর পতি লভিলে লো শোভনে।
সোণার কমল সম
মুখ তব, ললনে,
আরো হ'বে মনোরম
এ অলির চুম্বনে।
মরি কি অতুল শোভা
বিলস্যিছ দু'জনে,
রতিকাম পরাভব
এ যুগল মিলনে।

কাননশোভা দেখিয়া বাসন্তিকা ও তরলিকা।

ছায়ানট—কাওয়ালী।

সুন্দর সাজে এ নিবিড় বন
দেখ দেখ সেজেছে কেমন!
কুহু কুহু রবে পিকবধূ সবে
চালে মধু মোহিয়ে শ্রবণ।
তরুকুল-ডালে ফোটা ফুলজালে
দুলে দুলে খেলে লতাগণ।
ফুলবাস ল'য়ে, পাগল হ'য়ে
ফুঁয়ে ফুঁয়ে উড়ায় পবন।

সাবিত্রীকে রোদন করিতে দেখিয়া সত্যবান।

ললিত—একতালা।

বল না বল না, প্রাণময়ি, কি যাতনা!
এ দুখ তোমার সহে না সহে না প্রাণে সহে না।
পড়ি' অভাগার করে
বিজন বন ভিতরে
বনবাস-দুখে বুঝি
পেতেছ এ বেদনা।
ভূপালকুমারী তুমি,
বনবাসী তব স্বামী
তোমারে করিতে সুখী
না পারিল, হায়!—
পিত্রালয়ে চল, প্রিয়ে,
আজি রেখে আসি গিয়ে,
ঘুচিবে যাতনা তব,
কেঁদ না আর কেঁদ না।

সত্যবানকে শিরঃপীড়ায় অস্থির দেখিয়া সাবিত্রী।

রামকেলী—একতালা।

করি' কৃপাদান নাশ এ শিরোবেদন;
কাতরে তোমারে ডাকি ভয় কর, মা, মোচন।
তুমি শোকতাপহারিণী,
রোদনদুখব্যথাবারিণী,
মম প্রাণেশে অচিরে
নীরোগ কর, তারিণি!
দেহ শিরোপরি শ্রীচরণ।

সত্যবানের মৃত্যুতে সাবিত্রী।

ভৈরবী।

উঠ, হে প্রাণনাথ! ত্যজিয়ে ধরাশয়ন।
কেন হে নীরবে পড়ি', মিলি কমল-নয়ন।

সাবিত্রীর প্রতি সান্ত্বনাবাক্যে বনদেবী।

ভৈরবী—একতালা।

কেঁদ না কেঁদ না—হ'য়ো না ব্যাকুল মন;
শোক তাপ পরিহরি' অঞ্চলে মুছ নয়ন।
পূর্ণিমার শশধরে
রাহু বটে গ্রাস করে,
জান না কি ক্ষণ তরে,
কভু নহে চিরন্তন।
অয়ি পতিসোহাগিনি,
হ'য়ো না মা, বিষাদিনী,
ঘুচিবে দুখ-যামিনী,
কর শোক সম্বরণ;—
বিপদে ধৈর্য্য ধর,
যুড়িয়ে যুগল কর
সাবিত্রীর পূজা কর,
বিপদ হ'বে মোচন।

বনদেবীর প্রতি সাবিত্রী।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি সুখ জীবনে আর, জননি, আমার গো!
জীবন-রতনে আমি পা'ব কি আবার গো?
বল, দেবি, দুখিনীরে,—
অতল সাগরনীরে
হারা'লে অমূল্য নিধি
পুন কি পা'বার গো!

প্রাণনাথ ছাড়ি' মোরে,
অকালে অনাথা ক'রে
লুকা'লেন চিরতরে
করিয়ে আঁধার গো।
বল না, কেমনে তবে
দুখিনী বাঁচিয়ে র'বে,
ত্যজিব এ পোড়া প্রাণ,
পাপ দেহ-ভার গো!

সাবিত্রীর প্রতি বনদেবী।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বিধাতা তোমারে, বাছা, করিবেন্ করুণা।
ঘুচিবে ঘুচিবে ঘোর হৃদয়-বেদনা।
পতিরে করিয়ে কোলে
থাক এই তরুতলে,
ফিরে আমি এলেম ব'লে,
কেঁদ না কেঁদ না।
পতিরে ক্ষণেক তরে
রাখিও না ভূমি'পরে,
দেহ ছুঁ'য়ে থেক' করে,
ভুলো না ভুলো না।

যমের প্রতি সাবিত্রী।

খট্—কাওয়ালী।

দাও দাও ফিরে আমার স্বামীরে,
পায়ে ধরি তোমার ;
প্রাণনাথ বিনে, এ ভুবন তিনে
কি আর আছে আমার!
লইলে ইহাঁরে বল এঁ'র মারে
কে ডাকিবে ব'লে মা মা!
এঁ'রে ফিরে দিয়ে, চল মোরে ল'য়ে
অকূল জলধি-পার।

যমের প্রতি সাবিত্রী।

খট্—কাওয়ালী।

হায়! কি করিয়ে, পতিরে ত্যজিয়ে
র'ব, দেব, বাঁচিয়ে ;
বিধবা হইয়ে, যাতনা সহিয়ে,
কি সুখ প্রাণ ধরিয়ে?
পতি বিনে আর কি আছে আমার
এই ভুবন মাঝে?—
প্রাণেশ যেথানে আমিও সেথানে,
দেখ এই চাহিয়ে।

মিলন-গীত নং ১

বনদেবীর সহচরীগণ।

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

কিবা শোভা অতুলন
দেববন-সম নন্দনবন
আজি রে শোভে কেমন।
স্বগুণে সাবিত্রী স্বামীর প্রাণ
সখি লো, করিল দান,—
হেন পতিব্রতা নারী মিলে কোথা
নারীকুল-বিভূষণ?

মিলন-গীত নং ২

(নেপথ্যে)

বাহার-ভৈরবী—যৎ।

আজি রে ঘুমন্ত পাখিগণে
জাগা'য়ে সঞ্চরে বায়ু কাননে।
হাসে তারাবলী সুখে গগনে।
নব সুখ-ভরে
দম্পতী বিহরে
কিবা শোভা সুন্দর মিলনে।

মিলন-গীত নং ৩

সকলে।

পরজ-কালাংড়া—একতালা।

আহা মরি কিবা শোভা আজি বনে হইল।
মদন রতিরে ল'য়ে
যেন বনে শোভিতেছে,
রোহিণী-শশাঙ্ক ভূমে উদিল।
গগনে অমরগণ
হরিষে গাই'ছে—
সতীগুণে মৃত পতি বাঁচিল—
এই যে ক্ষণেক আগে
কেঁদেছিল যামিনী—
তারা-হার পরি' পুন হাসিল।
এ হেন সুখের নিশি
হ'বে না আর রে—
সাবিত্রীর যশে বিশ্ব ভরিল।
বিধির বিধির গায়ে
সত্যবান-কামিনী
নিজ পতিভক্তি-বলে নব বিধি সৃজিল।
মৃত পতি বাঁচাইয়ে অমৃতরূপিণী রে
"মৃতসঞ্জীবনী" নাম লভিল।

অনলে বিজলী

নাটক।

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥"
অধ্যাত্মরামায়ণ—যুদ্ধকাণ্ড—১২শ সর্গ।

"বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী ॥"
মহানাটক—৯ম অঙ্ক।

"সাই রামবামবিভাগ রাজতি রুচির অতি শোভা ভলী।
নবনীলনীরজনিকট মানহুঁ কমলপঙ্কজকী কলী ॥"
তুলসীদাসী রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ। রাম, লক্ষ্মণ, বরুণদেব, অগ্নিদেব, যশোদেব, সুগ্রীব, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ, বিভীষণ, মাতলী, মুখসর্ব্বস্ব। এতদ্ব্যতীত কপি-সৈন্যগণ, পতাকাবাহিগন, বাদ্যকারগণ, চারি জন রাক্ষস ইত্যাদি।

স্ত্রী। সীতা, মন্দোদরী, সরমা, সরস্বতী ও অপ্সরাগণ।

প্রথম অঙ্ক।

লঙ্কা—সমুদ্রতটে সমরক্ষেত্র।

সৈন্যগণের সহিত মৃত রাবণ পতিত। পার্শ্বে রাম, লক্ষ্মণ, জাম্ববান্, সুগ্রীব, হনুমান্, অঙ্গদ ও কপিসৈন্য-গণ দণ্ডায়মান।

রাম।—(রাবণের মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের প্রতি)—
লঙ্কেশ রক্ষের, হায়, এ দশা নেহারি',
রে লক্ষ্মণ, হর্ষ সহ বিষাদ-মূরতি
আজি নেত্র-পথে মোর অচলা হইয়া
দাঁড়া'য়েছে; ধ্রুব সহ তমস্বিনী যথা।
যে হৃদুৎস হ'তে, বৎস, কাল এতক্ষণে
উৎসাহ, ভরসা, আশা, বৈর-নির্যাতন
কৈল মোরে শশব্যস্ত ঘাতপ্রতিঘাতে,
আজি সে হৃদয়-উৎসে বিনষ্ট সে সব,
শীতর্ত্তু-প্রভাবে, অহ, সরসী উরসে
প্রফুল্ল কমলকুল গলিত যেমতি।
হিমাদ্রির শৃঙ্গোপম লঙ্কা-অধিপতি
আজি মোর ব্রহ্ম-অস্ত্রে ধরাতলশায়ী,
জীবনশূন্য—স্পন্দহীন—শ্বাসশূন্য নাসা;
অমেয় বিক্রমে যা'র পর্ব্বত সহিত
থরথরে বসুন্ধরা কাঁপিত সঘনে;
অনন্তের নিরন্তর অন্তর পীড়িত,
দশ শত ফণা যা'র সরক্ত গরল
উদ্গারিত মুহুর্মুহুঃ বসুধা-চাপনে
রাবণ-চরণ-চাপে; অদ্য হ'তে আর
মেদিনী কম্পিবে নাহি থর থর করি';
সর্পেশ বাসুকি সুস্থ, বৎস, অদ্যাবধি।
কিন্তু মম—

লক্ষ্মণ।— সে কি, দেব, শত্রুবধে কেন
আজি তব চিত্ত মাঝে এ ভাব উদিত?

কেশরী করীরে নাশি' বিষণ্ণ কভু কি ?
কভু কি গো বৈনতেয় ক্ষুণ্ণ অহি-বধে ?
কে জানে তোমার, আর্য্য, হৃদয় কেমন,
কে জানে তোমার চিত্ত কিসে বা নির্ম্মিত
জানি না,—অবিজ্ঞ আমি,—কেমনে বুঝিব ?
কিন্তু এ ত বুঝি আমি ;—কহ দেখি মোরে,
রঘূদ্বহ, কহ মোরে জানি' বশংবদ,
ছলিও না, সত্যসন্ধ, শূর-শিরোমণি,
ছলনার ছায়া কভু তোমার অন্তরে
স্থান নাহি পায় ; সূর্য্যে কলঙ্ক কি পশে ?
বল দেখি দাসে, দেব, রাক্ষস-পাংসন
দশস্কন্ধ যবে মোর (এখনো শিহরে
আপাদমস্তক, হায়, সে কথা স্মরিলে !)
সংগ্রাম-পীড়িত বক্ষে কালাগ্নি-সম্ভবা
মহাশক্তি নিক্ষেপিল ঘোর হুহুঙ্কারে,
পর্জ্জন্য নিক্ষেপে যথা, দারুণ রুষিয়া,
প্রাণহা কঠিন বজ্র বালতরু-চূড়ে ;
সেই কালে বিমূর্চ্ছিত হইয়া পড়িনু,
রক্ষ-কর-ক্ষিপ্ত শক্তি হরিল অচিরে
মানুষিক শক্তি মোর—হৈনু গতজীব !
আমি ত জানি না, প্রভো, কেমনে জানিব
বিচ্যুতচেতনপ্রাণ ছিনু সেই কালে।
সত্যরূপী তুমি, আর্য্য, তুমি ত সকলি
সে কাল-কালের বার্ত্তা আছ সুবিদিত,
কহ দেখি তবে দীনে, দুষ্ট দশানন
তব সম দুঃখদিগ্ধ হইল কি কভু
মম বধে ?

হনু।— ধন্য তুমি, সুমিত্রা-কুমার,
ধন্য বুদ্ধি ধর তুমি, বীর-বিবেচিত।
উপযুক্ত যুক্তি তব শুনি' তুষ্ট আমি।
বীর-কণ্ঠে এই ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া
বীর-শ্রুতি-মূল সুখী করয়ে যেমতি,
সুরবী সঙ্গীত-যন্ত্র পারে কি তেমন ?

রাম।—লক্ষ্মণ, সকলি জানি ; কিন্তু রে তথাপি
কে জানে—কেন যে চিত্ত—

জাম্ব।— শুন, অরিন্দম,
রঘু-কুল-সরোবর-প্রফুল্ল-সরোজ
মহাবল রামচন্দ্র, শত্রুবধে কভু
শূর-চিত্তে না সম্ভবে হেন বিপরীত
অচিন্ত্য অবস্থা, দেব, বীর-নিন্দনীয়া।
অরিন্দম, পরন্তপ, শত্রুবিমর্দ্দন
প্রভৃতি উপাধি-মালা শূর-কণ্ঠে শোভে
কি হেতু ? তুমি কি তাহা অবিদিত, প্রভো?
রাজশাস্ত্র উন্মোচিয়া, প্রতি পৃষ্ঠা খুলি'
তন্ন তন্ন করি' দেখ, কোন্ স্থলে লেখা
আছে হে অরাতি-বধে দুঃখ সুবিধেয় ?

সুগ্রীব।—যদিও সামান্য আমি তব পদাম্বুজে,
রঘু-কুল-সুতিলক, তবু কপিকুলে
রাজা আমি—রাজনীতি নহি কি বিদিত ?
রাজনীতি-মূলে, মিত্র, জানি ভাল মতে
লিখিত এ কথা,—'শত্রু যে কোন উপায়ে
উচিত নিপাত করা—শত্রুনিপাতনে
দয়ার্দ্র-হৃদয় কভু না হয় বিহিত।
আত্মরক্ষা—প্রজারক্ষা—দেশরক্ষা তরে
সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে অরাতি বধিবে ;
দয়া, মায়া, ক্ষমা, শোক, দুঃখ, সরলতা
শত্রুনিপাতনকালে হলাহল-জ্ঞানে
মুহূর্ত্তে এ সবে ত্যাগ অবশ্য করিবে।
ঈর্ষা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুর-চিত্ততা
কভু না ত্যজিবে শত্রুহননসময়ে।
যতক্ষণ কলেবরে প্রাণ-বায়ু র'বে ;
ততক্ষণ যুদ্ধকালে এ বৃত্তিসমূহে
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জানি' রাখিবে যতনে।'
রাজনীতি-সুশিক্ষক কোবিদমণ্ডলী
শিক্ষা দিলা যত্নে মোরে,—'অগ্রে প্রাণ ত্যজ,
পরে ত্যজ ক্রোধ, হিংসা, বৈর-নির্য্যাতন
নির্জ্জীব শরীরে ; রাম, গূঢ়শিক্ষা অতি।
আরো শিখাইলা তা'রা, বৈরি-বধকালে,
কিংবা শত্রু হত হ'লে যেন দুঃখ, দয়া
না পরশে শূর-চিত্ত,—বীর-বিগর্হিত।'
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
মিত্র আমি—সাজে মোরে কহিতে তোমারে,
এ হেতু কহিব এক রহস্যের কথা।
যদি তাহে দোষ দেখ, ক্ষমিও স্বগুণে।
হে শত্রুবৎসল সখে, শত্রুবধে যদি
দুঃখের অতল জলে নিমগ্ন হইবে
জানিতে, কি হেতু তবে ধনুর্ব্বাণ ছাড়ি'
যাচক সাজিয়া যাচ্ঞা করিলে না গিয়া
লঙ্কেশের পাশে তব—

রাম।—(সলজ্জে) —ক্ষম, মিত্রবর,
বুঝিয়াছি আমি আজি বীর-চিত্ত তব
রুষ্ট অতি মোর প্রতি, মম ভাগ্য-দোষে।

অঙ্গদ।—এত যদি দুঃখ তব শত্রু-বিনাশনে,
শত্রুবিনাশন ওহে পঙ্কজ-লোচন,
কহ তবে, কোন্ দোষে পিতারে আমার
বিনাশিলে, আঁধারিয়া কিষ্কিন্ধা নগরী ?
সেই তুমি—সেই চিত্ত—সেই শৌর্য্য-তেজঃ
এখনো তোমাতে দেখি. কিন্তু বল দেখি,

দয়াময়, বালি-বধে শোক দুঃখ, দয়া
কোথা ছিল তব ? আজ সত্য শত্রু-বধে
এতই কাতর তুমি !—বিচিত্র বিষাদ !
(সকলে অধোমুখ)

রাম।—(অঙ্গদের পৃষ্ঠে করস্পর্শ পূর্ব্বক শোক-
সন্তপ্ত স্বরে)—
রাজপুত্র, ক্ষম মোরে, অতি অপরাধী
তোমার নিকটে আমি। তব পিতৃবধে
অর্জ্জিয়াছে যে পাতক, জানি বিধিমতে
না ধুইবে সে পাতক-জনিত কলঙ্ক
যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রমণ্ডলী।
চান্দ্রায়ণ, প্রায়শ্চিত্ত, কোটি অশ্বমেধে
সে পাপ-বিমুক্ত আমি নারিব হইতে।
শতবর্ষব্যাপি-বৃষ্টিপতনে কি কভু
প্রস্তর-অঙ্কিত-রেখা হয় বিমোচিত ?

[অধোবদনে অগ্রে রাম ও পশ্চাৎ
সকলের প্রস্থান।

রোদন করিতে করিতে বিষাদিতচিত্তে
বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী।—অহ, রক্ষঃকুলচূড় লঙ্কা-অধিপতি—
এ দীনের—এ পাপীর—এ হতভাগ্যের
জনকস্থানীয় তুমি অগ্রজ বীরেন্দ্র !
আজি তব হেন দশা এ পাপ অক্ষিতে
দেখিতে হইল, হায়, বিধি-বিড়ম্বনে !
বিধি-বিড়ম্বনে ?—ছি ছি, এক পাপ করি',
ঢাকিতে সে পাপ পুনঃ করি অন্য পাপ !
কি দোষ বিধির ? দোষ সকলি আমারি।
মোরি কর্ম্মদোষে আজ, বীরবংশ-রাহু,
রাঘবের ব্রহ্ম-অস্ত্রে কাল-কবলিত !
নৈদাঘ প্রচণ্ড রবি চির অস্তমিত ;
অহ, আজি হৈম লঙ্কা মগ্ন অন্ধকারে !
(রাবণের শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া)—
উঠ বীর,—উঠ ভ্রাতঃ,—উঠ রক্ষঃপ্রাণ,
ক্ষম মোরে, ক্ষমাকর ! মহা-অপরাধী
এ অধম তব পদে। মিল বিংশ অক্ষি,
রক্ষঃ-কুল-পুণ্ডরীক, রাক্ষস-ভরসা !
(বক্ষে করাঘাত করিয়া)—
তব শুভ সঙ্কল্পিয়া কহেছিনু আমি
তোমারে, হে মহাবীর, শ্রীরাম-সমীপে
প্রত্যর্পণ করিবারে জনক-আত্মজা ;
কিন্তু তুমি রুষ্ট হ'য়ে এ অধীন দাসে
ঘৃণা করি' এই বক্ষে ভীম পদাঘাত
করিলে সবলে, বক্ষঃপঞ্জর চূর্ণিল
সে আঘাতে ; আজো ব্যথা জাগি'ছে অন্তরে
কিন্তু, আজি মৃত্যু তব যে যন্ত্রণা দিল,
পদাঘাতজাত ব্যথা বিলীন তাহায় ;
ছুরিকার ক্ষতস্থলে কুঠার আঘাত !
এমনি দারুণ ব্যথা—এমনি যন্ত্রণা—
এমনি অন্তরভেদী হৃদয় পীড়ন,
কি ক'ব তা' এক মুখে, দেবকুলত্রাস !
উঠি' তুমি এই বক্ষে শত পদাঘাত
কর, ভ্রাতঃ, মুহুর্মুহুঃ, দিব বক্ষঃ পাতি'
অনা'সে এ পদতলে এবে, মহেষ্বাস !
(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—
হায়, আজি যুগান্তর ঘটিল ক্ষৌণীতে ;
এ হেন কানকী লঙ্কা মহামরুভূমি !
হা বিধাতঃ, কি দুর্দ্দিন অকস্মাৎ আজি
পশিল এ লঙ্কাপুরে দুর্দ্দম বিক্রমে
বিনাশিতে কৌণপের আনন্দ, গৌরব !
যুগপৎ চন্দ্রসূর্য্য গ্রস্ত রাহুগ্রাসে !
এ লঙ্কা রাক্ষসী পুরী আজি সত্য বটে,
সত্য বটে আজি লঙ্কা ভীষণ শ্মশান,
যত দিন বিংশ নেত্র—বিংশ ভানু যেন
সমুদিত যুগপৎ সুনীল অম্বরে
ভাস্কর ময়ূখজালে বিশ্ব ঝলসিয়া
বিঘূর্ণিত হ'ত লঙ্কাস্বরূপ নভসে,
তত দিন, কা'র সাধ্য—কে বলে সাহসে
ছিল না এ রক্ষঃপুরী কোটি স্বর্গ সম ?
আজি বিপরীত ভাব !—হায়, রে অদৃষ্ট !
আজি লঙ্কা কাল-চক্রে নরক-নিখাত !
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
উঠ বীর-শিরোমণি, রাক্ষস-জীবন,
পাপী বিভীষণাগ্রজ, উঠি' একবার,
দীপ্ত অক্ষি উন্মীলিয়া ক্ষণকাল তরে
নিরখ লঙ্কার দশা, এ মোর মিনতি।
প্রচণ্ড প্রতাপে তব যে প্রচণ্ড ভানু
অনুক্ষণ ভীততনু হইয়া লুকা'ত
সুদূর জলদ-গর্ভে, সে ভাস্কর আজি
দহি'ছে লঙ্কার বক্ষঃ তব তিরোধানে !
তব একমাত্র চক্ষুঃ আরক্ত হইলে
(দীপ্ত অগ্নিশিখা যেন) সহস্র লোচন
শচীপতি ভীতচিত্তে দশশত চক্ষুঃ
নিমীলি' রহিত, যথা সূর্য্যেরে দেখিলে
তড়াগ কুমুদ-নেত্র মুদয়ে উত্তাপে।
আজি, ভ্রাতঃ, সেই ইন্দ্র, চিরশত্রু তব,
উন্মীলি' সহস্র অক্ষি লঙ্কা নিরীক্ষি'ছে—

নিরীক্ষি'ছে তনু তব উপহাসচ্ছলে !
দেখ, শূর, সূর্য্যসুত মৃত্যু-অধিপতি
রাশি রাশি তৃণগুচ্ছ অশ্ব-গ্রাস হ'তে
কাড়ি' ল'য়ে ভাসাই'ছে সমুদ্র-সলিলে !
কে বশীভূতিবে তা'রে ?—যমশূন্য যম !
(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—
হা বীরেন্দ্র ! কোথা তুমি ? আমি বা কোথায়
এক্ষণে ?—হা ভাগ্য ! অহ, বিষম যন্ত্রণা !
ভ্রাতৃহত্যা বিভীষিকা আজি নেত্রপথে
উৎকট আতঙ্ক মোরে দেখাই'ছে মুহুঃ।
তোমার পবিত্র আত্মা বায়ুসহ মিশি'
অভিসম্পাতি'ছে মোরে বিকট বদনে।
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি
ক্ষণ তরে।—অবিলম্বে নীল সিন্ধু-জলে
বিসর্জ্জিব—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই।
(সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)—
জলনাথ, এ পাপীরে তব নীল জলে
দয়া করি' দাও স্থান,—এ মম মিনতি।
এ পাপ শরীর ধরি' নাহি চাহি আর
বাঁচিতে মুহূর্ত্ত তরে লোকালয় মাঝে।
এই আমি, হে জলেন্দ্র, তব নীলপদে,
মম পাপ, পাপবুদ্ধি, পাপকার্য্যসহ
এ পাপশরীর আর এ পাপজীবন
বিসর্জ্জিব— সত্য কহি—চিরকাল তরে।
আর না—অসহ্য—অহো—দারুণ যন্ত্রণা !
[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—এ কি ? কোথা ?
(নেপথ্যে)— ছাড়।
(নেপথ্যে)— কেন ?
(নেপথ্যে)— মহাপাপী আমি।
(নেপথ্যে)—ক্ষান্ত হও, প্রভু-সখে,
(নেপথ্যে)— কি হেতু স্পর্শিলে
এ পাপীরে, কপীশ্বর, অস্পর্শ্য যে আমি !
(নেপথ্যে)—চিরস্পর্শ্য তুমি।
(নেপথ্যে)— না না—নরকের কীট !

বিভীষণকে ধারণ করিয়া হনুমানের
পুনঃপ্রবেশ।

বিভী।—(স্বগত)—
এ অদৃষ্টে মৃত্যু নাই ? জীবন-যন্ত্রণা
এ পাপ-ললাট-পট্টে, অকাট্য লিখন ?
রে যম, নির্ব্বোধ তুই ;—নতুবা কি হেতু
লব্ধবস্তু তেয়াগিলি ? গ্রাস হ'তে মোরে
নিক্ষেপিলি দূরপথে পুনঃ, মূঢ়মতি,
কত শত জীবে তুই কটাক্ষে চাহিয়া
সংহার করিস্ ! অহ, কত ক্ষুদ্র শিশু—
সংসার-চরিত্র-অজ্ঞ, নিষ্পাপ-মূরতি—
ও তোর করালগ্রাসে পশে বিনা দোষে ;
নির্দ্দয় শীতর্ত্তু গ্রাসে পদ্মকুল যথা।
কিন্তু, পাপি-শাস্তা যম ! এ কোন্ নিয়মে,
এ কোন্ বিচারে তুই এ হেন পাপীরে
ত্যজিলি ?—জানিনু তুই নিষ্পাপ-বিনাশী।
শিখুক জগৎ আজি শিক্ষা যথোচিত,—
পাপিশাস্তা নহে যম,—নিষ্পাপ-বিনাশী।
পাতকীর মৃত্যু নাই—সাক্ষী বিভীষণ।
পাতকীর সেই মৃত্যু—জীবিত য'দিন ;
পাতকীর সেই শাস্তি—জীবিত-যন্ত্রণা।

(হনুমানের প্রতি প্রকাশে)—

হে রাঘব-উপকারি বীরেন্দ্র-প্রধান
অঞ্জনা-নন্দন, আজি মম অপকারে
চিত্ত তব প্রধাবিত ?—পূত ভুজযুগ
অপবিত্র করিলে হে, কহ কি বিচারে ?
দারুণ জীবন-জ্বালা—যে জ্বালায় আমি
এ পাপশরীর, প্রাণ, ভূতল-নিবাস
পরিত্যাগে সঙ্কল্পিনু—হায়, কি দুর্গতি,
আরো বাড়াইলে তুমি বাধিয়া আমারে !
হুতহুতাশনে, হায়, নির্ব্বাণ-আশায়
জলভ্রমে ঘৃতরাশি ঢালিলে, মারুতি !
হনু।—কি আশ্চর্য্য !-কি শুনি হে তব মুখ হ'তে
আজি, দশাননানুজ, পূর্ণচন্দ্র হ'তে
বিষরাশি ক্ষরি'ছে কি ?—বিস্ময় মানিনু !
বহুদর্শী সরমেশ, তব স্মৃতি-পটে
লভিল কি স্থান আজি বিস্মৃতি পাপিনী ?
মরিতে বাসনা তব ?—কিন্তু দেখ ভাবি'
ত্রিভ্রাতৃ-তপস্যা কথা বারেক মানসে।
মহাপুণ্য-ফলে আর শুদ্ধতপোবলে,
মহাতপী ! মহাবর বিধাতৃসকাশ
লভ নি কি ? হে অমর ! ভুলিলে কি আজি
সে অমর বর, যাহা সুর-বাঞ্ছনীয় ?
রক্ষঃকুলে ধন্য তুমি, রক্ষঃচূড়ামণি !
এ অমর বর, বল, এ রাক্ষসকুলে
কে আর লভেছে, কিংবা কে আর লভিবে ?
ধন্য পুণ্যবান্ তুমি, কিন্তু কি কুক্ষণে
এ অসাধ্য যত্ন তব জাগিল মানসে !
অমরে মরিবে লঙ্ঘি' বিধাতৃ-আদেশ ?
বিভী।—(প্রতিবোধিত হইয়া)—

কি হেতু, পাবনি, পুনঃ তীক্ষ্ণ বিষধরী
স্মৃতিরে জাগা'লে মোর? সবিষ দংশনে
চিত্ত আরো জর্জ্জরিত! অমরতা ভুলি'
মরিতে উদ্যত আমি, কেন পুনঃ তুমি
শুভচ্ছলে আশা মোর করিলে দূরিত?
মৃত্যু-ইচ্ছা-রূপ এক ছিল ক্ষুদ্র কূপ
অসহ যন্ত্রণারূপ মহামরুভূমে,
হায়, আঞ্জনেয়, তা'ও বিশুষ্ক হইল
এ দগ্ধ ভাগ্যের দোষে!—চিরদুঃখী আমি!

(ক্ষণেক চিন্তিয়া স্বগত)—

হা বিধাতঃ! যদি আগে জানিত এ পাপী
অমূল্য অমৃত হ'বে বিষে পরিণত,
তা' হ'লে কভু কি, দেব, মহামূর্খতম
পরিণাম-অজ্ঞ এই পাতকী কৌণপ
লইত তোমার পাশে এ অমর বর?
বুঝিলাম এত দিনে তন্ন তন্ন করি'—
আপাত-আনন্দকর অমরত্ব বর,
কিন্তু তা'র অভ্যন্তরে নিরন্তর জাগে
মৃত্যুর অপেক্ষা দুঃখ—অনন্ত—অমেয়া
বিশেষিয়া জানিলাম বিধাতৃ-ছলনা
অমরত্ব বর শুধু, চির-দুঃখময়!
চতুর্ম্মুখ, কিছু তব নাহি অবিদিত,
সকলই জ্ঞাত তুমি,—বাহ্য অভ্যন্তর
জগতের—মানবের—কীটাণুকীটের
নখদর্পণের মত অবগত তুমি।
তাই তুমি এ পাপীরে বরদানচ্ছলে
মহা-অভিশাপ দিলে, বুঝিনু এক্ষণে।
আত্মীয় স্বজনঘাতী পাপী বিভীষণ
উত্তরে এ মহাপাপ করিবে, জানিতে
তুমি, পদ্মযোনি! তা'ই চিরশাস্তি তা'র
প্রদান করিতে, হায়, পাপীর জিহ্বায়
এ ভীষণ বর-বাণী নির্গত করা'লে।
অপূর্ব্ব চতুর তুমি, হে বিশ্বনির্ম্মাতা!
আজি, বরদাতা! তব বরদান-ফল
পূর্ণাংশে ফলিল। দেব বিশ্ব-অক্ষি বিধি,
দেখ তুমি আজি হ'তে নির্নিমেষ নেত্রে
এ নেত্রে বহিতে অশ্রু দরদর ধারে
যত দিন তুমি—আমি। তোমার জগতে
রটিল কলঙ্ক মোর বায়ুসহ মিশি'
যত দিন তুমি—আমি। এ কলঙ্ক র'বে
তত দিন পাপভাগ্যে অমর হইয়া,
যত দিন তুমি—আমি, হে বিশ্ববিধাতঃ!
একেরে অমর করি' বিনা বরে পুনঃ
অমর করিলে তুমি, বরদ বিধাতঃ,
এ পাপীর কলঙ্কেরে যন্ত্রণার সহ;
মরিতে দিলে না, হা, এ রক্ষঃ পিশাচে।

(অশ্রুমোচন)

হনু।—কেন বৃথা বিলাপি'ছ, কৌণপ-তিলক?
বিজ্ঞ জনে কভু কি হে নির্ব্বোধের সম
অশ্রুপাত সাজে? যাহা অদৃষ্ট-লিখন,
কে খণ্ডন করে তা'র?—বৃথা এ বিলাপ।

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

(কিঞ্চিদ্দূরে বিভীষণ ও হনুমানের অবস্থিতি।

পরিচারিকাগণের সহিত মন্দোদরীর দ্রুতপদে প্রবেশ।

মন্দো।—(রাবণের শবোপরি পতিত হইয়া সরোদনে)—

উঠ, নাথ লঙ্কেশ্বর! বারেক সম্ভাষ কর,
বিংশ অক্ষি খুল একবার,
তোমার অধীনী নারী অভাগিনী মন্দোদরী
পাদপদ্মে পতিত তোমার।
চেয়ে দেখ, মহারাজ! স্বর্ণলঙ্কা শূন্য আজ,
ঘুচি' গেল সকল ভরসা;
কে জানে এমন হ'বে, লঙ্কা-রবি অস্ত যা'বে
অভাগীর করিয়া দুর্দ্দশা!
রাজেন্দ্র আমার স্বামী, রাজেন্দ্র-মহিষী আমি
আজি যেন অলীক স্বপন;
নির্দ্দয় বিধাতা বাম, ছাড়ি' তা'ই লঙ্কাধাম
লঙ্কানাথ করিলে গমন!
ঘটিল প্রলয় আজ, মস্তকে পড়িল বাজ
তা'ই তুমি ত্যজিলে আমায়;
দেখ, নাথ, একবার, হৈমপুরী অন্ধকার,
শোক-স্রোত প্রবাহিয়া যায়।
পূর্ব্ব-জন্ম-পাপ-ফলে ভাসি আমি অক্ষি-জলে,
ঘন বহে সুদীর্ঘ নিশ্বাস;
অবশ হইল দেহ, নাহি মোর আর কেহ,
অভাগীরে কে দিবে আশ্বাস!
মন্দভাগ্যা মন্দোদরী কাহার চরণ ধরি'
জীবে এই শোকের সংসারে!
যেথানে গিয়াছ তুমি, সেথানে যাইব আমি,
ছায়া কভু ছাড়ে কি কায়ারে?

(পুনঃপুনঃ অশ্রুমোচনানন্তর ক্ষণেক চিন্তিয়া)—

কি?
বীর-পত্নী হ'য়ে ফেলি নেত্রজল?
নাথের এতে যে হ'বে অমঙ্গল;

পতি-আত্মা মোরে ভৎর্সিবে এখনি ;
ছি ছি কাঁদে কেন বীরেন্দ্র-রমণী ?
ছি ছি, চিত্ত, কেন অধীর হ'লি ?
ছি ছি, মন্দোদরি ! মানুষীর মত
পতি-শোকে কেন কাঁদিয়ে বিব্রত ?
কাঁদে কি এরূপে রাবণের রাণী ?
রাবণানী-মুখে সাজে কি এ বাণী ?
নিন্দিবে জগত কত কি বলি'।
দশানন হেন পতির বিচ্ছেদ,
মন্দোদরী হেন মহিষীর খেদ
একত্রে মিলিলে—
(বিভীষণকে দেখিয়া সরোষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক)
—ওরে কুলাঙ্গার !
এখনো এখানে, ধিক্ শত বার !
দূর—দূর হ, পাপী ! জলধির পার ;
রাক্ষস-অধম, রক্ষোবংশঘাতী !
না রাখিলি কা'রে বংশে দিতে বাতী ;
পাতকী !—নারকী !—বিশ্বাসঘাতক !
স্বর্ণলঙ্কাপুরে নরক-পাবক !
কৈলি ছারখার অযুত অপার
নিশাচরে, ওরে দুষ্ট দুরাচার !
শ্মশান করিলি সোণার সংসার।
আঁধার করিলি রাজেন্দ্র-আগার।
ওরে ভ্রাতৃঘাতী ক্রূর বিভীষণ !
নামের মহিমা করিলি পূরণ ?
ওরে কাপুরুষ !—পিশাচ !—নির্দ্দয় !
এখনো মরিতে ইচ্ছা নাহি হয় ?
কত রক্ষোবধূ কৈলি অনাথিনী,
আনিলি লঙ্কাতে অমার যামিনী !
ওরে ও কৃতঘ্ন ! রক্ষঃ-কুলাঙ্গার !
তোরি দোষে আজ এ দশা আমার !

বিভী।—ক্ষম মোরে, ক্ষম মোরে, লঙ্কেশ-মহিষি !
ক্ষম মোরে, মহাদেবি ! মহাদোষী আমি
ভ্রাতৃবধ-মহাপাপে ; ক্ষম নিজ গুণে।

মন্দো।—(সরোষে)—
ক্ষমা নাই তোর ;—কভু ক্ষমিব না ;
পাপীর বচন কভু শুনিব না !
মেঘনাদ আদি বীর পুত্রগণ
অভাগীর, আহা, জীবন-জীবন ;
সকলেরি তুই নিধন-কারণ,
ক্ষমা নাই তোর, ওরে বিভীষণ !
যে রাক্ষস, হায়, আপন কুমার
তরণীসেনেরে করা'ল সংহার,
হেন কাপুরুষে—হেন পাতকীরে
এ জগতে কেহ ক্ষমে কভু কি রে ?
জাতীয় গৌরব দিয়ে বিসর্জন,
যে লহে নরের চরণে শরণ,
গৃহানুসন্ধান যে অরিরে কয়,
তা'র ক্ষমা আজো নাহি রে নিশ্চয়।
যা'র মহাপাপে লঙ্কার তপন
লঙ্কা আঁধারিয়া করিলা গমন,
আজি মন্দোদরী মহাপাপে যা'র
হৃদয়ে বহিল বৈধব্যের ভার,
তাহারে ক্ষমিলে মহাপাপ হ'বে
তা'রে ক্ষমা করা হৃদয়ে না স'বে।

বীরের দুহিতা, বীরের বনিতা,
বীরের জননী, বীরা মন্দোদরী
দেখা'বে বীরতা—দেখা'বে ক্ষমতা,
দেখ্, দুরাচার, কি-যে তোর করি।
কভু ধরি নাই শর শরাশন
শত্রু বধিবারে সমর-প্রাঙ্গণে ;
আজি সে বাসনা করিব পূরণ,
দেখ্, ভ্রাতৃঘাতী, দেখ্ রে নয়নে।
পীড়িতা ভুজঙ্গী কত বল ধরে,
দেখা'ব রামেরে—দেখা'ব লক্ষ্মণে ;
সবিষ দংশনে মরে কি না মরে,
দেখ রে পিশাচ, দেখ্ রে নয়নে।

[নীরবে বিভীষণ ও হনুমানের প্রস্থান।

(পরিচারিকাগণের প্রতি)—
যা লো ত্বরা তোরা, অসি খরধারা
তূণ পূরি' আন্ বাছি' বাছি' শর,
মুষল মুদ্গর, পট্টিশ, তোমর,
আন্ শেল, শূল শমন-সোসর !
সমর-চতুর সুকঠিন খুর
সমর-তুরঙ্গ আন্ লো সাজা'য়ে ;
আন্ সন্নহন, আন্ শরাসন,
আন্ বীরাসন তুরঙ্গে বিছা'য়ে।
আয়ুধ-ভবনে পবন-গমনে
যা লো তোরা—ওলো রাক্ষস-কামিনি !
পারি কি না পারি, ধরি' তরবারি,
সমরে ছুটা'তে জলন্ত দামিনী !
সরমা কি আমি ?— সরম ত্যজিয়া
অরি-পত্নী-পদ পূজিব সাদরে ?
মন্দোদরী আমি, স্বামীরে স্মরিয়া,
অসি নিষ্কোষিয়া নাচিব সমরে।
(অঙ্গভূষণ উন্মোচনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে
করিতে)

স্বর্ণ অলঙ্কার শরীরে আমার
সাজে না ক আর—দূর হ'য়ে যা'ক্।
এয়ো-চিহ্ন নোড়া উচিত কি ছোঁয়া,
এয়োত্ব আমার পুড়ে হ'ল থাক্!
সাঁজোয়া লইয়া, শরীরে পরিয়া,
আয়ুধ-ভূষণে ভূষিব কায়;
রাবণ-মহিষী আজি আশীবিষী,
দেখ্ লো সকলে, সমরে ধায়।
সীঁথীর সিন্দূর মুছি' করি দূর,
এ পোড়া কপালে সাজে না আর!
সমর-টোপর মাথার উপর
পরিব—সমর-ভূষণ-সার।
প্রতিজ্ঞা আমার;— নীল পারাবার
অরির শোণিতে করিব লো লাল,
আজ লঙ্কাভূমি কর্দ্দমিব আমি
অরির শোণিতে, ধরি' খাঁড়া ঢাল।
আয়ুধ-ভবনে পবন-গমনে
যা লো তোরা—ওলো রাক্ষস-কামিনি!
পারি কি না পারি, ধরি' তরবারি
সমরে ছুটা'তে জ্বলন্ত দামিনী?
সিন্ধু শুকাইব, ইন্দু বিনাশিব,
তপনে বধিব খণ্ড খণ্ড করি',
গ্রহ তারা যত আজি হ'বে হত,
শমনে নাশিবে আজি মন্দোদরী।
বাসবাদি সুর নহে বহু দূর
আজি আয়ুপথে আমার করে;
স্বামি-অর্দ্ধ-কায় আজো লো লঙ্কায়,
দেখি মন্দোদরী বাঁচে কি মরে!
সরমা কি আমি? সরম ত্যজিয়া,
অরি-পত্নী-পদ পূজিব সাদরে?
মন্দোদরী আমি, স্বামীরে স্মরিয়া,
অসি নিষ্কোষিয়া নাচিব সমরে।
বধিব রাঘবে; অন্তিম আহবে,
বধিব লক্ষ্মণে পুনঃ শেলাঘাতে;
আজি মম পণ;— অশোক কানন
ভাসা'ব নয়ন-সলিল-পাতে।
আজি মম পণ;— অযোধ্যা-ভবন
না দেখিবে আর শ্রীরাম লক্ষ্মণে;
আজি মম পণ;— রাজসিংহাসন
লভিবে ভরত অযোধ্যা-ভবনে।
যা লো ত্বরা তোরা, অসি খরধারা,
তূণ পূরি' আন বাছি' বাছি' শর;
মুষল, মুদ্গর, পট্টিশ তোমর,
আন্ শেল, শূল শমন-সোসর।
প্রতিজ্ঞা আমার;— নীল পারাবার
অরির শোণিতে করিব লো লাল,
আজ লঙ্কাভূমি কর্দ্দমিব আমি
অরির শোণিতে ধরি' খাঁড়া ঢাল।
আজি মম পণ;— পাপী বিভীষণ
চিরকাল তরে নয়ন মুদিবে;
জাম্ববান্, হনু পুনঃ পরমাণু
পঞ্চভূতে মিশি' আজি লো হইবে।
বিনাশিয়া নলে সাগরের জলে
আজি নিক্ষেপিব;—নাহিক নিস্তার।
তা'রি সেতু-গায় লাগাইব তা'য়,
অধিক হইবে সেতুর বিস্তার!
সুগ্রীব বানরে আজের সমরে
মন্দোদরী-করে মরিতে হইবে;
লঙ্কার বিপদ, মরিবে অঙ্গদ,
প্রতি অঙ্গ তা'র ছিঁড়িবে ছিঁড়িবে!
কপিকুলে বধি' পূরা'ব জলধি,
শৃগাল কুক্কুর খাইবে তা'য়।
রাবণ-মহিষী আজি আশীবিষী,
দেখ্ লো সকলে সমরে ধায়।
সামান্য মানব মরিবে রাঘব,
মরিবে লক্ষণ ক্ষত্র-কুলাঙ্গার!
স্বামি-অর্দ্ধ-কায় আজো লো লঙ্কায়,
আজের প্রলয়ে নাহিক নিস্তার!

(সহচরীদিগকে লইয়া সমর-সজ্জাকরণ হেতু গমনোদ্যতা)

(সহসা আকাশবাণী)

ক্ষান্ত হও, রাজেন্দ্রাণি! বিফল প্রয়াস
আজি তব।—কভু রাম রাজীব-লোচন,
কিংবা তাঁ'র বহিঃপ্রাণ সৌমিত্রি অনুজ
প্রাণান্তেও নারী-অঙ্গে অস্ত্র না নিক্ষেপে'।
তবে যদি কহ তুমি,—নারী-বধ-পাপে
এত যদি ভীত রাম তাড়কারে তবে
কি ভয়ে বধিলা?—রাজ্ঞি! সে কথা নিগূঢ়
গুরু-উপদেশে তিনি বধিলা তাহারে
রক্ষিবারে ঋষিকুলে, বীর অরিন্দম।
তুমি দোষী নহ কভু;—তব বর দেহে
বর-বপু-ধর রাম অস্ত্র না এড়িবে'।
তুমি তাঁ'রে ক্রোধভরে আজি, গো ভামিনি,
বিঁধিবে শায়ক-জালে, সহিষ্ণু রাঘব
সহিবেন অস্ত্র তব; যথা হরিদ্বপু
বনস্পতি বিস্তারিয়া শ্যাম-বক্ষঃস্থল;
বর্ষার আসার সহে নীরবে, লঙ্কেশি!

কিন্তু জে'ন, আমি কভু সে দশা তাঁহার
নারিব দেখিতে, বীরে! অলক্ষ্যে তাঁহারে
রক্ষিব গো, কাজে কাজে; যথা জলনিধি
মুক্তানিধি নিজ গর্ভে রাখে আচ্ছাদিয়া;
কিংবা যথা মহীধর অন্যের অলক্ষ্যে,
দৃঢ় শিলা-আবরণে লুকাইয়া রাখে
উজ্জ্বল মরকতখণ্ড।—বৃথা যত্ন তব।
নিশ্চয় কহি'ছি, শুন, তব অস্ত্ররাশি
রহিবে তোমার করে নির্জ্জীব হইয়া,
না ছুটিবে একহস্তমিত দূরপথ,
যেমতি আলেয়া দীপ্ত হইয়া অম্বরে
অম্বরেই লীন পুনঃ!—নিবর্ত্ত, সুন্দরি!

মন্দো।—(বিস্মিত হইয়া সদুঃখে)—
'আঁ্যা!—
এ কি আচম্বিতে হ'ল দৈববাণী;
ভাগ্যদোষে যেন অশনির ধ্বনি!
স্বামি-হন্তা রামে নারিব বধিতে!
মনের প্রতিজ্ঞা রহিল মনেতে!
এ লঙ্কা-শ্মশানে শোকতপ্ত প্রাণে
দিবস যামিনী একাকী কাঁদিব!
আকুল হৃদয়ে অনাথিনী হ'য়ে,
জীবন্মৃত সম বৈধব্য সহিব!
এ কি হ'ল, হায়, শত্রু বেঁচে যায়,
দানবীর করে নরে ত্রাণ পায়;
বড় মনে ব্যথা!—কি লজ্জার কথা!—
মন্দোদরী নাম আজি হ'ল বৃথা!
উঃ, কি সর্ব্বনাশ!—হইনু হতাশ,
মরিবে না রাম!—উঃ, কি বিড়ম্বনা।
প্রতিজ্ঞা বাসনা পাইল বিনাশ;
বাড়িল দ্বিগুণ মরম-যন্ত্রণা।
(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া করযোড়ে)—
কহ, মহামায়ে! এ কি মা, বিচার!
কৌশল করিয়া করিলে সংহার
এক লক্ষ সুত,—সওয়া লক্ষ নাতি;
না রাখিলে কারে বংশে দিতে বাতি!
তব মহাভক্ত মম প্রাণনাথ
তোমারি ছলনে অকালে নিপাত!
মাতৃসম্বোধনে, জবা বিল্বদলে
সভক্তি-মানসে পূজনের ফলে
এই গতি তাঁ'র!—ধন্য দয়াশীলে!
'দয়াময়ী' নাম পবিত্র করিলে!
চিরকাল আমি পূজিনু তোমারে;
সধবে! বিধবা করিলে আমারে!
ধন্য দয়াময়ি! হ'ল বিশ্বময়ী
আজি হ'তে তব ভক্তাধীন নাম;
নির্দ্দয়ে!—নিষ্ঠুরে!—শিলাময়ি!—ক্রূরে
তব যশে পূর্ণ হ'ল বিশ্বধাম।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
শত্রুবধে আজ হতচেষ্ট আমি;
কি বলিবে মোরে স্বর্গ-গত স্বামী?
শত্রু মরিল না!—বাড়িল যন্ত্রণা!—
এ যন্ত্রণা আর অধিক র'বে না।
আপনি মরিব!—কে দেখি নিবারে?
যথা প্রাণেশ্বর, যাইব তথায়;
র'ব না—র'ব না—এ ঘোর আঁধারে,
কে দেখি নিবারে এবার আমায়?
(মৃত রাবণের হস্ত হইতে একখানি অস্ত্র
লইয়া)—
ওরে মহা-অস্ত্র! বীরের ভূষণ—
বীরের জীবিকা—বীরের জীবন!
আজি মন্দোদরী কি মানস ক'রে
উঠাইল তোরে, বল দেখি মোরে?
তোরে অবলম্বি' আজি মন্দোদরী
যথা প্রাণপতি, যাইবে সেখানে;
তোরে অবিলম্বি' আজি মন্দোদরী
মুহূর্ত্ত না র'বে এ ঘোর শ্মশানে!
পতি-করে থাকি' রিপু-রক্ত মাখি'
ধরেছিস্ তুই কি সুন্দর কায়!
সমাদরে তোরে নিজ বক্ষোপরে
বসাইব আমি;—কে বারে আমায়?
শত্রু মরিল না!—বাড়িল যন্ত্রণা!—
এ যন্ত্রণা আর অধিক র'বে না।
তো' হেন হিতৈষী আমার সহায়;
যা'ব স্বর্গপুরে,—কে ধরে আমায়?
থাক্ বেঁচে রাম!—থাক্ সে লক্ষ্মণ!—
থাক্ বেঁচে পাপী ক্রূর বিভীষণ?—
পাপী পতি সহ পাপিনী সরমা
থাক্ বেঁচে থাক্!—উহু কি যন্ত্রণা!—
আমি অনাথিনী!—বিধবা রমণী!—
(ক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে)—
কে বলে বিধবা?—আমি কি বিধবা?—
ঐ প্রাণনাথ;—আমি যে সধবা।
প্রাণেশ্বরে ছাড়ি' ক্ষণেকের তরে
র'ব না—র'ব না নরক-ভিতরে।
দাঁড়াও—দাঁড়াও, মন্দোদরী-পতি!
এই যায় তব বামে তব সতী।
(বক্ষঃস্থলে অস্ত্রাঘাতোদ্যোগ)

পরিচারিকাগণ—(ভীত হইয়া শশব্যস্তে—

এ কি, দেবি! এ কি কর—

(হস্তধারণোদ্যোগ)

মন্দো।—(ক্রোধিতচিত্তে অট্টহাস্তে)—

পাপিনি সরমে! পালা লো এখনি;
ঐ ডাকে তোর পতি গুণমণি!
ছুঁস্নে আমারে—ছুঁস্নে, সরমে!
এই অস্ত্র তোর বিঁধিব মরমে।

(বিস্ফারিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)—

কে তুমি?—জানকি?—এস এস, সতি!
আমারো যে গতি—তোমারো সে গতি!

(অস্ত্রোত্তোলন, তদ্দর্শনে পরিচারিকাগণের দূরে পলায়ন ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

(নেপথ্যে ভীতকণ্ঠোত্থিত কোলাহল শব্দ)

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)—

যেও না—যেও না—খানিক দাঁড়াও;
এই যাই আমি—চরণ বাড়াও!

(পুনর্ব্বার বক্ষঃস্থলে অস্ত্রাঘাতোদ্যোগ)

আত্মবধোদ্যতা মন্দোদরীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিভীষণ, হনুমান ও কতিপয় কপিসৈনিকের বেগে প্রবেশ।

(সহসা মন্দোদরীর হস্ত হইতে অস্ত্রের ঊর্দ্ধে অন্তর্হিত হওন)

(সচকিতচিত্তে)—

এ কি, প্রাণনাথ! অস্ত্র কেড়ে নিলে?
তুমিও কি মোরে বিমুখ হইলে?

(সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

পরিচারকগণ।—(শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া)—

একি হ'ল, হায় হায়, মহারাণী মৃতপ্রায়!
কি হ'বে গো সর্ব্বনাশ!

ইতি প্রথম অঙ্ক।

[বহিঃপটক্ষেপ]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—সমুদ্র-তটে রামচন্দ্রের শিবির।

মধ্যে রামচন্দ্র, পার্শ্বে লক্ষ্মণ ও চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান, হনুমান, নল, নীল, অঙ্গদ, গয়, গবাক্ষ, সুষেণ ও রাক্ষসামাত্য অবিন্ধ্য উপবিষ্ট। দূরে দুই পার্শ্বে কপিসৈন্যগণ দণ্ডায়মান।

রাম।—(বিস্মিত হইয়া বিভীষণের প্রতি)—

অ্যাঁ!—বল কি, সরমেশ্বর!—

বিভী।— সত্য কহিতেছি

সত্যসন্ধ মিত্রবর! সাক্ষী আঞ্জনেয়
মহাবীর হনুমান।

হনু।—(করযোড়ে)— বাস্তবিক, প্রভো!

বিচিত্র বীরতা;—যেন নিজে মূর্ত্তিমতী
বীরতা সে রণাঙ্গনে হৈলা আবির্ভূতা।
প্রথমে দেখিনু, দেব, যেন কাদম্বিনী
ম্লানমুখে আঁধারিয়া মহারণস্থলী,
বর্ষিল সলিলরাশি মৃদুচ্চ স্বননে;
পরক্ষণে অকস্মাৎ বিদ্যুতের রেখা
মুহুর্মুহুঃ চমকিল!—অশনিগর্জ্জনে
কাঁপিল সে রণক্ষেত্র থরথর করি'!
এমন যে বীর আমি—আমারো হৃদয়
ক্ষণেক স্তম্ভিত হ'ল সে দৃশ্য দেখিয়া।
সত্য কহিতেছি, শূর, কভু দেখি নাই
সে দৃশ্য পূর্ব্বেতে আমি, বর্ণন-অতীত।

রাম।—ধন্য ময়-কন্যা রাজ্ঞী লঙ্কেশ-মহিষী;

উপযুক্ত বীর-পত্নী; বীরত্ব-ভূষিত
ধন্য তাঁ'র পূত হিয়া; ধন্য সে সাহস!
বড় তুষ্ট হৈনু আমি, পবন-আত্মজ!

জাম্ব।—

কেন না তা' হ'বে, দেব! বীর-পূত ক্রোড়ে
কভু কি দুর্ব্বলা সাজে? ভয়ঙ্কর মেঘে
তড়িল্লতা খেলে সদা ভূ-নভ ঝলসি'।

সুষেণ।—সত্য কথা; যা' বলিলে সচিবপ্রধান

ঋক্ষপতি, সম সহ বিষম কভু কি
সমঞ্জস হয় এই ব্রহ্মাণ্ড-ডিম্ব মাঝে?

করেণু করীর সহ; সিংহের সহিত
সিংহিনী; শার্দ্দূল সহ শার্দ্দূলীই সাজে।
বিধাতার এই বিধি আবহ চলিত।

রাম।—(লক্ষ্মণের প্রতি)—
আশ্চর্য্য বীরত্বময়ী রাজ্ঞী মন্দোদরী।
আশ্চর্য্য হইনু আমি শুনি' এ বারতা
মিত্র বিভীষণ আর মারুতির মুখে,
প্রিয়ানুজ! বুঝিলাম চিত্তে অদ্যাবধি—
কুসুমেও অগ্নি থাকে অলক্ষ্যে মিশিয়া।
(বিভীষণের প্রতি)—
বড় তুষ্ট আজি আমি মন্দোদরী প্রতি,
মিত্রবর, দেখি' তাঁ'র অদ্ভুত বীরতা।
যাও তুমি একবার মম অনুরোধে
তাঁহার নিকটে। কহ এক এক করি'
বিবরি' এ কথাগুলি;—অয়ি বীরেন্দ্রাণি!
পরিহর শোকতাপ—সংসারের মায়া।
সীতাপতি আজি তুষ্ট তব প্রতি অতি,
শুনি' তব আজিকার শোকবিমিশ্রিত
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা;—দুর্লভ জগতে।
আরো কহ;—পতি-পুত্র-বন্ধু-নাশ হেতু
যে যন্ত্রণা বিদ্ধ করে সামান্য হৃদয়,
তব সম বীর-পত্নী-হৃদয়-কন্দরে
সে যন্ত্রণা কভু, রাজ্ঞি! অণু-পরিমাণে
স্থান নাহি লভে। লৌহনির্ম্মিত নিশিত
শর-ফলা কর্দ্দমেরে ভেদয়ে যেমতি,
জ্বলন্ত জ্বলন-কুণ্ডে সে ফলা পড়িলে,
কোথা থাকে শক্তি তা'র? কোথা গলি' যায়।
আরো কহ, সুহৃদ্বর! সুমধুর ভাষে
ময়দানবের কন্যা লঙ্কা-ঈশ্বরীরে,—
আসিবেন সীতানাথ তোমারে সান্ত্বিতে,
তব সঙ্গে কথা তাঁ'র আরো কত আছে,
বিবরি' ক'বেন সব, তব হিত হেতু।
যাও, সখে, ত্বরাগতি, সদাগতি-সম;
কহ তাঁ'রে এ বারতা;—এ মোর বাসনা।

বিভী।—(সলজ্জ ভীতচিত্তে)—
ক্ষম মোরে, ক্ষত্র-কুল-মৌলি-মাল-মণি
দাশরথি! প্রাণান্তেও শক্য নহি আমি
এ কুক্ষণে ক্ষণ তরে তথায় যাইতে,
যথা এবে রাবণানী। মোর কর্ম্ম নহে।
তোমার আদেশে, দেব, নির্ভীক হৃদয়ে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে প্রবেশিতে পারি;
সুগভীর সিন্ধু-গর্ভে, নভঃস্পর্শী নগে,
উদ্ভিজ্জ শরীরী-শূন্য ঘোর মরুস্থলে,
শ্বাপদসঙ্কুল ভীম অরণ্য ভিতরে
যাইতে প্রস্তুত আমি ও পদ-প্রসাদে
মুহূর্ত্তেকে; কিন্তু, সখে, সাধ্যের অতীত
এ আদেশ তব আমি অশক্ত পালিতে।
জানি' শুনি' কি সাহসে অগ্রসর হ'ব
ভুজঙ্গী-সম্মুখে? মোরে ক্ষম, মিত্রবর!

হনু।—(রামের প্রতি)—
আদেশহ দাসে, প্রভো রাবণ-সূদন
শূরশ্রেষ্ঠ! মুক্তকণ্ঠে তব আজ্ঞা চাহে
এ ভৃত্য যাইতে তথা, যথা মন্দোদরী।
ও পদ-প্রসাদে বিশ্বে অসাধ্য কি আছে
মারুতির? স্থলে, জলে, অসীম আকাশে
চক্ষুর নিমেষে দাস সর্ব্বস্থলগামী।
তোমারি প্রসাদে, দেব, অবলীলাক্রমে
শতৈক যোজন সিন্ধু লঙ্ঘিয়াছি আমি
দুই বার; পুনর্ব্বার আজ্ঞা যদি হয়,
শত বার—লক্ষ বার—কোটি বার তরে
লঙ্ঘিব সাগর পুনঃ—মন-সম গতি।—
তোমারি প্রসাদে, দেব রাজীবলোচন,
জগত-লোচন ওই প্রচণ্ড তপনে
বগল-বিবরে আমি রাখিনি কি ধরি'?
পুনঃ যদি আজ্ঞা পাই তা' হ'লে এখনি
নভশ্ছিন্ন করি' ওই ভাস্করমণ্ডল
আনি' তত বার, মোর লোম-সংখ্যা যত।
তোমার আদেশে ভৃত্য আঁখি পালটিতে
সমুদ্র শোষিতে শক্য একটি নিশ্বাসে;
পৃথিবীর উচ্চতম হিমনগবরে
অবহেলে উপাড়িয়া উড়ায় আকাশে;
সিন্ধুরে করিতে মরু, মরুরে সাগর
পাবনি,করিতে পারে ও পদ-প্রসাদে;
কিছুই অসাধ্য মোর নাহি, অরিন্দম,
এ নিখিল ব্রহ্ম-ডিম্বে, জলবিম্ব-জ্ঞানে
সকলেরে অনুমানি! আদেশহ মোরে,
তোমার সন্দেশ দাস নিঃসন্দেহে আজি
পালিবে, ডরিবে নাহি, হে পদ্মলোচন!
ও পদ ভরসা করি' শত শত বীরে
তৃণ-বোধে পদাঘাতে দিনু মৃত্যু-গ্রাসে,
আজি পুনঃ ঐ পদ মানসে স্মরিয়া,
মন্দোদরী পাশে যা'ব;—ডরে কি মারুতি?
সামান্যা রাক্ষস-পত্নী, কি ভয় তাহারে,
ভয়হর রাঘবেন্দ্র? কভু কি কেশরী
হরিণীর শৃঙ্গ দেখি' পলায় তরাসে?

রাম।—জানি আমি, বীর, তব তেজঃশৌর্য্য যত
জানি আমি তব, শূর, প্রতি লোমকূপে
আপনি আসিয়া শক্তি সতত বিরাজে।

তোমারি অপূর্ব্ব যত্নে আজি পূর্ণকাম
সীতাপতি দাশরথি বধি' লঙ্কানাথে।
কি আর বলিব বেশী, বাহুল্য সে কথা।
রামের অন্তর দেহ কৃতজ্ঞতা-পাশে
আবদ্ধ রহিল সদা, আয়ু যত দিন।
কিন্তু এক কথা মোর,—আজি লঙ্কেশ্বরী
পতিপুত্রপৌত্রহীনা, (পতি-পাপ-দোষে)
গভীর শোকের গর্ত্তে ডুবিয়াছে দীনা!
যন্ত্রণা-ভুজঙ্গী আজ শতধা হইয়া,
শত ফণা বিস্তারিয়া দারুণ দংশনে
জর্জ্জরিত করিতেছে তাঁ'রে নির্নিমেষে।
তোমারে প্রেরিলে তথা, কি জানি কি হ'তে
কি ঘটিয়া পড়ে, বীর, তা'ই বড় ভাবি।
তুমি বড় অভিমানী; যদ্যপি তোমারে
অবীরা দানব-কন্যা শোকরুষ্ট মনে
কটূক্তি প্রয়োগ করে'; হয় ত তা' হ'লে,
পীড়িবে তাঁহারে তুমি, প্রভঞ্জনাত্মজ!
এ হেতু আমার চিত্ত মুহূর্ত্তের তরে
অগ্রসর নহে, হনু, তোমারে প্রেরিতে।

হনু।—শিরোধার্য্য, প্রভো, তব সুপাল্য আদেশ,
প্রের তবে—

অবিন্ধ্য।—(রামের প্রতি)—
আমি, দেব, যাইতে প্রস্তুত
দশানন-পত্নী-পাশে, নাহি মোর বাধা
প্রবেশিতে অন্তঃপুরে, বর্ষীয়ান্ আমি,
তাহাতে আবার আমি রাবণ-সচিব
ছিনু বহুকাল;—মোরে সকলেই জানে।
আমিই আদেশ তব বহিয়া মস্তকে,
নিরাপদে, নির্ব্বিবাদে পশিব অনা'সে
অন্তঃপুরে, যথা সেই লঙ্কেশ-মহিষী।
পিতৃসম্বোধনে মোরে রাণী মন্দোদরী
সতত সম্মান করে', মোর প্রতি কভু
না রুষিবে' কটু-উক্তি প্রয়োগ করিয়া।
বিশেষতঃ আমি, দেব, বহু দিন হ'তে
ছিনু রাবণের অন্নে, আজিও, শূরেন্দ্র,
রক্ষঃ-অন্নে এই রক্ষঃ রক্ষি'ছে শরীর।
(বিভীষণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)—
হে রাঘব, আজি তব বান্ধব-প্রবর
দশগ্রীবানুজ এই বিভীষণ-পাশে
আসা মোর, ইচ্ছা এই, লইয়া ইহাঁরে
মন্দোদরী-পাশে যা'ব; যাহে পরস্পরে
বৈরিভাব পরিহরি' আত্মভাব ঘটে,
করিব সে যত্ন; কিন্তু বিফল সে আশা।
আমার তা' সাধ্যাতীত;—দুঃখিত হইনু।
তুমি যদি পার, দেব, সে কার্য্য সাধিও।
আমি তব এ আদেশ আনন্দিত মনে
প্রস্তুত লইয়া যেতে;—আদেশহ মোরে।

রাম।—বড় তুষ্ট হৈনু আমি, রক্ষোমন্ত্রিবর,
অনুগ্রহি' যাহ তবে রামে নিজ জানি',
দশানন-জায়া-পাশে, এ আদেশ ল'য়ে।

অবিন্ধ্য।—(নতশিরা হইয়া)—
আসি তবে, মহেষ্বাস!

রাম।—(হস্তোত্তোলন করিয়া)—হউক মঙ্গল।

[অবিন্ধ্যের প্রস্থান।

সুগ্রীব।—(রামের প্রতি)—
বায়ুপুত্রে, মিত্রবর! অশোককাননে
বারেক প্রেরহ এবে, এ শুভ সংবাদ
জানাইতে মৈথিলীরে।—এ মোর বাসনা
না জানি আনন্দ কত তাঁহার অন্তরে
উথলিবে আজি, দেব রাক্ষস-অশনি!

রাম।—(সুগ্রীবের প্রতি)—
মিত্রোচিত বাক্য তুমি কহিলে আমারে,
কপীশ্বর, তব ইচ্ছা অবশ্য পূরিবে
মম ইচ্ছা সহ এবে একত্র হইয়া।
(হনুমানের প্রতি)—
যাও, বীর! ত্বরা এবে এ বার্ত্তা বহিয়া
জনক-আত্মজা-পাশে বারেকের তরে।
প্রিয়তম দূত তুমি এ অরাতিপুরে
একমাত্র, হে বলেন্দ্র প্রভঞ্জন-সুত!
তুমিই গভীর সিন্ধু লঙ্ঘিয়া নিমেষে,
লঙ্কার অশোকবনে অনায়াসে পশি'
মম অভিজ্ঞান দিলে দীনা জানকীরে;
তুমিই আবার তাঁ'র সন্ধান লইয়া
জানাইলে মোরে, বলী, আপনার বলে।
কত যে আনন্দ আমি (কি কহিব মুখে?)
লভিনু তাহাতে, আজো অন্তরে জাগি'ছে।
প্রিয়তম রত্ন যথা হারাইয়া গেলে,
মনের আনন্দ সুখ হারায় তা' সহ;
সীতারে হারা'য়ে আমি আছিনু তেমতি
সমুদ্রের পরপারে পর্ব্বত কাননে।
কিন্তু তুমি যবে মোরে সীতার বারতা
জানাইলে, বীরবর, যেন সেই কালে
মৃত দেহে হৃতপ্রাণ আনি' দিলে পুনঃ।
দৈবজ্ঞ করিলে জ্ঞাত যথা হৃত নিধি,
নিধিস্বামী তুষ্ট হয় নিরানন্দ ভুলি';
তেমতি সীতার বার্ত্তা শুনি' তব মুখে
ভুলেছিনু আমি দুঃখ, হে শূর মারুতি!

জানি আমি আজি দীনা জনক-কুমারী
রাবণ-নিধন-বার্ত্তা শুনিলে শ্রবণে,
মম সম দুঃখরাশি অবশ্য ভুলিবে'।
দৌত্যকার্য্যচূড়ামণি, রাম-অর্দ্ধবল
আঞ্জনেয়! যাও তবে আদেশে আমার
সীতা-পাশে।

হনু।—(দণ্ডায়মান হইয়া)—
আজ্ঞাবহ এ দাস তোমার,
অহে ক্ষত্রকুলনিধি, চরিতার্থ আজি
এ অমূল্য মহা-আজ্ঞা পালন করিতে।
পৌর্ণমাসী-শশি-মুখে অমৃতলহরী
ক্ষরয়ে যেমতি, কিংবা বিকচ পঙ্কজে
সুধাধারা ঝরে যথা, এ ভৃত্য তেমতি
তব মুখ-বিনিঃসৃত আজ্ঞা সুমধুর
শ্রবণে শুনিল আজি;—ধন্য মোরে মানি।
প্রণমি ও পাদপদ্মে, যাই তবে, প্রভো,
জননী জানকী-পাশে?

রাম।—
এস, বীরবর!
[হনুমানের প্রস্থান।
(বিভীষণের প্রতি)—
মিত্রবর! আজি কেন বিষণ্ণমূরতি
প্রতিক্ষণে হেরি তব? কহ নিঃসন্দেহে
তব অনুগত মিত্র দশরথাত্মজে।
যাঁহার সহায়ে আমি রক্ষোমহারণে
জয়ী আজি, শুদ্ধ যাঁ'র বন্ধুত্ব-প্রসাদে
জয়লক্ষ্মী আজি মোর করতলগতা,
তাঁহার দেখিলে, হায়, বিষণ্ণ মূরতি,
কি যে দুঃখ পাই মনে, ক'ব তা' কেমনে?
কহ, মিত্র, অকপটে আশ্রিত সখারে
বিষাদের হেতু তব; সাধ্য সত্ত্বে আমি
কখন বিমুখ নহি প্রতিবিধানিতে
সে দুঃখ তোমার।

বিভী।—(সদুঃখে)—সখে, কি আর কহিব
সে কথা তোমারে, থাক্—কাজ নাই শুনি'।

রাম।—কখন গোপন কিছু করনি আমায়,
আজি কেন হেন ভাব, রক্ষঃকুলচূড়?
কহ মোরে, (হস্তধারণ করিয়া)—
কহ আজ; এ মোর মিনতি।

বিভী।—(অধোবদন হইয়া)—
বিভীষণ মহাপাপী রাক্ষস-পিশাচ—
অনন্ত নারকী—ঘোর কলঙ্ক-মূরতি!

রাম।—(সান্ত্বনাবাক্যে)—
বিভীষণ পুণ্যবান্—রাক্ষস-ভূষণ—
অনন্ত স্বর্গের যোগ্য—যশের মূরতি।

বিভী।—(সবিস্ময়ে)—
বন্ধুত্বের পরিচয়ে অসংলগ্ন বাণী,
রঘুমণি, তব মুখ-পঙ্কজ হইতে
বিনির্গত আজি! কিন্তু ভাবি' দেখ, সখে,
বস্তুগত চিত্ত মম মগ্ন মহাপাপে;
মহাপাপী এ অধম!
(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

রাম।—
বৃথা পরিতাপ।
কি পাপ তোমার, সখে? নিজ নিজ দোষে
তোমার আত্মীয় রক্ষোনিকর নিহত।
নিরন্তর সুরকুল প্রপীড়িত হ'য়ে
দুষ্ট রাবণের বলে পরিত্রাণ তরে,
তাহারে, তাহার আর সঙ্গী যত জনে
নিধনিলা, কি সন্দেহ, প্রিয় মিত্রবর?
তুমি, আমি, প্রিয়ানুজ সৌমিত্রি আমার,
হনুমান আদি যত কপি-সেনাপতি,
দেবতাকুলের অস্ত্রস্বরূপ সকলে।
তবে কেন বৃথা তুমি এত পরিতাপী?
(করধারণ করিয়া)—
শান্ত হও, সুহৃদ্বর, এ মোর সান্ত্বনা
বিফল না হয় যেন আজি তব প্রতি।

বিভী।—(নীরব)

সুগ্রীব।—(বিভীষণের প্রতি)—
সর্ব্বস্ব যদিও যায় প্রতিজ্ঞাপূরণে,
কি ক্ষতি তাহায়, বীর? পুরুষত্ব তা'রি
মানসের অলঙ্কার, প্রাণান্তেও যা'র
প্রতিজ্ঞা অচলা রহে;—ধন্য সেই জন।
কেন তুমি বৃথা শোকে এত জর্জ্জরিত?

জাম্ব।—(সুগ্রীবের প্রতি)—
যা' বলিলে, কপীশ্বর, অবিকল কথা,
রাজোচিত রাজনীতিসঙ্গত এ বাণী।
প্রাণ যা'ক্, মান যা'ক্, বৈভব, স্বজন
সকলি হউক হত; কিন্তু ক্ষণতরে
প্রতিজ্ঞা না যায় যেন অন্তর ছাড়িয়া।
পুরুষত্ব প্রতিজ্ঞার চিরসঙ্গী জানি।
প্রতিজ্ঞা যাহার নাই, তা' হ'তে কভু কি
জগতের বিন্দুমাত্র উপকার হয়?
(বিভীষণের প্রতি)—
কেন তবে তুমি বৃথা, রাক্ষস-তিলক,
শোকদুঃখে ক্ষুণ্ণ এত?

বিভী।—
ক'ব তা' কেমনে?
মনে করি শোক দুঃখে হৃদয়-কন্দরে
নাহি দিব স্থান, কিন্তু আপনা আপনি
শোকদুঃখ এ দুর্ব্বল হৃদয় পীড়ি'ছে।

ইন্দ্রসারথি মাতলির প্রবেশ।

রাম।—(সানন্দে)—
এস, হে সারথিশ্রেষ্ঠ, কি মানসে আজি
পুনঃ তব আগমন রাঘবের পাশে?
শচীসহ শচীনাথ আছেন কুশলে?

মাতলি।—(অভিবাদন করিয়া)—
সকলি কুশল, বীর, আজি ইন্দ্রালয়ে
তোমার প্রসাদে। দেব সহস্রলোচন
পৌলমীসহিত মগ্ন আনন্দ-সাগরে।

রাম।—
কি সাধ্য আমার, আমি তাঁ'রে তুষ্ট করি?
কারণ কেবল আমি, তিনি সর্ব্বমূল;
আপনার গুণে তিনি সন্তুষ্ট আপনি।

মাতলি।—বীরোচিত বাক্য তব; এই গুণে সবে
তোমারে আদর করে;—গর্ব্বহীন তুমি।
আজি পুনঃ সহস্রাক্ষ প্রেরিলেন মোরে
যে উদ্দেশে, শুন, বীর, কহি তব পাশে,
আদেশিলা আখণ্ডল আনন্দিত মনেঃ—
"যাও, হে মাতলি, ত্বরা শ্রীরাম-সমীপে,
সদাগতি-গতিযুক্ত উচ্চৈঃশ্রবা মোর
যোজিয়া সুবর্ণ-রথে। কহ রাঘবেরে
এ বচনগুলি মম;—'হে মৈথিলীপতি,
অমরাবতীর পতি বজ্রধর আজি
অতি তুষ্ট তব প্রতি। এই সে কারণে
যতনে প্রেরি'ছে রথ তোমার সমীপে।
রাবণের ভুজদর্পে, রাবণির ত্রাসে
বহু দিন হ'তে এই দৈব রথ আমি
স্পর্শি নাই। আজি মোর শত্রুকুল হত
তোমার, তোমার প্রিয় অনুজের শরে
সমূলে;—ইন্দ্রের ভীতি আজি অন্তর্হিত।
তা'রি কৃতজ্ঞতা, বীর, প্রদর্শন-হেতু
প্রেরিলাম রথ আজি তোমার সম্মুখে।
এই আশা মম মনে জাগে অনুক্ষণ,
কৃপা করি' আজি তুমি বাসবের প্রতি,
অশোক কানন হ'তে জনক-কন্যারে
আনহ এ রথোপরি বসা'য়ে, সীতেশ;
বাসব-মিত্রের পত্নী এ রথে বসিলে
পবিত্র হইবে রথ;—পূর্ণ মনোরথ।'"

রাম।—(সানন্দে)—
হে সুর-সারথি, আমি দেবেন্দ্র সমীপে
চির-উপকৃত আছি। তাঁহারি যতনে
আজি রাম শত্রুশূন্য। অনুক্ষণ তিনি
রাঘবের হিতে রত; প্রভঞ্জন যথা
নিয়ত জীবের প্রতি প্রাণরক্ষা-হেতু।
অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা আজি সীতানাথ
পূরাইবে।

মাতলি।— শিবিরের বহির্দ্দেশে আমি
রথ আনি' রাখিয়াছি, উচ্চৈঃশ্রবা যোজি'।
আদেশ পাইলে, বীর, নানা অলঙ্কারে
সুসজ্জিত করি রথ।

রাম।— আদেশ কি আর
তোমারে করিব আমি?—অনুগ্রহ করি'
যাহা ভাল হয় কর, দেবেন্দ্র সারথি!

[অভিবাদন করিয়া মাতলির প্রস্থান।

(বিভীষণের প্রতি)—
অনুগ্রহ করি', সখে, মাতলির সহ
তব মিত্র-বনিতারে আনিতে যদ্যপি
অশোক-বনিকা মাঝে যাও একবার,
তা' হ'লে—

বিভী।—রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।
(সদুঃখে স্বগত)—
প্রতিজ্ঞার উদ্‌যাপন আজি এ পাপীর!
বৈদেহীর তরে আমি যবে সভাতলে
উপবিষ্ট শত শত রাক্ষসের মাঝে
রাবণের পদাঘাত সহিনু হৃদয়ে;
সেই ক্ষণে অভিমানে, ঘোর লজ্জাভরে,
দারুণ বিষাদে আর অসহ্য ব্যথায়,
ভবিষ্যৎ ভুলি', হায়, কহিনু অগ্রজে;—
"রক্ষোনাথ, হিতবাক্যে অবহেলা করি'
হিতাহিত জ্ঞান ত্যজি বিনা দোষে মোরে
পদাঘাতে নিক্ষেপিলে রাজসভাতলে
সহস্র রক্ষের মাঝে, মহা-অপমানে!
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মোর, সাক্ষী রাজসভা,
রামের তৃষিত অস্ত্র তৃপ্ত করাইব
রাবণের উষ্ণ রক্তে;—যে উষ্ণ শোণিত
আজি তা'র পদপ্রান্তে তড়িতের বেগে
আসিয়া আমার বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণিল।
প্রতিজ্ঞার উদ্‌যাপন, শুন, দশানন,
তব পাপ-পদাঘাত-পীড়িত হৃদয়ে
সীতার পবিত্র-পদ স্থাপিব যতনে,
জুড়াইতে ব্যথারাশি অশোক কাননে,
তব মুণ্ড যেই দিনে লুটা'বে ভূতলে।"
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
অহো কি পাষণ্ড আমি! প্রতিজ্ঞার দায়ে
কি অমুচ্য পাপ কৈনু!—বধিনু অগ্রজে!

[বেগে প্রস্থান।

[রাম প্রভৃতিরও তৎপশ্চাৎ বেগে নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—কদলীবন।

মুখসর্ব্বস্বের প্রবেশ।

মুখ।—(সাহ্লাদে)—
রাবণ মোলো, হাড় জুড়া'লো,
প্রাণ্‌টা যেন ধড়ে এলো।
ধন্যি আমার পুণ্যি-বল,
শত্রু গেলো রসাতল।
বেছে বেছে পাকা কলা
গিলে গিলে পূর্‌বো গলা।
(বৃক্ষ হইতে কয়েকটি কদলী ছিন্ন করিয়া)—
অরির মাথা এম্নি ক'রে,
দশ্‌টা নখে ধ'রে ধ'রে,
সমর-ভূমে ছিঁড়্‌নু কত ;
এবার আমার মনের মত
গিল্‌বো সুখে পাকা কলা,
ঠাণ্ডা হ'বে শুক্‌নো গলা।
(কদলী-ভক্ষণ)
(পরিক্রমণ করিতে করিতে)—
একাই আমি এক শ' বীর,
আমার মতন ক'টা আছে ?
পাঁচ শ ফড়িং পুড়ে মরে
একটা শুধু দীপের কাছে।
কিন্তু আবার তেমন তেমন
শত্রু আমার ছুটলে পাছে ;
প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে
লাফিয়ে উঠি বাব্‌লা গাছে।
তেমন তর কোন্ ব্যাটা নয় ?
বীরের ব্যাটা এমন বা কে,
বাবার বাবা দেখ্‌লে পরে
বুক্ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ?
সে দিন্ আমায় পবন-কুমার
বলেছিলেন কানে কানে,—
"বীরের মতন বীর বটিস্ তুই,
সামান্য ন'স্ আমার জ্ঞানে।
বঙ্গ-বনের বানরগুলো
তোর চেয়ে নয় অধিক বড়,
আকার প্রকার ছলে বলে
গুণজ্ঞানেতে একটু দড়।"
মহাবীরের কথা শুনে,
সে দিন হ'তে মনে মনে
ঠিক্ দিয়েছি যা'ব তথা,
শুন্‌ব তা'দের কেমন কথা,
দেখ্‌ব তা'দের আকার কেমন,
দেখ্‌ব পোড়া মুখের গঠন,
সেই বনের সে মুখ্‌পোড়ারা
আমার চেয়ে কত কড়া।
বঙ্গ-বনের বানর ভেয়ে
হয় এক কাটি আমার চেয়ে
গুণজ্ঞানে বড় হ'বে ;
যা' হোক, রে মন ! দেখ্‌তে হ'বে।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
হুঁঃ—
মহাবীরের কথাও যেমন,
মহাবীরের কাজও তেমন !
বঙ্গ-বনের বানরগুলো
বড় আবার আমার চেয়ে !
কতকগুলো এসেছিল,
যুদ্ধে গেছে যমালয়ে !
মুখুর মতন বুকের ছাতি
একটারো ত দেখি নাই ;
সাহস দেখে হেসে মরি,
মুখের গঠন ভস্ম ছাই !
কোনই গুণে আমার চেয়ে
বঙ্গ-বনের বানর ভেয়ে
মান্য ব'লে গণ্য নয়,
বীরত্বেতে শূন্যময় !
কিন্তু বঙোবানরগুণো
আমার চেয়ে কথায় দুনো।
(নেপথ্যে)—তুমি আবার দুই দ্বিগুণে চার্‌গুণো
হে মুখসর্ব্বস্ব !
(চমকিত হইয়া)—
আরে মলো, গাছের আড়ে,
কোন্ ব্যাটা এ ঠাট্টা ঝাড়ে ?
(প্রকাশে)—
কে হে তুমি ঠাট্টা কর ?
বাঁচবে যদি পেছিয়ে পড়।
রুখ্‌লে মুখু সর্ব্বনাশ,
ছাড়্‌তে হ'বে প্রাণের আশ।

(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে)—'ছাড়্‌তে হ'বে প্রাণের আশ'—এই কলা খাওয়াচ্ছি।

শ্বেতমুখ নামক এক জন কপি-সৈনিকের বেগে প্রবেশ, তদ্দর্শনে মুখসর্ব্বস্বের কদলীবনের অভ্যন্তরে পলায়ন।

শ্বেত।—ও মহাবীর ! পালা'লে যে ! এগিয়ে

এস না! কতক গুলো কলাগাছের কাছে বীরত্ব ফলাচ্ছ! প্রাণের আশা ছাড়া'বে যে?

মুখ।—(দূর হইতে দেখিয়া সহাস্যে)—

কেও,—আমার মাথার চূড়ো,
চূড়োর ঝুঁটি খিতু খুড়ো!
আমি ভাবি রাবণ ব্যাটা,
আবার বুঝি বাধায় ল্যাঠা।
ভাল হ'ল, এলে তুমি,
তোমার তরে ব্যাকুল আমি।
ঐ দেখ, ঐ লম্বা গাছে
পাকা কলা ঝুলে আছে;
পেটটা ভ'রে, শুয়ে ব'সে,
খিতু খুড়ো! খাও হে ক'সে।

শ্বেত।—হ্যাঁ হে মুখসর্ব্বস্ব! তুমি বঙ্গবনের বানর গুলোর কথা কি বল্‌ছিলে?

মুখ।—বল্‌ছিনু কি—বল্‌ছিনু কি—
তোমায় দেখে ভুলে গেছি!

শ্বেত।—(হাসিয়া)—এই যে, কি সাহস,—বুকের ছাতি,—পোড়ার মুখ।

মুখ।—(শ্বেতমুখের চিবুকে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া)—

খিতু খুড়ো! তুমি বড়
দেখ্‌তে ভাল বানরকুলে,
শাদা পানা দুধের ফেণা
রঙটা তোমার গেছে খুলে!
শাদায় রাঙায় রঙ্‌ ফলান
মুখটি তোমার দেখ্‌তে ভাল।
কলাবনে আজ্‌কে যেন
পদ্ম ফুটে ক'চ্চে আলো।

শ্বেত।—আরে, তুমি কি রকম বানর? কি কথায় কি উত্তর দিচ্চ? বঙ্গবনের বানরদের কথা কি বল্‌ছিলে?

মুখ।—বল্‌ছিনু কি, তা'রা নাকি
আমার চেয়ে বোকা বড়?
আমার চেয়ে তা'দের ছাতি
শক্ত না কি, খিতু খুড়ো?

শ্বেত।—(সহাস্যে)—তুমিও যেমন, বাপু! বঙ্গবনের বানরগুলো আবার বানরের মধ্যে গণ্যি! তা'দের সামান্যি মানুষ বল্লেই হয়। তা'দের না আছে সাহস, না আছে শক্তি, না আছে বুদ্ধিশুদ্ধি! আমাদের শ্বেতবনের কতক গুলো বানরের সঙ্গে এক দিন আমি বঙ্গবনে গিয়েছিনু। গিয়ে দেখি যে, সেখানকার বানরেরা বড্‌ড্‌ ভীতু—গায়ে এক্‌টুও জোর নেই, খালি মুখে সাপট! দেখে বোধ হ'ল, যেন এক দল পেটপট্‌কা রুগী!

মুখ।—(হাসিয়া)—

মহাবীরের কথা মিছে;
আমার কথা সত্যি হ'ল।
তা'র পরে কি হ'ল খুড়ো,
শুন্‌ব আমি বল বল।

শ্বেত।—তা'র পর আর কি,—মুগুরপেটা! আর তা'দের কলাটা মূলোটা কেড়ে নিলুম। এখনো তা'রা আমাদের বছর বছর মর্ত্তমান কলা ভেট পাঠায়।

মুখ।—ও বাবা!

শ্বেত।—কেন, কেন ভয় পেয়েছ কি?

মুখ।—

ভয় না, বাবা, ইচ্ছে করে
বঙ্গবনে আমিও গিয়ে,
তোমার মতন মেরে ধোরে
চাটিম্‌ কলা আসি খেয়ে।

শ্বেত।—আমি বাবা, চাটিমের চেয়ে চাঁপা কলা খেতে বড় ভালবাসি।

মুখ।—মাইরি?

শ্বেত।—সত্যি।

মুখ।—(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—

হ্যাঁরে খুড়ো! রসের গুঁড়!
খুড়ী আমার কেমন তর?

শ্বেত।—(সাহ্লাদে)—বেঁচে থাক, বাবা, যত দিন ইচ্ছে। আহা আহা—মরি মরি! কি নামই আজ শুনা'লি রে। তোর খুড়ীর কথা আর বল্‌ব কি, বাপু! সে-যেন-কি-যেন-যে-কি, আমার বাহুরে বুদ্ধিতে পের্‌কাশ কত্তে পারা যায় না।

মুখ।—তবু,

এট্‌টুখানি বুঝিয়ে দে না
আমার পিতি ক'রে দয়া।
মুখুর বড় বুদ্ধি সরু,
দেখ্‌লে ছায়া চিন্‌বে কায়া।

শ্বেত।—এই তা'র মুখ শাদা।

মুখ।—(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—তবেই হ'ল পদ্মফুল।

শ্বেত।—পদ্মফুল যে রাঙ্গা।

মুখ।—তুই বুঝি শাদা পদ্ম দেখিস্‌ নি?

শ্বেত।—যা'র নাম শ্বেতপদ্ম?

মুখ।—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক্‌। তা'র পর?

শ্বেত।—তা'র নাক থ্যাঁদা,—কাণ ছোট

মুখ।—তবেই হ'ল পোকা-কাটা পাপড়ী-ওয়ালী পদ্মিনী।

শ্বেত।—দূর ব্যাটা! নিন্দে কচ্চিস্?

মুখ।—তোর পছন্দ নেই। তা'র পর বল্।

শ্বেত।—তা'র চোকও ছোট।

মুখ।—তবেই হ'ল পদ্মকোষের বিচি।

(নৃত্য করিতে করিতে)—

ঠিক্ বলেছি—ঠিক হ'য়েছে,
খুড়ী আমার পদ্মফুল।
খুড়ো আমার কাল ভোমর—

শ্বেত।—দূর্ ব্যাটা কাণা! তোর শাদা কাল জ্ঞান নেই?

মুখ। আহ্লাদে ভুলে গেছি, বাবা! কিছু মনে করিস্ নি।

(পুনর্ব্বার নৃত্য করিতে করিতে)

ঠিক বলেছি—ঠিক হ'য়েছে,
খুড়ী আমার পদ্মফুল!
খুড়ো আমার শাদা ভোমর,
চতুর্ম্মুখের গড়্তে ভুল!

(শ্বেতমুখের প্রতি) তুইও বল্না বাবা, আমার সঙ্গে নাচ্তে নাচ্তে।

উভয়ে।—(নৃত্য করিতে করিতে)—

ঠিক বলেছি—ঠিক্ হ'য়েছে,
খুড়ী আমার পদ্মফুল!
খুড়ো আমার শাদা ভোমর,
চতুর্ম্মুখের গড়্তে ভুল!

মুখ।—(করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে)—

আমার খুড়ীও সে,
খুড়োর খুড়ীও সে।

বেশ, বাবা, খুড়ো! বেশ্ পেয়েছ, বাবা! নতুন সম্পর্ক বাবা, নতুন—

শ্বেত।—(কিঞ্চিত লজ্জিত হইয়া) তুই ব্যা-টাই ত গোলেমালে হরিবোল দিয়ে কি বলাতে কি বলিয়ে ফেলি। তুই ব্যাটা বড় বেকুব!

মুখ।—(সহাস্যে)—এই রকম বেকুব হ'য়ে যেন জন্ম জন্ম বলি—

আমার খুড়ীও সে,
খুড়োর খুড়ীও সে!
হাটের মাঝে ভাঙবো হাঁড়ি,—
আমার খুড়ী খুড়োর খুড়ী!

শ্বেত।—(শশব্যস্তে)—না, বাবা! দোহাই তোর!—আমার ভাই-পো-বোএর দিব্যি লাগে; কা'রো কাছে এ কথা বলিস্ নি।

মুখ।—তুইও দিব্যি করে বল্, আমাকে ধমক্ দিবি নি—মাত্তে আস্‌বি নি?

শ্বেত।—না, বাবা! কোন্ শালা আর কিছু বল্বে তোকে।

মুখ।—(স্বগত)—

এবার শালা জব্দ হ'লো,
ফাঁদে প'ড়ে আপ্‌নি ম'ল!

(প্রকাশে)

হ্যাঁ রে খুড়ো! খুড়ীর আমার ন্যাজ আছে?

শ্বেত।—ভাইপো বউ কি আমার লাঙ্গুল হীনা?

মুখ।—তাইত বল্চি যে, বিধাতার কি কদর্য্য ছিষ্টি!—মেয়ে লোকের আবার ন্যাজ

শ্বেত।—বল্ব কি দুঃখের কথা, বাবা! তোর কাকীর ল্যাজটা লুটিয়ে লুটিয়ে যায়! যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি! আমার আবার তা' ব'য়ে ব'য়ে সঙ্গে যেতে হয়।

মুখ।—ভগবান্ আমাকে কিন্তু ঐ দুঃখ থেকে রক্ষে করেছে।

শ্বেত।—আমার ভাইপো-বউর ল্যাজটি বুঝি ছোট!

মুখ।—ছোট ব'লে ছোট—ছোট—ছোট—তস্য ছোট!

(নেপথ্যে উচ্চৈঃশব্দ)

(শশব্যস্তে শঙ্কিত হইয়া)—ও খিতু খুড়ো! খিতু খুড়ো! মহাবীর আস্‌চে হে। পালা পালা আমিও কলাবনের ভিতর লুকিয়ে থাকি।

(মুখসর্ব্বস্বের বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হওন)

[শ্বেতমুখের বেগে পলায়ন।

হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—(সানন্দে)—

অন্ধকার ভবিষ্যৎ বিধাতৃকৌশলে
খুলিয়া আবদ্ধ দ্বার, আজি আলোকিত
নয়নসম্মুখে মোর। প্রত্যেক নিমেষে
রাবণ-নিধন-পূর্ব্বে এই ভবিষ্যতে
দেখিতে চেষ্টিতে, হায়, কতই যতনে,
কিন্তু আশা পুরে নাই—পরিপূর্ণ আজি।
আজি এই লঙ্কাপুরে রাঘবের পক্ষে
কি এক স্বর্গীয় দৃশ্য আনন্দ-লহরী
নাচাই'ছে, মরি মরি, কে পারে বর্ণিতে?
এ দৃশ্য কি ভবিষ্যৎ দেখা'য়েছে কভু
গোষ্পদে সর্ব্বপ্রস্থিতি সময়েরো তরে?

আজি সেই ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান-বেশে
উদ্ভাসিয়া হৃদয়েরে আনন্দ বর্ষি'ছে ।
রক্ষঃকুল পক্ষে কিন্তু এই ভবিষ্যৎ
বর্ত্তমান-বেশে আজি আরো অন্ধকার !
বিধাতৃ-কৌশল ইহা, কি তা'র সন্দেহ ?
এটেকক মুহূর্ত্ত গত হ'তেছে যেমতি
ধাতৃ-চক্রে উলটিয়া জীবের অলক্ষ্যে,
সে পরিবর্ত্তনে, হায়, আজি লঙ্কাপুরে
এক দিকে স্বর্গচ্ছবি আনন্দ ঢালি'ছে,
অন্য দিকে নরকের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর !

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—

আজি কি সুদিন মোর, আজি কি আনন্দ,
ক'ব তা' কেমনে, হায়, এক মুখে আমি ?
জননী জানকী-পাশে মুহূর্ত্তে যাইয়া,
কহিলে তাঁহারে এই সুখের বারতা—
রাবণ-বিনাশ, তিনি শীঘ্র' হ'তে আরো
লভিবেন মহানন্দ । তা' দেখিলে মোর
বর্ত্তমান আনন্দেতে সে আনন্দ মিশি'
জীবিতে স্বর্গীয় জীব করিবে আমারে ।

(গমনোদ্যোগ)

মুখ ।—(হনুমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে)—
রণের বেলা কাছে থেকে
গাছ পাথরা যুগিয়ে দি
সুখের বেলা, ও মহাবীর !
দীনকে ফেলে যা'বে কি ?
তোমার সাথে থেকে থেকে
যুদ্ধ ক'রে হ'লেম সারা ;
সুখের বেলা নয় কি সাথী
কপাল-দোষে গোবেচারা ?

হনু ।—(সহাস্যে)—
আয় রে পাগল ! তোরে যাইব লইয়া
অশোক কাননে, যথা জননী মৈথিলী ।

[অগ্রে হনুমান পশ্চাৎ মুখসর্ব্বস্বের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

লঙ্কা—অশোকবন ।

সীতা উপবিষ্টা ।

সীতা ।—(সরোদনে)—

* আরো কত কাল, হায়, রহিব অশোকবনে ;
আরো কত পতি-শোক সহিব অসুখ মনে ।
একে একে যায় দিন,
কেঁদে কেঁদে তনু ক্ষীণ,
কত দিন বাঁচে মীন,
সহজে সলিল বিনে ।
পলকে পলকে চিত
হইতেছে আকুলিত,
আঁখি-বারি উছলিত,
বারিতে নারি ;—
প্রাণ-পতি অরি-পুরে,
অভাগিনী অবিদূরে,
তবুও না হ'ল দেখা,
হায় রে, তাঁহার সনে !

(অশ্রুমোচন)

মুখসর্ব্বস্বের সহিত হনুমানের প্রবেশ ।

হনু ।—(সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সীতার প্রতি)—
জননি ! অভাগা আমি, ক্ষণকাল তরে
না দেখিনু তব অক্ষি অশ্রুবিবর্জ্জিত ।
যখনি তোমার পাশে আসি, মহাদেবি,
তখনি রোদনোন্মুখী নিরখি তোমারে ।
এ পোড়া অদৃষ্ট মোর, কি আর বলিব,
কভু এ অশোক বনে, গভীর জলদে
অক্ষয় সলিল-ধারা বর্ষণ ব্যতীত,
না দেখিল চমকিতে বিদ্যুতের রেখা !
পুত্র আমি,—কহ মোরে, জননি মৈথিলি,
পবিত্র বদনে তব ভাতিবে না হাসি ?

সীতা ।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সস্নেহে)
বৎস রে ! সুবিজ্ঞ তুমি, তবে কেন পুন
হেন প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পাবনি ?
সূর্য্যের আলোক যদি স্থানান্তরে রহে,
তবে কি সে গৃহ কভু সমুজ্জ্বল হয় ?
হায়, বৎস, সেইরূপ এই অভাগীর
হৃদয় আঁধার এবে বিনা সীতাপতি !
বদনে আসিয়া হাসি ভাসিবে কি সুখে ?

হনু ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
আজি হাসাইব, দেবি, এ প্রতিজ্ঞা মম,
আজি তব নয়নাশ্রু শুকাইবে ক্ষণে ।

সীতা ।—মাতৃজ্ঞানে ভক্তি কর অভাগী সীতারে,
এ হেতু বলি'ছ হেন ;—কিন্তু—

হনু ।—　　　　　ধর, দেবি !

* ভৈরবী রাগিণী ও আড়াঠেকা তালে এই গীতটি গেয় ।

এ দাসের ক্ষুদ্রতম তুচ্ছ উপহার ;
দিনু তব পাদপদ্মে চিরভক্তি সহ।
(পদতলে এক খণ্ড বৃহৎ মণি রক্ষা)
সীতা।—(পাদমূল হইতে উহা গ্রহণ করিয়া সবিস্ময়ে)—
আঞ্জনেয়! এ মাণিক্য পাইলে কোথায়?
হনু।—মহাসর্প হত, দেবি, এ উজ্জ্বল মণি
তাহারি মস্তক হ'তে বিচ্ছিন্ন করিয়া,
তব পদাম্বুজে দাস অর্পিল, জননি!
সীতা।—জানি আমি এই মণি পাপী দশানন
পুরট-মুকুট'পরে পরিত যতনে।
রক্ষঃপুরে হিতৈষিণী সরমার মুখে
শুনেছি, এ মণি ছিল বাসুকির শিরে
উজলি' পাতালতল। দুষ্ট দশমুখ
বিমুখি' তাঁহারে রণে, আনিল কাড়িয়া,
শোভিতে নিজের শির! সে মহাপাতকী
চেড়ী-করে এই মণি একদা প্রেরিল
প্রলোভিতে মোরে, আমি দূরে নিক্ষেপিনু।
সেই দিন হ'তে আমি জানি এই মণি।
হনু।—জননি, এ মণি দশশির-শিরোমণি,
এবে তব পাদপদ্মে করিনু অর্পণ।
রাবণ-নিধন-বার্ত্তা এ মণি-দর্শনে
জানিবে বলিয়া, আমি অর্পিনু শ্রীপদে।
সীতা।—(নেত্র নিমীলন করিয়া নিরুত্তর)
হনু।—(চিন্তাসহকারে)—
এ শুভসংবাদে, মাতঃ, আনন্দ-সাগরে
সন্তরিবে কোথা ;—হায়, একি বিপরীত!
বাসনা করিয়া এনু—কভু যা' করিনি—
দেখিব কোথায় তব রাজীবলোচনে
অজস্র আনন্দরাশি উথলি' পড়িবে,
তা' না হ'য়ে, হায়, দেবি, মুদিত নয়নে
চিত্রপুত্তলিকা সম রহিলে নিশ্চল!
জানিনু, মা, আজি হ'তে এ বিশ্বমণ্ডলে
কিসে সুখী কে যে হয়, বিধাতাই জানে ;
জীবের অসাধ্য তাহা, না পারে বুঝিতে।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
এ তব মনের ভাব বুঝিনু, জননি,
এত ক্ষণে ; বহুকাল সহি' দুখভার,
হৃদয়—মানস তব অসাড় হ'য়েছে ;
বিষাদমগনা তুমি বহুদিন হ'তে ;
এ হেতু তোমার কর্ণে এ শুভ বারতা
পশিয়া পশিল নাহি। মন্দভাগ্য আমি।
সীতা।—(সহর্ষে)—
মন্দভাগ্য নহ তুমি, শূরেন্দ্রকেশরি
বায়ুপুত্র বলীশ্বর, তব ভাগ্যগুণে
আজি সীতা পতিসহ শত্রুবিমোচিতা।
একমাত্র তব, বৎস, ভাগ্যের প্রসাদে
মৃত দেহে প্রাণ আমি লভিনু রে আজি।
তব সম ভাগ্যবান্ এ মহীমণ্ডলে
কভু দেখি নাহি চক্ষে—কভু না দেখিব
ভবিষ্যতে, আঞ্জেনেয়, শত ধন্য তোরে!
হনু।—(সানন্দে)—
শ্রীমুখে, জননি, তুমি বহু বাখানিলে
এ তব পুত্রের ভাগ্য ; বাধিত হইনু
ও তব রাজীব-পদে এ চিরজীবনে!
তোমারি কৃপায়, দেবি, অঞ্জনাকুমার
ভাগ্যবান্, সত্য কহি, অকপট মনে।
ও পূত চরণ-পদ্ম আশ্রয় যাহার,
সে যে মহাভাগ্যবান্, কি সন্দেহ তাহে?
কিন্তু, মাতঃ, কহ মোরে কিসের কারণে
রাবণ-নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া,
সরোজজিনিত অক্ষি মুদিয়া রহিলে?
পুত্র আমি, কহ মোরে, রাঘব-মহিষি!
সীতা।—কেন যে মুদিনু নেত্র, বড় গূঢ় কথা,
রাম-ভক্ত, মুদ অক্ষি, বুঝিবে এখনি
মম অক্ষি-নিমীলন গূঢ়তর ভাব।
হনু।—(নেত্র নিমীলন করিয়া সবিস্ময়ে)—
এ কি, মাতঃ, এ কি দেখি, এ কি গো ব্যাপার!
অপূর্ব্ব অদ্ভুত কাণ্ড আমার সম্মুখে
সহসা উদিত আজি—চিন্তাতীত—অহ!
সীতা। অক্ষিযুগ নিমীলিয়া থাক, বীরচূড়া,
কহ মোরে কি দেখি'ছ?
হনু।— কি আর কহিব?
এ যে ইন্দ্রজাল সম—কাণ্ড অলৌকিক!
উজ্জ্বল-কনক-খণ্ড-মণ্ডিত সুন্দর
গৃহরাজি সারি সারি ধ্বজদণ্ডে শোভে।
নানাবর্ণে সুরঞ্জিত চিত্র বহুবিধ
সে সব গৃহের গাত্রে সুষমা বিস্তারে।
মৌক্তিক ঝালর-মালা করে ঝলমল
প্রত্যেক কেতনদ্বারে পবন-হিল্লোলে।
অহ, এ কি সিংহাসন—রাজ-সিংহাসন
উজ্জ্বলিয়া সভাতল নয়ন মোহি'ছে।
মরি মরি, কি মাধুরী এ কি ইন্দ্রালয়?
জননি, কোথায় মোরে আনিয়া ফেলিলে?
জীব-সমাগম নাই, শুদ্ধ গৃহরাজি
নানা সাজে সাজি' আজি বিরাজে কেবল
নয়ন-সম্মুখে মোর!

সীতা।— জীব-সমাগম
দেখিতে বাসনা তব হয়ে'ছে, মারুতি,
দেখ তবে—
হনু।—(সবিস্ময়ে)—
এ কি, দেবি, এ কি পুন দেখি
মুদিত নয়ন-পথে এ কি, মা, উদিত ?
অনুচ্চ তরঙ্গময়ী রঙ্গে তরঙ্গিনী
প্রবাহি'ছে, হেম-নৌকা অসংখ্য ভাসি'ছে।
অসংখ্য রূপসী—যেন স্বর্গবিদ্যাধরী
ক্ষেপণী ক্ষেপিয়া দ্রুত চালায় তরণী।
কে, মা, এরা ?—এ কি পুন ?—অবাক্
হইনু !
সংগীত আমোদে মজি' চলে পরপারে
(অপূর্ব্ব গমনভাব চিরনৃত্য যেন
গতিভাবে পরিণত) রমণী-মণ্ডলী !
(ক্ষণেক পরে)—
জলদসন্নিভ গাঢ় রঞ্জন-রঞ্জিত
শৈলবর, ধ্যানমগ্ন অচলশরীর !
অযুত নির্ঝর ঝরে পাষাণ ভেদিয়া।
সুধাময় জলাকারে, এ দেখি' পিপাসা
আপনি বাড়িয়া উঠে—যদিও না থাকে।
গিরির অদূরে, দেবি ! তোমার প্রসাদে
দেখিতেছি মহাসিন্ধু—জয় রাম জয় !
(লম্ফ প্রদানোদ্যোগ)
মুখ।—(শশব্যস্তে হনুমানের পশ্চাভাগ আকর্ষণ
করিতে করিতে)—
আ বীর—আ বীর—আ বীর !
হনু।—(সহসা নেত্রোন্মীলন করিয়া লজ্জায়
অবনতমুখ হওন)
সীতা।—(সহাস্যে)—বীরবর !
হনু।—(করযোড়ে)—ক্ষম, মাতঃ, ভ্রান্তিবশে আমি
উদ্যত হইয়াছিনু সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
সীতা।—
বাছা রে ! লঙ্ঘিয়া সিন্ধু দুখিনী সীতারে
সুখিনী করিলে তুমি। এখনো তোমার
হৃদয়, আমার হিত করিতে সাধন
অবিচল। বল মোরে, যা' তুমি দেখিলে
মুদিত নয়নে, বল, তা' সবার মাঝে
কি তব প্রার্থনা, বীর ?
হনু।— কিছুই না চাহি।
সীতা।—সে কি, বৎস !
হনু।—ভুলিব না—ভুলায়ো না মোরে
সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনি জননি জানকি !
যে পদ প্রসাদে আমি এ অপূর্ব্বছবি
দেখিনু, সে পদমাত্র আমার প্রার্থনা।
মুখ।—(স্বগত)—
প্রভু আমার বানর কি না,
এই বার তা' গেল জানা !
পা দু'খানিই ভরসা কেবল,
প্রভু আমার বদ্ধ পাগল।
হীরে চিনে জহুরী, হনু চিনেন পা !
তা' না হ'লে প্রভুর কেন লোমে ভরা গা ?
সোণার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পায়ে হ'ল আশা
প্রভু আমার ল্যাজে খাসা, কাজে নিরেট
চাষা !
আমি হ'লে—হ'ল না যে !—
(সদুঃখে শিরে করাঘাত)
হনু।—(দেখিয়া)—কি হ'য়েছে ?
মুখ।—মশা খেয়েছে ?
হনু।—(সীতার প্রতি)—
রঘু-কুল-রাজ-লক্ষ্মি ! কি আদেশ দাসে
করিবে, মা ? কি কহিব রাঘব বলীরে ?
সীতা।—কি আর অধিক তুমি কহিবে রাঘবে,
বীরশ্রেষ্ঠ ? যা' কবা'র কহিব তা' আমি
আজের আনন্দ মোর ! এবে তুমি গিয়া,
কহ তাঁরে,—লঙ্কা আজি 'অযোধ্যা-নগরী !'
হনু।—(সীতার পদধূলি লইয়া)—
আসি তবে, আশীষহ, জননি মৈথিলি।
সীতা।—(হস্তোত্তোলন করিয়া)—
এস তবে, রে অমর ! অমর-কুমার !
[সীতাকে প্রণাম করিয়া হনুমান ও
মুখসর্ব্বস্বের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অশোকবনের প্রান্তবর্ত্তী প্রাচীর।

সীতা ও সরমা প্রাচীরোপরি উপবিষ্টা।

সরমা।—(দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)—
ওই দেখ, ওই—ওই সমর-প্রাঙ্গণে
আলিঙ্গি' ধরণীতল শব রাশি রাশি,
মিলিত নয়নে কেহ, মুদিত নয়নে,
কেহ বা বিকট মুখে দশন বিকাশি'
পড়িয়া র'য়েছে ওই ;—তোমারি কারণ
লঙ্কাপুরী হ'ল, সতি, গভীর শ্মশান !
না বুঝি' যে কাজ কৈল লঙ্কেশ রাবণ,

আজি তা'র ফললাভ—আলোক নির্ব্বাণ!
(অধোবদনে চিন্তা)
সীতা।—(সরমার কর ধারণ করিয়া সান্ত্বনা-
বাক্যে)—
বিধুমুখি, অধোমুখে কি হেতু রহিলে?
চাহ মোর পানে তুলি' পঙ্কজ-নয়ন।
তোমার কি দোষ? তবে কি লাভ ভাবিলে?
কে পারে লঙ্ঘিতে, সখি, বিধির লিখন?
সরমা।—সত্য বটে, বিধি-লিপি লঙ্ঘন না হয়,
সত্য বটে, কর্ম্ম-ফল ভুঞ্জে জীবগণ,
তবু, দেবি, উঃ কি ক'ব! প্রাণের তনয়
হারাইয়ে রণক্ষেত্রে—
(অশ্রুত্যাগ)
সীতা।—(সরমাকে অন্যমনস্ক করিবার অভি-
প্রায়ে দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—
ধবলবরণ
ওই যে শিবির, সখি, দূরে দেখা যায়,
কাহার শিবির উহা?
সরমা।— বধিল যে জন
দশমুখে হর্ষমুখে তারিতে তোমায়,
তাঁহারি শিবির ওই—
সীতা।—(উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্বগত)—
জুড়া'ল জীবন
নাথের শিবির হেরি',—বহু দিন হ'তে
দেখি নাই প্রাণেশের চরণ-যুগল;
ডুবিয়াছিলাম ঘোর দুখভার-স্রোতে;
শিবির নিরখি' হ'ল নয়ন সফল।
সীতার সর্ব্বস্ব পতি সতীর জীবন
ও শিবিরে বিরাজেন। কত ক্ষণ পরে
দেখিয়া তাঁহারে তৃপ্ত করিব নয়ন?
বিহঙ্গী হইলে উড়ে যেতাম সত্বরে।
সরমা।—শিবির দেখেই শুধু রহিলে নীরবে,
না চলে সরোজ-নেত্র অন্য দিকে তব।
না জানি নাথেরে হেরি' কি যে তুমি হ'বে,
না জানি তোমারে হেরি' কি হ'বে' রাঘব।
সীতা।—(সলজ্জে)—না না, সখি, তা' না—
সরমা।—(সীতার চিত্ত পরীক্ষার্থ)—
তবে রাবণ-পীড়ন,
রাবণের ভীম মূর্ত্তি ভাবি'ছ অন্তরে?
সীতা।—(আত্মভাব বিস্মৃত হইয়া সভয়ে)—
হেথা কি আসিবে, সখি, পাতকী রাবণ?
এখানে দেখিলে, দুষ্ট বধিবে আমারে!
সরমা।—(ঈষৎ হাস্যে সীতার চিবুক ধরিয়া)—
সরলে, তবে না তুমি রামে ভাব নাই?
আর কি আমারে তুমি পার ভুলাইতে?
সরলতাময়ী যেই—কভু তা'র ঠাঁই
কপটতা পারে কি গো ক্ষণেক থাকিতে?
সরলতা-বশে ধরা পড়িলে আপনি,
রাবণ কি বেঁচে আছে?—কেন ভীত হ'লে?
বুঝেছি,—হৃদয়ে তব জাগে রঘুমণি।
ছলনা জান না—তবে ছলিবে কি ছলে?
সীতা।—(প্রতিবোধিত হইয়া সলজ্জে সরমার
গ্রীবাবেষ্টন করিয়া অবস্থিতা)

দূরে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী।—অশোক বনের এই বিশাল প্রাচীর
এই ত নয়ন-পথে পড়িল আমার।
আহা, এই প্রাচীরের মধ্যস্থ কাননে
রামের হৃদয়-নিধি আছে রে নিহিত!
ধন্য সেই তরু, যেই তরুবর-মূলে
রামের অমূল্য মণি আছেন বসিয়া!
ধন্য সে বিহঙ্গকুল, যাহারা তাঁহারে
নিরখি'ছে ক্ষুদ্র নেত্রে চিরদৃষ্টিপাতে!
রক্ষঃ আমি, অক্ষি মম গবাক্ষের মত,
কিন্তু এ অসার চক্ষে নাহি কিছু ফল!
কেবল আকাশ সিন্ধু, পর্ব্বত কানন,
বিশাল পৃথিবীতল আজন্ম দেখিনু,
কিন্তু, হায়, জানকীর চরণ দু'খানি
দেখিতে পাইনি আমি। তা'ও ভাল ছিল,
পক্ষী হইতাম যদি; মৌক্তিক প্রমাণ
ক্ষুদ্র চক্ষে দেখিতাম সে পদযুগল।
যা'ই হোক্, আজি মম সফল জীবন,
দেখিব সীতার পূত পাদপদ্ম দু'টি।
অয়ি আশা! আজি তুমি হ'বে ফলবতী,
যা' দেখা'লে এত দিন চলা'য়ে আমারে
কুলাল-চক্রের মত চলৎ-সংসারে,
অসার সে সব। আজি সার হ'তে সার
দেখা'বে আমারে তুমি—নিজেও দেখিবে।
(পরিক্রমণ)
সীতা।—(সরমার গ্রীবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা
বিভীষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)—
হা দেখ, সরমে, ওই প্রশান্ত মূরতি,
কে উনি? কি নাম ওঁর, বিভীষণ-প্রিয়ে?
সরমা।—(দেখিয়া সানন্দে)—
যাঁ'র প্রিয়া বলি' মোরে সম্বোধিলে, সখি,
উনিই তিনিই—
সীতা।— সুখী হইনু দেখিয়ে!

জানিতাম—তবু আজ জানিনু বিশেষ,
সমানে সমান মিলে।

সরমা।— কভু তা' নহিলে
সীতার প্রাণেশ-পদে সরমা-প্রাণেশ,
সরমা সীতার পদে আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?

সীতা।—(সরমার কর ধারণ করিয়া)—
যাবজ্জীবন তরে রাখিলে বাঁধিয়া
পতিসহ, সতি, তুমি রাম জানকীরে।
তোমা' দোঁহাকার চিত্র স্বকরে আঁকিয়া,
বিলাইব অযোধ্যার প্রতি ঘরে ঘরে।

সরমা।—(সদুঃখে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—
তবে কি আমারে, সতি, নিশ্চয় ত্যজিয়া,
অযোধ্যায় যা'বে ?—হায়, আমি অভাগিনী !
গৃহে যা'বে তুমি ; আমি বারি কি বলিয়া ?
তবে কি না এই দেখা—শেষ—

সীতা।—(সদুঃখে)— বিষাদিনী
কেন, সতি, হইতেছ ?—প্রাণনাথে ব'লে
রাখিবারে পার যদি, অযোধ্যায় তবে
পতিসহ যা'ব আরো কিছু দিন গেলে ;
যথা রাম তথা সীতা চিরকাল র'বে !

সরমা।—
না না, তুমি যাও সুখে, রাঘব-সুন্দরি !
পতিসহ অযোধ্যায়। আত্মীয় স্বজনে
দেখ গে নয়ন ভরি'। ত্যজি' নিজ পুরী
রামেরে থাকিতে, বল, বলিব কেমনে ?

বিভীষণ।—
আজি কি আনন্দ মোর, রাঘব-জায়ারে
রাঘব-আদেশে ল'য়ে, যা'ব তাঁ'র পাশে !
যাই ত্বরা।

[প্রস্থান।

সরমা।—(সীতার প্রতি)—
অয়ি রাম-সোহাগিনি, মম প্রাণেশ্বর
কি বলিলা, শুনিলে ত ? চল, যাই তবে
অশোক-কানন-মাঝে ; চল গো সত্বর ;—
তোমার মাহেন্দ্র ক্ষণ,—দেখিবে রাঘবে।

[উভয়ের অবতরণ ও প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অশোকবন।

বৃক্ষমূলে সীতা ও সরমা উপবিষ্টা। ক্ষণকাল পরে বিভীষণের প্রবেশ, তদ্দর্শনে সরমার গাত্রোত্থান।

বিভী।—(সীতাকে প্রণাম করিয়া)—
রাজেন্দ্রাণি ! মম মিত্র রামের আদেশে
তব পাশে আসা এবে। আছে নিবেদন,
আদেশ হইলে, পদে পারি নিবেদিতে।

সীতা।—(সানন্দে)—
বহু দিন হ'তে মম আশা ছিল হৃদয়ে,
হেরিব দক্ষিণ বামে তোমাদের উভয়ে।
পতিমিত্র ! আজি মম
সে আশা পূরণ হ'ল,
দুই করে দু'জনের দুই কর লইয়ে,
দুই আঁখি জুড়াইব আনন্দিত হইয়ে।

বিভী।—(সবিস্ময়ে স্বগত)—
আমি কি দেখিনু স্বপ্ন ?—কিংবা ভ্রান্তি-
লীলা ?
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে কি রে দেবী সুরলক্ষ্মী
মলিন বসনে বসি' অশোক-কাননে ?
খনি-গর্ভে ম্লান যেন মহামূল্য মণি।
বিধাতা এ রত্ন কি রে গড়িল নির্জ্জনে
সৃষ্টি-কৌশলের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা হেতু ?
অথবা মানবীরূপে এই মহাদেবী
এ লঙ্কার রাজলক্ষ্মী ! কি রূপ-মাধুরী !
কিন্তু, হায় ! বড় দুখ,—এ হেন রতন—
এ হেন অমর-কুল-দুর্ল্লভ মূরতি
শতগ্রন্থিময় বাসে বসিয়া বিষাদে,
কাটিয়াছে বহুদিন এ অশোক বনে !
হায় হায় ! রে বিধাতঃ ! সৃজন-নিপুণ !
সৃজিবারে জান তুমি, কিন্তু কি কহিব,—
যত্ন যে কাহারে বলে, তা' তুমি জান না।
তা' জানিলে সরোবরে ফুল্ল কমলিনী
কি হেতু গলিয়া যায় তীক্ষ্ণ শীতাগমে ?
তা' জানিলে হেন পদ্ম এ অশোক বনে
কি হেতু শুকা'য়ে যা'বে ? যত্ন-অজ্ঞ তুমি।

সরমা।—(বিভীষণের কর ধারণ পূর্ব্বক)—
কি হেতু নীরবে, নাথ, দাঁড়া'য়ে রহিলে ?
শ্রীরামের কি আদেশ লইয়া আইলে ?
এখনো যে বলিলে না ?—

বিভী।—(সানন্দে)— ধন্য তুমি, প্রিয়ে!
পুণ্যময় দেহ তব, পুণ্যময় মন,
সীতার সেবায় তুমি পবিত্র হইলে।
পরশি' তোমার কর আমিও পবিত্র
হইলাম আজি; যথা গঙ্গা-জল-মাখা
পবিত্র কুসুম স্পর্শি' চিত্ত পূত হয়।

সীতা।—(বিভীষণ ও সরমার কর ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মান করাইয়া)—
এ ঘোর শাত্রবপুরে যাঁ'দের কৃপায়
দুখিনী জনক-সুতা পতিপ্রাণা দীনা সীতা
পতি সহ দিল আজ দুখেরে বিদায়,
বিধাতার কাছে আশা, সে উভয়ে ভালবাসা
থাকুক অচল হ'য়ে, পাদপ লতায়
পরস্পরে আলিঙ্গনে যেরূপ জুড়ায়।

বিভীষণ ও সরমা। (সীতাকে প্রণাম করণ)
(বৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও নেপথ্যে গীত)

*মরি কি আজ নব শোভায়
শোভে অশোক-কানন।
শোভিল বামে সরমা সতী
বিভীষণের ভূষণ।
সমুখে সীতা হিরণময়ী,
রূপ-কিরণ ভুবনজয়ী;
দখিণে বামে প্রিয় দম্পতি;
জুড়া'ল যুগল লোচন।

বিভী।—(করযোড়ে)—
মম প্রিয়তম মিত্র রামের আদেশে
আইনু তোমারে, দেবি, লইতে অচিরে।
ইচ্ছা করিলেন তিনি তোমারে দেখিতে,
রাম-চির-দর্শনীয় রাঘব-কমলে!
দেবেন্দ্র-আদেশে রথ আনিলা মাতলি;
অশোক-কানন-দ্বারে সে রথ সজ্জিত।
অনুমতি হোক্ ত্বরা সে বাসবী রথে
আরোহিতে। দৈবরথ পূত হ'বে আজি
তব পূত কলেবর ক্ষণেক পরশি'।

সীতা।—(সরমার করধারণ করিয়া)—
বল্ তবে, বিধুমুখি! যাই পতিপাশে।

সরমা।—(সীতার চিবুক ধরিয়া)—
এস তবে রাজেন্দ্রাণি! মঙ্গল সম্ভাষে
বলি তোমা ধনে যেতে, কিন্তু মম হৃদয়েতে
থাকিলে সদাই তুমি প্রত্যেক নিশ্বাসে।

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
†ভাল কথা মনে হ'ল, ক্ষণেক দাঁড়াও, সতি!
এ বেশে কি যেতে আছে? কি বলিবে প্রাণপতি
এনেছি সুন্দর সাজ,
তোমারে সাজা'ব আজ
নিরখিয়ে রঘুরাজ
পুলকিত হ'বে' অতি।

বিভী।—(সরমার প্রতি)—
সুন্দর বাসনা তব, বিভীষণ-প্রিয়ে!
দেখিব সুবর্ণ আজি রতনে খচিত,
দেখিব কমল আজি চর্চ্চিত চন্দনে;
তোমার প্রসাদে চক্ষু জুড়া'বে আমার
নিরখি' চন্দ্রমা-পাশে নক্ষত্রের মালা,
হে সরমে! বিধুমুখি! সীতা-সহচরি!

সীতাকে লইয়া সরমার প্রস্থান ও কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহাকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া পুনঃপ্রবেশ।

সরমা।—(সীতার সীমন্তে সিন্দূর দিতে দিতে)—
এয়োর প্রধান চিহ্ন সিন্দূর, সজনি!
তব ভালে দিনু, সতি! শিবপ্রিয়া হৈমবতী
মঙ্গল করুন তব দিবস রজনী।
যত পরমাণুরাশি এ সিন্দূরে আছে মিশি'
তা'র শত গুণ আয়ু গৌরী কৃপাবলে
তোমার, রামের হোক; থাক গো কুশলে।

বিভী।—(সানন্দে স্বগত)—
মেঘমুক্ত পূর্ণশশী কক্ষচ্যুত হ'য়ে
অশোকবনের মাঝে উদিল কি আজি?
সরমা খুলিয়া কৌটা এ মহারতন
স্থাপিল যতনে বিভীষণের নয়নে।
ধন্য রঘুবর তুমি! এ অমূল্য মণি
বহু দিন পরে পুন তব শ্যামগলে
বিলম্বিত হ'তে চলে।

সীতা।—(সরমার কর ধারণ করিয়া)—
আসি তবে, সতি!

সরমা।—
এস, কিন্তু মনে রে'খ;—এস. রূপবতী!
(সকলের গমনোদ্যোগ)

সীতা।—(কিঞ্চিদ্দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—
সরমে! মরম-সখি!
(কি চিন্তা করিয়া নীরব)

* এই গীতটি একতালা তালযোগে ঝিঝিট রাগিণীতে গেয়।
† এই গীতটি আড়াঠেকা তালযোগে গারাভৈরবী রাগিণীতে গেয়।

সরমা।—(আগ্রহ সহকারে)—বল বল, শশিমুখি,
বলিতে বলিতে কেন নীরব হইলে ?
সীতা।—(সদুঃখে)—
ওই যে মালতী লতা,—নয়ন-সলিলে
বাড়া'য়েছি ওরে আমি, যতনে রাখিও তুমি
ওটিরে, সখি রে! তব স্বামিসহ মিলে।
কবরীতে প'র ফুল, বসন্তে ফুটিলে।
সরমা।—(সদুঃখে)—
রাম-প্রিয়ে! অশ্রু দিয়ে, দুঃখে স্নেহ দেখাইয়ে,
বাড়াইলে তুমি ওরে; আমি ও লতারে
জানকী ভাবিয়া মনে অশ্রুরাশি বরিষণে
ভিজাইব অহর্নিশ, কহিনু তোমারে।
বসন্তে কুসুম-কলি ফুটিলে, লইব তুলি',
ভাসাইয়া দিব, সখি! নীল-পারাবারে।
সে ফুল পবন-বলে ভাসিয়া যাইবে জলে
উজানে, পশিবে গিয়া সরযূ মাঝারে।
তুলে ল'য়ো সেই ফুল, স্মরি' সরমারে।
[অগ্রে সীতা, পশ্চাৎ বিভীষণ ও
সরমার প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

[বহিঃপটক্ষেপ।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কার অপর পার্শ্ব—সমুদ্রতট।

যশোদেবের প্রবেশ।

যশঃ।—(বিমর্ষচিত্তে)—
দেবলোকে নরলোকে যথা জীবগণ
আত্মাযুত, সেইখানে আমার প্রভাব
অচল—অটল—দৃঢ়—চিরযুগস্থায়ী,
শূন্যলোকে তেজোময় মার্ত্তণ্ড যেমতি।
যত দিন র'বে রবি, যত দিন শশী,
যত দিন মহাসিন্ধু, যত দিন বায়ু,
যত দিন গিরিপুঞ্জ, যত দিন ধরা,
যত দিন মম ভক্ত আত্মাযুক্ত জীব
সঞ্চরিবে লোকে লোকে, তত দিন আমি
অমর—নিশ্চয় কহি—রহিব অমর।
নরগণ পদস্পর্শ করিতে আমার
ব্যতিব্যস্ত, অহর্নিশ। অন্য দেবগণে
অগ্রে পূজি' বর লয় আমারে স্পর্শিতে।
আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয়, কিন্তু তথাপিও
না বলিলে নয়, বলি, কে আর শুনিবে ?
আমিই বলিব, পুনঃ আমিই শুনিব,
সম্মুখে এ সিন্ধু যথা গম্যপথ-দূরে
আপনি গর্জ্জিয়া পুনঃ আপনি শুনি'ছে।
কি বলিব ?—বলিব না—থাক্ মনে মনে
মনের বাসনা মম।—সকলে ত জানে,—
যে না পূজে মোরে,তা'রে ত্রিলোক না চাহে।
জগতের শত্রু সেই, আত্মা থাকিতেও
আত্মশূন্য পশুসম হেয় অস্পর্শীয়।
কিন্তু আমি, হায়, হ'য়ে সর্ব্বপূজনীয়,
বিষাদিত আজি! কেন এ বিষাদ মোর
হৃদয় দহি'ছে ঘন? যেন দাবানল
দহি'ছে অরণ্য-বক্ষ অবিশ্রান্ত তেজে।
যে দিন হইল এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন,
সে দিন হইতে আমি সবার সমীপে
পূজিত আদৃত হ'য়ে আসিতেছি সুখে।
কা'রে যে বিষাদ বলে, কা'রে কষ্ট বলে,
চক্ষের নিমেষপাতে যে টুকু সময়,
তা'রো মধ্যে এই দু'টি স্পর্শেনি আমারে।
যে বিধাতা কৈল মোরে চিরসুখভোগী,
তাঁ'রি কি এ পটক্ষেপে দুঃখ-অভিনয় ?
তা' বই কি ?—তিনি বই কা'র বিড়ম্বনা ?
যাঁর সৃষ্ট ফুল, তাঁ'রি সৃষ্ট এ হৃদয়,
যাঁ'র সৃষ্ট কীট, তাঁরি সৃষ্ট এ যন্ত্রণা,
কীট কাটে ফুল, দুঃখ দহে এ হৃদয়!
এ দুঃখ কি ঘুচিবে না? কে বলিতে পারে ?
চক্রসম সুখ দুঃখ নিয়ত ঘুরি'ছে
যেকালে, সেকালে মম পুনঃ সুখোদয়
হইতেও পারে। কিন্তু তা' বলিয়া আমি
নিশ্চিন্ত থাকিতে নারি। প্রতিবিধানিতে
এ দুঃখের কেন্দ্রগত তীক্ষ্ণ বিষরাশি,
পশি এ সমুদ্র-গর্ভে। বরুণের সনে
যুক্তি করা সুবিধেয়!—দেখি বা কি হয়।
(সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ)

[পটপরিবর্ত্তন।]

বরুণপুরী।

বরুণের প্রবেশ।

বরুণ।—(পরিক্রমণ করিতে করিতে সাহ্লাদে)—
দেব আমি, অমরত্ব চিরসঙ্গী মোর;

কিন্তু তবু মৃত্যুবশী মনুষ্যের মত
পেয়েছি যন্ত্রণা বহু ;—কেন ?—কি কারণ ?
দুর্দ্দান্ত রাবণ-বলে।—আজি আমি পুনঃ
পূর্ব্ব দিন লভিয়াছি ; যথা তীর ছাড়ি'
মম জলরাজ্যে আসি' দৈবদুর্ব্বিপাকে
আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে মগ্নপ্রায় তরী
পুনর্ব্বার তট লভি' লভে সুখরাশি।
নিশ্চিন্ত হইনু আজি—সাম্রাজ্য আমার,
সকল রাজ্যের চেয়ে অতীব বিস্তৃত,
তাহাও নিশ্চিন্ত আজি—
(দূরে দৃষ্টি করিয়া সভয়ে)—
কে ও আসিতেছে ?
রাবণের প্রেত-আত্মা ফেনরাশি মাখি' ?
হা ভাগ্য ! নিস্তার মোর নাহি বুঝি আর
ক্ষণেকেরো তরে ! দুষ্ট জীবিত সময়ে
কত শত পদাঘাত কৈল মোর বুকে !
এখনো স্মরিলে বক্ষ পুনঃ যেন ফাটে !
ম'রেও দুরাত্মা পুনঃ ভূতযোনি লভি
মহাপাপরাশি-ফলে, পীড়িতে আমারে
আসিল আলয়ে মোর ! এ দগ্ধ কপালে
বিধি-লিপি-বলে ভীম রক্ষঃ-পদাঘাত
চিরভোগ্য !—কেন মিত্র যম ধর্ম্মরাজ !
ভুলিলে ?—
(অধিকতর ভয়ে)—
এই যে পাপী প্রায় সমাগত !
কি হইবে !—অ্যাঁ !—আমি কোথা যাই এবে !
রঘুবীর রামচন্দ্র ! রক্ষা কর আসি'।
(ভয়ে অন্তর্হিত হইবার উদ্যোগ কিন্তু প্রতিবোধিত হইয়া)—
না, না,—এ ত রাবণের প্রেত-আত্মা নয়।
এ যে দেখি দেবমূর্ত্তি, শ্বেতপরিচ্ছদে
আচ্ছাদিত দৈব দেহ—ফেনরাশি নয়।
(সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া)—
সুনিশ্চয় দেবমূর্ত্তি, তা' নহিলে কেন
এ মোর আলয়ে চিরজ্বলন্ত দীপের
বিপরীত দিকে এঁর ছায়া নাহি দেখি ?
সুনিশ্চয় দেব ইনি ;—কোন্ দেববর ?
যশোদেব নয় ?—হাঁ হাঁ, তিনিই ত বটে।
(পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইয়া)—
রক্ষা হোক্।—(ঈষৎ হাস্যমুখে)—
কিন্তু মোর, ক্ষণদ্বয় আগে,
নবসুখলব্ধ চিত্তে জগতের ভয়
একীভূত হ'য়ে কি যে ক'রেছিল;—হাঃ হাঃ !
এস, দেব ! আজি বড় সৌভাগ্য আমার ;
ত্রৈলোক্যের পূজ্য যিনি, তাঁ'র পদার্পণে
বরুণের জলপুরী পবিত্র হইল।
মঙ্গল ত সব ?—দেব, কীর্ত্তি মহাদেবী
আছেন ত সুমঙ্গলে ? অ্যাঁ—এ কি, দেব !
বিমর্ষ বদনে কেন আজি উপস্থিত ?
সুরবর ! তব বরে সুরনরগণ
চিরসুখে চিরকাল কালক্ষেপ করে ;
তুমি কেন, সুধাকর ! অসুখে মগন ?
বিস্মিত হইনু বড়,—অমৃতের মাঝে
কেমনে পশিল বিষ ?—

যশঃ।—(সদুঃখে) আর, জলেশ্বর !
কেমনে বলিব আমি সে দুঃখ-কাহিনী !
বিধি-বিড়ম্বিত আমি হৈনু এত দিনে !
(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

বরুণ।—(সবিস্ময়ে)—
সে কি, দেব ! ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্যের মত
বিধি-বিড়ম্বিত হয় দেবতা কি কভু ?
তা' যদি হইবে, তবে সুর আর নরে
কি পার্থক্য ?—উভয়েই সমভাগ্যভোগী।

যশঃ।—(অধিকতর দুঃখে)—
ক্ষমা কর, জলপতি ! মিনতি তোমারে।
নরনিন্দা করিও না—বড় বাজে বুকে।
মোর পক্ষে সুর নর উভয়ে সমান,
যদি তা'রা মোরে ভক্তি করে সমভাগে।
নরনিন্দা করিও না, নীলকলেবর !
দেবমুখে নরনিন্দা কভু যোগ্য নয়।
তব পক্ষ হ'য়ে বলি,—যদি উচ্চ জন
নীচে তুচ্ছ ভাবে, তবে বল সত্য ক'রে,
কিসের উচ্চতা তা'র ?—কি প্রভেদ তবে
উচ্চ নীচে ? জলনাথ ! বল পুনর্ব্বার,—
কি প্রভেদ মেঘ-নীরে সিন্ধু-ক্ষার-জলে ?

বরুণ।—যা' বলিলে, সত্য বটে—

যশঃ।— এই সে কারণে
মিনতি তোমারে, সুর, না নিন্দিও নরে।
নরকুলশিরোমণি শ্রীরামের তরে
আজি এ বিষাদ মম, সত্য কহিতেছি।
এই সে কারণে, সুর, না নিন্দিও নরে।

বরুণ।—(বিস্মিত হইয়া)—
সে কি কথা ! রাঘবের ঘোর বীর্য্যবলে
ত্রৈলোক্য শান্তির সহ আলিঙ্গিল আজি
হর্ষভরে, কিন্তু তুমি বিমর্ষে মগন ?
হাস্যের রহস্য কিংবা রহস্য বিষয়
আজি তব চিত্তমাঝে জাগিল সহসা,
আমি তা' নারিনু, দেব, বুঝিতে অন্তরে।

অন্তরের গুপ্ত ভাব ব্যক্ত করি' বল।
যশঃ।—
তব দৈবী-শ্রুতি,দেব, শুনেনি কি আজি—
রামের আদেশে সীতা অবিলম্বে এবে
ত্যজিয়া অশোকবন, চড়ি' ঐন্দ্র রথে
শুভ যাত্রা করিবেন তাঁহার নিকটে ?
বরুণ।—(চিন্তিয়া)—
কই না,শুনি নি;—ভাল, কি হ'য়েছে তায়'?
যশঃ।—
তোমার কি হ'বে তা'য় ? যা' হ'বার হ'ল
এ পোড়া ললাটে মোর, এত কাল পরে!
যা'র যথা ব্যথা, হাত তাহারি সেখানে,
অন্যে কি তা' বুঝে কভু ? তা' বুঝিলে,সুর,
চিরসুখ বিরাজিত প্রতি লোকে লোকে।
বরুণ।—অনেক দিনের পর জনক-কুমারী
যা'বেন রামের পাশে, শুনি' তব মুখে
বড় তুষ্ট হৈনু আমি আজি, সুরবর!
যশঃ।—(সদুঃখে স্বগত)—
তা' বৈ কি!—তা' হ'বে তুমি।—পার তা' হইতে।
তোমার কি দুঃখ তায় ? আগে ত বলেছি।
(প্রকাশে)—
তুমি তুষ্ট হ'লে, দেব, তোমার মতন
ত্রিলোক সন্তুষ্ট আজি এ শুভ সংবাদে।
কিন্তু আমি তুষ্ট নহি—কষ্টে বক্ষঃ ফাটে!
হায়, দেব, শ্রীরামের জন্মদিন হ'তে,
এত দিন মহাসুখে ছিনু বিরাজিতে
এ বিশাল ধরাতলে, পর্ব্বতে, কন্দরে,
মরুভূতে, মহারণ্যে, কুসুম-উদ্যানে,
রাজ্যের সীমায় তব, ত্রিদিব-আলয়ে,
যেখানে সেখানে, দেব, প্রত্যেক নরের
হৃদয়েতে রসনাগ্রে ; কিন্তু আজি হ'তে
সে সুখে বঞ্চিত আমি হইনু, জলেশ!
অহো! কি কহিব আর, কোন স্থলে আর
আজি হ'তে অধিকার না রহিবে মম!
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)
বরুণ।—(চিন্তা করিয়া)—
বুঝিতে নারিনু, দেব, ক্ষমি' অপরাধ,
স্পষ্ট করি' বল মোরে মনের বেদনা।
যশঃ।—দেবতা-দুর্লভ গুণে রাম বীরবর
নরলোকে অগ্রগণ্য, তাঁ' হ'তে আমার
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ। তাঁ'রে পেয়ে আমি
ত্যজিয়া ত্রিদিব-ধাম, প্রত্যেক পলকে
ভূলোকে মনের সুখে পর্য্যটন করি।
কোটি স্বর্গ হ'তে ধরা আনন্দের ধাম
মম পক্ষে, হে নীলাক্ষ জলদলপতি!
ভূতলের ক্ষুদ্র তৃণ কল্পতরু হ'তে
বহু গুণে সুখাকর। রামের সদ্‌গুণে
কোটিগুণে সুখী আমি। আমি হেন যশঃ,
আমার বাড়িল যশঃ রামের প্রসাদে।
এই হেতু রামে, দেব, প্রাণাপেক্ষা আমি
ভালবাসি; ক্ষণতরে না ত্যজি তাঁহারে।
কিন্তু আজ, হা দুর্দ্দৈব! কি ক'ব তোমারে,
বারীশ্বর! হেন রামে ত্যজিতে হইল!
বরুণ।—(সবিস্ময়ে)—
"ত্যজিতে হইল!" সে কি ?—
যশঃ।— বুঝেও বুঝ না
বহু দিন হ'তে সীতা মহাসাধ্বী সতী
রক্ষঃপুরে কালক্ষেপ কৈলা একাকিনী।—
এ ত বুঝ, জলনাথ ?
বরুণ।— হাঁ, তা' জানি আমি।
যশঃ।—এক্ষণে শ্রীরাম তাঁ'রে সাদরে গ্রহণ
করিবেন।—উচিতো তা'।—কিন্তু নানা লোকে
নানা কথা উত্থাপিবে ; কাজেই তখন
তা'দিগে সহায় পেয়ে অনিবার্য্য বলে
মম চির মহাশত্রু কলঙ্ক দুর্জ্জয়
রামে আক্রমিবে। তা' হ'লে আমারে
ত্যজিতে হইবে রামে ;—হতভাগ্য আমি!
এক্ষণে ত বুঝিলে হে দুঃখ কি আমার ?
বরুণ।—(সদুঃখে)—
তাই ত, সম্মুখে তব বিপদের দ্বার
উদ্‌ঘাটিত দেখি এবে। কি উপায়, দেব!
করিবে ইহার এবে ? এ তব দুঃখেতে
চঞ্চলিত হৈনু আমি।
যশঃ।— এক্ষণে যাহাতে
এ ঘোর সঙ্কট হ'তে পরিত্রাণ লভি,
তুমিই উপায় তা'র উদ্ভাবন কর।
বরুণ।—(অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া)—
আমি ত কিছুই, সুর, নারিনু করিতে।
কিন্তু যদি দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নির সমীপে
এ তব বিপদবার্ত্তা হয় বিজ্ঞাপিত,
তা' হ'লে উপায় এর হইতেও পারে।
যশঃ।—
যাই তবে আমি এবে ত্বরা অগ্নিপুরে
দৈবগতি বলে, সুর!
বরুণ।— আমিও যাইব।
তিনে মিলি' শুভযুক্তি করিব যতনে।

মঙ্গল হইবে তব।

যশঃ।— চল যাই তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—বনমধ্যস্থ পথ—পার্শ্বে শিবমন্দির।

মুখসর্ব্বস্ব ও জনৈক কপিসৈনিকের প্রবেশ।

ক-সৈ।—হ্যাঁ ভাই মুকসব্বিস্বী! তুই ন্যায় শাস্তর পড়েছিস্?

মুখ।—(সহাস্যে) তা' পড়া ত খুব সামান্যি কথা—ও যে আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। তা' জানিস্ না?

ক-সৈ।—না। আচ্ছা কৈ দেখি, কেমনতর ন্যায় শাস্তর?

মুখ।—(স্বীয় লাঙ্গূল প্রদর্শন করিতে করিতে) ওরে বোকা! এই দেখ্।

ক-সৈ।—(উচ্চ হাস্যে) আরে! দূর দূর! ও যে ন্যাব!

মুখ।—তুই নিরেট বোকা! ন্যাব আর ন্যায়, এ দুয়ে কি ভেদাভেদ আছে? শন্যিটে উড়িয়ে দে না?

ক-সৈ।—কেন?

মুখ।—ওটা বিকপ্পে বসে।

ক-সৈ।—কোন্‌টা?

মুখ।—ওরে মেড়া! শন্যিটা শন্যিটা সর্ষের মত একটা ছোট্ট কালির ফোঁটা।

ক-সৈ।—বিকপ্প কি, ভাই? কপ্প তরুর উল্‌টো গাছ?

মুখ।—আরে না না। ও বোঝা তোর কম্ম নয়। বিয়াকরণ না জান্‌লে ওর মম্ম বুঝ্‌বিনে।

ক-সৈ।—কেন? আমার ত বিয়ে হ'য়েছে, তবে কেন, ভাই, বুঝ্‌তে পাল্লুম্ না?

মুখ।—ওরে ব্যাটা, এ সে বিয়ে করা নয়—এ এক রকম শাস্তর—এর নাম বি-য়া-ক-র-ণ। বুঝ্‌লি?

ক-সৈ।—(শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে) তা' হ'বে।—আচ্ছা ভাই মুকসব্বিস্বী! তুই ন্যায় শাস্তরের গোটা দুই বোল বল্ না?

মুখ।—আচ্ছা, বল্ দেখি, ঘাস খায় কে?

ক-সৈ।—কেন? গরু।

মুখ।—আর কে?

ক-সৈ।—ছাগল।

মুখ।—আর?

ক-সৈ।—ভেড়া, মেড়া এই সব।

মুখ।—আচ্ছা, তবে এরা হ'ল এক দলের?

ক-সৈ।—হ্যাঁ, তা' হ'য়েছে।

মুখ।—তবে নরে বানরেও সমান।

ক-সৈ।—কৈ, কেমন ক'রে?

মুখ।—কেমন ক'রে কি আবার? বুঝ্‌তে পার্‌লি নি? ওরে, কলা।

ক-সৈ।—(সহাস্যে) হ্যাঁ, বুঝিছি বুঝিছি—ঠিক্ ঠিক্। নরেও কলা খায়, বানরেও কলা খায়।—(ক্ষণেক চিন্তিয়া) এ ন্যায় শাস্তর বেস্ ত, ভাই! এর বোল্‌গুলো বড্ড চমক্কার।

মুখ।—ওরে জঙ্গ্‌লে! বোল্ নয় এগুলোকে বলে যুক্তি।

ক-সৈ।—(করে স্বকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া) অ্যাঁ—কি বল্‌লি—জুতী?

মুখ।—আরে দূর্! জুতী নয়, যুক্তি-যুক্তি-যুক্তি।

ক-সৈ।—তা' হ'বে-হ'বে-হ'বে।

মুখ।—(ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া)—তুই আমাকে ঠাট্টা কচ্চিস্।

ক-সৈ।—(ভীত হইয়া) না না, আমি ত ঠাট্টা করিনি। আমি আরো খুব বাধিত হ'য়েচি।

মুখ।—ঠিক্ বল্‌চিস্ ত?

ক-সৈ।—তোর লোম্ ছুঁয়ে বল্‌চি।

মুখ।—(সাহ্লাদে) বেস্ বেস্। আচ্ছা, হ্যাঁরে, তুই গান গাইতে পারিস্?

ক-সৈ।—না, ভাই, পারি না। তবে কি না শুন্তে বড্ড পারি।

মুখ।—আমি কিন্তু গাইতে পারি।

ক-সৈ।—(বিনতিসূচক অঙ্গভঙ্গি সহকারে) হুঁ—হুঁ—তবে যদি দয়া ক'রে—

মুখ।—আচ্ছা, তবে শোন্। (উদরে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে) ওরে, আজ পণ দশেক মর্ত্তমান কলা খেয়েচি—এখনো পেট্টা বড্ড ভার হ'য়ে র'য়েচে। সুর্‌টা তেমন মিষ্টি হ'বে না।

ক-সৈ। আঃ, তা' আর নেই বা হ'ল। তা'তে আর এসে যায় কি? কথাগুলো বুঝ্‌তে পার্‌লেই হ'ল।

মুখ।—তবে নিতান্তই শুন্‌বি?

ক-সৈ।—সে ভাই, তোর অনুগ্‌গেরো।

মুখ।—(হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) উঁ হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ উঁ উঁ উঁ—তা নে নে নে—হুন্‌—না নাঁ না না।—(স্বর-জড়তা পরিষ্কার করিয়া) উঁ——

প্রাণ্‌সজনি, আমার পানে চেয়ে দেখ লো!
তিলফুল জিনি কন্ন, কেষ্টশিলা দেহবন্ন,
হাতে ধরি পায়ে পড়ি, কথা রাখ লো!
নাসা যেন কাঁচা সোণা, চুল যেন চাঁদের কোণা,
যে দেখ্‌বে সে হ'বে কাণা, বদন ঢাক লো!
দন্ত যেন ভোম্‌রাবলী, চক্ষু যেন চাঁপাকলি,
না দেখ্‌লে যে জ্ব'লে মলি(মরি), চেয়ে থাক লো!

ক-সৈ।—(সাহ্লাদে) বাহবা—বা!

মুখ।—দূর্‌, বেটা! বল্‌,—বা—বাবা!

ক-সৈ।—(ভয়ে) আচ্ছা, তাই—তাই। কিন্তু যা হোক্‌, ভাই! তোর গানের ভাব বড্ড চমৎকার।—(কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া) কি বল্‌ব আর!—আমার যদি সরণ-শক্তি থাক্‌ত, তা' হ'লে—হায় হায় হায়!—কি আর বল্‌ব!

মুখ।—আঃ, তা' নেই বা মুকস্ত করতে পার্‌লি;—আমার কাছে রোজ রোজ শুন্‌লেই হ'বে।

ক-সৈ।—হাঁা তা' বটে; 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল।'

মুখ।—ওরে, আর শুনেচিস্‌?

ক-সৈ।—কি, ভাই?

মুখ।—আজ যে বিভীষণ মহারাজ হ'বে।

ক-সৈ।—তা' ত হ'বেই। কিন্তু, ভাই! এ যেই বিভীষণ, সেই বিভীষণই থাক্‌ত, যদি বেঁচে থাক্‌ত এর মেজ্‌দাদা কুম্ভকন্ন।

মুখ।—(আতঙ্কে শিহরিয়া) বাপ্‌ রে! ব্যাটার কি হাঁ!—এখনো যেন আমায় গিল্‌তে আস্‌চে।

ক-সৈ।—(সহাস্যে) মুকসব্বিস্বী!—তুই বড় বীর!
ম'রে গেছে কুম্ভকন্ন, আজো ভয়ে কাঁপে শির!
তুই বড় বীর, ভাই! তুই বড় বীর!

(উচ্চহাস্য)

মুখ।—(আত্মভাব গোপন করিয়া) কোন্‌ শালা বলে রে, আমি কুম্ভকন্নকে ভয় করি?

ক-সৈ।—(রহস্যভাবে) না না, না রে তা' না; কে বলে তুই তা'কে ভয় করিস? কা'র এমন মাথার উপর লোম্‌ গাছটা আছে যে, এ কথা তোকে বল্‌তে পারে?

মুখ।—(স্বগত) এ শালা আমাকে ঠাট্টা কর্‌তে আরম্ভ কল্‌লে দেখ্‌চি। দাঁড়া শালা, তোকে জব্দ কর্‌চি—রোগের মত ওষুধ দিচ্চি—দাঁড়া, শালার বেটা শালা-পো!

ক-সৈ।—হ্যা দেখ্‌, ভাই মুখু! বিভীষণ খুব ধাম্মিক—খুব্‌ সচ্চরিত্তির—কেমন্‌—না?

মুখ।—ষোল আনা ঠিক্‌। তা' নৈলে কি আমাদের প্রভু রামচন্দর তা'কে আজ মহারাজ উপাধি দিয়ে রাজসিংহাসনে বসা'বে?

ক-সৈ।—হ্যা দেখ্‌, মুখু! বিভীষণও পর্‌কিতো যোগ্যি পাত্তর্‌—কাজে কাজে মহারাজ উপাধটা তা'র যথাযোগ্যিই হ'বে;—কেমন—না?

মুখ।—সে কথা আবার দু'বার ক'রে বল্‌তে?—কিন্তু ভাই, দেখ,—এই পিথিমীতে এমন কত শত লোক আচে, তা'রা এক একটা উঁচুদরের রাজা রাজড়াকে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকা ঘুষ দে আর কেউ বা তা'র মন্‌যোগানে খোষামুদী ক'রে, 'রাজা' 'মহারাজা' আরো কত কি উপাধি পায়। তা'রা কি রকম রাজা, ভাই?

ক-সৈ।—(সহাস্যে) তা'রা—তা'রা এই আমারি মত—

মুখ।—(উচ্চহাস্যে) ক—পি—রা—জ!

ক-সৈ।—(সহাস্যে) তুই কি?

মুখ।—আরে তাই ত বল্‌চি—তোর আর আমার দু'জনেরই মত।

ক-সৈ।—তাই খুলেই বল্‌।—(ক্ষণেক চিন্তিয়া) হ্যা দেখ্‌ ভাই! আমি তা'দের জন্যে আর একটা উপাধ তোয়ের ক'রেচি;—শুন্‌বি?

মুখ।—কি রে?—কি সে?

ক-সৈ।—ম—ক্ক—ট—রা—জ!

মুখ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। ঠিক্‌ ব'লেচিস্‌, বাবা! ঠিক্‌ বলেচিস্‌। তোর বালাই নিয়ে মরি, চাঁদ! ঠিক্‌ ব'লেচ! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) ও রে, আমি আবার সেই অদ্ভুতকম্মা মক্কটরাজাদের খোষামুদেগুলোর একটা নতুন উপাধি আবিক্কার করেচি।

ক-সৈ।—আঁ্যা—একবারে আবিক্কের ক'রে ফেল্‌লি!—তোর ত পর্‌তিভে বড্‌ড তেজাল দেখ্‌চি। তুই তবে এক জন উঁচু দরের কপি—ছিরিবিষ্টু—কবি যে রে!

মুখ।—এই নতুন উপাধিটে শুন্‌বি?

ক-সৈ।—কান পেতে আছি।

মুখ।—ক—ক্ক—ট—রা—জ!

ক-সৈ।—(উচ্চহাস্য করিয়া) ব্যাটাদের এমনি কামড়ই বটে, ভাই! একবার কাম্‌ড়ালে আর নিস্তের নেই। হাজার ঝাড়ফুঁক্‌ কর, সবি উড়ে যায়। জ্বালায় জ্ব'লে মর্‌তে মর্‌তে পরাণ বেরিয়ে যায়। সে শালাদের দাড়ায় দাড়ায় বিষ!

মুখ।—তা' হ'বে না কেন? মক্কটরাজাদের মক্কটের মত বুদ্ধি, তা' ত জানিস্‌?

ক-সৈ।—খুব জানি।

মুখ।—তবে বল্‌ দেখি,এই সব ধূর্ত্ত কক্কট-রাজ তা'দের মন ভুলিয়ে—প্রাণ গলিয়ে—জ্ঞান টলিয়ে—মাথায় হাত বুলিয়ে বিষভরা হ'বে না কেন?

ক-সৈ।—ঠিক্‌ ঠিক্‌ অতি ঠিক্‌। হ্যা দেখ, ভাই! সুয্যির তাপ মাথায় সয়, কিন্তু তা'র তাপে যে ক্ষুদ্দুর ক্ষুদ্দুর বালি তাতে, সে গুলোর তাপ পায়ের তেলোতেও সয় না।

মুখ।—ওরে, সে বালিগুলোর স্বভাব বড্ড খারাপ। তা'রা শুধু থলচন্দের তেক্ত করে না—জলচন্দেরও বিরক্ত করে। তা' নৈলে সমুদ্দুরের তীরে অত বালির ঢিবি কেন দেখ্‌তে পাস্‌? জলচরেরা তেক্ত হ'য়ে ওগুলোকে জল থেকে টেনে টেনে ডাঙায় ফেলে দিয়েচে।

ক-সৈ।—ওরে জলের ভিতর বালি কি তাতে?

মুখ।—আঃ রাম! তাও কি কখন হয়? তবে বোধ হয়, ওগুলো আপনা আপনি কাঁড়ি বেঁধে আছে।

ক-সৈ।—(সহাস্যে) তুই বড, ভাই, বুদ্ধিমান; তোর বিজ্ঞান শাস্তরেও খুব্‌ দখল আছে দেখ্‌চি।

মুখ।—(বিরক্ত হইয়া স্বগত) আঃ, শালা আবার জ্বালা'তে আরম্ভ কল্লে দেখ্‌চি। এই বার শালাকে নিশ্চয় জব্দ ক'রে তাড়াচ্ছি।—দাঁড়া শালা, দাঁড়া। (প্রকাশে) ওরে ভাই! তোদের দেশে মূলো আছে?

ক-সৈ।—কুলোর মতন্‌ ত?

মুখ।—(সহাস্যে) তুই যে আবার দেখ্‌চি মহাবুদ্ধিমান্‌!

ক-সৈ।—তা' কি ক'রে জান্‌ব বল, ভাই! সব দেশেই কি এক রকম ফল মূল জন্মায়?

মুখ।—তা' বটে। (একটা দেখাইয়া) আচ্ছা, তোদের দেশে এ রকম মধুর ফল—ছিরিবিষ্টু—মূল আছে?

ক-সৈ।—কৈ দেখি। (হস্তে লইয়া বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) কই, না ভাই! এ আমার চোকে নতুন জিনিষ।

মুখ।—চোকেও নতুন—জিবেও নতুন।

ক-সৈ।—মাইরি!

মুখ।—সত্যি।

ক-সৈ।—(আগ্রহে) খা'ব তবে?

মুখ।—(স্বগত) আমায় আর বল্‌তেও হ'ল না। লোভের কি লোভ, বাবা! এক লোভের বলে তিন লোক চর্‌কীর মত ঘূরে বেড়াচ্ছে! এক লোভের বশীভূত হ'য়ে সুরাসুর, রক্ষো-দৈত্যি, ভূত প্রেত, দানা দক্কি, নর বানর, পশু পক্ষী, পোকা মাকড়, সকলেই কি না কর্‌চে! বাপ্‌! এক লোভের ভোগায় প'ড়ে পাপপুণ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মে, ভালমন্দে দিন রাত্তির বিবাদ হ'চ্ছে! এক লোভের বশে আটক প'ড়ে নরকেরও কষ্ট হ'চ্ছে!—নরকের কষ্ট? তা' নয়? নরক যে আর লোভীদের ভার সৈতে পারে না। দিন দিন কত লোভী যে নরকে যাচ্ছে, তা' নরকে আর থাক্‌বার ঠাঁই কোথায়? পরের লোভে বেচারা নরকেরও কষ্ট, রে বাবা! উঃ, লোভ কি সর্ব্বনেশে জিনিষ, বাপ্‌! (প্রকাশে) আমি ত তোকে এই মধুর পদার্থটি খেতেই দিলুম্‌। শাস্তরে বলে যে, ভাল জিনিষ বেঁটে বুঁটে খেতে হয়। তা' কি জানিস্‌ না?

ক-সৈ।—তবে এই খেয়ে ফেলি। (মুখ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চর্ব্বণ) কই রে, কিছুই সোয়াদ পাচ্চিনে যে?

মুখ।—আর একটু কোসে চিবো না—এক্ষুনি সোয়াদ পাবি। সোয়াদ ছাড়া কি কোন জিনিষ আছে?

ক-সৈ।—(মুখ বিকৃত করিয়া) উঃ, একি রে! গেলেম যে রে! বড্ড কুট কুট কচ্চে যে রে! (মুখ সিটকাইয়া) ই-হি-হি-হি, বাপ রে, উ-হু-হু-হু, মুখ গেল, রে ভাই! ফেলে দি। (ফুৎকার দ্বারা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত)

মুখ।—(মুখ চাপিয়া ধরিয়া) ফেলিস্‌ নে। ওরে, এর নাম কচু—কচু। ফেলিস্‌ নে—ফেলিস্‌ নে। পেটে গেলে উপকার দেখ্‌বে।

ক-সৈ।—(অত্যন্ত যন্ত্রণায়) আঃ তোর কচু! থুঃ—থুঃ—থুঃ—থুঃ—ওয়াক্‌—ওয়াক্‌।

[মুখসর্ব্বস্বের হস্ত ছাড়াইয়া বেগে প্রস্থান।

মুখ।—(হস্ততল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মুখ বিকৃত করিয়া)—উঃ—রাম রাম! শালা হাতটা উচ্ছিষ্ট ক'রে দিয়ে গেল যে! ছি ছি ছি! যাক্ ধুয়ে ফেল্‌ব এখন। শালাকে ত তাড়িয়েছি।—শুধু তাড়ান নয়—'যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল'-ও দিয়েছি। উঁঃ—রাম রাম, ছি ছি! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) ওই যা! কি করি এখন্? প্রভু হনুমান যে বলেছেন,তিনি এখান থেকে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'বেন। আজ রামের বামে সীতা সতী ব'স্‌বেন,প্রভু-আমার না কি তাঁ'দের ফুল-সজ্জায় সাজা'বেন ব'লে তিরকূট পর্ব্বতে ফুল আন্‌তে যা'বেন। তা' কৈ তিনি যে এখনো এখানে আস্‌চেন না? অন্য পথ দিয়ে কি চ'লে গেলেন? না, এ ভিত্যকে ছেড়ে প্রভু ত কোথাও যান্ না। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে) এই যে, এই শিবমন্দিরের দরজা বন্ধ দেখ্‌ছি। বোধ হয়, প্রভু-আমার দরজা দিয়ে শিবের পূজো কর্‌ছেন। তা'একবার দেখিই না কেন? (মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন)দরজাটা খোলাই আছে যে! (অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) আরে মোলো,এটা কে রে! অ্যাঁ—ব্যাটা কর্‌ছে কি রে! অ্যাঁ—শিবের কলা খাচ্ছে! ওরে শালা মহাপাপী, কি কর্‌ছিস্ তুই? দরজা বন্ধ ক'রে শিবের কলা চুরি ক'রে খাচ্ছিস্—ব্যাটা পেটুক! বেরিয়ে আয়, শালা, বেরিয়ে আয়। আজ তোরই এক দিন, কি আমারই এক দিন। আয় শালা! প্রভুকে ব'লে দিয়ে তোর খাওয়া বা'র কর্‌ছি। অ্যাঁ, কি পাপ! শিবের কলা চুরি!

(মন্দিরের মধ্য হইতে এক জন) তোমার পায়ে পড়ি—কলা খেয়েছি—অন্যায় ক'রেছি—তোমার গু খেয়েছি—

মুখ।—(স্বকর্ণে হস্তপ্রদান করিয়া) হা রাম! —ছি ছি, আঃ শালা পাজী! বেরিয়ে আয়, শালা! (বলপ্রকাশ পূর্ব্বক মন্দিরমধ্য হইতে একটা কপিকে বাহিরে আনয়ন করিয়া) তবে রে শালা!

কপি।—(সভয়ে মুখসর্ব্বস্বের পদধারণ করিয়া) আমার ঘা'ট হ'য়েছে—দোহাই তোমার—নাকে কানে খৎ দিচ্ছি।

মুখ।—দে ব্যাটা! দে। এইখান থেকে এই পর্য্যন্ত।

কপি।—(স্বগত) এ শালা কোত্থেকে এল রে! (ভূতলে নাসিকা ঘর্ষণ)

মুখ।—চল্ শালা! প্রভুর কাছে!

কপি।—(সভয়ে) অ্যাঁ—আবার কেন? এই যে খৎ দিলুম—এই যে তুমি ক্ষমা কর্‌লে।—আবার কেন?

মুখ।—এখনো হয়নি, রে শালা! এখনো শাস্তির কড়্‌তা বাকী আছে।

কপি।—(সভয়ে) আবার কি করব।

মুখ।—আমায় কাঁধে ক'রে ঐ কলা-বনে নিয়ে চল্, তবে ক্ষমা কর্‌ব—নৈলে—

কপি।—(মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে) ও যে অনেক দূর—পার্‌ব কেন?

মুখ।—(মুখভঙ্গি) কেন পার্‌বে না? কলা কি খাওনি? গায়ে কি জোর নেই? (ক্রুদ্ধ হইয়া) আচ্ছা, তোর পার্‌তে হবে না। চল্ তুই প্রভুর কাছে?

কপি।—(নিরুপায় হইয়া) আচ্ছা, তবে কাঁধে ওঠ, ঐ কলাবনেই যাচ্ছি। বড্ড জোর দিও না।

মুখ।—না না—আমি ত বাতাসের মত হাল্‌কা। জোর লাগবে কেন? (স্কন্ধে আরোহণ)

কপি।—(স্বগত) উঃ,—শালা কি ভারী!—যেন জগদ্দল পাথর। (উত্থানোদ্যোগ, কিন্তু অসমর্থ হইয়া) বাবা! এ যে পাহাড় চাপা পড়্‌লুম রে! (পুনর্ব্বার উত্থান-চেষ্টা ও উভয়ের ভূতলে পতন)

মুখ।—(মুখ সিট্‌কাইয়া) উহুহু!—হাতে বড় লেগেছে! (সক্রোধে) শালার বেটা শালা! ফেলে দিলি? (প্রহার—কপির চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন—মুখসর্ব্বস্বের পশ্চাদ্ধাবন।)

তৃতীয় দৃশ্য।

অগ্নিলোক।

(একটি বৃহৎ হোমকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত এবং মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধ হইতে তদুপরি ঘৃত ও সচন্দনপুষ্পপতন। হোমমন্ত্রে চতুর্দ্দিক নিনাদিত।

অগ্নি, বরুণ ও যশোদেবের প্রবেশ।

অগ্নি।—নিতান্ত দুঃখের কথা, কিন্তু কি করিব,
আমা হ'তে, যশোদেব! সদুপায় তব
কিরূপে হইবে?—আমি না পাই ভাবিয়া।

যশঃ।—(হতাশচিত্তে)—
জানি আমি এ অদৃষ্টে চিরকাল তরে

বিমুখ হইল সুখ! (স্বগত) হেম অগ্নিপুরী
চিরোজ্জ্বল আলোকেতে আলোকিত সদা;
হায় রে, আমার নেত্রে ঘোর অন্ধকার!
মৃতাপেক্ষা মৃত আমি, অগ্নির বচনে,
কি আর আলোকে হ'বে? অহ, কি যন্ত্রণা।
রে জীবন! আর কেন? এ মোর শরীরে
থাকিয়া কি সুখ তব? কাঁদিবে—কাঁদা'বে!
পবিত্র এ অগ্নিকুণ্ড—সাক্ষাৎ পাবক
বিরাজেন এই কুণ্ডে প্রত্যেক পলকে।
এই কুণ্ডে, রে জীবন! পড় ঝাঁপ দিয়া;—
বাহিরে হইবে দগ্ধ—অন্তরে জুড়া'বে—
বাহিরে হইব দগ্ধ—অন্তরে জুড়া'ব।
(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)
(বিনীতভাবে অগ্নির করধারণ করিয়া প্রকাশে)
নিশ্চয় কি, জ্যোতিরীশ! এই অভাগার
দুশ্চিন্তা লভিল জয় তোমা দোঁহাকার
সুচিন্তারে পরাজয়ি'? অমর-সমাজে
সত্যই কি এতদিনে কালপরাক্রমে
দৈবী-যুক্তি কৃতকার্য্যে হইল বঞ্চিতা?
বুঝিলাম এতক্ষণে—বুঝিনু বিশেষ
অদৃষ্টের পরাক্রম অচল অজেয়।
দুর্ব্বার অদৃষ্ট-চক্রে ত্রৈলোক্য নিয়ত
ঘূর্ণমান্ হইতেছে, কে তা'রে নিবারে?
শক্তিভেদ, জ্ঞানভেদ, ধনভেদ আদি
না মানে অদৃষ্ট-চক্র ক্ষণেকেরো তরে।
ক্ষুদ্র কীট এই চক্রে পেষিত যেমতি,
তেমতি প্রকাণ্ড গজ নিষ্পেষিত সদা;
ক্ষুদ্র তৃণ, শালতরু, বালি-কণা, গিরি,
গণ্ডূষ প্রমাণ নীর, সিন্ধু-বারি-রাশি
এই চক্রে নিষ্পেষিত তুল্য পরিমাণে।
এ মহাবিষম চক্রে সুরাসুর,নর,
ভূত, দৈত্য, পিশাচাদি সবে নিষ্পেষিত
সম পরিমাণে; অহ, নাহি পরিত্রাণ!

অগ্নি।—(সদুঃখে)—
এ পোড়া অদৃষ্ট যদি সৃষ্ট না হইত,
দেবচিত্তে এ বিষাদ পশিত কি কভু?
অদৃষ্ট যে কি পদার্থ, বুঝিতে নারিনু,
যশোদেব! আজিও তা'; অবোধ্য আমার।

বরুণ।—হে অনল! ওহে যশঃ! অদৃষ্টে নির্ভর
করা কি উচিত হয় সকল সময়ে?
হউক্ অদৃষ্ট শক্ত—হউক্ দুর্ব্বার,
তবু প্রতিকার-চেষ্টা করাই বিহিত।
আর দেখ, অদৃষ্ট কি দুঃখেরি কারণ?
তা' হ'তে কি সুখলাভ কেহ নাহি করে?
রজনী কি চিরকাল তমোময়ী থাকে?
উজ্জ্বল কৌমুদী তায় ভাতে না কি কভু?
নিতান্ত বিস্মিত আমি হইনু, অমর,
তোমা দোঁহাকার ভাবে। অদৃষ্টে নিন্দিয়া
কি হইবে ফললাভ?—বৃথা বাক্যব্যয়—
অদৃষ্টের মুষ্টিমাঝে সুখ দুঃখ দুই
বিরাজিত অহর্নিশ; মম সিন্ধু মাঝে
শুধু কি লবণ-অম্বু?—মহামুক্তা নাই?
সুখের সময়ে, দেব! অদৃষ্টে পূজিবে,
ভুলিবে দুঃখের কালে অবশ্য তাহারে।
এ সময়ে অদৃষ্টের বশ্যতা ত্যজিয়া,
উপস্থিত বিপদের চিন্ত প্রতিকার।

যশঃ।—(সদুঃখে)—
আমা হ'তে তাহা যদি হইত, জলেশ!
তা' হ'লে কি,হায়,আমি তোমা দোঁহাকারে
করিয়া বিশ্রাম-চ্যুত সুখাসন হ'তে,
আসিতাম বিরক্তিতে?

অগ্নি।—(চিন্তিয়া)— চল যাই তিনে
সরস্বতী-লোকে, দেবী সরস্বতী-পাশে।
আমার বিচারে, দেব! এই যুক্তি ভাল।

বরুণ।—চল তবে, যশোদেব!

যশঃ।— আমি ত প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সরস্বতী-লোক—কল্প ও কল্পতিকাবেষ্টিত
সুধাহ্রদে পদ্মকানন।

একটি বৃহৎ প্রফুল্ল পদ্মে সরস্বতী দেবীর
অবস্থিতি ও বীণাবাদন।

(নেপথ্যে সমবেত গীত।)

*জয় বীণাপাণি, জগত-জননি,
কমল-আসনে, রজত-বরণি,
কমল-মালিকে, ভকত-তারিণি,
কমল-ভূষণ-অঙ্গে!
কমলশোভিত বীণাধারিণি
কোকিল-কণ্ঠে ধ্বনিদায়িনি,
শ্রবণ-মোহিত-রব-নাদিনি!
খেলি'ছ ভ্রমর-সঙ্গে।

* এই গানটি চৌতাল তা লযোগে ইমনকল্যাণ রাগে গেয়।

অগ্নি, বরুণ ও যশোদেবের প্রবেশ।

সকলে।—(প্রণত)—

সর।—কি মনস্থ ক'রে আজি আমার এ পুরে
উপস্থিত, দেবগণ?

অগ্নি।— হে সর্ব্বজ্ঞে! তুমি
সকলি ত জান, তবে কি হেতু আবার
এরূপ কহি'ছ আজ? যাঁ'র মনোনেত্রে
ভূত-ভাবি-বর্ত্তমান দৃষ্ট অনুক্ষণ,
তাঁ'র মুখে হেন বাণী?—এ কি গো ছলনা?
যা'র চিত্তে যেই ভাব সমুদিত হয়,
আগে তাহা তব চিত্তে হয় প্রতিভাত;
দর্পণ-সঞ্জাত-রবি-রশ্মি জলে স্থলে
পড়িবার পূর্ব্বে, দেবি! সুন্দর দর্পণে
পূর্ণরূপে পাত হয়;—তবু জিজ্ঞাসিবে?

যশঃ।—(ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সরস্বতীর ধ্যান করিতে করিতে স্বগত)—
দোহাই, জননি! এই বিপদ-সাগরে
তোমারি চরণমাত্র যশের তরণী।
দেখা যা'বে আজি, মাতঃ! এ দীনের প্রতি
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ জাগে তব চিতে।

সর।—(কিঞ্চিৎ ক্ষণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া সহাস্যে)
বুঝিয়াছি;—কিছু চিন্তা নাহি তোমাদের।
(যশোদেবের প্রতি)—
শ্বেতপরিচ্ছদধারী অমরপুঙ্গব!
ভুল ভয়—শান্ত হও—এখনি তোমার
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ আমি নিশ্চয় করিব।

যশঃ।—(আশ্বস্ত হইয়া প্রণত)—

বরুণ।—তা' নহিলে দয়াময়ী সহ শিলাময়ী
বিভিন্ন কি?

সর।—(অগ্নির প্রতি)—
দেখ, দেব! এবে আমি গিয়া
মন্দোদরী-কণ্ঠে ভর দিয়া বাস করি।
দেখিলাম ধ্যানে এবে সীতা চন্দ্রমুখী
পতিদরশন তরে আরোহিলা রথে।
এখনি চালা'বে রথ মাতলি সারথি।
দেখ, অগ্নি! যাও তুমি সত্বর হইয়া,
নিরাকারে বায়ুসহ লঙ্কা-রাজপথে!
মন্দোদরী-কণ্ঠে আমি বসিয়া যে কথা
সতী জানকীর কর্ণে করিব বর্ষণ,
মন্দোদরী-মুখে তাহা অভিশাপ সম
নির্গত হইয়া স্পর্শ করিবে সীতারে।
তা'র পর যা'হা হ'বে, তা' তুমি দেখিবে
স্বনেত্রে।—বিলম্ব হয় এক্ষণে বলিতে।
যাও ত্বরা। (যশোদেবের প্রতি)—
তব আশা পূরা'ব নিশ্চয়।

(এই বলিতে বলিতে সরস্বতীর শূন্যে অন্তর্ধান)

যশঃ।—(অত্যন্ত আহ্লাদে)—
হে স্বাহেশ! হে জলেশ! চিরকাল তরে
প্রদানি' অশোধ্য ঋণ যশেরে কিনিলে।
তোমাদের সুপ্রসাদে বিপদ হইতে
উদ্ধার লভিতে দীন সমর্থ হইল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

[বহিঃপটক্ষেপ।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—সমুদ্রতটে ত্রিকূট পর্ব্বত।

ছদ্মবেশে চারি জন রাক্ষসের প্রবেশ।

১ম রা।—ওরে ভাই দীগ্‌ঘকন্ন! আজ শালাকে পটল তোলা'ব।

২য় রা।—আমার ত বিশ্বেস হয় না।

১ম রা।—(৩য় রাক্ষসের প্রতি) দেখ লি'রে গবাক্ষি দাদা! দীগ্‌ঘকন্নটার কদ্দুর সাহস!

৩য় রা।—ওটা রাক্কোসকুলের কাল কলঙ্ক।

৪র্থ রা।—ঠিক্ ব'লেছিস্, ভাই! তা' নৈলে ওটার অমন্ দশাও হয়?

২য় রা।—কেন? আমার কি হ'য়েছে?

৪র্থ রা।—(মুখ বিকৃত করিয়া) কি হ'য়েছে? (১ম ও ৩য় রাক্ষসের প্রতি) দেখ ত হে তোমরা দু'জন—এই দেখ। (২য় রাক্ষসের শিরোবেষ্টিত বস্ত্রোন্মোচন।)

১ম রা।—(উচ্চ হাস্যে) অরে তাই ত! এটা কানকাটা হ'য়ে গেছে!

৩য় রা।—(উচ্চ হাস্যে) শুধু কানকাটা নয় রে—নামকাটা!

১ম রা।—আজ থেকে এটার নাম ওকন্ন রৈল!

৪র্থ রা।—ওকন্ন নয়—অকন্ন।

১ম রা।—ঠিক্ ঠিক্!—(২য় রাক্ষসের

কর্ত্তিত কর্ণ দেখিতে দেখিতে বিকৃতমুখে ও কর্কশ শব্দে জৃম্ভণত্যাগ)—

২য় রা।—(ত্রস্ত হইয়া) আরে মোলো! কান দুটো গেছে—মাথাটাও যা'বে নাকি?

১ম রা।—(জৃম্ভণজড়িত স্বরে সহাস্যে) কেন, রে ওকম্ম!

২য় রা।—বাবা! যে তোর বিট্‌কেলে গরাস! যেন পাঁচমুখো রাহু!

১ম রা।—আহা! বেটা কি আমার চন্দর রে! রূপে পব্বতের গত্তগুলো যেন আলো ক'রে ফেলেছে!

৩য় রা।—ওরে দাঁগোকোণো! সাপে কি সাপ খায়?

২য় রা।—বাগে পেলে ল্যাজটুকুও বাকী রাখে না।

১ম রা।—বেঁচে থাক্, বাবা! বড় দামী-গোছের বুক্‌নি দিয়েছ। (সকলের বিকট হাস্য)

২য় রা।—(৪র্থ রাক্ষসের মুখমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিদ্রূপসহকারে) বাবা! আপ-নার ছিদ্দির কোনো শালাই দেখে না—পরের ছিদ্দিরিই পাঁচ শ চোকে দেখে।

৪র্থ রা।—আমার আবার তুই কি ছিদ্দির দেখ্‌লি?

২য় রা।—তোমার ছিদ্দির নয়, বাবা! গত্ত! আর একবার দয়া ক'রে হাঁ কর দেখি।

৪র্থ রা।—(ওষ্ঠাধর অবিভক্ত করিয়া) এই নে শালা! হাঁ ক'রেছি। (ওষ্ঠাধর অবিভক্ত থাকাতে এই কয়েকটি কথা নাসাপথ দিয়া অব্যক্তরূপে নির্গত)

২য় রা।—(বিকৃতমুখে)ওই বুঝি তোর হাঁ? তুই খাস্ কোন্ দিক্ দিয়ে?

৩য় রা।—তল্‌মুখ দিয়ে রে—তল্‌মুখ দিয়ে!

(সকলের উচ্চহাস্য, সুতরাং ৪র্থ রাক্ষ-সের ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত হওন)

২য় রা।—এই দেখ, ভাই! তোরা চেয়ে দেখ ওর মুখের ভিতর। (সকলের তদ্রূপ করণ)

১ম রা।—(উচ্চহাস্যে) ওরে বাবা! এ যে রাবণ রাজার গীরিষ্মিকালের বারদোয়ারী!—বারটা ফটক!

৩য় রা।—তবে এরো একটা নামকরণ ক'রে দাও।

১ম রা।—এর নাম—নাম—নামটা কি?

২য় রা।—তীক্ষ্ণদন্ত।

১ম রা।—তবেই হ'ল ভগ্নদন্ত।

৩য় রা।—বা দন্তান্ত।

(সকলের উচ্চহাস্য)

৪র্থ রা।—(স্বগত) শালারা কি পাজী!

১ম রা।—(ক্ষণেক চিন্তিয়া) ওরে আর মিছিমিছি দেরি করলে ত হ'বে না। সে ব্যাটা এলো ব'লে।

৩য় রা।—তুই কি ঠিক্ জানিস্ যে, এক্ষুনি আস্‌বে?

১ম রা।—মাইরি,—তোর মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ছি, এক্ষুনি আস্‌বে। আমি সন্ধান পেয়েছি!

২য় রা।—তা' কি কর্‌ব এখন?

১ম রা।—(বিরক্ত হইয়া) বেস্ যা' হোক্। এই খানিক ক্ষণ আগে পব্বতের গুহায় ব'সে সকলে মিলে পরামর্শ করা গেল। আর এরি মধ্যে সব ভুলে গেলি? মোর কানের উপর—ভিতর দুইই কি ওকম্ম হ'য়ে গেছে?

২য় রা।—আঃ, মেলাই বকিস্ কেন?—আর একবার না হয় আউড়ে নে না?

১ম রা।—(সকলের প্রতি) সকলে চক্ষু বুজিয়ে মনি ঋষির মত ধেয়ানে ব'স। এক্‌টিও কথা ক'য়ো না। ব্যাটা যখন এসে ফুল্ তুল্‌বে, আমি তখন তা'কে বল্‌ব,—কাষ্ঠং?

৩য় রা।—(সহাস্যে) তা হ'লে মারা যা'বি।

১ম রা।—কেন?

৩য় রা।—কস্ত্বং বলিস্।

১ম রা।—তাই বল্‌ব। তা'র পর শোন্;—ব্যাটা আমার এই কথায় বল্‌বে অমুক। আমি বল্‌ব, কি জন্যে তুমি এই যক্করক্কদেবঋষিসেবিত পব্বতে আগমন ক'রেছ?

৩য় রা।—তা' হলেও মারা যা'বি।

১ম রা।—তবুও মারা যা'ব? মরণ কথায় কথায় না কি?

২য় রা।—(স্বগত) চুলের ঝুঁটিতে। যম যে অন্তরে ঢুকেছে, তা' শালা এখনো বুঝ্‌তে পার নি? নিজেও মর্‌বি,আমাদেরও মার্‌বি। আমার শাঁকের করাৎ হ'য়েছে; যদি পালিয়ে যাই, ত এ শালারা মেরে ফেল্‌বে, আর যদি এখানে থাকি, ত সে শালা এক চড়েই ওকম্ম কর্‌বে। হায় হায়! মারীচ কি ভূত হ'য়ে আমার অন্তরে ঢুক্‌ল রে!

১ম রা—(৩য় রাক্ষসের প্রতি) ওরে যক্করক্ক এ গুলো সংস্কিত পদবিন্যেস।

৩য় রা।—তা'র কাছে রক্ষ কথাটা মুখ ফুটে বলা দূরে থাক্, মনেও ভাবিস্ নি। তা' হ'লে সত্যি বল্‌ছি, বিপদ ঘট্‌বে—ঘট্‌বে—ঘট্‌বে।

২য় রা।—খবদ্দার, খবদ্দার—এ কথা বলিস্ নি—বলিস্ নি।

১ম রা।—ভয় নেই—বল্‌ব না। শোন্ সকলে তা'র পর বলি; সে তখন বল্‌বে, আমি ফুল তুল্‌তে এসেছি। আমি বল্‌ব তুমি ভাল কাজ কর নি। আগে এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রীর দেবতার ধেয়ান কর–চক্ষু বুজিয়ে ধেয়ান কর। তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে আপনিই অনেক রকম রাশি রাশি ফুল এনে দেবেন। তা' না ক'রে যদি আপ্‌নার ইচ্ছেয় ফুল ছেঁড়, তা' হ'লে নিশ্চয়ই তোমার ঘোর বিপদ ঘট্‌বে। তখন সে অব্বিশ্যি তা'ই করবে—চোক্ বুজে তা'ই করবে। তা'র পর, দ্যাখ্, আমরা সকলে মিলে ঝাঁ ক'রে এই সব তিরশূল দিয়ে ব্যাটার চোক ফুঁড়ে দিব—ব্যাটা কাণা হ'য়ে যা'বে। তখন ব্যাটার আর দেখ্‌বার ক্ষেমতা থাক্‌বে না। তা'র পর আর কি, আমরা এই পর্ব্বতের বড় পাথর ফেলে ব্যাটাকে যমের বাড়ী পাঠা'ব।

৩য় রা।—ভালা মোর বাপ্! ধন্নি তোর বুদ্ধি!

৪র্থ রা।—শালা যেমন আমাদের বাপ খুড়ো ভাই বন্দুদের মেরে ফেলেছে, আমাদের দুদ্দশা ক'রেছে, আজ তা'র তেম্নি ফল পা'বে।

১ম রা।—সে শালাকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌লে আমরা ম'রেও চার্ যুগ অমর হ'য়ে থাক্‌ব।

২য় রা।—(স্বগত) গোড়ারটাই ঠিক্ বটে।

৩য় রা।—এখন কি কর্‌তে হ'বে?

১ম রা।—সকলে চোক্ বুজে বসি।

২য় রা।—(স্বগত) আর চোক্ এ জন্মে খুল্‌তে হ'বে না। হায়—হায়! যা' হোক ক'রে প্রাণটা বাঁচিয়েছিলুম, কিন্তু এই বার দেখ্‌ছি শেষ!

১ম রা।—ওরে সকলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ব'সে পড়।

২য় রা।—তোরা আগের দিকে ব'স্, আমি তোদের পিছন্ দিকে বসি।

৪র্থ রা।—(বিদ্রূপ সহকারে) তোর যদি অত ভয়, ত তুই এক কাজ কর্—আমার আসন হ। আমি তোর উপরে ধেয়ানে বসি।

২য় রা।—না, বাবা! অনেক ক্ষণ ধ'রে দগ্‌ধাতে হ'বে। আসন কাসন হওয়া আমার কম্ম নয়।

১ম রা।—আচ্ছা আচ্ছা, যেখানে ইচ্ছে বস্।—সময় হ'ল।

২য় রা।—তা' ত হয়েছেই!

(নেত্র নিমীলন করিয়া সকলের উপবেশন)

হনুমান ও মুখসর্ব্বস্বের প্রবেশ।

মুখ।—(সাহ্লাদে) প্রভু! এই যে সট্ ক'রে তিরকূট পর্ব্বতে এসে প'ড়েছি। (সহাস্যে) অ্যাঁ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ।

হনু।—যতনে কুসুম রাশি বাছি' বাছি' তুলি'
রাখ এই শিলা' পরে।

২য় রা।—(স্বরবোধিত হইয়া ঈষদুন্মীলিত নেত্রে,স্বগত) ইস্!—এই যে যম এসেছে! বাপ্! কি ভয়ানক মূর্ত্তি! আর বড় দেরি নেই! হায়, হায় রে!—হে পরমেশ্বর!

মুখ।—(হনুমানের প্রতি)—
হ্যা দেখ ঐ গাছের ডালে
রাঙা রাঙা কুসুম ঝোলে।
মালা গেঁথে ওসব ফুলে,
দিব তোমার চরণ-তলে।

হনু।—ও কথা বলিতে নাই; তুলি' ও কুসুম
থরে থরে সাজাইয়া রাখ এই স্থলে।
(মুনিবেশধারী রাক্ষস চতুষ্টয়ের সম্মুখীন হইয়া)—
মুনিগণ! ভক্তিভরে তোমাদের পদে
প্রণিপাত করিতেছে এই দীন জন।
(হনুমান্ ও মুখসর্ব্বস্বের প্রণিপাত)

১ম রা।—(হস্তোত্তোলন করিয়া) জয়স্ত।—কস্ত্বং?

হনু।—(করপুটে)—রাঘব-কিঙ্কর আমি।

১ম রা।—কি জন্যে তুমি এই যক্ষরক্ষদেব-ঋষিসেবিত পর্ব্বতে আগমন ক'রেছ?

হনু।—বিশেষ কারণ আছে; আশা মনে মনে–
ত্রিকূট পর্ব্বতজাত কুসুমস্তবক
চয়ন করিয়া, যত্নে গাঁথি' চারুমালা,
সাজাইব সীতারামে।—আজি শুভ দিন।

১ম রা।—তুমি ভাল কাজ কর নি। আগে এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রীর দেবতার ধেয়ান কর—চক্ষু বুজিয়ে ধেয়ান কর। তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে আপনিই অনেক রকম রাশি রাশি ফুল এনে দেবেন। তা' না ক'রে যদি আপ্‌নার ইচ্ছেয় ফুল ছেঁড়, তা' হ'লে নিশ্চয়ই তোমার ঘোর বিপদ ঘট্‌বে।

হনু।—(সাহ্লাদে)—

বিশেষ বাধিত হৈনু এ শুভ আদেশে।
দেবতা-প্রদত্ত পুষ্প যদি পাই ধ্যানে,
অবশ্য করিব তাহা।

(হনুমান ও মুখসর্ব্বস্বের নিমীলিতনেত্র হইয়া ধ্যানে উপবেশন)

২য় রা।—(স্বগত) এইবার এই তিন ব্যাটার মাগগুলো রাঁড় হ'ল।—আমি এই সময় পালাই।

[নিঃশব্দে পলায়ন।

(ত্রিশূল লইয়া ১ম, ৩য় ও ৪র্থ রাক্ষসের হনুমানকে আক্রমণ—ভয়ে মুখসর্ব্বস্বের দূরে পলায়ন)

হনু।—(বেগে উত্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে সগর্জ্জনে) রে রাক্ষস! ছদ্মবেশে—(সবলে মুষ্টাঘাত)

(হনুমানের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রাক্ষসত্রয়ের পতন।)

হনু।—(সক্রোধে ১ম ও ৩য় রাক্ষসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, ৪র্থ রাক্ষসকে তদবস্থ করিবার উদ্যোগ করিতে করিতে)

বেঁধ্ চক্ষু, রে পামর! কই রে ত্রিশূল?

(মুষ্ট্যাঘাত)

৪র্থ রা।—(বিকৃতমুখে, স্বগত) আমারও কালনেমির দশা ঘট্‌ল।—আর পলক দুই। (প্রকাশে সকাতরে) দোহাই, দয়াময়! ঘা'ট হ'য়েছে—ক্ষমা কর। এই ব্যাটারাই আমাকে এই পাপ-কর্ম্মে লইয়েছিল। তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে দয়া কর।

মুখ।—(ক্রোধে মুখভঙ্গি করিয়া)—

হাতে নিলি ত্রিশূল যখন,
এ জ্ঞান কি রে হয়নি তখন্?
দয়া করা বিষম্ লেঠা,
তোর কপালে নাই তা', বেটা!
'যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল'
তোর কপালেও নোণা জল।

(হনুমানের প্রতি)—

এই সাগরের নোণা জলে
দাও ব্যাটাকে আছ্ড়ে ফেলে।
দয়া হ'বে কর্‌লে দেরি,
তখন্ ফেলা হ'বে ভারি।

(ললাটমুণ্ডন করিতে করিতে)—

এ শালাদের প্রণাম ক'রে,
অবশ হ'ল ভুবন ভ'রে।

(সবলে রাক্ষসকে প্রহার করিতে করিতে)

শালা! পাজী! ছুঁচো! নচ্ছার! রাক্ষস! বাঁদর!—(জিহ্বাদংশন করিয়া সলজ্জে) ছি ছি ছি ছি, রাগের মুখে কি বল্‌তে কি ব'লে ফেল্লুম রে!

(পুনর্ব্বার প্রহার)

২য় রা।—(যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সবিনয়ে হনুমানের প্রতি) রক্ষে কর—ছেড়ে দাও—আর কক্ষণো এমন কাজ ক'র্‌ব নি।

হনু।—(সক্রোধে)—

রে দুর্ব্বৃত্ত! হনু-হস্তে কভু পরিত্রাণ
নাহি তোর। যা' পাপিষ্ঠ! যেইখানে তোর
সহচরদ্বয় গেল। যা' রে দুরাচার!

(সবলে সমুদ্রে নিক্ষেপ)

(মুখসর্ব্বস্বের প্রতি)—

ত্বরা করি' তুল পুষ্প, বিলম্ব হইল।

(উভয়ের সত্বর পুষ্পচয়ন)

চল, বৎস! ত্বরা করি'।

মুখ।— এস তবে, প্রভু।

[পুষ্পভার লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—রাবণের প্রাসাদ।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও হর্ষ-কোলাহল)

প্রাসাদোপরি বৈধব্যবেশধারিণী মন্দোদরীর উত্থান।

মন্দ।—(সবিস্ময় ও সদুঃখে)

এ কি অকস্মাৎ, বাদ্য-বজ্রপাত
শোকের লঙ্কাতে কেন রে হয়?
আমি মরি দুঃখে, হেন দুখে সুখে
নাচিল সহসা কা'র হৃদয়?
রোদনের নাদ পূরি'ছে প্রাসাদ,
অবসাদে পুরী আঁধারময়,
আনন্দের দিন হ'য়েছে বিলীন,
তবে পুনঃ কা'র আনন্দোদয়?

(দূরে দৃষ্টি করিয়া)

হায়, এ যে দেখি বানরমণ্ডলী
প্রফুল্লবদনে করে কোলাকুলি;
কপি-বন-মাঝে, অ্যাঁ! ও কি বিজলী
থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠে?
বুঝিতে পারি না কি এ মহোৎসব?

কেন বাদ্যরব ?—কেন হর্ষরব ?
এ লঙ্কা-শ্মশানে আবার ভৈরব
গর্জ্জন কি হেতু গগনে ছুটে ?
দেখিতে হইল কি এই ঘটনা,
দেখিতে হইল কিসের বাজনা,
দেখিতে হইল আমার যাতনা
বাড়িল কি হেতু এ সব হেরি' ?
শোকানলে দহে আমার অন্তর,
সুখ-জলে ভাসে ওদের অন্তর,
দেখিব এ দু'য়ে কিরূপ অন্তর,
যাই—যাই—আর না সহে দেরি।

[অবরোহণ ও প্রস্থান।

[পট-পরিবর্ত্তন।]

লঙ্কা—রাবণের প্রাসাদসম্মুখস্থ রাজপথ।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও হর্ষকোলাহল।)

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পতাকাধারী, বাদ্যকার কপিসৈন্যগণের ধীরে ধীরে প্রবেশ ও প্রস্থান।

কতিপয় কপিসৈনিক, বিভীষণ ও রথোপরি সীতার প্রবেশ।

অন্য দিক্ দিয়া মন্দোদরীর বেগে প্রবেশ।

মন্দো।—(মাতলির প্রতি ক্রোধে হস্তোত্তোলন করিয়া)—
কি আশ্চর্য্য আজ, ওহে ও মাতলি !
দেবরথচক্রে কেন উড়ে ধূলি ?
লঙ্কা-বক্ষে আজ শৃগালের কেলি ?
ক্ষান্ত হও, রথ ক্ষণেক রাখ।
লঙ্কার কেশরী গেছে স্বর্গপুরে,
কেশরিনী তাঁ'র তব অবিদূরে ;
এ দেখেও ভয় না হয় অন্তরে ?
কোথা যাও ?—রথ এখনি রাখ।
(ভয়ে মাতলির রথবেগ সম্বরণ)
হে সুর-সারথি ! লঙ্কা-রাজপথে
কা'রে ল'য়ে যাও বসাইয়া রথে ?
(সীতার নিকটস্থ হইয়া)
জানকী যে ! বটে ;—কোথা যাও, সীতে ?
তব শুভ দিন—কুদিন মম !
প্রাণেশের বামে বসিবার তরে,
আরোহিয়া রথে যেতেছ সত্বরে ?
গোটাকত কথা বলিব তোমারে,
বারেকের তরে কর শ্রবণ।

সীতা।—(নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনবতী হইয়া)—
চ'ড়ি বাসবের রথে, এ লঙ্কার রাজপথে,
যাইতেছি প্রাণনাথে করিতে দর্শন,
হেন শুভ সময়েতে, না দেখিব নয়নেতে,
বিধবার মুখ—

মন্দো।—(বাধা দিয়া দুঃখ ও ক্রোধে)—
কি বলিলে তুমি ?
বিধবা—বিধবা ?—মৃত মোর স্বামী ?
যা'র বলে আজ এ কথা বলিলে,
যা'র রূপ স্মরি' আপনা ভুলিলে,
সেও আজ, সীতে ! ভুলিবে তোমায়
অসতী—অসতী নির্ঘাত কথায়।
(চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলসূচক শব্দ)
বিনা দোষে দিলে মর্ম্মপীড়া মোরে,
এর ফলভোগ করিবে সত্বরে,
জিহ্বাচ্যুত বাণী এই বিধবার,
বজ্রসম বুকে বাজিবে তোমার।
(পুনর্ব্বার অমঙ্গলসূচক শব্দ ও কপিগণের ব্যতিব্যস্ততা)

[মন্দোদরীর বেগে প্রস্থান।

সীতা।—(ব্যাকুলিত চিত্তে নিস্তব্ধ)

বিভী।—(সদুঃখে, স্বগত)
হায়, এ কি সর্ব্বনাশ ! একি দুর্ব্বিপাক !
অতুল হরিষে ঘোর বিষাদ সঞ্চার !
পূর্ণিমার চন্দ্র রাহু গ্রাসিল সহসা !
হে বিধাত ! রক্ষা কর—এই অমঙ্গলে
মঙ্গলবিধাতা তুমি—তোমারি ভরসা।
(মাতলির প্রতি প্রকাশে)
হে সুর-সারথি ! রথ চালাও সত্বরে,
বিলম্ব হইলে পুনঃ, জানি কি হ'তে
কি ঘটিবে—চল ত্বরা রাম-সন্নিধানে।

[ব্যাকুলিতচিত্তে সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

[বহিঃপটক্ষেপ।]

পঞ্চম অঙ্ক।

লঙ্কা—সমুদ্রতটে রামচন্দ্রের শিবির।

মধ্যস্থলে রামচন্দ্র উপবিষ্ট, পার্শ্বে লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান, চতুর্দ্দিকে সুগ্রীব, জাম্ববান্, নল, নীল, অঙ্গদ, গয়, গবাক্ষ, সুষেণ আসীন।

(নেপথ্যে কপি-কোলাহল ও বাদ্যধ্বনি।)

সুগ্রীব।—(বাদ্যরব শ্রবণ করিয়া)
দর্শন-বাসনা মনে অনিবার্য্য বেগে
মুহুর্মুহুঃ হ'তেছিল চঞ্চলতা-সহ
বিমিশ্রিত, কিন্তু এবে শ্রবণ-বিবরে
পশি' তৌর্য্যরব তা'রে কৈল তৃপ্তি দান।
(বীরকপিগণের প্রতি)—
উঠ সবে অভ্যর্থনা করিতে সীতারে;
উঠ সবে মাঙ্গলিক দ্রব্য করে ল'য়ে।

(রামচন্দ্র ব্যতীত সকলের গাত্রোত্থান)
(পুনর্নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

অগ্রে সীতা, পশ্চাৎ মাতলি, বিভীষণ ও কপিসৈন্যগণের প্রবেশ।

রাম।—(সীতাকে দেখিবামাত্র অধোমুখে অবস্থিতি)
(লক্ষ্মণ, সুগ্রীব প্রভৃতি কর্ত্তৃক সীতার অভ্যর্থনা)
সীতা।—(রামের প্রতি)—
প্রাণনাথ! দাসী তব প্রণমে চরণে।
বহুদিন এই শির ও পদ স্পর্শেনি, বীর,
তোমারি প্রসাদে আজি পুলকিত মনে,
প্রাণনাথ! দাসী তব প্রণমে চরণে।
(প্রণিপাত)

রাম।—(বিরক্তি সহকারে অধোমুখে)
প্রয়োজন নাই আর প্রণাম করিয়া;
এ পদে প্রণাম করি' কি হেতু বিপদে
ফেল মোরে? প্রণামের নহি অভিলাষী।
সীতা।—(রামের পদধারণ করিয়া)—
মরি, নাথ! এ চরণ আমার কারণে
রণভূমে অবিরত হ'য়েছে বিক্ষত ক্ষত,
কত অস্থি বিধিয়াছে বলিব কেমনে?
এ দু' খানি পদ্মপদ এ দাসীর মোক্ষপদ,
জানকী হৃদয়ে ইহা রাখিত যতনে,
কণ্টকে বিক্ষত হ'ল বিধি-বিড়ম্বনে!
(পদতলে হস্তাবমর্ষণ)
রাম।—(সীতার হস্ত হইতে পদাকর্ষণ পূর্ব্বক)
সর, সীতে! স'রে যাও;—কেন বৃথা
মোরে বিরক্ত করিতে এলে?
সীতা।—(পদ পরিত্যাগ করিয়া রামের মুখমণ্ডল দর্শন করিতে করিতে সবিস্ময়ে)
অহো, নাথ, একি একি, কেন এ ললাটে দেখি
অস্ত্র ক্ষত-রেখা, মরি, এ অভাগী-তরে
অকলঙ্ক শশি-গায় কলঙ্কের চিহ্ন, হায়,
অঙ্কিত হইল, রক্ষঃ অরাতির শরে!
মণিমুক্তাবিজড়িত কনক-মুকুটচ্যুত
হ'য়েছে ললাট তব, কৈকেয়ীর ডরে,
এ অভাগী হ'তে পুন অস্ত্রক্ষতে শতগুণ
ললাটে যন্ত্রণা তব শত্রুকুলশরে;
বড়ই নিষ্ঠুরা আমি জগতী-ভিতরে।
নিজের জীবন চেয়ে, এ দাসীরে দেখ চেয়ে,
তাই এত কষ্টভোগ করিলে সমরে;
ক্ষম অপরাধ—ক্ষমা চাহি যোড় করে।
রাম।—(অধোমুখে)
ক্ষত্রোচিত কার্য্য যাহা, কৈনু সম্পাদন;
কেন ক্ষমা? কিবা দোষ তোমার, মৈথিলি?
এ ললাটে ক্ষতচিহ্ন যা' দেখি'ছ তুমি,
মুকুট অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
কিন্তু আমি, সত্য কহি, এ ক্ষত দেখিয়া,
তুমি মোরে কষ্টভোগী যেরূপ ভাবি'ছ
তব চিন্তা-অনুসারে; নিশ্চয় জানিও,
শতগুণ কষ্ট আমি পাইনু হৃদয়ে
আজি তব আগমনে এ মোর শিবিরে।
সবিনয়ে বলি আমি, অবিলম্বে তুমি
আবার অশোকবনে করহ প্রস্থান।
সুগ্রীব।—(রামের প্রতি)
মিত্রবর! ক্ষান্ত হও; এ শুভ সময়ে
হেন অমঙ্গল বাক্য উচ্চারণ করি'
নিজ পৌরুষেতে কেন কলঙ্ক অঙ্কি'ছ?
রাম।—যে কলঙ্ক আজি মোর রটিবে অচিরে
গ্রহণ করিলে, মিত্র! সীতারে স্বভুজে,
তাহা'পেক্ষা এ কলঙ্ক, জানিও নিশ্চয়,
অতি তুচ্ছ;—এরে আমি যশঃ বলি' মানি।
সীতা।—
প্রাণেশ্বর! কেন দেরি, চল ত্বরা নিজ পুরী,
এখানে থাকিলে, পুনঃ কি জানি আবার

কোন্ শত্রু কষ্ট দিবে, আবার সহিতে হ'বে
এ ক্ষতে দ্বিতীয় ক্ষত, কাজ নাই আর
ক্ষণেক তিষ্ঠিয়া শত্রু-আগার-মাঝার।
জাম্ব।—(স্বগত)—
বিধাতার চারু সৃষ্টি রমণী-হৃদয়।
সহানুভূতির রেখা এ হৃদয়ে জাগে
চির ইন্দূদয় সম দয়া-সুধা সহ।
সাক্ষাৎ করুণা-মূর্ত্তি ভূতলে রমণী।
রাম।—(অধোমুখে)—
আমার ক্ষতের ভয়ে তোমার অন্তরে
যেই ভীতি প্রবেশিল, ত্যজ তা'রে ত্বরা।
আর শুন, যেই ভীতি আমার অন্তরে
প্রবেশিল, আজি তব হেথা আগমনে,
আমারে ত্যজিতে দাও অবিলম্বে তাহা,
এ স্থান হইতে আশু করিয়া প্রস্থান।
যা'রে ভালবাস তুমি, তাহার শপথ,
যদি তুমি এই স্থানে থাক ক্ষণকাল।
সীতা।—যাঁ'রে আমি ভালবাসি, তাঁহার শপথ,
যদি আমি ত্যজি' তাঁ'রে, যাই অন্য পথ।
লক্ষ্মণ।—(স্বগত)—
শোন্, রে জগৎ! শোন্ কোটি কর্ণ পাতি'
পতিপরায়ণা-নর-লক্ষ্মীর বদনে
কি-যে সুধামাখা বাক্য হইল ধ্বনিত।
রাবণের প্রেত-আত্মা! শোন্ রে আসিয়া
কি-যে সতী শিক্ষা-বাক্য সতীর বদনে।
এ অমূল্য বাক্যসহ বেদের বচন
তুল্য নহে, মহাবেদ সীতার জিহ্বায়।
রাম।—(ক্ষণেক চিন্তিয়া কঠোরবাক্যে)—
এ কি, সীতে, তব উপহাসের সময়?
রক্ষঃপুরে থাকি' তুমি রাক্ষস-ব্যভারে
কুশিক্ষিত হইয়াছ—নিশ্চয় জানিনু।
সে শিক্ষার ফল আজ তোমার বদনে
ফলিত হইল।—যাও ত্বরা হেথা হ'তে।
যথা ইচ্ছা, তথা যাও,—অবারিত পথ।
বিভী।—(সদুঃখে স্বগত)—
যে বিপদ রাজপথে হইল ঘটিত,
এতক্ষণে বুঝি তা'র ঘটে পরিণাম!
হে সর্ব্বমঙ্গলালয় সর্ব্বজ্ঞ বিধাতঃ!
রক্ষা কর এ বিপদে দুঃখিনী সীতারে।
(প্রকাশে রামের প্রতি)—
মহাবিজ্ঞ তুমি, মিত্র, বীর-ক্ষত্র-কুলে,
ক্ষান্ত হও—শুন বলি—
রাম।—(বিভীষণের বাক্যে বাধা দিয়া)—
এখানে কি হেতু
এখনো দাঁড়া'য়ে তুমি জনককুমারি?
যদি বিন্দুমাত্র দয়া থাকে তব মনে,
তা' হ'লে এখনি যাও; কলঙ্কী ক'র না
রাঘবেরে; করিও না ইক্ষ্বাকুর কুলে
কলঙ্ক স্থাপন।
সীতা।—(রোদনোন্মুখী হইয়া সদুঃখে স্বগত)—
বহু দিন হ'তে, নাথ, স্বরাজ্যে বঞ্চিত,
বহু দিন বনে বনে, ভ্রমিলা ব্যাকুল মনে,
বহু দিন আমি এঁর নেত্রে অদর্শিত।
বহু দিন শত্রু সহ, যুঝিলেন অহরহ,
বহু দিন হ'তে চিত্ত হ'য়েছে ব্যথিত,
এই সব বিড়ম্বনে, মহাচিন্তা-হুতাশনে,
হ'লেন কি প্রাণনাথ উন্মাদ-পীড়িত?
রাম।—এখনো নীরবে তুমি কি হেতু এখানে?
এখনো তোমার পদ কেন এই ভূমি
কলঙ্কি'ছে? যাও—যাও—যাও—ইচ্ছা-যথা।
সীতা।—(সদুঃখে)—
তোমার সহিত, নাথ, যাইব যে আমি
তোমা ছাড়া এ কামিনী
কোথা যা'বে কাঙালিনী?
পত্নীরে এ কথা, প্রিয়, বলে কি হে স্বামী?
রাম।—(কঠোর বাক্যে)—
পূর্ব্বপত্নী তুমি মম, পূর্ব্বস্বামী আমি;
এবে তুমি পরপত্নী, চাহি না তোমারে
স্পর্শিতে এ পূতধনুস্পৃষ্টকরতলে;
মম চিত্ত বলিতেছে,—জানকী অসতী!
সীতা।—(এই নির্ঘাতবাক্য শ্রবণে সহসা
মূর্চ্ছিতা)
(রাম ব্যতীত সকলের হাহাকার শব্দ)
লক্ষ্মণ।—(সীতাকে ধারণ করিয়া শশব্যস্তে)—
দেবি!—দেবি!—অ্যাঁ, এ কি!
জীবন্ত প্রতিমা
নিশ্চল—চেতনাশূন্যা!—হায়, এ কি হ'ল!
উঠ, ভগবতি! রঘুকুলরাজলক্ষ্মি!
উঠ, আর্য্যে! লক্ষ্মণের চির-পূজনীয়ে!
রাম।—(সীতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া স্বগত)—
অহ, এ কি! হৃদয়েশী ধূল্যবলুণ্ঠনে
জ্ঞানশূন্যা!—হায়, আমি কেন উচ্চারিনু
এ বজ্রকঠিন বাক্য!—শাণিত কুঠারে
লতিকা বিচ্ছিন্না যথা, এ মোর বচনে
মধুরবচনময়ী জানকী তেমতি!
হা ধিক্, রসনে তোরে!—কেন উচ্চারিলি
এ ক্রূর বচন, হায়! জানকী অসতী?
তুই না, পাপিষ্ঠে, বনে, ভূধরে, প্রান্তরে,

রণক্ষেত্রে, সিন্ধুতটে দিবস রজনী,
দুঃখিনী সীতার তরে উচ্চারিলি কত
সকরুণ প্রেমমাখা বিবিধ বচন?
সম্মুখে পাইয়া আজ সেই হারানিধি,
কি করিলি!—অহ, অহ, অহ কি যন্ত্রণা!
হে হৃদয়! তুমি মোরে দাও অভিশাপ,
আজি তব পাশে আমি মহা-অপরাধী।
জুড়া'তে সতত তুমি পরশি' যাঁহারে
সে অযোধ্যা-পুরমাঝে,আজি তাঁ'রে আমি
ভূতলশায়িনী, হায়, কৈনু অবিচারে।—
আজি তব পাশে আমি মহা-অপরাধী।
উঠ, সীতে, প্রিয়তমে! রামবিমোহিনি!
ক্ষম অপরাধ—
(সীতাকে স্পর্শ করিবার উদ্যোগ কিন্তু পরক্ষণেই)
না না;—থাক এ দশায়;
মিলিও না আঁখি আর;—জানকী অসতী।
ক্ষত্রিয় রামের হস্ত রক্ষোবিলাসিনী
মৈথিলীরে স্পর্শিবারে করে না বাসনা।
কলঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি সীতা কলঙ্কিনী।
বিশ্বাসঘাতিনী নারী স্বেচ্ছাচার-রতা।
(পুনর্ব্বার নীরবে অধোমুখে উপবিষ্ট)
সীতা।—(কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া অর্দ্ধোত্থিত
হইয়া বিভ্রান্ত-চিত্তে)
সর সর, ও সরমে! বাজিয়াছে এ মরমে
শত বজ্র একেবারে!—উহু কি যাতনা!
কই প্রাণনাথ কই, ওই ওই,—সর, সই,
ছাড় ছাড়, ও সরমে, ধ'র না, ধ'র না।
(উত্থানোদ্যোগ ও পুনঃপতন)
রাম।—(শশব্যস্তে স্বগত)—
উঃ কি করি!—প্রিয়তমা আবার ভূতলে
পড়িলেন! হা নয়ন! দেখিস্ কি বলি?
একটি বালুকা-কণা ও বর-শরীরে
পড়িলে তখনি দোঁহে দিতিস্ দেখা'য়ে
ঝাড়িবারে যত্নে মোরে, কিন্তু, হায়, আজি
বালুকাস্তূপের মাঝে জনক-কুমারী
বিলুণ্ঠিত পুনঃ পুনঃ, তা' দেখেও মোরে
কেন নাহি উত্তেজিত করিস্ এক্ষণে?
রে ভুজ! কতই যত্নে ও কমল-দেহ
বেষ্টন করিয়া সুখে থাকিতিস্ সদা
আজি কেন নাহি উঠ ধরিতে সীতারে
কষ্টের নিদান তীক্ষ্ণ কঙ্কর হইতে?
কেন আজ হেন ভাব আমার অন্তরে
সমুদিত?—হায়, আমি কি করি এক্ষণে?
যা' থাকে থাকুক ভাগ্যে—রটুক ভূতলে
কলঙ্ক আমার;—আমি কিছু না মানিব।
এ হেন প্রতিমা আমি এ প্রাণ থাকিতে
বিসর্জ্জন নাহি দিব এ রাক্ষসপুরে।
হায় রে! নিষ্ঠুর আর কে মম সমান?
পাষাণহৃদয় কে বা আমার মতন?
কে পাতকী মম সম এ মরভুবনে?
অনা'সে অর্দ্ধাঙ্গ আমি ছেদন করিব
এ হেন নিষ্ঠুর বাক্য-বাণ বরিষণে?
এ কুকার্য্যে রাঘবের চন্দ্রসূর্য্যতলে
উৎপন্ন করিবে পাপ অক্ষয় অচল।
কে বলে প্রেয়সী মোর রক্ষঃপুরে থাকি'
হ'য়েছেন কলঙ্কিনী?—সীতা শুদ্ধ সতী।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
না না, সীতা সতী নহে—সতী হ'লে কেন
অন্তর আমার আজ সন্দেহ করিবে?
লোকানুরঞ্জন তরে আমার জীবন
উৎসৃষ্ট হ'য়েছে। আমি পুনঃ কি প্রকারে
উৎসৃষ্ট পদার্থে, ছি ছি! অপবিত্র করি'
থাকিব কলঙ্কী হ'য়ে কলঙ্কিনী সহ?
কাজ নাই জানকীরে;—চাই শুদ্ধ আমি
লোক-অনুরঞ্জনতা যশের আধার।
যথা-ইচ্ছা যা'ক সীতা—বাঁচুক মরুক;
ঘুচুক কলঙ্ক মোর—সুযশ থাকুক।
সীতা।—(ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া সদুঃখে ও
সক্রোধে)—
মহারাজ, থাক সুখে;—জানকী অসতী
শ্রীপদে বিদায় চায় চিরকাল তরে;
রাজা তুমি, পাইবে হে শত শত সতী,
রাজবুদ্ধি কি-যে, আজ বুঝিনু অন্তরে।
বুঝিনু তোমার, রাজা! পত্নী-ভালবাসা,
লোক-অনুরঞ্জনতা বুঝিনু তোমার,
বুঝিনু কি অভিপ্রায়ে এ লঙ্কায় আসা,
বুঝিনু হৃদয় তব তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার।
থাক সুখে, হে যশস্বি! অসতী চলিল,
কলঙ্কের পাপমূর্ত্তি যায় চিরতরে,
অসতীর স্থান এবে সাগর-সলিল,
দেখ চেয়ে একবার সীতা ডুবে মরে।
(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অবরোধ)
কি কর, দেবর, তুমি? কেন রোধ পথ?
এখনি তোমারে রাজা ক'বেন পাতকী।
সর;—ভূপতির হোক্ পূর্ণ মনোরথ;
স্পর্শিও না জানকীরে—অসতী জানকী।
(সাগরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক)—
ওই দেখ, উর্ম্মি-ভুজ তুলি' পারাবার

ডাকি'ছে আমারে—আমি যাই রে অচিরে ;
অসতী জানকী হেথা নাহি র'বে আর,
ছাড় পথ, রে লক্ষ্মণ, ডুবি' মরি নীরে !

লক্ষ্মণ।—ক্ষান্ত হও, দেবি, আমি যুড়ি' করযুগ
রাঘবের পদে ক্ষমা মাগিব এখনি
তব হেতু।—কোথা যা'বে, রঘুকুললক্ষ্মি,
দুর্দ্দান্ত রাবণবধ—তোমার উদ্ধার
আজি কি গো পরিণত গভীর বিষাদে ?

সীতা।—গভীর বিষাদ বটে, লক্ষ্মণ, তোমার,
রাজার আনন্দ আজ সীতা-বিসর্জ্জনে ;
রাজ-ইচ্ছা তুচ্ছ ভাবে, হেন সাধ্য কার ?
ভূপতির সুখে বাধা দিতেছ কেমনে ?

(শূন্যে দৈববাণী)

সতী কি অসতী সীতা, পরীক্ষা তাহার
এখনি হইতে পারে, যদি তিনি এবে
জলন্ত অনলকুণ্ডে পশেন অচিরে।
সতী হ'লে মৃত্যু নাই—র'বেন জীবিত ;
অসতী হইলে মৃত্যু শিরে উপস্থিত।
পরীক্ষার মহাস্থান, এ মর-ভুবনে
জলন্ত অনলকুণ্ড—সতী—অসতীর।

(সকলের বিস্ময়প্রকাশ ও ব্যতিব্যস্ততা)

সীতা।—নমি আমি, তব পদে অলক্ষ্য দেবতা,
তব বাক্য শিরোধার্য্য অভাগী সীতার
সতী বা অসতী হই ; পরীক্ষা সর্ব্বথা
উচিত জলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের মাঝার।
(লক্ষ্মণের প্রতি)—
দেবর ! সত্বর পাল এ দৈববচন,
জ্বাল রে অনল, আর বিলম্ব না সয় ;
কাট অগ্নিকুণ্ড,—জ্বাল, জ্বাল হুতাশন,
জলন্ত অনলে ঝাঁপ দিব রে নিশ্চয়।

লক্ষ্মণ।—ক্ষান্ত হও, মহাদেবি, অগ্রে রাঘবেরে
এ তব পরীক্ষা-কথা বারেক জিজ্ঞাসি।
কি আজ্ঞা করেন তিনি—

সীতা।—(বাধা দিয়া)— আদেশ তাঁহার
আগেই শুনেছি, বৎস,—তাঁহার আদেশ,
অসতী সীতারে ত্যাগ। কেন রে আবার
আদেশ-অপেক্ষা তাঁ'র কর, উর্ম্মিলেশ ?
জানি, তুমি ভক্তি মোরে কর যথোচিত,
আজি দাও সে ভক্তির শেষ পরিচয় ;
এ কার্য্য করিতে কিন্তু যদি হও ভীত,
আমিই জ্বালিব অগ্নি স্বকরে নিশ্চয়।
(লক্ষ্মণকে হস্ত প্রদর্শন করিয়া)—
এই করে সেবিয়াছি স্বামীর চরণ,
শ্বশুর শ্বশ্রূর সেবা করেছি এ করে ;
এই কর তুলি' আমি তোমারে, লক্ষ্মণ,
করিয়াছি আশীর্ব্বাদ হরিষ অন্তরে।
জ্বালিব অনল পুনঃ এই—সেই করে।
(কাষ্ঠাহরণের নিমিত্ত গমনোদ্যোগ)

লক্ষ্মণ।—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা তবে কর, মহাদেবি,
কি করি, উপায় নাই—তোমারি বাসনা
করিব পূরণ,—ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল।
[বিমর্ষচিত্তে লক্ষ্মণের প্রস্থান।

রাম।—(স্বগত)—
হৃদয় ! আর না—আর সহ্য নাহি হয়.
রে চিত্ত ! নিষ্ঠুর আর হ'য়ো না হ'য়ো না,—
জানকী পরম সতী, বারেক এ কথা
বল। সীতা সতী ? না না,—(চিন্তিয়া)—
সীতা সতী নয়।
(অধিকতর চিন্তায় মগ্ন)

কাষ্ঠভার লইয়া লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—(সদুঃখে স্বগত)—
হায়, হায় ! যেই ভুজে শরশরাসন
ধরিয়া যুঝিনু কত, জানকীর তরে,
রাক্ষসকুলের সহ, আজি ভাগ্যদোষে,
সেই হস্তে অগ্নিকুণ্ড করিব নির্ম্মাণ !
হা বিধাতঃ ! একি তব ঘোর বিড়ম্বনা !
অগাধ সাগর-গর্ভ হ'তে মুক্তানিধি
উত্তোলিয়া সে সাগরে পুনঃ নিক্ষেপিলে !
(অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া অগ্নিসংযোগ)
(উর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে)—
দোহাই বিধাতঃ, রক্ষা কর জানকীরে
এ বিশুদ্ধ বরবপু অগ্নির শিখায়
যেন নাহি দগ্ধ হয়। তোমার প্রসাদে
সীতা-অঙ্গে অগ্নি যেন শৈত্যগুণ ধরে।
অসাধ্য সাধন, দেব, তুমি বই আর
কে সাধিতে পারে ? আজ এই ভিক্ষা মোর
তব অনুগ্রহে যেন আর্য্যা জানকীর
অগ্নিকুণ্ডে হেরি দুই,—আগম—নির্গম।
(অবনতমুখে দণ্ডায়মান)

সীতা।—মহারাজ ! শেষ ভিক্ষা শ্রীপদে তোমার,
অসতীর পানে চাও বারেক কেবল ;
অন্তিম সময় এই এসেছে আমার,
এই দেখ, ডাকে মোরে জলন্ত অনল।
আজ তব মনঃপীড়া যাহার কারণ,
সে এই অনলকুণ্ডে পশিবে এখনি ;
একবার চেয়ে দেখ অসতী-দাহন,
মরে সীতা—শেষ দেখা দেখ, নৃপমণি !

রাম।—মর আর নাহি মর.-ক্ষতি লাভ মোর
কিছুই নাহিক তাহে ;—কেন পুনঃ পুনঃ
বিরক্ত করি'ছ মোরে বৃথা বাক্যজালে ?
যাহা ইচ্ছা—কর তাই,—দেখিতে চাহি না।
সীতা।—যাই তবে, মহারাজ ! বিধাতা তোমারে
সতত রাখুন সুখে সুযশের সনে।
যদি দোষী হ'য়ে থাকি,—ক্ষম হে আমারে,
ঘুচুক অযশ তব আমার মরণে।
(রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম ও
অগ্নিকুণ্ডের নিকট গমন)
লক্ষ্মণ।—(সরোদনে)—দেবি ! দেবি !
সীতা।—কেন, বৎস, কাঁদ তুমি ? রাজতুষ্টি তরে
এ দেহ ত্যজিব আমি, পুণ্য হ'বে মম।
ভুঞ্জিব রে চিরশান্তি অনল-ভিতরে,
ঘুচিবে যন্ত্রণা, জ্বালা, বেদনা বিষম।
থাকুন্ তোমার দাদা দীর্ঘজীবী হ'য়ে,
কত সতী সীতা তুমি দেখিবে, লক্ষ্মণ.
অসতী সীতারে রাজা কি করিবে' লয়ে ?
হ'য়েরি বাড়িবে শুধু যন্ত্রণা ভীষণ।
(অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)—
অগ্নিদেব ! অভাগীর শান্তির আধার
একমাত্র তুমি এবে—আর কেহ নাই।
দুঃখিনী সীতার নাশ যন্ত্রণা অপার,
শ্রীচরণে দাও স্থান,—এই আমি যাই—
লক্ষ্মণ।—না দেবি ! না দেবি !
(সীতার পাদমূলে পতন)
সীতা।— আর শুনিতে না চাই ;
পদে স্থান দাও, দেব !—এই আমি যাই।
(জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ)
(সকলের হাহাকার ও রোদন)
রাম।—(প্রতিবোধিত হইয়া সশোকে)—
প্রিয়তমে ! প্রাণময়ি ! সীতে ! সতি! সতি !
কই ? কই ?—কোথা ?
(অগ্নিকুণ্ডের নিকটস্থ হইয়া)—
একি !—অঁ্যা ! একি ! অহ !
(লক্ষ্মণের প্রতি)—
প্রিয়ানুজ, অধোমুখে বিমর্ষ-অন্তরে
অশ্রুপূর্ণ চক্ষে কেন দাঁড়া'য়ে নীরবে
এ সময়ে ? বল, ভাই ! কোথা সীতা সতী ?
লক্ষ্মণ।—(নীরবে অগ্নিকুণ্ডের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন)
রাম।—(অত্যন্ত আকুল হইয়া—
হা জানকি !—হা মৈথিলি ! সতি,সতি,সতি !
উঃ, কি যন্ত্রণা ! অহো, এ কি দুর্ঘটনা !
অগ্নিগর্ভে প্রবেশিলে ! ত্যজিলে আমায় !
না না,তা'হ'বে না;—আমি এ প্রাণ থাকিতে
ছাড়িব না হৃদয়েশি, কভু ত্যজিব না।
যবে প্রাণ যা'বে মোর, তুমিও তা' সহ
যাইও তখন, প্রিয়ে, এবে যাইও না।
(ক্রোধমিশ্রিত শোকে অগ্নির প্রতি)—
বৈশ্বানর ! সীতানাথ থাকিতে জীবিত,
এত দর্প নাহি সাজে কখন তোমার ;
মানে মানে দাও ফিরি' আমার সীতারে,
নতুবা যেমন কর্ম্ম—প্রতিফল তা'র
অচিরে পাইবে।—কই, এখনো তোমার
কর্ণ না গ্রহিল মোর প্রার্থনা-বচন ?
(ক্রোধে শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক অগ্নির
প্রতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত)—
লক্ষ্মণ।—ক্ষান্ত হও, আর্য্য ! বৃথা শর নিক্ষেপিলে
না হইবে ফললাভ। দৈববাণী শুনি'
পশিলা জনকসুতা অগ্নিকুণ্ড-মাঝে।
অগ্নির নাহিক দোষ ;—আয়ুধ সংহর।
রাম।—(শোকে উন্মত্তের ন্যায়)—
দৈববাণী !—দৈববাণী ! নিরুপায় এবে
দাশরথি ! হা জানকি, স্বর্ণলতা আজ
জ্বলন্ত জ্বলনে দগ্ধ, মম ভাগ্যদোষে !
(লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া)—
সৌমিত্রি ! যথার্থ বল কেন দৈববাণী
বজ্রের আঘাত কৈল রাঘবের শিরে ?
লক্ষ্মণ।—(শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে নিরুত্তর)—
সুগ্রীব।—(সদুঃখে রামের প্রতি)—
বীরবর, কি বলিব, তব অবিচারে
অর্দ্ধ-অঙ্গ দগ্ধ তব অনল-শিখায় !
সীতারে অসতী, মিত্র ! অনা'সে বলিয়া,
আজি এই দুর্ঘটনা তুমিই ঘটালে !
আজি এ বিপদ-সিন্ধু তোমারি বচনে
উথলিল সিন্ধু-তটে অনিবার্য্য বেগে !
রাম।—(কিয়ৎ কাল চিন্তা করিয়া)—
'সীতারে অসতী' মিত্র, আমি কি ব'লেছি ?
না না, সখে !
সুগ্রীব।— হাঁ, রাঘব ! তুমিই বলেছ।
রাম।—(অত্যন্ত বিষাদে)—
তবে তা'র প্রায়শ্চিত্ত এখনি করিব,
এ মহাপাপের ফল এখনি ফলিবে।
যথা সীতা, তথা রাম, দেখ, মহারাজ !
(অগ্নিকুণ্ডে পতনোদ্যত ও সুগ্রীব কর্তৃক
বাধা প্রদান)।
ছাড়, রাজা, ছাড় এই নিষ্ঠুর রামেরে,

ছুঁ'য়ো না—অপূত হ'বে পূত কর তব।
স্ত্রীঘাতক রামে, মিত্র!—
সুগ্রীব।—(বাধা দিয়া)— বৃথা পরিতাপ।
যা' হ'বার হ'ল,—
রাম।—(উন্মত্তের ন্যায়)—না না, আর বাকী আছে;
(বল প্রকাশে)
এই দেখ উদ্‌যাপন—সমাপ্তি—দক্ষিণা।
(পুনর্ব্বার অগ্নিকুণ্ডে পতনোদ্যোগ)

[রামকে লইয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

অপর পার্শ্ব দিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সরমার প্রবেশ।

সরমা।—(সরোদনে)—
কই সখি, কই কই? ওই বুঝি ওই ওই,
হেমলতা অনল-শিখায়!
অযোধ্যায় যা'ব ব'লে, এই যে এখনি এলে,
শেষ দেখা দিয়ে সরমায়।
আমারে একাকী রাখি' একাকী যেও না, সখি,
আমিও এসেছি যা'ব ব'লে;
সরমার সখী যথা, সীতার সখীও তথা,
এই আমি প্রবেশি অনলে।
(অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদানোদ্যোগ ও বিভীষণ কর্ত্তৃক বাধা প্রদান)
বিভী।—(সান্ত্বনা বাক্যে)—
পা'বে কি সীতারে আর অনলে পশিলে,
বিভীষণ-হৃদয়েশি? অগাধ সাগরে
পড়িলে অমূল্য রত্ন কে পায় কোথায়?
আত্মহত্যা করিও না—শান্ত কর মন।
[এই কথা বলিতে বলিতে সরমাকে লইয়া বিভীষণের প্রস্থান।

রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পুনঃপ্রবেশ।

রাম।—(সবিলাপে স্বগত)—
আহা, প্রাণময়ি, তুমি অভিমান-ভরে,
চিরতরে কোথা গেলে রামেরে ত্যজিয়া!
এ জনমে এ নয়ন মুখ-পদ্ম তব
দেখিবে না আর! হায়! এ পোড়া শ্রবণে
তব বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি না পশিবে!
এ নির্দ্দয় পত্নীহন্তা নিষ্ঠুর হৃদয়ে
যে কাজ করিল আজ ঘোর অবিচারে,
সমুচিত ফল তা'র—কলঙ্ক অসীম!
সমুচিত ফল তা'র—মহাপাপরাশি!
আজি হ'তে এ পাতকী জীবনে নরক
ভুঞ্জিতে চলিল, হায়, প্রত্যেক নিমেষে!
যমের নরক পুনঃ জীবনান্ত হ'লে,
এ কার্য্যের উপযুক্ত ফল দিবে মোরে।
যা'রে উদ্ধারিতে আমি প্রাণান্ত যতনে
কপি-চমূসহ মিলি' পাপী রাবণেরে
সবংশে বধিনু, হায়, সেই জানকীরে
জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে দিনু বিসর্জ্জন!
(লক্ষ্মণের প্রতি)—
ভাই রে! রাঘব পাপী সতী-হত্যা-পাপে,
এ পাপীর পাপ নাম বিশ্বে আজি হ'তে
ঘৃণারে মস্তকে করি' প্রত্যেক নরের
জিহ্বায় ধ্বনিত হ'বে!—মানব-জগতে
আজি হ'তে রাম নাম অপবিত্র নাম।
কি হ'বে, লক্ষ্মণ! হায়, লোকালয়ে আর
যাইব না—পুনঃ যা'ব নিবিড় কাননে।
সেই স্থলে অশ্রুজলে এ পাপ সহিত
এ পাপ জীবন আমি দিব বিসর্জ্জন!
যাও তুমি অযোধ্যায়;—এ শোক-বারতা
দাও গিয়া অযোধ্যার প্রতি ঘরে ঘরে।
কালচক্রে আজি, হায়, অচিন্ত্য ঘটনা
সহসা ঘটিল, বৎস, মম কর্ম্ম-দোষে
এই কাল-চক্র-বলে আসিলাম তিনে
একত্রে অযোধ্যা ত্যজি', বড় আশা ছিল,—
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে পুনর্ব্বার তিনে
অযোধ্যায় ফিরি' যা'ব, কিন্তু তা' হ'ল না,
তিন দিকে তিনে এবে যাইতে হইল!
ভীষণ কালের চক্রে বিষম ঘটনা!
(অধোমুখে অবস্থিতি)
(নেপথ্যে উচ্চৈঃশব্দ)

পুষ্পভার ও পুষ্পহার লইয়া বেগে হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—আজি কি সুখের দিন, সত্য করি' বল,
রঘূদ্বহ, আজি লঙ্কা দ্বিতীয় স্বরগ।
আজি, দেব, সুখী তুমি, তব প্রিয়ানুজ
কুমার সৌমিত্রি সুখী, সুখী কপিগণ,
তব চির-অনুগত অঞ্জনা-কুমার
সুখী আজি—আজি লঙ্কা দ্বিতীয় স্বরগ।
(অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)—
এই যে, সীতেশ, তুমি আনন্দে মাতিয়া
জ্বালিয়াছ অগ্নিকুণ্ড হোম করিবারে।
কিন্তু এ দাসের এক আছে নিবেদন,
দয়া করি', পূতকর্ণে শুন একবার;—

চরম আনন্দে আজ একাকী কি, প্রভো,
সাজে তব হোমকার্য্য ? সস্ত্রীক হইয়া
এ মঙ্গল কার্য্য, আর্য্য, কর সমাধান।
(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)—
কই, প্রভো, দেবী কই ? জননী জানকী
কোথা, দেব ? এখনো কি পদধূলি তাঁ'র
স্পর্শেনি এ সিন্ধুতট ? তাঁহারে ত্যজিয়া
এ কার্য্য কি সাজে তব, রঘুকুলমণি ?
ফুলভার, ফুলহার আনিয়াছি আমি,
দেবী সহ তুমি, দেব, সুপবিত্র করে
গ্রহণ করিয়া ইহা, দাও অগ্নিপদে।
অবশিষ্ট ফুলে আমি মানসের আশা
পূরা'ব সাজা'য়ে সুখে পূজ্য দম্পতীরে।
রক্ষঃচূড় বিভীষণে নাহি দেখিতেছি
তব পাশে, হে মহেচ্ছ ! গেছেন কি তিনি
অশোককানন হ'তে আনিতে দেবীরে ?
অশোকবনিকা, প্রভো, বেশী দূর নয়,
তবে কেন বিভীষণ বিলম্বেন এত ?
যা' হোক্, না হয় আমি নিজেই আবার
অশোককাননে যাই, অপেক্ষা খানিক
কর তুমি, রাবণারি, আনিগে দেবীরে।

(গমনোদ্যত)

জাম্ব।—(সদুঃখে স্বগত)—
আহা, বায়ুপুত্র এই বিপদ ঘটনা
জানে' না কিছুই ; সুখ ইহার অন্তরে
এখনো খেলি'ছে, কিন্তু এখনি আবার
আমা সবাকার ভাগ্য লভিবে' মারুতি !
সুগ্রীব।—(হনুমানের প্রতি)—
ক্ষান্ত হও, হে বীরেন্দ্র, অশোককাননে
রামপ্রিয়া সীতা নাই।
হনু।— তবে কি এখন
নীল-সিন্ধু জলে স্নান করিবার তরে
গিয়াছেন মহাদেবী ?
সুগ্রীব।— না না, তাও নয়।
হনু।—তবে কি গেছেন তিনি চণ্ডীরে পূজিতে
রাবণ-নির্ম্মিত উচ্চ স্বর্ণ-মন্দিরে ?
সুগ্রীব।—না, বীর, জনকপুত্রী চিরকাল তরে
অন্তর্হিত হৈলা আজি, মহা-অভিমানে,
এ অনলকুণ্ডে পশি' !
হনু।—(বিরক্ত হইয়া)— ত্যজ, কপীশ্বর !
হেন অমঙ্গল বাণী ; মঙ্গলের দিনে
সহসা এ কথা তুমি কি হেতু কহিলে ?
কি কহিব প্রভু তুমি, নতুবা এখনি
প্রকৃত উত্তর এর পাইতে সুগ্রীব !
লক্ষ্মণ।—(হনুমানের প্রতি)—
যা' কহিলা কপিরাজ তোমারে, পাবনি !
মিথ্যা নহে মহাদেবী জনককুমারী
পশিলা এ অগ্নিকুণ্ডে দুঃখে অভিমানে।
হনু।—(সহসা শোকাচ্ছন্ন হইয়া স্খলিত পদে
ভূতলে উপবেশন করিয়া)—
অগ্নিকুণ্ডে সীতা !—অ্যাঁ—এ কি অঘটনা !
প্রাণত্যাগ,—কারণ কি ? বিনা ঘনোদয়ে
মস্তকে হইল মোর মহাবজ্রপাত !
হায়, হায়, কেন হেন ?—কিছুই না বুঝি !
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)
(সুগ্রীবের প্রতি)—
কহ রাজা, অগ্নিকুণ্ডে জননী জানকী
পশিলা কি হেতু ? কেন ত্যজিলা জীবন ?
সুগ্রীব।—কি আর বলিব আমি বলিতে বদনে
না সরে বচন, বীর, বিপদকাহিনী !
অঙ্গদ।—(হনুমানের প্রতি)—
'জানকী অসতী' এই নিদারুণ বাণী
সহসা রামের মুখে হইল নির্গত,
শুনি' তা'—
হনু।—(বাধা দিয়া সক্রোধে উত্থিত হইয়া)—
বুঝেছি, আর বলিতে হ'বে না,
চাহি না শুনিতে আর ;—এর প্রতিফল
দেখুক নিখিল বিশ্ব।
(রামের প্রতি)— জানিনু তোমারে
সূক্ষ্মরূপে আজ আমি ক্ষত্র নহ তুমি।
রাবণ-প্রেতাত্মা তুমি !—সতী-প্রাণহারী !
দেখি কে নিবারে আজ ক্রুদ্ধ মারুতিরে ?
দেখি কে বাঁচায় আজ পত্নীঘাতী রামে ?
প্রতিজ্ঞা আমার, আজ তোমারে বধিয়া,
তব রক্তে এ ক্রোধের শান্তি বিধানিব।
মূঢ় তুমি !—কে তোমারে মহাজ্ঞানী বলে ?
ক্ষত্রকুলে তুমি, রাম, কেন জন্মাইলে !
দস্যুকুলে জন্ম তব উপযুক্ত ছিল !
দস্যুপতি, কি দুর্গতি করি আজি তব,
দেখ পাপচক্ষে তুমি ! কোন্ মূঢ় বলে
বানর হইতে নর শ্রেষ্ঠ গুণজ্ঞানে !
'দশাননঘাতী' নাম লভিয়াছ তুমি
বধিয়া রাবণে, রাম, তোমারে বধিয়া,
'রামঘাতী' নাম আমি লভিব এখনি !
তাড়কাবধের কি হে আজি উদ্‌যাপন

করিলে পত্নীরে বধি', দয়াল্ রাঘব!
কপটের চূড়ামণি, জটাচীর ধরি'
কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষা কৈলে আজি ভাল মতে!
নিষ্ঠুর, তোমার বাক্যে ছলিত হইয়া,
তব পদে শির মোর স্পর্শিয়াছি কত;
পাপি-পদ স্পর্শি' আমি হ'য়েছি পাতকী।
আজি তা'র প্রায়শ্চিত্ত রাম-বিনাশন।
চিরি' তব পাপ বক্ষঃ, দেখিব সেখানে
দয়া ভানে নির্দ্দয়তা বিরাজে কিরূপে,
দেখিব বিধাতা তাহা কি দিয়া গঠিল,
দেখিব কিরূপ দৃঢ় কাপট্য-কপাট,
দেখিব নরের বক্ষঃ কিরূপ নরক!
পত্নীঘাতী যেই পতি, তা'রে বিনাশিলে,
গুরুহত্যা পাপ নাহি স্পর্শিবে শিষ্যেরে,
বরঞ্চ হইবে পুণ্য পাতকি-নিধনে।
স্মর, রাম, নিজ ভাগ্য—নিমেষের পরে
নিমেষ না র'বে তব পাপ অক্ষিযুগে!
রাবণের যেই দশা সেই দশা তব।

(বদ্ধমুষ্টি হইয়া রামের প্রতি ধাবমান)

সুগ্রীব।—পরিহর ক্রোধ, বীর, রাঘব স্বমুখে
স্পষ্টতঃ বলেন নাই অগ্নিকুণ্ড-মাঝে
পশিতে সীতারে। সীতা পশিলা আপনি।

হনু।—'অসতী' এ পাপবাক্য কা'র পাপমুখে
হ'য়েছিল বিনির্গত?

জাম্ব।— শান্ত হও, শূর!

হনু।—ভাল, শান্ত হইলাম; রামে কিছু আর
না বলিব, মন্ত্রিবর, কিন্তু বল দেখি,
এ অসহ্য শোক আমি নিবারি কিরূপে?

জাম্ব।—ক্রোধবশে যদি তুমি রামেরে বধিতে
অগ্রসর হও, কিংবা যদি তাঁ'রে বধ,
আঞ্জনেয়, বল তবে ক্রোধ-শান্তি হ'লে,
এ ভাব তোমার সেই তাৎকালিক ভাবে
বিসদৃশ হ'বে কি না? এই হেতু বলি,
সহসা ক্রোধের বশে মাতিয়া, মারুতি,
কোন কার্য্য সম্পাদন করা ভাল নহে।
ধৈর্য্যচ্যুত হ'লে হয় ভবিষ্যে অশুভ।

হনু।—বাস্তবিক, ঋক্ষরাজ, যা' বলিলে তুমি,
সত্য তাহা; রামদেহে হস্ত না তুলিব।
যদি রামে বধি আমি পত্নীহত্যা-দোষে,
তা' হ'লে ফুরা'বে সবি; জীবিত-যন্ত্রণা
এখনি বিলীন হ'বে,—বধিব না রামে।
জীবিত থাকিয়া রাম কর্ম্মের মতন
ভুঞ্জুন অখ্যাতি এই ধরণীমণ্ডলে!
বধিলে ফুরা'য়ে যা'বে;—জীবিত থাকিয়া,
শুনুন্ স্বকর্ণে গ্লানি প্রত্যেক নিমেষে
প্রত্যেক নরের মুখে। মোর মৃত্যু নাই,
অনুক্ষণ আমি এঁর পশ্চাতে থাকিয়া,
উচ্চকণ্ঠে ঘোর নিন্দা গা'ব প্রাণ ভরি'।
যত স্তব করিয়াছি, তা'র কোটি গুণ
অযশ গাইব এঁর 'সতীঘাতী' বলি'
অখ্যাতি ঘুষিব এঁর 'পত্নীহন্তা' বলি'।

(সবিলাপে স্বগত)—

হায় হায়, জানকীর সেই পদ দু'টি
এখনো জাগি'ছে মোর অন্তর-কন্দরে।
এত যে আনিনু ফুল, সবি বৃথা হ'ল,
না পেনু পূজিতে, হায়, না পেনু সাজা'তে
এ ফুলে সে পদযুগ। মন্দভাগ্য হনু!
জননি, যদি না তুমি এ হতভাগ্যেরে
অমর করিতে, আমি তা' হ'লে এখনি
ত্যজিতাম ছার প্রাণ অগ্নিকুণ্ডে পশি',
তব বরে শেষে মোর আজন্ম রোদন!

(করে ললাট চাপিয়া উপবেশন)

(পুনর্ব্বার বেগে উত্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে)—

এই কুণ্ডে মা জানকী দুঃখে প্রবেশিলা!
এই অগ্নি দগ্ধ কৈল সরলা বালারে?
দেখিব এ কুণ্ড আর এ অগ্নি কেমন,

(অগ্নিকুণ্ডস্থ অঙ্গার বিকীরণ করিতে করিতে)

দেখিব অগ্নির শক্তি আমা' হ'তে কত।
যদি না দেবীরে দেখি এই অগ্নিমাঝে,
তা' হইলে অগ্নিলোকে এখনি যাইয়া,
বিচূর্ণিব অগ্নিপুরী এ পদ-প্রহারে,
ধরি' এই দৃঢ় ভুজে দুরাত্মা অগ্নিরে,
ডুবাইব সিন্ধুজলে মস্তক ছিঁড়িয়া।
প্রতিজ্ঞা আমার, আজি সর্ব্বস্থলে ভ্রমি'
অন্বেষিব জানকীরে প্রাণপণ করি'।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল উলটিব আজি,
দেখিব কোথায় মোর জননী জানকী।
যেখানে ধাইবে চিত্ত সেখানে ধাইব,
দেখিব কোথায় মোর জননী জানকী।
যদ্যপি কোথাও আমি না দেখি তাঁহারে,
যমলোকে প্রবেশিব; দেখিব কেমনে
সে দুরাত্মা মা'রে মোর অন্ধকারাগারে
রেখেছে আবদ্ধ করি'। বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে
যমের যমত্ব আজ নিশ্চয় ঘুচা'ব।

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

(সহসা চতুর্দ্দিকে লোহিত আলোক
প্রকাশ ও আকাশবাণী।)

রামপত্নী সীতা দেবী চিরপতিব্রতা,
চিরসতী, পতিপ্রাণা, সতীত্বভূষণা।
(সকলের সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত)
জীবিতা সীতাকে লইয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে
সহসা অগ্নিদেবের উত্থান।
(সকলের যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময় প্রকাশ)
(ঊর্দ্ধ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

রাম।—অপূর্ব্ব ঘটনা আজ—অনলে বিজলী!

সকলে।—(সানন্দে)—
কভু যা' ভাবিনি, তাই!—অনলে বিজলী!

শূন্যে।—সতীর পবিত্র মূর্ত্তি—অনলে বিজলী!

অগ্নি।—(সহর্ষে, রামের প্রতি)—
সীতানাথ, যেই ভুজে রাবণে বধিলে,
সেই বীরপূজ্য ভুজ দেখি একবার।
জীবনপ্রতিমা তব জীবন্ত প্রতিমা
ধর করে বীরবর, ক্ষত্রকুল-রবি,
দেববাক্যে শ্রদ্ধা যদি না টলে তোমার,
তা' হ'লে গ্রহণ কর,—সীতা মহাসতী।

রাম।—সর্ব্বভুক্, তব পদে দীন দাশরথি
চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিল।
দরিদ্রের হারানিধি তব কৃপাবলে
পুনর্লাভ;—এই ঋণ শোধ্য নহে কভু।
কিরূপ বচনে তব তুষ্টিসংসাধন
করিব বিশেষি' প্রভো, হেন বাক্য আজো
মানবের কণ্ঠযন্ত্রে হয়নি সৃজিত।
যাঁহার প্রসাদে আজ সতী জানকীরে
লভিল রাঘব পুনঃ,—এই মাত্র বলি,—
বিক্রীত তাঁহার পদে রামের মস্তক।
(সীতার কর-গ্রহণ করিয়া)—
প্রিয়তমে, পতিব্রতে, মহাসতি, সীতে,
আমি স্বামী—তুমি পত্নী.—ইহা ভাবি' মনে,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা গালি যাহা মুখে আসে,
বল মোরে!—প্রাণময়ি, আমি অপরাধী।
যে নির্দ্দয় বাক্য আমি বলেছি তোমারে,
জানি আমি,—সতী তাহা না করে গ্রহণ,—
বুঝি আমি,—সীতা তাহা তুচ্ছ ভাবে মনে।
সুশীলে, ক্ষমহ মোর যত অপরাধ।

সীতা।—প্রাণনাথ,—প্রাণেশ্বর, অতীত ঘটনা
কেন পুনঃ স্মরি' মোরে কর হে লজ্জিত?
যা' বলেছ—তা' বলেছ;—কিসের ভাবনা?
এই ভিক্ষা, আর যেন ক'র না বঞ্চিত।

রাম।—প্রাণময়ি, রাঘবের পুনর্লব্ধ ধন,
ভাগ্যলিপি-বিড়ম্বনে, কি জানি, কেন যে,
তোমায় দুর্ম্মুখ হ'য়ে বলেছি কুকথা,
তোমার শপথ করি বলি, প্রাণেশ্বরি!
নিশ্চয়—নিশ্চয় তাহা দৈবের ছলনা।
আজি হ'তে, প্রাণপ্রিয়ে, এ প্রাণ থাকিতে
দুর্ব্বচন উচ্চারণ কখনো তোমারে
করিব না।

সীতা।— পুনঃ কেন সেই কথা, নাথ!
বলিয়া লজ্জিত মোরে—

রাম।—(বাধা দিয়া)— চল অযোধ্যায়।

হনু।—(সানন্দে সীতাকে প্রণাম করিয়া)—
জননি, কিছুই আমি না পারি বুঝিতে;
ইন্দ্রজাল সম আজ বিচিত্র ব্যাপার!

সীতা।—কখন্ এখানে তুমি এসেছ, পাবনি?

হনু।—যখন জননী মোর অগ্নিকুণ্ড-মাঝে।

সীতা।—(সহাস্যে)
এত পুষ্প কোথা পেলে? কি হ'বে ইহায়?

হনু।—সাজা'ব যুগল মূর্ত্তি—রাম-জানকীরে।
(রামের পদমূলে পতিত হইয়া)—
ক্ষম মোরে, অজ্ঞ আমি, হে ক্ষমানিধান!
অনেক দুর্ব্বাক্য দাস বলেছে তোমারে,
ধর্ম্মশীল, নিজ গুণে করুণা করিয়া
হনুরে পূর্ব্বের মত নিরখ নয়নে।

রাম।—যা'র উপকার-পাশে চিরবদ্ধ আমি,
তা'র দুর্ব্বচন মম কর্ণে নাহি পশে।

লক্ষ্মণ।—ভাগ্যে তুমি, মহাদেবি, দিলে দরশন,
নতুবা সিন্ধুতে ডুবি' ত্যজিতাম দেহ।

সীতা।—(সহাস্যে)—
তোমার দাদার, বৎস! আশীর্ব্বাদ-বলে,
তোমার কল্যাণে আমি মরিনি অনলে।
আনন্দিতচিত্তে বিভীষণ ও সরমার
পুনঃপ্রবেশ।

সরমা।—(সীতার কণ্ঠ ধরিয়া)—প্রিয়সখি!

সীতা।—(সহাস্যে)—প্রাণসখি!

সরমা।—(একখানি লিখিত পত্র দেখাইয়া)—
দেখ মুখ তুলি'।

সীতা।—(হাস্যমুখে)—কি দেখিব, সই?—

সরমা।—(সহাস্যে)—এই—অনলে বিজলী।

যশোদেবের প্রবেশ।

যশঃ।—(সানন্দে রামের প্রতি)—
যশোভক্ত, বীরবর, মনোবাঞ্ছা মম
পূর্ণ হ'ল জানকীর অগ্নিপরীক্ষায়।
এস, শূর!
(রামকে আলিঙ্গন করিয়া)—
চিরকাল অবলম্বি' মোরে

নশ্বর জগতে থাক অনশ্বর হ'য়ে;—
এই আশীর্ব্বাদ করি অন্তরের সহ।
(ক্ষণেক পরে)—
আমারি কারণে, রাম! আজের ঘটনা—
মহাসতী জানকীর অনল-পরীক্ষা।
(যশোদেবের বাক্য শ্রবণে সকলের বিস্ময় প্রকাশ)
রাম।—(সবিস্ময়ে)—
তোমারি কৌশলে আজ—অনলে বিজলী!
দেবের কৌশল অতি বৈচিত্র্যপূরিত!
আজি হ'তে বুঝিলাম অসন্দিগ্ধ মনে;—
যশোদেব, অগ্নিদেব,—সতীপরীক্ষক।
(ভক্তিভরে প্রণত)
বিভী।—(রামের প্রতি)—
পূর্ণমনোরথ আজ হৈলা যশোদেব;
বিভীষণো পূর্ণইচ্ছ হ'তে ইচ্ছা করে,
মিত্রবর!
সীতা।—(সভয়ে স্বগত) পুনর্ব্বার অগ্নিকুণ্ডে নাকি
পশিতে হইবে, হায়, এ দগ্ধ কপাল
আবার কি দগ্ধ হ'বে! না রহিবে বাকী
দুঃখিনী সীতার ঘোর দুর্দ্দশা-জঞ্জাল!
বিভী।—(রামের বামপার্শ্বে সীতাকে দণ্ডায়মান করাইয়া)—
এই মূর্ত্তি দেখিবারে বহুদিন হ'তে
আশারে বহেছি চিত্তে প্রত্যেক নিশ্বাসে।
এ যুগল মূর্ত্তি আজ নিরখি' নয়ন
জুড়াইল,—পূর্ণ-ইচ্ছ হৈনু এত দিনে।
হনু।—(রামসীতাকে পুষ্পভারে সজ্জিত করিয়া সানন্দে)—
সমুদ্র-লঙ্ঘন মোর চরিতার্থ আজি,
মধুবন-ভঙ্গ মোর চরিতার্থ আজি,
লঙ্কার দাহন মোর চরিতার্থ আজি,
গন্ধমাদনানয়ন চরিতার্থ আজি,
রাক্ষসনিধন মোর চরিতার্থ আজি,
জীবন নয়ন মোর চরিতার্থ আজি,
রাঘব-দাসত্ব মোর চরিতার্থ আজি,
যা' কিছু হনুর, সবি চরিতার্থ আজি।
(ভক্তিভরে প্রণত)
(বাদ্যধ্বনি ও উর্দ্ধ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)
পুষ্পহার হস্তে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

নৃত্য ও গীত।

*সুন্দর শোভা মরি কি নীল-পারাবার-তটে,
নব জলদের বামে বিজলী উজলি' উঠে।
অথবা সহসা যেন মনে জ্ঞান হয় হেন
সরোবর-নীর'পরি নলিনী উঠিল ফুটে।
যেরূপ সুরূপ পতি, সেরূপ সুরূপা সতী,
গুণবান্ গুণবতী, সুখের মিলন;—
আন রঙ্, আন তূলি এ অপূর্ব্ব ছবি তুলি'
যতন করিয়ে আঁকি' রাখি রে হৃদয়-পটে।
(রাম ও সীতার গলে মাল্য-প্রদান)
অপ্সরাগণ।—
†গাও গাও মন খুলে, গগনে সুতান তুলে,
জয় সীতা! জয় রাম! দাও ফুল ঢালি'!
পুরুষগণ।—
চিত-পটে আঁকি' রাখ—'অনলে বিজলী'
অপ্সরাগণ।—
অনেক দিনের পর, সীতা সনে রঘুবর
ভাসিলেন সুখ-সরে, বিরহেরে ভুলি'।
পুরুষগণ।—
চিত-পটে আঁকি' রাখ—'অনলে বিজলী!'
অপ্সরাগণ।—
আ মরি, কি অপরূপ, বিশ্বের যতেক রূপ
আজি এ যুগল রূপে পড়ি'ছে উছলি'।
জয় জয় সীতারাম! মরি কি মধুর নাম,
বরষ হরষ মনে কুসুম-অঞ্জলি।
সকলে।—
চিত-পটে আঁকি' রাখ—'অনলে বিজলী'।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

* খেম্‌টা তালযোগে ও সিন্ধু-জংলা রাগিণীতে এই গীতটি গেয়।
† ঝাঁপতাল তালযোগে পরজ রাগিণীতে এই গানটি গেয়।

যবনিকাপতন।

ভারত-সান্ত্বনা।

কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক।

"Alas ! how pale thou art—thy lips are white ;
And thy breast heaves—and in thy gasping throat
The accents rattle—Give thy prayers to Heaven—
Pray—albeit but in thought—but die not thus."

BYRON'S *Manfred.*

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

উদ্ভট।

(ভারতের শেষ নরপতি পৃথ্বীরাজ যবনগণ কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলে ভারত পরাধীন হয়। সেই পরাধীন অবস্থার শতবর্ষব্যাপী সময়ের ভারত লইয়া এই 'ভারত-সান্ত্বনা' রচিত হইল।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র।

নৌকারোহণে ভারতমাতার প্রবেশ।

ভা।—(সরোদনে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) —

গীত।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

এই কি লিখিলে, বিধি, কপালে আমার হে!
ফেলিলে স্বরগ হ'তে নরক-মাঝার হে!
ভুলেও যা' ভাবি নাই, কপালে ঘটিল তা'ই,
শিকলে বাঁধিলে কর, বুকে শিলা-ভার হে!
কত কাল এই ভাবে, দুখিনী যাতনা পা'বে,
করুণা-নয়নে মোরে চা'বে না কি, হায় ;—
বুঝি, কাঁদিবার তরে ঘৃণায় সৃজিলে মোরে ;
পরাণ কেমন করে দুখে অনিবার হে!
পিতা হ'য়ে তনয়ারে নিরদয় কি বিচারে?
কলঙ্ক রেখ না আর কাঁদা'য়ে আমায় ;—
যদি না এখনো চাও, চরম বিদায় দাও ;
ত্যজি এ সাগর-জলে জীবন আমার হে!

(উত্থিত হইয়া জলে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

(এমন সময়ে সহসা আকাশে "মাভৈঃ মাভৈঃ" শব্দ ও দুই জন ব্রহ্মদূতের অবতরণ এবং পতনোন্মুখী ভারতমাতাকে লইয়া শূন্যে অন্তর্ধান।)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মসভা।

(সুবর্ণ-বেদীর উপরে পিতামহ ব্রহ্মা আসীন এবং দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বীণাযন্ত্রযোগে বেদগান)

(মধ্যে মধ্যে দৈবালোক প্রকাশ ও পুষ্পবর্ষণ।)

(মূর্চ্ছিতা ভারতমাতাকে লইয়া ব্রহ্মদূতদ্বয়ের প্রবেশ ও তাঁহাকে সভাতলে শায়িত করণ।)

১ম ব্র-দূ।—করযোড়ে ব্রহ্মার প্রতি)—
ভারতদেবীরে, দেব, আদেশে তোমার
আনিলাম—এই লও—কর প্রতীকার ;

ব্রহ্মা।—(দূতের প্রতি শশব্যস্তে)—
ওরে দূত!—কর ত্বরা—বিলম্ব না সয়—
আন সুধা—ঢাল মুখে—হ'বে জ্ঞানোদয়।

(দূতকর্ত্তৃক ভারতমাতার মুখে সুধাসিঞ্চন)

ভা।—(চৈতন্য লাভ করিয়া সচকিতভাবে)—
একি একি—কোথা আমি?—সাগর ভিতরে?
না না না—ভূতলে?—না না কোথা? স্বর্গ'পরে?
মরেছি?—শমন-লোক? কই, তা' ত নয় ;—
এখনো নিশ্বাস বয়—জিহ্বা কথা কয়।

(সম্মুখে ব্রহ্মাকে দেখিয়া)—
পিতা গো!—নির্দ্দয়!—

(সহসা ব্রহ্মার পাদমূলে পতন)

ব্রহ্মা।—(সহসা উত্থিত হইয়া ভারতমাতাকে উত্তোলন পূর্ব্বক)—

আহা, দুখিনি তনয়ে!
কেঁদ না—ক'র না শোক ব্যাকুল হৃদয়ে।

ভা।—(সরোদনে)—

এ বিশাল বিশ্বময়, কে তোমা দয়ালু কয়?
তুমি, পিতা, স্নেহ-মায়া-হীন!
মানবের মত কি গো, দেবেরো নিদয় হিয়ে?
কেবল কাঁদা'বে চিরদিন?

(অশ্রুবর্ষণ)

ব্রহ্মা।—(ব্যথিতহৃদয়ে)—

নিরমম নহি আমি, বাছা রে, আমার!
নিজ-জন-দুখে দুখ না হয় কাহার?

ভা।—তবে কেন প্রতীকার না কর তাহার?
দয়া-পরিচয়, পিতা, এই কি তোমার?

(দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

ব্রহ্মা।—

বিধাতার অবিচার বল তুমি বারংবার,
কিন্তু অবিচার নয় সুবিচার বই;
আমার এ বিশ্বময় চিরকাল নাহি রয়
সুখদুঃখ।—চিরসুখী, চিরদুখী কই?

(ভারতমাতাকে স্বীয় দক্ষিণ করতল প্রদর্শন)

ভা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে পাঠ)—

'শতদল-দলে যথা টলমলে নীর,
বিধির নিয়তি-চক্র তেমতি অস্থির।
দিন গতে নিশা আসে—নিশা গতে দিন,
সুখদুঃখ সেইরূপ নিয়তি অধীন।'

(ব্রহ্মার প্রতি)—

তোমার নিয়তিচক্র কিঞ্চিৎ ফিরাও,
আর যে সহে না দুঃখ!—একবার চাও!

ব্রহ্মা।—

ফিরা'তে হ'বে না চক্র; আপনিই ফিরে।
ভাসা'য়ো না বক্ষ আর নয়নের নীরে!
পক্ষপাতী, অবিচারী,
নিয়মলঙ্ঘনকারী
নহি আমি; আছে, বাছা! নিগূঢ় কারণ,
তেঁই সে করেছি সুখ দুঃখের সৃজন।

ভা।—

আর যে সহে না, জীবন রহে না,
কি করি—কি হ'বে—পিত গো!

ব্রহ্মা।—

ভেব না ভেব না, কেঁদ না কেঁদ না,
সুখী হ'বে দুখী চিত গো!

নারদ।—(বীণাবাদন সহযোগে)—

গীত।

ভৈরবী—একতালা।

কেন গো ভারত! করি'ছ রোদন,
কি হেতু মলিন হসিত বদন,
কেন বা সলিলে ডুবাও নয়ন?
দুখ-নিশি তব বিলীন হ'বে;
সুদারুণ দুখ যাঁহার সৃজিত,
সেই দুখে আজি তিনিও পতিত;
এইবার তব হইবে বিহিত;
নতুবা তাঁহার কুযশ র'বে।

ব্রহ্মা।—(শঙ্খধ্বনি করিয়া)—

যাও রে অচিরে, যাও রে দু'জনে,
তড়িত গমনে ভারত-ভবনে!

অলক্ষ্যে সাহস ও ঐক্য বিরক্তি সহকারে।—

ভারত-সন্তানগণ করে না যতন,
অযতনে অনাদরে থাকা বিড়ম্বন!
যেথানে যতন নাই, সেথা না থাকিতে চাই,
ভারত-সন্তানগণ পশুর মতন!
কাচেতে আদর করে ফেলিয়া রতন।

ব্রহ্মা।—যা' হ'বার হ'য়ে গেছে—আর বার যাও,
বুঝা'য়ে বিশেষরূপে তা' সবে ফিরাও।
প্রতি সন্তানের কানে বলিও যতনে,
বলিও আবার সবে নিশা'য়ে স্বপনে;—
পুত্রের উচিত কাজ মায়ে সুখী করা,
নতুবা কলঙ্কে পূর্ণ হ'বে বসুন্ধরা;
জননীর অশ্রু বিন্দু যদিও তরল,
কুপুত্রের তরে জ্বালে নরক-অনল।
যাও ত্বরা—এই কথা বলি বারংবার,
ফিরাও তা'দের চিত—আদেশ আমার!

অলক্ষ্যে সাহস ও ঐক্য।—

শিরোধরনীয়, দেব, আদেশ তোমার,
যাই তবে দুই জনে ভারত-মাঝার।

(অন্তরীক্ষে বায়ু ও মেঘগর্জ্জন)

ব্রহ্মা।—(ভারতমাতার প্রতি)—

তোমার মঙ্গল তরে, ঐক্য আর সাহসেরে
পাঠাইনু পুনরায় আবাসে তোমার;
বল তব পুত্রগণে, প্রাণপণে সযতনে
পালে যেন উপদেশ সেই দু'জনার।

ভা।—(প্রণাম করিয়া)—

হে পিত জগতস্বামী! অবশ্য বলিব আমি
আমার তনয়গণে যত্ন সহকারে,
ঐক্য আর সাহসেরে, দৃঢ়তম পণ ক'রে
হৃদয়ের অন্তস্তলে অবলম্বিবারে।

ব্রহ্মা।—
যদি তা'রা অবলম্বে সেই দেবদ্বয়ে,
পুন 'স্বাধীনতা' তব উদিবে হৃদয়ে।
ভা—(করযোড়ে)—
ভাল কথা হ'ল মনে, দেখি নাই দু'নয়নে
বহুদিন স্বাধীনতা দেবীর চরণ ;
যদি দয়া করি' পিত! জুড়াও তাপিত চিত
সেই মহা-ঈশ্বরীরে করি' প্রদর্শন।
ব্রহ্মা।—
এখানে পা'বে না তুমি দেখিতে তাঁহায় ;
ঐক্য সাহসেরে ব'ল—দেখা'বে তোমায়।
এখানে সে দেবী নাই—না আসে ডাকিলে,
তব দুখে শূন্যে ভাসে নয়ন-সলিলে!
ভা।—(অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে)—
পিতা গো, আশীষ কর, প্রসাদে তোমার,
ঐক্য সাহসের গুণে দেখা পাই তাঁ'র।
আবার আশীষ কর, সন্তান-নিচয়
যাতনা নাশিয়ে যেন জুড়ায় হৃদয়।
ব্রহ্মা।—হ'বে তব শুভ দিন, যাও গো মরতে ;
আশারে ছেড় না—হৃদে রে'খ বিধিমতে।
(দূতদ্বয়ের প্রতি)—
ভারতে লইয়ে মর্ত্ত্যে যাও দুই জন।
ভা।—(ব্রহ্মার পদধূলি গ্রহণ ও প্রণাম করিয়া)
যাই তবে—তনয়ারে ভুল না যেমন।
[ভারতমাতাকে লইয়া ব্রহ্মদূতের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রথম অংশ।

হিমালয়পর্ব্বততলে নিবিড় বন।

আগুন জলে মাথার চুলে
কিংবা সরু ঘাসের পাতায়,
সমীরণে, বালির কোণে
কিংবা মেঘের বৃষ্টি-কণায়
বসৎ করি ; আমার মত
অসাধ্য কে সাধন করে ?
আমার জোরে মত্ত হাতী
আট্‌কে পড়ে ঘাসের ডোরে।
[এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের বাম
দিক দিয়া ঐক্যের প্রবেশ ও
দক্ষিণ দিক দিয়া প্রস্থান।

হৃদয় ভিতরে করি বসবাস,
লাগিলে আমার গায়ের বাতাস,
দুর্ব্বলের করে বলীর বিনাশ
অচিরে ঘটে!
খাদ্য খাদকেরে করে নিপাতন,
মানবের করে বাঘের মরণ!
মশকদংশনে হ'য়ে জ্বালাতন
কেশরী লোটে!
[এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের দক্ষিণ
দিক্ দিয়া সাহসের প্রবেশ ও
বাম দিক দিয়া প্রস্থান।
ঘৃণায় মরি, কেমন ক'রে
বল্‌বো আমি দুখের কথা,
ভারতবাসী আমায় ছেড়ে
আপন দোষে পাচ্ছে ব্যথা!
এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের বাম দিক্
দিয়া ঐক্যের প্রবেশ।
আমারে ভুলিয়ে ভারতনন্দন
পরের চরণে সঁপেছে জীবন!
আমারে ভজিলে, এখনো কি, হায়,
পরের পাদুকা বহে রে মাথায় ?
এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের দক্ষিণ
দিক্ দিয়া সাহসের প্রবেশ।
ঐক্য।—(সাহসের প্রতি)—
ওহে ও প্রাণের সখা, ক্ষীণের জীবন!
একবার এস দেখি,
প্রাণপণে জোরে ডাকি,
সাহস।—জাগে কি, না জাগে যত ভারত-নন্দন।
চল হিমালয়-চূড়ে উঠিগে দু'জনে,
বিধাতৃ-আদেশে ডাকি ভারতীয়গণে।
সুখী যদি হ'তে চায়, এখনি উঠিবে,
ভারতের দুখরাশি তা' হ'লে ঘুচিবে।
[উভয়ের প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন—দ্বিতীয় অংশ।]
হিমালয় পর্ব্বত।
(নিম্নে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রাবস্থায় পতিত,
সহসা ঘোরতর অন্ধকার, মেঘ ও ঝটিকা-
গর্জ্জন এবং বৃষ্টি-পতন)
(ঐক্য ও সাহসের প্রবেশ এবং পর্ব্বতারোহণ।)
ঐক্য।—(শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে)—
যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে,

ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ;
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস;
নীরবে থেক না—হ'য়ো না হতাশ;
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ—
চেতুক্—জাগুক্ ভারতবাসী।
(ঐক্য ও সাহসের শৃঙ্গবাদন)

সাহস।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
উঠ, রে নির্জ্জীব জাতি, খোল রে নয়ন!
আরো কি ঘুমা'য়ে র'বি আলস্য-শয়নে?
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন?
এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি-উন্মীলনে?
কত কাল গত হ'ল—তবুও এখন্
মিটিল না নিদ্রা-সুখ?—এ কি বিড়ম্বনা!
আরো কি অসাড় হ'য়ে শবের মতন,
প'ড়ে র'বি?—আজো কি রে হ'ল না চেতনা?
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি অলস জাতি হয় না চেতনা?

ঐক্য।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
উঠ রে, উঠ রে, উঠ কর গাত্রোত্থান;
সাহস ঐক্যের সহ কর আলিঙ্গন!
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান
উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ।
মায়ের দুর্দ্দশা দেখি' হও রে কাতর,
এখনি সাহস, দেখ, হইবে সহায়।
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর?
সকলে মিলিত হ'য়ে স্মর রে আমায়।
আর না—যা' হ'ল হ'ল—ঘুমা'য়ো না আর:
উঠ, রে অভাগা জাতি, উঠ রে এবার।

সাহস।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে,
চেতুক—জাগুক্ ভারতবাসী!
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ;
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস;
নীরবে থেক না—হ'য়ো না হতাশ;
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ—
চেতুক্—জাগুক্ ভারতবাসী।
(পুনর্ব্বার উভয়ের উচ্চৈঃস্বরে শৃঙ্গবাদন এবং ভারতসন্তানগণের নিদ্রাভঙ্গ ও ভয়-চকিতচিত্তে গাত্রোত্থান)
(দ্রুতপদে ভারতমাতার প্রবেশ।)

ভা—(সন্তানগণের প্রতি)—
বৎসগণ! এইবার পেয়েছ সময়,
ঐক্য আর সাহসের লও রে আশ্রয়।
অধীনী জননী আমি; আরো কি এখন
দেখিতে বাসনা কর বিলাপ রোদন?
সম্মুখে অমূল্য ধন, ধর রে যতনে,
ডাকি'ছে—শরণ লও—মায়ের বচনে।

ভারতসন্তানগণ।—(সাহস ও ঐক্যের প্রতি যোড়করে)—
আমরা মানবাধম, নরকোপযোগী;
ঔষধ থাকিতে, হায়, তবু চিররোগী।
উঠিতে শকতি নাই—পরের পীড়নে!
মুমূর্ষু—জীবন্ত কর পদ-পরশনে।
(পর্ব্বতে উঠিতে পুনঃপুনঃ সকলের উদ্যোগ কিন্তু ভূতলে পতন)
(সাহস ও ঐক্যের পর্ব্বত হইতে অবতরণ)

ভারতসন্তানগণ।—(সাহস ও ঐক্যের পাদমূলে পতিত হইয়া সরোদনে)—
ধরিনু চরণ—ছাড়িব না আর;
যা' হয় ইহার কর প্রতীকার।
বড় দুখী মোরা জগত ভিতরে,
যাতনা-অনল জ্বলি'ছে অন্তরে!
বাঁচাও করুণা করি' বরিষণ,
দেখাও আবার প্রাচীন তপন।

সাহস ও ঐক্য।—(ভারতসন্তানগণকে উত্তোলন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া)—
মাভৈর্মাভৈঃ, ভারত দুখিনি,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী;
মাভৈর্মাভৈঃ, ভারতবাসি!
বিধাতার চক্র পরিবর্ত্তনীয়,
রবি শশী সম চিরগতিময়।
মাভৈর্মাভৈঃ, আবার সুদিন
আসিবে ঘুরিয়া—হইবে বিলীন
অধীনতা-জ্বালা—যাতনা-রাশি।

[সাহস ও ঐক্যের উর্দ্ধে অন্তর্ধান।
[ভারতমাতাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

নাট্যসম্ভব।

(উপরূপক)

"আনন্দে অবধি নাই ইন্দ্রের ভবনে।
*   *   *   *   *
নৃত্য করে অপ্সরা, কিন্নরে করে গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান॥"
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—১ম সর্গ।

"গীত নৃত্য করে সবে পরম কৌতুকে।
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে॥"
কৃত্তিবাসী রামায়ণ—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

"ধরা-ধরি করিয়ে কুসুম-মালা
ফুলবালা জিনি রূপে—
রমণী-নিকরে মাতিয়ে প্রেমে
নাচে————"
বীণা—২য় খণ্ড।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র ... ... অমরাবতীর অধীশ্বর।
ভরত ... ... সঙ্গীতাচার্য্য ঋষি।
ভদ্র ... ... ভরতের শিষ্য।

স্ত্রী।

সরস্বতী...বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
অপূর্ব্ব রমণীগণ।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী—ইন্দ্রের শয়নকক্ষ।

বিমর্ষচিত্তে কপোলহস্ত ইন্দ্র আসীন।

ইন্দ্র।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—

ইমন্-কল্যান্—আড়াঠেকা।

অহো! প্রিয়ে, পুলোমজে, আর কি তোমার
সে চাঁদ-বদনখানি হেরিব আবার!
তোমার বচন-সুধা
শ্রবণের তৃষা ক্ষুধা
বিনাশিয়ে সুখোদয়
করিবে কি আর?
পুড়েছে কপাল মোর,
পুড়ি'ছে হৃদয় মন,
কেন রে, কঠিন ধাতা,
নিদয় হ'লি—
কেন রে, কি লাভে মোরে
সৃজিলি অমর ক'রে,
কে বলে অমর হ'লে
ঘুচে দুখভার?
(অধোবদনে চিন্তা)

বাণীগুণ গান করিতে করিতে ভরত
মুনির প্রবেশ।

ভরত।—(ইন্দ্রকে বিষণ্ণ দেখিয়া)—
দেবরাজ, কেন আজ
হেন সাজ দেখি হে!
মুখ তুলে কও খুলে
কেন এত দুখী হে?

ইন্দ্র। —(প্রণাম করিয়া) —
কি আর বলিব, কি আর শুনিবে,
কহিতে যাতনা বাড়য়ে হৃদে !
নয়ন-সলিল পড়য়ে উছলি',
সে অপার শোক হৃদয়ে বিঁধে !
ভরত। —(কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া)—
বুঝেছি, বুঝেছি, বলিতে হ'বে না,
শচীহারা তুমি হ'য়েছ, সুর !
অসুরে হ'রেছে প্রাণের প্রতিমা,
আঁধার করিয়ে অমরপুর !
বিধির লিখন কে করে খণ্ডন ?
যা' হ'বার হ'ল—ভেব না আর ;
অশ্রু বিমোচন, শোকাপনোদন
ক'রে কর লয় যাতনা-ভার।
ইন্দ্র।—(সদুঃখে)—
বিধিমতে করিতেছি বিবিধ যতন,
তথাপি হৃদয় মন না মানে বারণ !
অবিরল জল ঢালে সহস্র নয়ন,
বক্ষ ভাসে—তবু জ্বালা না হয় মোচন !
(ভরত মুনির পদধারণ করিয়া)—
বল, মুনি ! জান যদি—কর প্রতীকার,
অমরে মরে গো কিসে ?—নাহি পারি আর
শচী-শোক গুরু-ভার করিতে বহন ;
জান যদি, কহ, ঋষি ! অমর-মরণ।
ভরত।—(সান্ত্বনা বাক্যে)—

খাম্বাজ—একতালা।

কেন, সুরপতি, এত শোকমতি,
ভাবিলে বিফল কি ফল আর !
করিব তোমার দুখ-প্রতীকার,
ঘুচা'ব বিষম যাতনা-ভার।
ঢালি'ছে সলিল যে সহস্র আঁখি,
পারি কি না পারি দেখি দেখি দেখি,
শোকের বদলে সুখের লহরী
বাহির করিতে মাঝারে তা'র।
ইন্দ্র।—(কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া)—
এ যদি করিতে পার, ঋষিকুলধন,
চরণে রহিব বাঁধা যাবত-জীবন।
অমর বাসবে আর অমরী যাতনা
পারিবে না, পারিবে না করিতে তাড়না।
ভরত।—(সান্ত্বনা বাক্যে)—
যাই তবে, থাক তুমি, হে শচী-হৃদয়,
অবশ্য হইবে তব শোকের বিলয়।
বিধূদয়ে মেদিনীর ঘুচে অন্ধকার,
সুখোদয়ে শোক তথা হইবে তোমার।
আসি তবে—
ইন্দ্র।— দে'খ, ঋষি, ভুল না যেমন !
ভরত।—(সান্ত্বনা বাক্যে)—
সে কি কথা ! ভুলিব না, থাকিতে জীবন।
[ভরত মুনির প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনীতট—ভরত মুনির আশ্রম।

কাষ্ঠ ও ফলভার মস্তকে ভদ্রের প্রবেশ।

ভদ্র।—(মস্তক হইতে ভার নামাইয়া)—
আমলা-থেকো ঋষির কাছে
বিদ্যে শেখা বিষম জ্বালা !
অর্দ্ধাশনে খেটে খেটে
প্রাণটা হ'লো ঝালা পালা !
দূর্ কর ছাই, আর পারিনে,
পালিয়ে যা'ব সন্ধ্যে বেলা
বুঝিয়ে দিয়ে কোসা কুসী
গাছের বাকল জপের মালা।
(গ্রীবামর্দ্দন)

ভরত মুনির প্রবেশ।

ভরত।—(ভদ্রকে দুঃখিত দেখিয়া)—
কেন, ভদ্র, বিমর্ষ-বদন ?
বল শুনি, সুধাই কারণ ?
ভদ্র।—(আত্মভাব গোপন করিয়া)—
এমন কিছু নয়, গো ঠাকুর,
তবে কি না একটা কথা,
কোন্ খানেতে গিয়েছিলে ?
খুঁজে মরি হেথা সেথা।
ভরত।—(কিঞ্চিৎ দুঃখমিশ্রিত স্বরে)—
প্রিয় শিষ্য, কি বলিব আজের কারণ,
বিপদে প'ড়েছে বড় সহস্রলোচন।
বিষম যাতনা তাঁ'র শচীর বিহনে,
আমারে নাশিতে হ'বে সে জ্বালা যতনে।
ভদ্র।—(সবিস্ময়ে)—
হ্যাঁ গা ঠাকুর, বল দেখি,
কোথা শচী চন্দ্রমুখী ?
ভরত।—(দুঃখমিশ্রিত স্বরে)—
অসুরে হ'রেছে তাঁ'রে, ইন্দ্র তাই দুখী।
ভদ্র।—(বিস্মিত হইয়া)—
একি কথা ! কেমন হ'ল !
দৈত্যি হ'রে নিয়ে গেল ?

লাজের কথা বল্‌বো কা'রে
পত্নী-চুরি পতির ঘরে!
(করে গণ্ডস্পর্শ)

ভরত।—(কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া)—
রে ভদ্র, অভদ্র সম এ কি ব্যবহার?
সাবধান! চুপ কর্, দুষ্ট দুরাচার!

ভদ্র।—(সভয়ে)—
ঘাট হ'য়েছে, খৎ দি নাকে,
কোন্ ব্যাটা আর এতে থাকে!

ভরত।—
এস, ভদ্র, মম সনে নন্দন কানন,
লহ রে মৃদঙ্গ; তথা আছে প্রয়োজন।
চয়িত কুসুমচয়, সুরভি চন্দন,
গীতশাস্ত্র ল'য়ে চল, করিয়ে যতন।
[ভদ্রের মৃদঙ্গাদি এবং ভরত মুনির বীণাযন্ত্র লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দন কানন—সম্মুখে পদ্মাসন স্থাপিত।

ভরত মুনি ও ভদ্র।

ভরত।—(ভদ্রকে মৃদঙ্গ বাদন করিতে ইঙ্গিত করিয়া বীণাযন্ত্রে সুর বদ্ধ করিতে করিতে)—
যে দেবীর রাঙা পদ যাবত-জীবন
পূজা করি, আজি তাঁ'রে করি আবাহন।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

নমামি কমলমালে, মঙ্গলকারিণি,
মূর্খ-সুদীন-জন-বিদ্যা-বিধায়িনি,
শ্বেতবাসে শ্বেতকায়ে
শ্বেতহাসে মহাশয়ে,
শ্বেতপদ্মনিরমিত মহাসন-রাজিনি!
বিপদ শঙ্কট ঘোরে
আজি মা ডাকি তোমারে,
কৃপাময়ি, কৃপা করি' হও অধিষ্ঠান;—
কর, দেবি, উপকার,
ডাকি'ছে ভক্ত তোমার,
কর মা, কামনা পূর্ণ, ত্রৈলোক্যবন্দিনি!

সহসা শূন্য হইতে সরস্বতীর আবির্ভাব ও কমলাসনে উপবেশন।

ভরত ও ভদ্র।—(প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দণ্ডায়মান)—

ভরত।—(চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া)—
বিপদে পড়িয়ে ডেকেছি তোমারে,
তুমি বিনে তারে, কে বিপদে তারে,
অঙ্গীকৃত আছি বাসব-গোচরে
মনোদুখ তাঁ'র করিতে নাশ।
শচীহারা হ'য়ে বাসব-হৃদয়
সদাই যাতনা-মহানলে দয়,
কিরূপে করিব সে জ্বালা বিলয়?
ব'লে দে উপায়, পূরা মা, আশ।
(পুনর্ব্বার পুষ্পাঞ্জলি দান)

সরস্বতী।—(চিন্তা ও শূন্য হইতে এক খানি গ্রন্থ হস্তে আবির্ভাব)—
ঋষিচূড়ামণি, তুমি ভকতপ্রধান,
অবশ্য ইহার আমি করিব বিধান,
এই লও, ধর ধর,
যতনে গ্রহণ কর
এই গ্রন্থ—মহাগ্রন্থ করিনু প্রদান,
শোকেরো শোকেস্রো ইহা সুখের নিদান।
(নাটক প্রদান)

ভরত।—(প্রণাম করিয়া)—
কিরূপে ইহাতে তাঁ'র হ'বে শোক লয়?

সরস্বতী।—
করা'বে নটের দ্বারা এর অভিনয়।
নবরস এই গ্রন্থে আছে বিকসিত,
মানস-রঞ্জন তরে আমারি সৃজিত।
এমন কেহই নাই, যাহার অন্তর
না হ'বে আমোদরসে মগ্ন নিরন্তর।
শচীহারা বাসবের শোকাকুল মন
প্রতি পলে পলে হ'বে হরিষে মগন।
ইন্দ্রজালময়, কিন্তু ইন্দ্রজাল নয়!
ইহাতে ইন্দ্রেরে কর সুখিত হৃদয়।
ইহারে আদর্শ করি', তুমি মম বরে
বিবিধ নাটক রচ সরস অন্তরে।
পাঠাইয়ে নরলোকে পটু নটগণে
নরকুলে বিমোহিত কর প্রতিক্ষণে।
যাও, ঋষি, যাও এবে বাসবী সভায়,
বাসব হ'বেন সুখী আমার কৃপায়।

ভরত।—(সানন্দে)—
ধন্য, দয়াময়ি, ভকতবৎসলে,
কি যে সুখী আজি হ'লেম আমি,
কি ক'ব কথায়? জেনেছে সে ভাব
অন্তর তোমার অন্তরযামী।

সরস্বতী।—
সঙ্গীত-কেশরী, ভকত আমার,
আমিও যাইব বাসব-বাসে;

যাও তুমি আগে, আমি যা'ব পিছে
নবনাট্যলীলা দেখার আশে।
[অন্তর্ধান।

ভরত।—
ওরে ভদ্র, ত্বরা যাও বাসব-সদন;
এ সুখ-সংবাদ ইন্দ্রে কর নিবেদন।
সংগ্রহ করিগে আমি নটনটীগণ
করিবারে বাসবের মানস-রঞ্জন!
[প্রস্থান।

ভদ্র।—(কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া স্বগত)
সাধ্ ক'রে কি যখন তখন
মন্দ বলি কত্তাটিকে?
প্রাণ্‌টা গেল ঘুরে ঘুরে,
বুকের ভিতর ধর্‌লো ফিঁকে!
ইন্দ্র কাঁদে কপাল-দোষে,
আমি কেন দুঃখু পাই?
সাবাস্, বিধি, বিচার তোমার,
বালাই নিয়ে ম'রে যাই!
দূর কর্ ছাই, আর কি হ'বে!
বাঁচ্‌বো য দিন থাক্‌তে হ'বে!
বাপ্ রে!—মা রে!—আর্ বাঁচিনে!—
বাঁচ্‌বো নাকো মরণ বিনে।
[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ইন্দ্রালয়—একটি নির্জন গৃহ।

বিমর্ষচিত্তে ইন্দ্র উপবিষ্ট।

ভদ্রের প্রবেশ।

ভদ্র।—(ইন্দ্রকে দেখিয়া স্বগত)—
মরি মরি, সোণার বরণ
হ'য়ে গেছে কালির মতন!
জলের ফোঁটা হাজার চোকে
উছ্‌লে উঠে প'ড়্‌ছে বুকে!
ইন্দ্র হ'য়ে পত্নীহারা
ধনে প্রাণে হ'লো সারা!
(প্রকাশে)—
ভাব্‌চো কেন দিবানিশি,
ওহে শচীনাথ?
ঠাকুর আমার ক'র্‌বে তোমার
...

আজ্ঞে নিয়ে ছুটোছুটি
এলেম তোমার কাছে;
এক পা সেথা—এক পা হেথা,
বিপদ ঘটে পাছে।

ইন্দ্র।—(সবিস্ময়ে)—
বল, ভদ্র কি কৌশলে ঋষিকুলধন
ভরত করিবে মোর শোক বিমোচন?

ভদ্র।—(আনন্দব্যঞ্জক স্বরে)—
নাটক! নাটক! নূতনতর
তোমার তরে তাপসবর
পেলেন সরস্বতীর কাছে,
তাতেই নাকি আমোদ আছে।

ইন্দ্র।—(সানন্দে)—
প্রণাম আমার দাও ঋষির চরণে,
কহ তাঁ'রে কৃপা করি' আসিতে এখানে।
[দ্রুতপদে ভদ্রের প্রস্থান।
[পশ্চাৎ ইন্দ্রের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অমরাবতী—ইন্দ্র-সভা।

(সম্মুখে একখানি সিংহাসন স্থাপিত।)

ইন্দ্রের প্রবেশ।

(কিয়ৎ কাল পরে অগ্রে সরস্বতী তৎ-
পশ্চাৎ ভরত মুনি, ভদ্র ও
অপূর্ব্ব রমণীগণের
প্রবেশ।

ইন্দ্র।—(সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া)—
আজি কি সৌভাগ্য মোর, তোমার চরণ
দেখিল আমার এই সহস্র লোচন।

সরস্বতী।—
দেবরাজ, শচী-শোকে হ'য়েছ কাতর,
সে শোক ভরত আজি করিবে অন্তর।

ভরত।—
শচীপতি, শোক তব করিতে মোচন
নাটক নবীন গ্রন্থ বাণীর সৃজন
দেখাইব, হে বাসব,
চিত্ত তব অনুভব

অবশ্য করিবে সুখ—অতুল বর্ণন—
নাটক—নবীন গ্রন্থ মানসরঞ্জন।

(সিংহাসনে সরস্বতীর উপবেশন ও
তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে
অপূর্ব্ব রমণীগণের বিবিধ
ভঙ্গিতে নৃত্য)
(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)
(মুহুর্মুহুঃ দৈবালোক প্রকাশ)
(ঊর্দ্ধ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

ভদ্র।—(সাহ্লাদে স্বগত)—
বাহবা। বাহবা! আচ্ছা মজা!
ভাঙা কোমর হ'লো সোজা!
এমন তর দেখি নাই!
সাবাস্! বলিহারি যাই!
(বিস্ফারিত নেত্রে নৃত্য দর্শন)
বল্‌বো কি আর সুখের কথা,
ঘুচে গেল পায়ের ব্যথা।
শচীনাথের শোকের ভার
বাকী আছে ঘুচ্‌তে আর?
(কিঞ্চিৎ অন্তরালে গিয়া নৃত্য দর্শন)

[নাটকাভিনয়]*

ভরত।—(ইন্দ্রের প্রতি)—
কহ সুর, দুখ দূর হইল কি না হইল?
ইন্দ্র।—(সাহ্লাদে)—
অবশ্য মানিব সুখ হৃদি মাঝে প্রবাহিল।
ভরত।—এমন কি দেখিয়াছ?
ইন্দ্র।— দেখি নাই নয়নে।
ভদ্র।—সত্যি বল মনের কথা,
রেখো নাকো গোপনে।
ধন্যি সতী সরস্বতী,
আজকে সুখী হ'লেম অতি!
এমনতর দেখি নাই!
সাবাস্ বলিহারি যাই!
নাটক! নাটক! নাটক! নাটক!
সুখের জিনিষ—রসের চটক!
নাটক! নাটক!—আচ্ছা মজা!
মনের মাথায় রসের বোঝা!
(নৃত্য করিতে করিতে)—
ধিন্তা ধিনা তাধিন্ ধিনা;
কি আছে, ভাই, নাটক বিনা?
ধিনিক্ ধিনিক্—তাক্ তাক্ তাক্?
নাটক বিনে সব ফাঁক ফাঁক!
ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাধিন্ ধা;
নাটক সুধা খুব ক'সে খা!
দুখের মুখে প'ড়বে ছাই,
নাটক-সুধা খুব ক'সে খাই!
জন্ম নিয়ে ভবের মাঝে,
কাল কাটালি মিছে কাজে;
দেখ রে বোকা দেখ রে চেয়ে,
প্রাণ্‌টা জুড়ো সুধা খেয়ে!—হো!!

ভরত।—(ইন্দ্রের প্রতি)—
এইরূপে প্রতিদিন, ওহে আখণ্ডল,
এ রসে নাশিব তব দুঃখ-হলাহল।
আজি এক, কালি এক নূতন নূতন
দেখা'ব নাট্যের খেলা করিয়া রচন।
একেবারে শোক তব পাইবে বিলয়।
সুখকর শোকহর নাটকাভিনয়।

ইন্দ্র।—(সাহ্লাদে)—
বাণীর প্রসাদে আর যতনে তোমার
বিলীন হইল মোর বিষাদ-আঁধার।

ভদ্র।—ওঝার আদর সাপে খেলে,
নাটের আদর দুঃখু পেলে,
তা' নয় শুধু—সকল কালে
নাটক নূতন আমোদ ঢালে।

(অপূর্ব্ব রমণীগণের পুনর্ব্বার নৃত্য ও গীত)
মালকোষ—সুরফাক্তা।
মরি রে নাটক কিবা তাপিত-চিত-মোহন,
অপার যাতনাহর, বিপুল দুখ-মোচন।
ভাবের কুসুম ফুটে, সুখের লহরী উঠে,
প্রণয়-প্রবাহ ছুটে, ভুবন হয় নূতন।

ভরত ও ভদ্র।—
মালকোষ—একতালা।
জয় জয় সরস্বতি, শোক-দুঃখ-বিনাশিনি,
সঙ্গীত-জননি, দেবি, স্বর্গসুখ-বিধায়িনি!

অপূর্ব্ব রমণীগণ।—
নাটকে যে সুখ পাই, সে সুখ কোথাও নাই,
এ সুখে বঞ্চিত যেই, বিফল তা'র জীবন!

সকলে।—
জয় জয় বীণাপাণি, সরোজিনী-বিহারিণি,
নাটক-রূপিণি দেবি, চিরানন্দ-প্রদায়িনি!

* এইখানে যে কোন নাটক যোগ করিয়া অভিনয় করা যাইতে পারে। নাট্যসম্ভবের পূর্ব্বাংশ তাহার পূর্ব্বগীতিকা ও শেষাংশ তাহার অন্ত্যগীতিকা হইবে।

উৎকট বিরহ—বিকট মিলন

বা

আগমনী—বিজয়া।

(A PARODICAL COMEDY.)

[ঔপহাসিক হাস্যনাট]

ঔপহাসিক হাস্যনাটোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

জগৎপ্রসন্ন চৌধুরী ... ধনী যুবক।
সুবলচন্দ্র বসু ... ... জগতের ইয়ার।
যুগলকিশোর ভাদুড়ী ... ঐ
নিমাইচরণ ... ... সূত্রধর।
বোদে ... ... জগতের ভৃত্য।
সাধন ঘোষ ... ... কৃষক।
দৌলৎ চোবে ... ... জগতের দ্বারবান।

স্ত্রী।

রাধামণি ... ... নিমাইচরণের স্ত্রী।
মাধুরী ... ... সাধন ঘোষের কন্যা।

স্থান—হুগলী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হুগলী—ভাগীরথী নদীতীরে জগৎ বাবুর বাড়ী—একটি ঘর।

নিমাইচরণ ও বোদের প্রবেশ।

বো।—নিমে স্যাঙাৎ এসেচিস্?

নি।—ক্যান্ রে বোদে ডেকেচিস্?

বো।—ঐ জানালার উদিক পানে
একটা আছে কাজ;
গোল বারাণ্ডা গোড়্‌তে হ'বে,
বাবুর হুকুম আজ।

নি।—ওরে বাবা, দেয়াল ঘেঁসে
জল ছুট্‌চে যেন ঘোঁড়া!

বো।—বারাণ্ডাটা কোত্তে হ'বে
ওরি ওপর খাড়া।

নি।—জলের ওপর গোল বারাণ্ডা
ক্যান্ রে বোদে?

বো।— প্রাণঠাণ্ডা!

নি।—বুঝলুম নাকো কথা তোর।

বো।—সে কি, মিতে,
সোজা কথায় লাগ্‌লো ঘোর!

নি।—বল্ না খুলে প্রাণঠাণ্ডা কি?

বো।—এই পান্তা ভাতে তেল-মাখা বি?

নি।—ঠাট্টা রেখে বল্ না, ভাই!

বো।—শোন্ তবে বোলে যাই—
জলের ওপর গোল বারাণ্ডা,
তা'তে চেয়ার রেখে,
টান্‌বে তামাক বাবু আমার,
শট্‌কা দিয়ে মুখে।
সাঁজের বেলার মিষ্টি হাওয়া
হাত ডুবিয়ে জলে,
সেই জোলো হাত বুলিয়ে দেবে

বাবুর দু'টি গালে।
বুঝলি এবার প্রাণঠাণ্ডা ?
নি।—ও!—আচ্ছা টাকা পা'ব ক' গণ্ডা ?
বো।—টাকার কথা বাবু জানে।
নি।—বাবু এখন কোন্ থানে ?
সু।—(পার্শ্বের গৃহের জানালা দিয়া মুখ বহি-
র্গত করিয়া সরোষে)—
হাঁারে বাঁদর—ওরে পাজী!
এখনো যাস্‌নি বুঝি ?
তুই ব্যাটা বড় বদ,
দৌড়ে আন্ ক্ল্যারেট মদ।
দেরি যদি কোর্‌বি ফের,
এখনি পা'বি টের;—
এক লাথিতে ফেলবো ঠেলে
জান্‌লা দিয়ে নদীর জলে।
(গৃহমধ্যে অন্তর্হিত হওন)
নি।—চাকরি কোরিস্ বোলে,
যা' ইচ্ছে তাই বলে ?
বো।—না না; কি বলে বেশী এমন ?
এত দিনে এই এক ডজন।
নি।—ও কথাই নয়, আমার বোধ হয়—
রোজ রোজ ডজন ডজন!
বো।—আরে না না।
নি।—আরে হাঁ হাঁ।
চাকর কুকুর সমান দু'টো,
জুতোর গুঁতো—ভাত এক মুটো!
চাকর কুকুর ভায়রা-ভাই,
গাধার গোবর-পোড়া ছাই!
বো।—বাঙালির চাকরি ছাড়া
আর কি আছে বাঙ্‌লা যোড়া ?
নি।—চাক্‌রি করে যে,
মানুষের অধম সে!—
শূওর সে!—
শূওরের গুও সে!
বো।—আরে দূর—ছি!
নি।—চাকর আবার মানুষ কি ?
বো।—তবে কি, দাদা ?
নি।—গাধা!—গাধা!!—গাধা!!!
[বোদের প্রস্থান।
(পার্শ্বের গৃহের জানালাতে উঁকি দিয়া
দেখিয়া)—
ওরে বাবা! এ কি কাণ্ড—
ঘরের ভিতর—এক—দুই—তিন যণ্ড!
উইল্‌সনের ভোগ! ডিস্ ডিস্ রুটী!
পিরু মিঞার মোরগ-ছানা-ভরা কাঁচের বাটী!
শুঁড়ী মামার বোতল-ভরা জল ঢালা খাঁটী!
বাঙ্‌লা হোলো মাটী!—মাটী!!—মাটী!!!
টাকাওলা মাতালগুলো পাইথানার ভূত!
আধেক টাকা পিরুর গুয়ে,
আধেক শুঁড়ীর মূত!
বাকী টাকা গরিবকে দান!—
হা আঁটকুড়ীর পুত!
[প্রস্থান।

বোদের পুনঃপ্রবেশ।

বো।—নিমে ছুতোর গেলো কোথা ?
ভালা হোলো নেইকো হেথা।
এখন্ একটা কাজ করি,
পোন্ বোতল মদ করি চুরি।
জল ঢেলে ফের বোতল ভোরে,
দি শালাদের কাছে ধোরে।
বিধির কেমন উল্টো বিধি,
হাজার সাধুও হও যদি,
তবু মনিব দেয় খোঁটা—
চাকর নামই চোর সব ব্যাটা!
চুরি না কোরেও যদি চোর হই,
তবে কেন আর সাধু হোয়ে রই ?
(অপর বোতলে মদ ঢালিতে ঢালিতে)
এ—এই—এই—এই।
(মুখে মদ ঢালিতে ঢালিতে)
আবার—ওঁ—ওঁ—ওঁ।
(বোতল দেখিয়া)
ঠিক্ তিন ভাগ,
আর এই সিকি দাগ!
তবে আর না—
কারণ শাস্তরের কথা পষ্ট—
"অতি নোভে তাঁতি নষ্ট।"
জয় মা কালি!
সত-মার জল ঢালি।
ওগো ওমা গঙ্গে,
থাক্ মদের সঙ্গে।
সঙ্গদোষে কি না হয় ?
ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ কয়!
তাই বলি, মা গঙ্গে!
বাঙ্‌লা ছেড়ে পালা!
নৈলে মদের সঙ্গে

কোর্‌বে ঝালাপালা
আমার মনিব শালা!
মনিবের সব ইয়ার শালা!
আর আমি এই বোদে শালা!
তাই বলি, পালা—পালা—পালা।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

নিমাইচরণের পুনঃপ্রবেশ।

নি।—বোদে শালা বড় কুড়ে,
অত কি ভাল?—আরে ছ্যা!
আস্‌বি যা'বি পাখা উড়ে, তবে তো!
কুমোরের হাঁড়ীগড়া চাকের মত,
লাটখেকো ঘুঁড়ীর মত.
ওড়া ঘুঁড়ীর লাটায়ের মত,
কালীপূজোর মাল্‌সা বাজীর মত,—
চর্‌কীবাজির মত,
পৈতে-আলা রাই বাম্‌নীর চরকার মত
আর বুড়ো শিবের চড়কগাছের মত
আট প্রহর ঘুর্‌বি, তবে তো তোর্‌বি!
নৈলে চৌরঙ্গী বাত ধোরে যে মর্‌বি!
(নেপথ্যে পদশব্দ)
ওই বুঝি আস্‌চে শালা,
লুকোই আমি এই বেলা।
যদিও বয়েস গেচে,
তবু খেলার সক্‌টা আছে।
মনটা আমার কচি ছেলে,
চায় না কিছু খেলা পেলে।
পান্তা হয় গরম ভাত,
গায়ে শুকোয় তেল,
মন খেলুড়ে সকল ফেলে
খেলায় খালি খেল।
ওরে নিমে, লুকো লুকো,
খুঁজুক বোদে বাঁদরমুখো।
(টেবিলের নীচে লুকায়িত হওন)

মাধুরীর প্রবেশ।

মা।—কই, কেউ যে হেথা নেই,
কোথায় গেলো?—তাই তো—উঁ।
নি।—(গোপনে থাকিয়া) টুঁ!
মা।—কিসে অমন শব্দ করে?
ওটা কি কোন জন্তু?
তেম্নি বোধ হয় কিন্তু।
কেন্‌না জগৎ বাবুর বড্ড সক,
বাঘ, ভালুক, ঘুঘু, বক,
কাটপিঁপ্‌ড়ে, কাঁকড়াবিছে,
কেঁচো, জোঁক, সাপ, বিছে,
হনু, বাঁদর, শূওর, গাধা
চিড়িয়া-খানায় গাদা গাদা।
দু' চাট্টে পয়সা দিয়ে
কত লোক দেখে যায়,
সক্‌কে সক!—মাঝে থেকে
জগৎ বাবু কিছু পায়।
বাবুও আবার এক এক দিন
গাধা সেজে বিবির কাছে,
"গাধী" বোলে আদর করে;
বিবি অম্নি রেগে, বাবুর পিঠ ভেগে
বিশ ঘা ঝাঁটা বসিয়ে দ্যায়,
বাবু বলে, "ক্যা বাৎ হ্যায়!"
নি।—(টেবিলের নিম্ন হইতে)
বোদে শালা কি স্থায়না!—
সুর বদ্‌লেচে—ছুঁড়ী সেজেচে,
আর ধরা ছুঁয়াটি দ্যায় না।
লুকোচুরির উপর লুকোচুরি,
ঠিক যেন চোরের উপর বাটপাড়ী!
যা' হোক কিন্তু—বলিহারি!
হ্যা দেখ্‌লে—
অন্য রকর কথা কয়,
বোদে যেন বোদে নয়!
বোদে তবে কি?
বোদে যেন বুদী!
মা।—কেউ যে হেথা নেই—তাই তো—উঁ!
নি।—নেই কি হে? এই যে টু—চুঁ—পু!
(বাহিরে আসিয়া)
ওরে আমার যাদুমণ্,
যাদুমণি সেজেচো, ধন?
(সম্মুখে আসিয়া স্বগত)
আ সব্বনাশ! কি বোল্‌তে কি
বোল্‌চি কা'কে? আঃ ছি—ছি!
এ যে সাধন ঘোষের ঝী!
দূর নিমে!—দূর শালা!
জিব কেটে পালা পালা।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

মা।—মিন্‌ষেটা নিমে ছুতোর নয়?
আহা, পাগল হোয়েচে বোধ হয়।

অপর দিকে বোদের পুনঃপ্রবেশ।

বো।—এবার কি? নিমে কোথা?

লাগ ভেল্কী!—নিমী হেথা!
হাঁ গো তুমি কে?
সুবল বাবু বুঝি তোমায় এনেচে?
মা।—সুবল বাবু কে? চিনিনি।
বো।—ও—থুড়ি—থুড়ি,
তবে বুঝি যুগোল ভাদুড়ী?
মা।—সেও কে? জানিনি,
যুগল ফুগল চিনিনি।
বো।—সুবল বাবু—যুগল বাবু মস্ত লোক,
আমাদের বাবুর মাথায়
দিন দু'বেলায়
হাত বুলিয়ে টাকা কোরেচে থোক।
মা।—কত?
বো।—এই কমবেশ দশবিশ হাজার রোক।
তা'র মধ্যে অদ্ধেক কোম্পানির নোট
আর অদ্ধেক নগদ টাকার মোট।
মা।—বিষয় এত টাকার?
বো।—দু'জনে বাবুর মন যোগায় কত টাকার!
মা।—সে কি রকম?
বো।—এই নরম গরম;—
জল উঁচু বোলে, খেঁউড়ের দৌড় তুলে,
ইংরিজি জুতো ঝেড়ে, থলে ওষুধ মেড়ে,
সন্না দিয়ে চুল তুলে, জামার বোতাম খুলে,
সিঙুরের পাথার হাওয়া দিয়ে,
গায়ে পাখা লাগলে ঠুকে ভুঁয়ে,
হাই তুল্লে টুস্‌কি দিয়ে,
গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে।
মা।—আর?
বো।—আর আর আর আর
পায়-তলায় শুয়ে।
মা।—তবে তোমার ষোল আনা কাজ
তারাই সারে—বা!
বো।—শুধু ষোল আনা?
এক টাকা ষোল আনা!
আমি হেসে কেসে—শুয়ে লুষে—
ফাঁকি দিয়ে বাকী মুষে—
জল খাইয়ে মাল ঠুসে—
গট হোয়ে থাকি বোসে।
অষ্ট পহর পায়ের উপর দিয়ে পা
যেথা ইচ্ছে সেথা যা,
কে বা মনিব—কে বা চাকর!
কেবল দুলিয়ে বেড়াই সাবান-ঘসা গা!
মা।—তবে তোমার কপাল ভাল—বা!
আচ্ছা, লোকে বলে ষোল আনা,
তুমি বোল্লে এক টাকা ষোল আনা,
এর মানে কি বুঝাও মোরে,
যুগল বাবু—সুবল বাবু আর কি করে?
বো।—আর আর আর আর—বোল্‌বো না।
মা।—বোল্লেই বা—আর বাকী কি?
বো।—না না—বোল্‌বো না—ছি!
মা।—না না, বল।
বো।—বোল্‌বো তবে—
এই তোমার মত মেয়েমানুষ এনে দিয়ে!
মা।—(সলজ্জে অথচ রোষে)
তুমি কোথাকার মানুষ?
বো।—(সহাস্যে)
কাগ তাড়াইগে—হুস্—হুস্—হুস্।
[বেগে প্রস্থান।

পুনর্ব্বার প্রবেশ।

বো।—বলি, ভাই, রংগ কর কেন?
এখনি রাগ যা'বে—শোনো শোনো—
তুমি তো তুমি,
সুবল বাবু—যুগল বাবু
নিজের নিজের মাগ পয্যন্ত!
আর কি চাও?—বুজ্‌ঝন্ত?
মা।—তারা আপনাদের মাগ আনে বোলে কি,
আমিও তেম্নি হোয়েচি?
বো।—আচ্ছা, আমি না হয় ন্যাকা,
কিন্তু তোমার আঁচলে ও কি?
মা।—কেন? টাকা।
বো।—(করতালি দিয়া)
হাঃ সাবাস্! পথে এসো?
আর কোথায় যা'বে, রসো?
আমি বুঝি কাঁচা ছেলে?
কিছুই বুঝিনি—না?
মা।—মুখ সাম্‌লে কথা কও,
অমন কথা ফের বোলো না।
বো।—আর বোল্‌বো না!
তানা নানা ধানা নানা,
বাবু আমার ঘোড়ার ডিম!
যুগল সুবল দুই ময়না!
আর অমুক? ওঃ সে খুব স্যায়না!
কেবল বোদে শালাই বোকা আর কানা!
মা।—তুমি তো বড় বদ!
বো।—বদ নই; বোদে—বাবু বদ্দিনাথ!
মা।—নামেই বোদে—কিন্তু কাজে বদ!
বো।—ফের বদ!

যু।—(নেপথ্যে) বোদে!
বো।—আজ্ঞে।
যু।—নিয়ে আয় মদ।
বো।—আজ্ঞে যাচ্চি।
খালি মদ না আর কিছু?
যু।—(নেপথ্যে) আর কি রে?
বো।—(মাধুরীর প্রতি)
এসো না গো পিছু পিছু?
মা।—তোর মাগকে নিয়ে যা,
আমি যে তোর মা,
ওরে আঁটকুড়ীর ছা!
বো।—চোপ্ রও, বেটি!
মারবো এক লাঠি।
মা।—মার্ দেখি রে পাজি ব্যাটা
কত বড় তোর বুকের পাটা!
জানিস্,
আমি সাধন ঘোষের ঝী,
তোকে ডরাই কি?
বো।—(স্বগত)
সাধন ঘোষের ঝী,
আজ খাজনা দিতে এলো বুঝি?
ছি ছি আমি কল্লু কি?
দূর সম্পর্কের গৌরী মাসী,
এ যে তা'র মেয়ে।
এ যে আমার মাস্তুতো বোন্!
আমি চোকের মাথা খেয়ে—
মদের মাথা খেয়ে—
নিজের মাথা খেয়ে—
বাবার মাথা খেয়ে
শ্বশুর মুখে মন্দ কথা বোলেচি,
ছিছি—ছিছি—ছিছি—ছিছি!
মদের বাপের মুখে গু!
আমারো তাই
আর যদি এ গু খাই।
পরিচয় আর দেবো নাকো,
ছিছি, পালিয়ে যাই।

[পলায়ন।

[মাধুরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জগৎ বাবুর বাড়ী—বৈঠকখানায় পার্শ্বে
একটি ঘর।

নিমাইচরণের পুনঃপ্রবেশ।

নি।—সাধন ঘোষের ঝী
আমায় চিন্‌তে পেরেচে কি?
বোধ হয়, পারেনি,
কারণ আমি তখন হেথা দাঁড়াইনি।
ঐ না আবার আস্‌চে!—আস্‌চে বটে।

মাধুরীর প্রবেশ।

ও মাধুরী, কেমন আচিস্!
তোর বাবা কেমন আছে?
হেথা এলি কা'র কাছে?
মা।—বাবুর কাছে।
নি।—কেন?
মা।—দরকার আছে।
নি।—কি দরকার?
মা।—এসেচি আজ খাজনা দিতে।
নি।—ও—টাকা বুঝি তাই ওই পুঁটলীতে?
মা।—হ্যাঁ গো।
হ্যাঁ গা, বাবু কোথায়?
নি।—বাবুর সঙ্গে আছে আমারো কথা;
বাবু খানিক পরে আসবে হেথা।
হ্যাঁ মাধুরি, তুই জানিস্ কি?
মা।—কি?
নি।—তুই জানিস্।
মা।—বল না কি?
নি।—তোরি জান্‌বার সম্ভাবনা।
মা।—কি জানি—বল না?
নি।—আর বেল্‌বো কি বল!
(ছলছলচক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)
মা।—ওমা, মিন্সের চোকে জল।
বোধ হয়, কিছু হারিয়েচে।
হ্যাঁ গা,
তোমার সেইকালো পাঁটী বুঝি খোয়া গেচে?
নি।—না রে মাধু, হারায় নি মোর পাঁটী।
মা।—তবে কি?
নি।—শ্বশুরের বেটী।
মা।—ওমা! তোমার বউ?
নি।—(সরোদনে) হাউ হাউ হাউ!
মা।—আহা, কি সর্ব্বনাশ!

কোথা রাম রাজা না বারো বচ্ছর বনবাস!
আহা, ফেন যেমন উৎলে ওঠে,
এর চোকে তেম্নি জল ছোটে!
হাঁড়ীর তলা ফুটো হোলে
জল পড়েফোঁটা ফোঁটা,
মাগ হারিয়ে এরো তাই,
নিস্তস্ত,কপাল ফাটা!
হ্যাঁ গা, কবে ম'রেচে?
নি।—ম'লে তো বাঁচ্‌তুম—
আমাকেই মেরে গেচে!
মা—তবে কি পালিয়েচে?
নি।—কেউ বলে সত্যি—কেউ বলে মিথ্যে!
মা।—তুমি নিজে বুঝ্‌চো কি?
নি।—আমি—আমি—আমি—
আমিত বুঝ্‌চি সে পালায় নি।
মা।—কাঁদ্‌চো কেন তবে?
নি।—কাঁদ্‌চি—কাঁদ্‌চি—এই কাঁদ্‌চি—
কেন কাঁদ্‌চি শুন্‌বে—
সে যে নিজে পালায় নি
আমি তা' খুব জানি,
কোন বদমায়েস লোকে
ভুলিয়ে আমার তা'কে
নিয়ে গেচে, রে মাধুরি!
আমি খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তা'রি,
তবু পাইনি—তবু পাইনি।—
রি রি রি রি রি রি রি রি-হো হো-রি রি!
(হস্তপদাদি উৎক্ষেপপূর্ব্বক রোদন)
মা।—আমরি মরি, বেচারি হাঁপাচ্ছে,
গরম তেলে যেন কই মাচ লাফাচ্ছে!
নি।—মাধুরি রে!—কি আর বল্‌বো রে!—
আমি জ্যান্তে মরা! ধনে প্রাণে সারা।
হাঁড়ী-হারানো সরা রে হাঁড়ী-হারানো সরা।
মা।—আহা হা, তোমার দুঃখু দেখ্‌লে
শেয়াল কুকুরেও কাঁদে!—আহা হা!
নি।—ও বাবা!—ওমা! হা হা!
মা।—আচ্ছা,কোনো বদ্ লোকে যে নিয়ে গেচে
তুমি তা' বুঝ্‌লে কেমন কোরে?
নি।—এক জোড়া ইংরিজি জুতো যে আছে ঘরে।
মা।—নতুন না পুরোনো?
নি।—একপাটী নতুন—একপাটী পুরোনো!
মা।—তবে বোধ হয় কোন চোরে,
কারণ, মনে কোরে ঘটী বাটী
দু'জনের দু'পাটী জুতো চুরি কোরে,
তাই পায়ে দিয়ে, তোমার বাড়ী গিয়ে,
বৌকে তোমার নিয়ে,
খালি পায়ে ছুট্‌বে বোলে বেশী,
দু'পাট জুতো গেচে থুয়ে।
নি।—ওরে, না না;
আমার আছে খুব জানা।
চোরের কি সাধ্যি এমন
চুরি করবে আমার প্রাণঢাকা ধন?
কোন ব্যাটা ভদ্দর রাবণ
গণ্ডীর বাইরে এনে তা'কে
নিয়ে গেচে আমায় ডুবিয়ে পাঁকে!
মা।—ভদ্দর নোকে দুটো ঠ্যাঙে
দু' রকম জুতো পরে?
নি।—আজ কালের ফেসিয়ান্ যে রে!
ভদ্দর নোক বউরূপী—
কখনো খালি মাথা—কখনো টুপী!
কালাপেড়ে ধুতী পরে,
কালাপেড়ে চাদর গায়,
ছোঁড়া যেন ঠিক্ সাজে ছুঁড়ী,
গোঁফ দাড়িতেই চেনা যায়!
হ্যাট—ক্যাট—চায়না ক্যাট—
মুখের বুলির গ্যাট ম্যাট!
ফিরিঙ্গিগুলো তা'দের দেখে
"মোদের পসার গেলো" বোলে
কাঁদে আর হাঁ কোরে চেয়ে থাকে!
হাঁ-করা মুখে গুয়ে-মাছি ঢোকে!
মা।—কেন ঢোকে?
নি।—কেন ঢোকে?
ফিরিঙ্গিরে ফিরিঙ্গি-সাজা
ভদ্দর ব্যাটাদের মুখে
ন্যাকার কোর্‌বে বোলে রুখে!
মা।—ন্যাকার! ওমা! ছি ছি!
নি।—ছি ছি কি? খুব ভাল গুয়ে-মাছি।
আমারো ইচ্ছে হয় খাই,
ওয়াক্ ওয়াক্ কোরে ছুটে যাই,
যে ব্যাটা আমার মাগ নিয়েচে,
তা'র মুখে ন্যাকার করি—
তা'র হাঁড়ীয়ে ন্যাকার করি—
তা'র সরায় ন্যাকার করি—
তা'র পোষাকে ন্যাকার করি—
তা'র জুতোয় ন্যাকার করি!
ফেসিয়ান!—জুতোর ফেসিয়ান্!
তোর ফেসিয়ানের ভিটেয় চরুক্ ঘুঘু!
ফেসিয়ান্‌ওলার মুখে পড়ুক্ ঘুঘুর গু!
আরে আমার ফেসিয়ান্!

নতুন পুরোনো জুতো আজ,
কাল আবার চীনের বাড়ী
ফরমাস্ দেবে 'জুতোর মুখোস।'

দৌলত চোবের প্রবেশ।

দৌ।—কে হো—মিস্তিরী ?
নি।—পা লাগে, ঠাকুরজী! (প্রণাম)
দৌ।—জয় রহে।
নি।—কই, ঠাকুরজী,
মোটা মোটা রুটী দিলে না ?
দৌ।—"মোটী রোটী, জরু ছোটী!
এ ঔরৎ কি তোহার জরু?
নি।—না, গুরু!
আমি গাই-হারাণো গরু!

[মাধুরীর প্রস্থান।

দৌ।—তোহার গাই কাজী হউস্‌মে লে গেয়া ?
নি।—কাজী হউসে না,
কোন্ পাজী ভোগা দিয়া।
দৌ।—ঢুঁড়তা নেহি ?
নি।—খুব ঢুঁড়চি,—মিল্‌তা নেহি।
দৌ।—তেরা গাই দুধ্ দেতি থ ?
নি।—তা'র বাচ্চাই হয় নি।
দৌ।—গাভীন ?
নি।—আজ কালকার কথা জানি নি।
দৌ।—ফের যাকে ঢুঁড়ো।
নি।—আর ঢুঁড়ো!

ঝাঁটা লইয়া বোদের প্রবেশ।

দৌ।—নেমু, আজ ইহাঁ কাম ক্যা ?
নি।—তোয়েরহ বে একটা বারাণ্ডা।
দৌ।—হামারা দস্তুরি ?
নি।—আগে তোয়েরি করি।
বো।—হ্যাঁ চোবেজী! তোম্ কেমন আদ্‌মি ?
(ঝাঁটা দিয়া ঘর পরিষ্কার করণ)
দৌ।—কাহে রে বোদিয়া ?
বো।—সব্‌কা কাছেই দস্তরি ?
আমার কাছে লেওগে ?
দৌ।—তু দেতা কাঁহা ?
বো।—এই লেও না, ঝাড়ু দিচ্চি,
ঝাড়ুকা তিন ঘা দস্তুরি।
দৌ।—দূর্ শশুরা!
বো।—আচ্ছা, এক ঘা ?
দৌ।—দূর্ কম্‌বক্তা!
বো।—ঝাড়ুকা দস্তরী বড় শক্তা ?
ও ভাই নিমাই, একবার নীচে যা,
আমার সিন্দুকে আছে ডেড় খান লুচি,
একটা মেঠাই, আধখান খাজা,
যা যা জল খা।
নি।—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—বলিস্ কি!
যাই তবে, যাই খাই।

[প্রস্থান।

দৌ।—বোদিয়া ?
বো।—চোবিয়া!
দৌ।—তু শশুরা মিস্তিরীকো পুরী
খেলায়কে লেগা দস্তুরি ?
বো—তোম্‌কো আমি দেঙ্গা দু'খানা কচুরী!
জ।—(নেপথ্যে) বোদে!
বো।—আজ্ঞে।
জ।—এ দিকে আয়, শূওর!
বো।—ও চোবেজী!
দৌ।—ক্যা রে পাজী!
বো।—আচ্ছা তুম্ বল তো জল কোথা যায় ?
দৌ।—ক্যা জানে।
বো।—জলে।
আচ্ছা, মল কোথা যায় ?
দৌ।—নেহি জানে।
বো।—মলে।
আচ্ছা, শূওর কোথা যায় ?
দৌ।—ঝাড়াফির্‌নেকে ময়দান্ মে।
বো।—ওতো সত্যি বাৎ,
তা' ছাড়া আর কোথা যায় ?
দৌ।—ক্যা জানে।
বো।—তোম্ ভুক্তভুগী! জান্তা নেহি ?
শূওর যায় শূওরের পালে!

(কিয়দ্দূর গমন)

দৌ।—(সহাস্যে) তু বড়া চাল্‌হাক!
বো।—তুমিও ভি আও না চোলে ?
দৌ।—ভাগ্ শূওরুয়া!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জগৎ বাবুর বৈঠকখানা।

জগৎ বাবু চেয়ারে উপবিষ্ট।

দৌলৎ চোবের প্রবেশ।

জ।—ক্যা খবর, দরওয়ান্!
দৌ।—যুগল বাবু এই চিট্ দিন্ হ্যায়।
জ।—আচ্ছা—যাও।
দৌ।—যো হুকুম।

[প্রস্থান।

জ।—(পত্র পাঠ করিয়া)
বরফিত শুষ্ক কণ্ঠ শীতল যেমতি,
তেমতি শীতল আমি এ পত্র পাইয়া।
করিলা যুগল বাবু আজিকার তরে
প্রেমের খোরাক মোর জোগাড় যতনে।
লোকে বলে, মোর মত ধনবান্ লোক
ক্ষুধাহীন—পেটমরা—খাইতে না পারে
ডাল ভাত লুচিমণ্ডা কালিয়া পরোটা
গোগ্রাসে গ্রাসিয়া কোসে চিবিয়া গিলিয়া;
সত্য কথা, কিন্তু তা'রা নাহি জানে কভু
মোর মত ধনিগণ ডাল ভাতে দূরে
টানি' ফেলে আছাড়িয়া, যথা হনুমান্
লঙ্কা হ'তে এ ভারতে ছুঁড়িয়া ফেলিল
মালদহে বোম্বায়ে নানাবিধ আম।
কিন্তু বড় দুঃখ মোর, কেন নাহি বুঝে
লোক, মোরা হেন ধনী খাই পেট ভরি'
প্রেমের কচুরা লুচি, চপ্ কাটলেট,
পিয়াস নিবারি শুষে' ব্রাণ্ডি মহাসুধা!
নারীর পীরিতি-খাদ্য সুখাদ্য জগতে,
মসুরি খিঁচুড়ী যথা পেঁয়াজ মিশালে
বেয়াড়া রসাল হয় পউষের মাসে
অথবা মটরভাজা কিংবা চালভাজা
আষাঢ়ে, আওয়াজে মেঘ জলে বাজে যবে
আরো বলি, যথা পাকা হরিতকী খেলে
উদর-গুদাম পূর্ণ জন্মের মতন,
সেইরূপ নারী-প্রেম-পাকা জলপাই!
শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু!—পাকা কামরাঙা খাই।
কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজের ধারে
রেলিঙের বহির্ভাগে ফুটপাথে বসি'
খোঁড়াগণ থাকে যথা, উঠিতে হাঁটিতে
নাহি পারে, সেইরূপ মা লক্ষ্মী আমার
লোহার সিন্ধুকে থাক্ চিরকাল তরে,
কি ভয় তা' হোলে মোর? রোজ রোজ আমি
নব নব রমণীর প্রেম-কামরাঙা
রঙ্গে ভঙ্গে ভাঙ্গি' খা'ব গপ্ গপ্ করি'।
তেঁই বলি—
ধন্য রে বাছনি তুই জগৎ চৌধুরী!

(সুরাপান)

সুবল বসুর প্রবেশ।

এস, হে সুবল বাবু! জানি আমি তুমি
রমণী-চাঁদের হাটে—
সু।—(সহাস্যে) আদার ব্যাপারী!
তোমা হেন বোলদের বৈঠক-গোয়ালে
চিনির বলদ আমি!
জ।—ছি ছি, ভাই! একি কথা? 'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায়, দূরতীর্থ দরশনে,'
তথা তুমি, মহাভাগ, মম ভাগে ভাগী!
সু।—এই সে ভকতি মোর থাক্ তব পদে,
বিপদবিহারী তুমি।
জ।—বিপদবিহারী?
সু।—'বিহারী' 'বি'শূন্য 'হারী',হে বিপদহারী!
জ।—বলিহারি, ব্যাকরণ-উপসর্গে তুমি
পাণিনি বা বোপদেব!
সু।— উপসর্গে আমি
উপদেব! ভাঙি ঘাড় ধাতুর সর্ব্বদা!
জ।—ধাতু কি?
তামার পয়সা—রৌপ্যময়ী টাকা—
সোণার মোহর গিনি—শেষি অবশেষে
পিতলের থালাবাটী গাড়ু ঘটী গ্লাস
লোহার কাটারি ছুরি ছুঁচটি পর্য্যন্ত
তোমারি প্রসাদে দাতা, তোমারি প্রাসাদে
জ।—উপসর্গে উপদেব তেঁই তুমি বটে!
না না—উপদেব নও, অষ্টবসু মাঝে
কলিতে 'সুবল বসু' নামে অবতার!
দ্বাপরে আছিলে ভীষ্ম; তোমারি প্রসাদে
ধর্ম্মশক্র যুধিষ্ঠির হিততত্ত্ব কত
ভাণ্ডারিলা খুঁটি' খুঁটি' অন্তর-ভাণ্ডারে,
পীপিঁড়া গুড়ের গুঁড়া সঞ্চয়ে যেমতি
মাটীর কেল্লায় তা'র হেলায় লীলায়।
কলিতে হুগলীবাসী যুধিষ্ঠির আমি,
ভীষ্ম তুমি, হিততত্ত্ব-মন্ত্রে বৃহস্পতি!

সু।—কিংবা শনি!
জ।— গুণমণি, ছি ছি এ কি কহ?
বুদ্ধে তুমি বৃহস্পতি। তোমারি বুদ্ধিতে
কত কত রসশিক্ষা—দেল-খোস্ খেলা—
বাই—খেমটা—ময়ফল—বাগান-বিহার—
রাসলীলা—প্রেমকলা শিখি সুখভরে
চব্বিশ ঘণ্টায় চন্দ্রসূর্য্যের উদয়ে।
ছুঁড়ী বুড়ী মাগী সনে সদালাপ বুলি
শিখা'লে এ দাসে তুমি, যথা সন্ধ্যাকালে
খাঁচাটি করিয়া কোলে ভক্তের প্রধান
বৈষ্ণব টিয়ারে তা'র 'রাধাকৃষ্ণ' নাম
শিখায় আদর 'করি'—'পড় গঙ্গারাম!'
সু।—নিজগুণে, গুণমণি! পড় তুমি নিজে,
উপলক্ষ মাত্র আমি।—কে শিখায় কা'রে
ভবলীলা? সদ্যোজাত দন্তহীন শিশু
নিজেই স্তনের দুগ্ধ টানে চক্‌চকি,
নিজেই বাছুর শিখে ঘাস চিবাইতে,
কেল্লার ময়দানে উড়ে রাখালের সনে।
তবে যে খুসি'ছ মোরে, হে খুনীন্দ্র, তুমি,
সে তো তব গুণ-নুন! ওই নুন খেয়ে
সুবলের মন-জোঁক গুটিত ও পদে।
জ।—সুন্দর Simile তব, না মিলে তুলনা।

যুগল ভাদুড়ীর প্রবেশ।

সু।—Single সুবলে এবে যুগল মিলন!
এক আর একে দুই=সুযু+বগ+লল!
জ।—কিংবা মিল=সুবল+যুগল!
যু।—কিংবা আকন্দফুলের কোলে ধুতুরার ফুল!
জ।—Bravo! Bravo! most beautiful!
এই লও হীরের আঙ্‌টী!
(অঙ্গুরী প্রদান)
সু।—বটে! আমার বেলাই সেই নামটি!
কলির বিচারি এম্নি,
যেম্নি গুরু তেম্নি চেলা,
শিবের কানে ধুৎরো ফুল,
গলায় দোলে আকন্দ-মালা
ঠোক্‌লো খালি ভোমরা-কুল!
জ।—Excellent figure, no match,
Take with chain this golden watch.
(সোণার ঘড়ী প্রদান)
সু।—Thanks, thanks, শতং ধন্যং!
যু।—ঠ্যাং ঠ্যাং—দুয়ের পিঠেং দুই শূন্যং!
জ।—আর এই (সুরাপান করিয়া)
অহং কৃতার্থম্মন্যং!

সু।—আর মমং সাত গুষ্টির পাপপুণ্যং!
(সুরাপান)
যু।—আর আমিং কেনং থাকি মনঃক্ষুণ্ণং?
(সুরাপান)
জ।—তিন কপিং (থুড়িং) কবিং
অনুপ্রাসস্য পিণ্ডং জন্যং!
সু।—দন্ত্যং 'ন' আর মূর্দ্ধন্যং,
যথাং
জগৎ মান্যং! সুবল ধন্যং! যুগল বন্যং!
জগৎ গণ্যং! সুবল পুণ্যং! যুগলারণ্যং!
ইতি দ্বিতীয়ভাগ-বর্ণপরিচয়স্য ফলাং।
জ।—ভাল কথা মনে হলো, হে যুগল বাবু!
রমণী নামের লিষ্টী, মোর কুষ্টী সম,
এনেছ কি আজ?
যু।— হাঁ হাঁ, আনিয়াছি আমি,
যথা সর্কুলার রোডে মিউনিসিপ্যালিটি-
সভার হুকুমে দক্ষ ইংরাজ ড্রাইভার
সহরের অশ্বনাদ, গোনাদ, নৃনাদ-
ভরিত রেলের গাড়ী নে যায় ধাপায়।
হের এই, রসরাজ! রসবতী কুল-
সঙ্কুলিত, ব্যাকুলিত, সুলিখিত লিষ্টী।
জ।—প্রথমে কি নাম উটি?
সু।— প্রথমে আহ্নী।
জ।—(সুবলের প্রতি)
বহু পাকা শিক্ষা দীক্ষা দ্রাক্ষা আদিগুণে
ভক্ষিত পক্কিত দক্ষ সুশিক্ষিত তুমি,
তেঁই ভিক্ষা মাগি
নামের মাহাত্ম্যতত্ত্ব কর হে পরীক্ষা।
সু।—(ডিসে ডিসে আঘাত করিতে করিতে)
যশোদা থুইল নাম 'কচি বাছাধন'।
ভূগোল থুইল নাম 'গিরিগোবৰ্দ্ধন'॥
ইতিহাস থুইল নাম 'বঞ্চক Clive'।
বাইবেল্ থুইল নাম 'Adam and Eve'॥
ডাক্তার থুইল নাম 'মলেও ভিজিট'।
সৌখীন থুইল নাম 'Clean and neat'॥
গুড়ুকে থুইল নাম 'অম্বুরী-খাম্বিরা'।
কাপড়ওলা থুইল নাম 'গজে তেরো গিরা'॥
শঠ থুইল নাম 'পেটে বিষ মুখে হাসি'।
মদন থুইল নাম 'পারদগরাসী'॥
বাবুর্চি থুইল নাম 'Chop Cutlet'।
বাড়ীওলা থুইল নাম 'House to let'॥
ভৌগোলিক থুইল নাম 'সুমেরু কুমেরু'।
গুলিখোর থুইল নাম 'তোড় যোড় মেরু'॥
জজ থুইলেন নাম 'ডিক্রি ডিস্‌মিস্'।

মেছুনী থুইল নাম 'তোপ্‌সে ইলিশ'॥
'Last Night' নাম থুইল থিয়েটারওলা।
গর্ভবতী নারী নাম থুইল 'পাৎখোলা'॥
Lover থুইল নাম 'I am thine'।
হেড্‌বাবু থুইল নাম 'Name to sign'॥
উকীল থুইল নাম 'মিথ্যা কথা কাজ'।
'কুইনাইন্ ভস্ম' নাম থুইল কবিরাজ॥
মোক্তার থুইল নাম 'মিথ্যা মূলমন্ত্র'।
মদমাসখোর নাম থুইল 'কালীতন্ত্র'॥
বাবাজী যতনে নাম থুইল 'সেবাদাসী'।
পাণ্ডাজী থুইল নাম 'টাকা গয়া কাশী'॥
গ্রন্থকার থুইল নাম 'চতুর্গুণ দাম'।
'মাশুল ছ' টাকা' থুইল প্রকাশক নাম॥
সুদখোর নাম থুইল 'টাকা কল্পতরু'।
মনিব থুইল নাম 'ভৃত্য গাধা গরু'॥
জমীদার থুইল নাম 'প্রজাসর্ব্বনাশ'।
প্রজা সে থুইল নাম 'মোটা অন্ন বাস'॥
'বেত কানমলা' নাম শিক্ষক থুইল।
'গুরুমারা বিদ্যে' নাম ছাত্র সে রাখিল॥
তস্কর থুইল নাম 'লোহার সিঁধকাটী'।
কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তা থুইল 'পাঁটা পাঁটী'॥
পঞ্চানন্দ মাটী হোয়ে নাম থুইল 'মাটী'।
গরিব থুইল নাম 'আমড়ার আঁটী'॥
বাঙ্গালি থুইল নাম 'আজন্ম গোলামী'।
কালেক্টর থুইল নাম 'নম্বরী নিলামী'॥
হাইকোর্ট থুইল নাম 'আইন-লঙ্ঘন'।
সিভিলিয়ান্ থুইল নাম 'শমন-শাসন'॥
শৌণ্ডিক থুইল নাম 'জল-ঢালা খাঁটী'।
লেঠেল থুইল নাম 'মানুষ-মারা লাঠী'॥
গোয়ালা থুইল নাম 'কসাই মহাজন'।
মুদী নাম থুইল 'কাটা দাঁড়ীর ওজন'॥
মাতাল থুইল নাম 'শুঁড়ী দাদাই মামা'।
কলারে থুইল নাম 'চিঁড়ে ধামা ধামা'॥
নিষ্কর্ম্মা লোকেরা নাম থুইল 'দলাদলি'।
বওয়াটে ছোঁড়ারা নাম থুইল 'ঢলাঢলি'॥
ইন্‌স্পেক্টর নাম থুইল 'স্বরচিত গ্রন্থ'।
পোষ্যপুত্র নাম থুইল 'বিষয়ের অন্ত'॥
কৃপণ থুইল নাম 'চিৎহস্ত সার'।
উড়্‌নে সৌখীন নাম থুইল 'টাকা ধার'॥
কুড়ে সে থুইল নাম 'বিছানা গুড়ুক'।
কাহার বেহারা নাম থুইল 'হুড়ুক'॥
জুওরী থুইল নাম 'তেতাস প্রমারা'।
আড়কাটী থুইল নাম 'নরনারী ধরা'॥
'নবীন নাগর' নাম থুইল নাগরী।
নাগর থুইল নাম 'রসের নাগরী'॥
'জগৎপ্রসন্ন' নাম থুইল সুবল।
'চৌধুরী' লেজুড় করি' অন্তরে সম্বল॥

ইতিশ্রীনতুন-পুরোনোপুরাণে নামমাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

জ।—প্রণাম; কিন্তু হে ভাই, এ নাম সুখাদ্য
(স্মৃতি-সিকা হোতে পাড়ি' রসনা-হড়িকা)
কর্ণ-কণ্ঠে আকণ্ঠিয়া ঠুসিলে আমার,
বন্দুকের চুঙী পেটে বারুদ যেমতি
শিক দিয়া ঠুসে কোশে লড়ায়ের গোরা,
তেমতি অকালে।

সু।— তবে কি নাম-মহিমা
উগারিবে এ গরিব শ্রীখুর-খোরার?

জ।—যে নামে ধার্ম্মিক তরে হাবুডুবু খেয়ে
ভবের ডোবায় ডুবি' ডুবরী সমান,
যে নামে নারকী বসি' মনের হরিষে
নরক-চুলার পাশে পোহায় আগুন,
শীতে যথা বুড়া বুড়ী রন্ধন-মন্দিরে,
সেই নাম, গুণধাম! ও লিষ্টী-ধামায়
ধামিত নামিত আছে, পরীক্ষা করিয়া
কাঁচা পাকা ডাঁসা পচা লহ চুনি' চুনি',
তুরঙ্গ-পূরীষ হ'তে রঙ্গে ভঙ্গে যথা
মোরগ খুঁটিয়া লহে সুখাদ্য সুকীট,
কিংবা যথা
M.A.—B.A.—F.A.—Entrance পরীক্ষা
করিবারে পরীক্ষক গ্রন্থরাশি হোতে
প্রশ্ন নির্ব্বাচিয়া লহে—না বুঝে যা' নিজে।

সু।—বাধিত বাঁধিত ধৃত অধীত হইনু
সাধিতে এ সাধ তব, হে সাধু-আয়ুধ!
কহ, হে যুগল বাবু! কি নাম প্রথমে—
শ্রীদুর্গা শ্রীকালী কিংবা শ্রীহরি বা শ্রী,
কিংবা ওঁ তৎসৎ, কিংবা খালি ওঁ,
কিংবা হকনাম কিংবা বিস্‌মল্লা, শ্রীশ,
অথবা নাহক শাদা? বল, দাদা, দীনে,
পরীক্ষা করিবি আজি, রক্ষা নাহি আর।

যু।—কালী দুর্গা আদি নাম বৃথায় লিখিয়া
কালি ব্যয় অপচয়, হাতের খাটুনী,
কলমের কল ভোঁতা কে চায় করিতে
ধার্ম্মিক হইয়া এই সভ্য শতাব্দীতে
সুসভ্য খৃষ্টান পাশে লেখাপড়া শিখি'?

সু।—কথ্যতে কথ্যতে; আদাবন্তে চ মধ্যে চ
নারী সর্ব্বত্র গীয়তে। কি নাম প্রথমে?

যু।—আদুরী।

সু।—
আদুরী, চা কাদুরী, চালের ভিতর পোকা,

আহুরীর ভাতার বড় বোকা।

জ।—আঃ সাবাস্! ইস্‌কো মত্ লাও।

সু।—তা'র পর ২ নম্বর বোলে যাও?

যু।—কদম।

সু।—

কদম্ কদম্, ফুলের অধম্, চুল ঝোম্লেই নেড়ী,
কদম্ দম্‌কলকা গাড়ী।
কদম্ কদম্, দম্‌দমাদম্,
দে দম্—দে দম্—দে দম্—দে দম্,
হায় রে কদম্, আয় রে কদম্,
মেড়ার পালে মেড়ী!

জ।—কদম্ যাক্‌গে যমের বাড়ী!
তা'র পর?

যু।— ৩ নম্বর—বসন্ত।

সু।—ও বাবা!
মা শীতলা; রক্ষে কর, মা!

জ।—বড় বদ্-নাম!—মেয়ে কৃতান্ত!
তা'র পর?

যু।— ৪ নম্বর—শামা।

সু।—শামা!—ও মা!
যেন কালো বনাতের জামা!

জ।—ঠিক, যা'র নাম কালো,
তা'র রূপও কালো!
তা'র পর?

যু।— ৫ নম্বর—ভূতী।

সু।—অ্যা হ্যা হ্যা!—সব মাটী!
বেটীর নাম দেখ—ভূতী!

জ।—আঃ ছ্যা! তা'র মুখে—
তা'র পর?

যু।— ৬ নম্বর—বিন্দু।

সু।—বিন্দু বিন্দু, রসসিন্ধু,
মারকুলীর পারা,
বিন্দু ছুঁচো-ইঁদুর-মারা!

জ।—Throw her in the drainage of the Calcutta Municipality! তা'র পর?

যু।— ৭ নম্বর—গোলাপ।

জ।—কেমন, সুবল বাবু, নামটি কেমন!
টানসই না?

সু।—টান সই বটে, কিন্তু জলসই কাঁটা!
শুধু তা' নয়, আবার মৌমাছির হুল!

জ।—O damn nasty ফুল!
তা'র পর?

যু।— ৮ বা শেষ নম্বর—রাধামণি!

সু।—আঃ সাবাস্!—Lottery is gained!
A good bargain—রাধামণি!

(গীত)

ভোরে খেয়ে ছোলা আদা,
বহিতাম নন্দেরি বাধা,
সঙ্গে যেতো বলাই দাদা,
যেতো না মোর রাধামণি।
রাধা নামের সাধা বাঁশী
(ওগো বাঁশের বাঁশী)
ডাক্‌তো রাধা রাধামণি!
সাত ফুঁ কুরে সাধের বাঁশী,
ফুক্‌রে বোল্‌তো দিবানিশি,
সা রা গা মা পা ধা নি,
মামা গাধা, মামী রাধা,
মামা সাদা, রাধা ধানি,
বাঁশীর সঙ্গে বোল্‌তেম আমি—
আমি রাজা—রাধা রাণী।

জ।—আমি রাজা—রাধা রাণী!
মরি মরি, কি মধুর নাম,
ভাদ্র মাসের ফজ্‌লি আম!
আমি টোকো কালো জাম,
তবুও আমার সে; আমি জানি,
কারণ—এক বাগানের বাঘ বাঘিনী।
যা' রে শ্রীদাম! যা' রে সুদাম!

সু।—উহু—বল্ যা' রে সুবল! যা' রে যুগল!

যু।—একই কথা, কারণ, রলয়োরভেদঃ।

জ।—ঠিক, জগৎ রাধাও অভেদ,
তেঁই বলি হাম
যা রে শ্রীদাম! যা রে সুদাম!
এনে দে সেই গাছ-পাকা আম,
নৈলে আঁধার এ গোলোক ধাম।
সে আম বিনে, কি নাম বীণে,
আর পারিনে—

(চেয়ার হইতে ভূতলে পতন)

যু।—হায় হায়, প্রাণ যায়! ওঠো, বাবো!
ধর্ রে সুবো, তোল্ রে সুবো!

সু।—মস্ত মোটা, বিষম লেঠা,
হাতী তোলা নয় আমার কাম।
এ কি গেরো! রাম রাম!

জ।—রাধা-নাম-ভারে আমি ভারিত উৎকট,
নারিবি তুলিতে তোরা গিরিগোবর্দ্ধন,
ছ' হাত তফাৎ দূরে যা' সরি', বাঙ্গালি!
কাঙ্গালি শকতি-বলে তোরা চিরদিন,
যথা মীন দীনহীন কুটুনীর হাতে!
আপনি উঠিব আমি রাধা-নাম-বলে,

'আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে ?'
জয় রাধারাণী !—জয় রাধামণি !—জয় !
(দণ্ডায়মান)

যু।—হের হে সুবল খুড়ো, চর্ম্মচক্ষু মেলি'—
সিন্ধুগর্ভ ছাড়ি' যেন উঠিল মৈনাক,
নাক দিয়া রক্ত পড়ে—যেন নরদামা !

সু।—হের হে যুগল ভাইপো ! চামচোক চেয়ে,
গাজনতলায় যেন হেলায় হেলিয়া
দাঁড়াইল ঘুণখেকো চড়ক সুলম্বা !

জ।—কিম্বা—কিম্বা—কিম্বা—

উ।—(করতালি দিয়া) হুও—হুও—হুও !

সু।—উপমা-রহিত মুখে না এলো উপমা !

জ।—কি উপমা দিব আমি আর ?
রাধামণি উপমা আমার !
'সর্ব্ববিষ্ণুময়ং জগৎ' বেদের লিখন,
রাধামণিময়ী জগৎ—জগৎ চৌধুরী !

সু।—বটে বটে,
তেঁই ঝরে সগোঁফ সদাড়ী মুখে ঘাম !

যু।—ঘামময়ী প্রেমধামী রাধা !

জ।—রাধাশূন্য এ গোলোকধাম
আজু হাম হেরি গোলকধাঁধা !
হাতে ধরি, বা যুগল দাদা,
যুগল চরণে পড়ি, বা যুগল দাদা !

সু।—নয় লঙ্কা নিয়ে এসে চোকে দিয়ে কাঁদা !

জ।—রাধার কুড়িটি নখে জান মোর বাঁধা !
হা রাধা ! যো রাধা !
আমার রাধামণি রাধা !

সু।—ডান চোকে নন্দোচ্ছব,
বাঁ চোকে দধিকাদা !
গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি !

জ।—তেঁই মুই ডুক্‌রে কাঁদি !
রাধী !—রাধী রে রাধী !—ওরে রাধী !
(অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ)

এ যাঁড়েড় চোকের আড়ে তেড়ে চাও, রাধা !
অকৃতি অধম আমি—হুগলীর গাধা !
যদি না দেখা দাও,
তবু একবার ফিরে চাও,
মাথা খাও—আও আও !
যাও যাও, যুগল দাদা !
না গেলে, তোর নাকে
ঘোসে কোর্‌বো নাক খাঁদা !
হা হি হো—রাধা—রাধামণি—রাধা !
(ইতস্ততঃ ধাবন ও ভূতলে পতন)

যু।—ওহে সুবল, এ যে বিষম গোল,
রাধা নামে দশা পেলে কি বাবাজী ?

সু।—আমি কিন্তু উল্টো বুঝি,
অনুরাগে পূর্ব্বরাগ—
বা রাগে রাগে দক্ষিণরাগ
লাগ্‌ বিতো লাগ জগুকেই লাগ্‌।
এ কি দশা বোলে দশা—
যেন দশ বিশ হাজার মশা যুগপৎ !
বাবা রে বাবা !—দণ্ডবৎ !
এ যে দেখ্‌চি বিচ্ছেদ-কলেরা ঘোরা,
বিচ্ছিরি রেয়াড়া চেহারা !
সব Symptom হ'য়েছে প্রকাশ ; যথা—
কাঁদা—খাঁদা—ছাঁদা—ধাঁধা—রাধা !
বাকী কেবল ভেদ, বমি আর নাদা !

যু।—তবেই তো দাদা, উপায় কি !

সু।—ভয় কি ?
আন্ ছুটে হোমিওপ্যাথিক রাধামণি !

যু।—তুমিও এসো।

সু।—আরে রোসো ; আমি গেলে
হেথা হাতী তোলে কোন্ গাধা !
হায় হায়, তাতে ফের ধোপার জ্বালায়
কাপড় সুট্‌টোও নয় শাদা,
গাধার সঙ্গে ধোবা ব্যাটাও গাধা !
ব্যথার ব্যথী আমি—আমি থাকি হেথা,
দৌড়ে তুমি সেথা পিট্‌টান্ দাও, দাদা !

যু।—যাই তবে রাধাকুঞ্জে।

সু।—পুঞ্জে পুঞ্জে হউক মঙ্গল,
আমড়া যথা থোলো থোলো
দোলে নেড়া ডালে।

[যুগলের প্রস্থান।

জ।—হেঁইয়াঁ—উঠিনু আবার ! (উত্থান)

সু।—হাঃ সাবাস্—ভ্যালা মোর ভাই !

জ।—(চক্ষু মুদিয়া)
আরে, আরে, হেরি রে আঁধার—
আঁধারে আঁধার !—বিষম আঁধার ;
অমাবস্তের আঁধার-গিলিত
কপাট জানালা আঁটা আঁধার মন্দিরে,
কিংবা রাণীগঞ্জ-গর্ভে মাটীর তলায়
পাথুরিয়া কয়লার আঁধার খনিতে
ছ'শো ঝুড়ি ঘুঁটিয়ার ধূঁয়ার জমাট !
দেখিতে না পাই চক্ষে—হনু বা লোপাট !
খোল্ রে কপাট !—হাঁফ ছাড়ি !—
সমেদম !—কি বিষম ঝড় বহে নাকে

সুদীর্ঘ নিশ্বাসরূপে,—ভেপে উঠে প্রাণ!
আঁধারে পূরিল পেট—চক্ষে নাহি হেরি,
বক্ষ ফাটে—পক্ষ কাটে—রক্ষ রাক্ষসারি!
সু।—মাভৈ মাভৈ, ভাই! এখনি আঁধার
পুড়িয়া হইবে ছাই পিরামিডাকার।
Match আনিবারে গেছে Bryant & May.
জ।—কে রে হেন হিতকারী মোর
কথা কয় অন্ধকারে?—বুঝি চোর?
সু।—ভ্রান্ত তুমি, হে "উদ্ভ্রান্ত প্রেম"!
জ।—ভ্রান্ত নহি, হে "দীপ-নির্ব্বাণ"!
"ভ্রান্তিবিনোদ" আমি ভবে।
সু।—তবে কেন "শান্তিপর্ব্ব"! শান্ত নাহি হও?
জ।—হায় হায়, আমি যে "সন্ন্যাসী"!
"উভয় সঙ্কট" মোর, দে রে "চক্ষুদান"
ওরে আধ্ পয়সার "আলোক"!
সু।—এখনি "সময়" হ'বে, ঘুচিবে "রজনী",
"ব্রজাঙ্গনা" রাধামণি "সঞ্জীবনী" রূপে
তব "প্রতিনিধি" সহ আসিবে মন্দিরে,
হে "বান্ধব"!
জ।—"ছিন্ন মুকুল" সম এ "ভগ্ন হৃদয়"
যুড়িবে কি—জুড়া'বে কি
"শিশিরে" যেমতি যুড়ে "অমৃতবাজার"?
সু।—কেন "সখা"! ভাব ঠকাঠকি?
কেন হও "মেঘনাদবধ"
বিচ্ছেদ-লক্ষ্মণ করে ঝাঁটার প্রহারে!
জ।—তুমি কি বুঝিবে, দাদা, বিচ্ছেদের ধার?
"বিচ্ছেদ কাঁঠাল-আঠা" কবির কল্পনা!
সু।—যদিও অবোধ আমি 'বিচ্ছেদ' বুঝিতে
তথাপি বিরহ' বুঝি খুব,
কৃপণ যেমতি বুঝে টাকা তা'র,
পেটুক যেমতি বুঝে খিঁচুড়ি চচ্চড়ি,
গরু গাধা বুঝে যথা ঘাস,
কর্ম্মনাশা যথা পাশা তাস,
কবিরাজ বুঝে যথা ঔষধের বড়ী,
অথবা মক্কেলে যথা বুঝয়ে উকীল,
অথবা বাঙ্গালি যথা বউ আর বাড়ী।
জ।—যা বলিলে সত্য বটে, মিথ্যা কথা যথা;
হে বিরহী! কিন্তু মম বিচ্ছেদ-আগুন
এক গুণ দুই গুণ তিন গুণ করি'
গুণগানে জলি' জলি' কিংবা ঝলি' ঝলি'
পোড়াই'ছে ভুঁড়ী মোর, যথা তুমি কালি
পাট্‌নেয়ে বেগুন্ দগ্ধ করিলে উনানে।
অসহ্য বিরহানল—বেয়াড়া-যাড়ুনি,
উড়নি কাপড় জামা পর্য্যন্ত ধরিল,
ভস্ম বুঝি হয় সব ভৈরব গর্জ্জনে!
সরাও সরাও, বন্ধু! এ বিপত্তিকালে
তুলর বালিশ, লেপ, তাকিয়া, তুসুক,
গদী টদী সাপটিয়া একটি নিশ্বাসে,
নতুবা বিরহে আমি রহিব কোথায়?
হায় হায়, না রহিল কুলে দিতে বাতি!
সু।—বেতরো অধীর কেন হও, ধীরমতি?
বিষে বিষ ক্ষয় হয় বেদের বিধান,
তুষানলে এ অনল হইবে নির্ব্বাণ।
জ।—উহু উহু, গেনু গেনু, পোড়া হনু আমি,
ধিক্ রে পুলিষ তোরে, ধিকি ধিকি ধিক্,
শত ধিক্—কোটি ধিক্! এখনো কি হেতু
দমকল না আনিস্! ইস্! ইস্! ইস্!
গেলো—গেলো!—হো হো হো হো!
বিরহ-অনল আজ কালানলরূপে
জগৎ করিল ধ্বংস! হোলো বংশলোপ!
না রহিল অপগণ্ডে পিণ্ড দিতে কেউ!
ভেউ ভেউ! হুয়া হুয়া! খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ খ্যাঁক্!
সু।—"কি ভয় কি ভয়, ভারতের জয়।"
বোদে ভিস্তী অবিলম্বে এ অগ্নি নিবা'বে!
জ।—ডাক তবে হে হিতৈষী, সে মধুসূদনে!
যত ক্ষণ নাহি আসে, তত ক্ষণ তরে
দ্রুতমধ্যবিলম্বিত তানলয়-যোগে
কুলকুচি দেহ মোর এ দগ্ধ শরীরে,
ফরফরি ফুরে যথা ফোয়ারার জল
ইডেন্ গার্ডেনে, কিম্বা জর্ডনের বারি
ধীরে ধীরে ঢালি' শিরে ধার্ম্মিক পাদরি
ব্যাপ্টাইজ করি' জীবে হিঁচুড়িয়া আনে
উৎকট আঁধার হোতে বিকট আলোকে!
চিতানলে দিনু পুন ঝাঁপ
জহর ব্রতের মত!—দে জল দে জল!
(ভূতলে পুনঃপতন)
সু।—নাহি শঙ্কা, না হইল ডাকিতে আমারে,
বিপদ স্মরিয়া তব বিপদ্‌প্রয়াসী
শ্রীমধুসূদন ওই আসেন আপনি,
বিপদে সম্পদে প্রভু ঘোর অন্তর্যামী।

মদ লইয়া বোদের প্রবেশ।

হর, হরি, এ যাতনা, হে সম্পদহারী!
ঢারি' ঢারি' সুধাবারি ও পোড়া শরীরে,
নতুবা অকালে কিংবা আজের বিকালে
অথবা সকালে কাল, প্রলয়-অনলে
মনিব-ফড়িঙ রূপী ও তব কিঙ্কর
কঙ্করে মিশা'বে তনু শঙ্করী স্মরিয়া

ভয়ঙ্কর অট্ট হাসে হুঙ্কারি' ভৈরবে !
ঢাল সুধা, সুধাভাণ্ডধারী !
হংস-অণ্ড-সিদ্ধকারী তুমি,
তোষাখানা-লণ্ডভণ্ডী প্রভু,
মধুমুণ্ড-খণ্ডখণ্ডকারী,
হে প্রচণ্ড ষণ্ড ভণ্ডরাজ,
লঙ্কাকাণ্ডকারী গুণ্ডাপতি,
আখণ্ড-গুড়ুক চণ্ডুপায়ী,
গণ্ডা গণ্ডা ছিটেগুলিটানী,
গুলিডাণ্ডা গেণ্ডুকেলিকারী,
হাণ্ডা হাণ্ডা হৃতক্ষীরপায়ী,
চণ্ডমুণ্ডছিণ্ডভিণ্ডকারী,
হে শিখণ্ডী, ভীষ্মভস্মকারী
হে কুষ্মাণ্ডখণ্ড কবিরাজ,
হে পণ্ডিত নির্গুণমণ্ডিত,
হে ডুণ্ডুভ বিষভাণ্ডহীন,
কাশীবাসী হে ঢুণ্ডী-গণেশ,
হাণ্ডী-হাণ্ডী মণ্ডামুণ্ডীখায়ী,
জগৎপ্রসন্নপিণ্ডদায়ী,
পাণ্ডা তুমি সুরেশ্বরী মা'র।
এ বিপদে পণ্ডশ্রম করি'
বিচ্ছেদ-আগুনে ঢাল সুরা,
ঘৃত যথা যজ্ঞকুণ্ডে ঢালে বিপ্রগণ
মোটা সোঁটা অশ্বমেধে মালসা মালসা
ডুমুর বা গোঁওকাটদগ্ধী অগ্নিমুখে।
এ গোমেধে তুমি বই আর
না দেখি নিস্তার, সুরাদায়ী ?
কম্ফর্টার বাঁধি' গলে
ও কালো চরণযুগে নিবেদে যুগল
যুগিয়া যুগল কর সনখ আঙুলে,
দাও কূল অকূল আকুলে
কুলাঙ্গার এ গোকুলে, হে বকুলমালী !
নতুবা অখণ্ড গালি ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া
ছড়াইব গলগলে গলাবাজী করি'।
জান তো, না ডরি মোরা লেক্‌চার দিতে
পথে পথে রথে রথে হাটে মাটে ঘাটে
বাগানে জঙ্গলে হলে গলির ভিতরে
চৌমাথায় টাউন্‌-হলে ইস্কুলে ফিস্কুলে
টেবিলে চাপড় মারি' (টেবিল অভাবে
নিজের পাছায় চড় বিরাশী সিক্কায় !)
আমরা বাঙ্গালাবাসী বাঙ্গালি বিদ্বান্‌
মুখে মারি হাতী ঘোড়া রাজা মহারাজা,
কাজী ও উজীর করি মুখেই উজাড়,
ধুনুরী যেমতি ধুনি' উড়ায় কাপাস
জলদগম্ভীর ঘোর ধোঁয়াটে আকাশে।
তেঁই বলি, বোবামুখ !—(যেহেতু এখনো
'মাভৈ মাভৈ' কিংবা 'বরং বৃণু' বুলি
অথবা 'তথাস্তু' বাণী না বসি'ছ মুখে)
বিমুখ যদ্যপি হও এসেও সমুখে,
তা' হ'লে মুখের মত পাইবে এখনি !
ফিরিবে অসুখে দুখে কতক বা রুখে,
ভিক্ষুক যেমতি ফিরে ভুখে বা পিয়াসে
ধনীর ফটক হোতে শাস্ত্রীর তাড়নে।
তেঁই কহি, হে কপীন্দ্র ! বাঁচাও রাঘবে ;
ধরি হে চরণ দু'টি লুটিপুটি খেয়ে।
(বোদের পদধারণ)

বো।—(পা ছাড়াইয়া স্বগত)
আরে ছি ছি !—মাতাল ব্যাটারা কি !
ষাঁড়ের গোবর—না যজ্ঞে না হোমে !
হাত্তোর মাতালের ভিটেয় ঘুঘু চরুক্—
টেবিলে বাজ পড়ুক্—
বোতলে দ পড়ুক্—
ফাউলকারি, পাঁঠার তরকারী,
পাঁউরুটী, বিষকূট বোদের উদরে পড়ুক্!
ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা কড়ি,
বাগ বাগিচে পোশাক্ ঘড়ি,
গাড়ী যুড়ী ঘর বাড়ী,
চোকের চস্‌মা, লপেট দাড়ী,
এল্‌বার্টো ফেসিয়ানের টেড়ী,
বাবুর্চিখানার হাতা বেড়ী,
বিষয় আশয় যা কিছু—কি আগু কি পিছু—
ভোজবাজীর মত বোদের সিন্ধুকে
এক্ষণি উড়ুক্, এক্ষণি উড়ুক্, এক্ষণি উড়ুক!

জ।—(গাত্রোত্থান করিয়া) এই ভিস্তী !

বো।—(স্বগত) কি, আমি ভিস্তী !
ইচ্ছে হয় খুব কোরে করি খিস্তি,
কাঁহেকা সুস্তি !

জ।—দে বোতল ! এই চেপে বস্তি।
(চেয়ারে উপবেশন)

বো।—(স্বগত) এই গজের কিস্তি !
(টেবিলের উপর বোতল রক্ষা)

সু।—ওরে বোদে ব্যাটা !

বো।—(স্বগত) কি রে সুব্‌লো পাঁটা !
(প্রকাশে) আজ্ঞে।

সু।—(বোতল দেখিয়া) কেন এতো কম্ ?

বো।—আজ্ঞে এ যে রম্।

জ।—রম্ ?—হা রাম ?

সু।—তা' হোক্, 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।'

আবার অগ্নিপুরাণে
অগ্নিনির্ব্বাণ-স্বাধ্যায়ে লেখা আছে—
"শীতলং গরমং জলং যুগলং গুণভাগুকং।
প্রবলং প্রলয়ং ঘোরং বিচ্ছেদানলপণ্ডকং॥"
মোটামুটী মানে—
জল ঠাণ্ডাই হোক আর গরমই হোক,
বিরহানলকে নিবুবেই নিবুবে।
জ।—নিবাও বিরহানল রাঙা জলে তবে।
সু।—(গেলাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে সুর করিয়া)
মন জলে বিরহানলে,নারে নারে তারে নারে
মন জলে বিরহানলে—হাঃ।
জ।—(উর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া উপবিষ্ট)
সু।—(হাতে গেলাস দিতে গিয়া) একি কোল্লে?
জ।—তুমি যে হাঁ কোত্তে বোল্লে।
বো।—(স্বগত) হাঁকরা নয় বাবা,
এই বার আমায় সাল্লে!
জ।—চোঙায় ঢেলে দাও।
সু।—এই—এই জলের পিণ্ডি খাও।
(মুখে মদপ্রদান)
জ।—বাস্তবিক জল যে!
এ কাজ কোল্লে কে?
বো।—(স্বগত) এই বার বুঝি মাল্লে রে!
"বার বার মুরগী তুমি খেয়ে যাও ধান্,
এই বার ফাঁদে ফেলে বধিব পরাণ।"
জ।—(সরোষে) বোদে!
বো।—আজ্ঞে মশায়! বাবু মশায়!
জ।—ব্যাটা! এ যে খালি শাদা।
বো।—আজ্ঞে?
জ।—ব্যাটা কালা! এ যে খালি শাদা!
বো।—(সভয়ে) তা'—তা'—তা'—
জ।—O you rascal গাধা!
O you চোর শালা!
মদের গন্ধও নেই—খালি শাদা,
হারামজাদা গাধা!
(প্রহার)
সু।—আহাহা, কর কি?
ভগবান্ ভগবান্ মধুসূদন!
মেরো না—মেরো না,—থাও—থাও!
জ।—সর—যাও—যাও।
আজ বোদেরি এক দিন,
কি আমারি এক দিন;
ব্যাটা পেটুক! খা মদ—খা গু!
(পুনঃপ্রহার)
বো।—(ভূতলে পতিত হইয়া)
ওরে বাবা রে—মা রে—বাবা রে!
মেরে ফেল্লে রে!—খুন কোল্লে রে!
ওঁ ওঁ ওঁ আঁ আঁ আঁ—মা গো মা!
সু।—তুই ব্যাটা, বড় ঠ্যাঁটা,
মার খাস্ কেন পোড়ে?—পালা।
বো।—(স্বগত) চোপ্ শালা!
(প্রকাশে) বাবা রে—ওঁ—ওঁ—অ্যাঁ!
সু।—কোঁকোঁ—ক্যাঁ!
পিঠের বড় কুট্ কুটুনি—আরো জুতো খ্যাঁ!
বো।—(স্বগত) শালা ভাতমারা ভেড়ো!
(প্রকাশে) উঁ উঁ উঁ উঁ!—আঁ—হুঃ!
(কাসিয়া) মা—গোঁ—উঁ।
সু।—আমর ব্যাটা, কোল্লি কি?—ছি ছি ছি!
এম্নি কান্লি বেতালা,
আমার সুখময় গয়ের!
বো।—(স্বগত) খুব হোয়েচে শালা!
জ।—(সরোষে পদাঘাত করিয়া)
বেরো হারামজাদা গাধা!
বো।—(স্বগত) আমি হারামজাদা গাধা!
আচ্ছা মনে রৈল, শালা!
তোর মত শূওর মনিবকে দিন দু'বেলা
বোতলে ভোরে
গাধার মূত যদি না খাওয়াই,
তবে বোলে যাই, আমার নাম বোদেই নয়।
[খঞ্জবৎ প্রস্থান।
জ।—দে পাক দে পাক, ভাই, দে রম্ দে রম্,
গির্জের ঘড়িতে যেন দম্।
বিরহ আগুন জলি'ছে দ্বিগুণ,
কি গুণ করিল ঐ বিদেশী!
কখন্ আসিবে মোর রাধামণি সুরূপসী—
প্রতিপদের পূর্ণশশী—দেখন্হাসী—
সর্ব্বনাশী—মেয়ে খাসী—সখের দাসী—
টাট্কাবাসী—শীতের কাসী—
এখন আসি—প্রেমের কাঁসী—ভালবাসি—
কানাইবাঁশী—ঢোলের কাঁসী—
ওরে ভাই সুবল দাদা,
রাধা আমার গয়া গঙ্গা মক্কা কাশী!
না হেরে সে ঘেঁটু মুখ,
হাঁটু মুড়ে এই হই একাশী।
(সুবলের ক্রোড়ে পতন)
সু।—হায় হায়, একি হোল,
মূর্চ্ছিত হইল নীলমণি!
না না, এ যে মূর্চ্ছা নয়,—ভির্মি ভয়ঙ্করী!
গবাক্ষে কটাক্ষ নাহি আর,
ক্ষীরধার ধেড়াই'ছে চোয়াল চুইয়া,

ফিল্টার হইতে যেন চুই'ছে রে জল
জলব্যবসায়ী সাধু ডাক্তারের ঘরে।
হাঁকরা মুখের গর্ত্তে উড়ে নৃত্য করি'
অনিত্য শরীর ভাবি' মাছি পালে পালে
ভন্‌ভনি' পশে তেজে, যেন যুদ্ধ জিনি'
পশি'ছে বৃটিশ-সেনা ব্যাণ্ড বাজাইয়া
কেল্লার ভিতরে—আহা অতুল বর্ণনে!
হেলিয়া প'ড়েছে হাত, যেন ভাঙা ডাল
নড়বড়ে বৃক্ষ-ঘাড়ে! যুড়ি বা কেমনে?
হায় রে, বত্রিশ পাটী ছাতাপড়া দাঁত
ওষ্ঠাধর ভিন্ন করি' উঁকি ঝুঁকি পাড়ে,
তারা ময়রাণী যেন মুড়ির হাঁড়ীর
খুলিয়া ফেলিল সরা, হলুদরঞ্জিত
মুড়িবৃন্দ দেখা দিল হাঁড়ীর ভিতরে।
হায় হায়, এ কি ফের, ঘোর ফেরফার,
না বহে নিঃশ্বাস নাকে, বুঝি বা অকালে
জগৎ জগৎ ছাড়ি' গেল ত্রিজগতে!
অদেখা-বিরহে ধিক্! ধিক্ রে মিলনে!
মিলনে মরিল দাতা বাবু!
যদি না আমার দেহে এ দেহ মিলিত,
তবে কি মরিত আজ, রসরাজ ধনী?
তেঁই বলি, ধিক্ রে মিলনে!
হাতে টাকা লৈনু মুষে, হায়, অবশেষে
শুষিয়া লইনু প্রাণ এ পাপ জজ্বায়!
পৃথিবীর মধ্য-আকর্ষণ
তাল পেকে ঢুকেছে কি শরীরে আমার?
ছাতের লোহার শিক টানে যথা বাজ
আমি আজ রসরাজে মজানু তেমতি!
ধিক্ রে ইলেকৃট্রিসিটি, মাটী কৈলি সব!
এ কি ফের,—রক্ষা হোক, বাঁচিলাম বাবা!
নাকের ছেঁদার,হাওয়া মুখ দিয়া বহে,
কামারের জাঁতা যেন ভোঁস ভাঁস করে!
আমি ভাবি ম'রেছে গো! নাকে নাই বাই,
চোক বলে ম'লে, হাবা! মুখে উঠে হাই?
মরেনি জগৎ তবে জগৎ-ভরসা!
মরিনু আমিই শুধু!—যদি বল কেন?
জবাব তাহার—পায়ে ঝিঞ্ঝিনে ধোরেচে!
বাবা রে! বাবা রে! বাবা অবশ অসাড়!
ওঠ্ না রে মড়া শালা! কি বিষম জ্বালা!
নড়ে না—চড়ে না—যেন ধনুষ্টঙ্কার!
ফাই ফাই! ছাই মদ না খেলেই নয়!
কে গুখেকো এ পচা গু আনিল ভারতে?
কে গুখেকো এ গু বেচে মাচায় বসিয়া?
কে গুখেকো এ গু খায় বোতল ঢালিয়া?
মানব হ'য়েও সেটা গাধার অধম,
খায় যেটা ধেনো,সেরি, ব্রাণ্ডি, খাঁটী, রম্!
অধঃপাতে যাক্ সেটা, হোক্ সর্ব্বনাশ,
যে ব্যাটা পরের হাতে মুখে ঢালে গ্লাস!
স্বহস্তে ঢালিলে মুখে, দোষ কোষ নাই,
ঝিঞ্ঝিনে নিপাত করি, এক গ্লাস খাই।
(সুরাপান)

ইস্!—যেন বিষ! যা ঝিঞ্ঝিনে উড়ে,
আরে মোলো আরও যে বাড়ে!
কোল থেকে এটাকে নামাই,
নৈলে আর পরিত্রাণ নাই।
নামো তো, যাহু!
উহু—পায়ে লাগে বিষম টান,
ঝিঞ্ঝিনের কি ঝঞ্ঝনানি বাপ্!
পা' সড়সড়—বুক ধড়ধড়—নাক ভড় ভড়—
হাড় মড়মড়, পেট চড়চড়, ধড়ফড়ায় প্রাণ
টানাটানির কর্ম্ম নয়—উঃ হুহু—
গেলো গেলো,
আল্ গোছা তুল্‌তে হোলো!
(উচ্চস্বরে) বোদে!

বো।—(নেপথ্যে) আজ্ঞে।
সু।—দরওয়ান্‌কে নিয়ে দৌড়ে আয়।
বো।—(নেপথ্যে) যাচ্চি।
সু।—ওরে বাবা, কি ঝিঞ্ঝিনে! ঝুঞ্ঝুনু ঝঞ্ঝনা!
কনসার্ট বাজি'ছে যেন থিয়েটার-ঘরে!
পা গেলো পা গেলো, বাবা!
কাছিমের পিঠে যেন মন্দর পাহাড়,
দারুণ চাপন-চোটে পুঁট্‌কী বা ফাটে।
পাটকসা কলে যেন গাঁট কসাকসি!
হাড় ভেঙে খোঁড়া বুঝি হই
ডাক্তারের ভিজিট গুঁজিতে!—বাপ্ বাপ্!

বোদে ও দৌলৎ চোবের প্রবেশ।

বো।—অ্যাঁ, বাবু কাবু!
সু।—না না, ব্যাটা কাণা, আমিই কাবু!
বোধ হয়, আজ তাড়সের চোটে
পুরোনো জ্বর বা ফেটে ওঠে!
বো।—তবে হুদসাবু কর্‌বো, না জলসাবু?
সু।—আর সাবু!
আজ যে কাণ্ড, খাবি খাবু!
দৌ।—ক্যা হুয়া বাবু?
সু।—হাবুডুবু!
দৌ।—আপকা গদ্দিমে গির্‌পড়া হামার বাবুজী?
সু।—বোল্‌চি দাঁড়াও, আগে খুঁট গুঁজি।

ওরে বোদে, আয় এ দিকে,
তোম্‌ভি আও ;
আমার কোল থেকে উঠাও আল্‌গোচা।
বো।—আচ্ছা, আগে মারি মালকোঁচা।
দৌ।—বাবুকা ক্যা হুয়া ?
সু।—জঙ্গলমে যায়কে করো হুয়া হুয়া।
দৌ।—কেঁও ?
সু।—শেয়াল করে হুয়া হুয়া, কুকুর করে ক্যাঁও,
কিন্তু এখন্ বাপ রে বাপ কে ধরে এ ম্যাও ?
আও আও, জল্‌দি আও,
মাঝের ঘরে নিয়ে যাও।
দৌ।—(বোদের প্রতি জনান্তিকে)
এ বোদিয়া, বাবু মরা কি জিতা ?
বো।—(জনান্তিকে)
যে আদ্‌মি দারু পিতা,
সে মোরে যাতা কি জিতা,
আমি নেহি জান্‌তা ;
কিন্তু, সেই মাতাল শালা
একটা নৈতুন জন্তু বন্‌তা !
সু।—এই, চোবে, নেই শুন্‌তা ?
দৌ।—এ বোদি, আও উঠাও ;
হাম্ বাভন্, হাম্ পাকড়ে মুড়,
আর তু ধর্ দোনো পাঁও।
(সুবল বসুর ক্রোড় হইতে জগৎ চৌধুরীকে ধারণ করিয়া বোদে ও দৌলৎ চোবের উঠাইবার চেষ্টা)
জ।—(সহসা হুড়াহুড়ি করিয়া উঠিয়া এবং চেয়ারসমেত সুবল বসুকে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া)
হাঁউ—মাঁউ—খাঁউ !—মানুষের গন্ধ পাঁউ
(ইতস্ততঃ ধাবন)
সু।—দোহাই বাবা ! বরং বুণু !
আমি না বাবা—বোদে বাবা—চোবে বাবা
তোমার হুনুমন্ বাবা !
[ভয়ে বোদে ও দৌলৎ চোবের পলায়ন।
জ।—আঁমি ভূঁত !—আঁমি ভূঁত !—হোঁ হোঁ !
রাঁধাঁমণি পেঁত্নী !—পোঁ পোঁ !
পেঁত্নীর ভাঁই সুঁবলো বোঁস্
চিৎপাঁত হোঁয়ে উঠেঁ বোঁসঁ !—বোঁ বোঁ !
(ঘূর্ণন)
সু।—(সভয়ে)
ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝী,
রাম লক্ষ্মণ কাঁধে কাঁদে,
কোর্‌বে আমার কি ?
রাম রাম রাম রাম ! রাম রাম রাম রাম !
জ।—থাঁম্ থাঁম্ থাঁম্ থাঁম্ !
আই আই আই আই—যাঁই যাঁই যাঁই যাঁই !
[বেগে প্রস্থান।
সু।—রাম রাম রাম !
“জীবিত মৎস্যের ঝোল” !
রাম রাম রাম ! জ্যান্তো ভূতের গোল !
মাধুরীর প্রবেশ।
এ আবার কে ?—পেত্নী যে রে !
খেলে রে—খেলে রে !—বাবা, খেলে রে !
(পলায়নোদ্যোগ)
মা।—পালাও কেন—পালাও কেন ?
টাকা নাও—টাকা নাও।
সু।—(স্বগত) ও বাবা, এ কি বলে,
লোভ দেখিয়ে কাছে নিয়ে,
পেটে পা দিয়ে মার্‌বে ফেলে।
(প্রকাশে)
ওগো তুই আমার মা—তুই আমার মা !
আমি তোর ছা ! আমি তোর ছা !
ও ঘরে আমার বাবা ! যা যা যা !
বেগে জগৎ চৌধুরীর পুনঃপ্রবেশ।
জ।—(বিকৃত ভঙ্গীতে)
হাঁউঁ মাউঁ খাউঁ—হাঁউঁ মাউঁ খাউঁ !
সু।—এবার ছ'দিকে ছুটো রে—সাল্লে রে !
রাম রাম রাম রাম ! হে রাম, হে রাম !
জ।—বাঁচা হঁনুমাঁন্, খেঁতেঁ দোঁবোঁ মঁত্তমাঁন্,
এঁই বুঁঝিঁ সীঁতেঁ ?
সু।—হাঁ বাবা সীতে।
জ —দূঁর শাঁলা কঁম্মভোঁগঁ, এবেঁ সীতেঁভোঁগঁ !
সু।—হ্যাঁ বাবা সীতেভোগ।
(ইত্যবসরে টেবিলের নীচে সুবল বসুর গোপনে অবস্থিতি)
মা।—(সভয়ে) ও মা—ওমা ! ধোল্লে গো মা !
ও ভূত আমি না—আমি না !
জ।—গাঁ গাঁ গাঁ গাঁ !
[টাকার পুটলী ফেলিয়া সভয়ে মাধুরীর পলায়ন।
(জগতের পশ্চাদ্ধাবনোদ্যোগ কিন্তু টেবিল লাগিয়া ভূতলে পতন)
জ।—আবার বিষম মূর্চ্ছা ! হা নাথ হা প্রিয়ে !
সু।—(টেবিলের নিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া)

মেয়ে মানুষের নাকে গোঁফ।
আমার বাবার পিণ্ডি লোপ॥
চিঙড়ী মাছের কাঁটা।
নদীর জলের আঠা॥
হিঙের আতর শিশি শিশি।
মেটে সিঁদুরের কালো মিশি॥
বাঘ ভালুকের মাথায় শিঙ্।
হাত্‌পাওলা ঘোড়ার ডিম্॥
বনবিছুতীর মুড়ো ঝাঁটা।
মার্‌বো পিঠে গোটা গোটা।
আবার যদি উঠিস্ ব্যাটা॥
ফুস্ মন্তর—কা'র আজ্ঞে?
হাঁড়ীর ঝী সরার আজ্ঞে,—ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ!
(স্বগত)
এটা কি? পুটলী বুঝি?
তাই তো, কিসের পুঁটলী দেখি।
(তুলিয়া খুলিয়া দেখিয়া)
হাঃসাবাস্, সুপ্রভাত আজি রে আমার!
ছাপ্পর ফুটিয়া টাকা পড়িল আপনি,
হরিলুট পড়ে যথা তুলসীতলায়
সন্ধ্যাকালে, কেউ পায়—কেউ বা না পায়,
কিন্তু আমি পাইলাম—হরিবোল হরি!
সাতাই এ সাত টাকা নিজের পকেটে,
পরের মাথায় হাত বুলাইতে মোর
শুভক্ষণে জন্ম এই ভবে।
কানাই বলাই যথা বৃন্দাবন-ধামে,
গউর নিতাই যথা নদীয়া শ্রীপাটে,
সুবল যুগল তথা হুগলী ভাগাড়ে।
মূলমন্ত্র আমাদের "কাপ্তেন-ভাসানো!"
মৃত শিশু ভাসে যথা জননীর শোকে
চড়চড়ি চিতানলে!
জলে স্থলে মরুদ্‌ব্যোমে অতলে পাতালে
কিংবা, আঁধারে আলোকে "রম্ভা-প্রদর্শন"
মন্ত্রপাঠে দি লোপাটে কাপ্তেন-পুঙ্গবে!
সুরা গিলাইয়া পেটে, করিয়া বেহুঁস্,
সযোদ্ কাগজে নাম সহি করাইয়া
হাজার হাজার টাকা ফাঁকি দিয়া লই
পাকা ধানে মই দিয়া কাপ্তেন বাবুর।
'যেন তেন প্রকারেণ আত্মসাৎ কর'
এই'Motto' জপি মোরা জাগ্রতে স্বপনে।
বড় জোর—দু'চার বছর যাক্ আর,
তা' হ'লে দেখিবে—
জগৎ করিব ধ্বংস, বাড়া'ব টাকার বংশ,
দুই অংশ লইব দু'জনে।
সুবল যুগল হ'বে 'জগৎ চৌধুরী!'
জগৎ চৌধুরী হ'বে 'সুবল যুগল!'

জ।—ধন্য তুই সেয়ানা স্বপন!
জাগিয়া না পাই মোর রাধা,
নানা বাধা বাঁধে চক্ষু জোড়া।
ধিক্ থাক্ জাগরণে!
না জাগিব আর আমি হেন ভবজগে।
বড় ফোটে বিচ্ছেদের কাঁটা
চর্ম্ম-আঁটা বুকঠাসা হাড়ে।
তেঁই বলি, ধন্য তুই ভেড়ুয়া স্বপন!
বামে মোর আনি' দিলি রাধা—
প্রাণের পিয়ারী গৌরী রাধা ধেড়েখুঁকী!
চোক চেপে ধর্ রে স্বপন!
পায়ে পড়ি তোর, কর্ খুব জোর,
জাগিয়া ঘুমাই আমি খুব।
তা' না হ'য়ে ঘুমাইয়া ঘুম গেলে,
রাধা পালাইবে মোরে ফেলে।
তেঁই বলি ধর্ চেপে ধর্ চেপে চোক।

সু।—(স্বগত) রাধা রাধা কোরে,
জগা একবারে গেছে জোরে!
আমায় দিয়েছিলো চেয়ারশুদ্ধ ফেলে,
এইবার জব্দ করি চড় মেরে দুই গালে।
(প্রকাশে)
প্রেমবীর! আমি হে স্বপন,
কথা কও না খুলি' নয়ন।

জ।—এই দুটো চোকে দাও খুব্ কোষে চাপন।

সু।—(চাদর দিয়া চক্ষু বাঁধিয়া)
কেমন, বাবা, কেমন?

জ।—উহুঃ—বেয়াড়া কসন—বেয়াড়া কসন!

সু।—(বাঁ গালে চড় মারিয়া) এই রাধামণি!
(ডান গালে চড় মারিয়া) এই দরশন!

জ।—কে বাবা তুমি?

সু।—তোমার যম!

জ।—যম, তা' ভাল হোলো মামা।
ভাগ্‌নের উপর খুব দয়া,
নৈলে চৌমাথার মোড়ে দোকান ফেলে,
ভাগ্‌নেকে কি আর দেক্তে এলে?
তা' তা' তা' এনেছো—না গেছো ভুলে?

সু।—কি?

জ।—এই খাঁটী জল মল!

সু।—গিল্‌বি চল্।

[জগৎকে লইয়া সুবলের প্রস্থান।

——

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হুগলী—ভাগীরথীতীরে জগৎ বাবুর
বাটীসংলগ্ন উদ্যান।

বোদে ও নিমাইচরণের প্রবেশ।

নি।—এই রকম বাগানে,
কি গান একটা কে জানে
বেঙ্গল থ্যাটারে, শুভদ্রাহরণের দিনে
একত্তরে এক্টরীরে টেড়া সুরে
গেয়েছিলো নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে ;
আ-মর্, মনে হয় না ;
আয় না আয় না, গান, মনে আয় না।
দূর হোক্ গে ছাই, এক কলিও মনে নেই ;
বোদে, তোর কি মনে আছে বেই ?

বো।—খুব।
খালি ধোরিয়ে দে দেখি একটা খেই।

নি।—দূর শালা ভোলা !
আমার যে মূলেই মনে নেই।

বো।—আচ্ছা, দাদা, বোল্‌চি,—এই এই এই
(সুর করিয়া)—
"তোর রাজার কি রাজ্য,
কোরিস্ কি মাশ্চয্য"—

নি।—আরে দূর,
এ যে যাত্রাওলার ঐশ্বয্য !

বো।—হাঁহাঁ—ঠিক্ ঠিক্ !—ভুল হোয়েচে,
এই বার শোন্—
"ও পাড়ায় দুধ যোগা'তে যাই গো,
আমার বেলা হলো'—

নি।—দূর্ শালা হলো—দূর শালা ভুলো !

বো।—কি বোলিস্ তুই ? আমার খালিই ভুল ?

নি।—তা'র তফাৎ নেই এক চুল।

বো।—আচ্ছা এইটে শোন্ দেখি,
"তুমি বেহ্ম তুমি বিষ্টু, তুমি ঈশ,
তুমি মহেশ"—

নি।—দূর মেড়া গন্ধড় ! এ যে বেহ্ম সমাজ !

বো।—তবে আর নয় আমার কাজ।
তুই গা।

নি।—আরে বা !
হাম না হোড়ি, তোর পাঁও পড়ি !

বো।—আচ্ছা—আচ্ছা, তবে এইটে নিচ্চয়—
"ওরে রামশশী, হ'বি বনবাসী,
কে আমারে ডাক্‌বে মা বোলে ?"

নি।—হুও—হুও—হুও !

বো।—তুইও ভুও—মুইও ভুও !

নি।—তাই তো, বোদে, এমন সুন্দর বাগানে—

বো।—কি ? সুন্দর ? আঃসাবাস্ ! মনে হোয়েচে।

নি।—মাইরি ?

বো।—মাইরি।

নি।—বোলিস্ কি ?

বো।—এই শুনে যা।

নি।—গা গা গা গা।

বো।—"আহা কিবা সুন্দর উপবন-শোভা।"

নি।—হাঃসাবাস্ !—বাবা ! বাবা !

বো।—কেন ?

নি।—তাই তো বোল্‌চি ;—ফের গা—ফের গা।

বো।—"আহা কিবা সুন্দর উপবন-শোভা।"

নি।—(সুর করিয়া নাচিতে নাচিতে)—
বোল্‌তা আকুল, ফুলে ফোটে হুল,
কোথা মোর কুল-কুলবতী বাবা !

বো।—(করতালি দিয়া) বা বেটা !
"আহা কিবা সুন্দর উপবন-শোভা।"

নি।—সে বিনে আমি, বিধবা সোয়ামী,
শুকাইল দামী, প্রেমভরা ডোবা !

বো।—"আহা কিবা সুন্দর উপবন-শোভা।"

নি।—কোথা মোর সেই, কুঁড়ে ঘরে নেই,
কোঠা ঘরে, বেই, চোরাইল কেবা।

বো।—"আহা কিবা সুন্দর উপবন-শোভা।"

নি।—সে মোর জীয়ানী, ধেয়ানী জ্ঞেয়ানী,
সে মোর সেয়ানী, আমি, বাবা, হাবা !

বো।—"আহা কিবা সুন্দর উপবন-শোভা"

নি।—জলে স্থলে ডুবি', খাই খালি খাবি,
সে যে ফুলবিবি, আমি হুলো বাবা !

বো।—বা বা বা বা !
"আহা কিবা সুন্দর উপবন-শোভা।"

নি।—রাধামণি মোরা, বহিন্ রে তোরা,
তু শালা হামারা,—

বো।—তোবা তোবা !

নি।—"আহা কিবা সুন্দর"—বা বা !

জ।—(নেপথ্যে)—বোদে !

বো।—আজ্ঞে।

জ।—(নেপথ্যে) কে চেঁচায় বাগানে ?

নি।—বল্ না—কে জানে।

বো।—দূর, মিথ্যে বোল্লে পাপ হয়।

নি।—কি তবে বোল্‌বি ?
জ।—(নেপথ্যে) ওরে, কে চেঁচায় ?
বো—একটা গাধা মশায়!
জ।—(নেপথ্যে) ধোরে নিয়ে আয়।
বো।—আয় রে দাদা নিয়ে গাধা!
নি।—দূর্ শালা হাঁদা!

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

বো।—(করতালি দিয়া) লে লে লে লে!

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হুগলীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্যপথ।

যুগল ভাদুড়ী ও রাধামণির প্রবেশ।

রা।— (গীত)

লক্ষ্মণ রে, আমায় ধর্ ধর্;
কঠিন মাটীতে হাঁটিতে হাঁটিতে
গায়েতে বেদনা ধড়ফড়;
পাঁটিতে অঙ্গ-খুঁটি খাড়া কর।
হেঁটে হেঁটে পেটে খিদে গেল বেড়ে,
এক পা হাঁটিতে দু' পা যাই তেড়ে,
সাল্‌সা প্যারেলা দে রে খলে মেড়ে,
নতুবা ছুটিতে কটি কাতর।
অত আস্তে কেন যাস্, রে লক্ষ্মণ,
ঘুড়ী-ঘোঁড়া-লাফে ? এ যে অলক্ষণ!
লঙ্কা ডিঙ্‌নো ভুলিয়ে এখন,
শঙ্কা কেন মনে, রে রামকিঙ্কর ?
আমি কুলনারী, তাই অঙ্গ ভারী,
হেঁটে যেতে নারি, ওরে পাজাধারী!
নয়নের বারি কেমনে নিবারি,
নাক্ড়া কফ্ থপ্ কোরে ঝাড়ি,
তাড়াতাড়ি ছোঁড়া সর্ সর্ সর্।

যু।—(স্বগত) "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।"
পিতা মোর কহেছিলা মোরে;
কি গুখুরি ঝক্‌মারি কৈনু আমি আজ,
কেন বাজ নাহি পড়ে পায়ে ?
মাইরি এমন আমি না দেখিনু কবে
আজি ভবে যেই ভাব।
নাগিনী বাঘিনী সম ছোটে
প্রেমের শিকলী পায়ে টেনে,
বাচ্ খেলা নৌকা যেন
এই এ পারে—ওই ও পারে—বাবা!
(প্রকাশে)
ওগো দেবি জীবন্ত ইঞ্জিন্!
দাঁড়া গো দাঁড়া গো দু' মিনিট,
নহে ফেল্ হইবে অভাগা যাইতে জগৎপুরে।
(ভূতলে অধোমুখে উপবেশন)

রা।—কেন দাদা এত কাঁদা ?
পায়রাচাঁদা চাঁদমণি মোর ?
মরি মরি চক্ষুলজ্জা তোর
লজ্জা ধুয়ে লোর সম ঝরে!
প্রাণ ফাটে গাঁটে গাঁটে!
প্রেমহাটে তুই রে হাটুরে!
আমার মাথার কিরে,
ছি রে ছি রে একি! আয় আয়,
মুছাই চিকুরে ঢাকা চোক!
(কেশগুচ্ছে চক্ষু মুঞ্চন)

যু।—(কাতরে) আরে আরে সুরসিকা নারি!
চুলের ছিঁচিকা মিছিমিছি
খোঁচাখুঁচি করিলি নয়নে ?
নাপিতের নরুণ সমান
নিদারুণ সুতরুণ তেজে
অরুণ করুণ দু'টি চোকে গেলো ফুটে,
সে দরুণ গলগলি ছুটে
বরুণ, পিঁচুটিরূপী পচা পাঁক ঠেলি'!

রা।—ভয়ে মোর দুরু দুরু হিয়া!
উঠ লাফাইয়া এক লাফে,
হাঁপাইয়া বাঁচি আমি।
হেরি তোরে, রে কাতুরে!
শোকতাপ—অগ্নিতাপ—ঘোর অনুতাপ—
পরিতাপ—মহাতাপ—আহাতাপ—তাপ—
উত্তাপ—সন্তাপ—ঘোর অতাপ—প্রতাপ
গ্রাস সম অনুপ্রাসে ত্রাসে গ্রাসে মোরে,
"প্রবল প্রতাপেষু" হইয়া!
না তপিও এ আক্ষেপ-তপ
বেশী আর, হে বাতাপী-নেব্-প্রিয়-কপি!

যু।—(সকাতরে) পুনরপি কহি,রুপি! কোপে,—
বহুরূপী রিপু তুই রসকুঁপি নারি!
পবনগমনা সমা গজেন্দ্রগমনে—
গ্রীষ্মের জীমূতমন্দ্রে, পূর্ণচন্দ্রমুখি!
এ যুগল-হরিশ্চন্দ্রে নভঃকেন্দ্রে বাঁধি'
না ধাঁধিও গতিপথ, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণি!
ধরি কাদামাখা পা দু'খানি।

রা—(সরোষে) আরে মর কি আপদ!
পদে পদে কেন হেন বাদ ?

নহি বাদী কিংবা প্রতিবাদী—
নির্ব্বিবাদী নারী আমি শ্রীবাগ্বাদিনী।
বিপদের শুখা খাদে খেদাইয়া কেন
অলসা করিস্ মোরে ? কি লালসা তোর ?
বুঝি রে ছলনা তোর আমি,
ধীরগামী বড় কামী তুই।—
ভরত লইল রাজপাট,
হাট, ঘাট, মাঠ, বাট, কাপড়ের গাঁট,
গাড়ী, বাড়ী, ঘুড়ি, ঘড়ী, বড়ীর হাণ্ডিকা,
ঘৃতের ভাণ্ডিকা, পাঁটা, প্যাজের পুটুলী,
ডেক্‌চী, চাম্‌চে, কাঁটা, চিম্‌চে, ছুরিকা,
ডিস্, কপ, পট পটাপট ;
অবশেষে বনবাসে নির্ব্বাসিল শালা
বিশালাক্ষ লক্ষপতি পক্ষবান্ রামে
নিক্ষেপিয়া হুগলীর গঙ্গার ঘাটেতে,
মড়া যথা মড়াপোড়া ঘাটে !
সাপটে দাপটে পেট ফাটে,
হাঁড়ী যথা ফটাফট কয়লার উনানে !
পেটভরা শোক মোর গজগজি' গজে,
নীল যেন গাঁজে নীলকর !
এ পেটে হেঁটিতে নারি,
ভুঁড়ীবতী নারী আমি তায়,
হায় হায়, রামের মহিষী আমি,
স্বামী মোর ভকত-গোস্বামী জগৎ-ভূস্বামী
খুব দামী রামচন্দ্র গোগ্রাসিত আজ
চরাচর নিশাচর মারীচের মুখে,
লঙ্কামরিচের মুখে যেন রে রসনা
পশিয়া হাপুসি হুসি থালি ঢালে লাল।
যু।—(সরোষে) ভাল জ্বালা—কি জঞ্জাল !
কি ক্ষতি তোমার তায়, মূঢ়ে !
অনূঢ়ে ! প্রৌঢ়ে ! উঢ়ে ! মেড়ী ! মড়ীপুড়ী ?
রা।—(সরোষে গর্জ্জিয়া)
কি বলিলি, ভ্রাতৃহারী ?
কি ক্ষতি আমার তায় ?
পুনরপি কহ রে স্বরূপ, রে কুরূপ !
ভরত লইল রাজ্যপাট,
লোপাট করিবি সীতা তুই।
রাধামণি-সীতা-চোর ওরে যুগো দাগা,
ধিক্ তোরে, ধনী কাপ্তেনের হাড়কাট !
যু।—(স্বকর্ণে হস্ত দিয়া ও জিহ্বা দংশিয়া)
রাম রাম—হা রাম হা রাম !
হারাম আমারে তুমি, দেবি !
নিমকহারামী নহি আমি,
হে রামী—হে রাধামণি—'জগৎ-জননী' !

গুরুপত্নী সমা তোমা ভাবি'
ভেপে উঠি ভব-ভাব-ভাপে।
ওগো অয়ি নিমাইএর পলাতকা মাগী !
জগতের দাদনিয়া নবীনা নাগরি !
ভারি দুঃখু দিলি মোরে, সতি,
হেন বাণী দানি' মোর কানে !
ছি ছি, কি লজ্জার কথা,
লতা সে বিছুতী যথা
মারে পরে নিজ পরশনে,
তব বাক্য-ঝাঁটা-কাঁটা ফুটিল দাপটে
গালিখাওয়া কাটা কানে মোর
তেমতি। হা সতি ! আমি নাককানকাটা !
রা।—দূর্ দূর—সীতাভোগচোর !
দিব গোর, কৈলে বাড়াবাড়ী।
যু।—ফের, বেটী ! সেই কথা, লক্ষ্মীছাড়ী রাঁড়ী !
চুরুক্ রাবণে তোরে ! যাই আমি বাড়ী।
[বেগে প্রস্থান।
রা।—(শশব্যস্তে) আরে আরে, দেবর লক্ষ্মণ !
রে গোবর-বীরবর-নটবর-বরা !
কোথা গেলি মোরে ফেলি', বাছা !
কাঙ্গালিনী জঙ্গলিনী মলিনী নলিনী
কাঁদি আমি এ জঙ্গলে হাঁকালি পাঁকালি !
কাঁকালি ডুবিল শঙ্কা-চোরা-বালি-তলে !
রঘুরাজে বলিস্ বলিস্—
"মরিল জানকী তব দাদা !"
ইস্—ইস্—গেনু যে রে বাবা !
হায় হায়, জান্ যায়,
কোথা রাম ! কোথা রে লক্ষ্মণ !
ঘেরিল ঘোরালা ঘূর্ণী,
দাঁড়াইতে মেদিনী কম্পিত,
কাজে কাজে লুটিব এখনি
ছক্কড় গাড়ীর ঘোঁড়া রাস্তার ধূলায়
লটপটি লোটে যথা—তথা।
ঘাসবনে এই দিনু ঝাঁপ—ঝপাং !
(ভূতলে পতন)
বেগে যুগল ভাদুড়ীর পুনঃপ্রবেশ।
যুগল।—এ কি, মূর্চ্ছা বাই !—ওঁ—ওঁ—ওঁ !
রা।—(ভূতলে পতিত থাকিয়া) গোঁ গোঁ গোঁ !
যু।—হায় হায়, একি কর্ম্মভোগ—মৃগী রোগ ?
হা মৃগী মৃগেল-বালা মৃগেন্দ্র-নয়নি,
উঠ ধনী হে ধানভানুনি ধনুধরা,
ঘাসভরা ধরা খানা ধরাধরি করি'।
এ কি দৃষ্টি ভয়ঙ্করী ! সুদৃষ্টি কুদৃষ্টি

মেশামিশি হাঁসা চোকে! না পড়ে পলক!
চাহে বামা মোর পানে,
কি চাহে না বুঝি! আমি অবুঝ সংসারে।
উঠ দেবি! চাবিকাটী-অঞ্চল-বন্ধিনি,
ভাপ্‌নাগন্ধিনি জীবজীবনগ্রাসিনি!
ধরাধণি ছাড় ত্বরা ধরা।
উল্কী-ভেল্কী-পরা, ধীরে!
আমার মুণ্ডের কিরে,
জাগ' জাগ' জগদম্বা রম্ভা!
হাম্বা নাদে কত বা নাদিব
মাকৃড়ী-ফুঁড়িত কর্ণে তোর?
কর জোর সজোরে রঞ্জিনি,
মিশি-বিরঞ্জিত দন্তপাটা,
নিমে ছুতোরের নিমতলা,
ঢক্কানাদা খাঁদামণি,
মোর মত জগৎগ্রাসিনি,
ত্রিলোকত্রাসিনি!—জাগ জাগ।

রা।—ভক্ত রে, অশক্ত-শক্তি আজ,
পুণ্যকাজ কর ভক্তিভরে,
কেন না, বিরক্ত নহ তুমি
বাপান্ত পিতান্ত পর্য্যন্ততে।
গুরু ভারে ভারি ভারি আমি,
উড়ে ভারী জলভারে যথা কোঁৎ পাড়ে।
তোল মোরে, লক্ষ্মণ ধানুকী!
কম্‌ বেশ ক'ব কি,—
নহে মরে ভ্রাতৃবধূ তব।
ধর্‌ জোরে হাত মোর।

(হস্ত প্রসারণ)

যু।—(হস্ত ধরিয়া স্থির করিয়া সবলে)
মারেজ্জুয়ান্‌ হেঁইয়াঁ—
উঠে পড় ভাই!—

রা।—(ভূতলে পড়িয়া থাকিয়া) হেঁইয়াঁ।

যু।—বাবা রে বাবা!—

রা।—হেঁইয়াঁ!

যু।—দম্‌ বেদম্‌!—

রা।—গুঁইয়াঁ।

যু।—(বিকৃত মুখে) ওঠে ওঠে—ওঠে—ওঁ—ঠে!
(হাঁফাইয়া) বাপ! আমার কম্ম নয়।
(স্বগত) বেটী কি ভারি,
যেন জাহাজ মানোয়ারি!
গর্ভিণী কি?—ধর্ম্ম জানে।
কিন্তু মাগী খুব নিরেট বটে,
আমার মত ফাঁপা নয়।
এমন নারী তুল্‌তে নারি,
লজ্জা ভারি মনে হয়।
যা' থাকে কপালে আমার—
আজ ইস্‌পার কি ওস্‌পার,
নে যাই হিঁচড়ে টেনে,
জয় মা জোরের জয়।

(তদ্রূপ করণ)

রা।—ওরে যুগ্‌লো—দাঁড়া—বাবা!
উঃ—ছিঁড়ে গেলো পিঠ!

যু।—মিছে ফ্যাচাং করিস্‌নে আর।
ফের যদি চেঁচা'বি—মার্‌বো এক ইঁট।

[রাধামণিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হুগলী—ভাগীরথী-তট।

বেগে মাধুরীর প্রবেশ।

মা।—(সভয়ে) ওমা ওমা! ওই বুঝি এলো!
বাবা কম্‌নে গেলো?
(উচ্চৈঃস্বরে) বাবা!—ও বাবা!

বেগে সাধন ঘোষের প্রবেশ।

সা।—কি মা, কি মা?

মা।—বাবা! টাকার পুঁটলী!

(রোদন)

সা।—ওমা কি কোল্লি?—কোথা ফেল্লি?

(রোদন)

মা।—জমীদার বাবুকে ভূতে পেয়েচে,
আমি টাকা দিতে গেনু যেম্নি,
সে আমায় তেড়ে এলো অম্নি,
আর টাকার পুঁট্‌লী—

সা।—আঁ্যা ভূতে নিয়েচে?
দেখ্‌বো আমি কেমন ভূত?
চাঁদ্‌ হাজ্‌রার সাগ্‌রেদ্‌ আমি,
ভাগাই ভূত মোন্তোরের চোটে,
তা'তেও যদি না ছাড়ে,
লাগাই লাঠীর গুঁতো,
ঠন্‌ঠনের জুতো!
কে এমন ভূত দুনিয়ায়
সাধন ঘোষকে ঠকিয়ে যায়?
বাবা, সাধনের হালচষা টাকা
কুকুরের পেটের ঘি!

মা।—বাবা! এখন্‌ কোর্‌বি কি?

সা।—"ভূত আমার পুত—শাঁখচুন্নী আমার ঝী।"

মা।—মোন্তোর?

সা।—ফুস্!
মা।—বাবা গো!
সা।—বেশ।
(কিয়দ্দুর গিয়া) ভূতুড়ে বাবু এখন্ কোথা?
মা।—বৈঠোকে,
নিজের পেটে মাথা ঠোকে।
সা।—ফুস্ মোন্তোর—ধূলো চোকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বোদে ও নিমাইচরণের প্রবেশ।

নি।—বোলিস্ কি, বোদে?
বো।—মাইরি, দাদা!
নি।—আচ্ছা, উল্কীপরা নাকটা একটু বাঁকা?
বো।—ঠোঁট ছুটোও বেশ মোটা।
নি।—অ্যাঁ, ঠিক্ যে রে!
আচ্ছা, গায়ের রঙ্?
বো।—চিঁড়ের টেক্কা!
নি।—চলনখানা?
বো।—পচ্ছিমে একা!
নি।—আচ্ছা, বাঁ পা?
বো।—গোদের ওপর বেঁজীর ছা।
নি।—কপাল?
বো।—উঁচু!
নি।—দাড়ী?
বো।—নীচু।
নি।—চাউনি?
বো।—আগু পিছু।
নি।—তা' বই আর কিছু?
বো।—আড়!
নি—এই ম'রেচে নিমে ষাঁড়!

(ভূতলে পতন)

বো।—সত্যিই কি মূচ্ছো গেলি?
নি।—উঁহুঁ—এখনো যাইনি।
বো।—তবে কি?
নি।—এটা মূচ্ছোর বউনি!
বো।—তবে এইবার যা—
নাম তা'র নিমের মাগ রাধামনি!
নি।—ওমা ওমা! হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ—
হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ!

(চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন)

বো।—মেলা-ইয়ার জ্বর না কি রে?
নি।—উঁহুঁ, বাবা!
মেলা-ইয়ার তোর বাবু শালার!
এ আমার—

বো।—কি?
নি।—ডাক্তোরের কালোফ্যান্;
দেখ্‌চিস্‌নে নাইকো জ্ঞান?
বো।—রোস্! তবে দাঁড়া, কাটি ফোঁড়া!
নি।—(সলম্ফে উত্থিত হইয়া)
এই দেখ্—আর্‌বী ঘোঁড়া।

[বেগে পলায়ন।

বো।—আমি ভি যাতাঃ খাড়া রও থোড়া।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হুগলী—জগৎ চৌধুরীর বাগান।

কৃষ্ণ সাজিয়া জগৎ চৌধুরীর প্রবেশ।

জ।—(বাঁশী বাজাইয়া নানাস্বরে গীত)
ফুকারি ফুকারি, ডুকারি ডুকারি,
হাঁকারি তোহারে প্যারি!
ঘূরত চূরত, হাঁসত কাঁদত,
হাঁচত নাচত ভারি।
গহেড়া বাথড়ে প্রেমকে ভুঁক,
ধড়ফড়-বারুদে ফাটল বুক,
আও আও—তূ—তূ—ভোঁ পোঁ ভোম্—
হর হর হর হর—বোম্ বোম্ বোম্!

রাধিকা সাজিয়া রাধামণির প্রবেশ।

রা।—কাহে ফুকারসি তোম্?
জ।—ঢাকাই কাপড়ে বেঁধেছি ধড়া,
চাদরে বেঁধেছি মোহন চূড়া,
ভুলা'তে তোরে!
রা।—মশারি ছিঁড়িয়ে ঘাগ্‌রা পোরেছি,
বালিশের খোলে ওড়না কোরেছি,
ঝঁটা'তে তোরে!
জ।—ওয়াচের চেন্ গলে বনমালা।
রা।—আমারো কি নেই?—এই দেখ্ শালা!
ভিজে মটরের মুক্তোমালা।
জ।—রাধে—বৃষভানু-বাছুরি!
রা।—কি হে কেষ্ট—রাখাল-চৌধুরী?
জ।—উঁহুঁ—মাখাল চৌধুরী!
রা।—তাই সই!

জ।—ওলো সই, রাধামণি কোথা ?
রা।—ছেড়ে দাও ছেঁড়া কাঁথা,
চোকের কোণে দাঁড়িয়ে রাধা,
তবুও তোমার লাগ্‌চে ধাঁধা ?
জ।—প্রেমের ঠুলিতে চোক যে বাঁধা !
রা।—(চোকে হাত বুলাইয়া)
ফুস্ মোন্তোর—ঘুচ্‌লো ধাঁধা।
(সভঙ্গী দণ্ডায়মানা।)
জ।—(বিস্ফারিত নেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে)
আ—হা ! মরি মরি,
কিরূপ কুরূপ-মাধুরী রে।
যেন হিঙ দেওয়া কাবুলিয়া মেওয়া
সন্তাদরের খাস্তা কচুরী রে !
চোক্ ঘুড়িয়ে যা ! জিব যুড়িয়ে যা !
খা' শালারা পেট ভোরে খা'
কালো গায়ের চোঁয়া খিচুড়ী রে !
কিবা অপরূপ হাম পেখনু আজি,
জগত আঁধার করি' কালো আলো খেলে !
বক্র চক্র তুলি' ফোঁসই ফোঁসই,
হাঁসই হাঁসই কেউটী দোলে !
গঞ্জন লোচনে ঢলে বিষধারা,
ব্যারোমিটারের চোঙে যেন কাঁচা পারা,
এক—দুই—তিন—চার
এক শো ডিগ্রী হোলো পার !
পুড়ে ম'নু—পুড়ে ম'নু—বাপ !
পীরিতির বিষের কি তাপ !
সন্দিগর্মি লাগে দফা দফা,
ফোঁপরা প্রাণের ফাঁপা হাড় রফা !
বাঁচাও বাঁচাও—চোক বুজে চাও,
নয় এই খাও !—ধড়াস্ !
(রাধামণির পদতলে পতন)
রা—কালাচাঁদ ! এ নহে পীরিতি ছাঁদ,
প্রেমের সাগরে, এ যে হে নাগর !
ডাগর ভেড়ার বাঁধ !
জ।—হায় হায় হায়, বিদেশী সিকায়
শেখোনি কি লাথি মারা ?
মারো এক লাথি, ফেটে পল্‌কা ছাতি,
ছুটিবে পীরিতি-ধারা।
রা।—মাইরি রসো। তা' বৈকি,
লাথি মারা অম্নি কি না ?
গোদা পায়ের আল্‌তা আমার
মুছে যা'বে, তা, জান না ?
জ।—অ্যাঁ, বলিস্ কি ?
আল্‌তা-লেপা গোদা পা ?
তবে আমার মাথা খা—মাথা খা—
"মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"
রা।—হাঁ কর—ঢালি রম্।
জ।—হাঁ কেন ? আমি তো মুখসি বলিনি,
বোলেচি—শিরসি।
রা।—প্রেমচাঁদ, কথার ফাঁদ আর ফেঁদো না,
আমি হে রূপসী, চিরুণী আরসী,
চুল বাঁধা দড়ী চিনি দিবানিশি,
জানিনি তোমার মুখসি—শিরসি।
জ।—আচ্ছা, দড়ী আর কলসী।
রা।— (গীত)
লাখ লাখ ধিক্ থাকুক তোরে,
আগুন লাগুক পোড়ার মুখে।
পাজী ছুঁচো, কুঁচলে, কেঁচো,
পেট ফুঁড়ে মর্ বোতল ফুটে।
চরিয়ে গরু, নিজেও গরু,
হ'য়েছিস রে নগ্‌দা মুটে।
জ।—(বাধা দিয়া)
খানিক দে তোর প্রেমের গোবর,
বেচ্‌বো ঝাঁকায় ভোরে ঘুঁটে।
রাধা-প্রেমের আমি নগদা মুটে।
রা।—রে রে রাখালিয়া ! প্রেমকে কাঁটা !
ভাঙ্গব বিষদাঁত, মার্‌ব ঝাঁটা !
চরণ কমল মোরি দে ছোড়ি উল্লু !
না হের্‌ব চূড়া তোরা, ঘর ফিরি চল্লুঁ।
(কিয়দ্দূর গমন)
জ।—(সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্রে করযোড়ে)
কাহে কাহে হে হে নাগরি,
ভাঙসি প্রেম-গুড়কে নাগরী ?
গিরল সব্ গুড়, আ—হা—হা !
ভাগ মৎ ;—সরবৎ গুড়কে খা।
(মুখের নিকট বোতল ধারণ)
রা।—(মুখ ব্যাদান করিয়া) হাঁ।
জ।—(সাশ্চর্য্যে) ও মা !
রা।—অ্যাঁ।—হোলো কি ?
জ।—হুব্‌কী !—
রা।—কি পামর ?—হুব্‌কী ?
তবে এই মারি ডুব্‌কী।
(ঘোমটা দিয়া উপবেশন)
জ।—হায় একি হলো, ভরা ডুবে গেলো,
মাঝ গাঙ ছেড়ে ঘাটে !
ঘোমটা খুলিয়া, চা' চোক তুলিয়া,
নৈলে শোকে পেট ফাটে !

রা।—ফাট্‌লেই বা!
জ।—বাবা! (পদধারণ)
রা।—যা যা, শালা, যা!
(পদাঘাতে ভূতলে নিক্ষেপ)
জ।—(ভূতলে পড়িয়া) রাধে!
রা।—চটি কি সাধে?
জ।—তবে, কি বোল্‌বো, ধনী?
রা।—চতুরাণী।
জ।—অঁ্যা,—চতুরাননী?
রা।—দূর অঁাটকুড়ীর ব্যাটা!
চড়ুইভাতির পাঁটা!
রসিকতা জানিস্‌নি,
মিছে ভড়ং করিস্‌নি,
ইস্কুলে গিয়ে, ব'য়ের পানে চেয়ে,
আগেহ খুব পোক্তা,
তা'র পর বুঝ্‌বি
প্রেম মতিহারী কি হিঙ্‌লী দোক্তা।
জ।—তুমি বই কে শিখা'বে মোরে
প্রেমশিক্ষা—প্রেমদীক্ষা—প্রেমভিক্ষা, দেবি,
জানানা মিশনে যথা বিবি বা খৃষ্টানী
শিক্ষয়িত্রী, ঘরে ঘরে পদধূলি দিয়া
মেয়েদের অফুটন্ত বদন-ব্যাদানে
কোটায় ফুটন্ত বুলী—যতনে শিখায়
উলবোনা—ঢং নানা—শেষে কচি কানে
বৈশবী অমৃত ঢালি' চোকে দিয়া ধূলি,
ভুলা'য়ে ভুলুয়া মন, গির্জ্জার ভিতরে
গ্যাস কিংবা তেল কিংবা বাতির আলোকে
সত্যালোক-শল্‌তে জ্বালি' দু'চার মিনিটে
ইহলোক পরলোক আলোকিত করে
উভয়ের; সেইরূপ তুমিও আমারে,—
জগদ্ধাত্রি, শিক্ষয়িত্রি, গায়ত্রি, সাবিত্রি!
রসশিক্ষা, প্রেম-উল্‌ বুনিবার শিক্ষা
শিখাও শিখাও, সখি! শিখি বা না শিখি,
কিন্তু আমি একদমে গাড়ী, বাড়ী, ঘোড়া,
বাবা, খুড়া, মামা, মামী, পিসী, মাসী রাশি
স্বোয়ামী—শ্রীবিষ্ণু!—বৌ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া
প্রেমের গির্জ্জায় তব, হইব সন্ন্যাসী।
নিজগুণে পোক্তা করি' প্রেমদোক্তা মোরে
শুঁকায়ে সুভোক্তা কর, মুক্তি-মুক্তা-মালে
বড়ই কম্বক্তা আমি, সুবক্তা আমারে
কর গো করালবক্তে! প্রেমের বক্তৃতা
ছড়াইব কানে কানে, কানে পাক দিয়া,
যেমতি ছড়ায় ভিস্তী মশকের জল
ছড়াছড় রাজপথে পড়াপড় নাদে।

রা।—শোন্‌ তবে, পিঠ পাত,
উপুড় হোয়ে কর্ যোড়হাত,
এই এক—দুই—তিন ঘা! (ঝাঁটা প্রহার)
জ।—বস্‌! গজের কিস্তী মাত!
রা।—এইবার ফাও! (ঝাঁটা উত্তোলন)
জ।—না বাবা!
ত্বংহি ব্রহ্ম, ত্বংহি বিষ্ণু, ত্বংহি ঝণ্টাস্বরূপিণী।
মাং প্রসীদ ভগমাতা ঝাঁটা-কাঁটা-ফুটায়নি॥
রা।—প্রসন্ন, প্রসন্নময়ী তোরে,
বরং বৃণু, কামধেনু আমি।
জ।—যদি মা, প্রসন্ন মোরে আজি,
এই বর দাও দয়া করি'—
মোর মত যেই সাধু পরনারীচোরা,
তা'রো পিঠে পড়ে যেন ঝাঁটা—মুড়ো ঝাঁটা
এক—দুই—তিন ঘা—সপাসপ্‌ রবে!
হে মাষ্টার্নি! ঝাঁটারূপ পিটসাঁটা বেতে
বেত্রায়িত হ'য়ে যেন প্রেম-শিক্ষা তা'র
বিধিমতে হয়, হেন প্রেমের ইস্কুলে!
রা।—তথাস্তু!

বেগে নিমাইচরণের প্রবেশ।

নি।—পেয়েচি পেয়েচি পেয়েচি,
ধর্ম্মের কল হাওয়ায় নড়ে,
আর কোথায় তুই যা'বি উড়ে?
আমায় ছেড়ে
এলি তেড়ে জমাদীরের কাছে,
আজ তোরি এক দিন
কি আমারি এক দিন,
দেখি তোর কোন্‌ বাবা আছে?
রা।—আয়ানের হাতে বুঝি মরি! বাঁচাও হরি!
জ।—সাবধান দুষ্ট দুরাচার!
নি।—চোপ্‌ রও পাজী জমাদার।
যা'র ধন তা'র ধন নয়,
নেপোয় মারে দই,—না?
পরের ভাতে বেগুন্‌-পোড়া—না?
জ।—হাঁ!
নি।—তবে রে চোর! দেখা জোর,
মুগুর মেরে, ফেল্‌বো সেরে,
নয় আমার মাগ ফিরে দে রে!
জ।—প্রাণ দেবো তো মান দেবো না,
আমার মানময়ী রাধা,
না মানি বাধা।
আয়ান মামা, পালা শালা!
নি।—তা' হোলে মামীকে নিয়ে কোর্‌বি খেলা?
খেল্‌ তবে ভৈরব রবে—

রা।—ওমা ওমা, কি হবে।
না মার কৃষ্ণেরে মোর,
পায়ে ধরি তোর, ও প্রাণের আয়ান!
বরঞ্চ বিধবা কর মোরে,
তা'ও সহ্য হ'বে;
কালাচাঁদে মেরো না মেরো না,
প্রাণে নাহি স'বে;
কৃষ্ণহারা হ'বে রাধামণি,
গুণমণি! পরিহর, রোষ,
নিও না হে দোষ,
দুরন্ত অবুঝ নারী আমি,
তুমি মোর শান্ত দান্ত স্বামী,
ক্ষান্ত হও, পান্তাভাতমারা!
নি।—কেনো মোরে কৈলি জ্যান্তে মরা,
ওরে কৃষ্ণকুঞ্জবিলাসিনী রাই?
আর রক্ষা নাই,
এক গাড়ে গাড়িব দু'জনে।
কাঠ কেটে দোরস্ত দু'হাত,
করিব নিপাত এক ঘায়!
ইহলোক ছেড়ে, আস্‌মান্ ফুঁড়ে,
গিয়ে যমের বাড়ী,
হারামজাদী রাঁড়ী,
ভাগ্‌নে সনে কর্'গে প্রেমের খেলা!
তবু আমি না কো ভাগের শালা।
জ।—আচ্ছা তুই রাধামণির শালা!
নি।—বড় কড়া চড়া বাৎ,
নেই শুনে গা আর।
আজ তেরা কি মেরা.
আজ ইস্‌পার কি উস্‌পার।
যুদ্ধং দেহি।
জ।—Very well, হাম ডর্‌তা নেহি।
নিক্তির ওজনে লড়িব দু'জনে,
কে জানে, কে হারে জেতে;
ধর্ম্ম সাক্ষী—তুমি রাধা,
ও পদে নমিয়া বাধা ঘুচুক্ আমার;
নিতান্তই মরি যদি,
তবে আমায় ভব-নদী কোরে দিও পার
মড়া দেহে খাড়া হোয়ে, প্রেয়সি আমার!
সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই,
আজ মোরা জগৎ নিমাই,
রাধামণি—তিলোত্তমা।
দেখি আজ কা'র ভাগ্যে তুমি,
দেখি আজ কা'র ভাগ্যে যম,
বোম্, বোম্, বোম্।

আয় নিমে মামা!
নি।—(রাধামণির প্রতি)
দেখ্ মাগী! তবে লাগি,
কৃষ্ণহারা করিব হুগলি।
জয় মা কালী!
(উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ)
রা।—থাম্ থাম্।
মুছে দি মুখের ঘাম।
নি।—দুম্ দাম্।
(পরস্পর মুষ্টিপ্রহার)
রাধা।—শিব-রামে এ কি ঘোর রণ,
আ-মরণ আ-মরণ!
স্বামী মোর করে জোর,
মারে চড় চড়াচড়,
কৃষ্ণ করে ধড়ফড়!
হাড় করে মড় মড়,
ভাঙে যেন বাঁশ ঘুণ-খেকো,
মুখে উঠে ফেঁকো,
আজ বুঝি হারাই হারাই,
মরিল কানাই,
এ কি রে বালাই!
দাঁড়া রে বলাই!
আর কাজ নাই,
ছেড়ে দে লড়াই।
নি।—চুপ রও, বড়াই!
দুম দাম ধাঁই!
জ।—বাপ রে বাপ—যাই,
আঁই আঁই আঁই, প্রাণ আই ঢাই,
রক্ষা কর, রাই!
ছেড়ে দে নিমাই!
বল্, বল্ ভাই!
কত টাকা চাই?
নি।—চাই তোর মদ খাওয়া প্রাণ।
জ।—না বাবা! না মামা! দে রে পরিত্রাণ।
প্রাণ ছাড়া যা' চা'বি,
তাই পা'বি,—এই নে চাবি।
নি।—আরো খা খাবি।
(পুনঃপ্রহার)
জ।—(সকাতরে) কোথা আদ্যাশক্তি রাধা,
বাঁচাও অধীন ভক্তে আজ;
ভক্তভুক্ত বাঙ্গালি শরীরে
শক্তি দান কর ঝট্ করি',
নহে মরি বেখোড়ে পড়িয়া,
যায় বা উড়িয়া প্রাণ-পেঁচা মোর

চোকবোজা অন্ধকারে।
রগে কিল মেরেছে বিষম,
সমেদম হনু,
ভেঙে গেছে বুকের পাঁজর,
ঝর ঝর জল ঝরে চোকে,
রক্ত উঠে মুখে,
ফিঁক্ ব্যথা বুকে,
লুটে পড়ি ধুঁকে ভূমিতলে;
নে মা কোলে তুলে,
ও বাবা! ও মা!

রা।—মা ভৈ মা ভৈ,
হেরো এই হৈনু রাধাকালী।
(বামহস্তে নিমাইচরণের কেশধারণ করিয়া
ও দক্ষিণ হস্তে ঝাঁটা তুলিয়া, জিহ্বা
বাহির করিয়া কালীমূর্ত্তিতে
দণ্ডায়মানা)

নি।—ত্রাহি ত্রাহি—পাহি পাহি,
ছাড় চুল, দাও কূল, কুলকলঙ্কিনি!
উহু উহু—গেনু গেনু—
খুলিল মাথার খুলি বুঝি!
পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও দাসে!

য।—(করযোড়ে)
জয় জয় রাধাকালি! স্বামিমুণ্ডদণ্ডিনি!
জয় ঝণ্টখড়্গাধরা, জগত্তয়খণ্ডিনি!
(প্রণাম)

সুবল বসু ও যুগল ভাদুড়ীর প্রবেশ।

সু।—লক লক ঢক ঢক পক্কাপক্ক বসনা॥
জগদক্কা ঢোলঢক্কা টোকা ফোক্কা রসনা।
(প্রণাম)

যু।—জয় তারা হাণ্ডীসরা-ভরা সুরাপায়িনি।
রাধা-কালী হাড়কালী গালাগালিদায়িনি॥
(প্রণাম)

রা।—বড় তুষ্ট তো দু'টোর প্রতি,
পিঠ পাত, করি আশীর্ব্বাদ।

সু ও যু।—(তদ্রূপ করণ)

রা।—(ঝাঁটা মারিতে মারিতে)
এক দুই তিন ঘা,
যেথা ইচ্ছে সেথা যা!
এম্নি কোরে পিঠে ..!

যু।—বস্ বস্ আর না।
পিঠ গেলো—ওমা!

নি।—ও বৌ চুল ছাড়।

রা।—আগে ভাঙুক ঘাড়ের হাড়।

নি।—বাপ্‌রে বাপ্, যেন ঢেঁকির পাড়।
আজ থেকে থুড়ি থাক,
খতে কান—খতে নাক,
কোন্ শালা আর করবে বিয়ে,
নিত্তুই যদি বিয়ে কোত্তে হয়,
তবে আর মেয়েমানুষের সঙ্গে নয়।
মেয়েমানুষ বড্ড কু,
বিয়ে করার বাপের মুখে গু!

লগুড় হস্তে বেগে সাধন ঘোষ ও
মাধুরীর প্রবেশ।

সা।—ফুস্ মোন্তোর ফুস্, ভূত হোক তুঁষ,
বেঁহুস্ ঘুচুক, আসুক হুঁস্!
ও মাধুরি, ভূত কই?

মা।—ঐ বাবা, ঐ ঐ।

সা।—ও মাধুরি, তোর ভুল,
ও তো ভূত নয়,—পেত্নী।
চাটুর্য্যেকে পেয়েছে,—না?

মা।—বোধ হয় তেম্নি।

সা।—তবে এই ফুস্ মোন্তোর লাগ লাগ,
বাঁশের লাঠি কেঁদো বাঘ,
ভাগ বেটী ভাগ ভাগ।
(রাধামণিকে প্রহার)

রা।—বাবা রে, মা রে, গেনু রে, মনু রে!
(ইতস্ততঃ ধাবন)

নি।—মার শালীকে মার মার,
বাঁশের ঠেঙায় ঠেঙিয়ে সার।
ভাসিয়ে কর গঙ্গাপার।

সা।—ও নিমে, তুইও হেথা?

নি।—পেত্নী বেটীর ভাঙ্‌না মাথা?

সা।—এ পেত্নীটে কে?

নি।—আর কে!

সা।—বলিস্ কি,
ঘরের পেত্নী পরের ঘরে!
এই নে ঠেঙা, লাগা গুঁতো,
লাথির চোটে মার্ বিশ জুতো!
(উভয়ে মিলিয়া প্রহার)

রা।—ঘাট হোয়েচে, দোহাই ধম্ম,
কোর্‌বো না আর এমন কম্ম!

সা।—ফুস্ মোন্তোর বল বেটী,
কোল্লি কেন নিমের মাটী!

রা।—আমার দোষ কি?
আমি ভাল মানুসের ঝী।
আমায় ফুঁসিয়ে ফাঁসিয়ে,

হাতে টাকা দে হাঁসিয়ে,
এনেছে আমায় এই তিন ব্যাটা।
সা।—বটে বটে ; দে ঝাঁটা দে ঝাঁটা,
ঝাঁটা-খাঁড়ায় কাটি তিন পাঁটা!
শালারা গরিব লোকের মেয়ে ছেলে
বাগে পেলে বাঘের গালে পুরে ফেলে।
শালারা বড় তালকাণা,
নিজের মাগ পরের সঙ্গে
লুকিয়ে কাল কাটায় রঙ্গে,
তা' দেক্তে পায় না।
এদিকে পরের মাগ দেখ্‌লে জিবে সরে জল;
জিবের জল পেটে যাক,
এই যেমন কম্ম, তেম্নি প্রতিফল।
(জগৎ চৌধুরী, সুবল বসু ও যুগল ভাদুড়ীকে
সাধন ও নিমাইচরণের প্রহার)
জ।—ও বোদে, ও বোদে, দৌড়ে আয়,
প্রাণ যায়, মান যায়, হায় হায়!
ও সুবল! ও যুগল! গেলুম যে!—
সু ও যু।—আমরাও বাবা!
বেগে বোদের প্রবেশ।
বো।—ও বাবা! এ কি!
পোড়েছে তিনটে ঢেঁকি!
মা।—ও বাবা, ও বাবা! এই ছোঁড়া
আমায় গাল দিয়েছে বড় কড়া।
সা।—কে কে? এইটে?
ওরে পাজী, ছাগলছানা,
তুই এমন তালকাণা!
মাস্তুতো বোন্‌কে খিস্তি,
যেমন মশক, তেম্নি ভিস্তি,
যেমন বাবু, তেম্নি চাকর,
যেমন গুরু, তেম্নি চেলা,
আয় শালার বেটা পাতফেলা!
(প্রহার)
বো।—বাবা রে, বাবা রে!
[পলায়ন।
সা।—নিমে, তোর মাগকে ফের নিবি?
নি।—সাহেব হোলে নিতুম এ বিবি!
সা।—তবে কি কোর্‌বি?
নি।—তুই একবার ধোরবি?
সা।—কা'কে?
নি।—জগৎ, সুবল, যুগলের মাকে।
রাম রাম রাধে রাধে!
[পলায়ন।
সু।—মহাভারত—মহাভারত!
[পলায়ন।
যু।—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
[পলায়ন।
নি।—জেনে শুনে খেলে গু,
কি লাভ শেষে সিট্‌কে মু?
সা।—কুকাজ করিলে পরে এই দশা হয়।
সাবধান সাবধান মনে যেন রয়॥
নি।—ও শালারাও যা' এ শালীও তা'
ধম্মকথা শুন্‌বে না—শুন্‌বে না।
ও তিন ব্যাটা ডাল পালা,
এ বেটী গোড়া।
সা।—তবে মড়াপোড়ার ঘাটে নিয়ে,
এ বেটীকে জ্যান্ত পোড়া।
রা।—দোহাই দোহাই, এবার মাপ কর।
নি।—মাপ কোর্‌ব যদি না মর!
অগ্নিকুণ্ডে দিয়ে ঝাঁপ
যদি বাঁচিস্ তবেই মাপ!
রা।—তবেই হয়েচে, বাপ রে বাপ!
নি।—রাখ তোর কাপ,
পাপ কি হয় গাপ?
[কেশাকর্ষণে রাধামণিকে লইয়া
নিমাই ও সাধনের প্রস্থান।
মা।—ধম্মের কল হাওয়ায় নড়ে,
পাপ কম্ম ধরা পড়ে
পাপ ক'ল্লে ভুগ্‌তে হয়,
সবার যেন মনে রয়।
মেয়ে হ'য়ে জন্মেচি,
মেয়ের মত র'য়েচি।
এয়িতর বরাবর থাকি যেন আমি,
নৈলে
ইহকালে পরকালে হ'ব নরকগামী।
মা দুর্গা পরম সতী,
ভাল রাখ মোর মনের গতি।
[প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ গোপাল।

(প্রহসন)

[একাঙ্কাঙ্গ]

"Rosy Bacchus, give me wine ;
Happiness is only thine."

CHATTERTON.

"ভোলারে ভুল না মাতা এই ভিক্ষা চাই।"

দীনবন্ধু মিত্র।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
হরলাল ঘোষাল
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
জহরলাল পণ্ডিত
} চারি জন ইয়ার।

তিলোত্তমা ... ... অবিদ্যা।

পুলিষ-ইন্‌স্পেক্‌টার, পাহারাওয়ালা, দাঁড়ী, মাঝি, কয়েক জন স্ত্রীলোক, একজন বাউল ও এক জন দর্শক।

সংযোগস্থল—মাহেশ, বল্লভপুরের গঙ্গাগর্ভ ও গঙ্গাতট।

[স্থান—মাহেশ, বল্লভপুর—গঙ্গাতট।
সময়—রবিবার, প্রাতঃকাল।]

গঙ্গাগর্ভে একখানি তরণী—তদুপরি নন্দলাল, হরলাল, বিধুভূষণ, তিলোত্তমা, এক জন মাঝি ও দুই জন দাঁড়ী উপবিষ্ট।

(নেপথ্যে এক এক বার কোলাহল-শব্দ)

নন্দ।—(তিলোত্তমার পৃষ্ঠে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে)—

আমি তোমার, তুমি আমার
প্রাণের প্রাণ, ও মন্‌মোহিনি!
তুমিই শুধু, আমার বঁধু,
বোকা মনের আনন্দদায়িনি।
সকাল সকাল দ্বাদশ গোপাল
তোমায় ল'য়ে দেখ্‌বো ব'লে,
শাল্‌গেরামের পৈতে চুরি
কাল্ ক'রেচি সন্ধ্যেকালে।
তিরিশ টাকায় বিকিয়ে গেচে,
তোমার তরে এ কাজ করা;
ডজন্ ডজন্ সুরেশ্বরী
এই এনেচি বাক্সভরা।

(হাস্য)

হর।—(তিলোত্তমার চিবুক স্পর্শ করিয়া সাহ্লাদে)—

পা-পা-পা-প্রাণপ্রেয়সি!
মু-মু-মু-মুচ্‌কি হাসি

হা-হা-হা-হাস না, ভাই,
এ এ-এ-একটি বার';
তো-তো-তো-তোমার তরে,
মা-মা-মা-মাগ্‌কে মেরে,
এ-এ-এ-এই এনেছি
ক-ক-ক-কণ্ঠহার।
ম-ম-ম-মদ্ ফুরুলে,
আ-আ-আ-আধামূলে,
মা-মা-মা-মামার কাছে
বে-বে-বে-বেচ্‌বো এরে;
আ-আ-আ-আবার কোসে,
গে-গে-গে-গেলাম ঠুসে,
ঢা-ঢা-ঢা-ঢাল্‌বো সুরা
গ গ-গ-গলা চিরে।

বিধু।—(তিলোত্তমার সম্মুখে করযোড় করিয়া)
দেড় শ টাকাড় চাকড়ী আমাড়,
মনিব আমাড় Peley & Co.;
দেড় শ টাকাড় তাবত্ তোমাড়,
শুকিয়ে মড়ে মাগ and পো!
দেড় শ টাকাড় অধিকাড়ী
তিলোত্তমা প্রাণেশ্বড়ী,
আমি কেবল চিনিড় বলদ ও!
এতেই আমাড় স্বর্গ্গবাস,
এতেই আমাড় পুর্ন্ন আশ,
বাজাই বাঁয়া তব্‌লা জলদ ও।
(পুনঃপুনঃ বাঁয়া তবলায় আঘাত)

হর।—(তিলোত্তমার চিবুক স্পর্শ করিয়া)—
তুনে মেরে ধন্ দৌলৎ, তুনে মেরে জান্,
তুনে মেরে তাম্বাকু, তুনে মেরে পান।
তুনে মেরে গুলাব্‌পাশ, তুনে আতর্‌দান,
তুনে মেরে সঙ্গৎ, ঔর্ সঙ্গীত কি তান্।
ওহো ওরে মেরে জান।
(আনন্দে সকলের হাস্য)

তিলো।—(সহাস্যে)—
চার্ ইয়ারে আমায় ঘিরে গাচ্চো গুণগান্;
কোমল গলা শুকিয়ে গেলো, চিবও ছাঁচিপান।
(চারি জনকে চারিটি তাম্বুল প্রদান)
(স্বগত)
আচ্ছা বোকা এ চা'র ব্যাটা,
আচ্ছা সেয়ান্ তিলোত্তমা;
দ্বাদশ গোপাল নামে দেখা,
আসল দেখা টাকা জমা!
চার্ শালাকে পায়ের তলে
নাটাই ঘোরাই মনের সাধে,
আর দু'দিনে ভিটেয় ঘুঘু
চরিয়ে দেবো জড়িয়ে ফাঁদে!
আমি কি না কেনা মাগ!
ভালবাসা আমার কাছে!
এ সব বোকা বাঁদরগুলো
বসৎ করে অশথ গাছে!
মুখে আমি ভালবাসি,
মনের ভিতর বেবাক্ ফাঁকা।
আমার ভালবাসার জিনিষ
তো ব্যাটাদের রূপোর চাকা!

নন্দ।—(মদের বাক্স হইতে একটা বোতল লইয়া)
জয় জয় সুরেশ্বরি! তোমার কাচের তরী,
আমাদের কেঠো তরী, মা গো!
জাহ্নবীর ঘোলা জল, তুমি রাঙা ঢল ঢল,
একবার দয়া করি' জাগ।
একবার গলে উরে, কফো বুক ফেলো চিরে,
কফ্‌গুলো পুড়ে হ'ক্ খাক্;
তুমি দয়া কর যদি, এখনি নর্দ্দমা-নদী,
পার হই মুখে মেখে পাঁক।
তোমার করুণা মিঠে, ছুঁচো যেন পুলিপিঠে,
মলমূত্র অগুরু চন্দন;
পাহারওলার রুল, পিঠে যেন পড়ে ফুল,
ফুলমালা দড়ির বন্ধন।
তোমারে পূজিব ব'লে ভেসেছি গঙ্গার জলে,
প্রাণসমা তিলোত্তমা সনে;
আজ মহারবিবার, এমন কি হ'বে আর,
তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে?
শ্রীমন্ত সাগর-জলে, দেখেছিল পদ্মদলে,
মায়াময়ী 'কমলে কামিনী',
আমরা গঙ্গার জলে, নিরখি নৌকার খোলে,
সুধাময়ী বোতলবাহিনী!
জলমূর্ত্তি পরিহরি', উর নিজ মূর্ত্তি ধরি',
একবার মাহেশের ঘাটে;
নাচা'য়ে খেম্‌টার নাচ, টক্করে খেলা'য়ে বাচ,
চল পুন খড়দা শ্রীপাটে।
ভেসেছি গঙ্গার জলে, তোমারে দেখিব ব'লে,
নামে দেখা দ্বাদশ গোপাল;
বোতল-কেলিনি গঙ্গে! নাচ আল্কোহল সঙ্গে,
তোমারি সেবক নন্দলাল।
(কপালে বোতল স্পর্শ)

(নানাবিধ আমোদসূচক আলাপসহকারে
সকলের পুনঃপুনঃ সুরাপান ও
ক্রমশঃ উন্মত্ততা প্রকাশ।)

হর।—জামের খোলা কালো কালো,
আঁমের ভিতর আঁটী,
(আর) নথে দোলে নোলোকদানা,
নাকে তিলক মাটী!

(সকলের হাস্য)

(সকলের বিকৃতস্বরে গীত)

ও খালাসী মাহেশ যা'বি ও—
ও খালাসী মাহেশ যা'বি ও!
জগন্নাথের খিচুড়ী ভোগ খেতে পা'বি ও!
নতুন রথের নতুন কাছী টান্‌বি কোসে ও—
মেটো পথে রথের চাকা গেল বোসে ও!
অনেক টাকা খরচ ক'রে রথ গড়েচি ও—
জগন্নাথের সঙ্গে আমি রথ চড়েচি ও!
জয় জগন্নাথ!—জয় জগন্নাথ!—জয় জগন্নাথ ও,
অধিকারীর জয়জয়কার!—যাত্রিনিপাত ও!
হুর্‌রে—হুর্‌রে—হুর্‌রে! হুহু—হুর্‌রে!!

(উৎকট নৃত্য)

বিধু।—(তিলোত্তমার কণ্ঠ ধারণ করিয়া উন্মত্ততা সহকারে)

"I'll kiss thee yet, yet,
And I'll kiss thee o'er again;
And I'll kiss thee yet, yet,
My bonnie Peggy Alison!"*

হর।—থুড়ি;—*our* bonnie Tilottama!

বিধু।—(সক্রোধে)—খবর্দার, *our* bonnie Tilottama ব'ল না, বল্‌চি।

হর।—(সক্রোধে)—একশ বার বল্‌ব—হাজার বার বল্‌ব—লাখো বার বল্‌বো—*our* Tilottama—*our* Tilottama—*our* Tilottama!—আমাদের তিলোত্তমা,—আ—মাদের তিলোত্তমা,—আ—মা—দে—র—তি—লো—ত্ত—মা!

জহর।—আঃ, কিস্ লিয়ে খামকা ঝগড়া কেজিয়া? দোনোকে বিচ্‌মে এক আদ্‌মি গম্ খা যাও।

বিধু।—(সক্রোধে) দেখ্ হরা! মুখ সাম্‌লে কথ ক'।

হর।—কেন, তুই কি জগন্নাথের অধিকারী না কি? আমি লাখো বার বল্‌বো *our* bonnie Tilottama।

বিধু।—তোর তা' বল্‌বার অধিকার নেই।

হর।—(মুখভঙ্গি করিয়া সক্রোধে) কেন?

বিধু।—বাবা! দেদ্দেড় শ টাকা, তা' কি জান না?

নন্দ।—(স্বগত) যা শালারা ঝগড়া ক'রে মর্। আমি আপনার কাজ গুছিয়ে নি। (সুরাপান)

হর।—(ক্রোধে পরিহাস করিয়া)—আচ্ছা, our আর বল্‌বো না।—*your* বোন্ তিলোত্তমা!

বিধু।—(মুষ্টি প্রদর্শন করিয়া) শালার বেটা শালা—পাজী! ছোট মুখে বড় কথা! (প্রহার)

হর।—তবে রে শালা!—(মুষ্ট্যাঘাত)

নন্দ।—আরে, আরে, আপনা আপনির মধ্যে এ সব কি? ছ্যা ছ্যা—স্থির হও।

জহর।—এ বিধু বাবু! এ হরলাল বাবু! দোস্তগিরিমে এয়সা করনা মুনাসিব নেহি জী। বাতো কে উপর মার পিট্!—ছু ছু ছু ছু! ছোড়ো ছোড়ো।

(বিধুভূষণ ও হরলালের ঘোরতর দাঙ্গা)

(নৌকার মধ্যে ও নেপথ্যে
কোলাহল-শব্দ)

মাঝি।—(শশব্যস্তে) ও গো বাবু মুশাইরা! মুই গরিব—মোর নাওয়ের উপর দাঙ্গাহাঙ্গাম ক্যান? থেম্যা যান্—চুপ দ্যান্।

এক জন দাঁড়ী।—ও গো বাবুরা! থামুন। ঘাটের উপর থানার সাজ্জন চৌকিদার যুচ্চে গো; থামো থামো। ঐ নীচে নামচে গো;—এখনো থামো না বাবু!

তিলোত্তমা।—(দেখিয়া ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া) সত্যিই তো!—আঁ্যা, কি হবে মাঝি? ও হরলাল! ও বিধু! ব'স ব'স! বিপদ ঘট্‌লো বুঝি—ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি থামো গো!

এক জন পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার ও দুই জন
পাহারাওয়ালার প্রবেশ।

ইন্।—এই মাঝি! ইধর নাও হাটায় লাও

* স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি রবার্ট বর্ন্সের রচিত বনি পেগি এলিসন্ (Bonny Peggy Alison.) নামক গীত হইতে গৃহীত।

মাঝি।—(সেলাম করিয়া যোড়হস্তে) ধম্ম-অবতার! আর যে নাও উদিক ঠেল্‌তি পারমু না—উদিক হাঁটুমাপ পানী, ধম্ম অবতার! নাও এই হানেই মাটী পাইছে, খোদাবন্দ!

ইন্‌।—আচ্ছা, উঃ লোগোঁকো উটর্ আনে কহ।

মাঝি।—বাবু মুশাইরা! নাও অইতে নেম্যা যায়েন—ইস্পাত্তার সাহেব ডাহিচেন—এহনেই নেম্যা যায়েন।

ইন্‌।—এই মাতওয়ারা লোক! জল্‌দি উটর আও।

কতকগুলি স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

১ম স্ত্রী।—হাঁগা, কি হ'য়েছে গা?

২য় স্ত্রী।—ওগো ঐ মিন্‌সেগুলো ঐ ছুঁড়িটেকে মেরেচে—হাটজন সাহেব ধোরে নে যা'বে।

৩য় স্ত্রী।—ও গো, তা' নয় গো, তা' নয়;—ঐ কালো মিন্‌সেটা মদ খেয়ে মাঝির ভাতের হাঁড়ী ছুঁয়ে দেচে, তাই—

৪র্থ স্ত্রী।—(বাধা দিয়া) তা' মুছুনমানের হাঁড়ী ছুঁলে দোষ কি? ওরা ত সগ্‌ড়ির বাচবিচের করে না।

৩য় স্ত্রী।—নেই বা কোল্লে;—তা বোলে কি মদ খেয়ে হাঁড়ী ছুঁয়ে দেবে? মদ যে শূওরের বিষ্ঠে।

১ম স্ত্রী।—খুব হ'য়েচে—যেমন কম্ম তেম্নি ফল! যেমন শূওরের গু, তেম্নি সাহেবের মু,——এই মুখের মধুমাখা বুলি শুন্‌লে তো মাতাল ব্যাটাদের আক্কেল হয় না! খুব হ'য়েচে—বেস্ হ'য়েচে।

একজন পাহারাওয়ালা।—এই মাগীলোক! ভাগ্ ইহাঁসে—ভিড় মৎ কর্।

[স্ত্রীলোকদের পলায়ন।

হরলাল প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তির পুলিষ-ইন্‌স্পেক্‌টারের নিকট গমন।

ইন্‌।—O you, ghost-like drunkards! কাহে টোম্ লোক নাওপর ডাঙ্গা করটা ঠা?

বিধু।—(সেলাম করিয়া) ধর্ম্ম-অবতার! দাঙ্গা করি নি—ও আমরা আপোসে তামাসা কচ্ছিলেম।

ইন্‌।—নেই নেই, শূওর! হাম্ আপনা আঁক্‌সে ডেকা, টুম্ ডো শালা লড়াই কর্‌টা ঠা।

হর।—(বিধুভূষণের উপর জাতক্রোধ হইয়া ইন্‌স্পেক্‌টারের প্রতি) খোদাবন্দ! আমার দোষ নেই, এই লোক আমাকে আগে মিছিমিছি অগুন্তি ঘুঁসি চড় মেরেচে।—আমি মারিনি—কেবল আত্মরক্ষে করেচি, সাহেব!

ইন্‌।—চুপ রও, কুলি! টুম্ লোক ডোনো শালাই পাজি—ডোনো শালাই আসামী। (দুই জন পাহারাওয়ালার প্রতি) লট্টু সিং! ভজন টেওয়ারি! এই ডোনো শালাকো একাট্টা বাঁটো।

(পাহারাওয়ালাদের তদ্রূপ করণ)

(জহরলালের প্রতি) টোম কোন্ জাট?

জহর।—ধম্মাওতার! মৈঁ হিন্দুস্থানী কশ্মীরী ব্রাহ্মণ।

ইন্‌।—হিণ্ডুষ্টানী কাশ্মীয়ার ব্রাহ্মিন্?

জহর।—জী।

ইন্‌।—ডারু পিয়া?

জহর।—নেই, খোদাবন্দ!

ইন্‌।—লট্টু সিং! ইস্‌কো মুহ্‌কা পাশ নাক ডেও টো।

১ম পাহারা।—(তদ্রূপ করিয়া) ধর্ম্মাওতার! মুহ্‌ মে বদ বু হ্যায়।

ইন্‌।—টব কেঁও টোম্ ঝুটী বাট করটা ঠা?

জহর।—(কৃতাঞ্জলিপুটে) খোদাবন্দ! সঙ্গদোষমে মেরে এই দো হুয়া—দারু পিনা—ঝুটা কহনা।

ইন্‌।—আচ্ছা আজ দোরস্ত হো যায়গা। চলো সবকোই ঠানেমে।

তিলোত্তমা।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কিছু করিনি, সাহেব! আমি মাহেশে দোয়াদশ গোপাল ঠাকুর দেক্তে এসেছিলুম, সাহেব!

ইন্‌।—এই চার জন বুঝি টোমার ডোয়াডশ গোপাল বাবাঠাকুর! টোমার নাম কি আসে?

তিলোত্তমা।—তিলোত্তমা।

ইন্‌।—(হাসিয়া) কি, টেলটামাক? হাঃ হাঃ হাঃ! Oil and tobacco! It is quite new name to me!

তিলোত্তমা।—(ইন্‌স্পেক্‌টারের পদধারণ করিয়া) দোহাই সাহেব! তুমি আমার বাবা—আমি তোমার মেয়ে—আমায় ছেড়ে দাও।

ইন্‌।—নেই, আমি টোমার বাবা নেই আসে—এই চার মাতওয়ারা শালা তোমার বাবা আসে। এই শূওর লোককো যো হোগা—টেলটামাককী ভি ওহি হোগা। চলো, রেডি!

চলো—চলো। মাঝি! টোমারা নাও পর ইহঃ-লোককো কোন্ কোন্ চিজ হ্যায়, উটার লাও।

(মাঝি কর্ত্তৃক নৌকা হইতে কতকগুলা মদের বোতল, টিকে, তামাক, হুঁকা, বাঁয়া, তবলা, মদের বাক্স, মদের বোতল, খাবারের চুপড়ী, কাচের গেলাস, ফুলের মালা পানের দোনা লইয়া ইন্‌স্পেক্‌টারের নিকট রক্ষা)

মাঝি।—ধর্ম্মাবতার। নাওয়ের মধ্যি আর কিছুই নাই, ক্যাবল এক ছড়া ছিড়া ফুলের মালা পড়ি আছে।

ইন্।—যানে ডেও। টোম এই সব ঠানেমে লে চলো।

মাঝি।—(কৃতাঞ্জলিপুটে) দোহাই খোদা-বন্দ! মুই গরিব বেচারা। মোর—

ইন।—টোমারা কুচ নেই হোগা। টোম ঠানেমে এই সব চিজ্ ঢর্‌কে চলা আও।

মাঝি।—(সেলাম করিতে করিতে) আচ্ছা সাহেব! আচ্ছা ধর্ম্মাবতার! আপনি গরিবের মা বাপ!

ইন।—চলো, শূওর লোক!

নন্দ!—ধর্ম্মাবতার! দোহাই আপনার! এবারকার মত ক্ষমা কর, ধর্ম্মাবতার!

ইন!—চুপ রহো, শালা! টোম্ রাসকেল লোক বরষ বরষ ইহাঁ আয়কে ইসিটরেকি বড়-মাসী কর্‌টা হ্যায়। টোমলোককা মাফক আওর আওর শয়কঁড়ো মাটওয়ালা রেণ্ডীবাজ শালা-লোক আম্নানবাট্টারা রটবাট্টারা আওর ডোয়া-ডশ গোপাল ডেক্‌নেকে লিয়ে মাহেশ মে আটা হ্যায়; লেকেন শালালোককো ঠাকুর ডেক্‌না খালি মুহ্ কি বাট হ্যায়। টোম সব শূওর, আওর ও সব শূওর খালি ইহাঁ বড়্‌মাসী কর্‌নে আটা হ্যায়। শালা লোক হিণ্ডু হোয়কে, ঠাকুরকা পাশ রেণ্ডী নাচওয়াতা আওর দারু পিটা হ্যায়। এই ক্যা টোমলোককো হিণ্ডুয়ানী? শালা, ফুল! হাম জান্‌টা, বহুট বাঙ্গালি আওর হিণ্ডু-স্থানি লোক অর্থডক্স হিণ্ডু, রিএল হিণ্ডু, ঠিক হিণ্ডু হ্যায়, লেকেন টোম লোককা মাফক বহুট বহুট শালা Satan of eternal hell হ্যায়! যেসা কি টেসা, চলো শালালোক, হেল ইয়ে জেলমে!

[সকলের প্রস্থান।

গান করিতে করিতে একজন বাউলের প্রবেশ।

বাউল।— (গীত)

যেমন কম্ম হ'লো তেম্নি ফল;
প্রথমে গাঙের জলে রাঙা জলে,
(ও চার ইয়ার) অবশেষে চোকের জল।
দ্বাদশ গোপাল দেক্তে এসে, ভাই,
পোড়া কপাল পুড়িয়ে গেলি, পড়্‌লো মুখে ছাই
এখন জেলে গিয়ে খেম্‌টা নাচো,
খেয়ে রুলের গুঁতোর বল।
এখন কোথায় তোদের মদের বোতল রে,—
ফুলের মালা, তিলোত্তমা জ্যান্ত পুতুল রে—
এখন হাজার হাজার চোকের উপর
নাড়লি ভাল প্রেমের কল।
তোদের মতন অনেক বদ্ ইয়ার
দ্বাদশগোপাল দেক্তে এসে, দেখে কারাগার,
তবু কি হয় না সরম? (ও শালারা!)
যা শালারা রসাতল।

[প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

তারকসংহার

(নাটক)

"What is pomp, rule, reign, but earth and dust?
And live we here we can, yet die we must."

THIRD PART OF KING HENRY VI.—*Act 5. Sc. 2.*

"Liberty! Freedom! Tyranny is dead!
Run hence, proclaim, cry it about the streets."

JULIUS CÆSAR,—*Act 3. Sc. 1.*

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র	...	দেবগণের অধিপতি।
কার্ত্তিকেয়	...	দেবসেনাপতি।
যম	...	পিতৃলোকাধিপতি।
পবন	...	বায়ুগণের অধিপতি।
অগ্নি	...	অগ্নিলোকের অধিপতি।
বরুণ	...	জলাধিপতি।
কুবের	...	যক্ষগণের অধিপতি।
নারদ	...	দেবর্ষি।
তারক	...	দৈত্যগণের অধিপতি।
চণ্ডবিক্রম	...	দৈত্যসেনাপতি।
কুম্ভোদর, গোলাক্ষ		দৈত্যকিঙ্কর।

এতদ্ব্যতীত দেবসৈন্যগণ, দৈত্যসৈন্যগণ, দেবদূত ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পার্ব্বতী	...	কার্ত্তিকেয়ের জননী।
দেবসেনা	...	কার্ত্তিকেয়ের পত্নী।
শচী	...	ইন্দ্রের পত্নী।
সুরসা	...	তারকের পত্নী।
শোভনা	...	তারকের কন্যা।

এতদ্ব্যতীত পরিচারিকা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাদ্রি-উপত্যকা।

কুবেরের প্রবেশ।

কু।—(দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া) ধিক্ আমাকে! ছি! আমি মহাপরাক্রম যক্ষগণের অধীশ্বর হ'য়ে কি না দৈত্যরণে পরাভূত হ'লেম আমি কি অশুভক্ষণেই দেবরাজের অনুমতিক্রমে দেবসেনাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেম! তারকাসুরের সেনাপতি চণ্ডবিক্রম আমার সমস্ত পরাক্রম বিনষ্ট ক'ল্লে! আমাকে ধিক্! আমার অতুল ঐশ্বর্য্যে ধিক্! আমার নিরুপমা অলকাপুরীকেও ধিক্! আমি যদি দরিদ্র বনবাসী হ'য়েও দৈত্যসমরে জয়লাভ ক'ত্তে পাত্তেম, তা' হ'লেও——দূর্ কর, আর ভেবে কি ক'র্ব? এখন্ এ দৈত্যপরাজিত দেহ গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

পবনের প্রবেশ।

প।—(সবিস্ময়ে ও সদুঃখে) দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রম কি তেজস্বী! সে আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাস্ত ক'রে বিতাড়িত ক'ল্লে! আমার প্রচণ্ড শক্তিতে পর্ব্বতের চূড়া ভগ্ন হয়—

মহাসমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালা তুলে অস্থির হয়—বৃহৎ বৃহৎ দৃঢ়মূল বনস্পতি সমূহে উৎপাটিত হ'য়ে খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে যায়, কিন্তু দৈত্যসেনাপতিকে সমরক্ষেত্র হ'তে একপাদ ভূমিও সরা'তে পাল্লেম না। আমার শক্তিকে ধিক্! দৈত্যসেনাগণ উপহাস ক'রে আমার শরীরে সথুৎকার থুৎকার নিক্ষেপ ক'ল্লে! ছি ছি! (দূরে দেখিয়া) ও কে? ধনেশ্বর কুবের? হাঁ তিনিই ত। হায়, ওঁরও যে দশা—আমারও সেই দশা! এখন্ ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।

[প্রস্থান।

বরুণের প্রবেশ।

ব।—(সবিষাদে) দৈত্যের হস্তে দেবতার পরাজয়! কি লজ্জার কথা। যা'র প্রচণ্ড গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কেঁপে উঠে—জীবমাত্রেই ভয়ে সশঙ্কিত হয়—যা'র অলৌকিক শক্তি ও ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখ্‌লে লক্ষ লক্ষ নির্ভীক প্রাণী কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব ক'ত্তে থাকে, সেই বরুণ কি না দেবসেনাপতি হ'য়ে, দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রমের নিকট দুর্ব্বল ব'লে পরিগণিত হ'ল! অহো, কি ঘৃণার কথা! এরূপ অপমানের অপেক্ষা আমার মৃত্যু শত গুণে মঙ্গলের বিষয় ছিল। আচ্ছা, আর একবার কেন নির্জ্জনে ব'সে এ অপমানের প্রতিশোধ তোল্‌বার উপায় ভেবে দেখি না? তাই করি গিয়ে।

[প্রস্থান।

যমের প্রবেশ।

য।—(অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখসহকারে) হা বিধাত! তোমার মনে এও ছিল! যা'কে তুমি সংহারকার্য্যের অধীশ্বর ক'ল্লে.সেই যম কি না এক্ষণে নিজেই সংহারের মুখে পড়-পড় হ'য়ে ফিরে এল! দেব! দুর্দ্ধর্ষ তারকের কথা দূরে থাকুক্, তুমি তা'র সেনাপতি চণ্ডবিক্রমকেই যেন যমের যম ক'রে সৃষ্টি করেছ। ওঃ, কি ভয়ানক পরাক্রম! —কি ভয়ঙ্করী শক্তি! আমি অমর না হ'লে আজ মরেই যেতেম। কুবের, পবন, বরুণ এবং আমি, একে একে দেবসেনাপতি হ'লেম—কত বীরদর্পই প্রকাশ ক'ল্লেম, কিন্তু সমস্তই বৃথা হ'য়ে গেল! আমাকে ধিক্! (কিয়ৎক্ষণ চিন্তিয়া) এখন বাকী কেবল অগ্নি! আজ বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকেই সেনাপতিত্বে বরণ কর্‌বেন। কিন্তু কাজে যে কি ঘট্‌বে, তা' আর ভেবে ঠিক্ কর্‌বার প্রয়োজন নাই। আমাদেরও যে দশা, অগ্নিদেবেরও তাই। তবে বলাও যায় না; যদি বিধাতা অনুগ্রহ ক'রে তাঁ'র উপর শুভদৃষ্টিপাত করেন। তাই হোক্—তাই হোক্। এখন একটু বিশ্রাম করিগে। পরাজিত হ'লেম—দৈত্যের হস্তে অপদস্থ হ'লেম। ছি ছি! আমায় ধিক্।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ই।—(সদুঃখে) কি আশ্চর্য্য! দৈত্যঃ দেবতার গর্ব্ব চূর্ণ হ'ল! যম প্রভৃতি লোক গণ সেনাপতিত্বে ব্রতী হ'য়ে যুদ্ধে পর হ'লেন! আমার আদেশে দেবশিল্পী বিশ্ব কতরূপ যুদ্ধোপকরণ, দুর্ভেদ্য ব্যূহ নি ক'ল্লেন, কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে তৎসম কোনরূপ সুফলপ্রদ হ'ল না। হায়, বিধাতা নিকট আমি না জানি, কত অপরাধেই অপরাধী। যেরূপ মহাসমুদ্র ক্ষিপ্ত হ'লে শত শত তরী অস্থির হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর দৈত্যসমরে আমার সৈন্যগণ অত্যন্ত আকুল হ'য়ে উঠেচে। হা, কেন আমার ভাগ্যে ইন্দ্রত্ব লাভ হ'য়েছিল! এ অপেক্ষা আমার অদৃষ্টে দারিদ্র্যপীড়ন অসংখ্য গুণে ভাল ছিল। (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) এখন আর বৃথা ভাব্‌লে কি হ'বে? বিপদের সময় ধৈর্য্যের আশ্রয় অবলম্বন করাই উচিত। একবারে না হয়, দশ বারে—দশ বারে না হয়, শত বারেও চেষ্টার ফললাভ হয়। তবে আমি কি জন্য হতাশ হচ্চি? সাধ্‌লেই সিদ্ধি—আমি এই অমোঘ বাক্যের উপর নির্ভর ক'রে আবার দৈত্যসমরে ঝাঁপ দি। আজ অগ্নিদেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করি। তাঁ'র অপরিসীম শক্তির সম্মুখে দৈত্যসেনাগণ, দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রম এবং দৈত্যরাজ তারক সবংশে নির্ব্বংশ হ'বেই হবে। আরও এক কাজ করি, অগ্নিদেবের সঙ্গে দ্বাদশ আদিত্যকেও পাঠাই। তা' হ'লে আজ দৈত্যবংশের পরিণাম পর্ব্বতপ্রমাণ ভস্মে পরিণত হ'বে। (দূরে দেখিয়া) এই যে, আমার শক্তিস্বরূপ অগ্নিদেব এই দিকেই আস্‌চেন। ওঁর প্রত্যেক লোমকূপ ও নয়নযুগল হ'তে কি এক অচিন্তনীয় ভয়ঙ্কর তেজ বহির্গত হ'চ্চে।

(অগ্নির প্রবেশ)

অ।—(সদুঃখে) দেবরাজ! আপনি দিন দিন যেরূপ উদ্বিগ্ন এবং বিমর্ষ হ'চ্চেন, এ দেখে আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হ'চ্চে। বলুন, আমা হ'তে আপনার এই উদ্বিগ্নতা এবং বিমর্ষতার কোন প্রতীকার হ'তে পারে কি না?

ই।—পারে, অগ্নিদেব! আপনি আজ আমার এবং দেবগণের মঙ্গলসাধনোদ্দেশে সেনাপতি হউন্। আমি আপনার সাহায্যেই দৈত্যসমরে জয়লাভ করব।

অ।—(সদর্পে) আজ আপনার আদেশে ম সেনাপতি-পদ গ্রহণ করব। আপনি য় জানবেন যে, আজ আপনার ভাগ্যলক্ষ্মী ার সুপ্রসন্ন হ'লেন। আমার অসহ্য তেজে দৈত্যবংশ নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হ'য়ে ব।

ই।—আপনার এই আশ্বাস-বাক্য, আমার রতাড়িত বজ্রধ্বনির ন্যায় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। বিধাতার ইচ্ছায় আপনি আজ রণ-জয়ী হউন্। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) বরুণ, যম প্রভৃতি দেবগণ কোথায়?

অ।—(ভাবিয়া) তা আমি ব'লতে পারি না। আমি আজ তাঁ'দের দেখি নাই।

ই।—একবার চলুন্ দেখি, উভয়ে গিয়ে তাঁ'দের অনুসন্ধান করি। তাঁদের সম্মুখে আজ আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ করব।

অ।—তাঁ'দের না হ'লেও চলে। তবে আপনি বল্‌চেন, চলুন্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে কুবের, বরুণ, যম, পবন ও অগ্নির পুনঃপ্রবেশ।

অ।—(দেবগণের প্রতি) দেবগণ! দৈত্য-রণে পরাজিত হওয়া ত যা'র-পর-নাই লজ্জার বিষয়, তা'র উপর আবার গোপনে অবস্থান। ছি ছি, জগৎ কি বল্‌বে?

ব।—এ সময়ে আপনার এরূপ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করাই অন্যায়।

অ।—আমি বলি সম্পূর্ণরূপেই ন্যায়।

কু।—তা' ত বল্‌বেনই, কেন না দৈত্যযুদ্ধে আপনার তুচ্ছ বাহুবল এখনও পরীক্ষিত হয় নাই।

অ।—(কিঞ্চিৎ ক্রোধে) আমার বাহুবল তুচ্ছ?

কু।—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ!

অ।—আপনারা পরাজিত হ'য়েচেন ব'লে নাকি?

কু।—আপনিও বাকী থাক্‌বেন না।

অ।—আমি আর কুবের, যম, বরুণ বা পবন নই।

প।—(যমের প্রতি জনান্তিকে) তাই ত, ধর্ম্মরাজ! অগ্নি বলেন কি?

ক।—(পবনের প্রতি জনান্তিকে) "অত্যুচ্চং হি পতনায়"।

প।—(প্রকাশে) হাঃ হাঃ হাঃ, ঠিক্ ঠিক্।

অ।—কি, বায়ুদেব! আপনারা দু'জনে গোপনে কি বলাবলি ক'রে হাস্‌চেন—ঠিক্ ঠিক্ বল্‌চেন?

প।—বল্‌চি কি, অগ্নিদেব বড় বীর!

অ।—তাই ব'লে বুঝি হাস্‌চেন? (সক্রোধে) বুঝেচি, আপনারা সকলে আমাকে পরিহাস ক'চ্চেন। তা যাই করুন্, কিন্তু আপনারা যে কাপুরুষের অপেক্ষাও অতি অসার, তা আর আমার বুঝিতে বাকী নাই। আপনাদের মত ক্ষুদ্র দেবগণের পক্ষে দৈত্যরণে জয়ী হওয়া আশার বিড়ম্বনা মাত্র। আপনাদের কর্ত্তব্য কেবল মর্ত্তালোকবাসীদের প্রদত্ত হবির্ভক্ষণ আর দিবারাত্রি নিদ্রার পদসেবন।

য।—আপনি আমাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে হবির্ভক্ষণ করেন ব'লে বুঝি আপনার কথারও এত দূর গর্ব্ব হ'য়েচে?

অ।—কেবল কথার নয়—কার্য্যেরও গর্ব্ব আছে।

য।—দেখা যা'বে।

প।—আমাদের দলভুক্ত হ'তে আপনার আর বড় বিলম্ব নাই।

অ।—তা নয়, বরং আপনাদের দগ্ধমুখ আরও দগ্ধ ক'ত্তে আমার বড় বিলম্ব নাই বলুন।

ব।—আপনি শরৎকালের মেঘ, কেবল গর্জ্জনই সার!

অ।—আপনারা শীতঋতুর কুজ্ঝটিকা; তা নইলে আর দৈত্যরূপ সূর্য্যতেজে আপনাদের এ দশা হ'বে কেন?

য।—আমরা অসার কথা শোন্‌বার ধার ধারি না, প্রকৃত কার্য্য দেখ্‌বারই আশা করি।

অ।—তাই ত দেখা'ব।

অভিষেকোপযোগী সামগ্রী লইয়া
ইন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ।

ই।—দেবগণ! আপনারা এ কি ক'চ্চেন? আপনা আপনি বিবাদ! জগৎ কি বলবে? সম্মুখে দুর্দ্দম্য শত্রুমণ্ডলী, এমন সময়ে আপনাদের কি মনোবিবাদ করা কর্ত্তব্য? গৃহবিবাদ প্রভৃতি অসৎকার্য্য দেবচিত্তে স্থান লাভ করবার উপযুক্ত নয়। রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচগণেরই এ সকল প্রিয় পদার্থ। কিন্তু এক্ষণে আমার ভাগ্যদোষে তা'র বিপরীত হ'ল। দৈত্যগণ ঐক্যের দিকে আর দেবগণ অনৈক্যের দিকে! যা' কখন হ'বার নয়, এখন কি না তাই-ই হ'ল। সুরগণ! কোথায় আপনারা সকলে মিলে প্রাণপণে আমার সহায়তা করবেন, তা না হ'য়ে—

য।—মহাবীর অগ্নিই আপনার একমাত্র সহায়। আমরা কিছুই নয়—আমরা কীটাণুকীট—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আর না, দেবরাজ! পরের অপমান বরং সহ্য হয়, কিন্তু ঘরের অপমান মেঘান্তরিত সূর্য্যবৎ অত্যন্ত অসহ্য। আমরা চল্লেম, আপনি অগ্নিকে নিয়েই স্বর্গোদ্ধার করুন্।

অ।—আপনি গিয়ে নরকসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন্।

য।—শুনলেন, শচীশ্বর?

ই।—(সদুঃখে) অগ্নিদেব! ক্ষমা করুন্। আপনা আপনির মধ্যে এরূপ সাজে না। ঈদৃশ অযথা আত্মপ্রশংসা, পরকুৎসা ও অনৈক্যের দোষেই আমাদের এই দুর্গতি। এই জন্যই আমরা স্বর্গরাজ্যপরিভ্রষ্ট হ'য়ে এই পর্ব্বতগুহায়—পর্ব্বতের উপত্যকায় অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চি! আমাদের সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী অমরাবতী এক্ষণে দৈত্যরাজধানী—দেবসিংহাসন দৈত্যের পদধূলিতে কলঙ্কিত!—উদ্যানশ্রেষ্ঠ নন্দনকানন দৈত্যের বিহার-স্থান!—দেবভোগ্য সামগ্রী সমুদয় দৈত্যভোগ্য! আর এ দিকে দৈত্যগণের হীনাবস্থা আমাদের ভাগ্যে পরিণত! হায়, আপনারা এই সকল দেখে শুনেও কেন যে আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হ'লেন, তা' আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না! কিন্তু এ বুঝ্‌তে পাচ্চি যে, যখন দুর্ভাগ্য বিভীষিকা প্রদর্শন করে, তখন সে একাকী আসে না, তা'র সঙ্গে তৎসদৃশ অসংখ্য অনুচর আসে। হা বিধাত! কেন আমাকে দেবত্ব প্রদান করেছিলে!

ব।—আখণ্ডল! আমরা সমস্তই বুঝি। বুঝি ব'লেই দৈত্যসমরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেম, কিন্তু—

ই।—কিসের আশঙ্কা, জলেশ্বর! প্রাণ ত এখনও দেহত্যাগ করেনি। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

য।—বলুন, আর কি ক'রে চেষ্টা কর্‌ব?

ই।—আমি আজ অগ্নিদেবকে সেনাপতি অভিষেক ক'ত্তে ইচ্ছা কচ্চি। আপনারা ইহাঁর পৃষ্ঠবল হ'য়ে পুনর্ব্বার দৈত্যসংগ্রামে অবতীর্ণ হউন্। অগ্নিদেব! আপনিও এঁদের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন ক'রে শত্রুবিনাশের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করুন্। সকলের সকল হওয়া কোন মতেই উচিত নয়—সকলের এক হওয়াই সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। বিশেষতঃ এক্ষণে সম্মুখে প্রবল শত্রু, সুতরাং ঐক্য ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই। এখন একমাত্র ঐক্যই আমাদের সহায়, সম্পদ, শক্তি, আশা, ভরসা। যাঁদের ঐক্য আছে, তা'রা অতি দুর্ব্বল হ'লেও প্রবল শত্রুকে পরাজয় ক'ত্তে পারে। আবার যদি আমাদের পবিত্র স্বর্গরাজ্য পা'বার আশা থাকে, তবে ঐক্যেরই শরণাগত হওয়া উচিত। ঐক্যবল ব্যতীত স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রবেশের অন্য পথ নাই। ঐক্যই এখন্ আমাদের জপ, তপ, ধর্ম্ম, মন্ত্র—ঐক্যই আমাদের শরীর, জীবন ও আত্মা। তবে এখন বলুন্ দেখি, যদি ঐক্যের সাহায্যে আমরা স্বর্গোদ্ধার ক'ত্তে পারি, তা ভাল, না অনৈক্যের পদতাড়নে এই পর্ব্বতগুহায় কারারুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় কালযাপন করা ভাল? যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যের প্রভাব প্রবেশ করে, সে সম্প্রদায় অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যা'রা ঐক্যের অবমাননা এবং অনৈক্যের সম্মাননা করে, তা'রা (যমকে দেখাইয়া) এই মৃত্যুপতির নরকেও স্থান পায় না। তা'দের জন্য বিধাতা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর স্থান নির্ম্মাণ ক'রে রেখেচেন, তা দেবকল্পনারও অতীত! তবে, বলুন দেখি, দেবগণ! এখন্ আপনাদের কা'কে আশ্রয় করা উচিত? আমার সবিশেষ অনুরোধ আপনারা পরস্পরে এক হউন্—সকলেরই মঙ্গল হ'বে, কেন না ঐক্যের অপর নাম মঙ্গল।

ব।—(কিয়ৎকাল ভাবিয়া) দেবরাজ! বল্‌তে কি, আপনিই যেন আমাদের সম্মুখে ঐক্য দেব-

তার ন্যায় উপস্থিত হ'য়েচেন। আমরা আপনার সারগর্ভ বাক্যগুলি শুনে ভগ্নহৃদয়ে পুনর্ব্বার সাহস পেলাম্।

ই।—এক্ষণে পরস্পরে শপথ ক'রে বলুন, আর আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হ'বেন না—ঐক্যের আশ্রয় এক নিমেষের জন্যও পরিত্যাগ করবেন না?

ব, য, কু, প।—শপথ ক'রে বল্‌চি আর আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হ'ব না—ঐক্যের আশ্রয় এক নিমেষের জন্যও পরিত্যাগ করব না।

ই।—এখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম যে, এইবার দেবহস্তে দৈত্য পরাজয় হ'বে। বিধাতা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। এখন আপনাদের অভিমতি হ'লেই অগ্নিদেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করি।

কু, য, ব, প,।—যে আজ্ঞে, দেবরাজ!

ই।—বৈশ্বানর! আজ আমি দেবগণের সহিত আপনাকে দেবসেনাপতিত্বে অভিষেক ক'ল্লেম, আপনার হস্তে এই মহাস্ত্র প্রদান ক'ল্লেম। এক্ষণে আপনি সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে স্মরণ ক'রে তারক প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করুন্। এই শাণিত অসি যেন চণ্ডবিক্রম, তারক ও অপরাপর দৈত্যগণের কণ্ঠশোণিতে রঞ্জিত হ'য়ে পুনর্ব্বার কোষপ্রবিষ্ট হয়। আপনার ও আমাদের মঙ্গল হউক। স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি।

অ।—হে সুরেশ্বর! সুরগণ! আজ আমি যে কার্য্য সংসাধন ক'ত্তে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হ'লেম, সে কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'ল্লেম। বিধাতা আপনাদের এবং আমার মঙ্গল সাধন করুন্—ইচ্ছা পূরণ করুন্।—স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি।

ই।—তবে এখন পর্ব্বতগুহায় গিয়ে এ বিষয়ের বিশেষরূপ পরামর্শ করা যা'ক্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—দৈত্যসভা।

কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—(সাহ্লাদে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজাটাই ভোগ ক'চ্চি যা হোক্!

দেবদৈত্যে লাগ্‌লো লড়াই;
মাঝে আমি মজা ওড়াই।
কুম্ভদরের কুম্ভরাশি,
হাততালি দে বাজাই কাঁসী।

(ভিত্তিলম্বিত ইন্দ্রের চিত্রপট দেখিয়া) আরে মর! এ একটা কি বিচ্ছিরি ছবি! এর গাময় মেলা চোক ফ্যাল ফ্যাল ক'চ্চে! মুখখানা বড় মন্দ নয়। তবু আমার চেহারার মত নয়। আমার কেমন গোঁফ—কেমন চোক—কেমন নাক—কেমন গাল—কেমন ঠোঁট—কেমন চুল—কেমন দাঁত—কেমন হাত—কেমন পা—কেমন গা!—এমন কা'র আছে? আমার এই অপূর্ব্ব স্বপচ্ছাৎ রূপ দেখে, দৈত্যরাণীর ছোট চাকরাণী আমার রাণী হ'বে ব'লে আশার গোলাব-জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্চে—প্রেমের বাতিকে লুটপুটু ক'চ্চে—আর ভালবাসার খাঁচায় ঢুকে ঝুটুপুটু ক'চ্চে। (চিত্রপটের সম্মুখে গিয়া) আরে ম'ল যা! এটা ইন্দির ব্যাটা যে, আচ্ছা, ব্যাটা। দাঁড়া তুই (চিত্রপট উল্টাইয়া সংস্থাপন করত) কেমন কেমন? এখন উপরে পা—নীচে মাথা! কেমন জব্দ! এইবার ঘুরে ব'স দিকি!—(নেপথ্যে সঙ্গীত) অ্যাঁ, ও আবার কি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বাহবা বাহবা! বেড়ে বাজনা বাজ্‌চে—বেড়ে গান হ'চ্চে—তবে নাচ্‌টা কেন ফাঁক যায়? (নৃত্য করিতে করিতে)

ধিনৃতা ধিনা তাধিন্ ধিনা,
রাজার মেয়ে বাজায় বীণা।
তাক্ তাক্ তা—ধিন্ ধিন্ তা,
তাল বেতালে নাচ্ দেখি পা।
হাঃ—হাঃ—হাঃ! বাহবা বা!

(নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি দৈত্যরাজ আস্‌চে—আর নাচা হ'ল না— পালাই।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

তারক, চণ্ডবিক্রম ও অপর দৈত্যগণের প্রবেশ।

তা।—(সিংহাসনে উপবেশন করিয়া) সেনাপতি! আমি তোমার অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য এবং রণকৌশল দেখে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হ'য়েচি। আমাকে একবারও সমরক্ষেত্রে যেতে হ'ল না।

চ।—দৈত্যরাজ! আপনারই আশীর্ব্বাদে আপনার এই অনুগত ভৃত্য দেবসমরে পুনঃ পুনঃ

জয়লাভ করেচে। এখনও বাকী আছে, যত-ক্ষণ না আমি ইন্দ্রকে আপনার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌চি, তত ক্ষণ আমার চিত্তের শেষ তৃপ্তিলাভ হ'চ্চে না।

তা।—ইন্দ্র এখন যে অবস্থায় পতিত হ'য়েচে, তা' তা'র পক্ষে কারাভোগ অপেক্ষাও কোটি গুণে যন্ত্রণাদায়িনী। আমার বিবেচনায় তা'র পক্ষে স্বর্গের কারাগারও সুখের স্থান হ'বে, সুতরাং তা'কে আর ধৃত ক'রে আন্‌বার প্রয়োজন নাই।

১ম দৈ।—দৈত্যনাথ! আমাদের বড় ইচ্ছা যে, ইন্দ্রকে তা'রই আদেশ নির্ম্মিত কারাগৃহে কিছু দিনের জন্য একবার আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়। সে আমাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেচে। সে দৈত্যদের ধ'রে এনে, যে কারা-গৃহে আবদ্ধ করে রাখ্‌ত, এখন তাকেই সেখানে অবরুদ্ধ ক'রে রাখা কখনই অকর্ত্তব্য নয়।

২য় দৈ।—তোমার এ বাক্য আমার মনোমত হ'য়েচে।

তা।—না না, ও কথা ভাল নয়। পরাজিত ব্যক্তিকে পীড়ন করা বীরের কার্য্য কি?

চ।—দৈত্যকুলচূড়ামণি! অগ্নির অতি সামান্য স্ফুলিঙ্গও নির্ব্বাণ করা রাজনীতির অনুমোদিত।

তা।—তা' জানি, সেনাপতি! কিন্তু ইন্দ্র এখন আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়—নির্ব্বাপিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের অতি তুচ্ছ ভস্মমাত্র। আমি তোমার শৌর্য্যবলে তা'কে আর গ্রাহ্য করি না। এখন্ এস, আমরা ঐক্যের উপর আত্ম-নির্ভর ক'রে নবলব্ধ স্বর্গরাজ্য সুখে ভোগ করি। আমাদের ঐক্য চিরকাল অবিচলিত থাকলে এক জন ইন্দ্র কেন, শত শত ইন্দ্রও আর আমাদের অতি সামান্য অপকারও ক'ত্তে পারবে না।

১ম দৈ।—দৈত্যনাথ! তবে দৈবের কথাও বলা যায় না।

তা।—কাপুরুষেরাই দৈবকে বিশ্বাস করে। স্বর্গাধিপতি তারকের নিকট দৈবের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও প্রতীয়মান হয় না। আমার নিকট ঐক্য, সাহস, শক্তি, শৌর্য্য ওবীর্য্যই দৈব।

চ।—দৈত্যনাথ! আপনার এই বশংবদ ভৃত্যের নিকটও তা'ই।

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দ্বা।—(শিরোনমনপূর্ব্বক) দৈত্যরাজের জয়!

তা।—কি সংবাদ!

দ্বা।—এক জন দেবদূত মহারাজের দর্শন-লাভের আশা ক'রে দ্বারদেশে অবস্থান ক'চ্চে।

তা।—আচ্ছা, তা'কে নিয়ে এস।

[দ্বারপালের প্রস্থান।

(সহাস্যে) সেনাপতি! ইন্দ্র কি যুদ্ধে ক্রমা-গত পরাজিত হ'য়ে উন্মত্ত হ'য়েচে? তা নৈলে সে কোন্ লজ্জায় আবার আমার নিকট দূত প্রেরণ কল্লে?

চ।—ইন্দ্র নিতান্ত নির্ব্বোধ—নির্লজ্জ।

দেবদূতের সহিত দ্বারপালের পুনঃপ্রবেশ।

দে-দূ।—আমাদের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র আদেশ করেচেন যে, হয় আপনি তাঁ'কে অবি-লম্বে তাঁ'র স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রদান করুন্, নয়, অদ্যই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন্।

তা।—তোমার প্রভু নিতান্ত মূর্খ, তাই আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অসার বীরত্ব দেখাতে ইচ্ছা ক'রেচে। আচ্ছা, এইবার তা'কে বিশেষরূপে প্রতিফল দেওয়া যা'বে। যাও, তুমি তা'কে যুদ্ধসজ্জা ক'ত্তে বল গে। আজ বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ই তা'র পুনরুদ্দীপ্ত রণ কণ্ডূয়ন নিবারিত হ'বে।

[দ্বারপালের সহিত দেবদূতের প্রস্থান।

(সক্রোধে) কি আশ্চর্য্য! কি ঘৃণার কথা! ধিক্ তা'কে!

চ।—এইবার যা'তে সে আর কখনও যুদ্ধের স্বপ্নও না দেখতে পায়, তাই কর্‌ব।

তা।—বোধ হয়, সে আবার কা'কে সেনা-পতি ক'রেচে।

চ।—সে নিজে এলেও আবার পরাজিত হ'বে। আপনার এই অনুগত কিঙ্করের হস্তে যত ক্ষণ শক্তি এবং সেই শক্তিধৃত শাণিত অসি আছে, তত ক্ষণ আপনার স্বর্গরাজ্যের একটি পিপীলিকাও শত্রুকরে নিহত হ'বে না। আদেশ করুন্, আমি আবার সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করি।

তা।—তোমাকে ত আদেশ করাই আছে।

শোভনার প্রবেশ।

শো।—(তারকের প্রতি) বাবা আবার দেবদূত কেন এসেছিল?

তা।—(শোভনার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) যুদ্ধের সংবাদ দিতে ?

শো।—কা'র সঙ্গে ?

তা।—ইন্দ্রের সঙ্গে।

শো।—আর কা'র সঙ্গে ?

তা।—আমার সঙ্গে।

শো।—ইন্দ্র যে হেরে গেছে।

তা।—আবার যুদ্ধ কর্‌বে।

শো।—হেরে গেলে কি আবার যুদ্ধ করে ? ভাঙা পুতুল আঠা দিয়ে যুড়্‌লে কি, সে আর তেমন শক্ত হয় ?

তা।—(সহাস্যে) শোভনা! এ দৃষ্টান্ত তোমাকে কে শেখালে ?

শো।—দৃষ্টান্ত কি, বাবা ?

তা।—তোমার বাবার মাথা ?

শো।—(হাসিয়া) দূর।

চ।—(স্বগত) আহা, বালিকা শোভনা কি সরলা ! আমার চক্ষে এ যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী সরলতা। এর হৃদয় সরল—বাক্য সরল—দৃষ্টি সরল—এর আবয়বিক গঠনপ্রণালীও সরল। আমি যখনি একে দেখি, তখনই যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে মোহিত হই। সে ভাব মুখে প্রকাশ কর্‌বার কথা আজও অভিধানে স্থান পায় নাই। অভিধানও যে কখন সে অমূল্য কথা আপন বক্ষে ধারণ ক'ত্তে সমর্থ হ'বে, তা'রও সম্ভাবনা নাই। মনই সে কথার প্রশ্নোত্তর ক'ত্তে সমর্থ, কিন্তু জিহ্বার তা'তে কোনও অধিকার নাই। আহা ! এই সরলতা-মূর্ত্তির সঙ্গে সেই অন্তরোত্থিত কথারও কেন উচ্চারণিক শক্তি সৃষ্ট হ'ল না !

তা।—শোভনা ! তোমার সে পুতুলগুলি ভাল আছে ত ?

শো।—(ঈষৎ বিমর্ষ হইয়া) ভেঙে গেছে, বাবা !

তা।—কি ক'রে ভাঙ্‌ল ?

শো।—এই তোমরা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর কি না, আমি তাই দেখে সেই পুতুল-গুলোর যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিলেম। পাঁচটার ঘাড়ে ছ'টা—তিনটের ঘাড়ে দশটা আর এক-টার ঘাড়ে তিনটের ঘাড়ে সাতটা পুতুল ঠোকা-ঠুকি ক'রে সবগুলো ভেঙে গেছে।

তা।—(সহাস্যে) তোমার সর্ব্বশুদ্ধ ক'টি পুতুল?

শো।—কেন ছেলে পুতুলে মেয়ে পুতুলে সর্ব্বশুদ্ধ ন'টি।

তা।—(সহাস্যে) আর তুমি একটি।

শো।—(সহাস্যে) দূর।

চ।—(স্বগত) দৈত্যরাজ ঠিক্ বলেছেন। শোভনা দৈত্যবংশে জীবন্ত পুত্তলী। এই পুত্তলী লাভ কর্‌বার জন্য আমার চিত্ত সর্ব্বদাই আশার সাগরে সন্তরণ দিচ্চে। দৈত্যপতি কি আমার প্রতি দয়া কর্‌বেন ? ওঁর এই অপূর্ব্ব রমণীকুলের গর্ব্বস্বরূপা সরলা শোভনাকে কি আমি আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী ক'ত্তে পা'র ? কই আজিও ত দৈত্যরাজের মনে সেরূপ ইচ্ছা দেখা দেয় নাই। বল্‌তে কি, আমি এই কন্যারই রূপে মোহিত হ'য়ে সমর-ক্ষেত্রে অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ ক'রে, সুরগণকে পুনঃপুনঃ পরাজিত ক'চ্চি। শোভনা আমার স্বার্থস্বরূপিণী। সমরপ্রাঙ্গণে এই শোভনাই এক একবার আমার মনশ্চক্ষে যেন ছায়াময়ী হ'য়ে দেখা দেয়। সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তিই আবার সেখানে আমার পরিশ্রান্ত বাহুকে চতুর্গুণ বল প্রদান করে। যা'র জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্তও শক্রকরে দিতে প্রস্তুত, তা'র পিতা কি তা'কে আমায় পারিতোষিক স্বরূপ দিবেন না ? ভবিতব্যই তা জানে,—জানুক ; তা ব'লে আমি আশা ত্যাগ কর্‌ব না। এখন্ যাই। (প্রকাশে) দৈত্যনাথ ! তবে আর আমি এখানে বিলম্ব কর্‌ব না।

তা—(প্রকৃতিস্থ হইয়া) ও ; তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ, আমি শোভনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে—

চ।—তবে আমি চ'ল্লেম।

তা।—খুব সতর্কতার সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ো। ভগবান্ রুদ্রদেব আবার তোমাকে যুদ্ধে জয়শ্রী প্রদান করুন্।

[চণ্ডবিক্রমের প্রস্থান।

শো।—বাবা ! তোমার সেনাপতি খুব বীর —না ? আর দেখ্‌তেও বেস্—না ? (নেপথ্যে সঙ্গীত) বাবা ! আমার সখীরা ঐ বাজনা বাজাচ্চেন—গান গাচ্চেন—আমিও বাজাইগে যাই।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

তা।—দৈত্যগণ ! তবে আমিও এখন মহি-ষীকে এই যুদ্ধের সংবাদ দিগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—সমরক্ষেত্র।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও যুদ্ধকোলাহল)

দুই জন দৈত্যসৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ।—(সাশ্চর্য্যে) ওঃ, আজ কি ভয়ানক যুদ্ধই বেধে গেচে। (নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ দেখ—ঐ দেখ।

২য় সৈ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) তাই ত হে! আজ দেবতারা যেন নবজীবন আর নবশক্তি পেয়ে লড়্চে। অস্ত্রগুলোর কি ঝন্‌ঝনানি শব্দ হ'চ্চে। আজ কি হ'তে কি হয়। রুদ্রদেব আমাদের রক্ষা করুন।

১ম সৈ।—আবার ঐ দেখ! অস্ত্রে অস্ত্রে আঘাত লেগে রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুচ্চে।

২য় সৈ।—কিন্তু, ভাই! অগ্নির গা দিয়ে যেন অগ্নির স্রোত ছুটেচে। দেখ দেখ, অগ্নি যে দিকে যাচ্চে, সে দিকটা যেন একেবারে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাচ্চে। অগ্নি আজ ভয়ানক শক্তি প্রকাশ ক'চ্চে।

নেপথ্যে।—জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়!

১ম সৈ।—আবার বারটা আদিত্য ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে ভয়ানক কাণ্ড ক'রে তুলেচে। আমরা এত দূরে আছি, তবুও যেন আমাদের মুখ হাত পা ঝল্‌সে যাচ্চে। রুদ্রদেব! আমাদের রক্ষা কর—রক্ষা কর।

২য় সৈ।—ভয় নেই ভয় নেই। আমাদেরি জিৎ—আমাদেরি জিৎ। ঐ দেখ দেবতারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালা'ল!—ঐ দেখ, পবন সকলের আগে প্রাণপণে দৌড় দিয়েচে।

নেপথ্যে।—জয় দৈত্যরাজের জয়!

১ম সৈ।—কিন্তু দেবতাদের সেনাপতি অগ্নি এখনও লড়্চে—অন্য অন্য দেবতাদের চেয়ে বীর বটে।

নেপথ্যে।—জয় দেবরাজের জয়!

১ম সৈ।—হাঁ হাঁ! বারটা আদিত্য ঐ পালা'ল, ঐ পালা'ল। জয় দৈত্যরাজের জয়!

নেপথ্যে।—জয় দৈত্যরাজ তারকের জয়!

২য় সৈ।—ওহে ভাই! অগ্নিরও বুঝি ঐ দশা ঘট্‌ল। আমাদের সেনাপতি ওকে পাছু হটিয়ে এই দিকে নিয়ে আস্‌চেন। আমরা এখান থেকে শীগ্‌গির অন্য দিকে যাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে চণ্ডবিক্রম ও অগ্নির প্রবেশ।

চ।—(সদর্পে) পরাজয় স্বীকার কর; নতুবা তোমার নিস্তার নাই।

অ।—(সদর্পে) পরাজয় স্বীকার,—কখনই না।

চ।—তবে পশ্চাৎপদ হ'য়ে এলে কেন?

অ।—আমার ইচ্ছা।

চ।—ইচ্ছা! আচ্ছা, এই ইচ্ছার কতদূর শক্তি দেখি।

(উভয়ের পুনর্ব্বার অসিযুদ্ধ ও অগ্নির পরাজিত হইয়া পলায়ন, তৎপশ্চাৎ চণ্ডবিক্রমের বেগে ধাবন)

নেপথ্যে।—জয় দৈত্যরাজের জয়!

কতিপয় দৈত্যসৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ।—(বিকৃত মুখে) আঃ, আরে আগুন কি রে! আমার গোঁপ যোড়াটা ঝল্‌সে পুড়ে গেচে!

২য় সৈ।—(নাসিকা আকুঞ্চন করিয়া) উঁ তাই ত, বড় চিম্‌সে গন্ধ বেরুচ্চে। উঁ হুঁ হুঁঃ।

৩য় সৈ।—(জড়িত স্বরে) ওঃ, আমি আর কথা কইতে পারিনি।

৪র্থ সৈ।—তোর কথাও পুড়ে গেচে না কি?

৩য় সৈ।—উঁহু, জিব্‌টে পুড়ে গেচে।

২য় সৈ।—থুথু দে—থুথু দে।

৩য় সৈ।—তুই ত খুব বুদ্ধিমান দেখ্‌চি!

২য় সৈ।—কেন?

৩য়।—জিব পুড়ে গেচে—থুথু পা'ব কোথা?

২য় সৈ।—হাঁ কর, হাঁ কর, আমি দিচ্চি।

৩য় সৈ।—দূর দূর! ছি ছি! শিব শিব!

১ম সৈ।—এইবার যদি আমি আগুনটোকে পাই ত গায়ে জল ঢেলে দি। ওটা আমার সর্ব্বনাশ করেচে!

৩য় সৈ।—আর জল! চল এখন ওষুধ দি'গে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাদ্রি-কন্দর।

ইন্দ্র, বরুণ, কুবের যম, অগ্নি ও পবন বিমর্ষচিত্তে উপবিষ্ট।

ই।—(সদুঃখে) অগ্নিদেব! আমাদের ভাগ্যে এই ঘোরতর নরকনিবাস চিরস্থায়ী হ'ল দেখ্‌চি।

অ।—কি কর্‌ব বলুন, স্বরীশ্বর! চেষ্টার ত অণুমাত্রও ক্রটি করি নাই।

ব।—হাজার চেষ্টা করুন, কিন্তু দৈব বলই বল। নৈলে এত ক'রেও আমরা দুরাচার দৈত্য-গণকে পরাজয় ক'ত্তে পাল্লেম না।

কু।—বিধাতা দৈত্যদের প্রতিই সুপ্রসন্ন।

য।—হায়, হায়, আমাদের ভাগ্যে এ কি দুর্দ্দৈব।

প।—হা বিধাত! এ কি ক'ল্লে! আমরা তোমার নিকট কিসে এত অপরাধী?

ই।—এখন্ কি করি বলুন দেখি?

ব।—আমি ত কিছুই ঠিক ক'ত্তে পাচ্চি না।

ই।—হায় হায়, এ কি হ'ল! দৈত্যহস্তে রাজ্য গেল—মান গেল—ধন গেল, কিন্তু দগ্ধ প্রাণ গেল না! কেন অমর হ'য়েছিলেম! অম-রত্বের পরিণাম যে এতদূর ভয়ঙ্কর—এতদূর যন্ত্রণাদায়ক, তা' অগ্রে ভাবি নাই।

য।—আমি এত দিনে বুঝ্‌তে পাল্লেম যে, যা'রা মরে, তা'রাই সুখী। দেবরাজ! বল্‌ব কি, আমার নরকস্থ জীবেরা যেরূপ যন্ত্রণাভোগ করে, এখন আমি তা'র চেয়েও কোটি গুণ কষ্ট ভোগ ক'চ্চি!

ব।—আমার হৃদয়মধ্যে দুঃখের উত্তাল তরঙ্গরাশি—উঃ, কি যন্ত্রণা।

প।—বরুণদেব! শুধু আপনি ব'লে নয়, আমারও মনের ভিতর অপমানের ঝটিকা গর্জ্জন ক'চ্চে। আমি লজ্জা, ঘৃণা ও দুঃখে অস্থির হ'য়ে প'ড়েচি।

কু।—দেবগণ! আমার যশ, গৌরব, ঐশ্বর্য্য পৌরুষ প্রভৃতি অমূল্য রত্নগুলি দৈত্যহস্তে লুণ্ঠিত হ'ল, এ অপেক্ষা আমার আর কি অপ-মান হ'তে পারে? হা অদৃষ্ট!

অ।—দেবগণ! আমি আপনাদের নিকট বড় গর্ব্ব করেছিলেম। তা'র প্রতিফল হাতে হাতেই পেলেম। ওঃ দৈত্যহস্তে পরাজয়রূপ অপমানে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে গেল! কি লজ্জা! কি ঘৃণা—কি যন্ত্রণা! হা ভাগ্য!

(নেপথ্যে গীত)

কানড়া—আড়াঠেকা।

কে জানে তোমার চক্র, চক্রিকুলবিভূষণ!
কাহারে হাসাও তুমি, করাও কা'রে রোদন।
আজি যেই সিংহাসনে, কালি সে ভ্রমে কাননে,
নিরখি অযোগ্য জনে, কলঙ্কি'ছে সিংহাসন।
মুহূর্ত্তেক পরে পুন, যে যেমন সে তেমন,
স্বপনে মিশি' স্বপন, ধাঁধা দেয় অনুক্ষণ।
তব চক্র-ইন্দ্রজালে, কত দেখি কালে কালে,
যা' লিখেছ যা'র ভালে, কৌশলে কর পূরণ।

ই।—(শুনিয়া) দেবর্ষি নারদ বুঝি আস্‌চেন।

য—সেইরূপ কণ্ঠস্বর বটে।

ই।—দেবগণ! নারদই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।

কু।—সে কথা সত্য, দেবরাজ! যাঁর চিত্তে স্বার্থের প্রলোভন নাই অথচ পরার্থের সম্পূর্ণ ইচ্ছা বিরাজমানা, বিশ্বরাজ্যে তিনিই সুখী। স্বার্থই নরকযন্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তি।

নারদের প্রবেশ।

ই।—আসুন, দেবর্ষি! তপশ্চর্য্যার কুশল ত?

না।—(সকলকে বিশেষরূপে দেখিয়া) আপনারা এত বিমর্ষ হ'য়ে র'য়েচেন যে?

ই।—আপনি ত সমস্তই জানেন।

না।—সমস্ত জান্‌লে আপনাদের দেখে আজ আর এত উদ্বিগ্ন হ'ব কেন? আজও কি স্বর্গো-দ্ধার ক'ত্তে পারেন নাই?—আজও কি তার

কাসুর বৈজয়ন্তধামের মহাসিংহাসন ভোগ ক'চ্চে ?

ই।—(সবিষাদে) তা' নৈলে কি এখনও আমাদের এই হিমাদ্রি-কন্দরে থাকতে হয় !

না।—তাই ত! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এখন্ কি উপায় ঠিক্ ক'রেচেন ?

ই।—এখন কোন উপায়ই ত আর দেখ্‌তে পাই না।

না।—দৈত্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'ত্তে ত কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই ?

য।—ত্রুটির মধ্যে আমরা অমর।

না।—বলেন কি, মৃত্যুপতি! দৈত্যহস্তে আপনারা এতদূর পরাস্ত হ'য়েচেন! (ইন্দ্রের প্রতি) আপনি কা'কে কা'কে সেনাপতি ক'রেছিলেন ?

ই।—(দেবগণকে দেখাইয়া) এঁদের সকলকেই ?

না।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, এই সকল সমরপণ্ডিত দেববীর দৈত্যযুদ্ধে পরাজিত হ'য়েচেন !

প।—বিধাতার বিড়ম্বনা।

না। আহা !

ই।—দেবর্ষি! এখন্ আমিই কেবল বাকী আছি। যা' থাকে অদৃষ্টে, আগামী কল্য দৈত্যসমরে এই বজ্রের শেষ পরীক্ষা হ'বে।

না।—(চিন্তিয়া) না, সেটা করা ভাল নয়। যদি আপনি দৈবদুর্বিপাকবশতঃ জয়ী হ'তে না পারেন, তা' হ'লে তারকের চূড়ান্তরূপে জয়শ্রী লাভ হ'বে। আপনি অবশিষ্ট থাকাতে, এখনও তারকের মনে সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ শীঘ্র দূর করা উচিত নহে।

ই।—কিন্তু আর ত কোন উপায় দেখ্‌তে পাই না।

না।—সেনাপতি হ'বার যোগ্য আর কি কোন বীর নাই ?

ই।—আমি ত জানি না।

না।—(বরুণ প্রভৃতির প্রতি) আপনারা জানেন কি ?

ব।—তা' হ'লে কি এখনও এই গিরিকন্দরে হতাশ হ'য়ে ব'সে থাকি ?

না।—আচ্ছা আমি ভেবে দেখি।—(নিমীলিতনেত্রে ক্ষণেক চিন্তিয়া)হাঁ হাঁ,মনে হ'য়েচে।

ই।—(উৎসুক চিত্তে) কে, দেবর্ষি ?

না।—কার্ত্তিকেয়।

ব।—কার্ত্তিকেয় কে ?

না।—ভগবান্ ভবানীপতি মহাদেবের পুত্র। তিনি একজন মহাবীর। আপনারা তাঁ'কে দৈত্যযুদ্ধে নিমন্ত্রণ ক'রে সেনাপতিত্বে অভিষেক করুন। তা'র পর যা' হয় হ'বে।

ই।—তাঁ'কে কিরূপে পা'ব ?

না।—আপনি আমার সঙ্গে কৈলাসে চলুন! ভগবতী পার্ব্বতী কার্ত্তিকেয়ের মাতা। তাঁ'র নিকট এই বিপদের কথা নিবেদন ক'ল্লে আপনি কৃতকার্য্য হ'তে পারিবেন। কারণ, স্ত্রীহৃদয় স্বভাবতঃ কোমল ও পরদুঃখকাতর।

ই।—দেবর্ষি! তবে আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

না।—(দেবতাদের প্রতি)আপনারা সকলে এখানে সতর্ক হ'য়ে থাকুন।

ব।—যে আজ্ঞে, দেবর্ষি!

না।—(ইন্দ্রের প্রতি) এক্ষণে আপনার সহধর্ম্মিণী শচীদেবী কোথায় ?

ই।—তাঁ'কে বিন্ধ্যাচলের একটি গহ্বরে গোপনে রেখেচি।

না।—আহা! বিধাতার মনে এতও ছিল। আসুন, এখন শীঘ্র শুভযাত্রা করি।

[ইন্দ্র ও নারদের প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৈলাসপর্ব্বত—বিল্বকুঞ্জ।

পার্ব্বতীর বিল্বপত্র চয়ন করিতে করিতে প্রবেশ।

পা।—(সানন্দে) এই বিল্বপত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যশীল। আজ এরা দেবাদিদেব মহাদেবের জটাকলাপে শোভিত হ'বে। এদের চেয়ে সুখী আর ত্রিজগতে নাই।

(নেপথ্যে গীত)

বেহাগ—কাওয়ালী।

জয়, ত্রিতাপবারিণি, ত্রিলোকবন্দিনি,
সঙ্কটখণ্ডিনি, ত্রিলোচনি!

জয়, শঙ্করমোহিনি, কিঙ্করপালিনি,
নৃমুণ্ডমালিনি, করালিনি !
জয়, ভক্তনিকরপ্রতি দেবি দয়াবতি,
দুর্গতি-জন-গতি প্রদায়িনি !
জয়, হুতাশভালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
হ্রীং-ক্লীং-শ্রীং-বীজস্বরূপিণি !

(শুনিয়া) নারদের কণ্ঠরব না ?—(দেখিয়া) হাঁ তাই ত বটে। এই যে নারদ ও ইন্দ্র উভয়েই আমার নিকট আস্‌চেন।

নারদ ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

উভয়ে।—(প্রণাম)

পা।—মনস্কামনা পূর্ণ হোক। নারদ! কি মনে ক'রে দেবরাজকে নিয়ে এখানে এলে ?

না।—আর মা! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এমন সর্ব্বনাশ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। দেবরাজ আজ পথের ভিখারী।

পা।—দেবরাজ! এখনও কি তুমি দৈত্যগণকে পরাজয় করে স্বর্গোদ্ধার ক'ত্তে পার নি ?

ই।—(সদুঃখে) জননি! আপনার কৃপা না হ'লে আমাদের হ'তে আর স্বর্গোদ্ধার হ'বে না। যতদূর চেষ্টা ক'ত্তে হয়, আমি দেবগণকে নিয়ে তা'র ত্রুটি করি নাই; কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হ'তে পাল্লেম না।

না।—আর ভয় কি, দেবরাজ? এইবার সর্ব্বমঙ্গলার অনুগ্রহে আপনার সকল অমঙ্গল দূর হ'বে।

পা।—নারদ! আমি কি ক'রে দেবরাজ ইন্দ্রের মনোদুঃখ দূর ক'ত্তে পারবে ?

না।—আপনার মহাবীর পুত্র কার্ত্তিকেয়কে দেবরাজের সেনাপতি ক'ল্লে।

পা।—কুমার ত এখন এখানে নাই।

ই।—তবে তিনি কোথায়, মা ?

পা।—ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে।

না।—এমন কৈলাসপর্ব্বত পরিত্যাগ ক'রে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে ?

পা।—আমার কার্ত্তিকেয় বড় মৃগয়াপ্রিয়, এই জন্য সেখানে সর্ব্বদা কালক্ষেপ করে। এখানেও কখন কখন আসে।

না।—তাঁ'র পত্নী দেবসেনা এখন কোথায় ?

পা।—নারদ! তুমি ত জান, স্বামীকে ছেড়ে পত্নী কি কখন স্বতন্ত্র থাক্‌তে পারে ?

না।—দেবি! আপনি সে বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ই।—জননি! মহাবীর কার্ত্তিকেয়কে না পেলে যে আমার মনোরথ সিদ্ধির অন্য উপায় দেখ্‌চি না।

পা।—দেবরাজ! কার্ত্তিকেয় কি তোমা অপেক্ষা বীর ? তুমি দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাজয় ক'ত্তে পাল্লে না, কার্ত্তিকেয় কি তা পারবে ?

না।—দেবি! আমার নিকট কে বীর আর কে অবীর, তা'র কিছুই অনুধাবন হয় না। যাঁ'র দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, তিনিই বীর, তা' না হ'লে মহাবীরও বীর নয়। কুমার হ'তে দেবগণের কেন মঙ্গল সাধন হ'তে পারবে না ?

পা।—দেবরাজ! কুমার আমার এখনও বালক, কিন্তু তোমাদের বিপদেও আমি অত্যন্ত দুঃখিত হ'লেম; কিন্তু কি করি ? (চিন্তিয়া) আচ্ছা, তা'কে তোমাদের সেনাপতি ক'রে আবার একবার স্বর্গোদ্ধারের চেষ্টা কর; কিন্তু তুমি তা'র পৃষ্ঠবল হ'য়ে থেক।

না।—(স্বগত) আহা, মাতৃস্নেহ কি অমূল্য পদার্থ!

ই।—জননি! আমি কুমারকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় প্রতিনিয়ত রক্ষা করব।

পা।—তোমরা এখন আমার সঙ্গে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে চল।

না।—মা! আপনি দেবরাজকে নিয়ে সেখানে শুভযাত্রা করুন। আমার অন্যত্র একটি বিশেষ কার্য্য আছে।

পা।—আচ্ছা। দেবরাজ! তবে তুমিই আমার সঙ্গে এস। (নারদের প্রতি) নারদ! তুমি এই বিল্বপত্রগুলি ভোলানাথের নিকট রক্ষা ক'রে কোথা যা'বে যাও (বিল্বপত্র প্রদান)

[পার্ব্বতী ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

না।—ভগবতী যে কালে কার্ত্তিকে দেবসেনাপতি ক'ত্তে সম্মত হ'লেন, সে কালে তাঁ'র সেনাপতি না হ'বার সম্ভাবনাই নাই। এখন আমি একবার দৈত্যসভায় গমন করি। যেরূপ ভাব গতিক দাঁড়িয়েচে, তাতে দেখ্‌চি আমাকে নানারূপ কৌশল বিস্তার ক'ত্তে হ'ল। এদিকে দেবতারা দৈবদুর্ব্বিপাকে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েচেন, আর ও দিকে দৈত্যগণ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠেচে। সুতরাং কৌশল ভিন্ন দেবতাদের

সম্পূর্ণ সুবিধা হ'বার পথ দেক্তে পাচ্চি না। দেবরাজা দৈত্যে ভোগ করবে? এখন হ'তে পারে না। যা'তে তারক সংহার হয়, সেই ব্রতে আমি ব্রতী হ'লেম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—দৈত্যসভা।

সিংহাসনে তারক ও সুরসা আসীন।
নিম্নে চণ্ডবিক্রম ও দৈত্যগণ
যথাস্থানে উপবিষ্ট।

চ।—(ঈষদুত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) অসুরেশ্বর! এবার ইন্দ্র যা'র পর নাই প্রতিফল পেয়েচে। তা'র অত্যন্ত ভরসা ছিল যে, অগ্নির বাহুবলে আমাদের পরাস্ত ক'রে, স্বর্গোদ্ধার করবে, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে আমার হস্তে অগ্নির সহিত তা'র সমস্ত আশা ভরসাও বিনষ্ট হ'য়ে গেছে।

তা।—সে নিতান্ত মূর্খ, তাই শৃগাল হ'য়ে ক্ষুধিত সিংহের সম্মুখে আস্ফালন ক'ত্তে এসেছিল।

চ।—তেমনি ভগ্নগ্রীব হ'য়েচে। এখন আপনি নির্ব্বিঘ্নে এই অপূর্ব্ব স্বর্গরাজ্য ভোগ করুন্। (স্বগত) আমার পুরস্কারের কথা কি বল্ব? শোভনাই আমার একমাত্র পুরস্কার-স্বরূপিণী। তা'কে না পেলে, আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। এমন কি দৈত্য-রাজ যদি শোভনার পরিবর্ত্তে স্বর্গ পর্য্যন্ত দান করেন, তাও আমার পক্ষে কিছুই নয়। শোভনা অমূল্য হীরকমণ্ডিত সুবর্ণপদক আর স্বর্গরাজ্য অতি তুচ্ছ পিত্তলখণ্ড। দেখাই যাক্ না কেন, ইনি আপনা হ'তেই স্বর্ণলতিকা শোভনাকে দেন কি না। আরও কিছু দিন অপেক্ষা করি। তা'র পর ভবিষ্যৎ বুঝে মুখ ফুটে বল্ব।

তা।—সেনাপতি! তোমার বিক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এক্ষণে নামে অমর, কিন্তু কার্য্যে মৃত।

চ।—আমার বিক্রমে নয়, আপনারই বিশ্ব-বিধ্বংসী পরাক্রমে। আমার বিক্রম ফল মাত্র, কিন্তু আপনার পরাক্রমে মহাবীজ স্বরূপ।

তা। তুমি আমাকে যেমন বিশেষ সন্তুষ্ট ক'চ্চ, আমিও তোমাকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করব।

চ।—(স্বগত) ভগবান রুদ্রদেবের প্রসাদে আপনার প্রিয়তমা কন্যা শোভনাই যেন আমার পুরস্কার হয়। (প্রকাশে) দৈত্যরাজ এই অনুগত ভৃত্যের প্রতি আপনার অবিচলিত অনুগ্রহই আশাতীত পুরস্কার।

সু।—সেনাপতি! আমি তোমার কল্যাণে স্বামীর সহিত এই দেবসিংহাসনে মনের সুখে উপবেশন ক'চ্চি, আশীর্ব্বাদ করি, অবিলম্বে তোমার মনোরথ সফল হউক।

চ।—রাজরাজেন্দ্রাণি! আপনার আশীর্ব্বাদ কখনই বিফল হ'বার নয়। (স্বগত) শোভনাই আমার মনোরথ।

তা।—মহিষি! বল দেখি এই স্বর্গসুখভোগ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল কি না?

সু।—অসুরেশ্বর! তোমার অনুগ্রহেই এখন আমি স্বর্গের অধীশ্বরী হ'য়েচি।

তা।—এ অপেক্ষা আরও কি কিছুর আশা কর?

সু।—আশার কি অন্ত আছে? বোধ হয়, আকাশেরও অন্তসীমা পাওয়া যায়, কিন্তু আশার অন্ত একবারেই নাই, তা' থাকলে কি আজ তুমি স্বর্গেশ্বর আর আমি স্বর্গেশ্বরী হ'তে পাত্তেম? কিন্তু নাথ! বল্‌তে কি হুতাশনে যত ঘৃত দাও, ততই সে বাড়তে থাকে, সেইরূপ আমার আশাও, স্বর্গসিংহাসন, নন্দনকানন, দেবৈশ্বর্য্য পেয়েও আবার যেন কত কি প্রার্থনা করে।

তা।—সকল বিষয়েরই 'অতি' শব্দ ভাল নয়, তা' জান ত।

সু।—তোমার ন্যায় প্রবল প্রতাপী বিশ্ব-বিখ্যাত মহাবীর যা'র স্বামী, তা'র আশার মূলে 'অতি' শব্দ না থাকাই ভাল নয়।

তা।—(সহাস্যে) মহিষি! স্ত্রীলোককে বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার।

(নেপথ্যে গীত)

পরজ—ঝাঁপতাল।

গাও গাও আজি বীণে, এমন দিন পাবি নে,
বীরেন্দ্র তারক রাজা রাজাসনে রাজে।

দেব কাঁপে যাঁ'র নামে, সুরসা তাঁহার বামে,
আজি বৈজয়ন্ত ধামে, কিবা শোভা সাজে।
বন্দিগণ গায় গান, প্রতিধ্বনি ধরে তান,
মুরজ, মুরলী, বেণু, চারি ধারে বাজে।
তারক—গম্ভীর মেঘ, সুরসা—বিজলী-বেগ,
মৃদঙ্গ—জলদ ডাকে, ডাকে মাঝে মাঝে।

নারদের প্রবেশ।

তা।—(উত্থিত হইয়া) আস্তে আজ্ঞে হয়, দেবর্ষি!

(সকলের প্রণাম)

না।—দৈত্যনাথ! আজ আমি আশাতীত আনন্দলাভ ক'ল্লেম। ব'ল্লে আপনি বিশ্বাস করবেন না—তোষামোদ মনে ক'রবেন, কিন্তু এত দিনে এই স্বর্গীয় সিংহাসনের যথার্থ শোভাবর্দ্ধনই হ'য়েচে। আপনি এবং দৈত্যরাণীই যে, অমরাবতীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার, তা' আজ আমার অক্ষিগোচর হ'ল।

তা।—(সহাস্যে) কিন্তু আপনিই সর্ব্ব-শোভার মূল। আপনার শুভাগমনে আজ আমরা স্বর্গরাজ্যের সহিত যেন আর একটি নূতন স্বর্গরাজ্যে উপনীত হ'লেম। আশা করি, মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ ক'রে এখানে পদধূলি দেবেন।

না।—(সহাস্যে) ও কথা বলা বাহুল্য। আপনার দর্শনলাভ আমার পক্ষে অমূল্য রত্নলাভ স্বরূপ। আমি সর্ব্বদাই আপনাকে দর্শন ক'ত্তে আস্‌ব। আপনি স্বর্গের অধিপতি, সুতরাং আমাদের রাজা। আপনার নিকট আসা আমার সৌভাগ্যের বিষয়।

১ম দৈ।—বাস্তবিক, আপনি যা' বলচেন, তা'র লেশমাত্রও মিথ্যা নয়।

না।—তা'ত জানই, নারদ কখন মিথ্যা কথার ধার ধারে না।

১ম দৈ।—মিথ্যা কথা হ'লে আমাদের মনের মত হ'ত না।

না।—তাই ত বলচি, তোমরা দৈত্যেশ্বরকে যেরূপ দেখ, আমিও সেইরূপ দেখি।

২য় দৈ।—এইরূপ দেখাই ত দেখা।

না।—সেনাপতি! আমি আপনার অদ্ভুত বিক্রম ও প্রতাপ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েচি। আপনার মত বীরপুরুষ ত্রিজগতে আর দ্বিতীয় নাই।

২য় দৈ।—তা' থাক্‌লে কি দেবতারা পর্ব্বতের গুহায় ঢুকে ঘোল খায়।

না।—(সহাস্যে) ঘোল ত ঘোল, ব্যাটারা টোল খেয়ে গেচে;—হাঃ হাঃ হাঃ। ব্যাটাদের হাত পা মুখ সমস্তই থেঁৎলে গেচে! হাঃ হাঃ হাঃ! যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল! খুব হ'য়েচে!—খুব হ'য়েচে! আরে হতভাগারা, জানিস্ না যে, দৈত্যাধিপতি এবং তাঁ'র সেনাপতির প্রচণ্ড তেজের নিকট তোরা অতি সামান্য জোনাক পোকা!

১ম দৈ।—জোনাকপোকা তবুও ত চক্‌মক্ করে, ব্যাটারা কাঠবেরালী! আমাদের চড় চাপড় আর ঘুঁসো ঘাঁসা খেয়ে ব্যাটাদের আষ্টে পিষ্টে কাল্‌শিরে প'ড়ে গেচে!

না।—খুব হ'য়েচে—খুব হ'য়েচে—অমর না হ'লে মরেই যেত!—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) দৈত্যরাজ! ভাল কথা মনে হ'য়েচে।

তা।—কি, দেবর্ষি?

না।—আপনার একটি ভ্রম হ'য়েচে।

তা।—কি ভ্রম, দেবর্ষি?

না।—যে শত্রু, তা'র স্ত্রীও শত্রু। কারণ, স্বামীর যে শত্রু, তা'র পত্নীরও সে শত্রু। আপনি এটি বুঝে একটি কাজ ক'ত্তে ভুলেচেন। সে কাজটি এই, আপনি ইন্দ্রের পত্নী শচীকে ধ'রে এনে আপনার মহিষীর পরিচারিকা ক'রে নিযুক্ত ক'রে দিন। শত্রুশাসন এইরূপ ক'রেই কত্তে হয়। আপনি ইন্দ্রকে, আর দৈত্যরাণী শচীকে শাসন করুন্। এরূপ না ক'ল্লে, হয় ত শচী হ'তে ইন্দ্র সময়ে কোন পরামর্শ পেয়ে কোনরূপ গোলোযোগ ঘটা'তে পারে।

তা।—স্ত্রীলোকের কোন ক্ষমতাই নাই। তা'রা কেবল শোভার সামগ্রী।

না।—না, দৈত্যচূড়ামণি! কোমল এবং সুন্দর কুসুমেও বিষকীট থাকে।

১ম দৈ।—ঠিক্—ঠিক্।

সু।—(তারকের হস্তধারণ করিয়া) নাথ! দেবর্ষি খুব ভাল কথা বল্লে'ন। তুমি শচীকে এনে দাও। সে আমার দাসী হ'বে।

তা।—আহা! সে কি অপরাধ করেচে?

সু।—করুক্ আর নাই করুক্, তা'কে এনে দিতে হ'বে।

না।—(নখরে নখরে আঘাত করিয়া স্বগীত) নারদ!—নারদ!!—নারদ!!

তা।—তোমার ত শত শত দাসী র'য়েচে?

সু।—একা শচী আমার শত সহস্র দাসী হ'বে।

না।—বাস্তবিক, দৈত্যরাণীর সেবা করবার পক্ষে শচীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্তা।

তা।—আপনিই দেখ্‌চি, বাড়াবাড়ি ক'ল্লেন।

না।—না না, ঠিক্ কথা বলতে দোষ কি?

সু।—নাথ! বল, তা'কে আন্‌বে কি না?

তা।—সে কি মনে কর্‌বে?

সু।—কি আবার মনে কর্‌বে?

তা।—মনে কর, ইন্দ্র যদি তোমাকে শচীর দাসী ক্'রে নিযুক্ত ক'ত্ত, তা' হ'লে তুমি কি মনে ক'ত্তে?

সু।—কিছুই না।

তা।—ও কথা কথাই নয়।

সু।—তা' যা' হোক, তুমি তা'কে আনবে কি না বল?—(চিন্তিয়া) আচ্ছা, আমি তা'কে কোনরূপ নীচকার্য্য ক'ত্তে দেব না—সে কেবল আমার কবরী বন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌বে।

না।—তবে কে বলে দৈত্যরাণীর হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতা এবং দয়া নাই?

১ম দৈ।—দৈত্যরাণী দৈত্যকুলের সাক্ষাৎ করুণা।

না।—হ'বেন না কেন, কত বড় লোকের সহধর্ম্মিণী।

সু।—(অভিমানভরে) আমি চ'ল্লেম।

তা।—কেন, মহিষি! কি হ'ল?

সু।—কি আর হ'বে, শচীর কিঙ্করী হইগে। (উথানোদ্যোগ)

না।—(স্বগত) নারদ!—নারদ!!—নারদ!!

তা।—(স্বগত) তাই ত, কি বিপদ! আমি এত বড় বীর, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নিকট আমার বীরত্ব স্ত্রৈণ্যে পরিণত হ'য়ে গেল। (প্রকাশে) আচ্ছা আচ্ছা, আর যেতে হ'বে না।—শচীকে তোমার নিকট আনিয়ে দেওয়া যা'বে।

না।—(স্বগত)বাঁচা গেল—আমার প্রথম কৌশল সিদ্ধ হ'ল। (প্রকাশে) দৈত্যরাজ! দেখুন্ দেখি, এখন্ দৈত্যরাণী কত আহ্লাদিত হ'লেন।

তা।—দেবর্ষি শচী এখন্ কোথায়?

না।—বিন্ধ্যাচলের একটি গহ্বরে গোপনে অবস্থান ক'চ্চে।

তা।—আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?

না।—ইন্দ্র যখন তা'কে সেখানে গোপনে রাখে, তখন আমি পর্ব্বতের একটি চূড়ার অন্তরালে ব'সে আপনার মঙ্গলোদ্দেশে ভগবান্ রুদ্রের পূজা ক'চ্ছিলেম।

সু।—আপনি আমাদের খুব হিতৈষী। আপনি যদি মধ্যে মধ্যে আমাদের নন্দনকাননে ব'সে রুদ্রদেবের পূজা করেন, তা' হ'লে—

না।—(বাধা দিয়) বেশ কথা—আমার মনের মত কথা। অবশ্য আমি তাই কর্‌ব। আপনাদের মঙ্গলকামনাই ত আমার একমাত্র ব্রত।

সু।—নাথ! শচীর সন্ধান পেলে ত; এইবার আনিয়ে দাও।

তা।—যখন ব'লেচি, তখন আর অন্যথা হ'বে না। দু' এক দিন অপেক্ষা কর।

না।—দৈত্যনাথ! আমার একটি অনুরোধ আছে।

তা।—আমার নিকট আপনার অনুরোধ নয়—বক্তব্য, বলুন।

না।—শচীকে এনে একটু যত্নে রাখ্‌বেন। হাজার হোক, একজন রাণী ত বটে। দেখ্‌বেন, কোন পুরুষ, কি স্ত্রী তা'র প্রতি যেন অত্যাচার না করে। সেরূপ ক'ল্লে, আপনার এবং দৈত্যরাণীর অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হ'বে।

সু।—না, দেবর্ষি! কোন ভয় নেই। সে কেবল আমার কবরী বন্ধন কর্‌বে। তাই তা'র পক্ষে খুব অপমান।

না।—অপমান কি, আপনার কবরী বন্ধন করা শচীর পক্ষে খুব সম্মানের বিষয়। আর একটি কথা বলি, আমি যে শচীহরণের মন্ত্রণাদাতা, এ কথা যেন সে আপনাদের নিকট হ'তে কোনমতে বুঝতে না পারে। পাল্লে, আমি আর লজ্জায় এখানে আস্‌তে পারব না। আবার আমি না এলেও আপনাদের অন্য অন্য কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আট্‌কে যা'বে।

সু।—না, দেবর্ষি! আমরা কখনই আপনার কথা অবহেলা কর্‌ব না।

না।—সকলকেই বল্‌চি, খুব সাবধান—খুব সাবধান! তবে এখন আমি চল্লেম। আবার আস্‌ব।

তা।—যে আজ্ঞে, প্রণাম। আমিও সভাভঙ্গ ক'রে একবার আমার নন্দনকাননে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত—পার্শ্বে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্য।

(নেপথ্যে নানাবিধ পশুকোলাহল)

মৃগয়াবেশে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা।—(ব্যাঘ্রকে মুষ্ট্যাঘাতে বধ করিয়া) এইবার পর্ব্বতের গুহায় লুকিয়ে থাকগে রে! (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ একটা আবার আমায় তেড়ে আস্‌চে। আয় আয়— না না— তোকে আর আন্‌তে হ'বে না—আমিই যাচ্চি।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে ব্যাঘ্রের আর্ত্তনাদ ও কার্ত্তিকেয়ের হস্তে নিধনপ্রাপ্তি)

বেগে কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা।—(নেপথ্যের অপর দিকে চাহিয়া) ও দিকে আবার কি? মা আস্‌চেন যে— ওঁর সঙ্গে উনি কে? (শান্তভাবে দণ্ডায়মান)

ইন্দ্রের সহিত পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পা।—বাছা! সর্ব্বদাই কি এইরূপেমৃগয়ায় মত্ত হয়ে থাক্‌বে? একবারও কি আমার কাছে যেতে নেই?

কা।—(পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া) মা! এই দেখ, কত বড় একটা ব্যাঘ্র বধ ক'রেচি। আবার ঐ দেখ, ওখানেও একটাকে মেরে রেখেচি।

ই।—(স্বগত) নারদের কথা সত্য বটে— কার্ত্তিকেয় একজন মহাবীর।

কা।—(ইন্দ্রকে দেখাইয়া) মা! ইনি কে?

পা।—বৎস! ইনি দেবরাজ ইন্দ্র। তারক দৈত্য স্বীয় পরাক্রমে বরুণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত এঁকে যুদ্ধে পরাভূত ক'রে স্বর্গরাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রেচে।

কা।—অঁ্যা, সে কি! দৈত্যের হস্তে দেবতার পরাজয়!

ই।—দৈব বিড়ম্বনা।

কা।—দেবতার নিকট আবার দৈব কি? দৈত্যই দৈবের অধীন। তারক কি দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা বীর?

ই।—যে কালে আমি তা'র কাছে পরাজিত, সে কালে সে এখন বীর বৈ কি।

কা।—(সহাস্যে) না না, সে দৈত্য, তা'র আকার অতি বৃহৎ। কিন্তু সে বীর কিসের? আপনি তা'র আকার দেখেই বুঝি ভয়ে পরাজয় স্বীকার ক'রেচেন?

ই।—কুমার! তুমি তা'কে আজিও দেখনি ব'লে নানারূপ সন্দেহ ক'চ্চ।

কা।—মা'র আদেশ পেলে তা'কে একবার দেখ্‌তে চাই।

পা।—বাছা! সেই উদ্দেশেই আমি দেবরাজকে সঙ্গে ক'রে তোমার কাছে এসেচি। দেবরাজের সহায়তা কর্‌বার জন্য তোমাকে আজ দেবগণের সেনাপতি হ'তে হ'বে। আমি দেবরাজকে তোমার মত স্নেহ করি; সুতরাং—

কা।—মা! তুমি বীরমাতার মতই কথা ব'ল্‌লে। আমি দেবগণের সেনাপতি হ'তে ইচ্ছা করি। আমি এত বড় হ'লেম, কিন্তু আজিও দেবতাদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়ও হয় নাই, কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমি একবারে দেবসেনাপতি। এ আমার বড় সৌভাগ্য।

ই।—কুমার! আজ আমি তোমায় লাভ ক'রে যেন আমার বিলুপ্ত আশাকে আবার পেলেম। এস, তবে তোমায় দেবসেনাপতিত্বে অভিষেক করি। (অভিষেক করণ)

পা।—আমি তোমাদের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা কৃতকার্য্য হও।

(পার্ব্বতীকে উভয়ের প্রণাম)

কা।—দেবরাজ! আমি অদ্য হ'তে অষ্টাহের মধ্যে আপনাদের শিবিরে যাত্রা ক'র্‌ব। আপনি এক্ষণে দেবগণের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করুন্ গে।

ই।—আমার সঙ্গে আজই গেলে ভাল হয় না?

কা।—দু' চার দিন পরে গেলে মন্দ হ'বার কথা কি? আগে আমি এই বনের হিংস্র জন্তুগুলোকে বধ ক'রে, তা'র পর দেবহিংসক দৈত্যগণকে বধ ক'র্‌ব। আমি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, তখন সে কার্য্যের সমাপ্তি না ক'রে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না।

ই।—কুমার! তোমার এ কথার মূল্য নাই। বাস্তবিক, এরূপ না ক'ল্লে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

পা।—বৎস! তবে তুমি হিংস্র জন্তু শিকার কর। আমরা এখন চ'ল্লেম।

[পার্ব্বতী ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

কা।—প্রাণপ্রতিমাকে আমার দেবসেনা-পতিত্বের কথা বলি গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত—দেবদারু-বন।

দেবসেনার প্রবেশ।

দে।—(একটি দেবদারুবৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া)

(গীত)

সাহানা—যৎ।

আমনি কি বনশোভা মনোলোভা হ'য়েচে।
ঘন ঘন তরুগণ ঘন সম ছেয়েচে।
বনলতা বনবালা, জড়াইয়ে ডাল পালা,
পতিবুকে মুখ রাখি', মুখে চেয়ে র'য়েচে।
আমি যাঁ'র বনলতা, আজি তিনি এলে হেথা,
তরু-লতা-প্রেম-গাথা শুনাইব হরিষে;—
কোয়েলা আবার তায়, দিতে সে কথার সায়,
দেবদারু-তরু-শাখে সরু ডাকে ডেকেচে।

কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা।—(সানন্দে) প্রিয়তমে! আজ তোমায় একটি সুসংবাদ দেব।

দে।—কি নাথ?

কা।—আজ আমি দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হ'য়েচি।

দে।—কেন, প্রাণেশ্বর?

কা।—তারকাসুরকে স্বজনগণসহ বিনাস ক'র্ত্তে।

দে।—কে তোমাকে অভিষিক্ত ক'র্ল্লে?

কা।—দেবরাজ ইন্দ্র।

দে।—শচীপতি ইন্দ্র?

কা।—তা আমি জানি না। শচী কে?

দে।—পুলম দৈত্যের কন্যা। ইন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করেছেন।

কা।—তিনি কি সেই ইন্দ্র?

দে।—তাঁর কি সহস্র চক্ষু আছে?

কা।—আছে।

দে।—তবে তিনিই শচীপতি ইন্দ্র।

কা।—তুমি কি ক'রে জানলে?

দে।—শ্বশুর ঠাকুরের মুখে শুনেছিলেম।

কা।—বটে। আমি তাঁ'রি পক্ষ হ'য়ে দৈত্য সমরে অবতীর্ণ হ'ব।

দে।—আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে কোন একটা মহাসমরে বীরত্ব প্রকাশ ক'র্ত্তে দেখি। তা আজ সে ইচ্ছা ফলবতী হ'ল। দেবসেনা যাঁ'র পত্নী, তাঁ'র কি শুধু পশুসংহারেই সাজে?

কা।—তা' বই কি। দেবসেনা যা'র প্রাণের শক্তিস্বরূপিণী, তার পক্ষে দৈত্যসংহারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তা,' প্রিয়ে, এখন তোমার আশা-লতার ফল ফলুক, এই আমার মনস্কামনা।

দে।—নাথ, আজ আমি বড় সুখী হ'লেম।

কা।—বীরপত্নীর ত এইরূপেই সুখী হওয়া চাই। কাপুরুষের স্ত্রী, অলঙ্কার, বিবাদ, আর অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী চায়।

দে।—কাপুরুষের হাতে পড়লে দেবসেনা-রও তাই ঘটত। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা ভাগ্যে ছিলেন, তাই আমি তোমার মত মহাবীর স্বামী লাভ করেচি। বলতে কি, নাথ! তুমি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্, আবার বীরত্বগুণে গুণবান্। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার অন্ত নাই। আমি রমণীকুলে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্য-শালিনী। আজই ত শুভযাত্রা করবে?

কা।—(পরিহাস করিয়া) সে কি প্রিয়ে! আমি না ব'লতে ব'লতে, নিজেই যে তাড়া-তাড়ি বিদায় ক'চ্চ।

দে।—(সহাস্যে) আমি ত, নাথ, তোমায় আর আমার জন্য বেশভূষা আনতে কোথাও পাঠাচ্চিনি। তুমি আমার মহাভূষণ। শত্রুগণ এরূপ ভূষণের জ্যোতি একবার দেখুক। এ ভূষণ কি চিরকালই কেবল অরণ্য আর পর্ব্বতের শোভা বৃদ্ধি ক'রবে?

কা।—দেবসেনা! তুমি কি সাক্ষাৎ রণ-শক্তি?

দে।—আমি তোমার কিঙ্করী। কবে যুদ্ধ ক'র্ত্তে যাবে?

কা।—এরি মধ্যে। আচ্ছা, প্রিয়ে, দেব-দৈত্যসমরে আমার যদি কোন ভাল মন্দ—

দে।—(বাধা দিয়া) নাথ! ঐ দেখ, কেমন উদ্ভিজ্জ-প্রণয়। ঐ দেবদারুর শাখায় ঐ একটি বনলতা কেমন জড়িয়ে র'য়েচে। আচ্ছা, আমিও

কি ঠিক ঐ রকম ক'রে তোমায় জড়িয়ে ধ'ত্তে পার্‌ব না। (কার্ত্তিকেয়কে বাহুযুগলে আবেষ্টন)

কা।—প্রিয়তমে! আমি দেবদারুর চেয়েও সুখী। বনলতা দেবদারুর সঙ্গে কথা ক'চ্চে না, কিন্তু আমার বনলতা আমার তৃষিত কর্ণে বচন-পীযূষ বর্ষণ ক'চ্চেন।

দে।—তোমার জন্যে একটি ভাল ধনুক তয়ের ক'রেচি। চল দিই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—একটি গুহা।

বিমর্ষচিত্তে শচী উপবিষ্টা।

শ।—কোথায় আমি দেবরাণী হ'য়ে স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেম, কোথায় পর্ব্বতগুহা-বাসিনী হ'য়ে ভিখারিণীর মত দৈবের পদদলিত হ'লেম। হায়! আমার মত দুর্ভাগিণী রমণী আর নাই। আমার পতি দেবগণের অধিপতি। তিনি এখন পথের ভিখারীর চেয়েও দুঃখী। বিধাতা! আরও কত দিন আমাদের এইরূপে যা'বে! তোমার নিয়তিচক্রের গতি কি আমাদের ভাগ্যপথে আর ঘুরবে না!

(গীত)

চিত্রাগৌরী—মধ্যমান।

কেন, হে বিধি! বিমুখ হইলে!
স্বরগ হইতে নরকে ফেলিলে!
এ পোড়া কপালে যাতনা লিখিলে,
কাঁদা'লে—ভাসা'লে নয়ন-সলিলে!
প্রাণেশ আমারি, পথের ভিখারী,
দেখিতে না পারি, এ কি হে করিলে।
দয়ালু হইয়ে, কেমন করিয়ে,
নিদয়-হৃদয়ে, এ দোঁহে ভুলিলে!

বিধাতা! কেন তুমি আমাদের তোমার সৃষ্টিকার্য্যের কলঙ্কস্বরূপ ক'রে নির্ম্মাণ করেচ? হায় হায়! আমাদের মত দুঃখী আর নাই। আর যে যন্ত্রণা সয় না! এই পর্ব্বতের গুহায় থাকা অপেক্ষা নরকে থাকা সহস্রগুণে ভাল।

দূরে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ই।—(সদুঃখে স্বগত) আহা! প্রিয়তমা অতল দুঃখসাগরে নিমগ্ন হ'য়ে কত যন্ত্রণাই ভোগ কচ্চেন। সে রূপ নাই—সে কান্তি নাই—সে সুখসৌভাগ্য কিছুই নাই। আমার শচী যেন আর শচী নয়—ব্যাধনিগৃহীতা হত ভাগিনী কুরঙ্গী। হায় হায়, বিধাতঃ! আমাকে এও দেখতে হ'ল! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) ওঁকে আজকের সুসংবাদ বলি গে। তা' হ'লে ওঁর যন্ত্রণার অনেক উপশম হ'তে পারবে। বাস্তবিক, সুসংবাদের এমনই গুণ যে, কার্য্যে ফলুক আর নাই ফলুক, কিন্তু শোন্‌বামাত্র দুঃখের সঙ্গে আর তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে না। (শচীর নিকট যাইয়া) প্রিয়ে!

শ।—(প্রকৃতিস্থ হইয়া) প্রাণনাথ!

ই।—আর শোকপরিতাপের প্রয়োজন নাই। ভগবান্ মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয় আমাদের সেনাপতি হ'য়েচেন। এবার আমাদের নির্ম্মূল আশালতার মূল পুনর্ব্বার জীবিত হ'য়েচে। ভরসা আছে, সুফল ফলতে পারে।

শ।—তারক দৈত্য যে মহাবীর।

ই।—কার্ত্তিকেয়ও কোন অংশে দুর্ব্বল ন'ন।

শ।—আমার মনে সন্দেহ হ'চ্চে।

ই।—সন্দেহের স্থলে শুভ আশাকে স্থান দেওয়াই সকলের কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতের কথা কে বল্‌তে পারে? একমাত্র আশাই সকলের পথপ্রদর্শিনী। আশাই কেবল আলোকবর্ত্তিকা হ'য়ে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের রাজ্যের দিকে সকলকে নিয়ে যায়।

শ।—বিধাতা আমাদের দিকে মুখ তুলে চা'বেন কি?

ই।—সর্ব্বদাই তাঁকে কায়মনোবাক্যে এই অসহ্য দুঃখ জানা'তে থাক। এখন্ তুমি আর শোক ক'র না। আর কিছু দিন স্থির হ'য়ে থাক। আমি এখন্ চ'ল্লেম। যুদ্ধের আয়োজন ক'ত্তে হ'বে।

শ।—ঘন ঘন যেন সংবাদ পাই।

ই।—তা'র ত্রুটি হ'বে না।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

শ।—আমি কার্ত্তিকেয়কে জানি না, কিন্তু

শুন্‌লেম, তিনি মহাদেবের পুত্র। তা হ'লে তিনি যে একজন মহাবীর, তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারকাসুর—(নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) আবার কি প্রাণেশ্বর ফিরে আসচেন? একটু এগিয়ে দেখি। (কিয়দ্দুর অগ্রসরণ)

সহসা চারিজন দৈত্যসৈনিকের প্রবেশ।

১ম দৈ।—আর তোমাকে এই পর্ব্বত-গুহায় থেকে কষ্ট সহ্য ক'র্ত্তে হ'বে না।

শ।—(চমকিত ও ভীত হইয়া) কা'রা তোমরা?

১ম দৈ।—তোমার দুঃখমোচনকারী।

শ।—আমার দুঃখমোচনকারী আমার একমাত্র স্বামী।

১ম দৈ।—কে তোমার স্বামী?

শ।—দেবরাজ ইন্দ্র।

২য় দৈ।—ঠিক হ'য়েচে—ঠিক্ হ'য়েচে—এই মাগীই বটে।

শ।—তোমরা কি আমাকে রমণী পেয়ে উৎপীড়ন ক'র্ত্তে এসেচ?

১ম দৈ।—আমাদের কাছে পুরুষও নেই, আর রমণীও নেই। আমরা প্রভুর আজ্ঞাধীন। তাঁ'র আজ্ঞা পেলে সবই ক'র্ত্তে পারি।

শ।—কে তোমাদের প্রভু?

১ম দৈ।—স্বর্গাধিপতি দৈত্যরাজ তারক।

শ।—(শুনিয়া সভয়ে) হা নাথ! হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তোমার কিঙ্করীকে দৈত্য-দস্যুতে হরণ ক'রে নিয়ে যায় (পলায়নের চেষ্টা)

২য় দৈ।—যমের হাত ছাড়া'তেও পার, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতেই হ'বে।

শ।—আমি কখনই যা'ব না।

২য় দৈ।—(১ম দৈত্যসৈনিকের প্রতি) মাগী বলে কি হে?

১ম দৈ।—মুখে অমন বলে, কিন্তু মনে মনে খুব ইচ্ছে আছে।

শ।—আমার মুখেও যা' মনেও তা'। আমি শপথ ক'রে বলচি, কখনই যা'ব না—যা'ব না—যা'ব না।

১ম দৈ।—আমরাও তোমার দিব্যি ক'রে বলচি, কখনই ছাড়্‌ব না—ছাড়্‌ব না—ছাড়ব না।

শ।—(সরোদনে) তোমরা আগে আমার প্রাণ বধ কর, তা'র পর নিয়ে যাও।

২য় দৈ।—(বিকৃতমুখে) আমরা কি মড়া বইতে এয়েচি?

শ।—(সক্রোধে) আমাকে যদি নিয়ে যাস্, তা' হ'লে তোদের প্রভুর সহিত তোরা নিশ্চয় নিপাত যা'বি।

১ম দৈ।—(সক্রোধে) বড়বাড় দেখচি যে! (দৈত্যগণের প্রতি) ওহে, ধর মাগীকে—চুলে ধ'রে নিয়ে চল। (সকলের শচীর কেশাকর্ষণ)

শ।—(অত্যন্ত রোদনে) হা দেবরাজ! তোমার পত্নীর কি দুর্দ্দশা ঘট্‌ল, একবার দেখে যাও। ওরে দুরাত্মারা! ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্। স্ত্রীলোকের উপর বীরত্ব! তোদের ধিক্, নিপাত যা—নিপাত যা—নিপাত যা, যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে অবিলম্বে এর প্রতিফল পা'বি—পা'বি—পা'বি।

[শচীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকানন।

কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—(কল্পতরুর নিকট দাঁড়াইয়া) আচ্ছা যা' হৌক, এমন ত কখন দেখিনি। লোকেই যাদুবিদ্যে জানে, কিন্তু এ গাছটাও তা' জানে, এ আমি আগে কখন জানতেম না। এ গাছটা কি অদ্ভুত গাছ, বাবা। এ পিরৃতি নিমিষে কত রকম ফল—কত রকম ফুল—কত রকম পাতা উৎপন্ন ক'চ্চে। আমি ত এর ফল খেয়ে খেয়ে তেহারা মুটিয়ে গেলুম। এত দিনে আমার কুম্বুদর নাম সাথক হ'ল। ভগবান্ রুদ্দুরদেবের ইচ্ছে। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) হুঁ হুঁ; আমি এক কাজ করি। এর ডালে কতকগুলো কলম করি। তা' হ'লে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন হ'বে। এর কলমের চারা পেলে আর কি কেউ অন্যি গাছ কিন্‌বে? মালী ব্যাটাদের মাথা খাই দাঁড়াও।

একজন দৈত্যের প্রবেশ।

দৈ।—ওহে কুম্বুদর?

কু।—হাঁ হাঁ—বল্ বল্। (স্বগত) এ ব্যাটা আবার কোত্থেকে ম'র্ত্তে এল?

দৈ।—এক কাজ ক'র্ত্তে পার?

কু।—কি—কি?

দৈ।—এই গাছটা থেকে আমায় কতকগুলো ফল পেড়ে দিতে পার?

কু।—আমার হাত বাড়ায় না।

দৈ।—আচ্ছা, তুমি আমার কাঁধে চড়।

কু।—তা' হ'লে হ'তে পারে বটে। আচ্ছা তুই ব'স্।

দৈ।—(বসিয়া) বসেচি, চড়।

কু।—(স্কন্ধে বসিয়া) চড়েচি, ওঠ্।

দৈ।—(কষ্টেসৃষ্টে উঠিতে উঠিতে স্বগত) শালা কি ভারী। শালার চেয়ে শালার পেটটা দশগুণ ভারী। (দণ্ডায়মান)

কু।—(স্বগত) শালাকে আজ জব্দ ক'চ্চি। ফলগুলো পেড়ে পেড়ে আপনি খাই। শালাকে একটাও দেব না। (ফল পাড়িয়া ভক্ষণ)

দৈ।—(বিলম্ব দেখিয়া) কই হে, ফল দাও না?

কু।—আরে মুক্খু! এখনো হাত বাড়াচ্চে না। তুই আর একটু উঁচু হ।

দৈ।—আবার কি করে উঁচু হ'ব?

কু।—বুড়ো আঙুলের উপর ভর দে দাঁড়া না।

দৈ।—আর আমি পারিনে—আমার কাঁধে বড় লাগ্‌চে।

কু।—আর খানিক দাঁড়া না।

দৈ।—(স্বগত) আঃ, ঘাড়টা ভেঙে গেল! শালা নাবে না কেন? ভালমানুষের কাল নেই। দাঁড়া ত শালা! (প্রকাশ্যে) ওহে কুম্ভুদর! সেনাপতি মশাই এ দিকে আসচেন।

কু।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—কই—কই—কোন্ দিকে—কোন্ দিকে? (স্কন্ধ হইতে লম্ফপ্রদান ও আঘাতিত হইয়া পতন)

[বেগে দৈত্যের প্রস্থান।

(বিকৃতমুখে) সেনাপতি মশাই কই? কেউ ত নেই। শালা আমাকে ফাঁকি দে পালাল রে! আঃ, পেট্‌টায় বড্ড ধাক্কা লেগেচে। তা লাগ্‌বে না কেন? পরের মন্দ ক'ত্তে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। ফাঁকি দে গাচের ফল খেতে গিয়ে, হাতে হাতে পিতৃফল ফলে গেল। একটু শুয়ে থাকি গে।

[খঞ্জবৎ ধীরে ধীরে প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

না।—(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) এই কল্পতরুমূলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি। স্থানটি বড় মনোহর। তারকের আদেশে দৈত্যেরা শচীকে হরণ ক'রে এনেচে। তিনি মনে মনে বড় ভয় পেয়েচেন। তা পা'বেন না কেন? শত্রুপুরীতে কে কোথায় আনন্দভোগ ক'রে থাকে? যাই হোক, আমি যে তাঁ'কে কৌশল ক'রে এখানে আনিয়েচি, তা' তিনি জান্‌তে পারেন নাই। তিনি বুঝেচেন, তারকাসুরই অনুসন্ধান ক'রে তাঁ'কে ধ'রে এনে সুরমার পরিচারিকা ক'রে নিযুক্ত কল্লে। আহা, শচীর কষ্টের উপর দ্বিগুণ কষ্ট হ'ল! তা কি করব বল? না হ'লে যে চলে না। তারকাসুর কখন কিরূপ যুদ্ধসম্বন্ধিনী মন্ত্রণা করে, তা আমার জান্‌বার উপায় ছিল না। সে আমাকে অনেক কথা বলে বটে, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির বিষয় কিছুই বলে না। শচী এখানে সর্ব্বদা থাকলে, সেই সকল বিষয় অনেক জান্‌তে পার্‌বেন। তা হ'লে আমিও আবার তা'র নিকট হ'তে তা জেনে জেনে দেবতাদের নিকট বল্‌ব। তা হ'লে শচীরও মঙ্গল, আর দেবতাদেরও মঙ্গল। এই জন্যেই আমি কৌশল ক'রে শচীকে এখানে আনালেম। ইন্দ্র বা অন্যান্য দেবগণের নিকট এ কথা বলা হ'বে না। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এখন আমাকে আর একটি কাজ ক'ত্তে হবে। চণ্ডবিক্রমের সঙ্গে তারকের মনোবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া খুব কর্ত্তব্য। চণ্ডবিক্রম ব্যাটা তারকের অর্দ্ধবলস্বরূপ। সেটাকে তারকের ঘোরতর শত্রু ক'ত্তে পাল্লে, দেবতাদের অনেক মঙ্গল। আমার উদ্দেশ্যও তাই। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) কি কৌশল কল্লে পর, এই দু'জনের মধ্যে সাংঘাতিক শত্রুতা ঘট্‌তে পারে? হাঁ মনে হ'য়েছে।—চণ্ডবিক্রম তারকের কন্যা শোভনাকে বিবাহ কর্‌বার আশায় আছে। তাই সে তা'কে সর্ব্বদা প্রণয়ের চক্ষে দেখে। আমি এই সূত্র অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধারের উপায় করি। এখন একবার আমাকে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে যেতে হ'ল। দেখি কার্ত্তিকেয় এখনও সে'খানে আছেন, কি দেবগণের নিকট এসেছেন।

[প্রস্থান।

সুরমা, শচী ও দৈত্যকিঙ্করীগণের

প্রবেশ।

সু।—(সাহঙ্কারে) আর কাঁদলে কি হ'বে? (কেশগুচ্ছ দেখাইয়া) আমার এই কেশে কবরী বাঁধ্‌বার জন্যে তোকে আনিয়েচি। তুই আমার দাসী। দাসীর যা' কর্ত্তব্য, তাই কর্‌। মিছে কেঁদে আর কি ক'র্‌বি?

শ।—(সাশ্রুনয়নে) গৌরব রেখে কথা কওয়ায় গৌরব আছে, সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে?

সু।—দাসের সঙ্গে আবার কে কোথায় গৌরব রেখে কথা কয়? তুই যে আজ নতুন কথা ক'চ্চিস্‌ লা! আহা, কি আমার গৌরবিণী লো!

শ।—কালে পেলে ভেকবধূও যে ভুজঙ্গমহিষীর মস্তকে পদাঘাত করে, তা' আজ স্বচক্ষে দেখ্‌লেম।

সু।—(সক্রোধে) মুখ সাম্‌লে কথা ক। জানিস, আমার হাতে তোর প্রাণ।

শ।—এ ছার প্রাণ এখনি নাও।

সু।—আগে মান দে। তা'র পর প্রাণ।

শ।—হা বিধাতা! তোমার মনে এতও ছিল! দেবেন্দ্রমহিষী আজ দৈত্যপত্নীর পরিচারিকা! —দাসী! এর চেয়ে যে আমার মৃত্যু কোটিগুণে ভাল ছিল।

সু।—আমার স্বামীর অনুরোধে তোর অনেক কটুকাটব্য সহ্য ক'চ্চি, নৈলে আজ সুরমার হাতে তোর অপমানের এক শেষ হ'ত।

শ।—যখন দাসী ব'লে সম্বোধন ক'চ্চ তখন আর অপমানের বাকী কি?

সু।—বাকী দড়ী আর কলসী।

শ।—হা দেবরাজ! হা নাথ! একবার এসে তোমার সহধর্ম্মিণীর দারুণ অপমান স্বচক্ষে দেখে যাও।

সু।—তোর স্বামী আমার স্বামীর দাস, আর তুই আমার দাসী।

শ।—অত বাড় ভাল নয়।

সু।—ফের যদি ও রকম চড়া চড়া কথা বল্‌বি, তা'হ'লে তোকে আমার দাসীদের দাসী ক'রে দেব। (দাসীদের প্রতি) ওলো তোরা একে এখন নিয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দে ত। দেখি কত দূর তেজ।

[শচীকে লইয়া দাসীদের প্রস্থান।

আমি এখন একবার মহারাজের কাছে যাই। তাঁ'কে শচীর এই সকল গর্ব্বের কথা বলি গে। আর আমি তাঁ'র বারণ শুন্‌ব না। আবার যদি শচী কোন কটু কথা বলে, তা' হ'লে আমার মনে যা' আছে, তাই কর্‌বো। দাসীর আবার গুমোর কিসের?

[ক্রোধভরে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—শোভনার ক্রীড়াগৃহ।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—(সানন্দে) দৈত্যরাজকুমারী শোভনা এই গৃহে সর্ব্বদাই খেলা কত্তেন। কিন্তু আজকাল আর বড় এখানে আসেন না। এখন্‌ তাঁ'র জননীর নিকটেই অবস্থান করেন। শরদিন্দু ব্যতীত নীলনভস্তলের যেমন শোভা হয় না, শোভনা ব্যতীত এই গৃহটিও এখন তা'ই হয়েচে। যা'কে যে ভালবাসে, তা'কে সে যেন প্রাণের অপেক্ষাও অধিক দেখে। এমন কি, তা'র ভালবাসার সামগ্রীগুলিও যেন ভালবাসা মাখান ব'লে বোধ হয়। এই জন্যই শোভনার এই খেলানাগুলিও আমার চক্ষে কত সুন্দর—কত মূল্যবান্‌ বোধ হ'চ্চে। শোভনা যদিও এখন্‌ বালিকা, তবু আমার চক্ষে যেন যৌবনের সীমাসন্নিহিতা। শোভনাই আমার প্রাণপুত্তলী—আমার জীবনস্বরূপিণী—আমার হৃদয়েশ্বরী। না, আমি এ কি ব'ল্‌চি? এখন্‌ তিনি কা'র? তাঁ'র পিতার আদেশ ভিন্ন তিনি ত আমার হ'তে পার্‌বেন না। হা কেবলই কি তাঁ'কে চক্ষে দেখ্‌বো! কেবলই কি শোভনা বলে ডাক্‌ব! প্রিয়তমা ব'লে ডাক্‌তে পা'ব না! দৈত্যরাজই তা' জানেন। বিধাতঃ! আমার আশা যেন ফলবতী হয়। (ইতস্ততঃ প্রক্রমণ)

দূরে শোভনার প্রবেশ।

(দেখিয়া) এই যে আমার জীবন্ত আশা!

শো।—কেমন কৌশল ক'রেচি।

চ।—(পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া সহাস্যে) কি কৌশল, শোভনা ?

শো।—(সহসা চমকিত হইয়া) কে, সেনাপতি ?

চ।—(স্বগত) আহা, এই চন্দ্রমুখে কবে 'শোভনাপতি' শব্দটি নিঃসৃত হ'বে ! (প্রকাশে) কি কৌশল, রাজকুমারি ?

শো।—এই মা, দেবরাজের শচীকে বড় বকছিলেন, আর শচী কাঁদছিলেন, তা' দেখে আমার বড় দুঃখু হ'ল। কাজেই আমি একটা কৌশল ক'ল্লেম।

চ।—সে কৌশলটা কি, শোভনা ?

শো।—কৌশলটা বুঝ্‌তে পাল্লে না ?

চ।—বুঝেচি।

শো।—কি বল দেখি ?

চ।—(সহাস্যে) শচীকে তুমি শাশুড়ী ব'লেচ।

শো।—(সলজ্জে) দূর।

চ।—(সহাস্যে) তবে কি ?

শো।—আমি মাকে ব'ল্লেম, যদি তুমি শচীকে আবার এমন ক'রে গালমন্দ দাও—কাঁদাও, তা' হ'লে আমি খা'ব না—না'ব না।

চ।—(সহাস্যে) তা'র পর ?

শো।—মা আর শচীকে কিছু বল্‌বেন না।

চ।—শোভনা !

শো।—উঁ।

চ।—তোমার পুতুলের বিয়ে দাও নাই ?

শো।—হুঁ, দিয়েচি। তুমি বর ক'নে দেখ্‌বে ?

চ।—ঐ বুঝি ?

শো।—হ্যাঁ।

চ।—আমি আর একটি ক'নে দেখিচি, কিন্তু তা'র বর দেখিনি।

শো।—কই সে ক'নে ?

চ।—(সহাস্যে) এই যে তুমি।

শো।—দূর !—আমি শচীর কাছে যাই।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

চ।—শোভনা কি সাক্ষাৎ চপলা ?

তারকের প্রবেশ।

তা।—শোভনা কোথা দৌড়ে গেল ?

চ।—শচীর নিকট।

তা।—সেনাপতি !

চ।—মহারাজ !

তা।—অগ্নি পরাজিত হ'লে পর মনে করেছিলেম, ইন্দ্র আর যুদ্ধের নামগন্ধও করবে না, কিন্তু সে আবার আর একজনকে সেনাপতি ক'রেচে।

চ।—কে সে, দৈত্যনাথ ?

তা।—কার্ত্তিকেয় ব'লে তা'দের কে একজন বীর।

চ।—কই, এত দিন ত তা'র নামও শুনি নি।

তা।—আমিও জান্‌তেম না। এই কতক্ষণ একজন দেবদূত এসেছিল ; তা'রই মুখে সমস্ত ব্যাপার শুন্‌লেম।

চ।—কবে আবার যুদ্ধ হ'বে ?

তা।—ইন্দ্র ব'লে পাঠিয়েচে যে, আগামী ত্রয়োদশী তিথির প্রাতে পুনর্ব্বার সমরাবতারণা হ'বে ?

চ।—ইন্দ্র নিতান্ত দৈববিড়ম্বিত, নৈলে পুনঃপুনঃ কেন এরূপ নির্ব্বোধের মত কার্য্য ক'ত্তে অগ্রসর হয়। তা'র সঙ্গে আর যুদ্ধ ক'ত্তে ইচ্ছা হয় না।

তা।—তা' ত জানি। তবে কি না, তা'র আহ্বানে আমরা নীরব থাক্‌লে, সে মনে করবে তারক ভীত হ'য়েচে।

চ।—সে কথা বাস্তবিক !

তা।—তবে তুমি পুনর্ব্বার সমরব্যাপারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হও। এখনো ত্রয়োদশী তিথির এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে। এবার তুমি ইন্দ্রকে পরাজয় ক'রে বিশ্বরাজ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাড়িত ক'রে দিয়ে এস। আর যেন সে আমাকে এরূপ ক'রে বৃথা বিরক্ত না করে।

চ।—রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য ! তবে এখন আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

সুরসার প্রবেশ।

তা।—মহিষি ! আবার আমাদের পরম শত্রু ইন্দ্র যুদ্ধ ক'ত্তে ইচ্ছা ক'রেচে।

সু।—তা'কে এবার বেঁধে নিয়ে এস। তা' হ'লে তা'র যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল হ'বে। সে এখানে এসে, তা'র শচীকে আমার কবরীবন্ধন ক'ত্তে দেখুক।

নারদের প্রবেশ।

তা।—আসুন, দেবর্ষি! প্রণাম।

না।—জয় হৌক, দৈত্যরাজ! মঙ্গল হৌক্, দৈত্যরাণি!

সু।—দেবর্ষি! ইন্দ্রের শচী আমার কবরী-বন্ধন ক'রে দিয়েচে।

না।—সে তা'র উপযুক্ত কার্য্যই ক'রেচে। তা'র যথেষ্ট পুণ্যবল বল্‌তে হ'বে যে, সে আপনার কেশস্পর্শ ক'ত্তে পেয়েচে।

তা।—দেবর্ষি! ইন্দ্র আবার যে যুদ্ধের জন্য দূত পাঠিয়েছিল।

না।—বলেন কি, দৈত্যেনাথ! আমি শুনে চমৎকৃত হলেম যে! ইন্দ্রের নিতান্তই বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েচে। সে দেবকুলের অধম। এবার বুঝি নিজে যুদ্ধ ক'ত্তে ইচ্ছা করেচে?

তা।—না। কার্ত্তিকেয় ব'লে কে একজন দেবতা তা'র সেনাপতি হ'য়েচে। সেই যুদ্ধ ক'র্‌বে।

না।—(সহাস্যে) সেটা আবার দেবতা! একটা উপদেবতা! একটা জঙ্গুলে! দিবারাত্র পশুবধ ক'রে বেড়ায়। নিজেও একটা পশু!

তা।—কে সে, বল্‌তে পারেন?

না।—দেবসেনার স্বামী।

সু।—দেবসেনা কে, দেবর্ষি?

না।—আরও কি বিশেষ ক'রে বল্‌তে হবে? আপনি ত শুন্‌লেন, আপনাদের একজন নূতন শত্রুর পত্নী। সুতরাং আপনাদেরও শত্রু। কিন্তু তা'র একটা বিশেষ গুণ আছে।

সু।—কি গুণ, দেবর্ষি?

না।—সে চমৎকার পুষ্পমালা গাঁথ্‌তে পারে। দেবকন্যাদের মধ্যে কেহই তেমন পারে না। সে নিজের গাঁথা মালা নিজের কবরীতে ভূষিত করে, কখন অন্যকে এক ছড়াও দেয় না।

সু।—কি? যদি আমি তা'র গাঁথা মালা আমার কবরীতে ভূষিত ক'ত্তে পারি, তা' হ'লে কি হ'বে?

না।—তা' হ'লে তা'র অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যা'বে। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) আমারও তাই ইচ্ছা। তবে কি জানেন, তা'কে এখানে আনয়ন করা বড়—

সু।—(বাধা দিয়া) দৈত্যরাজপত্নীর অসাধ্য কি আছে? সে কোথা থাকে বলুন দেখি, আমি তা'কে আন্‌তে পারি কি না?

না।—আপনি মনে ক'ল্লে কি না ক'ত্তে পারেন? আপনারই প্রভাবে দেবেন্দ্রপত্নী শচী কবরীবন্ধনকারিণী, আর দেবসেনা যে আপনার কবরীতে পুষ্পহার পরা'বে, এ ত অতি সামান্য কথা।

সু।—(তারকের প্রতি) নাথ! দেবসেনাকে আনিয়ে দাও।

না।—(স্বগত) নারদ! নারদ!! নারদ!!!

তা।—মহিষি! আর কেন? আমি এরূপ পাপ কার্য্য ক'ত্তে ভালবাসিনে। এ আশা পরিত্যাগ কর।

সু।—তবে তুমিও ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার ইচ্ছা ছেড়ে দাও।

না।—এ কথা আপনি বল্‌তে পারেন, হাঃ হাঃ হাঃ। (স্বগত) নারদ! নারদ!! নারদ!!!

তা।—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা আর একজন শত্রুপত্নীর হাতের মালা কবরীতে পরা বুঝি সমান হ'ল?

সু।—আমার কাছে দুইই সমান।

তা।—বটে। (সহাস্যে) এইবার তোমায় আমার মন্ত্রী ক'রব!

সু।—এখন পরিহাস রাখ। দেবসেনাকে আনবে কি না বল?

তা।—দেবর্ষি! আপনি কোথা হ'তে এক একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে দেন। দেখুন দেখি, এ কি ব্যাপার।

না।—মহারাজ! আমার বিবেচনায় এ বিভ্রাট নয়। আমার কাছে পুরুষ আর স্ত্রী উভয়েই সমান শত্রু।

তা।—তা' যাই হৌক, আমি এ কার্য্য ক'ত্তে পার্‌ব না। আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

সু।—দেবর্ষি! উনি দেবসেনাকে নেই বা আনালেন, আমি যে কালে ইচ্ছে করেচি, সেকালে তা'কে আনা'বই আনা'ব।

না।—বটেই ত। আমারও তাই ইচ্ছা। আমি জানি, আপনার কথাও যা'—কাজও তা'।

সু।—দেবসেনা কোথা থাকে, ব'ল্লেন? না?

না।—কথায় কথায় ভুলে গিয়েচি—কিছু মনে করবেন না। আপনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বত জানেন?

সু।—নাম শুনেচি।

না।—দেবসেনা এখন সেখানেই আছে। তা'র স্বামী দেবগণের নিকট এসেচে, আর সে একাকিনী সেখানে অবস্থান ক'চ্চে। সে বড় তেজস্বিনী স্ত্রীলোক। যে সে গেলে, তা'কে আনয়ন করা বড় দুর্ঘট। সুতরাং আপনি এখন এক কাজ করুন্।

সু।—কি বলুন?

না।—আমি কাল রাত্রিকালে তা'র কাছে গিয়ে বল্‌ব যে, তোমার স্বামী কার্ত্তিকেয় বলেচেন, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে তোমার একাকিনী থাকা হ'বে না। তুমি দেবর্ষি নারদের সঙ্গে বরাবর আমার কাছে চ'লে এস। আমি এই-খানে কোন নিভৃত স্থানে তোমায় রেখে দেব। তা'র পর যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে, তোমায় নিয়ে আবার ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে যা'ব।

সু।—এ কথা ব'ল্লে, সে আপনার সঙ্গে আস্‌বে কি?

না।—অবশ্য আস্‌বে। সে তা'র স্বামীকে বড় ভালবাসে।

সু।—আচ্ছা, তা'র পর কি ক'র্‌বেন্?

না।—তার পর, যখন সে আমার সঙ্গে পথে আস্‌তে থাক্‌বে, তখন আপনাদের সেনাপতি চণ্ডবিক্রম যেন সেখান থেকে, তা'কে আমার নিকট হ'তে কেড়ে নিয়ে আসেন।

সু।—আর কি কেউ গেলে হ'বে না?

না।—না। আমি ত আগেই বলেচি, সে বড় তেজস্বিনী। আবার সে যুদ্ধনীতিতেও শিক্ষিতা।

সু।—তবে ত সে আমাদের পরম শত্রু। তা'কে এখানে আনা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

না।—রাজমহিষি! তা' আর বল্‌তে? যা' হোক, নারদ যে পরামর্শ দিয়ে এই কাজ ক'চ্চে, এ কথা যেন সেনাপতি ব্যতীত আর কেউই জান্‌তে না পারে।

সু।—না না, সে কি। আপনি আমাদের পরম উপকারী, আপনি যা' বল্‌বেন; আমরা তা'ই ক'র্‌ব।

না।—তা' হ'লেই উভয় দিক রক্ষা হয়।

সু।—তবে এখন আমি সেনাপতিকে ডাকিয়ে এনে আপনার পরামর্শ মত কাজ করিগে। হ্যাঁ দেবর্ষি! দেবসেনা কি খুব সুন্দরী?

না।—যেখানে একলা থাকে। আপনার কাছে এলে আর সুন্দরী ব'লে গণ্য হ'বে না। চন্দ্রের নিকট খদ্যোৎ কি কখন রূপের গৌরব ক'র্ত্তে পারে?

সু।—আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

না।—এই সময়ে আমি একবার গোপনে গোপনে দেবতাদের নিকট যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত—দেবদারুবন।

দেবসেনার প্রবেশ।

দে।—(ইতস্ততঃ প্রক্রমণ করিতে করিতে) প্রাণেশ্বর দৈত্যযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এলে আমি দেবগণের নিকট বীরপত্নী ব'লে সমাদৃত হ'ব। তা'র চেয়ে আমার আনন্দ কি? যে যা' সর্ব্বদা ভাবে, সে, তাই যেন চক্ষে দেখ্‌তে পায়। তাই আমি আমার হৃদয়েশ্বরকে দৈত্যদের সঙ্গে যেন যুদ্ধ ক'র্ত্তে দেখ্‌চি। দৈত্যেরা যেন পরাজিত হ'য়ে চারি দিকে দৌড়ে পালাচ্চে। কত দৈত্য আমার বীরপতির শাণিত অস্ত্রে ছিন্নমুণ্ড হ'য়ে সমরক্ষেত্রে গড়াগড়ি দিচ্চে। আবার ঐ যেন দেখ্‌চি, আমার হৃদয়রঞ্জন দৈত্যযুদ্ধে জয়ী হ'য়েচেন ব'লে, দেবতারা তাঁ'র কতই প্রশংসা ক'চ্চেন—কণ্ঠদেশে জয়মাল্য পরিয়ে দিচ্চেন। প্রাণনাথ ফিরে এলে, আমিও ফুলের মালা গেঁথে তাঁ'র গলায় দেব।

(গীত)

ছায়ানট—কাওয়ালি।

মঞ্জুল কুঞ্জে সমীরণ সনে
দুলে দুলে খেলে ফুলগণে।
ফোটা ফুল তুলি', সাজাইব ডালি,
চারু হার গাঁথিব যতনে।
মনোমত ক'রে, সাজাইয়ে তাঁ'রে,
প্রাণ ভরি' দেখিব নয়নে।
ফুলময় তনু, ফুলময় ধনু,
ফুল-খেলা খেলিব দু'জনে।

রাত্রি অনেকটা বেড়ে এল, এখন শিলাগৃহে গিয়ে একটু শুই গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্ব্বত্যপ্রদেশীয় অরণ্যমধ্যস্থ পথ।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—আমি বীর হ'য়ে আজ একটা কাপুরুষের মত কার্য্য ক'ত্তে এলেম। এই কার্য্যটার কথা মনে হ'লে বড় ঘৃণা হয়। কিন্তু কি করি, আশা যে আমাকে ক্রমাগত এই দিকেই পরিচালিত ক'চ্চে। শোভনা! আজ আমি তোমার জন্যই দেবসেনা হরণরূপ অসৎকার্য্যের পক্ষপাতী হ'য়েচি। আমি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ লাভ ক'র্ব ব'লে, দেবসমরে ঝাঁপ দিয়ে, সর্ব্বদাই তোমার পিতার মনস্তুষ্টি সম্পাদন ক'চ্চি। আজ আবার তোমার জননীর অনুরোধে কার্ত্তিকেয়ের পত্নীকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে নিয়ে যেতে এসেচি। অকপট-হৃদয়ে বল্‌চ, কেবল তোমার জন্য আমি এখন্ সকলই ক'ত্তে পারি। এতে আমার পাপ হয় হউক, তোমাকে পেলেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তিয়া) না—এ কাজ করব না। দেবসেনা যদিও শত্রুপত্নী, তবুও সে স্ত্রীলোক। পৌরুষ-ভূষণভূষিত চণ্ডবিক্রমের কি তা'কে দস্যুর ন্যায় হরণ করা উচিত? আমার এত বীরত্ব কি অবশেষে পরস্ত্রীচৌর্য্যকার্য্যে কলঙ্কিত হ'বে? তা কখনই হ'বে না—আমি এ কুকার্য্য ক'ত্তে পারব না। ফিরে যাই—যা হয় হ'বে।—(ক্ষণেককাল ভাবিয়া) কই, তা ত পাল্লেম না। কেন পাল্লেম না?—তা জানি না। শোভনাই তা জানে। শোভনা! শোভনা! আমার আশাময়ী শোভনা! তোমাকে মনে পড়্‌লে আমার আর চিত্ত স্থির থাকে না। কোন্ কার্য্যে পাপ আর কোন্ কার্য্যে পুণ্য, আমি তা'র কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। তুমি আমার পূতমন্ত্রস্বরূপিণী। যদি আমি আজ দেবসেনা-হরণ কার্য্যে পাপলিপ্ত হই, তা' হ'লে তুমিই আমাকে সে পাপ হ'তে নির্মুক্ত ক'র। এখন আমি ঐ বৃক্ষটার অন্তরালে অপেক্ষা করি। দেবর্ষি এই দিক্ দিয়ে দেবসেনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'বেন ব'লেচেন। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

কিয়ৎকাল পরে নারদ ও দেবসেনার প্রবেশ।

দে।—দেবর্ষি! আরও কতদূর?

না।—যতটা এসেচি, আরও ততটা।

দে।—আমি এমন জান্‌লে, হাতে ক'রে একখানা অস্ত্র নিয়ে আস্‌তেম। একে আরণ্য পথ, তা'তে আবার রাত্রিকাল।

না।—কিছু ভয় নেই। তা থাক্‌লে কি আমি আর অস্ত্র আন্‌বার কথা বল্‌তেম না?

দে।—আপনি সর্ব্বদা যাওয়া আসা করেন, তা' আপনিই জানেন। (ক্ষণেক কাল ভাবিয়া) হাঁ৷ দেবর্ষি! আমার স্বামী কি আমার থাক্‌বার জন্য স্বতন্ত্র স্থান ঠিক্ ক'রে রেখেচেন?

না।—ব'ল্লেন ত রেখেচেন।

দে।—আচ্ছা, সেখান থেকে কি সমরক্ষেত্র দেখা যায়?

না।—তা' আমি বল্‌তে পারি না।

দে।—এর মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে দৈত্যদের কোন যুদ্ধ ঘটনা হয়েচে?

না।—কই তা'ও ব'ল্‌তে পারি না।

দে।—তাঁ'র কাছে গেলেই সব জান্‌তে পার্‌ব—কেমন?

না।—অবশ্য। তিনি, যা যা হ'য়েচে, সবই ব'ল্‌বেন।

দে।—দেবর্ষি! আমি এই গাছতলাটায় একটু বসি। তা'র পর আবার যা'ব।

না।—হাঁ হাঁ, একটু বিশ্রাম না ক'ল্লে, হাঁটতে অত্যন্ত কষ্ট হ'বে। (স্বগত) এইখানে না চণ্ডবিক্রমের গোপনে থাক্‌বার কথা ছিল? কই, কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চি না। সে যদি না এসে থাকে, তবে আমি দেবসেনাকে এখন কোথা নিয়ে যাই? দেবসেনা ত স্বামীর কাছে যাচ্চেন ব'লে ঠিক ক'রেচেন, কিন্তু আমি যে এখন বিষম ফাঁফরে পড়ি। না—নারদ তা কখন পড়েও নি—পড়্‌বেও না। এখনি আবার এক মাচ্‌কোফেরের কথা পেড়ে, যেখানকার দেবসেন, সেইখানেই রেখে আসব। (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) ঐ না—ঐ গাছটার পশ্চাতে চণ্ডবিক্রম দাঁড়িয়ে আছে? ঐ বটে। তা আমি এখন একটু স'রে পড়ি। (প্রকাশে) বীরপত্নি!

তুমি একটু ব'স। আমিও এই সময়ে ঐ জলাশয়ে গিয়ে একটু জল পান ক'রে আসি। বুড়ো হাবড়া মানুষ, একটু হাঁট্‌লেই অত্যন্ত পিপাসা পায়।

দে।—আপনার কমণ্ডলু ক'রে আমার জন্যও একটু জল আন্‌বেন্।

না।—অবশ্য অবশ্য। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

দেবসেনার নিকট সহসা চণ্ডবিক্রমের আবির্ভাব ও হস্তধারণ করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ।

দে।—পামর! রাক্ষস! দৈত্য! ছাড়্—ছাড়্—তুই পুরুষ—আমি স্ত্রীলোক—পরপত্নী—ছাড়্—ছাড়্।

চ।—বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে কি হ'বে? তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু বলপ্রকাশ কিংবা চীৎকার ক'ল্লে ভয় আছে।

দে।—তোর অস্ত্র আমাকে দে।

চ।—আত্মহত্যা কর্‌বে?

দে।—আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তাতে আমি কি কাপুরুষের পত্নী? আমার স্বামী মহাবীর কার্ত্তিকেয়। আমি তাঁ'র সহধর্ম্মিণী। আমার হাতে অস্ত্র থাক্‌লে আমি আত্মহত্যা না ক'রে আত্মরক্ষাই ক'রে থাকি। অস্ত্র দে—নতুবা আমায় এখনি পরিত্যাগ কর্।

চ।—আমারই অস্ত্রে আমায় বধ কর্‌বে নাকি? তোমার সাহস ত কম নয়। তা যাই হৌক্, আমি আর তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তুমি আমার সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে বরাবর চলে এস। (আকর্ষণ)

দে।—(প্রত্যাকর্ষণ করিতে করিতে) দেবর্ষি! দেবর্ষি! দৌড়ে আসুন—দৌড়ে আসুন—আমাকে তস্করে হরণ ক'রে নিয়ে যায়। (রোদনোন্মুখী হইয়া) নিয়ে গেল—নিয়ে গেল—আর উপায় নেই। আপনি শীগ্‌গির গিয়ে আমার স্বামীকে এই কথা বলুন। দেবর্ষি—দেবর্ষি—

চ।—(বাধা দিয়া) আমিই তোমার স্বামীর কাছে গিয়ে এই সংবাদ দেব।

দে।—পাপাত্মা তস্কর! তুই এই দুষ্কর্ম্মের ফল অবিলম্বেই পা'বি।

[দেবসেনাকে লইয়া চণ্ডবিক্রমের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকানন।

শচী ও দেবসেনার প্রবেশ।

শ।—ভগিনি! কি কর্‌বে বল? আমাদের অদৃষ্টে যা' লেখা ছিল, তা' ফ'ল্‌ল। আর দুঃখ ক'ল্লে কি হ'বে? দুঃখ ক'ল্লে—কেঁদে কাট্‌লে যদি দুর্ভাগ্যের কঠিনতা দ্রব হ'ত, তা' হ'লে আর আমাদের এ দশা ঘট্‌বে কেন? আমিও বন্দিনী—তুমিও বন্দিনী। এখন্ আমরা সুরসার কিঙ্করী। পাপীয়সীর মনে যে এত কূট চক্র ছিল, তা' কখন জান্‌তে পারিনি।

দে।—দেবেন্দ্রাণি! আমি আর সইতে পারিনি। আমার মরণ হয় ত বাঁচি। ছি ছি! সুরসার দাসী হ'তে হ'ল!

শ।—ভগিনি। যখন যেমন, তখন তেমন না ক'ল্লে যে চলে না। দেবর্ষি নারদ আমাকে ব'লেছিলেন যে, এশক্রপুরী—এখানকার একটা পিপীলিকা পর্য্যন্তও আমাদের শত্রু। সুতরাং খুব সাবধানে থাক্‌তে হ'বে—সকল লাঞ্ছনা সইতে হ'বে—সুরসা যা ক'ত্তে বল্‌বে, তাই ক'ত্তে হ'বে।

দে।—দেবর্ষি হয় ত আমার স্বামীকে এই ঘটনার কথা ব'লেচেন। সুরসা আমাদের যেমন অপমান ক'চ্চে, আমরাও তা'র চতুর্গুণ করব। পাপিনী আমাকে দিয়ে ফুলের মালা গাঁথিয়ে কবরীতে বেষ্টন করে। যা আমার কখন হয় নি, এখন তা'ই হ'ল। হায় হায়! দেবেন্দ্রমহিষি! আমাদের এ কর্ম্মভোগ আরও কত দিন ভুগ্‌তে হ'বে?

শ।—দেবর্ষি বলেচেন, আর বড় বেশী দিন নয়।

দে।—সেটা তাঁ'র প্রবোধবাক্য। তিনি কি ক'রে জান্‌লেন?

শ।—নিতান্ত যদি অন্য উপায়ে আমাদের মুক্তিলাভ না হয়, তা হ'লে তিনি কৌশল ক'রে আমাদের উদ্ধার কর্‌বেন।

দে।—শীগ্‌গির শীগ্‌গির উদ্ধার হ'লেই বাঁচি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ বুঝি দেবর্ষি এ দিকে আসচেন।

নারদের প্রবেশ।

দেবর্ষি! আর যে সহ্য হয় না। পিশাচী সুরসার আদেশে পাপাত্মা চণ্ডবিক্রম আপনার হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে এল!

না।—কি কর্‌ব বল! দৈবদুর্ব্বিপাকে এরূপ ঘটেচে। এই দেখ না, দেবরাজ-মহিষীও তোমার মত দৈত্যকর্তৃক অপহৃতা হয়ে এখানে কষ্টভোগ ক'চ্চেন।

দে।—আমার যে আর সহ্য হয় না।

না।—এখন ওরূপ ক'রে উতলা হ'লে চল্‌বে না। 'অসহ্য অসহ্য' ব'লে ব্যতিব্যস্ত হ'চ্চ, কিন্তু দুষ্টা সুরসা জান্‌তে পাল্লে আরও কষ্ট দেবে। একটু ধৈর্য্য ধর।

দে।—আমার স্বামীকে কি এ কথা বলেচেন?

না।—ব'লেচি বই কি। তিনি শীঘ্রই তোমাদের দু'জনকে এই অরিপুরী হ'তে উদ্ধার কর্‌বেন।

দে।—আর ক'দিন পরে?

না।—খুব শীঘ্র।

শ।—দেবর্ষি! দেবরাজ এবং দেবগণের যুদ্ধে জয়লাভের ত সুবিধা হ'চ্চে?

না।—ইন্দ্রাণি! তোমার নিকট থেকে, এখানকার গুপ্তমন্ত্রগুলো শুনে গিয়ে আমি তাঁ'দের কাছে বল্‌চি। তাঁ'রাও এ বিষয়ে বিশেষ রূপে যোগাড় যন্ত্র ক'রে নিচ্চেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা হ'য়েচে। (দেবসেনার প্রতি) তুমিও এখানে যখন যা শুন্‌বে, আমাকে গোপনে তা' ব'ল। কিন্তু খুব সাবধান, যেন নিজে ধরা প'ড় না আর আমাকেও ধরা পড়িও না। একজন দৈত্যও জানতে পাল্লে আমাদের তিন জনেরই সর্ব্বনাশ ঘটবে।

দে।—না না—আমি প্রকাশ কর্‌ব কেন? দেবেন্দ্রপত্নী আগেই আমাকে সে বিষয় সতর্ক ক'রে দিয়েচেন।

না।—আমিও আবার সতর্ক ক'রে দিচ্চি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ বুঝি সুরসা আস্‌চে। খুব সাবধান—খুব সাবধান।

সুরসার প্রবেশ।

সু।—এই যে দেবর্ষি এখানে আছেন। এরা আপনাকে কি বল্‌চে? আমার নিন্দে ক'চ্চে?

না।—শিব শিব! তা'ও কি কখন পারে? এরা আরও দুঃখ ক'রে বল্‌চে যে, আমরা দৈত্যরাণীর মনের মত ক'রে কবরীবন্ধন এবং তা'তে পুষ্পমালা বেষ্টন ক'ত্তে পারিনে ব'লে হয় ত উনি আমাদের উপর রাগ করেন।

সু। বটে। ওলো শচি! ওলো দেবসেনা! আয়না, চিরুণী, সিন্দূর, সুগন্ধ তৈল, ফুলের মালা এনে রেখেচিস্ ত?

শ।—রেখেচি।

সু।—আচ্ছা; চুলগুলো আঁচড়ে দে। ওলো দেবসেনা! তুই এই সময় ফুলের মালাগুলো গুছো।

না।—(স্বগত) ওঃ, বেটীর কি আস্পর্দ্ধা দেখেচ! যা' মুখে আস্‌চে, তাই বল্‌চে। তা' আর বল্‌বেই না বা কেন? আমিই ত এর মূল। বলুক্ বলুক। বলা দরকার হ'চ্চে। উঁচুতে উঠুক যে, পড়লেই একবারে চূর্ণ হ'বে। এখানে আর আমার থাকা উচিত নয়। (প্রকাশে) আমি তবে এখন আসি।

সু। আসুন্।

না।—(স্বগত) বেটী কি পিশাচী, একটুও দয়ামায়া নাই।

[প্রস্থান।

সু।—নে না লো—শীগ্‌গির শীগ্‌গির চুল বেঁধে দে না। তোদের দুটুখুটু ক'ত্তে ক'ত্তে বে দিন ব'য়ে গেল।

(শচীকর্তৃক কবরীবন্ধন)

দে।—এই ফুলের মালা নেও।

সু।—আমি ফুলের মালা নিয়ে তোমার খোঁপায় পরিয়ে দেব না কি? আ মর! দে পরিয়ে দে।

দে।—আমি ভাল ক'রে পরা'তে পার্‌ব না।

সু।—পার্‌তে হ'বে—নৈলে এই সোণার চৌকীর পায়াতে তোর মুখ রোগ্‌ড়ে দেব। দে—পরিয়ে দে।

দে।—(স্বগত) হা বিধাতা! এ পাপিনীর এই বাক্যযন্ত্রণা আর কত দিন সইতে হ'বে! (দুঃখিতচিত্তে সুরসার কবরীতে মালা বেষ্টন)

সু।—(দর্পণে বিশেষরূপে মুখ প্রভৃতি দেখিয়া) তত ভাল হয় নি। যা' হোক্ কাল

যেন এর চেয়ে খুব ভাল হয়। আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

দে।—(সদুঃখে) দেবেন্দ্রাণি! সুরসা অত্যাচারিণীর অত্যাচার দেখ্‌লে?

শ।—আজ ব'লে নয়, দেবসেনা! আমি তোমার আগে থেকে দেখে আস্‌চি। বিধাতা! এক দিন না এক দিন আমাদের এই অপমানের প্রতীকার করবেন।

শোভনার প্রবেশ।

শো।—তোমরা আবার এত বিমর্ষ হ'য়েচ কেন? মা কি আবার বকেচেন?

শ'—(স্বগত) আহা, অমন পামরীর গর্ভে এমন সরলা পরদুঃখকাতরা বালিকা জন্ম গ্রহণ ক'রেচে। শোভনা আমাদের জন্য সর্ব্বদাই কাতরা। কি'সে আমরা একটুও কষ্ট না পাই, শোভনার তাই ইচ্ছা। এই সরলা হ'তে আমরা অনেক কষ্ট বিস্মৃত হ'য়ে যাই।

শো।—কই তোমরা যে কিছু বল্‌চ না?

শ।—শোভনা! তোমার মা কিছুই বলেন্‌ নি।

শো।—সত্যি সত্যি বল্‌চ। (দেবসেনার প্রতি) হাঁ গা, তুমি মালা গাঁথ্‌বার সময় আমাকে ডাক্‌তে পার না? আমিও দু' ছড়া তিন ছড়া মালা গেঁথে দেব! এইবার ডাক্‌বে?

দে।—(সহাস্যে) শোভনা!

শো।—উঁ।

দে। তুমি মালা গাঁথ্‌তে পারবে?

শো।—হুঁ। সন্ধ্যে হল; আমি ফুল তুলি গে! আজ রাত্তিরে তোমাদের ঘরে ব'সে মালা গাঁথব, কেমন?

দে।—আচ্ছা।

[শোভনার প্রস্থান।

নারদের পুনঃপ্রবেশ।

না।—তারকের কন্যা শোভনা বুঝি চ'লে গেল?

শ।—আজ রাত্রিকালে আমাদের গৃহে ব'সে মালা গাঁথবে ব'লে ফুল তুল্‌তে গেল।

না।—তোমাদের আজ একটি কাজ ক'ত্তে হ'বে।

শ।—কি ক'র্‌ব, বলুন।

না।—খুব সতর্ক হ'য়ে কাজটি ক'ত্তে হ'বে।

শ।—আচ্ছা, বলুন।

না।—শোভনা তোমাদের গৃহে প্রায় সর্ব্বদা থাকে—না?

শ।—থাকে।

না।—আমি তা জানি। তোমাদের সঙ্গে তা'র খুব ভাবও হ'য়েচে—না?

শ।—আমরা তা'কে শত্রুকন্যা ব'লে ভাবিনে।

দে।—আমরা তা'কে বড় ভালবাসি! সেও আমাদের খুব ভালবাসে।

না।—বাস্তবিক, মেয়েটি বড় ভাল! তা' যা' হৌক্‌, কাজটা কি জান?

শ।—না ব'ল্লে, কি ক'রে জান্‌ব?

না।—আজ রাত্রিকালে যখন সে তোমাদের কাছে ব'সে মালা গাঁথ্‌বে,তখন তোমরা তা'কে কোন সূত্রে দেবসেনার শয্যায় শুইয়ে, এই দ্রব্যটা তা'র নাসাপথে ধ'র তা' হ'লে তা'র খুব গাঢ় নিদ্রা হ'বে। সে এরূপে নিদ্রিতা হ'লে পর, বস্ত্র দ্বারা তা'র হাত পা মুখ বিশেষ ক'রে ঢাকা দিয়ে রাখবে। দেখ, কোনমতে তা'র শরীরের কোন স্থান দেখা না যায়।

শ।—(সবিস্ময়ে) কেন, দেবর্ষি! এরূপ করবার কারণ কি?

না।—এখন তা' বিশেষ ক'রে বলবার সময় নয়। তবে এই মাত্র বল্‌চি যে, এতে তোমাদের আর দেবগণের মঙ্গল হ'বে।

দে।—আমার শয্যায় তা'কে না শোয়ালে কি চল্‌বে না?

না।—না।

শ।—তা'র পর?

না।—তা'র পর, তুমি আর দেবসেনা সে গৃহ হ'তে অন্য কোন স্থানে খুব গোপনে থাক্‌বে।

শ।—কতক্ষণ?

না।—যতক্ষণ না আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এইবার তোমরা এই কাজটা করবার যোগাড় কর গে। দে'খ, যেন অন্যথা না হয়। আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

দে।—আখণ্ডলমহিষি! দেবর্ষির মনস্থ যে কি, তা'ত আমি বুঝতে পাল্লেম না।

শ।—আমারও সেই দশা। যা হৌক,উনিই

সময়ে বুঝিয়ে দেবেন। এখন চল, আমরা ওঁর কথামত কাজ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকাননের অপর পার্শ্ব—একটি সরোবর।

কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—(চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) আরে মর, দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্ধকার হ'ল দেখ। এই সবে একপহর রাত্তির, কিন্তু বোধ হ'চ্চে যেন দুপুর রাত্তির। নারদঠাকুর বলেছিলেন, তেনার সঙ্গে এইখানে দেখা হ'বে, তা' কই তেনাকে ত দেখ্‌তে পাইনে। এখনো কি আসেন নি? এলে কি আর দেখ্‌তে পাইনে? তবে এই পুকুরের চাতালে একটু বসি। (উপবেশন) আচ্ছা, কুম্ভদর! তোর কি আশা পূর্‌বে? নারদঠাকুর বলেচেন ত পূর্‌বে। তা তিনিই জানেন। আহা-মরি-মরি! দেখাশোনা কেমন দেখ্‌তে—কেমন শুন্‌তে। আহা, ছুঁড়ীর কি রূপ—কি মুখের খোল্‌তা! অমন রূপ ত আমি কস্মিন্ কালে দেখিনি। যে দিন থেকে, দেখাশোনা আমাদের এখানে এসেচে, সেই দিন থেকেই আমার প্রাণটা যেন কি-যেন-কি হ'য়ে গেচে। ইচ্ছে করে, তা'কে সর্ব্বদা দেখি, কিন্তু পোড়া দৈত্যিরাণীর জ্বালায় তা হয় না। তা'কে যখনি দেখি, তখনি আমার মনটা বিয়ে বিয়ে ক'রে কেমন করে। তা' সৌভাগ্যিবলে তা'রও সূত্তুরপাত হ'য়েচে। নারদঠাকুর বলেচেন, তা'র সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। তিনি আরো বলেচেন, দেখাশোনার বিয়ে হয় নি। আহা, তা'র নামটি কেমন মিষ্টি—দে—খা—শো—না। এমন মধুমাখা নাম ত আমি কখন শুনিনি। বেড়ে মুখখানি, চোক দুটি যেন কেমন তর, ইন্দিরের মত যদি আমার হাজার চোক হ'ত, তা' হ'লেও তা'কে দেখে আমার আশ মিট্‌ত কি না সন্দেহ।

নারদের প্রবেশ।

(দেখিয়া) পেন্নাম হই, ঠাকুর মশাই!

না।—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

কু।—(সহাস্যে) আমার মনোবাঞ্ছা আপনকার হাতে।

না।—হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় কি? তা' পূরিয়ে দেব। তোমাকে একটি কাজ ক'ত্তে হ'বে।

কু।—আজ্ঞে করুন।

না।—তোমার অধীনে কোন বিশ্বস্ত লোক আছে?

কু।—আছে। তা'কে আমি যেমন বিশ্বেস করি, সেও আমাকে তেম্নি বিশ্বেস করে। তা'র নাম গোলাক্ষ।

না।—তা' হ'লে আর কোন গোলযোগ হ'বে না। তুমি আজ তা'কে নিয়ে, ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, দেবসেনার গৃহে যা'বে।

কু।—যা'ব যা'ব। তা'র পর?

না।—দেবসেনা এখন্ শুয়েচে। তখন তাঁ'র খুব গাঢ় নিদ্রা হ'বে।

কু।—হ'বে হ'বে। তেমন সময় আমারও খুব ঘুম হয়। যা'রা সকাল সকাল শোয়, রাত দুপুরে তা'দের খুব ঘুম হয়। আচ্ছা, তা'র পর কি কর্‌ব?

না।—তোমরা দু'জনে আস্তে আস্তে তা'কে খাটশুদ্ধ ঘর থেকে বা'র ক'রে নিয়ে চ'লে যা'বে। তা'র গায়ের বা মুখের কাপড় খুল না।

কু।—ঠিক্ ঠিক্, তা' হ'লে সে জেগে উঠ্‌তে পারে।

না।—তাই বল্‌চি, খুব সাবধান।

কু।—তা'তে আমি খুব পাকা। আচ্ছা, ঠাকুর মশাই! তা'কে কোথা নিয়ে যা'ব?

না।—যে পর্ব্বতগুহার কথা তোমাকে পূর্ব্বে বলেচি।

কু।—হাঁ হাঁ, মনে হ'য়েচে। কিন্তু সে যে, এখান থেকে অনেকটা দূর।

না।—তা' হলেই বা। কিন্তু নিকটস্থ কোন স্থানে নিয়ে গেলে হ'বে না।

কু।—তাও বটে। যদি কেউ জান্‌তে পারে, তা' হ'লে দৈত্যরাণীকে ব'লে দেবে।

না।—তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ। তোমার বিপদ আর আমারও বিপদ।

কু।—উঃ, ভয়ানক বিপদ! আমার পেটের উপরই সকলের টাক আছে—সাত টুকরো করে ফেড়ে ফেল্‌বে। আচ্ছা, আমরা তা'কে সেই খানেই নিয়ে যা'ব। ঠাকুর মশাই! দেখাশোনা ত আমার বিয়ে কর্‌বে?

না।—সে কথা আর বল্‌তে। আমি জানি তোমার উপর তা'র ভালবাসা জন্মেচে।

কু।—আমিও তাঁকে খুব ভালবাসি। তবে কি না তফাৎ থেকে।

না।—এইবার কাছে থেকে উভয়ে ভালবাসা দেখা'বে।

কু।—(সাহ্লাদে) আপনার আশীর্ব্বাদ।

না।—তবে আর তুমি বিলম্ব ক'র না। তোমার সেই বন্ধুকে হাত কর গে, দু'জনে না হ'লে খাটশুদ্ধ একটা লোককে নিয়ে যাওয়া দুর্ঘট।

কু।—যে আজ্ঞে, আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

না।—ব্যাটা বড় লোভেই পড়েচে। আমি যে, কি কৌশল ক'চ্চি, তা'র বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারে নি। বুঝতে পার্‌বে?—নারদের কৌশল বুঝতে পার্‌বে? এমন লোক ত আজও জন্মায় নি। ও ত ও—ওর প্রভু তারক পর্য্যন্ত আমার কৌশলচক্রে প'ড়ে ঘূর্ণিত হ'চ্চে। এখন শচী ও দেবসেনার নিকট যাই। দেখি, তাঁ'রা কতদূর কি ক'চ্চেন।

[প্রস্থান।

গোলাক্ষের সহিত কুম্ভোদরের পুনঃপ্রবেশ।

কু।—ভয় কি? কেন পার্‌বি না?

গো।—রাজা কি রাণী জান্‌তে পাল্লে মাথা নেবে।

কু।—জান্‌তে পাল্লে ত? যাতে কেউ না জান্‌তে পারে, আমি তা'র যোগাড় ক'রে রেখেচি।

গো।—আমার মনে সন্দ হ'চ্চে।

কু।—তুই দত্যি না একটা সামান্যি মানুষ?

গো।—যাই বল, আমার বড় ভয় হ'চ্চে। বন্ধুর কাজ বটে, কিন্তু এবার আমাকে মাপ কর।

কু।—দূর বোকা! তোর কিছু বুদ্ধি সুদ্ধি নেই।

গো।—এমন ভয়ানক কাজে আমার বুদ্ধির দরকার নেই! বাবা! তোর কি সাহস, ভাই!

কু।—(স্বগত) এ যে ভয়ানক বেঁকে দাঁড়াল, কি করি? একটা কাজ ক'ল্লে হয় না? এ অত্যন্ত অর্থলোভী। সুতরাং একে অর্থ দিয়ে বশীভূত ক'ত্তে হ'ল। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) তাই ত, কত কষ্ট ক'রে, মনিবের পায়ে তেল দিয়ে, কতকগুলি টাকা জমিয়েছিলুম, তা' একদমে বেরিয়ে যা'বে! একে ত আমার কুল্লে একশটি টাকা পুজী। তা' আর ভেবে কি করব? ও দিকে দেখাশোনা যে আমার লাকটাকার ধন। (প্রকাশে) হ্যা দেখ্, তোর আর আম্‌তা আম্‌তা কর্‌বার দরকার নেই। তোকে আমি পঁচিশটে টাকা দিচ্চি।

গো।—না, ভাই! আমায় মাপ কর।

কু।—(স্বগত) আরে মল, তবুও যে এগোয় না। (প্রকাশে) আচ্ছা, পঞ্চাশ টাকা।

গো।—(স্বগত) হ'য়ে এসেচে, কিন্তু এখনো বাকী আছে। (প্রকাশে) না, ভাই! আমি পারব না।

কু।—(স্বগত) কি বিপদ! এর কিছুতেই যে মন ওঠে না। (প্রকাশে) আচ্ছা, পঁচাত্তর টাকা। দেখ পার যদি ত এস।

গো।—(স্বগত) পূরোপূরি না হ'লে আর হাঁ বল্‌চি নে। শালা আপনিই উঠবে। (প্রকাশে) দোহাই তোর! আমি পারব না—পারব না—পারব না। আমি চ'ল্লেম। (গমনোদ্যোগ)

কু।—(বাধা দিয়া) আরে যাস্‌নে যাস্‌নে—শোন্ শোন্।

গো।—কি বল?

কু।—নে না, আর কেন দুঃখ দিস্, ভাই!

গো।—তুই কি আমার সর্ব্বনাশ করবি!

কু।—শিব শিব! অমন অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌তে নেই। (স্বগত) শালাই আমার সর্ব্বনাশ ক'ত্তে বসেচে! কিন্তু কি করি, দেখাশোনাকে যে, না হ'লে পাইনি। আমার যদি চাট্টে হাত হ'ত, তা' হ'লে এ শালাকে এত টাকাও দিতে হ'ত না আর খোসামোদ ক'ত্তেও হ'ত না। শালা দেখচি, পূরোপূরি না হ'লে আর এগুলো না। (প্রকাশে) আচ্ছা, এইবার আমি শেষ কথাটি বলি, এতে তোকে রাজী হ'তেই হবে, নৈলে আমি নিরুপায়।

গো।—কি?

কু।—এক শ টাকা। আর আমার কাছে, একটি কাণাকড়িও নেই—তোর মাথায় হাত দে দিব্যি ক'রে বল্‌চি। তোর পায়ে পড়ি, আর তুই গোলমাল করিস নি।

গো।—তাই ত, ভাই! তুই যে, আমাকে বড় মুস্কিলেই ফেল্লি।

কু।—মুস্কিলের আসানও ত সঙ্গে সঙ্গে হ'ল। আর দুঃখু দিস্‌নে—তোর পায়ে পড়ি। রাজী হ—রাজী হ।

গো।—(স্বগত) আর বাড়াবাড়ী করব না। এক এক শ টাকা বই পুঁজি নেই, আমি তা' জানি। কিন্তু টাকাগুলো আগে হাত ক'ত্তে হ'চ্চে। (প্রকাশে) আচ্ছা, তোর অনুরোধটা আর এড়াতে পাল্লেম না। কিন্তু এক শ টাকা আগে দিতে হ'বে, তা' নৈলে আমি এ কাজ ক'ত্তে পারব না। জানিস্ ত, টাকা হাতে হলে কতকটা ভরসা হয়।

কু।—(স্বগত) দেখাশোনার দু' একখানা গয়না গড়িয়ে দেব মনে করেছিলুম, কিন্তু এখন তা' হ'ল না। আচ্ছা, এর পর রোজগার ক'রে তা'র রূপর পঁইচে, সোনার চাঁপা আর সোনার মুড়কী-মাদুলী গড়িয়ে দেব। দু'গাছা মল আর একছড়া গোট দেব। সময়ে সকলই হ'বে, এখন্ ত কাজটা উদ্ধার করি। (প্রকাশে) তবে তুই এইখানে দাঁড়া; আমি দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে টাকাগুলো আনি। (স্বগত) উঃ—এক এক শ টাকা! বাপ!

[প্রস্থান।

গো।—শালা খুব জব্দ হ'য়েচে। যা' হোক একটা খুব সুন্দরী ছুঁড়ী লাভ ক'ল্লে দেখ্‌চি। তা' আমিই বা কি অলাভ কল্লুম? এক এক শ টাকা। আট টাকা বাদ দিয়ে ধ'ল্লে তিন টাকা মাসমাইনের হিসেবে তিন বছরের মজুরী।

কিয়ৎকাল পরে কুম্ভোদরের পুনঃপ্রবেশ।

কু।—দ্যাখ, ভাই! কিছু ছেড়ে দে।

গো।—তবে আমি পারব না।

কু।—(অনিচ্ছাপূর্ব্বক) আচ্ছা, এই নে। (টাকা প্রদান)

গো।—(গণনা করিয়া লইয়া) ওরে, এই টাকাটা ভাঙা যে।

কু।—আমি ত আর ব'দলে আনিনি। ভাঙা ভাল মিশিয়ে এইই আমার যথাসর্ব্বস্ব।

গো।—এর পর মাইনে পেলে ব'দ্‌লে দিস্।

কু।—দেব (স্বগত) এখানে আর চাকরী করব'যে বদ্‌লে দেব? (প্রকাশে) তবে এখন্ যাই চল্। ঠিক্ দুপর রাত্তিরে দেখাশোনাকে খাট শুদ্ধ্ তা'র ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে যেতে হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—দেবসেনার গৃহের পশ্চাদ্ভাগ।

নারদ, শচী ও দেবসেনার প্রবেশ।

না।—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হ'য়েচে। তোমরা আর এদিকে থেক না। নিভৃত স্থানে গোপনে থাক গে। শোভনা ঘুমিয়ে পড়েচে?

শ।—ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। শীগ্‌গির জাগ্‌বার কোন সম্ভাবনা নেই।

না।—কাপড় দিয়ে তার মুখ টুক বেশ ক'রে ঢেকে রেখেচ ত?

শ।—কে যে শুয়ে আছে, তা' কেউ চিন্‌তে পারবে না, এরূপ ক'রে ঢেকে রেখেচি।

না।—দেখ, কুম্ভোদর তা'র বন্ধুকে নিয়ে এখনি এখানে আস্‌বে। তা'রা খাটশুদ্ধ শোভনাকে দেবসেনা বোধে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলে পর, যে খাটখানার কথা বলেচি, তোমরা এখানে সেইখানা এনে ঠিক ক'রে পেতে রাখ্‌বে। সে খাটখানা দেবসেনার খাটের সঙ্গে সমান দেখ্‌তে। দে'খ, ভুল না।

শ।—না ভুলব না। আচ্ছা, দেবর্ষি! আপনি যে এ সব কি জন্যে ক'চ্চেন, তা'ত এখনো ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

না।—এখন্ বুঝেও কাজ নাই; পরে বল্‌ব। তা'রা শোভনাকে নিয়ে গেলে, তোমরা যেমন দু'জনে দুখানা খাটে শুতে, তেম্নি ক'রে শুয়ে থাক্‌বে। যাও এখন্ যাও, আর এখানে বিলম্ব ক'র না। আমিও এখন চ'ল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে গোলাক্ষের সহিত কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—এই ত দেখাশোনার শোবার ঘর।

গো।—শচীও ত এই ঘরে শোয়।

কু।—শুলেই বা। সেও ঘুমিয়ে পড়েচে।

গো।—আচ্ছা, কে শচী আর কে দেখাশোনা, তা কি করে বুঝ্‌বি?

কু।—আমি জানি, দেখাশোনা পূর্ব্বদিকের খাটে শোয়।

গো।—দেখিস্, যেন একে আর হয় না।

কু।—তা' হ'বে না। চল, আমরা আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর যাই। খুব পা টিপে টিপে আয়।

[উভয়ের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমরাবতীর বহির্ভাগস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ।

খট্টাসমেত নিদ্রিতা শোভনাকে লইয়া কুম্ভোদর ও গোলাক্ষের প্রবেশ।

(ধীরে ধীরে ভূতলে খট্টারক্ষা।)

কু।—(জনান্তিকে) আর ভয় কি? কাজ সাবাড় ক'রেচি। তুই না যোগাড় দিলে এ কাজ হ'ত না। যে ভারী! বাপ্!

গো।—(জনান্তিকে) তোর ভুঁড়ীর চেয়ে হালকী ব'লতে হ'বে।

কু।—এইবার এই ভুড়ী শুদ্ধ ত এই খাটে বস্‌তে হ'বে!

গো।—তা' হ'লেই চিত্তির আর কি! তা' ভয় কি? "খাট ভাঙ্‌লে ভূমিশয্যে।"

কু।—হাঃ হাঃ হাঃ ভূমিশয্যে কেন রে? আবার একখানা মজবুৎ খাট তয়ের করিয়ে নেব।

গো।—তোর খুব কপালজোর, ভাই! বড় সুখেই এবার কাল কাটা'বি। তোর করকুষ্টিতে বিয়ের কথাটা বড় শুভক্ষণেই লেখা হয়েছিল।

কু।—তোরও একটা এই রকম সুন্দরী মাগ যোগাড় ক'রে দেব।

গো।—মনে রৈল! আর তুই আমাকে মনেও ভাব্‌বি?

কু।—(স্বগত) সে কথা বড় মিছে নয়।—কেন না আমার মন এখন এই সোনার চাঁদ দেখাশোনার ছিরিচরণে বিক্কিরী ক'রে ফেলেচি। (প্রকাশে) তোকে মনে ভাব্‌ব না ত, ভাব্‌ব কা'কে রে পাগলা?

গো।—দেখা যাবে।

কু।—ভাই! আর ত কোন ভয় নেই। আমরা অনেক দূরে এসে পড়েচি। আর এই পাহাড়ে জায়গাটাও বেশ ঘেরা ঘোরা। এখানে কা'রো আস্‌বার যো নেই। এখন্ কেন একে জাগাই না?

গো।—আমার বিবেচনায় হটাৎ জাগান ভাল নয়। কি জানি, এখনি এ চীৎকার ক'রে কেঁদে ফেল্‌বে কি কি। তা' হ'লে কি হ'তে আবার কি হ'বে।

কু।—ঠিক কথা। কিন্তু, ভাই! এমনতর ঢাকা দেওয়া মেয়েমানুষ দেখা কাণার পক্ষেই সাজে। আমি ত আর থির থাক্‌তে পাচ্ছিনি। আমি আস্তে আস্তে কাপড় সরিয়ে এর চাঁদমুখ খানি দেখি।

গো।—তা' বরং দেখ্। (স্বগত) আমিও এই সুযোগে সাধ মিটিয়ে দেখে নি। আর ত এ পোড়া চোকে দেখ্‌তে পা'ব না।

কু।—(ধীরে ধীরে মুখাচ্ছাদিত বস্ত্র অপসারণ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সভয়ে লম্ফপ্রদানে দূরে পলায়ন)

গো।—(ভীত হইয়া) কি রে!

কু।—সর্ব্বনাশ হ'য়েচে! পালিয়ে আয়! পালিয়ে আয়।

গো।—(মুখ দেখিয়া সশঙ্কিত চিত্তে কুম্ভোদরের নিকট গিয়া) আঁা—একি বিভ্রাট! এ কি সর্ব্বনাশ! কল্লুম কি!

কু।—(সভয়ে) রাজার মেয়ে শোভনা যে দেখাশোনার খাটে শুয়েছিল, তা' কি ক'রে জানব! এখন কি করি! ওরে, একটা উপায় ঠিক কর্ না, ভাই! আমার যে আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেচে।

গো।—আমারও তাই। কি হ'বে, ভাই! রাজার মেয়ে দেখাশোনার খাটে কি ক'রে শুলো?

কু।—ওরে, এ তা'র কাছে সর্ব্বদা থাকৃত। কেমন ক'রে হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছিল।

গো।—আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, কিন্তু দেখাশোনা কোথা গেল তবে?

কু।—সে হয় ত তখন কোন দরকারে বাইরে গিয়েছিল। এখন কি করি?

গো।—তোরও মাথা যা'বে আর আমারও মাথা যা'বে! কেন আমি সামান্য টাকার লোভে এমন গুখুরি কাজ কল্লুম! হায় হায়! হায় হায়!

কু।—(স্বগত) আমার এ কুলও গেল, ও

কুলও গেল! হায় হায়, এক এক শ টাকা ত গেলই; কিন্তু দেখাশোনাও লাভ হ'ল না। এখন্ প্রাণটা থাক্‌লেও বাঁচি যে। হায় হায়, কি হ'ল! আর এমন ক'রে ভেবেই বা কি করি! (প্রকাশে) হ্যা দেখ্, এক কাজ করি আয়। রাজকন্তে এখনও ঘুমুচ্চে; আমরা আস্তে আস্তে আবার খাট শুদ্দ্ যেখানকার সেখানে নিয়ে যাই চল্। এখনো রাত আছে।

গো।—তুই বড্ড বোকা! তোর পেট্‌টাই সার!

কু।—কেন?

গো।—এইবার যদি রাজকন্যের হটাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তা' হ'লেই বিপদের উপর বিপদ। অজান্তে যা' হবার, তা' হ'য়েচে—জেনে শুনে কি আর এ কাজ করা যায়?

কু।—ঠিক বলেচিন্। আমার বুদ্দি সুদ্দি লোপ হ'য়ে গেচে। আমি কিছু বুঝ্‌তে সুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

গো।—এখন চুপ্ চুপ্ পালিয়ে যাই চ। কে যে রাজকন্যেকে এখানে এনেচে, তা'র আর কোন গোল হ'বে না। রাজকন্যেও জাগ্‌লে পর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

কু।—নারদ ঠাকুর যে জানে।

গো।—সে ত তোরি পক্ষে। আবার তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলিগে চ।

কু।—তাই চ, ভাই!

[উভয়ের পলায়ন।

পঞ্চম দৃশ্য।

নন্দন-কাননের দক্ষিণ সীমা।

কুম্ভোদর ও গোলাক্ষের প্রবেশ।

কু।—দেখ্, গোলাক্ষ! তুই আমার টাকা ফিরে দে।

গো।—কেন টাকা ফিরে দেব? আমি ত আর তোকে দেখাশোনা দেব ব'লে টাকা নিই নি। আমি আরও বলেছিলুম, দেখিস্ ভাই! 'একে আর' করিস্ নি!

কু।—আচ্ছা, আমার জন্যে খেটেচিস্ ব'লে অদ্ধেক নে আর অদ্ধেক ফিরে দে।

গো।—কেন?—তা'ই বা দেবো কেন? ভেবে দেখ্ দেখি, পথে যদি নগরপাল মশাই, কি আর কেউ দেক্‌তে পেতো, তা' হ'লে কি হ'ত?—তা' হ'লে কি আর বাঁচোয়া ছিল। তুই, ভাই! বড় আহাম্মক তাই আবার টাকা চাচ্চিস।

কু।—কি, আমি আহাম্মক! টাকা দিবি ত দে বল্‌চি—নইলে ভাল হ'বে না।

গো।—কি করবি?—আমি টাকা দেবো না!—মাগ্‌না আর কি?—প্রাণ হাতে ক'রে ওর খাট বয়ে নিয়ে পাঁচ পাঁচ কোশ পথ গেলুম! টাকা চাইতে লজ্জা করে না?

কু।—এই দেখ, এখনো বল্‌চি দে, নইলে এই তলোয়ারে তোর মুণ্ডুপাত কর্‌বো! (অসিপ্রদর্শন)

গো।—(অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কেন, আমারো কি তলোয়ার নেই?

কু।—তবে রে বেটা! টাকা দিবি নি, আচ্ছা আয় দেখি, কে তোকে বাঁচায়।

[উভয়ের অসিযুদ্ধ, পতন ও মৃত্যু।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অমরাবতী—রুদ্রদেবের মন্দির।

পুষ্পাদি লইয়া এক জন দৈত্যকিঙ্করের প্রবেশ।

দৈ।—(পুষ্পাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া) "যা'র কাজ, তা'কে সাজে; অন্য লোককে লাঠি বাজে।" কুম্ভোদরই রোজ রোজ দৈত্যরাজের শিবপূজোর যোগাড় ক'রে দেয়। কিন্তু আজ সে কোথায় গেচে, এখনো দেখা নেই। তা'র বন্ধু গোলাক্ষকেও দেখ্‌তে পাচ্চি নি। ছুটোয় গেল কোথা? অনেকক্ষণ রাত পুইয়েচে, মহারাজের পূজোর সময়ও হ'য়েচে। তিনি মন্দাকিনীতে নেয়েই এখানে আস্‌বেন। কিন্তু তবুও কুম্ভোদরের একটু হুঁস নেই। হয় ত কাল রাত্তিরে গোলাক্ষের সঙ্গে পেট ভোরে মদ খেয়ে কোথায় প'ড়ে আছে। আমার এ সব কাজ বড় বাধো বাধো ঠেকে। হয় ত দৈত্যরাজ রেগে উঠ্‌বেন। আমি এখানে ফুল, চন্দন, নৈবিদ্যি রেখে পালাই। কে মার খা'বে?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে বৈতালিকের গীত)

ভৈরব—চৌতাল।

ভজ রে মন, ভূতনাথ ভব ভব-ভয়-বারণং।
আদি-দেব শূলপাণি ত্রিপুরাসুরমারণং।

পরিহিত দৃঢ় বাঘছাল,
লটপট জটজুটজাল,
কালরূপ কাল-কাল,
ব্যাল-মালধারণং।
জ্বলিত-জ্বলন-চন্দ্রভাল,
লোকনাথ লোকপাল,
দীনশরণ শিব দয়াল,
সকলকলুষহারণং।
কসিতরজতজিনিত রূপ,
গঙ্গাধর ভূপভূপ,
গীতরসিক ভক্তিকূপ,
চিরমঙ্গলকারণং।
ডিমি ডিমি ঘন ডমরু-বোল,
শৃঙ্গনাদ ঘোর রোল,
আধ-মিলিত নয়ন-লোল,
পাতকিজনতারণং।

তারকের প্রবেশ।

তা।—অবিলম্বে পূজা ক'রে নি। আজ আবার ভয়ানক যুদ্ধ। পূজার পর সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠা'তে হ'বে। আজ ত্রয়োদশী তিথি। আজকেই দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রমের সম্মুখে বীরত্ব প্রদর্শন করবে। হাঃ হাঃ হাঃ। ইন্দ্র নিতান্ত গণ্ডমূর্খ! তাই সে কেবল এক এক জনকে এনে অপমান করাচ্ছে। ইন্দ্রকে শনিতে ধরেচে—দেবতাগুলোও তা'র হাতে পরিত্রাণ পায় নি। দূর হোক। আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করি। (শিবপূজা) হে ভগবন্ রুদ্রদেব! আজ তোমার এই চিরভক্ত তারককে জয়শ্রী প্রদান কর। তোমার এই কিঙ্করের সেনাপতি চণ্ডবিক্রম যেন তোমার প্রসন্নতা লাভ ক'রে দেবযুদ্ধে জয়লাভ করেন। (প্রণাম)

[প্রস্থান।

পুষ্পমালা লইয়া নারদের প্রবেশ।

না।—"যা শত্রু পরে পরে।" গোলাক্ষ ব্যাটা টাকার শোকে ক্রুদ্ধ হ'য়ে কুম্ভোদর ব্যাটাকে অস্ত্রাঘাত ক'ল্লে। কুম্ভোদর ব্যাটাও আত্মরক্ষার জন্য প্রতিশোধ নিলে। লাভে হ'তে দু' ব্যাটাই আপনা আপনি কাটাকাটি ক'রে ম'ল। ওঃ, এক অর্থ নিয়ে এ জগতে কি ভয়ানক কাণ্ডই না ঘটে। কিন্তু তবুও নির্ব্বোধেরা এই অর্থের জন্য লালায়িত! যা' হোক, আমার দুঃখ হ'চ্চে। তা' দুঃখ ক'রেই বা কি করব? কে জানে যে, দুটোয় খুনোখুনি ক'রে মরবে? যা'র কপালে যা' আছে, তা' ঘট্‌বেই ঘট'বে। আমি ত আমি, আমার পিতা ব্রহ্মাও তা'র অন্যথা ক'ত্তে পারেন না। আর—এক কথা—এ দু' ব্যাটা ত দৈত্য—দেবশত্রু, সুতরাং যে কোন প্রকারে হোক, ম'লেই দেবতাদের মঙ্গল! দু' ব্যাটারই নিহত দেহ এখনো নন্দনকাননের দক্ষিণ দিকে প'ড়ে আছে। থাক্, এতে আমার কতকটা সুবিধা হ'বে। এখন তারককে এদিকে আবার নিয়ে আসি। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) আর যেতে হ'ল না—ঐ যে নিজেই আস্‌চে।

তারকের পুনঃপ্রবেশ।

আসতে আজ্ঞে হয়, মহারাজ!

তা।—(প্রণাম করিয়া) আপনি এখানে এসেচেন শুনে আমি আবার ফিরে এলেম।

না।—আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ।

তা।—একটা বিশেষ পরামর্শ আছে। এই স্থানটি বেশ নির্জ্জন স্থান।

না।—গুপ্ত মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থানই বটে।

তা।—পরামর্শ কি জানেন।—(পুষ্পমালা দেখিয়া) দেবর্ষি! এখন সুন্দর ফুলের মালা কোথায় পেলেন? যে গেঁথেচে, সে ত খুব চমৎকার শিল্পী।

না।—(সহাস্যে) আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নারদই গেঁথেচে।

তা।—(সবিস্ময়ে) বলেন কি, আপনি! বিশ্বকর্ম্মাকে পরাজয় ক'ত্তে নাকি?

না।—আজ্ঞে না। এ মালা ছড়াটি আপনার কন্যা শোভনার জন্য গেঁথেচি। তিনি এক দিন আমার বীণাযন্ত্রে এক ছড়া মালা দেখে বলেছিলেন, "দেবর্ষি! এর চেয়ে ভাল মালা আমায় এনে দিতে পারেন?" আমি প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেম। তাই অবকাশ পেয়ে আজ গেঁথে এনেচি। রাজকন্যা কোথায়?

তা।—আমি তা'কে আজ দেখিনি। আচ্ছা, নিজেই তা'কে সঙ্গে ক'রে আন্‌চি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

না।—(স্বগত) এইবার লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে

গেল। নারদ!—নারদ!!—নারদ!!! (প্রকাশে) চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

সপ্তম দৃশ্য।

অমরাবতী—সুরসার গৃহ।

জনৈকা দাসীর সহিত সুরসার প্রবেশ।

সু।—(ব্যতিব্যস্ত চিত্তে) কি লো, কোথাও শোভনাকে দেখ্‌তে পেলি নি?

দা।—না, মহারাণি!

সু।—আর যা'রা তা'র খোঁজ ক'চ্ছিল?

দা।—কেউই দেখ্‌তে পায় নি।

সু।—তাইত, গেল কোথা? আমিও যে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হ'য়ে গেলেম। অ্যাঁ, শোভনা গেল কোথা?

দা।—কিছু ঠিক ক'ত্তে পাচ্চিনি। অমরাবতীর এমন ঠাঁই নেই, যেখানে না রাজকন্যের খোঁজ হ'য়েচে।

সু।—শচী আর দেবসেনার ঘরে?

দা।—সেখানেও নেই।

সু।—মহারাজ কোথা?

দা।—তিনি শিবমন্দিরে গেচেন ত জানি।

সু।—তিনি এ কথা শুনেচেন কি?

দা।—এত গোল হ'চ্চে, শোনেন নি কি?

সু।—চল্‌ দেখি, তাঁর কাছে যাই।

[দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান।

নারদ ও তারকের সহিত সুরসার পুনঃপ্রবেশ।

তা।—মহির্ষি! এ যে ভয়ানক বিভ্রাট! এর কারণ ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সু।—(সদুঃখে) আমার মন কেমন ক'চ্চে! মহারাজ! শোভনা কোথা গেল! তা'র কি হ'ল!

না।—মহারাণি! অত অধীর হ'বেন না।

সু।—দেবর্ষি! আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে। আমার পোড়া কপাল আরও পুড়্‌ল বুঝি! হায় হায়, আমার শোভনার কি হ'ল!

তা।—দেবর্ষি! আমি ত এর মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

না।—তাই ত, মহারাজ! এ যে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) আচ্ছা, আপনার কন্যা কি কখন কখন কোন দাসীর সঙ্গে রাজধানীর বহির্ভাগে ভ্রমণ ক'ত্তে গিয়ে থাকেন?

সু।—এক দিনও না।

না।—তবেই ত। আচ্ছা, আপনার কন্যার উপর কা'রো কি প্রণয় সঞ্চার হ'য়েছিল?

তা।—কই, আমি তা' অত লক্ষ্য ক'রে দেখিনি। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) হাঁ হাঁ—বটে বটে। এখন আমার মনে প'ড়েচে। আমি সেনাপতিকে শোভনার ক্রীড়াগৃহে প্রায় দেখ্‌তে পেতেম! তিনিই আমার কন্যার প্রণয়াসক্ত।

না।—ঠিক্; আমারও এ বিষয়ে একটু কেমন কেমন বোধ হয়।

তা।—আচ্ছা, দেবর্ষি! তা'তে এমন কি হ'তে পারে?

না।—আপনি যদি সে বিষয়ে বিরোধী না হ'ন, তা' হ'লে এমন কিছু হ'তে পারে না বটে।

তা।—কিন্তু আমি বিরোধী।

না।—কিরূপ!

তা।—সেনাপতি তা'কে বিবাহ ক'ত্তে ইচ্ছা করেছিলেন, আমি তা' কোন সূত্রে বুঝ্‌তে পেরে, অস্বীকৃত হ'য়েছিলেম। সেনাপতিও আবার আমার মনস্থ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন।

না।—আপনি কেন অস্বীকৃত হ'য়েছিলেন?

তা।—শোভনা বালিকা।

না।—ওরূপ বালিকারও ত বিবাহ হ'তে পারে।

তা।—পারে বটে, কিন্তু আমার আরও একটি মনস্থ ছিল।

না।—আবার কি মনস্থ, মহারাজ?

তা।—যখন আমি সেনাপতির ইচ্ছার বিষয় জানতে পাল্লেম, তখনই আমার মনে হ'ল যে, আশার প্রবল বেগ ভিন্ন দুরূহ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হ'তে পারে না। সেনাপতির আশা শোভনালাভের দিকে, সুতরাং তিনি এই আশায় অবিচলিত থেকে আমার মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। বাস্তবিক তাই ক'রেও আস্‌চেন। শেষে যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে শত্রুপক্ষকে পরাজিত কর্‌বেন, তখন আমি আমার শোভনাকে তাঁ'র হস্তে সম্প্রদান কর্‌ব। এই আমার

মনস্থ। এ কথা আমি এত দিন কা'রও কাছে বলি নাই।

না।—(স্বগত) তারকের এ কৌশল বড় মন্দ নয়। (প্রকাশে) কিন্তু সেনাপতিকে এ কথা বলা ভাল ছিল।

তা।—একবারে হঠাৎ কোন কথা কা'রো নিকট প্রকাশ করা আমার বিবেচনায় ভাল নয়। মনে করুন যদি কোন সূত্রে সেনাপতিকে আমার কন্যা না দিতে পারি, তা' হ'লে ত তাঁ'কে আশায় নিরাশ করা হ'বে। তা' হ'লে তাঁ'র মনোমধ্যে অত্যন্ত কষ্ট হ'বে।

না।—সে কথা ঠিক, কিন্তু মহারাজ! তাঁ'কে না বলাতেই হিতে বিপরীত হ'ল—আমার মনে ত এই বোধ হ'চ্চে।

তা।—বিপরীত হ'ল কি।

না।—আমি ত দেখ্‌চি সেনাপতিরই এই কাজ।

সু।—কি কাজ, দেবর্ষি?

না।—সেনাপতি নিশ্চয় বুঝেচেন, তিনি আপনার কন্যাকে কোন মতে বিবাহ ক'র্ত্তে পা'রবেন না। কেননা আপনি তা'তে অস্বীকৃত। এই জন্যই তিনি তাঁ'কে আপনাদের অসাক্ষাতে কোথাও নিয়ে গিয়ে গোপনে রেখেচেন।

তা।—এমন কি হ'তে পারে?

না।—ভালবাসায় কি না হয়? এক প্রণয়ের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডে কত যে অসম্ভব এবং অন্যায় ঘটনা ঘট্‌চে, তা' কি আপনি জানেন না?

সু।—আমারও তাই সন্দেহ হ'চ্চে।

তা।—কি ভয়ানক ব্যাপার! কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি ভয়ঙ্কর প্রভুবিদ্রোহ!

না।—কা'র মনে যে কি আছে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। মহারাজ! অনেকেই মুখে একরূপ, কিন্তু মনে অন্য প্রকার। লোকের চরিত্র এবং কূট-সমস্যায় কিছু প্রভেদ নাই।

না।—কি আস্পর্দ্ধা। ভৃত্যের এই কাজ!—(সক্রোধে) আচ্ছা, আমি এখনি এর প্রতীকার ক'চ্চি।

না।—(স্বগত) হ'য়ে এসেচে। (প্রকাশে) বিশেষরূপে এ বিষয়ের তদন্ত করা উচিত।

তা।—পামর কপটবেশে আমার সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে জন্মগ্রহণ ক'রেচে? দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যাধম আমার কলঙ্কস্তম্ভ নির্ম্মাণ ক'ল্লে? ওঃ! কি ভয়ানক পাপাচার!

না।—এই প্রকার লোকই জগতে অধিক।

তা।—দুরাচারকে এখনি উপযুক্ত প্রতিফল দিচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

অমরাবতী—রাজসভা।

তারক ও নারদের প্রবেশ।

তা।—বলেন কি, দেবর্ষি?

না।—বাস্তবিক, এখনো তা'দের মৃতদেহ নন্দন-কাননের দক্ষিণ দিকে প'ড়ে আছে। কুম্ভোদর আর গোলাক যে আপনার অনুগত ও প্রভুভক্ত ভৃত্য ছিল, তা'র আর কোন সন্দেহ নাই। তা'রা হয় ত সেনাপতিকে এই কাজ ক'র্ত্তে দেখে, বাধা দিয়েছিল। সুতরাং সেনাপতি স্বকার্য্য সাধনের জন্য সেই দু'জনকে নিহত করেচেন।

তা।—(চিন্তা করিয়া) আপনার এ কথা যথার্থ। আর আমার কোনরূপ সন্দেহ নাই। আসুক বিশ্বাসঘাতক। আজ আমি তা'র মস্তকচ্ছেদন ক'রে, তবে অন্য কার্য্য করব।

না।—(স্বগত) তাই ত একেবারে বিনাশ করবে! না—সহসা তা' ক'র্ত্তে দেব না—(প্রকাশে) আমি একবার মহারাণীর নিকট হ'তে আসি। আপনি বিশেষরূপে তদন্ত করুন।

[প্রস্থান।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—(শিরোনমন করিয়া) মহারাজ! আমি সৈন্য সংগ্রহ ক'চ্ছিলেম ব'লে, আপনার আদেশ প্রাপ্ত মাত্র আস্‌তে বিলম্ব ঘটেচে; তজ্জন্য অপরাধ ল'বেন না।

তা।—তোমার এ অপরাধকে আমি অপরাধ বলি না। কিন্তু তুমি ভয়ানক অপরাধে অপরাধী।

চ।—(সবিস্ময়ে) মহারাজ! সে কি! আমি ত আপনার পাদপদ্মে কখন কোন অপরাধ করি নি!

তা।—তোমার ন্যায় অপরাধী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই।

চ।—(সদুঃখে) হা, আজ আপনার মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা আমায় শুন্‌তে হ'ল! আমি অতি দুর্ভাগ্য!

তা।—তুমি শুধু দুর্ভাগ্য নও—বিশ্বাস-ঘাতক।

চ।—ওঃ, কি হৃদয়ভেদি বাক্য! এখনো আমার মৃত্যু হ'ল না কেন!

তা।—তোমার এ কামনা অবিলম্বেই পূর্ণ হ'বে। দৈত্যাধম! তুই প্রভুকন্যাহারী।

চ।—(অত্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া করতলে কর্ণাচ্ছাদন পূর্ব্বক) সে কি, দৈত্যনাথ! আপনার এই অনুগত ভৃত্যকে আজ আপনি কেন এমন নিদারুণ কথা বলচেন?

তা।—তুই প্রভুবিদ্রোহী ভৃত্য! তুই বিশ্বাসঘাতক দাস! তুই আমার কন্যাহারী শত্রু!

চ।—আমি এ সকল নরকসদৃশ বিশেষণের বিপরীত।

তা।—পামর! আমি আর তোর কোন কথাই শুন্‌তে চাই না। এখন বল্, কেন তুই আমাদের অসাক্ষাতে শোভনাকে গোপনে স্থানান্তরিত করেচিস্? তা'কে তুই কোথায় রেখেচিস্—বল্?

চ।—ভগবান রুদ্রদেবই আমা'র সাক্ষী। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি জানেন, আমি এরূপ পৈশাচিক কার্য্য করেচি কি না।

তা।—দোষী ব্যক্তি দোষ-প্রক্ষালনের জন্য ওরূপ অনেক শপথ করে।

চ।—আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে বল্‌চি, আমি এমন গর্হিত কার্য্য করি নাই—আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না। সজ্ঞানে এরূপ অসৎ কার্য্য করা দূরে থাকুক, আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার কোন শত্রু আমাকে বিপদে নিক্ষেপ করবার জন্য এই নিন্দনীয় কার্য্য ক'রেচে।

তা।—তুই আমার মহাশত্রু। আমি ভ্রান্তিক্রমে বিষধর অজগরকে আশ্রয় দিয়েছিলেম। ওঃ, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! লম্পট! তুই কোন্ সাহসে বক্ষমধ্যে প্রদীপ্ত অগ্নি আচ্ছাদন ক'র্ত্তে ইচ্ছা করেচিস্? কোন্ সাহসে মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হ'তে দন্ত উৎপাটনের বাসনা করেচিস্? কোন্ সাহসে কালকূট পান ক'রে দীর্ঘায়ুর আশা করেচিস্? কোন্ সাহসে সূচীমুখে চক্ষু মার্জ্জন আর জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহনের অভিলাষ করেচিস্? কোন্ সাহসে কণ্ঠে শিলা বন্ধন ক'রে সমুদ্র সন্তরণে উদ্যত হ'য়েচিস্? আর কোন্ সাহসেই বা লৌহময় শূলের মধ্য দিয়ে সঞ্চরণ করবার জন্য ইচ্ছুক হয়েচিস্? বল্, শোভনাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেচিস্? নৈলে আজ তোকে নিশ্চয়ই শোণিত বাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দেখ্‌তে হ'বে। আজ কোন মতে তোর নিস্তার নাই।

চ।—(সদুঃখে) মহারাজ! আমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে, মিথ্যা কথা বল্‌তে পারব না। আমি এখনো বল্‌চি, এর কিছুই জানি না। দৈত্যরাজ! আজ আমার অতি অশুভ ক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হ'য়েছিল! হা! তাই আজ বিনা দোষে দোষী হ'লেম। হা, আমার অদৃষ্টে সহসা এমন ঘটনা কেন ঘট্‌ল!

তা।—পিশাচ! আমি তোর কথায় আর ভুলি না।

সুরসার প্রবেশ।

সু।—(সদুঃখে) সেনাপতি! আমার শোভনাকে কোথায় নিয়ে গেচ। যা' করেচ, তা' করেচ, এখন তা'কে এনে দাও।

চ।—(সদুঃখে) রাজেন্দ্রাণি! আমি যদি আপনার কন্যাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে থাকি, তবে ভগবান্ রুদ্রদেব এখনি আমার বক্ষে তাঁ'র বিশ্বসংহারী ত্রিশূল বিদ্ধ করুন্। মা! আমি এর কিছুই জানি না।

সু।—তুমি ত শোভনাকে বিবাহের ইচ্ছা করেছিলে।

চ।—করেছিলেম। তা' ব'লে এরূপ নারকী জীবের কার্য্য করি নাই। মহারাণি! আমার কোন শত্রু এই বিভ্রাট ঘটিয়েচে। আপনার পবিত্র নামে শপথ ক'রে বল্‌চি, আমি এর কিছুই জানি না।

তা।—মূর্খ! তুই বই এরূপ কার্য্য কে ক'র্ত্তে পারে? এমন সাহস কা'র আছে? তুই কাল রাত্রিকালে তোর চিরপোষিত দুরভিসন্ধি পূর্ণ ক'রেচিস্।

চ।—মহারাজ! আর আমার কোন উত্তর নাই।

তা।—আমিও তোর আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা করি না। এখন তোর পাপ মস্তকচ্ছেদন করাই আমার ইচ্ছা।

চ।—আমারও এ বৃথা তিরস্কৃত জীবনধারণের আর অণুমাত্র ইচ্ছা নাই।

সু।—নাথ! সহসা এরূপ কার্য্য করা উচিত নয়। আগে শোভনার বিশেষ অনুসন্ধান কর। সেনাপতিকে বধ ক'র্‌লে শোভনাকে আর পা'ব না। যে বিষয়ের জন্য যে দোষী ব'লে

সাব্যস্ত হয়, সে ভিন্ন সেবিষয়ের শেষ মীমাংসা হ'তে পারবে না। তাই বল্‌চি, সহসা সেনাপতিকে বধ ক'র না।

তা।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা। (উচ্চৈঃস্বরে) এখানে কে আছিস্?

(নেপথ্যে) মহারাজ!

তা।—কারারক্ষকগণকে শীঘ্র ডেকে দে।

(নেপথ্যে)—যে আজ্ঞে, মহারাজ!

তা।—দুরাচার কপট! যে কারাগৃহে তুই আমার শত্রু ইন্দ্রকে রুদ্ধ করে রাখবি বলেছিলি, তোরি দোষে তোরি অদৃষ্টে তা'র ফলভোগ হ'ল।

চারি জন কারারক্ষকের প্রবেশ।

দেখ, তোমরা লৌহ-শৃঙ্খলে এই পাপাত্মার হস্ত পদ বন্ধন ক'রে কারাগারে অবরুদ্ধ ক'রে রাখ! এর পর, এর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হ'বে! যাও, এখনি এ দৈত্যপিশাচকে আমার দৃষ্টিপথ হ'তে নিয়ে যাও।

(কারারক্ষকগণকর্ত্তৃক চণ্ডবিক্রমের হস্তবন্ধন)

চ।—(সদুঃখে) হা অদৃষ্ট! মহারাজ! আমি ত কারাগৃহে বন্দী হ'লেম! কিন্তু আপনি বিশেষরূপে সতর্ক হ'য়ে আজ যুদ্ধে গমন করবেন। আজ ত্রয়োদশী তিথি—শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল হ'য়েচে!

তা।—তোর চেয়ে আমার আর শত্রু নাই। তুই দূর হ—দূর হ!

[চণ্ডবিক্রমকে লইয়া কারারক্ষকগণের প্রস্থান।

সু।—নাথ! এখন যে বাস্তবিক উভয় সঙ্কট উপস্থিত! একে ত শোভনা-হারা হ'য়েচি, তাতে আবার আজ দেবগণ যুদ্ধ করবে।

তা।—মহিষি! আজ আমি যুদ্ধ করব না। এখনি ইন্দ্রের নিকট দূত পাঠাচ্চি। এর পর যুদ্ধের দিন স্থির করা যাবে। আজ আমি অত্যন্ত অস্থির।

সু।—তাই কর। এখন শোভনাকে কোথা পাওয়া যা'বে? (সরোদনে) মা কি আমার বেঁচে আছে! কি হবে, মহারাজ!

নারদের প্রবেশ।

না।—(স্বগত) ভাগ্যে সুরসাকে ব'লে ক'য়ে পাঠিয়েছিলেম, নৈলে আজই চণ্ডবিক্রমের মস্তকচ্ছেদন হ'ত। তা' হ'ল না; খুব ভালই হ'য়েচে। এখন ত আমার কলে কৌশলে তারকে আর তাতে অহি-নকুলের ভাব ঘ'টে গেল। সে যে আর এর দিকে ঘেঁসবে, এমন ত বোধ হয় না। এরি মধ্যে আমিই আবার এক চাল চেলে, তা'কে কারামুক্ত ক'রে, দেবতাদিগের দিকে ঠেলে দিব। বাস্তবিক তা'কে দেবগণের পক্ষ ক'ত্তে পাল্লে, তারক ত আমার মুষ্টিমধ্যে এসে পড়বে।

সু।—দেবর্ষি! আপনি এখানে এসে চুপ ক'রে কি ভাবচেন?

না।—মহারাণি! আপনি শোভনার জন্য অত্যন্ত অস্থির হ'য়েচেন দেখে, আমি অতিশয় চিন্তিত হয়েচি। (তারকের প্রতি) মহারাজ! সেনাপতি কোন মতেই স্বীকার ক'ল্লেন না?

তা।—কৈ আর স্বীকার ক'ল্লে?

না।—তিনি বড় সাধারণ লোক ন'ন। তাঁ'কে কি আপনি অম্নি অম্নি ছেড়ে দিলেন? আরও শাসন ক'রে আপনার কন্যার সন্ধানটা জেনে নিলেন না?

তা।—দুরাত্মা কোনমতে তা' স্বীকার ক'ল্লে না ব'লেই ত এখন তা'কে কারাগারে রেখেচি —একেবারে ছাড়ি নাই।

না।—বেশ করেচেন। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) দেখুন, দোষী ব্যক্তি শীঘ্র দোষ স্বীকার করে না। কিন্তু এদিকে চুপ ক'রে ব'সে থাকাও ত শোভা পায় না। আপনি চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়ে দিন। আর আমিও কয়েক জন লোক সঙ্গে ক'রে একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখি। আপনাদের এরূপ বিপদে আমার চুপ ক'রে থাকা ভাল দেখায় না। আপনি নিজেও অনুসন্ধান করুন্।

তা।—উপযুক্ত পরামর্শ। তাই করি আসুন। আপনি আমাদের জন্য কত কষ্টই ভোগ ক'চ্চেন।

না।—সে কি, দৈত্যরাজ! এ কি আমার কষ্টভোগ? এই ত আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। আপনি বলেন কি, আপনাদের এই সঙ্কটের সময় নারদ চুপ ক'রে থাক্‌বে? তা'ও কি কখন হয়। ভগবান্ মহাদেব আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্।

সু।—(সরোদনে কৃতাঞ্জলিপুটে) হে দেবাদি

দেব রুদ্রদেব! আমার শোভনাকে কোলে এনে দাও। আমি তোমার প্রীতির উদ্দেশে এক লক্ষ বৃষ দান করব। (অশ্রুমোচন)

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাদ্রির সানুপ্রদেশ।

নারদ ও চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

না।—বীর! সেই ত রাজকন্যা শোভনাকে পাওয়া গেল,—সেই ত সবই হ'ল,—কিন্তু লাভে হ'তে দৈত্যরাজ আপনার প্রতি এই অত্যন্ত গর্হিত আচরণ ক'ল্লেন।

চ।—দেবর্ষি! এ আমার দুর্ব্বল অদৃষ্টের পাষাণরেখাবৎ অমুচ্য লিখন! কিন্তু আপনি যদি দৈত্যপতিকে ব'লে ক'য়ে আমায় কারামুক্ত না ক'ত্তেন, বরং যদি প্রাণদণ্ড করা'তে পাত্তেন,তা' হ'লে আমার সবিশেষ হিতসাধনই ক'ত্তেন। আমার এ তুচ্ছ প্রাণে আর প্রয়োজন নাই।

না।—সে কি, সেনাপতি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে? প্রাণের চেয়ে আর কিছু অমূল্য সামগ্রী আছে? বিশেষতঃ আপনার ন্যায় বীরপুরুষের প্রাণ, দশ কোটি লোকের প্রাণাপেক্ষা গুরুত্বে বেশী।

চ।—ঋষিবর! এখন আমি আর বীরপুরুষ নই! আমার প্রাণ বীরপুরুষেরপ্রাণ নয়—কাপুরুষের প্রাণ! সুতরাং এরূপ তুচ্ছতম প্রাণ দৈত্যরাজের আদেশে সে দিবস বায়ুর সহিত মিশ্‌লেই ভাল হ'ত। কেবল দৈত্যরাজ্ঞী আর আপনিই আমাকে জীবিত রাখ্‌লেন। হিতে অহিত ক'ল্লেন।

না।—(স্বগত) দৈত্যরাজ্ঞীর মূলও আমি। আমি না হ'লে ত তুমি নিশ্চয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে। শোভনাকে পুনরুদ্ধার পাওয়ার পরও তোমার প্রাণদণ্ড হ'তে হ'তে আমারই কৌশলে হ'ল না; কিন্তু তারক, সুরসার সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে, তোমায় যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বার আদেশ দিলে। তা'ও আমি অনেক কৌশল ক'রে ব্যর্থ ক'ল্লেম। কেবল দেবগণের মঙ্গলের জন্যই ত আমার এরূপ করা। নৈলে তোমার মত সুরশত্রু নিহত হ'লে সুরগণের যথেষ্ট লাভ। এই বার একে আমার জালে আবদ্ধ কর্‌বার পন্থা করি। (প্রকাশে) বীরেন্দ্র! ব্যবহারশাস্ত্রে লিখিত আছে, শত শত দোষী ব্যক্তি বরং মুক্তিলাভ করুক, কিন্তু অবিচারে যেন একটিও নির্দ্দোষ ব্যক্তির কোনরূপ দণ্ড না হয়। তবে বলুন দেখি, আমি জেনে শুনে কেমন ক'রে আপনার ন্যায় নিরপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে দেখি? আপনি যে এরূপ গর্হিত কার্য্যে আপনার চিত্ত ও দেহকে কলুষিত করেন নি, তা' আমি বিশেষরূপে জানি। তাই জেনেই ত আমি আপনাকে কৌশল ক'রে মৃত্যু-মুখ হ'তে উদ্ধার ক'ল্লেম। আপনি যাই বলুন, কিন্তু এ কার্য্য ক'রে আমি যা'র-পর-নাই আনন্দিত হ'য়েছি। বল্‌ব কি, আমি আমার জীবনে এরূপ মহৎ কার্য্য কখন করি নাই। আপনার মত মহাবীরকে সজীবন কারামুক্ত করা আমার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।

চ।—আপনি এ দুর্ভাগাকে মৃত্যুমুখ হ'তে পরিত্রাণ ক'রে কিরূপে সৌভাগ্যশালী হ'লেন?

না।—আপনি দুর্ভাগ্য? এ কথা আর বল্‌বেন না। শুনে আমার বড় কষ্ট হয়।

চ।—আমি দুর্ভাগ্য না হ'লে, আমার এ অসহ্য যন্ত্রণাময়ী দুর্দ্দশা ঘট্‌বে কেন? যিনি আমাকে সাক্ষাৎ বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি বলে বিশ্বাস ক'ত্তেন—এমন কি, যিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে তাঁ'র অর্দ্ধবল ব'লে প্রশংসা ক'ত্তেন, হায়, তিনিই এক্ষণে আমাকে এই নরকযন্ত্রণাপেক্ষা উৎকট যন্ত্রণার অগাধ গর্ভে নিক্ষেপ ক'ল্লেন! আমার হস্ত হ'তে বীরচিহ্নস্বরূপ তরবারি ছিন্ন ক'রে নিলেন? আমায় নির্ব্বাসন-বেশ পরিধান করিয়ে স্বর্গ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দিলেন! এ অপেক্ষা অপমান কি? দেবর্ষি। তাই বল্‌চি, আমার মত দুর্ভাগ্য—হতভাগ্য আর নাই।

না।—দৈত্যরাজের এরূপ অন্যায় কার্য্যটা করা ভাল হয় নাই। আমি অগ্রে তাঁ'কে বড় বুদ্ধিমান্, সুবিচারক, ন্যায়দর্শী ব'লে বিশ্বাস ক'ত্তেম, কিন্তু, এক্ষণে তা' আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হ'চ্চে। আমি এখন স্পষ্টাক্ষরে বু-

বুঝ্‌তে পেরেচি, তাঁ'র লেশমাত্রও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। একের দোষে অপরকে দোষী করা নির্ব্বোধের কার্য্য। তিনিও তাই ক'ল্লেন। বল্‌তে কি, বীরবর! আমি যদি এরূপে অযথা নিগৃহীত হ'তেম, তা' হ'লে নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নিতেম।

চ।—তিনি প্রভু, সুতরাং তাঁ'কে আর কি বল্‌ব বলুন?

না।—তিনি আপনার মহাশত্রু। ওরূপ শত্রুকে বিশেষরূপে প্রতিফল দেওয়াই কর্ত্তব্য। আপনি ত জানেন, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

চ।—আমার ভাগ্যে যা' ছিল, তা'ই হ'ল। আমি পূর্ব্বে কখন প্রভুবিদ্রোহী হই নাই, পরেও হ'ব না

না।—সেনাপতি!—

চ।—(বাধা দিয়া) দেবর্ষি! এখন আমি আর সেনাপতি নই—এখন আমি নির্ব্বাসিত হতভাগ্য।

না।—হা, আপনার মুখে যে, আমি কখনও এরূপ বিষাদবাক্য শুন্‌ব, তা' ভাবি নাই। হা, দৈত্যরাজ! তুমি এমন দৈত্যকুলধুরন্ধরকে কোন্ প্রাণে—কোন্ বিবেচনায় এত অপমানিত ক'ল্লে। ধিক্ তোমাকে!

চ।—দেবর্ষি! তাঁ'কে ধিক্কার দেবেন না। আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে তুষ্টিলাভ করুন্।

না।—(স্বগত) আহা, এমন উদার ও প্রভুভক্ত ব্যক্তি আমি কখন দেখি নাই। এমন নিদারুণ কষ্টের অবস্থাতে জড়ীভূত হ'য়েও চণ্ডবিক্রম তারককে সমান চক্ষে দেখ্‌চে। তা হ'বে না কেন?—'সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতাম্।" কি সম্পদে কি বিপদে মহতের প্রকৃতি একরূপই থাকে।

চ।—দেবর্ষি! আমার হৃদয় ক্রমশঃ অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে—চিত্ত যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়্‌চে—ক্রমে যেন আমি কি হ'য়ে পড়্‌চি। আমি আর এখানে থাক্‌ব না। যে দিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকে চলে যাই! ওঃ—কি ভয়ানক যন্ত্রণা!

না।—বীরবর! যদি আমার কথা রাখেন, তা' হ'লে আপনার এই সমস্ত ক্লেশদ্যোতক লক্ষণ নিরাকৃত হ'য়ে যায়। নৈলে আপনি ক্রমেই যন্ত্রণার এক স্তর হ'তে অপর স্তরে বিঘূর্ণিত হ'য়ে পতিত হ'তে থাক্‌বেন।

চ।—কি কথা বলুন?

না।—আপনি ত জানেন, "যখন যেমন, তখন তেমন।"

চ।—জানি।

না।—তা'র বিপরীত হ'লে মন্দ বই ভাল হয় না।

চ।—তাও জানি।

না।—তবে আপনি জেনে শুনে কেন আপনার মন্দ আপনি ক'চ্চেন? পীড়ার সময় ঔষধ সেবন না ক'ল্লে কি কখন পীড়ার উপশম হয়?

চ।—তা হয় না বটে।

না।—তবে আপনি দৈত্যপতি তারককে আপানার মহাশত্রু জেনেও কেন আপনা আপনি যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন? আমার বিবেচনায় তেমন শত্রুকে অচিরাৎ প্রতিফল প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার পরামর্শ শুনুন, এখন আপনি নিঃসহায় বটে, কিন্তু এ সময়ে দেবগণের পক্ষ অবলম্বন ক'রে বৈরনির্যাতন করুন্। তা' হ'লে দেখবেন, আপনার আর কিছুমাত্রও কষ্ট, পরিতাপ, নিরাশা থাক্‌বে না। যদি আপনি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তবে আমার কথায় আর দ্বিরুক্তি কর্‌বেন না।

চ।—না, দেবর্ষি! আমি তা পার্‌ব না। যাঁ'র অন্নে আমি শরীরে, শক্তি সংগ্রহ করেচি, সেই শক্তি এখন্ কিরূপে তাঁ'র বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর্‌ব? আমার যে মুষ্টিতে তিনি ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করেচেন, এখন আমি সেই মুষ্টিতে তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ ক'রে কিরূপে তাঁ'র পবিত্র দেহে আঘাত কর্‌ব? আমি তা পার্‌ব না।

না।—তিনি যাঁ'র বাহুবলে স্বর্গরাজ্য লাভ ক'ল্লেন, কিরূপে তাঁ'র সেই বাহুযুগল লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়েছিলেন? যাঁ'র তরবারিবলে তিনি শত্রুগণকে মন্দাকিনী নদী পার হ'তে দেখ্‌তে পান না, এখন কি ক'রে তাঁ'র সেই মহাস্ত্র তরবারি কেড়ে নিয়ে, অপমানের একশেষ ক'রে, নির্ব্বাসিত ক'ল্লেন?

চ।—তিনি যে প্রভু, আমি যে ভৃত্য। শক্তিসামর্থ্যে, গৌরবে, সম্মানে, প্রভুভৃত্যে যে অনেক বৈষম্য। তবে বলুন দেখি, তিনি যা' কর্‌বেন, আমিও কি তা'ই ক'ত্তে পারি? আমার মত প্রভুভক্ত কিঙ্করের ব্যবহারে দূরে থাকুক, মনে মনেও প্রভুবিদ্রোহী হওয়া মহাপাপ।

মুনীশ্বর! ভৃত্যের পক্ষে প্রভুবিদ্রোহিতার চেয়ে যে আর পাপ নাই। প্রভুবিদ্রোহিতাই নরকদ্বার।

না।—প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি অত্যাচারী প্রভুর এতাদৃশ কুব্যবহারই, আমার বিবেচনায়, নরকদ্বার।

চ।—তা' যাই বলুন, আমি কোনমতে দৈত্যপতির অনিষ্ট সংসাধন জন্য অসুর-শত্রু সুরগণের পক্ষ অবলম্বন ক'ত্তে পারব না।

না।—আপনি বলেন কি? প্রতিহিংসা ভিন্ন কখন কি আত্মশান্তি হ'তে পারে?

চ।—আমি প্রতিহিংসাও জানি না—আত্মশান্তিও জানি না। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই।

না।—আপনি কি বিজাতীয় অপমানে জর্জ্জরিত হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হ'লেন?

চ।—আত্মবিস্মৃত হ'লে, এতক্ষণ আপনার পরামর্শ গ্রহণ ক'ত্তেম।

না।—(স্বগত) তাই ত! একে যে কোনমতে আমার কৌশলচক্রে নিক্ষেপ ক'ত্তে পা'ল্লেম না। এখন দেখ্‌চি হিতে বিপরীত বা ঘটে! আমি একে যে সকল কথা ব'ল্লেম, তৎসমস্তই তারকের বিপক্ষে। কিন্তু, এ যদি এখন কোন সূত্রে তা'র নিকট এই সব কথা প্রকাশ করে, তা' হ'লেই ত বিভ্রাট! দেবগণেরও বিপদ—আমারও সঙ্কট। না, এ কি আর তা'র কাছে যা'বে?—না এ সমস্ত কথা বল্‌বে? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) তা' বলাও যায় না। এখনও, এ যে কালে এতদূর অবমানিত, লাঞ্ছিত এবং নির্ব্বাসিত হ'য়েও তারককে পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞান ক'চ্চে এবং তা'র বিরুদ্ধে একটি কথা ব'ল্লে দশটি কথা শুনিয়ে দিচ্চে, তখন একটা কাণ্ড কারখানা ক'ত্তেও পারে। তবেই ত মহাগোলযোগের কথা! আমি এক ক'ত্তে গেলেম, কিন্তু আর হ'য়ে পড়্‌ল। দৈত্যচরিত্র বোঝা ভার! আমার মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। এখন কি করি? আচ্ছা, আবার তারকের নিকট যাই। আবার একে ধ'রে নিয়ে গিয়ে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখবার পন্থা ক'রে দিগে। নৈলে মহাবিভ্রাট ঘটে উঠ্‌বে! (প্রকাশে) সেনাপতি, আর কি বল্‌ব বলুন? আমি আপনার মঙ্গলের জন্য, যা' জানি, তা' ব'ল্লেম; কিন্তু আপনি যেকালে কোনমতে সে কথায় কান দিলেন না, সেকালে আর কি কর্‌ব বলুন? যা' ভাল বোঝেন, তাই করুন।

চ।—এখন্ আপনি আমার মনের মত কথা ব'ল্লেন।

না।—আপনি এখন কি কর্‌বেন?

চ।—এই নির্জ্জন স্থানে ব'সে আমার অদৃষ্ট-নিগ্রহের পরিণাম ভোগ কর্‌ব।

না।—আচ্ছা, আমি যদি দৈত্যরাজকে ব'লে ক'য়ে আবার আপনাকে তাঁ'র সেনাপতি ক'রে দিতে পারি, তা' হ'লে আপনি তা'তে সম্মত আছেন কি না?

চ।—এ প্রাণ থাক্‌তে আর না।

না।—(স্বগত) গোঁথানাও এখন ষোল আনা।—(প্রকাশে) আচ্ছা, দৈত্যরাজকুমারী শোভনার সঙ্গে যদি আপনার বিবাহ দেওয়া'বার চেষ্টা করি, তা'তে আপনি ইচ্ছুক আছেন কি না?

চ।—দেবর্ষি! আপনি কি দৈত্যরাজের পরামর্শে আমার চিত্ত পরীক্ষা ক'চ্চেন? আমি রাজকন্যা অপহরণকারী মহাপাপী নারকী কি না, তাই জান্‌বার চেষ্টা ক'চ্চেন?

না।—(করতলে কর্ণাচ্ছাদন করিয়া) শিব! শিব! শিব!

চ।—তবে আপনি এতক্ষণ পরে এরূপ কথা তুল্‌লেন কেন?

না।—আপনি যে নিরপরাধী।

চ।—তবে আপনি কেন আমাকে অপরাধী ক'চ্চেন?

না।—কিসে?

চ।—এরূপ কথার অবতারণা ক'রে।

না।—এরূপ কথা ব'ল্লে যদি আপনি আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করেন, তবে আর বল্‌ব না।

চ।—তা'ই আমার প্রার্থনা।

না।—(স্বগত) চণ্ডবিক্রমের আর সে চণ্ডভাব নাই। এখন দেখ্‌চি, এ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির হ'য়েছে। কিন্তু সন্দেহও হয়;—কি জানি কখন আবার প্রবল ঝটিকা উঠে হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেয়। আর পাঁচ সাত ভেবে কাজ নাই। আমি তারকের নিকট যাই। (প্রকাশে) সেনাপতি! আমি যা' যা' বল্লেম, তজ্জন্য আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। আমি আপনার এক জন পরম সুহৃৎ, এ কথা যেন মনে থাকে। এ স্থানটি আপনার মনোমত হ'য়েছে,

তবে আপনি এখানেই চিত্তশান্তির উপায় করুন্।

[প্রস্থান।

চ।—দেবর্ষি চ'লে গেলেন,—ভালই হ'ল। আমিও এখান থেকে অন্য কোন নিভৃত স্থানে যাই। নৈলে আবার হয় ত তিনি এখানে এসে এইরূপ নানা কথার অবতারণা করবেন। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) উঃ, হৃদয় কেন এত অস্থির হ'য়ে উঠ্‌চে! এ কি হ'ল!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমাদ্রি—নিবিড় অরণ্য।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—(উৎকণ্ঠিত-চিত্তে) কই, এমন সাক্ষাৎ শান্তির শান্তিনিকেতনেও আমার চিত্তের এক বিন্দুও শান্তি হ'চ্চে না কেন? শান্তিই সকল যন্ত্রণানিবারিণী; কিন্তু আজ তা'তেও আমি বঞ্চিত হ'লেম! আমার হৃদগ্নি নির্ব্বাণ ক'ত্তে কি শান্তির শীতল সলিলও শুষ্ক হ'য়ে গেল! ওঃ কি অস্থিরকারিণী উৎকণ্ঠা! আর যে স্থির থাকৃতে পাচ্চিনে। সকলেরই উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা কি অক্ষয়া? আমি এক নিমেষের জন্যও কি আর স্বাস্থ্য লাভ ক'ত্তে পার্‌ব না? (উন্মত্তভাবে) ও কি, কে যেন বল্‌চে, 'মৃত্যুই স্বাস্থ্য!'—মৃত্যু—মৃত্যু! চণ্ডবিক্রমের এ অবস্থার প্রিয়বন্ধু! অহো, ও আবার কে যেন বিদ্যুতের মত চ'লে গেল?—শোভনা—সেই সারল্য-প্রতিমা? এক দিকে মৃত্যু—অপর দিকে শোভনা!—আর আমি মধ্যস্থলে! এখন্ কে আমার প্রকৃত বন্ধু?—এ প্রশ্নের উত্তর কি? কে ব'লে দেবে? ওঃ, হা হৃদয়! হা প্রাণ! হা মৃত্যু! হা শোভনা! হা সরলা! হা আমার জীবন্ত প্রতিমা! যাই—যাই! দাঁড়াও—দাঁড়াও! রাজপুত্রী শোভনা আমার সুহৃৎ—কি মৃত্যু আমার বন্ধু—তা' আজ এখনি দেখ্‌ব! আমার কেউই আত্মীয় নয়। না—অনেক আত্মীয় আছে।—কে?—এই যে, অপমান!—নির্ব্বাসন!—যন্ত্রণা!—ভগ্ন হৃদয়!—দগ্ধ প্রাণ! আর কে?—মৃত্যু!—না। মৃত্যু কোন্ কালে কার বন্ধু? তবে কে?—আছে—আছে—আছে। কে সে?—শোভাময়ী শোভনা! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার সবাই শত্রু—দৈত্যরাজ শত্রু!—দৈত্যরাণী শত্রু!—ইন্দ্র শত্রু!—যম প্রভৃতি সুরগণ শত্রু!—নারদ শত্রু—কেবল এক জন মিত্র—প্রাণের মিত্র—জীবনের মিত্র—সম্পদের মিত্র—বিপদের মিত্র—জাগরণের মিত্র—নিদ্রার মিত্র—স্বপ্নের মিত্র—মরণ সময়েরও মিত্র—সে আমার শোভনা—শারদ কৌমুদী শোভনা—জ্যোতিরীশ্বরী শোভনা! হাঃ—হাঃ—হাঃ! শোভনারই জগৎ! শোভনারই আমি—আর আমারই শোভনা! আমি মূঢ়!—আমি অন্ধ! তাই শান্তির অন্বেষণ ক'রে মূঢ়তা, অন্ধতা, প্রকাশ ক'চ্ছিলেম। কিন্তু এই যে আমার কাছে শান্তিময়ী শোভনা দাঁ'ড়য়ে, নশ্বর অধরে হাসি মাখ্‌চে! তবে আমিও হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ! আর ভয় কি?—আমার সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হ'য়ে গেল। তবে এইবার আমি আমার হৃদয়ে শান্তির শান্তিদায়িনী—চণ্ডেশ্বরের শান্তি-প্রতিমাকে স্থাপন ক'রে আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করি। শোভনা! ব'স—আমিও তোমার কাছে বসি। (শিলাতলে উপবেশন) শোভনা! এ কি ক'ল্লে? এ কি রকম মূর্ত্তি ধ'ল্লে?—চোক চেয়ে দেখ্‌তে পাই না যে! আচ্ছা, নেত্র মুদিত ক'রে দেখি। আহা বেস্—আহা বেস্! অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—চমৎকার রূপ—দৈত্য-কুল-রাজ-লক্ষ্মী!

(নিমীলিত নেত্রে উপবেশন)

দূরে অগ্নি ও যমের প্রবেশ।

অ।—মৃত্যুপতি! সেনাপতি কার্ত্তিকেয় একটা ব্যাঘ্রকে এ দিকে তাড়িয়ে এনে, কোন্ দিকে গেলেন?

য।—তিনি অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয়। যুদ্ধ ক'ত্তে এসেও একটি দিনের জন্য তাঁ'র শীকার ফাঁক যায় না।

অ।—দেবরাজ আমাদের দু'জনকে তাঁর অনুসন্ধানে পাঠা'লেন, এখন তাঁ'কে পাই কোথা?

য।—চলুন দেখি, ঐ দিকে গিয়ে দেখি।

(উভয়ের অগ্রসরণ)

অ।—(চণ্ডবিক্রমকে দেখিয়া) মৃত্যুপতি! শত্রু—শত্রু।

য।—(সতর্ক হইয়া) কই, অগ্নিদেব?

অ।—ঐ যে অমরগণের চিরশত্রু—মহাশত্রু চণ্ডবিক্রম।

য।—(দেখিয়া) তাই ত, পাপাত্মা ছদ্মবেশে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে এখানে এসে ব'সে আছে।

অ।—আপনি স্থির হোন্। আমি মহাবীর কার্ত্তিকেয়কে শীঘ্র ডেকে আনি।

য।—না না—তাঁ'কে আর ডাক্‌তে হ'বে না। আমার হাতে এ দুরাত্মার আজ নিস্তার নেই। ঐ একাকী, তা'তে আবার নিরস্ত্র। শত্রু সশস্ত্র হোক্, বা নিরস্ত্র হোক, বধ করা উচিত। এমন সুযোগ আর পা'ব না। আপনি এই দিকে দাঁড়ান—দৈত্যকুলকণ্টক যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

অ।—দেখ্‌বেন যেন সর্ব্বনাশ না ঘটে। আজও ওর অস্ত্রের চিহ্ন আমার গাত্রে র'য়েচে। এখনো বেদনা যায় নি। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি কুমারকে ডাকি।

য।—ভয় কি? এরূপ অসহায় অথচ ছদ্মবেশী শত্রু সংহারের জন্যও আবার ভয় বা সন্দেহ ক'ত্তে হয়? আপনি সাহসে নির্ভর ক'রে, নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে সতর্ক হ'য়ে দাঁড়ান। (চণ্ডবিক্রমের সম্মুখস্থ হইয়া) এইবার তোকে কে রক্ষা করে?

চ।—(নেত্র উন্মীলন করিয়া) দেবর্ষি! আপনি আবার এ কি বেশ ধারণ ক'রে এলেন? —শোভনাকে নিতে এসেচেন? না না—নেবেন না। শোভনা—শোভনা—যেও না।

য।—মূঢ়! এ সকল কথা কোথায় শিক্ষা ক'র্‌লি? শোভনা কে? চেয়ে দেখ্, তোর সম্মুখে তোর্ সেই চিরশত্রু যম।

চ।—হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি যম?—আমার শোভনা তোমার কি দোষ ক'রেচে?

য।—পিশাচ! এখন এ ছলবাক্য প্রয়োগ ক'রে আত্মরক্ষা ক'ত্তে পার্‌বি না। অনেক কাল ধ'রে অনেক যন্ত্রণা দিয়েচিস্, কিন্তু আজ তা'র পরিশোধ নেব।

চ।—তুমি অত চীৎকার ক'র না। আমার শোভনার কানে তালা লাগ্‌বে। তুমি স'রে যাও—স'রে যাও—স'রে যাও। সর্‌বে না?—আচ্ছা, আমি শোভনাকে নিয়ে নিজেই স'রে যাই। এস, শোভনা! গর্দ্দভের চীৎকারে কানে কি তালা লেগেচে?

য।—(সক্রোধে) পামর? এখনও এত অহঙ্কার? আমি গর্দ্দভ?

চ।—তবে এমন বিকট চীৎকার ক'চ্চ কেন? আচ্ছা, তুমি বোবা হ'য়ে থাক, আমার শোভনার কোন কষ্ট হ'বে না।

অ।—(স্বগত) চণ্ডবিক্রম আজ এ কি ভাব ধ'রেচে? কেবল 'শোভনা শোভনা' ক'রেই অস্থির। দৈত্যচরিত্র বোঝা ভার। নিশ্চয় এ আজ কি মনস্থ ক'রে আমাদের ছিদ্র অন্বেষণ ক'ত্তে এসেচে। যেন কিছুই জানে না—যেন একটা ঘোর পাগল। দৈত্যরাজনীতির এও বুঝি একটা সূত্র? আমার বড় সন্দেহ হ'চ্চে। হয় ত এর সঙ্গে অনেক গুপ্ত চর আছে। তা'রা এখানেই কোথা গোপনে আছে, বোধ হয়। চার দিক্ থেকে এসে ঘেরে দাঁড়ালেই ত বিভ্রাট! কাজ নাই, আমি আমার পালা'বার পথ ঠিক ক'রে স'রে দাঁড়াই! যমের কি দুঃসাহস! যমের সম্মুখে স্পর্দ্ধা প্রকাশ ক'চ্চেন।

চ।—(যমের প্রতি) কই, তুমি স'রে গেলে না?

য।—তোকে আজ বিনাশ ক'রে স'রে যা'ব।

চ।—অ্যাঁ! তুই কি তস্কর—দস্যু? আমায় মেরে ফেলে আমার অমূল্য রত্ন শোভনাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালা'বি? (শশব্যস্তে) শোভনা! শোভনা! পালিয়ে এস—পালিয়ে এস! (পলায়নোদ্যোগ)

য।—(বাধা দিয়া) পাতকি! ধূর্ত্ত! ছল প্রকাশ ক'রে কোথায় পালা'বি? সন্ধান জান্‌তে এসে, অকৃতকার্য্য হ'য়ে কোথায় পালা'বি! নির্ব্বোধ! যমের হাত এড়া'তে বাসনা? (তরবারি উত্তোলন করিয়া) এইবার কোথায় পালা'বি পালা। (তরবারির আঘাত)

চ।—(স্খলিতপদে ভূতলে পতিত হইয়া জড়িত স্বরে) শোভ্‌না! আমি ত পালা'তে পা'ল্লেম না।—কিন্তু তুমি প্রাণপণে দৌড়ে পালাও। তস্কর!—নিষ্ঠুর!—দস্যু! আমার শোভনাকে যদি স্পর্শ করিস, তা' হ'লে আমি প্রেতযোনি লাভ ক'রে তোর প্রতিহিংসা কর্‌ব। ওঃ! ওঃ! শোভনা—শোভ—(মৃত্যু)।

কা।—(নেপথ্যে) ও কি! হত্যা—হত্যা!

বেগে কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি, মৃত্যুপতি এ কি ক'ল্লেন? নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বিনাশ ক'ল্লেন?

য।—(সগর্ব্বে) কুমার! শত্রু নিপাত করেচি—তারকের অর্দ্ধশক্তি নষ্ট করেচি। আজ আমাদের স্বর্গরাজ্য লাভের অর্দ্ধ বিপদ বিনষ্ট হ'ল।

কা।—(সক্রোধে) তুমি কাপুরুষ!

য।—(সবিস্ময়ে) সে কি, কুমার!

কা।—তুমি ভীরু! তুমি দেববংশের কলঙ্ক।

অ।—(স্বগত) সর্ব্বনাশ! এ আবার কি হ'ল! (নিকটে আসিয়া) কুমার! শত্রু বিনাশ ক'ল্লে কি ভীরুপদবাচ্য হয়? দেবকুলের কলঙ্ক হয়?

কা।—এর নাম কি শত্রুবধ? এ যে ঘোরতর নিষ্ঠুরের কার্য্য! কসাইয়ের কার্য্য!

য।—তুমি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী না অশুভাকঙ্ক্ষী?

কা।—শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেম, কিন্তু আজ হ'তে সম্পূর্ণরূপে অশুভাকাঙ্ক্ষী হ'লেম। তোমাদের মত দেবরূপী দস্যুদের যে মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা করে, সেও দস্যু।

য।—তুমি এখনো বালক। যুদ্ধনীতিশাস্ত্রের শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ কর নাই।

কা।—তোমাদের যুদ্ধনীতিশাস্ত্র কসাইয়ের পাপ হৃদয়—কাপুরুষের অসার বীরত্ব—বীরপুরুষের কলঙ্ক! অমন ঘৃণিত শাস্ত্র এখনি পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাক্। যম! তোমাকে কোন্ নির্ব্বোধ ধর্ম্মরাজ নাম দিয়াছিল? বোধ হয়, তোমার কোন চাটুকারের এই কাজ। আজ তুমি তোমার 'কৃতান্ত' নামের সূক্ষ্ম পরিচয় দিলে।

য।—তবে আর দোষ কি?

কা।—তোমাকে ধিক্!—তোমার আত্মাকে ধিক্!!—তোমার কার্য্যকেও ধিক্!!! ছি ছি! আজ তুমি তোমার পবিত্র অস্ত্রকে কলঙ্কিত ক'ল্লে। ধিক্, সুরকুলকলঙ্ক যম! ধিক্, দেববংশের গৌরবভস্মকারী অগ্নি!

য।—ভগবান্ মহাদেবের পুত্রের মুখে এরূপ কটূক্তি ভাল শোনায় না।

কা।—ভগবান্ মহাদেবের পুত্র ব্যতীত, তোমাদের পাপমুখ এরূপ উপযুক্ত বাক্যের অধিকারী নয়। হা, আমি তোমাদের মত নারকী দস্যুগণের সেনাপতি হ'য়েছিলেম—ছি ছি! যা'রা অসহায়—নিরস্ত্র—দুর্দ্দশাপন্ন শত্রুকে বিনাশ করে, তা'দের পাপমুখ দেখ্‌লে—নাম ক'ল্লে, প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে হয়! যাও—তোমরা আমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে যাও। তোমরা সাক্ষাৎ ঘৃণা। যাও—তোমাদের ইন্দ্রকে বলগে যে, কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে তাঁ'র বা তোমাদের আর কোন সম্বন্ধই নাই। আমি আমার শিবিরে চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

অ।—মৃত্যুপতি! হিতে বিপরীত ঘট্‌ল যে।

য।—ভয় কি?

অ।—আপনি ত বল্‌চেন, ভয় কি; কিন্তু আমি বলি ভরসাই বা কি? কুমার ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমাদের সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ ক'ল্লেন। এখন উপায়? এইবার যে তারকের পালা।

য।—আমি আছি। আমিই আবার সেনাপতি হ'ব।

অ।—(স্বগত) তা' হ'লেই এবার চণ্ডবিক্রমকে যে পথে পাঠিয়েচ, তোমাকেও সেই পথের পথিক হ'তে হ'বে। তারকের সঙ্গে যুদ্ধ করা দূরে থাক্, তা'র নাম ক'ল্লেই আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। যা' একটু আশা ভরসা ছিল, তা'ও গেল, (প্রকাশে) এখন চলুন, দেবরাজের সঙ্গে এ বিষয়ের পরামর্শ করিগে। কুমারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে না ফিরুতে পা'ল্লে বিপদের উপর বিপদ।

য।—আপনি না অগ্নি? আপনার তেজের কি এই পরিচয়? কিসের ভয়?

অ।—(স্বগত) দেখা যা'বে। (প্রকাশে) তবে এখন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—দৈত্যশিবির।

সৈন্যগণের সহিত তারকের প্রবেশ।

তা।—সৈন্যগণ, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুন্‌লেম, পাপাত্মা চণ্ডবিক্রম নাকি আমার পরম শত্রু দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করেচে। দুরাচার এক অবিমৃষ্য দোষের জন্য দূরীভূত হ'য়েচে; এখন দেখ্‌চি আবার অন্য মহদ্দোষে পরিলিপ্ত হ'ল। আমার নির্ব্বাণোন্মুখ ক্রোধাগ্নি আবার প্রজ্বলিত ক'রে তুল্‌লে। কিন্তু, সে মহামূর্খ; তা'ই শৃগাল হ'য়ে বৃষের দলে মিশে ক্রোধিত সিংহকে আরও উত্তেজিত ক'ল্লে। দেখ, এখন্ তোমরা এক কাজ কর;—তা'কে আমার নিকট পুন-

র্ব্বার ধৃত ক'রে আন্‌বার চেষ্টা কর। যে তা'কে ধৃত ক'ত্তে পার্‌বে বা তা'র অনুসন্ধান ব'লে দিতে পার্‌বে, আমি তা'কে আশাতীত পুরস্কার প্রদান ক'র্‌ব। আর যদি কেউ তা' ক'ত্তে না পার, তা' হ'লেও তা'র নিস্তার নাই; দাবাগ্নি যেমন একটি বৃক্ষকে আক্রমণ ক'রে শেষে অরণ্যস্থ সমস্ত বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, আমিও সেইরূপ অগ্রে তা'কে বিনাশ ক'রে, শেষে সসৈন্য দেবগণকে সংহার ক'র্‌ব। এক্ষণে আমার এই অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্যের আমিই সেনাপতি। তোমরা সকলে বিশেষরূপে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে প্রস্তুত থাক।

সৈন্যগণ।—রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

তা।—এক্ষণে সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, অতএব আমি একবার শিবমন্দিরে গমন করি। তোমরা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হও গে।

সৈন্যগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে) যে আজ্ঞে, মহারাজ! (উচ্চৈঃস্বরে) জয় স্বর্গাধিপতি দৈত্য-রাজের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে।—ধর্‌ ব্যাটাকে ধর্‌ ধর্‌! ও ব্যাটা নিশ্চয়ই দেবসৈনিক। দৌড়ো—দৌড়ো—ধর্‌ —ধর্‌!

[বেগে জনৈক ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান।

বেগে কতিপয় দৈত্য-সৈনিকের প্রবেশ।

১ম দৈ-সৈ।—দূর কুড়ে! তুই কি পায়ের মাথা খেয়েচিস্‌!

২য় দৈ-সৈ।—তুই কোন্‌ চতুষ্পদ হ'য়ে আমার আগে দৌড়ে এলি?

৩য় দৈ-সৈ।—আর মিছে বকাবকি ক'রে কি কর্‌বি বল? ব্যাটা হরিণের মত বেয়াড়া-চোঁচা দৌড় দিয়েচে।

৪র্থ দৈ-সৈ।—ব্যাটা বড় বেঁচে গেল।

১ম দৈ-সৈ।—আর, ভাই! ব্যাটাকে ধ'ত্তে পাল্লে আজ খুব পুরস্কার পেতুম।

২য় দৈ-সৈ।—আর পুরস্কার! এ তেরস্কেরে কপালে তেরস্কার বই আর কিছুই নেই।

১ম দৈ-সৈ।—আমার বোধ হয়, আরও দু'চার ব্যাটা ও দিকে আছে। চল্‌, তাড়া হুড়ো দিয়ে ধরি গে।

৪র্থ দৈ-সৈ।—বেস্‌ কথা। চল্‌ চল্‌।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—দেবশিবির।

জনৈক ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির প্রবেশ।

ছ।—(সহাস্যে) দৈত্যসৈনিকগুলো মনে ক'রেছিল, আমি এক জন দেবসৈনিক, কিন্তু আমি যে নারদ, তা' ব্যাটারা বুঝ্‌তে পারে নি। হাঃ—হাঃ—হাঃ! যা' হৌক্‌, আর একটু হ'লেই ব্যাটারা ধ'রে ফেলেছিল। যে পরিচ্ছদ পরেচি, এতে দৈত্যসৈন্য ত দৈত্যসৈন্য—দেবসৈন্যেরাও এখনো আমাকে চিন্‌তে পাচ্চে না।

ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ, কুবের ও পবনের প্রবেশ।

ই।—এই যে, এখানে এক জন সৈনিক আছে। একেই আবার কুমারের নিকট পাঠাই। —(ছদ্মবেশীর প্রতি) সৈনিক!

না।—(স্বগত) যা' চ'লে! কর্ত্তা পর্য্যন্তও যে গোলকধাঁধায় প'ড়ে গেলেন! না,—আর এরূপ বেশে থাকা ভাল নয়। আবার এখনি ছুটোছুটির আদেশ ঘাড়ে প'ড়্‌বে। (প্রকাশে) দেবরাজ!

ই।—(স্বগত) দেবর্ষির ন্যায় কণ্ঠস্বর না? (বিশেষরূপে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! দেবর্ষি যে!

না।—চিন্‌তে পেরেচেন?—বাঁচ্‌লেম। এ ধুকড়ী পরা কি আমার পোষায়? চিরকাল একখানি বস্ত্র পরি, আর একখানি উত্তরীয় কাঁধে ফেলি। আমার মত জীর্ণ শীর্ণ দণ্ডের উপর এ পটমণ্ডপ থাক্‌লে প্রাণ বাঁচে কই? খুলে ফেলি—গায়ে একটু বাতাস লাগুক। (ছদ্মবেশ উন্মোচন করিতে করিতে) আ—এতক্ষণে আমাকে নারদ ব'লে বোধ হ'ল। বায়ুদেব অনুগ্রহ ক'রে আর একটু কাছে এগিয়ে দাঁড়ান।

ই।—দেবর্ষি, আপনার এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করবার উদ্দেশ্য কি?

না।—আপনাদের শিবিরে প্রবেশ করা। যখন আপনারা উপত্যকার মধ্যে ছিলেন, তখন আমার আসা যাওয়ার কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু এখন ও দিকে দৈত্যশিবির, আর এ দিকে আপনাদের শিবির! এখন্‌ বলুন দেখি, কি ক'রে নিজের বেশে দৈত্যমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আসি? তারকের নিকট থেকে আস্‌তে গেলে, সেই বই আর পথ নেই—

তা'তে আবার দৈত্যদের মধ্যে কে না আমাকে চেনে? কাজেই আমাকে নানারূপ ভেবে চিন্তে, চার দিক চেয়ে দেবসৈনিকের বেশ ধ'র্ত্তে হ'য়েছিল। এতেও কি পরিত্রাণ আছে? দৈত্য-গুলো, কুকুরে শেয়াল তাড়ার মত, আমাকে যার-পর-নাই ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল।

ই।—দেবর্ষি, আমাদের জন্য আপনাকে কত যন্ত্রণা, কত পরিশ্রমই সইতে হ'চ্চে। তা' কি করবেন বলুন? আপনি না হ'লে আমা-দের গতি নেই।

না।—এখন সংবাদ কি বলুন দেখি?

ই।—আমার 'হরিষে বিষাদ'!

না।—সে আবার কি, পুলোমেশ্বর?

ই।—(যমকে দেখাইয়া) ইনি দৈত্যসেনা-পতি চণ্ডবিক্রমকে নিহত করাতে, আমার হর্ষ —আর তজ্জন্য কার্ত্তিকেয়ের ভয়ঙ্কর ক্রোধো-দ্দীপন হওয়াতে, আমার বিষাদ।

না।—(সবিস্ময়ে স্বগত) আঁা, মৃত্যুপতি যম চণ্ডবিক্রমকে বিনাশ করেচেন, এ কি সত্য না ভ্রম? (প্রকাশে) ইনি কিরূপে তা'কে, বধ ক'ল্লেন?

ই।—সে ছদ্মবেশে আমাদের ছিদ্রান্বেষণ করবার জন্য হিমাদ্রির অধিত্যকায় ব'সে উন্মাদরোগীর ন্যায় ভান ক'চ্ছিল, এমন সময়ে কার্ত্তিকেয়, অগ্নিদেব আর মৃত্যুপতি সে দিকে গিয়েছিলেন।

না।—তা'র পর?

ই।—তা'র পর মৃত্যুপতি আপন কোটে শত্রু পেয়ে, বিনাশ কল্লেন।

না।—(স্বগত) দেবরাজ বলচেন, সে পাগ-লের মত ভান ক'চ্ছিল, কিন্তু আমার তা' বোধ হয় না। সে পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে সেই শোচনীয় অবস্থার তুলনা ক'রে ক'রে, আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে, মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়ে, সত্য সত্যই পাগল হ'য়েছিল। (প্রকাশে) ভালই ত, একজন মহাশত্রু নিপাত হ'ল। তা'তে সেনা-পতি কার্ত্তিকেয় ক্রুদ্ধ হ'লেন কেন? তিনিও ত এই কার্য্য ক'র্ত্তে এসেচেন?

য।—দেবর্ষি! বলি শুনুন,—তাঁ'র এখনো যুদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্ময় নি। তাই তিনি বালকের ন্যায়, অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, ক্রোধে জ'লে উঠেচেন।

না।—(স্বগত) তাই ত, যম যে ভয়ানক চটেচেন! ব্যাপারখানা কি, জান্‌তে হ'ল! (প্রকাশে) ধর্ম্মরাজ! কুমারের এতাদৃশ রোষোৎপত্তির কারণ কি?

য।—কারণ কি জানেন, চণ্ডবিক্রমকে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় বিনাশ করেচি। এতেই তাঁ'র এত রাগ।

না।—(দুঃখিত চিত্তে স্বগত) আহা, মহা-বীর চণ্ডবিক্রম অসহায় হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেচে, বাস্তবিক এ কথা শুনে আমার হৃদয় অত্যন্ত আঘাতিত হ'ল! আমিই তা'র মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুপতি অত্যন্ত নৃশংসের কার্য্য করেচেন। তা শত্রুর প্রতি শত্রুর যেরূপ ব্যবহার চিরপ্রসিদ্ধ, তাই ঘটেচে। (প্রকাশে) এক্ষণে কুমার কোথায় আছেন?

ই।—তিনি আপনার শিবিরে আছেন। আমাদের সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করেচেন। কোন মতেই আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন ক'র্ত্তে চান না।

না।—তাই ত, এতদূর ঘটেচে! তবেই ত বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হ'ল। ওদিকে কাল যে তারক স্বয়ং যুদ্ধ ক'র্ত্তে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বে।

ই।—বলেন কি, দেবর্ষি?

না।—তাই জেনেই ত আমি তাড়াতাড়ি এখানে এলেম! এসেও যে আবার এক বিভ্রাটে প'ড়ে গেলেম।

কু।—কি সর্ব্বনাশ!

প।—এখন উপায়?

অ।—ভয় কি? মৃত্যুপতি যম সেনাপতি হ'য়ে তারকের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলেচেন।

য।—কার্ত্তিকেয়ের এতক্ষণ ক্রোধ শান্তি হ'য়েচে। চলুন, বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনি গে।

অ।—এখন আর ও কথা ব'ল্লে চল্‌বে না। এবার নিজেই ধর্ম্মরাজকে ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ত্তে হ'বে।

য।—(স্বগত) তবেই ত, এবার গেচি! এ যে ভয়ানক উভয় সঙ্কট! এখানে দেবগণের বাক্য-গঞ্জনা—সেখানে স্বয়ং তারকের অস্ত্র-ঝঞ্জনা! (প্রকাশে) আচ্ছা, আপনারা আমার সঙ্গে চলুনই না কেন। আমি বেস্ ক'রে তাঁ'কে বোঝা'ব।

না।—(সহাস্যে) মৃত্যুপতির মৃত্যুভয়! এ এক নূতন ঘটনা!

য।—(লজ্জিত হইয়া) ভয় আবার কি? কুমার যদি নিতান্তই অস্বীকার করেন, তখন আমিই সেনাপতি হ'ব।

না।—ধর্ম্মরাজ! আর অমন ক'রে দায়ে-পড়া কথা ব'লে ভয় ঢাক্‌বার প্রয়োজন নাই।—আপনাদের হিতৈষী নারদ থাক্‌তে কোন আশঙ্কাই নাই। কুমারকে আবার আপনাদের সেনাপতি কর্‌বই কর্‌ব।

ব।—আপনি যে আমাদের একমাত্র হিতৈষী, তা' আর বলা বাহুল্য।

য।—(স্বগত) আ—বাঁচলেম! এত ক্ষণ গায়ে যেন ঘাম ছুট্‌ছিল। কিন্তু এখনও বলা যায় না।

না।—দেবরাজ! আপনারা অগ্রে তাঁ'র নিকট গমন করুন। আমি একটু পরে যাচ্ছি। আমি যে এখানে এসেচি, এ কথা যেন কার্ত্তিকেয় না শোনেন।

ই।— যে আজ্ঞে।

[নারদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

না।—কার্ত্তিকেয় যে এক জন মহাবীর—ন্যায়বীর, তা' তাঁ'র এই কার্য্যটিতেই উদ্ভাবিত হ'য়েচে। ওরূপ তেজস্বী পুরুষের চক্ষে এরূপ অবীরোচিত কার্য্য সহ্য হ'বে কেন? দেবগণ বিপদে প'ড়ে এখন মধ্যে মধ্যে এক একটা কেমনতর কার্য্য ক'রে ফেল্‌চেন। বিপদ কি ভয়ানক কঠোর! তা'র গুরু পেষণে পিষ্ট হ'য়ে এঁ'রা সকলে যেন আত্ম-বিস্মৃত হ'য়েচেন, ব্রহ্মাণ্ডবিখ্যাত দৈব তেজকেও যেন হারিয়েচেন এবং স্খলিতপদ হ'য়ে, অন্যায়কে ন্যায় বিবেচনা ক'রে, অসহায় চণ্ডবিক্রমকে নিহত করেচেন। তা' এতে, সময়বিশেষে, দোষই বা কি? আত্মরক্ষা এবং আত্মোদ্ধারের জন্য নানারূপ উপায়ই ক'র্ত্তে হয়, নৈলে চলে না। যা' হৌক, কুমারকে আবার আজই দেবপক্ষ অবলম্বন করা'তে না পাল্লে, ভয়ানক গোলযোগ ঘ'টে ওঠে দেখ্‌চি। তা' চক্রচিন্তামণি নারদ থাক্‌তে কোন ভয়ই নেই। দেবসেনার পত্রখানি এখন একটি বিশেষ কার্য্যে লাগ্‌ল দেখ্‌চি। তিনি সে দিন আমার পরামর্শানুসারে স্বহস্তে এই পত্রখানি লিখে, নাম স্বাক্ষর ক'রে, কার্ত্তিকেয়কে দেবার জন্য আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি কার্ত্তিকেয়কে তা' দিয়েচি ব'লে, আজ কয় দিন ধ'রে তাঁ'কে ফাঁকি দিয়ে আস্‌চি। ভাগ্যে পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলিনি। লোকে কথায় বলে, "যা'কে রাখ, সেই রাখে।" সে কথা বাস্তবিক—তা'র আর কোন সন্দেহ নাই। এতগুলি বড় বড় দেবতায় যা' না ক'র্ত্তে পেরেচেন, এইবার এই পত্রখানি তা'ই ক'র্‌বে। একি যেমন তেমন পত্র—দেবসেনার পত্র। তেত্রিশ কোটি দেবতা এক দিকে, আর এই পত্রখানি অন্য দিকে। কিন্তু গুণে, কার্য্যে এবং ফলে পত্রখানি তেত্রিশ দ্বিগুণে, ছষট্টি কোটি। আর বিলম্ব কর্‌ব না—যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—কার্ত্তিকেয়ের শিবির।

ক্রোধিতচিত্তে কার্ত্তিকেয় উপবিষ্ট।

ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও পবনের প্রবেশ।

কা।—(দেবগণকে দেখিয়া) দেবগণ! আমায় ক্ষমা করুন—আমায় একটু স্থির হ'য়ে বিশ্রাম ক'র্ত্তে দিন। আপনারা কেন আমায় বৃথা কষ্ট দিতে এবং নিজে নিজে কষ্ট পেতে এলেন?

ই।—কুমার! তুমি রাগ ক'ল্লে, আমাদের আর উপায় কৈ?

কা।—আমার রাগে আপনাদের কোন ক্ষতিই নাই। নক্ষত্র সূর্য্যের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ ক'ল্লে, নিজেই আকাশে মিশিয়া যায়।

য।—কুমার! একটু স্থিরচিত্তে ভেবে চিন্তে দেখ, তোমার মত বীরপুরুষের কি এতাদৃশ উৎকট ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত? মহাবীর কার্ত্তিকেয়কে ক্রোধ-পরাজিত দেখ্‌লে লোকে কি বল্‌বে?

কা।—অসহায় অস্ত্রশূন্য ক্ষমাপাত্র জীবের হত্যাকারী নিষ্ঠুর নৃশংস যমকে যা' ব'ল্‌বে, তা'র বিপরীত।

য।—(স্বগত) তাই ত! এঁ'র ক্রোধের যে হ্রাস নাই, বরং বৃদ্ধি। এখন্ আমারই সম্পূর্ণ বিপদ। কাল তারক স্বয়ং যুদ্ধ ক'র্ত্তে আস্‌বে, দেবগণ আমাকেই অগ্রণী কর্‌বেন দেখ্‌চি। কি করি? (ইন্দ্রের প্রতি প্রকাশে) দেবরাজ! কুমার আমার কথা শুন্‌বেন না, আপনি ওঁকে বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

ই।—(স্বগত) আর কি ক'রে বোঝা'ব? সর্ব্বনাশ হলো দেখ্‌চি! হা, কোথায় চণ্ডবিক্রমের মৃত্যুতে আশ্বাস ও ভরসায় বুক বাঁধ্‌লেম,

আর কোথায় কুমারের ভয়ঙ্কর ক্রোধ আমার সে বন্ধন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে! এতেও কি আর ভাগ্য স্বীকার কর্‌ব না?—দৈবে বিশ্বাস কর্‌ব না?—এতক্ষণে স্পষ্টরূপে বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার ভবিষ্যৎ—আবার সেই ভবিষ্যতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক।

প।—কুমার! তুমি এমন ক'রে আমাদের ত্যাগ ক'ল্লে, আমরা দাঁড়াই কোথায়?

কা।—সমর-ক্ষেত্রে।

প।—তুমি অগ্রে, আমরা পশ্চাতে।

কা।—এরূপ নিষ্ফলা আকাঙ্ক্ষাকে কেন অন্তঃকরণে স্থান দিয়ে, আপনারা ভারাক্রান্ত হ'চ্চেন? কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে সমরক্ষেত্রের আর কোন সম্বন্ধই নাই।

কু।—তুমি মহাবীর শুনে, কাল তারক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বে। এমন সময়ে তুমি সমরক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখ্‌লে, সে কি মনে করবে?

কা।—কিছুই মনে করবে না। সে আমাকে চেনে না—আমিও তা'কে চিনি না।

অ।—আমাদের একান্ত ইচ্ছা, এইবার সে তোমাকে বিশেষরূপে চিনুক।

কা।—আপনি আমার সঙ্গে কথা ক'বেন না।

ব।—বীরেন্দ্র! শত্রুমণ্ডলীপরিবেষ্টিত দেবগণের যিনি সেনাপতি, তিনি বিমুখ হ'লে আমাদের দগ্ধভাগ্য আরও দগ্ধ হ'বে।

কা।—জলাধিপ! আমি পুনঃ পুনঃ বল্‌চি, আপনারা আমার আশা পরিত্যাগ করুন। আপনারা নিশ্চয় জানবেন, কার্ত্তিকেয় এক নিমেষের জন্যও অন্যায়ের পক্ষপাতী নয়। তারক আপনাদের যেরূপ শত্রু, অন্যায়কারীও আমার সেইরূপ শত্রু।

বেগে নারদের প্রবেশ।

আসুন, দেবর্ষি! এত ব্যস্ত কেন?

না।—(শশব্যস্তে) কুমার! মহাবিভ্রাট উপস্থিত।

কা।—কি হ'য়েচে, দেবর্ষি?

না।—আর কি হ'য়েচে; সর্ব্বনাশ হ'য়েচে।

কা।—কি সর্ব্বনাশ?

না।—তোমার সহধর্ম্মিণী এখন দৈত্য-কারাগারে বন্দিনী।

কা।—(সবিস্ময়ে) বলেন কি?

না।—তারক তা'কে তোমার অবিদ্যমানে, ক্রৌঞ্চপর্ব্বত হ'তে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েচে।

কা।—এ কথা কি সত্য? আপনি শুনেচেন, না স্বচক্ষে দেখেচেন?

না।—শোনা কথা নয়; স্বচক্ষে দেখেচি। এই দেখুন তাঁ'র পত্র। (পত্র প্রদান)

কা।—(পত্র পাঠ) "নাথ! তোমার হতভাগিনী দেবসেনা এক্ষণে দুরাত্মা তারকের কারাগৃহে অবরুদ্ধা! তারকই আমার এই দুর্দ্দশা করেচে। এখন আমি তা'র পাপিনী পত্নী সুরসার কবরী-শোভার জন্য ফুলের মালা গাঁথি! যে করে মালা গেঁথে তোমার কণ্ঠশোভা বর্দ্ধন ক'ত্তেম, সেই করে দৈত্যপত্নীর কবরী-শোভার জন্য মালা গাঁথ্‌তে হ'ল? হায়, তোমার ন্যায় মহাবীর যা'র স্বামী, তা'র কপালে এতও বিড়ম্বনা ছিল! নাথ! আর আমার কষ্ট সহ্য হয় না। অচিরে আমার এই নিদারুণ অপমান, অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর। তোমা হেন স্বামী থাক্‌তে দেবসেনার এই দুরবস্থা ঘট্‌ল। দেবর্ষির হাতে পত্র পাঠালেম। তুমি পত্রপাঠ মাত্রে আমার উদ্ধারের উপায় কর্‌বে।

তোমার অনুগতা কিঙ্করী

অমরাবতী। দেবসেনা।"

(পত্র পাঠানন্তর সক্রোধে) কি, এত দূর স্পর্দ্ধা! দৈত্যকুলাঙ্গার পামর তারক শৃগাল হ'য়ে, অন্যায় পথ অবলম্বন ক'রে গোপনে সিংহপত্নীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে!

য।—দেখ, কুমার! অন্যায় কা'কে বলে।

কা।—(সক্রোধে) দেবর্ষি! বলুন, সে মূঢ়—সে দৈত্যপিশাচ—সে কাপুরুষ—সে তস্কর এক্ষণে কোথায়? আমি আজ তা'র মস্তকচ্ছেদন ক'রে তবে অন্য কার্য্য করব। আমি তা'র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না, প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, কিন্তু সে দুরাত্মা নিজেই ধরা'লে। আমি পরিত্যক্ত তরবারি পুনর্গ্রহণ ক'ল্লেম; যতক্ষণ না তা'র শিরশ্ছেদন ক'চ্চি ততক্ষণ আর একে মুষ্টিবিচ্যুত করব না। আপনি বলুন, সে অন্যায়ী এখন কোথা?

য।—(স্বগত) আঃ বাঁচ্‌লেম। দেবর্ষি এ সংবাদ না আন্‌লে, আমার ভাগ্যে যে কি বিপদই ঘট্‌ত, তা' আর ব'লে শেষ করা যায় না।

না।—সে কা'ল তোমার সঙ্গে সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করবে। সে তোমার পত্নীকে ত সুরসার

কিঙ্করী করেচে, এখন তোমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে তা'র কিঙ্করী কর্‌বে, এই তা'র ইচ্ছা।

কা।—(অত্যন্ত ক্রোধে) ওঃ, বড় অসহ্য—বড় অসহ্য!

ই।—কুমার! এই দেখ দৈত্যচরিত্র কিরূপ কুটিল।

কা।—দেবরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলচি, কা'ল আমি আমার পত্নীপীড়নকারীর পত্নীকে নিশ্চয় বিধবা করব।

না।—তা' না ক'ল্লে দেবসেনার কষ্টের একশেষ হ'বে। তারক না জানি, তোমাকে কাপুরুষ ভেবে কত উপহাসই কর্‌বে—কত টিটকারীই দেবে।

কা।—দেবর্ষি! কে কাপুরুষ, আপনি কা'লই তা' দেখ্‌তে পা'বেন।

না।—কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা তারকের কি দুঃসাহস। সে জেনে শুনে কি ক'রে এরূপ অন্যায় এবং ঘৃণিত কাজটা ক'ল্লে! আয়ু শেষ হ'লে এইরূপই বুদ্ধিভ্রংশ ঘ'টে থাকে। এখন যেমন কর্ম্ম, তেম্‌নি ফল ভোগ করুক্। আহা, দেবসেনার যে কত কষ্টই হ'চ্চে, তা' আর ব'লে শেষ করা যায় না! সে শরীর নাই— সে কান্তি নাই—আহার নাই—নিদ্রা নাই—কিছুই নাই। এখন্ দেবসেনাকে দেখ্‌লে আর দেবসেনা ব'লে চেনা যায় না। আহা! রোদন ক'রে ক'রে চোক দু'টি ফুলে গেছে।

কা।—দেবর্ষি! কা'ল আর আপনি তাঁ'কে দৈত্যগৃহে দেখ্‌তে পা'বেন না।

না।—কা'ল, ত কা'ল, আজ যদি রাত্রিকাল না হ'ত, তা' হ'লে আজই তাঁ'র উদ্ধার কার্য্য সমাধা হ'য়ে যেত। পাপাত্মা তারক্ আজকের রাত্রিতে আয়ু ভোগ ক'রে নিক্। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) হাঁ, ভাল কথা মনে হ'ল। (দেবগণের প্রতি) আপনারা এই সময়ে সকলে মিলে সৈন্যগণকে সজ্জিত হ'তে এবং যুদ্ধের বিশেষ রূপে আয়োজন ক'ত্তে বলুন। কুমারকে এখন আর কোন কার্য্য ক'ত্তে বলবেন না। উনি অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়েচেন, একটু স্থির হোন।

ই।—আমিই সব ঠিকঠাক্ ক'রে দিচ্চি।

না।—সকলে মিলে ঠিক করুন্! একলা তাড়াতাড়ি ক'ল্লে সব ঠিক হ'বে না।

ই।—দুরাত্মা তারক অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করেচে।

না।—দৈত্য আবার কোন্ কালে ন্যায় কার্য্য ক'রে থাকে?

কা।—এখানে আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ হ'চ্চে। আমি মন্দাকিনী-তীরে যাই।

[প্রস্থান।

না।—দেখ্‌লেন, দেবরাজ?

ই।—আর আপনাকে কি বল্‌ব? আমরা আপনার নিকট বিক্রীত হ'য়ে আছি।

না।—(সহাস্যে) আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি ক'ল্লেম। আপনারা কেন বিক্রীত হ'তে যা'বেন?

য।—আপনি না থাক্‌লে, আজ সর্ব্বনাশ ঘটেছিল। কুমার এখন্ বুঝ্‌তে পেরেচেন, যম অন্যায় করেচেন, কি তারক অন্যায় করেচে।

না।—এমনও হ'তে পারে যে, ওঁ'র নিকট আপনাদের দু'জনেরই কার্য্য অন্যায় হ'য়েচে।

কু।—তা'ও হ'তে পারে।

না।—সে যা' হোক, এখন আপনারা সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে বলুন গে। আমি চ'ল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—সমরক্ষেত্র।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল ও রণবাদ্য)

এক দিক দিয়া সসৈন্য তারক
ও অপর দিক দিয়া সসৈন্য
কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

দৈত্য-সেনাগণ।—(উচ্চৈঃস্বরে) জয়, দৈত্যরাজের জয়!

দেব-সেনাগণ।—(উচ্চৈঃস্বরে) জয়, দেবরাজের জয়! জয়, কুমারের জয়!

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল, সিংহনাদ,
জয়নাদ ও অস্ত্রঝনৎকার ইত্যাদি)

কা।—(সগর্ব্বে তারকের প্রতি) তুমিই কি দৈত্যগণের অধিপতি তারক?

তা।—(সগর্ব্বে) হাঁ, আমিই স্বর্গাধিপতি তারক।

কা।—(ঘৃণাসহ) তুমি নরকের কীট!—কাপুরুষ!—দস্যু!—তস্কর!—পুরুষবেশধারী স্ত্রী!

তা।—(সক্রোধে) তুমি যা'র সামান্য সেনাপতি, আমি সেই ইন্দ্রের গর্ব্বখর্ব্বকারী।

কা।—সেটা নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে হ'লে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় পররমণী হরণ ক'রে কি আর বীরত্ব প্রকাশ করতে? তুমি স্ত্রীলোকের নিকট বীর! কিন্তু বীরপুরুষের নিকট কাপুরুষ! তোমার মুখদর্শন ক'ল্লে নপুংসক দর্শনের পাপ অর্শে।

তা।—(সক্রোধে) কি, এক জন সামান্য বালক হ'য়ে তোর এত দূর স্পর্দ্ধা?

কা।—মূর্খ! বয়সে এখনো বালক বটে, কিন্তু স্পর্দ্ধায় তোর অপেক্ষাও প্রৌঢ়।

তা।—(সোপহাসে) শিশুর নিকট বিষধর সর্প, প্রজ্বলিত অগ্নি, শাণিত অস্ত্র ক্রীড়নক ব'লে বোধ হয়, তাই তুই আমাকে চিন্‌তে পাচ্চিস্ না। তোর প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হ'চ্চে। যা, তুই ফিরে যা। তোকে বধ ক'ল্লে আমাকে শিশুহত্যার পাপে লিপ্ত হ'তে হ'বে। বালক! তুই এখনো বিশ্বসংসারে একটি ক্ষুদ্র ডিম্বস্বরূপ। তারকের এই তীক্ষ্ণ অসি, ডিম্ব নষ্ট করবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই।

কা।—(সোপহাসে) ঐ কি তোর তীক্ষ্ণ অসি! আমার বিবেচনায় ও ত তোর জিহ্বা! আমার তরবারি-স্পর্শে এখনি ও শতখণ্ড হ'য়ে যা'বে।

তা।—(সোপহাসে) তুই বালক বটে, কিন্তু অসার বাচাল। যা' হোক্, এখনো আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্। পরের জন্য কেন প্রাণ দিতে উদ্যত হ'য়েচিস্? তুই রূপে যেরূপ উৎকৃষ্ট, গুণে সেরূপ হ'লে, কখন আর এরূপ রূপ অকালে নষ্ট ক'ত্তে আস্‌তিস্ না।

কা।—(সোপহাসে) দৈত্যাধম! তুই রূপে আর গুণে দুয়েই সমান ব'লে বুঝি এই কথা বলচিস্? হাঃ হাঃ হাঃ! সুরমার স্বামী একটা পশু!

তা।—কি বল্‌লি, মূর্খ? তুচ্ছ মুখে উচ্চ কথা? (সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ! এখনি এ পাপাত্মার পাপ-জিহ্বা খণ্ড বিখণ্ড কর।

(দৈত্যগণের কার্ত্তিকেয়কে আক্রমণ, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হওন)

কা।—(তারকের প্রতি) দৈত্যপিশাচ! এইবার তুই আয়! তোর মস্তকচ্ছেদন করাই আমার উদ্দেশ্য। তোর পাপ-রক্তের স্রোতে আমার ক্রোধকে বিসর্জ্জন করব।

তা।—(সক্রোধে) মূর্খ! দেবাধম! প্রজ্বলিত অগ্নির কএকটা স্ফুলিঙ্গের উপর শক্তি প্রকাশ ক'রে কি, সেই অগ্নিকেও নির্ব্বাণ করবি?—আজ তুই আপনার দোষে আপনি বিনষ্ট হ'লি।

কা।—(সক্রোধে) তোর মত কাপুরুষের হস্তে না কি? পাপাত্মা! তোর সৈন্যদের যে দশা, তোরও সেই দশা ঘট্‌ল দেখ্‌চি। না—তা' হ'লে, আমার আশার তৃপ্তিলাভ হ'বে না। যে পরস্ত্রীহারী আজ তা'কে অস্ত্রবলে এরূপ বিতাড়িত করব যে, তা'কে এখনি প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রে সুরমার অঞ্চলের মধ্যে লুক্কায়িত হ'তে হ'বে! না—তাতেও আমার আশা মিট্‌বে না। এই শাণিত তরবারির আঘাতে আজ তোর পাপ মুণ্ড তোরই পদচুম্বন করলেই, আমার আশার শেষ তৃপ্তি সংসাধিত হ'বে।

তা।—আয়, মূর্খ! তোর তুচ্ছ প্রাণের সহিত তোর নিষ্ফলা দুরাশাকে আকাশে মিশিয়ে দি, আয়। নতুবা এখনো ক্ষমা প্রার্থনা কর্।

কা।—তোর কি দুঃসাহস! তুই এক জন অস্পর্শ্য দৈত্য হ'য়ে কার্ত্তিকেয়কে ক্ষমা ক'ত্তে চা'স্?

তা।—তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, তা' আর আমার বুঝ্‌তে বাকী নেই। তোর ইন্দ্রও নির্ব্বোধ, তা' না হ'লে সে কি তোর মত একটা শিশুকে সেনাপতি করে? আর তুইও নির্ব্বোধ না হ'লে কি, ভেক হ'য়ে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের সম্মুখে আস্ফালন ক'ত্তে সাহস করিস্? নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, একটা দুর্ব্বল বালক, তারকের অসিকে নিজের কণ্ঠশোণিত মাখা'তে ইচ্ছা করেচে!

কা।—দৈত্যকুলভস্ম! তুই কার্ত্তিকেয়ের ফুৎকারেরও ভার সহ্য করবার যোগ্য ন'স্। তুই কেবল বাক্যবীর! তোতে বিধাতা সারবত্তা প্রদান করেন নাই। তা' হ'লে এখনও কেন তুই কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর করবি? আমি বুঝে-

ছি, তোর ভীরু প্রাণ আমার তরবারির ঝন্‌ৎ-কার শুনে মূর্চ্ছিত হ'য়েচে। পলায়ন কর—পলায়ন কর! বীরের লীলাভূমি পবিত্র সমরক্ষেত্রকে আর কেন কলঙ্কিত ক'চ্চিস্?—তোর সামান্য শক্তি রণ-প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হ'বার যোগ্য নয়। যোগ্য কেবল সুরসার পদ-মর্দ্দনে!

তা।—(সক্রোধে) সেটা তোর ভ্রম! তোর অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী দেবসেনা আমার মহিষী সুরসার পদমর্দ্দন ক'চ্চে!

কা।—(সক্রোধে) পামর, আজ তোর বিধবা পত্নী সুরসাকে দিয়ে দেবসেনার দাসীর পদমর্দ্দন করা'ব। সেই জন্য আজ আমি এই তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ ক'রেচি। (তরবারি উত্তোলন করিয়া) দেখ্, নির্ব্বোধ! দেখ্, পিশাচ! এই তরবারি-ফলকে কি লিখিত আছে!—লিখিত আছে "সুরসা বিধবা।"

তা।—(সক্রোধে) ঐ তরবারির সহিত তোকে আজ শত খণ্ড কর্‌ব। আয়, দেবকুলাঙ্গার! (তরবারি উত্তোলন)

কা।—(সক্রোধে তরবারি উত্তোলন করিয়া) এই বার জন্মের মত সুরসাকে একবার স্মরণ ক'রে নে—আর দেখ্‌তে পা'বি না। আয়, অসুরগর্দ্দভ!

[উভয়ের কিয়ৎকাল দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও তদবস্থায় প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দৈত্যসৈন্যগণ।—জয় দৈত্যরাজ তারকের জয়!

(নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ কোলাহল)

দেবসৈন্যগণ।—জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়!—জয় কুমার কার্ত্তিকেয়ের জয়!

যুদ্ধ করিতে করিতে তারক ও কার্ত্তিকেয়ের পুনঃপ্রবেশ।

(চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ, জয়ধ্বনি প্রভৃতি)

(যুদ্ধ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের পতন)

(দৈত্যসৈন্য ও দেবসৈন্যগণের যুদ্ধ এবং দেবসৈন্যগণের ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন)

দৈত্যসৈন্যগণ।—জয় স্বর্গাধিপতি দৈত্যরাজ তারকের জয়!

তা।—(মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়ের প্রতি) পাপাত্মা! এখনি তোকে বিনাশ ক'ত্তে পারি, কিন্তু আমি মূর্চ্ছিত শত্রুকে নিধন করা শবচ্ছেদনের ন্যায় ঘৃণার কার্য্য জ্ঞান করি। তোকে এখন কারারুদ্ধ ক'রে রাখিগে। তা'র পর তোকে দিয়েই আমার পদমর্দ্দন করা'ব। তোর আস্পর্দ্ধা—অহঙ্কার—দেবসেনাপতিত্ব আমার দাসত্বে পরিণত হ'বে।

(মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়কে কক্ষদেশে লইয়া গমনোদ্যোগ)

(নেপথ্যে কোলাহল)

যম, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও পবনের বেগে প্রবেশ।

যম প্রভৃতি দেবগণ।—(সক্রোধে) ওরে পাপাত্মা দৈত্যকুলাঙ্গার! কুমারকে পরিত্যাগ কর্, নতুবা এই দ্যাখ্—(সকলে তরবারি উত্তোলন করিয়া তারককে আক্রমণ)

তা।—(কার্ত্তিকেয়কে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক) নির্লজ্জগণ! আবার এসেচিস্! গাত্রবেদনা বিলীন হ'য়েচে? আয়, আজ কার্ত্তিকেয়ের যে দশা, তোদেরও সেই দশা করি! (সকলের সহিত যুদ্ধ)

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

[পরাজিত হইয়া যম প্রভৃতি দেবগণের পলায়ন।

বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র।—(সক্রোধে) দৈত্যপিশাচ? কুমার মূর্চ্ছিত, যম প্রভৃতি পলায়িত ব'লে আপনাকে জীবিত জ্ঞান করিস্ না। আজ ইন্দ্রের এই বিশ্ব-সংহারী বজ্রে তোর পাপমস্তক শতধা বিদীর্ণ হ'বে। আজ তোর কোনরূপেই নিস্তার নাই।

তা।—(সোপহাসে) নূতন বজ্র, না সেই জীর্ণ শীর্ণ অসার বজ্র?

ই।—দস্যু! এই দেখ, কোন্ বজ্র! এ বজ্রের নাম "শচীহরণের প্রতিফল"। (সিংহনাদ ও বলে বজ্র নিক্ষেপ)

(বিদ্যুতাগ্নি ও বজ্রধ্বনি)

তা।—(সবলে বজ্রপাতগতি ব্যর্থ করিয়া) এই ত তোর বজ্র! এখন আমার অস্ত্রের শক্তি সহ্য কর্। (উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ)

(নেপথ্যে কোলাহল)

দৈত্যসৈন্যগণ।—জয় দৈত্যরাজের জয়!

(নেপথ্যে কোলাহল)

[ইন্দ্রের পলায়ন।

দৈত্যসৈন্যগণ।—(সহর্ষে) জয় স্বর্গাধিপতি রাজাধিরাজ দৈত্যরাজের জয়!

তা।—(সগর্ব্বে) সেনাগণ! তোমরা এই কাপুরুষ মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়কে তুলে নিয়ে চল। আমি সমস্ত শত্রুকে নিগ্রহ ক'ত্তে ক'ত্তে যাচ্চি।

দৈত্যসৈন্যগণ।—(সহর্ষে) জয় অসুরেশ্বরের জয়।

[মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়কে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকানন।

চিন্তাকুলা শচী ও দেবসেনা উপবিষ্টা।

দে।—(বিমর্ষ চিত্তে) দেবেন্দ্রাণি! আমার মন কেন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌চে? বুকের ভিতর যেন কেমন গুর্ গুর্ ক'চ্চে—এই দেখ, ডান হাত আর ডান চোক ঘন ঘন নেচে উঠ্‌চে! কেন এমন হ'চ্চে, দেবেন্দ্রমহিষি?

শ।—(সান্ত্বনা-বাক্যে) দেবসেনা! সর্ব্বদা এক বিষয়ের চিন্তা ক'ল্লে অমন হয়। ও কিছু নয়—তুমি ভয় ক'র না। (স্বগত) দেবসেনাকে অনামনস্ক ক'ত্তে হ'ল। (অনামনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে প্রকাশে) উঃ, চোকে কি পড়্‌ল—বুঝি এই ফুল গুলো থেকে একটা পোকা উড়ে পড়্‌ল—দেখ ত—দেখ ত—বড় কর্ কর্ ক'চ্চে। (চক্ষু প্রদর্শন)

দে।—(ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া শচীর মুখমণ্ডল উত্তোলন পূর্ব্বক চক্ষু দেখিতে দেখিতে) কই, কিছুই যে দেক্তে পাইনি।

শ।—ফুঁ দাও দেখি। চোক চাইতে পাচ্চিনে।

দে।—(ফুৎকার দিয়া) গেছে? (পুনর্ব্বার ফুৎকার প্রদান)

শ।—হাই দিয়ে আঁচল-পুঁটলী দাও।

দে।—তা' হ'লে সেরে যা'বে?

শ।—যা'বে, বোধ হয়।

(দেবসেনার তদ্রূপ করণ)

সুরসার প্রবেশ।

শচী ও দেবসেনা।—(সুরসাকে দেখিয়া দণ্ডায়মানা)

সু।—(সগর্ব্বে) কি, লো দেবসেনা! বড় যে তেজ ক'রেছিলি? ওলো শচি! তুইও যে বড় দেমাক ক'রেছিলি? এখন তোদের পোড়ার মুখ যে আরও পুড়্‌ল।

দে।—যে কালে দাসী হ'য়েচি, সে কালে আরও কত শুনব।

সু।—তাই শোনা'বব'লেই এসেচি! তুই ত দাসী হয়েইচিস্, আজ আবার তোর স্বামী দাস হ'ল। সত্য মিথ্যে কারাগারে গিয়ে দেখে আয়। আর এই দেখ্, তোর বীরেন্দ্র স্বামীর বীরসজ্জা! (উচ্চৈঃস্বরে) এদিকে ওগুলো নিয়ে আয় ত লো!

জনৈকা কিঙ্করীর প্রবেশ ও কার্ত্তিকেয়ের বীরসজ্জা রক্ষা।

দে।—(দেখিয়া গভীর বিষাদে রোদন করিতে করিতে) হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! তুমি দৈত্যকারাগারে! (পতন ও মূর্চ্ছা)

শ।—(শশব্যস্তে) হায়, হায়, এ কি হ'ল! দেবসেনা, দেবসেনা! হায়, হায়! (অঞ্চল দ্বারা বীজন)

তারকের প্রবেশ।

তা।—(সবিস্ময়ে) এ কি, দেবসেনা মূর্চ্ছা গিয়েছে! (সুরসার প্রতি) তুমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ? (কিঙ্করীর প্রতি) জল আন্—জল আন্!

কিঙ্করীর প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

শ।—(জল লইয়া দেবসেনার মুখে প্রদান)

তা।—মহিষি! দেবসেনা হঠাৎ কেন মূর্চ্ছা গেল?

সু।—ওর স্বামী আমাদের কারাগারে অবরুদ্ধ হ'য়েচে শুনে।

তা।—এ কথা কে একে শোনা'লে?

সু।—আমি।

তা।—(বিরক্ত হইয়া) ভাল কর নাই। পেটে কি এক নিমেষও কথা থাকে না?

সু।—এ বিষয়ে স্ত্রীলোক বিখ্যাত, তা'ত জানই। ও আমাকে বড় খোঁটা দিত।

তা।—এই বুঝি তা'র প্রতিশোধ? এ কাজ

তোমার মত রমণীর অকর্ত্তব্য। এখন এখান থেকে চল। কি জানি আবার কি ক'ত্তে কি করবে। (শচীর প্রতি) তুমি বেস্ ক'রে দেবসেনার শুশ্রূষা কর। (দেবসেনাকে দেখিয়া) এই যে চৈতন্যের উদ্রেক হ'চ্চে। আর কোন ভয় নাই। (সুরসার প্রতি) চল মহিষি! চল।

[তারক, সুরসা ও কিঙ্করীর প্রস্থান।

শ।—(সখেদে) হা অদৃষ্ট! হা বিধাতা! দেবসেনা!—দেবসেনা!—দেবসেনা!

দে।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া জড়িতস্বরে) দেবেন্দ্রাণি!

শ।—এখনো কি বড় কষ্ট হ'চ্চে?

দে।—বড় কষ্ট!—হায়,—কারাগার!

শ।—ও সব কথা এখন ভাব্তে নেই।

দে।—আমাকে তুলে বসাও। আরও বাতাস।

শ।—(দেবসেনাকে ধীরে ধীরে উত্থিত করিয়া) বসতে পারবে কি?

দে।—(ক্ষীণস্বরে) তোমার কাঁধে মাথা রেখে বসি। (তদ্রূপ করিয়া উপবেশন) হা নাথ! তোমার এ কি হ'ল!—(রোদন)

শ।—চুপ্ কর—চুপ কর।

দে।—আমাকে প্রাণেশ্বরের কাছে নিয়ে চল।

শ।—খানিক বাদে যা'ব। এখন যেতে পারবে কেন? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এখন্ একটু শোবে চল। আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এস দেখি।

[দেবসেনাকে লইয়া শচীর প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

না।—(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) তারক ব'ল্লে, দেবসেনা এখানে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলেন। শচী তাঁ'র নিকটে ছিলেন। কই, কা'কেও যে দেখ্তে পাই না। তবে বুঝি মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'য়ে গৃহে গিয়েচেন। আচ্ছা, গিয়ে দেখ্‌চি। কিন্তু এখন কি উপায় করি? এ যে বড় বিপদে পড়লেম।—ভয়ানক বিভ্রাট। কি আশ্চর্য্য! কার্ত্তিকেয় অত বড় বীর হ'য়ে সমরক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন! তিনি তারকের অপেক্ষা কিসে হীনবল?—বরং বলবান! অস্ত্র-প্রয়োগে, হস্তলাঘবে এবং সমর-নৈপুণ্যেও তিনি সবিশেষ অভিজ্ঞ, তবে কেন এমন হ'লেন? অবশ্য এর কোন কারণ আছে। (ক্ষণেক কাল চিন্তা করিয়া) হাঁ, ঠিক্ ঠিক;—তাঁ'র সেই সর্ব্ববিজয়িনী শক্তি, বোধ হয়, তিনি তারকের সঙ্গে সংগ্রাম করবার সময় সঙ্গে রাখেন নাই। তা'তেই এখন হ'য়ে থাক্‌বে। এখন এ বিষয়ের তথ্যই বা কি ক'রে করি? কারাগারে গিয়ে তাঁ'র নিকট এ কথার উত্থাপন করা বড় দুর্ঘট। সেখানে তারকের কারারক্ষকগণ র'য়েচে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করা হ'বে না। আচ্ছা, দেবসেনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। তিনি সেই শক্তি অস্ত্রের কথা জান্‌লেও জান্‌তে পারেন। তাই যাই। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) এই যে শচীর সঙ্গে দেবসেনা এই দিকেই আস্‌চেন। আহা, দেবসেনা আজ বিষাদ-প্রতিমা!

শচী ও দেবসেনার পুনঃপ্রবেশ।

দে।—(সখেদে নারদের পদতলে পতিত হইয়া) দেবর্ষি! এ হতভাগিনীর ভাগ্যে বিধাতার এতও বিড়ম্বনা ছিল! হায়, আমার স্বামী কারাগারে অবরুদ্ধ হ'লেন! আর এ মন্দভাগিনী এখনো জীবিত আছে! দেবর্ষি, আমি পাষাণী, আমার হৃদয় কি কঠিন! (সরোদনে) হা প্রাণনাথ, হা দুর্ভাগিনী দেবসেনার জীবনসর্ব্বস্ব, আমার এ কি হ'ল! পাপিনী সুরসা যা' ব'ল্লে তাই ক'ল্লে! আমি কিঙ্করী! আর আমার স্বামী কিঙ্কর! উঃ, এখনো কেন আমার মাথায় বজ্রপাত হ'চ্চে না!

না।—(সান্ত্বনা বাক্যে) দেবসেনা! এ কি, একটু স্থির হও। এত শোকাকুলা হ'লে বিপদের উপর আরও বিপদ এসে প'ড়্‌বে। চুপ কর—চুপ্ কর। তোমার মত বীরপত্নীর কি সামান্যা স্ত্রীলোকের মত এত অধীর হওয়া উচিত? চিরদিন কি সমান যায়? সুখ দুঃখ—সম্পদ বিপদ সকলেরই আছে। বিপদে পড়েচ—আবার বিধাতা তোমায় উদ্ধার ক'র্‌বেন। ভয় কি? আমি থাক্‌তে তোমাদের আশঙ্কার কিছুই কারণ নাই। এখন শান্ত হও;—শত্রু-পুরীতে এরূপ ক'রে কাঁদ্‌লে, শত্রু হাস্‌বে।

শ।—দেবসেনা! দেবর্ষি যা' বল্‌চেন, স্থির হ'য়ে শোন্। অমন ক'রে কাঁদ্‌লে কি হ'বে?

দে।—(সরোদনে) হায়! আমি মনে মনে বড় আশা করেছিলেম, আমার স্বামী রণজয়ী হ'লে সকলে আমাকে বীরপত্নী ব'লে ডাক্‌বেন,

কিন্তু পোড়া ভাগ্যের দোষে আমার সকল আশা মনে মনেই র'য়ে গেল! কোথায় বীরপত্নী হ'ব, না—কোথায় দাসী হ'লেম! কোথায় আমার স্বামী যুদ্ধজয়ী হ'বেন, না—কোথায় দৈত্যকারাগারে বন্দী হ'লেন—দৈত্যের দাস হ'লেন। (অত্যন্ত রোদনে) দেবর্ষি, আর সহ্য হয় না—সহ্য হয় না—বড় অসহ্য—বড় যন্ত্রণা—ঘোর অপমান! (শোকমিশ্রিত ক্রোধে) না, কেন আমি এত অধীর হ'চ্ছি—হতাশ হ'চ্ছি? দেবর্ষি, আমাকে একখানা অস্ত্র এনে দিন, আজ তারককে বিনাশ কর্‌ব—সুরসাকে শত খণ্ড কর্‌ব। তা' যদি না পারি, তবে নিজের এই অবমানিত, নিগৃহীত জীবনকে বিসর্জ্জন দেব। দাও—অস্ত্র এনে দাও।

না।—(শশব্যস্তে) কি সর্ব্বনাশ! চুপ্ কর—চুপ্ কর। উন্মাদিনী হ'লে নাকি? আমাকে শুদ্ধ কি আজ দৈত্যকারাগারে বন্দী করা'বে?—ব্রহ্মহত্যা করা'বে?

শ।—(হস্তে দেবসেনার মুখ বন্ধ করিয়া) দেবসেনা! এখনি কে এসে প'ড়ে আমাদের সকলকেই আরো বিপদে ফেল্‌বে। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। দেবর্ষি কি বলেন, শোন।

দে।—(সরোদনে) দেবেন্দ্রাণি! আমি বধির হ'য়েচি! আর কি শুন্‌ব? আমার শ্রবণশক্তিও স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে! পৌলোমি! তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। আমার শেষ হিতকর—রজ্জু এনে দাও—আমি গলায় বেঁধে মন্দাকিনী-নীরে ডুবে মরি! আর আমি যন্ত্রণা সহ্য ক'ত্তে পারিনে।

না।—দেবসেনা! তুমি কোন কথাই শুন্‌বে না? তবে আমি চল্লেম। কাঁদ্‌লেই যদি বিপদ উদ্ধার হয়, তবে কাঁদ। আমি চ'ল্লেম।

দে।—(সরোদনে) হা, প্রাণেশ্বর! তুমি বন্দী! তোমার দেবসেনার আর কে আছে? দুঃখিনী কা'র কাছে দাঁড়া'বে? হা নাথ! হা নাথ!

না।—(স্বগত) দেবসেনা স্বামীর শোকে যেরূপ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেচেন, এখন দেখ্‌চি, এঁকে শান্ত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। (শচীর প্রতি) ইন্দ্রাণি! তুমি এখন এঁকে গৃহে নিয়ে গিয়ে, শয্যায় শয়ন করাওগে। আমিও খানিক পরে সেখানে যাচ্ছি।

[দেবসেনাকে লইয়া শচীর প্রস্থান।

দেবসেনা ত যতদূর বিপদ্গ্রস্ত হ'তে হয়, তা হ'য়েচেন। শচী এখনও নিজের বিপদ জানতে পারেন নাই। পাল্লে, ওঁকেও আজ এরূপ হ'তে হ'ত। দেবরাজ যে, আজ তারকের হস্তে পরাভূত হ'য়েচেন, এ কথা এখনো ওঁর কানে ওঠে নাই। এ প্রকারে যত ক্ষণ যায়, তত ক্ষণই ভাল। যা' হোক, আমি আর কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেবসেনার নিকট অস্ত্রের কথা তুল্‌ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমাদ্রি—উপত্যকা।

বিমর্ষচিত্তে যম, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও পবন উপবিষ্ট।

য।—(সবিষাদে) দেবগণ! আর আশা ভরসা নাই।

ব।—সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে আমাদের সমস্তই চ'লে গেল! হায় হায়, বিধাতা এ কি ক'ল্লেন!

কু।—দেবর্ষি আমাদের জন্য কত কষ্ট স্বীকার—কত কৌশল বিস্তার ক'ল্লেন, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে কিছুতেই কিছু হ'ল না।

অ।—যক্ষেশ্বর! ভাগ্য যখন বিমুখ, তখন কিছুতেই কিছু হ'বার নয়।

প।—তা' নৈলে, কে জান্‌ত যে, দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রম তাদৃশ অবস্থায় মর্‌বে?—শচী ও দেবসেনা দৈত্যকিঙ্করী হ'বেন?—আর আমাদের এই পর্ব্বতগুহায় আবার বাস গ্রহণ ক'ত্তে হ'বে? ভাগ্যলিপি আর আশার কল্পনাময় চারুচিত্র-আলিম্পনে বিস্তর প্রভেদ, আশা যা' ক'ত্তে যায়, ভাগ্য তা'র বিপরীত করে, আর ভাগ্য যা' ঘটিয়ে দেয়, আশা তা' স্বপ্নেও বুঝ্‌তে পারে না।

কু।—আর আমাদের আশা নাই। এখন ভাগ্যেরই একাধিপত্য। সে যা' হয় করুক্!

ব।—হা বিধাতঃ!

ইন্দ্রের যোগিবেশে প্রবেশ।

যম প্রভৃতি দেবগণ।—(দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ)

কু।—(সবিস্ময়ে) দেবরাজ! এ কি, এই

আমরা ভাগ্যবিচার ক'চ্ছিলেম, আপনি কি তা'র আর একটি নূতন নিদর্শন হ'লেন ?

ব।—দেবেন্দ্র, আপনার এ বেশ কেন ?

প।—আমরা কখন যা' ভাবি নাই, আপনি তাই হ'লেন।

য।—(সবিস্ময়ে) দেবরাজ যোগী !

অ।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, এ কি ব্যাপার, যে সুন্দর অঙ্গ স্পর্শ ক'রে চন্দন চরিতার্থ হ'ত, সে অঙ্গে আজ বিভূতি ! যে মস্তকে এই কতক ক্ষণ মণিমণ্ডিত উষ্ণীষ ছিল, সে মস্তকে উপজটা ! চারুকণ্ঠে মুক্তামালা ফেলে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেচে ! রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ! এ কি দেবরাজ !

ই।—(সদুঃখে সাশ্রুনয়নে) দেবগণ ! এই হতভাগ্য ইন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধুগণ ! আমি আপনাদের যা'র-পর-নাই কষ্ট দিয়েচি। আপনারা আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে দৈত্যসমরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার দগ্ধভাগ্যের দোষে আপনাদের নিদারুণ যন্ত্রণাভোগই সার হ'ল। কিছু মনে করবেন না। আজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্চে। অমরগণ, আজ আপনাদের সঙ্গে এই দেখা— শেষ দেখা ! আমি চ'ল্লেম—চিরকালের জন্য চ'ল্লেম। ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমায় গিয়ে সেই মহান্ধকারে ব'সে, এই বেশে ভাগ্যফল ভোগ করিগে। বিদায় দিন্।

ব।—(সদুঃখে) দেবেন্দ্র !

ই।—(বাধা দিয়া) না, আমি ভিক্ষুক !—সন্ন্যাসী !

ব।—একটু স্থির হৌন, এরূপ হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হ'বেন না। আমাদের কথা শুনুন।

ই।—বিদায়,—বিদায়,—বিদায় !

[প্রস্থান।

য।—চলুন—চলুন। ওঁকে ধরিগে চলুন।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

না।—(নেপথ্যে) এ কি, দেবরাজ, একি অসম্ভব ঘটনা !

ই।—(নেপথ্যে) বিদায়,—বিদায়,—বিদায়, দেবর্ষি, এ হতভাগ্যকে স্পর্শ করবেন না।

না।—(নেপথ্যে) আপনাকে স্পর্শ করব না তো পাপাত্মা তারককে স্পর্শ করব নাকি ? আপনি এমন কথা কেন বল্‌চেন ? আসুন।

ইন্দ্রের হস্ত ধরিয়া অগ্রে নারদ ও পশ্চাৎ যম প্রভৃতি দেবগণের পুনঃপ্রবেশ।

ই।—(সখেদে) দেবর্ষি, আমি কোন্ মুখে আর এখানে অবস্থান করব ? আমার জন্য পার্ব্বতীকুমার কার্ত্তিকেয় কারারুদ্ধ হ'লেন, তিনি এখানে এসেছিলেন ব'লে, দুরাত্মা তারক তাঁ'র প্রাণাধিকা পত্নী দেবসেনাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে পাপিনী সুরসার কিঙ্করী ক'ল্লে, বলুন দেখি এখন, দেবী পার্ব্বতী আমাকে কি বল্‌বেন, পতিপ্রাণা দেবসেনাই বা কি মনে ক'চ্চেন ? আমি তাঁ'দের নিকট ঘোরতর দোষে দোষী, কার্ত্তিকেয়ই বা কারাগৃহে বন্দী হ'য়ে আমাকে কি বল্‌চেন, আবার দেখুন, আমার পত্নাকে কত গোপনে রেখেও হারা'লেম, আমার ভাগ্যদোষে শচীও সুরসার কবরীবন্ধনকারিণী হ'লেন, এই দেবগণও আমার জন্য কত বিপদ—কত অপমান—কত যন্ত্রণা ভোগ ক'ল্লেন, আপনিও কত কষ্ট পেলেন। তবে বলুন দেখি, আমার কি আছে ? আমি কি সুখে—কিসের আশায় আর এখানে থাক্‌ব ? আমার কিছুই সম্বল নেই—সম্বল কেবল অশ্রুপাত, আমি সেই নিমিত্তই এই যোগিবেশ ধারণ ক'রেচি। এখন আমার এই বেশই উপযুক্ত। আমায় ছেড়ে দিন্, আমি জগতের সীমান্তে ব'সে দুর্ভাগ্যনিগ্রহ ভোগ করিগে। দেবর্ষি, আপনি কেন আর আমাকে বৃথা আশ্বাসবাক্য ব'লে আপনার রসনাকে যন্ত্রণা দিচ্চেন ? আমার দগ্ধ ভাগ্য আপনার আশ্বাসের বশীভূত নয়। ছেড়ে দিন—নিয়তিনিষ্পেষিত ইন্দ্রকে ছেড়ে দিন্।

না।—দেবেন্দ্র, আপনার ন্যায় বিজ্ঞোত্তমের এতাদৃশ আত্মবিস্মৃত, ক্ষুণ্ণ চিত্ত এবং হতাশ হওয়া কি ভাল দেখায় ? সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর সুখ ; তবে আপনি সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে কেন যোগী হ'য়ে নির্জ্জন-নিবাস গ্রহণ করবেন ? যোগী হ'য়ে সমস্ত পরিত্যাগ ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েচেন—হৌন্, কিন্তু যে নারদের একটি কথাও অসার ব'লে পরিত্যাগ ক'ত্তেন না, আজ সেই নারদের অনুরোধে এবং প্রবোধে কি আপনার আস্থা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হ'ল ?

ই।—সে কি, দেবর্ষি, আপনি অমন কথা ব'লে আমাকে লজ্জিত করেন কেন ?

না।—তবে স্থির হ'য়ে শুনুন ; কার্ত্তিকেয়

শীঘ্র শত্রু-হস্তে পরাজিত বা মূর্চ্ছিত হ'বার পাত্র ন'ন ; তবে যে হ'লেন, তা' তাঁ'র নিজের ভ্রমে।

ই।—সে কি ?

না।—তাঁ'র হস্তে আপনারা কি কি অস্ত্র দেখেছিলেন ?

ই।—তরবারি, ধনু এবং নানাবিধ শর।

না।—আর কোন অস্ত্র ?

ই।—(চিন্তা করিয়া) কই, না। কি অস্ত্র দেবর্ষি ?

না।—সর্ব্বসংহারিণী শক্তি ?

কু।—কই, সে মহাস্ত্র ত আমরা দেখি নাই। (দেবগণের প্রতি) আপনারা কি কেউ দেখেছিলেন ?

সকলে।—না।

না।—সেই মহাস্ত্র শক্তি তাঁ'র হস্তে থাক্‌লে আর এই ভয়ানক বিভ্রাট ঘট্‌ত না। আমি সে অস্ত্রের ন্যায় অস্ত্র দেখি নাই।

অ।—দেবরাজের বজ্রাপেক্ষাও কি কঠিন ?

না।—কোটি বজ্রের তেজে তা' নির্ম্মিত। সে অস্ত্র কার্ত্তিকেয়ের হস্তে থাক্‌লে, যেমনই প্রবল শত্রু হোক না কেন, তা'কে পরাজিত, এমন কি নিহত পর্য্যন্ত হ'তেই হ'বে। কার্ত্তিকেয় যখন সেই শক্তি মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করেন, তখন তাঁ'র শক্তির সীমা থাকে না। এমন কি, তখন তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ ক'র্ত্তে পারেন। পাছে এইরূপ ঘটনা ঘটে, এই জন্য তাঁ'র জননী শক্তিস্বরূপিণী পার্ব্বতী তাঁ'কে সর্ব্বদা সেই মহাস্ত্র শক্তি হস্তে ধারণ ক'র্ত্তে নিষেধ করেছিলেন। তিনিও মাতৃ-আজ্ঞায় সে অস্ত্র অতি নিভৃত স্থানে রেখে দিয়েছিলেন। আপনাদের নিকট আস্‌বার সময় সেই শক্তি আন্‌তে ভুলে গিয়েই এই বিষম বিভ্রাট ঘটিয়েছেন।

ই।—(উৎসুক চিত্তে) দেবর্ষি! সে শক্তি কোথা আছে ?

না।—অতি নিভৃত স্থানে। কার্ত্তিকেয় আর দেবসেনা ব্যতীত অপর কেহই জানে না। আমি জান্‌লে আর এত গোলযোগ ঘট্‌ত না। আমার বিশ্বাস ছিল, কার্ত্তিকেয় সেই মহাস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌তেন, তাই আমি তাঁ'র সেনাপতিত্ব লাভের দিন সে কথা তুলি নাই।

ই।—এক্ষণে কিরূপে সে মহাস্ত্র পাওয়া যা'বে ?

না।—তা'রও পন্থা ক'রে এসেচি ব'লেই ত আপনার যোগি-বেশ দেখে আমি দুঃখিত হ'লেম। আমরাই যোগী সন্ন্যাসী ;—রাজা রাজড়ার কি তা' ভাল দেখায় ?

কু।—(আশ্বস্ত হইয়া) আপনি না পারেন, এমন কাজই নাই। যদি কেউ ভাগ্যের উপর আধিপত্য ক'র্ত্তে পারে, তা' সে আপনিই কেবল। ধন্য আপনার প্রতিভা, ধন্য আপনার চেষ্টা !

ই।—দেবর্ষি, আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।

না।—ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের মূলদেশে সেই মহাস্ত্র প্রোথিত আছে। আপনি পবনদেবকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। ওঁ'তে আমাতে শীঘ্র সেই অস্ত্র আনয়ন করি। তা'র পর যা' যা' ক'র্ত্তে হ'বে, সে ভার আমার উপর রৈল। আপনারা আর নির্জ্জীবের ন্যায় কালক্ষেপ ক'রবেন না। পুনর্ব্বার পরাজিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করুন্।

প।—দেবর্ষি, তবে আমরা শীঘ্র যাই চলুন্।

[নারদ ও পবনের প্রস্থান।

য।—(নবোৎসাহে) দেবরাজ, দেবর্ষি যে অস্ত্রের কথা বল্লেন, তা' শুনে আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হ'য়েচি।

ই।—পিতৃলোকেশ্বর, বিধাতা এই বার আমাদের প্রতি সদয় হোন, এই আমার প্রার্থনা।

কু।—আপনার এ বেশ পরিত্যাগ করুন্।

ই।—পরিত্যাগ কর্‌বার এখনো বিলম্ব আছে। কার্য্যসিদ্ধি না হ'লে আর আমি এ বেশ পরিত্যাগ কর্‌ব না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমরাবতী—কারাগার।

(একপার্শ্বে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ)

শৃঙ্খলে হস্তপদবদ্ধ কার্ত্তিকেয় উপবিষ্ট।

কা।—(ক্রোধ ও দুঃখে) হা, যে হস্তে দেবসেনা পুষ্পমাল্য বন্ধন ক'র্ত্তেন, আজ সেই হস্তে লৌহশৃঙ্খল! যে কারাগৃহে দস্যু, তস্কর, কাপুরুষ, অপরাধীরা অবরুদ্ধ থাকে, আমি এক্ষণে

সেখানে অবস্থিতি ক'চ্চি! যে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে আমি প্রিয়তমার সঙ্গে স্বাধীন ভাবে ভ্রমণানন্দ লাভ ক'ত্তেম, এখন সে সুখনিবাস পশুনিবাস হ'য়ে গেল! আর আমরা দু'জনে দৈত্যপুরে বন্দী—বন্দিনী! আমি বড় গর্ব্ব ক'রে দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেম, কিন্তু তারক দৈত্যের হস্তে সে গর্ব্ব—সে চিরপোষিত গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব হ'য়ে গেল! কার্ত্তিকেয়! তোমার এখনো মৃত্যু হ'ল না কেন? তুমি কোন্ সুখে এখনো তোমার অপমানিত জীবন ধারণ ক'রে আছ? তুমি তোমার আত্মগৌরব জীবন্ত রাখ্‌তে ইচ্ছা কর? ওঃ আর যে সহ্য হয় না! (শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার চেষ্টা) হা, আমার শক্তি আমাকে কাপুরুষ ব'লে কি পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল! এত ক'রেও এই লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্‌তে পাল্লেম না! তবে আবার কোন্ ইচ্ছায় কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন করবার ইচ্ছা ক'চ্চি? আমাকে ধিক্!—আমার ইচ্ছাকে ধিক্! মান গেল—সম্ভ্রম গেল—বিক্রম গেল—শক্তি গেল, কিন্তু ছলনাময়ী ইচ্ছা কেন আমাকে পরিত্যাগ ক'চ্চে না? আমার ইচ্ছায় আর মরুভূমি-মরীচিকায় কিছুই প্রভেদ নাই। হা অদৃষ্ট! অ্যাঁ, আমি আজ এ কি কথা উচ্চারণ ক'ল্লেম? অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! হা, সে দিন না দেবরাজকে এই অদৃষ্ট-বিশ্বাসের জন্য পরিহাস করেছিলেম?—করেছিলেম।—আজ আমাকে আবার কেউ পরিহাস ক'রে তা'র প্রতিশোধ নিক্। আমি এখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝ্‌তে পেরেচি, অদৃষ্ট আছে—ভবিতব্য আছে—দৈব আছে; তা'র সাক্ষী কার্ত্তিকেয় আর এই কারাগার! হা আবার আমার মত আমার সেই প্রাণাধিকা এই দৈত্যপুরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন! তিনি কি আমার এই দুরবস্থার কথা শুনেচেন? তা' কি রূপে জানিব? বিধাতার নিকট আমার এই ভিক্ষা, যেন এ কথা—এ দুর্দ্দশার কথা তাঁ'র কর্ণে না যায়। দেবসেনা! প্রিয়তমে! আমি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা ক'রে থাকি; আজও তাই ক'চ্চি—যত দিন আমার এই দশা থাক্‌বে, তত দিনের জন্য তোমার কর্ণ বধির হৌক। সরলে! তুমি বড় অভিমানিনী; এ কথা শুন্‌লে, না জানি, কি হ'তে কি হ'বে। দেবসেনা! আর কি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'বে না? বিধাতাই জানেন। না, দেখা হ'লেও আমি আর এ দগ্ধমুখ তোমাকে দেখা'ব না। এ দুর্ব্বল কাপুরুষের মুখ কারারক্ষকগণেরই দেখ্‌বার উপযুক্ত,—কিন্তু তোমার ঘৃণারও যোগ্য নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ! আমিই কি কার্ত্তিকেয়?—না। আমি কাপুরুষদের নিকটেও কাপুরুষ! হায়! এত দিন পরে আমি দুর্ব্বল, অসার, হেয়, অবীর, বন্দী প্রভৃতি নিন্দনীয় বিশেষণ উপার্জ্জন ক'ল্লেম। হা বিধাতঃ! এ কি ক'ল্লে? অহো, এই যে অন্ধকার রাত্রি, এর চেয়েও আমার অন্তর্জগতে অন্ধকারস্তূপ ঘনীভূত হ'য়েচে। বহির্ভাগের এই অন্ধকার আর কিছুকাল পরে কোথায় চ'লে যাবে, আবার আলোকরেখা দেখা দেবে, কিন্তু আমার হৃদন্তর্গত অন্ধকার কি আর বিনষ্ট হ'বে?—আর কি এ হৃদয়ে আলোক উদ্ভাসিত হ'বে?—বৃথা আশা! বন্দীর এরূপ আশায় আর আকাশ-কুসুমে প্রভেদ কি? কিছুই না। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আচ্ছা, দেখি, আমার দুর্ভাগ্য-চক্র এইরূপে আরও কত দিন আমাকে নিষ্পেষিত করে। (সক্রোধে) তারক! দেখি, তুই আরও কত দিন স্বাধীন কার্ত্তিকেয়কে অধীন ক'রে রাখিস্! পামর! তুই নিশ্চয় জানিস্ যে, কার্ত্তিকেয়ের শরীরকে কারারুদ্ধ ক'রে তা'র ক্রোধের পথ চতুর্গুণ প্রশস্ত করেচিস্। দেখি, তুই এই ভস্মাচ্ছাদিত মহাবহ্নিকে আরও কত দিন তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে সুখশয্যায় নিদ্রা যা'স্। আমি তোকে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করা'বই করা'ব! নির্ব্বোধ! তুই তোর সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বন্দী করেচিস্, কিন্তু তোর এ সৌভাগ্য উত্তপ্ত লৌহফলকস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বিশুষ্ক হ'য়ে যা'বে। পিশাচ! তুই বরং কার্ত্তিকেয়ের মৃতদেহ কারারুদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাত্তিস্, কিন্তু ভেবে দেখ্, একা কার্ত্তিকেয় নয়, কার্ত্তিকেয়ের ক্রোধ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা প্রভৃতিকেও কারাগৃহে অবরোধ করেচিস্। মূর্খ! বুঝে দেখ্, কেবল কার্ত্তিকেয় নয়, এরাও তোর পরম শত্রু। দৈত্যাধম! নিতান্তই তোর মৃত্যু আসন্ন। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হা! আমি কি বল্'চি! আমার হস্তে এ কি? পদে এ কি! আমি কোথায়! হায়, আমি কি বল্‌চি!

জনৈক ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির প্রবেশ।

(দেখিয়া সক্রোধে) কে তুই? কি জন্য আমাকে বিরক্ত ক'ত্তে এলি?

ছ।—বিরক্ত ক'ত্তে আসিনি। শৃঙ্খলবদ্ধ সিংহকে বিমুক্ত ক'ত্তে এসেচি।

কা।—আমি তোর পরিহাসের যোগ্য নয়; এ কথা যেন মনে থাকে।

ছ।—তোমার শত্রু তোমায় পরিহাস করুক্।

কা।—তুই বুঝি মিত্র?

ছ।—বাস্তবিক তাই। কুমার! আমি শচী।

কা।—তবে যে বল্‌ছিলি, "তোমার শত্রু তোমায় পরিহাস করুক্?" দূর হ, পিশাচ! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ!

ছ।—(স্বগত) এ কি! কুমার যে সাক্ষাৎ ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি! তারক শৃঙ্খলে এঁর হস্তপদ বন্ধন ক'রেচে, কিন্তু ক্রোধের ত কিছুই ক'ত্তে পারেনি। (প্রকাশে) কুমার! পূর্ব্বে আমি তোমাকে কখন দেখিনি—তুমিও আমাকে কখন দেখনি,তাতে আবার আমার দৈত্যসৈনিক-বেশ। সুতরাং তুমি নানারূপ সন্দেহ ক'ত্তে পার। কিন্তু তোমার এ সন্দেহ এখনি ভঞ্জন হ'য়ে যা'বে। এই নাও। (একটি অঙ্গুরী প্রদান)

কা।—(অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি! এ অঙ্গুরী যে আমার! এই যে এতে আমার ময়ূরারোহিত চিত্র এবং নাম অঙ্কিত র'য়েচে। আমি প্রিয়তমা দেবসেনাকে এ অঙ্গুরী প্রদান করেছিলেম। এ দুষ্ট পিশাচ হয় ত তা'কে উৎপীড়ন ক'রে, এটি কেড়ে নিয়েচে। তাই বা কি ক'রে বলি? কেড়ে নিলে আবার আমাকে দিতে আস্‌বে কেন? আস্‌তে পারে, কারণ অপমানিত কার্ত্তিকেয়কে আরও অপমানিত করাই এর ইচ্ছা। (সক্রোধে) দস্যু! আয়, আর একটু অগ্রসর হ'য়ে আয়! এই শৃঙ্খলবদ্ধ পদাঘাতে তোর এই অঙ্গুরী-চৌর্য্যের প্রতিফল দি! পিশাচ! তস্কর!

ছ।—(স্বগত) এখন দেখ্‌চি কথায় বা নিদর্শনে এঁর ক্রুদ্ধ অন্তঃকরণে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব। এ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ ক'ত্তে হ'ল। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতে করিতে প্রকাশে) কুমার! এখনো কি অবিশ্বাস কর্‌বে?

কা।—(লজ্জিত হইয়া অধোমুখে) দেবেন্দ্রাণি! বন্দী কার্ত্তিকেয় কি আপনার ক্ষমার যোগ্য নয়?

শ।—কুমার!

কা।—দেবি!

শ।—এই কারাগৃহের চতুর্দ্দিকে দৈত্য সৈনিক র'য়েচে ব'লে আমি নারদের আদেশে এই দৈত্য-পরিচ্ছদে দেহ আচ্ছাদন ক'রে তোমার কাছে এসেচি। আর বিলম্ব কর্‌ব না, কি জানি কেউ জান্‌তে পাল্লে ভয়ানক বিভ্রাট ঘট্‌বে।

কা।—দেবি! আপনি জেনে শুনে কেন এমন স্থলে এলেন?

শ।—তোমার মহাস্ত্র শক্তি কোথা?

কা।—(সচকিত হইয়া) অ্যাঁ, তাই ত! শক্তি—আমার শক্তিস্বরূপিণী শক্তি! (সদুঃখে) দেবেন্দ্রমহিষি! আপনি কেন আর ও কথা তুল্‌লেন? এই কারাগারস্থিত শৃঙ্খলবদ্ধ হতভাগ্য কার্ত্তিকেয়ের নিকট কেন ও কথা তুল্‌লেন? হা সে দিন আমি দেবসেনাপতিত্ব লাভের অভিনব আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে আমার সেই বিশ্ব-বিধ্বংসিনী শক্তি আনয়ন ক'ত্তে বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছিলেম! হা, কি সর্ব্বনাশই করেচি! তারক! তোর নিতান্ত পুণ্যবল।

শ।—বীর! আর আক্ষেপের প্রয়োজন নেই। (বস্ত্র মধ্য হইতে শক্তি অস্ত্র বাহির করিয়া) এটি তোমার কোন্ অস্ত্র?

কা।—(দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে) দেবি! আপনিই হতভাগ্য কার্ত্তিকেয়ের সৌভাগ্যপ্রদায়িনী। এই আমার শক্তি—ব্রহ্মাণ্ডবিদারিণী শক্তি। আপনি কিরূপে পেলেন?

শ।—এর পর বল্‌ব।

কা।—দেবি! শক্তিবিহীন কার্ত্তিকেয়ের হস্তে দিন—শক্তি দিন।

শ।—(শক্তি প্রদান)

কা।—আপনি শীঘ্র প্রস্থান করুন্।

[পুনর্ব্বার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া শচীর প্রস্থান।

(শক্তি স্পর্শ করিবামাত্র অত্যন্ত শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া) লৌহশৃঙ্খল! আর কেন? (বলে শৃঙ্খল ভগ্ন করণ) তারক! আজ তোকে অমরাবতী সমেত পরমাণুতে মিশ্রিত করব। আজ বিধাতা এলেও তোকে রক্ষা ক'ত্তে পার্‌বেন্ না। (সলম্ফ দণ্ডায়মান) আজ দৈত্যকুল নির্ম্মূল করব। (বলে শক্তির আঘাতে কারা-গৃহের দ্বার ভগ্ন করিতে গিয়া) এই যে দ্বার উন্মুক্তই আছে।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে ভয়ানক কোলাহল, আর্ত্তনাদ-চীৎকার, অস্ত্রঝনৎকার প্রভৃতি শব্দ।)

দৈত্যগণ।—(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) কারাগার ভেঙে শত্রু বেরিয়েচে—কার্ত্তিকেয় বেরিয়েচে—সর্ব্বনাশ হ'ল—খুন ক'ল্লে—আর নিস্তার নেই—গেল—গেল—সব গেল—দৈত্যরাজকে সংবাদ দে—সংবাদ দে—দৌড়ে চল—দৌড়ে চল—গেল—গেল—প্রাণ গেল—দৌড়—দৌড়!

[পটপরিবর্ত্তন]

অমরাবতী—রাজপথ।

আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দৈত্যসৈন্যগণের বেগে প্রবেশ।

সকলে।—(সভয়ে) আজ আর নিস্তার নেই—কোথায় পালা'ব! হায় হায়, অমরাবতীতে আজ মৃত্যু স্বয়ং প্রবেশ করেচে! ভগবান্ রুদ্রদেব! রক্ষা কর!—রক্ষা কর! (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ এল—ঐ এল—পালা—পালা!

বেগে কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা।—(সক্রোধে) ওরে পিশাচেরা! কোথায় পালা'বি? (বলে সকলকে আক্রমণ এবং শক্তিপ্রহার দ্বারা নিহত করণ)

বেগে তারকের প্রবেশ।

তা।—(নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে সক্রোধে) দুরাত্মা! কারাগারের জীর্ণ লৌহদণ্ডগুলো ভাঙ্বার সময় তারকের বিশ্বজয়ী বাহুদণ্ড কি মনে পড়েনি?

কা।—(সক্রোধে) পিশাচ! তারকের শুধু বাহুদণ্ড কেন?—প্রাণপর্য্যন্তও মনে প'ড়েচে। দেখি, আজ তোকে কে রক্ষা করে।

তা।—নির্ব্বোধ! তোকে বিনাশ করব না মনে করেছিলেম, কিন্তু নির্জ্জন কারাগারে মৃত্যু তোকে মন্ত্রবলে বশীভূত ক'রেচে। আয়, আজ মৃত্যুর ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করি।

কা।—কি বল্‌লি, সুরসাকিঙ্কর! এখনো কি তুই স্বপ্ন দেখ্‌চিস্? বিধাতা আজ তোকে কি সুখনিদ্রা হ'তে জাগরিত ক'রে আমার হস্তে চিরনিদ্রায় নিক্ষেপ কল্লেন? আজ তোর আয়ুর সহিত সমস্ত দৈত্যবংশ ধ্বংশ হ'বে—স্বর্ণ পর্য্যঙ্কের পরিবর্ত্তে আজ তোকে মন্দাকিনী-তীরস্থ জলচ্ছল্লীর উপর শয়ন ক'র্ত্তে হ'বে।

তা।—নির্ব্বোধ! নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায়, আরও তুই দুই একবার তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে নে।

কা।—'আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি'! তা' নৈলে তুই প্রচণ্ড হুতাশনকে সামান্য একটা দীপশিখা ব'লে ভাব্‌বি কেন?

তা।—কা'র আসন্নকাল সম্মুখে নৃত্য ক'চ্চে এই দেখ্।

(কার্ত্তিকেয়কে আক্রমণ)

কা।—জগৎ আজ অনন্ত চক্ষু উন্মীলন ক'রে তারকসংহার দর্শন কর।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

(নেপথ্যে কোলাহল)

(কার্ত্তিকেয়ের শক্তিপ্রহারে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া তারকের পতন)

তা।—(কিয়ৎক্ষণ পরে যন্ত্রণাসহকারে) এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, বিধাতা তোমাকেই আমার মৃত্যুস্বরূপ ক'রে সৃষ্টি ক'রেচেন! ওঃ বড় যন্ত্রণা! আমি ত চিরকালের জন্য চ'ল্লেম! ওঃ হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে! এই মৃত্যু সময় আমি তোমার পরিচয় জেনে শেষ আশা—ওঃ—ওঃ! নিদারুণ অস্ত্রপ্রহার!—কে তুমি?

কা।—ভগবান্ রুদ্রদেবের পুত্র।

তা।—হা, তুমি আমার গুরুকুমার! ওঃ ওঃ বড় যন্ত্রণা! আমি তোমার পিতা ভিন্ন কখন কা'রো নিকট কোনরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করিনি; আজ গুরুপুত্রের নিকট আমার শেষ ভিক্ষা!—ওঃ ওঃ!—শেষ ভিক্ষা—বিধবা সুরসা আর বালিকা শোভনাকে তোমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেম। তুমিই এখন তা'দের রক্ষক—প্রতিপালক। গুরুকুমার! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর! ওঃ প্রাণ যায়!—বড় যন্ত্রণা! শরীরে আর এক বিন্দুও শোণিত নাই!—ওঃ ওঃ!—গুরু রুদ্রদেব!—গুরুকুমার কার্ত্তিকেয়!—(অত্যন্ত যন্ত্রণা সহকারে) ওঃ ওঃ ওঃ হৃৎপিণ্ড ফেটে গেল—গেল গে!—(মৃত্যু)

কা।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! তারক আমার পিতার শিষ্য! আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃস্থানীয়! হা, আমি কি ক'ল্লেম! ভ্রাতৃহত্যা কল্লেম! পিতা আমায় কি বল্‌বেন্! মা তখন কেন আমায়

ঐ কথা বলেন নি? আমি অগ্রে জান্‌লে, এঁর নিকট স্বর্গরাজ্য ভিক্ষা ক'রে দেবরাজকে প্রদান ক'ত্তেম। হায় হায়, আমি আজ কি অন্যায় কার্য্য ক'ল্লেম! (তারকের মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুনয়নে) দাদা? আমায় ক্ষমা কর! ওঠ, একবার ওঠ! একবার ভ্রাতৃহন্তা নিষ্ঠুর কার্ত্তিকেয়র দিকে চেয়ে দেখ! একবার বল, ক্ষমা ক'ল্লেম। হা! দেবাধম কার্ত্তিকেয়! তুই আজ কি ক'ল্লি! নারকী! কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লি! স্বহস্তে ভ্রাতৃজায়া মহারাজ্ঞী সুরসাকে বৈধব্য-যন্ত্রণার অতল সাগরে বিসর্জ্জন দিলি! ভ্রাতৃকন্যা শোভনাকে পিতৃহীনা কল্লি! বীরেন্দ্র! তুমি আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল, নৈলে পিতা শিষ্য-হন্তা—ভ্রাতৃঘাতী ব'লে আমার পাপমুখ দর্শন করবেন না। (নেপথ্যে রোদনধ্বনি শুনিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সরোদনে বেগে সুরসার প্রবেশ।

সু।—(অত্যন্ত শোকে) হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! তুমি তোমার সুরসাকে কোথায় রেখে চল্লে! যেতে দেব না—যেতে দেব না—যা'বে যদি, তবে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল। মহারাজ! সোণার খাট ছেড়ে এসে, রাজপথের ধূলোয় কেন শুয়েচ! ওঠ—ওঠ; গাত্র-বেদনা হ'বে! হায় হায়, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'ল্লে? কে আমায় বিধবা ক'ল্লে! কে আমার চক্ষে চিরকালের জন্যে অশ্রু সম্বল ক'রে দিলে! মহারাজ! শোভনাকে কি ভুলে গেলে? যা'কে এক নিমেষ চক্ষের আড়ালে রাখ্‌লে অস্থির হ'তে, এখন তা'কে কোথায় রেখে নিজে চিরকালের জন্য লুকুলে! এ দাসীকে কি দোষে ছেড়ে চ'ল্লে! যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, পায়ে ধ'চ্চি—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর! (বক্ষে করাঘাত) হা নাথ! হা মহারাজ! একবার চাও—একবার কথা কও! হায় হায়, হা রুদ্রদেব! প্রত্যহ তোমাকে যিনি পূজা না ক'রে জলগ্রহণ ক'ত্তেন না, তুমি তাঁ'রই জীবন গ্রহণ ক'ল্লে! এই কি তুমি ভক্তবৎসল!

কা।—(সুরসার সম্মুখে আসিয়া সখেদে) রাজ্ঞি! ভগবান্ রুদ্রের কোন দোষ নাই। তাঁর এই নিষ্ঠুর পুত্র কার্ত্তিকেয় দোষী! এই দেবপিশাচ আজ ভ্রাতৃহত্যা-দোষে পরিলিপ্ত হ'য়েচে।

সু।—(সবিস্ময়ে) অঁ্যা, তুমি আমাদের গুরুদেবের পুত্র! সেই আশুতোষ ভোলানাথের পুত্র!

কা।—(অধোমুখে) আমি সেই দয়ার সাগর মহাদেবের নিন্দিততম পুত্র!

সু।—(সরোদনে) গুরুকুমার! এইরূপ ক'রে কি পরিচয় দিতে হয়? হা ভাগ্য! হা হতভাগিনী সুরসা! হা নিয়তি! গুরুপুত্রের হস্তে গুরু-শিষ্যের মৃত্যু! গুরু-শিষ্যা বিধবা!

কা।—(সখেদে) রাজেন্দ্রাণি! আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই! এই বক্ষ পেতে দিলেম—তোমার স্বামীর তীক্ষ্ণ তরবারি শতধা বিদ্ধ কর—হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ কর। যে হৃদয়ে তোমার বৈধব্য-যন্ত্রণা সংঘটন করবার পাপ, আশাকে পোষিত ক'রে রেখেছিলেম—সে হৃদয় এখন তোমার সম্মুখেই র'য়েচে:—বিদ্ধ কর—বিদ্ধ কর! আমি,যদিও না জেনে,আমার পিতার ভক্তকে—আমার সম্মানপাত্র ভ্রাতাকে বিনাশ ক'রেচি,কিন্তু এখন জান্‌তে পেরেচি—মহারাণী সুরসাকে পথের ভিখারিণী ক'রেচি—বিধবা ক'রেচি! বড় লজ্জা—বড় নিষ্ঠুরতা—বড় যন্ত্রণা! মহাপাপ! অনুতাপে এর প্রতিকার হ'বে না—হ'লেও তা' চাই না। আমাকে বধ কর—বধ কর—দৈত্যকুলেশ্বরি! বধ কর!

সু।—(সরোদনে) অভাগিনীর ভাগ্য-দোষে গুরুকুমার তা' পারেন,কিন্তু গুরুকন্যা তা পারে না—পারে না! তুমি গুরুপুত্র না হ'লে এখনি তোমার উষ্ণ রক্তে সুরসা বৈরনির্য্যাতন-পিপাসার তৃপ্তিসাধন করত! হা, আমি যা' স্বপ্নে দেখেচি, জাগ্রতে তাই প্রত্যক্ষ হ'ল! (তারকের মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া) নাথ! তোমাকে যে, এই স্বপ্নের কথা বলেছিলেম. কিন্তু তুমি স্বপ্ন অবিশ্বাস্য—অগ্রাহ্য ব'লে অবহেলা করেছিলে! এখন যে, স্বপ্ন সত্য হ'ল!—সুরসা বিধবা হ'ল!—শোভনা পিতৃহীনা হ'ল!—স্বর্গরাজ্য শত্রু-হস্তগত হ'ল! নাথ! একবার চেয়ে দেখ—তোমার হতভাগিনী সুরসার দিকে চেয়ে দেখ! হায়, এ পাপিনীর দিকে আর চা'বে না! কিন্তু আমি তোমায় ছাড়্‌ব না। নাথ! আমায় ফেলে কোথা যা'বে?—যেতে দেব না!—ওঠ; —উঠ্‌বে না?—তবে এই দেখ!—গুরুপুত্র! তুমিও দেখ——

(তারকের তরবারি লইয়া বক্ষে আঘাত ও পতন।)

কা।—(কাতর হইয়া শশব্যস্তে) হায় হায়, একি হ'ল! রাজেন্দ্রাণি! এ কি ক'ল্লেন। ধিক্ নিষ্ঠুর কার্ত্তিকেয়! তো' হ'তে আজ রাজদম্পতি যুগপৎ নিহত হ'লেন!

সু।—(যন্ত্রণায় ক্ষীণস্বরে) গুরুকুমার! আমরা ত চ'ল্লেম। এখন এই হতভাগ্য দম্পতির সরলাকে—মাতৃপিতৃহীনা শোভনাকে—তোমার করে অর্পণ ক'রে গেলেম! মাত্তে হয় মার—বাঁচা'তে হয় বাঁচাও!—উঃ প্রাণ যায়! মা! শো—ভ—না! মা!—(মৃত্যু)

কা।—(সাশ্রুনয়নে ও সবিষাদে) হায় হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! রুদ্রভক্ত দৈত্যদম্পতি এই নিষ্ঠুর কার্ত্তিকেয়ের নিষ্ঠুরতায় প্রাণত্যাগ ক'ল্লেন!—হা, আমি কি পাপাত্মা!—কি নির্ম্মম!—কি কঠিন! হা, আমি দেবগণের উপকার ক'ত্তে এসে, পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের যার-পর-নাই অপকার ক'ল্লেম! আমার এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এক্ষণে স্বহস্তে এঁদের পবিত্র মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করি। যদি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তবে—

(নেপথ্যে সহসা বামাকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

(শুনিয়া নেপথ্যের দিকে দেখিয়া শশব্যস্তে) ও কি! কে ও বালিকাটি রোদন ক'ত্তে ক'ত্তে মেঘনির্ম্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় এ দিকে ছুটে আসচে? ওই বুঝি দৈত্যরাজকুমারী শোভনা! ওঁকে এই বিষাদ ঘটনা দেখ্‌তে দেব না—ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

যবনিকা পতন।

হিরণ্ময়ী।

[উপন্যাস।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নৌকামগ্ন।

বক্তিয়ার খিলিজি শতের জন অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে, মহারাজ লাক্ষ্মণেয়ের ব্রাহ্মণ সচিবেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে গোপনে পলায়ন করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ রাজা সেই সকল দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্রমন্ত্রীর কুপরামর্শে সস্ত্রীক গুপ্তদ্বার দিয়া গঙ্গাতটে প্রস্থান করিলেন। সেখানে একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া সপত্নীক মহাতীর্থ জগন্নাথক্ষেত্রে চলিলেন। ব[illegible] তাঁহার [illegible]হারা ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিলেন না। রাজা পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়প্রাণসদৃশী রাজধানী পলায়ন করিতে পারিল না। শত্রুকরে নবদ্বীপের একশেষ দুর্দ্দশা ঘটিল। রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল। যবনেরা অল্প দিনের মধ্যেই এতদূর অত্যাচার আরম্ভ করিল যে, হিন্দুপ্রজাগণের মৃত্যুই একমাত্র মানসম্ভ্রম রক্ষার অবলম্বন হইয়া উঠিল। অনেক প্রজা যবনকরে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগ পর্য্যন্তও করিতে লাগিল।

সেই উৎসন্নদশাপ্রাপ্ত নবদ্বীপ নগরের এক পল্লীতে এক জন ধনবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতা সপ্তগ্রাম হইতে বাসস্থান উঠাইয়া নবদ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। রাজসরকারে কোন একটি ভাল কার্য্য পাইবার জন্যই তিনি নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। ফলে, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে একটি উপযুক্ত পদও প্রাপ্ত হইয়া, আশার চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমরা যে ব্রাহ্মণের বিষয় বলিতেছি, তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা রাজকর্ম্মচারী হইয়া অনেক সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগত হইলে, তিনিই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—থাকিবেও না। কাল যাহাকে হাসিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাকে কাঁদিতে দেখিলাম—কাল যাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাকে হাসিতে দেখিলাম—কাল যাহাকে সুখের প্রভু বলিয়াছিলাম—আজ তাহাকে দুঃখের কিঙ্কর বলিতে হইল—আবার কাল যাহাকে দুঃখের দাস বলিয়াছিলাম, আজ [illegible] সুখের অধীশ্বর [illegible] হইল। মনুষ্যের অবস্থা এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। চক্রের ন্যায় মনুষ্য-ভাগ্যে সুখদুঃখ অবিশ্রান্তভাবে ঘুরিতেছে। নদীর জল ও পঙ্কে যেরূপ সম্বন্ধ, নরভাগ্যের সুখ ও দুঃখেও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। এ হেন মহামূর্ত্তি—বিরাটমূর্ত্তি প্রকৃতির ভাগ্যেই যেকালে আলোকপূর্ণ দিবা ও তমসপূর্ণ নিশা সুখদুঃখের অভিনয়পট অবিরত ফেলিতেছে, তুলিতেছে, তখন ক্ষুদ্র মানব-ভাগ্যের কথা ত অতি তুচ্ছ।

বক্তিয়ার খিলিজির সৈন্যগণ উক্ত ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল।—ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি যে আর কোন উপায়ে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। হিন্দুরাজধানী নবদ্বীপ এক্ষণে মুসলমানরাজধানী। হিন্দুরাজার সিংহাসনে মুসলমানরাজা। সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্য-রক্ষার আর কিছুই উপায় রহিল না। ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক ভয়ানক অত্যাচার

করিবার উপক্রম করিল। তিনি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ত্বরাপর হইয়া কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ও মণিমুক্তা লইয়া, সহধর্ম্মিণী ও দুইটি পুত্রের সহিত গুপ্তদ্বার দিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

তাঁহার অনেকটা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, যখন তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যা বিদায় লইবার জন্য রজনীকে আলিঙ্গন করিতেছিল! বাস্তবিক, দিনের বেলা হইলে, তাঁহার পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করা অতি কঠিন হইত। বক্তিয়ারের ভয়ে মুসলমান-সেনারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালেই নগরবাসীদের গৃহলুণ্ঠন, এমন কি প্রাণবিনাশ পর্য্যন্ত করিত। যাহা হউক, উক্ত বিপদাপন্ন ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কেবল অন্ধকারের কৃপায় স্ত্রীপুত্রদের সহিত প্রাণান্ত হন নাই।

পাঠক, আপনি সেই ব্রাহ্মণের নাম কি, জানেন না। তাঁহার নাম গোলোকনাথ। তাঁহার স্ত্রীর নাম তারাসুন্দরী। আর তাঁহার পুত্র দুইটির মধ্যে অগ্রজের নাম বীরেন্দ্রনাথ এবং অনুজের নাম ধীরেন্দ্রনাথ। গোলোকনাথের বয়ঃক্রম অনূন সাতচল্লিশ, তারাসুন্দরীর ছত্রিশ, জ্যেষ্ঠ পুত্রটির ষোড়শ ও কনিষ্ঠের চতুর্দ্দশ বর্ষ।

গোলোকনাথ, আপনার স্ত্রী ও পুত্র দুইটির প্রাণবিনাশের ভয়ে, একবারে উর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটে আগমন করিলেন। আসিবার সময় তিনি একবার ভাবিয়াছিলেন যে, এ সময়ে নগরস্থ কোন বন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু সেই ভাবনা অন্তরে অনেক ক্ষণ স্থান পায় নাই। তিনি আবার আর একটি নূতন চিন্তার অধীন হইয়া ভাবিলেন, মুসলমানেরা ক্রমশঃ যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আর নগরের কোন স্থানেই অবস্থান করা বিধেয় নহে। আজ—না হয় কাল—আবার হয় ত তাঁহাদিগকে যবনহস্তে পড়িয়া প্রাণান্তকর বিপদের ভাগী হইতে হইবে সুতরাং চির কালের জন্যই নবদ্বীপ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আবার এ সময়ে সকলেই উৎপীড়িত, সুতরাং কাহার নিকট যাওয়াও বিবেচনাসিদ্ধ নহে। পুনর্ব্বার পিতৃপিতামহের আদিবাসভূমি সপ্তগ্রামে গিয়া বাস করাই সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। গোলোকনাথ এইরূপ চিন্তা করিয়া, স্ত্রী ও পুত্র দুইটিকে সঙ্গে লইয়া, ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইলেন।

গোলোকনাথ যখন গঙ্গার তীর-ভূমিতে উপনীত হইলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি; সুতরাং নিশাকর সেই সময়ে ধীরে ধীরে তমোরাশিকে সরাইয়া, পূর্ব্বগগনে উদয় হইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আকাশের অনন্ত দেহে চক্ষের অলক্ষে অস্থির জলদজাল চলিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে, যদিও পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আর মূর্ত্তি লুকাইতে পারিতেছে না। চন্দ্রের প্রবল কৌমুদীমণ্ডিত হওয়ায় নীরদখণ্ডগুলির প্রকৃত রূপ লুক্কায়িত হইয়া, রজতখণ্ডমণ্ডিত হইয়াছে। মেঘখণ্ডগুলির এইরূপ রূপান্তর নিরীক্ষণ করিয়াই যে, নীতিবিৎ পণ্ডিতেরা "লোকে সঙ্গদোষে দোষী ও সঙ্গগুণে গুণী হইয়া থাকে" এই পদটিতে নীতিশাস্ত্রের নীতিসূত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্ধকারের দোষে মেঘখণ্ডগুলি তমোময় হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রের গুণে রজতখণ্ডবৎ হইয়া দর্শকগণের দর্শনসুখ পরিবর্দ্ধন করিতেছে। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে উর্দ্ধগগনে নক্ষত্রমণ্ডলী আর তলগগনে জ্যোতিরিঙ্গণসমূহ যেরূপে গর্ব্ব করিতেছিল, এক্ষণে ঠিক তাহার বিপরীত। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে তাহাদের মূর্ত্তি পণ্ডিতকুলচূড়ামণি বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" এই অর্দ্ধ শ্লোকটির পরে মহাকবি কালিদাসের

"অরিষ্টশয্যাং পরিতোবিসারিণা,
সুজন্মনস্তস্য নিজেন তেজসা।
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো
বভূবুরালেখ্যসমর্পিতা ইব॥"

কবিতার ভাবার্থের সত্যতা সম্পাদন করিল। সুধাংশুকিরণ কোন খানে বৃক্ষশাখার ব্যবধান দিয়া ভাগীরথীর শীতল সলিল স্পর্শ করিতে লাগিল, কোন খানে তীরস্থ গৃহের বাতায়ন দিয়া নিদ্রাভিভূতা যুবতীর বদনকমল চুম্বন করিয়া যেন কতই তৃপ্তিলাভ করিল। চন্দ্র কখন কখন চলজ্জলদাবলীর পৃষ্ঠদেশে লুক্কায়িত হইতেছিলেন, আবার কখনও কখনও তাহাদের তরল দেহ ভেদ করিয়া নিজের সুধাময়ী কৌমুদী ধরাবক্ষে ছড়াইতে লাগিলেন। তন্দ্রাভি-

ভূত কোকিল কোকিলা দিবাভ্রমে এক একবার কুহু কুহু করিয়া উঠিতেছে, আর সেই শ্রুতি-সুখবর্দ্ধিনী কুহুধ্বনি নিস্তব্ধ আকাশে সমীর-সঞ্চারে গড়াইয়া যাইতেছে। প্রকৃতি দেবী নির্ব্বাক্ হইয়া যেন মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন। কেবল তীরসংলগ্ন কোন কোন তরণী হইতে নাবিককণ্ঠে এক এক বার গ্রাম্য গীতের মধুর শব্দ কর্ণকুহরে আশ্রয় লইতেছে।

এমন সময়ে গোলোকনাথ ভাগীরথীর উপরি-তট হইতে তলতটে অবরোহণ করিয়া "মাঝি—মাঝি" বলিয়া দুই চারি বার মধ্যম স্বরে ডাকিলেন। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা হইতে এক ব্যক্তি "কে ডাকেন, আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিল। তখন গোলোকনাথ তাহাকে আপনার নাম বলিলেন। মাঝি তৎক্ষণাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নৌকা হইতে নামিল এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া নম্রতাসহকারে বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপনি এমন সময়ে এখানে কি মনে ক'রে এলে?" এই মাঝি গোলোকনাথকে অনেকবার অনেক স্থানে নৌকা করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানে।

প্রকৃত কথা বলিলে পাছে মাঝি ভয় পায়, এইজন্য গোলোকনাথ তৎক্ষণাৎ নূতন কথা গড়িয়া তাহাকে বলিলেন, "মথুর! সপ্তগ্রাম হইতে একটা বিশেষ সংবাদ আসিয়াছে, এই জন্য আমি সেখানে সপরিবারে এখনই যাইব। আমি একবারে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, কোন ক্রমেই আর বিলম্ব করিতে পারিব না। তোর যদি কোন বাধা না থাকে, তবে তুইই আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিস্; আর যদি, এখন তোর যাইবার সুবিধা না হয়, তবে না হয়, আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া দে—কিন্তু আমি আজই প্রস্থান করিব।" এই মাঝির নাম মথুর।

মথুর প্রায় চারি পাঁচ দিন হইতে কিছুই রোজগার করিতে পারে নাই, সুতরাং গোলোকনাথকে সপ্তগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য অনিচ্ছুক হইল না। আরও সে ভালরূপেই জানিত, অপরাপর আরোহীর অপেক্ষা তিনি তাহাকে ভাড়া ছাড়া টাকা কাপড় পুরস্কার দিয়া থাকেন।

অনন্তর মথুর মাঝি পুনর্ব্বার নিজের নৌকায় উঠিয়া দুই জন নিদ্রিত দাঁড়ীকে জাগাইল; জাগাইয়া তাহাদের কানে কানে কএকটি বাক্য ব্যয় করিল। দাঁড়ী দুই জন অবিলম্বে নৌকা-চালনোপযোগী দ্রব্যগুলি ঠিক করিতে লাগিল। মথুর স্বয়ং চক্‌মকি ঝাড়িয়া একখণ্ড শোলায় অগ্নি সংযোগ করিল এবং সেই অগ্নিতে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিল। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রদীপটির মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং মথুর উহার বর্ত্তি-কাটিকে বক্রিমভাবে রাখিয়া পুনর্ব্বার গোলোক-নাথের নিকটে আসিল।

তখন গোলোকনাথ মথুরকে লইয়া উপরি-তটে গেলেন এবং মথুরের হস্তে একটি কাপড়ের গাঁঠরী দিয়া, স্ত্রী ও পুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া জলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মথুর সর্ব্বাগ্রে নৌকার উপর গাঁঠরী রাখিয়া, একে একে বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রকে নৌকায় উঠাইয়া দিল। তাহার পর গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরী গঙ্গা-বারি শিরঃস্পর্শ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সর্ব্বশেষে মথুর মাঝি নৌকার উপর বসিয়া, জলমধ্যে কর্দ্দমসংলগ্ন পদ ধৌত করিল। পা ধুইয়া স্বস্থানে দাঁড়াইয়া হাইল ধরিল। অনন্তর নৌকাবন্ধন বংশদণ্ড উত্তোলন করিয়া মথুর ও দুই জন দাঁড়ী "গঙ্গার পিরিতি হরিবোল" বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা ভাটি বহিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল।

দুই দিকে দুইটি দাঁড় পড়িতেছে—নৌকাও কিঞ্চিৎ দমক্ দিয়া চলিতেছে। মথুর ও দাঁড়ী দুই জনের সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, সৌভাগ্যক্রমে তাহাদিগকে উজান ঠেলিতে হইল না। মথুর হাজরা সঙ্গী দুইটির সঙ্গে ঘরের কত কি কথা আরম্ভ করিল। কখন মথুর প্রশ্ন করিতেছে, দাঁড়ীরা উত্তর দিতেছে—কখন দাঁড়ীরা প্রশ্ন করিতেছে—মথুর উত্তর দিতেছে। তিন জনের মধ্যে কেহ কখন হাসিতেছে—কেহ কখন কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিতেছে—কেহ আবার প্রফুল্ল মনে এই বলিয়া গান করিতেছে;—

"পার কর পার কর ব'লে ডাক্‌ছি কত বেলা;
(ও তুমি) শুনেও কি, শ্যাম, শুন না হে,
হ'য়েছ কি কালা?"

মথুর মাঝির নৌকা এইরূপে যাইতে লাগিল। ক্ষেপণীনিক্ষেপের মৃদুমধুরশব্দে গোলোকনাথের পুত্র দুইটি ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর চক্ষে নিদ্রার আভাসও আসিল না। তাঁহারা উভয়ে মন-শ্চক্ষে আপনাদের সেই বিপৎপাত মুহুর্মুহুঃ দর্শন

করিয়া নিরতিশয় আকুল হইতেছিলেন। দাঁড়ী মাঝির কথা বা গান শুনিয়াও শুনিতেছিলেন না—কেবল সেই দুর্ঘটনা ও বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়াই অস্থির হইতেছিলেন।

পাঠক, গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর মনের ভিতর—হৃদয়ের ভিতর কিরূপ তরঙ্গাঘাত হইতে লাগিল, তাহা লেখনীমুখে কখনই ঠিক্ করিয়া বলিবার উপায় নাই। তুমিও যদি কখন এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাক, তবে এই সময়ে একবার তাহা স্মরণ কর—বুঝিতে পারিবে। নতুবা শতপৃষ্ঠাত্মক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াও গোলোক-তারার মনের ও হৃদয়ের এই চিত্র তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। ব্যথার ব্যথী না হইলে এই বিপন্ন দম্পতির হৃদয়মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারই ক্ষমতা নাই।

সুদূর আকাশে চন্দ্রমণ্ডলে সুশীতল কিরণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—আবার উহা ভাগীরথীর সুনির্ম্মল জলে পতিত হইয়া তর তর করিয়া ভাসিতেছে। আকাশেও চাঁদ—গঙ্গা জলেও চাঁদ। ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, চন্দ্র যেন দিবাভাগে রবিকিরণে হত-শ্রী হইয়াছিল বলিয়া, রাত্রিকালে জলদর্পণে মুখ দেখিতেছে। কিন্তু এক্ষণে চাঁদের বদন-শোভাই বা কত। দিবার চাঁদ আর নিশার চাঁদ যেন পরস্পর স্বতন্ত্র। এক্ষণে এই যে, যেখানে সেখানে কিরণের ছড়াছড়ি, ইহা আর কিছুই নহে—চাঁদের মুখভরা হাসি। অন্ধকার পাইয়া চাঁদ বড়ই খুসী—তাই এত হাসি। যা'ই হউক, চাঁদ বড় নির্ব্বোধ, কেন না, সে জানে না যে, যত হাসি—তত কান্না। আর একটি কথা—চাঁদ যেমন নির্ব্বোধ, আবার তেমনই নির্দ্দয়। তা' নহিলে কি গোলোক-তারার এই অভূতপূর্ব্ব বিপদেও সে এত হাসে?

দেখিতে দেখিতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া আসিল, নবদ্বীপের নৌকাখানিও রাজধানী ছাড়িয়া প্রায় আট নয় ক্রোশ দক্ষিণে আসিয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক্ নীরব—কেবল দুইটি শব্দ শ্রুতিপথে আসিতেছে। তাহার মধ্যে একটি ঝিল্লির, অপরটি ক্ষেপণী-নিক্ষেপের শব্দ। নদীতটবিরাজিত পাদপশ্রেণী হইতে ঝিল্লিকুল একত্র হইয়া যেন সমস্বরে ঝিঁ ঝিঁ করিয়া কহিতেছে, "কে?—কে?" আর নৌকার ক্ষেপণী জলে আঘাত করিয়া যেন উত্তর দিতেছে "চুপ—চুপ।"

"ভবিষ্যৎ অভেদ্য অন্ধকারে সৃষ্ট, সুতরাং মানব উহা দেখিতে পায় না। যদি ভবিষ্যতে আলোকের ছায়া মাত্রও থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীকে কেহই দুঃখের প্রসূতি বলিতে সাহসী হইত না। কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার—পৃথিবীও দুঃখের প্রসূতি।" গোলোকনাথ নেত্র নিমীলন করিয়া এই কথাগুলি পীড়িত অন্তরে প্রস্তরাঙ্কিত রেখাবৎ খোদিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা মথুর মাঝি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কেঙ্গলা! ওরে হরে! নৌকো বুঝি বান্‌চাল হয়। দেখ্ দেখ্, শীগ্‌গির দেখ—পাট গুঁজে দে।" এই কথা বলিবামাত্র নৌকার মধ্যে বিষম গোলযোগ পড়িয়া গেল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর মনোমধ্যে যে দুশ্চিন্তা আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা অক্ষয়। কিন্তু "বান্‌চাল" শব্দটি উত্থিত হইবামাত্রই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তদপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। উভয়েই তাড়াতাড়ি করিয়া পুত্র দুইটিকে জাগাইতেও অবকাশ পাইলেন না। ডাকিতে ডাকিতে তাহাদিগকে নৌকার ভিতর হইতে টানিয়া আনিলেন। সেই সময়ে বালক দুইটির নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তাহারা প্রথমে অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগরিত হইল বটে, কিন্তু সহসা নৌকার মধ্যে গোলমাল শুনিয়া ভয়ে চমকাইয়া উঠিল—কথা কহিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। গোলোকনাথ একাকী নৌকায় থাকিলে তত ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বালক বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও সন্তরণাক্ষমা তারাসুন্দরী। তিনি সেই তিন জনের জন্য নিতান্ত কাতর ও নিরুপায় হইয়া মাঝিকে বলিলেন, "মথুর!—মথুর! যদি আজ বাঁচাইতে পারিস্, তবে তোকে পাঁচহাজার টাকা দিব।"

মথুর বলিল, "ভয় নেই, কর্ত্তা! ভয় নেই, তোমার আশীর্ব্বাদে এখনি জল ধ'রে দিচ্চি।" এক জন দাঁড়ী নৌকার জল প্রবেশস্থলে হাত চাপিয়া পাট গুঁজিতে লাগিল। অপর জন নৌকোত্থিত জল সেচন করিতে লাগিল। তাহাদের দৃঢ়তর যত্ন ও পরিশ্রমে বিপদনাশের অনেকটা সম্ভাবনা হইল বটে, কিন্তু বিপদের উপর বিপদ! নৌকার যে স্থানে বান্‌চাল হইয়া গিয়াছিল, তাহার পার্শ্বেই আবার আর এক

খানা তক্তা ফাঁসিয়া গেল। এবার আর কিছুতেই জলোত্থান থামিল না। সকলেই হতাশ হইল। তারাসুন্দরী ও বালক দুইটি আতঙ্কে জড়িত স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। দুই চারিবার 'হে মা গঙ্গা, হে ঈশ্বর,—গেলাম; বাঁচাও—হায় হায়', শব্দমাত্র রোদনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নীরব হইল। জলে নৌকা নাই! নৌকায় যাহারা ছিল, তাহারাও নাই! ক্ষণকালের মধ্যে নির্জীব ও সজীব উভয়েই অভিন্ন হইল।

ভাগীরথীর যে স্থলে গোলোকনাথ সপরিবারে নৌকাডুবি হইয়াছিলেন, উহা তীর হইতে অন্যূন ১৫।১৬ হস্ত দূর হইবে। কিন্তু জলস্রোত অত্যন্ত প্রখর ছিল।

গোলোকনাথের বিপদের উপর বিপৎপাত দেখিয়া আমাদের মনে পড়িল,

"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং
গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে
ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগদীশপ্রসাদ।

যে স্থানে গোলোকনাথের নৌকা মগ্ন হয়, ঠিক সেই স্থান হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে মধুপুর নামে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। সেই গ্রামটি উত্তরপাড়া ও দক্ষিণ পাড়া, এই দুই আখ্যায় বিভক্ত। উভয় পল্লীতেই অনেক ভদ্রলোকের বাস। কিন্তু সেই সকল ভদ্রলোকের মধ্যে তিন চারি জন ব্যক্তি অপরাপর লোকদিগের অপেক্ষা ধনসম্পন্ন ছিলেন। আবার সেই কয়েক ব্যক্তির মধ্যে দক্ষিণ পাড়ার অপর এক জন অধিকতর ধনবান্ জমীদার ছিলেন। তাঁহার নাম জগদীশপ্রসাদ। জগদীশপ্রসাদের পুত্র ব্যতীত অন্য কিছুরই অভাব ছিল না। যাহা হউক, তথাপি তাঁহাকে নিঃসন্তান বলা যায় না। কেন না, বিধাতা তাঁহাকে দুইটি কন্যা দান করিয়াছিলেন। পুত্রের মুখদর্শনে যে পরিমাণে পিতা সুখানুভব করিয়া থাকেন, তিনি কন্যা দুইটির কোমলতাপূর্ণ বদনসুষমা নিরীক্ষণ করিয়া তাদৃশ আনন্দই উপভোগ করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন জগদীশপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর—নাম কিরণময়ী—এবং কনিষ্ঠার বয়স চারি বৎসর—নাম হিরণ্ময়ী। পাঠক, যদি কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর দেহ, রূপ ও মুখশোভা কিরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে একবার কবিবর বিদ্যাপতির

"কনকলতা অবলম্বনে
উয়ল হরিণীহীন হিমধামা।"*

কবিতাংশটি মনশ্চক্ষের দৃষ্টিতে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। আর যদি উভয় ভগিনীর ভালবাসা কিরূপ জানিতে চাও, তবে একবৃন্তে কুসুমযুগল চিন্তা কর!—বাস্তবিক দুইটি ভগিনী একপ্রাণ ও একচিত্ত, কেবল ভিন্ন দেহ। সর্ব্বদাই দুই জনে একস্থানে খেলা করে—এক স্থানে বসিয়া আহার করে—এক দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া ভক্ষণ করে—এক স্থানে শয়ন করিয়া থাকে। এক জনকে অপর জন দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া উঠে, ভাবিতে থাকে এবং কিছু খাইতে চাহে না। আবার যখন পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়েই উভয়ের গলা জড়াইয়া কতই সুখানুভব করিতে থাকে। আমরা শুনিয়াছি, এক দিন জগদীশপ্রসাদ একটি মেলা হইতে একটি বহুমূল্যের অতি উৎকৃষ্ট পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দুইটি কন্যার জন্য ঐরূপ দুইটি পুতুল কিনিয়া লইয়া আসেন, কিন্তু তাহা সেখানে পান নাই। অবশেষে তিনি সেই এক মাত্র পুতুলটি ক্রয় করিয়া গৃহে আগমন করেন। পুতুল দেখিয়া দুই কন্যাই তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিল। জগদীশপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও কিরণ! ও হিরণ! তোমরা দুইটি পুতুল—আবার আজ এই একটি পুতুল আনিয়াছি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাহাকে ইহা দিব? আচ্ছা, তোমরা দুই জনে এইখান হইতে ঐখান পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাও। যে অগ্রে যাইতে পারিবে, তাহারই এই পুতুল।" এই কথা বলিয়া তিনি দৌড়িয়া যাইবার একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎক্ষাৎ দুই ভগিনী দৌড়িল। বয়স ও শক্তি অনুসারে দেখিতে গেলে, অগ্রে কিরণময়ীরই তথায় পৌঁছিবার কথা, কিন্তু তাহা হইল

* কনকলতা অবলম্বন করিয়া কলঙ্কহীন চন্দ্র উদয় হইল, অর্থাৎ দেহযষ্টি কনকলতা আর মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। ইহার তাৎপর্য্য এই, অতি সুন্দর শরীরের উপরে অধিকতর সুন্দর মুখমণ্ডল।

না। হিরণ্ময়ীই কিরণের অগ্রে কথিত স্থানে উপস্থিত হইল। কিরণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, ছুটিবার সময় পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া গেল। হিরণ্ময়ী নগ্না,সুতরাং কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। তখন জগদীশপ্রসাদ "হিরণ্ জিতিয়াছে—কিরণ হারিয়াছে" বলিয়া কনিষ্ঠার হস্তে পুত্তলিকা প্রদান করিলেন। কিরণময়ী কিঞ্চিৎ ক্রোধমিশ্রিত লজ্জায় বিঘ্নকারণ পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন জগদীশপ্রসাদ তাড়াতাড়ি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "কিরু! কাল তোমাকে এই রকম আর একটি পুতুল আনিয়া দিব।" কিরণময়ী কি ভাবিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার সেই ভাব দেখিয়া হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল কি ভাবিল; পরে তৎক্ষণাৎ সেই জয়লব্ধ বহুমূল্যের পুত্তলিকাটিকে দ্বিখণ্ড করিয়া উর্দ্ধভাগ কিরণময়ীকে দেখাইয়া বলিল, "দিদি! তুমি আধখানা নেও আর আমি আধখানা নি।"

জগদীশপ্রসাদ হিরণ্ময়ীকে পুত্তলিকাটি দ্বিখণ্ড করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহার এই অপূর্ব্ব ভগিনীস্নেহ দেখিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সাহ্লাদে উভয়কে উভয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আর এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই দুই স্নেহময়ী ভগিনীর এইরূপ স্নেহসম্বন্ধিনী অনেক ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের অপরাপর লোকেরা স্ব স্ব পুত্রকন্যাদিগকে সদ্ভাব শিখাইবার জন্য কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়া প্রায়ই বলিত—

"কিরণ হিরণ দুই বোন্,
দুই শরীরে এক মন।"

পাঠক, তোমাকে কিরণময়ী এবং হিরণ্ময়ীর রূপ ও ভগিনীস্নেহ সম্বন্ধে এক প্রকার বুঝাইয়া দিলাম, কিন্তু সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলিব।—উহারা উভয়েই রূপবতী, তবু উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখ।—কিরণময়ী সুবর্ণগঠিতা আর হিরণ্ময়ী সরত্নসুবর্ণনির্ম্মিতা।

জগদীপ্রসাদের বয়ঃক্রম অন্যূন চৌত্রিশ বৎসর। তাঁহার আবয়বিক গঠনপ্রণালী দেখিলে, তাঁহাকে নীরোগ ও বলিষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস হইত। আকৃতি নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব। শরীরের বর্ণ ফিট্ গৌর। ললাটদেশ বিস্তৃত—চক্ষুযুগল আকর্ণবিস্তৃতও নহে, ক্ষুদ্রও নহে, অথচ অতি সুন্দর—যেন পূর্ণমাত্রায় বিকসিত রহিয়াছে, সুতরাং ভাল বই কি বলিব? কর্ণ দুইটি যথাযোগ্য। গণ্ডদ্বয় পূর্ণতাবিশিষ্ট। নাসিকাটি টিকলো। ওষ্ঠাধর পুরুও নহে, সরুও নহে। চিবুক মানানসই! তিনি শ্মশ্রুবহন করিতে ভালবাসিতেন না বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক—শ্মশ্রুহীন। কিন্তু ক্ষৌরকারের ক্ষুর ঘর্ষণে তাঁহার শ্মশ্রুলোমাবলী নির্ম্মূল হইয়াও হয় নাই। এক কর্ণের মূলদেশ হইতে অপর কর্ণের মূলদেশ পর্য্যন্ত ঈষন্নির্গত শ্মশ্রুলোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ যোড়াটি বেণীপাতি, সুতরাং গোঁফবংশের রাজা। তাঁহার বক্ষ বিশাল। কটিদেশ অস্থূল, বাহুযুগল বেশ গোল। পদদ্বয়ও শরীরের নির্ম্মাণানুযায়ী উপযুক্ত। সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব স্থূলও নহে—খুব ক্ষীণও নহে, অথচ কোনখানে একখানি অস্থিরও উচ্চতা দেখা যায় না। সুতরাং ইহারই নাম নিটোল শরীর। জগদীশপ্রসাদ সর্ব্বদাই শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তিনি অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও পরিচ্ছদের পারিপাট্য ভালবাসিতেন না।

জগদীশপ্রসাদের সহধর্ম্মিণীর নাম জাহ্নবী। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর। জাহ্নবী অত্যন্ত স্বামিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। বাস্তবিক জাহ্নবীকে যে সকল স্ত্রীলোক দেখিত, তাহারা তাঁহাকে পতিভক্তির প্রতিমূর্ত্তি বলিত। যেরূপ রূপ গুণ প্রভৃতি থাকিলে নারীকে বিধাতৃসৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারুস্থল বলা যাইতে পারে, জাহ্নবী দেবীতে তত্তাবৎই লক্ষিত হইত। কেবল তাঁহার বামচক্ষু স্বভাবতঃ ঈষৎ বঙ্কিম ছিল।

জগদীশপ্রসাদের স্কন্ধে অনেকগুলি পোষ্য পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নে কএকজন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার একটি কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী, দুইটি ভাগিনেয়, একটি ভাগিনেয়ী, একটি ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃস্বসা, দুইটি বিধবা মাতুলানী ও পাঁচজন মাতুলপুত্র। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি জ্ঞাতি কুটুম্ব তাঁহার বাটীতে প্রতিপালিত হইত।

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটী খুব বৃহৎ—সাত মহল। প্রথম মহলে দরদালান ও বৈঠকখানা। দ্বিতীয় মহলে কাচারী বাড়ী। তৃতীয় মহলে দাস দাসী, দ্বারবান্‌গণ ও বিবিধ সামগ্রী থাকিত। অবশিষ্ট চারি মহলের প্রথম মহলে

তাঁহার আত্মীয়েরা এবং দ্বিতীয় মহলে আপনি থাকিতেন। তৃতীয়ে গোশালা এবং চতুর্থে পাকশালা ছিল। গোশালা ও পাকশালার বহির্ভাগে আরও দুইটি দ্বার ছিল। গ্রামের অনেকানেক দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যহ ঐ দ্বার দিয়া পাকশালায় আসিয়া আহার করিত। এ দরিদ্র-ভোজন-ব্যাপারে জগদীশপ্রসাদের মাসিক ব্যয় প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকা পড়িত।

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটীর পশ্চিম দিকে ঠাকুরবাড়ী। তথায় ৺রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ও শালগ্রামশিলা প্রভৃতি কতিপয় দেবমূর্ত্তি ছিল। সেখানে প্রত্যহ একশত জন অতিথির ভোজন-কার্য্য সম্পন্ন হইত। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি হিন্দুদিগের যাবতীয় পর্ব্বাহোৎসব সম্পাদিত হইত।

পাঠক, এইবার তোমাকে জগদীশপ্রসাদের একটি বিশেষ সখের জিনিষের কথা বলিব।

সেটি একটি বৃহৎ বাগান। তিনি উহার নামকরণ করিয়াছিলেন—'নন্দনকানন,।' তথায় বিবিধজাতীয় বৃক্ষ লতা গুল্ম রোপিত হইয়াছিল। তিনি যেখানে যত প্রকার ভাল ভাল ফলের বা ফুলের গাছ পাইতেন, সকলই আপনার বাগানে আনিয়া রোপণ করিতেন। ছয় ঋতুতেই তাঁহার আদরের নন্দনকানন অপর্য্যাপ্ত ফলপুষ্প প্রসব করিত। নন্দনকানন দুই ভাগে বিভক্ত। সেই দুই ভাগেই দুইটি পুষ্করিণী ছিল। এক্ষণে পাঠককে দ্বিভাগ-বিভক্ত নন্দনকাননের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি;—প্রথম বা দক্ষিণভাগ—মধ্যস্থলে সরোবর। ইহার জল অতি পরিষ্কার। কোন স্থানে কিছুমাত্র শৈবাল বা দাম ছিল না,কিন্তু মৎস্য অপর্য্যাপ্ত। চারি দিকে চারিটি ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানবদ্ধ অবতরণ-স্থান (ঘাট)।

তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের ঘাটটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। ঘাটের চাতালের উপরিভাগে লৌহতার নির্ম্মিত ফটক। সেই ফটকের উপর দুই তিন জাতীয় লতা জড়াইয়া ছিল। সকলগুলিই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মৃদুল সমীরণ-হিল্লোলে শিরঃসঞ্চালন করিত। দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা মানুষকে এই বলিয়া নিন্দা করিতেছে—"ও মানব! তুমি আত্মাবান্ হইয়াও আত্মাশূন্য, আর আমরা আত্মাশূন্য হইয়াও আত্মাবিশিষ্ট। যদি বল কেন? তবে বলি শোন,—তোমাদের ভালবাসার নাম স্বার্থপরতা, আর আমাদের ভালবাসার নাম আত্মসমর্পণ। ও স্বার্থপর মানব! তুমি ভালবাসার ভান করিয়া স্বার্থসাধন কর, কিন্তু আমরা ভালবাসার জন্য আত্মসমর্পণ করি। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাও? আইস।—আমার নাম মালতী, আমি মাধবীকে বড় ভালবাসি—মাধবীও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, এইজন্যই আমরা চির-আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছি। নিষ্ঠুর মানব! তুমি যদি আমাদের একজনকে টানিয়া বিচ্ছিন্ন কর, তাহা হইলে অপর জন কখনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না।—মালতীকে টানিলে মাধবী মরিবে—আর মাধবীকে টানিলে মালতী মরিবে—নিশ্চয় মরিবে। তাই বলিতেছি মানব! তুমি আত্মাবান্ হইয়াও আত্মাশূন্য, আর আমরা আত্মাশূন্য হইয়াও আত্মাবিশিষ্ট।"

জগদীশপ্রসাদ এই পুষ্করিণীর নাম রাখিয়াছিলেন—'রাধাকুণ্ড।' রাধাকুণ্ডের জল অপরটির অপেক্ষা স্বচ্ছ,লঘু ও সম্পূর্ণরূপে পঙ্কবাসশূন্য। ইহার চতুস্তীরে নানাবিধ পুষ্পতরু কুসুমাভরণে সুশোভিত। তৎপশ্চাৎ প্রথম শ্রেণীর শ্রেণীবদ্ধ আম্রবৃক্ষ। রাধাকুণ্ডের তটস্থ ফুলতরুকুলের শাখোপবিষ্ট বিকসিত কুসুমাবলির শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বিশিষ্ট প্রতিবিম্ব স্বচ্ছসলিলে নিপতিত হইয়া দর্শকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইত, বাস্তবিক দূর হইতে দেখিলে এই বোধ হইত, যেন রাশীকৃত পুষ্প ভাসিয়া রহিয়াছে। জগদীশপ্রসাদ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে প্রত্যহ নন্দনকাননে ভ্রমণ করিতে আসিতেন, কিন্তু এই উদ্যানের অপর অংশ অপেক্ষা রাধাকুণ্ড বিভাগই তাঁহার বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল।

উদ্যানের উত্তর বিভাগের নাম ললিতাকুণ্ড। কেননা এই নামে সেখানেও একটি পুষ্করিণী ছিল। রাধাকুণ্ড বিভাগ জগদীশপ্রসাদের বায়ু-সেবনের,আর ললিতাকুণ্ড বিভাগ তাঁহার প্রাত্যহিক ব্যঞ্জন সংস্থানের সম্বল। এই বিভাগে বহুবিধ শাকসবুজি উৎপন্ন হইত। প্রায় প্রত্যহ পাঁচ ছয় বজরা তরকারীর যোগাড় এইখান হইতেই হইত। রাধাকুণ্ড-সরসী-তীরে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বিলাসভবন ছিল, কিন্তু ললিতাকুণ্ডের কপালে তাহা ছিল না। থাকিবার মধ্যে মালীদিগের বাসোপযোগী চারি পাঁচখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। যাহা হউক, মধ্যে বৃক্ষমণ্ডলীর এরূপ দৃষ্টিরোধক ব্যবধান ছিল যে, বিলাসভবন হইতে

তৃণকুটীরগুলি কোনমতেই দেখা যাইত না। ললিতাকুণ্ডে মীনবংশ বড় বিরল। উহার সলিলোপরি ক্ষুদ্র ও বৃহজ্জাতীয় শৈবালদল জন্মিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ তত্তাবৎ পরিষ্কার করাইতে পারিতেন, কিন্তু শ্বেত ও রক্তপদ্মের ঝাড় তৎসহ মিশ্রিত থাকায়, ছিঁড়িয়া যাইবার ভয়ে তাহা করাইতেন না। একমাত্র কমলদলের গুণে ললিতাকুণ্ডের অপরাপর দোষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের বিবেচনায় গুণ সম্বন্ধে রাধাকুণ্ড যেমন প্রধান, তেমনি রূপসম্বন্ধে ললিতাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। ললিতাকুণ্ডের তীরস্থ বৃক্ষগণ বড় হতভাগ্য। তাহারা তাহার জলদর্পণে একটি বারও আপনাদের পুষ্পভূষণভূষিত শ্যামল বদন দেখিতে পাইত না। এই দুঃখেই যেন শৈবাল সরাইবার আশায় স্ব স্ব শাখা জলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিত, কিন্তু সরাইতে পারিত না। কেবল সমীরণ এক এক বার দয়া করিয়া শাখা নাড়িয়া দিলে, কিছুক্ষণের জন্য জলে তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়িত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহাতে সমীরের দয়ার পরিচয়ের পরিবর্ত্তে পরিহাসেরই বাড়াবাড়ি বলা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অগ্রে সে বৃক্ষগুলির মস্তক হইতে কুসুম-ভূষণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, পশ্চাৎ নিরলঙ্কার মুখ দেখাইত। তবে বল দেখি, কে উহাকে দয়ার পরিচয় বলিবে?

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটীর পূর্ব্বদিকে এই নন্দনকানন ছিল। উদ্যানটি দৈর্ঘে প্রস্থে খুব বৃহৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়প্রাপ্তি।

পাঠক, তুমি এতক্ষণ ধরিয়া জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটী, ঠাকুরবাটী ও উদ্যানের বিষয় এক প্রকার শুনিলে, এখন একবার তাঁহার বাস্তবাটীর দেহুড়ীতে চল।

অধুনা বঙ্গদেশে যেমন ইংরাজি ধরণের ইষ্টকালয় দেখিতে পাই, ইহার পূর্ব্বে সেইরূপ মুসলমান ধরণের অনেক আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইত। আজিও বঙ্গদেশের কোন কোন প্রাচীন হিন্দু জমিদারের প্রাসাদ মুসলমানপ্রণালীতে গঠিত হইয়া আছে। কিন্তু এক্ষণে—এই উনবিংশ শতাব্দীতে—আর মহম্মদীয় প্রণালী নাই, কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালী অনেকটা অনুকৃত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালির পক্ষে নূতন বলিয়া ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌জাতীয় মনুষ্য অনুকরণ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইবার যোগ্য? তাহা হইলে আমরা বলিব "আমরা"। বাস্তবিক পরকীয় আচারব্যবহার, রীতি, নীতি, অশন, বসন, শয়ন, ভবন—রং ঢং সং যা' কিছু, সকল বিষয়েই প্রথম শ্রেণীর প্রথম অনুকরণকারী "আমরা"। আমাদের আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু অনুকরণক্ষমতা ষোল আনা আছে। যাহা হউক, এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ও বৈরাট অনুকরণবৃত্তি আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে আলোকিত করিবে, কি আরও গাঢ়তর অন্ধতমসে ডুবাইবে, তাহার কিছুই জানি না। তবে কি না পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানিলেও স্থূলরূপে এইমাত্র জানি যে, এই সর্ব্বগ্রাসী অনুকরণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম পর্য্যন্তও গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বোধ হয়, আর কিছুকাল পরে বাঙ্গালি 'ওরফে ফিরিঙ্গি' এই নবজাতিগত মহোপাধিটি আপনা হইতেই আমাদের উপর বর্ত্তিবে। ভগবান্ জানেন, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়ানক বা ভরসাপ্রদ।

পরিবর্ত্তনশীল কালদেবতার তৌলদণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর মিঃ এ, বি, সি, বিলাইচাঁড্ বানরজী এস্কোয়ার, রাধু, সাধু, মাধু প্রভৃতির সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশ প্রভৃতিকে ওজন করিয়া দেখিলে চিনিয়া উঠা ভার! এখন কোন কোন বঙ্গীয় ধনী বা মধ্যবিত্তের গৃহে প্রবেশ করিলে সহসা বোধ হয় যে, যেন কোন পিক্রুর বাড়ীতে আসিয়াছি না কি? এই টেবিল—এই সানক—এই কাচের গেলাস—এই কাঁটা-ছুরী চাম্‌চে—এই হ্যাট-কোট-পেণ্টুলন—এই রাশিকৃত মদের বোতল! এই সব দেখিয়া কে বলিবে যে, ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশ প্রসাদের দেশ? তাই বলিতেছি যে, ভগবান্ জানেন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়ানক বা ভরসাপ্রদ।

জগদীশপ্রসাদের অট্টালিকা প্রাচীন হিন্দু-স্থপতিদিগের নির্ম্মিত, সুতরাং উহাতে আধুনিক কোন প্রকার অনুকৃতির লেশমাত্রও থাকিবার

সম্ভাবনা কি? কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে স্থপতিকার্য্যের কিরূপ গঠনরীতি ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক করিয়া বলা দুঃসাধ্য। তবে এইমাত্র জানা যায়, তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রণালীতে প্রায় অধিকাংশ এবং বঙ্গদেশের আদিম নিবাসীদিগের রীতিতে অল্পাংশ স্থপিত-কার্য্য সমাধা হইত। প্রসিদ্ধ পীঠস্থান কালীঘাটের কালীমন্দির প্রভৃতি বঙ্গভূমির আদিমনিবাসীর এবং মাহেশ ও কলিকাতা জগন্নাথের ঘাটের জগন্নাথদেবের মন্দির বৌদ্ধদিগের স্থপিতকার্য্যের পরিচয়স্থল। কাশীতে বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি দেবতার যেরূপ মন্দির, তাহা বঙ্গদেশে অতি বিরল, কেবল মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে জৈন কেঁয়েরা পার্শ্বনাথের মন্দির সেইরূপ ধরণে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ মন্দির প্রথমে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীরা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এইটি ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় যে সকল মন্দির, উহা প্রথমে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা সৃষ্ট, আর জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় যে গুলির আকার, উহা আদৌ বৌদ্ধমতাবলম্বিগণের কৃত। এই রূপ মন্দিরের ন্যায় অট্টালিকা প্রভৃতিরও আদি সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধীয় মূলানুসন্ধান করা নিতান্ত দুরূহ।

আমরা জগদীশপ্রসাদের অট্টালিকাকে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় রীতির অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইব। বৌদ্ধ-রীতি হিন্দুরীতির অন্তর্ব্বর্ত্তী, সুতরাং ইহাকে আমরা পরকীয় অনুকরণ বলিব না। জগদীশপ্রসাদও এরূপ করাতে অপরাধী নহেন। এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত।

পাঠক! এইবার দর্শক সাজিয়া আমার সহিত জগদীশপ্রসাদের দেহুড়ীতে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর।—ঐ দেখ, বহির্দ্বার কত উচ্চ। উহার কপাট ফলকদ্বয়ে কত স্থূলশিরা লৌহকীলক বিদ্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে প্রাতঃকাল, সুতরাং দ্বার মুক্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, বহির্দ্বারের বহির্ভাগ হইতে প্রথম মহলের দূরস্থিত অন্তসীমা পর্য্যন্ত বেশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দেহুড়ীর ভিতর দুই পার্শ্বে দ্বারবানদিগের বিশ্রামস্থান। তথায় উহাদের অনায়াসবহনীয় রজ্জুগর্ভ খট্টাসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। ঐ আবার, ঐ দেখ, দৌবারিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধূলি মাখিয়া দেহুড়ীর বহির্ভাগে ভূব্যায়াম, মুদ্গার সঞ্চালন ও নেজান আকর্ষণ করিতেছে। এক এক জনকে দেখিলে কংস রাজার চানূর মুষ্টিককে মনে পড়ে। ঐ দেখ, নিক্ষিপ্ত কোমল মৃত্তিকার উপর বিশ্বেশ্বর তেওয়ারি ও গোবিন্দলাল চৌবে বলপরীক্ষা বা বলবৃদ্ধি করিতেছে। মাধোলাল মিশির বৃদ্ধ, সুতরাং সে আর কুস্তীর দিকে নাই। সে এখন নন্দনকানন হইতে কতকগুলি বিল্বপত্র ও পুষ্প আনিয়া শিবপূজা করিতে বসিয়াছে।—বোধ করি, উহার মন বলিতেছে, "মাধোলাল! তুমিও এক সময়ে তেওয়ারি আর চৌবের ন্যায় মাটির উপর আমাকে উলটপালট খাওয়াইতে, কিন্তু এক্ষণে তুমিই আবার সেই মাটীতে শিব গড়িয়া পূজা করিতে বসিয়াছ। মাধো! তোমার সেই এক দিন আর এই এক দিন! আমার সেই এক দিন আর এই এক দিন! এবং মাটীরও সেই একদিন আর এই একদিন! মাধোলাল! এই রকম সকলেরই।"

জগদীশপ্রসাদ প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রাণসম নন্দনকাননে বায়ুসেবন ও ভ্রমণ করিতে যান। আজিও তিনি উক্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু অন্দরমহলে না গিয়া দেহুড়ীর বাহিরে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর উপবিষ্ট রহিলেন। প্রত্যহ তিনি এমন সময়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইস্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। কেন? একটি মনুষ্যোচিত সৎকার্য্যের জন্য। সে কার্য্যটি কি? ভিক্ষুকদিগকে চাউল ও পয়সা দান। দুইজন দৌবারিক ভিক্ষুকগণকে চাউল ও অর্থ দিতে থাকে আর তিনি বসিয়া দেখিতে থাকেন। এক-এক দিন আপনিও স্বহস্তে এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করেন। যখন তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বহস্তে দরিদ্র ভিক্ষার্থীদিগকে চাউল পয়সা দিতে থাকেন, তখন দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি মনে মনে বলিতে থাকেন, 'এই অপর্য্যাপ্ত অসীম কষ্টকর সংসারদ্বারে অর্থাৎ গৃহদ্বারে আর থাকিতে চাহি না। ভিক্ষুকগণ! তোমরা আমার এই সামান্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, আমার একটি অসামান্য উপকার কর—আমাকে চির-আনন্দপূর্ণ চিরপ্রার্থনীয় সেই দ্বার—সেই মহাদ্বার দেখাইয়া দাও। তোমরা ব্যতীত কে আমাকে সেই দুর্গম দ্বার দেখাইতে পারে?—বলবানের ক্ষমতা নাই—লক্ষপতির ক্ষমতা নাই—বিদ্বানের ক্ষমতা নাই—কেবল তোমাদেরই

আছে। সেই মহাদ্বারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঘোরতর অবিচ্ছিন্ন তমস-শঙ্কটে পড়িতে হয়, সুতরাং তোমরাই কেবল আলোক প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতে পার।'

অদ্য জগদীশ প্রসাদ স্বীয় দ্বারদেশে ভিক্ষুক-বিদায় করিবার আশায় বসিয়া আছেন।—এক্ষণে বেলা অন্যূন এক প্রহর হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি দরিদ্র-শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ক্রমে দানকার্য্য আরম্ভ হইল। অদ্য জগদীশ প্রসাদ স্বহস্তে দান করিতেছেন। এমন সময়ে ভিক্ষুকদিগের মধ্য হইতে একটি বালক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট আসিল। সে কোন কথা কহিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পরের কষ্টের সহিত নিজের কষ্টের কতদূর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "বাপু! তুমি কাঁদিতেছ কেন? অন্য কোন বালক কি তোমাকে মারিয়াছে?"

বালক বলিল, "কেহই আমাকে মারে নাই।" এই বলিয়া আবার কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ আবার বলিলেন, "তবে তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ?"

বালক তাঁহার সেই কথার এই উত্তর দিল, "এখান হইতে নদীয়া কতদূর? সাতগাঁ কোন্ দিকে?"

জগদীশ ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আবার বলিলেন, "কেন?"

বালক।—"আমাদের নৌকাডুবি হইয়াছে। আমার পিতা মাতা আর বড় দাদা ডুবিয়া গিয়াছেন। আমিও ডুবিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলে ডুবিয়া কে কোথায় গিয়াছেন জানি না। বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালক আর বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিল না। আপনা আপনি কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কেবল অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

জগদীশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আপনি স্বহস্তে তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। একজন দ্বারবান্‌কে জল আনিতে বলিলেন। জল আনীত হইলে, দ্বারবান্ ঐ বালকের মুখে দিয়া কতকটা সুস্থির করিল।

জগদীশপ্রসাদ আবার বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় নৌকা মগ্ন হইয়াছে? কখন্ হইয়াছে?"

বালক।—"গঙ্গায় পরশু রাত্রে।"

জগদীশ।—"কি করিয়া?"

বালক।—"তা' জানি না। তবে এইমাত্র জানি, নৌকার মধ্যে হুহু করিয়া জল উঠিয়াছিল।"

জগদীশপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন, নৌকা বান্‌চাল হইয়া গিয়াছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

বালক।—"শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

জগদীশ।—"তোমার পিতার নাম?"

বালক।—"শ্রীগোলোকনাথ শর্ম্মা।"

জগদীশ।—"তোমার বয়ঃক্রম কত?"

বালক।—"চৌদ্দ বৎসর।"

জগদীশ।—"তুমি নবদ্বীপ আর সপ্তগ্রামের নামোল্লেখ করিলে কেন?"

বালক।—"নবদ্বীপে আমাদের বাড়ী। সপ্তগ্রামে যাইতেছিলাম। তার পর গঙ্গায়—"

জগদীশপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন সপ্তগ্রামে যাইতেছিলে?"

বালক।—"যে রাত্রিতে নৌকা ডুবে, সেই রাত্রিতে সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা আমাদের বাড়ী লুঠ করে। আমার পিতা, পরে আরও বিপদ ঘটিবে ভাবিয়া, আমাদিগকে লইয়া গোপনে নৌকা করিয়া সপ্তগ্রামে যাইতেছিলেন। তার পর—"

"আচ্ছা, সপ্তগ্রামে কি তোমাদের কোন আত্মীয় লোক আছেন?" জগদীশপ্রসাদ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক বলিল, "তা' আমি ভাল জানি না। তবে শুনিয়াছিলাম যে, সেখানে আমাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল। আমার পিতামহ নবদ্বীপের রাজসরকারে কার্য্য করিবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

জগদীশ।—"সপ্তগ্রামে তোমার কে আছে, তুমি তা জান না,—তবে সেখানে কি জন্য যাইবে?"

বালক।—"আমার পিতা যে যাইতেছিলেন।"

জগদীশ।—'হয় ত তাঁহার কোন বন্ধুবান্ধব সেখানে থাকিতে পারেন। কিন্তু তোমাকে সেখানকার কে চিনে?"

জগদীশপ্রসাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়া

বালকের চিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইল। সে আর সপ্তগ্রামের নাম মনোমধ্যে আঁকিয়া রাখিতে পারিল না। জগদীশপ্রসাদের একটি কথাতে বালকের নিকট সপ্তগ্রাম অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বালক বিমর্ষ হইয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিল।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে বালকের সঙ্গী ভিক্ষুকেরা কৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করিল। ইহার সহিত তাহাদিগের অল্প সময়ের আলাপ,সুতরাং তাহারা যাইবার সময় ইহার বিষয় কিছুই ভাবিল না। জগদীশপ্রসাদের সহিত বালকের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে দেখিয়া দুই তিন জন ভিক্ষুক যাইবার সময় এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, "এ ছেলেটার আজ সুপ্রভাত। কর্ত্তা মহাশয় হয় ত ইহাকে নূতন কাপড় দিবেন।"

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ বালককে বলিলেন, "তুমি জলমগ্ন হইবার পর কিরূপে তীরে উঠিলে? তুমি সাঁতার জান কি?"

বালক।—"সাঁতার জানি না। নৌকা ডুবিয়া যাইবার সময় যে ঠিক কি রকম হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমি জানিলাম, যেন কিসে আটকাইয়া গিয়াছি। অমনি তখন জানিতে পারিলাম, জলে একটা বড় গাছ পড়িয়া আছে—উহার কতকটা জলের ভিতর আর কতকটা জলের উপর রহিয়াছে। সেই গাছটা নদীর তীর হইতে জলে হেলিয়া পড়িয়াছিল। উহা কি গাছ, তাহা আমি তখন ঠিক করিতে পারি নাই। আমি সেই গাছটিতে আটক পড়িয়াছিলাম বলিয়া বাঁচিয়াছি, নতুবা নিশ্চয় মরিয়া যাইতাম। আমি সেই প্রাণদাতা বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উপরে আসিলাম, কিন্তু মগ্নাবস্থায় অনেকটা জল খাইয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া অনেকক্ষণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়া ফেলিলাম। তখন আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলাম। কিন্তু সুস্থ হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত।" বালক এই কথা বলিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

তখন জগদীশপ্রসাদ দেখিলেন, এক্ষণে বালককে আর কিছু বলা ভাল নহে। সে এইরূপ কথায় অত্যন্ত কষ্ট পায়। সুতরাং তাহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠগৃহে।

জগদীশপ্রসাদ যে সময়ের লোক, সে সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল কি না, তাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই না। কিন্তু জগদীশপ্রসাদ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগদীশ প্রসাদের কন্যা দুইটি পুত্রস্থানীয়। তিনি তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্বয়ং একজন বিশিষ্টরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিণীদ্বয় ভবিষ্যতে, যে পরিমাণেই হউক, কতকটা লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা চরিতার্থ হয়। তিনি এই জন্যই পুত্রী দুইটিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে পূর্ব্বাহ্ন। ও দিকে দুর্দ্দশাপন্ন ধীরেন্দ্রকে লইয়া জগদীশপ্রসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, এ দিকে পাঠগৃহে রামজয় বিদ্যানিধি কিরণময়ীকে পাঠাভ্যাস করাইতেছেন। কিরণময়ী শিক্ষকের যত্নে ও আপনার বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যে পিতার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টি বর্ষ হইয়াছে। তাঁহার সুবিস্তৃত ললাটদেশ তাঁহাকে একজন সুবিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মস্তকের সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছে—পশ্চাৎভাগ ক্ষুরমুণ্ডিত হইলেও, সেইস্থান যে কেশোৎপাদনের পক্ষে উর্ব্বর, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। বয়ঃক্রমানুসারে তাঁহার কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তির মুখের নিকটে দাড়ী গোঁফ কখনই বয়োবৃদ্ধ হইতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে পণ্ডিতদিগের বড় শত্রুতা। এই জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় ক্ষৌরকারকে বড় ভাল বাসেন। রামজয় পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রথমশ্রেণীর ভক্ত। তিনি কপালে দীর্ঘ ফোঁটা কাটেন, গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা ধারণ করেন এবং সর্ব্বদাই মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনি ছয় ঋতুতেই পট্টবস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে প্রাণের ন্যায়, সর্ব্বদা একটি শম্বুকের নস্যাধার থাকে। তিনি আলস্য, নিদ্রা এবং

শারীরিক ও মানসিক জড়তা দূর করিবার জন্য সেই শম্বূককোষে একপ্রকার নস্যচূর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন। প্রয়োজন হইলে তন্মধ্য হইতে এক টিপ্ নস্য বাহির করিয়া নাসারন্ধ্রে স্পর্শ করাইয়া সুদীর্ঘ অন্তর্নিশ্বাসে আকর্ষণ করিয়া ফেলেন, অমনি আলস্য, নিদ্রা ও জড়তা কোথায় পলাইয়া যায়। কতক্ষণের জন্য তাহাদের আর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বদাই সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার শরীরের বার্দ্ধক্য বশতঃ বাক্যের ও বার্দ্ধক্য জন্মিয়াছে। ফল কথা, একজন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে যে সকল গুণ ও লক্ষণ থাকা চাই, তত্তাবৎ রামজয় বিদ্যানিধি পণ্ডিত মহাশয়ে বর্ত্তিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ তাঁহাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

পাঠগৃহের মধ্যস্থলে বিদ্যানিধির সম্মুখে বসিয়া কিরণময়ী আপনার পুরাতন পাঠ আলোচনা করিতেছে, আর বিদ্যানিধি মহাশয় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতেছেন। কিন্তু মনুষ্য নানা চিন্তার চিরকিঙ্কর। যে দিন হইতে মনের সৃষ্টি, সেই দিন হইতেই চিন্তা তাহার জীবন, সুতরাং যেখানে মন, সেই খানেই চিন্তা—চিন্তামনের কখনই বিরহ ঘটে না। ইহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ সংঘটনের নাম মৃত্যু। যে দিন মানুষ মরিবে, সেই দিন মনও মরিবে। এক দিকে মনুষ্যের বায়ুজ প্রাণ দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে, অপর দিকে মনের প্রাণরূপ চিন্তা পলাইয়া যাইবে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বিদ্যানিধি মহাশয় মন দিয়া কিরণের পুরাতন পাঠ শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কি জানি কিসের চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনকে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছিল। কাজেই তিনি থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি বলিলে মা! আবার বল?"

কিরণময়ীও চিন্তার নূতন সহচরী। সেও পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইতেছিল। তাহার তৎকালের অন্যমনস্কতার কারণ হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে বসিয়া একটি কাষ্ঠ পুত্তলিকা লইয়া খেলা করিতেছিল, আর কিরণময়ীর উচ্চারিত এক একটি বর্ণ ও বাক্য এক একবার সুমধুর কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে প্রতিধ্বনিত করিয়া পুতুলটিকে আপন মনে তালে তালে মৃত্তিকার উপর ঠুকিতেছিল। পণ্ডিত মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন দেখিয়া, কিরণময়ী নিঃশঙ্ক চিত্তে হিরণ্ময়ীর পাঠাভ্যাস শুনিতেছিল। এবং তাহার পৌত্তলিকা ক্রীড়া দেখিতেছিল কিরণের মুখ পাঠ অধ্যয়ন করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন চিন্তার সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া হিরণকে আলিঙ্গন করিতেছিল। এমন সময়ে চিন্তার পুরাতন সহচর নেত্র উন্মীলন করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিলে, মা! আবার বল?" অমনি চিন্তার নব সহচরী কিরণমী চমকাইয়া উঠিয়া আবার অধীত পাঠের সহিত সাক্ষাৎ করিল।—এইরূপে গুরুশিষ্যার পাঠকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে ধীরেন্দ্রকে ল... জগদীশপ্রসাদ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

জগদীশ প্রসাদের প্রতি ক্রীড়ানিমগ্না হিরণ্ময়ীর সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টি পতিত হইল। সে "এই বাবা, কোলে কর, বাবা!" বলিতে বলিতে পিতার নিকট দৌড়িয়া আসিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া জগদীশপ্রসাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নমস্কার প্রতিনমস্কার ব্যাপার চুকিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে একটি অপরিচিত বালককে গৃহমধ্যে আসিতে দেখিয়া রামজয় বিদ্যানিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! বালকটি কে?"

তখন জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় আদ্যোপান্ত বলিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় শ্রবণ করিয়া দুঃখসহকারে কতকটা বিস্মিত হইলেন।

জগদীশপ্রসাদ ও রামজয় বিদ্যানিধি উভয়ের মধ্যে যে সময়ে ধীরেন্দ্রনাথের কথা হইতেছিল, সে সময়ে ধীরেন্দ্রকে দেখিয়া কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিরণময়ী বালিকা হইলেও কিঞ্চিৎ বয়সের আধিক্যবশতঃ লজ্জার বশীভূত আর হিরণ্ময়ী অপেক্ষা বয়োনূ্যন বলিয়া লজ্জার শাসনাধীন নহে। সুতরাং অপরিচিত বালককে দেখিয়া উভয়েরই দুই প্রকার দৃষ্টি পরিবর্ত্তন ঘটিল। হিরণ্ময়ী প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ অধ্যয়ন করিতেছিল, কিন্তু যেমন ধীরেন্দ্রকে দেখিল, আর অমনি তাহার উচ্চ স্বর মৃদু হইয়া আসিল। সে এক একবার নবাগত বালকের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল আর আস্তে আস্তে অনুচ্চস্বরে পাঠ অধ্যয়ন করিতে থাকিল। পরবালককে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জা

যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু এ দিকে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রকে অপরিচিত বুঝিতে পারিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে ধীরেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে তুমি পুতুল খেলা করিবে?"

হিরণ্ময়ীর সেই সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত কথা কএকটি শুনিয়া ধীরেন্দ্র আত্মাবস্থা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া এক বার ঈষৎ হাসিল। আবার তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

কথার উত্তর না পাইয়া হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রের হস্তধারণ করিল। তাহার মাতা তাহাকে ঢুরেদিনি লালরঙের কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে পাঠগৃহে আসিয়া উহা খুলিয়া গলদেশে ও স্কন্ধে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যখন সে ধীরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিল, তখন বাম হস্তে সেই গলস্কন্ধবেষ্টিত বস্ত্রের একাংশ চর্ব্বণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে তাহার দক্ষিণ কর আকর্ষণ করিয়া বসনচর্ব্বিত মুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তুমি কেন আমার সঙ্গে খেলিবে না? বড় দিদির সঙ্গে কি খেলিবে?" হিরণ্ময়ীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া লজ্জিতা কিরণময়ী অধোমুখে একটু হাসিয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে লইতে ধীরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু স্বয়ং অপরিচিত বলিয়া তাহা পারিল না।

এদিকে জগদীশপ্রসাদ আবার বিদ্যানিধিকে বলিলেন, "মহাশয়! এই বালকটিকেও আপনি লেখা পড়া শিখান। এখন যেকালে আমি ইহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছি, তখন বিদ্যাশিক্ষার ভারও লইতে হইবে। যত দিন ইহার পিতামাতা ও অগ্রজের কোন সন্ধান না পাইতেছি, তত দিন ইহাকে পুত্রের ন্যায় দেখা কর্ত্তব্য।"

বিদ্যানিধি বলিলেন, "ইহা আপনার ন্যায় দয়ালু ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কার্য্য বটে। যাঁহার আশ্রয়ে প্রতিদিন শত শত লোক প্রতিপালিত হইতেছে, তাঁহার নিকট ইহা কোন্ বিচিত্র বিষয়?" এই কথা বলিয়া তিনি এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ধীরেন্দ্রনাথের ভরণপোষণ ও শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্র জগদীশপ্রসাদের এই সদাশয়তায় অত্যন্ত আনন্দিত হইল, কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয়ে যেন কিসের অত্যন্ত কষ্ট রহিয়া গেল। সে কষ্ট যে কি, তাহা পাঠক মহাশয়কে আর বলিতে হইবে না।

অনন্তর বিদ্যানিধি মহাশয় সে দিনকার মত বিদায় লইলেন। জগদীশপ্রসাদও দুইটি কন্যা ও ধীরেন্দ্রকে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

জগদীশপ্রসাদের পুত্রবৎ অকৃত্রিম স্নেহে ধীরেন্দ্রনাথ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যখন যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই পায়। অধিক আর কি বলিব, একজন ধনীর পুত্র যে অবস্থায় কালযাপন করিয়া থাকে, ধীরেন্দ্রনাথ ঠিক্ সেই অবস্থায় রহিল। এইরূপে পাঁচ ছয় মাস অতীত হইয়া গেল।

এক দিন জগদীশপ্রসাদ সন্ধ্যার পর গৃহমধ্যে বসিয়া সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ধীরেন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল। জগদীশপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহার করিয়াছ?"

ধীরেন্দ্র অধোমুখে যেন কি ভাবিতে ভাবিতে উত্তর দিল, "আজ্ঞা করিয়াছি।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "অমন করিয়া বলিলে কেন?—কেহ কি তোমায় কিছু কষ্টকর কথা বলিয়াছে?"

ধীরেন্দ্র।—"না।" এই বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মোচন করিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাইয়া, তাহার পৃষ্ঠে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?—বল না কি হইয়াছে?"

ধীরেন্দ্র। "আপনি কি অনুসন্ধান পাইয়াছেন?"

জগদীশপ্রসাদের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইল। তিনি রামায়ণের পুথি বন্ধ করিলেন। কহিলেন, "ধীরেন্! আজিও কি তুমি ভুলিতে পার নাই।"

ধীরেন্দ্র কোন উত্তর করিল না।

জগদীশপ্রসাদ আবার বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আগামী কল্য নবদ্বীপে ও সপ্তগ্রামে দুই জন লোক প্রেরণ করিব। তুমি আর ভাবিও

না। যাও শয়ন কর গিয়া।" ধীরেন্দ্র বালক, শয়ন করিলেই নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা. তাহা হইলে সে আর চিন্তা করিবে না. এই ভাবিয়াই তিনি তাহাকে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন।

ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিন্তু জগদীশপ্রসাদ আর পুথি খুলিলেন না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের পিতা মাতা ও ভ্রাতার অনুসন্ধানের জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তখন তিনিও শয়ন করিতে গেলেন।

এ দিকে জগদীশ প্রসাদের শয়নগৃহে জাহ্নবী দেবী ও জগদীশপ্রসাদের বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী বসিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কথা কহিতেছিলেন। এই বিধবা স্ত্রীলোকটির নাম অম্বিকা। জাহ্নবী দেবী অম্বিকাকে বলিলেন, "হাঁ দেখ, ঠাকুরঝি! ছেলেটি বড় শান্ত ও বুদ্ধিমান্। আমাকে বড় ভক্তি করে। আমি ধীরেন্দ্রকে পুত্রের মত দেখি—পরপুত্র বলিয়া ভাবি না। আর দেখ, এই পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে ছেলেটি কেমন লেখা পড়া শিখিয়াছে। অন্য বালক যাহা দশ মাসেও শিখিতে পারে না, ধীরেন্দ্র তাহা এই কএক মাসেই অভ্যস্ত করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ধীরেন্দ্র যেমন শান্ত, তেমনি বুদ্ধিমান্।"

অম্বিকা মনঃসংযোগ করিয়া জাহ্নবীর মুখনিঃসৃত ধীরেন্দ্র-প্রশংসা শুনিতেছিলেন, আর এক এক বার ভাবিতেছিলেন, "ধীরেন্দ্র যদি তাহার পিতা মাতা ও অগ্রজকে না হারাইত, তবে এই সময়ের মধ্যে আরও লেখা পড়া শিখিতে পারিত। তবু যা' হউক, এত চিন্তিত হইয়াও সে যেমন বিদ্যার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা মধুপুরের কোন্ বালক এই বয়সে পারিয়াছে?" অম্বিকা এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি জৃম্ভন ত্যাগ করিলেন। সেই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয়ে আপনা আপনি অনাহূত অশ্রুসঞ্চার হইল। তিনি দুই চক্ষে দুই হস্ত দিয়া শিথিল ঘর্ষণে উহা মোচন করিতে করিতে বলিলেন, "বৌ! তবে এখন আমি শয়ন করি গিয়ে। কাল আবার খুব সকালে উঠিতে হইবে।" এই বলিয়া অম্বিকা আপনার শয়নগৃহে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদ শয়নকক্ষে আসিলেন। জাহ্নবী তাঁহাকে দেখিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "আজ যে এত সকাল সকাল এলে? নিদ্রার প্রতি বুঝি দয়া জন্মিয়াছে? ভাল।"

"ও গো, তা' নয়। ধীরেন্দ্রনাথের জন্য ভাবনা জন্মিয়াছে।" জগদীশপ্রসাদ এই বলিয়া সহধর্ম্মিণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

জাহ্নবী শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি? ধীরেনের কি কোন অসুখ হইয়াছে? সে এই যে কিছু আগে আহার করিয়া তোমার কাছে গেল। এখন্ সে কোথায়?"

জগ।—"শয়ন করিতে গিয়াছে। তাহার কোন অসুখ হয় নাই।"

জাহ্নবী।—"তবে তোমার আবার কিসের জন্য ভাবনা হ'ল?"

জগ।—"তাহারই ভাবনার জন্য।"

জাহ্নবী।—"তাহার আবার কিসের ভাবনা? সে কি আমাদের নিকট থাকিয়া মনে মনে কষ্ট বোধ করে?"

জগ।—"তা' কি তুমি আজিও বুঝিতে পার নাই?"

জাহ্নবী।—"কই না। আমি অত তন্ন তন্ন করিয়া কিছুরই অনুসন্ধান করি না। সে কি তোমাকে তাহার কষ্টের কথা খুলিয়া বলিয়াছে?"

জগ।—"প্রায়ই ত বলে, কিন্তু আজ এই কতক্ষণ সে, যে প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিল, তাহা দেখিয়া কে তাহাকে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত বলিতে পারে?"

জহ্নবী।—"তুমি কি তাহা আমাকে বলিবে?"

জগ।—"তোমাকে বলিব বলিয়াই ত আজ সকাল সকাল এখানে আসিলাম।" এই বলিয়া তিনি ক্ষণ কাল কি চিন্তা করিয়া নীরবে রহিলেন। আবার বলিলেন, "হ্যা দেখ, ধীরেন্দ্র তাহার পিতা মাতা ও অগ্রজের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত এবং দুঃখিত। সে এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সুখী নহে।"

জাহ্নবী এতক্ষণে জগদীশপ্রসাদের ভাবনার কারণ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "তবে তা'র এখন কি করিবে?"

জগ।—"কাল প্রাতে নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রামে দুই জন লোক পাঠাইব। একবার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা উহার চিন্তা ক্রমশঃ উহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিবে।"

স্বামার এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া জাহ্নবী

দেবীও চিন্তিত হইলেন। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বলিলেন, "যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তুমি কি করিবে?"

জগ।—"ধীরেন্দ্রকে তাহার পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

জাহ্নবী।—"আর যদি না পাওয়া যায়?"

জগ।—"তা' হ'লে তাহাকে নিশ্চিন্ত করিব—এক বার সন্ধান না করিলে তাহার চিন্তা দূর হইবে না; কারণ, সে ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে যে, অনুসন্ধানে তাহার পিতা মাতার খবর পাওয়া যাইবে। কাজেই আমাকে তাহা না করিলে কার্য্যটা ভাল দেখায় না।"

"তবে তাহাই করা উচিত হইতেছে।" জাহ্নবী দেবী এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলেন। অনেক ক্ষণ উভয়েই ধীরেন্দ্রের চিন্তায় চিন্তিত থাকিয়া ক্রমে নিদ্রিত হইলেন। তখন সকল চিন্তাই বিলীন হইল।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও বাটীস্থ সকলেই জাগরিত হইলেন। সে দিন প্রভাতে জগদীশপ্রসাদ আর বায়ু সেবনার্থ নন্দনকাননে গেলেন না। প্রাতঃক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিয়া একখানি অঙ্গমার্জ্জনীতে মুখ মুছিতে মুছিতে একবারে বৈঠকখানায় আসিলেন।

আসিয়া জমাদারকে ডাকিলেন। জমাদার উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিল।

জগদীশ বলিলেন, "জয়মঙ্গল তেওয়ারী! তুমি হারাধন ও কালিদাসকে শীঘ্র ডাকিয়া আন।" এই দুই ব্যক্তি জগদীপ্রসাদের বিশ্বাসী সরকার।

জমাদার শিরোনমন করিয়া প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জয়মঙ্গল তেওয়ারী হারাধন ও কালিদাসকে লইয়া বৈঠকখানায় পুনর্ব্বার আসিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহাদিগকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা অদ্যই সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লও, বিশেষ কার্য্য পড়িয়াছে। তোমরা দুই জন না হইলে উহা সংসাধিত হইতে পারিব না।

হারাধন।—"কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন?"

জগ।—"তোমাকে নবদ্বীপে আর কালিদাসকে সপ্তগ্রামে যাইতে হইবে।"

হারা।—"কি প্রয়োজনে, মহাশয়?"

তখন জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় আদ্যোপান্ত বিশেষ করিয়া বলিলেন। হারাধন ও কালিদাস সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, "অদ্যই কি যাইতে হইবে?"

জগ।—"নিশ্চই।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "দেখ, অনুসন্ধানের যেন তিলমাত্রও ত্রুটি না হয়। গোলোকনাথ বা তাঁহার সহধর্ম্মিণী তারাসুন্দরী দেবী কিম্বা জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে যেকোন একজনেরও সন্ধান লইয়া আসিবে। সন্তোষকর সংবাদ দিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিব।"

হারা।—"আমরা সাধ্যসত্ত্বে কিছুই ত্রুটি করিব না। আপনি প্রভু, আপনার আদেশ পালনে কখন কোনরূপ ত্রুটি বা ছল করি নাই, পরেও করিব না।"

কালিদাস জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমাদের সঙ্গে কি আর কোন লোক জন যাইবে?"

জগ।—"যদি ইচ্ছা কর, তবে দুইজনে দুই জন দ্বারবান্ ও দুই জন ভৃত্য লইয়া যাইতে পার। আর দেখ, দেওয়ানজীর নিকট হইতে তোমাদের গমনাগমনের পাথেয় লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি আবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

তখন দুই জন সরকার জগদীশপ্রসাদকে অভিবাদনাদি করিয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইল। অনন্তর স্নানাহার শেষ করিয়া হারাধন নবদ্বীপ ও কালিদাস সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে এক জন দ্বারবান্ ও এক জন ভৃত্যও চলিল।

এ দিকে জগদীশ বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এক একবার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ কেশ-গুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন, আবার কখন কখন উভয় হস্তে শিথিলমুষ্টি আবদ্ধ করিয়া মুখাগ্রে রাখিয়া ফুৎকার দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগলের দৃষ্টি এক এক বার কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া এক পদার্থের উপর পতিত রহিল। আবার এক একবার তিনি নেত্র নিমীলন করিয়া বামহস্তে বামগণ্ড রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপে দক্ষিণ পদের অঙ্গুলিগুলি আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কে বলিবে যে, তিনি নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? এই

সকল লক্ষণ যে চিন্তার কারণ, তাহা আমরাও জানি।

এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "মহাশয়! নাহিবার জল তোলা হ'য়েছে।"

জগদীশপ্রসাদ তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতেছিলেন, ভৃত্যের কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর করিলেন, "যাই-তেছি।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। তাহার পর তিনিও স্নানগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু চিন্তা তাঁহাকে ছাড়িল না। এ চিন্তা কিসের, তাহা আর পাঠক মহাশয়কে বলিতে হইবে না।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানের ফল।

যথা সময়ে হারাধন নবদ্বীপে এবং কালিদাস সপ্তগ্রামে পঁহুছিল। জগদীশপ্রসাদ যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা তত্তাবৎ প্রতি-পালন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক দিনে কোন সন্ধান মিলিল না বলিয়া, উভয়ে বাসা গ্রহণ করিল।

অনন্তর উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোনরূপ শুভজনক সংবাদ পাইল না। ক্রমে পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করিয়া দুই জনেই মধুপুরে প্রত্যাগত হইল। প্রথমে হারাধন, তাহার পর কএক দিন বাদে কালি-দাস জগদীশপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইল।

হারাধন আসিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তিন জনের মধ্যে এক জনকেও দেখিতে পাইলাম না। সেখানকার লোকেরা আমাকে বলিল, "গোলোকনাথ শর্ম্মা এখানে ছিলেন। তিনি একজন গণ্য মান্য ধনী ব্যক্তি। কিন্তু আমরা তাঁহাকে পাঁচ ছয় মাস হইতে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যে সপরিবারে কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। তাঁহার অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাহাও যে কি হইল, বলিতে পারি না। এখানে মুসল-মানেরা আসিয়া প্রথমতঃ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাতে অনেককেই দেশত্যাগী, ধনত্যাগী ও প্রাণত্যাগী হইতে হইয়াছে। আমরা জানিয়াছি, গোলোকনাথ তাহাদেরই অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে সপ-রিবারে নিহত করিয়াছে, কি তিনি এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও জানি যে, তিনি তাহাদেরই অত্যাচারে নবদ্বীপে নাই।"

হারাধন এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। জগদীশপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোলোকনাথের পরি-ত্যক্ত বাস্তবাটী দেখিয়া আসিয়াছ?"

হারা।—"আজ্ঞে, দেখিয়াছি। তাঁহার অট্টালিকা দেখিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই একজন বিশিষ্টরূপ ধনী বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়া-ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর কি বলিব, এক্ষণে সেই হিন্দুগৃহে মুসলমানেরা বাস করি-তেছে! গোলোকনাথের বিষয় সম্পত্তির অধি-কাংশই সেই অট্টালিকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও সেই অট্টালিকাবাসী যবনেরা ভোগ করিতেছে।"

হারাধনের প্রমুখাৎ জগদীশপ্রসাদ এই সকল দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছা মানুষিক ইচ্ছার অতীত। তুমি যে কাহাকে কিরূপ কর, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের কি শক্তি বুঝিতে পারে? আর তোমার সৃষ্ট অদৃষ্টচক্র যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পলকে পলকে নূতন নূতন গতিতে ঘুরিতেছে, তাহাও মানবী চিন্তার অজ্ঞেয়। দেব! তোমাকে এই কয়েকটি কথা বলিতে আমার যতটুকু সময় লাগিল, এই সময়ের মধ্যেই তোমার অসীম বিশ্বরাজ্যের কত স্থানে কত কি ঘটিয়া গেল। ইহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প হয়। বিশ্বপতি! তোমারই চক্রে অনাথ বালক ধীরেন্দ্রনাথের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আহা, সে শিশু, কিছুই জানে না। এই অল্প বয়স হইতেই তাহার ভাগ্যচক্রের এই মহাপরিবর্ত্তন, না জানি ভবিষ্যতে আরও কি হইবে। জগদীশ্বর! তুমিই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জীবের সমস্ত জান। তোমার ইচ্ছা, কার্য্য বিবেচনা মানুষে কি বুঝিবে?' অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কথা গুলি বলিয়া জগদীশপ্রসাদ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

হারাধন বলিল, "যদি মহাশয়ের আদেশ হয়, তবে এক্ষণে গৃহে গমন করি।"

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হারাধন প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে ধীরেন্দ্রনাথের ভাবনায় অত্যন্ত অস্থির হইলেন, আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কিছু দিন গত হইল। কালিদাস মধুপুরে ফিরিয়া আসিল। জগদীশপ্রসাদের একটি শেষ আশা ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল। কালিদাস জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "মহাশয়! সপ্তগ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা বলিলেন, গোলোক নাথ শর্ম্মা সেখানে যান নাই। তাঁহারা আরও বলিলেন যে গোলোকনাথ তাঁহার পিতার সহিত শৈশবকালে এখানে দুই তিন বার আসিয়াছিলেন, তাহার পর আর আসেন নাই।"

জগদীশপ্রসাদ নীরব হইয়া এই কএকটি বাক্য শুনিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সেই সপ্তগ্রামবাসী বৃদ্ধেরা তোমাকে আর কি বলিলেন? আর তুমিই বা তাঁহাদিগকে কি বলিলে?"

কালিদাস বলিল, "তাঁহারা গোলোকনাথের অপর যে সব কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এক জন ভাল ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইল। আমি আর কিছু বলি নাই।"

জগ।—"তিনি যে সপরিবারে নৌকামগ্ন হন, সে কথা তাঁহাদের কাছে উত্থাপন করিয়াছিলে?"

কালি।—"আজ্ঞে না।"

জগদীশ।—"ভালই করিয়াছ; কারণ দুঃখের কথা তাঁহাদিগকে শুনান কর্ত্তব্য নহে। যদি তাঁহাদিগের মধ্যে গোলোকনাথ শর্ম্মার কেহ আত্মীয় থাকিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত।" অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কালিদাসকে বিদায় দিলেন।

মনুষ্য আশার দাস—মনুষ্যের মন আশার প্রসাদভিক্ষুক—আর তাহার জীবন আশার অধীন। মানুষ সমস্তই ভুলিতে পারে, কিন্তু আশাকে ভুলিতে পারে না। সে যে দিন আশাকে ভুলবে, সে দিন সে আপনাকেও ভুলিবে। তখন সে জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায় হইবে। জগদীশপ্রসাদেরও তাহাই ঘটিল।—তিনি প্রথম কুসংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু শেষ সংবাদটি ভাল হইবে ভাবিয়া কতকটা সুস্থির ছিলেন, আশাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছিলেন। কিন্তু মায়াময়ী আশা তাঁহাকে ছলনা করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার আশার্চ্চনা পণ্ড হইল। তখন তিনি অধিকতর চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, "ধীরেন্দ্রকে কি বলিব—কি বলিয়া বুঝাইব?" আবার ভাবিলেন, "সজ্ঞানে কখন মিথ্যা কথা কহি নাই, আদ্য কহিব। ধীরেন্দ্রকে মিথ্যা কথায় প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিব। একপ মিথ্যা কথায় আমার পাপ হইবে না বোধ হয়।" আবার ভাবিলেন, "না—তাহা বলিব না; বলিলে কি হইবে? প্রকৃত কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রকে বুঝাইব। ধীরেন্দ্র ত এখন আর একেবারে শিশু নহে, বুঝাইলে বুঝিতে পারিবে। আমি তাহাকে আপনার পুত্রের মত দেখি। আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিন তাহাকে ত্যাগ করিব না।"

জগদীশপ্রসাদ কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ ভাবিলেন। তাহার পর আরও কত কি ভাবিলেন, এমন সময়ে এক জন ভৃত্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়! আপনার কাছে ধীরেন্দ্রনাথ আসিতে চাহিতেছেন।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "এখানে আর আসিতে হইবে না। তাহাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে বল্। আমিও যাইতেছি।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদও অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সান্ত্বনা।

"কি করিব, বাপু! আমি ত সন্ধান করিবার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় আর তোমার দুরদৃষ্টক্রমে তিন জনের মধ্যে কাহারই কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।" জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রকে এই বলিয়া তাহার কেশগুলি অঙ্গুলি দিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্র জগদীশপ্রসাদের মুখে এই নির্ঘাত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। তাহার অন্তর-নিহিত আশা অলক্ষ্যে কোথায় চলিয়া গেল।

সে যাইবার সময় একাকিনী গেল না, ধীরেন্দ্রনাথের যে কয়টি ভাল জিনিষ, তাহাও লইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রকে যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে আর সেরূপ দেখি না। ধীরেন্দ্র অন্তরে ও বাহিরে আর একরূপ হইয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডলে আর সৌন্দর্য্য নাই—অন্তরে আলোক নাই—হৃদয়ে আনন্দ নাই। সকলই ঘুচিয়া গেল।—তাহার নয়ন ছলছল করিয়া উঠিল—দুই একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহার এই অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। আপনি তাহার নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিয়া কহিলেন,

"বাবা! কাঁদিলে কি হইবে? তুমি ত নিতান্ত শিশু নও—কতক বুঝিতে সুঝিতে পার, তবে কেন ভাবিতেছ? মানুষের অবস্থা চিরকাল কি সমান যায়? তোমার অপেক্ষা কত লোকের কত বিপদ ঘটে। তা'রাও ত সময়ে সময়ে ধৈর্য্য ধারণ করে। তবে তুমি কেন আর এত অধীর হইতেছ? আমি তোমাকে আপনার পুত্রের মত ভালবাসি। তোমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা তাহাই করিয়া থাকি। তুমি তোমার পিতামাতার কাছে যেরূপ আদরে ছিলে, আমাদের কাছে কি তাহার অপেক্ষা অল্প সুখ সচ্ছন্দতায় আছ?"

ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, "না, মহাশয়! আমি এখন আপনার কাছে খুব সুখে আছি। আপনি যে এই অনাথকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, আমি তাহা ভালরূপে জানি। আর আপনি আমাকে আশ্রয় না দিলে, আমি এত দিন জীবিত থাকিতাম কি না সন্দেহ।" এই বলিয়া অশ্রুমোচন করিল।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তবে তুমি সর্ব্বদা এত বিষণ্ণ হইয়া থাক কেন? বিশেষতঃ অদ্য তোমাকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে একটি দিনও এরূপ দেখি নাই।"

ধীরেন্দ্র বলিল, "আজ আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সুস্থির হইতে পারিতেছি না।"

জগদীশপ্রসাদ এই কএকটি কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "ধীরেন্দ্র এখনো বালক, ইহার বুদ্ধিশক্তি এখনও অপক্ক, সুতরাং পিতামাতার শোকে যে, অত্যন্ত কাতর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিছু দিন পরে অবশ্য ইহার এই শোক অনেক লাঘব হইয়া যাইবে। প্রথমবস্থায় শোক যতদূর পরাক্রম প্রকাশ করে, শেষাবস্থায় আর ততদূর করিতে পারে না। শোক যদি বরাবর সমান ভাবে মানবহৃদয়কে নিপীড়িত করিত, তাহা হইলে এত দিন পৃথিবীতে এত লোক জীবিত থাকিত না। সকলেরই উৎপত্তি ও নিবৃত্তি আছে।" এই ভাবিয়া ধীরেন্দ্রকে আর কিছু বলিলেন না।

এমন সময়ে সেই গৃহমধ্যে জাহ্নবীদেবী আসিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "মা! তোমাকে আর গঙ্গাদেবীর পূজা দিতে হইল না। আমার পিতা মাতার আর দাদার কোন সুখবর পাওয়া গেল না। মা! তাঁহাদের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই মা!" এই বলিয়াই জগদীশপ্রসাদের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া গেল।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী অতিশয় শশব্যস্ত হইলেন।

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "বাবা! ধীরেন্ এত অধীর হইলে কি হইবে, বাবা? শান্ত হও, এখন না হইল, এর পরেও ত সুখবর পাওয়া যাইতে পারে। ভয় কি, কিসের দুঃখ? তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা জীবিত আছেন। তুমি আর শোক দুঃখ করিও না—সুস্থির হও।" এই বলিয়া তিনি স্বামিক্রোড়পতিত শোকার্ত্ত ধীরেন্দ্রকে আপনার ক্রোড়ে লইলেন।

জগদীশপ্রসাদও তাহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্র আর কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না, কেবল নেত্রজলে মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখ শোক অপরে কি কখন সমান ভাবে বুঝিতে পারিবে? কখনই না। সে আপনিই বুঝিতেছে বলিয়া এত কাঁদিতেছে।

অনন্তর তাহাকে লইয়া জাহ্নবী দেবী ও জগদীশপ্রসাদ সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালচক্র।

আমরা জানি, শকট-চক্রে পতিত হইলে জীব পেষিত হইয়া মরিয়া যায়, কিন্তু কাল-

চক্রের কার্য্য অন্যরূপ।—কালচক্র প্রতি আবর্ত্তনে শত শত জীবকে পেষণ করিয়া যেমন নিধন করে, সেইরূপ আবার শত শত প্রাণীকে উৎপন্নও করিয়া থাকে। অনেকেই কালচক্রের আবর্ত্তনকে কেবল দুঃখের কারণ বলিয়া জানে, কিন্তু আমরা ইহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই হেতু বলিয়া বিশ্বাস করি। এই স্থলে আমরা কালচক্রের একবার স্তব করিব। পাঠকবর্গের কর্ণে উহা ভাল না লাগিলেও, ক্ষমা করিবেন। কেন না, আমাদের বিবেচনায় মনুষ্যের স্তব করা অপেক্ষা কালচক্রেরই বন্দনা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। তবে এক্ষণে কালচক্রের স্তব আরম্ভ করা যাউক;—

হে অনিবার্য্যগতিশীল অখণ্ডপ্রতাপ কালচক্র! তোমাকে নমস্কার। তোমার একদিবারাত্রিক গতির নাম সংক্রমণ—তিন শত পঞ্চষষ্টি দিবস ষষ্ঠ ঘটিকাপরিমিত অর্থাৎ একবার্ষিক সংক্রমণের নাম আবর্ত্তন—আর শতবাৎসরিক আবর্ত্তনের নাম মহা-আবর্ত্তন। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে চিরভ্রমণকারিন্! কাহার এমন ক্ষমতা আছে যে, তোমার সহিত সমান ভাবে সমান পরাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারে? তোমার গতিরোধ করিতে পারে, এমন কেহই আজিও জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে মহাগতিশালিন্ চক্রবর! আমরা সৌরজগতের অন্তর্গত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি দেখিতে পাই; এমন কি মানবজাতির নিরবয়ব মনের গতিও প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু তোমার অলক্ষ্য গতির প্রতি আমাদের লক্ষ্য হয় না। সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রগণ এবং মনুষ্যদিগের মন তোমারই গতিবলে আঘাতিত হইয়া গতিশিক্ষা করিয়া থাকে। তুমি অগতির গতি। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে চক্রেশ্বর! যখন তুমি ধাবন-ব্যায়ামে চিত্তসংযোগ কর, তখন ঘূর্ণনঘর্ঘর-শব্দে জড়প্রকৃতি জাগরিত হইয়া উঠে। সূর্য্য সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিকে ছুটিয়া যায়—চন্দ্র একপক্ষকাল দেখা দিয়া আর একপক্ষ লুক্কায়িত থাকিতে চেষ্টা করে—অন্যান্য গ্রহগণ আত্মগোপন করিবার জন্য যেন ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া সুনীল নভোগর্ভে মিশিতে চেষ্টা করে—মহাসাগর উত্তালতরঙ্গমালা উত্তোলন করিয়া চীৎকার করে—উর্দ্ধচূড় শৈলশ্রেণী নদীরূপ জলরাশি উদ্গার করে—সুবিশাল শ্যামবসনা মেদিনী কাঁপিয়া উঠে। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে মহাচক্র! তোমারই কৌশলে "সেই এক দিন আর এই এক দিন" এই বিচিত্র পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। এই পদের অভ্যন্তরে তোমার ভ্রমণশীল পদ কত বিপদ, আপদ, সম্পদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়াছে—করিতেছে ও করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? যখন ভারত স্বাধীন ছিল, তখন "সেই একদিন আর এখন ভারত হইয়াছে,—"এই একদিন"। যখন ভারত-সন্তানগণ শত্রুমুণ্ড লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিত, তখন "সেই একদিন", আর এখন তাহারা সেই শত্রুপদে স্ব স্ব মুণ্ড স্থাপন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছে,—"এই একদিন", যখন ভারতীয়েরা সুরাকে বিষবিষ্ঠাসম জ্ঞান করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিত, তখন "সেই একদিন" আর এখন তাহারা উহাকে সুধাজ্ঞানে গলাধঃকরণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে,—"এই একদিন"। যখন 'এই কার্য্য করিও না, ইহাতে পাপ হইবে' এইরূপ মূলবিধির উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন "সেই এক দিন" আর এখন সেই মূলবিধির স্থলে 'এই কার্য্য করাই উচিত, নহিলে পাপ হইবে' সুতরাং "এই একদিন"। যখন সরস্বতী নদীতটস্থ অরণ্যে বৈদিক মহর্ষিগণ শুদ্ধচিত্ত হইয়া যাগযজ্ঞ সাধন করিতেন, তখন "সেই একদিন" আর এখন বিহার উদ্যানের সরোবর-তট-শোভিত 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে, মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে' মহাপুরুষগণ রমণীমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া সুরা সেবনে অধঃপতন সাধন করিতেছে,—"এই একদিন।" যখন পিতৃবৈরনির্যাতনের আশায় অসীম বিক্রমশালী মহারাজ সগর ম্লেচ্ছগণের মস্তক মুণ্ডন প্রভৃতি অবমানসূচক শাস্তি প্রদান করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন, তখন "সেই এক দিন" আর এখন সেই অপদস্থ ম্লেচ্ছকুলের পাদনিহিত চর্ম্মপাদুকার ধূলি ঝাড়িয়া ভারতবর্ষীয়েরা জীবন সার্থক করিতেছে, সুতরাং "এই এক দিন"। হে মহাচক্র! তোমার কৌশলচক্রে আরও যে এইরূপ কত "সেই এক দিন" আর "এই এক দিন" বাহির হইয়া পড়ে, অনন্ত আকাশের নক্ষত্রসমূহ মহাসমুদ্রের বালুকারাশি ও সমুদয় জীবের লোম

রন্ধ্ররাজি গণনা করিয়া একত্র সমষ্টি করিলেও তাহার সংখ্যা হয় না। ধন্য তুমি ও ধন্য তোমার অদ্ভুত লীলা। অতএব তোমাকে নমস্কার।

পাঠক! এই অনন্তগমনশীল কালচক্রে ঘুরিয়া এক দিন, দুই দিন করিয়া ত্রিশ দিনে এক মাস—এক মাস দুই মাস করিয়া বার মাসে এক বৎসর উলটাইয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না—কালচক্রের মহাপরিধির কতকটা আকার বৃদ্ধি করিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া—অলক্ষ্যে থাকিয়া—অলক্ষ্যে কোথায় মিশিয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কত কি ভালমন্দ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা এই এক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর যত নিমেষপাত হইয়াছে, তদপেক্ষাও সংখ্যায় বহুগুণ হইবে। এই এক বৎসরের মধ্যে কেহ প্রতি নিশ্বাসপাতে কাঁদিয়াছে, আবার কেহ হাসিয়াছে—কেহ প্রাণাধিক পুত্র কন্যা হারাইয়াছে, আবার কেহ লাভ করিয়াছে—কাহার ভাগ্যে পত্নী লাভ হইয়াছে—কেহ সংসারশূন্য হইয়াছে—কেহ খুন করিয়াছে—কেহ খুন হইয়াছে—কেহ কাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে—কেহ যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে—কাহারও ভাগ্যে একাদশ-বৃহস্পতি হইয়াছে, আবার কাহারও অদৃষ্টে রন্ধ্রগত শনি অত্যাচার করিয়াছে। ফলকথা এই এক বৎসরে ভালমন্দ—পাপপুণ্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম—হিতাহিত—ক্ষতিলাভ ঘটিয়াছে। বাকী কিছুই নাই, যদি থাকে, তবে তাহা কিছুই নহে—শূন্য। এইরূপে, এইরূপ অসংখ্য ঘটনা সমষ্টির উপর দিয়া তিন শত পঞ্চষষ্টি দিনের একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া আরও দশটি বৎসর চলিয়া গেল।

এত দিন পরে ধীরেন্দ্রনাথ চতুর্ব্বিংশ, কিরণময়ী পঞ্চদশ এবং হিরণ্ময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের হইলেন। সুতরাং উল্লিখিত কালচক্রের আবর্ত্তনে ইহাঁদিগের শরীরের ও মনের অনেক পদার্থ ও বৃত্তিরও আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন ঘটিল। জগদীশপ্রসাদের সময়ে যদি এ দেশে রসায়ন চিত্রের অর্থাৎ ফটোগ্রাফের প্রথা থাকিত, তাহা হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে এই সমস্ত আবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের কথা এক জনকে অপর জন বুঝাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইবার নহে। সুতরাং কতকগুলি কথা খরচ করিয়া প্রথমতঃ ধীরেন্দ্রনাথের কথা পাড়িতে হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ এক্ষণে যুবা। এখন তাঁহার নূতন অবস্থা। শৈশবকালের খেলাধূলা আহার ও শয়নপ্রণালী প্রভৃতি প্রায় সমস্তই গল্পের ন্যায় বোধ হইতেছে। এখন নূতন ইচ্ছা বা সখ্। এখন আর সে গুলিডাণ্ডা—কপাটী—চোর চোর—ছুটাছুটি—হুটাহুটি কিছুই নাই। তবে কি আছে?—আছে শতরঞ্জ—পাশা—বাঘছাগল ইত্যাদি। আর ধূলামাখা কাপড়ের বদলে পরিষ্কার কাপড়—'যা' পাই, তা'ই খাই'র বদলে দুই সন্ধ্যা নিয়মিত আহার এবং বিকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই গাঢ় নিদ্রার বদলে রাত্রি গাঢ় হইলে অপ্রগাঢ় নিদ্রা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থানের বদলে সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে শয্যাপরিত্যাগ। তখন সঙ্গীত শিখিতে ইচ্ছা থাকিলেও অনবরত বিদ্যাভ্যাসেই লিপ্ত থাকিতে হইত, এখন সঙ্গীতবিদ্যা ও লেখা পড়ার বিদ্যা উভয়েরই অভ্যাস হইয়া থাকে, তবে লেখা পড়া অপেক্ষা সঙ্গীতের সঙ্গে সম্বন্ধটাই অধিক। বোধ হয়, বকেয়া বাকীটা পূরাইবার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকিবে। তখন ধীরেন্দ্রের অপক্ক নাসারন্ধ্রে যে ছিদ্র করিয়া তাঁহার পিতা একটি নোলক দুলাইয়া দিয়াছিলেন, এখন সে ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নে ও ওষ্ঠের উপরে কৃত্রিম ভূষণের পরিবর্ত্তে অন্যতম স্বভাবসিদ্ধ প্রধান অলঙ্কার শোভিত হইয়াছে—উহার নাম, পাঠক বুঝিয়া লউন। ধীরেন্দ্র শ্মশ্রু ধারণ করিতে ভালবাসেন না বলিয়া প্রতি সপ্তাহে ক্ষৌরকারকে দিয়া দূর উহাকে বিদায় করেন। ধীরেন্দ্রের সেই ... এখনও সেই, তবে কিনা কিছু বড় হইয়াছে আর সেই বড়র সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে একটি নূতন জিনিষ আশ্রয় লাভ করিয়াছে, উহার নাম অপাঙ্গদৃষ্টি। ফলকথা ধীরেন্দ্রনাথ এখন যুবা।

পাঠক! আপনার নিকটে আমরা ধীরেন্দ্রনাথের যৌবনবৃত্তান্ত এক প্রকার বলিলাম। সময়ে কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীরও বিষয় বলিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে আপনি যেরূপ জানেন, সেইরূপ করিয়া মনে মনে বর্ণনা করুন্।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

বেলা দ্বিপ্রহর। প্রকৃতির প্রথম মূর্ত্তির

আর কিছুই নাই—এক্ষণে দ্বিতীয় মূর্ত্তি। আকাশ পরিষ্কার নীল। সূর্য্যদেব উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেই অনন্ত নীলগগনে তেজঃ প্রকাশ করিতেছেন। প্রাতঃকালে ইহাঁকে দেখিয়া যেরূপ আরাম লাভ হইয়াছিল, এখন তাহার ঠিক বিপরীত। এখন ইনি অস্তাচলে গেলেই বাঁচি। কেহ যে বরাবর এক অবস্থায় থাকিতে ভালবাসে না—তাহার সাক্ষী এই সূর্য্য। কোমলপ্রকৃতিও যে সময়ে উগ্র ও নীরস প্রকৃতির বশীভূত হয়,তাহার সাক্ষী এই সূর্য্য। আর, কাহারই অবস্থা যে চিরকাল সমান থাকে না, তাহার সাক্ষী এই মধ্যাহ্ন-প্রকৃতি।

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে বলিয়া সকলেই এক প্রকার নিস্তব্ধ। চারি দিক্ রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পক্ষীরা ঝোপে ঝোপে চুপে চুপে বসিয়া আছে। মাঠের মধ্যে গাভীগণ দলবদ্ধ হইয়া আর চরিতে চাহে না। যেখানে একটি বৃক্ষ দেখিতেছে, তাহারই মূলে আশ্রয় লইতেছে,—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ শুইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছে। তাহাদের পরিচালক রাখাল বালকও পরিহিত মলিন বস্ত্রের এক দিক বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই—গান গাহিতেছে। গাভীদের কেহ কেহ একবার গুঁতাগুঁতি করিতেছে —রাগে কি আমোদে, তাহা জানি না, কিন্তু রাখাল বালক 'আরে মর্ শালার গরু' বলিয়া স্তব করিতেছে। বৃক্ষের ছায়া যে জীবনের রূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাহা এতক্ষণে কেরা বুঝিয়াছে। জল যে কিরূপ মূল্য- পদার্থ, তাহা তৃষাতুরের হৃদয়ঙ্গম হইছে।

প্রত্যহ এই দ্বিপ্রহরের সময় জগদীশপ্রসাদ আহার করেন। এই জন্য তাঁহার ভোজনগৃহে একটি দাসী আজ একখানি বড় চতুষ্কোণবিশিষ্ট আসন পাতিয়া তাহার নিকটে শ্বেত প্রস্তরের একটি চুম্‌কীতে কর্পূরবাসিত জল পূরিয়া রাখিল। তাহার পার্শ্বে একখণ্ড ক্ষুদ্র কদলীপত্রে কিঞ্চিৎ লবণ আর একখানি ক্ষুদ্র রৌপ্যরেকাবীতে কতকটা উত্তম মাখন রাখিয়া দিল। এমন সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত থালায় উত্তম অন্ন ও সাত আটটি বাটীতে নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজাইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনের সম্মুখে রক্ষা করিল। ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া রহিল, দাসী চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন পাচক ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদ আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিলেন। অনন্তর পঞ্চপ্রাণকে পঞ্চগ্রাস অর্পণ করিয়া আহার করিতে বসিলেন। জাহ্নবী পার্শ্বে বসিয়া একখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বীজন করিতে লাগিলেন।

আহার করিতে করিতে জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবী দেবীকে বলিলেন, "দেখ, আজ কয় দিন ধরিয়া তোমাকে একটি কথা বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বলি নাই—আজ বলিব।"

জাহ্নবী বলিলেন, বুঝিয়াছি, ব্যঞ্জন ভাল হইতেছে না।"

"তবে ত তুমি সকলই বুঝিয়াছ, জ্যোতিষশাস্ত্রটাও কি কণ্ঠস্থ করিয়াছ?" হাস্যমুখে এই কএকটি কথা বলিয়া জগদীশ এক গ্রাস অন্ন মুখে দিলেন।

জাহ্নবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন, তবে কি হইয়াছে? কি কথা বলিবে?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "কথাটা এই,—কিরণময়ী দেখিতে দেখিতে পনর বৎসরে পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহাকে একটি উপযুক্ত পাত্রের করস্থ করিতে হইতেছে। আর বৃথা সময়ক্ষেপ করা ভাল দেখায় না। এত দিন আমার মনের মত পাত্র পাই নাই বলিয়াই, কন্যার প্রতি পিতার এই কর্ত্তব্য কার্য্যটি করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

জাহ্নবী দেবী আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, আমার বড় সৌভাগ্য যে, আজ তোমার নিজের মুখ দিয়াই আপনা আপনি এই কথা নির্গত হইল। আমি আজ ক্রমাগত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া তোমার নিকট এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তুমি একটি দিনের জন্যও আমার সেই কথায় মনোযোগ দাও নাই। যখনই বলিয়াছি, তখনই 'না—না—এখন না,' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছ। তাই বলিতেছি, আমার বড় সৌভাগ্য।"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সৌভাগ্যে আমারও সৌভাগ্য।"

জাহ্নবী বলিলেন, "আচ্ছা, সে যাহা হউক, এক্ষণে কোথায় পাত্র ঠিক করিলে? পাত্রটি ত দেখিতে বেস্ সুশ্রী? লেখাপড়া জানে ত? চরিত্র ভাল ত?"

জগদীশ বলিলেন, "হাঁ।" এই বলিয়া আর এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিলেন। উভয়ে এইরূপ কথা বার্ত্তার প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই দাসী একটি রূপার বড় বাটী পরিপূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আনয়ন করিল। জাহ্নবী দেবী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া সেই বাটীটি লইলেন। দাসী আবার চলিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের পাত্রের দক্ষিণদিকে দুগ্ধপাত্র রক্ষিত হইল।

আবার উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিল।

জাহ্নবী বলিলেন, "পাত্রটি কোথাকার?

জগদীশ উত্তর দিলেন, "বড় দূরের নয়—এই বাটীর।"

জাহ্নবী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ এই বাটীর? নাম কি?"

জগদীশ বলিলেন, "ধীরেন্দ্র।"

"ধীরেন্দ্রনাথ?—আমাদের ধীরেন্দ্রনাথ?—তা বেশ হইয়াছে।" এই বলিয়া জাহ্নবী দেবী কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "না, তুমি পরিহাস করিতেছ।"

জগদীশপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না—[illegible] পরিহাস করিতেছি না,—সত্যই বলিতেছি।"

জাহ্নবী দেবী অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ধীরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত মায়া মমতা জন্মিয়াছিল, এই জন্য তাঁহারও ইচ্ছা ছিল, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর শুভ বিবাহ হয়। আজ স্বামীর মুখে সেই মনোগত কথাগুলি শুনিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। শশাঙ্ক যেমন চকোরীকে সুধা দান করে, সেইরূপ জগদীশপ্রসাদের মুখমণ্ডল জাহ্নবী দেবীকে যেন কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ ঢালিয়া দিল। জাহ্নবীর সুখের আর অবধি রহিল না।

ভোজনব্যাপার সমাপ্ত হইল। জগদীশপ্রসাদ আচমন করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে গমনপূর্ব্বক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন। জাহ্নবী দেবীও অবিলম্বে একটি রূপার ডিপায় করিয়া দশটি তাম্বুল তাঁহাকে দিলেন। অনন্তর উভয়ে উক্ত কথার প্রসঙ্গ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

—

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়সঞ্চার।

পাঠক! আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, নন্দনকানন ব্যতীত জগদীশপ্রসাদের আরও একটি উদ্যান ছিল। সেটি তাঁহার অট্টালিকার উত্তরপার্শ্বসংলগ্ন। তদীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা সেই উদ্যানে গিয়া পুষ্পচয়ন করিত। সেই উদ্যানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাহাতে স্নান করিত। উক্ত উদ্যানের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমের দিকে দুই মানুষপ্রমাণ উচ্চ প্রাচীর, সুতরাং বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর ভাগ বা অভ্যন্তর ভাগ হইতে বহির্ভাগ দেখা যাইত না। তবে কেবল [illegible] প্রদেশ হইতে উদ্যানের মধ্যস্থ বড় বড় বৃক্ষগুলির শীর্ষদেশ দেখা যাইত। কোন কোন উচ্চ বৃক্ষের দীর্ঘ শাখা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের বালক বালিকা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঢেলা মারিয়া সেই সব শাখা হইতে ফল ভাঙ্গিয়া লইত।

সেই উদ্যানের মধ্যে এক দিকে তুলসী ও কএকটি বিল্ববৃক্ষ ছিল। বিধবা স্ত্রীলোকেরা তথা হইতে সাজী ভরিবার বিশেষ যো পাইত। অন্য দিকে অনেকগুলি ভাল [illegible] ফুলের গাছ। তাহারই নিকটে স্বচ্ছ সরোবর সুশোভিত ছিল।

পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী ধীরেন্দ্রকে পর ভাবিতেন না। বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনাবস্থাতেও তাহার অণুমাত্র অন্যরূপ ভাবেন নাই। তাঁহারা প্রথম দিন ধীরেন্দ্রকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, আজিও তাহাই।

ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী এক এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেন। কেহ ফুল তুলিতেন—কেহ তাঁহার নিকট হইতে উহা লইতেন। কেহ মালা গাঁথিতেন—কেহ উহা গলদেশে ধারণ করিতেন। এই তিন জনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বড় ভাব জন্মিয়াছিল। তবে কি না, মুখের ভাবের সহিত মনের ভাব সকলের সমান হয় না। এই জন্য ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে মুখে মনে যেরূপ ভালবাসিতেন, কিরণময়ীকে ঠিক সেইরূপ ভালবাসিতেন না। মনুষ্যের এই-

আর কিছুভাব, সুতরাং কেন যে এমন হইয়াছিল, আকাশ কি করিয়া বলিব? কিন্তু ধীরেন্দ্রের প্রতি হিরণ্ময়ীর মনে মুখে যেরূপ ভাব, কিরণময়ীরও ঠিক তাহাই। ইহাও মনুষ্যের স্বভাব, সুতরাং কেন যে এমন হইয়াছিল, তাহাই বা কি করিয়া বলিব?

কিরণময়ীর প্রতি ধীরেন্দ্রনাথের ভালবাসা লজ্জামিশ্রিত, কিন্তু হিরণ্ময়ীর প্রতি তাহা নহে। এই জন্য তিনি যখন কিরণের সঙ্গে কথা কহিতেন, তাহা একজাতীয়, আর যখন হিরণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন, তাহা অন্য জাতীয়। যদিও তিনি উভয়ের সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে এক স্বরে কথা কহিতেন, তথাপি উহা ভিন্নতর হইয়া দাঁড়াইত।

ধীরেন্দ্র কিরণময়ীর নিকট সকল কথা ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না, হিরণ্ময়ীর কাছে বলিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী উভয়েই মনের কথা সমানভাবে ফুটিয়া বলিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রনাথ একাকী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার এক গাছি ছড়ি ছিল। তিনি সেই ছড়িটি সঞ্চালন, কখন ঘূর্ণন, কখন শ্যামল দুর্ব্বা-পুষ্পতরুর উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে, ধীরে ধীরে এ দিক ও দিক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে কতক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুষ্করিণীর ঘাটের উপর আসিয়া উপবেশন করিলেন। দেখিলেন, কতকগুলি ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ মৎস্য চারি পাঁচ অঙ্গুলি জলের নিম্নে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতেছে। তিনি অনন্যমনে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া কতকগুলি পাখী সেই পুষ্করিণীর উপর দিয়া নীড়াভিমুখে উড়িয়া গেল, আর অমনি ভয় পাইয়া সন্তরণশীল মৎস্যগুলিও জলের ভিতর ডুব দিল। ডুবিবার সময় জলে এক প্রকার অস্ফুট অথচ মধুর শব্দ হইল। আবার জল নড়িতেছে; কেন নড়িতেছে?—সান্ধ্য সমীরণের নীরব হিল্লোলে। সুধীর পবন ক্রমাগতই সরোবরের দক্ষিণ দিক হইতে এক একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীময় সুবিস্তৃত আস্তরণ উত্তর দিকে সরাইয়া দিতেছে। এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। উদ্যানটি সারাদিন নানা প্রকার নানা কথা শুনিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে পক্ষিকুলও নীরব।—উদ্যানও নীরব। কেবল ধীরেন্দ্রনাথ এক একবার শিশ দিতেছেন—অনুচ্চস্বরে গান গাহিতেছেন—মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটি সোপানের উপর তালে তালে ঠুক ঠুক করিয়া ঠুকিতেছেন। এক জন হইতে তিন রকম শব্দ হইতেছে—এ শব্দ উদ্যানের পক্ষে বিরক্তিকর নহে—বড় মনোহর। ধীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বস্তুত মধুর বলিয়া উহা উদ্যানের পক্ষে মনোহর, অধিকন্তু তাঁহার গান যে একবার শুনিয়াছে, সে আবার শুনিবার জন্য অনবকাশকে অবকাশ করিয়া লয়। বাগানের গায়েই বাড়ী, সুতরাং কোন গুরুজন গান শুনিতে পাইবেন, এই ভয়ে তিনি অনুচ্চস্বরে গাহিতেছিলেন। তবে কি তিনি কখন উচ্চকণ্ঠে গান গাহেন না!—গাহেন। কোথায়?—প্রিয়মাধবের বাড়ীতে। প্রিয়মাধব কে?—ধীরেন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধু। তিনিই এক্ষণে তাঁহার বাড়ীর কর্ত্তা, সুতরাং তিনিও গাহেন, আর ইনও গাহেন।

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল, কাজেই চাঁদের চাঁদনীও গাঢ় হইয়া উজ্জ্বল হইল। দিনেও বৃক্ষের ছায়া ছিল, এখনও তাহাই। তবে প্রভেদ এই,—দিনে ছায়া ভাল লাগিত—ছায়ার বাহিরে রৌদ্র ভাল লাগিত না; এখন ছায়া তত ভাল লাগে না, কিন্তু ছায়ার বাহিরে জ্যোৎস্না ভাল লাগে। এই জন্য ধীরেন্দ্রনাথ বৃক্ষচ্ছায়াবিবর্জ্জিত পুষ্করিণীর সোপানের উপরেই বসিয়া রহিলেন। ধীরেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে।—এই জন্য মৃদুমন্দ সমীরণ আপন মনে তাঁহার উত্তরীয় লইয়া খেলা করিতে লাগিল; জ্যোৎস্না তাঁহার সুন্দর দেহে হাত বুলাইতে লাগিল; প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি তাঁহার নাসিকায় সুগন্ধ জোগাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে।—সেই জন্য জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন; কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী ভালবাসার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। ফল কথা, ধীরেন্দ্রনাথ ভাগ্যবান্ যুবা।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতীত হইল, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথ সোপান ত্যাগ করিলেন না। এক্ষণে তিনি নীরব হইয়া বসিয়া আছেন।—দেখিলে বোধ হয়, যেন কিসের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন বলিয়া চিন্তার পরিচর্য্যা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এতদূর চিন্তামগ্ন হইলেন যে, বাহিরে কি কি ব্যাপার

হইতেছে, তাহা দেখিতে বা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে চক্ষু নিমীলন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ কে একজন আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। ধীরেন্দ্রনাথের গাঢ়চিন্তা সরিয়া গেল—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। "কে—কে" বলিয়া নিজ-হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, তাহার হস্ত কোমল ও তাহাতে বলয় রহিয়াছে। অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছিল, কাজে কাজে তাহার হস্ত খুলিয়া গেল। সে অন্য উপায় না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের বস্ত্রে নিজের মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিল। ধীরেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন,—হিরণ্ময়ী।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হিরণ।"

হিরণ্ময়ী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, উহুঁ, কিরণ।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ, হিরণ! এ পরিহাসের স্থানও নহে—সময়ও নহে। তুমি এখানে এখন একাকিনী আসিয়াছ কেন?"

হিরণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে মুখের কাপড় খুলিয়া বলিলেন, তুমি এখানে আছ বলিয়া।"

"আমি যেখানে থাকিব, সেইখানেই কি তোমাকেও থাকিতে হইবে? এমন সময়ে এমন স্থলে তোমার আসা ভাল হয় নাই। তুমি শীঘ্র গৃহে যাও।" ধীরেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়া, তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "ধীরেন্! আমি যাইব না।"

ধীরেন্দ্র বলিলেন, "যদি কেহ দেখিতে পায়, তবে কি বলিবে? বিশেষতঃ কিরণময়ী তোমাকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের অন্তরালে রাখেন না, যদি তিনিই তোমার অনুসন্ধানে এখানে আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনিই বা কি মনে করিবেন?"

এই কথাগুলি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধীরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে নির্গত হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর কর্ণে তিক্তরস ঢালিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "ধীরেন্! আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি। এই তবে আমি যাই।" এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। আবার একবার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ধীরেন্! তবে চলিলাম।" এই বলিয়া গৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন, হিরণ্ময়ী বাস্তবিকই চলিয়া যাইতেছেন, তখন আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতগমনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইচ্ছা ধরিবার।

হিরণ্ময়ী যাইতে২ এক একবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। এইবার যেমন চাহিলেন, আর অমনি দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ দ্রুতগমনে আসিতেছেন। তিনি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অবলাবলসুলভ দ্রুতে গতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দৌড়িতে দৌড়িতে একটি কণ্টকিত কুসুমলতায় তাঁর অঞ্চল বাঁধিয়া গেল—আটক পড়িলেন। কণ্টক হইতে অঞ্চল ছাড়াইতে ছাড়াইতে ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে সেই অঞ্চল ধৃত হইল।

তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী তীব্র পরিহাসের সহিত বলিলেন, "ছাড় ছাড়, শীঘ্র ছাড়—এখনি কেহ দেখিতে পাইবে—পাইলে কি বলিবে?—ছাড় ছাড়—আঁচল ছাড়।"

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ! এত পরিহাস কোথায় শিখিলে? আচ্ছা সে যা হউক, তুমি যে আমাকে বলিয়া আসিলে 'আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি।' কিন্তু আমি ত এ কথার কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে পারিলাম না। তুমি কি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবে? কেন এমন কথা বলিলে? কখন ত তোমার মুখে এরূপ বাক্যের আভাসও পাই নাই।" এই বলিয়া আবার তিনি ব্যগ্রতাসহকারে বলিলেন, "হিরণ! আমার নিতান্ত অনুরোধ—আমি যোড়হাত করিয়া বলিতেছি, তুমি এই কথার মর্ম্মভেদ কর।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্ত ধারণ করিলেন।

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না, কেবল অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে উদ্যানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কতকটা দূরে একটি মনুষ্যের ন্যায় কি দেখা দিল। হিরণ্ময়ীর দৃষ্টি ভূক্ষিপ্ত থাকাতে, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি হিরণ্ময়ীর

হস্ত পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহা আর তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। তিনি বিপদে পড়িলেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। দুই পদ অগ্রসর বা দুই পদ পশ্চাৎ হইতে পারিলেন না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, প্রশ্নের উত্তর করেন নাই বলিয়া, ধীরেন্দ্র ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহার হস্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখন অবসর পাইয়া, কণ্টক হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া, হিরণ্ময়ী বরাবর গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

মনুষ্যের ন্যায় যাহাকে দেখিয়া ধীরেন্দ্র ... হইয়াছিলেন, তাহাকেও আর দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে হিরণ্ময়ী তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। আর তিনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেও কোথা লুক্কায়িত হইল কি মিলাইয়া গেল, তাহারও কিছু ঠিকানা হইল না। তিনি আবার ঘাটে গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিতে২ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, আর বসিতে পারিলেন না। সরঃসোপানাবলির সর্ব্বোপরিস্থ চাতালের উপর উত্তরীয় বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। নেত্র নিমীলন করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এতাদৃশ বিষম চিন্তায় নিপীড়িত দেখিয়া নিদ্রা যেন দুঃখিত হইলেন; তাই তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য নেত্রযুগলে স্বীয় সুকোমল ও চিন্তানিবারক হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে একখণ্ড বৃহৎ মেঘ আসিয়া চন্দ্রের উজ্জ্বল মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিল। বোধ হইল শশধর যেন ধীরেন্দ্রনাথের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মেঘান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইলেন। পাছে নিদ্রিত যুবার চক্ষের উপর করজ্যোতি পড়িয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, সে জন্যই যেন তিনি সেই বৃহদায়তন জলধরখণ্ডকে টানিয়া আনিয়া আপনাকে ঢাকা দিলেন। অনুতপ্ত ঔজ্জ্বল্য-ভাণ্ডার চন্দ্রমণ্ডলে মেঘাবরণ, সুতরাং উদ্যানের রজতাভ সুন্দর চিত্র কতকটা মলিন হইয়া গেল। তরল অন্ধকারে সরোবর-বারি, তরু, লতা, ফোটা অফোটা ফুল, দূর্ব্বাদল, ভূভাগ প্রভৃতি সকলই ম্লান হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় দূরের বস্তু আর তেমনতর দৃষ্টিগোচর হইল না।

পাঠক! ঐ দেখ, নিদ্রাভিভূত ধীরেন্দ্রনাথের শিয়রে কে আসিয়া বসিল—কোনরূপ সাড়াশব্দ হইল না। ও কে?—স্ত্রী কি পুরুষ? পুরুষ নহে, একটি যুবতী রমণী। যৌবনভারে কিছু ব্যগ্র হইয়াছে, বোধ হয়। তাই কি উহার চিক্কণ চিকুরজাল আলুলায়িত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে? তাই কি ও কবরীবন্ধন করিতে সময় পায় নাই? তাই কি উহার বক্ষে লম্বিত মুক্তামালা পৃষ্ঠলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে? তাই কি উহার বস্ত্রাঞ্চল আপৃষ্ঠ আবৃত না হইয়া গুচ্ছাকারে কণ্ঠদেশে জড়িত রহিয়াছে? হইতে পারে, জানি না। এই রমণী যে নবযৌবনের পথিক, তাহা মুখ দেখিলেই চেনা যায়। এখনও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যৌবন-তুলিকার সকল প্রকার রঙ প্রতিফলিত হয় নাই। কাহার সহিত ইহার মনোহর বদনকমলের তুলনা করিব—কিসের সহিত ইহার লাবণ্যের উপমা দিব, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। চাঁদ ত ঢাকা পড়িয়াছে।

এই যুবতী নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল। ভাসা ভাসা চক্ষে নিদ্রিত ধীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিল। কতবার দেখিল, কিন্তু আশা মিটিল না। যে মেঘখানা চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল। আবার উদ্যান পূর্ব্বের ন্যায় কৌমুদী-বিধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইল। নিদ্রিত যুবার মুখমণ্ডলও সেই সঙ্গে যেন বিমল হইয়া উঠিল। যুবতী আবার তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু এবারও আশা মিটিল না। অনন্তর কি ভাবিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, আবার ধীরেন্দ্রনাথের পরিলক্ষিত মুখখানি দেখিতে লাগিল। গগন-চাঁদের সহিত এই চাঁদের সাদৃশ্য আছে কি না, যুবতী তাহাই দেখিবার জন্য কি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল বা চাঁদকে পুনর্ব্বার মেঘান্তরালে থাকিবার নিমিত্ত চাহিল, তাহা কে বলিতে পারে?—সুতরাং আমরাও বলিতে পারি না! কে কি চক্ষে কাহাকে দেখে—কে কিরূপ উপমেয়ের জন্য কিরূপ উপমান খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা অন্যের পক্ষে জানিবার নহে।

যুবতী নিশ্বাস অবরোধ পূর্ব্বক নিদ্রিত যুবার মুখের কাছে মুখ অবনত করিয়া কি দেখিল। পাছে নিশ্বাস লাগিলে যুবার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাই যুবতী এই বুদ্ধি খাটাইয়া দেখিল। যুবতী কি জন্য যুবার শীর্ষদেশে উপবিষ্ট হইয়া

এরূপ করিতে লাগিল? এরূপ অজ্ঞাত দর্শনের মর্ম্ম কি? এ যুবতী কে? এই যুবার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

যুবতী উপবিষ্ট হইয়া অবধি এখন পর্য্যন্তও যুবার গাত্রস্পর্শ করিল না। কি জানি স্পর্শ করিলে, পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে বা এই বিবেচনায়,বিনাস্পর্শে কেবল দর্শন করিতে লাগিল। এক এক বার ভাবিল, "আমি ধীরেন্দ্রনাথকে জাগাই।"—আবার ভাবিল, "না—জাগাইব না, জাগাইলে এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া—সাধ মিটাইয়া—চক্ষু জুড়াইয়া দেখিতে পাইব না।" এই ভাবিয়া আবার মনে মনে বলিল, "আহা, আমি কি সৌভাগ্যবতী, আজ আশানুরূপ মনোমুগ্ধকর চিত্র দর্শন করিতেছি।"

এক্ষণে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে। চন্দ্রদেব পূর্ব্বাকাশে পর্য্যটন করিয়া পশ্চিমাকাশের সীমায় উপনীত হইলেন। অস্ত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই।

তখন যুবশীর্ষবিরাজিনী বনদেবী-সদৃশী যুবতী আপনার অঞ্চল হইতে একখানি লিপি খুলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের ভূবিস্তৃত উত্তরীয়ের একটি কোণে আস্তে আস্তে বাঁধিয়া রাখিল। যুবতীর আগমনাবধি এখন পর্যান্ত কি কি হইল, ধীরেন্দ্র তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। যুবতী আর একবার নিমেষরহিত নয়ন-চকোরে নিদ্রিত যুবার মুখচন্দ্রের অনুপম সুধাপান করিয়া, আস্তে আস্তে তথা হইতে উঠিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার নিকট আসিবার সময় যে চরণভূষণ হস্তে করিয়া আসিয়াছিল, যাইবার সময় তাহা সেই খানে ভুলিয়া গেল।

এ দিকে যুবতী প্রস্থান করিল আর ও দিকে রজনীরঞ্জনও চলিয়া গেলেন। উদ্যানভূমি কিঞ্চিৎ আভামিশ্রিত অন্ধকারে ডুবিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাভঙ্গ—লিপিপ্রাপ্তি।

যে উদ্যানে সুরোবর-সোপান-চত্বালে ধীরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত ছিলেন, তাহার ঈশান কোণে একদল শৃগাল হুয়া হুয়া হুক্কা হুয়া, করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ধীরেন্দ্রনাথ সেই শব্দে জাগিয়া উঠিলেন। চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিলেন, চারি দিক অন্ধকার;—উদ্যানের সেই জ্যোৎস্নালাঞ্ছিত শোভা নাই—আর এক প্রকার হইয়াছে। তিনি যেমন জাগিলেন, অমনি তাঁহার মনে সেই দৃষ্ট ব্যক্তির কথা পুনর্ব্বার উদিত হইল। যে দিকে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে আবার দেখিলেন; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই তাহাকে সরিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, তথাপি এক্ষণেও পুনর্ব্বার দেখিলেন। দেখিবার মর্ম্ম এই যে, যদি সে আবার সেখানে আসিয়া থাকে। কিন্তু অন্ধকার বাধা দিল।

অনন্তর তিনি পূর্ব্বব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে এক একটি করিয়া কএকটি সোপানে অবতরণ করিলেন। পুষ্করিণীর জল যে সোপানটিকে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি তাহার উপরিস্থ সোপান পর্য্যন্ত গমন করিয়া উবু হইয়া বসিলেন। সেই খানে বসিয়া মুখনেত্র প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর তথা হইতে চত্বালে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তরীয় খানি ঝাড়িয়া যেমন স্কন্ধোপরি রক্ষা করিবেন, অমনি তাঁহার হস্তে গ্রন্থিবদ্ধ একটা কি ঠেকিল। তিনি প্রথমতঃ কি তো কি ভাবিয়া, আবার উত্তরীয় খানি ঝাড়িলেন, কিন্তু উহা উত্তরীয়চ্যুত হইল না। তখন তিনি গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, একখানি লিপির মত কি রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, বাস্তবিক একখানি লিপি পড়িবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অন্ধকার শত্রু হইল। পত্রখানি পাইয়া ধীরেন্দ্রনাথ অধিকতর চিন্তিত হইলেন। ব্যাপারখানা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এক বার ভাবিলেন, "আমি কি কোন পত্রিকা চাদরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম? কই না।" আবার ভাবিলেন, "হিরণ্ময়ী কি আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিবার পূর্ব্বে চুপি চুপি এই কার্য্য করিয়াছে? তা', পত্রখানি না পড়িলে ত বুঝিতে পারিতেছি না। যাই হউক, এক্ষণে সকলে শুইয়াছে, আমি এই সময়ে গৃহে যাই। গিয়াই এই পত্রখানি পড়িয়া পরে অন্য কাজ।" এই বলিয়া যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি তাঁহার পদে কি ঠেকিয়া শব্দ হইল। তিনি ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। কটিদেশ বক্র করিয়া অবনত হইয়া দেখিলেন, কএকখানি অলঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা তুলিয়া লইয়া

সূক্ষ্মস্পর্শন ও স্থূলদর্শন দ্বারা বুঝিতে পারিলেন। সেগুলি কোন স্ত্রী-লোকের পাদভূষণ। দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "কে আমার নিকট এই ক'খানি গহনা ফেলিয়া বা রাখিয়াগিয়াছে? কেন এমন হইল? কেহ কি আমার শত্রুতা করিতেছে?—হইতেও পারে—না হইতেও পারে। যাহার অলঙ্কার, সে কি এখন্ এখানে আছে?—তা'ই বা কি করিয়া জানিব? অন্ধকারে এত বড় উদ্যানের কোন্ খানে কে আছে, তা'ই বা কি করিয়া ঠিক করিব?" যুবা ক্ষণেক কাল ইতস্ততঃ করিয়া আবার ভাবিলেন, "বোধ হয়, কোন তস্করই বা আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এই কাণ্ড করিয়া থাকিবে। ভাল, আমি ত কাহারও কোন অপকার করি নাই, তবে কেন আমার সহিত তাহার এইরূপ শত্রুতার সূত্রপাত হইল? অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই।" এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বিমর্ষের উপর আরও বিমর্ষ হইলেন।

অনন্তর কি ভাবিয়া, অলঙ্কারগুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি কতক দূর গমন করিলেন। এমন সময়ে একটা শৃগাল কি কুক্কুর তাঁহার গমনপথ কাটিয়া দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তিনি পত্রালঙ্কারের চিন্তায় তদ্গতচিত্তে যাইতেছিলেন, হঠাৎ সেইটাকে যাইতে দেখিয়া যেন চমকাইয়া উঠিলেন। করধৃত যষ্টিখানি মৃত্তিকার উপর দুই চারিবার ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিলেন। আবার গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বাটীর দ্বারদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সরসী-তট হইতে এ পর্যন্ত আসিয়া তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহাকেও কেহ দেখিতে পাইল না। কারণ তখন রাত্রি অধিক, জনমানবের কোনই সংস্রব ছিল না।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। স্থিরকর্ণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অপরাপর কক্ষ হইতে কাহারই সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। বুঝিলেন, সকলেই নিদ্রিত।

তিনি যখন নিজ কক্ষের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন আলোকাধারের বর্ত্তিকাটি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি প্রথমতঃ উহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর ভিতর হইতে গৃহের দ্বার বন্ধ করিলেন। যথাস্থানে উত্তরীয় রাখিয়া রাত্রিবাস বস্ত্রখানি লইয়া পরিহিত বস্ত্রখানি ছাড়িলেন। উত্তরীয়ের পার্শ্বে উহা রক্ষিত হইল। তিনি কাপড় ছাড়িবার পূর্ব্বেই উত্তরীয়বদ্ধ লিপিখানি খুলিয়া এবং অলঙ্কারগুলি লইয়া শয্যার উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর কৌতূহল ও আগ্রহের সহিত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই পত্রখানিতে এই লেখা ছিল;—

"প্রিয়তম ধীরেন্!

আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমাকে তাহার শতাংশের একাংশও কি ভালবাস? যদি না বাস, তবে আমি কি দোষে দোষী, তাহা বলিবে কি?—বাল্যকাল হইতে আমি তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন ভালবাসিব, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তুমি আমার সহিত মন খুলিয়া কথা কও না,—এই বড় দুঃখ। ধীরেন্, তুমি কি আমার হইবে? তা' তুমিই জান, আমি জানি না; কিন্তু আশা আশ্বাস দিতেছে। আবার শুধু আশার আশ্বাসে সকল সময়ে কে কোথা বিশ্বাস করে? তাই আবার বলি, ধীরেন্! তুমি কি আমার হইবে? আমার প্রাণাধিকা ভগিনী হিরণ্ময়ী সর্ব্বদা কাছে থাকে, তাই আমি মুখ ফুটিয়া তোমায় কিছু বলিতে পাই না। সেই জন্য আজ এই পত্রখানিতে আমার মনের কথা লিখিলাম। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, পিতৃগৃহই যেন আমার ভাগ্যে স্বামিগৃহও হয়,—অধিক আর কি বলিব, ইতি।

আমি একান্ত তোমারি
কিরণময়ী।"

এইপত্রখানি পাঠ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ অগাধ চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। মনে মনে যে কত কি তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার ভাবিলেন, "আমি যে কিরণময়ীকে মর্ম্মাহত করিয়া আসিতেছি, তাহা ও বুঝিতে পারিয়াছে। আমি যে হিরণ্ময়ীকে তাহার অপেক্ষা ভালবাসি, সে তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারিল? কেনই বা পারিবে না? তিন জনে এক বাড়ীতে আছি, পরস্পরের সহিত পরস্পরের দেখা শুনা হইতেছে, তবে সে কে তাহা জানিতে না পারিবে? যেকালে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য আমার মনঃপরীক্ষা করা, সে কালে সে যে অবশ্যই ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিবে,

তাহার আশ্চর্য্য কি? কিরণ যে আমাকে বড় ভালবাসে, আমি তাহা অগ্রেই জানিয়াছি, এক্ষণে আবার আরও জানিলাম। আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে সে বড় সুখী হয়, এই তাহার পত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা বড় গুরুতর সমস্যা। আমি মহাসঙ্কটে পড়িলাম যে। এ বিষয়ে তাহার পিতা মাতার কোন মতামত আছে কি না, তাহা ত জানি না; কিন্তু সে আপনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা যে অন্য কোন পাত্রের সহিত কিরণময়ীর আর আমার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়। সে দিন আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়মাধব বলিয়াছেন যে, অন্য কোন পাত্রের সহিত কিরণের বিবাহ হইলে হিরণের সঙ্গে আমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিতে পারিবেন। সে কথা বড় সন্দেহের নয়, কারণ, কিরণ-হিরণের পিতা প্রিয়মাধবকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতে এ কথায় বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু তাহা হইলে কিরণের দশা কি হইবে? এই ভাবিয়া যুবা আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হুঁ, আমি পাগল, তা নহিলে এরূপ ভাবিতেছি কেন? কর্ত্তা মহাশয়ের ইচ্ছা না হইলে আমাদের কাহারই ইচ্ছা ফলবতী হইবে না। আমি কি দুরাশার দাস—আমি কি ভ্রান্ত! আমি হিরণ্ময়ীর আশা করিতেছি!—কিরণময়ীকে উপেক্ষা করিতেছি! ফল কথা, আমার কিছুই হইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। পত্রখানি বক্ষের উপর হাত চাপা দিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন। চিন্তাশূন্য হইলেন কি?—না, চিন্তার তরঙ্গ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। পত্রখানি আর একবার পড়িলেন। অনন্তর শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি যেন হইতে লাগিল, সুতরাং অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। একটির উপর একটি করিয়া নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তা তাঁহার প্রাণ মন হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া তুলিল। উদ্যানে একগুণ নিদ্রা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে চতুর্গুণ জাগরণ। দেখিতে দেখিতে রজনীর তিন ভাগ অতীত হইয়া গেল।

এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ শয্যাতলে প্রাপ্ত পাদালঙ্কার কএকখানি ও পত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। শুইবার সময় মুখ ফুটিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, "কিরণময়ীই যে নিজে উদ্যানে গিয়া আমার উত্তরীয়েতে এই পত্রখানি বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ, এই অলঙ্কারগুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এগুলি তাহারই পাদালঙ্কার, তাহা আমি আলোকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি।" মুখ ফুটিয়া আবার বলিলেন, "আমি পালঙ্কের সন্নিধস্থলে পত্রখানি ও অলঙ্কারগুলি যেরূপ করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম, তাহা আর হিরণ্ময়ী জানিতে পারিবে না।" ধীরেন্দ্রনাথের এই কথাগুলির মর্ম্ম এই, হিরণ্ময়ী প্রত্যহই তাঁহার গৃহে যখন তখন আসিয়া, এটি সেটি করিয়া সকলগুলিই ঘাঁটেন। শুধু ঘাঁটা নয়, অনেক জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলেন। হিরণ্ময়ীর হস্তে অন্য জিনিষ পত্র পতিত বা নষ্ট হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই পত্রখানি ও অলঙ্কারগুলি পড়িলে বিষম ব্যাপার ঘটিবে। সেই ভয়েই এত লুকাচুরি।

পাঠক! তুমি বলিবে যে, ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে কথা কহিতে কহিতে শেষে মুখ ফুটিয়া কহিলেন কেন? এ কথার উত্তর কি দিব? তুমিও কি কখন কখন মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে মুখ ফুটিয়া কথা কও না? শুনিবার কেহই নাই, অথচ আপনি বলিয়া আপনিই শুন না? কেহই শ্রোতা নাই, অথচ মানুষ মনের কথা এক একবার ফুটিয়া বলে। তাহা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না, কেবল তাহারই কর্ণে আর বাতাসে, আকাশে।

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার শুইলেন। কিন্তু নিদ্রার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রহস্যভেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। কি করিয়া হইল?—না, সদসৎ দুই প্রকার কার্য্য মিশাইয়া হইল।—সৎকার্য্য কি?—ঈশ্বরারাধনা, ধ্যান, জপ, যোগ,

প্রভৃতি। আর অসৎকার্য্য কি?—না চুরি, ডাকাইতি, হত্যা প্রভৃতি। এই প্রকার কার্য্য ব্যতীত আর একটি কার্য্যের সহিত রাত্রি প্রভাত হইল।—উহা কি?—না, ধীরেন্দ্রনাথের সচিন্ত জাগরণ—উদ্যানের মধ্যে নিদ্রাংশ বাদ দিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ। নিশাদেবী ধীর গম্ভীর ভাবে ধরাবক্ষে বিরাম লভিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু স্থান শূন্য থাকিবার যো নাই, উষাদেবী আসিলেন। সর্ব্বাগ্রে শাখারূঢ় বিহঙ্গেরা সুর বাঁধিয়া নিশাকে বিদায় দিয়া উষাকে অভ্যর্থনা করিল।

আচ্ছা, পাঠক! আপনি বলিতে পারেন, উষাকে দেখিয়া কে কে সুখী আর কে কে অসুখী হইল? সুখী হইল কুসীদজীবী, কেন না অধমর্ণের নিকট তাহার ধার দেওয়া টাকার সুদ বাড়িল—সুখী হইল নববিবাহিত বর, কেন না তাহার প্রিয়তমা আর একদিনের বড় হইল—সুখী হইল অদ্য যাহার বিবাহ, কেন না সে একটি আশার প্রদীপ পাইবে; যদিও সে জানে না যে, ভবিষ্যতে এই আশার প্রদীপ তাহাকে প্রকৃত পক্ষে আলোক কি অন্ধকার দেখাইবে কিন্তু সে এখন ত সুখী—আমাদের তাহাই বক্তব্য।—আর কে সুখী হইল?—না, যাহার অসুখ নাই, আর কে? না যে কারাগারে আছে, কেন না তাহার দিন কমিল! এইরূপ উষা-আগমন সন্দর্শন করিয়া আরও কত লোক যে কত প্রকারে সুখী হইল, সে সকল কথা পাড়িবার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, অসুখী হইল কে কে?—না, অধমর্ণ ব্যক্তি, কেন না তাহার উত্তমর্ণ আসিয়া আসল ও সুদের জন্য উত্তম, মধ্যম ও অধম করিয়া কত মিষ্ট কথা শুনাইয়া দিল। অসুখী হইল গলিতদেহ বৃদ্ধ, কেন না তাহার দিন কমিয়া গেল। অসুখী হইল কোন কোন পিতা মাতা, কেন না তাঁহাদের মৃত পুত্রকন্যার শোক জাগিয়া উঠিল। অসুখী হইল বিধবা রমণী ও মৃতদার পুরুষ, কেন না তাহাদের মধ্যে একের পতিশোক ও অপরের পত্নীবিয়োগ হৃদয়কে আক্রমণ করিল। আর কে? না যাহার স্বাস্থ্য নাই। আর কে? না ধীরেন্দ্রনাথ।

আচ্ছা, পাঠক, তুমি এই নব উষা-আগমনে সুখী কি অসুখী হইয়াছ? তোমার আপনার কথা প্রসঙ্গে বলিতেছি না,—ধীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলিতেছি। হয় ত তুমি ইহাঁর অসুখে অসুখী হইয়াছ, নয় ইহাঁর অসুখ তোমাকে অসুখী করিতে পারিল না, কারণ একজনের সুখে একজন সুখী ও একজনের অসুখে এক জন যে অসুখী হয়, এরূপ লোক বড় বিরল। তা' যদি না হইবে, তবে কেন ঐ ধনীর দ্বারদেশে একমুষ্টি অন্নের জন্য ঐ ভিক্ষুক রোদন করিতেছে, আর ধনীই বা ক্ষীরনরনবনী লইয়া নিজের উদর শীতল করিতেছে? কেন ভিক্ষুকের রোদনে কর্ণপাতও করিতেছে না? বিপদে পড়িয়া এক জন একজনের চরণোপান্তে লুটাইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে কেন সাধ্যসত্ত্বেও তাহার দিকে অনুকূল দৃষ্টিপাত করিতেছে না? একজন স্বজনবিয়োগে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতেছে আর একজন কেনই বা তাহার নিকটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গান গাহিতেছে? এই পাপ সংসারে এরূপ লোকই সংখ্যাতীত, কিন্তু পরের ব্যথায় ব্যথিত হয়, এরূপ লোক বড় বিরল। সুখসম্বন্ধেও তাই।—একজন যদি সৌভাগ্যবলে শ্রীসম্পন্ন হইল, অমনি দশজন তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আহার নিদ্রা পর্য্যন্তও ত্যাগ করিল। একজনের যদি একটু ভাল হইল, অমনি সাতজন তাহাকে কাঁদাইবার জন্য ভীষ্মের পণ করিল। এইরূপ আরও যে কত আছে, তাহা বলিতে গেলে সূর্য্যাস্ত হইয়া যায়। এই জন্যই বলিতে হয়, ইহা পৃথিবী নয়—নরক।

কিন্তু আমরা জানি, আমাদের সহৃদয় পাঠক মহাশয় সেরূপ নহেন। তিনি পরের অসুখে অসুখী আর পরের সুখে সুখী হইয়া থাকেন। ধীরেন্দ্রনাথের এই মানসিক অসুখে তাঁহারও চিত্ত দুঃখিত হইয়াছে, এরূপ আশা করিতে পারি।

প্রভাত হইতে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রির অধিকাংশ ভাগে নিদ্রা হয় নাই বলিয়া এবং মনোমধ্যে চিন্তার উপর চিন্তার দুর্ব্বিষহ ভার সহিয়া তাঁহার শরীর কতকটা অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে—নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়াছে। গা হাত পা মাটী মাটী করিতেছে—হাই উঠিতেছে—মাথা ঘুরিতেছে। মনের সুখ নাই বলিয়া শরীরেও সুখ নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার হস্তপদ উৎক্ষেপ পূর্ব্বক গাত্রভঙ্গ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিতেছেন।

শয্যা পরিত্যাগের পর হইতে এইরূপে কতকটা সময় অতীত হইল। অনন্তর তিনি

মুখ প্রক্ষালনাদি সমস্ত প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য স্নানের যোগাড় করিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ স্নান করিলেন। স্নানান্তে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন, কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় আজ উহা ভাল লাগিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গমনবস্ত্র পরিধান করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোথায় গেলেন?—বোধ করি প্রিয়মাধবের নিকট।

পাঠক! গত রাত্রিকালে মনে মনে কহিতে কহিতে ধীরেন্দ্রনাথের মুখ ফুটিয়া যে কয়েকটি কথা নির্গত হইয়াছিল, তাহা ত তোমার মনে আছে? তুমি সেই কএকটি কথা ভুলিয়া যাও বা মনেই রাখ, তাহাতে তোমার এমন কিছু অনিষ্ট নাই, কিন্তু তাহাতেই একটি সুগভীর রহস্যভেদ হইবার উপক্রম হইল।

গত রজনীতে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি নিদ্রা যান নাই। ধীরেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও নানাচিন্তায় অস্থির হইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে কাছে থাকিতে দিলেন না—এক প্রকার তাড়াইয়া দিলেন।—সেই এক ভাবনা। আবার গৃহে আসিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী কিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইলেন না—সেও এক ভাবনা। এই দুইটি ভাবনার সূত্রপাতে তাঁহার মনোমধ্যে অসংখ্য ভাবনার পুঞ্জ পুঞ্জ সমষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। মধ্যরাত্রিতে হিরণ্ময়ী গৃহে প্রবৃষ্ট হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জাগিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। কিরণময়ীর আসিবার পূর্ব্বে তিনি শয্যার এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া একধারে পড়িয়াছিলেন। কিরণময়ী ভাবিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার বিপরীত।

দুই ভগিনী এক গৃহে এক শয্যায় শয়ন করিতেন।

কিরণময়ী ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী, তাঁহাকে তত রাত্রিতে আসিতে দেখিয়া আরও চিন্তিত হইয়াছিলেন, সুতরাং শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তিনি তাহাকে আমল দেন নাই।

কতক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া, বাহিরে আসিয়াছিলেন। আসিয়া কখন্ কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, কি কি করিতেছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু একবার ধীরেন্দ্রনাথের গৃহের রুদ্ধ কপাটের বহির্দ্দেশে উৎকর্ণ হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহা আমরা জানি। ধীরেন্দ্রনাথ তখন গৃহের ভিতর ছিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয়কে বলিয়াছি। তাঁহার সেই মুখফোটা কথাগুলি নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মানা ধীরেন্দ্রগতা হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কি ভাবিয়া. তখন ধীরেন্দ্রনাথকে ডাকেন নাই বা রুদ্ধকপাটে আঘাত করেন নাই। আবার ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তখনও কিরণময়ী নিদ্রায় অভিভূতা। সুতরাং হিরণ্ময়ী বহির্গমনের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

অনন্তর প্রভাতে উভয় ভগিনীই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন ইচ্ছায় আপনাপন কার্য্যগুলি সমাধা করিলেন। মধ্যে মধ্যে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষের দিকে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবিষ্ট হন নাই,—ফিরিয়া গিয়াছেন। অদ্য এখন পর্য্যন্তও কিরণময়ী ধীরেন্দ্রের কক্ষে একটি বারও আসেন নাই।

যাহার চিন্তা যেরূপ, তাহার কার্য্যও সেইরূপ হইয়াথাকে। এইজন্য হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণে তথাস্তু হইল।

তিনি তাহা জানিতে পারিয়া, একাকিনী অন্যের অলক্ষ্যে তাঁহার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াই শয্যাতল হইতে পত্র ও অলঙ্কার কএকখানি বাহির করিয়া লইলেন। বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি একটি কক্ষে চলিয়া গেলেন। এ কক্ষ তাঁহার নিজের। এ গৃহে কিরণময়ীর কোন জিনিষপত্র বড় থাকে না। তিনি সেইগুলি অগ্রে আপনার বাক্সের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিয়া, পরে একখানি গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসিলেন। পড়া ত তাঁহার মাথা আর আমাদের মুণ্ড, কেবল ধীরেন্দ্রনাথের পোড়া হইয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদিনী।

ভিতর হইতে নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হিরণ্ময়ী পত্রখানি দুই তিন বার পড়িলেন। পড়িয়া পড়িয়া শেষে বলিলেন, "হুঁঃ, যা' মনে করিয়াছি, তাই। তবে না ধীরেন্ আমাকে ভালবাসে বলে? এরি নাম বুঝি ভালবাসা? আঁা, ধীরেন্ এমন!" এই বলিয়া, ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন, "কই, আমি যাহা ভাবিতেছি, ঠিক তাহা ত নয়। পত্রখানির মর্ম্ম ত সেরূপ নয়। ভাবে বোধ হইতেছে, ধীরেন্ এ বিষয়ে কিছুই জানেন না—এ কাণ্ড বড় দিদির। বড় দিদি ধীরেন্‌কে বড় ভাল বাসেন, বিবাহ করিতে অভিলাষিণী। আমার দশা তবে কি হইবে? বড় দিদির নিজের ইচ্ছায় কি বিবাহ হইতে পারে? বাবা আর মা'র ইচ্ছা না হইলে, তাহা হইবে না; আচ্ছা বড় দিদির যদি অন্য কাহা-রও সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে আমিই কি করিয়া —" এই অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম ভাবিতে ভাবিতে তিনি কপাট উন্মোচন করিলেন, দেখিলেন বাহিরে কেহই নাই। আবার কপাট বন্ধ করি-লেন।

আবার মনে মনে বলিলেন, "আমি সর্ব্বদা কাছে থাকি বলিয়া বড় দিদি ধীরেন্‌কে মনের কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন না। ধীরেনের প্রতি তাঁহার বড় টান – বড় ভালবাসা। আমিও ত ধীরেন্‌কে খুব ভালবাসি। বড় দিদি লিখিয়াছেন, ধীরেন্ তাঁহাকে তাঁহার ভালবা-সার শতাংশের এক অংশেও ভালবাসেন না, তা' হইতে পারে,—আমি জানি না, কিন্তু ধী-রেন্ আমাকে যে ভালবাসেন, তা' আমি জানি।" এই ভাবিয়া ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া থাকিলেন। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। আবার ভাবিলেন, "না, ধীরেন্ আমাকে মুখেই কেবল ভালবাসেন, তা' নহিলে আমাকে কাল তাড়া-ইয়া দিলেন কেন? বুঝিয়াছি—আর কোথায় যায়—বুঝিয়াছি। আচ্ছা—" এই পর্য্যন্ত বলি-য়াই তিনি আর অধিক বাক্যব্যয়নে প্রবৃত্ত হই-লেন না। এতক্ষণে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল, ধীরেন্দ্রনাথের কিরণময়ী আর কিরণময়ীর ধীরে-ন্দ্রনাথ;—হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কেহই নহে।

একটি প্রস্ফুটিত সুধাধারা পদ্মকে ছিন্ন করিয়া রৌদ্রে রাখিলে যেরূপ রসহীন ও সৌন্দর্য্য চ্যুত হইয়া পড়ে, হিরণ্ময়ীর মনোহর মুখখানিও তাহাই হইল। মনে প্রাণে বুকে শরীরে যেন শত শত কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল। একটি একটি করিয়া কএকটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তন্মধ্যে শেষের গুলি বাধা পাইয়া ছিন্ন হইয়া নাসারন্ধ্র ত্যাগ করিল। এরূপ হইবার কারণ এই, তখন হিরণ্ময়ী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিবার সময় উদর ও বক্ষের অভ্যন্তরে মুহুর্মুহু চাপ লাগে, সেই জন্যই রোদনের সহচর দীর্ঘনিশ্বাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। আমা-দের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কখন কোন কারণে কাঁদিয়া থাকেন, তবে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। এসকল কথার অর্থ অভিধানে এবং ভাব টীকায় অপ্রাপ্য, সুতরাং এ সকল কথার অর্থের অভিধান তুমি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি এবং ভাবের জন্য টীকাও তুমি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি।

করিপদবিদলিত হইয়া মৃণাল যেমন জলে ডুবিয়া যায়, তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, বিষাদ বাড়ে, সেইরূপ হিরণ্ময়ী দুঃখসাগরের গভীর জলে ডুবিয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার বরবপুর যে যে স্থলে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সেই সেই স্থলে বিষাদ-রেখা যেন অঙ্কিত হইয়া গেল। হির-ণ্ময়ী যৌবনের নব-অধিকারিণী হইলেও এক্ষণে বালিকা। তিনি আজিও কোন কার্য্যের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা তলাইয়া বুঝেন না। তিনি যাহা করেন বা যাহা বলেন, তাহাই তাঁহার নিকট একবার ভাল আবার পরক্ষণে মন্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি ভালকে মন্দ ভাবেন—মন্দকে ভাল ভাবেন, আবার কখন কখন ভালকেই ভাল আর মন্দ-কেই মন্দ ভাবেন। আজ তিনি যে কত কি ভাবিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? আজ অনেক দিনের পর তাঁহার কোমল বক্ষ পরি-তপ্ত হইয়াছে, তাই উহা যেন শীতল হইবার আশায় লোচনবর্ষিত দরদর ধারা আকর্ষণ করিতেছে। কখন তিনি গালে হাত দিয়া অর্দ্ধ হেলিতভাবে একদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, আর তাঁহার আরক্তিম অক্ষিযুগল হইতে উত্তপ্ত অশ্রুবারি আপনা আপনি স্তবকে স্তবকে উথলিয়া উঠিতেছে। এক একবার

তিনি বস্ত্রের সূক্ষ্মাঞ্চলে, আবার এক একবার কোমল করপদ্মে অশ্রুমোচন করিতেছেন। যখন তিনি অঞ্চলে নয়ন মুছিতেছিলেন, তখন এক সূত্রের পর এক সূত্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে অশ্রু আকর্ষিত হইতেছিল;—তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন উত্তপ্ত বক্ষে তপ্তাশ্রু পড়িলে পাছে আবও কষ্ট হয়, সেই জনাই অঞ্চলখানি সমস্ত অশ্রু শোষণ করিবার নিমিত্ত এইরূপ কৌশল প্রকাশ করিল। আর যখন তিনি করপদ্মে নয়ন মার্জ্জন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে স্বর্ণ-বলয় দুলিতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন বালা সেই বালাকে কাঁদিতে নিষেধ করিতেছিল।

হিরণ্ময়ী একাকিনী অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি অন্যের নিকট কাঁদিলে, সে ব্যক্তি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকে, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই। অপিচ তাঁহার কাহারও নিকট এই কান্না কাঁদিয়া দুঃখ প্রকাশ করিবারও পথ নাই, সুতরাং কে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে? তিনি নিজে ব্যতীত কেহই তাঁহার রোদন শুনিতেছে না—বুঝিতেছে না।

এক এক বার তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন আর অমনি গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে মনে মনে বলিলেন, "ধীরেন্! আমায় ভুলিলে? আমায় কাঁদাইলে? তোমার মনে কি এই ছিল?—উঃ, পুরুষের চিত্ত কি কঠিন!" এই বলিয়া অনেক যত্নে আত্মভাব গোপন করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার স্নানাহার করিবার একবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মাতা বকিবেন বলিয়া এক প্রকার যেমন তেমন করিয়া সারিয়া লইলেন।

তিনি ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীর চিত্ত পরীক্ষা করিবার জন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত বন্ধু।

মহাতপ্ত মরুভূমির বক্ষে ওয়েসিস্, গভীর ও সুবিশাল মহাসাগরের হৃদয়ে দ্বীপ, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতলে দীর্ঘকালস্থায়ী মেঘখণ্ড, অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় সুশীতল বায়ু ও জল যেরূপ হিতকারী, মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত বন্ধুও তাহাই। বিপদে ধৈর্য্যের ন্যায়, রোগে ঔষধের ন্যায়, ভয়ে ভরসার ন্যায়, অন্ধকারে আলোকের ন্যায়, যন্ত্রণায় উপশমের ন্যায়, অশান্তিতে শান্তির ন্যায়, শরীরে প্রাণের ন্যায় যাহার প্রকৃত বন্ধু নাই, তাহার কেহই নাই। এই মানব জগতে প্রকৃত বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ; তবে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্, তাহার ভাগ্যেই এ হেন স্বর্গীয় রত্ন লাভ হইয়া থাকে। বন্ধুর নিমিত্ত বন্ধু জীবন দেয়, পৃথিবীতে এরূপ বন্ধুর সংখ্যা কয়টি? এক বৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায়, দুই শরীরে এক প্রাণ না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব ঘটে না। এক জনের সুখে আর এক জনের সুখ এবং দুঃখে দুঃখ উৎপন্ন না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয় না। প্রকৃত বন্ধুর হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত? তা' কেমন করিয়া বলিব? —কারণ তাহা এই প্রবঞ্চনাময় পৃথিবীতে নাই। সে উপাদান স্বর্গ হইতে আনিয়া প্রকৃত বন্ধুর হৃদয়ে পরিণত হয়।

কালের কি ভোজবাজী! যাহারা প্রকৃত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, প্রায় তাহাদের মধ্যে অপ্রকৃত বন্ধু সকলেই। এক্ষণে যে ব্যক্তি আর একজনকে ঠকাইতে পারিবে, বিপদের সময় ফিরিয়াও দেখিবে না, প্রাণদানের পরিবর্ত্তে প্রাণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে, কৌশল করিয়া স্বার্থসাধন করিবে, সেই প্রকৃত বন্ধু! যে সরল ব্যক্তির ভাগ্যে এরূপ গুণময় বন্ধু ঘটে, তা'র পক্ষে এই পৃথিবী নরক এবং এইরূপ মহাপুরুষ বন্ধু নরকের বিষমুখ ও বিষহৃদয় ভুজঙ্গ।

তবে কি প্রকৃত বন্ধু মূলেই নাই?—আছে বই কি। একবারে না থাকিলে এত দিনে মানবসমাজের অঙ্গহানি হইত, উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিত, জীবিত থাকা বিড়ম্বনা হইত।

একবারেই প্রকৃত বন্ধু নাই বলিলে ধীরেন্দ্রনাথের প্রিয়মাধব কোথায় দাঁড়ান?

প্রিয়মাধবের পিতামাতা কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি যদিও বেশী ছিল না বটে, কিন্তু জীবনযাপনের কোন কষ্ট হইত না। প্রিয়মাধবের বয়ঃক্রম ২৭।২৮ বৎসর হইবে। তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, তখন তাহার

বয়স এক বৎসর মাত্র। প্রিয়মাধবের স্ত্রী দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন না, কিন্তু বড় গুণবতী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২০।২১ বৎসর, নাম কাদম্বিনী। পত্নী শ্যামাঙ্গী সুতরাং তত সুশ্রী নয় বলিয়া প্রিয়মাধবের মন এক নিমেষের জন্যও বিচলিত হইত না। তিনি কাদম্বিনীকে বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং স্বামীর উপযুক্ত কার্য্যই করিতেন। প্রিয়মাধব যুবা, তাঁহাকে শাসন করে এমন কেহই ছিল না, তাহাতে আবার সহধর্ম্মিণী সুন্দরী নহেন, সুতরাং এমন অবস্থায় তাঁহার চরিত্রে দোষস্পর্শ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু প্রিয়মাধব সচ্চরিত্র যুবা। তাঁহার চক্ষে কাদম্বিনী সৌদামিনী।

এদিকে ধীরেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর প্রিয়মাধবের বাটীতে গমন করিলেন। তিনি যখন তথায় উপস্থিত হ'ন, তখন প্রিয়মাধব সদর দরজায় বসিয়া পুত্রটিকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন—এ খেলার নাম আদর। প্রিয়মাধব নামকরণের সময় পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—সুধাময়। কিন্তু তাহার আদরের নাম খোঁকা।

খোঁকা কখন পিতার ক্রোড়ে বসিয়া চুষীকাটী চুষিতেছে, কখন তাঁহার হাত ধরিয়া ক্রোড়ের উপরে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে, কখন বা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিতেছে, আবার কখন বা ধুপুস করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। পড়িয়া কাঁদিবার যেমন উপক্রম করিতেছে আর অমনি প্রিয়মাধব তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য মৃত্তিকাকে ভৎ র্সনা করিতেছেন, কখন বা তিনি তাহার মুখচুম্বন করিয়া কতই তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। এইরূপে পার্থিব জগতে পিতাপুত্রে অপার্থিব ক্রীড়া হইতেছে।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। খোঁকা খেলা বন্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ হাঁ করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার মতলব ফিরিয়া গেল, পিতার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, "বা—কে" প্রিয়মাধব বলিলেন, "খুড়ো"! খোঁকা প্রতিধ্বনি করিল, "খু—" আবার ধেই ধেই তেই তেই করিয়া, বসিয়া বসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া নাচিতে লাগিল। করতালির ধুম পড়িয়া গেল, কিন্তু শব্দ নাই।

প্রিয়মাধব ধীরেন্দ্রনাথকে "এস—বস" বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ধীর! আজ তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে কেন? অসুখ হইয়াছে কি?"

ধীরেন্দ্রনাথ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথার উত্তর দিলেন না। তাহা দেখিয়া প্রিয়মাধব কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। স্বহস্তে তাঁহার মস্তক ফিরাইয়া আবার কহিলেন, "কর্ত্তা মহাশয় কি কিছু বলিয়াছেন? উত্তর দিতেছ না কেন?—বল না, কি হইয়াছে?

ধীরেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে গত রাত্রের ঘটনাগুলি বলিতে লাগিলেন। প্রিয়মাধব স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। খোঁকা এক একবার উচ্চৈ স্বরে তান ছাড়িতে লাগিল। প্রিয়মাধব মধুর গর্জ্জনে "আঃ—কি করিস্ খোঁকা" বলিয়া ধমকাইতে লাগিলেন। খোঁকা তাহাতে দৃক্পাতও করিল না।

ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিয়া প্রিয়মাধব অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই অবসরে ধীরেন্দ্রনাথ, মনে সুখ নাই অথচ মুখের হাসি হাসিয়া সুধাময়কে বলিলেন, "কি খোঁকা! দুদ খেয়েছ?" খোঁকা এ কথার ঠিক উত্তর করিল, "আইয়া এলি এলি—লেই লেই লেই।" ধীরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বেস্।" প্রিয়মাধব ভাবিতেছিলেন, তিনিও একবার হাসিলেন। হাসিবার সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বাতাসের সঙ্গে দুই তিনটা হুঁ—হুঁ বাহির হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্র বলিলেন, "ভাই প্রিয়! কি ঠিক করিলে?" এই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রিয়মাধব কহিলেন, "পত্রখানা আনিয়াছ কি? আমি একবার দেখিব।" এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথের চমক হইল। বলিলেন, "ওই যা, আমি আসবার সময় সেখানা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই ত, তবে কি করি? এখন গিয়া আনিব কি?"

"না, এখন আর আনিতে হইবে না। সন্ধ্যার পর লইয়া আসিও। এখন আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আইস দেখি। সেখানে দুইজনে বসিয়া যা হয়, একটা ঠিক করি গিয়া" প্রিয়মাধব এই কথা বলিয়া সুধাময়কে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। "এস ধীর!" বলিয়া

অগ্রসর হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আশা।

লোকে বলে প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ, কিন্তু আমরা বলি তাহা নয়। আমাদের মতে যে 'এই বস্তুটি প্রিয়' বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহার বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ। কে মানুষকে তাহা বুঝাইয়া দেয়?—আশা। আশা কি?—কিছুই না—অথচ সকলই। রোগ মানুষকে মারিয়া ফেলে, কিন্তু সে মৃত্যুতে সে কথা কয় না—চহিয়া দেখে না—ভাবিতে পারে না। কিন্তু আশা বিমুখ হইলে মানুষের যে মৃত্যু ঘটে, তাহাতে সে কথা কয়—চাহিয়া দেখে—ভাবিতে পারে। রোগে মৃত্যু হইলে কষ্ট নাই, কিন্তু আশার বিচ্ছেদে মরিলে আর রক্ষা নাই। মানুষ বাঁচে আশার আবির্ভাবে আর মরে উহার তিরোভাবে। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই আশার ভক্ত হয় আর মরিলেই ত্যাগ করে। এই জন্ম মরণের মধ্যে সে কখনই আশাকে ত্যাগ করিতে পারে না। সে ত পারেই না, কিন্তু আশা যদি আপনি সরিয়া যায়, তা' হইলেই তাহার তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যু! এ অপমৃত্যুর নাম জীবনে মরণ;—বড় ভয়ানক! ইহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। যাহার ঘটিয়াছে, সেই জানে।

আশা সকলকেই লোভ দেখায়, তাহার মধ্যে 'পনর আনা পনর গণ্ডা তিন পাই'কে ঠকাইয়া 'একটি পাই'কে বরদান করে। আশাই আমাকে তোমাকেও তাহাকে স্বর্গে তুলে। 'যাহা হইবার নয়, তাহাই হইবে' বলিয়া স্বর্গের কপাট খুলিয়া দেয়, আর যেমন তাহার ভিতর যাইবার শুভদিন, শুভক্ষণ ও শুভলগ্ন স্থির হয়, অমনি এক আছাড়ে পাতালের উদরে গুঁজড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তা' বলিয়া কে গো-শৃঙ্গে সর্ষপস্থিতিরও সহস্রাংশের সময়টুকুর জন্যও ইহাকে ভুলিতে পারে? যত দিন পৃথিবী আর যত কাল সেই পৃথিবীতে মানুষ, তত কাল আশার আধিপত্য যাইবার নয়। যে দিন দেখিবে, আশা ইহলোক হইতে চিরকালের জন্য পরলোকে চলিল, সেই দিনই দেখিবে, পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ মানুষের অস্তিত্বও চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গেল। অহ, আশা তবে কি?

সজীবের ত কথাই নাই, নির্জ্জীব পর্য্যন্তও আশার অধীন।—ফুল ফুটিতেছে, সুগন্ধ বিতরণ করিবার আশায়। বায়ু বহিতেছে, উহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইবার আশায়। মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি ঢালিবার আশায়। বৃষ্টি পড়িতেছে, শস্য উৎপাদন করিবার আশায়। সূর্য্য উদয় হইতেছে, বাষ্প সঞ্চয়ন করিবার আশায়। বাষ্প সঞ্চিত হইতেছে, মেঘমূর্ত্তি ধরিবার আশায়। চন্দ্র উদয় হইতেছে, সূর্য্যের প্রখর কর লইয়া সেই করকে শীতল করিবার আশায়। সূর্য্যের কর শশিসংস্পর্শে শীতল হইতেছে, সকলের চক্ষু জুড়াইবার আশায়। বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হইতেছে, ফলপুষ্প ধারণ করিবার আশায়। ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে, জীবের রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার আশায়। নদী বহিতেছে, সমুদ্রসঙ্গমের আশায়। সমুদ্র স্ফীত হইতেছে, নদীর জলবৃদ্ধি করিবার আশায়। এইরূপ সকলেই একটি না একটি কার্য্য করিবার জন্য আশার আরাধনা করিতেছে। আশাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না;—থাকিবার উপায়ও নাই। প্রশ্ন,—অহ, আশা তবে কি? উত্তর,—প্রাণ।

কিরণময়ী এই আশাকে হৃদয়ের গূঢ়তম আসনে উপবিষ্ট করাইয়া গত কল্য পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্যও ইহারই ভরসায় "ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর।"

পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন যে, কই কিরণময়ী কোথায়? তাঁহাকে ত দেখিতে পাই না? আসুন, ঐ দেখুন, তিনি তাঁহার কক্ষে বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার অন্তরে কোথা হইতে আপনা আপনি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। হিরণ্ময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, কিন্তু কিরণময়ীর? কিরণময়ীর বিপরীত। আজ তিনি ভাবিতেছেন যে, যেন আশা তাঁহাকে কৃতকার্য্য করিবে—ধীরেন্দ্রনাথকে মিলাইয়া দিবে।

হিরণ্ময়ীর মনোভঙ্গের কথা বাটীর কেহই জানিতে পারে নাই, সুতরাং তিনিও জানেন না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, ধীরেন্দ্রনাথ পত্র পড়িয়া যথা সময়ে অবশ্য তাহার উত্তর দিবেন। সে উত্তর কি?—বিবাহ। চমৎ-

কার উত্তর ; কার্য্যে পরিণত হইলে কিরণময়ীর পক্ষে সোনায় সোহাগা হইবে। কতই কল্পনা হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কতই হর্ষোচ্ছ্বাস হইতেছে, তাহার সীমা নাই। আর আশা-লতা কতই বাড়িতেছে, তাহার শেষ নাই।—প্রণয়-সূত্রের কি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা! উহার এক দিকে এক জন জড়িত হইয়া কাঁদিতেছে আবার অপর দিকে এক জন হাসিতেছে।

কিরণময়ী মনে মনে কত গড়িলেন—কত ভাঙ্গিলেন। শেষে গড়িলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের সহিত আমার বিবাহ হইবেই হইবে" এইরূপে মনে মনে গঠনকার্য্য সমাধা করিয়া, ধীরেন্দ্রনাথের নিকট পত্রের উত্তরাভাস জানিবার চেষ্টায় রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

ধীরেন্দ্রনাথ প্রিয়মাধবের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুর নিকট কোন পরামর্শ করিয়া এখনও কিছু ঠিক হইল না। পুনর্ব্বার সন্ধ্যার পর সেখানে যাইবার কথা আছে। এবার, আবার পাছে পত্র ভুলিয়া যান, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি অগ্রে শয্যাতল হইতে উহা বাহির করিতে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পত্র বা অলঙ্কার কিছুই পাইলেন না। চিন্তিত হইলেন;—আবার উলট পালট করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম সার হইল। চঞ্চল চিত্ত আরও চঞ্চল হইল। পুনঃপুনঃ গৃহের এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও দুইয়ের একটিও মিলিল না। অগ্রে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পশ্চাৎ শয্যার উপর বসিলেন। এই দীর্ঘ নিশ্বাসটি পরিশ্রমজন্য কি পত্রালঙ্কারের অপ্রাপ্তিহেতু, তাহা বলিতে পারি না, তবু বোধ হয়, উভয় কারণেই।

ফিরিয়া আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে আবার পরিশ্রম, কাজে কাজে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল। এত ঘর্ম্ম যে, যেন এই স্নান করিয়া গা মুছিবেন। শুষ্ক বস্ত্রে স্বেদ মোচন করিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া শয্যার উপরে শুইয়া পড়িলেন। চক্ষু নিমীলিত করিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।—একবার ভাবিলেন, "আমি কি পত্রখানা আর গহনাগুলা এখান হইতে আমার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়াছি? হইতেও পারে, কারণ যেরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি, ইহাতে যে, সকল কার্য্য মনে ঠিক থাকিবে না, তাহার আশ্চর্য্য কি? ভাল, সিন্দুকটাই খুলিয়া দেখি।" অনন্তর গোপনীয় স্থান হইতে চাবি লইলেন, সিন্দুক খুলিলেন, দেখিলেন,—আশা নিষ্ফলা। আবার বন্ধ করিয়া যথাস্থানে চাবি লুকাইয়া রাখিলেন। "তাইত, কি হইল, কে লইল," ইত্যাদি মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কক্ষদ্বারের বিপরীত দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। গাঢ় চিন্তার সময় প্রায় সকলেই নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। এরূপ করিয়া ভাবিলে চিন্তার অনন্তমূর্ত্তিখানি চক্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। লোকে বলে 'চোক বুজিলে অন্ধকার' সে কথা অন্য স্থলে খাটে, কিন্তু বহুরূপিণী চিন্তার চতুর্দ্দশভুবনবিরাজিত প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিবার সময় 'চোক চাহিলেই অন্ধকার।' এই জন্যই ধীরেন্দ্রনাথ নেত্র মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হিরণ্ময়ী ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিজের কক্ষে পদালঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় দ্বারে চাবি দিয়া আসিয়াছেন। কারণ, বাক্সের ভিতর ফাঁদ আছে।

হিরণ্ময়ী প্রবিষ্ট হইয়া গৃহের একটি কোণের নিকটস্থ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন মুখে কথা নাই—করপদসঞ্চালনের শব্দ নাই। তিনি এরূপ ভাবে দাঁড়াইলেন যে, যেন একখানি মনোহর ছবি অনেক দিন হইতে দেওয়ালে থাকিয়া ধূলি মাখিয়া মাখিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক আজ যেন দেওয়ালে একটি বিষাদময়ী ছবি আপনা আপনি লাগিয়া গেল। কিন্তু আজ এই অপূর্ব্ব ছবিখানি বিষাদ-কালিমায় মলিন হইলেও, গৃহের অন্যান্য রমণীচিত্রগুলি পরাজিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ! একবার পাশ ফিরিয়া এই বেলা চাহিয়া দেখ, নতুবা এই মনোমুগ্ধকরী ছবি দেখিতে পাইবে না। পাঠকগণ! তোমরাও বিশেষ করিয়া দেখ। ইহা দেখিবার সম্পূর্ণ যোগ্য, পূর্ব্বে কখন দেখ নাই—পরেও দেখিতে পাইবে না।

হিরণ্ময়ী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া

আছেন আর ধীরেন্দ্রনাথ শয্যায় পড়িয়া আছেন। এক জন এক জনের পৃষ্ঠদেশ দেখিতেছেন, আর এক জন আর এক জনের গৃহের মধ্যে অবস্থিতিরও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। হিরণ্ময়ীর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরেন্দ্রদর্শনের আশা ছিল, কিন্তু হইল না। একটা ছোটখাট হাঁচি আসিয়া তাঁহার আশা উড়াইয়া দিল।

হাঁচির শব্দ পাইয়া চিন্তামগ্ন ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন,

"সহসা ও ছবি খানি কে দেওয়ালে আঁকিল।"

অমনি উঠিয়া বসিলেন। চিত্রবৎ হিরণ্ময়ীর নিকটে গিয়া কহিলেন, "হিরণ! তুমি কতক্ষণ এখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ?"

"তা' জানি না—মনে নাই" বলিয়া হিরণ্ময়ী মুখ অবনত করিলেন।

তদ্দর্শনে ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, কল্য রাত্রিকালে তিনি উদ্যান হইতে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া হিরণ্ময়ীর রাগ হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে বলিলেন, "হিরণ! আমি ভালর জন্য বলি, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, তুমি উল্‌টা বুঝিয়া রাগ কর। তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝ না, তাই এমন কর। বুঝিলে আর এমন করিতে না। এখন আমার অনুরোধ এই, যদি আমি এরূপ আচরণে দোষী হইয়া থাকি, তবে কিছু মনে করিও না। আমি আর তোমাকে কখন কিছু বলিব না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে কত কি বুঝাইতে লাগিলেন।

বুঝাইতে বুঝাইতে একবার বলিলেন, "কাল রাত্রিকালে তুমি যে, আমাকে বলিয়াছিলে, 'আর বলিতে হইবে না—আমি বুঝিয়াছি'।—কিন্তু হিরণ্ময়ি! আমি ত তোমার সে কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তুমি কি বুঝিয়াছ, আমাকে বুঝাও। কাল বুঝাও নাই—আজ বুঝাও।"

হিরণ্ময়ী দুঃখমিশ্রিত ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "বুঝিবে? আচ্ছা।—কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর। আসিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। কোথাও যাইও না।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না।"

হিরণ্ময়ী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আপন কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। বাক্স খুলিয়া কিরণময়ীর লিখিত পত্রখানি বক্ষে লুক্কায়িত করিলেন—অতি সাবধানে লুক্কায়িত করিলেন। এমন সাবধানে লুক্কায়িত করা হইল, অপরের সাধ্য কি যে দেখিতে পায়? আবার দ্বারে চাবি লাগাইয়া ধীরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য দিন আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথের শয্যার কিঞ্চিৎ দূরস্থাপিত একখানি ক্ষুদ্র চৌকির উপর উপবেশন করেন, কিন্তু অদ্য প্রথমবারে উহাতে বসেন নাই—এবারেও বসিলেন না—দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুতরাং ধীরেন্দ্রও দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হিরণ! বুঝাইয়া দাও।"

হিরণ্ময়ীও বুঝাইলেন। বুঝাইলেন কি? না—পত্র প্রদর্শন। পত্রখানি দেখাইয়া একবার তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলেন।

পত্র শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, সাবধান হইলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কি উত্তর দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না—আমি বুঝিয়াছি, কথার মর্ম্ম এতক্ষণে বুঝিলে ত? ধীরেন্! তুমি এমন্, তা' আমি জানিতাম না! বেশ্, ভালই হইয়াছে, সুখে থাক।" হিরণ্ময়ীর এই কথাগুলির প্রত্যেক অক্ষরে যেন তীক্ষ্ণ বিষ ফুটিয়া পড়িল—ক্রোধ-চিহ্ন দেখা দিল।

নির্দ্দোষ ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্। মুখে বাক্য নাই—নয়নে পলক নাই—আর দেহেও যেন প্রাণ নাই। ঘটনাশক্তির কি অপূর্ব্ব কৌশল! একে আর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "হিরণ! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, ও পত্রের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি উহার কিছুই জানি না।" আত্মপক্ষসমর্থনার্থ ইহা বলিলেন। এ কথায় তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। তিনি ঠিক কথাই বলিলেন।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তা' কেমন করিয়া তুমি জানিবে বল? তোমার বিছানার নীচে ছিল না!"

ধীরেন্দ্রনাথের মন চঞ্চল হইল, কিঞ্চিৎ ভীতও হইল। তাই এইবার তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া বাক্‌চাতুর্য্য ব্যবহার করিলেন। বলিলেন, "হিরণ! অন্য কেহ কি বিছানার নীচে রাখিয়া যাইতে পারে না?"

"তা' যেন পারে, কিন্তু—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হিরণ্ময়ী নীরব হইলেন।

"কিন্তু' কি, হিরণ্ময়ি!" ধীরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এই অদীর্ঘ বাক্যটি আগ্রহের সহিত নির্গত হইল।

"কিন্তু কি, বুঝিবে?"

"বল।"

"আগে শপথ কর।"

"কেন?"

"তা' নহিলে তুমি বুঝিয়াও বুঝিবে না।"

"শপথ করিতে হইবে না,—তুমি বল, আমি বুঝিব।"

"হিরণ্ময়ী তা' বলে না।"

"ভাল, হিরণ্ময়ি! তুমি ত পূর্ব্বে কখন আমাকে শপথ করিতে বল নাই। আজ কেন এরূপ বলিতেছ?"

"তুমি দিব্য করিবে না? না কর। আমি বলিব না।"

ধীরেন্দ্রনাথ বিপদে পড়িলেন—উদ্বিগ্ন হইলেন। কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু শপথ না করিলে উহার চরিতার্থতার সম্ভাবনা একবারেই নাই। কি করেন, অগত্যা শপথ করিতে হইল। শপথ করিলেন, "হিরণ! তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা বুঝিব।"

তখন হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তুমিই কি এই পত্রখানা উদ্যান হইতে নিজে আনিয়া শয্যাতলে লুকাইয়া রাখ নাই?"

ধীরেন্দ্রনাথ আবার উদ্বিগ্ন হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হিরণ্ময়ী কি সর্ব্বজ্ঞা? কি করিয়া সন্ধান পাইল?" মনে মনে আরও কত কি তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "ধীরেন্! চুপ করিয়া রহিলে যে? উত্তর দাও না?" এই বলিয়া পত্রখানি দেখিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অনন্যোপায় হইয়া, ইত্যবসরে হিরণ্ময়ীর হস্ত হইতে সহসা পত্রখানি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। "দেখি দেখি, কি পত্র" বলিয়া আকর্ষণজনিত দোষ কাটাইতে গেলেন। তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী রাগ করিয়া পুনর্ব্বার উহা যেমন কাড়িয়া লইবেন, ধীরেন্দ্রনাথ দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া, অমনি ছিঁড়িয়া গেল। উভয়ে এইরূপে দুই চারি বার কাড়াকাড়ি করাতে একখানি পত্র তিন চারি খানি হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্রনাথের মুষ্টি মধ্যে এক খণ্ড, হিরণ্ময়ীর ক্ষুদ্র মুষ্টির ভিতর এক খণ্ড রহিল এবং ভূতলে দুই খণ্ড পড়িয়া গেল। পড়িয়া বাত্যাসে কতকটা সরিয়া গেল—বোধ হইল আবার ছিন্ন হইবার ভয়ে। হিরণ্ময়ী অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তথা হইতে দ্রুতগমনে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কহিব না। তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে লইয়া থাক।"

ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একবার ধরিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সাহস পাইলেন না। হিরণ্ময়ী চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন, যেন সহসা বিদ্যুৎরেখা মেঘ হইতে নির্গত হইয়া গেল।

নির্দ্দোষ ধীরেন্দ্রনাথ দুর্ভাগ্যবশতঃ ষোল আনা দোষী হইলেন। ললাটে কর চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ধরা পড়িলেন।

এক কক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন, পত্রখানা ও অলঙ্কারগুলি সিন্দুকের মধ্যে না রাখিয়া ভাল করেন নাই। হিরণ্ময়ীই যে এই পত্র ও অলঙ্কারগুলি শয্যাতল হইতে লইয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসে স্থান পাইল। কি করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে গিয়া খিল লাগাইলেন। তিনি রাগ করিলেই আগে দরজায় খিল লাগাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের শান্তি কি বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিতে পারি না।—তাঁহার এক্ষণের মনের ভাব এই যে, চোর আপনা আপনি ধরা পড়িয়াছে।

আবার এ দিকে কিরণময়ী আপনার কক্ষে বসিয়া মনে মনে কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। হিরণ্ময়ী ও ধীরেন্দ্রে যে কি ব্যাপার চলিতেছে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তাঁহার মনের ভাব, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

হিরণ্ময়ী নিজ কক্ষে থাকিয়া উদ্রিক্ত ক্রোধের কিয়ৎপরিমাণে শান্তিবিধান করিলেন। কিরূপে করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। অনন্তর অর্গল খুলিয়া কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। আজ কিরণময়ীর সহিত এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিরণময়ীও তাঁহার অনুসন্ধান লন নাই। তা' যাই হউক, কিন্তু উভয় ভগিনীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসার ত্রুটি ছিল না।

যখন কিরণের কক্ষে হিরণ প্রবিষ্ট হইলেন, তখন কিরণময়ী জলপান করিতেছিলেন। তিনি জলপান করিয়া জলপাত্রটি দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠ বহিয়া দুই চারি ফোঁটা জল বক্ষোবস্ত্রে পড়িয়া গেল। তিনি হিরণ্ময়ীকে প্রথমতঃ দেখিয়াই ঈষৎ মধুর হাসিলেন। দেখা হইলেই হাসিয়া থাকেন। হাসিয়াই আবার কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্ত হইলেন। এরূপ হইলেন, হিরণ্ময়ীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া। তখন, তাহার কারণ জানিবার জন্য বলিলেন, "হিরণ! অসুখ হইয়াছে কি?"

হিরণ্ময়ী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দিদি! তোমার পায়ের গহনা কই?" তিনি নিজে পাদালঙ্কার ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন।

কিরণময়ীর চমক হইল। অলঙ্কার যে পদে আছে, কি কোথা রাখিয়াছেন, এতক্ষণ তাঁহার মনে ছিল না। হিরণ্ময়ীর এক কথায় তাঁহার মনোমধ্যে নানা কথার উদয় হইল। তাঁহার হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। বুঝিলেন, পুষ্করিণীর ঘাটে অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া হিরণ্ময়ী আবার বলিলেন, "তুমি পায়ে গহনা পর নাই, কিন্তু মা দেখিলে তোমাকে বকিবেন। গহনা কোথায় আছে বল না, বাহির করিয়া দি। সিন্দুকে আছে?"

কিরণময়ী লজ্জার ভয়ে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলেন, "হুঁ।"

"তবে আমাকে চাবি দাও না—আমি বাহির করিয়া পায়ে পরাইয়া দি।"

"চাবি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই ভাবিতেছি, মা কি বলিবেন।"

"নারাণের মাকে কামারবাড়ী পাঠাইব?"

নারাণের মাতা কিরণময়ীর দাসী. ইহা পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দেওয়া গেল। না বলিলে তিনি কত খুঁজিবেন?

কামারবাড়ীর কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "না, হিরণ! এখন না। আমি আগে খুঁজিয়া দেখি, একান্তই না পাইলে, ইহার পর তাহাকে পাঠাইয়া দিব।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, বড় দিদি কথার উপর কথা চাপা দিতেছেন, কোন মতে মনের কথা বা কাজের কথা বলিতেছেন না। বুঝিলেন, দিদি বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। একবার ভাবিলেন, "প্রকাশ করিয়া দি", আবার ভাবিলেন "এখন না—আরও কিছুক্ষণ দেখিয়া প্রকাশ করিব। দেখিই না, বড় দিদি কতদূর মনের ভাব ভাঁড়াইয়া নূতন কথা গড়িতে পারেন।" এই ভাবিয়া বলিলেন, "কি করিয়া চাবি হারাইয়া ফেলিলে?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "বাঁ হাতে কোথায় রাখিয়াছি, বোধ হয়, তাই শীঘ্র মনে আসিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে পাইব এখন।" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "হিরণ! তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিরণময়ীও ভাবিলেন, এই কথা পাড়িয়া কনিষ্ঠা ভগিনীকে পূর্ব্ববিষয়ে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী ভুলিবার নহেন। অন্য সময়ে ভুলিলেও ভুলিতে পারিতেন, কিন্তু এ সময়ে অন্য সব ভুলিতে পারেন, তথাপি নিজের মতলব ভুলিতে পারেন না। এই জন্য তিনি অসুখবিষয়ক প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আবার অলঙ্কারের কথা পাড়িলেন। এবার প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "বড় দিদি! আমি যদি তোমাকে তোমার গহনাগুলি দিতে পারি, তবে আমাকে কি দিবে?"

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পরিহাসচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।"

হিরণ্ময়ী উত্তর দিলেন, "তা' আর দিতে হয় না।"

কিরণময়ী ভাবিলেন, হিরণ্ময়ীও তাঁহাকে গহনা দিয়াছেন, তিনিও আর তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন। অনন্তর মনে মনে বলিলেন, "হিরণ্ময়ী যদি সরিয়া যায়, তাহা হইলে আমি পুষ্করিণীর ঘাট হইতে এই সময়ে গিয়া গহনাগুলি আনয়ন করি।" আবার ভাবিলেন, "সে গহনাগুলি এখনও কি সেখানে আছে? বোধ হয়—না। হয় ধীরেন্দ্র উহা আনিয়াছেন, তা' না হয় ত আর কেহ কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, ধীরেন্দ্রের কাছে একবার যাইব। হিরণ্ময়ীকে একবার কোন কৌশলে এখান হইতে সরাইয়া দি।" এই ভাবিয়া, আবার ভাবিলেন, "বোধ হয়, হিরণ্ময়ী

সেই গহনাগুলি সেখান হইতে আনিয়া থাকিবে, তাই এমন কথা বলিতেছে। আমি চতুরতা করিতে গিয়া ঠকিলাম বুঝি।” এই কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে কিরণময়ীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভয়মিশ্রিত লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হিরণ্ময়ীর কথার উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বিলম্ব দেখিয়া হিরণ্ময়ী বলিলেন, “বড় দিদি! আমি যাহা বলিলাম, তাহাই হইল।”

“কি হইল, হিরণ?”

“যাহা চাহিব, তাহা দিতে পারিবে না।”

“তুমি কোথায় গহনা পাইলে?”

“বলিব?”

“বল।” এ কথা মুখে বলিলেন, কিন্তু মনে খটকা লাগিল।

“আমি—” এইমাত্র বলিয়া হিরণ্ময়ী নীরব হইলেন। তাঁহার মনে কি ভাবোদয় হইল। ভাবিলেন, “বলিয়া কাজ নাই।” ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া থাকিলেন। আবার ভাবান্তর হইল। ধীরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি মনে পড়িল। আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, “ধীরেন্দ্রনাথের শয্যাতলে পাইয়াছি। শুধু গহনাগুলি নয়, তোমার স্বাক্ষরিত একখানা পত্রও পাইয়াছি।” এই বলিয়া অলঙ্কারগুলি বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, “ধীরেন্ আমার হস্ত হইতে পত্রখানা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন।”

কিরণময়ীর মহাসঙ্কট উপস্থিত। কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। উত্তর দিবার উপায়ও নাই। তিনি হিরণ্ময়ীর হস্তে ধরা পড়িলেন।

হিরণ্ময়ী গহনাগুলি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কিরণময়ী লজ্জায় তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইয়া দেখিতেও সাহস পাইলেন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বাস প্রদান।

সন্ধ্যা হইল। সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন। বসিবার সময়, ভবিষ্যতে মঙ্গল লাভের কামনায়, আকাশে স্বর্ণবৃষ্টি করিলেন। ভিক্ষুক মেঘমণ্ডলী তাড়া তাড়ি তাহা কুড়াইয়া লইল। পক্ষিকুল নীড়ে গিয়া বসিল। শাবকগণ চিঁ চিঁ করিয়া উঠিল। কোন পক্ষী কোলে প্রসূত অণ্ড চাপিয়া বসিল। পেচকের কোটর শূন্য হইল। গোপগণ দোহনপাত্র লইয়া গোদোহন আরম্ভ করিল।—নিকটে বৎসগণ রজ্জুবদ্ধ; তাহারা মনে করিতেছে, দাদা গোপ মহাশয় যেরূপ অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশ করিতেছেন, দুগ্ধ পাই বা না পাই, পেট ভরিয়া বাঁট চুষিব!

ব্যক্তিবিশেষের গৃহে একটি, দুইটি, চারিটি বা ততোধিক করিয়া দীপ জ্বালিত হইল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ধূনা গুগ্গুলের তৃপ্তিকর গন্ধে সন্ধ্যার আমোদ হইল। এমন সময় জগদীশপ্রসাদের নন্দনকাননে এক দল শৃগাল ‘হুয়া হুয়া’ করিয়া অস্তগত সূর্য্যদেবকে ‘হুও হুও’ বলিয়া পুষ্করিণীর ধার সরগরম্ করিয়া তুলিল।

জগদীশপ্রসাদের ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। দ্বারদেশে ডগ ডুম্ ডগ ডুম্ বোলে নাগরা বাজিতে লাগিল। দুই জন লোক হাত-ঘড়ি, চারি জন কাঁসর বাজাইয়া বিমিশ্র তালজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল। ধূপ ধূনার ধূঁয়ায় ঠাকুর ঘর অন্ধকার। ধূমস্তরের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপালোক মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। সিংহাসনে ৺ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। মূর্ত্তিযুগল শৃঙ্গারবেশে (রাজবেশে) সজ্জিত। পূজারী ঠাকুর পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চপ্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, পাট-করা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, দর্পণ, পুষ্প প্রভৃতি লইয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার করভঙ্গী দেখিয়া দ্বারের বহির্ভাগস্থ গলবস্ত্র যোড়হস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা ভক্তগণ মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। দুইটি বালক ও একটি বালিকা হাঁ করিয়া পূজারী ঠাকুরের হস্তব্যায়াম দেখিয়া, গৃহে গিয়া সেইরূপ করিবে, ভাবিতে লাগিল। একদল বালক প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, কেহ বা নিরাঞ্জন-বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে লাগিল। এ দিকে পূজারী ঠাকুর তিন বার শঙ্খধ্বনি করিয়া আরতি শেষ করিলেন। ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যাহার মনে যাহা চাপা ছিল, এখন প্রার্থনা করাতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তথাপি দুই এক জন মনে মনেই ঠাকুরকে মনের কথা জানাইল। পাঠক মহাশয়কে বলিতে ভুলিয়াছি যে, আরতির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত

পূজারী ঠাকুরের বাম হস্তে একটা এক সের ওজনের ঘণ্টা বাজিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর প্রিয়মাধবের বাড়ী যাইবার কথা ছিল বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ তথা গমন করিলেন। পত্রখানি সঙ্গে লইয়া যাইবার আশা বিফল হইল।—রিক্তহস্তে গমন করিলেন।

যখন তিনি তথা উপনীত হইলেন, তখন প্রিয়মাধব গৃহে ছিলেন না। তিনি একাকী বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। প্রিয়মাধবের বৈঠকখানাটি অল্পায়তনবিশিষ্ট হইলেও দেখিতে সুন্দর। বৈঠকখানার মধ্যস্থলে ঘর যুড়িয়া এক খানি শতরঞ্চ পাতিত রহিয়াছে। তাহার উপর ঠিক্ মধ্যস্থলে চারি হস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রস্থের একখানি গালিচা শোভা পাইতেছে। গালিচার পশ্চাদ্ভাগে একটি বড় এবং বামে ও দক্ষিণে দুইটি ছোট তাকিয়া পেট ফুলাইয়া পড়িয়া আছে। বৈঠকখানার সর্ব্বসমেত তিনটি দ্বার। তিনটিতেই এক এক খানি করিয়া নারিকেল-ত্বকের পাপোষ পদধুলিতে ভারি হইয়া পাতিত রহিয়াছে। তিনটি দ্বারের উপরে তিনখানি বড় বড় ছবি লম্বিত আছে। সে তিনখানি ছবি এই,—শিবদুর্গা, রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ! এতদ্ব্যতীত আরও কুড়িখানি ছবি দেওয়ালের চারি দিকে আলম্বিত আছে। তাহাদের মধ্যে দশখানি বিষ্ণুর দশাবতার ও বাকী দশখানি শক্তির দশমহাবিদ্যা।

ধীরেন্দ্রনাথ বসিয়া রহিলেন। সম্মুখে একটি অত্যুৎকৃষ্ট আলোকাধারে অন্ধকার নাশিবার দ্রব্য জ্বলিতেছে। বাটীর সমস্ত নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুর হইতে সুধাময়ের কণ্ঠশব্দ পাওয়া যাইতেছে। সেই কণ্ঠরব-চীৎকার, রোদন ও আনন্দসূচক। বহির্দ্বারে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এক জন দ্বারবান খাটিয়া পাতিয়া শুইয়া আছে। নিদ্রা যায় নাই, শুইয়া শুইয়া নাকী (সানুনাসিক) সুরে ধীরে ধীরে ভজন গাইতেছে। সেই ভজন গান তাহাকেই ভাল লাগিতেছে, অন্যের কর্ণে কর্কশ। দ্বারবানের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সে একাকীই কিন্নরকণ্ঠবিনিন্দিত সুরের কর্ত্তব দেখাইতেছে; কেহ শুনিতেছে না—শুনিলে কালাবৎকে গালি খাইতে হইত। তাহার গীতধ্বনি যেখানে উত্থিত হইতেছে, তাহার কিঞ্চিদ্দূরে গিয়াই বিলয় পাইতেছে—বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না। প্রবেশ করিলে সুধাময় ভয় পাইত।

এমন সময়ে প্রিয়মাধব দ্বারে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবান্ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়মাধব একবার তাহার দিকে চাহিয়া বৈঠকখানায় যাইবার জন্য সোপানে উঠিতে লাগিলেন। চর্ম্মপাদুকার শব্দ হইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, প্রিয়মাধব আসিতেছেন। প্রিয়মাধব বৈঠকখানা-গৃহে প্রবেশ করিয়াই "সংবাদ কি?" বলিয়া গালিচার উপর উত্তরীয়খানা ফেলিয়া দিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল নয়।"

"কেন?"

"গোলযোগ ঘটিয়াছে! মহাবিভ্রাট।"

"সে আবার কি?"

"হিরণ্ময়ী জানিতে পারিয়াছেন।"

"পত্রখানা আনিয়াছ কি?"

"হিরণ্ময়ী সেখানা আর অলঙ্কারগুলি আমার শয্যাতল হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সমস্তই পড়িয়াছেন। পড়িয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া তাহা কাড়িয়া লইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। হিরণ্ময়ীর অত্যন্ত রাগ হইয়াছে।"

এই কথাগুলি শুনিয়া প্রিয়মাধব কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধহেলিত ভাবে উপবেশন করিলেন। কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের ভর দক্ষিণ হস্তের উপর পড়িল, আর বাম হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি কেশরাশির মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নেত্র নিমীলন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "ধীর! তুমি ভাবিও না। কোন ভয় নাই।"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "ভয় নাই কেমন করিয়া, প্রিয়মাধব? ভয় সম্পূর্ণ, কারণ হিরণ্ময়ী তাহার বালিকাস্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকেই দোষী করিয়াছে। আমি যে কিরণময়ীকে ভালবাসি, এটি হিরণ্ময়ীর স্থিরসিদ্ধান্ত। যদি সে এই পত্র ও অলঙ্কার লইয়া বাড়ীময় গোল করে, তাহা হইলে তাহার পিতামাতা কি মনে করিবেন? প্রিয়মাধব! আমার কি দুরদৃষ্ট। আমি কোন দোষে দোষী নহি, অথচ আমারই উপর সমস্ত দোষ পড়িল। আমি সে দিন উদ্যান হইতে পত্র অলঙ্কার আনিয়া ভাল করি

নাই। পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেই ভাল হইত। কিন্তু কপালে যাহা আছে, তাহা—” এই পর্য্যন্ত বলিলে পর প্রিয়মাধব বলিলেন,

“আমি বেস্ জানি হিরণ্ময়ী কখনই এ কথা লইয়া বাড়ীতে গোল বাঁধাইবেন না। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, যে যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে, সে তাহাকে এইরূপ করিয়া থাকে।—ইহার নাম ভালবাসার অভিমান। আমি বলিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই। হিরণ্ময়ী রাগ করিয়া তোমাকে মুখে যাই বলুন, কিন্তু মনে তাহার বিপরীত। তুমি তাঁহার স্বার্থ, সুতরাং তিনি কখনই স্বার্থহানির চেষ্টা করিবেন না। এখন্ একটি কথা শুন,—তুমি তাঁহাকে নিজ নির্দ্দোষিতা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও। বালিকা বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার। প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিকে গান শুনাইয়া থামাইতে হইবে ইহা যেন মনে থাকে।” প্রিয়মাধব নীরব হইলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “তবে আমি এখন যাই। আবার আসিয়া, যাহা ঘটে বলিব।”

প্রিয়মাধব বলিলেন, “আহার করিয়া যাও।”

মনে সুখ নাই, সুতরাং ধীরেন্দ্রনাথ অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রিয়মাধব ছাড়িলেন না। সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। উভয়ে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ খাইতে পারিলেন না, যেমন পূর্ণপাত্র ছিল, প্রায় তাহাই রহিল। তদ্দর্শনে প্রিয়মাধব দুঃখিত হইলেন, কিন্তু উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারকারিণী কালিন্দীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

ধীরেন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তায় ডুবিয়াছিলেন, তেমনি রহিলেন। আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। একজন ভৃত্য তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিতে আসিল। তিনি “ক্ষুধা নাই” বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ভৃত্য মুখে “যে আজ্ঞে” কিন্তু মনে “এ বেলা বিধাতা কপালে মাপেন নাই” বলিয়া ফিরিল। পাঠক, মনে করিবেন না যে, ধীরেন্দ্রনাথের কপালে বিধাতা মাপেন নাই। সে আপনার সম্বন্ধেই বলিল। এ বেলা সে ধীরেন্দ্রনাথের প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, শয়ন করিবার সময়ে শয়ন করিলেন। গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃ রাত্রিমান হ্রস্ব, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের পক্ষে শীতকালের অপেক্ষাও দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক অসুখের এক দণ্ডও যেন এক প্রহর বলিয়া বোধ হয়। সেই রাত্রিকালে কিরণময়ী বা হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না। তিনিও তাহার চেষ্টা করিলেন না। সারারাত্রি জাগিয়া শেষ-রাত্রিতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা হইয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহোচ্ছেদ।

এক দিন দুই দিন করিয়া এক সপ্তাহ অতীত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী আপনাপন চিন্তাকে লইয়া এই কয় দিন অতিবাহিত করিলেন। এই সাত দিনের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ নিজ নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য হিরণ্ময়ীকে কএকবার বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী তখনও তলাইয়া বুঝেন নাই।

অদ্য ধীরেন্দ্রনাথের শুভ দিন। আজ তিনি প্রাতঃকালে কাহার মুখ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি তিনি কাহার মুখ দেখিয়া থাকেন, তবে সে ব্যক্তি সুমুখ—তাহার মুখের মহিমা আছে।

হিরণ্ময়ী একটি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্প হস্তে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ একখানি হস্তলিখিত নীতিগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। কেন যে তিনি উহা পড়িতেছেন, তাহা হিরণ্ময়ীর হৃদয়ঙ্গম হইল না। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর ক্রোধশান্তি ও মত-পরিবর্ত্তনের জন্যই পড়িতেছিলেন। কিন্তু আর তাঁহাকে পড়িয়া পড়িয়া, মনের মত শ্লোক খুঁজিয়া মস্তক ঘুরাইতে হইল না। আপনা আপনি উদ্দেশ্য সফল হইবার পন্থা প্রস্তুত হইল।

একটি পুষ্করিণীতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সবলে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল যেমন উপর্য্যুপরি তরঙ্গ-চক্রে চঞ্চল হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পত্রালঙ্কার-আঘাতিতা হিরণ্ময়ীও প্রথমে কয় দিন উপর্য্যুপরি চঞ্চল হইয়া অদ্য শান্ত হইয়াছেন। অনেক চিন্তা ও মত কাটাকাটির পর তাঁহার চিত্তোদ্বেগ হ্রাস হইয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ আজ কএক দিন ধরিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে যে সকল

ক্রোধসূচক অপ্রীতিকর চিহ্ন দেখিয়া আসিতেছিলেন, অদ্য আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। তবে কি দেখিলেন?—দেখিলেন, বৎসরান্তে বর্ণবিচ্যুত দেবমূর্ত্তিতে যেন আবার রঙ্ ফলান হইয়াছে। অদ্য ধীরেন্দ্রনাথের চক্ষু জুড়াইয়া গেল। নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার অন্তরে নূতন চিন্তার আবির্ভাব হইল। যাহা হইবার আশা ছিল না, তাহাই হইল। পুঁথি বন্ধ করিয়া হিরণ্ময়ীকে কেবল দেখিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিলে, যে হিরণ্ময়ী পক্ববিম্ববৎ ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা নাচিয়া উঠিত, কএক দিন ধরিয়া তাহা লুকাইয়াছিল,—আজ আবার দেখা দিল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, যেন গম্ভীর কাদম্বিনীর মুখে সৌদামিনী দেখা দিল—অন্ধকারে আলোক হইল।

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বসনাঞ্চলের কিয়দংশ ভূতলে লম্বমান হইয়া পড়িয়া রহিল। নিবিড় কেশগুচ্ছ আলুলায়িত। তাহার মধ্যাংশ পৃষ্ঠদেশে এবং অপর দুই ভাগ দুই স্কন্ধ বহিয়া সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল। মনোহর মুখমণ্ডল সেই অসিতচিকুরগুচ্ছের মধ্যে সুশোভিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, খনির ভিতরে মণি—মেঘবর্ণ সরোজলে প্রফুল্ল কমল। হিরণ্ময়ীর যে চক্ষু আজ কএক দিন ধরিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে ভয় দেখাইতেছিল, আজ তাহাই ভরসার স্থল হইল। হিরণ্ময়ীর চিত্তভাব যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ধীরেন্দ্রনাথ তাহার দুই জন সাক্ষী পাইলেন। সে দুই জন সাক্ষী কে?—নয়নযুগল।

চন্দ্রের কিরণমলিন দর্পণেও পড়িলে হাসে; হিরণ্ময়ীর হাস্যরেখা বৈমর্ষ্য-মলিন ধীরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠাধরে পতিত হওয়াতে, উহাও হাসিল। ধীরেন্দ্রনাথ হাসিলেন বটে, কিন্তু এখনও সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অগ্রে হিরণ্ময়ীরই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল।

তিনি বলিলেন, "ধীরেন্! এই ফুলটি ধর।"

ধীরেন্দ্রনাথের আর বিলম্ব সহিল না। অঞ্জলি পাতিয়া ফুলটি লইলেন।

তখন হিরণ্ময়ী বলিলেন, "এটি ঠাকুরের ফুল। তুমি এইটি ছুঁইয়া শপথ কর।"

ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, আবার পরীক্ষা। ভাবিয়া বলিলেন, "হিরণ্! কি শপথ করিব?"

"তুমি কাহাকে মন খুলিয়া ভালবাস?"

"যিনি এই প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাকে।"

"আর বড় দিদিকে?"

"না।"

"তবে তাঁহাকে কিরূপে ভালবাস?"

"সে ভালবাসা তোমার প্রতিকূল নহে।"

"সত্য?"

"তোমার প্রদত্ত দেবপ্রসাদী পুষ্পই তাহার সাক্ষী।"

"ভাল, তাহাই হইল, কিন্তু তোমাকে আর একটি শপথ করিতে হইবে।"

"কি?"

হিরণ্ময়ী সহসা ধীরেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিল, সুতরাং জিহ্বা বাক্য উচ্চারণ করিল না। তাঁহাকে নিরুত্তরে থাকিতে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই, চুপ করিয়া রহিলে যে?"

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, সুতরাং হিরণ্ময়ী আর নীরব হইয়া থাকিতে পারিলেন না। উত্তর দিলেন, "ধীরেন্! তুমি বড় দিদিকে বিবাহ করিবে না বল।" এই বলিয়াই লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। কিন্তু ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিল। ধীরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন কি না, বলিতে পারি না।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'হিরণ! বুঝিয়াছি,—এইটিই তোমার মূল কথা। তা' এত শপথ না করাইয়া অগ্রে এইটির উত্থাপন করিলেই ত চুকিয়া যাইত।" আবার হাসিয়া বলিলেন, "ভাল, হিরণ! না হয় আমি শপথ করিলাম যে, কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না, কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি?"

লজ্জাবতী হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইলেন। ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি উত্তর দিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "আমি চিরকালই অবিবাহিত থাকিব। আমার একবারেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। বাল্যকাল হইতে তোমাদের দুইটি ভগিনীকে দেখিয়া আসিতেছি, এক্ষণে তোমাদের দুই জনকে দুইটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত এক হইতে দেখিলেই আমার আশা মিটে—চক্ষু জুড়ায়।

সরলা হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের পরিহাস বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,

"কি হইতে কি হইল! আমি কি বলিলাম আর ধীরেন্ কি বুঝিলেন!" এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন, "সত্যই কি ধীরেন্দ্রনাথ একবারে বিবাহ করিবেন না? বোধ হয় বড় দিদিকে ইঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি এইরূপ গোলযোগ করাতে এক্ষণে বিবাহ-আশা একবারে পরিত্যাগ করিতেছেন। বুঝি আমার আশা ভরসা ঘুচিয়া গেল।"এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্মিতমুখখানি শুকাইয়া গেল—আবার বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিল। মন অস্থির হইল; যেন কি হইতে কি ঘটিয়া পড়িল। দেখিতে দেখতে চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া আসিল। ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরব হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, স্বর্ণ-প্রতিমায় আবার কালিমা আধিপত্য বিস্তার করিল। তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,

"হিরণ্ময়ি! তোমার মনের প্রকৃত ভাব কি?"

বিষাদপ্রতিমা হিরণ্ময়ী নিরুত্তর।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "তোমার কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই?" ধীরেন্দ্রনাথ যে পরিহাসচ্ছলে বিবাহ করিব না বলিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী তাহার বিপরীত ভাবিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন,'ধীরেন্দ্রনাথ জব্দ হইয়াছেন—ফাঁপরে পড়িয়াছেন।' কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথার যেরূপ উত্তর দিলেন, তাহা হিরণ্ময়ীর কল্পনাকে হারাইয়া দিল। তিনি এই উত্তর দিলেন, "হিরণ! আমি যে কেন বিবাহ করিব না, তাহার নিগূঢ় কারণ আছে।"

অমনি হিরণ্ময়ী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কি কারণ, ধীরেন্? শুনিতে পাই না?" এই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া আবার নতমুখী হইলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ চতুরতা প্রকাশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "হিরণ! সে আর কি বলিব? আমি একটি সুন্দরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা নহে। তিনি, বোধ হয়, আর কাহাকেও স্বামিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং আমি আশায় নিরাশ হইয়া একবারেই যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিব মনস্থ করিয়াছি। হিরণ! যদি মনের মানুষ পরের হইতে চলিল, তবে আর অন্য এক জনকে কি করিয়া মনের মত করিব? তুমি নিশ্চয় জানিও, এক জনের দুই জন ঠিক মনের মানুষ হইতে পারে না। সেই জন্য আমারও আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। শুনিলে ত?"

এই কথা শুনিয়া আবার হিরণ্ময়ী কতকটা পূর্ব্বচিন্তার প্রগাঢ় ও অপ্রীতিকর ছায়াতলে পড়িলেন। বলিলেন, "বড় দিদির সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে না বুঝি?"

ধীরেন্দ্রনাথ ঈষৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আবার সেই কথা? এই লও তোমার ফুল। যাহার মন সর্ব্বদা সন্দেহের ক্রীতদাস, তাহার শপথ করাইতে আসা বিড়ম্বনা মাত্র।" হিরণ্ময়ী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"ক্ষমা কর, আর বলিব না।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের চিত্তোদ্বেগ উপশম করিবার আশায় বলিলেন, "ধীরেন্! তবে কে তোমাকে হতাশ করিল? এমন নিষ্ঠুরা রমণী কে?"

এই বার ধীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে মনের দ্বার খুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "যে বলে—সে।"

হিরণ্ময়ী লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন—দুই চারি বার ঈষৎ হাসি হাসিলেন। তাঁহার হৃদয় অপরিসীম আনন্দের আশ্রয় হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন। এ ভাবনায় যে অনুপম সুখরাশির বিকাশ হইল, তাহা তাঁহার মুখমণ্ডলই বুঝাইয়া দিল। অনন্তর তিনি বলিলেন,

"ধীরেন্! তুমি কি সত্য বলিতেছ?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মিথ্যা আমি জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে, ঠাকুরের ফুল হাতে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ যাহা বলিতেছে, তাহাতে হিরণ্ময়ীর বিশ্বাস হয় ভাল, না হয় ধীরেন্দ্রনাথ নাচার।"

হিরণ্ময়ী আর কোন উত্তর করিলেন না। কেবল ধীরেন্দ্রনাথের পদধারণ করিয়া এই বলিলেন, "ধীরেন্! তোমাকে আরও একটি শপথ করিতে হইবে। বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে—আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলে।"

ধীরেন্দ্র সহাস্য মুখে হিরণ্ময়ীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "হিরণ! আমি তোমার

উপর রাগ করি নাই, তোমার কোন দোষই দেখিতে পাই নাই, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার যোগ্য এমন কোন কার্য্যই কর নাই; তবে নিরপরাধিনীকে কে কোথায় ক্ষমা করে? সেরূপ ক্ষমা যে আকাশকুসুম, হিরণ! তুমি যাহা করিয়াছ, ভাবিয়াছ, তাহা বালিকায় করে। বালিকার তাহাই স্বভাব। সুতরাং বালিকা হিরণ্ময়ীর কার্য্যে দোষ লক্ষিত হয় না।"

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের এই যুক্তিগর্ভ কথাগুলি শুনিয়াও, তথাপি আবদার করিয়া বলিলেন, "না, তোমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে। তা' নহিলে আমি তোমার পা ছাড়িব না।" এই বলিয়া আবার তাঁহার পদধারণ করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বাধা দিলেন। বাধা দিয়া বলিলেন, "সাধে কি আমি বলি তুমি বালিকা?"

"আচ্ছা, আমি বালিকা। তুমি ক্ষমা করিবে কি না? বল বল, তা' নহিলে তোমার পায়ের আঙুল ভাঙিয়া দিব।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর এই ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া কে বলিবে যে, এই হিরণ্ময়ীই সেই হিরণ্ময়ী?

ধীরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে হিরণ্ময়ীর করতলে নিজ করতল রক্ষা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি দোষী হইয়া থাক, তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

এই মনোমত কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে ভূ-ললাট হইয়া একটি প্রণাম করিলেন। এ প্রণাম চতুরতার নহে সরলতার।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"

হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসিতে কত মাধুর্য্য, কত সৌন্দর্য্য, কত আনন্দোচ্ছ্বাস যুগপৎ পরিলক্ষিত হইল,তাহা ধীরেন্দ্রনাথের তৃষাতুর নয়নযুগলই জানিতে পারিয়াছিল। এরূপ হাসি ধীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এই হাসি—এই অনির্ব্বচনীয় হাসি—এই কল্পনাতীত হাসি হাসিয়া হিরণ্ময়ী বলিলেন, "ধীরেন্! আমায় ভুলিও না।" এই কএকটি অক্ষর ধীরেন্দ্রনাথের হৃদয় ও মনের অন্তস্তলে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া জাগরিত হইলেন, নিশার পর দিবা দেখিলেন, দুঃখের পর সুখ দেখিলেন, অন্ধকারের পর আলোক দেখিলেন, নিরাশার পর ভরসা দেখিলেন। অপরিসীম পুলকে মোহিত হইয়া বলিলেন, "ধনেশ-তনয়া হিরণ্ময়ী কখনও দরিদ্র ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধীরেন্দ্রনাথ জীবনের একমাত্র ভালবাসার —স্বর্গীয় ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হিরণ্ময়ীকে কখনই ভুলিবে না। যত দিন ধীরেন্দ্রকে যম ভুলিয়া থাকিবে, তত দিন সে আশাস্বরূপিণী হিরণ্ময়ীকে ভুলিবে না, আর যে দিন যম তাহাকে ভুলিতে ভুলিয়া যাইবে, সে সেই দিনেই হিরণ্ময়ীকে—" এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র হিরণ্ময়ী কোমল কর-কমল দিয়া ধীরেন্দ্রনাথের মুখ ঢাকিয়া আর কথা কহিতে দিলেন না। দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "ছি ছি, অমন কথা বলিতে নাই। আবার যদি ও কথা মুখে আন, তা' হ'লে আমি আর তোমার কাছে আসিব না।"

ক্ষণেক পরে ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল, হিরণ্ময়ি! তুমি আমাকে বরাবর মনে রাখিবে?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আমি, ধীরেন্! তোমার মত অত কথা বলিতে জানি না, সুতরাং কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি তোমায় বরাবর মনে রাখিব কি ভুলিয়া যাইব. তাহা তুমি আমার কার্য্যেই দেখিতে পাইবে।"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার অন্তরনিহিত হৃদয়সঞ্চিত দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বিমর্ষতা সকলই একে একে বিলীন হইয়া গেল। হিরণ্ময়ীও তত্তাবৎ ভুলিয়া গেলেন। আবার যেই ধীরেন্দ্রনাথ—সেই ধীরেন্দ্রনাথ আর যেই হিরণ্ময়ী—সেই হিরণ্ময়ী।

পাঠক! আইস, তোমার সহিত আমরা ঘটনাচক্রকে নমস্কার করি। ঘটনার ষড়যন্ত্রে না হইতে পারে এমন বিষয় আজও কেহ দেখে নাই—পরেও দেখিবে না।

অনেক ক্ষণ ধরিয়া উভয়ের এই সন্দেহ নিরাকরণের কথাবার্ত্তা হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল। তখন হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

উভয়েরই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই দীর্ঘকালস্থায়ী কথোপকথনের সময় কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে আসেন নাই। অদ্য তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ ছিল বলিয়া আসিতে পারেন নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মুখবন্ধ।

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীতে এই কয় দিন ধরিয়া যেরূপ মনান্তর হইয়া আসিতেছিল, কিরণময়ী এতাবৎ তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। মনান্তরের পর পুনরায় উভয়ের মনোমিলন হইল, ইহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্বে যাহা জানিয়াছিলেন, এখনও তাহাই। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তে, পাঠক মহাশয়, এই কথা বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই কএক দিনের ভাব-পরিবর্ত্তনে কিরণময়ী কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? তদুত্তরে আমরা বলি, তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা অন্য রূপ। ধীরেন্দ্রনাথও হিরণ্ময়ীর অসুস্থতা-নিবন্ধন ভাববৈপরীত্য ঘটিয়াছে, ইহাই কিরণময়ী বুঝিয়াছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর পুনর্মনোমিলনের পর, দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় দিন গত হইল।

যে দিবস কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিবার ও অলঙ্কার হারাইবার জন্য হিরণ্ময়ীর হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন, সে দিবস হইতে তিনি লজ্জিত ও ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা ধীরেন্দ্রনাথকে মিলাইয়া দিবার আশা দেখাইলেও, তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। ধরা পড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চিত্ত যেরূপ পরিষ্কৃত ছিল, কিন্তু ধরা পড়িবার পরক্ষণ হইতেই তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। মনে বড় লজ্জা, বড় ভয়, কারণ হিরণ্ময়ী রহস্যভেদ করিয়াছেন। তিনি পিতা মাতার অগোচরে এরূপ দুঃসাহসিক ও বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, হিরণ্ময়ী উহা জানিতে পারিয়াছেন। এখন পাছে তিনি বালিকাস্বভাবনিবন্ধন বাড়ীময় গোল করিয়া দেন, এই জন্য কিরণময়ীর বড় লজ্জা ও বড় ভয় হইয়াছে।

কি করিলে তিনি এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। মনে মনে কতই কৌশলের সৃষ্টি করিলেন—কতই চূর্ণ করিলেন—আবার সেই চূর্ণাংশ মিশাইয়া কতই নূতন করিয়া গড়িলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিল না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন—হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধ। তা' ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। এইরূপ ঠিক করিয়া তাহারই চেষ্টায় রহিলেন। তিনি সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়া কেবল হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধের জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কিন্তু, তাহাও বলি, তিনি সকল কার্য্য ভুলিয়াও আর এই ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াও ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন নাই। যদিও আজ কাল তিনি লজ্জা ও ভয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে দেখা দেন না, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকেন। দেখা দিবার বা দেখা করিবার অন্য কিছু বাধা বা বারণ নাই, কেবল হিরণ্ময়ীরই ভয়। পাছে তিনি দেখিলে আরও সন্দেহ করেন, এই জন্যই কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না।

কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেরূপ সাক্ষাৎ করেন না, সেইরূপ হিরণ্ময়ীর নিকটেও সর্ব্বদা থাকেন না। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য। এইরূপ করিতে করিতে চারি পাঁচ দিন গত হইয়া গেল।

এদিকে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সকল অভিমান ও ক্রোধ ভুলিয়া গেলেন—পূর্ব্বের ন্যায় হইলেন। এইরূপ হইয়া লোকে আবার যাহা করে, তিনিও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এক দিন তিনি একাকিনী সেই উদ্যানের মধ্যে গিয়া আপন মনে পুষ্পচয়ন, মালাগুম্ফন, গুচ্ছবন্ধন করিতে লাগিলেন। কেন যে এরূপ করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে অনুমানে এই বোধ হয় যে, ধীরেন্দ্রনাথকে উপহার দিবার জন্য। পূর্ব্বে তিনি প্রায় এইরূপ পুষ্প-উপহার দিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে সুখী করিতেন, কিন্তু মধ্যে রাগ করিয়া কএকদিনের মধ্যে একটি দিনও আর সেই স্বর্গীয় উপহার দেন নাই। অদ্য, বোধ করি, তাহার পুনরারম্ভ। হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে মালাগুম্ফনাদি সমাপন পূর্ব্বক এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পুষ্করিণীতে নামিলেন। নামিয়া সলিল-

চুম্বিত সোপানের উপর উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া অলক্তরঞ্জিত পা দুখানি জল মধ্যে ডুবাইয়া তল-সোপান স্পর্শ করিয়া রহিলেন। পুষ্করিণীর জল অতিশয় পরিষ্কার। কটি-প্রমাণ জলের ভিতর কি পড়িয়া আছে, তাহা অনায়াসে লক্ষিত হয়। তাঁহার রাঙা পা দুখানি জলমধ্যে মগ্ন হইয়াও আকার লুকাইতে পারিল না, সেই গুল্ফ, সেই পদূর্দ্ধভাগ, সেই অঙ্গুলি, সেই নখ এবং সেই রাঙা টুক্টুকে অলক্তরেখা স্বচ্ছ সলিল ভেদ করিয়া তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তবে বিস্ময়ের মধ্যে এই যে, জলের ভিতর থাকিয়া পা দুখানি যেন কিছু চেপ্টা দেখাইতে লাগিল। তিনি তদ্দর্শনে এক এক একবার জলের মধ্যেই ইতস্ততঃ করিয়া চরণ-চালনা করিতে লাগিলেন, চরণ দুইটিও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে তিনি এক এক বার কুন্দবিনিন্দিত সুন্দর দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিয়া আবার পা দুখানি কিয়ৎক্ষণ স্থির রাখিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। সেই খানকার জলও স্থির হইয়া রহিল। এমন সময় একটি মীনশাবক আস্তে আস্তে তাঁহার জলমগ্ন পদের এক হস্ত দূরে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। ভাসিয়া থাকিবার জন্য কেবল ধীরে ধীরে পাখনা নাড়িতে লাগিল। কোন মতে সরিল না; কেবল অলক্ত-রঞ্জিত পদের দিকে নিশ্চল চক্ষে চাহিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী সেটিকে দেখিয়া আরও সাবধান হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। কেবল এক এক বার তাহার দিকে আর এক এক বার জলমগ্ন পা দুখানির দিকে দৃষ্টিপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যত ক্ষণ আশা, তত ক্ষণ দেখা হইল। আশাও পূরিল আর পা দুখানিও নড়িল। মীনশাবক "ধর্‌লে রে, ধর্‌লে রে," বলিয়া দৌড় দিল। ঘাট ছাড়াইয়া উহার বাম পার্শ্বস্থ তীরে জলমগ্ন শৈবালদলের ভিতর লুকাইল।

মীনশাবক পলাইল—হিরণ্ময়ীরও আর একটি কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি একখানি সদ্যশ্ছিন্ন কদলীপত্রে করিয়া চয়িত পুষ্পগুচ্ছ সাজাইয়া আনিয়াছিলেন। সেই পত্রখানি অগ্রে ধুইয়া সোপানের উপর রাখিলেন। অনন্তর তাহার উপর পুষ্প প্রভৃতি একটির পর একটি সাজাইয়া অঞ্জলি পূরিয়া সেইগুলিতে জল ছিটাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার অমনোযোগিতায় তদীয় শুষ্ক অঞ্চলের শিরোভাগ ভিজিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া উহা যেমন তুলিয়া লইবেন, অমনি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সবলে লাগিয়া এক ছড়া মালা ছিঁড়িয়া গেল। তিনি তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কএকটি ফুল ফেলিয়া দিয়া আবার মালাছড়াটির সূত্র বন্ধন করিলেন। মালাছড়াটি কিছু ছোট হইল—তা' হউক।

অনন্তর, তিনি আস্তে আস্তে জলসিক্ত পুষ্পমালা প্রভৃতি কদলীপত্রে বন্ধন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জল স্থির হইল। তিনি তাহাতে শশাঙ্কসদৃশ মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। মুখ দেখিবার ভঙ্গীই বা কত। কখন জিহ্বা, কখন দন্ত, কখন চক্ষু, কখন কপাললম্বিত কেশগুচ্ছ, কখন ওষ্ঠাধর এবং কখন নাসিকা দেখিতে লাগিলেন। মন ভরিয়া জলদর্পণে মুখ দেখা সাঙ্গ হইল। ফুলের পাত লইয়া আবার এক দুই করিয়া জলসোপান অবধি সর্ব্বোর্দ্ধ সোপান পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত এগারটি সোপানাতিক্রম করিলেন। অবরোহণের সময় কষ্ট হয় নাই, কিন্তু আরোহণের সময় কতকটা হইল। পাঠক মহাশয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত থাকিলে এই কষ্টের কারণ বুঝিতে পারিবেন। সেই পুষ্করিণীর চারি দিকে ঘাট ছিল। হিরণ্ময়ী দক্ষিণ দিকের ঘাটে এই পুষ্পসিক্তকরণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এক্ষণে অপরাহ্ণ। হিরণ্ময়ী উপরে উঠিয়া চাতালের পশ্চিম পার্শ্বস্থ রোয়াকের উপর বসিয়া দক্ষিণ দিকে কদলীদলবদ্ধ পুষ্পগুলি রক্ষা করিলেন। অপরাহ্ণ উপনীত হওয়াতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে সরিয়া বসিলেন। তাঁহার উত্তপ্ত কর শীতল হইয়া আসিল এবং তিনি শ্বেত-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া রক্ত-পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। তাঁহার লোহিত কিরণ-রেখা উদ্যানের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। উদ্যানের বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, তৃণ—সমস্তই রক্তাভায় ঈষৎ রঞ্জিত হইল। হিরণ্ময়ী যে রোয়াকের উপর বসিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি বকুল বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখাদি এত বড় যে, সেগুলিতে রোয়াক ছাইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ দুইটা শাখা রোয়াক ডিঙ্গাইয়া চাতালের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ি-

য়াছিল। সেই বকুলবৃক্ষের পক্ক পত্র ও শিথিল-বৃন্ত, সুগন্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমাবলি বাতাসে আঘাতিত হইয়া ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। জলে, সোপানে, চাতালে ও চাতালের বহিঃস্থ ভূখণ্ডে থাকিয়া থাকিয়া অনেক পত্র ও পুষ্প ঝরিয়া পড়িতেছিল। পরিশ্রমী সমীরণ অনুগ্রহ করিয়া সেই বকুলবৃক্ষের পুষ্প-সৌরভ লইয়া সরোবর-তটকে আমোদিত করিতেছিল।

হিরণ্ময়ী বকুলবৃক্ষের ছায়াবৃত রোয়াকে কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া চাতালে নামিলেন। একটি একটি করিয়া অনেকগুলি ভূপতিত বকুল-ফুল কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিলেন। এক এক বার সেই কুসুমাবদ্ধ পুঁটলি নাসিকাগ্রে ধরিয়া ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। এত ফুল কুড়াইয়াও তাঁহার আশা মিটিল না। তিনি আবার কুড়াইতে বসিলেন। দক্ষিণ হস্তে কুড়াইয়া বামহস্তে রাখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বামহস্তের আকুঞ্চিত তলভাগ ফুলে পুরিয়া আসিল। সেই ফুলগুলি রোয়াকের উপর রক্ষা করিয়া চাতালের বহির্ভাগে গিয়া আবার ফুল কুড়াইতে লাগিলেন। কুড়াইতে কুড়াইতে একখণ্ড খড়ি দেখিতে পাইলেন। সেই খড়িখানি তুলিয়া লইয়া পুষ্পসংগ্রহ বন্ধ করিলেন। পুনর্ব্বার চাতালের উপর আসিয়া পা ঝুলাইয়া বসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তাঁহার মনে একটি ভাবের আবির্ভাব হইল। সেই ভাবটি লিখিবার ইচ্ছা। তিনি সেই খড়িখণ্ডে অন্য কিছু লিখিবার পাইলেন না। পাইলেন ধীরেন্দ্রনাথের নাম। ছোট বড় অক্ষরে রোয়াকের উপর লিখিতে লাগিলেন 'ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ।' এইরূপ লিখিয়া, বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতির কএকটি চিত্র অঙ্কন করিলেন। তথাকার স্থান ফুরাইয়া গেল। হিরণ্ময়ী সরিয়া বসিলেন। সরিয়া সেখানে লিখিলেন, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।' এইরূপে আরও কত কি লিখিয়া লেখা সাঙ্গ করিলেন। অনবরত প্রস্তরের উপর খটিকাখণ্ড ঘর্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী সেই অবশিষ্ট খণ্ডটুকু ছুড়িয়া পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেন। টুব্ করিয়া একটি সুমিষ্ট শব্দ হইল।

অনন্তর হিরণ্ময়ী রোয়াকের উপর বসিয়া বসিয়াই উদ্যানের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি চলিল, তিনি ততদূরই বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। রোয়াক হইতে কতকটা দূরে রজনীগন্ধের কএকটি কোরক সদ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। কুসুমলোলুপা হিরণ্ময়ী আর থাকিতে পারিলেন না—সেগুলিকে বৃন্তবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলিলেন। যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে আরও কএক প্রকার ফোটা ফুল ছিঁড়িয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইলেন। প্রথমতঃ পুষ্প কএকটি না ছিঁড়িয়া, নাসিকা সন্নত করিয়া ঘ্রাণ লইলেন। ঘ্রাণ লইয়া ছিন্ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কিছু দূরে কিরণময়ী আসিতেছেন। তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আগমন কাল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

অনন্তর কিরণময়ী যেমন কাছাকাছি হইলেন, অমনি হিরণ্ময়ী "বড় দিদি! এই রজনীগন্ধ ফুল ছিঁড়িব?" বলিয়া এক প্রকার মধুর হাসি হাসিলেন। কিরণময়ীও হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়া বলিলেন, "দেখিও যেন কুঁড়িশুদ্ধ ভাঙ্গিও না—আস্তে আস্তে ফোটা ফুলগুলি তুলিয়া লও।" কিরণময়ী হাসিয়া এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু এই হাসি মনের নহে—মুখের। হিরণ্ময়ী হাসিলেন—তিনিও হাসিলেন। এরূপ হাসিকে 'দেঁতোর হাসি' বলে। মনের ভিতর রোদনের প্রস্রবণ খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরের জন্য তাহাকে চাপা দিয়াও হাসিতে হয়। কিন্তু এরূপ হাস্যের জীবনীশক্তি নাই। কিরণময়ীও এইরূপ নির্জ্জীব হাসি হাসিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্তর হিরণ্ময়ী অগ্রজা ভগিনীর পরামর্শানুসারে আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত কুসুম কএকটি ছিঁড়িয়া লইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি ফুল—তন্মধ্য হইতে দুইটি কিরণময়ীকে দিলেন, বাকী দুইটি আপনি লইলেন। কিরণময়ী সাদরে কনিষ্ঠা ভগিনীপ্রদত্ত পুষ্পোপহার গ্রহণ ক[illegible]লেন। গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "হ্যা দে[illegible], হিরণ! এখানে আসিবার সময় ঐ ও[illegible]ানে একখানা ভূপতিত ইষ্টকখণ্ডে, আমার বাঁ[illegible] পায়ে হোঁচোট লাগিয়াছে—বড় যন্ত্রণা হইয়া[illegible]ছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। চ[illegible] পুষ্করিণীর জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া থা[illegible]।" এই কএকটি কথা বলিবার সময়

কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে কষ্টচিহ্ন প্রকাশিত হইল। বাস্তবিক তাঁহার বাম পদে আঘাত লাগিয়াছিল।

হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর কথা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সহিত পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকের ঘাটে গেলেন। উভয়ে এক সঙ্গে সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া জলের নিকট উপনীত হইলেন। কিরণময়ী সোপানের উপর চাপ্টালি হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপর রক্ষা করিয়া, বাম পদের অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার বাম দিকে উবু হইয়া বসিয়া জলমধ্যে দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করাইয়া, ধীরে ধীরে আঘাতিত স্থল স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিরণময়ী সেই কোমলস্পর্শনে আরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর দুইটি জীবন্ত প্রতিমা তথা হইতে উপরে উঠিলেন।

কিরণময়ী অগ্রে আর হিরণ্ময়ী পশ্চাতে থাকিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ! দক্ষিণ ঘাটে বকুলফুল কুড়াইগে চল।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! আমি এই কতকক্ষণ সেখানে অনেক বকুলফুল কুড়াইয়া রোয়াকের উপর রাখিয়াছি। চল, সেইগুলির অর্দ্ধেক তোমাকে দিব। সেই ফুলগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ চারি ছড়া মালা হইবে।" কিরণময়ী তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর উভয়ে দক্ষিণ ঘাটে উপনীত হইলেন।

কিরণময়ী উপনীত হইয়াই দেখিলেন, রোয়াকের এক স্থানে কতকগুলি বকুলফুল—একস্থানে ফুলমোড়া কলাপাত আর যেখানে সেখানে তরু লতা মীন পক্ষীর চিত্র-মিশ্রিত ধীরেন্দ্রনাথের নাম। অন্যগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে একরূপ ভাবোদয় হইল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের নামাবলি দেখিয়া আর এক প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হইল। এ ভাব বড় ভয়ানক ভাব—অনেক দিনের সঞ্চিত আশা পূরণের ভাব—হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধের ভাব। ভাবি-অনভিজ্ঞা হিরণ্ময়ী না বুঝিয়া আপনা আপনি ফাঁদে পড়িবার পন্থা প্রস্তুত করিলেন। তিনি এক ভাবিয়া কিরণময়ীকে বকুলফুল দিতে আনিলেন, কিন্তু আর একরূপ ঘটিবার সূত্রপাত হইল। এবং কিরণময়ী এক ভাবিয়া হিরণ্ময়ীর সঞ্চিত বকুলফুল লইতে আসিলেন, কিন্তু আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইল। মানবভাগ্যের এক কার্য্যের পরিণাম অনেক সময়ে এইরূপ অন্য কার্য্যের পরিণামে দাঁড়ায়।

এই কার্য্যটির বা ঘটনাটির পরিণাম দাঁড়াইল,—হিরণ্ময়ীর বিপৎপাত আর কিরণময়ীর বিপদনাশ। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু কিরণময়ী পারিলেন।

হিরণ্ময়ী রোয়াকের নিকট দাঁড়াইয়া সঞ্চিত বকুলফুলগুলি দুই ভাগ করিলেন, কিন্তু এক ভাগে বেশী ও অপর ভাগে কম ফুল পড়িল। তিনি তদ্দর্শনে বেশীর ভাগ হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া কমের ভাগে দিয়া সমান করিলেন। হিরণ্ময়ী যখন এইরূপ করিতেছিলেন, তখন কিরণময়ী তাহা দেখেন নাই। তিনি দেখিতেছিলেন, খটিকাসঞ্জাত চিত্র ও লিখন এবং মনে মনে পড়িতেছিলেন, 'ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ।' তাহার পর আর এক বারে পড়িলেন, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।' শেষ পঁক্তি পড়িয়া কিরণময়ী চমৎকৃত হইলেন, ভাবিলেন, "আর যায় কোথা?"

এ দিকে হিরণ্ময়ী সহাস্য মুখে বিভক্ত বকুলফুলের এক ভাগ কিরণময়ীকে দিলেন। তিনিও তাহা আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। তার পর হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি এ ফুলে মালা গাঁথিবে, না অমনি রাখিবে?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা করিবে, আমিও তাই করিব।"

হিরণ্ময়ী।—"আমি ঐ অশোক-তলায় সূঁচ সূতা রাখিয়া আসিয়াছি। চল, দিদি! ঐখানে বসিয়া দুই জনে মালা গাঁথিগে। আর দেখ, তোমার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, সে জন্য যদি তোমার মালা গাঁথিতে কষ্ট হয়, তা' হ'লে তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও, আমি তোমারও মালা গাঁথিয়া দিব, কেমন?"

কিরণময়ী এই কথাগুলি শুনিলেন বটে, কিন্তু অমনোযোগের সহিত। এই অমনোযোগিতার কারণ ধীরেন্দ্রনামাবলি। তিনি হিরণ্ময়ীর করে ধীরেন্দ্রনাথের নাম নানা আকারে লিখিত দেখিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, সুতরাং হিরণ্ময়ীর সমস্ত কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলেন না। অথচ কথার উত্তর না দেওয়াও ভাল নয় বলিয়া উত্তর দিলেন, সূতা না থাকে

তবে কদলীত্বক্‌কে গাঁথিলেও হইবে। একটু অপেক্ষা কর, যাইতেছি। এই বলিয়া মনে মনে আর একবার পড়িলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ আমার —ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।" বুঝিলেন, হিরণ্ময়ীও ধীরেন্দ্রনাথের জন্য পাগলিনী। শুধু তিনিই নহেন।

কাজের কথায় বাজে উত্তর পাইয়া হিরণ্ময়ী গোলযোগে পড়িলেন। ভাবিলেন, "বড় দিদি কেন এরূপ উল্টা কথা কহিলেন? ইনি কি ভাবিতেছেন?" এই ভাবিয়া তাঁহার নয়নের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বড় দিদির দৃষ্টি-রেখা তাঁহার লিখিত ধীরেন্দ্রনাথের নামাবলির উপর ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মনে মনে চম্‌কাইয়া উঠিলেন। বুঝিতে পারিলেন, নিজের বিপদ নিজে ঘটাইয়াছেন—বড় দিদি জানিতে পারিয়াছেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া কিরণময়ীর দৃষ্টি অবরোধ করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিলেন, "বড় দিদি! সূতা আছে; চল না শীঘ্র করিয়া মালা গাঁথিগে। আর যে বেলা নাই।" এই কথা ব্যতীত তিনি বাধা দিবার অন্য উপায় পাইলেন না। কিরণময়ীর সম্মুখের লেখা মুছিয়া ফেলিলে আরও বিপদ, সুতরাং চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দেওয়াই উপযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু সরলা বালিকা বুঝিতে পারিলেন না যে, কিরণময়ী গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিতে জানেন। হিরণ্ময়ী আর একটি ফিকির খাটাইয়া বলিলেন, "বড় দিদি! ঐ পূর্ব্ব দিকের পাঁচিলের কাছে আম গাছে আম ধরিয়াছে, ওর নাম কি আম, বড় দিদি? চল না, আমাকে গোটা দুই তিন পাড়িয়া দিবে—চল না, বড় দিদি!" কিন্তু এ ফিকিরও খাটিল না। কেমন করিয়া খাটিবে?—কিরণময়ী যে সব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার যাহা করিবার ইচ্ছা, এত দিন পরে তাহার গোড়া পাইলেন, তবে কি তিনি এখন আর মালা গাঁথিতে যাইবেন, না—আম পাড়িতে যাইবেন?

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কথার উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হিরণ! এ সব কাহার হাতের লেখা?" এই বলিয়া তাঁহার চিবুকে কর স্পর্শ করিলেন। এই প্রশ্ন করিবার সময় কিরণময়ী গ্রীবা সঞ্চালন ও চক্ষুর্ভঙ্গী করিয়াছিলেন। প্রশ্ন করিবার সময় প্রায় সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে।

হিরণ্ময়ী কি উত্তর দিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। ক্ষণেক কাল ভাবিয়া বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিব?"

কিরণ।—"কেমন করিয়া জানিবে কি? আমি কি তোমার হাতের লেখা চিনি না, হিরণ? এ কি,—'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'? ইহা কে লিখিল, হিরণ?"

হিরণ্ময়ী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া অনন্যোপায় হইয়া স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "আমিই লিখিয়াছি, বড় দিদি!" এই কথা কএকটি আস্তে আস্তে বলিলেন। দোষী ব্যক্তি ফাঁদে পড়িয়া দোষ স্বীকার করিবার সময় যেরূপ ভাব প্রকাশ করে এবং যেরূপ ভাবে বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, হিরণ্ময়ীও ঠিক্ তাহাই করিলেন। এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে তাঁহার মনে এক প্রকার কষ্ট হইল।

কিরণময়ী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছ?" হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর পদাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হাত পাকাইবার জন্য।"

কিরণ।—"কালী নাম, দুর্গা নাম প্রভৃতি ছাড়িয়া এই কি তোমার হাত পাকাইবার উপকরণ?"

হিরণ।—"যখন যা' মনে আসে।"

কিরণ।—"আচ্ছা, দিদি! তা' যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী' এই পংক্তি লেখাতে কে তোমার হাত পাকাইবার কথায় বিশ্বাস করিবে? যাই হউক, হিরণ! আমি সব বুঝিয়াছি।"

হিরণ্ময়ী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। এই কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে তিনি কি ছিলেন আর এক্ষণেই বা কি হইলেন! বড় দিদির উপকার করিতে আসিয়া নিজের অনভিজ্ঞতায় নিজের অপকার করিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কেন আমি এরূপ লিখিলাম? লিখিলাম ত কেন মুছিয়া ফেলিলাম না? বড় দিদি ত এখন জানিতে পারিলেন। কি মনে করিতেছেন? আমি যে ধীরেন্‌কে খুব ভালবাসি, তা লেখায় এক প্রকার ধরা পড়িল। আর ত এড়াইবার যো নাই। বড় দিদি পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারেন নাই—আজ আমার দোষেই সমস্ত জা-

নিতে পারিলেন। আবার বলিতেছেন;—'সব বুঝিয়াছি'। এখন কি করি?" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিরণময়ী তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সহাস্য-মুখে বলিলেন, "হিরণ! ধীরেন্দ্রনাথের উপর তোমার এত টান কেন? তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিবে?"

"সে কি, দিদি! কে তোমাকে ও কথা বলিল? কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ?" মনের ভাব গোপন করিয়া, যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে হিরণ্ময়ী এই কএকটি কথা উচ্চারণ করিলেন।

কিরণ।—"তা' হ'লেই বা;—আমি আজ এখন মাকে এ কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাহাতে তোমার শুভ বিবাহ হয়, তাহা করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। কেন তুমি আমাকে এত দিন এ কথা বল নাই?"

হিরণ্ময়ী ভীত হইয়া বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি আপনা আপনি বিবাহের কথা পাড়িতেছ, আমি কিছুই জানি না। নাম লিখিলেই কি বিবাহ করিতে হয়? উত্তরপাড়ার হৈমবতী কত লোকের যে নাম লেখে, তা' বলিয়া কি সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে? আমিও যে কত লোকের নাম লিখি।"

কিরণময়ী হাসিয়া বলিলেন, "সে সকল নাম লিখিবার ধরণ অন্যরূপ, কিন্তু, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী' এরূপ লেখার ধরণ আর একরূপ।"

কথায় কথায় কিরণময়ী এই পঁক্তিটি আবৃত্তি করাতে হিরণ্ময়ী ক্রমশঃই নিজ মত বজায় রাখিতে অকৃতকার্য্য হইলেন। যে কথাটি বলেন, সেইটিই ফাঁসিয়া যায় দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

কিরণময়ী আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই, মাকে তোমার হাত পাকাইবার কথা বলিগে।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হইয়া কিরণময়ীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন, "বড় দিদি! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমাকে যা করিতে বলিবে, তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি,—আমি তাহাই করিব।"

কিরণময়ী বলিলেন, "শপথ করিয়া বলিতেছ, তাহাই করিবে?"

"হাঁ, বড় দিদি! তাহাই করিব—তোমার শপথ।"

"তুমি ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে আমার যে পত্র ও পাদ-ভূষণ পাইয়াছিলে—যাহা আমাকে দেখাইয়াছিলে, সে কথা তুমি মাকে বাবাকে বা বাড়ীর অন্য কোন লোককে বলিবে না বল?"

"তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রাণান্তেও বলিব না।"

"কালীগঙ্গার দিব্য?"

"কালীগঙ্গার দিব্য।"

"আমার দিব্য?"

"তোমার দিব্য।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

এবার কিরণময়ী নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি কালীগঙ্গার দিব্য, আমার দিব্য আর ত্রিসত্য করিলে, দেখিও যেন ভুলিয়াও ইহার ব্যত্যয় করিও না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! আমি শপথ করিয়া কখন লঙ্ঘন করি নাই—করিবও না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ! তুমিও নিশ্চয় জানিও যে, তুমি আমার এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে আমিও তোমার এই সমস্ত কথা সকলকে বলিয়া দিব। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও, তুমি না বলিলে আমিও বলিব না।"

হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বড় দিদি আজ আমাকে খুব জব্দ করিয়াছেন। শুধু জব্দ নয়, লজ্জাও দিয়াছেন। যা'ই হউক, দুই জনে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দুই জনেরই মনের কথা মনে চাপা থাকিল।"

কিরণময়ীও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আজ আমি মাহেন্দ্র ক্ষণে বাগানে পা বাড়াইয়াছিলাম।—কোন্ দিন হিরণ্ময়ী কাহার নিকট কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিত, আজ আমার সৌভাগ্যক্রমে তাহার মুখবন্ধ হইল। এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।" তিনি এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "হিরণ! আমি পায়ে একটু চুণ হলুদ গরম করিয়া দিই গিয়ে—না হ'লে রা-

ত্রিতে ব্যথা আরও বাড়িবে।” এই বলিয়া কিরণময়ী হিরণ্ময়ী-প্রদত্ত বকুলফুলগুলি লইয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী আবার রোয়াকের উপর বসিয়া কিয়ৎকাল কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি কদলীপত্র খুলিয়া খোলা ফুল, ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া সমস্তই পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। কি জন্য এত কষ্ট করিয়া সে গুলির সঞ্চয়ন ও গ্রন্থন করিয়াছিলেন, তাহা আর ভাবিলেন না—রাগ করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। ফুলগুলি ভাসিতে ভাসিতে কতক পার্শ্ববর্ত্তী তটে সংলগ্ন হইয়া গেল, কতক জলেই ভাসিতে লাগিল।

অনন্তর হিরণ্ময়ী মুখ ভার করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার দৃষ্টিরেখা অন্য কোন পদার্থের উপর একবারও আকৃষ্ট হইল না। তিনি কেবল অধোমুখ হইয়া মাটীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা মনেই রহিল।

হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কিরণময়ীর নিকট যেরূপে অপ্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের জন্য সকল ভুলিয়া গেলেন। যাঁহাকে কখন তিলার্দ্ধ কালের জন্যও ভুলেন নাই, এ হেন ধীরেন্দ্রনাথকেও কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত ভুলিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার যে চিত্ত-ফলকে নানাবিধ মনোহর বর্ণপূর্ণ তুলিকাবলি আলিম্পিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই চিত্ত-ফলকে এই এক অঘটন ঘটনার কালি পড়িয়া অসুন্দর করিয়া তুলিল। কিরূপে সুস্থির হইবেন—কিরূপে মনকে প্রবোধ দিবেন, আর কিরূপেই বা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার কিছুই কূলকিনারা করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তর্জগতে মহাবিপ্লব ঘটিল। তাহার ফলস্বরূপ বিষম বিষণ্ণতা আসিয়া তাঁহার সুপ্রসন্ন ও কবিকুলবর্ণনীয় মুখমণ্ডলকে আক্রমণ করিল।

এই অসুস্থকরী অবস্থায় হিরণ্ময়ীর কতক্ষণ কাটিয়া গেল। অনন্তর তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আর কাহাকেও নয়, কেবল ধীরেন্দ্রনাথকে এ ঘটনাবৃত্তান্ত একবার বলিবেন। কিন্তু শপথের ভয় মনে সমুদিত হইল। কাজেই বলিবার বাসনা বিসর্জ্জন দিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে সন্দেহ কি?—না ধীরেন্দ্রনাথকেও এ কথা বলিলে তাঁহার ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবে। সে বিপদ আর কিছুই নয়—কেবল পাছে ধীরেন্দ্র নিজেও বিপদে পড়িবার ভয়ে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হইয়া যান। বাস্তবিক তিনি মনে করিতে পারেন যে, যেকালে হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার এতদূর লুক্কায়িত ভালবাসা কিরণময়ী জানিতে পারিয়াছেন, সেকালে বাড়ীশুদ্ধ লোকে ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে, সুতরাং হিরণ্ময়ীর প্রতি তাঁহার এতাদৃশ ভালবাসা প্রদর্শন করা আর ভাল নহে। হিরণ্ময়ীও তাহাই মনে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে এই কষ্টকরী ঘটনার কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে সাহস পাইলেন না মনের কথা বলিতে না পাইলে যে দুঃখ হয়, দুঃখিত হিরণ্ময়ীরও তাহাই হইল। এই দুঃখে তিনি আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া রাত্রি প্রভাত হইল।

পরদিন প্রভাতেও হিরণ্ময়ীর সেই চিন্তা। তিনি এক এক বার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন, আবার উঠিয়া বসিলেন, আবার গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দছাদলম্বিত স্তম্ভে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্মুখের দেওয়ালে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই দৃষ্ট স্থানে তুমি আমি কি দেখিব? না—কেবল পরিষ্কার চূর্ণলেপন। কিন্তু তিনি সেখানে কি দেখিতে লাগিলেন?—না এই ঘটনাসঞ্জাত কষ্টোচ্ছ্বাস। তাঁহার দৃষ্টিতে তেমন শ্বেতবর্ণ দেওয়ালও যেন মসিম্রক্ষিত হইয়া গিয়াছে।

তিনি যে স্তম্ভটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইটির মস্তক হইতে একটি কড়ি সম্মুখস্থ দেওয়ালের উপর পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিয়া ছাদভার বহন করিতেছিল। সেই কড়িটির মধ্যস্থলে একটি লোহার কড়া সংলগ্ন ছিল। সেই কড়াতে একটি লৌহশিক ঝুলিতেছিল। আবার সেই শিকে একটি পিত্তলের দাঁড়—সেই দাঁড়ে একটি চন্দনা পক্ষী। পাখীটি হিরণ্ময়ীর। যখন হিরণ্ময়ী সেখানে আসেন,

নাই, তখন চন্দনা চক্ষু দু'টি বুজিয়া একটি পা গুটাইয়া নিঃশব্দে তাহার পূর্ব্ব নিবাস ভাবিতেছিল। কিন্তু যখন হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পদশব্দে তাহার চক্ষু দু'টি খুলিয়া গেল। সে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া তাড়াতাড়ি নীচে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, জগদীশপ্রসাদের অন্যতম পোষা হাঁড়িভাঙ্গা হুলা বিড়াল নহে, তাহার পালিকা মাতা হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং সেও হিরণ্ময়ীকে বড় চিনিত। যখন হিরণ্ময়ী প্রথমতঃ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে পাদবদ্ধ শৃঙ্খল টানিতে টানিতে এবং পক্কবিম্ববিনিন্দিত চঞ্চুতে দাঁড়ের শিক কামড়াইতে কামড়াইতে উপরে গিয়া বসিল। সেখান হইতে দুই চারি বার ঘাড় নাড়িল, আবার পাদমুষ্টি শিথিল করিয়া নীচে নামিল। নামিবার সময় দাঁড়সংলগ্ন এক দিকের বাটির ফাঁকে তাহার পাদবদ্ধ শৃঙ্খল জড়াইয়া গেল—টান পড়িল। সুতরাং সে চঞ্চুযুগলে উহা ছাড়াইয়া মধ্যস্থলে বসিল। সে এইরূপ করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। সে তখন অভিমানভরে ঝুলিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা যে, সে অবশেষে এইরূপ করিয়াও হিরণ্ময়ীর আদর লাভ করিবে। কিন্তু উলটা হইয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময়ী তাহাকে আদর করিলেন না—বরং অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বিরক্ত স্বরে "চুপ্ কর্" বলিয়া ধমকাইলেন। চন্দনা কি করে, অগত্যা দাঁড়ে উঠিয়া বসিল। বসিয়া দুইবার "রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া উঠিল। ঠিক্ এমন সময়ে উহার সুমধুর কণ্ঠে এইরূপ কথা ধ্বনিত হওয়াতে মনে হইল, যেন সে স্নেহকারিণীর নিকট বিনা দোষে ভর্ৎসিত ও অনাদৃত হইয়াই মনের দুঃখে "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া আত্মসান্ত্বনা করিল।

হিরণ্ময়ী কি ভাবিয়া তখন তাহাকে দাঁড়সমেত নামাইয়া পুনর্ব্বার নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চন্দনা আহ্লাদে অষ্ট খণ্ড হইল। হিরণ্ময়ী তাহাকে যতগুলি বুলি শিখাইয়াছিলেন, সে এক একটি করিয়া কোনটি অর্দ্ধ ও কোনটি পূর্ণাংশে আওড়াইয়া দিল। হিরণ্ময়ী দুর্ভাবনা ভুলিবার জন্য তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। চন্দনা তাহার কোমল করস্পর্শসুখে পরিতৃপ্ত হইয়া এক একবার চক্ষু নিমীলন ও এক একবার উন্মীলন করিতে লাগিল। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে হিরণ্ময়ী দুর্ভাবনা ভুলিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না।

অনন্তর তিনি চন্দনাকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, কিরণময়ী তখন সেখানে অনুপস্থিত। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হিরণ্ময়ী সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে গেলেন। তিনিও তখন সেখানে ছিলেন না। হিরণ্ময়ী তাঁহার আগমন-অপেক্ষায় কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন, কিন্তু বাসনা নিষ্ফল হইল। তখন তিনি ধীরেন্দ্রনাথের লিখিবার উপকরণ লইয়া লিখিলেন—'মনের কথা মনেই রহিল'। এই পঁক্তিটি লিখিয়া ধীরেন্দ্রনাথের বসিবার চৌকিতে মস্যাধার চাপা দিয়া রাখিলেন। আর বেশী ক্ষণ সেখানে থাকিলেন না—আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠক! তুমি মনে করিতে পার যে, হিরণ্ময়ী শপথ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন কেন? কিন্তু ইহা ধীরেন্দ্রকে বলিবার জন্য নহে—মনের আবেগের জন্য ইহা তাঁহার তাৎকালিক মনের এক প্রকার ভাব।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন।

হিরণ্ময়ী প্রাতঃকালে যখন ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, ধীরেন্দ্র তাহার অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, এমন কি সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি যে স্নান করিতে গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে হয় ত হিরণ্ময়ীও সেখানে যাইতেন। কিন্তু জানিতে পারেন নাই বলিয়াই আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ দিকে ধীরেন্দ্রনাথ উদ্যানে গিয়া প্রথমতঃ কিয়ৎকাল এদিক ওদিক করিয়া প্রভাতবায়ু সেবন করিলেন। এই উদ্যানে সে দিন

রাত্রিকালে তিনি কিরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে এক একবার আপনা আপনি নীরবে হাসিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী যদি আজিও বাঁকিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই হাসি যে কোথায় থাকিত, এমন স্থান খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। সেই দিনের সেই অনর্থপাত পরতে পরতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আজ তাঁহাকে আরও যে কি করিত, তাহা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হইয়াছে—তিনি মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ পুষ্করিণীর দক্ষিণ ঘাটে পদার্পণ করিলেন। চারিটি ঘাটের মধ্যে এই ঘাটটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও পরিষ্কার। গোকুল মালীর সম্মার্জ্জনীর সুকোমল ঘর্ষণে ইহার সোপানগুলিতে শৈবাল স্থান পাইত না। স্ত্রীলোকেরা উত্তর ঘাটে এবং পুরুষেরা এই ঘাটে স্নান করিত। ধীরেন্দ্রনাথ কখন নন্দনকাননের রাধাকুণ্ডে কখন এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন। স্নান জন্য পুষ্করিণী নির্ব্বাচন তাঁহার ইচ্ছাধীন। অদ্য তিনি এই পুষ্করিণীতেই স্নান করিতে আসিয়াছেন।

এক্ষণে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে লোহিতরাগে উদিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাঁহার রক্তরঞ্জিত কিরণ উদ্যানের মধ্যে বিশেষরূপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। না পারিবার কারণ উচ্চ প্রাচীর। কিন্তু বাগানের ভিতর বেস্ আলোক হইয়াছে। বৈশাখ মাস বলিয়া গত রাত্রিতে উদ্যানস্থ বৃক্ষ লতাগুলির ফলপুষ্প বিশেষরূপে শিশিরসিক্ত হয় নাই, কিন্তু সতেজ হইয়াছে। এখনও উদ্যানের সমুদয় স্থল শীতল। পাখীগুলি নীড় ছাড়িয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে বসিয়া সুমধুর শব্দ করিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ শীতল হইয়া কুসুমসৌরভ উড়াইতেছে। মনোহর প্রভাত!

ঠিক এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ দক্ষিণ ঘাটে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়াই বাম দিকের রোয়াকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ রোয়াকের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, যেখানে সেখানে খড়িতে লেখা 'ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ'; তাহারই মধ্যে এক স্থলে 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। ধীরেন্দ্রনাথ শেষের পঁক্তিটি দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত হইলেন। তিনি হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর চিনিতেন, তাহাতে আবার নীচে লেখা আছে 'হিরণ্ময়ী'। কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ বিভোর! ধীরেন্দ্রনাথ মোহিত! তাঁহার মনে প্রতিনিমেষপাতে কত কি আবির্ভূত, তিরোহিত ও পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইতে লাগিল। লেখাগুলি পুনর্ব্বার আদ্যোপান্ত পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, 'এটি মাছ—এটি গাছ—এটি পাতা—এটি পাখী আর এটী হিরণ্ময়ী।'

এইরূপে কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল। অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি প্রতি পদেই আমার প্রতি হিরণ্ময়ীর আন্তরিক অপূর্ব্ব ভালবাসার পরিচয় পাইতেছি। ভালবাসার পন্থা অসংখ্য—ভালবাসার দৃষ্টান্তও অসংখ্য। হিরণ্ময়ীর দিন দিন আমার প্রতি এই দুইটির কতরূপ কার্য্য দেখাইতেছেন। বাস্তবিক হিরণ্ময়ীর কোমল ও সরল হৃদয় আমার দিকেই অনুক্ষণ আনত রহিয়াছে। আহা, এ হৃদয়ের মূল্য নাই—তুলনা নাই। বিধাতা যে সকল উপকরণে হিরণের স্বর্গীয় হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সকল উপকরণ কি পৃথিবীতে আছে? না—তা' থাকিলে অন্য অন্য হৃদয়ও কেন এত কোমল—এত সরল—এত প্রেমপূর্ণ হয় নাই। আহা, কি সুন্দর লিখন,—'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। এই প্রস্তরের উপর এই খটিকালিখন খুদিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।"

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ কত কি ভাবিয়া অনিমেষনয়নে সেই পঁক্তির উপর কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তিনি যে স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব পঁক্তিটি ভিন্ন তাঁহার চক্ষে জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই যেন নব নব রসাস্বাদবিশিষ্ট অমৃত-লহরী তন্মধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার তৃষাতুর প্রাণ, মন এবং হৃদয়কে জুড়াইতে লাগিল—কিন্তু তথাপি পরিতৃপ্তির চরম সীমা দেখিতে পাইলেন না। হিরণ্ময়ীর সম্মুখে থাকিয়া সেই পঁক্তি দর্শনে যত না সুখী

ও বিমোহিত হইতেন, তাঁহার অসাক্ষাতে তদপেক্ষা শতগুণে সুখী হইলেন। সেই সুখময়ী পঁক্তি তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম বিভাগস্থ লুক্কায়িত ভাব সমূহকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ অন্তশ্চক্ষে দেখিলেন, তাঁহারই হিরণ্ময়ী।

ধীরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত লেখা দেখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে ইহার সমকক্ষ একটিও হয় নাই। তিনি কালিদাসের শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার, বিক্রমোর্ব্বশী, ভবভূতির বীরচরিত, উত্তররামচরিত, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় এবং অন্যান্য কবিদিগের কাব্যকলাপের অনেক রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে এই রত্নের নিকট তাহাদের মধ্যে একটিও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না। সে সমুদায় রত্ন পরকীয়,কিন্তু এ রত্নটি স্বকীয়। এই জন্যই এ রত্নের এত আদর। পরের রত্ন কে কোথা মন দিয়া আদর করে?

কেবল চক্ষে দেখিয়া আশা মিটিল না বলিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ পঁক্তিটির উপর বুক চাপিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইলেন?—বুক জুড়াইবার জন্য। বুক জুড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন, বুকে উল্টা অক্ষরে 'আমার—ধীরেন্দ্রনাথের' অংশটুকু উঠিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ উহা দেখিয়া একটু হাসিলেন। হাসিয়া উহার শেষ ভাগে কথার যোগ করিলেন 'বুক' অর্থাৎ 'আমার—ধীরেন্দ্রনাথের বুক'। যদি খড়ি পাইতেন, তবে লিখিতেন, কিন্তু তদভাবে কেবল প্রণয়পূর্ণ বচনেই ইহা সম্পন্ন করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ একবার রোয়াকের লেখা আর একবার নিজ বক্ষের লেখা দেখিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ দেখিলেন।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল,আর তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবার আশাকে অন্তঃকরণে স্থান দিতে পারিলেন না। অগত্যা গাত্রোত্থান করিয়া দুই এক সোপান অবতরণ করিলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। আসিয়া মনে মনে বলিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমি সরলা, ভবিষ্যতের কিছুই বুঝিতে পার না; তাই তুমি তোমার মনের কথা এখানে লিখিয়া মুছিয়া ফেলিতে ভুলিয়া গিয়াছ। কেহ ইহা দেখিলে কি মনে করিবে, তাহা তুমি লিখিবার সময় জানিতে পার নাই বলিয়াই মুছিতে ভুলিয়া গিয়াছ। এরূপ প্রকাশ্য স্থলে এরূপ গূঢ়তম কথা বজায় রাখিয়া যাওয়া সরলা বালিকা ভিন্ন অপর কাহারই সাজে না, এই জন্যই ইহা মুছিয়া ফেল নাই। তা' ভালই করিয়াছ। মুছিয়া ফেলিলে তোমার ধীরেন্দ্রনাথ কি আর দেখিতে পাইত 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। অপরের পক্ষে—অপরের চক্ষে তোমার এই পঁক্তি বিষবর্ষণ করিবে, কিন্তু আমার পক্ষে—আমার চক্ষে কি করিবে?—কি করিবে কেন?—কি করিতেছে? না—অমৃতবর্ষণ: এ অমৃতবর্ষণ আমার পক্ষে জীবনসঞ্জীবন।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "আমায় দায়ে পড়িয়া—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া—পরের ভয়ে করিতে হইল।

প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন।"

এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছায় রোয়াকের চিত্র ও হিরণ্ময়ীর নাম সমেত স্বীয় নামাবলি মুছিয়া ফেলিলেন—প্রথমে হস্তে—শেষে গাত্রমার্জ্জনীতে মুছিয়া ফেলিলেন। পুষ্করিণীর জলে গিয়া গাত্রমার্জ্জনী ডুবাইয়া জল আনিলেন। সেই জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন। একটুও চিহ্ন রহিল না। খড়িধৌত জল ধারাকারে রোয়াক হইতে গড়াইয়া চাতালে পড়িল। আবার চাতাল হইতে গড়াইয়া এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পুষ্করিণীর জল পুষ্করিণীতেই পড়িল।

ধীরেন্দ্রনাথ যে ভয়ে প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন দিলেন, সে ভয়ের আর বাকী কি আছে? গত কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ তাহা কেমন করিয়া জানিবেন? তিনি যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাই করিলেন।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ পুষ্করিণীর শীতল জলে স্নান করিয়া স্বকক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়েও গামোছা নিঙড়াইয়া সেই স্থানে জল ঢালিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

'যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।

ধীরেন্দ্রনাথ আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিল, হস্তে একখানি শুষ্ক বস্ত্র

অর্পণ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ আপনি উহা পরিধান করিলেন। অনন্তর আহ্নিক পূজা সমাপ্ত হইল। সমাপ্ত হইলে, সেই ভৃত্য একখানি রূপার রেকাবী সাজাইয়া কএক প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ তন্মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভৃত্য একটি রূপার ঘটি ভরিয়া জল ও একটি ক্ষুদ্র রেকাবী করিয়া দুইটি তাম্বূল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিল। অনন্তর সে ধীরেন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত সিক্তবস্ত্র লইয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল।

কক্ষের বহির্ভাগে ধীরেন্দ্রনাথের সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ, শুষ্কবস্ত্র পরিধান ও জলযোগ সমাহিত হইল। তাহার পর তিনি বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। একখানি দর্পণ ও একখানি অঙ্কতিকা লইয়া কেশ পরিষ্কার করিলেন। গাত্রমার্জ্জনীতে হাত মুছিলেন। তাহার পর তিনি কি লিখিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যেমন মস্যাধার ও লেখনী লইতে গেলেন, অমনি তাঁহার চক্ষে পড়িল, 'মনের কথা মনে রহিল।'

মস্যাধার সরাইয়া এই লিখনলিখিত পত্রখণ্ড হস্তে উঠাইয়া লইলেন। আর একবার পড়িলেন—আবার পড়িলেন। হস্তাক্ষর চিনি চিনি করিয়া চিনিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান হইল। অনুসন্ধানের ফল—হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর—হিরণ্ময়ীরই 'মনের কথা মনেই রহিল।' ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন?—কত কি। কত কি কি? না—একবার—'হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর বেস্—সুন্দর ছাঁদ'—আবার 'হিরণ্ময়ী কেন এরূপ লিখিলেন?' তাহার পর,—'হিরণ্ময়ীর কি এমন মনের কথা?' আবার—'মনের কথা মনেই রহিল?' এইরূপ কত কি।

এই কত কি ভাবনার শেষ ফল দাঁড়াইল এই;—"হিরণ্ময়ী আমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে পান নাই বলিয়াই ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।" ধীরেন্দ্রনাথের মন এই কথাগুলি বলিল। ইহাই ধীরেন্দ্রনাথের চরম চিন্তা। তিনি হিরণ্ময়ীর নিকট ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহার দর্শন-অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দের চারি ধার দেখিতে লাগিলেন,—হিরণ্ময়ীর দর্শন পাইলেন না। বাহিরে যাইবার সময় এই পত্রখানি তাঁহার হস্তে ছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল অলিন্দে দাঁড়াইয়া, হিরণ্ময়ীর কক্ষের দিকে গমন করিলেন। কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ী সেখানে নাই। তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে ফিরিলেন। পুনর্ব্বার আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া সেই লেখাটি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বহির্ভাগে চরণভূষণের ন্যায় কিসের শব্দ হইল। উহা ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। শয়নাবস্থাতেই গৃহদ্বারের দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিলেন। এরূপ করিয়া থাকিবার ভাব এই, কে সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিবেন।

দেখিতে দেখিতে কিরণময়ী তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন—তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করিলেন। এখানে এরূপ হাস্যের অর্থ অভ্যর্থনা। যত প্রকার অভ্যর্থনা আছে, তাহার মধ্যে ইহা উচ্চ শ্রেণীর একটি। পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, কিরণময়ীকে দেখিয়াই ধীরেন্দ্রনাথ 'মনের কথা মনেই রহিল'কে 'মনের কথা হাতেই রহিল' করিলেন, অর্থাৎ মুষ্টিমধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। কেন না কিরণময়ী আসিয়াছেন—পাছে দেখিতে পান।

ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে যথাস্থানে বসিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি বসিলেন না—দাঁড়াইয়াই রহিলেন, দাঁড়াইবার ভাবটি মনোহর;—বাম পদের উপর দক্ষিণ পদের অগ্রভাগ স্থাপিত—কটিদেশ ঈষৎ বক্র—কটি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহাংশ বাম দিকে হেলিত—বাম হস্তের সুন্দর অঙ্গুলিগুলি কটি বেষ্টন করিয়া স্থিত—দক্ষিণ হস্তে অঞ্চলের অগ্রভাগ ধৃত—শিরঃস্থ বস্ত্রবেষ্টনের সম্মুখ দিয়া অলকাবলি সুচারু ললাটপট্টে পতিত;—এইরূপ ভাবের শোভাময়ী প্রতিমা ধীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এই মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া সুখী হইলেন, আবার বসিতে বলিলেন, কিন্তু কথা থাকিল না।

কিরণময়ী এইরূপে দাঁড়াইয়াই ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ধীরেন্! তোমার অদৃষ্ট বড় মন্দ!" এই কথাগুলি পরিহাসে পূরিত।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কিসে মন্দ, কিরণ?"

"বলিব কি? না—বলিব না।"

"যদি আমার কাছে বলা অসঙ্গত বিবেচনা কর, বলিও না।"

"অসঙ্গত নয়; বলিতে লজ্জা করে।"

"সুতরাং তাও এক প্রকার অসঙ্গত।"

"না—অসঙ্গত নয়,—তবে বলি।" এই বলিয়া কিরণময়ী আপনা আপনি হাসিতে লাগিলেন। এবার হাসি কিছু বাড়াবাড়ি রকমের।

ধীরেন্দ্রনাথও হাসিলেন। কেন হাসিলেন?—কিরণময়ীর ব্যাপার দেখিয়া। কিরণময়ী কেন যে তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ বলিলেন, তিনি তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন; কেবল হাসিতে লাগিলেন। কিরণময়ীর হাসিতে শব্দ শ্রুত হইল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের নীরব হাসি, অথচ বিকাশ ছিল। এইরূপ দুই জাতীয় হাসি কক্ষশোভা বৃদ্ধি করিল। তাহার পর কিরণময়ী হাসি-ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিলেন,

"ধীরেন্! তোমার অদৃষ্ট মন্দ এই জন্যে,—কেন তুমি কাল বিকালে পুষ্করিণীর ঘাটে যাও নাই?"

"গেলে কি হইত?"

"তোমার প্রতি তোমার হিরণ্ময়ীর কত ভালবাসা দেখিতে পাইতে।" এই বলিয়া আবার হাসিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রতি হিরণ্ময়ীর ভালবাসা!" এই কএকটি কথা বিস্ময়সহকারে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল।

কিরণময়ী পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "আ:-মরি, কিছুই যেন জান না! লুকাইলে কি হইবে? স্পষ্ট করিয়া বলিলেই ত চুকিয়া যায়।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি স্পষ্ট করিয়া বলিব, কিরণ?"

"যে কথা অস্পষ্ট করিয়া বলিলে।"

"কি সে কথা?"

"তোমার প্রতি হিরণ্ময়ীর ভালবাসা।"

"কে তোমায় এ কথা বলিল?"

"যে তোমায় ভালবাসে, সেই বলিল।"

"কে সে?"

"এতক্ষণ ধরিয়া যাহার কথা বলিলাম।"

"হিরণ্ময়ী?"

"হাঁ—হাঁ।"

"এ তোমার ভুল—নিশ্চয় ভুল।"

"তবে সে কেন কাল পুষ্করিণীর ঘাটের রোয়াকে তোমার নামের জপমালা সাজাইয়াছিল। রোয়াকে যে একটিও তিল থাকিবার স্থান ছিল না—নাম লিখিতে এক তাল খড়ি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। আমি সব দেখিয়াছি—সব জানিয়াছি। তুমি না না করিলে কি হইবে?—হিরণ্ময়ী আপনিই দিয়াছে। উঃ, ভিতরে ভিতরে এত! তুমি আবার ভাঁড়াইতে বসিলে!" এবার কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে ক্রোধচিহ্ন দেখা দিল।

এই কথাগুলি শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার আত্মসংবরণ করিলেন।—পাছে কিরণময়ী বুঝিতে পারেন, সেই ভয়ে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডলের ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল। তিনি নিরুপায় হইলেন—অস্থির হইলেন। সুতরাং কি করেন, মনোভাবকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া বলিলেন,

"হাঁ দেখ, কিরণ! যদি হিরণ্ময়ী এরূপ কোন কিছু লিখিয়া থাকেন, যাহাতে তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া বাস করিতে পারে, তুমি নিশ্চয় জানিও, তা' কিছুই নয়। হিরণ্ময়ী বালিকা, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।"

কিরণময়ী তীব্র পরিহাসের সহিত বলিলেন, "সে বালিকা, আর তুমি বালক! কেহই কিছু জান না;—না?"

ধীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হইলেন। নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "তা তুমি যাহাই মনে কর—আমি আর কি বলিব? নিজে না বুঝিলে কে বুঝাইবে?" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যা, সব গোল হইয়া গিয়াছে। সব ধরা পড়িয়াছে। ধরা ব'লে ধরা,—কিরণময়ীরই হাতে। আজ কিরণময়ী আমার সম্মুখে

"যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।"

এমন সময় হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই দিকে আসিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষদ্বারে আসিয়া যেমন প্রবেশ করিবেন, অমনি কিরণময়ীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নিমেষ কাল থমকিয়া বরাবর সমান চলিয়া গেলেন। এরূপ করিয়া চলিয়া যাইবার অর্থ এই যে, যদি কিরণময়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, তবে কিছু দোষের কথা মনে করিতে পারিবেন না। কেন না, তিনি যেন ধীরেন্দ্রনাথের নিকট যাইবার জন্য সে দিকে যান নাই; কোন কার্য্যের জন্য এক দিক হইতে আর

এক দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তথাপি হিরণ্ময়ীর মনের ভিতর ভয় ও চিন্তা আসিয়া বিবাদ করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী আবার মনে করিলেন, বড় দিদি হয়ত তাঁহাকে একেবারেই দেখিতে পান নাই, কিন্তু বড় দিদি কটাক্ষপাতে সে কাজ সারিয়া লইয়াছেন। ধীরেন্দ্রনাথও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিরণময়ী আর সে কক্ষে অধিক ক্ষণ থাকিলেন না—আপনার কক্ষে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেলেন, "ধীরেন্! আর যাও কোথা?"

এই কএকটি কথায় ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণে যেন শূল ফুটিল। তিনি একাকী শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের ফর্দ্দ।

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর এই সকল ব্যাপার হিরণ্ময়ীকে বলিলেন না। হিরণ্ময়ীও শপথের ভয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু শপথ করিয়া কিরণময়ী আর কাহাকেও নয়, কেবল ধীরেন্দ্রনাথকেই হিরণ্ময়ীর এই ব্যাপার বলিলেন। তিনি জানিতেন যে, ধীরেন্দ্রনাথকে ইহা না বলিলে অসুবিধা বই সুবিধা নাই। ধীরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার জানিলে হিরণ্ময়ীকে আর তেমন করিয়া ভালবাসিবেন না—মনে ভয় থাকিবে। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। এই জন্যই তিনি তাঁহার নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এই এক সপ্তাহের মধ্যে এই তিন জনে আর কি কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না।

সপ্তাহের শেষ রজনী প্রভাত হইল। জগদীশপ্রসাদ প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। তিনি কখন্ কি আদেশ করেন, সেই জন্য এক জন বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ বৈঠকখানার দ্বারবহির্ভাগে একটি স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে এরূপ ভাবে দাঁড়াইল যে, জগদীশপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না—সও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু প্রশ্নোত্তর আদান প্রদানের পথদূরত্ব থাকিল না। সেই বার্ত্তাবহ দ্বারবানের হাতে কোন কাজ ছিল না; কিন্তু মানুষ একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না,—যে কোনরূপেই হউক, তাহাকে একটি না একটি কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে। সে কার্য্যের পরিণামে কোন ফল উৎপন্ন হউক বা না হউক, কিন্তু উহা সম্পন্ন করা চাই। দ্বারবান্ একাকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অলিন্দের উপরিস্থ ছাদের কড়ি বরগা গণিয়া ফেলিল। রাম দুই করিয়া এদিক ওদিকের সমুদায় কড়ি বরগা গণনা করিল, কিন্তু গণনা ঠিক্ হইল না-- ভুল হইয়া গেল। তাহার মতে যাহা হইল, তাহাই ঠিক্ গণনা। গণনার সময় সে এক একটি সংখ্যায় এক একটি ঘাড়নাড়া দিয়াছিল। কড়ি বরগার গণনা শেষ হইলে বৈঠকখানার দ্বার গণনা আরম্ভ করিল। এ গণনা ঘাড় নাড়িয়া নয়—অঙ্গুলি নাড়িয়া। রাম দুই করিয়া যেমন চারিটি মাত্র দ্বার গণনা হইয়াছে, এমন সময়ে ভিতর হইতে জগদীশপ্রসাদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কে ওখানে?"

"আজ্ঞে করুন্।" বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ নিষ্ফল গণনা-কার্য্য ছাড়িয়া এই উত্তর দিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল। জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "দেওয়ান্‌কে এখানে ডাকিয়া আন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া বার্ত্তাবহ প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদের দপ্তরখানা বহির্বাটীর সর্ব্বনিম্নতলে। দপ্তরখানার বন্দোবস্ত বড় সুন্দর। অধুনাতন কোন কোন জমীদারের দোষে বা অবহেলায় দপ্তরখানার যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, তাঁহার দপ্তরখানায় তাহা ছিল না। শুদ্ধ ইহা তাঁহার এবং তাঁহার দেওয়ানের গুণে বলিতে হইবে। তাঁহার দপ্তরখানায় প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ ছিল। একটি বিভাগে জমীদারী-সংক্রান্ত কার্য্য ও অপরটিতে সাংসারিক কার্য্যের হিসাব পত্র লিখিত হইত। কার্য্য অনেক, এই জন্য প্রায় চল্লিশ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। এক এক জনের হস্তে এক এক প্রকার কার্য্য। কার্য্যদক্ষতা অনুসারে কাহার দশ, কাহার পনর, কাহার কুড়ি, কাহার ত্রিশ, কাহার চল্লিশ, কাহার বা পঞ্চাশ ষাট্ টাকা বেতন। তবে কি না বেশী মাহিয়ানার লোক পাঁচ্ ছয় জন, এবং দশ পনর কুড়িরই বেশী। দেওয়ানের বেতন চারি শত টাকা।

দেওয়ান্ মহাশয় বড় উপযুক্ত লোক, নাম হরিহর। তাঁহার বয়ঃক্রম অনূ্যন পঞ্চাশ বৎসর। দেহখানি স্থূল, উদরের অন্তঃস্ফীতি (ভুঁড়ি) কিছু গুরুতর। বক্ষে ও পৃষ্ঠে লোমাবলি প্রত্যহ স্নানের সময়ে যথোপযুক্ত তৈল জল পাইয়া অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেওয়ানজী কতকটা খর্ব্বাকারের লোক, সেই জন্য তাঁহার দেহস্থৌল্য তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে বিসদৃশ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি দাড়ী রাখিতে নারাজ, কিন্তু গোঁফের উপর খুব যত্ন। গোঁফ যোড়াটি ঝামুরে—কাঁচা পাকায় মিশান। তাঁহার মস্তকে অনুচ্চ কেশরাজি, তাহাও কাঁচা পাকায় মিশান। সেই কেশাবলির যথাস্থানে পাঁচ ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ শিখা। তিনি প্রত্যহ আহ্নিক পূজার পর, উহার অগ্রভাগে কোন দিন একটি তুলসীপত্র, কোন দিন একটি ক্ষুদ্র পুষ্প বাঁধিয়া রাখেন। নাসিকায় গোপী-মৃত্তিকার বড় অঙ্গের তিলক কাটেন। তাঁহার দেহবর্ণ খুব গৌরও নয়, খুব কৃষ্ণও নয়—মাঝামাঝি, কিন্তু তাহাতে কতকটা লাবণ্য আছে। জলদোষেই হউক বা বয়সেই হউক, তাঁহার দুই দিকের কসের দুই তিনটি দন্ত চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে। তিনি সেই তিনটির বিদায়-বিরহে এক এক সময়ে আক্ষেপ করেন, বিশেষতঃ কঠিন খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া। তিনি দন্তচ্যুত হওয়াতে কতকটা শিথিলভাষী হইয়াছেন।

দপ্তরখানার মধ্যস্থলের দেওয়ালের দিকে একখানি স্বতন্ত্র আসনে একটি বৃহৎ তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া তিনি বসিয়া আছেন—অল্পক্ষণ হইল আসিয়া বসিয়া আছেন। এক জন সরকার তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জমীদারীসংক্রান্ত কিসের কাগজ পত্র পড়িতেছে। সেই সরকারের দক্ষিণ দিকে বড় বড় চারি পাঁচখানা খাতা। তখনকার খাতা ঠিক এখনকার মত ছিল না। সরকারের দক্ষিণ কর্ণে একটি কলম। সেই কলমের মুখে কালি তখনও কাঁচা ছিল। বোধ হয়, এই কতক্ষণ খাতায় হিসাবের কাটাকাটি করিয়া থাকিবে।

অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ লিখিতেছে, কেহ টাকার ঠিক দিতেছে, কেহ জমীদারীসংক্রান্ত একখানি বড় তালিকায় সূক্ষ্ম হিসাব রাখিবার জন্য লতা লিখিতেছে, কেহ কলম কাটিতেছে, কেহ এক পালা লেখা শেষ করিয়া কলম মুছিতেছে, কেহ কাঁচা লেখার উপর চূণের পুঁটলির থোপ দিতেছে, কেহ হিসাব পরিষ্কার করিতে গিয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়া কপাল কুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করিয়া এক প্রকার সং সাজিয়াছে। আবার তাহারই মধ্যে এক এক জন মহাপুরুষ দেওয়ানজীর দৃষ্টিপথকে ঢাকা দিয়া মানুষ, ময়ূর ও রাশিচক্র আঁকিয়া আপনিই চিত্রকার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিতেছে। এইরূপে দপ্তরখানার কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু কোন গোলযোগ নাই—প্রয়োজনীয় দুই একটি কথা ব্যতীত নীরবে কার্য্য চলিতেছে। জগদীশপ্রসাদের সময় বঙ্গদেশে তুলট কাগজেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। কি পুঁথি, কি পত্র আর কি খাতা লেখা, প্রায় সকল কার্য্যই এই কাগজে সম্পন্ন হইত।

এই ভরপূর দপ্তরখানায় বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া দেওয়ান্জী বলিলেন, "সংবাদ কি?"

"কর্ত্তা মহাশয় আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

"এক্ষণে কোথায় তিনি?"

"বৈঠকখানায়।"

"একাকী আছেন?"

"আজ্ঞে।"

"চল, যাচ্ছি।" এই বলিয়া হরিহর দেওয়ান গদি হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, দ্বারবান্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কতক্ষণের জন্য দপ্তরখানা হরিহর-বিরহিত হইল। আমলাদিগের মুখ ফুটিল। এক এক জনের এক এক পেট কথার যেন স্রোত বহিতে লাগিল;—ক্রমে মহাসাগরের গর্জ্জন! কে কোথা কি ঘটনা দেখিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কেহ তাহা শুনিতে লাগিল। কেহ পরিহাসচ্ছলে কাহাকে কুটুম্বিতাসূচক দুই চারিটা মধুমাখা বোল শুনাইয়া দিল; শ্রোতা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া তাহার উত্তর দিল,—চারি দিকে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। বড় বেতনের কর্ম্মচারীরা যে দিকে বসিয়া কার্য্য করিতেছিল, সে দিকে এরূপ ব্যাপার বড় একটা হইল না। সকল আমলাই যে, হরিহরহীন হইয়া এরূপে প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিতে লাগিল, তাহা নহে। কেহ কেহ পূর্ব্বের ন্যায় আপনার কার্য্যও করিতে লাগিল।

এ দিকে হরিহর দেওয়ান মহাশয় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য ডাকিয়াছেন, মহাশয় ?"

জগদীশপ্রসাদ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "একখানা ফর্দ্দ করিতে হইবে।"

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা উচিত যে, হরিহর দেওয়ানজীর বচনপ্রয়োগ সময়ে একটি বাচিক মুদ্রাদোষ ঘটিয়া থাকে। তিনি কথা কহিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে 'ওর নাম কি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "ওর নাম কি, বিয়ের ফর্দ্দ ?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীর বিবাহের ফর্দ্দ।"

হরিহর এক খণ্ড কাগজ লইয়া বলিলেন, "তবে, ওর নাম কি, আজ্ঞা করুন।"

জগদীশপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন এবং হরিহর একটি একটি করিয়া ফর্দ্দে টুকিতে লাগিলেন।

ফর্দ্দ লেখা শেষ হইল। জগদীশপ্রসাদের পুত্র নাই, অথচ তিনি এক জন বিশেষরূপ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি, সুতরাং কন্যার বিবাহেই পুত্রের বিবাহের ন্যায় বিবাহ-ব্যয়ের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইল। বিস্তর টাকার ফর্দ্দ।

ফর্দ্দ লেখা শেষ হইলে, দেওয়ান্‌জী বলিলেন, "তবে, ওর নাম কি, চিন্তামণি স্বর্ণকারকে আপনার ফর্দ্দানুযায়ী অলঙ্কার সমুদায় তৈয়ার করিবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাই, আর ওর নাম কি, রাধামোহন কাপড়ওয়ালাকেও ডাকাইয়া, ওর নাম কি, এই সকল কাপড় সরবরাহ করিবার কথা বলিয়া দি। আর, ওর নাম কি, বাকী যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, তা' ওর নাম কি, ইহার পর হইলেও হইবে। ওর নাম কি, আজ হইল জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচই, আর, ওর নাম কি, আষাঢ় মাসের সতেরই আপনি বিবাহের দিন ঠিক্ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে ওর নাম কি, সমস্তই প্রস্তুত হইয়া যাইবে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তা' হ'লেই হ'ল। অধিক আর বলিব কি, যেন এটি হইল না, সেটি হইল না বলিয়া আমাকে দুঃখিত হইতে না হয়।"

হরিহর বলিলেন, "আজ্ঞে, তা হইবে না। ওর নাম কি, সময় অনেক আছে। এই সকল প্রস্তুত হইয়া, ওর নাম কি, আরও দিন থাকিবে। তবে, ওর নাম কি, এক্ষণে আমি দপ্তরখানায় যাইতে পারি ?"

জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা।"

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৈঠকখানা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় এক এক বার ফর্দ্দখানা দেখিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মুখ হইতে এই কথাটি নির্গত হইল, "উঃ, অনেক টাকা।"

জগদীশপ্রসাদও বৈঠকখানা হইতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর-বাড়ী।

জাহ্নবী দেবী প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। অদ্য সেইরূপ করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া নিজ হস্তে ঠাকুরপূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন। দুই জন দাসী নিকটে থাকিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কত কি যোগাড় করিয়া দিতেছে। জাহ্নবী দেবী একখানি নিরামিষ বঁটি পাতিয়া নিজেই শশা, কলা, আম্র, জামরুল, লিচু, ইক্ষু, কেশুর, পেয়ারা প্রভৃতি নানাবিধ ফল মূল ছাড়াইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া এক একখানি রৌপ্যপাত্রে সাজাইয়া রাখিতেছেন। কখন বা বিচিত্র কর্ত্তন-কর্ত্তিত কদলীপত্রে ছানা, মাখন, মিশ্রী প্রভৃতি বাহার করিয়া সাজাইতেছেন। দুই জন দাসীর মধ্যে এক জন আতপতণ্ডুল ধৌত করিয়া রূপার থালায় তুলিতেছে, অপর জন মটর, ছোলা, বরবটী, মুগ প্রভৃতি সিক্ত কলাইগুলি এক একখানি মাটীর খুরিতে সাজাইতেছে। দেখিতে দেখিতে কএকখানি নৈবেদ্যের থালা প্রস্তুত হইল। পার্শ্বে নারিকেল-নাড়ু এবং উপরে গাছমোণ্ডা বসান হইল।

এমন সময়ে মধু মালী নন্দনকানন হইতে বড় বড় দুইটা ঝুড়ী ভরিয়া নানাজাতীয় পুষ্প আনিল। সে যে স্থানে সেই দুইটা ঝুড়ী রক্ষা করিল, সেখানে বড় মনোহর সৌরভ-তরঙ্গ

ছুটিয়া উঠিল। ঠাকুর ঠাকুরাণীর নাসারন্ধ্রে সেই সৌরভ প্রবেশের সর্ব্বপ্রথমে মধুর, পরে সেই স্থানের লোক জনের নাসিকায় প্রবেশ করিল। মধু মালী সতর্ক হইয়া ধীরে ধীরে ঝুড়ী হইতে মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজ, যুঁই, রজনীগন্ধ, কৃষ্ণকেলি, কৃষ্ণচূড়া, টগর, অশোক, বড় বড় প্রস্ফুটিত পদ্ম, বেল, বকুল, অপরাজিতা প্রভৃতি পুষ্প ও বাছাই-করা তুলসীপত্র দুইখানা সুবিস্তৃত চক্রাকার তাম্রপাত্রে তুলিয়া দিয়া প্রথমে ৺ রাধাকৃষ্ণ, পরে জাহ্নবী দেবীকে প্রণাম করিল। একটা ঝুড়ীর ভিতর আর একটা ঝুড়ী রাখিয়া নন্দনকাননে পুনঃপ্রস্থান করিল। তাহার ঝুড়ী দুইটা খালি হইল বটে, কিন্তু তথাপি চেঁচাড়ীর খাঁজে খাঁজে কএকটা ফুলের পাপড়ী আটকাইয়া রহিয়া গেল।

দুইটি দাসীকে লইয়া জগদীশপ্রিয়া পূজার আয়োজন সমাধা করিলেন। কোথায় কি বাকী রহিয়া গেল কি না, তাহা জানিবার জন্য নৈবেদ্যগুলির উপর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদ তথায় উপনীত হইলেন। জাহ্নবী দেবী স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটি রূপার ক্ষুদ্র বাটিতে পুষ্করিণীর জল রাখিয়া দিয়াছিলেন, জগদীশপ্রসাদ নিকটে আগমন করাতে, সেই জল তাঁহার পাদস্পৃষ্ট করিয়া পান করিলেন।

জগদীশপ্রসাদ শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহযুগলকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন। পূজারী ঠাকুর তাঁহাকে দেবমূর্ত্তির স্নানজল দিলেন, জগদীশপ্রসাদ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তিভরে পান করিলেন। দক্ষিণ হস্ত প্রথমতঃ মস্তকে মুছিয়া পরে ধুইলেন। তখন দেবার্চ্চিত তুলসীপত্র জগদীশপ্রসাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি তাহা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণের উপর গুঁজিয়া রাখিলেন।

এই সকল দেবভক্তিসূচক কার্য্য হইয়া গেলে, পূজারী ঠাকুর পূজায় বসিলেন। সেই পূজারীর নাম বাসুদেব শর্ম্মা, বয়স ষষ্টি বৎসর গত হইয়াছে। তাঁহার আবয়বিক গঠনপ্রণালী বয়ঃক্রমানুসারে কতকটা শিথিল হইয়াছে। আকার দীর্ঘ, বর্ণ সুন্দর, পট্টবস্ত্র-পরিহিত, উত্তরীয়খানি যজ্ঞসূত্রাকারে বামস্কন্ধ হইতে বক্রভাবে লম্বিত হইয়া দক্ষিণ কটির উপর গ্রন্থিবদ্ধ। গলশোভিত যজ্ঞসূত্র গাছটি অতি পরিষ্কৃত। উহা উত্তরীয়ের কোন স্থানে আচ্ছাদিত হইয়াছে, কোন স্থান হইতে দর্শন দিতেছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে একটি শাদা সিধা রূপার অঙ্গুরী। সেই অঙ্গুরীর এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার রূপার গুলি। তিনি কখন কখন যজ্ঞসূত্রেও সেই অঙ্গুরী বাঁধিয়া রাখেন। বার্দ্ধিক্যবশতঃ তাঁহার ঔদরিক ত্রিবলীরেখা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাসুদেব শর্ম্মার নাসিকা ও চিবুক কিছু দীর্ঘ, কিন্তু চক্ষু দুইটি আবার কিছু ক্ষুদ্র। তাঁহার অষ্টাঙ্গে চন্দন, কপালে দীর্ঘ ফোঁটা।

পূজারী মহাশয় পূজায় বসিলেন। যথাবিধি পূজা শেষ হইল। প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত ধূপ ধূনার সুগন্ধে ঠাকুরঘর আমোদিত হইয়া রহিল। পূজার পর আরতি হইয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও অন্যান্য সকলে গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। অনন্তর জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ও দিকে ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগের জন্য রন্ধন-শালায় রন্ধনকার্য্য আরম্ভ হইল। শক্তিমূর্ত্তি হইলে আমিষের সংস্রব থাকিত, কিন্তু ৺ রাধাকৃষ্ণের পূজায় তাহা হইবার নহে, সকলই নিরামিষ। ৺ রাধাকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে নন্দনকানন নানাবিধ তরকারী পাঠাইয়া দিয়াছে। কএক জন দাসী বড় বড় বঁটি লইয়া সেই সকল কুটিতে বসিয়া গেল। দাসীরা হাতে তরকারী এবং দাঁতে কথা কুটিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আমর, মধুমালী আজ খালি পোকা-ধরা বেগুনগুলো দিয়ে গেছে। 'ছিল ঢেঁকী হ'ল তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল'। যেটা তুলি, সেটাই কাণা।" তাহার কথা শুনিয়া গোবিন্দ অধিকারী-গোছের এক জন দাসী অনুপ্রাস-সম্বলিত কবিতাচ্ছটা দেখাইয়া বলিল, "যেটা তুলি, সেটাই কাণা, মধু মালী বেটাই কাণা।" তাহার কবিত্বশক্তি দেখিয়া দাসীমহলে হাসি পড়িয়া গেল। কেহ আহ্লাদে আটখানা হইয়া সেই কবিচূড়ামণিকে কাঁকুড়বিচির রাশি, কেহ কাঁচকলার বোঁটা, কেহ লাউয়ের খোলা পুরস্কার দিল। হাসির উপর আবার হাসির ধুম পড়িয়া গেল। এমন সময়ে একটি বিংশতিবর্ষীয়া দাসী হাসিতে হাসিতে অন্যমনস্ক হইয়া বঁটিতে আঙুল কাটিয়া ফেলিল। সে 'উহু' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আর অমনি সকলে

'আহা' বলিয়া সান্ত্বনা করিল। এইরূপে কএকটা 'উহু' 'আহা' হইবার পর সেই করিকেশরিণী কিঙ্করী বলিল,"রান্না ঘরে আজ দুর্য্যধনের হরিষে বিষেদ!" অঙ্গুলিকর্ত্তিতা দাসীর কষ্টে সে মাগীর কিছুই কষ্ট হয় নাই। তাহার মধুর বাক্যে অঙ্গুলিকর্ত্তিতা যুবতী চটিয়া গেল। চটিয়া তাহার কি করিবে?—এক বকুনা জলে কর্ত্তিত অঙ্গুলি ডুবাইয়া রাখিল।

খাটমুণ্ডরে জন কএক জলবাহক ভৃত্য পিত্তলের বড় বড় ঘড়া ভরিয়া রসুইঘরে জল আনিতে লাগিল। পাচক ব্রাহ্মণেরা সারি সারি চুল্লী জ্বালিয়া পিত্তলের রন্ধনপাত্রগুলা চড়াইয়া দিল। রন্ধন-কার্য্য আরম্ভ হইল। হাতা বেড়ীর সহিত রন্ধনপাত্রগুলার যুদ্ধ বাঁধিল। খটর খটর, ঠন্ ঠন্, ঠক্ ঠক্, ঝন্ ঝনাৎ শব্দে, ঘৃত মসলার গন্ধে এবং কাঁচা কাঠের ধূঁয়ায় রন্ধনশালাস্থ লোকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য বুঝিয়া লইল। দেখিতে দেখিতে ৺ রাধাকৃষ্ণের অন্নভোগ প্রস্তুত হইল। যথাসময়ে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া চুকিয়া গেল। অতিথিরা উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ী।

জগদীশপ্রসাদ প্রিয়তমা ভার্য্যা জাহ্নবীদেবীকে বিবাহের কথা সবিস্তার বলিলেন। জাহ্নবীদেবী শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আরও কএকটি অলঙ্কারের কথা স্বামীকে বলিলেন। জগদীশপ্রসাদ স্বীকার করিলেন।

দুই তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর শুভ বিবাহের কথা বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানিতে পারিল। সকলেরই পরতে পরতে আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নূতন দাস দাসীরা পুরাতন দাস দাসীদিগকে বলিতে লাগিল, "তোমরাই মানুষ, তোমাদেরই চাকরী করা সার্থক, কেন না, এই বিয়েতে আমাদের চেয়ে তোমাদেরই পাওনা থওনা বেশী। পুরোণর চেয়ে সকলেরই নূতন ভাল, কেবল চাকর চাকরাণীর বেলাই নয়।"

তাহাদের এই কথা—এই আনন্দে আক্ষেপের কথা শুনিয়া পুরাতন দাস দাসীদের মধ্য হইতে দুই এক জন বলিল, "ভয় কি, তোমরাও কর্ত্তা মহাশয়ের বড় মেয়ের ছেলের বিয়েতে বেশী বেশী পা'বে।"

আমলা-মহলেও এই কথা উঠিল। তাহারাও বুঝিতে পারিল, পুরোণ আমলাদের ভাগ্যে ভাল ভাল শাল দোশালা আর নূতন আমলাদের পোড়া কপালে এক এক খানা বনাৎ—বড় জোর এক এক খানা চিড়িয়াবুটী শাল।

শেষে তাড়া হুড়া হইবে বলিয়া দিন থাকিতেই দেওয়ান্ মহাশয় জিনিষপত্র খরিদ করিবার জন্য কএক জন বুদ্ধিমান্ আমলাকে নিযুক্ত করিলেন। যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল, তাহারা একাদশ বৃহস্পতির বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র; কেন না, তাহারা প্রভুকে ঠকাইল না, বরং দশ টাকার জিনিষ খরিদের স্থলে পনর টাকা আর দুই শত টাকার স্থলে দুই শত পঁচিশ বা ত্রিশ টাকা বিবাহের খাতায় খরচ লিখাইয়া দিল। এইরূপ এ দিকেও যত বেশী, ও দিকেও তত বেশী! ধন্য প্রভুভক্তি! এইরূপ সাধুপুরুষ প্রভুভক্তগণ "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন।

মহাসমারোহে বিবাহ হইবে, সুতরাং আয়োজনও তদনুসারে হইতে লাগিল। আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

পাঠক! বলিতে পারেন, জগদীশপ্রসাদের বাটীর এত লোকের মধ্যে কাহারও আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী?—কিরণময়ীর। কিরণময়ী এ ক্ষণে শুধু কিরণময়ী নহেন,—আনন্দময়ী।

কিরণময়ীর বহু দিনের অসীম যত্ন-পালিতা আশালতা এত দিন পর্য্যন্ত কেবল বাড়িতেই ছিল—ফলবতী হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার পিতামাতার স্নেহ-বারি সেচনে উহা ফলবতী হইতে চলিল। আজ কাল কিরণময়ীর আনন্দের সহিত, বোধ হয়, জগতের কোন উৎকৃষ্ট পদার্থেরই তুলনা হয় না। বিবাহ যে কি, কিরণময়ী এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছেন, স্বামী যে কি, তাহাও জানিয়াছেন, সুতরাং তিনি—আনন্দময়ী।

যে পিতা মাতা পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেন, সে বিবাহ সে বালিকা বুঝে না, বুঝেন কেবল সেই পিতা মাতা। আমরা সেরূপ পিতা মাতার বুঝাকে পাপ বলিয়া বি-

শ্বাস করি। যে যে কার্য্য করে, সে যদি তাহা না বুঝে, বা যাহাকে দিয়া যে কার্য্য করান হয়, তাহাকেও যদি সে কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য কিরূপ কার্য্য? আমাদের বিবেচনায় উহা অ-কার্য্য। যাহারা জানে না, তাহারা এরূপ কার্য্য করে না, তবে যদি না বুঝিয়াও করে, তাহা হইলে তাহারা দোষী নহে, কিন্তু যাহারা জানিয়া শুনিয়া এক জনকে দিয়া এরূপ কার্য্য করায়, তাহারা ভয়ঙ্কর লোক—সেরূপ পিতা মাতা পুত্র কন্যার মিত্র না হইয়া পরম শত্রু বলিয়া গণ্য। কেবল বিবাহ বলিয়া নয়, সকল কার্য্যেরই অগ্রে বুঝা, শেষে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত। কিরণময়ীর বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার মাতা কতকটা দোষী বলিয়া গণ্য হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার পিতা দোষী নহেন। তিনি কন্যাকে বুঝিবার সময় পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিয়া পরম মিত্রের কার্য্যই করিয়াছেন। কিরণময়ীর ইহাই বিবাহ করিবার অবস্থা। তিনি এই অবস্থায় বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ—আনন্দময়ী।

অকৃত্রিম ভালবাসার ধীরেন্দ্রনাথ এত দিন পরে তাঁহার হৃদয়নাথ হইতে চলিলেন বলিয়াই আজ কিরণময়ী—আনন্দময়ী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদময়ী।

জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের করে তাঁহার অগ্রজা কন্যা কিরণময়ীকে অর্পণ করিবেন, এ কথা হিরণ্ময়ীর কর্ণেও প্রবেশ করিতে বাকি থাকিল না। হিরণ্ময়ীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—আলোকে অন্ধকার হইল। তিনি অস্থির হইলেন, কিন্তু কি করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।—হিরণ্ময়ী বালিকা, তাই এত দিন আপনার মনে ঠিক দিয়া আসিয়াছিলেন, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ঠিকে ভুল হইল। তাঁহার পিতার ঠিক দেওয়াই ঠিক হইল। তিনি আরও বুঝিলেন যে, বিবাহ করা তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে, পিতার ইচ্ছাধীন। হিরণ্ময়ী নিরাশার অনন্ত সাগরে মগ্ন হইলেন।

যে দিন হইতে এই কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন হইতে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন। সেই দিন হইতেই আর আপনার কক্ষের বাহিরে পূর্ব্বের ন্যায় যখন তখন বহির্গত হন না। সর্ব্বদাই কক্ষে থাকিয়া চিন্তা করেন, রোদন করেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁহার সেই চারু ওষ্ঠাধরে আর হাস্যরেখা নাই, মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা নাই, শরীরে স্বাস্থ্য নাই এবং মনে সুখ নাই। সেই দিন হইতেই হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

অন্য কোন কারণে হিরণ্ময়ীর এরূপ মানসিক ও শারীরিক ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিলে, তিনি তাহা পিতা মাতা বা অন্য কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন, কিন্তু এ কথা ত কাহাকেও বলিবার নহে। তবু এক জনকে বলিবার আছে;—তিনি ধীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁহাকে বলিয়াই বা কি হইবে? যাঁহাকে বলিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, তিনি পিতা, সুতরাং বলিবার নয়। মাতাকে বলিতে পারেন, কিন্তু পিতা আবার তাঁহার নিকট সব শুনিতে পাইবেন, সুতরাং তাঁহাকেও বলিবার নয়।—এই সকল কারণে হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

হিরণ্ময়ী পিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করেন। এক্ষণে পিতার ইচ্ছাতেই এই কার্য্য সমাধা হইবে—ধীরেন্দ্রনাথের সহিত অগ্রজা ভগ্নী কিরণময়ীর বিবাহ হইবে। সুতরাং তাঁহার অনেক দিনের আশা-লতা সমূলে শুকাইবে। শুকাইবে কেন?—শুকাইল। এই জন্য হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

হিরণ্ময়ী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এত দিন ধরিয়া যাহা ভাবিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা নিষ্ফল হইল।—আজ আমি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীশূন্য হইলাম।—ধীরেন্দ্রনাথ আর আমার নহেন, তিনি এক্ষণে আমার অগ্রজা ভগিনীর। বড় দিদি সৌভাগ্যবতী—আমি দুর্ভাগ্যের কিঙ্করী। বুঝিলাম, এখন হইতে আজীবন আমাকে দুর্দ্দম্য দুর্ভাগ্যের সেবা করিতে হইবে—নয়নের জলে আর উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার আরাধনা করিতে হইবে! হায়, বিধাতা আমাকে কাঁদাইবার জন্য—অগাধ দুঃখসাগরে ডুবাইবার জন্য এই করিলেন! ধীরেন্—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠরোধ হইল—অক্ষিযুগল ছল ছল করিতে লাগিল—দেখিতে দেখি-

তে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপতন হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী এক এক বার কি ভাবিতে লাগিলেন, আর তাঁহার প্রফুল্ল কমলসদৃশ মুখমণ্ডল গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কেহ কাছে নাই, থাকিলে বিষাদ-প্রতিমা দেখিয়া তাহাকেও কাঁদিতে হইত।

হিরণ্ময়ী অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন—ভাবিলেন, কিন্তু কিছুতেই মন প্রবোধ মানিল না, বরং উত্তরোত্তর দুঃখোচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়া উঠিল। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে এরূপ অবসন্ন করিল যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—পর্য্যঙ্কোপরি শুইয়া পড়িলেন। দরদরিত অশ্রুধারায় উপাধান ভিজিয়া গেল।

পাঠক! তুমি হয় ত বলিবে যে, হিরণ্ময়ী বিবাহের জন্য এত উতলা কেন? স্ত্রীলোক হইয়া এরূপ করা কি ভাল? তোমার এ প্রশ্নের উত্তর এই,—পুরুষের বেলা যদি এরূপ করিলে দোষ না হয়, তবে স্ত্রীলোকের বেলা কেন হইবে? বিবাহের ইচ্ছায়—বিবাহের সুখে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। সেই ইচ্ছায় বা সুখে যাহার বাধা লাগে, তাহারই হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দশ দিক শূন্য হয় এবং জীবনধারণে অত্যন্ত কষ্ট হয়, এই জন্যই আজ হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধীরেন্দ্রনাথ।

কিরণময়ী আহ্লাদে ও হিরণ্ময়ী বিষাদে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে আর এক জন দুঃখের ভাগী উপস্থিত। ইনি ধীরেন্দ্রনাথ। জগদীশপ্রসাদের নির্ঘাত বাক্য ইহাঁকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ইহাঁর জন্য হিরণ্ময়ী যেরূপ উৎকণ্ঠিতা, ইনিও তাঁহার জন্য সেইরূপ উৎকণ্ঠিত। এই দুই জনের হৃদয়, প্রাণ,মন সকলই সমাবস্থ হইয়াছে; তবে প্রভেদ এই,—হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া বক্ষ ভিজাইতেছেন, ইনি তাহা না করিয়া অকূল বিষাদসাগরের পরতে পরতে ডুবিতেছেন। কিন্তু দুই জনেরই চিন্তা ও দুঃখ একই ধাতুর।

ধীরেন্দ্রনাথের বড় আশা ছিল, হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। তাহা যদি না হয়, তবে তিনি চিরকাল অবিবাহিত থাকিবেন। জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার কোন কন্যা প্রদান করিবেন কি না, তাহা তিনি জানিতেন না। তথাপি আপন ইচ্ছায় ঠিক করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি কন্যা দান করেন, তবে হিরণ্ময়ীকেই করিবেন। ধীরেন্দ্রনাথের এরূপ বিসদৃশ আশা কেবল ভালবাসার কল্পিত ফল ব্যতীত কাজের নহে, এক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আত্মপোষিত আশা আশাই নহে। জগদীশপ্রসাদ যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, সুতরাং তাঁহার আশাই আশা।

ধীরেন্দ্রনাথের হিরণ্ময়ী-প্রণয়মোহিত অন্তঃকরণ কোন মতেই কিরণময়ীর দিকে নমিত হইল না, এই জন্য তিনি আজি এত অস্থির। কিরণময়ীকে তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই ছিল না, কিন্তু জগদীশপ্রসাদের অভিপ্রায় মতে কার্য্য না করিলে ভাল দেখায় না, কেন না জগদীশপ্রসাদ তাঁহার বিপদের পরিত্রাতা, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্নজলদাতা এবং স্নেহে পিতা। তবে কি করিয়া তিনি এরূপ পরম হিতৈষীর বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন? কিন্তু এ দিকে আবার তাঁহার কিরণময়ীকে বিবাহ করিবার একেবারেই ইচ্ছা নাই। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। কিছু উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে ধীরেন্দ্রনাথ হতাশ। তাঁহার অন্তর্জগতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লব যে কি, তাহা আর পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না।

দিবা অবসান হইল। অন্ধকার লইয়া সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার সেই অন্ধকার কেবল জড় প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিল না,—ধীরেন্দ্রনাথের হৃদয়, মন ও প্রাণকে আচ্ছন্ন করিল। ধীরেন্দ্রনাথের অন্তরে বাহিরে নিবিড় অন্ধকার। তিনি এই ঘোরতর অন্ধকারে ডুবিয়া যেন হিরণ্ময়ীকে আর দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেন, জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে লইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত। গভীর অন্ধকারের ভিতর এই দৃশ্য। ধীরেন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া চঞ্চল হইলেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগি-

লেন। বাড়ীতে আর থাকিতে পারিলেন না। সাঁ করিয়া বহির্গত হইলেন।

বহির্গত হইয়া কোথায় গেলেন?—প্রিয়মাধবের নিকট। পথেই প্রিয়মাধবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দুই চারিটি কথা কহিলেন। তাহার পর কহিতে কহিতে যাইতে লাগিলেন।

প্রিয়মাধব বলিলেন, "ধীর! তুমি দিন দিন এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? অন্য দিন অপেক্ষা আজ আরও বেশী দেখিতেছি।"

ধীরেন্দ্রনাথ বিষাদিত চিত্তে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোমার চেষ্টা বিফল হইল, আর আমার আশা ভরসাও পুড়িয়া গেল।"

প্রিয়মাধব ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কেন?"

"কর্ত্তা মহাশয় কিরণময়ীর সহিত আমার বিবাহ দিবেন।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"সকলই প্রস্তুত। আগামী আষাঢ় মাসে বিবাহ।"

এই কথা শুনিয়া প্রিয়মাধব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার পশ্চাতে। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিলেন, বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হুঁচট লাগিল। তিনি প্রিয়মাধবের ভয়ে তজ্জনিত যন্ত্রণা মনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

প্রিয়মাধব বলিলেন, "ধীর! তাই ত, কি হইবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

উভয়ে আরও কতকটা পথ অতিক্রম করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রিয়মাধবের বাটীর বহির্দ্বার দেখা দিল। উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক মহাশয়কে প্রিয়মাধবের বৈঠকখানার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুই বন্ধু সেই খানে গমন করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণতার গুরুতর ভারে অগ্রেই বসিয়া পড়িলেন। প্রিয়মাধব বসিলেন না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বৈঠকখানাগৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ করিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছিল, কিন্তু উহার আলোক বড় সমুজ্জ্বল ছিল না। সেই ক্ষীণালোকে ধীরেন্দ্র একবার চাহিয়া দেখিলেন, প্রিয়মাধবের বদনমণ্ডলে গভীর চিন্তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া আবার মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিয়মাধব বলিলেন, "ভাই ধীর! কিরণময়ীকে বিবাহ কর। কর্ত্তা মহাশয়কে বলিয়াও যেকালে তাঁহার মত ফিরাইতে পারিলাম না, সেকালে আর ত কোন উপায়ই দেখিতেছি না। তিনি যখন নিজের অভিপ্রায়ে এই কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন তাহার ব্যতিক্রম করিলে কোন শুভ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অগ্রে বিবাহিত হইলে কনিষ্ঠার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন, কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া আর উপযুক্ত জানিয়াই কিরণময়ীর সহিত তোমার উদ্বাহকার্য্য সমাধা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গৃহে গুণবান্ পাত্র থাকিতে, তাঁহাকে রাখিয়া আবার কোথা হইতে অন্য এক জন সেইরূপ পাত্র আনিবেন। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে, পরে অন্বেষণ করিয়া অন্য পাত্রের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবেন, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। আর ধরিতে গেলে এইরূপই হইয়া থাকে।"

ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণ স্থির হইয়া প্রিয়মাধবের এতগুলি কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু রসনা ইহার উত্তরে একটিও কথা উচ্চারণ করিল না। ধীরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

ধীরেন্দ্রনাথকে এইরূপ থাকিতে দেখিয়া প্রিয়মাধব আবার বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে যে? আমার কথাগুলি সঙ্গত নয় কি?"

এবার ধীরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন, বলিলেন, "দেখ, ভাই প্রিয়মাধব! তুমি যাহা বলিলে, তাহার সকলগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া কে নিজে অসুখী হইতে এবং আর এক জনকে অসুখী করিতে বাসনা করে? কর্ত্তা মহাশয় আমার পরম হিতৈষী। আমি কখন তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হই নাই। তাঁহার কথা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু ভাই! কখন যাহা হয় নাই, এইবার তাহা হইল।" ধীরেন্দ্রনাথ এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাক্য রোধ করিলেন।

প্রিয়মাধব ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কি হইল?"

"আমি কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না।" এই কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইলেন।

প্রিয়মাধব ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি, ধীর! এতে দোষ কি?"

ধীরেন্দ্রনাথ মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "কেন, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া নিজেও অসুখী হইব না, কিরণময়ীকেও অসুখী করিব না।"

প্রিয়মাধব বলিলেন, "কেন, তুমি মনে করিলেই নিজে সুখী হইতে পার, আর কিরণকেও সুখী করিতে পার।"

ধীর।—"তাহা হইলে আজ আমি কেন এমন হইব?"

প্রিয়।—"এরূপ হওয়াও তুমি চেষ্টা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পার।"

ধীর।—"পরিত্যাগ? ক্ষমতার বাহিরে। যেরূপ করিলে আমি হিরণ্ময়ীকে ভুলিয়া গিয়া কিরণময়ীকে বিবাহ করিতে পারি, আজিও তাহা আমাতে বর্ত্তে নাই।"

প্রিয়।—"তুমি নিতান্ত বালক হইলে দেখিতেছি। কর্ত্তার কথামত কাজ কর, ভাল হইবে।"

ধীর।—"অন্যের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমার নহে।"

প্রিয়।—"কর্ত্তা মহাশয়ের কথা কি উল্লঙ্ঘন করিতে আছে?"

ধীরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা' নাই, তা' করিও নাই। কিন্তু—কিন্তু এবার করিলাম, এই অপরাধে আমি কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট মহা অপরাধী।"

প্রিয়মাধব দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার একটিও কথা রাখিতেছেন না, তজ্জন্য অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এবার তিনি ধীরেন্দ্রনাথের নিকট উপবেশন করিলেন। চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে একটিবারও চাহিলেন না—অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

এবার প্রিয়মাধব যেন হতাশ হইয়া বলিলেন, "তবে, তুমি ধীর! কি করিবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ সদুঃখে বলিলেন, "তোমাকে আর দেখিতে পাইব না।" প্রিয়মাধব বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কেন দেখিতে পাইবে না?"

ধীর।—"আমি মধুপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

প্রিয়মাধবের বিস্ময় অধিকতর বৃদ্ধি হইল, মনে দুঃখ হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তুমি পাগল। কেন এমন আশা করিতেছ? কেনই বা এই যৎসামান্য মনোভঙ্গের কারণকে অসামান্য বলিয়া আকুল হইতেছ? কেন মধুপুর ত্যাগ করিবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় কষ্টের সহিত বলিলেন, "নতুবা আমার আর অন্য উপায় নাই! এখানে থাকিলে আমায় ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে হইবে। ভাই প্রিয়মাধব! আমি তাহা পারিব না। একাকী আমিই কেন? কেহই ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে পারে না। যদি করে, তবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যেরূপ করিলে আমাকে আর বেশী কষ্ট ভুগিতে হইবে না, আমি তাহাই করিব।—মধুপুর ত্যাগ করিব।"

প্রিয়মাধব দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথকে ফিরাইবার আর আশা ভরসা নাই। তিনি তাঁহার চিত্তোদ্বেগের শান্তি বিধান করিবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তথাপি বলিলেন, "বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে, অতএব তুমি আরও কিছু দিন স্থির হইয়া থাক। আমি আবার চেষ্টা করিব। তবে নিতান্তই যদি কর্ত্তা মহাশয়ের মন ফিরাইতে না পারি, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিও। এক্ষণে ভাবিও না—কোথাও চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিও না।"

ধীরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। অনন্তর প্রিয়মাধবের নিকট বিদায় লইয়া আপনার গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গদাধর উপাধ্যায়।

গদাধর উপাধ্যায় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক—বিশিষ্টরূপ পণ্ডিত। মধুপুরে তাঁহার ন্যায় আর একটিও পণ্ডিত পাওয়া যাইত না। মধুপুরের সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। লৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রত্যহ মধুপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা তাঁহার নিকট বিধান লইতে আসিত।

গদাধর উপাধ্যায়ের একটি বড় গোছের চতুষ্পাঠী ছিল। ছাত্রসংখ্যাও অনেক। তিনি সকলকেই স্মৃতি শাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। ছাত্রেরা তাঁহার নিকট অন্নবস্ত্রের সহিত স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তন্মধ্যে কএকটি ছাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল। তিনি কোন স্থানে সামাজিক বিদায় পাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলে, সেই কএক জনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

উপাধ্যায় মহাশয় অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ। তাঁহার দেহ যদিও স্থূল, কিন্তু অত্যন্ত শিথিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সের পরমসখী একগাছি যষ্টির সহায়তা লইয়া ধীরে ধীরে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার ভ্রূপর্য্যন্ত পাকিয়া গিয়াছিল। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ অধ্যাপনাকার্য্যে আর বড় পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। প্রধান ছাত্রেরাই নিম্নস্থ ছাত্রগণকে শাস্ত্রশিক্ষা দিত। তবে যে যে স্থলে কূট বাহির হইত, সেই সেই স্থলে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন হইত।

গদাধর উপাধ্যায় মহাশয়ের চতুষ্পাঠীটি তৃণাচ্ছাদিত একখানি বড় চালাঘর। তাহার চতুর্দ্দিকে কোন আবরণ ছিল না, সুতরাং চারি দিক্ হইতেই তাহার অভ্যন্তর ভাগ দেখা যাইত। সুদৃঢ় শালের ও বাঁশের অনেকগুলি খুঁটির উপর চালাখানির ভর ছিল। বর্ষাকালে পাছে চতুষ্পাঠী-চালার ভিতর জল প্রবেশ করে; এইজন্য উহার মেঝে প্রায় দ্বিহস্ত উচ্চ ছিল। উহার উপরে উঠিবার জন্য চারি দিকে চারিটি সোপানমঞ্চ। প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করিয়া ধাপ। প্রত্যেক সোপানমঞ্চের দুই দিকে একটি করিয়া দুই দুইটি কামিনীফুলের গাছ। কামিনীফুলের গাছ যত দূর বাড়িতে পারে, সেগুলি তত দূরই বাড়িয়া ছিল। প্রত্যেক গাছের নীচে আলবাল। সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা কলসী ভরিয়া তাহাতে জল ঢালিত। তাহাদেরই উপরে সেই আটটি কামিনীগাছের জীবন মরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। চতুষ্পাঠীর মেঝের উপর সারি সারি আটখানি তক্তাপোষ। তক্তাপোষগুলি বড় ও মজবুৎ। প্রত্যেকের উপর এক একখানি মাদুর পাতা। কিন্তু যেখানিতে উপাধ্যায় মহাশয় বসিতেন, সেখানির মাদুরের উপর একখানি পশুলোমনির্ম্মিত তক্তাপোষ-সমান আসন পাতা থাকিত।

সেই চতুষ্পাঠীর নিকটেই পশ্চিম দিকে গদাধর উপাধ্যায় মহাশয়ের ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকের বাটী যেরূপ হইয়া থাকে, উহাও সেইরূপ ছিল। সেই বাটীতে উপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী, একটি বিধবা কন্যা, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ও তিনি থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র বিদেশে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চতুষ্পাঠীর পূর্ব্ব দিকে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালের উপর তৃণাচ্ছাদিত বাটীর মধ্যে ছাত্রেরা অবস্থান করিত। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তাহাদিগের ভোজনকার্য্য সমাধা হইত। গ্রীষ্মকালে কতকগুলি ছাত্র চতুষ্পাঠীর তক্তাপোষের উপর ঢালাও বিছানা পাতিয়াও শয়ন করিত।

রাত্রি গিয়াছে—প্রভাত আসিয়াছে। ছাত্রেরা আপনাপন পুঁথি লইয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রধান ছাত্রেরা নিম্নস্থ ছাত্রদিগকে পাঠ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছে। এক এক স্থলের ব্যাখ্যায় ব্যাকরণের নানাপ্রকার সূত্র বিবৃত হইতেছে। বুদ্ধি অনুসারে ছাত্রেরা এক বারে দুই বারে তিন বারে বা ততোঽধিক বারে পাঠমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেছে। যাহারা প্রথমশিক্ষার্থী, তাহারা ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিতেছে, এখনও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঘটে নাই। কোন কোন ছাত্র ভ্রমক্রমে পুঁথির পাতা উল্টা পাল্টা করিয়া আবার ঠিক করিতেছে। কেহ দাঁথারির কলম কাটিতেছে। কেহ বা উপাধ্যায় মহাশয়ের পুঁথি নকল করিতেছে। কেহ তুলট কাগজে বড় কড়ি ঘষিয়া পালিস করিতেছে। কেহ মস্যাধারে কালি ঢালিতেছে। কেহ আল্‌তা গুলিতেছে। কেহ বা লিখিতে লিখিতে ভুল লিখিয়া, তাহাতে হরিতালখণ্ড ঘষিতেছে। এ দিকে উপাধ্যায় মহাশয় আপনার স্থানে উপবিষ্ট হইয়া একখানি সটীক মনুসংহিতার পুঁথি খুলিয়া কিসের ব্যবস্থা লিখিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে পরাশরসংহিতা, বৃহস্পতিসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, হারীতসংহিতা, যমসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, শাতাতপসংহিতা, শঙ্খসংহিতা প্রভৃতি অনেকগুলি পুঁথি রহিয়াছে। সকলগুলিই চন্দনকাষ্ঠের পট্টে আবদ্ধ। জগদীশপ্রসাদ, উপাধ্যায় মহাশয়কে এই সকল চন্দন-পট্ট প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। সংহিতাগুলিও তাঁহারই ব্যয়ে নূতন আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছে। গদাধর উপাধ্যায় মহাশয় জগদীশপ্রসাদের কুলপুরোহিত।

চতুষ্পাঠীর ভিতর উপাধ্যায় মহাশয়ের নি-

কট এইরূপে অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদের এক জন দ্বারবান্ আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র প্রদান করিল। তিনি তাহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। পাঠক মহাশয়, হয় ত এই পত্রখানির ভিতর কি আছে, জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পত্রখানির ভিতর ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর শুভ বিবাহের কথা লিখিত আছে। জগদীশপ্রসাদ এই বিবাহ সম্বন্ধে কি বলিবেন বলিয়া কুল-পুরোহিত উপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয়ও পত্র পাঠ করিয়া যজমান-গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি পাল্কী ছিল। তিনি সেই পাল্কীখানিতে চড়িয়া গন্তব্য স্থলে গমন করিতেন। এক্ষণেও তাহাই হইল। চারি জন পাল্কীবাহক তাঁহাকে পাল্কী করিয়া জগদীশপ্রসাদের বাটী লইয়া চলিল। জগদীশ-প্রসাদের দ্বারবান্ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উপাধ্যায় মহাশয় তথায় গিয়া জগদীশপ্রসাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহা এখানে "অলমতিবিস্তরেণ"।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া—চিকিৎসা।

আরও কএক দিন গত হইল—বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। কিরণময়ীর আনন্দ এবং ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর দুঃখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া ভাবিয়া এতদূর হতাশ হইলেন যে, তাঁহাকে হিরণ্ময়ী বলিয়া চেনা ভার। মনের সঙ্গে শরীরের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা এক্ষণে হিরণ্ময়ীতে বর্ত্তমান। তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ হওয়াতে, শরীরও তাহাই হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে। মনুষ্যের প্রাণস্বরূপ আশা বিনষ্ট হইলে, মনুষ্য জীবন্মৃত। হতভাগিনী হিরণ্ময়ীও তাহাই।

হিরণ্ময়ীর এই বিকৃত অবস্থা দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী প্রভৃতি চিন্তিত ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, হিরণ্ময়ীর পীড়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে কি পীড়ায় এতদূর অবসন্ন হইয়াছেন, তাহা কাহারই অনুভূত হইল না। আহা! তাঁহার মর্ম্মপীড়া কেহই আজি পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল না। যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, তবে সে ধীরেন্দ্রনাথ।

হিরণ্ময়ী আর নিয়মিতরূপে আহার করেন না—রাত্রিকালে নিদ্রা যান না—কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহেন না। তিনি যেন কি একটি প্রিয় পদার্থ হারাইয়া দুস্তর দুশ্চিন্তা-সাগরের অতল গহ্বরে ডুবিয়া গিয়াছেন। হিরণ্ময়ীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল।

দুই চারি দিন দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা হিরণ্ময়ীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াও রোগ-নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। হিরণ্ময়ীও প্রকৃত রোগের কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পিতা মাতা বা অন্য কাহারই নিকট এ রোগের তথ্য প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহার নিকট করিবেন, হিরণ্ময়ী দেখিলেন, তিনিও তাঁহার ন্যায় পীড়িত। ইহাতেও তিনি অধিকতর অবসন্ন হইলেন।

জগদীশপ্রসাদ আর স্থির হইয়া থাকা ভাল নহে জানিয়া, পারিবারিক চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিলেন। সেই চিকিৎসকের নাম সনাতন ধনন্তরি। তাঁহার বয়ঃক্রম আটচল্লিশ বৎসর। বর্ণ শ্যাম, গঠন একহারা, বাম চক্ষুটি অন্ধ, দাড়ী গোঁফ নাই, মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ। তিনি আকারে কিছু লম্বা। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে পারদর্শী; নাড়ীজ্ঞান বিলক্ষণ। চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি বিশেষরূপে দেখা আছে। রোগনির্ণয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতা। সনাতন ধন্বন্তরি জাতিতে বৈদ্য। তিনি রোগনির্ণয় ও ঔষধ-প্রয়োগসম্বন্ধে যেরূপ বিচক্ষণ, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতেও বিজ্ঞ। তদ্রচিত কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও ছিল।

জগদীশপ্রসাদের আহ্বানে ধন্বন্তরি মহাশয় হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিলেন। হিরণ্ময়ী শয্যায় শায়িতা। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় বিছানার এপাশ ওপাশ করিতেছেন। হাত পা আছ্‌ড়াইতেছেন। এক একবার যন্ত্রণা-সূচক শব্দ করিতেছেন। আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব। পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব। একবার চক্ষু চাহিতেছেন, আবার নিমীলিত করিতেছেন—

আবার চাহিতেছেন—আবার নিমীলিত করিতেছেন। মর্ম্মের গূঢ়স্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা।

ধন্বন্তরি মহাশয় হিরণ্ময়ীর পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র অথচ পর্য্যঙ্কসমান উচ্চ চৌকীতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিরণময়ী বেশী ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; পর্য্যঙ্কের অপর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। হিরণ্ময়ীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ধন্বন্তরি মহাশয় অনেক ক্ষণ ধরিয়া দক্ষিণ করে হিরণ্ময়ীর বাম করের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া নাড়ী দেখিলেন। একবার টিপিলেন, আবার ছাড়িলেন—আবার টিপিলেন, আবার ছাড়িলেন। এইরূপ কএক বার করিলেন, কিন্তু রোগনির্ণয় হইল না। কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে জাহ্নবীদেবী আগ্রহসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, "কি দেখিলে,ধন্বন্তরি?"

ধন্বন্তরি মহাশয় বলিলেন, "কই, জ্বর জালা ত কিছুই নাই।"

জাহ্নবী।—"তবে কি?"

ধন্বন্তরি মহাশয় জাহ্নবীদেবীর এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, হিরণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীরের ভিতর কিরূপ হইতেছে?"

হিরণ্ময়ী কষ্টপ্রসূতস্বরে বলিলেন, "কি রকম যে হইতেছে, তাহা ঠিক করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

জগদীশপ্রসাদ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "তবে কি করিয়া পীড়া ভাল হইবে? তোর রোগের কথা তুই না বলিলে কি করিয়া ঔষধ দেওয়া হইবে? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, নিজেও ভুগিবি আর আমাদিগকেও ভুগাইবি?"

পিতার এই ভর্ৎসনা-বাক্যে হিরণ্ময়ীর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিরণময়ী অঞ্চলে তাঁহার অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

জাহ্নবীদেবী দুই চারি কথায় জগদীশপ্রসাদকে বকিলেন।

ধন্বন্তরি মহাশয় বলিলেন, "রাত্রিকালে নিদ্রা হয় কিরূপ?"

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর হইয়া বলিলেন, "আজ কএক দিন ধরিয়া আদপেই ঘুম হয় না। সারা রাত্রিই ছট্‌ফট্ করে।"

ধন্বন্তরি বলিলেন, "ক্ষুধা কেমন?"

জাহ্নবীদেবী উত্তর করিলেন, "চারি ভাগের এক ভাগেরও কম।"

এই দুইটি কথা শুনিয়া সনাতন ধন্বন্তরি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "মহাশয়! পীড়া এমন কিছুই নয়, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বেশী, সেই জন্য শরীর অত্যন্ত গরম হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে আনীত একটি পিত্তলের বাক্স খুলিয়া এ মোড়ক সে মোড়ক ঘাঁট্‌কাইয়া একটি মোড়ক খুলিলেন। সেই মোড়কে যে ঔষধ-বটিকাগুলি ছিল, তাহা ভাল করিয়া দেখিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ মোড়ক করিয়া জগদীশপ্রসাদের হস্তে দিয়া কহিলেন, "মহাশয়! প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই বটিকার এক একটি ত্রিফলার জলে মাড়িয়া আপনার কনিষ্ঠা কন্যাকে খাওয়াইবেন। পাঁচ সাত দিন খাইলেই পীড়ার উপশম হইবে। আর প্রত্যহ তক্রসিক্ত অন্ন আহার করিতে দিবেন। তাহা হইলে ক্ষুধারও উদ্রেক হইবে এবং রাত্রিকালে নিদ্রারও ব্যাঘাত হইবে না।"

এই বলিয়া সনাতন ধন্বন্তরি জগদীশপ্রসাদকে অভিবাদন করিয়া ঔষধের বাক্স হস্তে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি কল্য প্রাতে আবার দেখিতে আসিব।"

ধন্বন্তরি মহাশয় প্রস্থান করিলে পর জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী উভয়ে মিলিয়া যথানিয়মে হিরণ্ময়ীকে ঔষধ সেবন করাইলেন। জগদীশপ্রসাদ দাঁড়াইয়া দেখিলেন।

হিরণ্ময়ী পিতামাতার ভয়ে ঔষধ সেবন করিলেন, কিন্তু পীড়ার জন্য নহে। এ ঔষধ যে তাঁহার প্রকৃত পীড়ার কিছুই করিতে পারিবে না, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পীড়ার প্রকৃত ঔষধ ধীরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ। কিন্তু সেই ঔষধ না হইলে তাঁহার যে উত্তরোত্তর কি দশা ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া আবার অস্থির হইতে লাগিলেন।—পাঠক! হিরণ্ময়ীর এ কি হইল! বেচারীর আর কূল-কিনারা নাই! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! বিশেষতঃ হিরণ্ময়ীর ন্যায় বালিকা!

ঔষধ সেবন সমাপন হইলে জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী বাহিরে গেলেন। কেবল কিরণময়ীই কনিষ্ঠা ভগিনীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যাইবার সময় জাহ্নবীদেবী বলিয়া গেলেন, "কিরণ! দেখ মা, তুমি হিরণকে একাকী ফেলিয়া কোথাও যাইও না; আমি আবার এখনই আসিতেছি।"

পাঠক! ঐ দেখুন, হিরণ্ময়ীর কক্ষে শয্যাশায়িনী বিষাদময়ীর পার্শ্বে উপবিষ্টা আনন্দময়ী। কিন্তু আনন্দময়ীও আজ বিষাদময়ীর মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিষাদময়ী।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

সে দিন ও সে রাত্রি অতিবাহিত হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর পীড়ার কিছুই হইল না, বরং বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে আবার সনাতন ধন্বন্তরি আসিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। অনুপান বদলাইয়া দিলেন। আরও কি একটি ঔষধ দিলেন। অনন্তর চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার প্রস্থানের সময় জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ধন্বন্তরি! পীড়া বৃদ্ধি হইল কেন?"

ধন্বন্তরি মুখভঙ্গী দ্বারা তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ও কিছুই নহে, মহাশয়! ঔষধের গুণে প্রথম প্রথম ওরূপ হইয়া থাকে। শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।" ধন্বন্তরি মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

আবার হিরণ্ময়ীকে ঔষধ সেবন ও যথাসময়ে তক্রমিশ্রিত অন্ন ভোজন করান হইল। কিন্তু হিরণ্ময়ী আহার করিতে পারিলেন না। সে দিন গেল, তাহার পর আরও চারি পাঁচ দিন গত হইল। হিরণ্ময়ী অধিকতর বিষণ্ণা। এই ব্যাপার দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, কিরণময়ী ও বাড়ীশুদ্ধ লোক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কেন যে এমন সুচিকিৎসাতেও পীড়ার প্রতীকার হইতেছে না, এই ভাবনায় সকলেই অস্থির।

হিরণ্ময়ী পীড়িত হইয়া অবধি প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের দর্শন পাইতেন। ধীরেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেন, রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, সাবধান হইয়া থাকিতে বলিতেন। অদ্যও তিনি দেখিতে আসিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ যুবাবয়স্ক পুরুষ, তিনি ভগ্নহৃদয় হইয়াও হিরণ্ময়ীর মত প্রকাশ্যরূপে অস্থির হইয়া পড়েন নাই। তিনি অতি সতর্কতার সহিত মনের ভাব লুকাইয়া এ কয় দিন কাটাইতেছেন। কেবল প্রিয়মাধব তাঁহার মনের কথা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছেন। যাই হউক, যদিও ধীরেন্দ্রনাথ মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আকার প্রকারে উহা যেন ধরা পড়িতেছে। কিন্তু অন্যে তাহা তলাইয়া বুঝিতেছে না।

ধীরেন্দ্রনাথ অন্য অন্য দিন যখনই হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিতেন, তখনই তাঁহার নিকট কিরণময়ীকে দেখিতে পাইতেন। পীড়া সম্বন্ধিনী কথা পাড়িতেন, কিন্তু বোধ হয়, যেন আরও কি দুই চারি কথা বলি বলি করিয়া মনেই চাপা দিয়া রাখিতেন, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না অনেক ক্ষণ থাকিয়া, ফিরিয়া যাইতেন। হিরণ্ময়ীও কিরণময়ীর ভয়ে, নিকটে পাইয়াও, ধীরেন্দ্রনাথকে মনের কথা মনে মনেই বলিতেন,—মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না। পাঠক! মনে কর দেখি, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই নির্ব্বাক্ অবস্থার যন্ত্রণা কিরূপ ভয়ঙ্করী।

হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী নিকটে আছেন বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে যেমন মনের কথা বলিতে পারিতেন না, সেইরূপ কিরণময়ীও, হিরণ্ময়ী কাছে আছেন বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে মনের কথা খুলিয়া বলিতেন না। যদিও তিনি মনে মনে আনন্দময়ী, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথকে চক্ষের নিকট পাইয়াও দুই চারিটি মনের কথা বলিতে না পারিয়া, তাঁহার আনন্দে এক একবার বিষাদরেখা বসিয়া যাইত। কিন্তু তখনি আবার মনে মনে ভাবিতেন, "আর দিন কএক পরে ধীরেন্দ্রনাথ আমার হইবেন। তখন মনের কত কথাই বলিব।"

অদ্য ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিয়া কিরণময়ীকে দেখিতে পাইলেন না। ভালই হইল;—মনের কথা বলিবার পন্থা পরিষ্কৃত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর পর্য্যঙ্কসন্নিহিত এক-

খানি চৌকীর উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, "হিরণ! কেমন আছ?" এই কথা বলিয়া তাঁহার ললাটে করতলস্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, ললাট কিছু উষ্ণ।

হিরণ্ময়ী বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "মরিলেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না। ধীরেন্! আমি আর বাঁচিব না।" এই বলিয়া তিনি ধীরেন্দ্রনাথের ললাটস্পৃষ্ট করের উপর কর স্থাপন করিলেন, নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ ব্যথিতচিত্তে উহা মুছিয়া দিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। উহার শব্দ হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। হিরণ্ময়ী আরও দুঃখিত হইলেন। কহিলেন, "ধীরেন্! বড় দিদির আশা পূর্ণ হইল। তিনিই জগতে একমাত্র সুখিনী।"

ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও, যেন না বুঝিবার মত বলিলেন, "কেন, হিরণ! তুমিও ত জান।"

হিরণ্ময়ী।—"কি, ধীরেন্?"

ধীর।—"আমার শপথ—আমার প্রতিজ্ঞা।"

হিরণ্ময়ী।—"কি শপথ?—কি প্রতিজ্ঞা?"

হিরণ্ময়ী ইহা জানিয়াও, না জানিবার মত বলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভুলিয়া গেলে কি? সেই তোমার হস্ত হইতে দেবপ্রসাদিত পুষ্প লইয়া আমার শপথ—আমার প্রতিজ্ঞা—কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না।"

হিরণ্ময়ী এবার একটু হাসিলেন। আমরা এই হাসির মর্ম্ম বুঝিলাম না। হাসিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি পাগল নহি, তুমিই পাগল।"

হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন, "কেন বোন্, আমি কিসে পাগল।"

ধীরেন্দ্র।—"কারণ, এখনও তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও শপথে বিশ্বাস করিতেছ না।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী লজ্জিত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি ভুলেও এমন মনে করিও না। আমি আমার নিজের কথা বা কার্য্যকে বরং অবিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের কথা বা কার্য্যকে ক্ষণকালের জন্যও অবিশ্বাসের অঙ্গস্পৃষ্ট করাইতে পারি না।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে কেন তুমি আমাকে পাগল বলিতেছ?"

হিরণ্ময়ী।—"বলিতেছি এই জন্য, কি করিয়া তুমি আমার পিতার কথা লঙ্ঘন করিবে? তাহা পারিবে না। সুতরাং বড় দিদিকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে—ইচ্ছা নাই সত্য, তথাপি দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কোন উত্তর নাই।

ইহা দেখিয়া সময় পাইয়া আবার হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তাই বলিতেছিলাম, তুমি পাগল।"

ধীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমি এবার তোমার পিতার কথা রক্ষা করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বে এক জনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে কেমন করিয়া উহা লঙ্ঘন করিব? একটি প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরটি পালন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তবে তুমি কি করিবে, ধীরেন্?"

ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "চিরকালের জন্য মধুপুর পরিত্যাগ।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখখানি আরও শুকাইয়া গেল—নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল—হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু দুইটি নিমীলিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথও তাঁহার তাদৃশ অবস্থা-পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময়ী এবার অতিশয় কাতর-স্বরে বলিলেন, "তবে আমার দশা কি হইবে, ধীরেন্?"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "হিরণ! কি বলিব বল? কি কথায় তোমার এ কথার উত্তর দিব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার এ কথার উত্তর নাই।" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবার ধীরেন্দ্রনাথেরও নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ী তাঁহার মন বুঝিলেন। আরও হতাশ হইলেন। আশা ছিল, কোন সদুপায় হইবে, এক্ষণে তাহাও ঘুচিয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে কি বিঁধিতে লাগিল। আ-

শোকময় গৃহ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। হিরণ্ময়ী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর ও আপনার অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়া আর অধিক ক্ষণ সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। পাছে কেহ আসিয়া দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি ভাবিও না, সুস্থির হও। আমি এক্ষণে আসি, আবার আসিব।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। আবার ডাকিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পাছে কেহ শুনিতে পায়, সেই ভয়ে ডাকি ডাকি করিয়াও ডাকিতে পারিলেন না। নয়ন নিমীলিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া-প্রতিকার।

হিরণ্ময়ীর সহিত ধীরেন্দ্রনাথের যে সকল কথা হইতেছিল, পার্শ্বের গৃহে থাকিয়া কিরণময়ী তাহার কতক কতক শুনিতে পাইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যখন প্রস্থান করিলেন, তাহার কিছুক্ষণ পরে কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিরণময়ীকে দেখিয়া হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিরণময়ী কাছে বসিয়া বলিলেন, "হিরণ! আবার এত বিষণ্ণ হইলে কেন?" হিরণ্ময়ী কাতর-স্বরে বলিলেন, "বড় কষ্ট হইতেছে, বড় দিদি!"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ! আমি এতক্ষণে তোমার পীড়া কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

হিরণ্ময়ী কতকটা বিস্মিত হইলেন। আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি বুঝিয়াছ, বড় দিদি?"

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বলিলে রাগ বা দুঃখ করিবে না, বল?"

হিরণ্ময়ী আরও বিস্মিত হইলেন। মনের ভিতর ভাবনা আসিয়া যুটিল। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়াতে বলিলেন, "কেন রাগ করিব? কেন দুঃখ করিব? তুমি বল, বড় দিদি!"

কিরণময়ী বলিলেন, "বাবাই তোমার শত্রু—মাও বড় ছাড়া যান না।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল। বলিলেন, "কেন? সে কি কথা? একি বল, বড় দিদি?"

"কেন বলি, শুনিবে?" এই বলিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বিবাহ হ'বে বলিয়া।"

অন্যমনস্ক ব্যক্তির কর্ণে সহসা একটা উৎকট শব্দ প্রবেশ করিলে, সে যেমন হয়, সেইরূপ কিরণময়ীর এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর বুক শিহরিয়া উঠিল, হৃৎপিণ্ডে বেগে শোণিত উথলিতে লাগিল, বস্ত্রাবৃত দেহ-যষ্টি একবার কণ্টকিত হইল। যাঁহার কোমল কণ্ঠোত্থিত সুধাস্রাবী বচন-রসে কর্ণ জুড়াইয়া যায়, এ হেন কিরণময়ীর এই বাক্য হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরকে নির্ঘাতরূপে আঘাতিত করিল। হিরণ্ময়ী অস্থির, লজ্জিত, শঙ্কিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনোগত ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "না, বড় দিদি! তাহা নয়। ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে, সে ত সুখের কথা, তজ্জন্য পিতা মাতা শত্রু হইবেন কেন?"

এবার কিরণময়ী হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। আমি সব জানিতে পারিয়াছি। সত্য করিয়া বল দেখি, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোমার বিবাহ হইল না বলিয়া তোমার মন ভাঙ্গিয়াছে কি না? তুমি ভয় বা লজ্জা করিও না—আমাকে তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিতে কোন বাধা নাই। আমাকে বল, তোমার কোন অপকার হইবে না।"

হিরণ্ময়ী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে সাহস পাইলেন না। ভয় ও লজ্জাই তাহার কারণ।

হিরণ্ময়ীকে নিরুত্তর দেখিয়া কিরণময়ী বুঝিলেন, তিনি তাঁহাকে মনের কথা বলিতে

সাহস পাইতেছেন না—বলিতেও পারিবেন না। সুতরাং আপনিই তখন বলিলেন, "হিরণ! আমি তোমাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসি। তুমিও আমাকে সেইরূপ ভালবাস, তাও জানি। আমাদের উভয় ভগিনীর ভালবাসা বরাবর যাহাতে অচল থাকে, আমার তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু এক্ষণে যে সূত্রে ইহা বিচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমি তাহা ঘুচাইয়া দিব। শুন, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। তোমার পীড়া যে কি, আর পীড়ার নিগূঢ় কারণও যে কি, এক্ষণে আমি তাহা বুঝিয়াছি। সুতরাং তাহার প্রতীকার করিবই করিব।"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অগ্রজা ভগিনী কি কৌশলে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। কত কি ভাবিলেন, কিন্তু সে কৌশলের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। তথাপি বুঝিলেন, বড় দিদি সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন। লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না।

কিরণময়ী সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠা ভগিনীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আর এমন কিছু বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "হিরণ! আমি যে কোন কৌশলে হউক, ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। যাহাতে অন্য কোন পাত্রের সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না—আরও বলি, আমিও তোমার ন্যায় ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি, কিন্তু জানিতাম না যে, এক জনকে ভালবাসিলে, আমার আর একটি ভালবাসার—প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসার পাত্রীকে দুঃখভাগিনী করিতে হইবে। জানিলে কখনই ধীরেন্দ্রনাথকে এত দূর ভালবাসিতাম না। যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে আর তাঁহাকে ভালবাসিব না—তুমি যে মনে এবং যে অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ভালবাস, আমি সে মনে এবং সে অভিপ্রায়ে ভালবাসিব না। তবে বন্ধুকে যেরূপে ভালবাসিতে হয়, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপে ভালবাসিব। ভগিনীপতিকে যেরূপে ভালবাসিতে হয়, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপে ভালবাসিব। হিরণ্ময়ি! আমি আবার বলিতেছি, তুমি আর ভাবিও না—ইচ্ছা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিও না, সুস্থির হও, আমার কথায় বিশ্বাস কর—আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে এ কথা বলিও। আমিও বলিব।"

কিরণময়ীর এই দীর্ঘকালস্থায়ী বাক্যগুলি শুনিয়া হিরণ্ময়ীর ভয়-লজ্জা-দুঃখ-নিরাশা-জড়ীভূত তমোময় অন্তরে কিঞ্চিৎ আলোক প্রকাশ হইল। মনে মনে কিরণময়ীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন—প্রণাম করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এখনও কিছু বলিতে পারিলেন না।

আরও কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, কিরণময়ী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চেষ্টা বিফল।

কিরণময়ীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বিস্ময়ের সহিত আনন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। তিনি এক একবার পুলকিত, আবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি বড় দিদির নিকট এরূপ মনোমত কথা শুনিবার কখনই আশা করি নাই, কিন্তু তিনি আপনিই আমার আশার সুসার করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব কার্য্যের তুলনা নাই। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়া বড় দিদির উপর মনে মনে রাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, ভাল করি নাই। তিনি আমাকে আজিও যে পূর্ব্বের মত সমান ভাবে ভালবাসেন, আমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখিত হইয়া থাকেন, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝি নাই। কেন বুঝি নাই? না—ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়া। কিন্তু তিনিও ত ধীরেন্দ্রনাথকে আমার মত ভালবাসেন। তবে এমন করিলেন কেন? বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি, ধীরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা অধিক। তা নহিলে কখনই এরূপ করিতেন না। ধন্য বড় দিদি! আমি তোমার এই অতুলনীয় উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। কিন্তু যাবজ্জীবন তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া থাকি-

লাম।" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

কিরণময়ীর কথাগুলি হিরণ্ময়ীর মনে যত বার সমুদিত হইতে লাগিল, তত বারই যেন তাঁহার মন ও শরীর সুস্থির হইতে লাগিল। তাঁহার পীড়ার উপশম হইল। এক্ষণে হিরণ্ময়ী পীড়াহীনা।

ও দিকে প্রিয়মাধব প্রিয়তম বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথের নিকট পুনঃপ্রতিশ্রুত হইয়া জগদীশপ্রসাদকে অন্য পাত্রের সহিত কিরণময়ীর এবং ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন, অনেক কারণ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হয় নাই। প্রিয়মাধবের নিকট ধীরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে হিরণ্ময়ী-লাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে ভবিষ্যতের ব্যাপার কিরূপে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা আমরা জানি না।

এ দিকে কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই পালন-কার্য্যে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু সহসা কাহার নিকট উহা প্রকাশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পিতা মাতার নিকট কন্যার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হয় না। ভয় ও লজ্জা আসিয়া জিহ্বা চাপিয়া ধরে।—এই জন্য তিনি মনে মনে নানাপ্রকার কৌশল গড়িয়া তাঁহার দাসীর নিকট মনের কথা পাড়িলেন। দাসী অনন্যচিত্তে একটি একটি করিয়া সমুদায় শুনিল। শুনিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী এ কথা শুনিয়াছেন?"

কিরণময়ী বলিলেন, "না।—তুই তাঁহাকে বলিস্।"

দাসী বলিল, "তা যেমন বলিব, কিন্তু তিনি যদি আমার উপর রাগ করেন।"

কিরণময়ী হাসিয়া বলিলেন, "তোর উপর রাগ করিবেন কেন? যদি করেন ত আমার উপরেই করিবেন।"

দাসী কিরণময়ীকে বড় ভালবাসিত। সে এ কথা শুনিয়া বলিল, "সেও ত ভাল কথা নয়।"

কিরণময়ী কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "সে যাই হউক, তুই বল্‌বি কি না? না বলিস্ ত আমি ভাত খাইব না।"

দাসী চঞ্চল হইল। বলিল, "আচ্ছা, বলিব।" এই কথা বলিয়া আবার বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিরণময়ী বলিলেন, "এখন বুঝিয়াও কাজ নাই। পরে বুঝাইয়া দিব।"

দাসী।—"আচ্ছা, তবে এখন যাই।"

কিরণ।—"হাঁ দেখ্, তুই কেবল এই কথাগুলি মা'র কাছে বল্‌বি যে, কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। এ কথা শুনিয়া তিনি যদি বলেন যে, কে ইহা বলিল? তাহা হইলে তুই বলিস্ যে, কিরণময়ী নিজেই। কিন্তু আমি যে এ কথা মা'কে বলিবার জন্য তোকে পাঠাইলাম, তাহা যেন তিনি জানিতে না পারেন, কেমন?"

দাসী বলিল, "না, তা' বলিব না। আমি যেন আপনার ইচ্ছায় বলিতেছি, এইরূপ ভাবে বলিব।"

কিরণময়ী বলিলেন, "হাঁ, তাই বলিস্। দেখিস্ যেন এক বলিতে আর বলিয়া ফেলিস্ না।"

দাসী আপনার বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার জন্য বলিল, "না গো না, তা' কেন বলিব? আমি এমনই কি না? তবে এখন যাই।"

কিরণময়ী বলিলেন, "আচ্ছা, যা; কিন্তু খুব সাবধান।" দাসী প্রস্থান করিল।

দাসী চলিয়া গেলে পর, কিরণময়ী ভাবিতে লাগিলেন, "মা দাসীর নিকট এ কথা শুনিলে পিতাকে বলিবেন। অবশ্য আমাকে ডাক পড়িবে। পিতা আমাকে কিছু বলিবেন না, কিন্তু মা সব বলিবেন। তখন আমিও আমার মনের কথা তাঁহাকে বলিব। কারণ দেখাইলে অবশ্যই আমার কথা রক্ষা হইবে।" তিনি এইরূপ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এ দিকে দাসী জাহ্নবীদেবীর নিকট গিয়া এ কথা সে কথার পর কিরণময়ীর বিবাহের কথা পাড়িল। জাহ্নবীদেবীও বিবাহের বিষয়ে কত কি বলিলেন। দাসী সকলগুলিই শুনিল। শুনিয়া একটু বিরস হইল। জাহ্নবীদেবী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "তুই এমন হইলি কেন?"

দাসী বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ। তুমি যা' বলিতেছ, তা শুনিয়া আমার আনন্দও হইতেছে, অসুখও হইতেছে।"

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "অসুখ আবার কিসের ?"

দাসী বলিল, "ধীরেন্দ্রনাথকে কিরণের বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই।"

জাহ্নবীদেবী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সে কি ? কে তোকে এ কথা বলিয়াছে ?"

দাসী।—"আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে না-রাজ।"

জাহ্নবী।—"কই, আমার কাছে ত সে কিছুই বলে নাই ?"

দাসী।—"লজ্জার ভয়ে।"

জাহ্নবীদেবী কি নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া দাসীকে বলিলেন, "তুই কিরণময়ীর নিকট গিয়া ভাল করিয়া তাহার মনের কথাগুলি শুনিয়া আমাকে আবার সংবাদ দিস্। আমি যে তোকে তাহার নিকট পাঠাইতেছি, তাহা যেন সে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে লজ্জা-ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিবে না।"

দাসী আবার কিরণময়ীর নিকট গমন করিল। গিয়া জাহ্নবীদেবীর কথাগুলি এক এক করিয়া বলিল। কিরণময়ী শুনিয়া উপায় ঠিক করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জাহ্নবী দেবীও নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। একবার স্বামীর নিকট এই কথা বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণ না জানিয়া বলিলেন না।

সে দিন এই রূপে অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রভাতে জাহ্নবীদেবী কিরণময়ীকে আপনার নিকট ডাকাইয়া বলিলেন, "কিরণ! স্বামীর প্রতি পত্নীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি নানাবিধ গ্রন্থ-পাঠে অবগত হইয়াছ। অদ্য আমিও সে বিষয়ে আরও কতকগুলি কথা বলিব। পতিই পত্নীর গুরু। বিপদে ও সম্পদে স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র ভরসা। পতি-সেবা করিলে, নারীর স্বর্গলাভ হয়। যে পত্নী ভর্ত্তার প্রতি বিমুখ, তাহাকে অক্ষয় নরকে পতিত হইতে হয়। স্বামীই স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। পতিব্রতা রমণীর প্রতি দেবগণ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন, কিন্তু পতিসেবাহীনার প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত রুষ্ট হ'ন। স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র গতি—পতি ব্যতীত তাহার আর ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের কেহই নাই। স্বামিসেবার জন্যই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতি রমণীগণ প্রত্যেক লোকের মুখে আজিও প্রশংসা লাভ করিতেছেন। তাই বলিতেছি, স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিসেবাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তোমারও বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। আর অল্প দিন পরে দুই হস্ত এক হইবে। তুমিও সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় ভর্তৃসেবায় কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবে;—দেখিও, কখন যেন তাহার অন্যথা করিও না। ধীরেন্দ্রনাথ তোমার স্বামী হইবেন, তাহা তুমি শুনিয়াছ। তুমি তাঁহার প্রতি সর্ব্বক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিবে।" জাহ্নবীদেবী কিরণময়ীর মনঃপরীক্ষার জন্য এই কথাগুলি বলিলেন।

কিরণময়ী জননীর মুখে স্ত্রীলোকের পতি-সেবা ও ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহের কথাগুলি আদ্যোপান্ত শুনিয়া নীরব হইয়া নতমুখে চাহিয়া রহিলেন। জাহ্নবীদেবী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী বলিলেন, "মা! তুমি যাহা বলিলে, তাহার সকলগুলিই সত্য, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কিরণময়ী নির্ব্বাক্ হইলেন।

কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে না পাইয়া জাহ্নবীর কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু কি, বাছা ?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমার কাছে বলিতে লজ্জা করে।" মুখ অবনত করিয়া এই কথা বলিলেন।

জাহ্নবীদেবী কন্যার মনোগত ভাবের আভাস পাইলেন। পাইয়াও যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিরণময়ী দাসীর নিকট জননীর মনস্থ বুঝিয়াছেন। সেই জন্য মনে মনে উহা চিন্তা করিয়া মাতৃকৌশলের মর্ম্ম ভাবিতে লাগিলেন। জাহ্নবীদেবী তাহার কিছুই বুঝিলেন না। তিনি কেবল বুঝিলেন, কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে যে বিবাহ করিবেন না, তাহা তাঁহার লজ্জাজনিত নিরুত্তরতায় প্রকাশিত হইতেছে। জাহ্নবীদেবী এইরূপ বুঝিয়া কিরণময়ীকে বলিলেন, "মায়ের কাছে বলিতে লজ্জা কি ? তুমি বল।" কিরণময়ী বলি বলি করিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে

লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "মা! আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না।"

জাহ্নবী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কেন?"

কিরণ।—"যদি আমার উপর রাগ না কর, তবে বলিতে সাহস করি।"

জাহ্নবী।—"কিসের রাগ?—তুমি বল।"

কিরণ।—"মনের মিলন হইবে না।"

জাহ্নবী।—"কি করিয়া জানিলে?"

কিরণ।—"তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়াই জানিয়াছি।"

জাহ্নবীদেবী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বিবাহের এক প্রকার সমস্তই ঠিক হইয়াছে, অথচ এমন সময়ে কিরণময়ী এরূপ বলিতেছেন শুনিয়া তিনি গোলযোগে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তুমি গিয়া স্নানাহার কর। আমি ভাবিয়া দেখি, পরে বলিব।"

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবীদেবী ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন। কিন্তু ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ আহার করিতে বসিলেন। জাহ্নবীদেবীও পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিকট বসিয়া তালবৃন্ত বীজন করিতে লাগিলেন। ভোজনকার্য্যের প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইল।

এমন সময়ে এ কথা সে কথার পর জাহ্নবীদেবী জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "যদি রাগ না কর, তবে একটি কথা বলি।"

জগদীশপ্রসাদ হাসিলেন। পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আহার করিতে করিতে পুরুষে রাগ করে না, স্ত্রীলোকেই করে।"

জাহ্নবীদেবীও পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আজ বোধ হয়, তাহার বিপরীত হইবে।"

জগ।—"তা' হইবে না, তুমি বল।"

কাজেই জাহ্নবীদেবীকে বলিতে হইল। তিনি বলিলেন, "কিরণময়ী গোলযোগ বাঁধাইতেছে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "কিসের গোলযোগ? কি হইয়াছে?"

জাহ্নবী বলিলেন, "বলিব না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ বাম হস্তে জাহ্নবীদেবীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "বলিতেই হইবে।"

জাহ্নবী।—"তুমি এখনি রাগিয়া উঠিবে।"

জগ।—"না।"

জাহ্নবী বলিলেন, "কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবে না। সে বলিতেছে, তাহার মনের মিল হইবে না।"

জগদীশপ্রসাদ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "কে তোমাকে এ কথা বলিল?"

জাহ্নবী।—"সে নিজেই।"

জগদীশপ্রসাদ বিস্ময়সহকারে বলিলেন, "সে নিজেই বলিয়াছে?"

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "হাঁ।"

জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবীদেবীকে আর কিছুই বলিলেন না। দাসীকে ডাকিলেন। দাসী ভোজনগৃহে প্রবেশ করিল। জগদীশ তাহাকে বলিলেন, "এখানে কিরণময়ীকে ডাকিয়া আন্।"

দাসী প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদের ভাব দেখিয়া জাহ্নবী কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "কিরণকে রুষ্ট হইয়া কিছু বলিও না।"

জগদীশপ্রসাদ কথা কহিলেন না।

জাহ্নবী আরও ভাবিতে লাগিলেন। বলিলেন, "হ্যা দেখ, তুমি চুপ করিয়া থাকিও। আমিই তাহাকে বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী আসিয়া ভোজনগৃহের দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগদীশপ্রসাদের নিকটে গেলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসীর মুখে সমুদায় কথা শুনিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইয়াছে।

জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে দেখিয়া বলিলেন, "কাণ্ডকারখানাটা কি?" এই কএকটি কথাতে তাঁহার ক্রোধচিহ্ন প্রকাশ পাইল।

কিরণময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কি, বাবা?"

জগদীশ।—"তোর মতে কি আমাকে চলিতে হইবে?" এই কথার সহিত ক্রোধব্যঞ্জক আরও কত কথা বলিলেন।

তদ্দর্শনে জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "রাগ করিবে না বলিলে, কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহাই হইল। ভাল কথায় বল না। অমন করিয়া রাগ করিলে বা গালি দিলে কি হইবে?"

জগদীশপ্রসাদের কর্ণে এ কথা স্থান পাইল না। আবার কিরণময়ীকে বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। বিবাহেরও বেশী দিন বাকী নাই। কিন্তু তুই এমন সময়ে আপনার মতে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্।"

কিরণময়ী পিতার মুখে এই রোষপূরিত বাক্যগুলি শুনিয়া ভীত হইলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, "প্রকৃত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে পিতা আমার উপর রাগ করিবেন না।" এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন, "না তাহা বলিব না। বলিলে বিপদ ঘটিবে—হিরণ্ময়ী মারা যাইবে। সে একে হতাশ হইয়া আছে, এমন সময়ে প্রকৃত কথা বলিলে, আমার যত না হউক, কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।" এই ভাবিয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জগদীশপ্রসাদ কন্যাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিলেন, "কেন তুই ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে চাহিস্ না? কারণ কি বল্?"

কিরণময়ী ধীরস্বরে বলিলেন, "কারণ কি আমি জানি না, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিব না।" এই কথাগুলি বলিবার সময় কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে লজ্জারেখা পরিস্ফুট হইল।

জগদীশপ্রসাদ এই কথা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি রৌদ্ররসে কতকটা আপ্লুত হইয়া উঠিল। কথাগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া গেল। চক্ষু ঈষৎ আরক্তিম হইল। তাঁহার এ মূর্ত্তিবিপর্য্যয় দেখিয়া জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী বড় ভীত হইলেন। দ্বারবহির্ভাগে দাসী দাঁড়াইয়াছিল, সেও ভয় পাইল। জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে বলিলেন, "হ্যা দেখ্, কিরণ! আবার যদি তোর মুখে বিবাহের অনিচ্ছার কথা শুনিতে পাই, তবে উপযুক্ত শাস্তি দিব। পিতা মাতা কন্যার মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকেন; বিবাহ দেওয়া তাহার অন্যতম নিদর্শন। আমি উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তোকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি; কিন্তু তুই বালিকা-স্বভাব-সুলভ নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহার বিপরীত করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। সাবধান, আর যেন তোর এরূপ অন্যায় ইচ্ছা ও অন্যায় ব্যবহার দেখিতে না পাই। তুই নিশ্চয় জানিস্, তোর খুব সৌভাগ্য যে, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হইবে।" এই কথাগুলি বলিয়া জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে নিজ কক্ষে যাইতে বলিলেন।

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। হিরণ্ময়ীকে কি বলিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। শেষে ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল।

জগদীশপ্রসাদের ভোজনব্যাপার শেষ হইল, কিন্তু তৃপ্তিবোধ হইল না। চিত্ত চঞ্চল ও অসুস্থ হইল। তিনি মুখ-প্রক্ষালনাদি করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিশ্রামগৃহে প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবীদেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

বিশ্রামগৃহে গিয়া জগদীশপ্রসাদ পর্য্যঙ্কোপরি বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলেন। জাহ্নবী তাঁহার নিকট বসিয়া তালবৃন্তের ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "যদি কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে না চাহে, তবে তুমি এক কাজ কর না কেন?"

জগদীশ বলিলেন, "কি কাজ?"

জাহ্নবী।—"অন্য পাত্রের সহিত কিরণের বিবাহ দাও না কেন? এখনও ত সময় আছে; ঘটক পাঠাইয়া অনায়াসে ঠিক্ করিতে পার।"

জগ।—"তা' যেন পারিলাম, কিন্তু আমি হঠাৎ ধীরেন্দ্রনাথের মত মনোমত পাত্র কোথায় পাই? তোমরা স্ত্রীলোক, বুঝ না, তাই এমন কথা বল।"

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "আচ্ছা, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেন কিরণময়ীর বিবাহ হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর বেলা কি হইবে? তাহার জন্যও ত আর একটি বর ঠিক্ করিতে হইবে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "সে ভবিষ্যতের কথা। তখন অন্বেষণ করিয়া দেখা যাইবে। এখন ত আর হঠাৎ এই অল্প দিনের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতে পারে না। আর এক কথা এই, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরণময়ীর বিবাহ হইবে, ইহা সকলেই জানিয়াছে। এখন আবার আমি কি করিয়া তাহার বিপর্য্যয় করিতে পারি? ধীরেন্দ্রনাথই বা কি মনে করিবে? আমা হইতে তাহা হইবে না। আমি কিরণময়ীর কথায় চলিতে পারি-না।"

জাহ্নবীদেবী, এই কথাগুলি শুনিয়া কি

ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তাই ত, কি হইবে।"

জগদীশ বলিলেন, "কি হইবে কি? তোমরা স্ত্রীলোক, বুঝিয়াও বুঝ না। যে কিরণময়ীকে ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক দেখিতেছ, বিবাহের পর সেই কিরণময়ীকেই আবার পতিপরিচর্য্যানুসারিণী দেখিবে। অনেক স্থলে এইরূপ হইতে দেখা যায়। ইহার জন্য তুমি ভাবিও না।" এই বলিয়া স্বীয় উদরে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "তা হইলেই সুখের বিষয়। ভগবান্ কিরণময়ীকে সেইরূপ মতি দিউন।" এই বলিয়া তিনি আহার করিতে গেলেন, কিন্তু সুখ নাই। কিরণময়ী কখন কি করেন, এই ভাবনাতেই তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জগদীশপ্রসাদও পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান থাকিয়া মনে মনে এই সকল কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

কিরণময়ী পিতার নিকট ভৎর্সিত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ হিরণ্ময়ীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকতর পীড়িত হইল। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিলেন যে, এ কথা যদি হিরণ্ময়ীর কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহার ঘোর সর্ব্বনাশ হইবে। এই জন্য কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে এই কথা বলিবার ইচ্ছা করিলেন না।

এ দিকে হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি অগ্রজা ভগিনীর সেই সকল আশ্বাসপ্রদ বাক্যগুলি শুনিয়া অবধি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। এখন শয্যাতলে প্রতিনিয়ত শুইয়া থাকেন না। উঠিয়া বসেন, গৃহমধ্যে পদচারণা করেন এবং মধ্যে মধ্যে বহির্ভাগেও আসেন, কিন্তু বেশী দূর গমন করেন না। এক্ষণে হিরণ্ময়ী শয্যার উপরে বসিয়া ভাবিতেছেন, "বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ না করিলে, পিতা অন্য পাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। বড় দিদি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে নিশ্চয় জানিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিবেন, কিন্তু পিতা কি বড় দিদির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন?" শেষ কথাগুলি ভাবিয়া হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেন। আবার ভাবিলেন, "বড় দিদি খুব বুদ্ধিমতী; তিনি আপনি কৌশল করিয়া পিতার মন ফিরাইতে পারিবেন।" হিরণ্ময়ী এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

কিরণময়ী অন্য দিন হিরণ্ময়ীর কক্ষে এতক্ষণ কতবার যাওয়া আসা করিতেন, কিন্তু অদ্য এখনও তথায় যান নাই। যাইয়া কি বলিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়াই যান নাই।

দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উপস্থিত হইল।

যে দাসী জগদীশপ্রসাদের আহারের সময় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল, কিরণময়ীর ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবার অনিচ্ছার কথা এবং তজ্জন্য জগদীশপ্রসাদের ভৎর্সনাবাক্য যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দাসী হিরণ্ময়ীর কক্ষে আসিল। তাহার হস্তে জলখাবারের পাত্র। সে জাহ্নবীদেবীর আদেশে হিরণ্ময়ীকে জলখাবার খাওয়াইতে আসিল। সেই দাসীটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে। দেহবর্ণ মধ্যম গোছের, মুখশ্রীও তাহাই, নাকে উল্কি ও তাহার উপর রসকলি, দাঁতে মিসি, গলায় সোনার দানা। দাসী বিধবা,—পরণে শাদা কাপড়। উহার নাম হারাণী।

হারাণী আসিয়া হিরণ্ময়ীকে জলখাবার খাওয়াইতে লাগিল। এ কথা সে কথার পর হারাণী বলিল, "ওগো, আজ দুপুর বেলা কর্ত্তার ভাত খাবার সময় তোমার বড় দিদিকে নিয়ে গোলযোগ বেঁধে গিয়েছিল।"

হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া উৎসুক হইয়া বলিলেন, "কি গোলযোগ, হারাণি?"

হারাণী বলিল, "তোমার বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিয়ে কত্তে নারাজ। গিন্নী ঠাক্রুণ সেই কথা কর্ত্তা মশায়কে বলেছিলেন, তাই তিনি তোমার বড় দিদিকে ডাকিয়ে বড় বকেছেন।"

হিরণ্ময়ীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু

তিনি সাবধান হইয়া বলিলেন, "তাহার পর কি হইল?"

দাসী।—"কর্ত্তা মহাশয়ের যা ইচ্ছে তা'ই হ'বে। তোমার বড় দিদির সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের বিয়ে হ'বে।"

হিরণ্ময়ী আরও অস্থির হইলেন, কিন্তু পাছে হারাণী তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারে, এই জন্য সতর্কতার দিকে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন।

হারাণী আবার বলিল, "হাঁ গা, ধীরেন্দ্রনাথ অমন গুণবান্ আর সুন্দর পুরুষ, তোমার বড় দিদি কেন তাঁ'কে বিয়ে কত্তে চান্ না?"

হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "তা' আমি কি করিয়া জানিব?" কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষ হইল। হারাণী তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিল, অসুখের জন্য এইরূপ হইয়াছে।

হারাণী বলিল, "অমন সুন্দর যুবকে বিয়ে কত্তে কা'র না ইচ্ছে হয়, কিন্তু তোমার বড় দিদির যে কি পসন্দ, তা' আমরা বুঝতে পারি না। তা' যা'ই হউক, কর্ত্তা মশায় ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বড় দিদির বিয়ে দিবেন বলেছেন। কর্ত্তা মশায় খুব বুদ্ধিমান মানুষ।"

হিরণ্ময়ী হারাণীর এই কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "হারাণি! বড় দিদি বাবার আর মায়ের মন বুঝিবার জন্য সেইরূপ করিয়াছিলেন, বোধ হয়।"

হারাণী তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিল, "তা' হ'বে।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্তে একটি তাম্বুল দিয়া জলখাবারের উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া প্রস্থান করিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে আর বেশী কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন না বলিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন না। পাছে কথায় কথায় মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে বলিয়াই এইরূপ করিলেন। কিন্তু কিরণময়ীর মুখে সমুদায় তদন্ত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ও দিবসের অন্তিম দশা উপস্থিত। উভয়েই অন্তর্হিত হইল। সন্ধ্যা আসিল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল, ধূনার সুগন্ধমিশ্রিত ধূমোত্থিত হইতে লাগিল, এবং দীপবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইল। সন্ধ্যার পর ক্রমে ক্রমে রাত্রি গাঢ় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহরের অতীত হইয়া গেল। কিন্তু আজি এখনও কিরণময়ী হিরণ্ময়ী-কক্ষে অনুপস্থিতা।

রাত্রির আরও কিয়দংশ বৃদ্ধি হইলে পর, কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর নিকট আসিলেন। হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া চিন্তাকুলা কিরণময়ীর চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ীর মুখখানি দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদরেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল। কি বলিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

পাঠক মহাশয়ের মনে আছে যে, কিরণময়ীর কক্ষেই উভয় ভগিনী রাত্রিকালে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ কক্ষেও শয়ন করিতেন, তাহাও আপনি জানিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে হিরণ্ময়ী পীড়িতা হওয়াতে কয় দিন ধরিয়া কিরণময়ী কনিষ্ঠা ভগিনীর গৃহে রাত্রিকালে শয়ন করিতে আসেন। অদ্যও সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন। হিরণ্ময়ী পীড়িতা, এই জন্যই অদ্য আসিয়াছেন, নতুবা অদ্যকার মাধ্যাহ্নিক ঘটনা স্মরিয়া তাঁহার একেবারেই আসিবার ইচ্ছা ছিল না।

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। হিরণ্ময়ীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

হিরণ্ময়ী দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি আজ দিনের বেলায় একটি বারও আমাকে দেখিতে আসিলে না।"

কিরণময়ী বলিলেন, "তজ্জন্য আমি তোমার কাছে দোষী, কিন্তু কি করিব, আসিতে অবকাশ পাই নাই। তুমি কিছু মনে করিও না।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! হারাণীর মুখে শুনিলাম, বাবা তোমাকে না কি বড় বকিয়াছেন?"

কিরণময়ী চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "বাঃ লক্ষীছাড়া মাগী সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া গিয়াছে, আমি এখন কি উত্তর দি? ভাঁড়াইতে হইল, নতুবা অন্য উপায় নাই।" এই ভাবিয়া বলিলেন, "বাবা যেমন মাঝে মাঝে বকেন, সেইরূপ বকিয়াছেন।"

হিরণ্ময়ী।—"না, সে রকম বকা ত নয়, তুমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবে না বলিয়াছিলে বলিয়া তিনি বকিয়াছেন।"

কিরণময়ী বলিলেন, "না না, হারাণী মাগী খান শুনিতে পান শুনে। সে কি শুনিতে কি শুনিয়া তোমার কাছে উল্টা বলিয়াছে। তুমিও যেমন, হিরণ্! কেন তাহার কথা শুন? সে মাগীর কাজই ঐ,—মিছামিছি গোলযোগ বাঁধায়।"

হিরণ্ময়ী ম্লানমুখে বলিলেন, "বড় দিদি! আমি আরও ভাবিব বলিয়া তুমি আমাকে বলিলে না, কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ হইয়াছে। আমি হারাণীর কথা শুনিয়া আশায় নিরাশ হইয়াছি।' এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিরণময়ী দেখিলেন, বড় সঙ্কট উপস্থিত হইল। কি করেন, নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে হিরণ্ময়ীকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেখ হিরণ! তুমি কেন পরের কথায় ভাবিয়া কষ্ট পাও? আমি যাহা বলি, তাহাই শুন। আমার কথায় কান দাও না, এজন্য আমি বড় দুঃখিত হই। চুপ করিয়া ঘুমাও। কোন ভাবনা নাই।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, বড় দিদি কিছুই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না—বলিবেনও না। সুতরাং চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু উস্খুস্ করিতে লাগিলেন। চক্ষে নিদ্রা আসিল না। কিরণময়ী তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। উভয় ভগিনীরই নিদ্রা নাই—চিন্তায় অস্থির। অনেক ক্ষণ পরে কিরণময়ীর নিদ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী একেবারেই জাগিয়াছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া এক পার্শ্বে শুইয়া গাত্রবেদনাবশতঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গচালনায় মধ্যে মধ্যে কিরণময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। কিরণময়ী যখনই ভগ্ননিদ্র হইয়াছিলেন, তখনই হিরণ্ময়ীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠা ভগিনী নিদ্রা যান নাই বলিয়া মনে মনে কষ্টও পাইয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীর যন্ত্রণা-ভোগের যামিনী যেন অনেক বিলম্বে কাটিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রিত নরনারী জাগিল, কিন্তু আশায় নিরাশ জাগরিতা হিরণ্ময়ী জাগিলেন কি বলিব?—না। যাঁহার চক্ষে নিদ্রার নাম মাত্রও নাই, তিনি ত জাগরিতাই।

—

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার ফল।

গত দিবস মধ্যাহ্নের সময় বিবাহ লইয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, অদ্য প্রাতঃকালে উহা এক মুখ, দুই মুখ, পাঁচ মুখ, দশ মুখ করিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ঐ কথা লইয়া কানাকানিও করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঐ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের জন্য উৎসুক হইলেন। কিরণময়ী গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। এক্ষণে হিরণ্ময়ী একাকিনী।

কিয়ৎকাল হিরণ্ময়ী স্বীয় কক্ষে থাকিয়া আর থাকিতে পারিলেন না—আস্তে আস্তে মাতার নিকট গমন করিলেন। জাহ্নবীদেবী তাঁহাকে শীর্ণ ও বিমর্ষ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "হাঁ মা! আবার কি কাল রাত্রিতে অসুখ বাড়িয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী ধীরস্বরে বলিলেন, "বড় কষ্ট হইয়াছিল।"

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "তবে কেন আবার এখানে আসিলে? যাও শোও গিয়া।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "যাইতেছি।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। জাহ্নবীদেবী তাঁহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে "বলিলেন, কাল রাত্রিতে নিদ্রা হইয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী ধীরস্বরে বলিলেন, "না।"

জাহ্নবী।—"নিদ্রা না হওয়াই ত তোর রোগ। আজ ধন্বন্তরি আসিলে ঔষধ বদলাইয়া দিতে বলিব।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "যাও, এখন না হয় একটু ঘুমাও গিয়া। সকাল বেলা বেস্ ঠাণ্ডা আছে, হয় ত ঘুম আসিতে পারে।"

হিরণ্ময়ী আবার "যাই" বলিয়া বলিলেন, "হাঁ মা! কাল বাবা বড় দিদিকে কেন বকিয়াছিলেন?"

জাহ্নবী।—"তোমাকে সে কথা কে বলিল?"

হিরণ।—"হারাণী।"

জাহ্নবী।—"তোমার বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে নারাজ হইয়াছিল, তাই তোমার বাবা তাহাকে বকিয়াছিলেন।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তা'র পর কি হইল, মা ?"

জাহ্নবী বলিলেন, "তা'র পর আর কি হইবে ?—বিবাহই হইবে। বিবাহের দিনও ত নিকট হইয়া আসিল। এখন কালী দুর্গার ইচ্ছায় তোর ব্যারাম সারিয়া গেলেই আর কোন ভাবনা থাকে না।"

মাতৃমুখে ধীরেন্দ্রনাথের সহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনীরই বিবাহ হইবে শুনিয়া হিরণ্ময়ী বুঝিলেন, তাঁহার আর আশা ভরসা কিছুই নাই। কিরণময়ী যে, গত রাত্রিকালে তাঁহাকে ভাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাও বুঝিলেন। মাতা নিকটে আছেন বলিয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন। আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। বলিলেন, "মা! তবে আমি আসি, গিয়া খানিক ঘুমাই।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন।

জাহ্নবীদেবীর নিকট হইতে হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিয়া আসিলেন, কিন্তু বাহিরে আসিয়া আর সামলাইতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন। নয়ন দুইটি উছলিয়া উঠিল—গণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ অঞ্চল ঘর্ষণে, চক্ষুযুগল আরক্ত হইল। তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত স্থলে যেন কিসের ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল। চরণ আর যেন চলিতে চায় না। একে হতভাগিনী দুর্ব্বলা, তাহার উপর আবার এই নিদারুণ মনঃপীড়া, সুতরাং আর আপনা-আপনি আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। কিরণময়ীর আশ্বাসে তাঁহার মনের ভিতর যে আনন্দটুকু জন্মিয়াছিল, তাহা বিলীন হইয়া চতুর্গুণ মাত্রায় যন্ত্রণার উৎস ফুটিয়া উঠিল। নিরাশা-ভুজঙ্গী-দংশিতা হিরণ্ময়ীর এই অসদৃশ মর্ম্মবেদনার মর্ম্ম বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার পন্থা নাই। তাঁহার মর্ম্মযন্ত্রণা তিনি এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই বুঝিতেছেন। আহা, এমন যে মনোহর প্রভাত, তাহাও তাঁহার চক্ষে অমাবস্যার ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

মর্ম্মাহতা স্খলিতপদা হিরণ্ময়ী আপনাকে এই সঙ্কটকূটদশায় নিক্ষিপ্ত করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শিথিল শরীর হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। সুকোমল তূলগর্ভ শয্যাতল হইতেও যেন তাঁহার কোমল ও ক্লেশজর্জ্জরিত অঙ্গে তীক্ষ্মুখ কণ্টকজাল বিদ্ধ হইতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীরে যত টুকু বল থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও ঘুচিয়া গেল। মস্তক ঘুরিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী আপনাকে যেন বিশ্বসংসারের মধ্যে যন্ত্রণার একমাত্র প্রস্রবণ মনে করিলেন।

হিরণ্ময়ী জননী-বদনে শুনিয়াছেন, পিতা নিশ্চয়ই ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অগ্রজা ভগিনীর বিবাহ দিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না। তিনি এখন কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার কথা পিতা মাতাকে বলিবেন। আবার ভাবিলেন, তাহা তাঁহা হইতে হইবে না—তিনি প্রাণ গেলেও মুখ ফুটিয়া এ কথা তাঁহাদিগকে বলিতে পারিবেন না, অথচ প্রতি নিমেষপাতে অসহ্য নিরাশা-জনিত যন্ত্রণার বজ্রমুষ্টিতে আপনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবেন। হিরণ্ময়ীর এই মর্ম্মবিদারিণী দুরবস্থা ও যন্ত্রণার শেষ সীমা বোধ হয়, বিধাতা নির্ণয় করেন নাই, কেবল বৃদ্ধি হইবার পন্থা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। হা হতভাগিনি হিরণ্ময়ি! তুমি কেন ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারিতেছ না? বুঝিয়াছি, পারিবে না। তাহা পারিলে কি তোমাকে এখনও এত কাঁদিতে হয়—এত ভাবিতে হয় এবং এত হতাশ হইতেও হয়। বুঝিয়াছি, তুমি জগৎকে ভুলিতে পার, জগতের অস্থিমজ্জাবিজড়িত একটি পরমাণুর অপার অংশের এক এক অংশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন বিশ্বলোচন সূর্য্যকেও ভুলিতে পার—তুমি আপনাকে ভুলিতেও পার, কিন্তু একমাত্র ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পার না—পারিবেও না। হিরণ্ময়ি! দশ বৎসরের কথা বলিতেছি, তুমিই না তোমাদের বাড়ীতে ধীরেন্দ্রনাথের প্রথম পদার্পণের দিন সুধামাখা ওষ্ঠাধরে হাসি মাখাইয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতে চাহিয়াছিলে? তুমিই না সেই অপরিচিত নব আগন্তুক বালককে পরিচিতের ন্যায় এই চক্ষে দেখিয়াছিলে? কিন্তু হায়, হতভাগিনি! আজ তোমার সেই এই ওষ্ঠাধরে সেই হাসির খেলা কই?—সেই এই পদ্ম-পলাশ-লোচনে সেই আলাপ কৌশলই বা কই? আজ তোমার পক্কবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধর বৈমর্য্যের আকর—নয়নযুগল উত্তপ্ত-অশ্রু-

তরঙ্গের মহাসাগর! বিধাতার বিধি বা কৌশল যে কিরূপ ভৌতিক, কিরূপ চঞ্চল, কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা তোমার সেই দিন আর এই দিনের সঙ্গেই তুলনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়! পাঠক! হিরণ্ময়ীর এ কি হইল! ইহার প্রতিকার কি? ইহার পরিণাম কি?— ঈশ্বরই জানেন।

হিরণ্ময়ী অনেক কাঁদিলেন—অনেক ভাবিলেন। কিন্তু দেখিলেন—তীব্র দৃষ্টির সহিত ভবিষ্যতের অভেদ্য তমোরাশির মধ্যে দেখিলেন, তাঁহার আশালতাটি শুকাইয়া গিয়াছে। সেই লতাটিতেই তাঁহার জীবনী-শক্তি ও ইহলোকে অবস্থিতির আশ্রয় ছিল, সে দুইটিও তাহার সহিত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই তিনটির অভাবে আরও দেখিলেন, তিনি যেন আর বাঁচিয়া নাই! অমনি তাঁহার চমক হইল। এমন সময়ে এরূপ চমক যে কেন হইল, তাহা হিরণ্ময়ী এবং হিরণ্ময়ীর অবস্থাপন্ন হতভাগ্য বা হতভাগিনী ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারিবে না।

হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। মাথা ঘুরিতে লাগিল। আবার শুইয়া পড়িলেন। অশ্রুপাতের বিরাম নাই। চক্ষু যুগল ও মুখমণ্ডল আরক্তিম। সেই আরক্তিম মুখমণ্ডলের ইতস্ততঃ অশ্রুলিপ্ত হওয়াতে, বোধ হইল যেন প্রস্ফুটিত নবব গোলাপের উপর শিশির সিক্তি হইয়াছে।

প্রভাত হিরণ্ময়ীকে কাঁদাইয়া সে দিনের মত চলিয়া গেল। মধ্যাহ্ন আসিল। হিরণ্ময়ীকে কি সান্ত্বনা করিতে? কে বলিল?— কাঁদাইতে! পলকে পলকে যেরূপ অশ্রুবৃদ্ধি, দেখিলে ভয় হয়, পরিণামে কি দাঁড়াইবে।

নারাণের মা হিরণ্ময়ীকে আহার করিতে ডাকিতে আসিল। বৃদ্ধা দাসী আসিয়াই অবাক্। হিরণ্ময়ীর রোদনে ও মুখমণ্ডলবিস্ফুরিত-বৈবর্ণ্যে তাহারও হৃদয় গলিয়া গেল। সে হিরণকে প্রাণের সহিত ভালবাসে বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বড় কষ্ট হইতেছে কি? শরীরের ভিতর—মনের ভিতর কি রকম হইতেছে?" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীকে আপনার বক্ষের উপর হেলাইয়া রাখিয়া আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সরল মনে বলিতে লাগিল, "হে হরি! আমার হিরণকে শীগ্‌গির আরোগ্য কর, তোমার হরি-লুট দিব। হে মা গঙ্গা! আমার হিরণকে শীগ্‌গির আরাম কর্ তোমায় ডাব চিনি দিব মা!" বুড়ী এইরূপে আরও কত ঠাকুর ঠাকুরাণীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মানসিক করিল।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আজ অসুখ বড় বাড়িয়াছে, আমি কিছুই খাইব না। তুই মাকে গিয়া এই কথা বল্।"

নারাণের মা তাহাই বলিতে চলিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "খুব সাবধানে থাকিও—জল টল মেলা খাইও না। আমি নেয়ে টেয়ে আবার আসিব।"

* * * * * *

ধীরেন্দ্রনাথ গত কল্যের সমস্ত কথা শুনিয়াছেন। তিনিও অত্যন্ত অস্থির হইয়াছেন। বাড়ীতে কোন মতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রিয়মাধবের নিকট গিয়া বসিয়া আছেন। বাড়ী হইতে যাইবার সময় তাঁহার ভৃত্যকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমি আজ এখানে আহার করিব না, প্রিয়মাধবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে।" সুতরাং জগদীশপ্রসাদ বা জাহ্নবীদেবী আহারের সময় তাঁহার আর অনুসন্ধান লন নাই। ধীরেন্দ্রনাথ প্রিয়মাধবকে এই ঘটনার আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা জানি না।

* * * * * *

এ দিকে কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কি বলিয়া কনিষ্ঠা ভগিনীর মনকে প্রবোধ দিবেন, তাহার কোন উপায় না পাইয়া, হতাশ হইয়াছেন। এই জন্য তিনি হিরণ্ময়ীর কক্ষ হইতে প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়া অবধি আর প্রবেশ করেন নাই।

যথাসময়ে সনাতন ধন্বন্তরি আসিয়া ঔষধ বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আজি পর্য্যন্ত যে কালে রোগের প্রকৃত লক্ষণ পরিস্ফুট হইল না, সে কালে আনুমানিক ঔষধ-বটিকায় বা চূর্ণতে কি ফললাভ? সনাতন ধন্বন্তরি বাহিরে না হউক মনে মনে হারি মনিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন উপনীত হইল। কিন্তু আশাদগ্ধা হিরণ্ময়ীর আর যন্ত্রণার শেষ হইল না। তিনি গত দিবস হইতে অদ্য এতক্ষণ পর্য্যন্ত কত শত চিন্তা করি-

লেন—যন্ত্রণার কত শত সবিষ দংশন সহ্য করিলেন, তাহা কে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে? হিরণ্ময়ী অবশেষে কি ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যথাস্থান হইতে মস্যাধার, লেখনী ও এক খণ্ড কাগজ লইয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। ক্রমে ক্রমে পত্র লেখা শেষ হইল। পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিলেন।

অনন্তর হিরণ্ময়ী দ্বারোন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। আস্তে আস্তে ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে গমন করিলেন। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া শিরোবাহক উপাধান তুলিলেন, দেখিলেন, সেখানে ধীরেন্দ্রনাথের সিন্দুকের চাবি রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুকের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া যথাস্থানে চাবি রাখিলেন। অনন্তর গৃহের দ্বার খুলিয়া আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এখনও তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। পত্রখানির ভিতর কি লেখা হইল, তাহা জানি না।

দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। যে দাসী অন্তঃপুরস্থ গৃহে গৃহে দীপ জ্বালে, সে হিরণ্ময়ীর কক্ষে দীপ জালিয়া দিয়া গেল। হিরণ্ময়ী তাহা শয্যাতলে শুইয়া দেখিলেন। অনন্তর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। হিরণ্ময়ীর পিতা মাতা ও অন্যান্য পরিজনেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণেও কেহ কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী যেরূপ উত্তর দিয়া থাকেন, তাহাই দিতে থাকিলেন। হিরণ্ময়ীর কক্ষে কিরণময়ী এখনও অনুপস্থিতা।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কিরণময়ী আসিলেন না। দুই প্রহর অতীত হইল, তথাপি কিরণময়ীর দেখা নাই। এত ক্ষণে হিরণ্ময়ী বিশেষরূপে বুঝিলেন, বড় দিদি লজ্জায় পড়িয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন সদুপায় করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এই জন্য এখনও তাঁহাকে দেখা দিলেন না। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এত রাত্রি হইল, এখনও যেকালে বড় দিদি আসিলেন না, সে কালে আজ আর আসিবেন না। আপনার ঘরে শয়ন করিবেন। হিরণ্ময়ী মনে মনে এইরূপ ধারণা করিয়া একাকিনীই অনেক ক্ষণ শুইয়া রহিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার ফল।

পাঠক মহাশয়! অদ্য রজনীতে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটিতে চলিল। এরূপ দুঃখের ঘটনা জগদীশপ্রসাদের আলয়ে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সকলেই নিদ্রিত, কেবল চিরজাগরণব্রতী হিরণ্ময়ীই নিদ্রার সুকোমল কোলশূন্যা। আরও বোধ হয়, স্ব স্ব কক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীও এখন পর্য্যন্ত নিদ্রিত হন নাই।

হিরণ্ময়ী গা তুলিয়া পর্য্যঙ্কের উপর বসিলেন। মস্তকের দিকের বাতায়ন খুলিয়া দেখিলেন, চন্দ্র অস্তগত হইয়াছেন। কিয়ংকাল পূর্ব্বে তাঁহার গৃহের বহির্ভাগের যে দক্ষিণ দিক নিশাকরের ধবল কৌমুদীজালে বিধৌত হইতেছিল, এক্ষণে তাহাই আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যের সহিত হিরণ্ময়ীর ঠিক তুলনা হয়;—ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্তর্জগৎ উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এক্ষণে গভীর অন্ধকারে স্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময়ীর অশ্রুসিক্ত নয়নযুগলের দৃষ্টিরেখা অন্ধকারের মধ্যে যত দূর প্রবেশ করিতে পারিল, তদ্দ্বারা তিনি দেখিলেন, যেন তমিস্রসাগরে সমস্ত পদার্থ ডুবিয়া গিয়াছে। অভ্রমসীলিপ্ত বৃক্ষগুলি তাহাতে ভাসিতেছে। তমস্তরঙ্গসকল ভীষণ ভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। তিনি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটা পেচক কর্কশ-চীৎকারে এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের উপর উড়িয়া বসিল। পেচক-কণ্ঠের সুকঠোর শব্দে হিরণ্ময়ীর চক্ষু দুইটি পুনর্ব্বার উন্মীলিত হইল। তিনি কি ভাবিয়া বাতায়ন-কপাট বন্ধ করিলেন। পর্য্যঙ্কের মধ্যস্থলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া

কি ভাবিতে লাগিলেন।—অত্যন্ত গভীর ভাবনা—সর্ব্বনাশিনী ভাবনা!

কতক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া হিরণ্ময়ী পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া নিম্নে দাঁড়াইলেন। অদ্য শয়ন করিবার সময় সে গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মনে ছিল না। তিনি কপাট বন্ধ আছে ভাবিয়া, অর্গল খুলিতে গেলেন, কিন্তু কপাট নিরর্গল। কপাট কেবল ভেজান ছিল। তিনি আস্তে আস্তে খুলিলেন, তথাপি কিঞ্চিৎ শব্দ হইল। হিরণ্ময়ী কপাট খুলিয়া ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া এ দিক ও দিক দেখিলেন, কেহই নাই। আবার গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। পাঠক! এ ভাবনা সেই ভাবনা—অত্যন্ত গভীর ভাবনা—সর্ব্বনাশিনী ভাবনা!

এই বার হিরণ্ময়ী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বড় দিদি! তুমি আমাকে যে প্রাণের সহিত ভালবাস, তাহা তোমার কার্য্যের প্রত্যেক সূত্রপাতে আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি আমার জন্য কি না করিয়াছ আর কি নাই করিতেছ? কিন্তু আমার প্রতি বিধাতা সর্ব্বতোভাবে বিমুখ। আমি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, নিয়তির ইচ্ছা এবং গতি অবশ্যম্ভাবিনী। উহাকে লঙ্ঘন করিয়া এক নিমেষের জন্যও চলিতে পারে, এমন লোক আজিও পরমাণুতে উৎপন্ন হয় নাই। তবে, বড় দিদি! তুমিই বা কি করিবে, আমিই বা কি করিব আর পিতাই বা কি করিবেন? নিয়তির ইচ্ছা ও গতি অলঙ্ঘনীয় বলিয়াই এই গভীর অন্ধকারময়ী তামসীতে আমি একটি অসমসাহসিক কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। বড় দিদি! প্রাণের বড় দিদি! আর তোমাকে দেখিতে পাইব না—জন্মের মত আজ তোমাকে প্রাতঃকালে এই গৃহ হইতে যাইবার সময় দেখিয়াছি। বড় দিদি! আজ তোমার স্নেহের অভাগিনী নিরাশার প্রতিমূর্ত্তি হিরণ্ময়ী উদ্দেশে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।" এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্রুবর্ষণ ও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন, "না, কেন আমি বড় দিদির কাছে বিদায় চাহিতেছি? কেন তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিব?—না,—তা' করিব না। বড় দিদি! ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হউক। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে যেরূপ উৎসুক, তুমিও ত তাহাই। তবে কেন আমি এত উদ্বিগ্ন ও হতাশ হইতেছি?—তুমি বড়; তোমারই সহিত ধীরেনের শুভ পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইবে, ইহা ত অন্যায় নহে। পিতার মনস্কামনা পরিপূর্ণ হউক। আমি ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে তোমার হস্ত এক হইতে দেখিয়া সুখিনী হইব।" এই কথাগুলি মনে মনে বলিয়া হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আবার তাঁহার ভাববিপর্য্যয় ঘটিল। মানুষের মন কখন যে কিরূপ হয়, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করা মানুষের কর্ম্ম নহে। মানব-চিত্ত পলকে পলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে—এক পলকে হাসে, অপর পলকে কাঁদে—এক পলকে জলের অপেক্ষাও গলিয়া যায়, অপর পলকে লৌহের অপেক্ষাও কঠিন হয়—এক পলকে বাঁচে, অপর পলকে মরে। দুঃখিনী হিরণ্ময়ীর চিত্ত ইহার একটি অন্যতম প্রকৃত সাক্ষী। হিরণ্ময়ী এই কিছু পূর্ব্বে উদ্দেশে কিরণময়ীর নিকট বিদায় চাহিতেছিলেন, আবার পরক্ষণেই সে আশা বিসর্জ্জন দিলেন—পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ভাব ধারণ করিলেন। তিনি যেন এক্ষণে একবারে আশার সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরাশার চিরান্ধকারময় গভীর হইতেও গভীরতর গর্ভে উলট পালট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অতিশয় অস্থির হইয়া অবলম্বনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিরাশার সঙ্কটময় গর্ভ অবলম্বনশূন্য! হিরণ্ময়ী যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন! আর গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিলেন না—বাহিরে নির্গত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না—একাকিনী চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাইত, হিরণ্ময়ী কোথায় যান? পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা সঙ্গী বা সঙ্গিনীশূন্যা হইয়া একাকিনী কোথায় যান?—অন্ধকার দেখিয়া পেচকের চীৎকার শুনিয়া এই কতক্ষণ পূর্ব্বে যে হিরণ্ময়ী আতঙ্কে বাতায়ন-দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কোথায় যান? হিরণ্ময়ীর রমণীসুলভ অন্তঃকরণে এমন কি দুর্দ্ধর্ষভাবের আবির্ভাব হইল যে, যাহার চালনায় বা তাড়নায় তিনি ভয় ভুলিয়া নির্ভয়ে বাহির হইয়া প...

লেন?—কিছুই বুঝি না, তবে কি করিয়া অন্যকে বুঝাইব? যাহার আশা ভরসা ঘুচিয়া গিয়াছে, যাহার পক্ষে প্রাণধারণ অত্যন্ত কষ্টকর, যাহার শরীরে তীক্ষ্মমুখ কণ্টকজাল মুহুর্মুহুঃ বিদ্ধ হইতেছে, এবং মনের ভিতর জলন্ত হুতাশন-শিখা হুঙ্কার ছাড়িতেছে, তাহার আবার জড় প্রকৃতিকে কিসের ভয়? তাহার জর্জ্জরিত অন্তঃপ্রকৃতির উপর জড় প্রকৃতি কি আর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে? এই জন্যই বুঝি হিরণ্ময়ী একাকিনী বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

হিরণ্ময়ী বরাবর চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে উপর তল হইতে নিম্ন তলে আসিবার সোপানের নিকট আসিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকার প্রজ্বলিত দীপ নিবিয়া গিয়াছিল। তিনি অন্ধকারে দেওয়ালে হাত দিয়া আস্তে আস্তে একটি একটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নীচে নামিলেন। অনন্তর, যে উদ্যানে তিনি ধীরেন্দ্রনাথের চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য পুষ্পমালা গাঁথিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হস্তে ধরা পড়িয়াছিলেন, সেই উদ্যানের দিকে যাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুর হইতে উদ্যানে প্রবেশ করিবার দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানকার দেওয়ালে উদ্যানের খিড়কী দরজার চাবি টাঙ্গান থাকিত, হিরণ্ময়ী জানিতেন। তিনি সেই চাবি লইয়া উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটি পথ ধরিয়া বরাবর উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। উদ্যানের বৃক্ষগুলি মসীমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল খদ্যোতনিচয় তাহাদের পত্রাবৃত শাখা প্রশাখার অভ্যন্তরে স্ব স্ব স্বভাব-দীপ প্রজ্বালন করিয়া এদিক ওদিক সঞ্চরণ করিতেছে। মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণে বৃক্ষের পত্রগুলি আপন মনে দুলিতেছে—মধ্যে মধ্যে এক একটি শুষ্ক পত্র খসিয়া পড়িতেছে। পতনকালে এক প্রকার মধুর অস্ফুট মর্ম্মর শব্দ হইতেছে। শাখাশিখায় রজনীগন্ধা হৃদয় খুলিয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছে। শীতল সমীর সেই মনোহর সৌরভ লুণ্ঠন করিয়া আপনার বাসস্থান শূন্যাকাশে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। বৃক্ষলতার পত্র পুষ্পগুলি শিশিরসিক্ত হইয়া যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে উত্তর দিকের প্রাচীর মধ্যস্থ অবান্তর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্য দিন হইলে তিনি কত পুষ্প তুলিতেন, আজ আর তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তাঁহার পক্ষে উদ্যানের সমস্ত ভাল ভাল পদার্থগুলিই আজ যেন অপকৃষ্ট বোধ হইল।

হিরণ্ময়ী চাবি দিয়া খিড়কী দরজার তালা খুলিলেন। উদ্যানের বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে বহির্ভাগের কড়ায় তালা লাগাইয়া আবার চাবি দিলেন। চাবি সঙ্গে রাখিলেন। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া এ দিক ও দিক দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বড় বেশী ক্ষণ সেখানে থাকিলেন না। এইবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! তুমি নিদ্রিত আছ; বাবা তুমি নিদ্রিত আছ। তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হইল না। আমি উদ্দেশে তোমাদের চরণে প্রণাম করিয়া আজ জন্মের মত বিদায় লইলাম। আর ইহজন্মে দেখা হইবে না। আমি সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভাগীরথীর শীতল গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে শীতল করিতে চলিলাম। ধীরেন্! এ জন্মে ত আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারিলাম না, কিন্তু পরজন্মে যেন হইতে পারি, এই আমার মনস্কামনা। আমি বিবাহের জন্য উন্মত্ত হইয়াছি—আত্মহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, লোকে ইহা জানিতে পারিলে না জানি কতই পরিহাস ও নিন্দা করিবে। করুক্; আমি তাহাতে ডরাই না। যে আমাকে বিয়ে-পাগ্‌লী বলিয়া গালি দিবে, সে মূর্খ—সে মনুষ্য নহে। যে যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সে যদি তাহাকে না পায়, তবে তাহার ছার শরীরে ছার প্রাণ ধারণ করিয়া লাভ কি? —কিছু না। বরং তাহার মৃত্যুই পরম লাভ। এমন অবস্থায় সর্ব্ব-যন্ত্রণা-উপশমকারী মরণই শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর জীবনই অপকৃষ্টতম শত্রু। সুতরাং আমি ভাগীরথী-গর্ভে ডুবিয়া মরিব।" এই বলিয়া নিরাশ প্রণয়ের অশ্রুময়ী প্রতিমূর্ত্তি গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চলিলেন। পেচক ডাকিল, হিরণ্ময়ীর ভয় হইল না—শৃগাল কুক্কুর দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, ভয় হইল না—অন্ধকারে দূরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় নানারূপ কল্পিত মূর্ত্তির অপচ্ছায়া দেখা যাইতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীর ভয় হইল না। যে মরিতে যাইতেছে, তাহার আবার কিসের ভয়?

আর কিছু সময় পরে পঞ্চদশ বর্ষের স্নুবর্ণ শরীর ও প্রিয়তম প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহার আবার মরণের ভয় কি?

হিরণ্ময়ী একটি পথ ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে জন্মভূমি মধুপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শূন্য গৃহে।

কাহার পক্ষে সুপ্রভাত আবার কাহারও পক্ষে কুপ্রভাত হইয়া রাত্রি প্রভাত হইল। দিবাকর প্রত্যহ যেরূপে উদয় হইয়া থাকেন, সেইরূপে ধীরে ধীরে নীশাকাশে উঠিতে লাগিলেন। পক্ষীরা যেরূপ করিয়া থাকে, তাহাই করিতে লাগিল। নিদ্রিত মানবগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদের প্রাসাদস্থ সকলেই ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইয়া স্ব স্ব শয্যা ছাড়িতে লাগিল। বহির্দ্বারে দুই জন প্রহরী রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বদলি হইয়া জাগিয়া বসিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিল। কিন্তু যে দুই জন প্রহরী রাত্রির মধ্যপ্রহরে প্রহরা দিয়াছিল, তাহারা এখনও খাটিয়ার মায়া ছাড়িতে পারিল না—প্রভাতের শীতল সমীরণে পাশ ফিরিয়া সুখে ঘুমাইতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, কিরণময়ী, ধীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। জাহ্নবীদেবী হিরণ্ময়ীর কক্ষে হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে করিলেন, মুখ হাত ধুইতে গিয়াছে। ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার আসিবার ইচ্ছা রহিল।

যথাসময়ে সনাতন ধন্বন্তরি ঔষধের বাক্স লইয়া দেখিতে আসিলেন। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, কিরণময়ী ও এক জন দাসী তাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য। জগদীশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ হিরণ্ময়ীকে ডাকিয়া আনিতে, দাসীকে আদেশ করিলেন, সে আদেশ পাইয়া প্রস্থান করিল। সে সময়ে যেখানে যেখানে হিরণ্ময়ীর থাকিবার সম্ভাবনা, সে সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। তৎক্ষণাৎ সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জগদীশপ্রসাদকে উহা জানাইল।

দাসীমুখে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান না পাইয়া জগদীশপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া আপনা আপনি বলিলেন, "দেখ দেখি, ধন্বন্তরি মহাশয় আসিয়া বসিয়া রহিলেন, এমন সময়ে হিরণ গেল কোথা? এমন দুরন্ত আর অবাধ্য মেয়েও ত কোথাও দেখিনি।"

পিতার এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "বাবা! আমি একবার খুঁজিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে চলিয়া গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে বসিয়াছিলেন। তিনি কিরণময়ীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনে মনে কি বলিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু মুখে যেরূপ সহাসবচনাবলি বলিয়া থাকেন, তাহাই বলিলেন। কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে দেখিতে না পাইয়া ধীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিরণ্ কি তোমার কাছে আজ আসিয়াছিল? সে এখন কোথায়, বলিতে পার?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই, আমার নিকট হিরণ্ময়ী আজ আসেন নাই। তিনি যে এখন কোথায় আছেন, তাহাও বলিতে পারি না। তাঁহার গৃহে নাই?"

কিরণ।—"না।"

ধীরেন্দ্র।—"কেন তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছ?"

কিরণ।—"ধন্বন্তরি মহাশয় আসিয়া বসিয়া আছেন। ঔষধ খাওাইবার সময় হইয়াছে, তাই অনুসন্ধান করিতেছি।"

ধীরেন্দ্র।—"এ সময়ে যে যে স্থানে তিনি থাকেন, সে সকল স্থান দেখিয়াছ?"

কিরণ।—"আমি দেখি নাই বটে, কিন্তু দাসী দেখিয়া আসিয়াছে। দেখা পায় নাই।"

ধীরেন্দ্র।—"তুমিও একবার নিজে খুঁজিয়া দেখ।"

কিরণ।—"তাই দেখি।" এই বলিয়া কিরণময়ী আবার বলিলেন,

"ধীরেন্! তুমি এত কাহিল হইয়া যাইতেছ কেন?"

ধীরেন্দ্র।—"আজ কয় দিন ধরিয়া বড়

অসুখ হইয়াছে।—কিছু ভাল লাগে না, আহারাদি করিতে পারি না, তাই এমন হইয়াছি।"

কিরণ।—"কি অসুখ হইয়াছে?"

ধীরেন্দ্র।—"তা' ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।"

এই বার কিরণময়ী একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "ধীরেন্! তুমি নিজে তোমার অসুখের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি অসুখ হইয়াছে বল দেখি?"

কিরণময়ী আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "যদি রাগ না কর, তবে বলি।"

ধীরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলেন, বলিলেন, "কেন রাগ করিব, কিরণ! হিত কথা বলিলে কে কোথায় রাগ করে?"

কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণের যে অসুখ, তোমারও তাই।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হিরণের কি অসুখ?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হওয়া, আর তোমারও তাহাকে না পাওয়াই অসুখ।—কেমন কি না?"

ধীরেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইলেন, বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, "কিরণ! তুমি আমাকে ওরূপ বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত করিও না।"

কিরণময়ী দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ চটিয়াছেন, এই জন্য আর এমন কিছু বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "তুমি রাগ করিও না। আমি তোমাকে আরও অনেক কথা বলিব। সে সকল কথা তোমার প্রতিকূল নহে—অনুকূল। আমি তোমার শত্রু নহি। তুমি কিছুই ভাবিও না। এখন যাই, আর এক সময়ে আসিব। এখন হিরণ্ময়ী কোথায় আছে, ধরিয়া লইয়া যাই।"

চিন্তিত ধীরেন্দ্রনাথ কিছুই উত্তর করিলেন না। মনে মনে শঙ্কিত হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্ছিন্নপ্রায় অন্তর্জগতে আবার সহসা ভয়ঙ্করী ঝটিকা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবনার উপর ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইলেন না।

এ দিকে কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষ হইতে বাড়ীময় খুঁজিয়াও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইলেন না। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কই, কিরণ! হিরণ কই?"

কিরণময়ী বলিলেন, "এত করিয়া খুঁজিয়াও দেখিতে পাইলাম না। কোন স্থানই বাকী রাখি নাই, কিন্তু কোথাও পাইলাম না।"

এই বার জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী চিন্তিত হইলেন। ধন্বন্তরি মহাশয়কে বসাইয়া রাখিয়া আপনারা অন্য অন্য দাসদাসীদিগকে লইয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যত দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইতে পারে, তাহার অণুমাত্রও শৈথিল্য হইল না, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। অনন্তর কতকগুলি লোক নন্দনকাননে, কতকগুলি ঠাকুরবাড়ীতে আর অবশিষ্ট অনেকগুলি লোক মধুপুরের প্রত্যেক বাটীতে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। যে লোকগুলি অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিল, তাহারাও দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া আসিল।

জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী এই বার অত্যন্ত অস্থির হইলেন। হিরণ কোথা—হিরণের কি হইল, এই কথা বাড়ীর প্রত্যেক লোকের মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইল। কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিল।

জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়ীতে ক্রমে ক্রমে রোদনের শব্দ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। জাহ্নবীদেবী জগদীশপ্রসাদের পায়ের উপর পড়িয়া "কই আমার হিরণ কই? ওগো, হিরণ কোথা গেল! হিরণের কি হইল!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। সনাতন ধন্বন্তরি জাহ্নবীদেবীকে কত আশ্বাস দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন মানিল না। জাহ্নবীর শোক বিলাপ দেখিয়া গৃহ শুদ্ধ লোকে অস্থির হইয়া উঠিল। কিরণময়ীর মুখমণ্ডল নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। তিনি সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এই রোদনশব্দে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাড়াতাড়ি জগদীশপ্রসাদের নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ীর কক্ষ বিলাপস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

আবার জগদীশপ্রসাদ মধুপুরের প্রত্যেক বাগান ও পুষ্করিণীতে অনুসন্ধান করিতে অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে আবার অনুসন্ধান করিতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে জাহ্নবীদেবী ও ধীরেন্দ্রনাথ চলিলেন। কিরণময়ী আপনার কক্ষে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে একপ্রকার বুঝিলেন যে, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইল না বলিয়া তিনি বাটী ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, কি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা পিত মাতার নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। আপনা আপনিই স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদ যখন উদ্যানের মধ্যে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে যান, তখন আর কএক জন ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ উদ্যানের এ দিক ও দিক করিয়া চারি দিক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি যখন উত্তর দিকের প্রাচীরের দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, সেই সময় খিড়কী দরজায় তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি দেখিলেন, দরজায় তালা লাগান নাই—খোলা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কপাট টানিলেন, কিন্তু কপাট খুলিল না। জগদীশপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। মালীকে ডাকাইলেন। মালী দৌড়িয়া আসিল।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। বিমর্ষ ধীরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি আরও বিমর্ষ হইয়াছে। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থার তুলনা হয় না। তিনি মনে মনে যে কত কি ভাবিতেছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

জগদীশপ্রসাদ মালীকে বলিলেন, "খিড়কী দরজার তালা কি হইল? তুই কি তালা বন্ধ করিস্ নাই?"

মালী ভীত হইল। সবিনয়ে যোড়হস্তে বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়! আমি তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম। প্রত্যহই তালা লাগান থাকে। কালও সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই দরজায় তালা লাগান ছিল।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তবে কি হইল?"

মালী পূর্ব্বের ন্যায় বলিল, "আজ্ঞে, যেখানে চাবি থাকে, সেখানে আছে কি না, দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া দৌড়িয়া লক্ষ্য স্থানে আসিল। দেখিল, চাবি নাই। অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইল। আবার দৌড়িয়া জগদীশপ্রসাদের নিকট গেল। বলিল, "যেখানে চাবি রাখি সেখানে নাই। বোধ করি, কাল রাত্রিতে কেহ সেই চাবি আনিয়া তালা খুলিয়া লইয়াছে।"

জগদীশপ্রসাদ মালীকে বলিলেন, "প্রাচীরের উপর উঠিয়া দেখ্ দেখি, ও দিকে কি হইয়াছে। কপাট খুলিতেছে না কেন, দেখ্ দেখি।"

মালী প্রাচীরসংলগ্ন একটা বড় জামরুল গাছ বাহিয়া প্রাচীরে উঠিল। জামরুল বৃক্ষের শাখা ধরিয়া মুখ নত করিয়া দেখিয়া বলিল, 'ভিতরের তালাটা বাহিরে লাগান আছে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ওদিকে লাফাইয়া পড়িতে পারিবি?"

মালী অন্য সময়ে অক্ষম হইলেও এক্ষণে বলিল, "আজ্ঞে পারিব।"

"তবে ও দিকে গিয়া দেখ দেখি, তালাটা বন্ধ কি আটকান আছে।" জগদীশপ্রসাদ এই কথা বলিলেন।

মালী প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লম্ফনের লক্ষ্য স্থান ঠিক করিয়া ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। ধপাস্ করিয়া শব্দ হইল। ঘাসের উপর পড়িয়াও তাহার দক্ষিণ পদে আঘাত লাগিল, কিন্তু তাহার সে ব্যথার ব্যথী কে? সে আপনিই আঘাতিত স্থানে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কপাটের নিকট গিয়া তালা টানিল—সবলে টানিল, কিন্তু তালা খুলিল না। তখন সে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে জগদীশপ্রসাদকে শুনাইয়া বলিল, 'কর্ত্তা মশায়! তালায় চাবি দেওয়া আছে। কোন মতে খুলিল না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রনাথ এবং আর কএক জন পুরুষ মানুষ উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে গেলেন। অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইল, সুতরাং লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। যাহা হউক, তাঁহারা

সেখানে গিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক তালায় চাবি লাগান আছে। সকলে মিলিয়া রকমওয়ারি করিয়া টানাটানি করিলেন; কিন্তু তালা খুব মজবুৎ—খুলিল না। অনন্তর সকলে মিলিয়া সেই খানে চাবি খুঁজিতে লাগিলেন। খিড়কী দরজার সম্মুখ হইতে একটি সরু রাস্তা বরাবর চলিয়া গিয়া ও দিকে একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত রাস্তায় মিলিত ছিল। কএক জন লোক সেই খিড়কীর রাস্তার এ দিক ও দিক করিয়া খোয়া হাঁটকাইতে লাগিল,—চাবি মিলিল না। কএক জন লোক সেই রাস্তার দুই দিকের ঝোড় ঝাড় ও ঘাস হাঁটকাইতে লাগিল,—তথাপি চাবি মিলিল না। মালী বিশেষরূপে দেখিবার জন্য মড়মড় করিয়া অনেকগুলা ঘেঁটু এবং আস্‌সেওড়ার গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কতকগুলাকে উৎপাটন করিয়া অন্যগুলার ঘাড়ে ফেলিয়া দিল। অনেক খুঁজিল, চাবি দেখা দিল না। তাহার অধীনস্থ মালীরাও খুঁজিতে খুঁজিতে হায়রাক হইয়া গেল, তথাপি চাবি দেখা দিল না। জগদীশপ্রসাদ ও ধীরেন্দ্রনাথও অনেক অনুসন্ধান করিলেন, সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল। অনুসন্ধানের সময় কএক জনের হাতে পায়ে কাঁটা ফুটিল—রক্তও পড়িল, কিন্তু পরিশ্রম বৃথা হইল।

জগদীশপ্রসাদ আবার মালীকে বলিলেন, "যেখানে চাবি রাখিতিস্, হিরণ্ময়ী কি তাহা জানিত?"

মালী।—"আজ্ঞে, জানিতেন। তিনি এক এক দিন সেই স্থান হইতে চাবি লইয়া ফুঁ দিয়া বাজাইতেন। আবার রাখিয়া দিতেন।"

জগদীশপ্রসাদ এই বার অনেক ক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন, ভাবিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন, "ধীরেন্দ্র! আর কোন সন্দেহ নাই; হিরণ্ময়ীই মধ্যরাত্রিতে বা শেষ রাত্রিতে এই অবান্তর-দ্বার দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই আবার ভিতরের তালা বাহিরে লাগাইয়া দিয়াছে। হয় চাবি তা'র সঙ্গে আছে, নয় ত কোথাও ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন আর এখানে বৃথা গোলযোগ করিয়া কোন ফলোদয় নাই। চল, বাড়ীর মধ্যে গিয়া শীঘ্র তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারি দিকে লোক পাঠান যাউক। তুমি এক দিকে যাও, আমিও এক দিকে যাই। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।" এই বলিয়া তিনি "হিরণ্ময়ী কেন এমন করিল! করিতেছেন, গেল! তাহাকে কি আর পাইব!পর্য্যন্ত জগদীশ্বর!" এই কএকটি কথায় জগদীশের। বক্ষঃস্থল যেন শতধা ফাটিয়া গেল। মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিমর্ষ হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনিও যা'র-পর-নাই অস্থির হইয়াছেন।

অনন্তর সকলে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

জগদীশপ্রসাদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কর্ম্মচারীকে নিকটে ডাকাইলেন। সকলে উপস্থিত হইল। সকলেই বিষণ্ণ। অনন্তর জগদীশপ্রসাদ সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে শ্রমশীল, চতুর, অনুসন্ধানে তৎপর লোকদিগকে নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। ইবার সময় কহিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি ণ্ময়ীকে আনিতে বা তাহার প্রকৃত সন্ধানের কথা বলিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবেন। আদিষ্ট লোকেরা অনুসন্ধান করিতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর তিনি ঘোষযন্ত্রবাদকের দ্বারা ঐরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঘোষযন্ত্রবাদক ঘোষযন্ত্রে আঘাত করিতে করিতে মধুপুরের প্রত্যেক পল্লীতে ঘুরিতে লাগিল। যাহারা ঘোষযন্ত্রবাদকের মর্ম্ম বুঝিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থলোভে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। কেহ কেহ কেবল দুঃখিত হইল। অল্পবয়স্ক বালকেরা ঘোষযন্ত্রবাদককে দেখিয়া মনে করিল, সে বুঝি পাঁচ হাজার টাকা লইয়া বাঁশবাজী করিবে।

দেখিতে দেখিতে মধুপুরের প্রত্যেক নর নারীর মুখে হিরণ্ময়ী হারানর কথা আন্দোলন হইতে লাগিল। যাহার যেরূপ যুক্তিশক্তি, সে সেইরূপ করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। হাটে, বাজারে, দোকানে জিনিষ পত্রের ক্রয় বিক্রয়ের সহিত এই বিষয়েরও ক্রয় বিক্রয় হইতে লাগিল। সম্মার্জ্জনীমার্জ্জিত বটবৃক্ষতলে পুরাতন এবং অর্দ্ধচ্ছিন্ন সপের উপর বসিয়া বৃদ্ধেরা এই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। নবযুবতীরা পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে

ধীরেন্দ্রনাথ এইকলসী, কেহ পূর্ণ কলসী নামাইলেন। তাড়াহ বা কক্ষে ধারণ করিয়া ঈষৎ আসিলেন। এই কথায় নানা কথার যোগ দিতে বিলাপস্বে। কৃষক এবং রাখালেরা মাঠে গিয়া ঐ কথার তোলাপাড়া করিতে লাগিল। যাহার মনে যাহা আসিল, সে তাহাই লইয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইল। কাজেই আমাদিগকেও এই সময় বলিতে হইল—"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

জগদীশপ্রসাদ নানা স্থানে নানা জনকে পাঠাইয়া, ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দেখ, বাপু! সহসা আমি যে সঙ্কটে পড়িয়াছি, এরূপ বোধ হয়, কাহাকেই পড়িতে হয় না। এখন তোমাকেও একটি কার্য্য করিতে হইবে। তুমিও এক দিকে অনুসন্ধান করিতে প্রস্থান কর। পাথেয় লইয়া যাও।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর জন্ম মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করিবার পন্থা নাই।—তিনি জগদীশপ্রসাদের নিকট হইতে পাথেয় লইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে অণুপরিমাণেও ত্রুটি করিব না। সঙ্কটমোচন পরমেশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন তাঁহার প্রসাদে আমি আপনার হিরণ্ময়ীকে আনিতে পারি। আমি আর বেশী বিলম্ব করিব না। তবে এক্ষণে আসি, মহাশয়!" ধীরেন্দ্রনাথ এই বলিয়া জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিলেন।

"মঙ্গল হউক" বলিয়া জগদীশপ্রসাদ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে গমন করিলেন। দূরপ্রস্থানের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।—জগদীশপ্রসাদ যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, ধীরেন্দ্রনাথ তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লইতে ইচ্ছা করিলেন। বিদেশে, বিশেষতঃ এরূপ বিপদে পড়িয়া বিদেশে যাইতে হইলে সঙ্গে বেশী টাকা কড়ি থাকা চাই। কিন্তু তিনি জগদীশপ্রসাদের নিকট তাহা চাহেন নাই। জগদীশপ্রসাদ যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইতে পারিত, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথ আপনার সিন্দুক হইতে আরও কতকগুলি বাহির করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। যথাস্থান হইতে চাবি লইলেন, —সিন্দুক খুলিলেন, ডালা তুলিলেন, দেখিলেন, —একখানি পত্র রহিয়াছে। কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তাড়াতাড়ি পত্রখানি বাহির করিয়া লইলেন। দেখিলেন, পত্রখানি তাঁহারই নামে লিখিত। বিস্মিত হইলেন। কে তাঁহার সিন্দুকের মধ্যে পত্র রাখিল, কে তাঁহার সিন্দুক খুলিল, প্রথমে এই ভাবনায় কতকটা চঞ্চলচিত্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে সে বিষয় পরিহার করিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন। অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। একমনে পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

"প্রাণাধিক প্রিয়তম!

এই হতভাগিনী হিরণ্ময়ী তোমাকে পাইল না। ইহার আশা, ভরসা, আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই তুমি, কিন্তু,সে সমস্তই ফুরাইল! প্রাণেশ্বর! তবে বল দেখি, আমি কি করিয়া জীবিত থাকিতে পারি? অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না—বর্ষার নদী-প্রবাহ-উচ্ছ্বাসের ন্যায় আমার অনন্ত যন্ত্রণা প্রতিপলে বাড়িয়া উঠিতেছে—আমার আর নিস্তার নাই। আমি কোনমতে আর এখানে থাকিতে পরিলাম না। চলিলাম—চিরকালের জন্য চলিলাম—চিত্তচাঞ্চল্য ও দারুণ যন্ত্রণার উপশম করিবার জন্য ভাগীরথী-গর্ভে এই হতাশ প্রাণ ও দগ্ধ শরীর বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম! যদিও পিতা মাতা তোমার সহিত আমাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বহুদিন পূর্ব্বে মনে মনে বরণ করিয়াছি। তুমিই আমার স্বামী—তুমি ব্যতীত আমার আর পতি নাই। এই জন্যই আমি প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। প্রাণত্যাগ ব্যতীত এক্ষণে আমার আর কিছুই নাই! নাথ! আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধিনী, এক্ষণে আমার প্রতি দয়া করিয়া সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যাও—ক্ষমা কর; তুমি যে আমার জন্য দুঃখিত হইয়াছ, তাহা জানি;—বড় দিদিও যে আমার নিমিত্ত অনেক করিয়াছেন, তাহাও অবিদিত নহি। কিন্তু আমার ভাগ্যলিপির মর্ম্ম জানি না। কিন্তু না জানিয়াও, এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। কি?—ভাগীরথী-গর্ভে দুর্ভাগিনী হিরণ্ময়ীর মৃত্যু। হৃদয়ে

শ্বর! আমার শপথ, তুমি আমার জন্য আর দুঃখ করিও না;—বড় দিদিকে বিবাহ করিও।

তোমারই হতভাগিনী কিঙ্করী
হিরণ্ময়ী।"

ধীরেন্দ্রনাথ উপর্য্যুপরি এই পত্রখানি দুই বার পড়িয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। এক বার ভাবিলেন, জগদীশপ্রসাদকে এ বিষয় জানাইবেন। আবার ভাবিলেন, না, যে ভাবে পত্রখানি লিখিত হইয়াছে, ইহা কোন মতেই তাঁহাকে দেখান যাইতে পারে না। এক পত্রে প্রণয় ও মৃত্যুর কথা, সুতরাং এ পত্র এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহারই পাঠ করা উচিত নহে। ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকেও ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বলিলেন না। আর বেশী কালবিলম্ব না করিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি ও পত্রখানি সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সময় জগদীশপ্রসাদ কএক জন লোক সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ লইলেন না। বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যে কএক জন লোককে আমার সঙ্গে দিবেন বলিয়াছেন, বরং তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যেক দিকে পাঠাইয়া দিন্। এক্ষণে এরূপ করিয়াই অনুসন্ধান করা উচিত।"

জগদীশপ্রসাদ তাহাই স্বীকার করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর, জগদীশপ্রসাদ কএক জন লোক লইয়া আর এক দিকে প্রস্থান করিলেন। পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে বাড়ী প্রায় খালি হইয়া গেল।

জাহ্নবীদেবী, কিরণময়ী ও অন্যান্য পরিজনেরা হিরণ্ময়ীকে হারাইয়া কিরূপ অধীর হইয়া শোক পরিতাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

কিরণময়ীর সহিত ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ ঘটনা যে, এক্ষণে স্থগিত রহিল, তাহা পাঠক মহাশয়কে বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় দিন গত হইল, তথাপি কেহই আসিলেন না। কে যে কোথায় গিয়া কিরূপে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা কেমন করিয়া জানিব? এ পর্য্যন্ত জগদীশপ্রসাদ বা ধীরেন্দ্রনাথেরও দেখা নাই।

এ দিকে কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর জন্য এত দূর উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণ হইলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া অশোকেরও শোকোদয় হয়। তাঁহার আর সে কান্তি নাই, সে মূর্ত্তি নাই, সে প্রাণ নাই এবং সে মনও নাই। ফল কথা, সুখের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই নাই। তিনি এক্ষণে বর্ষার মেঘের ন্যায়, অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায়, প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর যন্ত্রণার ন্যায় হইলেন। আহার নিদ্রার সঙ্গে তাঁহার আর সম্পর্ক রহিল না। তিনি সর্ব্বদাই হতাশের ন্যায় আক্ষেপ করেন, উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করেন। কএক দিন ধরিয়া এইরূপ আক্ষেপ ও রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। হিরণ্ময়ীকে না দেখিয়া তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিল না।—হিরণ্ময়ীর প্রস্থানের সপ্তম দিনে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া রাত্রিকালে কোথায় চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন যে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। একে এই বিপদ, তাহার উপর আবার কিরণময়ীর বাটী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান, ইহা যে কি পর্য্যন্ত শোচনীয় ও বিষম ঘটনা, তাহা পাঠক মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। কিরণময়ী কি অভিপ্রায়ে যে, কাহাকে কিছু না বলিয়া সকলের অলক্ষ্যে চলিয়া গেলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম এখনও বুঝিতে পারিলাম না। তিনি তাঁহার প্রাণাধিকা কনিষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ীকে যার-পর-নাই ভালবাসিতেন বলিয়াই কি ভগিনী-বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে গেলেন? —হিরণ্ময়ীর যে গতি, তাঁহারও কি তাহাই ঘটিল? হইতে পারে;—ঈশ্বরই জানেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকলে গাত্রোত্থান করিল। প্রাণোপমা কনিষ্ঠা কন্যা-বিরহযন্ত্রণাময়ী শোকমূর্ত্তি জাহ্নবীদেবীও গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি রাত্রিকালে নিদ্রা যান নাই, কেবল শয্যার এ পাশ ও পাশ করিয়া সময় কাটাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবতী জাহ্নবীর দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। এ জাহ্নবী যেন আর সে জাহ্নবী নহেন। দেখিলে চিনিয়া উঠা দুষ্কর। হিরণ্ময়ীর বিরহে তাঁহার জীবন ধারণ করা একশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

জাহ্নবীদেবী গাত্রোত্থানের পর যেমন তেমন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক কিরণময়ীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একটি দাসীকে পাঠাইলেন। দাসী কিরণময়ীর গৃহে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তিনি গৃহে নাই।" জাহ্নবী আর কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী তাঁহার নিকট আসিবেন।

বেলা বাড়িল, তথাপি কিরণময়ী আসিলেন না, তখন জাহ্নবী আপনি কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত দাসী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া গেল। কিরণময়ীর কক্ষ শূন্য। জাহ্নবীদেবী দুই চারি বার "কিরণ—কিরণ" বলিয়া ক্ষীণোচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া শব্দ পাইলেন না। তিনি বেশী ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—কিরণময়ীর শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। কিরণময়ীর আগমন-অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অনামনস্কতার সহিত কিরণময়ীর মাথার বালিশ উল্টাইয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, একখানি পত্র রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, উহার উপরে লেখা আছে, "পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী মহোদয়া শ্রীচরণ-কমলেষু—"। জাহ্নবীদেবী সমুৎসুকচিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"মা!—আমি হিরণকে হারাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। প্রত্যেক নিমেষে আমার প্রাণ, মন, শরীর অবসন্ন হইতেছে। আমি কোন মতে স্থির থাকিতে পারিতেছি না। পিতা, ধীরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সকলে হিরণের অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছেন।—আমিও চলিলাম। আপনাদিগকে বলিলে যাইতে দিবেন না বলিয়াই আমি গোপনে চলিলাম। যদিও এ কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত, কিন্তু, মা! আমি যে তোমার স্নেহের এবং আমার প্রাণের হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে চলিলাম। এরূপ কার্য্যে কোন দোষ নাই, বরং কর্ত্তব্যজনিত মহাপুণ্য আছে। যদি আমি হিরণ্ময়ীকে পাই, গৃহে ফিরিয়া আসিব, তা' নহিলে আমি আসিব না। না পাইলেও ফিরিয়া আসিব।* আপনি ভাবিবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দুই ভগিনী এক সঙ্গে আসিয়া আপনার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে পারি। ঈশ্বর আপনার দুশ্চিন্তা এবং আমাদের বিঘ্ন নিবারণ করুন, ইতি।

আপনার স্নেহপালিতা
কিরণময়ী।"

জাহ্নবীদেবী এই পত্রখানি পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দাসী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সেও চমকিয়া উঠিল, বলিল, "মা ঠাকুরাণি! কি হইয়াছে?"

জাহ্নবীদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—কিরণময়ীও কাল রাত্রিকালে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! হায় হায়, আমার বিপদের উপর বিপদ!"

দাসী এই কথা শুনিয়া, "অ্যাঁ—সে কি! এ কি হইল!" বলিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

জাহ্নবী সরোদনে বলিলেন, "পত্রে ত লেখা আছে, হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে গিয়াছে। কিন্তু আমার তা'ত বিশ্বাস হয় না। কি জানি, কি ঘটিতে কি ঘটে! পোড়া বিধি রে, আমার কপালে এতও লিখেছিলি!" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। একে শরীর ও মন অস্থির হইয়াছিল, তাহার উপর এই দুর্ঘটনা। জাহ্নবী যেন জীবন্মৃতা হইলেন। পাঠক! জাহ্নবীদেবীর ন্যায় এরূপ বিপদ্‌গ্রস্তা নারী বোধ হয়, পূর্ব্বে কখন নয়নগোচর করেন নাই।

দগ্ধভাগ্যা জাহ্নবীর রোদন-নিনাদে এক এক জন করিয়া বাড়ীর সমুদায় লোক সেখানে উপস্থিত হইল। সকলেই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল। যদিও পত্র পাইয়া কিরণময়ীর প্রস্থানবার্ত্তার সন্দেহ রহিল না, তথাপি সকলে বাড়ীময় কিরণময়ীকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই হইল না।

জগদীশপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য যাঁহারা হিরণ্ময়ীর অন্বেষণে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই নূতন বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। যদি হিরণ্ময়ী আজিও কোন স্থলে গিয়া জীবিত থাকেন, তিনিও ইহার কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। এক বিবাহ লইয়াই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দুইটি ঘটিল।

* কর্ত্তিত অংশটুকু কিরণময়ীর মনের প্রকৃত ভাব; কিন্তু মাতার পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই ভাবিয়া কর্ত্তিতাংশের পরে শেষাংশটুকু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রাণাধিকা কন্যা দুইটিকে হারাইয়া জাহ্নবী-দেবী এতদূর শোকাচ্ছন্ন ও চিন্তা-জর্জ্জরিত হইলেন যে, তাঁহাকে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতে হইল। সে রোগ হৃদ্‌রোগ, অত্যন্ত সাংঘাতিক! সনাতন ধন্বন্তরি বিশেষরূপে জাহ্নবীদেবীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। ক্রমশঃই রোগের বৃদ্ধি, ক্রমশঃই শরীর ক্ষয়, এবং ক্রমশঃই জীবনীশক্তির বিলোপ হইয়া আসিল। ধন্বন্তরি মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, জাহ্নবীদেবী এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না বুঝি।

রোগ এত দূর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা জাহ্নবীদেবী কখন অচেতন হইয়া যান, কখন যন্ত্রণায় ছটফট করেন, কখন আত্মঘাতিনী হইতে যান। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাটীস্থ সকলেই আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু আর উপায় নাই। এক দিন ঠিক মধ্যাহ্নের পর তিনি সেই নিদারুণ হৃদ্‌-রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় এরূপ অভিভূত হইলেন যে, তাঁহার চৈতন্য, স্পন্দ, নাড়ীগতি সমস্তই বিলুপ্ত হইল। নিকটস্থ পরিচারিকারা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন বাচনিক বা ইঙ্গিত উত্তর পাইল না। তৎক্ষণাৎ সকলে তাঁহার হস্ত পদ স্পর্শ করিয়া দেখিয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। পরিচারিকাদিগের রোদন-নিনাদে বাটীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা দৌড়িয়া আসিল। পরিচারিকাদিগের মুখে সমস্ত শুনিয়া, আপনারাও ভাল করিয়া দেখিল। দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া শোকবিলাপ করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে "হায় হায়, কি হইল! গৃহিণী ঠাকুরাণী আমাদিগকে ছাড়িয়া চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন! এইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ শোকবাক্য নিঃসৃত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের মাতুলপুত্র প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়গণ হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং হরিহর দেওয়ান মহাশয় বাটীস্থ চারি পাঁচ জন প্রতিপালিত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা তাঁহার আদেশে জাহ্নবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ তদীয় দেহ লইয়া ভাগীরথী-তীরে গমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন ভৃত্যও চলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাবিপদ।

জাহ্নবীদেবীর এই দুর্ঘটনার এক মাস পরে জগদীশপ্রসাদ সঙ্গীদিগকে লইয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহারা যে কএক জন গিয়াছিলেন, সকলেই ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে হিরণ্ময়ী নাই। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর দেখা পাওয়া যায় নাই। আর যাহারা যে দিকে গিয়াছিল, তাহারা কিছু পূর্ব্বেই ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। কেবল ধীরেন্দ্রনাথ আজিও আসেন নাই।

জগদীশপ্রসাদ বাটীতে আসিয়া শুনিলেন, কিরণময়ীও হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানের জন্য, কাহাকে কিছু না বলিয়া, গোপনে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; এবং কন্যা দুইটির নিদারুণ শোকে তদীয় সহধর্ম্মিণী জাহ্নবীদেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! জগদীশপ্রসাদ এই দুইটি অশুভকর সংবাদ শ্রবণে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল কাটিয়া সুদীর্ঘনিঃশ্বাস বহির্গত হইল। প্রাণ মন নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি করে মস্তক চাপিয়া অধোমুখে ভাবিতে লাগিলেন। নয়নযুগলে অশ্রু দেখা দিল। যাহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারাও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল।

অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীর লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া বিমর্ষবদনে তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন, "আর না—আর আমি এখানে থাকিব না। আমার দগ্ধভাগ্যের ফল এতদিনে পূর্ণাংশে ফলিল। বিধাতা আমার কপালে যে এতদূর দুর্ঘটনার বিষয় লিখিয়াছিলেন, তাহা অদ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে এই ছিল!" এই বলিয়া আবার নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী, পিতৃস্বসা, মাতুলানীদ্বয় নিকটে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে আবার ক্রন্দনধ্বনি উথলিয়া উঠিল।

জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎকাল পরে সদুঃখে বলিতে লাগিলেন, "এ জন্মের মত মধুপুর পরিত্যাগ করিব। আমার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় যথাক্রমে আমার দুই জন ভাগিনেয়, পাঁচ জন মাতুলপুত্র এবং তোমাদিগকে অংশ করিয়া দিতেছি। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করি, তাহা-

কেও সমান অংশের এক অংশ দিব। কাগজ কলম আনয়ন কর, দেওয়ানকে ডাক, আমি এক্ষণেই এই কার্য্য সমাধা করিয়া মধুপুর পরিত্যাগ করিব। কষ্টকর জীবনের শেষ ভাগটা ৺ কাশীধামে অতিবাহিত করিব। এখানে আর থাকিব না—বড় যন্ত্রণা! আমি এক্ষণে সন্ন্যাসী, আমার তীর্থবাসই উপযুক্ত। আমি মহাপাপী, তা' নহিলে আমাকে কি জন্য এরূপ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক তাপে তাপিত হইয়া কাঁদিতে হইবে! আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তীর্থস্থান ব্যতীত এখানে হইবার নহে।" এই বলিয়া আরও কত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক আবয়বিক ও মানসিক অবস্থা দেখিলে, জগতে যে কেহই সুখী নহে, তাহাই প্রতীয়মান হয়। জগৎ যে অসহ্য যন্ত্রণার আকর, তাহা জগদীশপ্রসাদ বিশেষরূপে [illegible] পারিলেন। জগতে মনুষ্য [illegible] অশেষরূপ যন্ত্রণার উপাদানে [illegible] তাহা জগদীশপ্রসাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। মনুষ্যের বিপৎপাতের সংখ্যা যে অগণ্য, তাহা হতভাগ্য জগদীশপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন। আজ জগদীশের হৃদয়—যন্ত্রণার আগ্নেয়গিরি, মন—শোকের বিশাল সমুদ্র। আজ জগদীশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য।

জগদীশপ্রসাদের আদেশে এক জন দাসী হরিহর দেওয়ানকে ডাকিতে গিয়াছিল। যাইবার পথে সে দেওয়ানজীর দেখা পাইল। হরিহর তখন জগদীশপ্রসাদের নিকট আসিতেছিলেন। দাসী তাঁহাকে কর্ত্তা মহাশয়ের সমস্ত কথা জানাইয়া, সঙ্গে করিয়া আনিল। জগদীশপ্রসাদ হরিহর দেওয়ানকে বিষয় বিভাগ ও কাশীবাসী হইবার কথা বলিলেন। দেওয়ানজী সমস্তই দুঃখিতচিত্তে শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বিপদের সময়, ওর নাম কি, অত উতলা হইবেন না। আপনি পরম বিজ্ঞ, আপনাকে আমার বলাই বাহুল্য। ওর নাম কি, আপনি অন্য ব্যক্তিকে বিপদের সময় কত বুঝাইয়া থাকেন, তবে নিজে কেন এত অধীর হইতেছেন?"

জগদীশ বলিলেন, "পরকে বুঝান সহজ, কিন্তু নিজেকে নিজে বুঝান বড় কঠিন। আমি আর এখানে থাকিব না—এ শ্মশানে কে থাকিতে চায়?"

দেওয়ানজী দেখিলেন, কর্ত্তা মহাশয় অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোনমতে তাঁহাকে সুস্থির করিতে হইবে, তাহা না হইলে সংসারটি একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মনে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত, ওর নাম কি, তাহাই করুন, কিন্তু হঠাৎ এরূপ করাটা কর্ত্তব্য নহে। বিধাতার বিড়ম্বনায়, ওর নাম কি, গৃহিণী ঠাকুরাণী দেহত্যাগ করিয়াছেন; মনুষ্যে তাহার কি করিতে পারে? কিন্তু, ওর নাম কি, কিরণময়ী ত ফিরিয়া আসিবেন, লিখিয়া গিয়াছেন। আর ধীরেন্দ্রনাথ আজিও প্রত্যাগত হন নাই। ওর নাম কি, তিনিও ত হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। ওর নাম কি, তাঁহার আগমনকাল পর্য্যন্ত আপনি সুস্থির হইয়া থাকুন, তাহার পর, ওর নাম কি, কাশীবাসী হইবেন।"

জগদীশপ্রসাদ অধোমুখে দেওয়ানজীর কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই থাকি। কিন্তু কিরণ হিরণকে কি আর পাইব? হা, আমি কি হতভাগ্য! স্ত্রী কন্যা সকলই হারাইলাম! হা বিধাতঃ!" এই বলিয়া কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিলেন, "আচ্ছা, দেওয়ানজী! আমি ধীরেন্দ্রনাথের আগমনকাল পর্য্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে যা হউক করিয়া থাকিলাম, কিন্তু কন্যা দুইটির সুসংবাদ না পাইলে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই করিব।"

অনন্তর হরিহর দেওয়ান জগদীশপ্রসাদকে স্নান আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। জগদীশ তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সকলই অতৃপ্তি ও অনিচ্ছার সহিত। সে দিন গত হইল, তাহার পর এক দুই করিয়া কত দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। জগদীশপ্রসাদ হতাশহৃদয়ে ধীরেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হিরণ কিরণকে পাইবার আশা নাই, কেবল ধীরেন্দ্রনাথের মুখে হিরণ্ময়ীর শেষ সংবাদটি জানিবার জন্য তিনি শ্মশানসদৃশ ভবনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।*

---

*এই পর্য্যন্ত হিরণ্ময়ী উপন্যাসের প্রথম খণ্ড।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অরণ্যে।

হিরণ্ময়ী সেই গভীর নিশীথে পিতৃভবন হইতে নির্গত হইয়া বরাবর সম্মুখের পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। অনেক দূর চলিয়া গেলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। শীতল সমীরণ আস্তে আস্তে চারি দিকে খেলিতেছিল। তাহার সেই খেলায় পথপার্শ্বস্থ ঝাউগাছগুলি সাঁই সাঁই করিয়া নিস্তব্ধতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে এক একটি বৃক্ষশাখে এক একটি পাখী পক্ষশব্দ করিয়া কিচির মিচির করিতেছিল। এক এক স্থানে ঝিল্লিকুল ঝিঁ ঝিঁ শব্দে নীরব স্থল শব্দিত করিতেছিল। এই কএক প্রকার শব্দ সত্ত্বেও নৈশ প্রকৃতি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হিরণ্ময়ী সহসা সেখানে ভিন্নরূপ শব্দ শুনিয়া এক এক বার ভীত ও চমকিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সম্মুখ মৃত্যু তাঁহাকে সে ভয় ও চমক হইতে ভরসা প্রদান করিতে লাগিল। সেই জন্যই তিনি সেই সকল শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়াও করিলেন না। কি আশ্চর্য্য, যে হিরণ্ময়ী বালিকা বলিলেই হয়, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে বীর-রমণীর ন্যায় সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশীয় কত শত পুরুষে যে কার্য্য করিতে ভীত হয়, আজ কি না একটি অবলা বালিকা তাহাই করিতে লাগিলেন—গভীর নিশীথে চলিতে লাগিলেন। মানুষের যে মন একবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, সেই মন আবার ঘটনা-চক্রের নিষ্পীড়নে এক শেষ সাহসিকতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের বিবেচনায় ভয় কিছুই নয়—ভরসা বা সাহসও কিছুই নয়—মনের ভাবান্তর মাত্র। এক্ষণে হিরণ্ময়ীরও তাহাই হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী বরাবর যাইতে যাইতে এতদূর অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কতক দূর গিয়া বাম দিকে অপেক্ষাকৃত একটি অপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইলেন। মনে করিলেন, সেই দিক দিয়া ভাগীরথী-তীরে যাওয়া যায়। মনে করিয়াই উহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার মাতার সহিত পাল্কী করিয়া কএকবার ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। কেবল বাটী হইতে বড় রাস্তার কিয়দ্দূর তাঁহার জানা ছিল। অদ্য রজনীতে সেই পথেরই কতক দূর আসিয়াছেন, কিন্তু তাহার পর বামে কি দক্ষিণে যাইতে হইবে, তাহা জানিতে পারিলেন না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সেই অপ্রশস্ত পথে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেই পথ দিয়া কতক দূর গমন করত আবার দুই দিকে দুইটি সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পাইলেন। এইবার মহাসঙ্কট উপস্থিত,—কোন্ পথে যাইবেন, ভাবিয়া অস্থির! কোন লোক নাই যে, জিজ্ঞাসা করেন। আপনার মনকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দক্ষিণ দিকের পথে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই পথটা এত বন্ধুর ও অপরিষ্কৃত যে, তাঁহাকে অনেক বার পদস্খলিত হইয়া পতিত হইতে হইয়াছিল—অনেক বার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ী সেই কষ্টকর বর্ত্ম পার হইয়া গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দিকে মধুপুর এবং সম্মুখভাগে একটা বৃহৎ মাঠ। এই উভয়ের সন্ধিস্থলে অভাগিনী হিরণ্ময়ী। পথ-অনভিজ্ঞা হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ভাবিলেন,কোন্ দিকে যাইবেন?—ভাবিলেন, ভাগীরথী আরও কতদূরে? ভাবিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে, মাঠের ঠিক ও পারে গ্রামস্থিতির অপরিস্ফুট চিহ্ন দেখা যাইতেছে, ঐখানেই ভাগীরথী। ঐ গ্রাম ভগীরথীর তটে স্থাপিত আছে।" এই ভাবিয়া বরাবর সমান চলিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী এ জীবনে একটি দিনের জন্যও এত পথ চলেন নাই। চলিবার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু আজ তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ প্রয়োজন যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। এরূপ প্রয়োজনের প্রয়োজন নাই। জগৎ হইতে ইহা দূর হইয়া যাউক। কিন্তু ইহা যে যাইবার নয়। যত দিন জগতে নিরাশার খরস্রোত মনঃকষ্টের অসহ্য ঝঞ্ঝাবত, চিন্তার মর্ম্মভেদী নিষ্পীড়ন, শোকের অনিবার্য্য নিষ্পেষণ থাকিবে, তত দিন ব্যক্তিবিশেষের এই প্রয়োজনও থাকিয়া যাইবে—কখনই চলিয়া যাইবে না। ধরিতে গেলে সময়ে এই প্রয়ো-

জনই একমাত্র শান্তি। তা নহিলে এই মর্ম্মচ্ছিন্না বালিকা আজ এরূপ কেন? কিন্তু তথাপি আমরা এই প্রয়োজনের নাম শুনিলে কেমন এক রকম হইয়া যাই;—মনের ভিতর, প্রাণের ভিতর যেন কি করিতে থাকে।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবীর প্রাণস্বরূপিণী, কিরণময়ীর নন্দনকাননসম্ভব পারিজাত কুসুমস্বরূপিণী এবং ধীরেন্দ্রনাথের আশ্বাসরূপিণী হিরণ্ময়ী সেই জনশূন্য দূরদিগন্তরেখাঙ্কিত মাঠের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যাইয়া আর চলিতে পারিলেন না। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইল—পা দুইটি অবশ হইল। তিনি একটি অশ্বথ বৃক্ষের নিকট বসিয়া পড়িলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত পথপর্য্যটনে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি জলপান করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন, চারি দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে একটি জলাশয়ের মত কি দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক সৌভাগ্যক্রমে সেইটি বাস্তবিক জলাশয়ই হইল, কিন্তু গ্রীষ্মকালের নিদারুণ পীড়নে বসুমতী উহার তৃতীয়াংশ জল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশিষ্ট যে জল ছিল, তাহাও আবার পঙ্কিল, অস্বচ্ছ। তৃষ্ণাতুরা হিরণ্ময়ী তাহাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে পান করিলেন। অতৃপ্তির সহিত পিপাসার এক রূপ তৃপ্তিলাভ হইল। আবার চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সেই দৃষ্ট গ্রামের সীমায় উপনীত হইলেন। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে জঙ্গল। সেই ক্ষুদ্র গ্রামের নাম গোপালনগর। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা জানিতেন না। মধুপুর হইতে গোপালনগর তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে।

হিরণ্ময়ী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার আশা বিফল হইল। ভাগীরথী সেই গ্রামটিকে পবিত্র করেন নাই। তিনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াও ভাগীরথীকে দেখিতে পাইলেন না। এমন সময়ে পক্ষিকুল ডাকিয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, আর রাত্রি নাই—উষা আসিয়াছে—পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে। তিনি অদর্শনে তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া গোপনে থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়—দেখিতে পাইয়া পরিহাস করে—পরিহাস করিয়া অত্যাচার করে, তিনি এই আশঙ্কাতেই এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। দক্ষিণদিকের বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। যত দূর পর্য্যন্ত গমন করিলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তিনি তত দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। লোহিত সূর্য্য পূর্ব্ব-গগনে দেখা দিলেন।

জঙ্গলের ভিতর আর প্রকৃত অন্ধকার নাই। এক্ষণে কেবল বন্য বৃক্ষপুঞ্জের নিবিড় শ্রেণীসঞ্জাত কৃত্রিম অন্ধকার অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাও আবার অত্যন্ত অপ্রগাঢ়। বন্য বৃক্ষগুলি প্রকৃতিপালিত। প্রকৃতি তাহাদিগকে আপন ইচ্ছায় যেখানে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। একটি বৃক্ষ আর একটি বৃক্ষের শাখার উপর আপনার শাখা স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মূল হইতে একটি বন্যলতা কাণ্ড বাহিয়া উপরে উত্থিত হইয়া, যেখানে উভয় শাখার একত্র সমাবেশ, সেইখানে সাত আট ফেরে জড়াইয়া শীর্ষ ঝুলাইতেছে। তাহার ইচ্ছা, দুইটি বৃক্ষের শাখা বরাবর এইরূপে কালক্ষেপ করিতে থাকুক। আহা, উদ্ভিজ্জ প্রণয়ের কি সুন্দর ছবি! মানবজগতে এরূপ দৃশ্য কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। এক স্থানে বাল্যকাল হইতে একটি অশ্বথ এবং একটি বটবৃক্ষ দেহে দেহে এরূপ সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এক্ষণে অতি উচ্চ হইয়াও আর পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে নাই। পরস্পরের দৃঢ় চাপে পরস্পরের দেহে ক্ষত হইয়াছে, তথাপি কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতেছে না। হিরণ্ময়ী এই দুইটি পাদপীয় দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি পলাশ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া একটি শ্যামা নানাবিধ স্বরচাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক শিশ্ দিল। সেই শব্দ শুনিয়া কিঞ্চিদ্দূরস্থিত ছাতিম বৃক্ষের উপর একটি দহিয়াল্ ডাকিয়া উঠিল। অমনি এদিকে ওদিকে একটি দুইটি করিয়া নানাবিধ বিহঙ্গ নানারূপ শব্দ করিয়া উঠিল। সেই শব্দ সমূহের মধ্যে নীরস ও সরস উভয়বিধই ছিল। যাহাই হউক, বড় মনোহর শব্দ। প্রত্যহ সেই বনের মধ্যে এইরূপ নৈসর্গ-সঙ্গীতের লহরী খেলিয়া থাকে,

কিন্তু কয় জন তাহা শুনিতে পায়? যাহারা এই শ্রুতিসুখকর সুমধুর শব্দ শুনে, তাহারাই আবার ইহা উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা স্বাভাবিক কণ্ঠে এরূপ শব্দ করিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে কয় জন ব্যক্তি এই সঙ্গীত-প্রস্রবণ বনভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকে? আজ জগদীশ ও জাহ্নবীর নয়নরূপিণী জীবন-বিসর্জ্জনোদ্যতা হিরণ্ময়ী সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে এ হিরণ্ময়ী সে হিরণ্ময়ী নহেন, ইঁহার এই কর্ণও সেই কর্ণ নহে। এমন মন-ভুলান সঙ্গীতও তাঁহার কর্ণে অমৃত ঢালিতে পারিল না।

হিরণ্ময়ী সারারাত্রি জাগিয়া এবং পর্য্যটন করিয়া, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার চক্ষুযুগল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এক একটি করিয়া কএকটি হাই উঠিল, গা হাত পা মাটী মাটী করিতে লাগিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটি ঘনপত্র তমালবৃক্ষের মূলে অঞ্চলখানি পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। কত কি ভাবিতে ভাবিতে নেত্র দুইটি মুদিয়া আসিল। তাঁহার চিত্তোত্থিত চিন্তাতরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছিন্নভিন্ন ও অসংলগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই হিরণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ক্রমে ক্রমে সর্ব্বযন্ত্রণানাশিনী নিদ্রা এত গাঢ় হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইল যে, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া অভিভূত রহিলেন। বাম বাহু উপাধান হইয়াছে—দক্ষিণ বাহু যদৃচ্ছরূপে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে—অঞ্চলের কিয়দংশ তাঁহার গাত্রোপরি আছে—কিয়দংশ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতেছে। কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে যে হিরণ্ময়ীর চক্ষু বিজন বনদৃশ্য দেখিতেছিল, যে কর্ণ বিহঙ্গকূজন শুনিতেছিল, এক্ষণে সে চক্ষু মুদ্রিত—কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। এবং সে কর্ণ বধির—কিছুই শুনিতে পাইতেছে না। এক্ষণে হিরণ্ময়ীর চিত্তে নিরাশা, অভিমান, দুঃখ, মরণ-বাসনা প্রভৃতি কিছুই নাই। যত ক্ষণ নিদ্রা তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবে, তত ক্ষণ হিরণ্ময়ী সুখিনী ও শান্তিময়ী থাকিবেন। পূর্ব্ব দিকের সূর্য্য এখনও পূর্ব্ব দিকেই আছে, তবে কি না অনেকটা উপরে উঠিয়াছে। হিরণ্ময়ী ঘুমাইতেছেন। মৃদু মৃদু নিঃশ্বাস পড়িতেছে। প্রভাত-বায়ু তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। প্রভাত-সূর্য্য স্থলে জলকমল ভ্রমে হিরণ্ময়ীর সুন্দর মুখমণ্ডলে প্রভাত-কিরণ ঢালিতেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বৃক্ষাবলির ব্যবধানবশতঃ রবি-রশ্মি সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিতা হিরণ্ময়ীর মুখের উপর পড়িতে পারে নাই।

যে বরাঙ্গী হিরণ্ময়ী কারুকার্য্যখচিত পর্য্যঙ্কোপরি তূলগর্ভ শয্যোপকরণে শয়ন করিতেন, হায়, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে বনভূমির ভিতর বৃক্ষমূলে অঞ্চলখণ্ড পাতিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। পাঠক! ইঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কি মনে হয়? এই মনে হয়,—"চিরদিন কভু কারো সমান না রয়।" মানুষ অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্তলী। অদৃষ্ট তাহাকে যেরূপ করিয়া সংসারক্ষেত্রে ঘুরাইবে, তাহাকে সেইরূপ করিয়াই ঘুরিতে হইবে। কি সাধ্য যে, এক নিমেষের শতাংশের একাংশ কালের জন্যও সে তাহার অন্যথা করিতে পারে? অদৃষ্ট চালক—মানুষ চাল্য। অদৃষ্ট যেরূপ করিয়া তাহাকে চালাইবে, তাহাকে সেইরূপ করিয়া চলিতে হইবে। আজ হিরণ্ময়ীকে সেইরূপ করিয়া চলিতে হইয়াছে। আজ অদৃষ্ট ইঁহাকে ভূতলে শুয়াইয়াছে। কি সাধ্য, ইনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন? এখনও যে ইঁহাকে এই চির চঞ্চল অদৃষ্টের চালনে আরও কি কি রূপে চলিতে হইবে, তাহাই বা কে জানে?

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

স্বপ্ন কি? কিছুই না, নিদ্রিত অবস্থায় মনের নিষ্ফল কার্য্য মাত্র। মনুষ্য জাগরণে সর্ব্বদা যাহার চিন্তা করে, নিদ্রিতাবস্থায় সময়ে সময়ে তাহার মন প্রায় তাহাই করিয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি, স্বপ্ন-ক্রিয়ার ফল কখন কখন সত্যও হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উহা কদাচিৎ, বেশীর ভাগই অসত্য। মন কখনই কর্ম্মশূন্য বা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। কাল যেরূপ চির-কর্ম্মক্ষম, মানুষের মনও সেইরূপ। যে দিন মৃত্যু হইবে, সেই দিনই মনের কার্য্য থামিবে, কেন না মৃত ব্যক্তির সহিত মনের কোন সম্বন্ধই নাই। মানুষ মরিলে আত্মার ধ্বংস নাই, কিন্তু মনের ধ্বংস আছে কি না

জানি না। জানি না কেন? জানি;—কেন না, মনও যাহা, মানুষও তাহাই। সুতরাং মানুষের ধ্বংস হইলে মনেরও তাহাই ঘটে। একটি পদার্থের নিরবয়ব অংশ মন এবং সাবয়ব অংশ মানুষ—উভয়েই ভিন্নাকারে এক পদার্থ। মন এবং মানুষ উভয়ই যে এক বস্তু, দর্শন শাস্ত্র তাহার অনেক প্রমাণ দেখাইয়া দেয়। আমরা তন্মধ্যে একটির উল্লেখ করিব মাত্র। পাঠক মহাশয় তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন। এক জন মানুষকে যদি বলি যে, তোমার মন অত্যন্ত অসরল; তাহা হইলে সে মানুষও অসরল বুঝাইবে না কি? এইরূপ আর একটি মানুষকে যদি বলা যায়, তুমি বড় ভাল মানুষ; তাহা হইলে তাহার মনকেও কি ভাল বলিয়া জ্ঞান করিব না? তাই বলিতেছি যে, মন যাহা, মানুষও তাহা; মানুষ যাহা, মনও তাহা—উভয়ে ভিন্নাকারে একই বস্তু।

হিরণ্ময়ী নিদ্রিত অবস্থায়, একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি, যেন একটা পর্ব্বতের উপর হইতে পদস্খলিত হইয়া, নিম্নস্থ সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকটে দাড়াইয়াছিলেন, তিনি তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পর্ব্বত হইতে এক লম্ফে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। হিরণ্ময়ী আবার দেখিলেন, এমন সময়ে একটা উত্তালতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে পর্ব্বতপার্শ্বস্থ ভূভূমিতে তুলিয়া ফেলিল, কিন্তু তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে আর দেখিতে পাইলেন না। ধীরেন্দ্রনাথ অগাধ সলিলে ডুবিয়া গেলেন! হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া আবার যেমন সিন্ধুগর্ভে ঝাঁপ দিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্রই হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, দৃষ্ট বিষয় কিছুই নহে—স্বপ্নের চাতুরী মাত্র। কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হয় ত ধীরেন্দ্রনাথ অদ্য প্রাতে তাঁহার পত্র পাইয়া মনের নিদারুণ আক্ষেপে জলে ঝাঁপ দিয়াছেন, বা অন্য কোন রূপে আত্মক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন। কিয়ৎ ক্ষণ কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। আবার কোথা হইতে উৎকট চিন্তা আসিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে মুহুর্মুহুঃ বিলোড়িত করিয়া তুলিল। হিরণ্ময়ী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, চক্ষে যেন স্তূপীকৃত অন্ধকার আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। নয়নযুগল ছলছল করিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে অশ্রু দেখা দিল। মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। হিরণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে বলিলেন, "হায়, আমি কেন পত্র লিখিয়া ধীরেন্দ্রনাথের সিন্দুকে রাখিয়া আসিলাম। এই পত্রই বুঝি আমার কাল হইল। আমি ত মরিবই, কিন্তু আমার ধীরেন্দ্রনাথের কোন বিপদ ঘটিলে সে পাপ কাহাকে অর্শিবে? আমি মহাপাপিনী—আমি পতিঘাতিনী। আর না; এ পাপ প্রাণ আর ক্ষণকালের জন্যও বহন করিব না, এই বনের ভিতর দিয়া বাহির হই। গ্রামের ভিতর দিয়া যাইব না। বনের ভিতর দিয়া অপথকে পথ করিয়া চলিয়া যাই। বোধ হয়, ভাগীরথী আর বেশী দূর নয়।" এইরূপ তিনি আপন মনে বিসদৃশ চিন্তা করিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী কোথাও বৃক্ষশাখার নিম্ন দিয়া হেঁট হইয়া, কোথাও পতিত বৃক্ষ ডিঙ্গাইয়া, আবার কোথাও বা ঘুরিয়া যাইতে লাগিলেন। গভীর বিষাদে পা আর চলিতে চাহে না। বুকের ভিতর হু হু করিয়া কি যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

এ দিক সে দিক যাইতে যাইতে হিরণ্ময়ী জঙ্গলের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, একটি অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ রহিয়াছে। সেই পথটি গ্রাম গ্রামান্তর হইতে হিরণ্ময়ীর গত-রজনী-দৃষ্ট গোপালনগরের মধ্যস্থল দিয়া বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য গো-শকটের যাতায়াতের কএকটি চক্রচিহ্ন যেন সরু সরু নালীর মত হইয়া আছে। সেই পথের দুই দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষ। কোন বৃক্ষের পত্র, কোন বৃক্ষের কুসুম এবং কোন বৃক্ষের ফল সেই পথটির যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। কএকটি শ্যামলী ধবলী গাভী ও মঙ্গলী, কালী ছাগী সেই পথটির ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া সেই সকল ভূপতিত পত্র পুষ্প ও পথিপার্শ্বজাত তৃণগুল্ম ভক্ষণ করিয়া আপন মনে গতায়াত করিতেছে। পথের

কোথাও বৃক্ষচ্ছায়া—কোথাও রৌদ্র। কিছু দূরে বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রভূমি। হিরণ্ময়ী বন হইতে বহির্গত হইয়া সেই পথের ধারে একত্র বটাশ্বত্থবৃক্ষের মূলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর দর্শন লাভ করিলেন। গোপালনগরের পুত্রবতী নারীগণ সেই ষষ্ঠী দেবীকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। হিরণ্ময়ী তাহার নিদর্শন পাইলেন। সেই ষষ্ঠী দেবীর হাত, পা, মুখ কিছুই নাই, কেবল এক খণ্ড প্রস্তর মাত্র। তাঁহার সেই হস্তপদশূন্য দেহখানি সিন্দূরে প্রায় আদ্যোপান্ত মণ্ডিত। তাঁহার মস্তকে ও চতুষ্পার্শ্বে শ্বেত, লোহিত, পীত বর্ণের পুষ্পাবলি শোভিত। পার্শ্বে এক খণ্ড শিলাপট্টে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত। সেই সকল গর্ত্তের ভিতর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ রহিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে কোন নবপুত্রবতী পুত্রের মঙ্গল কামনায় দুগ্ধ, পুষ্প, সিন্দূর প্রভৃতি দিয়া দেবীর পূজা দিয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময়ী গলাঞ্চল হইয়া ষষ্ঠী দেবীকে প্রণাম করিয়া, কাতরস্বরে কহিলেন, "মা ষষ্ঠি! যাহারা সৌভাগ্যবতী, তাহারাই তোমার প্রসাদে পুত্ররত্ন লাভ করিতে থাকে, এ অভাগিনী এ জন্মে আর তোমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। মা! আর একটি নিবেদন,—দোহাই তোমার—আমার স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। আমার স্বপ্ন-দেখা যেন মিথ্যা হইয়া যায়। মা জগজ্জননি! এ জন্মে আর আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। পরজন্মে যেন তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। মা! তুমি অন্তর্যামিনী। তোমার অগোচর কিছুই নাই। তুমি আমার মনের সকল কথাই জানিয়াছ। পর-জন্মে তুমিই ধীরেন্দ্রনাথকে আবার আমার স্বামী করিয়া দিও। মা গো! আমি বড় দুর্ভাগ্যবতী। আমার মত অভাগিনী আর কেহই নাই। দেবী ভাগীরথীই এক্ষণে এই দুঃখিনীর দুঃখনিবারিণী।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আক্ষেপ ও রোদন-ধ্বনি কেবল ষষ্ঠী দেবী এবং পক্ষিকুলের কর্ণে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোপালনগরের দিক হইতে সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিল। সে ষষ্ঠী দেবীর নিকট একটি দেবাঙ্গনা সদৃশ যুবতীকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল। নিকটে আসিয়া কহিল, "হাঁ গা, তুমি কি এই গোপালনগরের বৌ?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না গো, আমি এখানকার কেহই নই। আমার বাড়ী এখানে নয়।"

বৃদ্ধা।—"তবে কোথা তোমার বাড়ী?"

হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার কথা শুনিয়া ভাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী গৌরীপুর" হিরণ্ময়ীর পিতৃনিবাস মধুপুর হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে গৌরীপুর। জগদীশপ্রসাদের বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনীর শ্বশুরালয় গৌরীপুরে ছিল। হিরণ্ময়ী তাহা জানিতেন। এক্ষণে বৃদ্ধার নিকট ভাঁড়াইয়া সেই গ্রামের নাম করিলেন। কিন্তু এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে তিনি এক দিনও গৌরীপুরের মাটী মাড়ান নাই। মধুপুরের নাম করিলে পাছে কোন গোলযোগ ঘটে, এই ভয়েই তিনি ভাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আপনারা?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বামুন।"

"তুমি এখানে কেন?"

"মামার বাড়ী যাইব।"

"কোন্ গাঁয়ে তোমার মামার বাড়ী?"

"বিল্বগ্রাম।"

"বিল্বগ্রাম কি?"

"বেলগাঁ।"

"বেলগাঁ?"

"সে গাঁ যে এখান থেকে অনেক দূর।"

"কত দূর?"

"বার তের কোশেরও বেশী হ'বে।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না—অত নয়।"

বৃদ্ধা বলিল, "তবু দশ এগার কোশের কম নয়।" সে এই বলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাপ মা আছে?"

"আছে।"

"বিয়ে হ'য়েছে?"

"হ'য়েছে।"

"তোমার সোয়ামী কত বড়?"

"চব্বিশ বছরের।"

"দেশে আছে, না বিদেশে?"

"দেশেই আছেন।"

"তবে তিনি তোমাকে সঙ্গে ক'রে তোমায় মামার বাড়ী নিয়ে গেল না কেন?"

"বাড়ীতে আর কেহই নাই, এই জন্যই তিনি আমার সঙ্গে আসেন নি।"

"সে কেমনতর পুরুষ? এত বড় সোমত্ত বৌকে একলা ছেড়ে দিয়েছে!"

হিরণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলেন, "কেন একলা পাঠাইয়া দিবেন? তিনি আমাকে পাল্কী করিয়া সঙ্গে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কাল রাত্রিতে এক দল ডাকাইত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। তাহারা আমাদের উপর চড়াউ হওয়াতে আমার চারি জন পাল্কীবাহক এবং এক জন সঙ্গী আমাকে পাল্কী সমেত ফেলিয়া দিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে; কিন্তু আমি কাঁদিয়া কাটিয়া পড়াতে, স্ত্রীলোক দেখিয়া প্রাণে মারে নাই, ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি সারারাত্রি পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন কি করি, লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া একাকিনীই মামার বাড়ী যাইব।"

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া নানারূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা, মা! তুমি যে প্রাণে বেঁচেছ, এই-ই আমার ভাগ্যি। ডাকাতেরা তোমার হাতের বালা আর গলার মুক্তার মালা কেড়ে নেয় নি? দেক্তে পায় নি বুঝি?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আমি ডাকাতদের দূর থেকে দেখেই মুক্তার মালা ও বালা এক সঙ্গে জড়াইয়া একটা গাছের তলায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তা'র পর তাহারা চলিয়া গেলে আবার এগুলি কুড়াইয়া লইয়াছিলাম।"

বৃদ্ধা প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোমার খুব বুদ্ধি, বাছা! বিপদের সময় বেস্ ফিকির খাটিয়েছিলে।"

পাঠক মহাশয় হিরণ্ময়ীর এই বাক্‌চাতুর্য্য-ব্যাপার দেখিয়া কি মনে করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা হিরণ্ময়ীর সব দিক বজায় রাখিবার কৌশলের প্রশংসা করি।

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কত সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর দুঃখে বৃদ্ধার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। সে বলিল, "হ্যা দেখ, মা! তুমি যদি আমার কথা শুন, তবে বলি।"

হিরণ।—"কি বলিবে বল।"

বৃদ্ধা।—"তুমি আমার বাড়ী চল। আমি তোমাকে সেখানে দু' তিন দিন রেখে, লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে তোমার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "না বাছা! তা হলে অনেক বিলম্ব হইবে। আমিই এখন পথে লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া মামার বাড়ী যাইব।"

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি গা! মেয়ে লোকের এ কেমন সাহস! তুমি সোমত্ত মেয়ে হয়ে কেমন ক'রে এই অচেনা জায়গায় একলা যা'বে? কত রকম মন্দ মানুষ আছে; কা'র মন কি রকম, তা' কি তুমি জান? আমি জেনে শুনে তোমাকে কেমন ক'রে একলা ছেড়ে দি? এখন তুমি আমার সঙ্গে চল। তা'র পর আমি তোমাকে তোমার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেব। আমি কোন মতেই তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না। এ জায়গা ভাল না।"

বৃদ্ধার কথায় হিরণ্ময়ীর মনে কতকটা ভয় হইল। এ ভয় আর কিছুই নহে, পাছে কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, এই ভয়। তিনি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন, "এখন এই বৃদ্ধার সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য, তা'র পর সুবিধাক্রমে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। আমার প্রতিজ্ঞা কখনই বিচলিত হইবে না। যত ক্ষণ আমার মনে ধীরেন্দ্রনাথের সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে, তত ক্ষণ আমি দেবী ভাগীরথীকে ভুলিব না।" এই ভাবিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "হা দেখ, মা! তবে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল।"

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর সম্মতি প্রকাশে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। অনন্তর উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বহড়াগ্রামে।

ক্রমে ক্রমে উভয়ে গোপালনগরের সীমা অতিক্রম করিয়া একটা বৃহৎ মাঠ পার হইল।

সেই মাঠের পর একটি গ্রাম দেখা দিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের মধ্য দিয়া বৃদ্ধার বাড়ী যাইবার পথ।

হিরণ্ময়ী পথ-পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "ওগো, আমার পা বড় ব্যথা করিতেছে, তুমি এই খানে খানিক ব'স না।"

বৃদ্ধা সম্মত হইল। সে তখন হিরণ্ময়ীকে লইয়া একটি পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল। পুষ্করিণীটি ক্ষুদ্র। তাহার জলে পানা পড়িয়াছে। জল ভাল নহে, কিন্তু তথাপি তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ছিল। সেই পুষ্করিণীর চারি ধারে কতকগুলি ছোট বড় গাছ ছিল। পাণি-কৌড়ী, মাছরাঙ্গা পাখীরা সেই সকল গাছে বসিয়া জলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটা পাণিকৌড়ী এবং মাছরাঙ্গা অসবল হইয়া পুষ্করিণীর জলে ডুব পাড়িয়া সরল পুঁটী শীকার করিতেছিল। পুষ্করিণীর ঘাটটি ক্ষুদ্র, তাও আবার ভাঙ্গা-চোরা। উহার নিম্নভাগ অত্যন্ত জীর্ণ হওয়াতে গ্রামের লোকেরা তালগাছ কাটিয়া ধাপ করিয়া দিয়াছিল।

ঘাটের পার্শ্বভাগে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দীর্ঘ দীর্ঘ শাখা বিস্তার করিয়া ছায়া করিয়াছিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে লইয়া ছায়াযুক্ত স্থানে উপবেশন করিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে এবং হিরণ্ময়ী পুষ্করিণীর জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

এমন সময়ে তিনটি স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা সহসা হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা রমণী হইয়া হিরণ্ময়ীর ন্যায় রমণী কখনও দৃষ্টিগোচর করে নাই, এইজন্য তাহাদের এত বিস্ময়। তিন জনে হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে ছয়টি চক্ষু নিশ্চল ভাবে রাখিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী এক এক বার তাহাদের দিকে আবার এক এক বার জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

এ দিকে এই ব্যাপার হইতেছে, ও দিকে বৃদ্ধা অন্যমনে একটি কাপড়ের পুঁটলী খুলিয়া আবার গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিল। তাহার পুঁটলীর ভিতর তিনখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র; চারি আনার পয়সা, ছয়খানি বাতাসা এবং একটি পানের পেঁতে ছিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধার পুঁটলী-মোচন-বন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হইল।

ইত্যবসরে সেই তিনটি স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে এক জন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, বাছা! এই মেয়েটি তোমার কে হয়?" বৃদ্ধা বলিল, "এ মেয়েটি আমার বোনঝি, বাছা!"

হিরণ্ময়ী এবার অধোমুখী হইলেন।

প্রশ্নকারিণী স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমার বোনের খুব সৌভাগ্যি, তা' নৈলে এমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তা'র মেয়ে হ'য়ে জন্মায়। এমন মেয়ে বড়মানুষের ঘরেও পেরায় দেখা যায় না।"

দ্বিতীয় রমণী বলিল, "আহা, যেন একখানি ভগবতী ঠাকুরুণের ছবি! এমন রূপ ত কখন দেখিনি, বোন্?"

তৃতীয় রমণী বলিল, "মুখখানি ত নয়, যেন চাঁদখানি। কেমন নাক, কেমন চোক, কেমন গোলগাল গাল, কেমন ভুরু, কেমন ঠোঁট দুখানি। আহা, একটি পান দিয়ে মুখখানি ঢেকে রাখা যায়।"

তাহারা তিন জনে এইরূপে হিরণ্ময়ীর প্রশংসা করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার কৌশল ও গ্রামবাসিনীদিগের প্রশংসায় কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তাঁহার সেই ভাবনার মধ্যে এই কথাটিও ছিল,—"বৃদ্ধা বড় বুদ্ধিমতী।"

গ্রামবাসিনী রমণীত্রয় যে কার্য্য সংসাধন করিতে পুষ্করিণীতে আসিয়াছিল, হিরণ্ময়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। তাহারা স্ব স্ব কলসী ভূতলে রক্ষা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইল।

এই বার হিরণ্ময়ী তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, এই গ্রামের নাম কি?"

জিজ্ঞাসিতা স্ত্রীলোকটি বলিল, "চণ্ডীপুর।" হিরণ্ময়ী আর কিছু বলিলেন না। তিনি পূর্ব্বে কখন এ গ্রামের নাম শুনেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে বলিল, "বেলা বড় বেড়ে উঠ্‌ল; চল, আর গৌণ করে কাজ নেই।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তবে চল।"

অনন্তর বৃদ্ধা গ্রামের তিনটি স্ত্রীলোককে "আসি গো মায়েরা" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। হিরণ্ময়ীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে গ্রামবাসিনী নারীত্রয় হিরণ্ময়ীর রূপ সম্বন্ধে আরও কত প্রশংসা করিতে করিতে জল লইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া এ মাঠ দিয়া, সে গ্রাম দিয়া, ও বাগান দিয়া যাইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার অনুমতি লইয়া আরও কএক স্থানে খানিক খানিক বিশ্রাম করিয়াছিল।

অনন্তর উভয়ে আর একটি গ্রামে প্রবেশ করিল। মধুপুর হইতে এই গ্রাম অনেক দূর।

হিরণ্ময়ী সেই গ্রামের নিকট আসিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, এ গাঁয়ের নাম কি?"

বৃদ্ধা হাসিয়া উত্তর করিল, "ও মা! এ গাঁয়ের নাম বহড়া। এই গাঁয়েই আমার বাড়ী। তোমাকে আর হেঁটে হেঁটে পায়ের ব্যথা ভোগ কত্তে হবে না।" এই বলিয়া সে হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে।

বহড়া গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র। চল্লিশখানির অধিক লোকালয় নাই। তাহাও আবার তৃণাচ্ছাদিত ও অপরিষ্কৃত। এই চল্লিশখানি গৃহের মধ্যে অধিকাংশই কুটীর, দশ বারখানি গৃহ অপেক্ষাকৃত বড়। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সকলেই দরিদ্র। তাহার মধ্যেও আবার অধিকাংশ নীচ জাতীয়। গ্রামবাসীদিগের সম্পত্তির মধ্যে কএকটা ডোবা পুকুর। কতকগুলা খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ। এই গ্রামের শিউলিরা এই দুই জাতীয় বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। কাহার কাহার কএকটা করিয়া গরু বাছুর, ছাগল, মহিষ ও দুই একখানা ধানজমীও আছে। গ্রামের বাহিরে কিঞ্চিদ্দূরে একটি বড় পুষ্করিণী। উহার চতুষ্পার্শ্বের পাড় উচ্চ। সেই পাড়ের উপর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া এত তালবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে যে, দূর হইতে দেখিলে একটি গোছাল তালবন বলিয়া ভ্রম জন্মে। পুষ্করিণীর জল অতিশয় পরিষ্কার। জলে মীনবংশেরও খুব বাড়াবাড়ি। বহড়া গ্রামের লোকেরা এই পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর নাম তালপুকুর। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি যে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিল, তাহা বহড়া গ্রামের কেহই জানে না। তথাকার অজ্ঞ লোকেরা বলে, এই পুষ্করিণীতে একটা যক্ষ বাস করে। তাহার অনেক ঘড়া টাকা আছে। সে এক এক দিন পাড়ের উপর টাকা বিছাইয়া রাখে। হঠাৎ কোন লোক লোভে পড়িয়া সেই টাকাগুলি লইতে আসিলে, সেগুলা পুঁটী মাছের মত তড়াক্ তড়াক্ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে। পড়িবার সময় ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হয়। আর কে আসিয়া সে লোককে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে।

বহড়া গ্রামের চতুর্দ্দিকে মাঠ। প্রায় এক ক্রোশের মধ্যে অন্য কোন গ্রাম নাই। মাঠের মধ্যে অনেক লোকের ক্ষেত্র ছিল। সেই সকল ক্ষেত্রে ধান্য, কলাই প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হইত।

যে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া বহড়া গ্রামে উপনীত হইল, তাহার বাড়ী গ্রামের সর্ব্ব-পশ্চিমে অবস্থিত। বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বসমেত তিনখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। পার্শ্বে রন্ধনকুটীর। গৃহ তিনখানি পুরাতন, সুতরাং চালের উপরিভাগের কোন কোন স্থানে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। গৃহের দেওয়ালগুলি ফাটা। রন্ধনকুটীরটি একপ্রকার যবেস্থবে রক্ষা পাইতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধার প্রাঙ্গনটি বেস্ পরিষ্কৃত। সে বাটীতে অবস্থিতি করিবার সময় প্রত্যহ গোময় ও মৃত্তিকা দিয়া প্রাঙ্গন লেপন করিত। প্রাঙ্গনের মধ্যে উত্তর দিকে দুইটি পেয়ারা এবং পূর্ব্ব দিকে একটি আম্রবৃক্ষ ছিল। বৃদ্ধার কপালে পেয়ারা ফল ফলিত, কিন্তু সে কখন বাড়ীর আম্র ভক্ষণ করিতে পায় নাই। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ আম্রবৃক্ষটিতে একটি বৎসরও আম্র ফলে নাই। কিন্তু সে ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া আশায় পড়িয়া আম্রবৃক্ষটিকে অন্ন প্রস্তুতের যোগাড় করিয়া লয় নাই। বৃদ্ধার আশাই সেই আমগাছটির জীবন, নহিলে কোন্ দিন তাহাকে তাহার রন্ধনশালার চুল্লীতে ভস্ম হইতে হইত।

বৃদ্ধার সহিত হিরণ্ময়ী তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাড়ীর চারি দিকে রাঙচিতা ও বাবাভেরাণ্ডার বেড়া দেওয়া আছে। হিরণ্ময়ী উপবেশন করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বেড়ার ধারে গিয়া রাঙচিতার কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া তাহার আঠা বাহির করিল। পথে আসিবার সময় হিরণ্ময়ীর পায়ে হুঁচট

লাগিয়া ও কাঁটা বিঁধিয়া যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছিল, সে-সেই সেই স্থানে আঠা লাগাইয়া দিল। জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী সহ্য করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধা যে গৃহে অবস্থান করে, তাহার দ্বার বদ্ধ, তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, অনতিবিলম্বে একখানি ছেঁড়া খেজুর চাটাই আনিয়া দাওয়ার উপরে বিছাইয়া দিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিল, "ব'স মা! এখানে বেস্ বাতাস বই'ছে। এর পর ঘরে বিছানা ক'রে দেব। খানিক গড়ালে গায়ের ব্যথা সেরে যাবে।"

হিরণ্ময়ী উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া একবার ভাবিলেন, "অবস্থার ন্যায় বহুরূপিণী আর কিছুই নাই।" এই চিন্তার সহিত তাঁহার মনে পিত্রালয়, বৃদ্ধার সামান্য গৃহ, কারু-কার্য্য-খচিত পশমী উপবেশনবাস ও খর্জ্জুরপত্র-বিনির্ম্মিত ছিন্ন চাটাই তাঁহার মনে যুগপৎ উদয় হইল। তিনি ধীরে ধীরে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আবার মনে মনে বলিলেন, "এখন আমার সকলই সমান। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার অবস্থার আর ইতর বিশেষ থাকিবে না।" মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিয়া হঠাৎ অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিয়া ফেলিলেন, "ভাগীরথী কোন্ দিকে?"

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর অনতিদূরে বসিয়া মলিন অঞ্চলে নিজের মুখে বাতাস দিতেছিল। হিরণ্ময়ীর এই কথাটি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "ভাগীরথীর কথা কেন বল্‌ছ, মা?"

হিরণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "ভাগীরথীতে স্নান করিব।"

বৃদ্ধা তাহাই বিশ্বাস করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাছা! তুই পাগল না কি! ভাগীরথী যে এখান থেকে পনর ষোল কোশ পূবে। তা' আজ ত আর অবেলায় নাওয়া ভাল নয়, কাল শঙ্করী নদীতে নেও। সে নদী এ গাঁ থেকে দু' কোশ উত্তরে। আমি কাল সকালবেলা তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'ব। আমিও নদীতে অনেক দিন নাই নি—দু'জনেই নাইব।"

হিরণ্ময়ী ভাগীরথীর দূরত্ব শ্রবণ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কিসের ভাব উদয় হইল, কিন্তু বৃদ্ধা পাছে জানিতে পারে, এই ভয়ে আত্মসম্বরণ করিলেন। এতক্ষণ পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, আমি কোথায় আসিয়া পড়িলাম। শুনিয়াছিলাম, আমাদের গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে ভাগীরথী, কিন্তু বৃদ্ধা বলিতেছে, এখান থেকে পনর ষোল ক্রোশ পূর্ব্বে। তবে কি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে না? কে বলিল হইবে না? ভাল, ভাগীরথীই আমার ভাগ্যে নাই, কিন্তু বৃদ্ধার উল্লিখিত শঙ্করী নদীই এবার আমার আশ্রয়। আমি তাহারই জলে দেহ বিসর্জ্জন করিব। আমার প্রতিজ্ঞা—হতাশের শেষ আশা অবশ্যই পুরিবে। বিধাতা যাহার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা সুখ নষ্ট করিয়াছে, অবশ্য তাহার যন্ত্রণা বিনাশ করিবার জন্য, নানা উপায় করিয়া রাখিয়াছে। মরিবার অনেক উপায় আছে—অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, জল! আরও অনেক আছে।" মনে মনে এই বলিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে মনে মনে ঠিক করিলেন, "বৃদ্ধা নিদ্রিতা হইলে আমি আজিই রাত্রিকালে শঙ্করী নদীতে ডুবিয়া মরিব। আমি এতক্ষণ কোন্ কালে মরিতাম, কেবল গঙ্গালাভের আশায়, অন্য উপায় অবলম্বন করি নাই, কিন্তু এ পাপিনীকে কেন পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর করুণা হইবে? আমি এত ক্ষণে বুঝিলাম, কাল রাত্রিকালে পথভ্রান্ত হইয়া বিপরীত দিকে আসিয়াছিলাম। তা' যাই হউক, শঙ্করীই আমার আশ্রয়।"

বৃদ্ধা অনেক ক্ষণ ধরিয়া হিরণ্ময়ীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল, "হাঁ দেখ, বাছা! বেলা শেষ হ'য়ে এল, আর মিছে ব'সে থেকে কি হ'বে, মুখ হাত পা ধোও। আমি তোমার ফলারের যোগাড় করে দি।"

হিরণ্ময়ী বিমর্ষ চিত্তে বলিলেন, "আমার আদপেই কিছু খেতে ইচ্ছা নেই। এর পর যদি ক্ষুধা হয়, তবে তোমাকে বলিব।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে কি? কিছু না খেলে হ'বে কেন? এখন যা' পার তাই খাও, শেষে রেতে খেও আবার।" এই বলিয়া আহার করিবার জন্য আরও কতরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, বৃদ্ধা কোন মতে ছাড়িল না, সুতরাং স্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধা

জল আনিয়া দিল, হিরণ্ময়ী হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর জলাহারের আয়োজনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিল।

ইত্যবসরে হিরণ্ময়ী ভাবিতে লাগিলেন—তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা মনে মনে চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃদ্ধা আসিয়া পাছে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ নয়ন মার্জ্জন করিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। নেত্র নিমীলন করিয়া এক বার ভাবিলেন, "এই বৃদ্ধা আমাকে মাতার ন্যায় স্নেহ করিতেছে। এ বৃদ্ধা কে? ইহার নাম কি? কি জাতি?—কিছুই জানি না। যা' হউক, আসিলে জিজ্ঞাসা করিব। এ আমার প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছে, আমি তাহার কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা দেখাইব। আমার হস্তে বলয় আছে, গলায় মুক্তার মালা আছে, এইগুলি খুলিয়া ইহার নিকট রাখি। আজ রাত্রিকালে অমনি অমনি চলিয়া যাইব, এগুলি ইহার হইবে। এই ভিন্ন অন্য রূপে এক্ষণে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার উপায় নাই।"

হিরণ্ময়ী মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা তথায় প্রত্যাগত হইল। তাহার অঞ্চলে চিঁড়া মুড়কী, হস্তে দধি গুড়।

অনন্তর বৃদ্ধা গৃহমধ্য হইতে একখানি ছোট থোরা এবং এক ঘটি জল আনিয়া হিরণ্ময়ীর সম্মুখে রক্ষা করিল। বলিল, "হ্যা দেখ, মা! এ গাঁ তেমন নয়—গরিবের গাঁ। এখানে ভাল জিনিষ কিছুই নেই—এই চিঁড়ে মুড়কীও কত খোঁজ করে এনেছি। তুমি দই গুড় দিয়ে যেমন পার, চিঁড়ে মুড়কী মেখে খাও।"

হিরণ্ময়ী কি করেন, অগত্যা তাহাই করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি পাঁচ সাত গ্রাসের বেশী খাইতে পারিলেন না। আহা, যে হিরণ্ময়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, ক্ষীর সর নবনী খাইতেও ইচ্ছা করিতেন না, বিধাতা সেই হিরণ্ময়ীর মুখে এই দরিদ্রভোগ্য খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিলেন।

আহারের পর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া একটি সামান্য শয্যায় শয়ন করাইল। নিজ পার্শ্বে বসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। পা টিপিয়া দিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা শুনিবে কেন? পাঠক মহাশয়! আপনাকে বলা বাহুল্য যে, হিরণ্ময়ী এই বৃদ্ধার সেবা শুশ্রূষায় ও দয়ায় মোহিত হইলেন। যদিও এততেও তাঁহার আভ্যন্তরিক যন্ত্রণার উপশম হইল না, কিন্তু তিনি কিয়ৎকালের জন্য বাহ্য যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। বাস্তবিক বৃদ্ধার দয়ার সীমা নাই। আজ বৃদ্ধা, মাতা—হিরণ্ময়ী, কন্যা। এইরূপে সময় কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর ঘটনা।

সন্ধ্যা আগত দেখিয়া বৃদ্ধা একটা জলপূর্ণ ভাণ্ড হইতে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ উত্তোলন পূর্ব্বক একখানি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে মুছিল, প্রদীপে বর্ত্তিকা বসাইল, কিঞ্চিৎ তৈল দিল। তাহার পর রন্ধনশালায় গিয়া উনান হইতে একখানা পোড়া ঘুঁটে বাহির করিয়া একটা দেশালাই জ্বালিল। সেই আলোকে প্রদীপটি জ্বালিয়া লইল। রন্ধনশালার দেওয়ালে একটা কঞ্চির গোঁজে একটা আধভাঙ্গা ধুচুনী টাঙ্গান ছিল, বৃদ্ধা বাম হস্তে সেইটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তস্থ প্রদীপটি তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আস্তে আস্তে সদর দরজায়, বাটীর অন্য দুইখানি কুঠরীতে আলোক দেখাইয়া, শেষে আপনার গৃহে দেখাইল, ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিল। অনন্তর গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটি জবুথবু গোছের দেরুখায় প্রদীপটি রাখিয়া দিল। গৃহ অন্ধকারের হাত এড়াইল। বৃদ্ধার রন্ধনশালায় তাহার কোন আত্মীয় দিবসে রন্ধনাদি করিয়াছিল, তাই এখনও অগ্নি ছিল।

বহড়া গ্রামের সান্ধ্য চিত্রটি বড় সাদাসিধা। রাখালেরা সবৎসা গাভীদল লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাখাল-রমণীগণ পুরুষদিগের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গাভীদিগকে বাঁধিতে লাগিল। রাখালেরাও সেই কার্য্যে যোগ দিল। গাই বাঁধা চুকিয়া গেল। যে সকল লোক দুগ্ধদোহন-কার্য্যে তৎপর তাহারা দোহন-পাত্র লইয়া গাভীদিগের দুগ্ধ দোহন করিতে আরম্ভ

করিল। স্ত্রীলোকেরা পার্শ্বে বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া গোবৎসকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিল। বৎসগণ হাত ছাড়াইবার জন্য বল প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যে গাভী স্থির হইয়া দুগ্ধ দান করিতে নারাজ, তাহার পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয়ে ছাঁদন দড়ির বেড় দেওয়া হইল;—গাভী নিরুপায়, কেবল মধ্যে মধ্যে হম্বা হম্বা শব্দে, কি জানি কাহাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার বৎস সেই সময়ে প্রাণপণে বল প্রকাশ করিয়া ধারণকারিণীর হাত ছাড়াইবার জন্য লম্ফত্যাগ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার গ্রেপ্তার হইল। গোশালার এক কোণে বসিয়া কোন গোপস্ত্রী একটি প্রদীপ জ্বালিয়া একখানা খড়কাটা বঁটি লইয়া ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করিয়া খড় কাটিতে লাগিল।

এ দিকে কৃষকগণ সে দিনের ক্ষেত্রকর্ম্ম সারিয়া হলস্কন্ধে স্ব স্ব বলদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। কেহ হলাদি যথাস্থানে রক্ষা করিতে লাগিল, কেহ বা বলদগুলিকে বিচালি, ভুষি, খইল ইত্যাদি ভোজ্য প্রদান করিল।

গ্রামের দুই চারি গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল, কিন্তু একটিও গৃহে দেবতার আরতির মাঙ্গল্যযন্ত্রের বাদ্য শ্রুতিগোচর হইল না, তাহার কারণ, এ গ্রামে তেমন লোকও নাই, তেমন দেবতাও নাই! তবে তা' যা'ই হৌক, কিন্তু একটি বাড়ীতে হরিলুট হইয়া গেল। হরির প্রসাদিত বাতাসা লুণ্ঠনকারীদিগের মধ্যে সকলেরই মুখে 'হরিবোল হরিবোল' শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইল, কিন্তু ভূতল হইতে অনেকের হস্তে বর্ষিত বাতাসা উঠিল না। হরি ইহাদিগের নালিশ শুনিবেন কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহড়া গ্রামের অধিবাসীরা বড় দরিদ্র। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা দিবসে রন্ধন করে, তাহারা রাত্রিকালে জলসিক্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, আর যাহারা দিবসে অবকাশ পায় না, তাহারা এই সন্ধ্যার সময় খাটিয়া আসিয়া রন্ধন-কার্য্য আরম্ভ করে, প্রাতে পর্য্যুষিতান্ন ভক্ষণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে যথা তথা চলিয়া যায়। সেইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। তাহারা এক্ষণে চুলা জ্বালিয়া হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। গ্রামের চারি দিক্ হইতেই ধূম উত্থিত হইতে লাগিল, ঘুঁটের ধূঁয়ার গন্ধে গ্রাম ভরিয়া গেল।

তালপুকুরের পাড়ে শৃগালদল সময় পাইয়া কুক্কুরদলকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু কুক্কুরদলও নাছোড়বান্দা, তাহারাও কতক দূর দৌড়িয়া গিয়া ঊর্দ্ধমুখে খেউ খেউ ভেউ ভেউ করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিল।

অনন্তর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে গৃহ মধ্যে রাখিয়া পুনর্ব্বার রন্ধনশালায় গমন করিল। সেখানে আর একটা দীপ জ্বালিয়া, একটা মেটে পাথরে কতকগুলি জলসিক্ত অন্ন লইয়া ভক্ষণ করিল। ব্যঞ্জনের মধ্যে বার্ত্তাকুদগ্ধ, কাঁচা লঙ্কা ও লবণ। দরিদ্রা ইহাতেই ভোজন-সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

এতক্ষণ হিরণ্ময়ী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। সেই আলোকান্ধকারমিশ্রিত গৃহমধ্যে তাঁহার সেই বিষাদ মূর্ত্তি! মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া অল্পদূরস্থিত প্রদীপশিখাকে বিকম্পিত করিতেছিল।

বৃদ্ধা আহারান্তে পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ীর নিকট আসিল। সে তাঁহাকে অন্যমনস্কা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি ভাব্‌ছ, মা?"

হিরণ্ময়ী প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন, "না গো, কিছুই ভাবিতেছি না—চুপ করিয়া বসিয়া আছি।"

বৃদ্ধা।—"ঘুম পাইয়াছে কি?"

হিরণ।—"না।"

বৃদ্ধা।—"তবে দুই একটা রূপ্‌কথা (উপকথা) শুন্‌বে কি?" বৃদ্ধার এরূপ বলিবার কারণ এই যে, যদি ইহাতে হিরণ্ময়ীর চিন্তাকুলিত চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়।

হিরণ্ময়ী, ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও উপকারিণীর কথা-লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধা বাঘ, ভালুক, রাক্ষস, রাজা, রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি কতরূপ উপকথা আরম্ভ করিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী অন্যমনস্কতার সহিত কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না। বৃদ্ধা মনে করিল, হিরণ্ময়ী সমস্তই শুনিতেছেন। অনন্তর বৃদ্ধার "আমার কথাটি ফুরা'ল, নটে গাছটি মুড়া'ল" হইয়া গেল।

অবকাশ পাইয়া এই বার হিরণ্ময়ী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমার নাম কি? তোমরা আপনারা?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমার নাম মঙ্গলা—আমরা গোয়ালা।"

হিরণ।—"তোমার আর কে আছে?"

বৃদ্ধা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "আর মা, এ পোড়া-কপালীর আর কেউ নেই। কেবল পোড়া যমই আছে।"

হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, "আর দুঃখ করিয়া কি করিবে বল। বিধাতার ইচ্ছা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? জগতের কার্য্যই এই।" তবে হিরণ্ময়ি! তুমি কেন সুগভীর দুঃখ-সাগরে ডুবিয়া শঙ্করী নদীতে ডুবিতে সঙ্কল্প করিয়াছ? বুঝিয়াছি, মানুষ দুঃখের সময় পরকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজের দুঃখ উপশম করিতে সক্ষম হয় না। ইহা বিধাতার ইচ্ছা, জগতের কার্য্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী আবার বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, তবে কে আজ তোমার অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল?"

বৃদ্ধা।—"এই গাঁয়ে আমার এক ঘর জেয়াৎ আছে। সেই বাড়ীর একটি মেয়ে, সম্পর্কে আমার নাৎনী হয়। আমি যখন বাড়ী থাকি না, তখন সেই রান্না টান্না কোরে রাখে, আপনিও খায় আর বাড়ী আগ্‌লায়।"

হিরণ।—"যা' হউক্, তবু তোমার অনেকটা উপকার হয়।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কথোপকথন হইবার পর হিরণ্ময়ী বলিলেন, "হ্যা দেখ, আমার এই বালা দু'গাছা আর মুক্তোর মালা তোমার কাছে রাখিয়া দাও।"

বৃদ্ধা।—"আমিও তাই তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব মনে কচ্ছিলেম। এ জায়গাটা বড় ভাল নয়, কা'র মনে কি আছে, তা' জানি না। তা' দাও, আমি এখন আমার কাছে গোপনে রেখে দি। যখন তুমি মামার বাড়ী যা'বে, তখন তোমার আঁচলে বেঁধে দেবো। হাতে গলায় প'রে পথে যেও না।"

হিরণ্ময়ী হস্ত হইতে বালা ও কণ্ঠ হইতে মালা উন্মোচন করিয়া বৃদ্ধার করে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধা উহা হস্তে লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "এমন দামী জিনিষ, এও কি মেয়েছেলের একলা প'রে পথে যেতে আস্‌তে আছে?"

হিরণ।—"তুমি আমার প্রতি যেরূপ দয়া দেখাইতেছ, আমি তা'র কিছুই করিতে পারিলাম না, কিন্তু এ উপকার আমি কখন ভুলিব না।"

বৃদ্ধা।—"সে কি, বাছা! এ আর উপকার কি? এখন তোমায় ভালয় ভালয় তোমার মামার বাড়ী পাঠা'তে পাল্লেই আমার আশা মিটে।"

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না।

বৃদ্ধা আবার বলিল, "রাত বেড়ে উঠেছে। চল, এখন তোমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখে আসিগে।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীকে লইয়া পার্শ্বস্থ গৃহে গমন করিল।

সেই গৃহে বৃদ্ধা একটি বিছানা পাতিয়া একটি বালিশ রক্ষা করিল। সে গৃহের কপাট ছিল না, কিন্তু ছেঁচা বাঁশের আগড় ছিল।

বৃদ্ধা তথায় হিরণ্ময়ীকে রাখিয়া আবার নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিল। সিকায় একটি হাঁড়ি ঝুলিতেছিল, সে সেইটি পাড়িয়া তন্মধ্য হইতে চারি খানি বাতাসা বাহির করিল। অনন্তর রন্ধনশালায় গিয়া একটি দুধ আওটাইবার হাঁড়ি হইতে এক বাটি দুগ্ধ লইল। পুনর্ব্বার আপনার গৃহে আসিল। অনন্তর সেই দুগ্ধে দুইখানা বাতাসা ডুবাইয়া দিল। তাহার পর সেই দুগ্ধপূর্ণ বাটী ও অবশিষ্ট দুইখানি বাতাসা লইয়া হিরণ্ময়ীর গৃহে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী শুইয়াছিলেন, বৃদ্ধাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আবার এ সব কেন? আমি আর কিছুই খাইতে পারিব না। তুমি ইহা নিজে খাও। আমায় দিয়া কেন বৃথা নষ্ট কর।"

বৃদ্ধা বলিল, "বাছা! রেতে কি উপোস থাক্‌তে আছে? আচ্ছা, এখন না খাও, একটু পরে খেও, কেমন?"

হিরণ।—"তা' আমি বল্‌তে পারি না।"

বৃদ্ধা।—'না, খেতেই হ'বে।"

হিরণ।—"আচ্ছা খাইব।" এ কথা অনিচ্ছায় বলিলেন।

বৃদ্ধা।—"আমার দিব্যি ক'রে বল,—খা'বে?"

হিরণ্ময়ী উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, "যা' পারি, খাইব, কিন্তু সব পারিব না।"

বৃদ্ধা।—"ফাঁকি দিবে না ত?"

হিরণ।—"সত্য বলিতেছি—তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, খাইব। তুমি আমার যেরূপ উপকার করিতেছ, আমি তোমার কথা কখনই লঙ্ঘন করিব না।"

বৃদ্ধা।—"তবে এখন আমি শুইগে। যদি

রেতে উঠ, তবে আমাকে এই ঘর থেকে ডেকো। ঘুমিয়ে প'ড় না—দুধটুকু আর বাতাসা দু'খানি খেও। আমি এখন তোমার ঘরে আঁগড় ভেজিয়ে দিয়ে শুইগে যাই।"

বৃদ্ধা আপনার গৃহে গমন করিয়া শয়ন করিল।

এ দিকে বিপুল ঐশ্বর্যশালীর কন্যা হিরণ্ময়ী সামান্য দীনদরিদ্রের দুর্ভাগ্যবতী তনয়ার ন্যায় একাকিনী সেই কদর্য্য গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি ছিন্ন মাদুরের উপর অনেক ক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখখানি বৈমর্ষ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কপালে, গালে, হস্তে, পদে এক একটা সূক্ষ্মশুণ্ড মশক বসিয়া রক্তশোষণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার শরীর যেন অসাড়—কষ্টের লেশমাত্রও অনুভূত হইতেছে না। হিরণ্ময়ীর বিলয়োন্মুখ আশা ভরসার সহিত প্রদীপটিও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে তাড়াতাড়ি করিয়া অঙ্গীকৃত দুগ্ধের কিয়দংশমাত্র পান করিলেন। একেবারেই পান করিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল শপথের ভয়ে যৎকিঞ্চিৎ পান করিলেন। বাতাসা দুইখানা স্পর্শও করিলেন না। পাছে বৃদ্ধা দেখিতে পাইলে দুঃখিতা হয়, এই জন্য দুইখানা বাতাসা এবং অনেকটা দুগ্ধ গৃহের একটা ক্ষুদ্র জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

পুনর্ব্বার মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। নিদ্রা আসিল, আর বসিতে পারিলেন না। আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।—প্রকৃতির যোগসাধনের সময়, সুতরাং তিনিও নিস্তব্ধ। এক্ষণে সংসার-নদের তুমুল কোলাহলপূর্ণ তরঙ্গসঙ্ঘ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইয়া অনন্ত অসীম অগাধ কাল-সমুদ্রে মিশিতে লাগিল। যদি কেহ যুগপৎ ভয় ও ভক্তির দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে ইহাই সেই দৃশ্য।

বৃদ্ধা আপন গৃহে শয়ন করিয়াছিল। সে এক্ষণে একবার শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। হিরণ্ময়ী যে গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, সে সেই গৃহের দ্বারদেশে গিয়া, "ওমা—ওগো মা—ওগো—ও বাছা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর সাড়াশব্দ পাইল না। আমাদের বোধ হয়, হিরণ্ময়ী পথশ্রমে ও অনাহারে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। বৃদ্ধা! এক্ষণে তুমি আর দুঃখিনীকে জাগাইও না।—সূর্য্যোদয় হইতে দাও, তখন ডাকিও।

বৃদ্ধা আর ডাকিল না বটে, কিন্তু আগড় ঠেলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহ অন্ধকার। দীপবর্ত্তিকার সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে—প্রদীপে তৈলের গন্ধও নাই।

বৃদ্ধা গৃহমধ্যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, যেখানে হিরণ্ময়ী শয়ানা আছেন, সেই খানে উপস্থিত হইল। আস্তে আস্তে হিরণ্ময়ীর গাত্রে হস্ত দিয়া ডাকিতে লাগিল—সাড়া পাইল না। ঠেলিতে লাগিল—তথাপি সাড়া পাইল না। গ্রীবায় হস্ত দিয়া উঠাইয়া বসাইতে চেষ্টা করিল, তথাপি হিরণ্ময়ীর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে এতদবস্থ দেখিয়া কি ভাবিল। ভাবিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহার মুখে অস্পষ্টভাবে শুনা গেল,—"হ'য়ে গেছে।"

অনন্তর বৃদ্ধা তথা হইতে চলিয়া গিয়া তৃতীয় গৃহটির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া "ও ভোলা! ওরে লখে!" বলিয়া কাহাদিগকে ডাকিল। বৃদ্ধার আহ্বানে দুই জন যুবা গাত্রোত্থান করিয়া "কি মা?—হ'য়ে গেছে কি?" এই কথা বলিল।

বৃদ্ধা বলিল, "হ'য়ে গেছে; এখন তোরা শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর মড়াটাকে নিয়ে শঙ্করী নদীতে ফেলে দিয়ে আয়। আড়াই পহর উৎরে গেছে।"

ভোলা এবং লখে এই বৃদ্ধার পুত্র। উহাদের আকার প্রকার দেখিলে দর্শকের মনে আপনা আপনি ভয়ের উদ্রেক হয়। ভোলা বড় এবং লখে ছোট। ইহাদের রূপগুণের কথা বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক মহাশয়! যদি কখন বিকটমূর্ত্তি লেঠেল দেখিয়া থাকেন, তবে ইহাদিগকেও ঠিক্ সেই রূপ বলিয়া ধরিয়া লউন।

ভোলা বৃদ্ধাকে বলিল, "হ্যা দেখ্ মা! আজ তুই আমাদেরকে ঘরে থাক্‌তে ব'লে যে রকম রোজগারের যোগাড়টা করে দিলি, তা আমরা আর কি বল্‌ব। আমরা রোজ রোজই লাঠি

হাতে ক'রে মুখে কালি মেখে, রেতের বেলা পথের ধারে ব'সে থাকি ; সময়ে সময়ে দু' এক টা রাহাকে মেরে ফেলে যা' কিছু টাকা কড়ি, কাপড় চোপড় পাই, তা' ত তুই সকলই জানিস্। কিন্তু আজ তুই যে কি শুভ ক্ষণেই ঐ মেয়েটাকে হাত করেছিলি যা হোক। এত দিন ধোরে আমরা দু'জনে দু'শ আড়াই শ লোককে ঠেঙিয়ে মেরে যা কত্তে পারিনি, তুই তা আজ একটাকে মেরে কল্লি।"

ভোলা এই কথা বলিলে, তিন জনেরই মুখে হাসি দেখা দিল।

লখে বলিল, "হাঁ মা! হীরের বালা আর মুক্তির মালা ত বেস্ ক'রে রেখেচিস্? দেখিস্ বেটি! যেন আবার চোরের উপর বাটপাড়ি না হয়।"

লখের কথা শুনিয়া ভোলা বলিল, "ওরে বোকা! আজও কি তোর ঘটে বুদ্ধি শুদ্ধি জম্‌লো না? ওরে, মার বুদ্ধি আর পরামর্শ-মতেই ত আমরা ঠেঙাড়ের কাজ শিখে দিন গুজরোন্ কচ্চি. কিন্তু বল্ দেখি, সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা কি কখন কোন বিপদে পড়েচি?"

লখে।—"মার আশীর্ব্বাদে তা' ত পড়িনি, দাদা!"

ভোলা।—"তবে বল্ দেখি, আমাদের মার বুদ্ধি কি সামান্যি? ওর কাছ থেকে আবার চোরে কাদানি কলা'বে?"

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "ওরে. তোরা আর মিছে গোলমাল ক'রে সময় কাটা'ন্ নে। মড়াটাকে ফেলে দিয়ে এসে, তা'র পর যা' হয় করিস্—বলিস্।"

বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া ভোলা ও লখে আর কালবিলম্ব করিল না। তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত উভয়ে হিরণ্ময়ীর গৃহে গমন করিল। আবার তিন জনে বিশেষ করিয়া হিরণ্ময়ীকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। তখনও তাহাদের সন্দেহের কোন কারণ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ভোলা ও লখে হিরণ্ময়ীকে স্কন্ধে লইয়া তথা হইতে শঙ্করী নদীতে প্রস্থান করিল। এই দুই জন দস্যু অতি দ্রুতবেগে অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া শঙ্করীর স্রোতে স্বর্ণপ্রতিমা ভাসাইয়া দিল।

এ দিকে দস্যুজননী রাক্ষসীস্বরূপা বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে ভাসাইতে পাঠাইয়া দিয়া, আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, দীপালোকে হিরণ্ময়ীর প্রদত্ত মুক্তামালা ও হীরকমণ্ডিত সুবর্ণবলয় বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল। অন্তরে আর আনন্দ ধরিল না। আশা আসিয়া তাহাকে কত পন্থাই দেখাইতে লাগিল।

পাঠক! এই ভণ্ডতপস্বিনী কপটচারিণী পাপীয়সী বৃদ্ধাকে দেখিয়া আপনি কি মনে করিতেছেন? হিরণ্ময়ীর সহিত ইহার প্রথম সাক্ষাৎ এবং এই ঘটনা দেখিয়া ইহাকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়?—রাক্ষসী। লোকে বলে কবিরা কল্পনা করিয়া রাক্ষস ও রাক্ষসীর সৃষ্টি করেন, কিন্তু আমরা বলি তাহা নয়, তাঁহাদের বর্ণিত রাক্ষস রাক্ষসী এই মনুষ্য-সমাজেই অহর্নিশ রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত এই বৃদ্ধা ও ইহার দুই পুত্র।

অভাগ্যবতী হিরণ্ময়ীর এই পরিণাম যে এমন হইবে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি আজ রাত্রিকালে শঙ্করী নদীতে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিবার চেষ্টায় ছিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধাই যে, তাঁহাকে দুগ্ধের সহিত বিষ মিশাইয়া পান করিতে দিয়া হত্যা করিবে এবং শঙ্করীতে ভাসাইয়া দিবে, ইহা তাঁহার চিন্তার বহির্ভূত ছিল। এই লোমহর্ষণ ঘটনায় বৃদ্ধা সুখী, তাহার পুত্রদ্বয় সুখী, অবস্থানুসারে হিরণ্ময়ীও সুখী, কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত। কিন্তু কি করিব, নিয়তির নিয়ম কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তা' যা' হউক, আমরা এই নিষ্ঠুরা বৃদ্ধা এবং ইহার নিষ্ঠুর পুত্রদ্বয়ের অচিরে মৃত্যু কামনা করি। এই তিন জন না মরিলে, আরও যে কত লোক অকালে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুরাত্মা ভোলা ও লখে হিরণ্ময়ীকে ভাসাইয়া দিয়া অবিলম্বে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহারা কিরূপ করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিয়া আসিল, বৃদ্ধার নিকটে তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

যে অলঙ্কারের জন্য হিরণ্ময়ী শঙ্করীর জলে বিসর্জ্জিত হইলেন, সেই অলঙ্কার এক্ষণে বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রদ্বয়ের হস্তে পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরীক্ষিত হইতে লাগিল।

—

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শঙ্করী নদী।

বহড়া গ্রামের ক্রোশ দুই উত্তরে শঙ্করী নদী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই নদী খুব বিস্তৃত নহে। ইহার জল পরিষ্কার এবং সুস্বাদু। ইহার উভয় তীরে সৈকতভূমি, তাহার পর তটভূমি। রাত্রিকালে ইহার শোভা অতি মনোহারিণী। উভয় তটের কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথাও বা শস্যক্ষেত্র। এক্ষণে শঙ্করীর স্রোত অনাঘাতিত হইয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া অভাগী হিরণ্ময়ীর অপূর্ব্ব দেহও চলিয়া যাইতেছে। কতকগুলি পদ্মপুষ্প একত্রে ভাসিয়া গেলে যেরূপ দেখায়, একা হিরণ্ময়ীর দেহ-যষ্টিও সেইরূপ দেখাইতেছে। ক্রমে ক্রমে সময় চলিয়া গেল, যে স্থানের স্রোতে হিরণ্ময়ী বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন, সেই স্রোত চলিয়া গেল এবং তদুপরি ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার দেহও চলিয়া গেল। নৈশ প্রকৃতি নীরবে হিরণ্ময়ীর ভাসমান দেহ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

শঙ্করী নদীর অবিরাম-গতিস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া হিরণ্ময়ীর দেহ বহু দূর চলিয়া গেল। বায়ুর সঞ্চারে উহা সমানভাবে না গিয়া একটু একটু করিয়া বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। বাঁকিয়া যাইতে যাইতে এক স্থলে সৈকত-ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া গেল—আর যাইতে পারিল না। সেই স্থানে আটক পড়িয়া বায়ু-সঞ্চালিত-জলকম্পনে মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর পরিহিত সিক্ত বস্ত্রখানির কিয়দংশ শরীরে এবং কিয়দংশ জলে অর্দ্ধমগ্ন হইয়া রহিল।

যত ক্ষণ ভোগ, তত ক্ষণ যোগ। কিন্তু ভোগ ফুরাইলেই বিয়োগ ঘটে। এই কাল-রাত্রিরও তাহাই ঘটিল। কএক ঘন্টার জন্য ভূগোলের পূর্ব্বাংশের সহিত তাহার বিয়োগ সজ্ঘটিত হইল। সে পূর্ব্ব দিক ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। ও দিকে পূর্ব্বাকাশে উষা ললাটে প্রভাতমণি বসাইয়া নয়ন উন্মীলন করিল। সূর্য্যোদয়ের এখনও বিলম্ব আছে।

এমন সময়ে সহসা কিঞ্চিদ্দূরে মনুষ্যকণ্ঠের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। কতকগুলি লোক যেন কি বলিতে বলিতে আসিতেছে। দূরত্ব নিবন্ধন তাহাদের উচ্চারিত কথার অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই তিন বার "লুঠ—টাকা—আমার—বর্সা" এইরূপ কএকটি কথা অসংলগ্নভাবে শুনা গেল।

ক্রমে দেখা গেল যে, চোদ্দ পনর জন ইতর-জাতীয় লোক আসিতেছে। তাহাদের হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ ও অলঙ্কার রহিয়াছে। তাহাদের আকার প্রকার ও সেই সকল দ্রব্য দেখিয়া, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া বোধ হইল। তাহারা আরও কিছু দূর আসিয়া পরস্পরে বলিল "হ্যা দেখ্, নিধে! আর ত যাবার সুবিদে দেখ্চিনে। ভোর হ'য়ে এসেচে। এখন ত আর ঠিকানায় যা'বার যো নেই। এক কাজ করা যাক্;— ঐ জঙ্গলটার ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকি গে চল্। দিনের বেলা ওখানে থেকে, আবার রেতের বেলা ঠিকানায় যা'ব. কেমন?"

আর এক জন বলিল, "তা বই ত আর উপায় দেখ্চিনে। চল্, শীগ্গীর শীগ্গীর চল্।"

এই বলিয়া সকলে দ্রুতপদে আসিতে লাগিল। এমন সময় সহসা এক জন বিস্ময়-সহকারে বলিয়া উঠিল, "ওরে ওটা কি?"

আর এক জন বলিল, "কই রে?"

প্রশ্নকারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে রে।"

অপর এক জন দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "একটা মড়া বুঝি ধারে আটকে ভাসচে। চল্ চল্, যদি ওটা নৌকোডুবি হ'য়ে ম'রে থাকে, তবে ওর গায়ে গয়না টয়না আছে—খুলে নিইগে চল্।" এই বলিয়া সকলে দ্রুতপদে তটসংলগ্না হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইল। সকলে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ওরে এ স্ত্রীলোকটা মরে-নি এখনও। এই দেখ্, একটু একটু নড়্চে—না?"

আর এক ব্যক্তি দেখিয়া বলিল, "ঠিক্ বলে-চিস, ভাই! নড়্চে বটে। এক কাজ করি আয়; —একে জল থেকে তুলে নিয়ে বাঁচা'বার চেষ্টা করা যা'ক্।" এই বলিয়া দুই তিন ব্যক্তি আস্তে আস্তে হিরণ্ময়ীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া তীরে রক্ষা করিল। নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিল, অতি সূক্ষ্মভাবে নিঃশ্বাস বহিতেছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী এখনও এত দূর চৈতন্যহীনা যে, বাহিরে কি কি হইতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতে-ছেন না। এ দিকে, তাঁহার অন্তরের ভিতর কি

কি হইতেছে, তাহা বাহিরের লোকেরাও বুঝিতে পারিতেছে না।

অনন্তর, সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন বিষচিকিৎসক ছিল। সে ব্যক্তি কএক প্রকার টোটকা টুট্‌কিও জানিত। সে হিরণ্ময়ীর তাৎকালিক আকার ও অবস্থা দেখিয়া বলিল, "এই মেয়েনোকটি বিষে এমন হ'য়েচে।" এই বলিয়া দ্রুতপদে সৈকতভূমি হইতে তটে আরোহণ করিয়া দুই প্রকার লতা আনিল। উহার মধ্যে একপ্রকার লতার পাতা নিঙ্‌ড়াইয়া হিরণ্ময়ীর মুখে রস দিল। অল্পক্ষণ পরেই হিরণ্ময়ীর বমন হইল। এই বমনের সময় তাঁহার যে কষ্টানুভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহার আকার ইঙ্গিতে বুঝা গেল। অনন্তর দ্বিতীয় প্রকার পাতার রস মুখমধ্যে প্রদত্ত হইলে, সেই যন্ত্রণার উপশম বোধ হইল।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তি সেখানে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, হিরণ্ময়ীকে ধরাধরি করত পূর্ব্বকথিত জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে তাহারা মনোমত নিভৃত স্থান বাছিয়া লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া বিশেষরূপে বিপন্না হিরণ্ময়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিল না। সেই সকল ব্যক্তি যে দস্যু, পাঠক মহাশয়কে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই, তাহারা হিরণ্ময়ীকে কি উদ্দেশে সুস্থ করিল?—তাহা বলিতে পারি না। এ দিকে সূর্য্যোদয় হইল। সূর্য্যালোকে দেখা গেল, যেখানে দস্যুরা হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়াছিল, তথাকার বালুকাভূমিতে দুই প্রকার ছিন্ন লতা ও মনুষ্যপদের অনেকগুলি চিহ্ন বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরচাঁদ।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। যে জঙ্গলের মধ্যে দস্যুরা হিরণ্ময়ীকে লইয়া অবস্থান করিতেছে, উহা এক্ষণে নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। উহার চতুষ্পার্শ্ব নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে 'ফটিক জল' বলিয়া দুই একটা চাতক পক্ষী ডাকিতেছে। তাহাদের আহূত 'ফটিক জল' তত মিষ্ট না হউক, কিন্তু তাহাদের কণ্ঠস্বর তদপেক্ষা শত গুণে মিষ্ট।

এমন সময়ে সেই জঙ্গলের অপর দিকে পাঁচ ছয় জন লোককে দেখা গেল। উহারা কাহারা?—উল্লিখিত দস্যুদলের পাঁচ ছয় জন লোক। উহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলিল, "হ্যা দেখ্, কেনা! এই মেয়েনোকটা বল্‌চে কি যে, ওর মামার বাড়ী বেলগাঁয়ে। ও সেখানে যাচ্ছিল। এমন সময় একটা বুড়ী মাগী ওকে তা'র বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। সে ওকে রাত্তিরে একটা ঘরে শুইয়ে রেখেছিল, ও-ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময়ে আমরা ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।" এই কথা শুনিয়া সকলে এক বার হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তা' ও বল্‌তে পারে, কেন না, ও কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। আর আমাদের দেখে ওর এরূপ সন্দেহও হ'তে পারে। তা যাই হোক, আমি ওর ভাবগতিক দেখে সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেচি। ও কোথাও জালে পড়েছিল, কিন্তু এখন ভগবানের ইচ্ছেয় আমাদের হাতেই জাল ছিঁড়েচে। ভাই ছুঁড়ী কি সুন্দরী! আমার ইচ্ছে হয়, ওকে বিয়ে করি।"

তৃতীয় ব্যক্তি হাস্য করিয়া বলিল, "তোর ইচ্ছে হয়, আর আমাদের বুঝি হয় না?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "সকলের ইচ্ছে সকলের মনেই থেকে গেল। সর্দ্দার যা' বল্‌চে, তা'তে অন্য কা'রো ট্যাফোঁ কর্‌বার যো নেই।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "কাজেই।"

পঞ্চম ব্যক্তি বলিল, "ওরে, যা' হ'বার নয়, তা'র ভাবনা ভেবে মচ্চিস্ কেন? তা'র চেয়ে আমরা ছুঁড়ীটেকে আশ মিটিয়ে, চোক জুড়িয়ে দেখি গে চল্।"

চতুর্থ ব্যক্তি আবার বলিল, "কাজেই।"

অনন্তর তাহারা দলে গিয়া মিশিল।

এ দিকে দস্যুদিগের সর্দ্দার কএকখানি লুণ্ঠিত বস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর হিরণ্ময়ীকে শুয়াইয়া রাখিয়াছে। হিরণ্ময়ী এখনও উঠিয়া বসিতে পারিতেছেন না। তিনি এই সকল লোককে দেখিয়া মনে মনে কত কি আন্দোলন করিতেছেন—কত কি ভাবিতেছেন। সে আন্দোলনের—সে ভাবনার সীমা নাই। তিনি ভয়ে ও লজ্জায় চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে তাঁহার নিমীলিত চক্ষুযুগল হইতে কএক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দস্যুসর্দ্দার নীরবে বসিয়া হিরণ্ময়ীর এই অশ্রুপাত দর্শন করিল। দলস্থ অপরাপর দস্যুগণও ইহা দেখিল। উহাদের মধ্যে দুই জন ব্যক্তি জনান্তিকে এতৎ সম্বন্ধে কি বলা কওয়া করিল। উহাদের নাম কেনারাম ও নিধিরাম।

দস্যুসর্দ্দারের নাম বীরচাঁদ। সে ব্যক্তি যদিও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ও শরীরকে ঘৃণিত এবং পাপলিপ্ত করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অধীনস্থ দস্যুদিগের অপেক্ষা তাহার হৃদয় উদার। সেই হৃদয়ে অসৎ বৃত্তির সহিত সৎবৃত্তিও সামান্যরূপে আধিপত্য করিতেছে। বীরচাঁদের হৃদয় অধিক সময় মন্দের দিকে গড়াইয়া পড়িলেও, এক এক সময় ভালর দিকে এরূপ ভাবে চলিয়া পড়ে যে,তখন তাহাকে অতিবড় শত্রুরও আলিঙ্গন ও মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। অদ্যকার হিরণ্ময়ীসংক্রান্ত ঘটনা দেখিয়া আমরা বীরচাঁদের সমস্ত দোষ ও অসৎ কার্য্য বিস্মৃত হইলাম। চৈতন্যরহিতা ও মৃত্যুমুখপতনোন্মুখী হিরণ্ময়ীকে যে ব্যক্তি ঔষধিলতা-পত্রের রস দিয়াছিল, সে এই বীরচাঁদ। যে ব্যক্তির ভয়ে অপর পাপাত্মা দস্যুরা হিরণ্ময়ীর প্রতি অসদাচার প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছে না, সে এই বীরচাঁদ। হিরণ্ময়ী পিতার নিকট পীড়িতা কন্যার ন্যায় যে ব্যক্তির সম্মুখভাগে বিস্তৃত বস্ত্রগুলির উপর শুইয়া আছেন, সেও এই বীরচাঁদ।

বীরচাঁদের বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশ বৎসর হইবে। এত বয়স হইলেও, আজিও ইহার শরীরে পঞ্চবিংশ বা ত্রিংশবর্ষীয় বলিষ্ঠ যুবার ন্যায় শক্তি রহিয়াছে। ইহার আকার প্রকার দেখিয়া ইহাকে কেহ দস্যু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। ফল কথা, বীরচাঁদ এক জন অপূর্ব্ব দস্যু। এরূপ দস্যু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বীরচাঁদ সময়ে দস্যু—সময়ে দেবতা।

বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে বলিল, "বাছা! কেন তুমি আমার কাছে থেকেও এত ভয় পাচ্চ? যখন তুমি আমার কাছে আছ, তখন তোমার কা'র সাদ্দি যে কিছু বলে? তোমার কোন ভয় নেই। আজ থেকে তুমি আমার ধর্ম্মমেয়ে। বল্, ঠিক্ ক'রে বল, তোমার বাড়ী কোথা? তোমার কে আছে? তোমার নাম কি? আমা হ'তে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হ'বে না।"

হিরণ্ময়ী দস্যুসর্দ্দার বীরচাঁদের আশ্বস্ত কথাগুলি শুনিয়া ভাবিলেন, "যদি আমি ইহাকে আমার প্রকৃত বিষয় না বলি, তবে এ ব্যক্তি দুঃখিত হইবে, কিন্তু বলিলে পাছে আমি বিপদে পড়ি। পাছে বিপদে পড়ি কেন, সত্য সত্যই বিপদে পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এখনি হয় ত এ ব্যক্তি আমার পিতা মাতার নিকট আমাকে লইয়া যাইবে। আমি কোন মতে ইহার হাত এড়াইতে পারিব না। সুতরাং আমি মনের কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও, বলিতে পারি না।" তিনি মনে মনে এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া নীরব রহিলেন।

বীরচাঁদ উত্তরের আশা করিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু হতাশ হইল। তখন সে আবার বলিল, "হাঁ মা! তুই কি সত্যি সত্যিই আমাকে শত্রু ঠাওরালি?" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, বাছা! এখন তুই ভয় পেয়ে আমার কাছে তোর মনের কথা খুল্লিনে, বুঝ্‌তে পেরেচি। পরে বলিস্, আমি তোকে তোর আপনার লোকের কাছে নিজে গিয়ে রেখে আস্‌ব।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী মনে মনে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছি, তাই। ভাগ্যে মনের কথা খুলিনি। এই লোকটি ডাকাত হইয়াও আজ আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া, আমি ইহাকে এবং ইহার সঙ্গীদিগকে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহা সত্য নয় বোধ হয়। কেন না, ইহারা যদি নিদ্রিতাবস্থায় আমাকে সেই বৃদ্ধার বাটী হইতে ধরিয়া আনিবে, তবে এখন এই লোকটি আমাকে এত স্নেহ করিতেছে কেন?" তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ আবার কি ভাবিলেন। ভাবিয়া আবার মনে মনে বলিলেন, "এখনও আমি তলাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আবার ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।" এই ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, "হাঁ গা! কেন তোমরা আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধার বাড়ী হইতে গোপনে লইয়া আসিলে? তোমাদের মনস্থ কি? আমাকে লইয়া কি করিবে? আমার কাছে ত কিছুই নেই যে, তোমরা লইবে।"

হিরণ্ময়ীর এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ বলিল, "আবার, বাছা! সেই কথা? আমরা ত তোমাকে গোপনে চুরি ক'রে আনিনি। তুমি শঙ্করী নদীর ধারে ভাস্‌ছিলে। তোমার পেটে বিষ ছিল। আমি তা ওষুদ দে বার ক'রে তোমাকে আরাম ক'রেচি। তুমি বিষে বেহুঁস—এমন কি মর মর ছিলে ব'লে আগের ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চ না; তাই আমাদের উপর সন্দেহ ক'চ্চ। ভাল, বল দেখি,—তুমি আপ্‌নি বিষ খেয়েছিলে, না কেউ তোমাকে খাইয়েছিল? যে বুড়ীর কথা বল্‌চ, সে কে? তাঁ'র বাড়ী কোথা?"

হিরণ্ময়ী এই বার মনে মনে কতকটা বুঝিতে পারিলেন যে, বুক্কাই অলঙ্কারের লোভে তাঁ'কে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টায় শঙ্করী নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি এই কথা আভাসে আভাসে বুঝিলেন, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তাহা পারিবারও উপায় নাই। যাহা হউক, এখন দস্যুদিগের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিল না। তবে কি কতকটা রহিল? হাঁ, তা রহিল। কেন না তিনি এখনও সমস্ত ব্যাপার তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "ওগো, সে বুড়ীর বাড়ী বহড়া গ্রামে, তা'র নাম মঙ্গলা। আর আমি কিছুই জানি না।" বীরচাঁদের মনে বহড়া ও মঙ্গলা নাম দুইটি জাগিয়া রহিল। সে উহা কএক বার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল।

বীরচাঁদ আবার বলিল, "বাছা! কিছু খেতে ইচ্ছে হ'চ্চে কি?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না—আমার শরীর এখন অত্যন্ত অসুস্থ, কিছুই খাইব না।"

বীরচাঁদ বলিল, "তাই ত। আর একটা ওষুদের গাছ এখানে দেখ্‌তে পাচ্চি নি, তা' পেলে এখনি তোমার শরীর আরও চাঙ্গা ক'রে দিতুম। যা' হোক, এর পর সেরে যা'বে—আর কোন ভয় নেই।"

এ দিকে ক্রমে ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। দস্যুদের নিকট ছোলা ছিল। উহারা তাহারই কিছু কিছু খাইয়া এক প্রকার পিত্ত রক্ষা করিল।

অনন্তর বীরচাঁদ তিন চারি জন অনুচরকে একটি ডুলী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ জঙ্গল হইতে বাঁশ কাটিয়া মোটামুটী করিয়া একটি ডুলী তৈয়ার করিল।

এ দিকে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে স্তরের পর স্তর বাঁধিয়া অন্ধকার দেখা দিল, কিন্তু তাহার গর্ভস্থ বৃক্ষ লতা প্রভৃতি আর স্পষ্টরূপে দেখা দিল না। কিন্তু এক দিকে অন্ধকার পরাজয় স্বীকার করিল। সে কোন্ দিকে?—উপর দিকে। উপর দিকে কি?—না হীরকবিনিন্দিত শত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র অন্ধকারের স্তরীকৃত আবরণ ভেদ করিয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। নিশাকরের এখনও দেখা নাই। লম্পট পুরুষ যেমন সারারাত্রি বাহিরে বাহিরে থাকিয়া ভোরে পত্নীর নিকট আসিয়া দেখা দেয়, নিশামণিও আজ তেমনি করিয়া রজনীকে দেখা দিবেন।

অনন্তর দস্যুগণ আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিজে প্রস্তুত হইল। হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন দেখিলেন যে, বীরচাঁদ নিশ্চয়ই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, তখন তিনি ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওগো, তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমি যাইব না। আমাকে এইখানে রাখিয়া যাও।"

বীরচাঁদ বলিল, "বাছা! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ। এই অন্ধকার রাত্তিরে তুই এখানে একলা থাক্‌বি? তা'ও কি কখন হয়? এখন এই ডুলিতে শুয়ে আমার সঙ্গে চ, আমার সঙ্গীরা ডুলী বয়ে নিয়ে যা'বে।"

হিরণ।—"কোথা লইয়া যাইবে?"

বীর।—"আমরা যেখানে থাকি, সেইখানে।"

হিরণ।—"কেন?"

বীর।—"কোন ভয় নেই।"

হিরণ।—"তবু বল না কেন?"

বীর।—"আমি তোমাকে আমার আপনার মেয়ের মত ভালবাসি ব'লে।"

হিরণ্ময়ী আর কোন কথা কহিলেন না। নীরবে ডুলীর মধ্যে শয়ন করিলেন। কিন্তু মনে মনে যে কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনন্তর দুই জন দস্যু ডুলী স্কন্ধে করিল এবং বীরচাঁদ ডুলির পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পর সকলে "জয় কালী" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

খনিগর্ভে মণি।

বীরচাঁদ প্রভৃতি দস্যুগণ হিরণ্ময়ীকে লইয়া সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে ক্রমাগত চলিয়া দশ বার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল। অনন্তর তাহারা অজয় নদের দক্ষিণতটে উপনীত হইয়া বরাবর নদের ধারে পশ্চিম দিকে আরও পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে যামিনী, যামিনী-নাথকে দেখিতে পাইয়া অন্তর্ভেদী পরিহাসচ্ছলে কপট হাসি হাসিতে লাগিলেন। যামিনীনাথও সেই পরিহাসে অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় নিষ্প্রভ হইতে লাগিলেন। খুব হইয়াছে—যেমন কর্ম্ম, তেমি ফল!

এমন সময়ে গাছের ডালে কাক ডাকিয়া উঠিল। তখন রজনী ও রজনীপতি চন্দ্রদেব প্রণয়-কলহ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কেন?—কারণ কি? কারণ এমন কিছু নয়, তবে কি না উষা তাঁহাদের কলহে জাগিয়াছেন, এখনি আসিয়া ভৎর্সনা করিবেন, এই কারণেই উভয়ে ঝগড়া করিতে করিতে পশ্চিম দিকে চলিলেন। আবার কাকগুলা কা কা করিয়া উঠিল। সারারাত্রি হিম খাইয়া কাকগুলার গলায় সর্দ্দি বসিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা ভোরের বেলা ভাঙা গলায় ভাঙা স্বরে কা কা করিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া আরও কত রকম পাখী ডাকিতে লাগিল। প্রভাতবায়ু বিহঙ্গকণ্ঠের সেই সুমধুর স্বর-লহরী বহিয়া নিদ্রিত মানব-গণের কর্ণে ঢালিতে লাগিল। তাহাতে কেহ জাগিয়া উঠিল। আবার কেহ পাশ ফিরিয়া ঘুমাইল।

বীরচাঁদ স্বীয় অনুচরগণ ও হিরণ্ময়ীকে লইয়া যে স্থানে উপস্থিত হইল, উহা শ্মশান। নিকটে কোন গ্রাম নাই, কিন্তু বহু দূর ব্যাপিয়া অজয় নদের তটে একটা অরণ্য রহিয়াছে। পক্ষিগণ এই অরণ্যের ভিতর হইতেই ভোর ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছিল, এখনও ডাকিতেছে। সেই শ্মশা-নের অবিদূরে এ দিক ও দিক করিয়া বার চৌদ্দখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ো ঘর। সেই ঘর-গুলির কোন বিলি ব্যবস্থা নাই—সকলগুলিই যেন বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ঠিক অরণ্যের সীমান্তে যে একখানি ঘর দেখা যায়, উহাই অপরাপর-গুলির অপেক্ষা কতকটা সৌষ্ঠবসম্পন্ন। কিন্তু সেই ঘরটি, পরিবার লইয়া থাকিবার মত ঘর নহে, যেন কোন সন্ন্যাসী বা উদাসীনের ঘর বলিয়া বোধ হয়।

বার তেরখানি ঘরের সর্ব্ব-পশ্চাতে যে ঘরখানি, বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বীরচাঁদের আদেশে ভূতলে ডুলী রক্ষিত হইল। হিরণ্ময়ী তন্মধ্য হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া একপার্শ্বে অধো-মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বীরচাঁদ ব্যতীত কএক জন দস্যু সতৃষ্ণ নয়নে হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী অব-গুণ্ঠনবতী।

কিয়ৎক্ষণ পরে বীরচাঁদ আপন গৃহের দাওয়ার উপর হিরণ্ময়ীকে বসাইয়া সমভি-ব্যাহারী দস্যুগণকে লইয়া কতকটা দূরে গেল। হিরণ্ময়ী দাওয়ার উপর একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

এ দিকে বীরচাঁদ নিভৃত স্থলে দস্যুগণকে অনুচ্চস্বরে বলিল, "হ্যা দেখ, তোরা এই মেয়ে-টিকে আন্‌বার কথা কা'রো কাছে বলিস্ নি। এমন কি, গুরুঠাকুরও যেন এ ব্যাপার না জান্‌তে পারে।"

এই কথা শুনিয়া এক জন দস্যু বলিল, "তুমি যে এ কথা সকলকে জানা'তে বারণ কচ্চ, এর কারণ কি, সর্দ্দার?"

বীর।—"হাজার হোক তোদের বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি সুদ্ধিও কম। একটা কথার দশটা মানে বুঝ্‌তে এখনও তোদের ঢের দেরি আছে।"

সেই দস্যু আবার বলিল, "আছে বলেই ত জিগ্‌গেস্ কচ্চি গো।" এ কথা এরূপ ভাবে বলা হইল যে, তাহাতে কোন পরিহাসের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। বুদ্ধিমান বীরচাঁদ তাহা ভাবে বুঝিয়া লইল, কিন্তু সময় মত ঠিক উত্তর না দিয়া মনের কথা মনে চাপিয়া

রাখিল। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ভদ্দর-ঘরের মেয়েকে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হয় রে, বুঝ্‌লি? বিশেষতঃ এ মেয়েটি বিদেশী, বিপদ-গেরস্ত, আবার এর সঙ্গে আপনার কোন লোক নেই।"

বীরচাঁদের কথা শুনিয়া সে এবং অপর এক জন দস্যু বলিল, "যা বল্‌চ, সর্দ্দার! তা ঠিক্। [illegible] তোমার এ কথা মঞ্জুর করি। আচ্ছা, [illegible] কথা কারো কাছেই পের্‌কাশ [illegible]

[illegible] সকলে মা কালীর দিব্যি ক'রে [illegible]

[illegible]স্যুগণ।—"মা কালীর দিব্যি।"

বীরচাঁদ তাহাদের এই দিব্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর দস্যুগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এ দিকে সূর্য্যদেবও উদয়গিরির চূড়ায় দেখা দিলেন।

আবার বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী বীরচাঁদের দাওয়ার উপর একাকিনী বসিয়া অগাধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আছেন। প্রতি নিমেষে তাঁহার অন্তঃকরণে নানারূপ চিন্তা, আশঙ্কা, সন্দেহ, কষ্ট প্রভৃতি সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় অস্থির করিয়া তুলিতেছে। বলা বাহুল্য যে, তিনি এইরূপ অসহনীয় অবস্থায় থাকিয়া, সে সময়ে রোদন করিতেছিলেন।

বীরচাঁদ নিকটে গিয়া, হিরণ্ময়ীর দুঃখে দুঃখিত হইল। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? তোমার কোন ভয় নেই। যত ক্ষণ বীরচাঁদ বেঁচে আছে, তত ক্ষণ তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে আছ, এম্নি মনে কর। তুমি আমাকে তোমার শত্রু ব'লে আকুল হ'য়ো না। একটু স্থির হও, কিছু খাও, তার পর আমি তোমাকে অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করব, তুমিও তা'র ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিও।" বীরচাঁদ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গিয়া, কতকগুলি চিঁড়া মুড়কী ও কতকটা দুগ্ধ আনিল। সে হিরণ্ময়ীকে উহা খাইতে অত্যন্ত অনুরোধ করিল। হিরণ্ময়ীও তাহার উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, উক্ত তিন দ্রব্য একত্র মিশাইয়া, কিঞ্চিৎ খাইলেন। অনন্তর বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে আপনার গৃহের মধ্যে গোপনে রাখিল। যে কয় জন জানে, তদ্ব্যতীত আর কেহ যাহাতে না জানিতে পারে, সে সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিল। বলিল, "দেখ, মা! তুমি ঘরের বাইরে যেও না।"

হিরণ্ময়ী তাহাই স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বীরচাঁদ কার্য্য সারিয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল। যেখানে অধীনস্থ দস্যুগণ অবস্থান করিতেছিল, সে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে পাইয়া সকলে মিলিয়া সেই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের যথাযথ অংশ করিয়া লইল। অংশ করা শেষ হইলে পর, বীরচাঁদ তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, আবার এক বার বলিয়া আসিল, "দেখিস রে, তোদের পেট যেন মেয়েমানুষের পেট হয় না। খুব সাবধান!—খুব সাবধান! মেয়েটির কথা কারু কাছে বলিস্‌নি।"

তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, "সে কি কথা, সর্দ্দার! তুমি বার বার যে বিষয় আমাদের চেপে রাখ্‌তে বল্‌চ, আমরা কি সে কথা কখন পের্‌কাশ কর্‌তে পারি? তোমার কোন চিন্তে নেই।"

অন্যান্য সকলে এ কথায় সায় দিল।

অনন্তর বীরচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল। ও দিকে দুই জন দস্যু বীরচাঁদ ও হিরণ্ময়ী সম্বন্ধে গোপনে কি বলা কওয়া করিতে লাগিল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

এ দিকে হিরণ্ময়ী বীরচাঁদের গৃহমধ্যে একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এক এক বার অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বলিতেছিলেন, "হায়, আমি কি হতভাগিনী! আমার মত স্ত্রীলোক যেন এ পৃথিবীতে আর কখন না জন্মে। আমার আশা ভরসা সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইল, কিন্তু হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণানল কোন মতে নিবিল না! কেনই বা নিবিবে? ছাইচাপা আগুন কখন কি নিবে? আমার এ মনের আগুন, সেই ছাইচাপা থাকিয়া ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। উঃ, আর যে সহিতে পারি না। বৃদ্ধা আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল, বেস্ করিয়াছিল, কিন্তু এ হতভাগিনী তা'তেও মরিল না কেন? মৃত্যুও কি আমাকে মহাপাপিনী বলিয়া উদ্গার করিয়া ফেলিয়া দিল? হায় হায়! এখনও আমার কপালে যে কত কষ্টই আছে, তা' জগদীশ্বরই জানেন। কিন্তু, আমি যে

আর জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না! আমার মৃত্যু বই যে আর গতি মুক্তি নাই! আমি কি মরিতে পারিব না? আমাকে কি চিরকাল এই যন্ত্রণানলে পুড়িতে হইবে?—না, তা হইবে না। আজই রাত্রিকালে আমি এ পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিব। আসিবার সময় আমি এই স্থানের অতি নিকটেই এক নদী দেখিয়াছি, আজ রজনীতে সেই নদীই আমার চিরবিশ্রামের স্থল হইবে। আমি পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতে মরিতে পারিলাম না। শঙ্করী নদীতে মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিলাম, কিন্তু এ বার নিশ্চয়ই এই নদীতে ঝাঁপ দিব। এখন দিনের বেলা; চারি দিকে লোকজন, কাজেই আমাকে চুপ্ করিয়া এই ঘরের ভিতর থাকিতে হইল। কিন্তু আজ রাত্রিকালে এই চিরযন্ত্রণাময়ী হিরণ্ময়ী সকল জ্বালা জুড়াইবেই জুড়াইবে।” এই বলিয়া তিনি উদাসিনীর ন্যায় কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে শ্মশানের কথা বলা হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদে তাহার বিষয় আরও কিছু বিশদরূপে বলা উচিত হইতেছে।

অজয় নদের দক্ষিণ তটে সেই ভীষণ শ্মশান অবস্থিত। তাহার সেই অগাধগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন্ত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, মৃত ব্যক্তি পর্য্যন্তও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে দূরব্যাপিনী বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। তদুপরি প্রভাতসূর্য্যের ঈষদুষ্ণকিরণ-লহরী গড়াইয়া পড়িতেছে। ও দিকে আবার অজয়ের চিরচলন্ত স্রোতঃ শ্মশানভূমির অন্ত্য রেখা ধৌত করিয়া আপন মনে গড়াইয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি মানবজগতের মর্ম্মতল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে, সেও আজ প্রভাতে এই শ্মশান দেখিয়া উদাসচিত্তে অনন্ত চিন্তাসাগরের অনন্ত স্রোতে পড়িয়া গড়াইয়া যাইতেছে। বিশ্ব-নাট্যশালার যবনিকাস্বরূপ এই শ্মশান। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার দিবস হইতে নানারূপ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ অভিনয় করিতে থাকে, কিন্তু এই স্থানে তাহার রঙ্গভৌমিক রঙ্গলীলা পরিসমাপ্ত হইয়া যবনিকা পতন হয়। এই যবনিকার বহির্ভাগে যে, কি আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে যে যাহা বলে, তাহা তাহার কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই শ্মশানের যেখানে সেখানে চিতা, অঙ্গার, দগ্ধকাষ্ঠ, ছিন্ন কন্থা ও ছিন্ন বস্ত্র, ভগ্ন শঙ্খভূষণ, লৌহভূষণ, ভগ্ন খট্টা, কঙ্কাল, খর্পর, ভগ্নাস্থি প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া আছে। এই সকল পদার্থ অন্য স্থানে, এখানে একটি আবার সহস্র হস্ত দূরে একটি করিয়া পড়িয়া থাকিলে, হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক হইত, কিন্তু এখানে সে ভাবের তেমন কিছু উপলব্ধি হয় না। যেখানে যে বস্তু থাকিলে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে, এই শ্মশানেই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্মশানের মৃত্তিকা তোমার আমার শরীর, বায়ু তোমার আমার নিঃশ্বাস এবং ভাব তোমার আমার জীবন। আমাদের যাহা কিছু, তৎসমস্তই এই শ্মশানের। শ্মশান ভিন্ন আমাদের এবং আমরা ভিন্ন শ্মশানের কিছুই নাই। তুমি যত পুণ্য সঞ্চয় কর না কেন, কিন্তু এই স্থানে তোমাকে আসিতেই হইবে। আমি যত পাপ করি না কেন, কিন্তু আমাকেও এই স্থানে উপস্থিত হইতেই হইবে। তুমি আস্তিক আর আমি নাস্তিক, কিন্তু আমাদের উভয়কেই এই স্থির গম্ভীর শ্মশানের আশ্রয় লইতেই হইবে। শ্মশান ব্যতীত আমাদের কিছুই নাই। সাহসীর সাহস, ভয়ার্ত্তের ভয়, বীরের বীরত্ব, কাপুরুষের কাপুরুষত্ব, বলীর বল, দুর্ব্বলের দৌর্ব্বল্য, প্রেমিকের প্রেম, সুখীর সুখ, দুঃখীর দুঃখ, সুস্থের স্বাস্থ্য, পীড়িতের পীড়া, সমস্তই স্ব স্ব অধিকারীর সহিত এই প্রেতভূমিতে একত্রীভূত হয়। অহো, কি অপূর্ব্ব রঙ্গভূমি!—কি ভীষণ স্থান!—কি মহাশিক্ষার মহাচিত্র!

তুমি রাজা, আমি প্রজা, সুতরাং এখন তোমাতে আমাতে ভিন্ন ভাব রহিয়াছে, কিন্তু কিছু দিন পরে এই শ্মশানে আর তাহা থাকিবে না। এখানে তুমিও যে—আমিও সে। এখানে বৈষম্যের প্রবেশাধিকার নিষেধ। কেবল সাম্যেরই একাধিপত্য। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনোরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৈষম্য যতই কেন তেজঃ প্রকাশ করুক্ না,

কিন্তু এই মহাস্থানের অবারিত তোরণসীমায় কোনরূপ বৈষম্যের গর্ব্ব খাটিবে না। যেরূপ ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের পরাজয়, সেইরূপ এখানে সাম্যের নিকট বৈষম্যের সর্ব্বস্বান্ত হইবেই হইবে। এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের মধ্যে সকলেই যে এক সমান, তাহার প্রমাণস্থল এই মহাশ্মশান! যদি তুমি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে এক বার এই শ্মশানবক্ষে নিমীলিত নেত্রে চাহিয়া ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে এখনি জানিতে পারিবে, কে যেন অলক্ষিতভাবে আসিয়া তোমার কর্ণে জলদগম্ভীর স্বরে বলিবে—"জগতের সমস্তই এক, সুতরাং আমরা সকলে ভাই! তখন তুমি আমাকে তোমার এক জন বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিবে।

এই অজয়নদতীরস্থিত শ্মশানে ভৈরবানন্দ নামে এক জন কাপালিক বাস করিতেন।

উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবানন্দ কাপালিক।

ভৈরবানন্দ কাপালিক জ্ঞানানন্দ কাপালিকের শিষ্য। জ্ঞানানন্দ কাপালিক বহুকাল হইতে এই শ্মশানে যোগ-সাধন করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এমন কি, তিনি তন্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থানুসারে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে এবং অনেকের অত্যুৎকট রোগ বিনাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার এতাদৃশী ক্ষমতা দর্শনে অত্রস্থ সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা ও ভক্তি করিত। তিনি এক শত এগার বৎসর পৃথিবীর ও আপনার হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া আপন ইচ্ছায় অজয় নদের গর্ভে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভৈরবানন্দ কাপালিক, জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানানন্দ আরও কএক বৎসর জীবিত থাকিলে ভৈরবানন্দের জ্ঞানশিক্ষার সবিশেষ উপায় হইত, কিন্তু দুই তিন বৎসরে তেমন কিছুই হয় নাই—অতি অল্প স্বল্পই হইয়াছিল। তথাপি লোকে ইহাঁকে এক জন দেবসদৃশ তান্ত্রিকের শিষ্য বলিয়া ভক্তি করিতে ত্রুটি করিত না। এই শ্মশান ভৈরবানন্দের যোগপীঠ এবং পূর্ব্বে যে মঠসদৃশ গৃহটির কথা বলিয়াছি, উহা ইহাঁর বিশ্রাম-স্থান।

এক্ষণে প্রাতঃকাল। ভৈরবানন্দ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। ইনি এক জন বলিষ্ঠ যুবা। বয়ঃক্রম আজিও ত্রিংশবর্ষ স্পর্শ করে নাই। ইনি কখন রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, কখন গৈরিক-রঞ্জিত সূত্রবাস পরিধান করিয়া থাকেন। অদ্য পট্টবসন পরিধান করিয়াছেন। কপালে সিন্দূরের তিনটি রেখা; গলদেশে, বাহুমূলে ও মণিবন্ধে সুন্দর রুদ্রাক্ষের মালা; মস্তকে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ; চক্ষুযুগল রক্তবর্ণ; মুখমণ্ডলে নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব শ্মশ্রুভার এবং গোঁফ। স্কন্ধদেশে যজ্ঞসূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে।

ভৈরবানন্দ শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। ঘৃত, চন্দন, পুষ্প, জল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি শক্তিপূজার উপকরণগুলি সম্মুখভাগে রক্ষা করিলেন। অনন্তর যোগসাধনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদের দলভুক্ত দুই জন দস্যু তাঁহার নিকট আসিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল। ভৈরবানন্দ তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া, আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সেই দস্যুদ্বয় উপবেশন করিয়া, তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিল, "দেখুন, ঠাকুর মশাই! একটি কথা বল্‌ব, কিন্তু ভয়ে বল্‌তে পাচ্চিনি।"

ভৈরবানন্দ বলিলেন, "কাহার ভয়?"

প্রথম দস্যু বলিল, "সদ্দারের।"

ভৈরবানন্দ।—"বীরচাঁদের?"

উভয়ে।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"কোন ভয় নেই, তোরা বল্। আমাকে কোন কথা বলিলে বীরচাঁদ রাগ করিবে না। সে আমাকে বড় ভক্তি করে।"

প্রথম দস্যু কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তা জানি; তবে কি না সে বড় রাগী, পাছে কি ক'ত্তে কি করে। তা যা হোক, আপনকার ভালর কথা বল্‌লে যদিও আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে—ঘটুক।" সে এই কথা বলিয়া, তাহার সঙ্গীর কর্ণমূলে ফুস্ ফুস্ করিয়া কএকটি, কি কথা বলিল।

তখন প্রথম দস্যু চারি দিকে দুই তিন বার তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপুনি বলেছিলে যে, কি এক রকম যাগ

কর্‌বার তরে একটি খুব সুন্দরী যুবতী মেয়ে লোক চাই। তা' আমরা এত দিন ধ'রে খুঁজে খুঁজে আজ পেয়েচি।"

এই কথা শুনিয়া কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সে যুবতীটিকে কোথা পেলি? এখন সে কোথায় আছে?"

দ্বিতীয় দস্যু।—"শঙ্করী নদীতে তাকে পেয়েচি। সে বিষে জর জর মর মর হ'য়ে ভাস্‌ছিল। এখন্ বেস্ সেরে উঠেচে। এখন্ সে সদ্দারের ঘরে আছে। সদ্দার তাকে গোপনে রেখেচে আর আপনকারকে তার কথা বল্‌তে আমাদের বারণ ক'রেছে।"

ভৈ।—"বীরচাঁদ তাহাকে কেন গোপনে রাখিয়াছে?"

দ্বিতীয় দস্যু।—"সে নিজে গিয়ে তাকে তা'র বাপের না মামার বাড়ী রেখে আস্‌বে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, তা যেন হইল, কিন্তু সে আমাকে এ কথা বলিতে কেন বারণ করিয়াছে?" এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় ভৈরবানন্দের মুখমণ্ডলে ঈষৎ ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

প্রথম দস্যু।—"তবু আপুনি বল কি না সদ্দার আপনকারকে ভক্তি করে। বল্‌তে কি, সদ্দার তেমন লোক নয়, ঠাকুর মশাই!"

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। এই দুই জন দস্যুর মুখে এই কথা শুনিবার পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এখন্ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণে দুইটি কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল।—তন্মধ্যে একটি ক্রোধ—বীরচাঁদের উপর এবং অপরটি লোভ—যুবতীলাভের।

ভৈরবানন্দের চিত্ত ক্রোধ এবং লোভে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, তখন তাঁহাকে প্রকৃত ভৈরবানন্দ বলিয়া বোধ হইল। অনন্তর তিনি কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "হাঁ দেখ্, তোরা এক কাজ কর্। সেই যুবতীকে আমার নিকট লইয়া আয়।"

এই কথা শুনিয়া দস্যুদ্বয় কিঞ্চিৎ ভীত হইল। বলিল, "সদ্দার থাক্‌তে, কেমন ক'রে তাকে এখানে আন্‌বো?—সদ্দার জান্‌তে পার্‌লে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটবে।"

তখন ভৈরবানন্দ কি এক মৎলব ঠাওরাইয়া বলিলেন, "হাঁ দেখ্, তোরা অবিলম্বে বীরচাঁদকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। আমি তাহাকে কৌশল করিয়া অনেক দূরে পাঠাইয়া দিতেছি। তাহার আজ আর ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তোরা এই সুযোগে তাহার গৃহ হইতে সেই যুবতীকে আমার নিকট অনায়াসে আনিতে পারিবি। অথচ কোন গোলযোগ ঘটিবে না।"

দস্যুদ্বয় এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উভয়ে বীরচাঁদের নিকট প্রস্থান করিল। এই দুই জন দস্যু সেই নিধে আর কেনা। হিরণ্ময়ীর উপর ইহাদের মন্দ অভিপ্রায় ছিল, কেবল বীরচাঁদের ভয়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই বলিয়াই তাহার উপর এত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা। এক্ষণে ইহারা বীরচাঁদকে অপদস্থ ও জব্দ করিবার অভিপ্রায়েই অন্য উপায় না দেখিয়া ভৈরবানন্দের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ঢলিয়া পড়িবার বিশেষ কারণ এই যে, ভৈরবানন্দ কাপালিক বীরচাঁদ প্রভৃতি দস্যুদিগের গুরু। তাহারা ভৈরবানন্দের গুরু জ্ঞানানন্দের স্থাপিত কালীদেবীর উপাসক। তাহারা যখন কোথাও ডাকাইতি করিতে যাইত, তখন সেই কালীর পূজা করিয়া ভৈরবানন্দের আজ্ঞা লইয়া শুভ যাত্রা করিত। ভৈরবানন্দ কালীঠাকুরাণীর প্রসাদে দস্যুদিগের নিকট হইতে পূজা, দক্ষিণা ও দর্শনীর হিসাবে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই সকল অর্থ তাঁহার কালীবাড়ীর ভূগর্ভে কলসপূর্ণ হইয়া প্রোথিত ছিল।

দস্যুদ্বয় চলিয়া গেলে, ভৈরবানন্দ মনে মনে এই কথাগুলি বলিলেন, "এত দিন পরে আমার যোগসাধনের প্রকৃত পথ পরিষ্কৃত হইল। তন্ত্রে লিখিত আছে, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীকে সম্মুখে বসাইয়া, কামবৃত্তিকে বশীভূত করত লক্ষ জপ করিতে পারিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। তখন অনায়াসে অলৌকিক কার্য্য সাধন ও উৎকট রোগসমূহের প্রতীকার করা যাইতে পারে। এক্ষণে আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিব। বীরচাঁদ আমার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া সেই যুবতীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে নির্ব্বোধ, তাই এরূপ করিয়াছে। যা'ই হউক, তাহার নিকট চাহিলে, সে যুবতীকে ছাড়িবে না বোধ হয়। সুতরাং কৌশল করিয়া তাহার

গৃহ হইতে যুবতীকে আনিতে হইল।" তিনি এইরূপ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদের সহিত পুনর্ব্বার নিধে ও কেনা তথায় উপস্থিত হইল। বীরচাঁদ আসিয়াই ভৈরবানন্দকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন ভৈরবানন্দ বলিলেন, "হাঁ দেখ, বীরচাঁদ! তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।"

বীর।—"আজ্ঞে করুন।"

ভৈ।—"তুমি এখন স্নানাহার করিয়া অবিলম্বে মাহেশ্বরীপুর গমন কর।"

বীর।—"কি দরকার, প্রভু!"

ভৈ।—"আমি কাল শেষ-রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, কে যেন আমাকে বলিল, 'ভৈরবানন্দ! তুমি কল্য প্রাতে তোমার প্রধান সেবক বীরচাঁদকে মাহেশ্বরীপুরের মাহেশ্বরী দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার স্নানজল ও সিন্দুর আনাইয়া পান ও কপালে ধারণ কর। তাহা হইলে তোমার অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।'"

বীরচাঁদ এই কথাগুলি স্থির হইয়া শুনিল। শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "প্রভু! আর কা'কেও পাঠা'লে কি হ'বে না?"

ভৈরবানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে, পাগল! তোকেই যেতে ব'লেছে যে।"

বীরচাঁদ মনে মনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। গভীর চিন্তা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে মনে মনে ভাবিল, "তাই ত, কি করি, মেয়েটিকে তাদের বাড়ীতে রেখে আস্‌বার আগে কি করেই যাই? আবার না গেলেও গুরুদেব রাগ করবেন। বিশেষতঃ স্বপ্নের কথা কেমন করেই বা লঙ্ঘন করি? মাহেশ্বরী-পুর এখান থেকে অনেক দূর! এখন গেলে আজ আর ফিরতে পারব না—সেই কাল সকালবেলা। যাই হোক, মেয়েটিকে খুব গোপনে সাবধান ক'রে রেখে যাই। মা কালীই তা'কে রক্ষা করবেন।" বীরচাঁদ এইরূপ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে আমি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর নেয়ে খেয়ে নিই গিয়ে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, যাও। বিলম্ব করিও না।"

বীরচাঁদ ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

বীরচাঁদ প্রস্থান করিলে পর, নিধে আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়া ভৈরবানন্দকে বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপনকার ধন্যি বুদ্ধি যা হোক্।"

কেনা এই কথায় সায় দিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ বলিলেন, "হাঁ দেখ্; তোরা সন্ধ্যার অল্প ক্ষণ পরেই সেই যুবতীকে আমার নিকট আন্‌বি। অন্য লোক জন যেন জান্‌তে না পারে।"

নিধে তৎক্ষণাৎ বলিল, "আজ্ঞে, তা আবার বল্‌তে? খুব সাবধানে না আন্‌লে কেউ যদি দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে সদ্দার জান্‌তে পার্‌বে। সে জান্‌তে পার্‌লেই আমাদের বিপদ।"

ভৈ।—"আচ্ছা, কিরূপ গোপনে তাহাকে আনিবি?"

এবার কেনা উত্তর দিল, "ঠাকুর মশাই! আমি এক ফিকির জানি। সেই ফিকির খাটিয়ে আমি তাকে আন্‌ব। এমন্ কি—সেও চিন্‌তে পার্‌বে না।"

ভৈ।—"ভাল ভাল, দেখিস্, খুব সাবধান।"

কেনা।—"তবে এখন্ আমরা খাই দাই গে, আর এ বিষয়ের সন্ধান রাখিগে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, যা।"

দস্যুদ্বয় ভৈরবানন্দ কাপালিককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ যোগ করিতে বসিলেন। কিন্তু আজিকার যোগে তাঁহার সুযোগ কি দুর্যোগ ঘটিল, তাহা বলিতে পারি না। ভৈরবানন্দের চিত্ত আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, চঞ্চল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। ওদিকে বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে এক প্রকার বুঝাইয়া, সাবধানে থাকিতে বলিয়া প্রস্থান করিল। আর এ দিকে ভৈরবানন্দ যোগসমাপনান্তে যোগপীঠ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। আকাশে তারা হাসিল, অজয় নদের জলে প্রতিবিম্ব ভাসিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

এ দিকে হিরণ্ময়ী একাকিনী বীরচাঁদের গৃহে বসিয়া আছেন। নানারূপ আশঙ্কায় তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছে—মর্ম্মের পরতে পরতে যন্ত্রণা ভীষণরূপে নৃত্য করিতেছে। এতাদৃশ ভীষণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ভাবিয়াছিলেন, রাত্রিকালে অজয়ের জলে ঝাঁপ দিবেন। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। তিনি মনে মনে নানারূপ চিন্তা ও কল্পনা করিয়া গৃহ হইতে যেমন বহির্গত হইয়া কএক পদ অগ্রসর হইলেন, অমনি পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহসা দুই জন লোক বস্ত্র দিয়া তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া. মুখ চাপিয়া ধরিল। তিনি ভয়ে চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—চীৎকার শব্দ বাহির হইল না। চক্ষু আবদ্ধ হওয়াতে ধৃতকারী ব্যক্তিদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন না। কেবল ঘোরতর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন।

সেই দুই জন লোক তাঁহাকে কোলপাঁজা করিয়া অজয় নদের একটি নির্জ্জন দেশে লইয়া যাইতে লাগিল। এরূপ করিয়া লইয়া যাওয়াতে তাহাদের মনে যে, কোন দুরভিসন্ধি ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল। কিন্তু হিরণ্ময়ী সৌভাগ্যক্রমে সে দুরাত্মাদের দুরভিসন্ধির হাত এড়াইলেন। সহসা সেখানে অপর এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, তোরা ইহাকে লইয়া এ দিকে যাইতেছিস্ কেন? আমার কাছে না লইয়া যাইয়া এ দিকে লইয়া যাইবার কারণ কি?"

তাহার এই কথা শুনিয়া, সেই দুই জন ব্যক্তির মধ্য হইতে এক জন কৌশল খাটাইয়া বলিল, "আড়ালে আড়ালে না নিয়ে গেলে, যদি কেউ দেক্‌তে পায়, তবেই ত মুস্কিল, তাই এ দিক্ দিয়েই আপনকার কাছে একে নিয়ে যাচ্ছিলেম।"

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাই বিশ্বাস করিল।

অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে লইয়া অতি শীঘ্র তথা হইতে চলিয়া গেল। অপর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

এই নির্ম্মম ব্যক্তিদের হস্তে পড়িয়া হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে যে কিরূপ ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল, তাহা খুলিয়া বলিতে পারে, এমন লোক এই পৃথিবীতে নাই। হা, হতভাগিনি হিরণ্ময়ি! তোর কপালে এতও ছিল! হায়, কি অশুভ ক্ষণেই তুই বাড়ী ছাড়িয়াছিলি! জগদীশ্বর! বিপন্না হিরণকে রক্ষা কর। তুমি বই এখন ইহার আর কেহই নাই।"

কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, "হ্যা দেখ্ নিধে! হ্যা দেখ্ কেনা! তোরা একে নিয়ে আমার সঙ্গে বরাবর কালীবাড়ী চল্।"

এই আগন্তুক ব্যক্তিই ভৈরবানন্দ কাপালিক। উভয়ে বলিল, "যে আজ্ঞে।" কিন্তু মনে মনে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর মশাই! তুমি হঠাৎ এখানে এসে আমাদেরকে আশায় বঞ্চিত ক'রে ফেল্লে। যা হোক, যা'র কপালে যা আছে, সে তা ভোগ করবেই করবে।"

অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে লইয়া কিয়দ্দূর গমন করত একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই অরণ্য অজয় নদের তীরে বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত। তিন জনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দূর গমন করত এক স্থানে দাঁড়াইল। সেই স্থানের চারি দিকেই ঝোপ। ভৈরবানন্দ আপন কটিদেশ হইতে দশটি চাবি বাহির করিয়া বামহস্তে রক্ষা করিলেন। দক্ষিণ হস্তে তথাকার ভূমি হইতে কতকগুলা ডাল পালা ঘাস পাতা সরাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেই দশটা চাবিতে দশটা বড় বড় তালা খুলিলেন। খুলিয়া একটা চতুষ্কোণাকার কপাটপট্ট তুলিয়া ফেলিলেন। উহা তুলিবামাত্র তন্মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যভাগ সাধারণতঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এক্ষণে আবার রাত্রিকাল বশতঃ উহা আরও গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

ভৈরবানন্দ সর্ব্বপ্রথমে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দীপ জ্বালিলেন। তাহার পর সেই আলোক ধরিয়া দুরাত্মা নিধে এবং কেনা হিরণ্ময়ীকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উপরের কপাট পড়িল।

সেই সুড়ঙ্গের সর্ব্বশেষের দিকে কালীদেবীর গৃহ। সেই গৃহের মধ্যে একটি বৃহৎ পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তিকে 'দস্যুকালী' বা 'ডাকাতে কালী' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। মূর্ত্তিটি দেখিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। আবক্ষলম্বিত সুদীর্ঘ করাল রসনা। উহা ছাগ, মেষ, মহিষ, এমন কি নররক্তেও মধ্যে মধ্যে রঞ্জিত হইয়া থাকে।

রসনার উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ বিকট দশনশ্রেণী। বড় বড় গোলাকার চক্ষুযুগল যেন ঘূরিতেছে। আবার ললাট-চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুদীর্ঘ নাসিকা। আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি দেহ-বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে। মূর্ত্তিটি নগ্ন—কেবল কটিতটে প্রকৃত অস্থিমালা, একটির পর একটি করিয়া গায়ে গায়ে ঝুলিতেছে। কণ্ঠদেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত প্রকৃত নরমুণ্ডমালা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিচতুর্ভুজবিশিষ্টা। ঊর্দ্ধ দ্বিভুজে দুইখানি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ এবং নিম্ন দ্বিভুজে দুইটী বড় বড় প্রকৃত নরমুণ্ড। কটিতটবেষ্টিত নরহস্তশ্রেণীতে এবং বক্ষোলম্বিত ও করধৃত নরমুণ্ডগুলিতে এক্ষণে আর মাংস, বসা, চর্ম্ম নাই—কেবল কঙ্কালসার হইয়া আছে। কালীর পদতলে ভূতনাথ ভৈরবের শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। তাহাতে অস্থিভূষণসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। সেই উভয় মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দর্শনে দর্শকের মনে সাক্ষাৎ বিশ্বসংহারীর সহিত বিশ্বসংহারিণীর ছায়া জাগিয়া উঠে।

কালীর গৃহের দুই পার্শ্বে আরও চারিখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। কালীর সম্মুখে একটি বৃহৎ যূপকাষ্ঠ (হাঁড়িকাট) প্রোথিত আছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে শোণিতরেখাবলী অঙ্কিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই হাড়িকাটে অনেক মেষ, মহিষ, ছাগ ও মনুষ্য নিহত হইয়াছে। কালীর গৃহের মধ্যে সুরা-গন্ধের সহিত রক্তচন্দনরঞ্জিত রক্তজবার সুগন্ধ মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভরিয়া আছে। কালীর সম্মুখে একটি পিত্তলনির্ম্মিত ঘট। উহার উপরিভাগে আম্রশাখার উপর একটি নারিকেল স্থাপিত আছে। এতদ্ব্যতীত দস্যু-প্রথানুযায়ী শক্তিপূজার অন্যান্য উপকরণসমূহ এক দিকে সংরক্ষিত আছে।

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীকে লইয়া একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন দস্যুও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তথায় হিরণ্ময়ীর নয়নবন্ধনী উন্মোচিত হইল। তিনি প্রথম দৃষ্টিপাতে সেই তিন জনকে দেখিয়া ভয়ে ও লজ্জায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ভৈরবানন্দ "ভয় নেই—ভয় নেই" বলিয়া অনবরত আশ্বাস দিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী যে, নিধে ও কেনাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাহা সেন ঠিক করিতে করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন না—ঘোর ধাঁধা লাগিয়া গেল। তাঁহার চক্ষে ভৈরবানন্দ কাপালিক যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ বোধ হইল।

হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে এত দূর ভীত ও বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহার আত্মাপুরুষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে দর দর ধারে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল—ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল—প্রাণ যেন আন্ চান্ করিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি ভূমিতলে পড়িবামাত্রই এক জন দস্যু অন্য গৃহ হইতে জল আনিল। অপর জন বাতাস করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দও আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল ধরিয়া মুখে জল প্রয়োগ করিতে করিতে হিরণ্ময়ীর চেতনা হইল। তিনি অত্যন্ত ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। হিরণ্ময়ীর কর্ণে কাহারই সান্ত্বনাবাক্য স্থান পাইল না। তখন ভৈরবানন্দ মনে মনে ঠিক করিলেন যে, "এক্ষণে ইহার সহিত কোন কথা কওয়ায় ফল নাই। এক্ষণে এই যুবতী নিতান্ত ভীত হইয়াছে। কল্য আবার আসিয়া ইহাকে বুঝাইব। যাই হউক, এই রমণী হইতেই আমার বিশেষরূপে যোগসাধন হইবেক।" এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গিদ্বয়কে কানে কানে বলিলেন, "এখন্ আমরা এখান থেকে যাই চল। কেন না, এই যুবতী আমাদিগকে দেখিয়া যার-পর-নাই ভয় পাইতেছে। আমি আবার কাল আসিয়া ইহাকে বুঝাইব।"

তাহারা ভৈরবানন্দের কথায় সায় দিল। অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে ত্যাগ করিয়া কালীর হস্ত হইতে কৃপাণ এবং গৃহস্থিত অন্যান্য অস্ত্রগুলি লইয়া, সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইল। পাছে হিরণ্ময়ী আত্মঘাতিনী হন, এই জন্য তাহারা তথায় কোন অস্ত্র রাখিল না। বিশেষতঃ যে গৃহে হিরণ্ময়ীকে রাখা হইয়াছিল, সে গৃহের মধ্যে কিছু খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত, অপর কোন দ্রব্যই রাখা হইল না। বাহির হইতে হিরণ্ময়ীর গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কালীর গৃহের আলোক হিরণ্ময়ীর গৃহকপাট দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এ দিকে ভৈরবানন্দ প্রভৃতি তিন ব্যক্তি সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় তাহারা আস্তে আস্তে পরস্পরে কত কি কথা কহিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ কাপালিক মনে মনে একবার বলিলেন, "এই সুন্দরী কি অপ্সরা? এ কি আমার হইবে?"

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

মনের ভাব।

নিধে এবং কেনা কি বলা কওয়া করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। ভৈরবানন্দ আপনার মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ তাঁহার অন্তঃকরণে অন্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক এক বার ভাবিতে লাগিলেন, "যাই—আর এক বার সেই সুন্দরীকে দেখিয়া আসি। এখন আর নিধে কেনা নাই, আমি একাকী গিয়া সেই অপূর্ব্ব রূপসীর মনোহর রূপ দর্শন করি। আমি তাহাকে দেখিবার পুর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, কামবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া যোগসাধন করিব, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আজিও বিবাহ করি নাই। মনে করিয়াছিলাম আজীবন কৌমারাবস্থায় থাকিয়া যোগসাধন করিব। কিন্তু আজ আমার সে কল্পনা কার্য্যকরী হইল না দেখিতেছি। সেই সুন্দরীকে দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ তাহার প্রেমলাভের জন্য সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমার একে আর হইল। হাজার কেন চেষ্টা কর না, কিন্তু এক এক সময়ে মন কোন কথাই মানে না, সে আপনার ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকে। আজ আমার মনও তাহাই। আমার যে এরূপ ভাবান্তর হইবে, তাহা কখন স্বপ্নেও দেখি নাই। যা'ই হউক, আমার যা হয় হইবে, কিন্তু আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমি নিধের মুখে শুনিয়াছি, সেই যুবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা, তা ভালই হইয়াছে, আমার তাহাকে বিবাহ করিবার কোন অসুবিধা নাই। আমি তাহাকে বিবাহ করিব। পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি যে পথের পথিক, তাহাতে বিবাহ করিলে যোগসাধনের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু এখন আমার সে বিশ্বাস আর দাঁড়াইবার স্থান পাইল না। এখন বুঝিয়াছি, বিবাহ না করিয়া যোগসাধন হয় না। সুতরাং আমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য। সেই যুবতীকে বিবাহ করিয়া, আমার আশাকে চরিতার্থ করিব। কপালে যা' থাকে, তাহাই হইবে।"

ভৈরবানন্দ এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মঠ ছাড়িয়া পুনর্ব্বার একাকী কালীবাড়ী গেলেন না। নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি একটি বারও নিদ্রার দেখা পাইলেন না।

অনন্তর তিনি যথাবিধি স্নানাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ শ্মশানে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে আর সে ভাব নাই এখন নূতন ভাব—যুবতী-লাভের ভাব। তি অন্তরে বাহিরে কেবল সেই সুড়ঙ্গস্থিতা যুবতীকে দেখিতে লাগিলেন। মন আর কিছুতেই অন্য দিকে ফিরিল না। সুতরাং যোগদ্রব্যসংগ্রহের কতকটা উল্‌টা পাল্‌টা হইয়া গেল।

ভৈরবানন্দ শ্মশানে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে কেনা ও নিধে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

ভৈরবানন্দ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কেনা বলিল, "ঠাকুর মশাই! সদ্দার কি ফিরে এসেছে?" এই কথা বলিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল।

ভৈ।—"না এখনো ফিরিয়া আসে নাই, কিন্তু প্রায় তাহার আসিবার সময় হইয়াছে। তোরা এখন এখান হইতে চলিয়া যা।"

কেনা।—"যে আজ্ঞে, কিন্তু দোহাই আপনার, আমরা যে, এ কাজটার যোগাড় ক'রে দিয়েছি, এ কথা যেন সদ্দার জান্‌তে না পারে। আর বেশী বল্‌ব কি?

ভৈ।—"কোন চিন্তা বা ভয় নাই।" হাসিয়া এই কথা বলিলেন।

কেনা ও নিধে তখন তাহাদের ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

আরও কিয়ৎকাল গত হইল।

তাহার পর বীরচাঁদ মাহেশ্বরী দেবীর স্নান-

জল ও সিন্দূর আনিয়া ভৈরবানন্দের নিকট উপস্থিত হইল। ভৈরবানন্দ স্নানজল পান ও সিন্দূর কপালে ধারণ করিলেন। পরে বীরচাঁদকে বিদায় দিয়া শ্মশানে গমন করিলেন।

বীরচাঁদ তাড়াতাড়ি আপনার গৃহের দিকে চলিয়া গেল। তাহার চিত্ত হিরণ্ময়ীর জন্য অত্যন্ত অস্থির। কেবল কখন্ দেখি, কখন্ দেখি, এইরূপ মনোভাব। সে কাপালিকের মঠ হইতে বরাবর আসিয়া আপনার গৃহের দ্বারদেশে আসিয়াই "কেমন আছ মা?" বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল, ঘরখানি শূন্য পড়িয়া আছে।

শূন্যগৃহ দেখিবামাত্রই, বীরচাঁদের মন চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ কি এক চিন্তা আসিয়া সেই চমকিত চিত্তকে আরও অধীর করিয়া তুলিল। বীরচাঁদ ঘরের চারি দিক বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াও হিরণ্ময়ীকে পাইল না। তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া চারি দিক খুঁজিতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। এই বার বীরচাঁদের বীরহৃদয়ে গভীর চিন্তাসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে আর এক নিমেষের জন্যও স্থির হইতে পারিল না। হিরণ্ময়ীকে অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়া দস্যু বীরচাঁদের হৃদয় যে, আজ জগদীশপ্রসাদের হৃদয়ের ন্যায় হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে না পাইয়া যেন প্রাণের কি এক অমূল্য রত্ন হারাইয়া ফেলিল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গেল। কাহাকে যে কি বলিবে, তাহাও ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে তাড়াতাড়ি তাহার অনুচর দস্যুদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে, তোরা সেই মেয়েটিকে এ দিকে কোথাও আস্‌তে দেখেছিস্? সে যে ঘরে নেই—কোথা গেল—দেখেছিস্?"

এই দস্যুদের মধ্যে কেনা ও নিধে ছিল না। তখন বীরচাঁদের মনে তাহাদের অস্তিত্বেরও উদয় হইল না, সুতরাং তাহাদের খোঁজও পড়িল না।

জিজ্ঞাসিত দস্যুগণ বীরচাঁদের এই দুঃখমিশ্রিত বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। সে যে হিরণ্ময়ীর জন্য এত দূর বিচলিত হইবে, তাহা তাহারা এক বারও ভাবে নাই। কেন না তাহাদের চিত্ত স্বতন্ত্র।

তাহারা বীরচাঁদকে বলিল, "কই, সর্দ্দার! আমরা ত তাকে দেখি নি। সে ত তোমার ঘরেই ছিল। আমরা তোমার কাছ থেকে এসে অবধি আর ও দিকে যাই নি।"

বীরচাঁদ আরও দুঃখিত হইল। বলিল, "তাই ত, কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।"

এক জন দস্যু বলিল, "আচ্ছা, সর্দ্দার! তুমি কি কাল রাত্তিরে ঘরে ছিলে না?"

বীর।—"আরে আহাম্মক! তা থাক্‌লে কি আর এমন হয়। কাল যে আমি দিনের বেলা থেকে বাড়ী ছাড়া।"

উক্ত দস্যু।—"কোথা গিয়েছিলে?"

বীর।—"ঠাকুর মশায়ের তরে মাহেশ্বরীপুরের মাহেশ্বরী দেবীর চানজল আর সিঁদূর আন্‌তে গিয়েছিনু। এই কত ক্ষণ ঘরে এসেছি।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার বলিল, "তোরা আমার সঙ্গে আয়, ভাল ক'রে খোঁজ করি।"

অনন্তর সকলে মিলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সুফল ফলিল না। সুতরাং কেবল বীরচাঁদেরই নিরাশা দ্বিগুণিত হইল। সে কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া, দস্যুগণকে বিদায় দিয়া, পুনর্ব্বার আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এ বার বীরচাঁদের নিরাশ বদনমণ্ডলে গাঢ়তর বিষাদ প্রস্ফুট হইল। অবশেষে সেই বিষাদের ফল অশ্রুতে পরিণত হইয়া আসিল। বোধ হয়, বীরচাঁদ পূর্ব্বে আর কখন কাঁদে নাই। আজ হিরণ্ময়ীর শোক তাহাকে কাঁদাইল। পরের জন্য দস্যুনয়নের অশ্রু যে, কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা আজ বীরচাঁদের চক্ষে দেখা গেল। যাহাকে যে ভালবাসে—স্নেহ করে, তাহাকে সে যদি না পায়, তাহা হইলে সে যে, এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া পড়ে, তাহার দৃষ্টান্ত বীরচাঁদ। যে নিষ্ঠুর হইয়া কত লোককে নিহত ও আহত করিয়াছে, সে আজ একটি পরবালিকার জন্য কাঁদিয়া ফেলিল, ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়? দস্যুহৃদয়ে যে এত দয়া—এত স্নেহ—এত সহানুভূতি, ইহা তোমার আমার স্বপ্নেরও অগোচর। বীরচাঁদের ন্যায় দস্যুকে কাহার না পূজা করিতে ইচ্ছা হয়?

বীরচাঁদ আরও কএকবার এদিক ওদিক করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে পাইল না। তখন কি ভাবিয়া গৃহ হইতে

চলিয়া গেল। সারাদিন আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

যেমন কর্ম্ম—তেম্নি ফল !

সমস্ত দিন দিবাকর আকাশে আকাশে ঘুরিয়া অস্ত হইলেন। পক্ষিগণ কিচিমিচি করিয়া 'দিবা অবসান হ'ল' বলিয়া স্ব স্ব নীড়ে উড়িয়া বসিল। অজয় নদের তট ও তটস্থ অরণ্যাদি ক্রমে ক্রমে ঈষৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সন্ধ্যা জলো কালি ঢালিয়া দিবার পর রজনী ঘন কালি ঢালিতে আরম্ভ করিল। সে কালিতে ভূতলস্থ সমুদায় পদার্থ ডুবিয়া গেল। কেবল উপরে কতকগুলি ফেনবিন্দুস্বরূপ নক্ষত্র ভাসিয়া রহিল। নিম্নে স্তরে স্তরে অন্ধকার, দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া আসিল।

এমন সময়ে অজয় নদের তটে অবিদূরে একটি গৃহে আলোক দেখা গেল। সেই আলোক উক্ত গৃহের একটি দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসিতেছিল। গৃহের মধ্যে দুই জন লোক কত কি কথা কহিতেছে। মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন ভাবে ও বিকৃত স্বরে গান গাহিতেছে। তাহাদের বসিবার আসন একখানা ছেঁড়া মাদুর। সম্মুখে সুরাপাত্র ও শল্যদগ্ধ মাংস। উহাদের মধ্যে এক জন সুরা ঢালিয়া অপরকে দিতেছে, আর আপনিও পান করিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছে, গান গাহিতেছে। কিন্তু তাহাদের গৃহের কপাট ভিতর হইতে আবদ্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সেই সামান্য গৃহ ও ছেঁড়া মাদুর যেন স্বর্গ ও স্বর্গের সিংহাসন। এবং তাহারা যেন স্বর্গের দেবতা হইয়া সুরানন্দ ভোগ করিতেছে। ক্রমে আনন্দের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস নাই।

তাহারা গৃহের ভিতরে এইরূপ করিতেছে, এ দিকে বাহিরে কে এক জন লোক কান পাতিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, সে যেন উৎসুকচিত্তে তাহাদের কথাগুলি শুনিতেছে। এক এক বার দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া ভিতরের ব্যাপার দেখিতেছে।

এমন সময়ে সহসা গৃহের ভিতর হইতে শুনা গেল, "কেমন, কেনারাম! সদ্দার শালা খুব জব্দ হ'য়েছে না ?"

কেনা।—"জব্দ ব'লে জব্দ, শালা আজ সারাদিন চর্‌কীর মত ঘুরে বেড়িয়েচে। কিন্তু আমরা যে তা'র সর্ব্বনাশ করেচি, তা' শালা জান্‌তে পারেনি।" সে এই বলিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিধি।—"ঠাকুর মশাই ভাগ্যে ছিল, তা' নইলে শালাকে কি জব্দ ক'র্ত্তে পাত্তুম ?"

কেনা।—"ভগবান্ আবাদের মা বাপ্।"

নিধি।—"দেখ দেখি, ভাই! আমরা ছুঁড়ীটেকে হাত কোর্‌বো মনে কোল্লুম, না শালা কোত্থেকে এসে বাগ্‌ড়া দিলে। শা' আবার তা'কে ধম্মমেয়ে ব'লে ডাকে। বাবার মেয়ে।" [illegible]বিনি।

কেনা।—"ওর বাবার বাবার তস্যি বাবার মেয়ে।" এই কথা বলিয়া উভয়ে হাসিয়া উঠিল।

নিধি।—"দেখি, [illegible] শালার ধম্মমেয়েই বা কি করে, আর শ[illegible]ই বা কি করে। এখন সে ছুঁড়ীটে ঠাকুর মশাই[illegible] হাতে প'ড়েচে।"

কেনা।—"ঠাকুর মশাইএর কপাল জোর।"

নিধি।—"তা' তো আমাদের হ'তেই।"

কেনা।—"তা' আর দু'বার কোরে বোল্‌তে ?"

নিধি।—"দেখ্ কেনা! এই বার ভাই, আমরা ঠাকুর মশাইএর খুব পিরিও-পাত্তর হ'ব।"

কেনা।—"ঠাকুর মশাইএর খুব চালাক বুদ্ধি। কেমন ফাঁকি দে সদ্দারকে মাহেশ্বরীপুর পাঠিয়েছিল।"

এই কথা বলিয়া আবার উভয়ে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর তাহারা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিল না। অন্য কথা পাড়িল।

তাহাদের গৃহের বহির্ভাগে যে ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, সে এই কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোনরূপ সাড়াশব্দ প্রকাশ করিল না। সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া কালবিলম্ব করিল না। বিদ্যুতের ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল।

আবার অল্পকাল পরেই সে ব্যক্তি উল্লিখিত স্থানে ফিরিয়া আসিল। এখন তাহার মূর্ত্তি নূতন অথচ ভয়ানক। তাহাকে দেখিলে যেন সাক্ষাৎ যমদূত বলিয়া বিশ্বাস হয়। এক্ষণে তাহার মুখমণ্ডলের সমস্ত ভাগ কালি-মাখা;

দক্ষিণ হস্তে এ খানি শাণিত ছোরা; চক্ষু-যুগল আরক্ত ও ক্রোধবিস্ফারিত। কঠিন দন্ত অনবরত অধর দংশন করিতেছে। প্রবল নিঃশ্বাসের বেগে বিশাল বক্ষ এক একবার স্ফীত হইতেছে। শিরস্থিত বিঘত-পরিমিত কেশ-রাশির কতকগুলি পশ্চাতে, কতকগুলি দুই পার্শ্বে আর কতকগুলি কপালে বাহিয়া মুখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা এ ব্যক্তির এই ভয়ঙ্কর সংহার-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য কি?

দ্বার এ বারেও এ ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় এক বার দাঁড়া-ভিতরে শুনিল—ছিদ্র দিয়া ভিতরে চাহিয়া পড়িয়া। তাহার পর, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গৃহের আবদ্ধ দ্বারের বাহিরে গিয়া অপর এক জন লোকের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া, গৃহমধ্যস্থ দুই জন লোকের নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার ডাক শুনিয়া ভিতর হইতে এক জন বলিল, "কে রে, চন্দুরে না কি?"

বাহিরের ব্যক্তি উত্তর দিল, "হুঁ।"

ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "এত ক্ষণ কোথা ছিলি, শালা! আয় আয়, যথা-লাভ,—শেষটাই তোর কপালে আছে।" এই বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার খুলিবামাত্রই তাহাদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। উভয়েই অত্যন্ত ভয়ে আঁৎ-কাইয়া উঠিল—দুই একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। কি বলিবে বলিবে মনে করিল, কিন্তু জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উভয়ে এতক্ষণ ধরিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল। দুই জনেই পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্বারদেশে যমদূত।

বাহিরের ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই সেই দুই জনকে বলে আক্রমণ করিল। পুনঃ পুনঃ সুতীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে উভয়েরই বক্ষ, কর্ণ, উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। শোণি-তের স্রোত ফুটিয়া ছুটিল। তখন উভয়ে ভূতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

হত্যাকারী সেই সময় কেবল এক বার বলিল, "অবিশ্বাসী পিশাচ! তোদের যেমন কর্ম্ম—তেম্নি ফল! আজ তোরা যা'কে জব্দ কোত্তে চেষ্টা করেচিস্, যে বিশ্বাসীকে একটি মেয়ের মনে অবিশ্বাসী ক'রে তুলেচিস্, এ সেই বীরচাঁদ—তোদের যম।" এই বলিয়া আবার সেই-দুই জন আহত পাপাত্মাকে ছোরার আঘাত করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দস্যু নিধিরাম ও কেনারামের পঞ্চত্বলাভ হইল।

উহাদিগকে হত্যা করিয়া, বীরচাঁদ রক্ত-লিপ্ত-দেহে ছোরা লইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় গৃহের আলোক নিবাইয়া দিল। সে যে তখন কোথায় গেল, তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। নিধে ও কেনার নিহত দেহ অন্ধকার গৃহে পড়িয়া রহিল।

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর আগত হইয়াছে। এক্ষণে অজয় নদের তীরে মনুষ্যকণ্ঠের কোন সাড়াশব্দ নাই। শৃগালদল শবমাংস খাইয়া, মন খুলিয়া কবিওয়ালাদের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতেছে, কতকটা কৃতকার্য্যও হইতেছে। দূরে কুক্কুরগণ, তাহাদের কবি-গাওনা কোন কাজেরই নয় ব-লিয়া, পাঁচালী বা হাফ্-আখ্‌ড়াই গাওনার আ-খ্‌ড়া দিতেছে। বৃক্ষশাখায় পূর্ণেন্দুবিনিন্দিতচক্র-বদন পেচক শ্রোতা হইয়া, শৃগাল ও কুক্কুর উভয় দলকেই বাহবা দিতেছে। আবার এখানে সেখানে ঝিঁঝিঁপোকা খাদে রাগ রাগিণী ভাঁজি-তেছে। সঙ্গীতচর্চ্চার মহাধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে অজয় নদের তটে একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে একটি যুবা উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবি-তেছেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিলে, যেন তাঁহাকে কি একটি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন বলিয়া বোধ হয়। যুবা অজয়ের জলের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। অজয়ের জল কোথা হইতে আসিয়া, কোথা চলিয়া যাইতেছে;—গতির বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। সেইরূপ যুবার চিন্তারও বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। সেই চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে—আবার ঘুরিয়া আসিতেছে—আবার চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু অজয়ের জলের সহিত উক্ত যুবকের চিন্তার এ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও আর একটি বিষয়ে নাই। সে সাদৃশ্য অজয়ের জল কেন, কাহারই সহিত হইবার নহে। সেটি কি?—না, লক্ষ্য পদার্থ ব্যতীত জগৎসংসারকে বিস্মৃত হইয়া যাওয়া। অজয়ের জল তাহা পারে নাই। কেন না, উহা এক দিক দিয়া আসিবার সময়

অবধি অপর দিকে যাইবার সময় পর্য্যন্ত বালুকা-কণা, খড়কুটা, ফুল প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু যুবকের চিন্তায় তাহা নাই; উহা কেবল প্রবল বেগে লক্ষ্যের দিকেই ছুটিতেছে—অন্য কোন পদার্থই স্পর্শ করিতেছে না। উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ।

যুবকের নয়নসম্মুখে অজয়ের জল নাচিতেছে, যুবা উহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। যুবার কর্ণে অজয়-জলের অস্ফুট কুলু কুলু ধ্বনি আসিতেছে, যুবা উহা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। কোন একটি গভীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া গেলে, বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে না। এরূপ চিন্তানিমগ্ন ব্যক্তির নিকট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই যুবকেরও তাহাই হইয়াছে। একমাত্র নিগূঢ় চিন্তার ঐন্দ্রজালিক কৌশলে বা মায়ায় ইহাঁর নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও কিয়ৎক্ষণের জন্য লোপ পাইয়াছে। এরূপ নীরব নিশীথে ঐ যুবার এরূপ নির্জ্জন স্থলে একাকী বসিয়া থাকিবার কারণ কি? এ যুবা কে?—তাহা জানিতে পারিলে, এরূপ প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন কি ছিল? পরে দেখা যাইবে, এ লোকটি কে। এখন এক বার অজয়ের তট ছাড়িয়া অন্য দিকে যাওয়া যাউক্। পাঠক! থামুন্ থামুন; ঐ শুনুন, যুবক যেন কি বলিতেছেন না? বলিতেছেন,—

"এ নয়নে কেন তা'রে করিনু দর্শন?
দেখিলাম যদি, কেন না পারি ভুলিতে?
যদিই ভুলিতে পারি, তা' হ'লে তখন
কিরূপে বা পারিব এ জীবন ধরিতে?
সমস্ত ভুলিতে পারি আঁখি পালটিতে,
তা'রে কি ভুলিতে পারি এ প্রাণ থাকিতে?
অজয়ের জল যদি নিমেষের তরে
না পারে ভুলিতে সেই ভাগীরথী-জল;
মানব হইয়া আমি, বল ত কি ক'রে,
ভুলিবারে পারি সেই রূপ নিরমল?
ভুলিব আপন প্রাণ; প্রাণের প্রাণেরে
ভুলিতে নারিব কিন্তু ক্ষণেকের তরে।"

যুবা এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইলেন। আবার যেন কতকটা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"এত যে করিনু যোগ, শ্মশানে বসিয়া,
এত যে সহিনু কষ্ট জাগিয়া যামিনী,
পরলোকে ফল তা'র? বল কি করিয়া
এরূপ কল্পিত বাণী স্বপ্নপ্রসবিনী?
ইহলোকে খাটি' পা'ব পরলোকে ফল?
মূর্খের মুখেই সাজে এ কথা কেবল।
শ্মশানে বসিয়া যোগ, জাগিয়া যামিনী ঃ
ইহলোকে ফল তা'র ফলিল আমার।
তা' না হ'লে কোথা হ'তে স্থির সৌদামিনী
আসিয়া খুলিল মোর আনন্দ দুয়ার?
ইহলোকে কর কাজ, ইহলোকে ফল
নিশ্চয় পাইবে, যদি থাকে পুণ্যবল।
আমার পুণ্যের বল না থাকিত যদি,
তা' হ'লে কি স্বপনের অগোচর মণি
অজয়নদের তীরে মম সুখনদী
বহাইতে আসিত রে? কখন ভাবিনি।
শ্মশানে বসিয়া যোগ, জাগিয়া যামিনী,
সঙ্গিনী পেয়েছি, তাই স্থির সৌদামিনী।
বিবাহ করিব তা'রে জুড়া'ব জীবন;
ইহলোকে সেই মোর যোগের কারণ।"

যুবা এই বলিয়া আবার নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি সেই অশ্বত্থ-বৃক্ষের উপর হইতে আস্তে আস্তে কএক পদ নীচে নামিয়া, বৃক্ষমূলোপবিষ্ট যুবার পশ্চাদ্দিকে লাফাইয়া পড়িল।

সেই ব্যক্তি হঠাৎ লাফাইয়া পড়িবামাত্র ধুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। বৃক্ষতলোপবিষ্ট অনন্যমনা যুবার চমক হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

যে লোকটি লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ কিছু না বলিয়া, সহসা ঐ যুবার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া যুবা যেন কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "এ কি কর? কাঁদ কেন? তুমি এই গাছটার উপর কেন বসিয়াছিলে?"

সে তাঁহার এই সকল কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "প্রভু! আপনার কি এ রকম কাজ করাটা ভাল হ'য়েছে? আমার ধর্ম্ম-মেয়েকে ফিরে দাও। আপুনি গুরু, আমি শিষ্যি, আর বেশি বল্‌ব কি?"

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে আপনি এই দুইটি লোককে চিনিতে পারিলেন কি? বলুন দেখি, ইহারা কে?—যে পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে

বীরচাঁদ, আর যাঁহার পা জড়াইয়া ধরা হইয়াছে, তিনি ভৈরবানন্দ কাপালিক। ঠিক হইয়াছে।

ভৈরবানন্দ প্রথমতঃ বীরচাঁদের এইরূপ ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কে যেন তাঁহার চিত্তকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। তিনি মনের কথা চাপা দিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বীরচাঁদ। আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কে তোমার ধর্ম্মমেয়ে, আমি তাহাকে চিনি না। তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

বীর। "এখনও হইনি, আপুনি তাকে না ফিরিয়ে দিলে, তার জন্যে ভেবে ভেবে আমাকে পাগল হ'তে হ'বে। আপনার পায়ে পড়ি, আর আমায় দুঃখু দিও না। তা'কে ফিরে দাও—ফিরে দাও।"

ভৈ।—"আমি তাকে চিনি না, সে আমার কাছে নাই।"

বীর।—"এই যে আপুনি তার কথা বল্‌ছিলে। সে আপনকার কাছেই আছে।"

ভৈ।—"আমি অন্য কথা কহিতেছিলাম, তুই কি শুন্‌তে কি শুনেছিস।" এইবার বীরচাঁদ ভৈরবানন্দের পা ছাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না; আমি ঠিক্ শুনেছি, আরও বলি শুনুন্,—কেনা আর নিধে আমার শত্রু হ'য়ে আপনকার হাতে সেই মেয়েটিকে দিয়েছে। সেই শালাদের ফিকির শুনে আপুনি মিছিমিছি আমাকে মাহেশ্বরীপুর পাঠিয়েছিলে। ঠাকুর! আপনকার মনে কেন এমন পাপকম্মের ইচ্ছে হ'ল? সে শালারা যেমন কম্ম করেছিল, তার তেম্নি প্রতিফলও পেয়েছে। আমি এই ছোরাতে তাদের খুন করেছি।"

এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের মনে এককালে অনন্ত চিন্তার তরঙ্গ উঠিল। তিনি একবার যেন দশ দিক বিভীষিকাময় দেখিলেন। মনে মনে নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রাণপণে চাপিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া দেখিলেন। কিন্তু আর কৌশল করিয়া উত্তর দিবার পন্থা পাইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হইল, "বীরচাঁদ! আমি তোমার গুরু, তুমি আমার শিষ্য ত?"

বীর।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"আমি যদি সেই যুবতীকে বিবাহ করি, তা'তে তোমার বাধা কি?"

বীর।—"সে মেয়েটি এখন আমাকেই এই কাজের মূল ভেবে অবিশ্বেসী জেনেছে। আপুনি ফিকির ক'রে আমাকে ফাঁকি দিয়ে এই অন্যায় কাজ করেছ। তার বাপ মার বা অন্য কোন আপনার নোকের মত না নিয়েই বা আপুনি তা'কে বে ক'ত্তে চান কেমন ক'রে? আবার তার বে হ'য়েছে কি না, তাই বা জান্‌লে কি ক'রে? আমি এখন আপনকার মৎলবকে ভাল বল্‌তে পারি নি। আপুনি এখন তা'কে আমার হাতে ফিরে দেও। আমি বিনিদোষে তা'র কাছে অবিশ্বেসী হয়েছি এই আমার বড় দুঃখু—বড় নজ্জা। আমি তা'কে তা'র বাপ মার কাছে রেখে আসি, তা'র পর আপনকার যা ইচ্ছে হয় ক'র।"

ভৈরবানন্দ এই সকল কথার উত্তর না দিয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "বীরচাঁদ! তুমি এই গাছের উপর কেন বসিয়াছিলে? তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দিলে না কেন?"

বীর।—"আমি কেনা আর নিধেকে খুন ক'রে, নদীতে গা হাত পা ধুতে এসেছিলুম। রক্ত কালি ধোবার পর ডাঙ্গায় উঠে এসে এই গাছতলায় গা মুছ্‌ছিলুম। এমন সময় ঐ দিক্ থেকে এই দিক্‌পানে কে আস্‌ছিল। আমি নোকটা কে, জান্‌বার তরে এই গাছটার উপর উঠে পড়লুম্। শেষে দেখ্‌লুম, আপুনিই এখানে এসে বস্‌লে। আমিও আপনকার এখানে আস্‌বার কারণ জানবার তরে উপরে চুপ্‌ ক'রে ব'সে রইলুম।"

ভৈরবানন্দ, এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত ও লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই। বীরচাঁদ ইহারই মধ্যে জানিতে পারিয়া গোলযোগ ঘটাইয়া দিল। তা কি করিব, যখন যাহা ঘটিবে, তাহার অন্যথা করে, এমন কে আছে?"

বীরচাঁদ ভৈরবানন্দকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "প্রভু! আর আমায় কষ্ট দিও না। আমার ধম্মমেয়েকে ফিরে দাও। তা'কে কোথা রেখেছ?"

ভৈ।—"তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।"

বীর।—"কি কথা?"

ভৈ।—"আমি সেই যুবতীর প্রতি কোন

রূপ অত্যাচার বা স্বেচ্ছায় অবৈধাচার করিব না। আমি তা'র সম্মতি লইয়া তাহাকে বিবাহ করিব। সুতরাং কোন চিন্তা নাই, তুমি আর দুঃখ করিও না।"

বীর।—"আপনকার বিবাহ করা ত বিধি নয়; কারণ, আপুনি সন্ন্যেসী যোগী।"

ভৈ।—"এখন আমার মনের ভাবান্তর ঘটিয়াছে। আর এক কথা, বিবাহ করিলে কি যোগসাধন হয় না?"

বীর।—"আপুনি যে মতের মতে চল্‌চেন, সে মতে বে করা ত উচিত নয়। এতে যে আপনকার যোগ টোগ সব নষ্ট হ'য়ে যা'বে।"

ভৈ।—"যায় যাক্, কিন্তু, বীরচাঁদ! তুমি আর তাহাকে চাহিও না। যদি গুরুকে শিষ্যের সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য, আর অসন্তুষ্ট করা অকর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর, তবে আমার কথা লঙ্ঘন করিও না। আমি তা'কে যে স্থানে রাখিয়াছি, সে স্থানের নাম তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ এই অন্যায় কার্য্য করিলেও তিনি তাহার গুরু, সুতরাং সে যে কি করিবে, তাহার কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইল না। ভৈরবানন্দ কেনা বা নিধে হইলে এতক্ষণ কোন্ কালে তাহাদের পথের পথিক হইতেন। কেবল এক গুরু বলিয়াই এখনও বীরচাঁদের হস্তে নিস্তার পাইতেছেন, কিন্তু পরে যে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যতই জানে।

বীরচাঁদ অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুঝিল যে, তাহার আশা নিষ্ফল হইল। তখন সে বলিল, "ঠাকুর মশাই! তুমি নিতান্তই সে মেয়েটিকে ফিরে দিলে না—কোথায় তা'কে রেখেছ, তাও বল্‌লে না—এই বিশ্বেসী বীরচাঁদকে তা'র কাছে যার পর নাই অবিশ্বেসী ক'রে দাঁড় করালে। আমি এখন্ বিশেষরূপে বুঝলুম্ যে, মানুষ চেনা মানুষের কাজ নয়। তা হ'লে আজ আর আমাকে এমন বিপদে পড়্‌তে হ'ত না। এখন্ আর কি কর্‌ব বল? আমি আপনকার চরণে বিদেয় নিয়ে চিরকালের জন্যে চ'ল্লেম। আর আমি এখানে থাক্‌ব না। আমার মন বড় খারাপ হ'য়েছে। এখানে থাক্‌লে কি জানি কি হ'তে কি হ'বে। আপুনি গুরু ব'লে আপনাকে আর কিছুই বল্‌তে পারিনি। তা যা হৌক্, সেই মেয়েটির বাপ মার অনুসন্ধান নে, তাদের কাছে পাঠিয়ে দিও। তারা যদি মত দেয় তবে বে ক'র, আর এক নিমিষের তরেও যেন তা'র উপর অত্যাচার ক'র না। আমি এখন চল্‌লুম্—কিন্তু কোথা যে চল্‌লুম—তা বল্‌তে পারি নে। আপনকার কাছে আজ আমার এই শেষ বিদেয়।"

এই বলিয়া বীরচাঁদ দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল। তখন ভৈরবানন্দ বলিলেন, "বীরচাঁদ! যেও না—আমার কথা শুন।"

বীর।—"আজ্ঞে, আর না—আর না। আমি আর থাক্‌ব না। কিন্তু যা'বার সময় আর একটা কথা বলি, "আপুনি জোরে সেই মেয়েটির উপর কোন মন্দ ব্যভার ক'ল্লে, আপনকার অন্যায় কাজ করা হ'বে। তখন আর গুরু শিষ্যে সম্বন্ধ থাক্‌বে না। আপুনি তা'র উপর কোন অত্যাচার ক'ল্লে আমি অব্বিশ্যি জান্‌তে পার্‌ব। আপুনি চাদ্দিক ভেবে চিন্তে কাজ কর্‌বে। আমি চল্লুম।" এই বলিয়া অবিলম্বে তথা হইতে চলিয়া গেল।

ভৈরবানন্দ আবার তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন তিনিও কি ভাবিতে ভাবিতে মঠে প্রস্থান করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

কৌশল।

দস্যুবীর বীরচাঁদ ভৈরবানন্দকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর এক দিন অতীত হইয়া গেল। কেনা ও নিধেকে বীরচাঁদ যে খুন করিয়াছে, এ কথা ভৈরবানন্দ কাপালিক কাহাকেও বলিলেন না বটে, কিন্তু দস্যুগণ আভাসে তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। তন্মধ্যে নিধিরাম ও কেনারামের কএক জন আত্মীয় বীরচাঁদকে হত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট রহিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা যে কত দূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা নিতান্ত সন্দেহস্থল হইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইলে ত? তাহাতে আবার সে, যে সে নয়—বীরচাঁদ।

হত্যাকাণ্ডের রাত্রিতে বীরচাঁদের সঙ্গে ভৈরবানন্দের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন

না। এই একদিন ধরিয়া কেবল আপনা আপনিই সেই বিষয়ের প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার আর সেরূপ যোগসাধনের নিয়ম রক্ষিত হয় না। মনের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি যেন সর্ব্বদা কিসের জন্য প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। আবার কখন কখন কি ভাবিয়া ভাবিয়া দুঃখিত, ভীত ও চঞ্চল হইয়া পড়েন। অপরে যাহাতে তাঁহার এই ভাব বুঝিতে না পারে, তিনি সে বিষয়ে বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে লাগিলেন। এক সময়ে তিনি যেন কি একটি কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, আবার পরক্ষণেই কাহাকে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। বোধ হয়, বীরচাঁদ যেন তাঁহার মনোনয়নে সশস্ত্র দেখা দিয়া যায়।

গত কল্য ভৈরবানন্দ দুই তিন বার সুড়ঙ্গস্থিতা হিরণ্ময়ীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন—খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—নির্ভয় দিয়াছিলেন—আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া আরও ভীত, চঞ্চল ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। আহা, হিরণ্ময়ী যেন কারাগারে বদ্ধ হইয়া ভয়ানক যমদূতের হস্তে পতিত হইয়াছেন।

অদ্য প্রাতঃকালে ভৈরবানন্দ পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ীর নিকট গমন করিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ে জড় সড় হইলেন।

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া কেন এত ভীত হও? আমি তোমার উপকার ব্যতীত অপকার করিতে আসি না। তুমি আহার না করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। এরূপ করিয়া আর কয় দিন বাঁচিবে?"

হিরণ্ময়ী নতমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এখন মরিলেই বাঁচি। আপনি আমাকে কালী দেবীর নিকট বলিদান করুন। ইহাতে আপনার পুণ্য সঞ্চয় হইবে, কালী দেবীর তৃপ্তি লাভ হইবে আর আমারও সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বাঁচিয়া থাকিলে কি তোমার জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে না?"

হিরণ —"না।"

ভৈ।—"কেন?"

হিরণ।—"তা আর আপনাকে কি বলিব?"

ভৈ।—"আমি কি শত্রু?"

হিরণ।—"মিত্র হইলে, আমাকে এতক্ষণ কোন্ কালে এই কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।"

ভৈরবানন্দ এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর মনে মনে বলিলেন, "ইহাকে এখন আহার করাইতে না পারিলে জীবিত রাখা নিতান্ত দুর্ঘট। এ যে কথা বলিল, আমি সেই কথাকে ভিত্তিমূল করিয়া ইহাকে আহার করাইব। এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না ত কি এই অন্ধকার গৃহে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিব? তুমি যদি আমার কথা রাখিয়া আহার কর, তবে শীঘ্রই তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

হিরণ।—"আহার না করিলে কি ছাড়িয়া দিতে নাই?"

ভৈ।—"আমার পক্ষে তাহা দিতে নাই। তুমি এখন অতিথি, সুতরাং কালীদেবীর প্রসাদ ভোজন না করিলে ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

হিরণ।—"আমার ক্ষুধা নাই।"

ভৈ।—"এ কথায় কে বিশ্বাস করে? আজ বলিয়া নয়, কালও তুমি আহার কর নাই; ইহাতেও কি তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইল না? এও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আপনার কথা অবহেলা করিব না, যা পারি খাইব, কিন্তু আপনি শপথ করিয়া বলুন, আমাকে ছাড়িয়া দিবেন।"

ভৈরবানন্দ মনে মনে ভাবিলেন, "এখন্ ত শপথ করিয়া ইহাকে আহার করাই, তাহার পর ছাড়িয়া দেওয়া আর না দেওয়া, আমার ইচ্ছা। এক জন বিনা আহারে মারা যাইবে, এমন শপথ করিতে দোষ কি?" এই ভাবিয়া বলিলেন, "আমি তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আহার করিলে ছাড়িয়া দিব।"

সরলা হিরণ্ময়ী এ কথায় বিশ্বাস করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ইহার পর আহার করিব।"

ভৈরবানন্দ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "তবে এখন কিছু খাও।"

হিরণ্ময়ী অধোমুখে থাকিয়া বলিলেন, "আমি কোন পুরুষের নিকট কিছু খাই না।"

ভৈ।—"তবে আমি এখন আসি, তুমি একাকিনী বসিয়া খাও। আমি ও বেলা আসিয়া এই সকল দ্রব্য যেন এইরূপেই পড়িয়া থাকিতে না দেখি।"

এই বলিয়া তিনি হিরণ্ময়ীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে দুর্ভাগ্যবতী সরলা হিরণ্ময়ী মুক্তিলাভের আশায় কালীদেবীর কএক প্রকার প্রসাদের কিছু কিছু খাইলেন। আহারের পর দেখিলেন, প্রদীপের ঘৃত ফুরাইয়া আসিয়াছে। অমনি তৎক্ষণাৎ উহাতে কতকটা ঘৃত ঢালিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবনার ভিতর বেশীর ভাগ এই কথা ছিল, "হে মা কালি! আমাকে মুক্তি দান কর মা!" প্রথম দর্শনে হিরণ্ময়ীর চক্ষে এই কালীমূর্ত্তি রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পরে তিনি চিনিতে পারিয়া ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

পাঠক মহাশয়! যদি এই কালীদেবী, সম্মুখে রোরুদ্যমানা নিপীড়িতা হিরণ্ময়ীর মঙ্গল সংসাধন না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি কালী নামে রাক্ষসী। কিন্তু যদি হিরণ্ময়ীর মুক্তি লাভ ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলে ইনি যথার্থ দয়াময়ী কালী। তখন আমরাও হিরণ্ময়ীর সহিত ইহাঁর পূজা করিব।

——

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

চন্দুরে।

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া স্নানাদি করিলেন। তার পর শ্মশানে যোগসাধন করিতে গেলেন। এখন ইহাঁর যোগসাধন মাথা আর মুণ্ডু। প্রতি অক্ষিনিমেষপাতেই কেবল সেই চিন্তা—সেই হিরণ্ময়ীর চিন্তা। হিরণ্ময়ীই এক্ষণে ইহাঁর যোগসাধনের এক মাত্র মূল—একমাত্র সম্বল। কোথায় ইনি পূর্ব্বে মনস্থ করিয়াছিলেন যে,কোন একটি সুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণা যুবতী পাইলে, তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে লক্ষ জপ করিবেন, তা না হইয়া একে আর হইয়া পড়িল। বরঞ্চ ইনি হিরণ্ময়ীকে দেখিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় বশ করিয়া যোগাদি করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ইহাঁর মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। এত দিন ধরিয়া যত যোগকষ্ট সহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল। শিবোক্ত তন্ত্র শাস্ত্র ইহাঁর নিকট অপমানিত হইল। পবিত্র পথের পথিক হইয়া, এবং দুর্জ্জেয় ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যোগসাধন করা যা'র তা'র কর্ম্ম নয়—কখনই নয়। তা হইলে, বন ত বন—গিরি ত গিরি—শত সহস্র লোকনিবাস, বৃহৎ বৃহৎ নগর পর্য্যন্ত যোগীর সংখ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তাই বলিতেছিলাম যে, ভৈরবানন্দ কাপালিকের ন্যায় যোগীর পক্ষে প্রকৃতরূপে যোগপথাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট। যাউক, এখন আর এ সকল কথা পাড়িয়া কোন ফল নাই।

ভৈরবানন্দ শ্মশানস্থিত যোগপীঠে উপবেশন করিয়া নিমীলিত-নেত্রে হিরণ্ময়ীর সেই অপূর্ব্ব অলৌকিক অচিন্তনীয় মুখসৌন্দর্য্য ভাবিতে লাগিলেন। "ওঁ নমঃ—ওঁ নমঃ" মন্ত্র পাঠ করিয়া কালিকাদেবীর পূজা করিলেন বটে, কিন্তু সে পূজায় গলদ পড়িয়া গেল।

অনন্তর যোগ পূজাদি সমাপন করিয়া মঠে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কুড়ি পঁচিশ জন দস্যু তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম চন্দুরে। সেও আজ কাল এক প্রকার দস্যুসর্দ্দার হইয়াছে।

উহারা সকলে নিকটে উপস্থিত হইলে, ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি অভিপ্রায়ে এখন এখানে আসিয়াছিস্?"

চন্দুরে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া মনের কথা নিবেদন করিল, "ঠাকুর মশাই! আজ দিন ভাল, যদি আপুনি আজ্ঞা কর, তবে একবার দলবল নে রাত্তিরে শুভ যাত্তারাটা করি।"

ভৈ।—"কোন্ দিকে যাবি?"

চ।—"পূব্ব্ দিকপিনে।"

ভৈ।—"ভাগীরথীর ও পারে না এ পারে?"

চ।—"ও পারে।"

ভৈ।—"কোথা?"

চ।—"গোবিন্দিপুরে।"

ভৈ।—"সেখানে কি কোন জমীদারের বাটীতে?"

চ।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হইয়া আয়।"

অনন্তর চন্দুরে স্বীয় দলবল লইয়া সেই মুহূর্ত্তেই গোবিন্দপুর যাত্রা করিল। দিনের বেলা প্রস্থান করিল বলিয়া সকলে তখন ছদ্মবেশে অস্ত্রাদি গোপন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়কে চন্দুরে দস্যুর বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। বীরচাঁদ যখন ভৈরবানন্দকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিল, তখন এই চন্দুরেও তাহার সহিত ছিল। চন্দুরে বীরচাঁদের খুব অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধু। বীরচাঁদ অন্যান্য দস্যুর অপেক্ষা ইহাকে ভালবাসিত ও বিশ্বাস করিত। বীরচাঁদ ইহাকে অনেক বার বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। চন্দুরেও তাহাকে দুই তিন বার বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছিল। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। আপাততঃ চন্দুরের কোথাও ডাকাইতি করিতে যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে সে সহসা সেই কার্য্য করিতে প্রস্থান করিল। উদ্দেশ্য—ডাকাইতিকে ডাকাইতি আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বীরচাঁদের অনুসন্ধান। কিন্তু তাহার সঙ্গী দস্যুগণ কেবল প্রথমটিই বুঝিয়া লইল।

চন্দুরের বয়ঃক্রম চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসরের। দেহবর্ণ খুব কাল নয়। চক্ষু দুইটি কোটরগত, ভ্রূযুগলে অল্প অল্প লোম, নাসিকা খর্ব্ব, কপাল চাপা, গাল পুরু, কান ছোট, অধর অপেক্ষা ওষ্ঠ মোটা, দাঁতে মিশি মাজন, ঘাড় বেঁটে সুতরাং মোটা, হাতের আঙুলগুলি ছোট ছোট, বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল ডোলসই। তাহার গাত্রের কএক স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে। তাহার হাঁটুর একস্থানে এক সময়ে দূর হইতে শর নিক্ষিপ্ত হইয়া বিঁধিয়া গিয়াছিল বলিয়া, আজিও সে কতক কতক খোড়াইয়া যাতায়াত করে। এই ত গেল রূপবর্ণন। সুতরাং এক্ষণে গুণ বর্ণন চাই;—চন্দুরে বড় নিষ্ঠুর। সে ভৈরবানন্দ ও বীরচাঁদ ব্যতীত অপর কাহারই খাতির রাখে না। সকলের উপরেই চটা। সকলকেই একটুতে গালাগালি দেয়—তর্জ্জন গর্জ্জন করে। সুতরাং সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে; কেহ তাহাকে মুখে কোন কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে তাহার এক গুণ গালাগালির প্রতিশোধ দশগুণ গালাগালিতে করিয়া লয়। সহচর দস্যুদের অপেক্ষা চন্দুরে অপরের সহিত কথোপকথনের সময় অধিক পরিমাণে অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে। কেবল গুরুঠাকুরের নিকট প্রাণপণে সতর্ক হইয়া কথা কয়। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বীরচাঁদের হৃদয় উদার, মন সরল হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু চন্দুরের হৃদয় ও মন একেবারেই উদারতা ও সরলতা জানে না। কেবল সে ভৈরবানন্দ ও বীরচাঁদের নিকট সময় বিশেষে কপটতা করিয়া ঐ দুইটি বৃত্তিকে দেখাইবার চেষ্টা করে—চন্দুরে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ভৈরবানন্দ আজ এতক্ষণ ধরিয়া শ্মশানেই বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, মঠে যাওয়ার পরিবর্ত্তে বরাবর হিরণ্ময়ীর নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

সেই মূর্ত্তি।

সুড়ঙ্গের মধ্যে দুঃখিনী হিরণ্ময়ী চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহার সেই চিত্রাঙ্কিতবৎ বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে গাঢ়তর চিন্তাময়ী বলিয়া কে না বিশ্বাস করিবে? তিনি এক এক বার আপন অবস্থার আদ্যোপান্ত ভাবিতেছেন আর মুহুর্মুহু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কখন কখন বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া কালিকা দেবীর দিকে চাহিতেছেন। তাঁহার মর্ম্মবেদনার সীমা নাই।

এই রূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে পর, তাঁহার মুখ হইতে এই অন্তর্ভেদি বাক্যগুলি শুনা গেল;—"হায়! আমি কি হতভাগিনী—কি মহাপাপিনী! আমি পিতা মাতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া যে কাজ করিয়াছি, তাহার পরিণাম যে এইরূপ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি তাঁহাদিগকে না বলিয়া আসিয়া কখনই ভাল করি নাই। এক্ষণে তাঁহারা আমার জন্য, না জানি, কতই কাঁদিতেছেন—দুঃখ করিতেছেন। বিধাতা ইহা দেখিতে

পারিবেন কেন? তাই এক্ষণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। পাপ করিয়াছি, তাই ভুগিতেছি। কিন্তু এখনও আমার এই ভোগের শেষ হয় নাই। না জানি, আরও কি হইবে!" শেষ কথাটি বলিয়াই হিরণ্ময়ী শিহরিয়া উঠিলেন। আরও বিমর্ষ হইয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী আবার গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন, "মা কালি! এই হতভাগিনীকে আর কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছ?" তোমার কণ্ঠে নরমুণ্ডগুলি ঝুলিতেছে,তন্মধ্যে আমার মুণ্ডকেও ঝুলাইয়া লও। আমি আর সহিতে পারি না। মা গো! যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না! আমাকে মরিবার উপায় বলিয়া দাও। তুমি দয়াময়ী; তোমার কাছে থেকেও কি আমার এই দারুণ যন্ত্রণার অবসান হইবে না?—মা! তোমার হাতের কৃপাণ স্থানান্তরিত হইয়াছে, তা নহিলে এতক্ষণ তোমার সম্মুখে এই দেহ নিহত হইয়া পড়িয়া থাকিত।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী আবার অশ্রু মোচন করিয়া হতাশ চিত্তে কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সহসা ভোজন-পাত্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। অমনি তাঁহার মনেও ভাবান্তর ঘটিল। তখন তিনি যেন আপনা আপনি আশ্বস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি কথা রক্ষা করিয়া দেবীর প্রসাদ খাইয়াছি, এইবার এই সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। এইবার সেই লোকটি আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে। সে কে? আমি একবার আমাদের বাড়ীতে এইরূপ মানুষ দেখিয়াছিলাম। বাবাকে জিজ্ঞসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'কাপালিক।' একেও সেইরূপ দেখিতেছি। সে এই কালীদেবীর পূজা করে। যাই হউক, এইবার আমাকে সে ছাড়িয়া দিবে।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। আবার বলিলেন, "আচ্ছা, এ ব্যক্তি যদি এরূপ একজন ধার্ম্মিক, তবে আমাকে তেমন করিয়া কেন এখানে ধরিয়া আনিল? ইহার মনের ভাব কি?" এই বলিয়া আবার হিরণ্ময়ী অস্থির হইয়া উঠিলেন। "হে মা কালি! আমায় রক্ষা কর মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা তাঁহার কর্ণকুহরে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ প্রবেশ করিল। অমনি তিনি ভয়ে চুপ করিয়া অশ্রু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই দেখিলেন,—সেই মূর্ত্তি।

ভৈরবানন্দকে দেখিবা মাত্রই হিরণ্ময়ীর বদনমণ্ডল আনত হইল—দৃষ্টি ভূতলাকৃষ্ট হইল—হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত প্রখর হইল।

ভৈরবানন্দ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কিয়ৎ-কাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। অনন্তর কি ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া এরূপ হও কেন?"

হিরণ্ময়ী এ কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমি আপনার আদেশে আহার করিয়াছি। এইবার আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনার কথা এবং আমার আশা পূর্ণ হউক। আমাকে সুড়ঙ্গের বাহিরে রাখিয়া আসুন্। কালীদেবী আপনার মঙ্গল করিবেন।"

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কোন উত্তর করিলেন না, কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "হাঁ দেখ, তুমি যা বলিতেছ, সে কথা ঠিক—আহার করিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, এ কথা আমি বলিয়াছিলাম বটে। ফলে তাহা ঘটিবেও বটে, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া পড়িল।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর চিত্ত চমকিয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া অবনত-মুখে বলিলেন, "কি দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটিল?"

ভৈ।—"আমি তোমাকে কেমন করিয়া একাকিনী ছাড়িয়া দি? আবার দিলেই বা তুমি কোথা যাইবে? আমার নিতান্ত ইচ্ছা এই যে, যে লোকটি তোমাকে ধর্ম্ম-কন্যা বলিয়া তাহার গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকেই দিয়া তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু সে এখন এখানে নাই। একমাস পরে আবার আসিবে। তখন এখান হইতে তোমার যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

ভৈরবানন্দের এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর মনোমধ্যে যে কি রূপ এক অভিনব চিন্তা সমুদিত হইল, তাহা অপরে ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে না। তিনি পূর্ব্বে ভৈরবানন্দকে স্বীয় পিত্রালয়ের পরিচয় ঠিক করিয়া বলেন নাই। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, "ভৈরবানন্দ হয়ত তাঁহার কথিত স্থানেই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। তা' দিন তাহাতে লাভ বই ক্ষতি

নাই—পরিত্রাণ ঘটিবে, কিন্তু একমাস কাল বিলম্ব।” শেষের কএকটী কথা স্মরণ করিয়া আবার তাঁহার হৃদয় শতধা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি কোনরূপ উত্তর করিতে পারিলেন না।

হিরণ্ময়ীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ভৈরবানন্দ বলিলেন, “কেমন, আমি যা বলিলাম, তা ভাল নয়?”

হি।—“আমি পথ চিনি। নিজেই যাইতে পারিব।”

ভৈরবানন্দ হাস্য করিয়া বলিলেন, “তুমি পাগল।”

হি।—“আপনি যে শপথ করিয়াছিলেন?”

ভৈ।—তাহার কার্য্যও ত করিব। ভয় কি? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, আমি একবার মঠে যাই—আবার আসিব।”

হিরণ্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন, কি যে উত্তর করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

ভৈরবানন্দ পূর্ব্ববৎ দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন গত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী দিনের মধ্যে শতবার দিন গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ, চিন্তা, ভয় ও রোদনের আর সীমা রহিল না।

ভৈরবানন্দ এই কয় দিন প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতেন। সপ্তম কি অষ্টম দিবসের মধ্যাহ্ন সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় নিকটে থাকিয়া কতবার সান্ত্বনা করিলেন। হিরণ্ময়ীও তাঁহাকে দেখিলে প্রত্যহ যেরূপ হন, যেরূপ করেন, অদ্যও সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ অনেকক্ষণ হিরণ্ময়ীর অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিত বদনমণ্ডলের দিকে আশা-বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কি বলিবেন বলিবেন করিয়া থামিয়া গেলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থামিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, “সুন্দরি!—” আবার নীরব হইলেন।”

হিরণ্ময়ীও নিরুত্তর।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ আবার বলিলেন, “সুন্দরি! আজ তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।”

হিরণ্ময়ীর চিন্তা চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। তিনি উস্খুস্ করিতে লাগিলেন। তথা হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন?

ভৈরবানন্দ আবার বলিলেন, “কই, উত্তর দিলে না যে?”

হি।—“কি উত্তর দিব?”

ভৈ।—“আমি যে কথা বলিব, সেই কথার উত্তর।’

হি।—“ভাল কথা হইলে ভাল উত্তর দিব।”

ভৈ।—“ভাল বই তোমার নিকট আমি কখন মন্দ কথা জিহ্বাগ্রেও আনি না। যে কথা বলিব, তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে।”

হি।—“কি বলুন্?”

ভৈ।—“আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি দয়া করিয়া আমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ কর।”

হিরণ্ময়ীর কর্ণে এই কথা যেন শত সহস্র বজ্রপাতের ন্যায় প্রবেশ করিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে যেন গাঢ় অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু উপযুক্ত উত্তরই দিবার ইচ্ছা ছিল। হতভাগিনী অনন্যোপায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সম্মুখে ভৈরবানন্দ।

তদ্দর্শনে ভৈরবানন্দ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “এ কি, তুমি হঠাৎ এমন হইলে কেন? কোথায় যাইবে? আমি কি তোমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলাম?”

এবার হিরণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর কিছুই অপ্রিয় নাই।”

ভৈ।—“কেন।”

হি।—“আপনি আর আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না। বলিলে আমি আত্মঘাতিনী হইব। আপনি কি আমাকে এই জন্য ছাড়িয়া দিতেছেন না? হা, আপনার শপথের পরিণাম কি এই?” এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ মহাবিপদে পড়িলেন। তাঁহার

সবোদিতা আশা-লতা হতাশ-পবনে যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি তিনি আশা-লতার মূল ছাড়িলেন না। এই বার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, কি করি? যাই হোক, এখন ইহাকে আর কিছু বলিব না। আর দিন কএক যাউক, ক্রমে ক্রমে সবই হইবে। নারীজাতি অল্পেতেই ভুলিয়া যায়, সুতরাং ইহাকে বুঝাইয়া বলিলে অবশ্যই আমি কৃতকার্য্য হইব।" মনে মনে এই কথা বলিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম; তজ্জন্য তুমি কিছু মনে করিও না। বীরচাঁদ আসিলেই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে পূর্ব্ববৎ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবার আশা, তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে এক বারও বিচ্যুত হইল না। তিনি, "সাধিলেই সিদ্ধি" এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে এইরূপে আরও কএক দিন অতিবাহিত হইল।

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুহস্তে।

দেখিতে দেখিতে জৈষ্ঠ মাস গত হইয়া এক্ষণে আষাঢ় মাসেরও প্রায় এক পক্ষ অতীত হইতে চলিল। সুতরাং বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাবে পৃথিবী এক নূতন শোভায় সুশোভিত হইল। এক্ষণে প্রচণ্ড উত্তাপের পরিবর্ত্তে বৃষ্টিপাতে সমস্ত পদার্থ যেন কতকটা শীতল হইয়াছে। কখন প্রাতে, কখন মধ্যাহ্নে, কখন সায়াহ্নে, কখন রাত্রিকালে এবং কখন বা দিবারাত্রি বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। 'চিরদিন কাহারই সমান না যায়' এক্ষণে সূর্য্যদেবেরও তাহাই ঘটিয়াছে। অনন্ত আকাশ-আবরণকারী মেঘ তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে তিনি পূরা ১২।১৪ ঘণ্টাকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে আর একাধিপত্য করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে নগর অপেক্ষা গ্রামের শোভা বড় মনোহর। শরৎকালে যে ক্ষেত্রভূমি শুকশ্যামল আবরণে আবৃত হইবে, এক্ষণে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও গুল্ম ধৌতধূলি হইয়া যেন অভিনব হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। আম, কাঁঠাল, পিয়ারা, আনারস প্রভৃতি সুস্বাদু ফলগুলি বর্ষা ঋতুর রসভাণ্ডারের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছে। পুষ্করিণী প্রভৃতি বিশুষ্ক জলাশয়গুলি এক্ষণে পূর্ণজল হইয়া মীনবংশের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছে। এক জলাশয়ের জল-স্রোত বহিয়া কলকলনাদে অপর জলাশয়ে গিয়া পড়িতেছে। কখন বা নিম্নভূমি দিয়া বরাবর কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তমাল-ডালে চাতক বলিতেছে, "ফটিক জল।" মেঘ ডাকিতেছে, কাজেই ময়ুর নাচিতেছে। মেঠো পথে যে বাহির হইতেছে, সে ভিজিতেছে। যাহার অর্থ নাই, তাহার জীর্ণ গৃহের চাল ভেদ করিয়া জল পড়িতেছে। আর বর্ষা-বর্ণনার প্রয়োজন নাই। পাঠক মহাশয় আর যাহা যাহা জানেন, এই বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া দিন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্বিতীয় দস্যু-সর্দ্দার চন্দুরে, ভৈরবানন্দের নিকট বিদায় লইয়া দলবল সহ গোবিন্দপুরে ডাকাইতি করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিল। সে এক্ষণে তথায় ডাকাইতি করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। সে এই সময়ের মধ্যে কএক স্থলে তাহার পরম বন্ধু বীরচাঁদের অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই! তথাপি সে আশা ত্যাগ করে নাই। এক্ষণে দুরাত্মা চন্দুরে অপরাপর দস্যুর সহিত ভাগীরথীর বাম (পূর্ব্ব) তটে উপনীত হইল। এক্ষণে রাত্রিকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গুঁড়ুনি গুঁড়ুনি বৃষ্টি হইতেছে।

এই দুর্যোগ, অদ্য বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে এখনও সমানভাবে রহিয়াছে। এই জন্য সেই সময় হইতে একখানি নৌকা ভাগীরথীর উক্ত তটে আবদ্ধ আছে। চন্দুরে সহসা স্বদলবল সহ সেই নৌকাখানি আক্রমণ করিল। নৌকায় চারি জন দাঁড়ী মাঝী এবং এক জন আরোহী। তাহারা সকলেই নিদ্রিত ছিল। সহসা দস্যুদিগের কোলাহল ও চীৎকার শুনিয়া তাহারা সকলেই জাগ্রত হইল। জাগ্রত হইয়া দেখিল, সম্মুখে কতকগুলা যমদূত।

চন্দুরে এবং তাহার সঙ্গিগণ দাঁড়ীমাঝীদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিল। তাহারাও আত্মরক্ষার জন্য উদ্যত হইল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তিন জন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু এক জন অত্যন্ত

আঘাতিত হইয়া নৌকাগর্ভে পতিত হইল। তাহার বাঁচিবার আশায় সংশয় ঘটিল।

অনন্তর দস্যুগণ আরোহীকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "তোর কাছে যা' যা' আছে, সব আমাদের দে, নৈলে এই ছোরায় তোর টুঁটি কেটে ফেল্‌ব।"

আরোহী তাহাদিগের এই লোমহর্ষণ বাক্য শুনিয়া কএক বার সাহস বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাতও করিল না, আবার ভয় দেখাইতে লাগিল। আরোহী তদ্দর্শনে তাহাদিগকে গালি দিয়া কহিলেন, "দুরাত্মারা আমি নিরস্ত্র, তোরা আমার অগোচরে আমার অস্ত্র অধিকার করিয়াছিস্, নৈলে এত ক্ষণ ইহার প্রতিফল দিতাম।"

কএক জন দস্যু আরোহীর এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইল, কিন্তু দস্যুসর্দ্দার চন্দুরে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করিয়া কহিল, "না রে না, এ'কে এখন মেরে ফেলিস্ নি। এ ত আমাদেরি হাতের ভেতর। এ'কে ক'সে বেঁধে ফেল্। আস্‌চে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তের রেতে কালীর কাছে এ'কে বলি দেব। সে দিন নরবলি দিলে আমাদের খুব পুণ্যি হবে। এ'কে এখন বেঁধে নিয়ে যাই চল্।"

চন্দুরের এই কথায় সকলে স্বীকৃত হইল। সকলে আরোহী যুবাকে বন্ধন করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাঁহার সঙ্গে যা কিছু অর্থাদি ছিল, তৎসমস্তই দস্যুদের হস্তগত হইল। কেবল শূন্য নৌকাখানা পড়িয়া রহিল। দস্যুগণ অনেক বার এই যুবার নাম ধাম জানিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে বিষয়ে কোন উত্তর পাইল না। যুবা পূর্ব্বের ন্যায় দস্যুগণকে অনেক ভর্ৎসনা ও সাহসোক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু লাভ হইল না, বরং দস্যুদের আক্রোশ এবং ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাঠক মহাশয় কি এই যুবাকে জানেন? ইহাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ।

অনন্তর যথাসময়ে দস্যুগণ তাহাদিগের গুরু ভৈরবানন্দের নিকট উপনীত হইল। তাহাদিগের সঙ্গে নানাবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ধীরেন্দ্রনাথ।

ভৈরবানন্দ ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া, চন্দুরেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কে?"

চন্দুরে ধীরেন্দ্রনাথ-ঘটিত সমুদয় ব্যাপার বলিল। তাহার উপর আরও কএকটা গুরুতর মিথ্যাকথা যোগ করিয়া বলিল, "ঠাকুর! এই ছোঁড়া আপনাকেও অনেক গাল মন্দ দিয়েচে।"

তাহার এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্র ক্রোধে ও ঘৃণায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "দস্যু! তুই মিথ্যাবাদী।" বাস্তবিক ধীরেন্দ্রনাথ ভৈরবানন্দকে জানেন না, সুতরাং কোন কটুকাটব্যও প্রয়োগ করেন নাই। চন্দুরে তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়াতে ভৈরবানন্দকে এই কথা গড়িয়া শুনাইল। কেন না, এরূপ করিলে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইতে আর কোন বাধা থাকিবে না। ফলে তাহাই হইল। ভৈরবানন্দ চন্দুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, এবং ধৃত যুবকের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। চন্দুরে সুযোগ বুঝিয়া কালীদেবীর নিকট যুবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নরবলির কথা তুলিল। ভৈরবানন্দ তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি আদেশ করিলেন, "এই পাপাত্মা যুবাকে লইয়া গিয়া কালী-বাটীর বন্দী-প্রকোষ্ঠে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া দাও। সে প্রকোষ্ঠের এই তালা চাবি লও।" চন্দুরের হস্তে তালা চাবি দেওয়া হইল। চন্দুরে এবং অন্যান্য দস্যুগণ কৃতকার্য্য হইল বলিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর হতভাগ্য ধীরেন্দ্রনাথ কালী-সুড়ঙ্গের বন্দী-প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিন্তা, দুঃখ প্রভৃতির আর সীমা রহিল না। বিশেষতঃ তিনি হিরণ্ময়ীর কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না বলিয়া, যার-পর নাই অবসন্ন হইলেন। পাঠক মহাশয়, এক্ষণে আপনার উপরই বন্দী ধীরেন্দ্রনাথের দুরবস্থা বিষয়ের ভার দিলাম।

ধীরেন্দ্রনাথ কালীবাটীতে বন্দীদশায় আপনার দুর্ভাগ্য ভাবিতে ভাবিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার সেই কাল নিশা তাঁহার স্মৃতিপথে পুনঃপুনঃ সমুদিত হইয়া, তাঁহাকে অতিশয় হতাশ করিতে লাগিল। এক এক দিন করিয়া এক পক্ষ অতীত হইয়া গেল।

ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

পাপ কার্য্যের পরিণাম।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রোধ হয়, সন্ধ্যার অব্যবহিত

পূর্ব্বে বা পরেই বৃষ্টি হইবে। এমন সময়ে একটি লোক বহড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই লোকটি বিদেশীয়, সুতরাং বহড়া গ্রামের কাহারও সহিত ইহার আলাপ পরিচয় ছিল না।

এই আগন্তুক ব্যক্তি বহড়া গ্রামের একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা এই গাঁয়ে মঙ্গলা নামে একটি মেয়ে লোক কোন্‌খানে থাকে ?"

তাহার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "মুঙ্গ্‌লী বুড়ী ?"

আগন্তুক বলিল, "হাঁ, সে বুড়ী বটে।"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "সে এখন এখানে নেই। এখানকার ভিটে ছেড়ে, কাজলাবেড়ে ব'লে একটা গাঁ আছে, সেইখানে ঘর ক'রেচে ! তা'র সঙ্গে তা'র দুটো ব্যাটাও সেই গাঁয়ে আছে।"

আগন্তুক বলিল, "কেন সে এ গাঁ ছেড়ে গেল ?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "সে তা'র ব্যাটাদের সঙ্গে যড় ক'রে তিনটি লোককে এক দিন রাত্তিরে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল। শেষে গোলমাল হওয়াতে এখান থেকে পালিয়ে যায়।"

আগন্তুক।—"তোমরা জেনে শুনে তা'কে ছেড়ে দিলে কেন ?"

স্ত্রীলোক।—"ঠিক সাবুদ পাওয়া যায় নি। কিন্তু গাঁয়ের জমীদার আর পেরজারা তাদের তিন জনের বিপক্ষ হওয়াতে, তারা এখানে তিষ্ঠুতে পা'ল্লে না। পালিয়ে গেল।"

আগন্তুক কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "কাজলাবেড়ে এখান থেকে কত দূর ?"

স্ত্রীলোক।—"এখান থেকে দশ কোশ দখিনে।" এই বলিয়া আবার বলিল "হ্যাঁ গা, তুমি তার খোঁজ ক'চ্চ কেন ?"

আগন্তুক এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "তা'র ব্যাটাদের নাম কি ?"

স্ত্রীলোক।—"ভোলা আর ন'থে।"

আগন্তুক আর কোন কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন জিজ্ঞাসিতা গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকটি কি ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে আপনার গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রাত্রির প্রথম প্রহর উপনীত হইল।

বহড়া গ্রামে যে অপরিচিত ব্যক্তিকে অপরাহ্ণ সময়ে দেখা গিয়াছিল, সে এখন কাজলাবেড়ে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বরাবর চলিয়া আসাতে তাহাকে কতকটা পরিশ্রান্ত বোধ হইল, সে প্রথমতঃ গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, বহির্ভাগে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ-মূলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমরা তখন বৃষ্টি হইবার যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আগন্তুকের সৌভাগ্যবশতঃ তাহা হয় নাই। বরং এক্ষণে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া, দশমীর চন্দ্রকে কোলে করিয়া, অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়াছে। শীতল সমীরণ মৃদু মন্দ বহিতেছে, সুতরাং আগন্তুক ব্যক্তি অচিরেই গতক্লম হইয়া সুস্থ হইল। কিন্তু এখনও মঙ্গলার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া মনে মনে অসুস্থ রহিল। সহসা গ্রামের ভিতর গিয়া তাহার অনুসন্ধান করা, তাহার পক্ষে ভাল বিবেচনা হইল না।

আগন্তুক ব্যক্তি অনেক ক্ষণ সেই অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিল, তথাপি সেখানে কোন লোককে দেখিতে পাইল না। ক্রমে রাত্রি সার্দ্ধৈক প্রহর অতীত হইয়া গেল।

এমন সময়ে অনেক দূরে দুই জন লোক দেখা গেল। তাহারা উক্ত গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া মাঠের দিকে চলিয়া যাইতেছিল। আগন্তুক ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ডপার্শ্বে লুক্কায়িত ভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পাছে সেই দুই জন লোক তাহাকে দেখিতে পায়, এই জন্যই সে এরূপভাবে আত্মগোপন করিল। অনন্তর তাহারা আরও কিয়দ্দূর গমন করিলে, আগন্তুক লোকটি, তাহারা যে দিকে যাইতেছিল, সেই দিকে চলিল। কিন্তু তাহার মনে কিসের সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, সে গতিচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া আর এক দিকে বেগে চলিতে লাগিল। অনন্তর সে, সেই দুই জন লোকের গতিপথের বিপরীত দিকে আসিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহারা দেখিল, এই লোকটা গমনকারী নহে, কিন্তু আগমনকারী।

উভয়ে কিঞ্চিদ্দূর হইতে উহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে তুই ?—কোথা যাচ্ছিস্ ?—দাঁড়া।"

আগন্তুক লোকটি যেন তটস্থ হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি কি—কেন !"

সেই দুই জন তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "তোর কাছে কি আছে—

দে; নৈলে এখনি মেরে ফেল্‌ব।" এই বলিয়া উভয়ে লাঠি বাগাইয়া ধরিল।

আগন্তুক ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া কৌশল সহকারে উহাদের এক জনের বক্ষঃস্থলে দারুণ পদাঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আগন্তুক স্বীয় মুষ্টিধৃত স্থূলযষ্টির বজ্রসম আঘাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্রে আগন্তুকের নিদারুণ পদপ্রহারে ভগ্নবক্ষঃ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিল, সে এখনও জীবিত।

আগন্তুক ক্রোধবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল্, তোরা কারা? নৈলে এখনি একেবারে নিকেস্ করব।"

তখন সেই লোকটা গোঁগাইতে গোঁগাইতে বলিল, "কেন?"

আগন্তুক:—"বল্‌বি নি শালা? তবে এই দ্যাখ্।" এই বলিয়া সে তাহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিল।

তখন সে মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অতি কষ্টে বলিল, "আমার নাম ল'খে; আর এ আমার দাদা—নাম ভোলা। প্রাণ গেল—ছেড়ে দাও—ঘাট হ'য়েচে—এমন কম্ম আর কর্‌ব না। যেমন কম্ম তেম্‌নি ফল হ'য়েচে। উঃ—উঃ—গেলুম—গেলুম!"

আগন্তুক তাহাদের নাম শুনিয়া বলিল, "শালারা! এতক্ষণে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। অনেক দিন ধ'রে তোদের সেই মা শালীর খোঁজ ক'চ্চি। কিন্তু তোদের জান্‌তুম না। তো শালাদের আর তোদের মা শালীর যেমন কম্ম তা'র তেম্নি ফল দিচ্চি। বল্, তোর মা বেটী কোথায় আছে?"

আগন্তুকের এই কথা শুনিয়া ল'খে অবাক্ হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "তাই ত, এ লোকটা কে? এ আবার আমাদের মাকেও জানে। এ কি হ'ল।" অনন্তর সে আগন্তুককে বলিল, "আমাদের মা নেই—ম'রে গেচে।"

আগন্তুক।—"মরে নি, এই বার মর্‌বে। হ্যাঁ রে শালা! মুঙ্গলী শালী তোদের কে?

এই কথা শুনিয়া লখের আপাদমস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "কই, কিছু বল্লি নি যে? যদি বাঁচ্‌বের ইচ্ছে থাকে, তবে এখনি বল্। নৈলে, বুকে ত চেপে বসেইচি, আবার গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব।" এই বলিয়া বক্ষঃস্থলে দুই তিন বার সবলে চাপ দিল।

পাপাত্মা লখের পক্ষে আগন্তুক যেন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিয়াছে। লখে যন্ত্রণায় এরূপ কাতর ও হতচেতন হইল যে, আর কোন উত্তর দিবার অবসর পাইল না। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহার পাপময় জীবনের শেষ গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিল। আগন্তুক দেখিল, দস্যু আর বাঁচিয়া নাই, তাহার চাপে রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

অনন্তর আগন্তুক, ভোলা ও লখের মৃত দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, নিঃসন্দেহে তথা হইতে প্রস্থান করিল। সে যে কোথায় গেল, তাহা বলিতে পারি না।

কাজলাবেড়ের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

আবার হত্যা।

এক্ষণে রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চন্দ্র বিশাল আকাশের পূর্ব্ব দিক অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে উপনীত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি স্তরে স্তরে গা ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। প্রকৃতি-মূর্ত্তি গম্ভীর।

যে আগন্তুক লোকটি ভোলা ও লখের জীবন সংহার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে আবার কাজলাবেড়ের পশ্চিম সীমায় দেখা গেল। সে সেই স্থানের একটা পুষ্করিণীর অবতরণ-সোপানে বসিয়া অঞ্জলিযোগে জল পান করিতেছে।

এমন সময়ে হঠাৎ দুই জন লোক পুষ্করিণীর পর-পারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগন্তুক জল পান করিতে করিতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, সেই দুই জনের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক, অপর জন বালক। দূর হইতে তাহার চক্ষে অস্পষ্টভাবে বোধ হইল, যেন

স্ত্রীলোকটি বালকটিকে কি বলিতে বলিতে পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে আসিতেছে।

আগন্তুক লোকটি আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঈদৃশ গভীর নিশীথে এরূপ নির্জ্জন স্থলে মনুষ্য-সমাগম তাহার পক্ষে কেমন কেমন লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্নিকটস্থ বকুল বৃক্ষে আরোহণ করিল। বৃক্ষটা শাখা প্রশাখায় অত্যন্ত নিবিড়।

কিয়ৎকাল পরে সেই বৃদ্ধা ও বালকটি পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া উপনীত হইল। বালকটি তৃষ্ণার্ত্ত ছিল বলিয়া জল পান করিল। বৃদ্ধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। যে আগন্তুক ব্যক্তি ঘাটস্থিত বকুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গোপনে বসিয়া আছে, বৃদ্ধা বা বালক পূর্ব্বে বা এক্ষণে তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

বালক জল পান করিয়া উপরে উঠিলে, বৃদ্ধা বলিল, "দেখ, বাছা! ভগবানের ইচ্ছেয় আজ তুমি এই রেতের বেলায় কোন বিপদে পড়নি, কিন্তু এখনো বিপদের অনেক সম্ভাবনা আছে। এই গাঁ আর এই গাঁয়ের আশপাশের জায়গা বড় ভাল নয়। এখানে ডাকাইৎ, চোর, লেঠেল, খুনে এই রকম লোক অনেক আছে। তুমি বিদেশী, কাজেই আমার মনে বড় ভয় হচ্চে। এখন এক কাজ কর,—তোমার কাছে যা' যা' আছে, সে সব আমার কাছে রেখে দাও। আমার সঙ্গে শীগ্‌গির শীগ্‌গির এই বেলা আমার বাড়ী চল। তার পর কাল দিনের বেলায় তোমার যেখানে ইচ্ছে, সেখানে যেও। এমন রেতেও কি পথ চল্‌তে আছে? তাতে আবার তুমি ছেলেমানুষ—একলা।"

বালক বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া বলিল, "ভাগ্যে, বাছা! তোমার দেখা পেয়েছিলুম, নৈলে আমার আজ যে, কি হ'তে কি হ'ত, তা পরমেশ্বরই জানেন।"

বৃদ্ধা বলিল, "আর কোন ভয় নেই। আমি যত ক্ষণ আছি, তত ক্ষণ তোমার বাড়ীতে আছ, মনে কর।"

অনন্তর বালক নিঃসন্দেহে বৃদ্ধার হস্তে কএকটি মুদ্রা এবং একটি অঙ্গুরী দিল। বৃদ্ধা সেইগুলি আপনার অঞ্চলে বাঁধিয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। যাইবার সময় বৃদ্ধা বালকটিকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা জেতে চাঁড়াল না বলেছিলে?"

বালকটি বলিল, "হাঁ।"

বৃদ্ধা।—"তুমি এমন দামি আঙ্‌টী পেলে কোথায়?"

বালক।—"আমাকে এক জন এ আঙ্‌টীটি দিয়েচে।"

বকুল-বৃক্ষারূঢ় আগন্তুক ব্যক্তি এত ক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া নীরবে বৃদ্ধা ও বালকের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে এইবার মনে মনে ভাবিল, "এ বুড়ী কে? আমি যার খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিলুম, এই কি সেই? এই কি সেই লোখে ভোলার পাপিনী মা? এই কি সেই রাক্ষসী? আমি দেখ্‌চি, আজ এর হাতে এই বিদেশী চাঁড়াল ছেলেটির শেষ দিন উপস্থিত। আর আমার চুপ্‌ ক'রে থাকা হ'ল না। বিশেষরূপ তদন্ত ক'রে দেখি।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিয়া একেবারে বৃদ্ধার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

বৃদ্ধা সহসা এক জন পুরুষকে বৃক্ষ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। কি বলিবে বলিবে করিয়াও বলিতে পারিল না—জিহ্বা জড়বৎ হইয়া গেল। সে তখন অন্য উপায় না দেখিয়া পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না।

ইত্যবসরে চণ্ডাল বালক, সেই ব্যক্তিকে দস্যু জ্ঞান করিয়া প্রাণভয়ে পশ্চাদ্দিক দিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল, আর তাহাকে দেখা গেল না। আগন্তুক ব্যক্তি সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিল না। সে কেবল বৃদ্ধার গতিপথ অবরোধ করিয়া, কটিদেশ হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে সগর্ব্বে ভয় দেখাইয়া বলিল, "খবদ্দার, যদি চেঁচাবি, তা হ'লে এখনি এই ছোরাতে তোর গলা কেটে ফেল্‌ব।"

বৃদ্ধা প্রাণভয়ে আরও আড়ষ্ট হইয়া একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিল; চক্ষে পলক নাই। বোধ হইল, বৃদ্ধা যেন দাঁড়াইয়া মরিয়াছে।

আগন্তুক আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল তোর নাম কি? নৈলে

যমের সঙ্গে এখনি তোর দেখা সাক্ষেৎ হ'বে।"

বৃদ্ধা যে কি বলিবে, ভাবিয়া আকুল হইল।

আগন্তুক তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, একবার হাস্য করিল, কিন্তু অব্যাহতি দিল না। আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বৃদ্ধা অনন্যোপায় হইয়া বলিল, "আমার নাম মঙ্গলা। আচ্ছা, বাবা! কেন তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস্ ক'চ্চ?"

আগন্তুক।—"তুই অনেক বিদেশী অসহায় মানুষকে ধনে প্রাণে নষ্ট করেচিস্, আজ তোকে তার পির্‌তিফল দেব, তাই তোর নাম—"

"না, বাবা! আমি গরিব দুঃখী নোক। আমি উপকার ভিন্ন কখন কা'রো অপকার করিনি।" বৃদ্ধা আগন্তুকের কথায় বাধা দিয়া এই কথা বলিল। তাহার এই কথাগুলির প্রত্যেক অক্ষরে ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল।

আগন্তুক সক্রোধে বলিল, "পাপিনি! আমি তোর কোন কথাই শুনতে চাইনি। আচ্ছা, বল্ দেখি, লোখে আর ভোলা তোর কে?"

বৃদ্ধা কি ভাবিয়া নিরুত্তর।

আগন্তুক।—"আজ তাদের যে গতি, তোরও সেই গতি। রাক্কুষি! তুই আমার ধর্ম্মমেয়েকে বিষ খাইয়েছিলি। ভগবান্ তাকে প্রাণে বাঁচিয়েচে, কিন্তু তোকে বাঁচা'বে না। আজ আমার হাতে তোর মরণ। তুই নিশ্চয় জানিস্, বীরচাঁদের ধর্ম্মমেয়ের যে প্রাণবধ বা অন্য কোন অপকার কর্‌বার চেষ্টা বা ইচ্ছে করে, ভগবান্ তার পরমাই লেখেনি।"

বৃদ্ধা অধিকতর আতঙ্কে অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "কে তোমার ধর্ম্মমেয়ে?"

আগন্তুক।—"যার হীরের বালা আর মুক্তোর মালা তোর কাছে আছে।" বীরচাঁদ এ কথা হিরণ্ময়ীর মুখে একবার শুনিয়াছিল।

এই বার বৃদ্ধার হিরণ্ময়ীঘটিত সমস্ত ব্যাপার স্মরণ হইল। কিন্তু সে দাঁড়াইয়া বলিল, "সে কি, বাবা! এ কি কথা! আমার বংশে কেউ এমন কর্ম্ম করে না।"

আগন্তুক।—"করে না? তবে তোর ব্যাটা খুটো আমাকে মাঠে পেয়ে খুন ক'ত্তে এসেছিল কেন? তুইও আবার এখনি একটি বিদেশী ছেলেকে খুন কর্‌বার যোগাড় কচ্ছিলি। আজ তোকে আমি খুন কর্‌ব। তোকে খুন ক'ল্লে আর কোন নোক অকালে মর্‌বে না। অথচ আমার মহাপুণ্যি হ'বে।" সে এই কথা বলিয়াই বৃদ্ধার আর কোন উত্তরের অপেক্ষা করিল না। বামহস্তে তাহার পক্ক কেশগুলা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তধৃত তীক্ষ্ণ ছোরায় আঘাতে কণ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। বৃদ্ধা ভূতলে পড়িয়া গেল—যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল—বৃদ্ধবয়োজনিত নিস্তেজ এবং স্বল্পপরিমাণ শোণিত ছিট্‌কাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ীর বিষদাত্রী মহাপাপিনী পাষাণ-হৃদয়া মঙ্গলা পাপ-জীবন পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর হত্যাকারী আগন্তুক বৃদ্ধার চির-সঙ্গী কাপড়ের পুঁটলিটি এবং চণ্ডাল বালকের নিকট হইতে প্রাপ্ত কএকটি মুদ্রা ও অঙ্গুরীয়কটি তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কোথায় চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়! এই আগন্তুক যে আমাদের সেই সম্মানযোগ্য বীরচাঁদ, তাহা ইহার নিজের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং আর দ্বিরুক্তি করিব না।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ভৈরবানন্দের নূতন শিষ্য।

দেখিতে দেখিতে আষাঢ় মাস, এক বৎসরের জন্য ইহলোক ত্যাগ করিল। এক্ষণে "ধারার শ্রাবণ"। প্রায় অহোরাত্রই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নদ, নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী সমস্তই নূতন জলে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অজয় নদের বালুকাময় পুলিন এবং চর আর দেখা যায় না—বর্ষার জলে কিছু দিনের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে। এক্ষণে অজয় নূতন বর্ণে, নূতন ভাবে, নূতন তেজে এবং নূতন উৎসাহে প্রবল বেগে ছুটিতেছে। অজয়ে ঢাল নামিয়াছে, সুতরাং উহার অপরিমিত জলরাশি পর্ব্বত-ধৌত গৈরিক বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। গ্রাম্য পথগুলিতে, (যে গুলি কাঁচা রাস্তা) নন্দোৎসবের দধি-কাদার ধূম লাগিয়া গিয়াছে। পথিকগণের আছাড় খাইবার, ভূত সাজিবার, শুভ্রবস্ত্র অশুভ্র করিবার, অর্দ্ধদণ্ডের পথ পাঁচ দণ্ডে যাইবার, দেবতা, ভাগ্য এবং পথের

অধিকারীকে সুমিষ্ট কথা শুনাইবার এমন সুবিধা আর হইবে না।

পাঠক মহাশয়! কেতক (কেঁয়াফুল) ফুটিয়াছে, বোকা ভ্রমর মধুলোভে বৃষ্টিজলে ভিজিয়া ভিজিয়া,মধুর বদলে কেঁয়াফুলের গুঁড়া মাখিয়াছে—ভূত সাজিয়াছে—রাগের নেশায় ভোঁ হইয়া, কাজেও ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

ভৈরবানন্দ অজয়তটস্থ যে শ্মশানে বসিয়া যোগ সাধন করিতেন, এক্ষণে সে শ্মশান স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। অজয়জলের প্রবল বেগে উহার আর সে অবস্থা নাই। শ্মশান-কেও আবার শ্মশানগত হইতে হইল!—কালের কাণ্ড কি অদ্ভুত!

এক্ষণে অজয়তটের আরও উপরে একটি নূতন শ্মশান দেখা দিয়াছে। এই শ্মশানের ঐশ্বর্য্য এখনো বৃদ্ধি হয় নাই। বোধ হয়, দশটি কি বারটি মাত্র চিতা ইহার অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। বর্ষার জলে তাহারও আবার কতক কতক ভাসিয়া গিয়া অজয়জলে পড়িতেছে। এই স্থলে অজয় নদকে দেখিলে উন্মত্ত ভৈরবকে মনে পড়ে।

আজ-কাল ভৈরবানন্দ কাপালিক এই নূতন শ্মশানে যোগপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বৃষ্টি বাদলের দুর্যোগে তিনি প্রতিদিন আর সেখানে যাইতে পারেন না। কাজে কাজেই মঠে বসিয়া পূজাদি সমাপন করিয়া থাকেন।

পাঠক মহাশয়কে এখানে বলিয়া রাখি, ভৈরবানন্দ প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া হিরণ্ময়ীর নিকট গতায়াত করিয়া থাকেন, কিন্তু আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হিরণ্ময়ী বিবাহ করিবেন না বলিয়া, ইহাঁকে সর্ব্বদাই প্রত্যাখ্যান করেন, মরিতে উদ্যত হয়েন, সুতরাং ইহাঁর আশা এক্ষণে দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। তবুও ইনি সেই নিষ্ফল আশার মূলে লোভ-বারি সেচন করিতে নিরস্ত হইতেছেন না। এক একবার হতাশ হইতেছেন, আবার ভরসায় বুক বাঁধিতেছেন। শেষে ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন।

যাই হোক,আমরা ভৈরবানন্দকে এক বিষয়ে বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া ধন্যবাদ করিতে কুণ্ঠিত নহি। আজও তিনি হিরণ্ময়ীর প্রতি কোনরূপ পশ্বাচার প্রদর্শন করেন নাই; এই জন্য তিনি আমাদের শত শত ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহাকে সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি দিলে কোটি কোটি ধন্যবাদ লাভ করিতে পারিতেন। তবে কথা এই, সকলে সকলের মনের মত কার্য্য করিতে পারে না। দেখাই যা'ক, পরে কি হইতে কি হয়।

হিরণ্ময়ীর শোক, দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা এবং ভৈরবানন্দের আশা, দুরাশা, মনোভঙ্গ, চিন্তা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ চলিয়া গেল।

অষ্টম দিবসের প্রাতঃকালে ভৈরবানন্দ একাকী মঠে বসিয়া পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বালক তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। ভৈরবানন্দ উহাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, এই নূতন দেখিলেন। দেখিয়া তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার নাম কি? তোমরা কি লোক?"

বালক ক্রমে ক্রমে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিল;—"আমি চাকুলে থেকে আস্চি—আমার নাম মাখন—আমরা নমশুদ্দুর।"

ভৈরবানন্দ উত্তর পাইয়া বলিলেন,"তোমরা চণ্ডাল?"

বালক।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"তুমি কোথা যাইবে?"

বা।—"আজ্ঞে, আপনকারি ছিরিচরণ দর্শন ক'ত্তে এসেচি।"

ভৈরবানন্দ একটু হাসিলেন।

বালক আবার বলিল, "আপনকার চরণে আমার একটি নিবেদন আছে।"

ভৈ।—"কি?—বল।"

বা।—"আপুনি আমাকে দয়া ক'রে আপনকার শিষ্যি কর। আপুনি অনেক তন্তর মন্তর জান। আমি আপনকার কাছে ভূতের মন্তর, সাপের মন্তর আর অষ্টি অষ্টি মন্তর শিখ্‌তে ইচ্ছে করি।"

ভৈ।—"কেন?"

বা।—"আমাদের সকলের এই রকম মন্তর তন্তর শিখে ব্যবসা করা চলন, তা ত'আপুনি জানেন।"

ভৈ।—"অন্যের নিকট শিখ্‌তে ত পার।"

বা।—"আমার মুরুব্বি কেউ নেই, কে শেখাবে? এখন আপনকার আশ্রয়ে এয়েচি; আপুনিই এই গরিবকে শেখাও। আপুনিই আমার গুরু।

বালকটির এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের মন ফিরিল। তিনি তাহাকে শিষ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। বালকেরও কপাল ফিরিল।

কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া ভৈরবানন্দ বলিলেন, "যাও তুমি এখনি অজয়ে স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে এস।"

বা।—"আজ্ঞে, আমি চান ক'রেই আপনকার কাছে এয়েচি।"

ভৈ।—"তা ভালই হইয়াছে। তবে তুমি ঐখানে দক্ষিণ-মুখ হইয়া উপবেশন কর।"

বালক তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। অনন্তর ভৈরবানন্দ কালিকা দেবীর পূজা করিয়া শিষ্য করণোপযোগী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চণ্ডাল-বালককে শিষ্য করিয়া লইলেন। মাখন, ভৈরবানন্দের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ তাহার জন্য একখানি স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। মাখন চণ্ডাল, সুতরাং তাহা হইতে যে যে কার্য্য হইতে পারে, ভৈরবানন্দ তৎসমস্তের আদেশ এবং যে যে কার্য্য তৎকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়া অনুচিত, তৎসমস্তের নিষেধ করিলেন।

ক্রমে এক দিন—দুই দিন করিয়া প্রায় শ্রাবণ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। মাখনের প্রতি ভৈরবানন্দেরও স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মাখন স্বীয় প্রতিভা-বলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মন্ত্র মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে ভৈরবানন্দ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

মঙ্গলা পিশাচী যে চণ্ডাল-বালককে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে এই মাখন।

—

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কৌতূহল!

হিরণ্ময়ীর জন্য ভৈরবানন্দের চিত্ত যে, দিন দিন কিরূপ ভাবপরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা পাঠক মহাশয়কে আর কত বলিব? তিনি আপনিই তাহা বুঝিয়া লউন।

ভৈরবানন্দ মাখনকে শিষ্য করিবার পর, তাহার আচার ব্যবহার দর্শনে, অতিশয় তৃপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। মাখনও প্রত্যহ অবহিতচিত্তে সেবা করিয়া গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল।

এ দিকে, দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাসের শুক্লচতুর্থী তিথি সমুপস্থিত হইল। এই চতুর্থীর চন্দ্র—নষ্টচন্দ্র। এ চন্দ্রকে দেখিলে পাপ হয়—কলঙ্ক হয়, কিন্তু এই নষ্টচন্দ্রের গভীর রাত্রিতে বিনাপরাধে পরের দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট বা অপহরণ করিয়া গালাগালি খাইলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। চমৎকার বিধান! দস্যুদের পক্ষে এই চতুর্থী তিথির রাত্রি মাহেন্দ্রক্ষণ বলিয়া গণ্য। এইজন্য চন্দুরে প্রভৃতি দস্যুগণ ভৈরবানন্দের নিকট বিদায় লইয়া এক বৎসরের পাপ-ক্ষয় করিতে চলিল। অপরের সর্ব্বনাশ আর তাহাদের পাপহ্রাস! এ বিধি ব্যবস্থার শ্রীচরণে শত কোটি নমস্কার!

চন্দুরে স্বীয় দলবলে সজ্জিত হইয়া শুভ যাত্রার সময় ভৈরবানন্দকে বলিল, "ঠাকুর মশাই! আমরা ভাদ্দর আর আশ্বিন, এই দু' মাস বাইরে বাইরেই থাক্‌ব। কাত্তিক মাসে এসে অমাবস্থের রেতে খুব ঘটা ক'রে কালী মার পূজো দেবো। আমি এসে সেই ছোঁড়াটাকে নিজের হাতে মার কাছে বলি দেবো। এখন চল্লেম—পেন্নাম।"

ভৈরবানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

মাখন সে স্থানে নীরবে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিল। শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, "তাই ত, চন্দুরে কাকে কালীর কাছে বলি দেবে? সে কে? এখন কোথায় বা আছে? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। নরবলি! নরবলি! কি আশ্চর্য্যি ব্যাপার। আমাকে একবার তলিয়ে দেখ্‌তে হ'বে। গুরু ঠাকুরকে এ কথা বল্‌ব? —না—বল্‌ব না। নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখি।" এই বলিয়া সে কেবল কি ভাবিতে লাগিল।

ভৈরবানন্দ মাখনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাখন! তুমি কি ভাবিতেছ?"

মাখন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "এরা সব চ'লে গেল, তাই ভাব্‌চি।"

ভৈরবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কি? আমি ত আছি।"

মা।—"আজ্ঞে, ভয় কিছু না।"

ভৈরবানন্দ আর কিছু বলিলেন না।

অনন্তর মাখন তথা হইতে কি আনিবার নাম করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

এখন ভৈরবানন্দ একাকী। আকাশে নষ্ট

চন্দ্রও একাকী। ভৈরবানন্দ চাঁদের দিকে আর চাঁদ ভৈরবানন্দের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। কেন ভৈরবানন্দ আজিকার নষ্টচন্দ্র দেখিতেছেন?—বোধ হয়, কলঙ্কের ভয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে ভৈরবানন্দ কাপালিক আপনি বলিতে লাগিলেন, "হা! সে যুবতী কি আমার একমাত্র চিন্তাস্বরূপিণী হইয়া এখানে আসিয়াছে? সে কেন আমার পত্নী হইতে অস্বীকার করিতেছে? আমি যে কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। আর আমি এমন করিয়া কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। এইবার তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইব; আর এক সপ্তাহ কাল তাহার মুখ চাহিয়া থাকিব। তাহাতেও সে স্বীকৃত না হইলে, ছলে বলে কৌশলে তাহাকে বিবাহ করিব। বিবাহ করিতে দোষ কি?" এই বলিয়া তিনি নীরব হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

মাখন তখন কোথায় কি আনিতে গিয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু এখন তাহাকে ভৈরবানন্দের পশ্চাদ্ভাগে দেখা গেল। সে সম্মুখদিকে আসিতেছিল, কিন্তু সহসা এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া, পশ্চাদ্ভাগে থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা শুনিল।

পূর্ব্বে ভৈরবানন্দ এরূপ কথা কত বলিয়াছেন, কিন্তু মাখনের কর্ণে তাহা স্থান পায় নাই। আজ দৈব ঘটনায় তাহা হইল।

মাখন কিয়ৎক্ষণ আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া কি ভাবিল। আবার পরক্ষণেই গৃহের দেওয়ালে বামহস্ত রাখিয়া, তাহার উপর মস্তক সংন্যস্ত করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে যে কি হইতে লাগিল, তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে জানে না। মাখন নির্ব্বাক্, কিন্তু অত্যন্ত অস্থির। সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল।

কিয়ৎকাল পরে মাখনের কর্ণে দ্বার বন্ধ করিবার শব্দ প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সতর্কভাবে দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে দেখিল, ভৈরবানন্দ একাকী কোথায় যাইতেছেন। মাখন আত্মগোপনের জন্য সরিয়া দাঁড়াইল। অনন্তর ভৈরবানন্দ অনেক দূর চলিয়া গেলে, সে সতর্কিত ভাবে আত্মগুপ্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। যাইবার সময় তাহার মনোরাজ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। সে কখন ভাবিতে লাগিল, "গুরুদেব কা'কে বিয়ে কর্‌বেন? চন্দুরে কা'কে কালীর কাছে বলি দেবে?" আবার পরক্ষণে ভাবিল, "গুরুদেব কোথায় যাচ্চেন? কালী ঠাকুরাণী কোথায়? গুরুদেবের এ কি রকম কাজ?" এই সাত পাঁচ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে সে দেখিল, ভৈরবানন্দ শ্মশান-ভূমির পার্শ্ব দিয়া একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মাখন সেই বনের ভিতর একাকী আরও কএক বার গিয়াছিল, কিন্তু আজিকার যাওয়ায় তাহার অন্তঃকরণে এক অভিনব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

মাখন একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল, ভৈরবানন্দ এক স্থানে দাঁড়াইলেন। অমনি সেও একটা বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে দেখিল, গুরুদেব ভৈরবানন্দ কি করিতে করিতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে বালক মাখনের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে কিয়ৎক্ষণ তথায় থাকিয়া আস্তে আস্তে সেই দিকে অগ্রসর হইল। অনন্তর ঠিক সেই স্থানে গিয়া দেখিল, ভূপৃষ্ঠে একটি চতুরস্র কপাটপট্ট ভিতর হইতে আবদ্ধ। মাখন অবাক্—শঙ্কিত—চিন্তিত—বিস্মিত। তাহার একগুণ কৌতূহল শতগুণ হইয়া উথলিয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই কপাটপট্টের অবিদূরে একটি চিহ্ন সংস্থাপন পূর্ব্বক দৌড়িয়া আসিয়া আপনার কুটীরে শয়ন করিল। শুইয়া, চিন্তার সহস্র মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ভাবে শুইয়া থাকিল যে, ভৈরবানন্দ আসিয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে না পারেন।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ ছয় দণ্ড সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন ভৈরবানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। মাখন, আপন কুটীরে শয়নাবস্থায় দেখিল, গুরুদেবের হস্তে কতকগুলা বড় বড় চাবি। সে এই সকল চাবি পূর্ব্বেও গুরুগৃহের একটি নিভৃত স্থানে থাকিতে দেখিয়াছিল। এখন সে বুঝিল, তাহার গুরুঠাকুর এই চাবিগুলাতে সেই কপাটপট্ট-সংবদ্ধ তালাগুলা খুলিয়া মৃত্তিকার নিম্নপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় সেই কপাটপট্টের নিম্নে কি আছে, এবং কেনই বা ভৈরবানন্দ তন্মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য এক্ষণে মাখনের অত্যন্ত কৌতূহল বৃদ্ধি হইল।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মাখনের গুরুভক্তি।

ভৈরবানন্দ মাখনকে নিদ্রিত অনুভব করিয়া আর ডাকিলেন না। আপনার গৃহে শয়ন করিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা উচিত যে, তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কি করেন। কারণ-বারি (সুরা) পান করেন। কালীর নামে উৎসর্গ করিয়া সুরাপান করা কাপালিকদিগের ধর্ম্মাঙ্গবিশেষ। এক্ষণে তিনি আশ মিটাইয়া এই ধর্ম্মাঙ্গ প্রতিপালন করিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে কারণবারি তাঁহার জাগরণ-শক্তি হ্রাস করিয়া দিল। তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তিনি নিদ্রিত হইবার পর, আঁরও চারি পাঁচ দণ্ড পরিমিত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

কারণবারির আয়োজন করিবার ভার মাখনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। সে প্রত্যহই উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিত।

ঠিক এক সময়ে দুই জন লোক দুই অবস্থায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ গভীর নিদ্রায় অভিভূত এবং মাখন অনন্ত চিন্তায় জাগরিত। এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

মাখন খুব প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয়ের সহিত ভৈরবানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন। প্রত্যহ তিনি যাহা যাহা করিয়া থাকেন, এক্ষণে একে একে তৎসমস্তই সম্পাদন করিলেন।

দিবা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিয়া গা-ঢাকা দিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রকৃতির অবস্থা-পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধিনী যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া রজনীর প্রথম প্রহর উপনীত হইল।

এমন সময় ভৈরবানন্দ মাখনকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এইখানে থাকিয়া মুখস্থ মন্ত্রগুলির আবৃত্তি করিতে থাক। কোথাও যাইও না। আমি কিয়ৎকাল পরে আসিয়া, আবার তোমাকে নূতন মন্ত্র শিখাইব।"

মাখন স্বীকৃত হইল। ভৈরবানন্দ চাবি লইয়া পূর্ব্ববৎ কালীবাড়ী চলিয়া গেলেন।

মাখন চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিন্তু বেশী ক্ষণ আর বসিয়া থাকিল না। তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। যাইবার সময় সে রিক্তহস্ত ছিল, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার হস্তে কি এক প্রকার দ্রব্য দেখা গেল। সে তাড়াতাড়ি করিয়া সেই দ্রব্য, একখানি শিলাপট্টে অৰ্দ্ধপেষণ করিয়া রস বাহির করিয়া লইল। সেই রস ভৈরবানন্দের নৈশপানীয় সুরাতে মিশাইয়া রাখিল। এই কার্য্য এইরূপ ভাবে সম্পাদন করিল যে, গুরুদেব আসিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে না পারেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল।

কতক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। মাখন তাঁহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ভৈরবানন্দ পদ ধৌত করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাখনকে তাহার গৃহে শয়ন করিতে বলিলেন। মাখন শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ কালীদেবীর নামে সুরা উৎসর্গ করিয়া পান করিলেন। পানব্যাপার সমাপ্ত হইলে পর, আপনার শয্যায় শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অলক্ষ্যে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই দ্রব্যরসমিশ্রিত সুরার কিরূপ ভয়ঙ্করী চৈতন্যবিলোপিনী শক্তি, তাহা ভৈরবানন্দে প্রকাশ পাইল! ভৈরবানন্দের নাসারন্ধ্রে নিঃশ্বাস সঞ্চার না থাকিলে, অদ্য তাঁহাকে মৃত বলিয়া ভ্রম হইত। তিনি যেরূপ ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবেই রহিলেন! এক বারও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন না।

মাখন, অনেক ক্ষণের পর গাত্রোত্থান করিয়া, আস্তে আস্তে ভৈরবানন্দের গৃহে প্রবেশ করিল। ভৈরবানন্দ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন কি না, তাহা জানিবার জন্য সে কএক প্রকার কৌশল প্রকাশ করিল। অবশেষে দেখিল, তাহার কৌশল ও চেষ্টা সফল হইয়াছে। সে তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া

গুপ্ত স্থান হইতে চাবিগুলা লইয়া আপনার কুটীরে প্রবেশ করিল। আবার তথা হইতে একটি প্রদীপ, কিঞ্চিৎ অগ্নি. এবং কএকটা গন্ধক-কাষ্ঠিকা (দিয়াসালাই) লইয়া বরাবর সুড়ঙ্গ-দ্বারে উপস্থিত হইল। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। অত রাত্রে দেখ্‌বেই বা কে?

মাখন তথায় উপস্থিত হইয়া, চাবি দিয়া তালাগুলা খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু ভিতরে গিয়া কপাটপট্ট পুনর্ব্বদ্ধ করিল না। দিয়াসালাই জ্বালিয়া দীপ জ্বালিল। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গগর্ভ আলোকিত হইল।

তখন সে ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সেখানে গিয়া চারি দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার চক্ষে সেই স্থান যেন একটি মধ্যম গোছের বাড়ী বলিয়া বোধ হইল। সে আস্তে আস্তে কিয়দ্দূর গিয়া মনুষ্য-কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইল। সে স্বর কাতরোক্তি-মিশ্রিত।

যে দিক হইতে সেই কণ্ঠশব্দ আসিতেছিল, মাখন সেই দিকে গমন করিয়া দেখিল, একটি অন্ধকার-গৃহের মধ্যে কে বলিতেছে, "হা হিরণ্ময়ি! তুমি কেন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে আসিলে? কেন আমাকে সেরূপ পত্র লিখিয়াছিলে? আমি এত দিন তোমার অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইলাম না, এই আমার অত্যন্ত দুঃখ! তুমি জীবিত আছ কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না, ইহাও আমার দুঃখের উপর দুঃখ রহিয়া গেল! আমি আগামী কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীর নিকট দস্যুহস্তে বিনষ্ট হইব, কিন্তু তুমি কোথায় রহিলে, তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া মরিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি এমন ভীষণ মনঃকষ্ট হইতে পারে? আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। আমা হইতে তোমার অণুমাত্র উপকার হইল না, বরং গৃহ ও স্বজনত্যাগী হইয়া, না জানি, কোন্ অচিন্তনীয় সঙ্কটে পড়িয়া কত কষ্টই পাইতেছ। হা হতভাগ্য ধীরেন্দ্র! কেবল নিজে যাবজ্জীবন যন্ত্রণাভোগ করিতে এবং অপরকে বিপদগ্রস্ত করাইতে তোর উৎপত্তি হইয়াছে।" গৃহ নিস্তব্ধ হইল। গৃহদ্বার বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ।

মাখন বহির্ভাগে থাকিয়া সমস্তই শ্রবণ করিল। তখন তাহার মনে যে, কত কি উচ্ছলিত হইতে লাগিল, তাহা আমরা বর্ণন করিতে জানি না। সে এক বার মাত্র মনে মনে বলিল, "এই লোকটিকেই চন্দুরে কালীর কাছে বলি দেবে! ওঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার! আচ্ছা দেখি, আমি আজ কি ক'ত্তে পারি।" এই বলিয়া সে তথা হইতে বরাবর আরও ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

হতভাগিনী হিরণ্ময়ী যে গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, মাখন একেবারে সেইখানে উপস্থিত হইল।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

মাখন দেখিল, হিরণ্ময়ীর গৃহদ্বার বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ রহিয়াছে। সে তখন বহির্ভাগ হইতে কপাটছিদ্র দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, যেন একটি বিদ্যুন্মূর্ত্তি মেঘগর্ভে মিশাইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। মাখনের অন্তঃকরণ দুঃখ ও বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইল। তাহার মনে অত্যন্ত চিন্তার স্রোত অনন্ত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে তখন মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহার সীমা পরিসীমা নাই।

বালক মাখন কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টে সেই স্থির-সৌদামিনীর দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল। এক্ষণে একখানি চিত্রপটের সহিত মাখনের তুলনা করা যাইতে পারে।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, মাখনের কর্ণে প্রবেশ করিল, "হা হতভাগিনি হিরণ্ময়ি! তুই কি কুক্ষণেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলি! মরিতে আসিলি, কিন্তু মরিতে পারিলি না। হা ধীরেন্দ্রনাথ! তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইল না। পরেও আর হইবে না। এই কারাগার আর এই কারাস্বামী কাপালিকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে ত, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। দুরাচার আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছে, তাহা স্মরণ-পথে সমুদিত হইলেই, আমার মরিবার বাসনা জাগিয়া উঠে, কিন্তু আমি মরিবার কোন উপায়ই দেখিতে পাই না। কারাগৃহে অবরুদ্ধ আছি; আমার নিকট মরিবার কিছুই নাই। হায়, আমার এ কি হইল! হা বিধাতা! তুমি কি আমার দিকে আর মুখ তুলিয়া চাহিবে না? এ

হতভাগিনী কি এইরূপেই অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইবে!" গৃহ নিস্তব্ধ হইল।

মাখন অবাক্। মনে মনে বিদ্যুদ্বেগে একবার ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা! সেই যুবার জন্য এই যুবতী বিলাপ ক'চ্চে, আবার এর জন্য সে শোক ক'চ্চে; অথচ দু'জনে এক জায়গায় থেকেও, কেউ কা'রো খবর পাচ্চে না। আর না, আমি সমস্তই বুঝেছি। এই দু'জনকে আজ একত্তর করব। আর বিলম্ব করব না।"

মাখন আর কোন কথা না কহিয়া করস্থ চাবিগুচ্ছ হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিল। হিরণ্ময়ী কাপালিক আসিয়াছে অনুমান করিয়া, এক পার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান হইলেন। মাখন ভিতরে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী যাহা ভাবিতেছিলেন, তাহার বিপরীত হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি কিশোর-বয়স্ক বালক। তিনি তাহাকে দেখিয়া কি যে বলিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না।

মাখন বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি ধীরেন্দ্রনাথ ব'লে কাঁদ্‌ছিলে, ধীরেন্দ্রনাথ তোমার কে?"

হিরণ্ময়ী নিরুত্তর; কেবল মনে মনে বলিলেন, "এ যুবা কে? কি করিয়া এখানে আসিল? একে ত আমি এক দিনও এখানে আসিতে দেখি নাই। এ আবার আমার মুখে ধীরেন্দ্রনাথের নাম শুনিয়াছে; তাই ত—কি করি? এ কি কাপালিকের চর?" এই ভাবিয়া তাঁহার ভয় হইল—মুখ শুকাইয়া গেল।

মাখন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান করিল। বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই। তুমি উত্তর দিচ্চ না কেন?"

হিরণ্ময়ী এ বার অস্ফুটবাক্যে বলিলেন, "তুমি কে?"

"আমি চণ্ডাল বালক।"

"এখানে কেন আসিয়াছ?"

"ভৈরবানন্দ কাপালিক এখানে এসে কি করে, তাই জানতে।"

"সেই কাপালিকের নাম ভৈরবানন্দ?"

"তা' কি তুমি এত দিন জান না?"

"এই কারাগারে একাকিনী আছি, কি করিয়া জানিব? সে আমাকে তাহার নাম বলে নাই। তবে সে যে কাপালিক, তা আমি তাহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।"

"তোমার নাম হিরণ্ময়ী?"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী আবার নিরুত্তর হইলেন।

মাখন বলিল, "তুমি নাই বল, কিন্তু আমি তোমারি মুখে শুনেচি। আরও বলি, তুমি যে ধীরেন্দ্রনাথের নাম ক'ল্লে, এই কত ক্ষণ তাঁ'র মুখেও শুনে এলেম।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। চিন্তা যে পলকে কতরূপ রূপ ধরিতে পারে, এক্ষণে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। সকলের সীমা আছে, কেবল শূন্যতার আর হিরণ্ময়ীর চিন্তার সীমা নাই।

মাখন বলিল, "উত্তর দিচ্চ না কেন?"

"আমি কি উত্তর দিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমার কথা শুনিয়া আমার আত্মবিভ্রম ঘটিয়াছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি কোন মায়াবী?"

মাখন এক বার হাসিল।

হিরণ্ময়ী লজ্জিত হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাখন দেখিল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং আর বেশী বিলম্ব করা উচিত নয়। কি জানি, ভৈরবানন্দ জাগিয়া উঠিলে এখনি কি এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া পড়িবে। এই জন্য সে আর বিলম্ব না করিয়া বলিল, "আমি তোমার নিকট কালী-দেবীর শপথ ক'রে বল্‌চি, আমি তোমার শত্রু নই। ভৈরবানন্দ আমার গুরু, আমি তাঁ'র শিষ্য, কিন্তু আজ সে সম্বন্ধ ত্যাগ কল্লুম। তিনি যে এমন কুচরিত্তির লোক, তা আমি জান্তুম না। সে যে তোমাকেই বিয়ে করবার কথা আপনা আপনি যখন তখন ব'লে থা'কে, আর এখানে তোমায় জ্বালাতন ক'ত্তে আসে, তা আমি এখন বুঝ্‌তে পাল্লুম। আরও বুঝ্‌তে পাল্লুম, সে তোমাকে এই অন্ধকার ঘরে আটক ক'রে রেখে—ওঃ কি ভয়ানক ব্যাপার!—সে কথা এখন থাক্। তুমি এখন এক কাজ কর, আমার সঙ্গে বরাবর চ'লে এস।"

হিরণ্ময়ী দ্বিরুক্তি করিলেন না। মাখন আলোক হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিল, হিরণ্ময়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু তিনি এখনও সন্দেহ ও চিন্তায় জড়ীভূতা।

মাখন ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া, চাবি খুঁজিয়া লইয়া দ্বার খুলিল। হিরণ্ময়ী বহির্ভাগে রহিলেন। মাখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ কোন দস্যু বলিয়া অনুমান করিলেন, কিন্তু শেষে বিশেষ করিয়া দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "কই, একে ত আমি সে দিন, সেই দস্যুদের মধ্যে দেখি নাই। এ যে একটি কিশোর-বয়স্ক বালক। তাই ত, এ বালকটি কে? কেন আমার নিকট আসিল?" তিনি এইরূপ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালককে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

মাখন ধীরেন্দ্রনাথের কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া বলিল, "আপনি শীঘ্র আমার সঙ্গে চ'লে আসুন।"

ধী।—"কোথায়?"

মা।—"সুড়ঙ্গের বাহিরে।"

ধী।—"কেন?"

মা।—"মুক্তিলাভের আশা নাই?"

ধী।—"আছে।"

মা।—"তবে আর বিলম্ব কেন?"

ধী।—"তুমি কে?"

মা।—"আমি চণ্ডাল বালক।"

ধী।—"আমার প্রতি তোমার এরূপ অপূর্ব্ব দয়ার উদ্রেক হইল কেন?"

মা।—"এর পর বল্‌ব। এখন বিলম্ব কাজের ক্ষতি হ'বে।"

ধীরেন্দ্রনাথ মাখনের এই সকল কথা শুনিয়া হর্ষে, বিস্ময়ে, চিন্তায় একেবারে উদ্বেলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আর কাল-বিলম্ব না করিয়া মাখনের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মাখন কৌশলে ধীরেন্দ্রনাথের হস্তপদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল। অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ মাখনের সহিত গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিবামাত্রই তাঁহার দৃষ্টিপথে হিরণ্ময়ীর মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল। তিনি তদ্দর্শনে একবার, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—বালক! তুমি কি ভোজবিদ্যা জান?" এই বলিয়া, আবার কি বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সেই সময়ে শীর্ণশরীরা চিন্তাকুলা হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের চরণমূলে পতিত হইয়া কেবল বলিলেন, "ধীরেন্দ্র! তুমিও এই অন্ধকার সুড়ঙ্গে বন্দী!" আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। নয়নযুগল হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্। কিয়ৎকাল কাষ্ঠ-পুত্তলবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা সমূহ তাঁহার স্মৃতিচক্ষে প্রতিফলিত হইয়া, তাঁহাকে যেন কি করিয়া ফেলিল। তিনি অনন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার তৃষিত ও বিস্মিত নয়নযুগল হিরণ্ময়ীর দিকে স্থির হইয়া আছে, কিন্তু তাহা হইতে আপনা আপনি দরদরিত ধারে অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

পাঠক মহাশয়! এই অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব ঘটনা যে কেমন করিয়া বর্ণন করিব এবং ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই চারি চক্ষুর পুনঃসম্মিলনও যে, কেমন করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিব, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদের হইয়া কতক কতক নিজে ভাবিয়া লউন।

মাখন, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই অপূর্ব্ব মিলনে অত্যন্ত বিস্মিত এবং আপনাকে জীবনের একটি অতি প্রধান কার্য্যসাধক বলিয়া অতিশয় পুলকিত হইল। কিয়ৎকাল সেও নীরব হইয়া এই যুগল মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। আবার তৎক্ষণাৎ তাহার চৈতন্য হইল। কে যেন তাহাকে বলিল, "এখন এমন করিয়া দেখিবার বা থাকিবার সময় নয়। শীঘ্র তিন জনে এখান হইতে পলায়ন কর, নৈলে শত্রু-হস্তে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে।" এ কথা অন্য কেহ বলে নাই—মাখনের কর্ত্তব্যসাধক মন বলিল। তখন মাখন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিল, "ওগো, তোমরা আর বিলম্ব ক'র না। কাপালিক ঘুমুচ্চে, জাগ্‌লেই বিভ্রাট ঘট্‌বে। সে আমাদের তিন জনকেই বিনাশ করবে।"

হিরণ্ময়ীকে ধীরেন্দ্রনাথের এবং ধীরেন্দ্রনাথকে হিরণ্ময়ীর বলিবার অনেক কথা রহিয়া গেল। তাঁহারা এখন বলিবার সময় পাইলেন না। কাজেই অগ্রে ত প্রাণ রক্ষা করা চাই।

ধীরেন্দ্রনাথ মাখনকে বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

মা।—"মাখন।"

ধী।—"মাখন! তুমি আমাদের যে উপকার করিলে, তাহা এ জীবনে এক নিমেষের জন্যও ভুলিব না। আমরা তোমাকে ইষ্টদেবতা বলিয়া

বিশ্বাস করিলাম। তুমি আমাদের নিকট পূজনীয় দেবতা। তুমি আমাদের জীবনদাতা—মুক্তিদাতা—পরিত্রাতা। আমরা তোমাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত পূজা করিতেছি এবং চিরকাল করিব।”

মাখন বলিল, “আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করলুম, তার জন্য আপনারা কেন আমাকে অমন কথা ব'লে লজ্জিত ক'চ্চেন? এখন চলুন—শীগ্‌গির চলুন।”

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “কাপালিক যদি দেখিতে পায়?”

মাখন হাসিয়া বলিল, “এখনও তার দেখ্‌তে পাওয়ার অনেক বিলম্ব আছে। আমি তাকে মদের সঙ্গে ধুৎরোর অনেকটা রস খাইয়ে অচেতন ক'রে রেখে এসেচি।”

ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন। উভয়ে মাখনের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অবিলম্বে তাঁহারা মাখনের সহিত সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। সারারাত্রি অবিশ্রান্ত পথ চলিলেন, কিন্তু কোথায় যে গেলেন, তাহা বলিতে পারি না। মাখন যাইবার সময় সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে ইচ্ছানুসারে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আপনার নিকট রাখিয়াছিল এবং সুড়ঙ্গের কপাটপট্টে পূর্ব্ববৎ তালা লাগাইয়া নিজের হস্তে চাবি লইয়াছিল।

পাঠক মহাশয়! আসুন, আমরাও পরম হিতৈষী বালক মাখনকে মুক্তকণ্ঠে শত সহস্র বার প্রশংসা করি। ঈশ্বর যেন সকলকেই মাখনের মত করিয়া সৃষ্টি করেন, এই আমাদের প্রার্থনা। মাখন! তুমি ধন্য! বিধাতা তোমাকে চিরজীবী করিয়া এইরূপে জগতের হিতসাধন করুন্। তোমার মঙ্গল হউক।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

অচিন্ত্য ঘটনা—অদ্ভুত ঘটনা।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে বোধ হয়, যে, জগদীশপ্রসাদ হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং হরিহর দেওয়ান মহাশয়ের পরামর্শানুসারে কাশীবাসের আশা কিছু কালের জন্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। যদি আপনার সে বিষয় স্মরণ না থাকে, তবে এই পুস্তকের চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ আর একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন্।

জগদীশপ্রসাদ কিছু দিন বাটীতে থাকিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে আবার হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানের ইচ্ছা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য তিনি কতকগুলি অধীনস্থ লোক লইয়া, তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে মধুপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক দিন এখানে সেখানে করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তাহা সবিস্তার বলিতে গেলে পাঠক মহাশয়ের হয় ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। সুতরাং সে বিষয়ে নিরস্ত হইলাম।

জগদীশপ্রসাদ এক এক স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া ক্রমেই হতাশ হইতে লাগিলেন। একে ধনবান্ ব্যক্তির শরীর, তাহাতে আবার গুরুতর পরিশ্রম এবং মনোভঙ্গ, সুতরাং তাঁহার শরীর অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। যথাসময়ে স্নানাহার না হওয়াতে এবং নানা স্থানের নানা রূপ অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে তাঁহার উদরাময় পীড়া হইল। এই জন্য তিনি আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। কিন্তু যে স্থানে তাঁহার এই পীড়া সমুপস্থিত হইল, সে স্থান মধুপুর হইতে অনেক দূর, সুতরাং শীঘ্র পঁহুছিবার সম্ভাবনা অল্প। এই কারণে তিনি প্রথমতঃ কোন একটি সুদক্ষ চিকিৎসকের বাটীতে থাকিয়া, তৎকর্ত্তৃক কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া, তাহার পর মধুপুর যাওয়াই বিচার-সঙ্গত জ্ঞান করিলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও সেইরূপ পরামর্শ দিল।

তিনি অনুসন্ধান করিয়া এক জন ভাল চিকিৎসকের ঠিকানা জানিয়া লইলেন। সেই চিকিৎসকের নাম শূলপাণি কণ্ঠাভরণ,—জাতিতে বৈদ্য। ভ্রমরপুর নামক গ্রামে শূলপাণি বাস করিতেন। জগদীশপ্রসাদ তাঁহারই বাটীতে গমন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং পীড়ার প্রাবল্যও বেশী।

শূলপাণি এক জন শাস্ত্রবিৎ, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, ভদ্র এবং সদালাপী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যৎকালে জগদীশপ্রসাদ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন, তৎকালে তিনি গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিতে

তিন চারি দিন বিলম্ব ঘটিয়াছিল সুতরাং জগদীশপ্রসাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রেরা জগদীশপ্রসাদকে বিশেষ যত্নসহকারে বহির্বাটীতে আবাস-স্থান দিয়া, উত্তমরূপে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিন দিবস উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং সুপথ্য ব্যবহার করিতে করিতেই জগদীশপ্রসাদের পীড়ার অনেক উপশম হইল। তিনি তদ্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, কণ্ঠাভরণের ছাত্রদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

চতুর্থ দিবসে শূলপাণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগদীশপ্রসাদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। শূলপাণি জগদীশপ্রসাদের নাম শুনিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। এক এক বার তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

অনন্তর শূলপাণি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার নিবাসকি মধুপুরে?"

জগ।—"আজ্ঞে। আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

শূ।—"বলিতেছি। আচ্ছা, আপনার পত্নীর নাম কি জাহ্নবী?"

জগ।—"আজ্ঞে।" এই কথা বলিয়া তিনি বিমর্ষচিত্তে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল ছল ছল করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া শূলপাণি বলিলেন, "মহাশয়! আপনি এমন হইলেন কেন?"

জগদীশ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! সে কথা আর আপনাকে কি বলিব!"

শূ।—"তাঁহার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?"

এই বার জগদীশের নয়নযুগল আর অশ্রু আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিল না। জগদীশ গভীর শোকব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "এই হতভাগ্য জগদীশ তাঁহাকে চিরকালের জন্য কালসমুদ্রের অতল গর্ভে হারাইয়াছে।

শূ।—"তাঁহার কি পীড়া হইয়াছিল?"

জ।—"হৃদ্রোগ।"

শূ।—"কি কারণে?"

জ।—"কন্যা-শোকে।"

শূ।—"তখন আপনি কোথায় ছিলেন?"

জ।—"বিদেশে।"

এই বার শূলপাণি অন্য কথা না বলিয়া বলিলেন, "ঠিক্ হইয়াছে।"

শূলপাণির এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও তাহাই হইল। সকলেই নানা চিন্তায় আকুল।

জগদীশ তথ্য জানিবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! আপনি এমন কথা কেন বলিলেন?"

শূ।—"উভয়ের কথা এক হইয়াছে।"

জগদীশ অধিকতর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "উভয়ের কথা! আবার কে?"

শূ।—"আপনার সহধর্ম্মিণী।"

এই কথা শুনিবামাত্র জগদীশপ্রসাদের চিন্তা-সমুদ্র মহাসমুদ্র হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল যেন কি হইয়া গেলেন। সেরূপ অবস্থা সচরাচর কাহারও ঘটে না। পরক্ষণেই তিনি বলিলেন, "কণ্ঠাভরণ মহাশয়! আমি আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আপনার এরূপ কথা আমার পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ, অথচ অতিমাত্র বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। আমার পত্নী মৃত অথচ আপনি বলিতেছেন, তিনিও বলিয়াছেন।"

শূ।—"মৃত্যু হইলে বলিতাম না। তিনি জীবিতা।"

এই কথা শুনিয়া সকলে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। বিস্ময় অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

পরক্ষণে জগদীশ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য!—সে কি!—এ যে স্বপ্নাপেক্ষাও অলৌকিক!"

শূ।—"আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অণুমাত্রও অলীক নহে। আপনার পত্নী আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ ও যত্নসহকারে রাখিয়াছি।"

জগদীশপ্রসাদের বিস্ময়বিমিশ্রিত আনন্দ অপার হইয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, "আপনি বলেন কি!"

শূ।—"এ কথা কি কেহই আপনাকে বলে নাই?" এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তা বলিবেই বা কি করিয়া? আমার পত্নী ব্যতীত আর কেহ জানে না বটে। আমি ত আজিও কাহারও নিকট বলি নাই।"

জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণ্ঠাভরণ মহাশয়! আপনি সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বলিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করুন।"

তখন শূলপাণি কণ্ঠাভরণ ক্রমে ক্রমে অথচ সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এক দিন ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকারোহণে টেঙ্‌রাকাঁটা হইতে বাটী আসিতেছিলাম। সে দিন অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু ঝড় হয় নাই; সুতরাং নৌকা চলিবার কোন ব্যাঘাতও ঘটে নাই। দাঁড়ী মাঝী ব্যতীত আরোহীর মধ্যে আমি একাকী ছিলাম। তার পর শুনুন,—নৌকা ত আসিতে থাক্। এমন সময়ে একটা শ্মশানের এক পার্শ্বে দেখিলাম, একটা খাটের উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া কি যেন নড়িতেছে। আমার নৌকা তীর সন্নিহিত হইয়া আসিতেছিল বলিয়া, আমি উহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তার পর শুনুন,—আমি নৌকাবাহীদিগকে তৎক্ষণাৎ নৌকাগতি সংরোধ করিয়া, তাহা কি, জানিতে বলিলাম। তাহারা ভয়ে যাইতে স্বীকার করিল না। সুতরাং আমিই তীরে অবতীর্ণ হইয়া খাটখানার নিকট উপস্থিত হইলাম। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটিও জন মানুষ নাই, কেবল সেই খাটখানা পড়িয়া আছে এবং তাহার মধ্যে কি নড়িতেছে। আমরা চিকিৎসক, সুতরাং আমার সে বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ আচ্ছাদিত বৃষ্টিসিক্ত বস্ত্র তুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, একটি মুমূর্ষু স্ত্রীলোক নড়িতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া দাঁড়ীমাঝীদিগকে নিকটে ডাকিলাম। কিন্তু তাহারা তখনো ভয়ে আসিতে চাহিল না। আমি তাহাদিগকে অনেক ভরসা ও আশ্বাস, এমন কি, অর্থ পর্য্যন্ত দিলাম। শেষে তাহারা আসিল। তখন সকলে মিলিয়া আস্তে আস্তে খাটশুদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটিকে আমার নৌকায় উঠাইয়া লইলাম। তার পর খাটখানা ফেলিয়া দিয়া, তাহাকে নৌকার ছৎরীর ভিতর, বসনশয্যা পাতিয়া শুয়াইয়া রাখিলাম। আমার নিকট ঔষধ ছিল। আমি তাহার তাৎকালিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে আর একপ্রকার ঔষধ দিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমে ক্রমে সেই স্ত্রীলোকটি তখন অনেকটা সুস্থ হইল। নৌকায় আমরা আরও পাঁচ ছয় দিন ছিলাম। আমি বরাবর মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। অনন্তর বাটী আসিয়াও আজি পর্য্যন্ত চিকিৎসার বিরাম হয় নাই। তবে বিশেষ সুবিধা বলিতে হইবে যে, এখন সেই স্ত্রীলোক সম্পূর্ণরূপে সুস্থা, কেবল কতকটা দৌর্ব্বল্য আছে। তাহাও শীঘ্র সারিয়া যাইবে। আমি বাটীতে আসিয়া এক দিন পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনিই আপনার পত্নী। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার দৌর্ব্বল্য সারিয়া গেলে, আমি স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া আপনার নিকট যাইব, কিন্তু আপনিই যে কালে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সে কালে আমি যে, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত।"

জগদীশপ্রসাদ নিবিষ্টচিত্তে কণ্ঠাভরণের মুখে এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ যে অচিন্ত্য ঘটনা!—অদ্ভুত ঘটনা!

পাঠক মহাশয়! আপনিও কি বিস্মিত হন নাই? বোধ হয়, হইয়াছেন। যাই হউক, একবার শূলপাণি কণ্ঠাভরণের বহির্বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন,—দেখুন,—এখানে বিস্ময় মূর্ত্তিমান কি না।

জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে যতগুলি লোক আসিয়াছিল, তন্মধ্যে দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "গুরুদয়াল! চিন্তামণি! তোমরা সে দিন জাহ্নবীদেবীকে ভাগ্যে চিতাদগ্ধ কর নাই, তাই আজ আমি হৃতরত্ন পুনর্ব্বার পাইলাম। আমি তোমাদিগকে এবং আর যাহারা তোমাদের সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে গৃহে গিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট করিব। আচ্ছা, এখন আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, "কবিরাজ মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহার পূর্ব্বে কি হইয়াছিল, তাহা তোমরা ব্যতীত আর কেহই জানে না, সুতরাং আনুপূর্ব্বিক বল দেখি।"

তাহারা ভয়ে ও ভাবনায় কথা কহিতে পারিল না।

তদ্দর্শনে জগদীশ বলিলেন, "ভয় কি? তোমরা আমার অহিত কর নাই—বরং যার-পর নাই হিতই করিয়াছ।"

তখন গুরুদয়াল বলিতে আরম্ভ করিল;—"কর্ত্রীঠাকুরাণী হৃদ্রোগে এরূপ মূর্চ্ছিত ও অসাড় হইয়াছিলেন যে, আমাদের সকলেরই মনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস

হইল। আমরা দেওয়ানজী মহাশয়ের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া গেলাম। যাইতে যাইতে পথে মেঘ উঠিল। যখন আমরা শ্মশানের সন্নিকট হইলাম, তখন মুসলধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কাজেই আমরা খাট সমেত তাঁহাকে শ্মশানের ধারে রাখিয়া কিঞ্চিদ্দূরে একটা পুরাতন বটবৃক্ষের তলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমরাও সকলে ভিজিয়া গেলাম। যাই হৌক, তথাপি বৃষ্টি-নিবারণের অপেক্ষায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল অতীত হইল; তবুও বৃষ্টিপাতের আর বিরাম হইল না। এমন সময়ে আমরা হঠাৎ সেই স্থান হইতে দেখিলাম, খাটের উপর কর্ত্রীঠাকুরাণীর দেহ নড়িতেছে। আমরা তাহা দেখিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিলাম। আমাদের ভয় হইল, তিনি দানা পাইয়াছেন, এখনি আমাদের প্রাণ সংহার করিবেন। প্রাণের ভয়ে এই কার্য্য করিয়াছিলাম। বাড়ী গিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাঁহার দাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া আসিলাম। কিন্তু, কে জানিত যে, তিনি জীবিত হইবেন। আজ আপনার নিকট আমাদের বড় ভয়, বিস্ময় ও লজ্জা হইয়াছে।"

জগদীশ বলিলেন, "কোন ভয় নাই। তোমরা আমার আশাতীত উপকার করিয়াছ। তজ্জন্য আমি তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

শূলপাণি জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "দেখুন মহাশয়! সে দিন সেরূপ মহাবৃষ্টি না হইলে, আপনার সহধর্ম্মিণীকে জীবন থাকিতে দগ্ধীভূত হইতে হইত। সেই বৃষ্টিতেই তাঁহার চৈতন্যলাভ হইয়াছিল।"

তখন জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! আপনি যে, আমার কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি যাবজ্জীবন অনর্গল বলিয়াও শেষ করিতে পারিব না। আর অধিক কি বলিব, আপনি আমার পক্ষে দ্বিতীয় বিধাতা। আমি সস্ত্রীক আপনার নিকট চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলাম।"

অনন্তর শূলপাণি কণ্ঠাভরণ জগদীশপ্রসাদকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে গৃহে জাহ্নবীদেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা উভয়ে সেই গৃহে গমন করিলেন। তখন জাহ্নবীদেবী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কণ্ঠাভরণ মহাশয়কে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার পশ্চাতে দেখিলেন, তাঁহার স্বামী জগদীশপ্রসাদ। তখন তাঁহার আনন্দ স্তরে স্তরে উছলিয়া উঠিল। যাহা হইবার অণুমাত্রও আশা ছিল না, জগদীশপ্রসাদের তাহাই হইল।

অনন্তর পতিপত্নীতে পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন ও নানাবিধ কথা বার্ত্তা হইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে যিনি যত জানেন, পরস্পরে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক মহাশয়! এ বিষয়ে আর আমরা আপনাকে কত ব্যাখ্যা করিয়া বলিব?

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অন্যতর নিদর্শন স্বরূপ শূলপাণি কণ্ঠাভরণকে এক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিবার অঙ্গীকার করিলেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, কণ্ঠাভরণ মহাশয় ইহাতে আশাতীত আনন্দিত হইলেন।

এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত ঘটনার পর আরও এক সপ্তাহ কাল জগদীশপ্রসাদ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া, পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় পত্নী ও অধীনস্থ লোকদিগের সহিত মধুপুরে যাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। মধুপুরে যাইবার কারণ এই যে, তিনি তথায় জাহ্নবীদেবীকে অগ্রে রাখিয়া আসিয়া, পরে পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি সে অবস্থায় জাহ্নবীকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বাস্তবিক তা'ও বটে।

পাঠক মহাশয়কে এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবীদেবীকে হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ীর অপ্রাপ্তি-সংবাদ বলাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্যা দুইটির পুনঃপ্রাপ্তি জন্য, অন্তরের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কাপাসডাঙ্গার সরাই।

জগদীশপ্রসাদ, শূলপাণি কণ্ঠাভরণের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া, এক এক দিন এক এক স্থানে বিশ্রাম করত মধুপুরের দিকে যাইতে

লাগিলেন। সে বৎসর অত্যন্ত বর্ষা হওয়াতে তাঁহাকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইল। যে সকল মেটে পথ দিয়া অন্য সময়ে গাড়ী যাওয়া আসা করিতে পারে, বর্ষাকালে তাহা পারে না, সুতরাং পাকা রাস্তা দিয়া, তাঁহাকে যাইতে হইল। এই জন্য বিলম্বও হইতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ প্রাতে এবং অপরাহ্নে পথ চলিতেন, এবং মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতেন। এরূপ করিয়া না গেলে দুর্ব্বলা জাহ্নবীকে লইয়া তাঁহার পথ চলা অত্যন্ত [illegible]ট হইয়া উঠে। ইহাও তাঁহার বিলম্বের অন্যতর কারণ হইয়া উঠিল।

বেলা সার্দ্ধেক প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহারা সকলে কাপাসডাঙ্গার সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কএকখানি দোকান আছে। যাত্রীরা সুবিধামত সেই সকল দোকানে পাকসাকাদি করিয়া আহার করিয়া থাকে। কেহ কেহ রাত্রি যাপনও করে। জগদীশপ্রসাদ তন্মধ্য হইতে একখানি দোকান নির্ব্বাচন ক[illegible] দোকানদার এক জন পাচক ব্রাহ্মণ এবং এক জন দাসী যোগাড় করিয়া দিল। অনন্তর সকলের স্নানাহার চুকিয়া গেল।

আহারান্তে জগদীশপ্রসাদ শয়ান হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এক জন ভৃত্য তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিতে লাগিল। এমন সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কিঞ্চিদ্দূরস্থিত একখানা খেঁজুর চাটাইয়ের উপর উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়! অপানার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।"

জ।—"কি, বল।"

পা।—"আমি শুনিলাম, আপনি এক জন বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার এবং অনেকের প্রতিপালক। আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিলে আমি যার-পর-নাই উপকৃত হইব। আমি এক্ষণে আপনাকে আমার প্রতিপালক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ। আমি জমীদারী সেরেস্তার কার্য্য কর্ম্ম জানি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোথাও ঘটিয়া উঠে নাই। কি করি, উদরচিন্তায় বাধ্য হইয়া আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আরও অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জগদীশের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে তোমার উপযুক্ত একটি কার্য্য দিব। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

পাচক ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, জগদীশের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জগদীশ একটু নিদ্রিত হইলেন। তিনি প্রত্যহই আহারান্তে এইরূপে নিদ্রা যান।

তখন পাচক ব্রাহ্মণ আপনার আহারের যোগাড় করিতে গেল। তাহার বাসা সরাই হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। সে যাইবার সময় জানিয়া গেল যে, অদ্য জগদীশপ্রসাদ এই সরাইয়েই থাকিবেন। এক্ষণে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর।

এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হরিহর দেওয়ানজী মশায় আমাদের দোকানের পাঁচখানা দোকানের পরের দোকানে এসেচেন; আমি এই কত ক্ষণ তাঁকে দেখে আস্‌চি। তাঁর সঙ্গে ভবানীসহায়, মাণিকচাঁদ, চরণ আর দু'জন অচেনা লোক এসেচে।" সে আহ্লাদে এই সংবাদ এত উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, তাহাতে জগদীশপ্রসাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাহার মুখে পুনর্ব্বার সেই কথাগুলি শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হরিহরকে তাঁহার নিকট আনিবার জন্য, তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। হরিহর দেওয়ান এখনও তথায় তাঁহার প্রভুর উপস্থিতির বিষয় জানিতে পারেন নাই।

ভৃত্য গিয়া হরিহরকে কর্ত্তা মহাশয়ের সংবাদ দিল। হরিহর তৎক্ষণাৎ জগদীশের নিকট আসিলেন—প্রণাম করিলেন—কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। পরক্ষণেই হরিহর দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করিয়াই অবাক্। কেন?—পার্শ্বের কুঠরীতে জাহ্নবীদেবী নিদ্রিতা। তাঁহার মনে 'হাঁ—না' এইরূপ কতরূপ চিন্তা বিদ্যুদ্বেগে সংস্পৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি জাহ্নবীদেবীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জগদীশকে বলিলেন, "মহাশয়!—" আর কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া রহিল।

জগদীশ, হরিহরের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কি দেখিতেছ, হরিহর! মরা মানুষ বাঁচিয়াছে। দেখ দেখি, উনি জাহ্নবী কি না?"

হরিহর বিস্ময়ে, লজ্জায় এবং ভয়ে কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কৌতূহল, সীমা ছাড়াইয়া প্রবল বেগে উচ্ছলিত হইয়া পড়িল।

তখন জগদীশ, হরিহরকে এক এক করিয়া জাহ্নবী-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা বলিলেন। হরিহর অবাক্!

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল।

অনন্তর জাহ্নবী গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, স্বামীর নিকট হরিহর বসিয়া আছেন। তিনি হরিহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিহর! তুমি কেমন আছ?"

হরিহর লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলেন না। অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

জাহ্নবী তদ্দর্শনে বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি দোষী নও। তবে কেন তুমি অত ভীত এবং লজ্জিত হইতেছ?"

হরিহর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মা! ওর নাম কি, আমায় ক্ষমা করুন।"

জগদীশ হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর হরিহরকে বলিলেন, "হরিহর! এ সব কথা এখন থাক্। তুমি কিজন্য এখানে আসিয়াছ?"

এই কথা শুনিয়া হরিহরের যেন চমক হইল। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার নিকট, ওর নাম কি, আমি যেমন আশাতীত আনন্দ লাভ করিলাম, সেইরূপ আপনিও, ওর নাম কি, আমার নিকট একটি সুসংবাদ শুনিয়া পুলকিত হইবেন।"

জগদীশের কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি সংবাদ?"

হরিহর বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ এবং আপনার কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে, ওর নাম কি, নীলকণ্ঠপুরে আছেন। ধীরেন্দ্রনাথ দুই জন লোক মারফৎ আপনার নামে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আপনি না থাকাতে, আমিই আপনার আদেশ মতে, ওর নাম কি, সেই পত্র খুলিয়া পাঠ করি। সে পত্র এখনও আমার সঙ্গে আছে,—এই দেখুন।" এই বলিয়া জগদীশের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন!

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী পত্রখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এমন সময়ে হরিহর দেওয়ান আবার বলিলেন, "মহাশয়! আমি চারি জন লোক এবং, ওর নাম কি, সেই দুই জন পত্রবাহককে লইয়া নীলকণ্ঠপুর যাইতেছি। শুভ সংবাদ পাইয়া, ওর নাম কি, কি করিয়া বিলম্ব করিতে পারি?"

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবীর হর্ষের সীমা পরিসীমা রহিল না। জগদীশপ্রসাদ আনন্দমিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "এ বার আমি সুনিশ্চয় মাহেন্দ্রক্ষণে পা বাড়াইয়াছিলাম। বিধাতা এই বার আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। তবুও এখনো আর একটা দুঃখ রহিয়া গেল। যাই হউক, সে বিষয়েও সেই দয়াময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।"

অনন্তর সকলে আর তথায় কালবিলম্ব না করিয়া, 'জয় দুর্গা' বলিয়া নীলকণ্ঠপুর যাত্রা করিলেন। সেই পাচক ব্রাহ্মণকে, জগদীশপ্রসাদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার অপেক্ষা করিলেন না। ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্য, নহিলে সে এমন সময় অনুপস্থিত থাকিবে কেন? তা' যা'ই হৌক, তিনি দোকানদারকে বলিয়া গেলেন, "আমি এখন নীলকণ্ঠপুর চলিলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইব। তুমি এ কথা তাহাকে বলিও।"

দোকানদার সম্মত হইল এবং তাঁহার নিকট হইতে আপনার পাওনা গণ্ডা চুকাইয়া লইল।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

শূন্য সুড়ঙ্গ।

পাঠক মহাশয় ভৈরবানন্দ কাপালিকের কথা অনেক ক্ষণ হইতে বলিতে অবকাশ পাই নাই। এই বার পাইয়াছি;—স্থির হইয়া শুনুন।—

ভৈরবানন্দ প্রত্যহ প্রায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন, ইহা এক বার আপনাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথকে লইয়া মাখনের পলায়ন করিবার দিবস, প্রায় বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার শরীর যেন তখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—আবার শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে—মস্তক ঘুরিতেছে—চক্ষুযুগল চাপিয়া যাইতেছে। তিনি নিজের অবস্থা এরূপ

হইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ভাবিলেন, "এ আমার কি হইল? এ কি পীড়া?" কিন্তু কি করেন, আস্তে আস্তে দাঁড়াইলেন। পা টলিতে লাগিল। ভৈরবানন্দের মূর্ত্তি আজ নূতনতর।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মাখনকে এক বার ধীরোচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না—আবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, তবুও উত্তর আসিল না। কাজেই কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন।

অনন্তর আস্তে আস্তে গৃহের বাহিরে আসিলেন। এক বার পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। ক্রোধ ও বিরক্তি বৃদ্ধি হইল। বাহিরে আসিয়া, মাখনের কুটীরে গেলেন। দেখিলেন, কুটীর শূন্য পড়িয়া আছে। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, ছোঁড়া গেল কোথা। এত বেলা হইল, তবু আমাকে জাগায় নাই; আবার নিজেও ঘরে নাই। আসুক, আজ তাকে বিশেষরূপে শাসন করিব। কেন সে এমন অন্যায় কার্য্য করিল?"

অনন্তর তিনি ধীরে ধীরে গমন করিয়া অজয় নদের জলে অনেক ক্ষণ ধরিয়া অবগাহন করিলেন। এরূপ করাতে তাঁহার শরীর অনেক সুস্থ বোধ হইল। আবার তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, তখনও মাখন অনুপস্থিত। বলা বাহুল্য যে, তিনি মাখনের উপর উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

এটি সেটি করিতে করিতে,চাবি-রক্ষার স্থানে হঠাৎ তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এ কি, চাবি কি হইল? মাখন বুঝি চাবি লইয়া সুড়ঙ্গে গিয়াছে? তাই সে এখানে এখনও আসিতেছে না? কেন সে চাবি লইল? তার মনস্থ কি? তাহাকে ত আমি চাবির কথা এক দিনও বলি নাই। আর ত কেহই আমার চাবির সন্ধান জানে না। সেইই সর্ব্বদা এখানে থাকে, সুতরাং আমার অলক্ষ্যে কখন ইহার সন্ধান জানিতে পারিয়াছে,বোধ হয়। যাই হউক, দেখিতে হইল।" এই বলিয়া তিনি বিশেষরূপে আপনার গৃহ এবং মাখনের কুটীর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু চাবি মিলিল না।

তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া উঠিলেন। আর সেখানে কালবিলম্ব না করিয়া, বরাবর সুড়ঙ্গের দিকে চলিলেন। আজ তাঁহার পূজার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। আর পূজা!

অনন্তর তিনি গন্তব্য স্থানে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুড়ঙ্গের কপাটপট্ট বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ। তদ্দর্শনে তিনি অস্থির হইলেন। ভাবিলেন, "একি! সুড়ঙ্গ-কপাট ত বাহিরেই বন্ধ রহিয়াছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই তালাগুলা টানিয়া দেখিতে লাগিলেন। একটিও খুলিল না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেগুলি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটিও ভাঙ্গিতে পারিলেন না। তিনি তালা ভাঙ্গিবার সুকৌশল জানিতেন না। মহাবিপদ উপস্থিত। কি যে করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। আবার তাড়াতাড়ি মঠের দিকে ফিরিলেন। ইচ্ছা, যদি এই বার মাখন আসিয়া থাকে, ত চাবির সন্ধান হইতে পারে। তাহা না হইলেও তালা ভাঙ্গিবার অন্য কোন রূপ দ্রব্যও মিলিতে পারে। তিনি অতি দ্রুতপদে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসিবামাত্রই আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! বীরচাঁদ মঠের বাহিরে একাকী বসিয়া আছে। ভৈরবানন্দ অস্থৈর্য্যনিবন্ধন তাহাকে ভাল করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পাইলেন না।

বীরচাঁদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আপুনি কেমন আছ?"

ভৈ।—"বীরচাঁদ! তুমি আমার সঙ্গে এক বার আইস দেখি।"

বী।—"আজ্ঞে, আজ আপুনি এত ব্যস্ত আর চিন্তিত কেন?"

ভৈ।—"আমার সঙ্গে গেলেই, তার কারণ জানিতে পারিবে। তুমি ভাল আছ ত?"

বী।—"আজ্ঞে, কায়িক ভাল বটে, কিন্তু আত্মিক বড় কষ্ট।"

ভৈ।—"কেন, কি হইয়াছে?"

বী।—"আপুনি আবার এ কথা ব'ল্লেন।"

এই কথায় ভৈরবানন্দের মনোমধ্যে দারুণ আঘাত লাগিল। তাঁহার স্মৃতিপথে তড়িদ্বেগে সমস্ত ঘটনা এক বার প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি লজ্জিত হইলেন, কিন্তু এ দিকের বিভ্রাট দেখিয়া তাঁহার লজ্জা অনেক ক্ষণ থাকিতে পারিল না। তখন তিনি বলিলেন, "বীরচাঁদ! তোমাকে আজ একটি কার্য্য করিতে হইবে।"

বী।—"কি কাজ, বলুন?"

ভৈরবানন্দ কি বলিবেন, এক বার ভাবিয়া

লইয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে কালীসুড়ঙ্গে যাইতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ মনে ভাবিল, "গুরু-ঠাকুর এই বার বুঝতে পেরেচেন, তাই আমাকে কালীসুড়ঙ্গে যেতে বল্‌চেন। আমার ধম্মমেয়ে কি সেখানে আছে? হ'তেও পারে। কেন না, সে বড় লুকনো জায়গা। কিন্তু আমি আগে এক দিনও এ কথা ভাবিনি। ভাব্‌বই কি করে? কে জানে যে, ঠাকুরবাড়ীর ভিতর আমার গুরু-ঠাকুর মানুষ লুকিয়ে রাখ্‌বে? ধম্মের ঘর, সে-খানে কি এমন অন্যাই কাজ হ'তে পারে? মানুষ চুরি যে মহাপাপ। যাই হোক, এক বার এনার সঙ্গে যেতে হ'ল।" এই ভাবিয়া বলিল,

"আচ্ছা চলুন।"

অনন্তর বীরচাঁদকে লইয়া ভৈরবানন্দ পুনর্ব্বার সুড়ঙ্গের দিকে প্রস্থান করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও সুড়ঙ্গ পূর্ব্ববৎ তালা-বদ্ধ। তখন তিনি বীরচাঁদকে বলিলেন, "বীর-চাঁদ! তোমাকে এই তালাগুলা ভাঙ্গিতে হইবে। আমি পারি নাই।"

পাঠক মহাশয় হয় ত এবার বলিতে পারেন যে, যে ভৈরবানন্দ বীরচাঁদের ভয়ে হিরণ্ময়ীকে এরূপ ধর্ম্মগৃহে গোপনে রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে কি করিয়া তাহাকেই তালা ভাঙ্গিতে বলিলেন? এ কথার উত্তর এই,—এক্ষণে ভৈরবানন্দ হতাশ! তাঁহার মনোভঙ্গ হইয়াছে। এখন তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া এইরূপ বলিতেছেন।

বীরচাঁদ গুরুঠাকুরের এই কথা শুনিয়া কহিল, "আপুনি চাবিগুলো কি ক'রেচ?"

ভৈ।—"আমি কিছু করি নাই। কে সে-গুলা লইয়া কি করিয়াছে। আমি অনেক অন্বেষণ করিয়া পাইতেছি না। এই জন্য তো-মাকে তালা ভাঙ্গিতে বলিতেছি।"

বী।—"এখানে ত আপনকার এমন কোন বিশেষ দরকার নেই, তবে মিছি মিছি কেন তালাগুলো ভাঙ্‌বে? আর দু'এক দিন ভাল ক'রে চাবিগুলোর খোঁজ ক'রে, তার পর ভাঙ্‌লে ভাল হয় না?" বীরচাঁদ নিজের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য এই কথা বলিল।

ভৈরবানন্দ এ কথার উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

বী।—"ঠাকুর চুপ ক'রে রইলেন যে?"

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া আর কিছু ঠিক করিতে পারি-লেন না। অগত্যা বলিয়া ফেলিলেন, "তালা না ভাঙ্গিলে তোমার ধর্ম্মদুহিতা অনাহারে মারা যাইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বীরচাঁদ মনে মনে বলিল, "যা ভেবেচি, তাই। ওঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার!" প্রকাশ্যে বলিল, "ঠাকুর! আপুনি আমার ধম্মমেয়েকে এখানে রেখেচ? তা আমি জান্‌তুম না। আমি মনে করেছিলুম, তাকে তার বাপ মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচ।"

এই বার ভৈরবানন্দ বলিবার পথ পাই-লেন। বলিলেন, "তুমি এখানে নাই, তবে কাহার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইব?"

বীরচাঁদ আর বিলম্ব করিল না। তৎক্ষণাৎ বলে ও কৌশলে তালাগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

তখন ভৈরবানন্দ বীরচাঁদকে লইয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ী নাই—ধীরেন্দ্রনাথও নাই। দুইটি কক্ষ শূন্য পড়িয়া আছে। ধীরেন্দ্রনাথের জন্য ভৈরবানন্দের কিছুই হইল না, কিন্তু হিরণ্ময়ী বড় সাধের ভবিষ্যৎপত্নী। তাঁহারই জন্য তাঁহার মনোরাজ্যে সর্ব্বনাশ ঘটিল। তিনি অত্যন্ত আকুল ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বীরচাঁদ পাছে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মনে মনেও পরিহাস করে, এই জন্য মনোভাব গোপন করিবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন বাগ মানিল না।

অনেক ক্ষণ উভয়ে এ গৃহ—সে গৃহ করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না।

ভৈরবানন্দ, ধীরেন্দ্রনাথকে বলিদান জন্য যে, বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে কথা বীরচাঁদকে বলিলেন না। সে কথা তাহাকে তাঁহার বলিবার প্রয়োজনই বা কি?

বীরচাঁদ প্রথমে তাহার ধর্ম্মকন্যার দর্শন-লাভের ইচ্ছায় অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইল। বলা বাহুল্য যে, তাহার দুঃখের উপর আবার দুঃখ। সে এক বার কাতরস্বরে বলিল, "কই, প্রভু! আমার ধম্মমেয়ে কই?"

ভৈ।—"তাই ত আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমার এত ক্ষণের পর অনুমান হইতেছে যে, বীরচাঁদ মাখনের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া এই কার্য্য করিয়াছে। বীরচাঁদ মাখনকে সরাইয়া দিয়া, দোষ কাটাইবার জন্য

এখানে আসিয়াছে। তাই এ জানিয়াও যেন কিছু জানে না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে।”

ভৈরবানন্দ কাপালিকের সন্দেহ ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া, বীরচাঁদকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের আগুন মনেই জ্বলিতে লাগিল।

দস্যুবীর বীরচাঁদও সন্দেহাকুল হইল। সে ভাবিল, “গুরুঠাকুর, বোধ হয়, আজ একটি খেলা খেল্‌লে। আমি আর যাতে এঁর উপর কোন সন্দ ক’ত্তে না পারি, ইনি আজ তা’রই যোগাড়যন্ত্র ক’রেচে। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লুম, ঐরূপ ক’রে ইনি আজ নিৰ্দ্দুষী হ’বার ফিকির ক’রেচে। তাই ত, আমি যে মহামুস্কিলেই প’ড়্‌লুম। কিছু বল্‌তেও যে পাচ্চিনে। এ যে দেখ্‌চি আমার পক্ষে শাঁকের করাত।” ইহার পর সে আরও কত কি ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে ভৈরবানন্দ এরূপ অস্থির হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি আর মনের আবেগ সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। আপনা আপনি তাঁহার নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। কএক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি নিরাশ হইয়া স্খলিতপদে এক স্থানে বসিয়া পড়িলেন। মুখমণ্ডল বিষাদমণ্ডিত হইল। মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তিনি অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ীর প্রতি ভৈরবানন্দের আন্তরিক ভালবাসা যে অত্যন্ত প্রবল, এই ঘটনায় আজ তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইল।

সন্দেহাভিভূত বীরচাঁদ নিকটে ছিল। সে ভৈরবানন্দের এই ভাব পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল। তাহার অটল সন্দেহ টলিয়া গেল। ভৈরবানন্দের উপর তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা যেন কোথায় মিলিয়া গেল। সে বলিল, “প্রভু! আপুনি এমন হ’লে কেন?”

ভৈরবানন্দ দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, “বীরচাঁদ! আর আমি এখানে থাকিব না। তোমার হস্তে আমি আমার মঠ এবং এই কালীবাড়ীর ভার দিলাম। এই সুড়ঙ্গে অনেক গুপ্ত ধন রহিল। তুমিই এক্ষণে এই সমস্তের অধিকারী। চন্দুরে প্রভৃতিরা ফিরিয়া আসিলে, তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিও। আমি চিরকালের জন্য চলিলাম।” এই বলিয়া তিনি বীরচাঁদকে অর্থকলসগুলি দেখাইয়া দিলেন।

বীরচাঁদের ভাবান্তর ঘটিল। সে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে বলিল, “প্রভু! আমার এ সকলে কোন প্রয়োজন নাই। আমিও চলিলাম।”

ভৈরবানন্দ বলিলেন, “তবে তুমি আমার সঙ্গে চল। উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মদুহিতার অনুসন্ধান করিব।”

বীরচাঁদ ভাবিল, “গুরুঠাকুরের সঙ্গে যাওয়া উচিত। যদি আমার ধম্মমেয়েকে পাই, তবে তার বাপ মার কাছে তাকে রেখে আস্‌ব।” সে এই ভাবিয়া গুরু-বাক্যে সম্মত হইল। অনন্তর সে গুপ্ত-অর্থ-কলসগুলি আরও গোপনে রাখিয়া ভৈরবানন্দকে সঙ্গে লইয়া সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিল। একরূপ করিয়া সুড়ঙ্গের কপাট বন্ধ করিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ বীরচাঁদকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

ভৈরবানন্দ কাপালিক এবং তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণের ভয়ে, ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী, চণ্ডাল বালক মাখনের সহিত নানা স্থানে গোপনে গোপনে ভ্রমণ করিয়া, এক্ষণে নীলকণ্ঠপুরে আসিয়া একটি দোকানে বাসা লইয়াছেন। প্রথমে কোন দোকানদার তাঁহাদিগকে স্থান দিতে স্বীকৃত হয় নাই। কেবল হিরণ্ময়ীর দোষেই এইরূপ হইয়াছিল। তিনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই, কথার নড়চড় দেখিয়া দোকানদারেরা, ‘কাহারা ইহারা’ ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ধীরেন্দ্রনাথ ও মাখনের অনেক বলা কওয়াতে এক জন দোকানদার সম্মত হইয়াছিল। ধীরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কালীসুড়ঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরাবর মধুপুরে যাইবেন; কিন্তু অবশেষে অনেক বিবেচনার পর, তাহাতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে, ভৈরবানন্দ এবং তদীয় অনুচরগণ হয় ত এখন চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া পথ চলা ভাল নয়। এ সম্বন্ধে মাখনও তাঁহাকে অনেক পরামর্শ দিয়াছিল। কেন না, সে ধীরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা ভৈরবানন্দের নির্ঘাত শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে বাড়ী যাইতে যত বিলম্ব হয়, হিরণ্ময়ীর পক্ষে ততই ভাল। কেন না, তিনি এক্ষণে কি করিয়া পিতা মাতাকে মুখ দেখাইবেন—কি করিয়া অগ্রজা ভগিনী কিরণময়ীর সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিবেন, এক্ষণে তাঁহার সেই ভয়—বড় ভয়।

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে এবং ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে পুনর্লাভ করিয়া যেন নব-জীবন—নব আনন্দ—নব ভাব লাভ করিলেন। উভয়ে উভয়কেই এই কয় দিন ধরিয়া কত দুঃখের কথা—কত দুরবস্থার কথা—কত আশা-ভঙ্গের কথা—কত দুর্ঘটনার কথা বলিলেন। আমরা পাঠক মহাশয়কে সে সকল কথা আর কত বলিব? এই উপন্যাসের আদ্যোপান্তই প্রায় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মাখন পলাইয়া আসিবার সময় সুড়ঙ্গ হইতে ভৈরবানন্দের গুপ্ত কলস হইতে ইচ্ছামত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া আপনার কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই কয় দিন সেই আপনি যোগাড় যাগাড় করিয়া বাসাখরচ চালাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ বা হিরণ্ময়ীর নিকট একটি কপর্দ্দকও নাই। ধীরেন্দ্রনাথের নিকট যাহা ছিল, তাহা চন্দুরের হস্তে এবং হিরণ্ময়ীর মুক্তামালা এবং হীরার বালা মঙ্গলার হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। যাই হৌক, মাখন বড় বুদ্ধিমান্। সে খুব বুদ্ধি খাটাইয়া ভৈরবানন্দকে দুই দিকে ঠকাইয়া ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীকে দুই দিকে বাঁচাইয়াছে। মাখনের জয়জয়কার হউক্। হয় ত, পাঠক মহাশয় বলিবেন, ভৈরবানন্দের নিজস্ব স্বর্ণমুদ্রাগুলি লওয়া মাখনের ভাল হয় নাই। আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, কিন্তু ভৈরবানন্দ সে স্বর্ণমুদ্রাগুলি কি সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছিলেন? আমরা বলি, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"।—তাতে কোন দোষ নাই। বরং যিনি দোষ ভাবিবেন, তিনিই ঠকিয়া যাইবেন। মানবসমাজে প্রবঞ্চনা ও পরস্বাপহরণ-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। পাঠক মহাশয়! আপনি এক বার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আজ কাল এই দুইটি পাপবৃত্তির প্রসাদেই প্রায় লোক গণ্য, মান্য, পূজনীয়, বা যাবজ্জীবন স্মরণীয়, ঐশ্বর্য্যশালী, সাধু, ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মী হইয়া থাকে। হরি হরি! তবে আর পাপী, নারকী, প্রবঞ্চক, তস্কর, দস্যু ও ধর্ম্মশত্রু বলিব কাহাকে? তাই বলিতেছিলাম, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ," নৈলে এখনি তোমায় পথের ভিখারী করিয়া, আর এক জন ইমারৎ প্রস্তুত করিবে—ফল ফুলের বাগান বসাইবে—এক ঘোড়া, দুই ঘোড়া, বা চারি ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া গায়ে ফুঁ দিয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইবে! আর তুমি "হা পরমেশ্বর! ক্ষুধায় প্রাণ যায়!" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিবে।

আমাদের বিবেচনায় ঠক চিনিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। নিজে যাহাতে না ঠকি, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা এবং ঠক্‌কে ঠকাইয়া স্বত্বাপহৃত ব্যক্তির দুঃখ-বিনাশের যত্ন করা উচিত। ইহাতে পুণ্য বই পাপ নাই। যাই হৌক, এখন আর এ কথার বেশী বড়াবাড়ি করিব না। কেন না, তাহা হইলে হয় ত অনেক পাঠক বিরক্ত হইবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ জগদীশপ্রসাদের নিকট পত্রসমেত দুই জন লোক পাঠাইয়াছেন। আজ কয় দিন ধরিয়া তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় নীলকণ্ঠপুরে কালক্ষেপ করিতেছেন।

অদ্য বেলা প্রায় প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময়ে সেই দুই জন পত্রবাহক ধীরেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

তন্মধ্য হইতে এক জন বলিল, "কর্ত্তা আস্‌চেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী যেন জাগরিত হইয়া উঠিলেন। মাখনও যেন 'কি হইবে—কি হইবে' বলিয়া সজাগ হইল।

দেখিতে দেখিতে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, হরিহর দেওয়ান এবং তাঁহাদের সঙ্গিগণ ধীরেন্দ্রনাথের বাসায় উপনীত হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু দুই চারি পার বেশী যাইতে হইল না। তিনি জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবীকে নিকটে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

হিরণ্ময়ী অগ্রেই সংবাদ পাইয়া লজ্জায় ও ভয়ে গৃহের একটি নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন।

জাহ্নবীদেবী অপর কথা ছাড়িয়া, ধীরেন্দ্রনাথকে ঔৎসুক্য-পরিপূরিত চিত্তে কহিলেন, "বাবা! আমার হিরণ কই?"

ধীরেন্দ্রনাথ একটি কুঠরীর দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে উত্তর দিলেন, "মা! আপনার হিরণ এই গৃহে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

তখন জাহ্নবীদেবী স্বামীকে লইয়া ধীরেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন।

তাঁহাদিগকে গৃহপ্রবিষ্ট দেখিয়া লুক্কায়িতা হিরণ্ময়ী আরও লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর স্থান পাইবেন কোথায়?

জাহ্নবীদেবী কোন কথা না কহিয়া, একেবারে হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহার শোকসন্তপ্ত ক্রোড় যেন স্বর্গীয় সুধায় সুশীতল হইয়া গেল। তিনি গভীর আনন্দ এবং অপার স্নেহের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। হিরণ্ময়ীও মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদের অন্তঃকরণে পুত্রিকাস্নেহ উচ্ছলিত হইয়া, তাঁহার মুখমণ্ডলে কি এক নূতন ভাব আনিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল। এই সময়টুকুর মধ্যে সেই তৃণাচ্ছাদিত গৃহের ভিতর স্বর্গের আনন্দও, বোধ হয় পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

অনন্তর জাহ্নবীদেবী হিরণ্ময়ীকে ক্রোড় হইতে অবতারণ করিয়া, হর্ষভরে বলিলেন, "হাঁ, মা! তোর মনে কি এই ছিল? তুই কেমন ক'রে আমাকে ভুলে চ'লে এলি?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "হিরণ্! তুই কি দুঃখে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলি?"

হিরণ্ময়ী এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? তাঁহার উত্তর দিবার পথ কই? কাজেই অনন্যোপায় হইয়া, ভয়ে ও লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। জনক জননীর পা জড়াইয়া ধরিলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বদনমণ্ডল ভাসিয়া গেল। তাঁহার তখনকার সে মুখের ভাব, আমাদের এখনকার লেখনী-মুখে খুলিবে না—খুলিবারও নয়।

মাখন গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, স্থিরদৃষ্টে এই সকল ব্যাপার দেখিতে লাগিল। তাহারও হর্ষ ও বিস্ময়ের উৎস উছলিয়া উঠিল। সে সেই হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত এক বার নিঃশব্দে হাস্য করিল। এ হাসির অপর নাম কৃতকার্য্যতা।

ধীরেন্দ্রনাথ আজ বড় সুখী। তাঁহার অনেক দিনের পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় সুফল প্রদান করিল বলিয়া, তিনি আজ বড় সুখী। তাঁহার জীবন, মন, প্রাণ, শরীর প্রভৃতি সমুদায় যেন আজ কি এক অভিনব উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া অনুভূত হইল।

হিরণ্ময়ী আজ আনন্দময়ী। তাঁহার আনন্দের প্রবর্ত্তক মাখন—ভোগমূল ধীরেন্দ্রনাথ এবং উদ্যাপন জাহ্নবীদেবী ও জগদীশপ্রসাদ। যদিও তিনি লজ্জা ও ভয়ে পিতা মাতার দিকে মুখ তুলিয়া, তাঁহাদের চক্ষে আনন্দ ঢালিয়া দিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে মনোরাজ্যের রত্নসিংহাসনে বসাইয়া, অলক্ষ্যে রাশি রাশি আনন্দ-কুসুম ঢালিয়া পূজা করিতেছেন।

একরূপ সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিলে বড় মনোহর দেখায়। এই জন্যই শারদীয় মগ্নোন্মুখ সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত-সান্ধ্য-নীরদস্তর—পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদী-বিধৌত-মহাসমুদ্রের হর্ষোল্লষিত তরঙ্গস্তর—শরতের প্রভাত-মারুতান্দোলিত-শুকশ্যামল-তৃণস্তর—বসন্তের মলয়ানিলহিল্লোলিত-বিকসিত-কুসুমস্তর—এবং মেঘ-নির্ম্মুক্ত-গগনসজ্জিত তারকাস্তর বড় মনোহর। আবার আজ এই নীলকণ্ঠপুরের বিপণী-কুটীর-উদ্ভাসিত-আনন্দস্তরও বড় মনোহর।

এই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে, সময় যেন দেখিতে দেখিতে অতি শীঘ্র চলিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ীর পক্ষে সময়, তাঁহাদের পর্ব্বত-প্রমাণ দুঃখের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া এক পাও চলিতে পারে নাই, আজ সেই-ই সময় আবার তাঁহাদেরই আনন্দমারুত ক্ষিপ্রবেগে যেন এক প্রহরের পথ এক নিমেষে অতিক্রম করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদিগের সমস্ত বিবরণ জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত ঘটনা বলিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায়

কিছু বলিতে পারিলেন না। সুতরাং ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার হইয়া বলিতে হইল। হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বে নিজের সমস্ত ঘটনা বলিয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যখন আপনার ও হিরণ্ময়ীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন, তখন চণ্ডাল-বালক মাখনেরও কথা তৎসঙ্গে বিবৃত হইল। তা'ত হইবারই কথা। মাখন না থাকিলে আজ কি এই নীলকণ্ঠপুরীর অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইত?

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথের প্রমুখাৎ মাখনের অলৌকিকী পরহিতৈষণার কথা শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলেন। তাঁহাদের হর্ষ ও বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে অন্তরের সহিত মাখনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মাখন এক্ষণে তাঁহাদের চক্ষে যেন সাক্ষাৎ পরোপকারের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাঁহাদের জিহ্বা অনর্গল তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল, এক নিমেষের জন্যও ক্লান্তি বোধ করিল না। তাঁহারা তাহাকে প্রচুররূপে পুরস্কৃত করিবার অঙ্গীকার করিলেন।

এইরূপে আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল।

এই বার আর একটি নূতন ব্যাপার উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া জাহ্নবীদেবীকে বলিলেন, "হ্যাঁ দেখ, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, আজ আমরা হিরণ্ময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথকে পাইলাম। এই সৌভাগ্যের ফল আজিই ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।"

জাহ্নবী বলিলেন, "কি?"

জ।—"আমি এক্ষণে তোমার সহিত একমত হইয়া, ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে হিরণ্ময়ীকে অর্পণ করিব। ধীরেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ হিরণ্ময়ীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইহাঁকে ইহা অপেক্ষা আর কি পুরস্কার দিব? ধীরেন্দ্র সম্পূর্ণরূপেই এই পুরস্কারের উপযুক্ত পাত্র। আরও একটি কথা এই;—আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, কন্যাকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিলে, ভবিষ্যতে বড় সুখের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, তাহা অন্যত্র হইলেও, আজিও আমাদের দেশে হইবার নয়। সে সময় এখনও আসে নাই। আসিলে কেন আমরা এরূপ দুর্ঘটনায় জড়ীভূত হইয়া আজ কএক মাস ধরিয়া ঈদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হইব? আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, এখনও আমাদের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত। সময় হইলে, আপনিই ইহা পরিবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু ইচ্ছা বা বলপূর্ব্বক ইহার পরিবর্ত্তন করিলে, এক্ষণে হিতে বিপরীত হইবে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই প্রত্যক্ষ ঘটনা। যদি আমি অল্পবয়সে কন্যা-বিবাহে সম্মত হইতাম, তাহা হইলে আর এই বিপদ সংঘটিত হইত না।"

জগদীশপ্রসাদের এই কথা শুনিয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "আমি ত তোমাকে কত বার এ কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বাল্যবিবাহের বিষম শত্রু ছিলে। যাই হোক, আজ তোমার এই শুভমতি দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার মনে আবার কিসের এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জগদীশপ্রসাদ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আবার কি হইল?"

জাহ্নবী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না—কিছু না।" এই কথা বলাতে যেন তাঁহার অন্তরে অনেক কথা চাপিয়া গেল।

জগদীশ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে সদুঃখে বলিলেন, "আর দুঃখ করিয়া কি করিবে, বল? কিরণময়ীকে আর পাওয়া যাইবে না। তাহার পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া আমি সে বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়াছি। সে হিরণ্ময়ীকে না পাইলে আর ফিরিবে না। এখন সে জীবিত আছে কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। এখন তাহার আশায় চুপ করিয়া থাকিয়া ভবিষ্যতে সুফলপ্রাপ্তির আশাই বা কই? আবার, এ দিকে আমি ধীরেন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়মাধবের মুখে হিরণ্ময়ীর পলাইয়া আসিবার কারণ এক প্রকার আভাসে আভাসে শুনিয়াছি। শূলপাণি কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের বাটীতে তাহাও ত তোমাকে বলিয়াছি। সুতরাং এখন হিরণ্ময়ীর যাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহাই করা যুক্তিসঙ্গত। আমি দেখিতেছি, এখনই ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ দেওয়া উচিত।

তা নহিলে, জানি না, আবার কি হইতে কি হইবে। আর দেখ, যদ্যপি পরে কিরণময়ীকে কোন সূত্রে পাওয়া যায়, তখন অন্য কোন পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব। তাহাতে কোন দোষ হইবে না। আর আমি হিরণ্ময়ীকে অবিবাহিতা অবস্থায় রাখিতে পারি না। যদি আরও পাঁচ সাত বৎসর কিরণময়ীকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তখন হিরণ্ময়ী কত বড় হইবে বল দেখি? সুতরাং তুমি আর দুঃখ করিও না—অন্য কিছু ভাবিও না।"

স্বামীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া জাহ্নবী-দেবী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া অবশেষে ধীরেন্দ্র-নাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ আর বিলম্ব না করিয়া, ধর্ম্ম সাক্ষী করত ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীকে সম্প্রদান করিলেন। দোকান ভরিয়া আনন্দধ্বনি উঠিল।

কিন্তু তাঁহার এবং জাহ্নবীদেবীর পক্ষে হরিষে বিষাদ ঘটিল। তাঁহারা এই আনন্দ মিলনেও সম্পূর্ণরূপে সুখী হইতে পারিলেন না। পূর্ব্ব-শোক জাগিয়া উঠিল। সেই শোকের সঙ্গে তাঁহারা উভয়ে, "হা কিরণময়ী!—"বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী এতক্ষণ ধরিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিরণময়ী বিবাহিতা হইয়া গৃহে আছেন, নহিলে আজ কেন তাঁহাদের বিবাহ হইল? কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহাদেরও অভিনব আনন্দে—বহু দিনের আশা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি-আনন্দে সহসা বিষাদ ও দুশ্চিন্তা মিশ্রিত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথ কি বলিবেন বলিবেন করিয়া, বলিবার সাহস পাইলেন না। হিরণ্ময়ীর সহিত ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আবার জগদীশপ্রসাদ শোকোচ্ছ্বসিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "হা হিরণ্ময়ি! তুই যদি সে দিন এমন করিয়া না আসিতিস্, তাহা হইলে তোর এই হতভাগ্য পিতা মাতাকে আজ 'হা কিরণ! হা কিরণ!' বলিয়া কাঁদিতে হইত না।"

ধীরেন্দ্রনাথ দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়! আপনার অগ্রজা কন্যা কিরণময়ীর কি হইয়াছে?"

জ।—"সে যে কোথায় গিয়াছে, আজিও তার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আজ আসিবে কাল আসিবে করিয়া আশায় পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আপাততঃ আগত হরিহর দেওয়ানের মুখে তাহার অদর্শনের কথা শুনিয়া আমার আশা ভরসা সব ঘুচিয়া গেল। ধীরেন্! সেও হিরণ্ময়ীকে অন্বেষণ করিতে গিয়াছে। আমরা তাহার কিছুই জানিতাম না। তাহার একখানি পত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কিরণময়ী সে পত্রখানি লিখিয়া তাহার শয্যাতলে রাখিয়া, একদিন রাত্রিকালে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার পত্রে লেখা ছিল, হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে পারিলে গৃহে আসিবে, নতুবা আর আসিবে না। ধীরেন্! তবে বল দেখি, আর কি তাহাকে পাইব! আমরা হিরণ্ময়ীকে পাইলাম, কিন্তু কিরণ ত পায় নাই। সে এখনও না জানি, কোথায় ভগিনীশোকে আকুল হইয়া বেড়াইতেছে, কি আত্মঘাতিনী হইয়াছে, তাহার ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মানুষের মন সর্ব্বদাই যেন অমঙ্গলের দিকে ঢলিয়া পড়ে। কিরণময়ী সম্বন্ধে আমাদেরও তাই!" এই বলিয়া তিনি আবার হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "হিরণ! তোর সঙ্গে কি কিরণময়ীর কোন খানে দেখা হইয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী শোকাকুলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না, বাবা! আমি বড় দিদিকে এক দিনও দেখি নাই। আমার বড় দিদি কোথা, বাবা? হা বড় দিদি! এই নিষ্ঠুরার, জন্য তোমার ভাগ্যে কি ঘটিল?" এই বলিয়া তিনি ভগিনীশোকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

আনন্দময় গৃহ কিয়ৎক্ষণের জন্য গভীর বিষাদে ডুবিয়া গেল।

এমন সময়ে সহসা তথায় ভৈরবানন্দ কাপালিক এবং বীরচাঁদ আসিয়া উপস্থিত। অনেকে দৈব ঘটনা বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমরা করি। তাহা নহিলে এই ঘটনাকে কি ঘটনা বলিব? ভৈরবানন্দ এবং বীরচাঁদ যেমন এখানে উপস্থিত আর অমনি অবাক্। উভয়েরই মনে কি এক ভাবান্তর ঘটিয়া গেল। উভয়েই সবিস্ময়ে হিরণ্ময়ী প্রভৃতির দিকে চাহিয়া রহিল।

হিরণ্ময়ী বীরচাঁদকে দেখিয়া সন্দেহমিশ্রিত ভরসাযুক্ত এবং ভৈরবানন্দকে দেখিয়া ভীত হইলেন। মাখন ভৈরবানন্দকে দেখিয়া শিহ-

রিয়া উঠিল ; কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহাকে রোষভরে কি বলিবেন, এমন সময়ে বীরচাঁদ আনন্দভরে হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা ! তুই কেমন আছিস্ ? এনারা কে ?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা।"

তখন বীরচাঁদ ধীরেন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলিল, "আর ইনি ?"

হিরণ্ময়ী লজ্জায় নিরুত্তর।

তখন জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ইনি আমার জামাতা।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। কিন্তু ভৈরবানন্দ যেন বজ্রাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি যাঁহাকে কালীর নিকট বলি দিবেন বলিয়া কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই যুবা তাঁহার আশাস্বরূপিণী যুবতীর স্বামী! ভৈরবানন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল। শরীরের রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার হতাশ চিত্ত চিন্তার অগাধ গর্ভে ডুবিতে ডুবিতে কোথায় চলিল।

এ দিকে জাহ্নবীদেবী, জগদীশপ্রসাদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর মুখে যে বীরচাঁদের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন। সকলেই তাহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভৈরবানন্দ মাখনকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই যে তাঁহাকে মাদকাভিভূত করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ীকে সুড়ঙ্গ হইতে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাহাকে একাকী পাইলে সর্ব্বনাশ করিতেন। এত লোকের নিকট এখন তাঁহার নীরব হইয়া থাকাই ভাল।

এমন সময়ে সহসা বীরচাঁদ মাখনকে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে যেন দেখেচি দেখেচি মনে হ'চ্চে।"

মা।—"তা হ'বে, কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখিনি।"

বী।—"আচ্ছা, বল দেখি, মঙ্গলা বুড়ী কি তোমাকে কাজলাবেড়ে গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল ? সেই গাঁয়ের পাশে একটা পুকুরধারে তোমাতে আর তাতে কি সব কথা হ'চ্চিল ?"

মাখন এখন সমস্ত বুঝিতে পারিল। বলিল, "তুমি তা কি ক'রে জান্‌লে ?"

বী।—"আমি সেই পুকুরের ঘাটের কাছে একটা বকুলগাছে ব'সেছিলুম।"

মা।—"তবে তুমি ডাকাত।"

বীরচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন ?"

মা।—"আমি না পালিয়ে গেলে সে দিন ত তুমি আমায় মেরে ফেল্‌তে।"

বী।—"সে দিন আমি না গাছে থেকে লাফিয়ে পড়্‌লে, মঙ্গলা তোমায় বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌ত।"

এই কথা শুনিয়া মাখন এবং অন্যান্য সকলে বিস্মিত হইল।

এমন সময়ে বীরচাঁদ নিজের বস্ত্র হইতে কএকটি মুদ্রা ও একটি স্বর্ণ অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া মাখনের হস্তে দিয়া বলিল, "আমি তোমার এবং আমার এই ধম্মমেয়ের শত্তুর সেই মঙ্গলা আর তা'র লখে ভোলা ব'লে ছুটো ব্যাটাকে যমের বাড়ী পাঠিয়েচি।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি মঙ্গলা পাপিনীকে মেরে ফেলেছ ?"

বী।—"হাঁ, মা ! তার পাপ কম্মের ফল দিয়েচি। এই নেও তোমার হীরের বালা আর মুক্তোর মালা।" এই বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে উক্ত অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীর হস্তে প্রদান করিল।

তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ইত্যবসরে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া পড়িল। বীরচাঁদ মাখনকে যে অঙ্গুরীটি প্রদান করিল, মাখন উহা পাইয়া অতিশয় চিন্তিত ও অস্থির হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি যেমন সেই অঙ্গুরীটি নিজের বস্ত্র-মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে যাইবে, আর অমনি উহা ভূমিতলে পড়িয়া জগদীশপ্রসাদের সন্নিকটে ঠিকরাইয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া মাখনকে যেমন দিতে যাইবেন, আর অমনি, "এ কি !" বলিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার বিস্ময়-রঞ্জিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মাখন আরও অস্থির হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "মাখন ! তুমি এ অঙ্গুরী কোথায় পাইলে ?"

মাখন নিরুত্তর। কিন্তু বীরচাঁদ বলিল,

ব্রাহ্মণ।—"ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ কিরূপে হয়?"

জগ।—"সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে বলি, ওঁর পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং উনি নবদ্বীপ হইতে সপ্তগ্রামে যাইতেছিলেন। রাত্রিকালে সহসা ভাগীরথী নদীতে নৌকাডুবি হইয়া যায়। তাঁহারা কে কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই; তবে উনি সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হ'ন। আমি আজ ক্রমাগত দশ এগার বৎসর কাল ওঁকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা! আজ আমি তোমায় পুনর্ব্বার পাইলাম। বিধাতা আজ আমাকে স্বপ্নের অগোচর ফল প্রদান করিলেন।"

এই বলিয়া তিনি ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে একটি অঙ্গুরী প্রদান করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অঙ্গুরীটি লইয়া দেখিলেন, উহাতে লেখা রহিয়াছে, "গোলোকনাথ।" দেখিবামাত্রই তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল—মন তড়িদ্বেগে চঞ্চল হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া চিনিতে পারিলেন, তাঁহার পিতা গোলোকনাথ। অমনি তিনি অপরিমিত আনন্দভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভক্তিভরে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া গৃহস্থিত সকলে বিস্ময়াভিভূত হইল।

জগদীশপ্রসাদ আহ্লাদিত হইয়া গোলোকনাথকে বলিলেন, "মহাশয়! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি না জানিয়া আপনার প্রতি সদ্ব্যবহার করি নাই। এক্ষণে আমি জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি যে, তিনি আমার বৈবাহিক মহাশয়কেও মিলাইয়া দিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া হরিহর দেওয়ান প্রভৃতি সকলে বিস্ময়ে ও আহ্লাদে বলিতে লাগিল, "অ্যাঁ, ইনিই আমাদের প্রভুজামাতা ধীরেন্দ্রনাথের পিতা গোলোকনাথ! ইনি যে নৌকাডুবি হইয়াছিলেন! আজ আবার ইঁহাকে পাওয়া গেল। ধন্য জগদীশ্বর! ধন্য জগদীশ্বর!" এই বলিয়া সকলে আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, গোলোকনাথ জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি যে, আজ আমার ধীরেন্দ্রনাথকে আপনার জামাতা হইতে দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? আমি সেই নৌকাডুবির পর জায়াপুত্রবিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় দেশে দেশে কতই ভ্রমণ করিয়াছি, এঁদের কতই অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কাহারই সাক্ষাৎ না পাইয়া এত দিন জীবন্মৃত হইয়াছিলাম। আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া মরি নাই।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা ও কৃপা; তাহা না হইলে আজ পিতাপুত্রে পুনর্ব্বার শুভদর্শন হইত না।"

গোলোকনাথ, এমন সময়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আবার বিষণ্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে জগদীশপ্রসাদ চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়! আপনি আবার সহসা এমন বিষণ্ণ হইলেন কেন?"

গোলোকনাথ দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়! আমা অপেক্ষা আপনি সুখী; কেন না আপনার দুইটি কন্যাই লাভ হইল। কিন্তু আমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হা বীরেন্দ্রনাথ! হা বাবা! তুমি কোথায় রহিলে!"

"পিতঃ! এই যে আমি।—"এই বলিয়া সহসা কে ঐ ব্যক্তি দৌড়িয়া গিয়া গোলোকনাথের পদমূলে পতিত হইল? দুই চক্ষে অশ্রুরাশি উথলিয়া পড়িল। কণ্ঠ বাষ্প-রুদ্ধ হইয়া গেল, আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। ঐ লোকটি কে?—ওগো পাঠক মহাশয়! বলুন না, উনি কে?—চিনিয়াছি, ঐ দেখুন, উনি সেই ভৈরবানন্দ কাপালিক।

মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই অবাক্—সকলেই স্তম্ভিত!

ধীরেন্দ্রনাথ নিশ্চল।

হিরণ্ময়ী বিস্ময়ে ও লজ্জায় অবগুণ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কি যে হইতে লাগিল, পাঠক মহাশয়, তাহা ভাবিয়া লউন।

বীরেন্দ্রনাথ আর ভৈরবানন্দ নহেন। তিনি তাঁহার পিতাকে হস্ত তুলিয়া কি চিহ্ন দেখাইলেন এবং সেই চিহ্ন ধীরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া ভ্রাতৃ-স্নেহে উচ্ছলিত হইয়া বলিলেন, "ভাই ধীরেন্! আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথের চরণযুগলে পতিত হইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "দাদা!—"

বী।—"ভাই!"

ধী।—"আপনি ক্ষমা চাহিয়া আমাকে অপরাধী ও লজ্জিত করিবেন না। আপনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। দাদা! আমি আপনার নিকট মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আমায় ক্ষমা করুন্। আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া, দস্যুদলপতি কাপালিক-জ্ঞানে অনেক কটুকাটব্য বলিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন্।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি নির্দ্দোষীকে ক্ষমা করিতে জানি না। ভাই ধীরেন্! আজ পিতাকে এবং তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিলাম। আমি কেবল তোমাদেরই সুদীর্ঘ বিরহে হতাশ হইয়া কাপালিক হইয়াছিলাম। ভাই! আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাগীরথীর দুই কূলে, কত গ্রামে ও কত নগরে, সপ্তগ্রামে এবং অবশেষে নবদ্বীপে তোমাদের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও আমার আশা পূর্ণ হয় নাই। ভাই ধীরেন্! এই জন্যই আমি অত্যন্ত উদাস হইয়া কাপালিকের শিষ্য হইয়াছিলাম।" এই বলিয়া তিনি ভ্রাতৃজায়া হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে হিরণ্ময়ি! তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের পত্নী। আমি দুর্দ্দৈববশতঃ তাহা জানিতে না পারিয়া তোমাকে অত্যন্ত দুঃখিত করিয়াছি—কষ্ট দিয়াছি। বৎসে! তজ্জন্য তুমি আর কিছু মনে করিও না—ক্ষমা কর।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ বিস্তর পরিতাপ এবং আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদ প্রভৃতি এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া উত্তরোত্তর অতিমাত্র বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া দস্যুপতি উদারচেতা বীরচাঁদ কি ভাবিতেছিল। সে ভাবিতে ভাবিতে গোলোকনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মশাই! আমি আপনকাকে এই বার চিনেচি। এই হতভাগার নৌকডুবি হ'য়ে আপুনি এই দশ এগার বছর ভাব্যো পুত্তুর হারিয়ে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট পেয়েচ। আমিই আপনকার সেই নফর মথুর মাঝী।" এই বলিয়া সে গোলোকনাথ প্রভৃতিকে পুনঃ পুনঃ ভূললাট হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মথুর! তোমাকে ত আমি এত দিন চিনিতে পারি নাই।"

তখন মথুর বলিল, "মশাই! আমিও আপনকাকে চিন্‌তে পারিনি। তা পাল্লে আপনকাকে কি আর এত দুঃখু দিতুম। আর আমি পূর্ব্বে আপনকাকে দু' এক দিন দেখেছিলুম ব'লে, এ অবস্থায় চিন্‌তে পারিনি। যাই হোক্, এখন আপুনি আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া সে বীরেন্দ্রনাথের পদধূলি লইয়া নিজের মস্তকে ধারণ করিল।

অনন্তর সে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "ঠাকুর মশাই! আমি গরিব দুঃখী নোক; মাঝীগিরি কাজ ক'রে দিন নির্ব্বাহ কত্তুম। শেষে দায়ে প'ড়ে ডাকাতী ক'রে আজ পেরায় ৯।১০ বছর কাটিয়েচি; কিন্তু এখন আমি সেই পূর্ব্বের মথুর। কিন্তু আপনকার ছোট মেয়ে চিরদিনের জন্যে আমার ধর্ম্মমেয়ে হ'য়ে রইল। তা এখন আপুনি যাই মনে কর, আমি আপনকার হিরণ্ময়ীকে বড্ড ভালবাসি। এমন কি, ওঁরি জন্যে আমি পাপকাজ ডাকাতী ছেড়ে দিয়েচি।"

জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "মথুর! আমার হিরণের সঙ্গে তোমার এ সম্বন্ধ চিরকালের জন্যই রহিয়া গেল। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।"

মথুর আবার তাঁহাকে প্রণাম করিল।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে বলিলেন, "মা কিরণ! আমার একটি ইচ্ছা হইয়াছে। সে ইচ্ছা এই,—আমি বীরেন্দ্রনাথের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিব।"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "বাবা! আমায় ক্ষমা কর। আমি বিবাহ করিব না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ সবিস্ময়ে

বলিলেন, "সে কি! অমন কথা কি বলিতে আছে?"

কি।—"বাবা! তুমি নিজে বুঝিয়াই দেখ না কেন, আমার যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমি এতক্ষণ কোন্ কালে আত্মপ্রকাশ করিতাম। পাছে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী আবার হতাশ হ'ন, এই ভয়ে আমি ওঁর বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত ছদ্মবেশে ছিলাম। আরও অনেক দিন থাকিতাম, কিন্তু বীরচাঁদ"(মথুর) আমাকে প্রকাশ করাইয়া দিল। তা যাই হোক, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ-সংঘটনের পূর্ব্বে যে, আমি প্রকাশ হই নাই, ইহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য।"

জাহ্নবীদেবী বীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিরণময়ী কোন মতেই স্বীকৃতা হইলেন না। বরং বলিলেন, "মা! এখন আমার বিবাহ শাস্ত্রমতে অসিদ্ধ। অগ্রে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইলে পর কি জ্যেষ্ঠার বিবাহ হয়?"

জগ।—"না জানিয়া হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই।"

কি।—"আমায় ক্ষমা কর। আমি বিবাহ করিব না।" এই বলিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি ধীরেন্দ্রনাথকে মনে মনে বরণ করিয়াছি। ভালবাসা—প্রণয় কি এক জন ব্যতীত দুই জনের উপর হইতে পারে? আমি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিপদে অস্থির হইয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার বিপদ দূর হইয়া গেল। ইহাই আমার যথেষ্ট। এখন আমি কোন্ প্রাণে আবার নিজের বিপদ ডাকিব? ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আমার আর অন্য কেহ স্বামী নাই। কিন্তু তা বলিয়া ইহাঁকে আর বিবাহ করিব না। করিলে হিরণ্ময়ীর আবার সপত্নী-যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবে। ধীরেন্দ্রনাথ আমার মানসস্বামী, আমি যাবজ্জীবন মানসেই ইহাঁর সেবা করিব। এইরূপ সেবা করিতে করিতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিব। পরজন্মে যাহাতে ইহাঁকে বিবাহ করিতে পারি, এক্ষণ হইতে সেইরূপ ব্রত করিব। আমি এক্ষণে উদাসিনী। উদাসিনীর যাহা কার্য্য, তাহাই করিব। গৃহত্যাগ করিয়া, তীর্থে তীর্থে—পর্ব্বতে পর্ব্বতে—বনে বনে—সমুদ্রতটে পরজন্মে ধীরেন্দ্রনাথ-লাভের জন্য তপস্যা করিব। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আমি কাহারও পত্নী নহি।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমচ্ছটায় কেমন একতর হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি এইরূপ মূর্ত্তিতে এক বার ধীরেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

জগদীশ ও জাহ্নবী বুঝিলেন, "কিরণময়ী বালিকা, সুতরাং এখন আমাদের কথা বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিয়া এমন হইল। অতএব এক্ষণে ইহাকে আর কিছু বলা ভাল নয়। বাড়ী গিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ইহার বিবাহ দিব।"

অনন্তর জগদীশ বলিলেন, "কিরণ! আর মা, তোর দুঃখ করিতে হইবে না, এখন বাড়ী চল্।"

এই বলিয়া, তিনি ভৃত্যগণকে পাল্কী, ডুলী প্রভৃতি সওয়ারী আনিতে আদেশ দিলেন। তাহারা আনন্দে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

নীলকণ্ঠপুরে বেশী পাল্কী ছিল না, সুতরাং উহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম হইতে বেহারারা পাল্কী, ডুলী লইয়া উপস্থিত হইল।

এমন সময়ে মথুর মাঝী, ঐ সকল আগত বেহারাদের মধ্যে দুই জনকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে হ'রে! ওরে কেঙ্লা! তোরা এখন পাল্কী ব'চ্ছিস্? কত দিন থেকে এ কাজ ক'চ্ছিস্?"

হ'রে ও কেঙ্লা মথুরের এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চিনিতে পারিল। তখন উভয়ে আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "এ কি আশ্চর্য্যি! মাঝী যে! আজ কি সৌভাগ্যি!—আজ আমাদের কি সৌভাগ্যি! দাদা! তুমি কেমন আছ? মথুদা! আমরা সেই নৌকডুবির দিনে এক রকম চেষ্টা টেষ্টা ক'রে পরাণে বেঁচেচি; কিন্তু ভয়ে আর দেশে ফিরে যাইনি। অনেক দিন ধ'রে এ কাজ সে কাজ ক'রে বছর দু' তিন হ'ল, পাল্কী ব'চ্ছি।" এই বলিয়া তাহারা গোলোকনাথকে চিনিয়া লইয়া প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর সকলে নীলকণ্ঠপুর হইতে মধুপুরে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বীরেন্দ্রনাথ এক বার ভাবিলেন, "আমি, পিতা মহাশয় এবং ধীরেন্দ্রনাথের

সঙ্গে মধুপুর যাইব কি না? আমার ত যাই-বার ইচ্ছা নাই। কিন্তু এখন না গেলে আবার ইহাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। এমন কি, আমাকে ছাড়িয়া কখনই যাইবেন না তাই ত এখন কি করি? আমি না জানিয়া আমার ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহাতেও আমার গুরুতর পাপ হইয়াছে। আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আজি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। ওঃ, আমি কি ঘোরতর পাপী! যত দিন পর্য্যন্ত না আমার এই পাপ-দেহ এবং পাপ-প্রাণের পতন হইতেছে, তত দিন আমাকে পাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। এখন পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে গমন করি।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি মনে মনে আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন। দৈব-বিড়ম্বনায় বীরেন্দ্রনাথ যুগপৎ লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইলেন। মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত ভাল করিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ মধুপুরে যাইবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সকলে প্রস্তুত হইল। তখন তিনি "জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ! জয় দুর্গা!" বলিয়া সকলকে লইয়া নীলকণ্ঠপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ বাটী মধুপুরে প্রস্থান করিলেন।

এক দিন, দুই দিন করিয়া তৃতীয় দিনে সকলে আসিয়া একটি নদীতটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের উপস্থিতির সময়, তথাকার ক্ষেয়া-নৌকার মাঝী নৌকা লইয়া পরপারে ছিল। সুতরাং জগদীশপ্রসাদ প্রভৃতিকে এ পারে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল।

অনন্তর মাঝী পর-পার হইতে ক্ষেয়া-নৌকা আনিল। তাহার এই ক্ষেপে পর-পার হইতে সর্ব্বশুদ্ধ দশ জন লোক আসিল। তন্মধ্যে ছয় জন পুরুষ এবং চারি জন স্ত্রী। তীরে সকলের অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মাঝী পারাণী পয়সা আদায় করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পয়সা দিতে চাহিল না। মাঝীও পয়সা ছাড়িবার পাত্র নহে; সুতরাং উভয়ে ঝগড়া উপস্থিত হইল।

সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "আজ আমি ভিক্ষে ক'রে কোথাও একটি পয়সা পাই নি— খালি চাট্টি চাল পেয়েচি। কাল তোকে পয়সা দেব।"

মাঝী বলিল, "চালই দিয়ে যা। নৈলে আবার তোকে ও পারে নিয়ে যা'ব।"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিল, "তবে আমি আজ কি খা'ব! উপোস থেকে ম'রে যা'ব কি, বাবা?"

মাঝী।—"তা আমি জানিনি।"

এইরূপে উভয়ে কথায় কথায় ক্রমে বিবাদ বাড়িয়া উঠিল।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নৌকার নিকট গিয়া বলিলেন, "ওগো বাছা! তুমি এই একটি টাকা আর দুই আনার পয়সা লও।"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ধীরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে উহা লইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "বাবা! তোমার জয় জয়কার হোক। তুমি সুখে থাক—তোমার সোণার দোতকলম হোক।" সে ধীরেন্দ্রনাথকে এইরূপে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মাঝীকে একটি পয়সা দিল। কাজেই মাঝীর খই-ফোটা মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর উক্ত সেই বৃদ্ধা ধীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, বাবা?"

ধী।—"ধীরেন্দ্রনাথ।"

বৃদ্ধা।—"তোমার বাপ আছেন?"

ধী।—"মাতা নৌকাডুবী হইয়া নিরুদ্দেশ; পিতা আছেন।" এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ উনি আমার পিতা।"

বৃদ্ধা।—"ওঁর নাম কি?"

ধী।—"গোলোকনাথ।"

বৃদ্ধা।—"তোমাদের বাড়ী কোথায়, বাছা?"

ধী।—"আমাদের বাড়ী পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল, তার পর এখন মধুপুরে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কি ভাবিতে লাগিল। সে পুনঃ পুনঃ ধীরেন্দ্রনাথ এবং গোলোকনাথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বীরেন্দ্রনাথের দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে আবার বলিল, "বাবা! ঐ ছেলেটি কে?"

ধী।—"উনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর—নাম বীরেন্দ্রনাথ।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আবার কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে হঠাৎ রোদন করিতে দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ চঞ্চল হই-

লেন। জগদীশপ্রসাদ, গোলোকনাথ প্রভৃতি দূরে ছিলেন, তাঁহারাও দ্রুতপদে নিকটে আসিলেন।

বৃদ্ধা আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলে "ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে?" বলিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার চরণমূলে পতিত হইয়া, "এই দুঃখিনীকে চিনিতে পার কি?" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোলোকনাথের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তারাসুন্দরি! তোমার এমন অবস্থা হইয়াছে! আজ বিধাতা তোমাকে পুনর্ব্বার আমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমার প্রতি অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশ করিলেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।" এই বলিয়া তিনি তারাসুন্দরীকে উত্থিত করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ জননীর পুনর্দর্শন পাইয়া আশাতীত আনন্দলাভ করিলেন। তাঁহারা জননীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী, বৈবাহিক-পত্নীকে পাইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন।

কিরণময়ী এবং হিরণ্ময়ী হর্ষিতচিত্তে তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিলেন।

এই অচিন্ত্য ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতে দেখিয়া নদীতটস্থ সকলেই বিস্ময়ে পুলকিত হইল। কিন্তু ক্ষেয়া-মাঝার মনে বিস্ময় ও ভয় যুগপৎ সমুদিত হইল। সে তখন তারাসুন্দরীর নিকট প্রণত হইয়া, "মা! আমাকে মাপ কর" বলিয়া অপরাধ স্বীকার করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তারাসুন্দরী পতি, পুত্র এবং পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন।

অদ্ভুত ঘটনার উপর অদ্ভুত ঘটনার সম্পাত দেখিয়া সকলেরই বিস্ময়, আনন্দ ও কৌতূহল স্তরীভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদের আদেশে ক্ষেয়া-মাঝী, তাহার নৌকায় করিয়া দুই তিন ক্ষেপে সকলকে পার করিল। জগদীশপ্রসাদ তাহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিলেন।

মাঝী তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল এবং মনে মনে বলিল, "হে পরমেশ্বর! এই রকম বড় লোককে যেন রোজ রোজ পার ক'র্ত্তে পারি।"

সৌভাগ্যক্রমে পাঠক মহাশয় এবং পাঠিকা মহাশয়ার নিকট সকলকে আনিয়া দিলাম, কিন্তু ডোবা নৌকাখানার কোন সন্ধান পাইলাম না।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ, গোলোকনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, জাহ্নবীদেবী, তারাসুন্দরীদেবী, কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী, হরিহর দেওয়ান, মথুর ও অন্যান্য লোক জন তথা হইতে মধুপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে আমি, অনবকাশ প্রযুক্ত পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক, এই স্থলেই "হিরণ্ময়ী উপন্যাসের" সমাপ্তি ধরিয়া লউন।

সম্পূর্ণ।

কিরণময়ী।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মধুপুরে প্রত্যাগমন।

সকলকে লইয়া যথাসময়ে জগদীশপ্রসাদ মধুপুরে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে গ্রামস্থ সমস্ত লোক যার-পর-নাই আনন্দিত হইল। বিষাদের মধুপুর আজ আহ্লাদে পরিপূর্ণ।

জগদীশপ্রসাদ গ্রামস্থ লোকদিগকে কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর অদ্ভুত ঘটনাপরিপূর্ণ পুনঃপ্রাপ্তি-সংবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। সকলে শুনিয়া যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে অভিভূত হইল। সকলে তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর ভগিনী-স্নেহসম্ভূত অদ্ভুত প্রতিভার প্রশংসা করিতে লাগিল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই মুখে শুনা যাইতে লাগিল—কিরণময়ী মানুষী নহে, কোন দেবী। অলৌকিক গুণ ও ক্ষমতা দেখাইতে পারিলে লোকে কৃতজ্ঞ হইয়া উপকারী বা উপকারিণীর গুণপরিচায়ক নাম রাখে। এই জন্য কিরণময়ী মধুপুরবাসিগণের নিকট তিনটি নূতন নামোপাধি পাইলেন। সেই তিনটি—প্রতিভাময়ী, স্নেহময়ী ও হিতময়ী।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ গ্রামবাসিগণের সহিত বহুদিন পরিত্যক্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। সজ্জিত বৈঠকখানা এত দিন অব্যবহার্য্য হইয়া ধূলিধূসরিত হইয়াছিল। ভৃত্যদের মনে সুখ ছিল না বলিয়া, বৈঠকখানা পরিষ্কার করিত না। আজ তাহারা প্রতিপালক প্রভুকে পাইয়া নবোৎসাহে উহার পরিষ্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। অবিলম্বে বৈঠকখানা পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। জগদীশপ্রসাদ আত্মীয় স্বজন ও গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্রলোকদের সহিত বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইয়া এ বার বিস্তৃতরূপে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। শ্রবণ করিয়া শ্রোতাদের আশা মিটিল না। অদ্ভুত ঘটনার বৈচিত্র্যও অদ্ভুত।

মধুপুরের গরিব দুঃখী ও ইতরশ্রেণীর লোকেরা স্বজন সহিত জগদীশপ্রসাদকে আবার দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে মাতিয়া উঠিল। দয়া ও স্নেহে কে না বাঁধা থাকে?

এ দিকে জাহ্নবীদেবী, তারাসুন্দরীদেবী, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ তাঁহাদিগকে নূতন প্রাণের সহিত গ্রহণ করিলেন। লোকে দুঃখেও কাঁদে—সুখেও কাঁদে। অম্বিকা প্রভৃতি পুরনারীগণ এত দিন হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী প্রভৃতির শোকে কাঁদিতেছিলেন, আজ আবার সুখে কাঁদিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ জাহ্নবীদেবীকে দেখিয়া সকলে যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পাঠক মহাশয়ের কি মনে আছে—জাহ্নবীদেবী প্রাণসমা কন্যা দুইটিকে হারাইয়া নিদারুণ শোকে হৃদ্রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মধুপুরের সকলেই জানে। বোধ হয়, এ কথা আপনার মনে আছে।

জাহ্নবী প্রভৃতিকে দেখিয়া বাটীস্থ স্ত্রীলো-

কেরা যেমন কাঁদিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে দেখিয়া জাহ্নবী প্রভৃতিও সেইরূপ কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর বাহির-বাড়ীর ন্যায় ভিতর-বাড়ীতেও ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথা চলিতে লাগিল। বাহির-বাড়ীর বক্তা স্বয়ং জগদীশ-প্রসাদ, ভিতর বাড়ীর বক্তী স্বয়ং জাহ্নবীদেবী।

অনন্তর সকলের স্নানাহারের আয়োজন হইতে লাগিল। যথাসময়ে এই দুই ব্যাপার চুকিয়া গেল। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। আজ মধুপুরের সূর্য্যাস্ত বড় সুখের। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন জগ-দীশপ্রসাদ সকলকে লইয়া সন্ধ্যার আরতি দেখিবার জন্য ঠাকুরবাড়ী গেলেন। সেখানে গিয়া আরতি দর্শন করিলেন, গ্রহ-শান্তির জন্য বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন, দশ হাজার টাকার পূজা মানসিক ছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে মহা-সমারোহে সেই মানসপূজা সমাধার জন্য হরিহর দেওয়ান ও পুরোহিতকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তার পর তিনি সকলের সহিত পুনর্ব্বার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

অনন্তর পারিবারিক সুখের আলাপনে সুখের রাত্রি প্রভাত হইল। সে রাত্রে কেহ ঘুমাইয়াছিল কি না, জানি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতার পরিচয়।

রাত্রি প্রভাত হইল। জগদীশপ্রসাদ বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিলেন। আবার গ্রামস্থ লোক জন তাঁহার নিকট সমাগত হইল।

গত রাত্রে হিরণ্ময়ীর ধর্ম্মপিতা মথুর মাঝী ওরফে বীরচাঁদ গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট সং-ক্ষেপে পরিচিত হইয়াছিল। অদ্য জগদীশপ্রসাদ সকলের নিকট তাহার বিষয় বিশেষরূপে বলি-লেন। সকলে বীরচাঁদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত ও মোহিত হইল। হিতৈষী ব্যক্তির গুণে কে না আহ্লাদিত হয়?

নীলকণ্ঠপুরের দোকানে হিরণ্ময়ীর প্রতি মথুর মাঝার স্নেহ, যত্ন ও উপকারের পরি-চয় পাইয়া অবধি জগদীশপ্রসাদ তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাকে ইতরজাতীয় বলিয়া তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিতেন না, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। অধিক কি বলিব, তিনি তাহাকে আপনার সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। বাস্তবিক, মথুরের ন্যায় জগদীশপ্রসাদের কে এমন হিতৈষী? মথুরের অলৌকিক গুণ জগদীশ-প্রসাদকে কিনিয়া রাখিয়াছিল। মথুরের এই অপূর্ব্ব গুণ দেখিয়া চাণক্যের সেই সুন্দর শ্লোকটি আমাদের মনে পড়ে—

"কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে ॥"

গুণহীন ব্যক্তির কুলগৌরবে কি হয়? শাস্ত্রজ্ঞ অকুলীন ব্যক্তি দেবতাদিগেরও পূজ্য। পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন যে, মূর্খ মথুর মাঝা কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল? কিন্তু এক বার বুঝিয়া দেখা উচিত যে, মূর্খ মথুর মাঝী ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক দয়া, স্নেহ, পরোপ-কার প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, লোক-রচিত নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থ উদরস্থ করিয়া কয় জন মহাকুলীনও সেইরূপ হইতে পারে?

গুণগ্রাহী কৃতজ্ঞ জগদীশপ্রসাদ অদ্য বৈঠক-খানায় বসিয়া মথুরকে ডাকাইলেন। মথুর এতক্ষণ হিরণ্ময়ীর জন্য খিড়কী পুকুরে ছিপে মাছ ধরিতেছিল। এক জন ভৃত্য তাহাকে ডাকিয়া আনিল। ভৃত্যেরাও তাহাকে বড় ভালবাসিত।

মথুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। জগ-দীশপ্রসাদ 'এস দাদা' বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন। মথুর লজ্জিত হইল। সে আত্ম-গৌরব ভালবাসিত না। এমন অনেক ইতর লোক আছে যে, 'নাই' পাইলে মাথায় চড়ে, কিন্তু মথুর সে ধাতুর লোক ছিল না। সে সপরিবার জগদীশপ্রসাদের আশাতীত সমাদরে তিলমাত্রও অহঙ্কৃত হয় নাই।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ বৈঠকখানাস্থ সক-লের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন, "মথুর! এই সকল বিজ্ঞ ভদ্র লোক সাক্ষী রহিলেন, আমি তোমাকে এখন পর ভাবিব না। তুমি আমাকে যে ঋণে বাঁধিয়াছ, তাহা এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি জানি, এমন অনেক লোক আছে, যাহারা উপকার পাইবার সময় আপনার হয়, এমন কি দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে, কিন্তু যেমন তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, আর অমনি তাহারা উপকারীর উপকার স্বীকার

করা দূরে থাক্, বরং প্রাণপণে অপকার করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী, এই ভদ্র লোকেরা সাক্ষী, আমি তোমাকে কখন ভুলিব না। ইহ-লোকের তো কথাই নাই, পরলোকেও আমার কৃতজ্ঞ আত্মা তোমার নিকট ঋণী থাকিবে। মথুর! আমার আর সহোদর নাই, তুমিই আমার সে অভাব পূরণ করিলে। মথুর! তোমাতে আমাতে আর ভিন্ন নহি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া জগদীশপ্রসাদের চক্ষুযুগল ছল ছল হইল। মথুর মূর্খ বটে, কিন্তু বড় সহৃদয় লোক। সে জগদীশপ্রসাদের হৃদয়-ভাব বুঝিতে পারিল, পারিয়া নীরবে কাঁদিল। অশ্রুই হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের ক্রিয়া।

বৈঠকখানার অপরাপর লোকেরা নীরবে জগদীশপ্রসাদের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। এমন সময়ে একটি সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "জগদীশ! আমি বাল্যজ্ঞান লাভ করিয়া অবধি এই বৃদ্ধজ্ঞান লাভ পর্য্যন্ত এই সংসারে অনেক দেখিয়াছি—দেখিতেছি এবং অনেক ভুগিয়াছি—ভুগিতেছি। দেখিয়া শুনিয়া জানিতে পারিয়াছি, এ সংসার পাপের সংসার! এ সংসারে থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না, কিন্তু তোমার মত ও মথুরের মত লোক দেখিলে আবার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়।"

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ মথুরকে বলিলেন, "মথুর! আমি তোমাকে মধুপুরে রাখিব, কোথাও যাইতে দিব না। তোমার ভরণ পোষণের ভার আমার উপর রহিল। তুমি আমার বাটীতেই বাস কর।"

মথুর বলিল, "কর্ত্তা মশাই, আমি আর আপনাদের ছেড়ে কোথাও যা'ব না। আমার আর কেউ নেই, আমি যেখানে থাকি, সেখানেই আমার ঘর বাড়ী।"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কেউ নেই? হিরণ্ময়ী যে তোমার ধর্ম্মকন্যা।"

মথুর হাসিল—আনন্দপূর্ণ হৃদয়ের সহিত হাসিল। জগদীশপ্রসাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে কিয়ৎকালের জন্য হিরণ্ময়ীকে বিস্মৃত হইয়াছিল। এখন হিরণ্ময়ীর নাম শুনিয়া, তাহার জন্য মাছ ধরিবার কথা মনে পড়িল। ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "মথুর! কি হইল?"

মথুর অন্যমনস্কতার সহিত উত্তর দিল, "মাছে বুঝি ছিপ্ টেনে নিয়ে গেছে।"

জগদীশ।—"ছিপ্?"

মথুর।—"আমার ধর্ম্মমেয়ে মাছের ঝোল খা'বে।"

জগদীশ।—"তুমি হিরণ্ময়ীর জন্য মাছ ধরিতেছিলে?"

মথুর।—"আমি যাই, মশাই!"

এই বলিয়া মথুর জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ মথুরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সুখী হইলেন।

মথুর প্রস্থান করিলে পর জগদীশপ্রসাদ হরে ও কেতুলাকে ডাকাইয়া তাহাদেরও ভরণ পোষণের ভার লইলেন। এ দিকে ক্রমে ক্রমে প্রভাত কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ সকলকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে জাহ্নবীদেবীর নিকট গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পরামর্শ।

পাঠক মহাশয়কে সংক্ষেপে আরও কিছু বলিব। জগদীশপ্রসাদ মথুরকে আপনার বাটীতে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরে নববৈবাহিক গোলোকনাথকে সস্ত্রীক বাস করিবার জন্য আর একটি স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিতে রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। যথা-সময়ে জগদীশপ্রসাদের বাটীর কিয়দ্দূর উত্তরে নূতন ইষ্টকালয় প্রস্তুত হইল। শুভ দিন দেখিয়া গোলোকনাথ নূতন বাটীতে প্রবেশ করিলেন। গোলোকনাথের পত্নী তারাসুন্দরীদেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ দাসদাস গণের সহিত নূতন বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কিছু দিন তাঁহার বাটীতে, কিছু দিন জগদীশ-প্রসাদের বাটীতে, এইরূপ করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফল দুই বাড়ীই এক—এক বাড়ীই দুই।

মধ্যে এক দিন গোলোকনাথ নবদ্বীপের পূর্ব্বনিবাস দেখিবার জন্য জগদীশপ্রসাদের নিকট কথা পাড়িয়াছিলেন। কিন্তু জগদীশ-প্রসাদ তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। বলিয়া-ছিলেন, "শ্মশান দেখিয়া আপনি কি সুখী হইতে ইচ্ছা করেন?"

সেই অবধি গোলোকনাথ নবদ্বীপ যাইবার বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। জগদীশপ্রসাদ

নিজ বিষয়ের অংশ হইতে কিয়দংশ গোলোকনাথকে দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত দুই শত টাকা মসহারা দিয়া তাঁহাকে নিজ জমীদারীর তত্ত্বাবধায়ক করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোলোকনাথ মসহারা না লইয়া স্বেচ্ছায় তত্ত্বাবধায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর চারি পাঁচ মাস গত হইল।

এত দিন জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীর বিবাহের কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। তাহার কারণ এই, কিরণময়ী কিছু দিন না গেলে সুস্থির হইবেন না, বিবাহও করিতে চাহিবেন না।

এই বার জগদীশ ভাবিলেন, "গোলোকনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে: আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।" এইরূপ ভাবিয়া জাহ্নবীদেবীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যথা-সময়ে উভয়ের পরামর্শ ঠিক হইল, আগামী বৈশাখ মাসে কিরণময়ীর বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে। পতিপত্নীর এ পরামর্শ আর কেহ জানিতে পারিল না। পাছে কিরণময়ীর ভাবান্তর ঘটে, তাই তাঁহারা মনের কথা মনেই রাখিলেন। বাস্তবিক কার্য্যসিদ্ধির উপায় অগ্রে প্রকাশ করা উচিত নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নব দম্পতি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর কথা উত্থাপন করি নাই—এই বার করিব। অনেক বিপদ ব্যাঘাত ভোগ করিয়া এত দিনে নব দম্পতি বড় সুখী হইলেন। এক্ষণে ধীরেন্দ্র পূর্ণচন্দ্র—হিরণ্ময়ী প্রফুল্ল কুমুদী, ধীরেন্দ্র প্রথম প্রহরের সূর্য্য—হিরণ্ময়ী বিকসিত পদ্মিনী, ধীরেন্দ্র বসন্তের কুসুমিত তরু—হিরণ্ময়ী বসন্তের কুসুমিতা লতা, ধীরেন্দ্র চকোর—হিরণ্ময়ী জোৎস্না, ধীরেন্দ্র মেঘ—হিরণ্ময়ী চাতকী, ধীরেন্দ্র রত্নাকর—হিরণ্ময়ী রত্ন, ধীরেন্দ্র আশা—হিরণ্ময়ী ভরসা, ধীরেন্দ্র জিহ্বা—হিরণ্ময়ী ভাষা, ধীরেন্দ্র জ্ঞান—হিরণ্ময়ী ধ্যান, ধীরেন্দ্র কায়া—হিরণ্ময়ী ছায়া। যেমন একটি নদ ও একটি নদী দুই দিক্ হইতে নানা বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া একত্র মিলিত হয়, —মিলিত হইয়া উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়, সেইরূপ ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ী প্রেমোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইলেন। যে দাম্পত্য-প্রণয়ের জন্য উভয়ে এত দিন লালায়িত হইয়াছিলেন—মৃত্যুকেও ডাকিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দাম্পত্য-প্রণয়ের এক জন অধিকারী—এক জন অধিকারিণী। আর কিরণময়ী?—ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই প্রেমৈশ্বর্য্য প্রদায়িনী—তাঁ'র জীবনের মহৈশ্বর্য্য দান করিয়া তিনি এখন ভিখারিণী! ভিখারিণী বলিয়া কি দুঃখিত?—না—তিনি সেই দানের সুখে অনন্ত-সুখিনী।

ধন্য কিরণময়ী! যদি পৃথিবীতে থাকিয়া দানশক্তির পরিচয় দিতে হয়, তবে যেন লোকে তোমাকে দৃষ্টান্ত করে। তোমার দানের সীমা নাই—স্বার্থপরতা নাই—আত্মগৌরব নাই—অহঙ্কার নাই—প্রশংসালাভের ইচ্ছা নাই।—তবে কি আছে?—আছে সীমার অতীত সীমা—স্বার্থপরতার অতীত স্বার্থপরতা—আত্মগৌরবের অতীত আত্মগৌরব—অহঙ্কারের অতীত অহঙ্কার—প্রশংসালাভের অতীত প্রশংসালাভের ইচ্ছা।—সে সকল কি?—লোকাতীত দেবভাব। দেবতার ন্যায় হৃদয় না হইলে, কেহ তোমার মত অলৌকিক দান করিতে পারে না। তাই বলিতেছি, যদি পৃথিবীতে থাকিয়া দানশক্তির পরিচয় দিতে হয়, তবে যেন লোকে তোমাকে দৃষ্টান্ত করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

কাল যায় না জল যায়। দেখিতে দেখিতে চৈত্র মাস আসিল। চৈত্র মাসের প্রভাত ও রজনী বেস্ সুখের। এই মাসের এক দিন খুব ভোরে কিরণময়ী পিতার প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে একাকিনী বেড়াইতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার মনে বেল ফুলের মালা গাঁথিবার ইচ্ছা হইল। যেমন ইচ্ছা আর তেমনি ইচ্ছা পূরণ। অবিলম্বে চার পাঁচ ছড়া উৎকৃষ্ট বেলমালা প্রস্তুত হইল। তিনি সেই মালাগুলি লইয়া একখানি কলাপাতে জড়াইয়া বাঁধিলেন—বাঁধিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন—আসিয়া রোয়াকের উপর বসিলেন—বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমাদের বোধ

হয়, অতীত ঘটনা। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া মালাবাঁধা পাতা খুলিলেন। এক ছড়া মালা চাতালে পড়িয়া গেল। অমনি তিনি নীচে নামিয়া মালাছড়াটি কুড়াইয়া লইলেন। কুড়াইয়া লইয়া আবার তথা হইতে চলিয়া গেলেন। পুষ্করিনীর কিয়দ্দূরে একটি লতাকুঞ্জ ছিল। সেই কুঞ্জটির ভিতরে প্রবেশ করিলে, বাহিরের কোন লোক প্রবিষ্ট লোককে দেখিতে পাইত না। কিরণময়ী সেই কুঞ্জের ভিতর গিয়া বসিলেন। স্থলকুঞ্জে যেন একটি জীবন্ত জল-নলিনী ফুটিল। পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কিরণময়ী কুঞ্জমধ্যে বসিয়া এক বার হাসিতে লাগিলেন—এক বার ভাবিতে লাগিলেন—এক বার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—এক বার বহির্জগৎ ভুলিয়া অন্তর্জগতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মনোমধ্যে কি এক ভাবের উদয় হইল, অমনি তিনি সাধের বেলামালা দুই হাতে ধরিয়া নিজের মস্তকে ধারণ করিলেন। এক ছড়া দুই ছড়া করিয়া পাঁচ ছড়া মালাই গোছা করিয়া মস্তকের উপর রক্ষা করিলেন। আবার মালাগুলি তুলিয়া লইলেন। এইরূপ কত বার করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি লোক আস্তে আস্তে আসিয়া কিরণময়ীর কুঞ্জের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইল। কিরণময়ী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সে ব্যক্তি অলক্ষ্যে দূর হইতে কিরণময়ীকে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল।

তার পর কিরণময়ী মুখ ফুটিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "ধীরেন্দ্র—না, আর নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে নাই—স্বামিন্! আজ আমি মনে করিয়াছিলাম, এই বেলফুলের মালা হিরণ্ময়ীকে দিয়া তোমার গলায় পরাইব; কিন্তু পাছে সে কিছু মনে করে, তাই সে সাধ ছাড়িয়া দিলাম। এখন প্রাণের সাধে নিজেই তোমাকে মনে মনে পরাইতেছি। স্বামিন্! আমি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার পূজা করিতেছি—তোমার হইয়াছি—যত দিন বাঁচিব, তত দিন তোমারই থাকিব। আমার এই গুপ্ত-পূজনে বড় আনন্দ—বড় আশা। এ জন্ম এইরূপে কাটুক, পরজন্মে যেন তোমাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পতিরূপে পাই।" এই বলিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

যে লোকটি কুঞ্জের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান ছিল, সে যুবা। সে ব্যক্তি নিশ্চল হইয়া কিরণময়ীর এই কথাগুলি শুনিতে পাইল। প্রথমে তাহার মুখমণ্ডল এক ভাবের ছিল, এখন আর এক ভাবের হইল। প্রথমে কৌতূহল—দ্বিতীয়ে বিস্ময়।

অনন্তর চিন্তাময়ী কিরণময়ী মালাগুলি কুঞ্জলতায় ঝুলাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে লতাপল্লব সরাইয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া যেমন প্রস্থান করিবেন, এমন সময়ে সহসা কুঞ্জপশ্চাৎস্থিত যুবা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর নয়নযুগল যুবার নয়নযুগলে পড়িল। অমনি লজ্জা আসিয়া কিরণময়ীকে অধোবদন করিল। কিরণময়ী বেগে তথা হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু যুবা বাধা দিয়া বলিল,

"কিরণময়ি! আজিও কি তুমি আমাকে ভুলিতে পার নাই?"

কিরণময়ী অধোমুখেই উত্তর দিলেন, "ভুলিয়াছি।" এমন ভাবে উত্তরটি হইল যে, 'ভুলিয়াছি' স্থলে 'ভুলি নাই' অর্থ প্রকাশ হইল। আবার কিরণময়ী বলিলেন, "আমি যাই।"

যুবা।—"কোথায়?"

কিরণ।—"হিরণের কাছে।"

যুবা।—"কেন?"

কিরণ।—"এখানে তোমার সহিত কথা কহিলে, সে কি ভাবিবে?"

যুবা।—"সে ত তোমায় কোন মন্দ ভাবে না। বরং সে তোমাকে তাহার জীবনদায়িনী বলিয়া আমার নিকট তোমার কতই প্রশংসা করে।"

কিরণ।—"আমি তা' জানি, তবু সে ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের মন সর্ব্বদা চঞ্চল, এক বিষয়েই কখন হাসে, কখন কাঁদে,—কখন সুখী হয়, কখন দুঃখী হয়,—কখন ভাল দেখে, কখন মন্দ দেখে। তাই বলিতেছি, তুমি থাক, আমি যাই।"

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। যুবা একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাঠক মহাশয়! বুঝিয়াছেন এ যুবা কে? বলা বাহুল্য,—ধীরেন্দ্রনাথ।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পাঁচগাছি বেলফুলের মালা ঝুলিতেছে। তিনি সেই মালাগুলি লইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় এক বার ভাবিলেন, "কিরণময়ী এই মালা লইয়া আমাকে মনে মনে সাজাইতেছিলেন। আমার শঙ্কা হইতেছে, এইরূপ করিতে করিতে পাছে তিনি

উন্মাদিনী হইয়া উঠেন। যাই হউক, শীঘ্র ইহার একটা উপায় করিতে হইতেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবার বিবাহের ফর্দ্দ।

আরো কএক দিন গত হইল। বৈশাখ মাস পড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই।

জাহ্নবীদেবীর সহিত জগদীশপ্রসাদ এই বার পাকা পরামর্শ আঁটিলেন। আগামী বৈশাখ মাসের ৪ঠা তারিখে বীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য হইল। বীরেন্দ্রনাথ বা কিরণময়ী এখনও ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই, কিন্তু জানিবার আর বড় বিলম্বও নাই।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানায় আসিলেন। এক জন দরওয়ানকে দিয়া দপ্তরখানা হইতে হরিহর দেওয়ানকে ডাকাইলেন। দেওয়ান মহাশয় বৈঠকখানায় আসিয়া জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিলেন। জগদীশ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

দেওয়ানজী যথা-স্থানে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওর নাম কি—কেন ডাকিয়াছেন?"

জগদীশ উত্তর দিলেন, "একটা ফর্দ্দ করিতে হইবে।"

হরি।—"কিসের ফর্দ্দ?"

জগ।—"কিরণময়ীর বিবাহের ফর্দ্দ।"

হরি।—"ওর নাম কি—কাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে?"

জগ।—"তুমি কি ইহারি মধ্যে নীলকণ্ঠপুরের দোকানের কথা ভুলিয়া গিয়াছ?"

হরি।—"আজ্ঞে হাঁ—মনে হইয়াছে। গোলোকনাথ শর্ম্মা মহাশয়ের—ওর নাম কি—জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সহিত আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর বিবাহ হইবার কথা আছে।"

জগ।—"তাই একটা ফর্দ্দ কর।"

হরি।—"যে আজ্ঞে। গোলোকনাথ শর্ম্মা মহাশয়কে—ওর নাম কি—এ কথা কি জানান হইয়াছে?"

জগ।—অদ্য জানাইব। পূর্ব্বে জানাই নাই, তাহার কারণ, পাছে কথা কানাকানি হইলে বিবাহে ব্যাঘাত ঘটে। তুমি ত জানই যে, কিরণময়ী কোন রূপেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহে। আবার ওদিকে বীরেন্দ্রনাথেরও সেইরূপ ইচ্ছা। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় এই শুভ কার্য্যটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে প্রিয়মাধব ও ধীরেন্দ্রনাথ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

প্রিয়মাধব বলিলেন, "মহাশয়! যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

জগদীশপ্রসাদ হাস্যমুখে উত্তর করিলেন, "প্রিয়মাধব! তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বল, আমি আহ্লাদের সহিত শুনিব।"

প্রিয়মাধব বলিলেন, "আমি ধীরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি, আপনি ইহাঁর অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহ দিবার ইচ্ছায় আছেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই, তাহার কত দূর করিলেন?"

জগদীশপ্রসাদ এ কথা শুনিয়া প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে উত্তর দিলেন, "আগামী ৪ঠা বৈশাখে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। তাহারই একটা ফর্দ্দ করিবার জন্য হরিহরকে এখানে আনাইয়াছি।"

প্রিয়মাধব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ধীরেন্দ্রনাথও আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু মনে মনে। শ্বশুর মহাশয় সম্মুখে রহিয়াছেন বলিয়া তিনি মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদের আদেশে হরিহর দেওয়ান বিবাহের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিলেন। ফর্দ্দটি মোটামুটি গোছের হইল। এইরূপ হইবার কারণ এই, এখন কোন রকমে বিবাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া পরে জাঁকজমকের সহিত ঘটা হইবে। বীরেন্দ্র ও কিরণময়ীর অনিচ্ছার উপর কার্য্য হইবে, কাজেই মোটামুটি। এখন বাড়াবাড়ি করিলে যদি 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া' হইয়া দাঁড়ায়, তা' হইলে সমস্তই পণ্ড হইবে।

ফর্দ্দ প্রস্তুত হইলে পর জগদীশপ্রসাদ বিবা-

ন্তের কথা এখনও প্রকাশ করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ ও হরিহর দেওয়ান তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ ও প্রিয়মাধব ব্যতীত বৈঠকখানায় অপর কেহ নাই।

প্রিয়মাধব ধীরেন্দ্রকে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, "ধীরেন্, সে দিন তুমি উদ্যানের ঘটনা দেখিয়া আমার নিকট পরামর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে। আজ তোমার সৌভাগ্যক্রমে মেঘ না চাইতে জল হইয়া দাঁড়াইল। এই বার তুমি নিশ্চিন্ত হও ; আর ভয় নাই।"

ধীরেন্দ্রনাথ শ্বশুর মহাশয়ের মুখে কিরণময়ীর বিবাহের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ যেরূপ সুখী হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেরূপ হইলেন না। কি ভাবিয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। মুখমণ্ডলে আর এক প্রকার চিন্তা-রেখা ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

তদ্দর্শনে প্রিয়মাধব বলিলেন, "এ আবার কি হইল? কেন এমন করিয়া বসিয়া রহিলে?"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "কর্ত্তা মহাশয় কেন এখনও কিরণময়ীর বিবাহের কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া গেলেন? ভাই! আমার মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। নীলকণ্ঠপুরের ঘটনা মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছে।"

প্রিয়।—"না, ও কিছুই নয়। নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও পিতা মাতার কথা, কি ধীরেন্দ্রনাথ, কি কিরণময়ী কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।"

ধীরেন্দ্র।—"ঈশ্বর জানেন" এই বলিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কিরণময়ী পিতা মাতার কথা অন্যথা করিতে না পারিয়া পাছে হিরণ্ময়ীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তা হইলে ত আবার বিভ্রাট। আমার প্রতি তাহার যেরূপ ভালবাসা, যেরূপ টান, তাহাতে যে তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে, বলিতে পারি না। ঈশ্বর! কিরণময়ীর চিত্ত পরিবর্ত্তন কর।" এই ভাবিয়া প্রিয়মাধবকে বলিলেন, "ভাই, চল একবার দাদার কাছে যাই। আমি তাঁহাকে এ সকল কথা নিজ মুখে বলিতে পারিব না। তুমি কোন রকমে এ কথা তুলিও। শেষে যদি কিছু বলিতে হয়, আমি বলিব।"

প্রিয়মাধব বলিলেন, "তা' কি করিয়া বলিব? কর্ত্তা মহাশয় কাহাকেও কোন কথা বলিতে বারণ করিয়াছেন যে।"

ধীরেন্দ্র।—"তাও ত বটে।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "এই নিষেধ জন্যই আমি নানা রূপ চিন্তায় অস্থির হইতেছি। প্রিয়মাধব! দাদার তো কিরণময়ীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে?"

প্রিয়।—"তা' আমি ভাল জানি না। আমার সঙ্গে তাঁহার আলাপ হওয়া অবধি এক দিন এ কথা তুলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।"

ধীরেন্দ্র।—"তবেই তো।" এই বলিয়া তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে প্রিয়মাধব তাঁহাকে বলিলেন, "ধীরেন্! তুমি কিছু ভাবিও না। আমি কর্ত্তাকে বলিয়া তোমার দাদার নিকট আজই যাইতেছি। এখন চল, স্নানাহার করা যাউক।"

উভয়ে বৈঠকখানা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তাম্বুল-রচনা।

একটি গৃহে বসিয়া হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের জন্য স্বহস্তে তাম্বুল প্রস্তুত করিতেছেন, এমন সময়ে কিরণময়ী তথায় উপস্থিত হইলেন। কনিষ্ঠা ভগিনী জ্যেষ্ঠাকে দেখিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন, "বড় দিদি, একটা পান খাইয়া দেখ দেখি, চুণ খয়ের ঠিক হইয়াছে কি না।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে কিরণময়ীর হস্তে একটি তাম্বুল দিলেন।

কিরণময়ী কনিষ্ঠা ভগিনীর উপরোধ এড়াইতে পারিলেন না। যদিও তাঁহার তখন পান খাইবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি "দাও, হিরণ!" বলিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। অল্পক্ষণ চর্ব্বণ করিয়াই বলিলেন, "হিরণ! পানের পান খুব ঠিক হয় নি। আমি গোটাকএক সাজিয়া দিতেছি। তুমি ভাল করিয়া দেখিয়া শিখিয়া লও।" ফল কথা, হিরণ্ময়ীর তাম্বুল ভালই হইয়াছিল, কেবল ধীরেন্দ্রনাথকে কৌশলে স্বহস্ত-রচিত তাম্বুল খাওয়াইবেন বলিয়াই কিরণময়ী এরূপ কহিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী ভাবিলেন, "বড় দিদি যাহা বলিলেন. তাহা ঠিক ; হাজার হউক, আমার অপেক্ষা

বয়সে ও বুদ্ধিতে বড়।” এই ভাবিয়া কিরণময়ীর ইচ্ছা পূরণ করিতে সম্মত হইলেন।

কিরণময়ী মনের মত করিয়া কএকটি তাম্বুল প্রস্তুত করিলেন। সেগুলি দেখিতে বাস্তবিক চমৎকার হইল, মশলাও কর-নিক্তিতে যথাযথ পরিমাণে তন্মধ্যে রহিল। হিরণ্ময়ীর তাম্বুলের কিঞ্চিৎ খুৎ ধরা হইয়াছে, সুতরাং কতকটা নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব না দেখাইলে চলে না বলিয়া একমনে একধ্যানে তাম্বুল কএকটি প্রস্তুত হইল। মন দিয়া কার্য্য করিলে ভাল বই মন্দ হয় না। তাতে আবার ধীরেন্দ্রনাথের জন্য কিরণময়ীর প্রস্তুত পান—প্রাণের প্রাণের জন্য প্রাণ-মিলান পান!

হিরণ্ময়ী বড় দিদির পানের বিশেষরূপে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিরণময়ী মুখে একটু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, “তোমার আমার প্রাণেশ্বরের মুখে একটু প্রশংসা পাইলে বড় সুখী হইব। স্বামিন্! আমার এই অলক্ষিত পরিচর্য্যায় তুমি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তা' বিশেষরূপে জানি না, কিন্তু জানি, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট নহ। তাতে আমি দুঃখিত নহি, কেন না ভালবাসা এক জনের উপরেই ভালরূপে গাঢ়ভাবে সঞ্চিত হয়; বহু জনের উপর অপ্রগাঢ় হইয়া যায়। অপ্রগাঢ় ভালবাসা পার্থিব বা পাশব, কিন্তু প্রগাঢ় ভালবাসাই অপার্থিব বা দৈব। তাই তোমার ভালবাসা হিরণ্ময়ী ব্যতীত কাহারও দিকে কটাক্ষও করে না—তাই আমারও ভালবাসা তোমা ব্যতীত আর কাহারও দিকে চাহিয়াও দেখে না। স্বামিন্! তুমি নিশ্চয় জানিও, যে দিন তোমার অনুগত কিরণময়ী তোমাকে ছাড়িয়া অন্যকে এক নিমেষের জন্যও ভালবাসিবে, সে দিন সে ব্যভিচারিণী হইবে; নরককুণ্ডেও তা'র পাপ-আত্মা স্থান পাইবে না। স্বামিন্! কিরণময়ী তোমার দাসী—দাসীর প্রস্তুত একটি পানও খাইও।”

এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া কিরণময়ী ছল ছল চক্ষু হইয়া উঠিলেন। পাছে হিরণ্ময়ী তাঁহার তাৎকালিক ভাব দেখিতে পান, সেই ভয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। হিরণ্ময়ী সহোদরার সজ্জিত তাম্বুলগুলি নিবিষ্টচিত্তে অধোমুখে দেখিতেছিলেন বলিয়া সেই সজল চক্ষুযুগল দেখিতে পান নাই।

কিরণময়ী নীরবে কাঁদিয়া নীরবেই স্বীয় অঞ্চলে তাড়াতাড়ি নয়ন মার্জ্জন করিলেন। অক্ষিকোষপূর্ণ ও গণ্ড-প্রবাহিত অশ্রু অদৃশ্য হইল বটে, কিন্তু চক্ষুযুগল রক্তবর্ণ হইয়া রহিল।

সহসা হিরণ্ময়ী মুখোত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, বড় দিদি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বড় দিদি!”

কিরণময়ী নিরুত্তরে সেই অবস্থাতেই অবস্থিত রহিলেন। তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী, যে দিকে কিরণময়ীর মুখ, তাড়াতাড়ি সেই দিকে গেলেন। মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, কিরণময়ীর সুন্দর নয়নযুগল লোহিতবর্ণ হইয়াছে। সহসা কেন এমন হইল, জানিবার আশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বড় দিদি! চোখে কি চূণের হাত লাগিয়াছে?”

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ মনের ভাব চাপা দিয়া উত্তর দিলেন, “হাঁ বোন্!”

হিরণ।—“তবে কি হ'বে?” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, বড় দিদি, এক কাজ করিলে ভাল হয় না? চোখে হাইপুঁটুলী দিব?”

কিরণ।—“দাও।” কনিষ্ঠা ভগিনীর মনস্তুষ্টির জন্য এ কথা বলিলেন।

হিরণ্ময়ী নিজ অঞ্চলের গোছায় একটি ছোটখাটো থোপ তৈয়ার করিয়া, মুখের হাই দিয়া ঘন ঘন গরম পুঁটুলী দিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর বসিবার অসুবিধা হইয়াছে দেখিয়া কিরণময়ী বলিলেন, “হিরণ, তোমার কষ্ট হইতেছে, তুমি আমার কোলে বসিয়া হাইপুঁটুলী দাও।” হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর কোলে সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া বসিলেন না, বেশী চাপ লাগিবার ভয়ে আধা-কোল আধা-মাটী গোছ করিয়া বসিলেন। উভয়ের সেরূপ উপবেশন-শোভা দেখিতে বড় সুন্দর হইল। যেন রূপচন্দ্রের নির্ম্মল কিরণে কায়া ছায়া এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি-পথে সেই অপূর্ব্ব ছবি দুইটি নিপতিত হইল। বিবাহের পরে তিনি দুই ভগিনীকে এরূপ এক অঙ্গে এক সঙ্গে নিরীক্ষণ করেন নাই। আজ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না। জিহ্বায় সময়োচিত বাক্য যোগাইল না।

কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হিরণ্ময়ীকে সরাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হিরণ্ময়ীও তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বড় দিদির বড় কষ্ট হইতেছে—চোখে চূণের হাত লাগিয়াছে। এই দেখ চোখ দু'টি লাল হইয়া উঠিয়াছে।"

ধীরেন্দ্রনাথ শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "কেন, কেমন করিয়া চূণের হাত লাগিল ?"

হিরণ—"তোমার জন্য পান সাজিতে গিয়া।"

ধীরেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন, "হিরণ, তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র ঠাণ্ডা জল লইয়া চোখে ছিটা দাও।"

হিরণ্ময়ী জল আনিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কিরণময়ী বাধা দিয়া বলিলেন, "না, আর জলের ছিটা দিতে হইবে না, আমার চক্ষু জুড়াইয়াছে।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলেন। পাঠক মহাশয় "চক্ষু জুড়াইয়াছে"র অর্থ বুঝিয়াছেন কি ?

হিরণ্ময়ী আর জলের যোগাড় করিলেন না, কিরণময়ীর সজ্জিত তাম্বূলের একটি লইয়া ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে দিয়া খাইতে বলিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ সাদরে তাম্বুল লইয়া নিজ মুখে দিলেন। চর্ব্বণ করিতে করিতে তাম্বুল ও তাম্বুল-রচয়িত্রীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন।

কিরণময়ী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। সেই হাসিতে যত্নের ফললাভের আভাস দেখা দিল। কিরণময়ী মনে মনে প্রাণ ভরিয়া কনিষ্ঠা ভগিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "হিরণ ! তুই চিরকাল সুখে থাক্।" এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে,—কিরণময়ী এই কতক্ষণ পূর্ব্বে যেরূপ কামনা করিয়াছেন, তাহা হিরণ্ময়ী হইতে হাতে হাতে সিদ্ধ হইল।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে একটি প্রশ্ন করিব,—মানুষের বশীভূত মন, না মনের বশীভূত মানুষ ?"

কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের প্রশ্নাভাস বুঝিতে পারিলেন, অমনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বলে উত্তর দিলেন, "দুইই।"

এ দিকে হিরণ্ময়ী উভয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্নোত্তরের মর্ম্মভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা বিফল হইল। তিনি তখন তার্কিক তার্কিকার দর্শন-শাস্ত্র নীরস ভাবিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "বড় দিদি, তুমি আমার তোয়েরি এই পানটা খাও দেখি। খাইয়া বল দেখি,—তোমার বশীভূত পান, না পানের বশীভূত তুমি ?"

কিরণময়ী হাসিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "হিরণ, কিরণময়ী বশীভূত হিরণ্ময়ীর স্নেহের।"

ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ী আহ্লাদে হাসিয়া উঠিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণ, তুমি বলিলে 'দুইই' অর্থাৎ উভয়ের বশীভূত উভয়েই। আচ্ছা, এ কথা কি সত্য ?"

কিরণময়ী প্রথমে মনে মনে বলিলেন, "স্বামিন্, তা' কি তুমি আজিও জানিতে পার নাই ? সত্য না হইলে আমি কি কথা গড়িয়া উত্তর দিলাম ? মনের বশীভূত মানুষ—তাই আমি তোমার জন্য লালায়িত, তাই আমি তোমাকে মনে মনে স্বামিরূপে বরণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিয়াছি। মানুষের বশীভূত মন—তাই আমি মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি না, বলিলে হিরণ্ময়ী কাঁদিবে, তুমি বিরক্ত হইবে এবং লোকেও হয় ত আমাকে নিন্দা করিবে। আমার নিন্দা হয় হউক, তাহাতে ভয় করি না; কিন্তু তোমাদের উভয়ের মনে নিদারুণ কষ্ট ও বিরক্তি হইবে, সেই ভয়েই আমি মনকে বশীভূত করিয়াছি। তবে কথা এই, মনের বশীভূত মানুষ যত সহজে হয়, মানুষের বশীভূত মন তত সহজে হয় না। অনেক চেষ্টায় হয়, তা'র সাক্ষী আমি।" কিরণময়ী এই কথাগুলি নীরবে বলিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে এক জন দাসী আসিয়া জাহ্নবীদেবীর নিকট হিরণ্ময়ীকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

এক্ষণে গৃহমধ্যে কেবল ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ী।

কিরণময়ীর নিকট এতক্ষণ কোন উত্তর না পাইয়া আবার ধীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, কোন উত্তর দিলে না যে ? দু'য়ের বশীভূত দু'য়েই, এ কথা কি সত্য, কিরণময়ি ?"

এ বার অভিমানী কিরণময়ী মুখ ফুটিয়া

আর এক প্রকার উত্তর করিলেন, "সত্য। মনের বশীভূত মানুষ—নহিলে এক জনকে আর এক জন কেন বিবাহ করিবে? মানুষের বশীভূত মন—নহিলে এক জনের চিরকৌমার্য্য দেখিয়া আর এক জন কেন নিশ্চিন্ত থাকিবে?"

বড় মর্ম্মভেদী উত্তর! ধীরেন্দ্রনাথ শুনিয়া চমকিত হইলেন। নিদারুণ কষ্ট আসিয়া তাঁহার হৃদয় ভেদ করিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—কিরণময়ী মানবপ্রকৃতির প্রকৃতি-স্বরূপিণী। উপযুক্ত উত্তর পাইয়া মনে মনে কিরণময়ীকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "কিরণময়ি! তোমার অপূর্ব্ব বুদ্ধি ও প্রতিভা আমাকে এবং হিরণ্ময়ীকে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। আমরা যাবজ্জীবন তোমার নিকট ঋণী রহিলাম। এক্ষণে আমার একটি কথা এই, তুমি তো নিজেই বলিলে, উভয়ে উভয়ের বশীভূত, তবে তুমি এখন তোমার মনের বশীভূত না হইয়া, মনকে তোমার বশীভূত কর না কেন? মনের বশীভূত হইয়া আমার জন্য অনেক কষ্ট সহিয়াছ—সহিতেছ; এখন মনকে বশীভূত করিয়া অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ কর। উভয়ের বশীভূত উভয়েই, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাও।"

কিরণময়ী এ বারও প্রতিভার পরিচয় দিলেন। বলিলেন, "অন্য বিষয় হইলে আমি মনকে বশীভূত করিতে পারিতাম; কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহা পারি না, পুরুষে পারে—স্ত্রীলোকে পারে না। পুরুষে একাধিক বিবাহ করিতে পারে, স্ত্রীলোকে তাহা করিলে দ্বিচারিণী হয়।"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর দিতে পারিলেন না, নীরবে রহিলেন।

কিরণময়ী গৃহে অপেক্ষা করিলেন না, চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ীর প্রদত্ত পানটি হাতেই ছিল।

এই বার ধীরেন্দ্রনাথ পালঙ্কের উপর বসিয়া আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন। কখন তাঁহার মনে উদ্যানের কুঞ্জকুটীরের ঘটনা জাগিল, কখনও কিরণময়ীর প্রতিজ্ঞা জাগিল, আবার কখনও বা তিনি বরাবর যে সন্দেহ করিয়া আসিতেছেন, তাহাও জাগিল। ক্রমে ক্রমে চিন্তা-তরঙ্গে হৃদয়-সমুদ্র অস্থির হইয়া উঠিল। পালঙ্কে শুইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, স্বামী শুইয়া আছেন, বড় দিদি নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় দিদি কোথা গেলেন?"

ধীরেন্দ্র।—"জানি না। কেন?"

হিরণ্ময়ী।—"মা সন্দেশ দিয়াছেন।" এই বলিয়া আবার চলিয়া গেলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যেই একাকী—সেই একাকী। কিয়ৎকাল পরে তিনিও চলিয়া গেলেন। এক্ষণে গৃহ একাকী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মথুরের আনন্দ।

হিরণ্ময়ী বরাবর কিরণময়ীর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। আবার এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মাতৃদত্ত আধাচানার সন্দেশগুলি হস্ত হইতে অঞ্চলে বাঁধিলেন, কিন্তু বাঁধিবার সময় দুইটা ভাঙিয়া গেল।

অন্তঃপুরের কোন স্থানে অগ্রজা ভগিনীর অনুসন্ধান না পাইয়া বরাবর বাটী-সংলগ্ন উদ্যানে গেলেন। সেখানেও সাক্ষাৎ মিলিল না। তা'র পর তিনি ভগ্নোদ্যম হইয়া পুনর্ব্বার যেমন ফিরিবেন, এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি অন্য কথা ছাড়িয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় দিদির দেখা পাইয়াছ কি?"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "না, হিরণ! দেখা পাই নাই।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "দেখ, আজ আমি একটা অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহাতেই বোধ হয়, তোমার দিদি আমার উপর রাগ করিয়া কোথায় লুকাইয়া আছেন।"

হিরণ্ময়ী শশব্যস্তে বলিলেন, "সে কি! কি অন্যায় কাজ করিয়াছ?"

ধীরেন্দ্র।—"তোমার দিদিকে বিবাহ করিবার কথা বলিয়াছিলাম।"

হিরণ্ময়ী শঙ্কিত হইলেন, বলিলেন, "তুমি জানিয়া শুনিয়া কেন এমন কথা বলিলে? বিবাহের কথায় বড় দিদি বরাবর চটা, তাঁ'কে কি ও কথা বলিতে আছে? আমরা কেহই ভয়ে তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করি না। বাবার, মায়ের, বাড়ীর আর আর

সকলের এবং আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, বড় দিদির শীঘ্র শীঘ্র শুভ বিবাহ হউক্। কিন্তু কাহারই ইচ্ছা আজও পর্য্যন্ত কাজে আসিল না। আমি কত বার বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই। বড় দিদির কেমন ধনুকভাঙা পণ, সকলি করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু প্রাণান্তেও বিবাহ করিবেন না। এমন লোককে কি এমন কথাও বলিতে আছে ?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা' সত্য বটে, কিন্তু মানুষের মনের কি কোন পরিবর্ত্তন হয় না ? কিরণময়ীর মন বুঝিবার জন্যই এ কথা বলিয়াছিলাম। কে জানে যে, হিতে বিপরীত ঘটিবে ? কে জানে যে,ছাই চাপা আগুন জ্বলিয়া উঠিবে ?" এই বলিয়া মনে মনে বলিলেন, "হিরণ ! আমি কি সাধ করিয়া এ কথা বলিয়াছি ?— আমি যে আর দুই নৌকায় পা দিয়া স্থির হইতে পারিতেছি না। হিরণ, তুমি কি বুঝিবে ? কিরণময়ী যে, দিন দিন সতর্কতা আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকিয়া উন্মাদিনী হইয়া উঠিতেছে। তাহার পরিণাম পাছে শোচনীয় হয়, তাই আমি বিবাহের কথা তুলিয়াছিলাম। তোমাদের মত আমিও জানি যে, কিরণের নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করা অতি অনুচিত, কিন্তু আমার জন্যই যে,অনুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে আর আমি বই কেহই জানে না। কাজেই আমাকে আজ বিবাহের কথা তুলিতে হইল। জগদীশ্বর ! কিরণময়ীর চিত্তশান্তির বিধান কর।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। বদন-মণ্ডলে কেমন এক প্রকার বিষাদ-রেখা দিখা দিল।

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলে সহসা ভাবান্তর দেখিয়া সদুঃখে বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেখি, যদি তুমি বিবাহের কথা তুলিয়া বড় দিদিকে বিমর্ষ না করিতে, তাহা হইলে তোমাকেও এত বিমর্ষ হইতে হইত না। এখন এক কাজ করা যাক,তুমি এই বাগানেই থাক ; আমি এক বার মায়ের কাছে যাই, যদি সেখানে বড় দিদিকে দেখিতে পাই।"

ধীরেন্দ্র।—"সে কথা ভাল।"

হিরণ্ময়ী দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এ দিক সে দিক দেখিতে দেখিতে সেই লতাকুঞ্জের দিকে গমন করিলেন। ও দিকে সূর্য্যদেবও অস্তাচলের দিকে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে ক্রমে প্রদোষ কাল উপস্থিত। নীলাকাশে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল। পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের প্রদোষকালীন চিচিকুচি শব্দ শুনিয়া বোধ হইতে লাগিল,যেন তাহারা দুঃখিত হইয়া আগামিনী সন্ধ্যাকে গালি দিতেছে। আলোক বিহঙ্গকুলের বন্ধু—অন্ধকার শত্রু। সেই শত্রুর আবার পেচক প্রভৃতি অনুচর আছে। কাজে কাজে আকুল হইয়া উঠিল। সরোবরে কুমুদী ফুটিল, বায়ুভরে সৌরভ ছুটিল, কিন্তু সান্ধ্য অন্ধকারে অন্ধ হইয়া ভ্রমর বা মৌমাছী যুটিল না। স্থলজ তরুলতাগণের কোন কোনটিতে ফুলের মুকুল খুলিল, কোন কোনটিতে ফোটা ফুল মুড়িয়া গেল। প্রাকৃতিক নিয়মই এই—আলোকেও কেহ হাসে, কেহ কাঁদে —আবার অন্ধকারেও কেহ হাসে, কেহ কাঁদে।

মধুপুর গ্রামের গৃহে গৃহে অন্ধকার নিবারণের আয়োজন হইতে লাগিল। যাহার যেমন সঙ্গতি—কেহ পিত্তলের, কেহ প্রস্তরের, কেহ বা মৃত্তিকার প্রদীপে তৈল ও বর্ত্তিকা সাজাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট সন্ধ্যা। আকাশে যেমন একটি একটি করিয়া অনেক তারা আলো জ্বালিল, মধুপুরেও তেমনি একটি একটি করিয়া অনেক রমণী প্রদীপ জ্বালিল। ও দিকে জগদীশপ্রসাদের ঠাকুরবাড়ী হইতে সান্ধ্য আরতির বাদ্যধ্বনি উঠিল। মধুপুরের কেহ কেহ আরতি দেখিতে গেল, কেহ কেহ বা বাদ্যরব শুনিয়া, উদ্দেশে প্রণাম করিল।

হিরণ্ময়ী উদ্যান হইতে আসিয়া এক্ষণে জননীর নিকট বসিয়া আছেন। কিরণময়ীর কথা তুলিতে পারেন নাই। সেখানে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও অগ্রজা ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কিরণময়ী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "এই যে বড় দিদি !" তার পর মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "বড় দিদি ! তোমার সন্দেশ খাও।"

এই কথা শুনিয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "হিরণ ! তুই এখনও কিরণকে সন্দেশ দিস্ নাই ?"

হিরণ।—"বড় দিদিকে এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই।"

জাহ্নবীদেবী কিরণময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতক্ষণ কোথা ছিলে মা?"

কিরণ।—"পিসীমার কাছে।"

জাহ্নবী।—"ঠাকুরঝী কোথা?"

কিরণ।—"ঠাকুরবাড়ীতে।"

পাঠক মহাশয়, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর পিসীমা'র নাম মনে আছে তো? আবার না হয় এক বার বলি, নাম তাঁ'র অম্বিকাদেবী।

অনন্তর জাহ্নবীদেবী কিরণময়ীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ ঠাকুরবাড়ীতে কি করিতেছিলে?"

কিরণ।—"পিসীমা'র সঙ্গে ঠাকুরের শীতলের যোগাড় করিতেছিলাম।"

জাহ্নবী।—"তা' বেস্ করেছ। সন্ধ্যা উৎরে গেছে, এখন সন্দেশ খাও।"

কিরণময়ীর কিছু খাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মার কথা এড়াইবার উপায় নাই, কাজে কাজে দুইটি সন্দেশ খাইলেন।

হিরণ্ময়ীর মনে ধীরেন্দ্রনাথের কথা জাগিতেছিল। তিনি সেইজন্য এক এক বার কিরণময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বাস্তবিক মুখখানিতে ভাবান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। জাহ্নবীদেবী এ বিষয়ের কিছুই জানিতেন না, সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাহাতে আবার রাত্রিকাল, তত সূক্ষ্মরূপে মুখশ্রী বুঝিবারও উপায় ছিল না।

অনন্তর জাহ্নবীদেবী দুই কন্যাকে লইয়া রন্ধনশালায় রন্ধনব্যাপার তদারক করিতে গেলেন।

এ দিকে ধীরেন্দ্রনাথ বাটীসংলগ্ন উদ্যানের লতাকুঞ্জে গিয়া, সেখানেও কিরণময়ীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পুষ্করিণীর রোয়াকের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। বসিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমবর্দ্ধিত অন্ধকার তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। চৈত্রমাসের অপর নাম মধু-মাস। দিবসের অপেক্ষা রাত্রিকাল বড় সুখের। প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির সুগন্ধ আহরণ করিয়া শীতল বায়ু আনন্দের আয়ু বৃদ্ধি করিতে লাগিল। একে গ্রীষ্মারম্ভের রাত্রি, তা'তে সন্ধ্যার পরকাল, কাজে কাজে ধীরেন্দ্রনাথ রোয়াকের উপর বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। জলে মাছ আর স্থলে গাছ এক রকম শব্দ করিতে লাগিল। উদ্যানের বাহির হইতে এক এক বার মনুষ্যকণ্ঠের উচ্চ শব্দ স্থিরাকাশ ভেদ করিয়া, ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ রোয়াকের উপর বসিয়া, অমনোযোগের সহিত এই সকল শব্দ শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু মনোযোগের সহিত কিরণময়ীর ভবিষ্যৎ-চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলেন।

এমন সময়ে উদ্যানের অন্ধকার ভেদ করিয়া দূরে একটি আলোক প্রকাশ হইল। সেই আলোক ক্রমশঃ তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। তখন ধীরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কে ও?"

দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে উত্তর আসিল, "আমি মথুর।"

ধীরেন্দ্র।—"কেন মথুর, কি প্রয়োজন?"

মথুর।—"কাছে গিয়ে বোল্‌চি।"

অনন্তর মথুর আলোক হস্তে ধীরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মথুর?"

মথুর।—"তোমার দাদা মশাই ডাক্‌চে।"

ধীরেন্দ্র।—"কোথা তিনি?"

মথুর।—"বৈঠকখানায়।"

ধীরেন্দ্র।—"সেখানে আর কে আছে?"

মথুর।—"তিনি একলা।"

ধীরেন্দ্র।—"আচ্ছা চল।"

মথুর অগ্রে অগ্রে আলোক ধরিয়া যাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইতে যাইতে ধীরেন্দ্রনাথ মথুরকে বলিলেন, "আর এক জনকে আমার কাছে পাঠাইলেই ত হইত, তুমি কেন কষ্ট করিয়া আসিলে?"

মথুর হাসিয়া উত্তর করিল, "সুখবর দিতে এসেচি।"

ধীরেন্দ্র।—"কি সুখবর, মথুর?"

মথুর।—"বিয়ে গো।"

ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কাহার বিবাহ?"

মথুর।—"তোমার দাদার।"

ধীরেন্দ্রনাথ অধিকতর চমকিয়া বলিলেন, "দাদার?"

মথুর হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ গো, বড় মেয়ের সঙ্গে, আস্‌চে বোশেখ মাসে।"

এই বার ধীরেন্দ্রনাথের মনোমধ্যে যেন

বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, "মথুর, তুমি এ কথা কা'র কাছে শুনিলে ?"

মথুর বলিল, কর্ত্তা মশাইয়ের কাছে।"

ধীরেন্দ্র।—"তিনি এখন কোথা ?"

মথুর।—"তোমার বাবার কাছে গেচে। তেনাকে নিয়ে এক্ষুণি তিনি বৈঠকখানায় আস্‌বে।"

ধীরেন্দ্রনাথ আর কিছু বলিলেন না। নীরবে যাইতে লাগিলেন। মথুর যাইতে যাইতে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বড় ছেলের বড় মেয়ের দু'হাত এক হ'লেই এখন সব দিক রক্ষে হয়। তা' বলে আমি বড় মেয়েকে গুরুপত্নী ব'লে মান্‌বো না, মেয়ের মতই দেখ্‌বো। বড় জামাইকে আগেও যেমন গুরু বোলে মান্যি কোরেচি, এখনও তাই করি, পরেও তাই কোর্‌বো। তেনার সঙ্গে এই বার আমার দু'টো সম্পক্ক হোলো ;—একটা সম্পক্ক তিনি গুরু ভৈরবানন্দ ঠাকুর, আমি শিষ্যি বীরচাঁদ ; আর একটা সম্পক্ক তিনি বড় ধম্ম-জামাই বীরেন্দ্রনাথ, আর আমি ধম্ম-শ্বশুর মথুর।"

ধীরেন্দ্রনাথ সরলহৃদয় মথুরের এই সকল সরলোক্তি শুনিয়া এক বার নীরবে হাসিলেন, আবার পরক্ষণেই বিমর্ষ হইলেন।

অনন্তর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় গেলেন এবং মথুর ধর্ম্মকন্যা হিরণ্ময়ীকে এই সুসংবাদ দিতে ভিতর মহলে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

ইতিপূর্ব্বে ধীরেন্দ্রনাথ প্রিয়মাধবকে দিয়া বীরেন্দ্রনাথের নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয়মাধব তাহাতে নিমরাজি গোছ সম্মত হইয়াছিলেন। ফলে তিনি বীরেন্দ্রনাথের নিকট কোন কথা তুলেন নাই। ধীরেন্দ্রনাথও অগ্রজের নিকট কিছুই বলেন নাই। সময়ে আপনি এ কথা উঠিবে বলিয়া, বলি বলি করিয়াও উভয়ে চুপ করিয়াছিলেন। অদ্য মথুরের মুখে এ কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, কর্ত্তা মহাশয় নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ এ কথা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যেরূপ দোভাষা কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ প্রকাশ হওয়াতেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। এখন কি হইতে কি হয়, এই এক ভাবনাতেই তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এক বার ভাবিলেন, "অদ্য অস্পষ্টভাবে বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে কিরণময়ী যেরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে অদ্যই এ কথা শুনিলে আমার উপর তাহার সম্পূর্ণ সন্দেহ হইবে। সে অন্য কাহাকেও ধরিবে না, আমিই যে তাহার বিবাহ দিবার উদ্যোগে আছি, এইটি স্থিরবিশ্বাস হইবে। আজ আমি এ কথা তুলিয়া ভাল করি নাই। আমার অস্থিরতাই আমাকে আরও অস্থির করিল।" এই ভাবিয়া তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

বৈঠকখানায় বীরেন্দ্রনাথ একাকী বসিয়া আছেন। তিনি কনিষ্ঠকে দেখিয়া সস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ধীর ! আছ কেমন ?"

ধীরেন্দ্র।—"ভাল আছি।" মনে মনে বলিলেন, "ভাল নহি।"

বীরেন্দ্র।—"সে দিন প্রিয়মাধব আমার নিকট কি বলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বলেন নাই। ইহার পর বলিব বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তার পর আর তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।"

ধীরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু অন্য রকম উত্তর দিলেন, "আপনি তাঁহাকে তার পর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাকাইয়া পাঠান নাই ?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ, ধীর ! তোমার কাছে বলিতে বাধা কি ? আমি নীলকণ্ঠপুরের সেই অদ্ভুত ঘটনার দিন অবধি কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছি। আমার মনে সুখ শান্তি কিছুই নাই। আমি প্রায় লোকের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারি না। নির্জ্জন স্থানই আমার বড় ভাল লাগে। কএক মাস গত হইল এখানে আসিয়াছি, কিন্তু আজও গ্রামের সকল স্থান পরিচিত হয় নাই। নূতন বাড়ীতে গিয়া অবধি এ বাড়ীতেও বোধ হয়, আজ লইয়া তিন চারি বারের বেশী আসি নাই। আমার কিছু ভাল লাগে না। কাজে কাজে আমি প্রিয়মাধবকে ডাকাইয়া পাঠাই নাই বা স্বয়ংও তাঁহার নিকট যাই নাই।

ধীরেন্দ্রনাথ একমনে অগ্রজের এই কথা-গুলি শুনিলেন। মন অত্যন্ত সন্দেহাকুল হইল। তিনি পূর্ব্বে এক দিনও বীরেন্দ্রনাথের মুখে এরূপ কথা শুনেন নাই। যখন দেখা হইত, তখন বীরেন্দ্রনাথ কেবল শারীরিক কুশল সংবাদই জিজ্ঞাসা করিতেন। কনিষ্ঠকে দেখিলেই জ্যেষ্ঠের মুখমণ্ডলে লজ্জার ছায়া পড়িত, সেই জন্য ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইতেন না। বীরেন্দ্রনাথ ভৈরবানন্দ কাপালিক হইয়া হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, লজ্জা তাঁহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হইয়াছে, এ কথা ধীরেন্দ্রনাথ এক প্রকার বুঝিয়াছিলেন। আজ আবার তাঁহার প্রমুখাৎ স্পষ্টতঃ শুনিয়া সঠিক বুঝিলেন। মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠের বলা সাজে না বলিয়া, এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না। প্রবোধ দিবার ও সান্ত্বনা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও মুখ ফুটিল না। এইরূপে নীরবে নীরবে উভয়ের কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল।

তা'র পর ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি আমাকে ডাকাইয়াছিলেন না?"

বীরেন্দ্র।—"হাঁ, ভাই! মথুরকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। আচ্ছ, ধীর! মথুর আজ এত আহ্লাদিত কেন? সে আজ আমাকে দেখিয়া কএক বার আনন্দের হাসি হাসিয়াছে। তুমি ইহার কিছু জান কি?"

এই বার ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন। বুঝিয়া মনে মনে বলিলেন,"দাদা এখনও কিছু শুনেন নাই। এখনও ভিতরে ভিতরে কথা চলিতেছে, কিন্তু আর বড় বিলম্ব নাই। আমার মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। জানি না, আজ বদ্ধমুখ প্রস্রবণ উচ্ছলিত হইয়া সুধা বা গরল উদ্গীরণ করিবে।"

এমন সময়ে এক জন আলোকধারী ভৃত্যের সহিত জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। ভৃত্য আলোকাধার লইয়া প্রস্থান করিল।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রণাম করিলেন। তা'র পর তাঁহাদের সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর জগদীশ প্রসাদ বীরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বীরেন্দ্র! আমি তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছি, আগামী বৈশাখ মাসের ৪ঠা তারিখে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। বৎস,আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, গোলোকনাথ শর্ম্মা মহাশয়ের দুই পুত্র আমার দুই জামাতা, আর আমার দুই কন্যা তাঁহার দুই পুত্রবধূ হইলে আমাদের পরস্পরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

বীরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া কেমন একতর হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে অনিচ্ছার বিরক্তি-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। নিরুত্তরে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ বীরেন্দ্রনাথের মুখভাব দেখিয়া ভাবিলেন, বিবাহের কথায় বীরেন্দ্রনাথ, বোধ হয়, লজ্জিত হইয়াছেন, তাই অধোমুখে নীরবে বসিয়া আছেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, গতিক বড় ভাল নয়।

অনন্তর, জগদীশপ্রসাদ গোলোকনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, তবে আপনি প্রস্তুত হউন্। আমিও এ দিকে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে থাকি। আগামী কল্য অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাই। আমার কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর মোটামুটিরূপে বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে, এই বার কিরণময়ীর বিবাহসূত্রে সে বিষয়েরও জাঁকজমক করিতে হইবে।"

গোলোকনাথ সম্মত হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক যা' যা' করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করিলেন। তা'র পর জগদীশপ্রসাদ সকলকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে বলিয়া, আপনিও অন্তঃপুরে জাহ্নবীদেবীকে এই সংবাদ দিতে যাইবার উপক্রম করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ এত ক্ষণ নীরবে কি ভাবিতেছিলেন, কিন্তু এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনারা যদি দুঃখিত বা রুষ্ট না হন, তবে আমি একটি কথা বলি।"

জগ।—"বল বাপু, কেন দুঃখিত হইব? কেন রুষ্ট হইব?"

বীরেন্দ্র।—"আমার একেবারেই বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। আমি অবিবাহিতাবস্থায় ভাল আছি, বিবাহ করিলে আমার কষ্ট বই সুখ হইবে না। আপনি অন্য কোন পাত্রের সহিত কিরণময়ীর বিবাহ দিন।"

জগদীশ প্রসাদ বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। পূর্ব্ব-ঘটনা তাঁহার অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠিল।

গোলোকনাথ দুঃখিত হইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ চিন্তার অতল সাগরে মগ্ন হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বৈঠকখানা চিন্তা-সমুদ্র হইয়া উঠিল। সকলেই চিন্তামগ্ন।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ উভয়ে মিলিয়া বীরেন্দ্রনাথকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। ধীরেন্দ্রনাথেরও কিছু বুঝাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সকলেই গুরুজন, তাতে আবার বিবাহের কথা, কাজেই তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না।

স্রোতের মুখে একটির পর একটি করিয়া ফুল যেমন ভাসিয়া যায়, বীরেন্দ্রনাথের বিবাহের অনিচ্ছারূপ স্রোতেও সেইরূপ সমস্ত প্রবোধ-বাক্য ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নানা-রূপ যুক্তি দেখাইয়া পিতা ও জগদীশপ্রসাদের বাক্য সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোলোকনাথ বলিলেন, "বীর! পিতার বাক্য অবহেলার নহে। বিবাহের জন্যই স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি। বিধাতার নিয়ম ও গুরুজনের সদুপদেশ লঙ্ঘন করিলে পাপ অর্শে। তুমি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, কর্ত্তব্যপরায়ণ, অতএব বিবাহ করিয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয় দিক্ রক্ষা কর।"

বীরেন্দ্রনাথ অধোমুখে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ, আপনি যা' যা' বলিলেন, সকলই সত্য; কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ হইতেই আপনার বংশ রক্ষা হইবে। আমি যদি বিবাহ না করি, তাহাতে অধর্ম্ম কেন হইবে? বরং বিবাহ করিলে ধর্ম্মহানি হইবে, কেন না অগ্রে কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে জ্যেষ্ঠের আর বিবাহ করিতে নাই।"

গো।—"অজ্ঞাতসারে ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে তোমার বিবাহ করিতে দোষ কি?"

বী।—"অজ্ঞাতসারেই হউক বা জ্ঞাত-সারেই হউক, আর আমার বিবাহ করা বিধি-সঙ্গত নহে। আমি পূর্ব্বে উদাসীন-ব্রতাবলম্বী ছিলাম, এক্ষণেও সেইরূপ থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ হইতেই ধর্ম্মতঃ ঋণমুক্ত হইয়াছেন। মনে করুন, বীরেন্দ্রনাথ জীবিত নাই।"

"ছি, ছি, বৎস! এমন কথা কহিতে নাই।" অত্যন্ত দুঃখের সহিত গোলোকনাথ, এই কথা বলিলেন।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "বৎস বীরেন্দ্রনাথ, আমার অনেক দিনের আশা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। তোমরা দুই সহোদর আমার দুই জামাতা হইলে আমার আনন্দের ইয়ত্তা থাকিবে না।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মহাশয়, আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাত্রের অভাব নাই। আপনি আমার হস্তে আপনার জ্যেষ্ঠা তনয়াকে দান করিলে সুখী হইতে পারিবেন না। আমার অনুরোধ আপনাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে। আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। বলেন ত আমিই নিজে কিরণময়ীর জন্য উত্তম পাত্র অনুসন্ধান করি।"

জগদীশপ্রসাদ মহাসঙ্কটে পড়িলেন কি ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালের জন্য সকলেই নীরব।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি এখন গৃহে চলিলাম। আমার আর যাহা বক্তব্য, কল্য তাহা জানিতে পারিবেন। ফল-কথা আপনারা অন্য পাত্রের অনুসন্ধান করুন।"

এই বলিয়া বিদায় লইয়া বীরেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিলেন।

তিনি যাইবার পরেও জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ আরও অনেক ক্ষণ কি বলা কওয়া করিতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ নীরবে ছিলেন, নীরবেই চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মনে মনে এক বার বলিলেন, "যা' ভাবিয়া-ছিলাম, তাই হইল।"

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। গোলযোগ দেখিয়া অদ্য রাত্রে কিরণময়ীকে কেহ কোন কথা বলিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

চিন্তাময়ী রজনী প্রভাত হইল।

বীরেন্দ্রনাথ এক জন ভৃত্যকে দিয়া ধীরেন্দ্র-নাথকে ডাকাইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে মিলিয়া জগদীশ-প্রসাদের নন্দনকাননে গমন করিলেন। সে-খানে গিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ভাই, আমি আর এখানে থাকিতেছি না।

আমি অনেক দিন হইতে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিব, ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিব। আমি স্বয়ং পিতা মাতাকে গৃহত্যাগের কথা বলিতে পারিব না, তুমি আমার হইয়া বলিও। আমি অদ্যই যাত্রা করিব। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সস্ত্রীক সুখে থাকিয়া পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন কর।"

ধীরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইলেন। মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আপনা আপনি চক্ষুযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। বলিলেন, "দাদা, আপনি না হয় বিবাহই করিবেন না, কিন্তু গৃহত্যাগ করিবেন কেন? আপনি এখানে থাকাতে পিতা মাতার দিন দিন সন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। আপনি গেলে সে সন্তোষ বিলয় হইয়া, যার-পর-নাই দুঃখ উপস্থিত হইবে—তাঁহারা বড় কাতর হইবেন।"

বীরেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অন্যমনস্ক হইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতা, মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভবিষ্যৎ অবস্থা তাঁহার মনো-মধ্যে যুগপৎ জাগরিত হইয়া অন্যমনস্কতার ব্যাঘাত দিতে লাগিল। কি ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্বস্থ একটি পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে সপত্র দুই তিনটি পুষ্প-গুচ্ছ ছিন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিতে লাগিলেন, তাহা সম্মুখস্থ ধীরেন্দ্রনাথও জানিতে পারিলেন না,—আমরা ত কোথায় লাগি? অল্প ক্ষণ পরেই তিনি ধীরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, পিতা মাতার মনোদুঃখ উপশমের জন্য তোমাকে রাখিয়া গেলাম। তুমি কিছু দিন সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে থাকিবে—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে। সময়ে সকলই সহ্য হয়, কিছু দিন পরে আবার তাঁহারা শান্ত হইবেন।"

ধীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন,

"আপনি পিতা মাতার নিকট বিদায় লইয়া না হয় আরও কিছু দিন পরে যাইবেন। অদ্য চলিয়া গেলে আমি কি বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইব? তাঁহারাই বা আমাকে কি বলিবেন? আমার নিতান্ত অনুরোধ, অদ্য আপনি মধুপুর ত্যাগ করিবেন না।"

বী।—"না, ভাই, বিলম্ব করিলে বাধা পড়িবে। অন্য সময় হইলে আমি বরং কিছু দিন এখানে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু এক্ষণে আর না। যে কালে আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, সে কালে আমি কোন মতে আর এখানে তিষ্ঠিতে পারি না। তুমি ভাবিও না, আমার চিত্তচাঞ্চল্য বিলীন হইলে আবার সময়ে তোমা-দের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বেলা বাড়িতেছে, বিবাহের কথা আবার উঠিবে। আমি চলি-লাম।" এই বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া আবার তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। বীরেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নন্দনকানন হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আবার চক্ষু দুইটি অশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি হস্তে চক্ষু মার্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। পিতা, মাতা ও ভ্রাতার জন্যই বীরেন্দ্রনাথের চক্ষে এই অশ্রু দেখা দিল।

ধীরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যেমন চক্ষের অন্তরাল হইলেন, অ-মনি তিনিও সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। তা'র পর নন্দনকাননের বহির্ভাগে ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্রের দেখা পাইয়াছিলেন কি না, অথবা উভয়ের আর কোন কথা হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না।

বীরেন্দ্রনাথ মধুপুরত্যাগের সময় পরিধেয় বস্ত্র ও কিছু পথ-খরচ ব্যতীত আর কিছু সঙ্গে লন নাই। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কষ্ট সহ্য করি-বার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। তিনি যে এই কএক মাস মধুপুরে ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। তবে তিনি শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম ছিলেন না। সে মান-সিক কষ্ট কি?—না, অজ্ঞাতসারে ভ্রাতৃবধূর প্রতি প্রণয়ের ইচ্ছা। এই অন্যায় ইচ্ছাজাত কষ্টেই তিনি এখনও নিরানন্দ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কি বলিয়া পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে অগ্রজের তীর্থ-

যাত্রার কথা বলিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। নানা চিন্তায় অস্থির হইয়া প্রিয়মাধবের নিকট চলিয়া গেলেন। প্রিয়মাধব তখন সবে মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া নিজের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বিমর্ষ হইয়াছ কেন?"

ধীরেন্দ্র ক্রমে ক্রমে গত রাত্রের ঘটনা ও প্রাতঃকালের ব্যাপার বিবৃত করিলেন। প্রিয়মাধব শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তা'র পর বলিলেন, "তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়, যাও শীঘ্র যাও, সকলকে এ সংবাদ প্রদান কর। চল, আমিও যাইতেছি।"

উভয়ে অবিলম্বে জগদীশপ্রসাদের বাটীতে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানায় জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, মনে সুখ নাই। তা' না থাকিবারই কথা, কেন না ধীরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিতে রাজী হন নাই। বোধ হয়, অদ্য তাঁহাকে সম্মত করিবার জন্য পুনর্ব্বার উভয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন।

জগদীশপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রনাথ ও প্রিয়মাধবকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন। দুই বন্ধু উপবেশন করিলেন। অনন্তর, না বলিলে নয়, কাজেই ধীরেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথসম্বন্ধীয় প্রাতর্ঘটনা আদ্যোপান্ত বলিলেন।

শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ গোলোকনাথের চক্ষুযুগল ছলছল করিয়া উঠিল। পুত্রস্নেহের ব্যথা বড়ই যন্ত্রণাময়ী। দুঃখের উপর দুঃখ—পত্নীকে কি করিয়া এ কথা বলিবেন, ভাবিয়া চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইল।"

জগদীশপ্রসাদ ও প্রিয়মাধব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "এক্ষণে আপনি স্থির হউন। বীরেন্দ্র ত আবার আসিবে বলিয়া গিয়াছে, তবে তা'র জন্য এত চিন্তা কি?" তিনি নিজের কষ্ট মনে মনে চাপিয়া বৈবাহিককে এই কথা বলিলেন। কিন্তু মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, বীরেন্দ্রনাথের পুনরাগমন এক প্রকার অসম্ভব। জগদীশপ্রসাদ পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন যে, সময়ে মানব-মনের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলেন, তা' সকল বিষয়ে নহে।

অনেক ক্ষণ নীরবে কি ভাবিয়া গোলোকনাথ বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, কাপাসডাঙার সরায়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে বাঁচিতাম। আমি বুঝিতে পারি নাই যে, এত হরিষে এত বিষাদ—এত আলোকে এত আঁধার—এত আশায় এত নৈরাশ্য।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই নিশ্বাসে যেন মনোবেদনার স্রোত নির্গত হইয়া আসিল। তিনি আবার বলিলেন, "এ কথা শুনিলে তারাসুন্দরী বাঁচিবে কি!"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "আমি সপত্নীক তাঁহাকে বুঝাইব।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বীরেন্দ্রনাথ কোন্ দিকে গেল?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তিনি নন্দনকানন হইতে বহির্গত হইয়া কোন্ দিকে গেলেন, তাহা আমি দেখি নাই। আমি উদ্যানের বহির্ভাগে আসিয়া তাঁহার সন্ধান করিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সন্ধান করিতেছি। গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেহ তাহাকে অদ্য প্রাতে দেখিয়াছে কি না।"

অনন্তর তিনি সকলকে লইয়া বৈঠকখানা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদে বিষাদ।

অবিলম্বে বীরেন্দ্রনাথের মধুপুরত্যাগের কথা মধুপুরের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলেই দুঃখিত হইল। জগদীশপ্রসাদের অন্তঃপুরে নারীগণ দুঃখ করিতে লাগিল। ওদিকে তারাসুন্দরী হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহারই আর স্নানাহারের দিকে মন রহিল না। জগদীশপ্রসাদ গ্রামের চারি দিকে লোক পাঠাইলেন।

কিরণময়ীর কর্ণে এ কথা প্রবেশ করিল। সকলের হরিষে বিষাদ, কিন্তু কিরণময়ীর বিষাদে বিষাদ হইল। বীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ হইতেছিল, ইহা তাঁহার প্রথম বিষাদ। আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরেন্দ্রনাথ

সেই সূত্রে দেশত্যাগী হইলেন, ইহা দ্বিতীয় বিষাদ। কিরণময়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বিবাহিত হইত না বা হইবে না, তা' বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ মধুপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন কেন? আমারও ইচ্ছা নাই, তাঁহারও ইচ্ছা নাই, ঈশ্বরের এরূপ অনুগ্রহকে আমি শত বার প্রশংসা করি, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথকে ঈশ্বর দেশ-ত্যাগের মতি দিলেন কেন?" এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন, "যা' হইবার, তা' হইবে, যা' হইবার নহে, তা' হইবে না। কিন্তু বীরেন্দ্রের পিতা মাতার জন্য বড় দুঃখ হই-তেছে।" কিরণময়ী আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইয়া সন্ধ্যা আসিল। মথুর সারাদিন এখানে সেখানে বীরেন্দ্র-নাথের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার নিকট বীরেন্দ্রনাথের অদর্শন-সংবাদ শুনিয়া সকলে দুঃখিত হইল। তা'র পর মথুর আপনার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। শারীরিক বিশ্রাম হইল বটে, কিন্তু মানসিক বিশ্রাম আদৌ হইল না। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল।

সে একাকী বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে এক জন অপরিচিত লোক তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। মথুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? কেন এসেচো?"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "মথুর কাহার নাম?"

"আমার নাম।"

"তোমাকে এক জন লোক ডাক্‌চে।"

"কোথা?"

"আমার সঙ্গে আইস।"

"কোথা যা'ব?"

"সেই লোকের কাছে।"

"কোথা সে লোক?"

"গ্রামের বাহিরে।"

"তা'র নাম কি?"

"তা' জানি না।"

"তুমি তা'র কে?"

"কেউ নই।"

"কেন ডাক্‌চে?

"তা' জানি না।"

"পুরুষ না মেয়ে লোক?"

"পুরুষ।"

"আচ্ছা, চল।" এই বলিয়া মথুর অপরিচিত ব্যক্তির সহিত চলিয়া গেল।

মধুপুরের পশ্চিম সীমায় একটি অশ্বথ বৃক্ষের মূলে এক জন যুবা পুরুষ একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহার তাৎকালিক উপ-বেশন-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে যেন নির্জ্জীব পুত্তলবৎ বোধ হয়। গ্রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, গালে হাত দিয়া যুবা বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অপরিচিত লোকটির সহিত মথুর তথায় উপনীত হইল।

কিয়দ্দূর হইতে মথুর সেই উপবিষ্ট যুবাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ডেকেচো?"

যুবা।—"হাঁ, মথুর!"

যুবার কণ্ঠস্বর মথুরকে চমকিত ও বিস্মিত করিল। মথুর তৎক্ষণাৎ যুবার খুব নিকটে আসিয়া দেখিল, উপবিষ্ট যুবা—বীরেন্দ্রনাথ।

মথুরের অন্তঃকরণে হর্ষ ও বিস্ময় তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। তা'র পর সে আহ্লাদভরে ব-লিল, "বাপ মা ভাইকে কি এমন ক'রে কাঁদা'তে আছে? আপনকার জন্য আজ সকলেই দুঃখিত। আপনি কেন না বোলে কোয়ে লুকিয়ে রোয়েচো! চল চল, আমার সঙ্গে বাড়ী চল।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, মথুর, আমি আর বাড়ী যাইব না। অদ্যই চলিয়া যাই-তাম, কেবল তোমাকে কতকগুলি কথা বলিব বলিয়া দিনের বেলায় অন্যত্র গোপনে ছিলাম। এই লোকটিকে লইয়া রাত্রে এখানে আসি-য়াছি। এ ব্যক্তি এ গ্রামের নহে। এখন এক কাজ কর, এই পত্রখানি লও।"

মথুর বীরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে পত্র লইল।

তা'র পর বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিরণ-ময়ীকে এই পত্রখানি গোপনে দিও আর বলিও, কিরণময়ীর প্রতিজ্ঞা আর বীরেন্দ্র-নাথের প্রতিজ্ঞা অটুট।

মথুর সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি! কিরণ-ময়ীও কি বিয়ে কোর্‌বে না?"

বী।—"না।"

ম।—"তুমি কি কোরে জান্‌লে?"

বী।—"নীলকণ্ঠপুরের কথা এখনও আমার মনে জাগিতেছে।"

ম।—"সে কথা কথাই নয়।"

বী।—"সেই কথাই কথা।"

ম।—"তাই যেন হোলো, তবে আপনি কেন গৃহত্যাগী হোচ্চো?"

বী।—"আমার গৃহ কি ?"

ম।—"সে কেমন কথা! মা বাপ ভাই রোয়েছে।"

বী।—"ভাই আছে বলিয়াই আমি মা বাপকে ছাড়িতে পারি। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার পিতা মাতার দুই পুত্র। এক পুত্র কাছে না থাকিলেও অন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিবেন।"

ম।—"আপুনি এমন গোলমেলে কথা কও কেন ?"

বী।—"না, মথুর, আমি ঠিক বলিতেছি।"

ম।—"যাই বল আর যাই কও, আমার সঙ্গে আপনকাকে ঘরে যেতেই হ'বে। আপুনি যে কালে আমাকে ভালবেসে কাছে ডাকিয়েচো, সে কালে আমার কথা আপনকাকে শুন্‌তেই হ'বে। তুমি এখন চল, তা'র পর কর্ত্তা গিন্নীদের সঙ্গে এক বার দেখা কোরে যা' ইচ্ছে যায়, তাই কোরো।"

বীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "পিতা মাতার সহিত এখন আর দেখা করা উচিত নয়। আমি তাঁহাদের এবং ধীরেন্দ্রের শ্বশুরও শ্বাশুড়ীর কথা এড়াইবার উপায় পাইব না।"

মথুর বলিল, "আমি সকলকে আপনকার বিয়ের কথা তুল্‌তে বারণ করবো।"

বীরেন্দ্রনাথ একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আমি সরল মানুষের কথা এখন শুনিতে পারি না।"

ম।—"আমি তবে অবিশ্বাসী ?" এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল।

বী।—"না মথুর, তুমি আমার চিরবিশ্বাসী, নহিলে আমি তোমাকে গোপনে ডাকাইব কেন ?"

মথুর লজ্জিত হইল। তা'র পর বলিল, "আচ্ছা, আপুনি এখন কোথা যা'বে ?"

বী।—"সেই শ্মশানে—সেই মঠে।"

ম।—"সেখানে আবার কেন ?"

বী।—"গুরুদেব জ্ঞানানন্দের প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমাতার পাদপদ্ম দর্শন করিব।"

মথুর এই কথা শুনিয়া উদ্দেশে কালীদেবীকে প্রণাম করিল। বীরেন্দ্রনাথ কালী দর্শন করিতে যাইবেন, সুতরাং ধর্ম্মভীরু মথুর কি উত্তর করিবে ঠিক করিতে পারিল না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "কবে আপুনি আবার ফিরে আস্‌বে ?"

বী।—"কবে ফিরিয়া আসিব ঠিক বলিতে পারি না।"

ম।—"যাই হোক্, এক দিন না এক দিন এখানে আস্‌বে তো ?"

বী।—"বোধ হয় আসিব।"

ম।—"বোধ হয় কি ?"

বী।—"প্রয়োজন হইলেই আসিব।"

মথুর অনেক ক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি এক সময়ে সেখানে গিয়ে আপনকার সঙ্গে দেখা কোর্‌বো। আপুনি সেখানে বরাবর থাক্‌বে তো ?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা কেমন করিয়া বলিব ?"

"কেন ?"

"এখন সে স্থান কিরূপ অবস্থায় আছে জানি না।" এই বলিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

মথুর তাঁহার সেরূপ চমক দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি হোলো আবার ?"

বী।—"কালী-সুড়ঙ্গের চাবি যে কিরণময়ীর কাছে আছে।"

এই কথা শুনিয়া মথুরের সরল মনে কি ভাবোদয় হইল। সে হাসিয়া আর এক রকম উত্তর দিল, "যা হোক্, কিন্তু, কিরণময়ী আচ্ছা মাথন সেজেছিলো।"

বীরেন্দ্রনাথ মথুরের কথা শুনিয়া এক বার লজ্জার হাসি হাসিলেন। পরে বলিলেন, "মথুর, কালীদর্শন কিরূপে করিব ?"

ম।—"তাই তো, সুড়ঙ্গের ভিতর কত টাকা গহনা জহরৎ ছিল, চন্দুরে শালা তা'র সঙ্গীদের নিয়ে সে সকল চুরি কোরে কোথায় পালিয়ে গেছে হয় তো।"

বী।—"তা' যাক্, আমি তো আর সে সকলের জন্য যাইতেছি না।"

মথুর কিয়ৎকাল ভাবিয়া বলিল, "কিরণময়ীর কাছে চাবি থাক্‌লেই বা। মনে পড়ে কি, আমি সুড়ঙ্গের তালাগুলো ভেঙে ফেলেছিলুম ? তোমাতে আমাতে মিলে সুড়ঙ্গের ভিতর আমার ধম্মমেয়ের খোঁজ কোরেছিলুম ?"

মথুরের কথায় বীরেন্দ্রনাথের চেতনা হইল। তিনি চাবির কথা আর তুলিলেন না। শেষে বলিলেন, "তবে এখন আমি চোল্লেম। তুমি আমার সম্বন্ধে কোন কথা কিরণময়ী

ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।”

।—“আচ্ছা মা।”

বী।—“আমার শপথ করিয়া বল।”

ম।—“আচ্ছা।”

বীরেন্দ্রনাথের সমভিব্যাহারী ব্যক্তি, উভয়ের কথোপকথন আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ সঙ্গীকে লইয়া বরাবর পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন। মথুর কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। তার পর যখন উভয়ে তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল, তখন সে পূর্ব্বপথ ধরিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মথুর চিন্তিত চিত্তে আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে রাত্রে সে কিরণময়ীকে বীরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত পত্রখানি দিল না। ক্রমে ক্রমে বীরেন্দ্রনাথ-শূন্য মধুপুরের বিভাবরী অবসর লইল। অগ্রে উষা পরে সূর্য্য দেখা দিলেন। প্রভাত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত পত্র।

গত রাত্রে কিরণময়ী নানা চিন্তায় সময়াতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিদ্রা হইয়াছিল কি না, জানি না। প্রাতঃকালে তিনি একাকিনী বাটীসংলগ্ন উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে আসিলেন। ৺রাধাকৃষ্ণের পূজার জন্য এক্ষণে তিনি প্রত্যহ প্রভাতে সেই উদ্যানে ফুল তুলিয়া থাকেন—মালা গাঁথিয়া থাকেন। অদ্যও তিনি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনে সুখ নাই। অন্যান্য দিন কি তিনি সুখী হইতেন?—না। তবে আজ তাঁহার মনে সুখ নাই কেন? আজ অসুখের উপর অসুখ বলিয়াই এ কথা বলিলাম।

কিরণময়ী হেথা সেথা করিয়া উদ্যানের অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন। স্তবকে স্তবকে ফুলের সাজী ভরিয়া গেল। পরে সে দিক্ হইতে আবার অন্য দিকে যেমন যাইবেন, এমন সময়ে মথুর তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

মথুরকে দেখিয়া কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজকেও কি তুমি এ বাগানের পুকুরে মাছ ধরিবে?”

মথুর বিমর্ষভাবে উত্তর করিল, “না মা, আজ আমি কোথাও মাছ ধোর্‌বো না।”

কি।—“অসুখ হইয়াছে?”

ম।—“হাঁ, মা!”

কি।—“কি অসুখ, মথুর?”

ম।—“বীরেন্দ্রনাথ মধুপুর ত্যাগ কোরে যাওয়াতে আমার মন বড় দুঃখিত হোয়েচে।”

কিরণময়ীর দুঃখের উপর দুঃখের আঘাত লাগিল। তিনি আস্তে আস্তে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এত আস্তে যে, নিজেও যেন তাহার ক্রিয়া পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিলেন না। তা'র পর বলিলেন, “তোমার মত সকলেরই আজ এই অসুখ হইয়াছে। কি করিব বল, ঘটনাশক্তির কার্য্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না।”

ম।—“তা' সত্যি, মা! কিন্তু মানুষের জন্ম কেবল দুঃখু ভোগ্‌বার জন্যেই।”

কিরণময়ী মনে মনে বলিলেন, “আমি তা'র প্রধান সাক্ষী।”

অনন্তর মথুর এ দিকে ও দিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। সেই অবসরে সে নিজের উত্তরীয় হইতে বীরেন্দ্রনাথের পত্রখানি খুলিয়া কিরণময়ীর হস্তে প্রদান করিল।

কিরণময়ী আগ্রহের সহিত পত্রখানি লইয়া দেখিলেন, পত্র তাঁহার নামের। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এ পত্র দিয়াছে?”

মথুর বলিল, “বীরেন্দ্রনাথ।”

কিরণময়ী বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, “অ্যাঁ, বীরেন্দ্রনাথ!”

“হাঁ, মা!”

“কবে?”

“কাল রাত্রে।”

“কাল রাত্রে?”

“হাঁ।”

“সে কি! তিনি যে কাল সকালে মধুপুর থেকে চলিয়া গিয়াছেন!”

তখন মথুর সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কিরণময়ী প্রথমতঃ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য চিন্তা অসংখ্য স্রোতের ন্যায় আসিয়া তাঁহার চিত্ত-সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। তা'র পর তিনি তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া প'ড়তে লাগিলেন। প্রথ-

মতঃ দুই এক পংক্তি কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া শেষ পংক্তিগুলি মনে মনে পড়িলেন।

মথুরের শুনিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিরণময়ী মনে মনে পাঠ করাতে সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। জোরে পড়া আরম্ভ করিয়া চুপে চুপে শেষ করাতে মথুর মুখ ফুটিয়াও কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু মনটা বড় উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। কিরণময়ী মথুরের মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "মথুর, এ পত্রখানি এখন তুমি তোমার কাছে খুব সাবধানে লুকাইয়া রাখ। আর এক সময় তোমাকে এই পত্রের মর্ম্ম শুনাইব। এখন না—এখন এখানে লোক জন আসিতে পারে। আর আমিও এখন অন্যমনস্ক বলিয়া পত্রখানা তোমার কাছেই রাখিলাম।" কিরণময়ীর শেষ কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পাছে মথুর পত্র-লিখিত কথাগুলি অন্য কোন ভাবে ভাবিয়া লয়।

মথুর হাত পাতিয়া পুনর্ব্বার পত্র লইল এবং উত্তমরূপে চাদরে বাঁধিয়া রাখিল।

তদ্দর্শনে কিরণময়ী বলিলেন, "চাদরে পত্র রাখিও না, তোমার সিন্দুকে চাবি দিয়া লুকাইয়া রাখিও।"

মথুর বলিল, "তাই রাখ্‌বো।" এই বলিয়া সে আরও ভাল করিয়া পত্র বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "মা, তুমি কখন্ আবার পত্তর নেবে?"

কিরণময়ী পাঁচ রকম ভাবিয়া বলিলেন, "আজ দুপুর বেলা ঠাকুরবাড়ীতে তুমি এই পত্র লইয়া যাইও। আমি সেখানে থাকিব।"

মথুর "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল। কিরণময়ী আবার ফুল তুলিতে লাগিলেন, কি পাঁচ সাতটা তুলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। মনের মধ্যে কি জাগিতে লাগিল, কাজেই ফুলের মালা গাঁথা হইল না। তা'র পর তিনি পুষ্পপূর্ণ সাজী লইয়া উদ্যান হইতে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে মথুর আপনার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিন্দুকের ভিতর পত্রখানি চাবি দিয়া রাখিল। সে এক এক বার ভাবিতে লাগিল, গত রাত্রের বীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় ঘটনা জগদীশপ্রসাদ প্রভৃতিকে বলা উচিত কি না। আবার ভাবিল, বলা উচিত নহে। বীরেন্দ্রনাথ শপথ করাইয়াছেন, সুতরাং শপথ ভঙ্গ করা মহাপাপ। আবার ভাবিল, দিন কএক অপেক্ষা করা যাক্, তার পর ভাব গতিক বুঝিয়া যাহা হয় একটা করা যাইবে। কিন্তু কিরণময়ীর নিকট পত্রখানির মর্ম্ম জানিবার জন্য কথিত সময়ের উপস্থিতির কথা তাহার অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া মথুরকে জগদীশপ্রসাদের নিকট লইয়া গেল।

জগদীশপ্রসাদ, গোলোকনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও প্রিয়মাধব বৈঠকখানায় বসিয়া কিসের কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। জগদীশপ্রসাদ মথুরকে দেখিয়া বলিলেন, "মথুর, বিপদ তো গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই বীরেন্দ্রনাথের জন্য অত্যন্ত আকুল ও দুঃখিত হইয়াছে। আমরা ভাল ভাবিয়া যাহা করিতে গেলাম, অদৃষ্টদোষে তাহা মন্দ হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষণে সকলকে বলিতেছি যে, কেহ যেন কিরণময়ীর নিকট বিবাহের কথা না তোলে। আমার ভয় হয়, পাছে সে আবার কি করিতে কি করে। স্ত্রীলোকদিগকেও এ কথা তাহার নিকট তুলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। আমরা তো তুলিবই না, কেবল তোমাকে বলিতে বাকী ছিল। তুমি সরল লোক, সুতরাং তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিতেছি, কোনমতে কিরণময়ীর কাছে বিবাহের কথার নাম গন্ধও করিও না।"

মথুর বলিল, "আজ্ঞে, তা' জানি, সময় বড় খারাপ হোয়ে দাঁড়িয়েচে। আমি এ কথা নাড়াচাড়া কর্‌বো না।" এই বলিয়া মনে মনে বলিল, "কিরণময়ী আবার সকলের চেয়ে এ কথা জানে।"

তা'র পর জগদীশপ্রসাদ গোলোকনাথকে বলিলেন, "আপনি নিতান্ত অধীর হইবেন না। বীরেন্দ্রনাথ কখনই পিতা মাতাকে ভুলিয়া কোথাও থাকিতে পারিবে না। সে এখন হঠাৎ ভাবান্তরিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া কিছু দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে। এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।"

গোলোকনাথ সদুঃখে বলিলেন, "তা' বটে, কিন্তু কেহ কেহ আবার কখনও ফিরিয়াও আসে না।"

জ।—"আমি শীঘ্রই তাহার অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইতেছি। অনুসন্ধানে কি না হয়? এক অনুসন্ধানের ফলেই আমরা পূর্ব্ব-বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আবার অনুসন্ধানের সুফল ফলিবে, তবে কি না যত দিন দেখা

না পাওয়া যায়, তত দিন মানসিক কষ্ট হইবে।"

গো।—"লোকে এক ক্রোশের মধ্যে কোথায় কি আছে, যে কালে ভালরূপে জানে না, সে কালে শত শত ক্রোশব্যাপী অজ্ঞাত ভূভাগের তত্ত্ব কিরূপে পাইবে?"

জ।—"তা বটে, তবু অনুসন্ধান করিতে তো বিরত হওয়া উচিত নহে। ঈশ্বর আমাদের বিপদ বিনাশ করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার পবিত্র নামরূপ আলোক লইয়া সময়ে অবশ্যই আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দেখা পাইব।"

মথুর এতক্ষণ নীরবে সমস্ত কথা শুনিতেছিল। এখন সে এক বার মনে মনে ভাবিল যে, সন্ধান করিতে হইবে কেন? সন্ধান তো হইয়াই আছে। তা'র পর বলিল, "আপনকাররা ভেবো না, আমি বীরেন্দ্রনাথের খোঁজ কোর্‌বো। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আর মা কালীর পের্‌সাদে তেনার দেখা পাওয়া যা'বে।"

জগদীশপ্রসাদ মথুরের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মথুর, ঈশ্বর তোমার এবং আমাদের মনোবাঞ্ছা সফল করুন্।"

অনন্তর মথুর প্রস্থান করিল। জগদীশপ্রসাদ প্রভৃতি বসিয়া আরও কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত পত্রের গুপ্ত মর্ম্ম।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় প্রহরের আমল হইয়াছে। জগদীশপ্রসাদের ঠাকুরবাড়ীতে ৺রাধাকৃষ্ণের পূজা ও অন্নভোগ শেষ হইয়া অতিথিভোজন চুকিয়া গিয়াছে। এক্ষণে দেবগৃহের দ্বার রুদ্ধ। পূজারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দেবপরিচারকেরা আহারাদি করিয়া আপন আপন স্থানে বিশ্রাম করিতেছে। এক্ষণে ঠাকুরবাড়ী কিছু কালের জন্য একপ্রকার নিস্তব্ধ। কতকগুলা কাক ও চটকপক্ষী নিজ নিজ শব্দ করিয়া ঠাকুরবাড়ীর উঠানে ও ছাদে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া এটা সেটা খাইতেছে। ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারের স্থান। সেখানে চাকর চাকরাণীরা উচ্ছিষ্টপাত্র মাজিতেছে, ঘষিতেছে, ধুইতেছে। ধাতুনির্ম্মিত পাত্রগুলির ঝন্‌ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ হইতেছে। এক স্থানে কতকগুলা কদলীপত্রে ভুক্তাবশেষ অন্নব্যঞ্জন মিশ্রিত হইয়া স্তূপাকারে রহিয়াছে। গ্রামের হাড়ী বাগ্দী ডোম প্রভৃতি ইতরজাতীয় লোকেরা সেই স্তূপ ভাগ করিয়া লইবার জন্য থালা কাঁসী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। জগদীশপ্রসাদের তিন চারিটা গরু চক্ষু মুদিয়া, লাঙ্গূল নাড়িয়া উচ্ছিষ্ট কদলীপত্ররাশি জঠরানলে ভস্ম করিতেছে। সময় পাইয়া একটা বক্‌না বাছুর তা'র মাতার দুগ্ধ পান করিতেছে। পত্রচর্ব্বিণী জননী এক এক বার বিরক্ত হইয়া পশ্চাদ্ভাগের পা ছুঁড়িতেছেন। বৎস অমনি বাঁট ছাড়িয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইতেছে আবার আস্তে আস্তে বাঁট চুষিতেছে।

এমন সময়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড় বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিল, নির্ভয়ে উচ্ছিষ্ট অন্নস্তূপের দিকে যাইয়া দুই প্রকার নাদিল। অন্নপ্রার্থীরা দেখিল, সর্ব্বনাশ!—পাকা ধানে মৈ! তৎক্ষণাৎ সকলে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ষণ্ডরাজকে তাড়া দিল, কেহ থালা কাঁসী ঢং ঢং করিয়া পিটিতে লাগিল, কেহ ঠ্যাঙা লাঠি তুলিল। তখন শঙ্করবাহন বৃষভরাজ সঙ্কটে পড়িয়া প্রস্থান করিলেন। দুগ্ধপায়ী গোবৎসটি কোলাহল শব্দে ভীত হইয়া অগ্রেই পলাইয়াছিল। গাভী কএকটি পালাই পালাই করিয়াও কদলীপত্রের মায়া ত্যাগ করিতে পারিল না।

এ দিকে নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত মথুর পত্রখানি গোপনে লইয়া ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কিরণময়ী ঠাকুরঘরের দরদালানে একখানি বৃহৎ আসন পাতিয়া, শুইয়া কি ভাবিতেছিলেন। মথুর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "পত্র আনিয়াছি।"

কিরণময়ী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "চল, ঐ দিকে যাই।"

অনন্তর দরদালান ছাড়িয়া মথুরের সহিত কিরণময়ী ঠাকুরবাড়ীর আর এক দিকে গেলেন। সে দিকে কোন ঘর বা লোক জন ছিল না। সেখানে উপস্থিত হইয়া কিরণময়ী একখানি শ্বেতপ্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন। মথুর কিছু দূরে আর একখানি প্রস্তরের উপর বসিল।

কি।—"পত্র দাও।"

মথুর পত্র প্রদান করিল।

কিরণময়ী পূর্ব্বমুক্ত মোড়ক হইতে পত্রখানি

বাহির করিয়া প্রথমে আবার মনে মনে আদ্যোপান্ত পড়িলেন। পাঠক মহাশয়কে এ বার পত্রের লেখা জানাইতেছি। পত্রে এই লেখা ছিল—

"অপূর্ব্ব প্রতিভাময়ী

শ্রীমতী কিরণময়ী দেবী

সমীপেষু।

আমি বিবাহ করিব না, তাহা তুমি নীলকণ্ঠপুরে জানিতে পারিয়াছিলে। তুমিও যে বিবাহ করিবে না, তাহাও আমি সেখানে জানিয়াছিলাম। কিন্তু আমার পিতা মাতা এবং তোমার পিতা মাতা আমাকে তোমার সহিত বিবাহসূত্রে বন্ধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের কথা এড়াইতে পারিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মধুপুর ত্যাগ করিলাম। এক্ষণে আমি অজয় নদের তটস্থিত মঠে গিয়া থাকিব। পূর্ব্বে সেখানে ছিলাম। যে মঠে তুমি মাখন নাম ধরিয়া ছদ্মবেশে আমার শিষ্য হইয়াছিলে, আমি সেই মঠ আর এক বার দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

কিরণময়ি! আমি জানি, তুমিও আমার মত বিবাহশত্রু; তথাপি এক্ষণে তোমার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তাহা পরিত্যাগ কর। নিতান্তই যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অন্য কোন পাত্রকে বরণ করিও। আমার মাতাকে তুমি সান্ত্বনা করিতে বিস্মৃত হইও না। আমি পিতা মাতার মনে কষ্ট দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কি করি, উপায় নাই। আমার এ পত্রের কথা মথুর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমার শপথ, মথুর এবং তুমি যেন আমার কোন সংবাদ জান না, এই ভাবে থাকিবে। কিছু কাল পরে হয় তো আমি আবার মধুপুরে আসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব, ইতি।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।"

কিরণময়ী পত্রখানি আরও এক বার মনে মনে পাঠ করিয়া শেষে মথুরকে পড়িয়া শুনাইলেন। মথুর এক মনে শুনিল। তাহার হৃদয়ে দুঃখ শোক উছলিয়া উঠিল। তা'র পর বলিল, "এখন উপায় ?"

কি।—"কিসের উপায়, মথুর ?"

ম।—"তাই তো, কি বোল্‌বো!"

কি।—"কিসের সন্দেহ ? বল।"

ম।—"বীরেন্দ্রনাথ তো কোনমতে বিয়ে করবে না, তা কত্তাকে না হয় বলি যে, অন্য কোন পাত্তরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন।"

কিরণময়ী ঈষৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইলেন। বলিলেন, "না, মথুর, ও কথা তুলিও না।"

মথুর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীর নিকট বিবাহের কথা তুলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা তাহার মনে উদয় হইল। আর কিছু বলিল না।

কিরণময়ী কিয়ৎকাল নীরবে পত্রখানির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একমনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মথুরও কি ভাবিতে ভাবিতে এক এক বার কিরণময়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া আবার অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। এইরূপে উভয়ের নীরবে নীরবে কিছু কাল চলিয়া গেল।

তা'র পর কিরণময়ী বলিলেন, "মথুর! বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। এ অনুরোধ অবশ্য পালন করিব। এখন হইতে আমি সর্ব্বদা তারাসুন্দরীদেবীর নিকট থাকিব।"

মথুর বলিল, "সে কথা খুব ভাল।" কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "বীরেন্দ্রনাথের কথা তারাসুন্দরীদেবীকে বলবে কি ?"

কি।—"না, মথুর, তাহা পারিব না। বীরেন্দ্রনাথ বারণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "সাবধান, তুমিও যেন কাহারও নিকট এ কথা বলিও না।"

ম।—"রাম, রাম, তাও কি বলি।"

কি।—"খুব সাবধান। আমার নিকট পরামর্শ না করিয়া বীরেন্দ্রসম্বন্ধীয় কোন ক[illegible] যেন প্রকাশ করিও না।"

ম।—"না, মা! তা ভয় নেই।"

কি।—"তবে তুমি এখন যাও। পত্রখানা আমার কাছে থাকুক।"

ম।—"খুব সাবধানে রেখে দিও।"

কিরণময়ী একটু হাসিলেন।

মথুর প্রস্থান করিল। কিরণময়ী একাকিনী বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার দরদালানে আসিয়া বিস্তৃত আসনোপরি শয়ন করিলেন। গ্রীষ্মকালের বেলা; এখনো প্রখরতা বেশী। নিদ্রা যেন সকলকে ডাকিয়া বেড়ায়। কিরণময়ী ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভাবনার ধর্ম্ম দুই প্রকার—কখন নিদ্রাকে তাড়ায়, আবার কখন বা ডাকে। কিরণময়ী নিদ্রায় বিভোর। তাঁহার মুখমণ্ডল ও গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিতে লাগিল। দয়ালু সমীরণ সেই ঘাম শুকাইতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা হিরণ্ময়ী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিয়দ্দূর হইতে দেখিলেন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঘুমাইয়া আছেন। পাছে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাই আস্তে আস্তে নিকটে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কিরণময়ীর অঞ্চলে কি বাঁধা রহিয়াছে। হিরণ্ময়ী ধীরে ধীরে মুখ অবনত করিয়া বিশেষরূপে অঞ্চল-গ্রন্থী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কি ভাবোদয় হইল। আস্তে আস্তে সেই অঞ্চল-গ্রন্থী খুলিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে একখানি পত্র ভাঁজে ভাঁজে পাট হইয়া রহিয়াছে। হিরণ্ময়ী তখন কৌতূহলী হইয়া, পত্রখানি খুলিয়া তাড়াতাড়ি আদ্যোপান্ত চাহিয়া দেখিলেন—নীচে দেখিলেন, বীরেন্দ্রনাথের নাম স্বাক্ষরিত। অবিলম্বে পত্র লইয়া অন্তরালে গিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম হিরণ্ময়ীর মর্ম্মে কি জাগাইয়া দিল। তিনি ক্ষণকাল কি ভাবিয়া, আবার তাড়াতাড়ি পূর্ব্বের ন্যায় আস্তে আস্তে আসিয়া কিরণময়ীর অঞ্চলে পত্রখানি বাঁধিয়া রাখিলেন। পত্র যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা হইল। তা'র পর হিরণ্ময়ী তথা হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে পাছে কিরণময়ী জানিতে পারেন, তাই আর যাইতে কালবিলম্ব করিলেন না। হিরণ্ময়ী কিরণময়ীকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যের ফেরে পড়িয়া ডাকা হইল না।

ক্রমে ক্রমে অপরাহ্ণ উপস্থিত। প্রত্যহ এমন সময়ে যেমন আসিয়া থাকেন, আজিও তেমনি অম্বিকাদেবী ঠাকুরবাড়ী আসিলেন। তাঁহার কাজ সান্ধ্য আরতির যোগাড়। কিরণময়ী এ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন। অদ্য অম্বিকাদেবী এখনও কিরণময়ীকে নিদ্রিত দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি অসুখ হইয়াছে। নিদ্রিতা কিরণময়ীর অনতিদূরে নারাণের মা ঘৃতপ্রদীপ প্রস্তুত করিতেছিল। অম্বিকাদেবী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "নারাণের মা, কিরণ এখনও শুয়ে কেন?"

"ঘুমুক ঘুমুক" বলিয়া নারাণের মা সলিতা পাকাইতে বসিল। নারাণের মা কিরণময়ীর দাসী। সে কিরণময়ীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। এ কথা পাঠক মহাশয়ের মনে আছে।

"ঘুমুক ঘুমুক কি লা? বেলা যে নেই—এমন সময় কি ঘুমুতে আছে?"

"ছেলেমানুষের ঘুমে দোষ কি?"

"না না, রাক্কুসী বেলায় ঘুমুতে নেই।"

"দেবতার ঘরে আবার রাক্কুসী বেলা কি?"

"না লো রাক্কুসি, ডাক ডাক।"

"থাক থাক, ঠাক্‌রুণ, চেঁচিও না?" এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার হাত লাগিয়া ঘৃতপূর্ণ পাত্রটি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। গ্রীষ্মকাল; কাজে কাজে তরল ঘৃত গড়াইয়া গেল। ঘৃত পড়িল দেখিয়া নারাণের মা "হাই যা আমার মাথা!—কল্ল্যুম কি!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। সেই চীৎকারে কিরণময়ীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যে নারাণের মা 'চেঁচিও না' বলিয়া অম্বিকাদেবীকে থামাইতেছিল, তাহারই চীৎকার কিরণময়ীর ঘুম ভাঙাইয়া দিল। সময় পাইয়া অম্বিকাদেবী বলিলেন, "মাগীর গলায় যেন ঢাকের খোলে শাঁখ বাজে!"

নারাণের মা সে কথায় কি আর কান দেয়! "ও গো ঠাক্‌রুণ গেলো গেলো—ঘি তোলো, ঘি তোলো" বলিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিরণময়ী আসিয়া তাহার সাহায্য করিলেন। তখন নারাণের মা খুসী হইয়া বলিল, "ভাগ্যে মা তুই জাগ্‌লি, নৈলে সব ঘিটে মাটী হোতো।"

অম্বিকাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে যে তুই কিরণকে জাগাইতে মানা করিতেছিলি?"

"ভাগ্যে ঘি পোড়্‌ল, ঠাক্‌রুণ! নৈলে কি কিরণ জেগে উঠে আমার উপকার কোত্তে পাত্তো?"

অম্বিকাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক, বুড়ী ঠিক! কি ন্যায় শাস্তর তুই আওড়াচ্ছিস্?"

নারাণের মা গোলমেলে কথার ধার

ধারিত না, তাই সে এই কথা শুনিয়া হিহি-শব্দে এক বার হাসিয়া উঠিল।

অনন্তর অম্বিকাদেবী ও কিরণময়ী আরতির আয়োজন করিবার জন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে মিলিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন। নারাণের মা'রও প্রদীপগুলি সাজান হইল।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল, তথাপি দিবসের আলোক শীঘ্র শীঘ্র বিলয় পাইল না। ঠাকুরঘরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। দেখা গেল, সিংহাসনে ৺রাধাকৃষ্ণ উজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন। পূজারী ব্রাহ্মণেরা সান্ধ্য-পূজার অয়োজন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৈকালিক ভোগ এবং সন্ধ্যার পরে যথানিয়মে আরতি হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক।

হিরণ্ময়ী গুপ্তভাবে গুপ্ত পত্র পাঠ করিয়াছেন, কিরণময়ী তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। অদ্য রাত্রে হিরণ্ময়ী, আপনার কক্ষে একাকিনী বসিয়া পত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন। এক এক বার মনে করিলেন, পত্রের কথা সকলের কাছে প্রকাশ করা উচিত; আবার ভাবিলেন, না—হিতে বিপরীত হইবে। আবার ভাবিলেন, স্বামীর নিকট কেবল বলাই ভাল; আবার ভাবিলেন, না—আপাততঃ তাও ভাল নয়। তাঁহার এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিবার কারণ এই যে, একে ত কিরণময়ী বিবাহ করিতে নারাজ, তা'তে আবার এই পত্রের কথা প্রকাশ হইলে তিনিও পাছে বীরেন্দ্রনাথের মত গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই জন্যই হিরণ্ময়ী গুপ্তপত্রের কথা গুপ্তভাবেই রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রয়োজন হইলে কেবল ধীরেন্দ্রনাথকে বলিবেন ঠিক করিয়া রাখিলেন। তিনি উক্ত পত্র সম্বন্ধে আরো নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সময়ে হয় তো স্থানবিশেষে সে কথা ভাল লাগিতে পারিবে। এখন থাক্।

পরদিন প্রত্যূষে কিরণময়ী মথুরকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে আমি বীরেন্দ্রনাথের মাতার নিকট সর্ব্বদা থাকিব। পত্রেও লেখা আছে আর আমারও ইচ্ছা যে, এই বিপদের সময়ে তাঁহার নিকট থাকা উচিত। আমার তো অন্য কোন কাজ নাই; এই কাজই করা সঙ্গত।"

মথুর বলিল, "তা' খুব ভাল। তাই তুমি কর।"

কি।—"তোমায় আবার সতর্ক করিয়া দিতেছি, কোন কথা প্রকাশ করিও না।"

ম।—"না মা!" এই বলিয়া আবার বলিল, "তুমি তো পত্রখানা খুব গোপনে রেখেচো?"

কি।—"সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিয়াছি।"

ম।—"কেউ তো জান্‌তে পার্‌বে না?"

কি।—"না।"

মথুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেসা কোর্‌ত্তে পারি কি?"

কি।—"কি?"

ম।—"বীরেন্দ্রনাথের কাছে চুপ্ চুপ্ এক বার যা'ব কি?"

কি।—"কোথা—অজয়ের মঠে?"

ম।—"হাঁ।"

কি।—"এখন না। তাড়াতাড়ি করিও না। এখন বীরেন্দ্রনাথ অস্থির ও বিরক্ত হইয়া আছেন। আরও কিছু দিন যাইতে দাও, পরে আমি বিবেচনা করিয়া যাহা করিতে হয় বলিব। এখন সেখানে গেলে কোন কার্য্য হইবে না।"

ম।—"আচ্ছা আচ্ছা, তাই ভাল। তবে আমি এখন মাছ ধরিগে।"

কি।—"আচ্ছা।"

মথুর প্রস্থান করিল। কিরণময়ীও তারাসুন্দরীর নিকট গমন করিলেন। অদ্য প্রভাতে তিনি আর নিজে ফুল তুলিতে গেলেন না। হিরণ্ময়ীকে ডাকিয়া সে ভার দিলেন।

হিরণ্ময়ী, তারাসুন্দরীর নিকট কিরণময়ীর যাইবার কথা বুঝিতে পারিলেন। পত্রে সব ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি বড় দিদিকে কিছু বলিলেন না।

ও দিকে নিজ বাটীতে তারাসুন্দরীদেবী বীরেন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশের দিনাবধি দিন দিন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছেন। দিবসে স্নানাহার নাই। রাত্রে নিদ্রা নাই। দিবানিশি

কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি ফুলিয়াছে। চক্ষের জল আর শুকায় না। জাহ্নবীদেবী, অম্বিকা-দেবী, হিরণ্ময়ী এবং অন্যান্য মহিলারা কত বার তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মায়ের মন প্রবোধ মানিবে কেন? কন্যা-শোকে জাহ্নবীদেবীর কি দশা ঘটিয়াছিল? তবে পুত্র-হারা অভাগিনী তারাসুন্দরীর চিত্ত সান্ত্বনা মানিবে কেন? সান্ত্বনা করিলেই যদি শোক দুঃখ দূর হইত, তবে দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসার পরিচয় কিসে পাওয়া যাইত? তুমি হয় তো বলিবে, শোক দুঃখ বিষাদ ভাল নয়, কিন্তু আমি বলিব, ভাল। প্রিয়জনবিরহের ঔষধ সান্ত্বনা নয়—শোক দুঃখ বিষাদই মহৌষধ। শুষ্ক চক্ষু ঔষধ নয়—সজল চক্ষুই মহৌষধ।

তারাসুন্দরীদেবী শয্যায় পড়িয়া আছেন। দুই জন দাসী অনবরত তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছে—হাওয়া করিতেছে। ধীরেন্দ্রনাথ পার্শ্বে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি স্থির, চক্ষুযুগল নিশ্চল, চিন্তা সঙ্গিনী। পুত্রশোকাতুরা জননীর যন্ত্রণা দেখিয়া গোলোক-নাথ সে স্থলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। ধীরেন্দ্রনাথের চিত্তে মাতৃকষ্ট, পিতৃকষ্ট ও ভ্রাতৃকষ্ট যুগপৎ সমুত্থিত হইয়া, তাঁহার উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত যেন নষ্ট করিয়াছে। গৃহমধ্যে তারাসুন্দরীর বিলাপধ্বনি ও ধীরেন্দ্র-নাথের দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ উঠিতেছে।

এমন সময়ে কক্ষের বাহিরে সালঙ্কার পদ-শব্দ শ্রুত হইল। এক জন দাসী ঘাড় তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। ধীরেন্দ্রনাথ অধোমুখেই রহিলেন।

ধীরে ধীরে কিরণময়ী বিষাদ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারের ভিতর জ্যোৎস্না প্রবেশ করিলে যেমন দেখায়, শোকের গৃহে কিরণ-ময়ীকে তেমনি দেখাইল।

কিরণময়ী আস্তে আস্তে তারাসুন্দরীর পদ-প্রান্তে গিয়া উপবেশন করিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তারা-সুন্দরী এক বার চাহিয়া দেখিলেন। "এস মা!" বলিয়া সম্বোধন মাত্র করিলেন। আবার দুইটি অশ্রুময় চক্ষু নিমীলিত করিয়া শোকের সাগরে ডুবিতে লাগিলেন। কিরণময়ীকে দেখিয়া তারা-সুন্দরীর শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

যখন কিরণময়ী শয্যাশায়িনী তারাসুন্দরীর পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, তখন ধীরেন্দ্র-নাথ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াও কিয়ৎক্ষণ জননীর নিকট বসিয়া কি ভাবিলেন। তা'র পর উঠিয়া গৃহ হইতে যাইবার উপক্রম করিলেন। তদ্দর্শনে কিরণময়ী তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "যাই-তেছ কেন?"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "তুমি আসি-য়াছ, ভালই হইয়াছে। আমি স্নান করিয়া আসিতেছি।"

"আচ্ছা।" কিরণময়ী এই বলিয়া আবার তারাসুন্দরীর গায়ে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার যাইবার সময় কিরণময়ী একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই দৃষ্টি ধীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলেই পড়িল। তা'র পর কিরণময়ী তারা-সুন্দরীর ক্রোড়ের দিকে সরিয়া বসিয়া স্বীয় সুশুভ্র অঞ্চলে আস্তে আস্তে তাঁহার অশ্রু মুছা-ইয়া দিলেন। সেই সময়ে তারাসুন্দরী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। এখনও বাসী পাট সারা হয় নাই, কাজেই দুই জন দাসী কিরণময়ীর উপর তারাসুন্দরীর ভার দিয়া উঠিয়া গেল। কিরণময়ী তাহা-দিগকে শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া আসিতে বলিলেন।

এক্ষণে গৃহমধ্যে কেবল তারাসুন্দরী ও কিরণময়ী রহিলেন।

কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, স্নান করিবে কি?"

তারাসুন্দরী গভীর দুঃখের সহিত "না, মা!" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কোমল শয্যার উপরেও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে যেন তাঁহার কত কষ্ট বোধ হইল।

কিরণময়ী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খাইবে কি?"

তা।—"একটু জল খাইব। বড় গলা শুকাইতেছে।"

কিরণময়ী শীতল জল আনিয়া দিলেন। তারাসুন্দরী আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া খানি-কটা জল পান করিলেন। একটু বসিয়াই আবার শুইয়া পড়িলেন। কিরণময়ী অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। আবার কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল।

ও দিকে ধীরেন্দ্রনাথ বড় বাড়ীতে গিয়া হিরণ্ময়ীকে মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ী এখানে আসিবার সময় ঠাকুরবাড়ী হইতে ঠাকুরের প্রসাদের কএক রকম ভাল ভাল ফল লইয়া আসিলেন। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরণময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরাণী ঘুমাইতেছেন কি?" কিরণময়ী এখানে আছেন, হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছিলেন।

কিরণময়ী কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "না।"

হি।—"এই প্রসাদ আনিয়াছি, ওঁকে খাওয়াইয়া দাও।"

কি।—"আমার হাতে ফল দাও দেখি।"

হিরণ্ময়ী সাবধানে ফলপূর্ণ রৌপ্য রেকাবী কিরণময়ীর হস্তে দিলেন। কিরণময়ী রেকাবী লইয়া তারাসুন্দরীকে বলিলেন, "মা, ফল খাও।"

তারাসুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তদ্দর্শনে কিরণময়ী বলিলেন, "ঠাকুরের প্রসাদ, একটু খাও।"

ঠাকুরের নাম শুনিয়া তারাসুন্দরী কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুর! আমার অঞ্চলের মণি বীরেন্দ্রকে এনে দাও। তোমার পূজা দিব। হে হরি! মায়ের প্রাণে আর কষ্ট দিও না। বীরেন্দ্র রে, এক বার মা বোলে কোলে আয়। এক বার চাঁদমুখখানি দেখিব! বাপ্ আমার, দুঃখিনী মাকে এমন কোরে প্রাণে মেরে কোথা গেলি।"

কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনেক বুঝাইলেন। তারাসুন্দরী আবার নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। এইরূপে আবার কিয়ৎকাল চলিয়া গেল।

তারাসুন্দরীকে একটু সুস্থির দেখিয়া আবার কিরণময়ী বলিলেন, "মা! ঠাকুর মঙ্গল করিবেন। মনে মনে তাঁ'কে ডাক। ঠাকুরের প্রসাদ ফেলিতে নাই, একটু খাও।"

তারাসুন্দরী অগত্যা যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া মুখে দিলেন। আবার জল-পিপাসা। এ বার হিরণ্ময়ী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে জল দিলেন। তা'র পর বড় দিদির সহিত মিলিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে দাসীরা আবার আসিল। তখন তারাসুন্দরীদেবী, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীকে স্নানাহার করিতে যাইতে বলিলেন। দুই ভগিনী প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "শীঘ্রই আসিতেছি।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

অদ্য ৪ঠা বৈশাখ। কোথায় আজ বীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহ হইবে—আনন্দে মধুপুর মাতিবে, না বীরেন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ—মধুপুর বিষাদে নিমগ্ন! আজ কাহারও কাহারও দুঃখের সঙ্গে নূতন দুঃখ সংযোজিত হইল, কাহারও কাহারও দুঃখ দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, দশ গুণ ও শতগুণ হইয়া উঠিল! সুখের বিয়োগ ও দুঃখের যোগ বড় কষ্টকর!

জগদীশপ্রসাদের বাটীস্থ সকলেই বিষণ্ণ। যে যাহার আত্মীয়, সে তাহার নিকট আজিকার দুঃখের কথা কহিতে লাগিল। জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবীর নিকট, ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর নিকট, হরিহর দেওয়ান অধীনস্থ আমলাদিগের নিকট, মথুর ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর নিকট, ও দিকে প্রিয়মাধব কাদম্বিনীর নিকট, পুত্রশোকাতুর গোলোকনাথ পুত্রশোকাতুরা তারাসুন্দরীর নিকট মনের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিরণময়ীর নিকট কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি আপনার দুঃখ আপনাকেই জানাইলেন। কিরণময়ীর আজ কিসের দুঃখ? তিনি তো বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহেন, তবে তাঁহার ৪ঠা বৈশাখে কিসের দুঃখ? তাঁহার দুঃখ তারাসুন্দরীর জন্য। তিনি আজ কয় দিন ধরিয়া তারাসুন্দরীর অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া আসিতেছেন, তাহাতে আবার অদ্য তাঁহার সাধের দিনে দারুণ মর্ম্মান্তিক বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়াই কিরণময়ীর দুঃখের উপর দুঃখ।

আজ কিরণময়ী প্রাতঃকালে বিষাদের উপর বিষাদভার বহন করিয়া তারাসুন্দরীর নিকট গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, তারাসুন্দরী একাকিনী একটি কক্ষে বসিয়া রোদন করিতেছেন। তিনি কিরণময়ীকে দেখিয়া অন্য দিন যেমন "এস, মা!" বলিয়া আহ্বান করেন, আজ তেমন করিলেন না। দেখিবামাত্রেই উন্মাদি-

নীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "মা গো, আজ যে বীরেন্দ্রের বিবাহের দিন! কিরণ রে, আজ যে তুই আমার বড় বৌ-মা হ'তিস্! মা! কেন বিধাতা আমার এ সাধে বাদ সাধিল!" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল জলে ভাসিয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মভাব গোপন করিয়া লইলেন। কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না। তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! যদি এই হতভাগিনী কিরণময়ী মরিত, তা' হইলে তোমাকে আজ এই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।"

"ছি মা! ছি মা! অমন কথা কি বলিতে আছে?"

"তুমি আমার কি অপকার করিয়াছ?"

"আমার জন্যই তোমার বড় ছেলে চলিয়া গেলেন।"

"তোমার জন্য নয়, মা! আমার পোড়া অদৃষ্টের জন্য।"

"না মা, আমারই জন্য। আমার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা না উঠিলে তিনি কখনই যাইতেন না।"

"যা' হ'বার তা' হ'বেই।"

"তা বটে, তবু একটা কারণ ধরিতে হইবে। কারণ বই কার্য্য হয় না।"

"বীরেন্দ্র না হয় বিবাহ নাই করিত, কিন্তু গেল কেন?"

"তাই তো বলিতেছি, আমি মরিলে আর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না।" বলিতে বলিতে কিরণময়ীর চক্ষু আবার ছল ছল করিয়া উঠিল।

"আবার ও কি কথা, মা!" এই বলিয়া তারাসুন্দরী দুঃখ করিতে লাগিলেন।

এ বার কিরণময়ী কোন কথা না কহিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। এক এক বার কি বলিতে যান, আবার চুপ করিয়া থাকেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া যেমন মিলিয়া যায়, কিরণময়ীর অন্তরের অন্তস্তলেও সেইরূপ একটি চিন্তার পর একটি চিন্তা মিলাইতে লাগিল, কিন্তু বিরাম নাই।

তা'র পর কিরণময়ী বলিলেন, "মা!"

"কি মা?"

"তুমি আর কাঁদিও না—দুঃখ করিও না। আজ যেমন তোমার সাধের দিনে বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন, তেমনি সেই বিধাতা আবার এইরূপ সাধের দিন আনিয়া দিবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শুধু তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ নয়, তাঁহার সহিত তোমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূও আনিয়া দিব। তবে কিছুকাল তোমাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।"

তারাসুন্দরী ভাবিলেন, কিরণময়ী তাঁহার মনকে প্রবোধ দিতেছেন, তাই তিনি বলিলেন, "মা, আমি তোমার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু ভাঙা কপাল কি যোড়া লাগে?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যোড়া লাগাইব। আমার যেই কথা সেই কাজ, প্রাণ গেলেও মুখের কথার অন্যথা করিব না।"

তারাসুন্দরী কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন, "কিরণ! তুই মেয়ে ছেলে হ'য়ে কি বলিতেছিস্?"

"আমি মেয়ে ছেলে বটে, কিন্তু পরের দুঃখ দেখিলে আমি বেটা ছেলে হইতে পারি। বিধাতা এমন ক্ষমতা ও বুদ্ধি আমাকে দিয়াছেন।"

বিষাদময়ী তারাসুন্দরীর প্রাণের ভিতর বিদ্যুদ্বেগে একটু আনন্দ সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "তা জানি, তোর ক্ষমতা ও বুদ্ধি অসামান্য। তুই মধুপুরের ভাঙা ঘর গড়িয়াছিস্। তুই-ই আমার পতি ও পুত্র দুইটিকে আমার কাছে আনিয়া দিয়াছিস্। তুই দেবী। কিন্তু মা—" বলিতে বলিতে আবার তারাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিরণময়ী বুঝিলেন, আবার বীরেন্দ্রনাথকে মনে পড়িয়াছে বলিয়া তারাসুন্দরী কাঁদিয়া উঠিলেন। অমনি আবার সান্ত্বনা করিয়া আশ্বাসবাক্য দিতে লাগিলেন। তা'র পর বলিলেন, "মা, কার্য্য দুর্ঘট, সুতরাং তোমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, আর আমি যখন যাহা বলিব, তখন তাহা করিতে হইবে। কষ্ট বই ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, সুতরাং কতক কষ্টও সহিতে হইবে।"

তা।—"বাস্তবিক তুই কি বীরেন্দ্রনাথকে আনিয়া দিতে পারিবি?"

কি।—"সস্ত্রীক আনিয়া দিব।"

তা।—"কোথায় তাহাকে পাইবি?"

কি।—"চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?"

তা।—"তোর চেষ্টা দৈব চেষ্টা বটে।"

কি।—"আর এক কথা, তোমাতে আমাতে যে সকল কথা হইল এবং পরে হইবে, তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে। আমি প্রকাশ করিতে না বলিলে, তুমি কদাচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

তা।—"না, তা করিব না।"

কি।—"আর এক কথা, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর তো?"

তা।—"করি, মা!"

কি।—"তবে এখন আর দুঃখ শোকে রোদন করিও না। মনে কর, তোমার বড় ছেলে তোমার কাছেই আছেন। তুমি আমার অনুরোধে নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। প্রত্যহ স্নানাহার করিতে অবহেলা করিও না। তোমার দুঃখ মোচনের জন্য আমি প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু তুমি পুত্রশোকে দুঃখ করিয়া আমাকে দুঃখিত করিও না। মন সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না।"

তা।—"আচ্ছা, মা, আমি খুব চেষ্টা করিব।"

অনন্তর কিরণময়ী বলিলেন, "আমি এখন যাই, আবার আসিব। খুব সাবধান, তোমার স্বামী এবং কনিষ্ঠ পুত্রকেও কোন কথা বলিও না।"

তা।—"না মা, কা'কেও কিছু বলিব না।" এই বলিয়া তিনি কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ কিরণ, বীরেন্দ্রকে সস্ত্রীক আনিবি বলিলি, তুই কি তা'কে বি——"

কিরণময়ী কথা শেষ করিতে দিলেন না। বাধা দিয়া বলিলেন, 'মা! আমি বিবাহ করিব না।"

"তবে?"

"তোমার বড় বৌ আনিয়া দিলেই ত হইল?"

"তুই যা' ভাল বুঝিস্, তাই করিস্।" বলিয়াই আবার বলিলেন, "কিরণ! বীরেন্দ্রকে পাইব তো?"

"পাইবে।"

"আশীর্ব্বাদ করি, কৃতকার্য্য হও।"

কিরণময়ী তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিরণময়ীর আশ্বাসে তারাসুন্দরী হতাশ হৃদয়ে কতকটা আশা পাইলেন। গভীর অন্ধকারে একটু আলোকের রেখা দেখা দিল। কিন্তু মায়ের মন তবু মানে না। এই কএক দিন তিনি দুঃখসমুদ্রের এক তল হইতে অপর তলে ক্রমশঃ ডুবিতেছিলেন, আজ যেন কিঞ্চিৎ ভাসিয়া উঠিলেন। এখন তাঁহার অন্তঃকরণে ভয় ভরসা, আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, স্বাস্থ্য যন্ত্রণা, তৃপ্তি অতৃপ্তি, হর্ষ বিষাদ একত্র মিশিতে লাগিল। তিনি এই ভাবে অনেক ক্ষণ একাকিনী বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে এক জন পরিচারিকা আসিল। তারাসুন্দরী আজ স্নান করিবার কথা তাহাকে বলিলেন। দাসী বড় খুসী হইল। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পতিপত্নীর পরামর্শ।

দেখিতে দেখিতে আরও ছয় সাত দিন গত হইল। ঠাকুরবাড়ীতে নিদ্রিতা কিরণময়ীর অঞ্চলবদ্ধ পত্রখানি গোপনে পাঠ করিয়া অবধি হিরণ্ময়ী দিন দিন নানা চিন্তায় জড়ীভূত হইলেন। আজ পর্য্যন্ত গুপ্ত পত্রের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু চিন্তার তাড়নে আর অপ্রকাশ রাখিতেও সক্ষম হইতেছেন না। আজ গুপ্ত পত্র ব্যক্ত হইবার উপক্রম হইল।

মধ্যাহ্ন সময়ে সকলের আহারাদি চুকিয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথ আহারান্তে বিশ্রাম করিবার জন্য শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হিরণ্ময়ী স্বহস্তে তাঁহাকে একটি তাম্বুল প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটির পর একটি করিয়া কএকটি তাম্বুল ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ অর্দ্ধহেলিত ভাবে একটি বালিশের উদরে ভর দিয়া শেষ তাম্বুলটি চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী পার্শ্বে বসিয়া একখানি ছোট অথচ বহুবর্ণ-চিত্রিত ও সুন্দর ঝালরসংযুক্ত তালবৃন্ত সঞ্চালন করিয়া স্বামীকে বীজন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল, তথাপি হিরণ্ময়ী বলি বলি করিয়াও পত্রের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পরিলেন না। আবার ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "একটা কথা বলিব?"

ধীরেন্দ্র বলিলেন, "কি বলিবে ?"

হিরণ্ময়ীর আবার মন ফিরিয়া গেল। বলিলেন, "না, কিছু না।"

ধীরেন্দ্রনাথ উৎসুক হইলেন। হিরণের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমার কাছে বলিতে বাধা কি ?"

হি।—"তুমি সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, বল ?"

ধী।—"বড় গুপ্ত কথা না কি ?"

হি।—"যত দূর গুপ্ত হইতে হয়।"

ধী।—"আচ্ছা বল, কোন চিন্তা নাই।"

হি।—"আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর।"

ধী।—"শপথ কেন ?"

হি।—"আমার ভয় হয়।"

ধী।—"ভাল কথা তো ?"

হি।—"তা নহিলে বলিব কেন ?"

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন, "হিরণ! তোমার শপথ, কাহারও নিকট তোমার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিব না।"

এই বার হিরণ্ময়ী নিশ্চিন্ত হইয়া আস্তে আস্তে গুপ্ত পত্রের কথা ব্যক্ত করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বিষণ্ণচিত্তে অল্পমাত্রায় আশা ও আনন্দ জাগিয়া উঠিল। হইবারই কথা।

তা'র পর ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বল কি, হিরণ? বাস্তবিক দাদা অজয়ের মঠে গিয়াছেন ?"

হি।—"পত্রে তো এইরূপ লেখা আছে।"

ধী।—"তবে এক কাজ করিলে হয় না ?"

হি।—"কি ?"

ধী।—"বরাবর তাঁহার নিকট যাওয়া এবং তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া আনা ?"

হি।—"তা আবার বলিতে ? কিন্তু কে যাইবে ?"

ধী।—"আমি।"

হি।—"একাকী না কি ?"

ধী।—"তাতে দোষ কি ?"

হি।—"বিপদ অনেক। পূর্ব্বের কথা কি মনে নাই ?"

ধী।—"সকল সময়েই কি বিপদ ঘটে ?"

হি।—"সকল সময় কি নিরাপদে যায় ?"

ধী।—"আচ্ছা, মথুরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

হি।—"সে কথা ভাল, কিন্তু কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে আবার ঘরেও বিপদ ঘটিতে পারে। গুপ্ত পত্রের কথা বড় দিদি আর মথুরই জানে। কি জানি, ভয় হয়, পাছে বড় দিদি আবার বিরক্ত, লজ্জিত, রুষ্ট হইয়া কোথাও চলিয়া যান।"

ধী।—"তা বটে, কিন্তু এমন ভাবে মথুরকে লইয়া যাইব যে, সে কোন মতে কিছুই জানিতে পারিবে না।"

হি।—"কেমন ক'রে ?"

ধী।—"আমি যে অজয়ের মঠে যাইতেছি, তাহা তাহার নিকট বলিব না। বলিব, চল এখানে সেখানে অনুসন্ধান করিয়া দেখি। তা'র পর মঠের দিকে যাইব। মথুর ভাবিবে, খুঁজিতে খুঁজিতে সে দিকে যাইতেছি। যত দিন না মঠে পঁহুছিব, তত দিন মঠের নামও করিব না।"

হি।—"এ যুক্তি ভাল, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে সাবধান হইয়া থাকিতে হইবে। কোন মতে ধরা পড়িলে গোলযোগ ঘটিবে। বড় দিদি জানিতে পারিলে আমার উপর রাগ তো করিবেনই, তা' ছাড়া কি করিতে কি——"

ধীরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই।"

হি।—"তবে কবে যাইবে ?"

ধী।—"আগামী কল্যই।"

হি।—"তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য করা কি ভাল ?"

ধী।—"এ কার্য্য বিলম্বের নয়।"

হি।—"তবু একটু বুঝিয়া সুঝিয়া।"

ধী।—"অদ্যই সমস্ত বুঝিব—সমস্ত ঠিক্ করিব।"

হি।—"বাবাকে তো যাইবার কথা বলিতে হইবে ?"

ধী।—"শাদা কথায় বলিব। তিনিও কিছু বুঝিতে পারিবেন না।"

হি।—"খুব সাবধান।"

ধী।—"তা' বলিতে হইবে না। এখন আমার অনুরোধ, তুমি যেমন কয় দিন সাবধানে আছ, বরাবর সেইরূপ থাকিও।"

হিরণ্ময়ী এবার একটু হাসলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এর নাম গুরুশিক্ষা।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা'ও চাই।" কিন্তু হাসলেন না। হাসিবেন কি?—হাসি যে নাই।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ আর বিশ্রাম করিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে যেরূপ নূতন চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল, তাহাতে কি আর বিশ্রামে ইচ্ছা থাকে? তিনি হিরণ্ময়ীকে আবার সাবধান করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বরাবর বৈঠকখানায় জগদীশপ্রসাদের নিকট গেলেন। সেখানে জগদীশপ্রসাদ ও গোলোকনাথ বসিয়া আছেন। জগদীশপ্রসাদ গোলোকনাথের চিত্ত-শান্তি-বিধানের চেষ্টায় মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব হইতে বহুবিধ দৃষ্টান্ত বিস্তার করিতেছেন। এই জগদীশপ্রসাদ না এক দিন কন্যা দুইটির শোকে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইতে চাহিয়াছিলেন? পরকে বুঝান সহজ, কিন্তু নিজে বুঝা বড় কঠিন, এ কথা বোধ হয় জগদীশপ্রসাদ মনে মনে বুঝিতেছেন।

তাঁহারা ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বসিলেন। আবার দৃষ্টান্ত চলিতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার চঞ্চল চিত্ত শান্তিপর্ব্বীয় দৃষ্টান্তের দিকে আদৌ গেল না—গেল অজয়ের মঠের দিকে। কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। তা'র পর জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ধীরেন্দ্র, কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

ধী।—"আমার বিবেচনায় আর বিলম্ব করা ভাল নয়। আমি দাদার অনুসন্ধানের জন্য যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

জ।—"বীরেন্দ্রনাথ কোথায়, সন্ধান পাইয়াছ?"

ধীরেন্দ্রনাথের মনে গুপ্ত পত্রের কথা জাগিল। তিনি সত্য কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "সন্ধান পাই নাই।"

জ।—"তবে কোথায় যাইবে?"

ধী।—"যত দূর পারি, এখানে সেখানে খুঁজিয়া দেখি।"

জ।—"একাকী কি করিয়া যাইবে?"

ধী।—"মথুরকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

জ।—"সে কথা ভাল। কবে যাইবে?"

ধী।—"কল্য।"

জ।—"কল্যই?"

ধী।—"আজ্ঞে। বিলম্ব করা ভাল নয়। আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে।"

জ।—"ধীরেন্! সুস্থির কেহই নয়। এই দেখ তোমার পিতার অবস্থা কিরূপ। উনি যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন। তোমার মাতার দশাও দেখিয়াছ। আমরাও অস্থির ও দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু কি করি, উপায় নাই। সময়ের এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া আছি।"

এই সময়ে গোলোকনাথ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইয়া অধোমুখে রহিলেন।

তা'র পর জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তবে মথুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অদ্য প্রস্তুত হও। রাহাখরচ যত লাগে, লইয়া যাইও। আরও লোক জনের প্রয়োজন হইলে সঙ্গে লইও।"

এ বার গোলোকনাথ কথা কহিলেন। বলিলেন, "ধীরেন্দ্র! আমিও সঙ্গে যাইব।"

ধী।—"না, আপনি এক্ষণে অত্যন্ত অসুস্থ। পথে বড় কষ্ট হইবে। আপনি গৃহে থাকুন।"

জগদীশপ্রসাদও এ কথায় সায় দিলেন।

গোলোকনাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বাবা, তোমার মা'কে এ কথা বলিয়াছ কি?"

ধী।—"না এখনও বলি নাই। এই বার বলিব।"

গো।—"তুমি কবে ফিরিয়া আসিবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ ঠিকানা জানেন, তাই বলিলেন, "শীঘ্রই ফিরিব।"

গো।—"বীরেন্দ্রকে আনিবে?"

ধী।—"আশীর্ব্বাদ করুন, তাই যেন হয়।"

তা'র পর ধীরেন্দ্রনাথ মথুরের নিকট গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গতিরোধ।

এক্ষণে অপরাহ্ন। কিরণময়ী গোলোকনাথের বাটীতে গিয়া তারাসুন্দরীর নিকট বসিয়া আছেন। এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। অগ্রজের অনুসন্ধানে যাইবার কথা মাতাকে বলিলেন। তারাসুন্দরী আদ্যোপান্ত শুনিয়া উত্তর দিতে যাইবেন, এমন সময়ে কিরণময়ী অগ্রে বলিলেন, "কোথায় অনুসন্ধান করিবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "চতুরে! তুমি কি তা জান না?" প্রকাশ্যে বলিলেন,

"কোথায় যাইব, তা' জানি না, তবে যত দূর পারি, এখানে সেখানে খোঁজ করিব।"

কি।—"অন্ধকারে কিছু দেখা যায় কি?"

ধী।—"দেখিবার চেষ্টা ছাড়িতে নাই।"

কিরণময়ী মনে মনে বলিলেন, "আমি সন্ধান না বলিলে, তোমার কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমি এখন বলিতে পারিব না। বলিলে বিনা দোষে হয় তো আমার উপর দোষ অর্শিবে। বিশেষতঃ ধীরেন্দ্রনাথের নিষেধ আছে।" কিন্তু চতুরা কিরণময়ী বুঝিলেন না যে, চতুরের হাতে চাতুরী ধরা পড়িয়াছে।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "কি বল, চেষ্টা করা উচিত তো? তুমিও তো এক চেষ্টার বলে অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করিয়াছিলে? তোমাকেই দৃষ্টান্ত করিয়া আমি দাদার অনুসন্ধান করিব।"

কিরণময়ী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, "একাকী যাইবে?"

ধী।—"না, সঙ্গে মথুরকে লইব।"

কিরণময়ী আরও ভাবিত হইলেন, বলিলেন, "বৃথা উভয়েরই কষ্ট হইবে। আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর; দেখ, তা'র মধ্যে তোমার দাদা ফিরিয়া আসেন কি না। তিনি বিরক্ত হইয়া গৃহ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তোমাকে আর বাপ-মাকে তিনি ভুলিতে পারিবেন না। মনের ভাবান্তর হইলেই আবার ফিরিয়া আসিতে পারেন।"

ধী।—"তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী কি নিজে ফিরিয়াছিলেন?"

কি।—"সে স্বতন্ত্র কথা।"

ধী।—"না, একই কথা।"

কি।—"তবে মেয়ে পুরুষে প্রভেদ কি?"

ধী।—"না, কিরণ! তুমি উল্টা বুঝিলে। স্ত্রীলোকের স্নেহ মায়া বেশী, সে বরং ফিরিতে পারে। পুরুষের অনেক কম, সে নাও ফিরিতে পারে।"

কি।—"আচ্ছা, তবে তুমি কেন যাইবে? ধীরেন্দ্রনাথ তো ফিরিবেন না।"

ধী।—"চেষ্টা করিব—দেখা পাইলে বুঝাইব।"

কি।—"তা যেন হইল, কিন্তু না ফিরিলে কষ্টের উপর যে আরও কষ্ট হইবে। আর এক কথা, হয় তো এখনো তিনি স্থির হইতে পারেন নাই, এমন সময়ে তোমাকে দেখিলে তাঁহার পূর্ব্ব-সন্দেহ জাগিয়া উঠিবে আর ফিরিবেন না।"

ধী।—"পূর্ব্ব-সন্দেহ কি?"

কি।—"যে জন্য তিনি গৃহত্যাগী হইয়াছেন।"

এ বার ধীরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর না করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারাসুন্দরী ও কিরণময়ী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এক কালে এক মুখের উপর স্নেহের দৃষ্টি ও প্রণয়ের দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি মৃত্তিকার উপর পড়িয়া রহিল। এই ত্রিদৃষ্টির ভাব বড় সুন্দর!

আবার কিরণময়ী বলিলেন, "দেখ, এখন আমার কথা শোন,—একাকী বা মথুরকে লইয়া বা অন্য কাহাকেও লইয়া বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। আরো দিন কএক যাক্।"

ধীরেন্দ্রনাথ বড় গোলযোগে পড়িলেন। কেন কিরণময়ী এমন কথা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "কিরণময়ী সব জানে অথচ অজানার মত কথা কহে, ইহার অর্থ কি? এখনও কিরণময়ী পত্রমর্ম্ম গোপনে রাখিতেছে, তা' এক প্রকার ভাল—বিশ্বাসের কার্য্য, কিন্তু আর চাপা দিয়া রাখাও ভাল নয়। আমিও সে কথা তুলিতে পারিতেছি না। হিতে বিপরীত হইবে। ভাল দেখা যাক্, কিরণময়ীর উদ্দেশ্য কি।" এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন, "কিরণ, আচ্ছা, আমি তোমার কথা শুনিলাম। এক্ষণে যাইব না।"

কিরণময়ী মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, বাহিরে তাহা জানা গেল না। বলিলেন, "এ কথা বাবাকে গিয়া বল।"

"তাই যাই" বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইবার পর কিরণময়ী তারাসুন্দরীকে চুপ্ চুপ্ কি বলিয়া মথুরের নিকট গেলেন। তাহাকে এই সকল কথা বলিয়া, শেষে বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ যদি তোমাকে লইয়া যাইবার কথা বলেন, তবে তুমি বলিও যে, দিন কএক পরে যাইব। সাবধান, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিও না।"

মথুর সম্মত হইল। কিরণময়ী আবার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুসন্ধানের জন্য শোকাতুরা তারাসুন্দরী কনিষ্ঠ পুত্রকে কিছুই বলিলেন না বা পাঠাইতে চাহিলেন না কেন? তাহার উত্তর এই—একে তো তারাসুন্দরী বীরেন্দ্রনাথের শোকে ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহাতে আবার ধীরেন্দ্রনাথ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে কষ্টের উপর আরও কষ্ট হইবে। এই জন্যই তিনি মনে ইচ্ছা করিলেও, মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। কিরণময়ীর আশ্বাস-বাক্যও বোধ হয় অন্যতর কারণ।

——

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়রাম।

পাঠক মহাশয়ের নিকট বীরেন্দ্রনাথের কথা অনেকক্ষণ তুলি নাই। এই বার তুলিতে হইল। বীরেন্দ্রনাথ সেই রাত্রে মধুপুরের সীমান্তে মথুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে মনের কথা বলিয়া এবং পত্রখানি দিয়া বরাবর চলিয়া গেলেন। অপরিচিত লোকটিও তাঁহার সঙ্গী হইল।

অপরিচিত লোকটি কে? বীরেন্দ্রনাথ তাহাকে কোথায় পাইলেন? একথা বলিতেছি। মধুপুরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে শ্যামগ্রাম নামক গ্রামে তাহার নিবাস, নাম জয়রাম, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম ত্রিশ বত্রিশ বৎসর। জয়রাম মোটামুটি লেখা পড়া জানিত। তাহার স্বভাব চরিত্র ভাল, কিন্তু একটু বাতিকের ছিট ছিল। তাহার আর কেহ ছিল কি না, তাহা অদ্যাপিও জানা যায় নাই। জয়রাম চাকুরীর জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাগ্যদোষে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বড় কষ্টেই তাহার দিনপাত হইত। আজ কালও যেমন লোকে, নিকটে চাকুরী না পাইয়া, 'যা' থাকে কপালে' বলিয়া দূর দেশে গিয়া পড়ে, তখনও তেমন ঘটনা ঘটিত। জয়রামের বিদেশে যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুযোগ হয় নাই।

বীরেন্দ্রনাথ বিবাহ প্রস্তাবের পরদিন প্রাতে ধীরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া বরাবর শ্যামগ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে জয়রামের সহিত সেই দিন তাঁহার প্রথম আলাপ। বীরেন্দ্রনাথ মনের কথা চাপা দিয়া অন্য প্রকারে আলাপ করিয়াছিলেন এবং পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বিদেশে যাইতেছেন, সেখানে গিয়া জয়রামের একটি কর্ম্ম করিয়া দিবেন এবং যত দিন কোথাও কোন কর্ম্ম না হয়, তত দিন নিজে তাহার ভরণপোষণ করিবেন বলিয়াছিলেন। দরিদ্র জয়রাম সম্মত হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের সহিত কেন এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভাল জানি না। বোধ হয়, সঙ্গের সাথী করিবার জন্য। তা' যা' হউক, বীরেন্দ্রনাথ সেই দিন দিনের বেলায় জয়রামকে লইয়া শ্যামগ্রাম হইতে আবার অন্যত্র গিয়া গোপনে রহিলেন। কাছে টাকা ছিল, জয়রামকে দিয়া খাদ্যসামগ্রী আনাইয়া উভয়ে ভক্ষণ করিয়া, গোপনে গোপনেই দিবা যাপন করিলেন। তা'র পর সন্ধ্যার পর মথুরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের সহিত পথ হাঁটিলেন। জয়রাম পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কোন একটা গ্রামে অবস্থান করিয়া রাত কাটাইবার জন্য বীরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিল। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন না, বরং বলিলেন, "না হাঁটিলে বিদেশে চাকুরী হয় না।"

জয়রাম কি করে, নিরুপায় হইয়া বলিল, "তবে একটু আস্তে আস্তে।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিলেন। বলিলেন, "তোমার হাঁটা অভ্যাস নাই বুঝি?"

"বসিয়া বসিয়া মাটী হইয়াছি। ডান পায়ের হাঁটুতে একটু বাত আশ্রয় করিয়াছে।"

"তবে একটু জোরে চল, বাত ছাড়িবে।" বীরেন্দ্রনাথের এটি পরিহাসোক্তি।

জয়রাম চমকিয়া উঠিল, পরিহাস বুঝিল না। বলিল, "না, মহাশয়, মাপ করুন্। জোরে হাঁটিলে বাত ছাড়িবে না—কাত করিবে।"

বীরেন্দ্রনাথ আবার হাসিলেন। বলিলেন, "তবে আস্তেই চল।"

পিতা মাতা প্রভৃতিকে দুঃখসাগরে ডুবাইয়া আসিয়া দুঃখিত বীরেন্দ্রনাথের মনে আবার হাস্য পরিহাস জাগিল কেন?—তা জানি না। তবে জানি; মেঘ জল ঢালিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এক এক বার বিদ্যুতের হাসি হাসে।

জয়রামের অনুরোধে বীরেন্দ্রনাথ কিছু আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। জয়রামের

ধড়ে প্রাণ আসিল। এইরূপে আরও কিয়দ্দূর গিয়া জয়রামের পিপাসা পাইল। বলিল, "একটু জল পাইলে খাই।"

বী।—"পিপাসা পাইয়াছে?"

জ।—"বড়।"

বী।—"আচ্ছা, ঐ দিক দিয়া যাই চল। অনেকগুলা গাছ দেখিতেছি। বোধ হয়, ওখানে কোন গ্রাম আছে। গ্রামের পাশে পুষ্করিণী থাকিবার সম্ভাবনা।"

জ।—"যদি না থাকে?"

বী।—"গ্রামের ভিতর যাইব।"

জ।—"অচেনা লোক দেখিয়া চোর বলিয়া গ্রামের চৌকীদার ধরিবে না তো?"

বী।—"ধরিলে তাহাকেও জল খাওয়াইব।"

জ।—"বলেন কি? চৌকীদারকে মারিবেন না কি?"

বী।—"দুই রকম জল খাওয়ান। যেটা প্রয়োজন হয়, সেটা করিব।"

জ।—"দুই রকম জল খাওয়ান কি?"

বী।—"চার আর মার!"

জ।—"ও বাবা!—এমন!" এই বলিয়া একটু হাসিয়া তা'র পর আবার বলিল,"বিদেশে মারের চেয়ে চার ভাল, কি বলেন?" নিজে পাছে চৌকীদারের মার খায়, সেই ভয়ে এই কথা বলিল।

বী।—"আচ্ছা, তোমার কথাই মঞ্জুর।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে পথ বদলাইয়া চলিলেন। কিয়ৎকাল পরে লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিক একটি গ্রাম। গভীর রাত্রে গ্রাম ঘুমাইতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে চৌকীদারের হাঁকে পেচকের ডাক যোগ দিতেছে।

জয়রাম তাড়াতাড়ি পুষ্করিণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বিধাতা প্রসন্ন হইলেন, একটি দীর্ঘ দীর্ঘিকা দেখা দিল। জয়রাম হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া দীঘিতে নামিল, আশ মিটাইয়া ঢক ঢক করিয়া কএক আঁজলা জল খাইয়া ফেলিল। "আ—বাঁচ্লেম" বলিয়া একটা দম ছাড়িল। তা'র পর বীরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, বড় উত্তম জল, একটু খাইবেন কি?"

বীরেন্দ্রনাথ তটে দাঁড়াইয়াছিলেন। জল পান করিবার বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু জয়রামের সন্তোষ বর্দ্ধনের জন্য বলিলেন, "একটু খাইব। খুব ভাল জল তো?"

জয়রাম তটে উঠিতে উঠিতে বলিল, "তা' নহিলে আমি এত জল খাই?"

"আচ্ছা, দেখি কেমন জল" বলিয়া বীরেন্দ্র নীচে আসিয়া অল্প মাত্রায় জল পান করিলেন। উপরে উঠিয়া আসিলেন। অনন্তর তিনি জয়রামকে বলিলেন, "জল খাইয়াছ, ঠাণ্ডা হইয়াছ—এই বার একটু শীঘ্র চল।"

জ।—"আজ্ঞে না, এই বার একটু বিশ্রাম করিব।"

বী।—"সে কি?"

জ।—"অনেক জল খাইয়াছি, চলিলে পেট ঢক ঢক করিবে, হাঁফ লাগিবে। এই বটগাছের তলায় খানিক বসিয়া তা'র পর যাইব। আপনিও একটু বসুন।"

বী।—"সত্যই কি হাঁটিতে পারিবে না?"

জ।—"তা' পারিলে কি বসি?"

বী।—"বাঙ্গালির স্বভাব বসিতে পাইলে উঠিতে চায় না, হাঁটা তো দূরের কথা।"

জ।—"আজ্ঞে তা' নইলে কি মাটী হই?"

এই বলিতে বলিতে জয়রাম ঘাটের পার্শ্বস্থ একটা বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। অগত্যা বীরেন্দ্রনাথকেও বসিতে হইল। "আ বাঁচিলাম" বলিয়া জয়রাম বিশ্রামারাম ভোগ করিতে লাগিল। বীরেন্দ্রনাথ নীরবে দীঘির জলের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মধ্য রাত্রে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, এখনও অস্ত হয় নাই, বেস্ জ্যোৎস্না আছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া তৃতীয় প্রহরের আমল পড়িয়াছে।

অল্প ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জয়রাম বলিল, "মহাশয়, আপনি সন্ধ্যার পর মধুপুরের সীমায় সেই লোকটিকে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, আমি তা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।"

"কোন্ লোকটিকে?"

"সেই যে—সেই যে কি নামটা—আহা —মনে হইতেছে না।"

"ইহারি মধ্যে ভুলিলে? তবে চাকুরী করিবে কি করিয়া?" বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া এই কথা বলিলেন।

জয়রাম একটু লজ্জিত হইল। কিন্তু উত্তর না দিলে নয়, বলিয়া ফেলিল, "কেন পারিব না? হাত পা তো আছে।"

বীরেন্দ্রনাথ একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, সেই লোকটির নাম যদি বলি, তবে তুমি খুব শীঘ্র হাঁটিতে পারিবে?"

জ।—"তা' তা'।"

বী।—"জয়রাম!"

জ।—"আজ্ঞে।"

বী।—"সেই লোকটির নাম শুনিয়া কি করিবে?"

জ।—"সে কে?"

বী।—"তবে কে বলে তোমার বুদ্ধি নাই?"

জ।—"কেন?"

বী।—"কৌশল করিয়া নামটি আদায় করিতে চাহিতেছ।"

জ।—"কেমন করিয়া?"

বী।—"'কে কে' বলিয়া।"

জ।—"তবে আপনি বলিতেছিলেন, আমি চাকুরী করিতে পারিব না। দেখুন আমার কত বুদ্ধি। আচ্ছা, আমাকে কি চাকুরী দিবেন?"

বী।—"কি চাকুরী চাও?"

জ।—"আপনি তো বুঝিলেন, আমি খুব কৌশলী, তবে আমাকে ব্যবহারাজীবীর (উকীলের) চাকুরী দিলে ভাল হয় না?"

বী।—"ব্যবহারাজীবী 'চাকুরী' করে বটে!"

জ।—"ওঁ বিষ্ণু, ভুল হইয়াছে। ব্যবহারাজীবী 'চাকুরী' করে না—করে 'গুখুরী'!"

বী।—"সে কি?"

জ।—"এই সত্যকে মিথ্যা—মিথ্যাকে সত্য!"

বী।—"তবে তোমাকে প্রাড়্বিবাকের চাকুরী দেওয়া যাইবে।"

জ।—"একবারে অত উঁচুতে উঠিতে পারিব না।"

বী।—"তবে কি হবে?"

জ।—"আপনি যা' দিবেন।"

বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই জয়রামের বাতিকের ছিট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে কথায় কথায় আরও বুঝিয়া লইলেন। অবশেষে ভাবিলেন, "এমন লোককে সঙ্গে রাখিলে সকল সময়ে সুবিধা হইবে কি না। এ ব্যক্তি স্থির হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিবে না, তবে এক্ষণে ইহাকে লইয়া আমার অনেকটা উপকার হইবে বটে। সুড়ঙ্গে টাকা আছে, তাহা দিয়া ইহার ভরণপোষণ করিব। সঙ্গে এক জন লোক থাকা ভাল।" এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন, "চল এই বার যাই।"

জয়রাম চমকিয়া উঠিল। বলিল, "যাইতেছি। সেই লোকটার নাম বলিলেন না?"

বী।—"তাহার নাম কাল বলিব।"

জ।—"আচ্ছা, তাই যেন বলিবেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে আপনি যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তা'র মর্ম্মখানা না হয় আজ বলুন।"

বী।—"নামের সঙ্গেই বলিলে ভাল শুনাইবে।"

জ।—"তাও তবে কাল। তা' যা'ই বলুন, কিন্তু আমি কতক কতক বুঝিয়াছি?"

বী।—"কি বুঝিয়াছ?"

জ।—"না, বলিব না।"

বী।—"তবে তুমি একলা এইখানে থাক, আমি চলিলাম।"

জয়রাম ভীত হইল। একে রাত্রি, তাতে ভিন্ন স্থান। ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না, আমি তামাসা করিতেছিলাম। বলিতেছি শুনুন।"

বী।—"বল।"

জ।—"আমরা দুই জনেই সমান।"

বী।—"সে কিরূপ?"

জ।—"দুই জনেরই বিবাহ হয় নাই।"

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, এ কথা মথুরের মুখে জয়রাম শুনিয়াছিল। হাসিয়া বলিলেন, "তা ভয় কি? আমি তোমার বিবাহ দেওয়াইব।"

জ।—"আজ্ঞে মাপ করুন। একটা পেটের খোরাক যোগাইতেই অস্থির, তাতে আবার দু'টো পেট।—পেট ব'লে পেট—মেয়ে মানুষের পেট! একে আমি দামোদর, তাতে আবার দামোদরী মিলিলে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য হইবে।"

বী।—"মন্দ কি, দুই দ্বিগুণে চা'র হাত হইবে।"

জ।—"তা'র চেয়ে জগন্নাথ হওয়া ভাল।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। তা'র পর বলিলেন, "জয়রাম!"

জ।—"রাম রাম! আমি বিবাহ করিব না।"

বী।—"আরে, আগে শোন কি বলি।"

জ।—"বলুন।"

বী —"চল যাই।"

জ।—"ওতো মান্ধাতা-আমলের কথা।" এই বলিয়া আরও কিছু বিলম্ব করিবার জন্য বলিল, "মহাশয়, একটা গল্প শুনিবেন?"

বীরেন্দ্রনাথ তাহার মৎলব বুঝিতে পারিলেন। গল্প বলা বন্ধ করিবার কৌশল করিলেন। বলিলেন, "ভূতের গল্প তো?"

জয়রাম তাড়াতাড়ি বীরেন্দ্রনাথের গা-ঘেঁসিয়া বসিল। নির্জ্জন দীঘির পাড়ে বট-গাছের তলায় গভীর রাত্রে ভূতের নাম। কাজে কাজে জয়রাম "রাম রাম" বলিতে লাগিল।

বী।—"ভূতের গল্প বল না?"

জ।—"আমি গল্প ফল্প জানি না। আপনি বটতলা থেকে শীঘ্র উঠুন। চলুন, গ্রামের ভিতর দিয়া যাই। মাঠ দিয়া যাইব না।"

বী।—"যাইব ও দিকে। গ্রামের ভিতর কেন?"

জ।—"না হয় একটু ঘুরিয়াই যাইব।"

"তা' যেন হইল, কিন্তু চৌকীদার—"

কথা শেষ হইতে না হইতে জয়রাম বাধা দিয়া বলিল, "জলে কুমীর, ডেঙায় বাঘ!"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি হ'বে?"

জ।—"তাই তো!"

বী।—"পুরুষ মানুষের এত ভয়!"

জ।—"ভয় নয়, তবে কি জানি, কি হ'তে কি হয়।"

বী।—"যা' হ'বার, তাই হ'বে।"

জ।—"তবেই তো!"

বী।—"তুমি আমার সঙ্গে মাঠ দিয়া আইস। আমি মন্ত্র জানি।"

জ।—"সত্য না মিথ্যা?"

বী।—"সে কি!"

জ।—"মন্ত্র দুই রকম।"

বী।—"আমার মন্ত্র সত্য, নহিলে এমন রাত্রে কখন এমন মাঠে চলিতে পারি?"

জ।—"হাঁ তা' বটে। তবে চলুন। আমাকেও মন্ত্র শিখাইবেন?"

বী।—"শিখাইব।"

বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে যখন জ্ঞানানন্দের শিষ্য হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট কতকগুলি মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়াছিলেন। সেগুলিতে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইত কি না, অথবা তিনি তাহাতে বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহা জানি না।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ জয়রামকে সঙ্গে করিয়া দীঘির পাড় হইতে নীচে নামিলেন।

জয়রাম কি ভাবিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি আগে আগে বা পাছে পাছে যাইতে পারিব না। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে আপনার হাত ধরিয়া পাশাপাশি হইয়া যাই। মনে করিলেই বা কি হইবে? হাত না ধরিলে চলিবে না।"

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, লোকটার বড় ভয় হইয়াছে। হাসিতে হাসিতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই বার পা চলিবে তো?"

জ।—"চলিবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়।"

বী।—"আচ্ছা, আস্তে আস্তেই চল।" এই বলিয়া তিনি ধৃতহস্ত জয়রামকে লইয়া মাঠ দিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে তামাসা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এক এক বার কএক পদ দ্রুত যাইতে লাগিলেন। অমনি জয়রাম বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,

"আঃ, করেন কি? আমার চেয়ে আপনার স্মরণ-শক্তি বেশী যে!"

"কেন?"

"এই তো এই কতক্ষণ বলিলেন, আস্তে আস্তে যাইবেন, কিন্তু বলিতে বলিতেই ভুল! যেন ঘোড়-দৌড়! আমি তবু ভর-সন্ধ্যের কথা প্রায় ভোর সকালে ভুলিয়া গিয়াছি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আস্তে আস্তে আপন মনে বলিল, "চালুনী বলে ছুঁচ তোর—তাই।"

বীরেন্দ্রনাথ তুষ্ট হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জয়রাম, তুমি খুব রসিক!"

"এখন রাত পোহাইলে বাঁচি।"

"আর বড় বিলম্ব নাই।"

"ঘুমুলে বেটার রাত সাঁ কোরে চোলে যায়, হাঁট্‌লে যেন তিন গুণ বাড়ে।"

এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে উভয়ে যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মাঠ পার হইয়া একটা বড় রাস্তায় উঠিল। দুই ধারে বাবলা, তেঁতুল, তাল, অশ্বথ, বট প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। কোন কোন স্থলে এক একটা বাগান। বৈশাখ মাস পড়িয়াছে আম গাছে আমের হাট। দুই একটা গাছের আম যৌবন দশার শেষ দশায় আসিয়াছে, কোমলে কঠিনে মিশিয়াছে। কাঁঠাল গাছ-

গুলির শিশুসন্তানেরা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করিয়া রহিয়াছে। কেহ বা একলা একটা ডালে ঝুলিয়া পড়িয়া যেন দলে মিশিবার চেষ্টা করিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে উভয়ে এই সমস্ত অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর গিয়া জয়রাম বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, হাত বাড়াইয়াছে, গোটা কএক আম পাড়ি।" এই বলিতে বলিতে পথিপার্শ্বস্থ একটা উদ্যানের নিকট দাঁড়াইল। তথায় উদ্যান হইতে একটা অনতিবৃহৎ আম্রবৃক্ষ পথের দিকে দুই তিনটা শাখা বাড়াইয়া দিয়াছিল।

জয়রামকে আম পাড়িতে ব্যস্ত দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি কর, জয়রাম?"

জ।—"পথ হাঁটিয়া ক্ষুধা পাইয়াছে।"

বী।—"যা'র বাগান, তা'কে না বলিয়া আম পাড়িতে নাই।"

জ।—"তা'র সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?"

বী।—"না।"

জ।—"তা'র বাড়ী জানেন?"

বী।—"তা'ও না।"

জ।—"তবে তাহার হুকুম লইব কিরূপে?"

বী।—"তাহার অনুসন্ধান কর না?"

জ।—"কে সে যে, তা'র অনুসন্ধান করিব?"

বী।—"সে উদ্যানের অধিকারী।"

জ।—"আমিও অধিকারী।"

বী।—"কেমন করিয়া?"

জ।—"আমি তো আর তা'র বাগানে ঢুকিয়া আম পাড়িতেছি না। সরকারী রাস্তায় যে ডালটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সেইটে থেকেই পাড়িতেছি।"

বী।—"তা বলিয়া তুমি অধিকারী কিসে?"

জ।—"পথে হাঁটি বলিয়া রাজাকে পথকর দি, সুতরাং রাস্তায় যা' পাইব, তা'ই আমার।"

বী।—"কেবল হাঁটিবার কর দাও, কিছু লইবার অধিকার কি?"

জ।—"আমি অত বুঝি না। আপনি দেখিতেছেন না, আম-ডাল ঝুলিয়া পথ বন্ধ হইয়াছে।"

বী।—"তোমার তো মাথায় ধাক্কা লাগে নাই?"

জ।—"হাতও তো আমার। হাত তুলিলে ডাল ঠেকে, সুতরাং পথ বন্ধ হইয়াছে। তা'র শাস্তিস্বরূপ এই দশটা আম পাড়িলাম।"

বলিতে বলিতে মট মট করিয়া দশটি আম্র বৃন্তচ্যুত করিল।

তদ্দর্শনে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এরূপ করিয়া লওয়াকে চুরি বলে।"

জ।—"বিপদে পড়িয়া, নিরুপায় হইয়া, ঈশ্বরসৃষ্ট ক্ষুধা নিবারণের জন্য অসময়ে এরূপ করিলে যে শাস্ত্রকার চুরি করা বলিয়া দোষ দেয়, আমি তা'কেই চোর বলি।"

বীরেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "আমি তবে চোর—না?"

জ।—"আপনি তো আর শাস্ত্রকার ন'ন।" বলিতে বলিতে জয়রাম দুইটা আম্র উদরসাৎ করিল।

তদ্দর্শনে বীরেন্দ্রনাথ আবার হাসিয়া বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র এই আটটাও পেটের ভিতর লুকাও।"

জ।—"বাগান ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়াছি।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। এখন আর হাত-ধরাধরি নাই। জয়রাম আমের সঙ্গে পেটে ভূত পূরিতে লাগিল।

আরও অনেক দূর গিয়া রাত্রি ভোর হইল, ইহার মধ্যে জয়রাম কএক স্থানে বসিয়া বসিয়া জিরাইয়াছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আহার—নিদ্রা।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিষ্প্রভ চন্দ্র পূর্ব্বদিকে সূর্য্যকে দেখিয়া পশ্চিম দিকের আকাশে লুকাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টায় কি না হয়? চেষ্টায় সূর্য্য চন্দ্রকে তাড়া করিল, চেষ্টায় চন্দ্র তাড়িত হইয়া পলাইতে লাগিল। নিষ্প্রভ চন্দ্র আরও নিষ্প্রভ হইল। রূপ যে চিরস্থায়ী নহে, চন্দ্র সে কথা প্রাতরুত্থিতা ও প্রাতনিদ্রিতা রূপবতী যুবতীমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিল। যে রূপসীর বুদ্ধি আছে, সে বুঝিয়া একটু চমকিয়া উঠিল; যাহার বুদ্ধি নাই (অবশ্য রূপের অহঙ্কারে!), সে বুঝিল না।

প্রভাতসূর্য্যের দিকে লোকের তত নজর পড়িল না; কিন্তু বৈশাখ মাস, আর এক প্রহর

পর হইতে না জানি সূর্য্যকে কতই গালি খাইতে হইবে। অনেকে বলে, মানুষের অপেক্ষা দেবতা বড়, কিন্তু সে সত্যযুগের কথা, কলিকালের নয়। এখন মানুষ বড়, নহিলে দেবতারা এখন সাত্ত্বিক ধরণের নৈবেদ্যের বদলে ঝুড়ি ঝুড়ি গালাগালি খাইবেন কেন? এখন দিন রাত্রি খাটিয়াও মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা দেবতার কই? বৃষ্টি না হইলে, অমনি পার্থিব ভক্তগণ "পোড়া দেবতা মরিয়াছে", আবার বৃষ্টি হইলে, "পোড়া দেবতা কাণা হইয়াছে" বলিয়া মনের ঝাল ঝাড়ে। রৌদ্র না হইলে, "হতভাগা দেবতা উচ্ছন্ন গিয়াছে" আবার রৌদ্র হইলে "মুখপোড়া দেবতার মুখে যেন আগুন লাগিয়াছে" বলিয়া মনের আপ্‌সোস্ মিটায়। তাই বলিতেছি, কলির লোকদিগের নিকট দেবতাদের আর কলিকা পাওয়া ভার! দুপুরে সূর্য্য লোকের গালাগালির তেজের কাছে কতই বা তেজ ধরিবেন?

সূর্য্যের জাগরণের সহিত নূতনগঞ্জ নামে একটি বৃহৎ গ্রাম জাগিয়া উঠিল। সেই গ্রামের পূর্ব্ব দিকে হাট। কোন কোন গ্রামে এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর, তিন দিন অন্তর, সাত দিন অন্তর হাট বসে; কিন্তু নূতনগঞ্জের হাট প্রত্যহই বসিত। উহাকে একটা বড় দরের বাজার বলিলেও বলা যাইতে পারিত। উহার এক দিকে মৎস্যবিক্রয়ের স্থান, অপর দিকে শাক সবুজি তরকারী ফলমূল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত। কোন দিকে সারি সারি হাঁড়িকলসীর দোকান, কোন দিকে বেণেতি দোকান। বড় বড় বেণের দোকানকে এক প্রকার চিত্রশালা (Musium) বলা যায়। যা চাও, তাই পা'বে। কোন দিকে নানাবিধ কাপড়ের দোকান। এইরূপ আরও কত দিকে কত রকম দোকান, তা' বলিবার প্রয়োজন নাই।

দেখিতে দেখিতে চারি দিক্ হইতে নূতনগঞ্জের হাটে মাছ তরকারী আসিতে লাগিল। ক্রেতাবিক্রেতার জনতা হইয়া উঠিল। চারি দিকে কোলাহল উত্থিত হইল। সেই কোলাহল দূর হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দে শুনা যাইতে লাগিল। যেমন দ্রব্যরাশি আসিতে লাগিল, তেমনি হস্তান্তর হইয়া হাট ছাড়িতে লাগিল। ভাল ভাল মাছ তরকারী পাটায় ও ডালায় পড়িয়া দুই দণ্ড জিরাইবার সময় পাইল না।

হাটে এইরূপ কেনা বেচা হইতেছে, এমত সময়ে বীরেন্দ্রনাথ জয়রামকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জয়রাম হাটের ভাব দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া এক বার মনের আনন্দে গাহিয়া উঠিল।

"ভবের হাটে শুধু গণ্ডগোল,
গোল থামা বোলে হরিবোল।"

বীরেন্দ্রনাথ গত কল্য দিন রাত্রির মধ্যে জয়রামকে গান করিতে শুনেন নাই। এখন শুনিলেন। জয়রামের সুর ও গানের ভাবটি তাঁহাকে ভাল লাগিল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"এমন গান কোথায় শিখিলে, জয়রাম?"

"এক জন কথকের মুখে।"

"বেস্ ভাবের গান।"

"আমার তা'তে লাভ কি?"

"কেন?"

"পরের ধনে পোদ্দারি করিলে আমার কি উপকার? এ গান তো আমার তোয়েরি নয়। যা'র গান, তা'কে বেস্ বলুন।"

"আচ্ছা, তাই যেন বলিলাম, কিন্তু তোমার মিষ্ট সুরের জন্য কাহাকে বেস্ বলিব?"

"হিহি!—এ কথা বলিতে পারেন?" বলিয়া জয়রাম দাঁত বাহির করিয়া হাস্য-ব্যায়াম দেখাইল।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের মন বুঝিয়া বলিলেন, "জয়রাম! 'ভবের হাটে শুধু গণ্ডগোল' সুতরাং চল, আমরা এ হাট হইতে প্রস্থান করি।"

জয়রাম একটু বিরক্ত হইয়া মুখ নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে আকাশ পাতাল ভাবিয়া, কথা ফিরাইয়া গাহিল,

"ভবের হাটের সার জিনিষ তোল,
গাঁটের অসার পয়সা খোল।"

বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের মৎলব বুঝিতে পারিলেন। হাসিয়া বলিলেন,

"এ গানটি কা'র তোয়েরি?"

"জয়রামের পেটের জ্বালার।"

বীরেন্দ্রনাথ আবার হাসিলেন। বলিলেন "আমি গান শুনিয়া বড় খুসী হইলাম।"

"খুসী হইলে পুরস্কার দিতে হয়।"

"কি চাও?"

এই বার জয়রামকে আর পায় কে? সে ভাবিল, "মাছে টোপ্ গিলিয়াছে, এই বার

ঝাড়ি টান।" বলিল, "চাই এ বেলা এখানে থাকিতে আর পেট ভরিয়া খাইতে।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সকাল বেলাই এত ক্ষুধা ?"

"এখনও যে আপনার সঙ্গে আমার কথা কহিবার শক্তি আছে, এই ঢের। সারা রাত হাঁটিয়ে মেরেছেন, আবার বলেন, 'সকাল বেলাই এত ক্ষুধা।'"

"কি খাইবে ?"

"কি আর বেশী খাইব ? খাণ্ডবদাহনের যোগাড়টা হইলেই ভাল হয়।"

"বল কি ?"

"আহারের সময় বুঝিতে পারিবেন।"

"আচ্ছা, মনের মত খাদ্যসামগ্রী ক্রয় কর। আমি দাম দিতেছি।"

অনন্তর জয়রাম যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া, বীরেন্দ্রনাথের অর্থ লইয়া, বাছিয়া বাছিয়া কত কি কিনিল। উত্তরীয় বস্ত্রে আর স্থান কুলাইল না। তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া জয়রাম আপসোস্ করিতে লাগিল। অবশেষে কতক দ্রব্য বগলে, কতক কাঁধে এবং কতক হাতে করিয়া বীরেন্দ্রনাথের নিকট ফিরিয়া আসিল। মস্তকের উপর চাদর-বাঁধা একটা বোঝা।

বীরেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এ কি জয়রাম ?"

জয়রাম হাসিয়া উত্তর দিল, "এখন আমি জয়রাম নয়—জয়কৃষ্ণ !"

"তা বটে ! ঠিক্ ত্রিভঙ্গ !"

"শুধু ত্রিভঙ্গ !—স্বরভঙ্গ ! হাড়ভঙ্গ ! বড় ভারি—কথা কহিতে পারি না—ঘাড় ভাঙিয়া গেল—ধরুন্ ধরুন্—বোঝা নামান্—সোজা হই।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে জয়রামের মস্তক হইতে চাদর-বাঁধা মহাপোঁটলা নামাইলেন।

"আঃ বাঁচ্‌লাম" বলিয়া জয়রাম ঘাড় নাড়া দিল। বাঁ বগলে এক ছড়া খুব পাকা মর্ত্তমান কলা ছিল, তা' তা'র মনে ছিল না। হাত ঝাড়িয়া আবার ঘাড় নাড়িবার সময় উহা মাটীতে পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্রই দুই চারিটা কলা থেঁৎলাইয়া গেল। তদ্দর্শনে জয়রাম "আহাহা—সব মাটী" বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সামান্য কলার জন্য এত 'আহা আহা' কেন ?"

জয়রাম মুখ ভার করিয়া বলিল, "সাধ করিয়া কি দুঃখ করি ? আমাদের গ্রামের হনু-গুলোর জ্বালায় একটাও খাইতে পাই না।"

"তা'র আর দুঃখ কি ? তোমাদের গ্রামের একটা হনু কমিয়াছে।"

জয়রাম বীরেন্দ্রনাথের বিদ্রূপ বুঝিতে পারিয়া আহ্লাদে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। জয়রাম তড়িবড়ি উত্তোর কাটাকাটি করিতে খুব মজবুৎ। তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রনাথের বিদ্রূপের উত্তর দিল, "একটা হনু কমিয়াছে বটে, কিন্তু আর একটার খপ্পরে পড়িয়াছে।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে জয়রামের পৃষ্ঠদেশে আস্তে আস্তে চপেটাঘাত করিলেন। এ চপেটাঘাতের কার্য্য 'বাহবা বেস্' ইত্যাদি।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ ও জয়রাম উভয়ে মিলিয়া ক্রীত দ্রব্যগুলি লইয়া একটি দোকানে গেলেন। দোকানদার নূতন যাত্রী দেখিয়া "আসুন আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। সপ মাদুর বিছাইয়া দিল। তা'র পর তাঁহারা তাহার দোকানে থাকিয়া আহার করিবেন জানিয়া, একটা বৃদ্ধা দাসী ডাকিয়া দিল। দাসী আসিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল। দাসীকে দেখিয়া জয়রাম বিষম্ভর মূর্ত্তি ধরিল—চিৎপাত হইয়া হাত পা ছড়াইয়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িল। জয়রামের হস্তপদের কার্য্য কিছু কালের জন্য বন্ধ রহিল, কিন্তু চক্ষের কার্য্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে পড়িয়া পড়িয়া অপরিচিতা দাসীর দিকে চাহিতে লাগিল, পাছে সে খাদ্যসামগ্রী কিছু আত্মসাৎ করে।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ জয়রামকে রন্ধনের ভার দিয়া, একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেন। সারারাত হাঁটিয়া তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছিল। জয়রাম 'একে পায় আরে চায়' বলিয়া তিনি তাহাকে তাহা জানান নাই।

অনন্তর দোকানের পার্শ্বস্থ কুঠরীতে জয়রাম রন্ধন করিতে বসিল। সে ভাল করিয়া রাঁধিতে জানিত না। হটৈাচ করিয়া কাজ সারিতে লাগিল। তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, কাজে কাজে রাঁধিতে রাঁধিতে আহ্নিক সারিয়া লইল। ভাত চড়াইয়া দিয়া, কতকগুলা ফল খাইয়া অর্দ্ধেক জঠরানল নিবাইল। এখন কথঞ্চিৎ স্থির হইল। মুখ ফুটিল, গলা ছাড়িয়া গান ধরিল——

"ওরে কেউ কা'রো নয়, মন !

দারা, সুত, ভাই, বন্ধু, উপার্জ্জনের ধন—
কেউ কা'রো নয় মন!
কেউ কা'রো নয় সাথের সাথী,
বাগান, বাড়ী, ঘোড়', হাতী,
ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম্।
পেট ভোরে যা' খেতে পা'বে,
তাই খালি সঙ্গ, সঙ্গে যা'বে,
আর সব হেথায় পড়ে র'বে,
ধরবে যখন ঝোঁটে যম॥"

জয়রাম চক্ষু বুজিয়া এই গানটি গাইতেছিল। এমন সময়ে তাহার অলক্ষ্যে ভাত উথলিয়া উঠিল। সোঁ সোঁ করিয়া ফেন ফাঁপিয়া হাঁড়ীর গায়ে গড়াইয়া পড়িল। তবু জয়রামের হুঁস নাই। নিজের কণ্ঠস্বরে ফেনের শব্দ ঢাকা পড়িয়া গেল। দূর হইতে দাসী চেঁচাইয়া বলিল, "ওগো ঠাকুর,ফেন উৎলে উনুন নিবলো যে।"

জয়রামের চমক হইল। তাড়াতাড়ি 'তাই তো, তাই তো, আ-মর' বলিয়া হাঁড়ীর সরাখানা খুলিয়া ফেলিল। তবু ফেন থামিল না। তখন জয়রাম মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "এত তেজ কেন? জান না জয়রাম শর্ম্মার হাতে ব্রহ্মাস্ত্র আছে?" এই বলিয়া হাঁড়ীতে খানিকটা জল ঢালিয়া দিল। সুড় সুড় করিয়া ফেন হাঁড়ীর ভিতর ঢুকিয়া চুড় চুড় করিতে লাগিল। তখন জয়রাম ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "কেমন বাবা, আর ঘাড় তুল্‌বে?" এই বলিয়া আবার বলিল, "উহু—এখনো হয় নি। 'যেমন কুকুর, তেমন মুগুর' না হইলে চলে কই?" বলিয়াই একটা লম্বা কাঠি দিয়া হাঁড়ীর ভাত ঘাঁটিতে লাগিল। ঘাঁটিবার ঘটর ঘটর শব্দই বা কত!

জয়রামের ফেন ধ্বংসকাণ্ড দেখিয়া বৃদ্ধা দাসী বলিল, "ওগো বাবাঠাকুর, ও কি কর, হাড়ী ভেঙে যা'বে যে!"

জয়রাম অমনি সদন্তহাস্যচ্ছটা খেলাইয়া বলিল, "না রে বেটি, না, জয়রামের কাঁচা হাত নয়—খুব দুরন্ত।"

দাসী।—"দৈবাত্তির কথা বলা যায় না।"

জয়।—"তোর ভয় নেই রে বেটি, ভয় নেই। তুই দু'টি প্রসাদ পাইবি।"

বুড়ী লজ্জিত ও কতক রুষ্ট হইল। বলিল, "ওমা এ কি গো! কি ঘেন্নার কথা! আমি কি এম্নি রাক্‌সী! ছি ছি!"

বুড়ীর কথা শুনিয়া জয়রাম বুঝিল, বুড়ী স্ত্রীলোক, চটিতে পারে, কাজে কাজে সামলাইয়া প্রবোধ-বাক্যে বলিল, "রাগ করিস্ কেন, বোকার বেটি? তামাসা বুঝ্‌তে পারিস্ নি?"

"বুড়োহাবড়া মেয়ে লোকের সঙ্গে তামাসা কি, বাছা?"

"না বাছা, কিছু মনে করিস্‌নি" বলিয়া জয়রাম মনে মনে আপনাকে ভৎসনা করিয়া বলিল, "তামাসাই আমার কাল! আমার ভারি বদ স্বভাব!"

এমন সময়ে বীরেন্দ্রনাথ স্নান ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী আহ্নিক করিয়া দোকানে আসিলেন। দেখিলেন, প্রায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত। অমনি হাসিতে হাসিতে জয়রামের সন্তোষবর্দ্ধনের নিমিত্ত বলিলেন, "বা জয়রাম, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হইয়াছ যে।"

যে তামাসার ফেঁসাদে পড়িয়া, বুড়ীর কাছে জয়রাম অপ্রতিভ হইয়াছে, আবার সেই তামাসা, কাজে কাজে বীরেন্দ্রনাথের কথার কোন উত্তর করিল না, ফেন ঝাড়িতে লাগিল।

জয়রামকে নিরুত্তর দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় বোধ হয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। তাই বলিলেন, "তুমি হাঁড়ী ছাড়িয়া এ দিকে আইস; ফল খাও। আমি ভাত বাড়িতেছি।"

'স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন মুঞ্চতি কদাচন।' নীতিশাস্ত্রের এ কথা সত্য। জয়রামের স্বভাব যাইবার নয়। সে আর থাকিতে পারিল না, বীরেন্দ্রনাথের কথায় জবাব দিল।

"সেনায় জিতে লড়াই,
আর সেনাপতি করেন বড়াই।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কবিতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

জয়রাম ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "মর্ম্ম আর কি, হাতা হাতের কর্ম্ম!"

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের রন্ধন-কষ্ট হইয়াছে। বলিলেন, "কি করিবে, ভাই, বিদেশে অনেক কষ্ট সহিতে হয়।"

জয়রাম আর কোন উত্তর করিল না। দুইখানি কদলী-পত্রে স্বরন্ধন অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইল। একখানি পত্রে প্রায় তিন জনেরও অধিক এবং আর একখানিতে এক জনের মত অন্ন রক্ষিত হইল। তা'র পর জয়রাম বীরেন্দ্রনাথকে বড় পাতাখানি দেখাইয়া বলিল, "আপনি ঐ খানিতে বসুন। আমি এইখানিতে বসি।"

বীরেন্দ্রনাথ অন্নস্তূপ দেখিয়াই বিস্মিত

হইলেন। জয়রামের সৌজন্য বুঝিলেন। বলিলেন, "জয়রাম, আমি ও পাতে বসিব না। এ পাতে বসিব। তুমি ও পাতে যাও।"

"সে কি, সে কি !"

"আমার কথা শোন, বেলা বাড়িতেছে।"

"যে আজ্ঞে, তাই যাই।" এই বলিয়া মনে মনে বলিল, "'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমার মনের ভাব বীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছেন।"

অনন্তর উভয়ের আহার-কার্য্য আরম্ভ হইল। আহারের সময় বৃদ্ধা দাসী তথা হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে গমন করিল। জয়রাম দুই তিনটা তরকারি রাঁধিয়াছিল, কিন্তু তাহার রন্ধন-নৈপুণ্য-গুণে একটাও ভাল হয় নাই। কোনটাতে বেশী নুন, কোনটাতে নুন নাই বলিলেই হয়, আবার কোনটাতে হলুদের তীব্র গন্ধ। এই সকল মহাস্বাদ ব্যঞ্জন বীরেন্দ্রনাথের রসনাশত্রু হইয়া উঠিল। একে তাঁহার যথেষ্ট আহারেচ্ছা ছিল না, তাহাতে আবার ব্যঞ্জনের স্বাদ বিকৃত; কাজেই কষ্টেসৃষ্টে কএক গ্রাসমাত্র অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

তদ্দর্শনে জয়রাম বলিল."ভাল করিয়া খাইলেন না কেন ? তরকারি কি মন্দ হইয়াছে ?"

"না না, মন্দ কে বলিল ? বেস্ সুস্বাদ হইয়াছে। বহুকাল এমন রুচিকর ব্যঞ্জন রসনায় দিতে পাই নাই।"

"তবে খাইলেন না কেন ?"

"আমার বড় ক্ষুধা নাই।"

"তা আপনার দোষ। আপনি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পুকুরের জলে পড়িয়াছিলেন। জলহস্তীর মত স্নান করিলে জলেই পেট পুরিয়া যায়, ক্ষুধা কি করিয়া থাকিবে ?"

বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের কথাতেই সায় দিলেন, কিন্তু স্নানের পর প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার প্রাত্যহিক আহ্নিক পূজায় যাইত। তিনি শুধু শুধু দুই ঘণ্টা জলে পড়িয়া থাকিতেন না। জয়রাম দুই দিনের সঙ্গী, সে তাহা এখনও জানিতে পারে নাই। গতকল্য জয়রামের সহিত আলাপ্ হইবার পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথ স্নান ও পূজাহ্নিক করিয়াছিলেন।

কথা ঠিক হইল ভাবিয়া জয়রাম আবার বলিল, "বিদেশ বিভূমে আর ও রকম করিয়া, যুগ ডুবাইয়া স্নান করিবেন না। জলোদরী পীড়া হইতে পারে।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি জলোদরীর উপায়টা আমাকে বলিয়া দিও, কেন না তুমি ও বিষয়ে খুব পাকা।"

"তা দিব তা দিব" বলিয়া জয়রাম আর একটা মহাগ্রাস তুলিল। নিজের রান্না তিন জনকে ভাল লাগে—ঠাকুরকে, কুকুরকে আর নিজেকে। জয়রাম দামোদর মূর্ত্তিতে স্বকৃত অন্নব্যঞ্জন-স্তূপ সপাসপ্ গপাগপ্ ধ্বংস বিধ্বংস করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যেই থালি পাত সেই থালি পাত।

তদ্দর্শনে বীরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ের সহিত সন্তুষ্ট হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জয়রাম, তুমি বেস্ খাইয়ে !"

জয়রামও সহাস্যে উত্তর দিল, "তা তো আগেই বলিয়াছি।"

বী।—"বোধ হয় কিছু কম হইল—না ?"

জয়।—"ঐ কলাগুলা লইয়া যাইব।"

বী।—"এখনি না হয় খাও। পথে বহিয়া কষ্ট পাইবে কেন ? পেটে রাখিয়া দাও, উভয় দিক রক্ষা হইবে—কেমন ?"

জয়রাম কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তা'র পর বলিল, "আচ্ছা—সব না, ঐ মর্ত্তমান ছড়াটা দিন্। অন্নের সঙ্গে দধিরম্ভা বড় তরিবৎ।"

বী।—"দাঁড়াও, আগে আঁচাই।"

বীরেন্দ্রনাথ আচমন করিলেন। তা'র পর কলাছড়া লইয়া বলিলেন, "ও জয়রাম !"

বীরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী ও স্বরভঙ্গীতে প্রত্যুৎপন্নমতি জয়রামের আর ভবিষ্যৎ বুঝিতে বাকী থাকিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বড় মস্ত মস্ত ইন্দুর, মহাশয় ! একটু ফাঁক পাইয়া অর্দ্ধেক কলা লুটপাট করিয়াছে।" বীরেন্দ্রনাথকে ফল খাইতে বলে নাই বলিয়া জয়রামের একটু লজ্জা হইয়াছিল ; তাই ইন্দুরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আপনি তফাতে থাকিবার ফিকির করিল।

চতুর বীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন,"এ দেশের ইন্দুরে খোসা ছাড়াইয়া খায় ? এই যে, দেখিতেছি রকম রকম খোসা !"

জয়রাম ধরা পড়িল। জিহ্বার পা পিছলাইয়া গেল। কথা উল্টাইয়া লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "'আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ।' বুঝিলেন তো ?"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই তো বলিতেছি এ ফলের বোঝা ঘাড়ের বোঝা করিবে কেন ?"

"রাস্তায় যদি আবার——"

"তার ভয় কি? কিনিয়া দিব।"

"তবে ওগুলো সবই দিন্।"

"ভাতের সঙ্গে তরমুজও কি ভাল লাগে?"

"'একব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি।' পেটের ভিতর সব একাকার।"

"বুড়ীর জন্য গোটা কএক ফল রাখিবে না?"

"না না, সে ব্রাহ্মণের প্রসাদ খায় না।"

"কে বলিল?"

"তা'র নিজের মুখ। সত্য মিথ্যা তা'কে জিজ্ঞাসা করন্।"

বীরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা জয়রামের বাক্যভঙ্গী ভাঙিয়া কহিল। বীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোককে অমন করিয়া বলিতে নাই।"

"তবে ফি রাখ্‌বেন রাখুন।" মুখের কথায় মনের বিরক্তি প্রকাশ পাইল।

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না। বৃদ্ধার জন্য কএকটি ফল রাখিয়া বাকী জয়রামের বৃহৎ কদলীপত্র ঢালিয়া দিলেন। সোণার সোহাগা হইল। দেখিতে দেখিতে গাছের ফলগুলা জয়রামের মহোদরে তলাইয়া গেল। এক্ষণে তৃপ্তরূপ ভরপুর আহার হইল। বিরাশী সিক্কার শব্দনাদে একটা উদ্গার উঠিল। বাহিরে অনতিদূরে একটা অভুক্ত কুকুর বসিয়া বসিয়া কতক্ষণে পাত উঠে, ভাবিতেছিল, সে আচম্‌কা জয়রামের উদ্গার-হুঙ্কারে চমকাইয়া বিশ হাত দূরে পিছাইয়া বসিল।

জয়রামের কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক ছুটে। কুকুরটাকে হটিয়া বসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,

"হস্তিঃ হস্তসহস্রেণ শতহস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিণো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ॥"

অনন্তর জয়রামের আচমন, দন্তমলনিষ্কাশন, পদপ্রক্ষালন, হস্তপদমুখমুঞ্জন প্রভৃতি সমাপন হইল।

তা'র পর বৃদ্ধা দাসী উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতে আসিয়া বীরেন্দ্রনাথের পাত দেখিয়া আপন মনে বলিল, "এ ঠাকুরটি বেস্ লোক, খুব কম খায়।" তা'র পর জয়রামের পাত দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "বামুনের ঘরেও রাক্কস জন্মে। মা গো, পেট তো নয়, যেন চাম্‌ড়ার খোলে! বাথুড়ে বামুণ আবার নজ্জার মাথা খেয়ে বোল্‌ছিল—'পেসাদ খা'বি, পেসাদ পা'বি'! কেউ গরু বোলে গাল দেবে বোলে নজ্জায় পাতখানা খালি খায়নি! আরে আমার নজ্জা! ভাগ্যে এ পাতে ভাত আছে, নৈলে আজ আমায় উপুসী থাকৃতে হোতো।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতে লাগিল। হাতে কলাপাতের মড়মড়ানি, মুখে আপসোসের গর্‌গরানি শোনা যাইতে লাগিল। বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া বুঝা গেল, ভক্তি মনে নয়—পেটে।

প্রাঙ্গনস্থ কুকুরটা বৃদ্ধাকে উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতে দেখিয়া মনে মনে লাভের ঘরে ঠিক দিতে লাগিল, লাঙ্গুল সঞ্চালনের ব্যায়ামকৌশল দেখাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে লাঙ্গুলের সহিত শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হেলাইতে লাগিল। বিশ হাত পিছাইয়াছিল, ত্রিশ হাত আগু বাড়িয়া আসিল। তখন বসিয়াছিল, এখন দাঁড়াইয়া রহিল। দৃষ্টি বৃদ্ধার হস্তের দিকে।

অনন্তর বৃদ্ধা দাসী জয়রামের লক্ষ্মীশূন্য আসনখানি (আঙ্গট পাতখানি) প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বস্থ আবর্জ্জনা-রাশির মধ্যে ফেলিয়া দিল। শীকারী কুকুর শীকারের জন্য দৌড় দিল, কিন্তু শীকার ফস্‌কাইয়া গেল! নাকে পায়ে পাতাখানি উলট্ পালট্ করিয়াও কিছু মিলিল না। শুঁকিয়া শুঁকিয়া মনের দুঃখে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া চলিয়া গেল।

জয়রাম কিয়দ্দূরে বীরেন্দ্রনাথের নিকট বসিয়া এই ঘটনাটি দেখিয়াছিল। তাই বীরেন্দ্রনাথকে বলিল, "কুকুরটা বড় মূর্খ।"

"কেন?"

"কেন কি? শাস্ত্রে বলে 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' অতএব ভাত পাইল না বলিয়া উহার ফিরিয়া যাইবার আবশ্যক ছিল না, কারণ অন্নাভাবে পত্রাস্তি, খালি পাতাখানাই খাওয়া উচিত ছিল।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাস্তবিক কুকুরটা মূর্খ, কিন্তু এখনি তোমার মত কোন পণ্ডিত আসিয়া ঐ কলাপাতখানা খাইয়া ফেলিবে।"

জয়রাম আহ্লাদে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "গরু বুঝি?"

বী।—"বুঝিয়াছ তো?"

জ।—"হুঁ।"

এইরূপ কথোপকথনে সময় যাইতে লাগিল। আহারান্তে প্রায়ই আলস্য হয়, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল। কাজে কাজে মাদুরের উপর বীরেন্দ্রনাথ একটু গড়াইতে লাগিলেন। দেখাদেখি জয়রামও আর একখানা সপের উপর শুইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার নিদ্রার সঞ্চার হইল—ক্রমে গভীর নিদ্রা। জয়রাম সর্ব্বগুণের গুণমণি। জাগিয়াও গর্জ্জন—ঘুমাইয়াও গর্জ্জন—চেতনে অচেতনে সমান ভাব।—ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকিতে লাগিল। একে গত রাত্রে অনাহারে ও অনিদ্রায় পর্য্যটনশ্রম হইয়াছে, তাহাতে আজ আবার পেট ভারী, কাজেই জয়রামের চক্ষে কুম্ভকর্ণের আত্মা চাপিয়া বসিল। অনেকে হাঁ করিয়া ঘুমায়, জয়রামও তাই। চোয়াল বহিয়া লাল গড়াইতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ শুইয়া শুইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বহিশ্চক্ষু নিমীলিত, কিন্তু অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইয়া মধুপুরের শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বেশী ক্ষণ সেখানে থাকিতে পারিলেন না। জয়রামের নাসাগর্জ্জনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। দোকানদারের নিকট বস্ত্রাদি জিম্মা রাখিয়া, নিজেই মাদুরখানি লইয়া অন্য একটা খালি ঘরে গেলেন। মাদুর পাতিয়া পূর্ব্ববৎ শয়ন করিলেন। পাথেয় অর্থগুলি নিজে অতি গোপনে রাখিয়া দিলেন। আবার মধুপুরের ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন। সে ভাবনা নিদারুণ দুঃখময়। তাহা এক প্রকার ভুলিয়া থাকিবার জন্যই যে, তিনি এতক্ষণ ধরিয়া জয়রামের সহিত হাস্যপরিহাস করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় বুঝা গেল। কেন না, আবার যেই একাকী হইলেন, অমনি সেই শোচনীয় দৃশ্য—সেই নিদারুণ দুঃখ আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিতে লাগিল। নিদ্রা তাঁহার নেত্র স্পর্শ করিতে পারিল না। বীরেন্দ্রনাথ বহুদিন হইতেই কষ্টসহিষ্ণু।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ন তপনের প্রচণ্ড তেজ নিস্তেজ হইয়া আসিল। এক্ষণে অপরাহ্ন। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে পথ চলা বড় কষ্টকর, এই জন্য বীরেন্দ্রনাথ দোকানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তা'র পর বিকাল বেলা দোকানীর পাওনা গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া, কুম্ভকর্ণরূপী জয়রামের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। অনেক ডাক হাঁকে তাঁহার সাধের ঘুম বিদায় লইল। জয়রাম নিদ্রোত্থিত হইয়া চক্ষু রগড়াইতে লাগিল। তাহার নিদ্রাভ্রম ঘটিয়া গেল, তাই বলিয়া ফেলিল, "অ্যাঁ, রাত পোহাইয়া এত বেলা হইয়াছে!" অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঈষৎ রক্তবর্ণ ধরিয়াছিল। জয়রামের যেরূপ নিদ্রাভ্রম, সেইরূপ দিগ্‌ভ্রমও লাগিয়াছিল, সুতরাং সে পশ্চিমের সূর্য্যকে পূর্ব্ব দিকে দেখিল। প্রভাতের বিশ্বাস অটল হইল।

বীরেন্দ্রনাথ অনেক বুঝাইয়া জয়রামের প্রভাতকে অপরাহ্নে পরিণত করিলেন। জয়রাম বাহিরে বুঝিল, কিন্তু অন্তরে বুঝিল না। বাস্তবিক অনেকের দিগ্‌ভ্রম ঘুচিয়াও ঘুচে না।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ জয়রামকে লইয়া জয় কালী বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জয়রাম বিদেশভ্রমণ করে নাই বলিলেই হয়। কাজেই সে নূতনগঞ্জের রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে হাঁ করিয়া পথিপার্শ্বস্থ দোকান পাট ঘর দুয়ার, লোক জন দেখিতে দেখিতে চলিল। দেখার কল কৌশলই বা কত! যেন নূতনগঞ্জের ফটোগ্রাফ্ তাহার মনের ভিতর উঠিতে লাগিল।

অনন্তর নূতনগঞ্জ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উভয়ে কখন রাস্তা দিয়া, কখন মাঠ দিয়া, আবার কখন অন্য রাস্তা দিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, উভয়ে চলিতে লাগিল। তা'র পর রাত্রি আসিল, উভয়ে চলিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার শ্মশানে।

কালে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। ঐশ্বরিক নিয়মে কিছুই এক ভাবে স্থায়ী হইতে পারে না। আমরা যে পৃথিবীর জীব, সে পৃথিবীর পরিবর্ত্তন দেখ। পুরাণের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের অর্থ কি?—পার্থিব পরিবর্ত্তন। বিষ্ণুর দশাবতারের তাৎপর্য্য কি? জীবপরিপূর্ণা পৃথিবীর দশ দশা বা দশটি উপপরিবর্ত্তন। বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর আদি=উত্তপ্ত তরল পদার্থ, মধ্য=ধাতু প্রস্তর মৃত্তিকাদি পদার্থ, অন্ত =এখনও ঠিক হয় নাই, কিন্তু অন্য রকম যাহা হয়, একটা হইবে। তবে বল দেখি, যে কালে পৃথিবীর এত পরিবর্ত্তন, সে কালে পৃথিবীস্থ জীব জন্তু, জড় অজড়, চেতন অচেতন, উদ্ভিদ্

ও স্থান সমূহের কত পরিবর্ত্তন?—অসংখ্য। পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন বই আর কথাটি নাই, কাজে কাজে অজয়-নদ-তটস্থ শ্মশান ও মঠেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

যথাসময়ে বীরেন্দ্রনাথ জয়রামকে লইয়া অজয়ের শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভাত প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ অজয় নদ ও শ্মশানকে নমস্কার করিলেন। জয়রামও তাহা অনুকরণ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্মশানের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথের তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। তিনি পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া যোগ করিতেন, সেখানে এক্ষণে চিতা-অঙ্গার, ছিন্ন-বস্ত্র, বংশ-কাষ্ঠ পড়িয়া রহিয়াছে। করোটি, কর্পর প্রভৃতি নানা প্রকার অস্থি গড়াগড়ি যাইতেছে।

বীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। জয়রামও কি ভাবিতে লাগিল। উভয়ের তাৎকালিক ভাবনা যে কি, তাহা বুঝি নাই, কিন্তু উহা যে স্বতন্ত্র, তাহা বুঝিয়াছি।

তা'র পর বীরেন্দ্রনাথ জয়রামকে সঙ্গে লইয়া মঠের দিকে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মঠের কুটীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গরুতে চালের খড় খাইয়া গিয়াছে। বেড়া পচিয়া গলিয়া খসিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র, মধ্যম নানাবিধ বৃক্ষ মঠের জমী দখল করিয়া বাতাসে শাখা নাড়িতেছে। মঠ যেন আর মঠ নাই, শ্মশানের নিকট থাকিয়া যেন শ্মশান-গত হইয়াছে।

বীরেন্দ্রনাথ ভগ্ন মঠ দেখিতে লাগিলেন। অতীত ঘটনার সহিত বর্ত্তমান ঘটনা একত্রীভূত হইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে অসংখ্য চিন্তা জাগাইয়া দিল। তিনি ভাবিতে ভাবিতে মৃত্তিকার উপর বসিলেন। তাহা দেখিয়া জয়রামও পা দু'খানা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল।

তা'র পর জয়রাম বলিল, "মহাশয়!"

বীরেন্দ্রনাথ একমনে কি ভাবিতেছিলেন। জয়রামের সম্বোধন শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। নিরুত্তরে ভাবিতে লাগিলেন।

আবার জয়রাম একটু উচ্চস্বরে বলিল, "ও মহাশয়!"

এ বার বীরেন্দ্রনাথ শুনিলেন। ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, "কি জয়রাম?"

"আপনি এখানে কেন আসিলেন?"

"এইখানেই আসিবার কথা।"

জয়রাম বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি!"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি সে দিন সন্ধ্যার পর মধুপুরের ধারে আমার মুখে যে মঠের কথা শুনিয়াছিলে, এ সেই মঠ।"

"সেই লোকটার কাছে আপনি এই মঠেরই কথা বলিয়াছিলেন?"

"হাঁ।"

"কি সর্ব্বনাশ! এ যে মহা শ্মশান! আমি মনে করিয়াছিলাম, না জানি কত বড় একটা তীর্থ, কত লোক জন, কত মঠ মন্দির, কত ঠাকুর, কত খা'বার জিনিষপত্র! ও বাবা, তা নয়! বড় মুস্কিলের কথা!" এই বলিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বীরেন্দ্রনাথ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "জয়রাম! তুমি এত ভাব কেন? তোমার চাকুরী পাইলেই তো হইল?"

জয়রাম একটু বিরক্ত হইল। হাত নাড়িয়া বলিল, "আর চাকুরী! শ্মশানে মুদ্দফরাসগিরী! ছি ছি! আমি খাই না খাই, দেশে বেস্ সুখে ছিলাম।"

বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবার একটু হাসিলেন। শ্মশানে আসিয়া পর্য্যন্ত এতক্ষণ হাসেন নাই, চিন্তায় কেমন একতর বিমর্ষ ছিলেন।

জয়রাম বীরেন্দ্রনাথকে হাসিতে দেখিয়া একটু চটিয়া উঠিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আপনি হাসেন কেন? আমাকে কষ্ট দিয়া আপনার বুঝি সুখ হয়?" জয়রামের আর হাসি তামাসা নাই।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি চট কেন?"

"না চটিয়া করি কি? কি প্রভু, লোকালয় নাই, ঘর বাড়ী নাই, খাদ্যসামগ্রী নাই, কিছুই নাই। আছে কি না একটা নদী, মড়া-শ্মশান, মড়ার হাড়, ছাই ভস্ম, আর আমার মাথা! বাপ্, বন জঙ্গল দেখ! এমন জায়গায় মানুষেও আসে? আমি শেয়াল কুকুর না কি যে, মড়া-শ্মশানে থাকবো?"

বীরেন্দ্রনাথ আবার তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জয়রাম লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মত আরও লাফাইয়া উঠিল। বসিয়াছিল, দাঁড়াইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "এই নিন্ আপনার তল্পী তল্পা। আমি চলিলাম।"

বীরেন্দ্রনাথ তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। এ বার মন্ত্রপ্রয়োগ করিলেন, বলিলেন, "জয়রাম ?"

"কি বলিবেন বলুন।"

"কিছু খাইবে কি ?"

"মড়ার হাড় না কি ?"

"তুমি কি মড়ার হাড় খাও ?"

"রামঃ! শেয়াল কুকুরে খাক্!"

"তবে তুমি অমন বল কেন ?"

"আপনার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া।"

"আগে বুঝিয়া কাজ করা ভাল নয় ?"

"আমি কি অবুঝের মত কাজ করিয়াছি ?"

"আমি কি খাইতে দিব বা খাইতে বলিব, তাহা না বুঝিয়াই মড়ার হাড় খাইবার কথা তুলিলে কেন ?"

"আচ্ছা, কি খাইবার কথা বলুন ?"

"আমার সঙ্গে আইস।"

"শ্মশানে না কি ? না, আমি ও দিকে আর যাইব না।"

"শ্মশানে নয়।"

"তবে কোথা ?"

"ঐ বনের ভিতর ?"

"বনে কেন ?"

"এক রকম বন-ফল খাওয়াইব।"

"আমি শুনিয়াছি বনফল বিষ ! ও বাবা ! আপনি তো কম ন'ন, গরিবের প্রাণটার উপরেও টাঁক !"

এবার বীরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু জয়রামকে এক প্রকার পাগল জানিয়া বিরক্তির চিহ্ন লুকাইয়া রাখিলেন। স্বাভাবিক কথায় বলিলেন, "জয়রাম, ভয় করিও না। আগে আমি খাইব, তা'র পর তুমি খাইও। বাস্তবিক বলিতেছি, সে ফল অতি মধুর, অল্প মাত্রায় খাইলেই ক্ষুধা নিবারণ হয়। আমি বহু কাল এখানে ছিলাম। এখানকার সমস্তই জানি।"

জয়রাম কতকটা নরম হইল। বলিল,"চলুন তবে। কিন্তু আগে আপনাকে খাইতে হইবে।"

"আমি না খাইলে, তুমি খাইও না।"

"তা শর্ম্মা খুব জানেন। না খাইয়া শুকা- মরিব, সেও ভাল, তবু বিষফল খাইয়া সম্বে না।"

দর্শন আবার বিষফল বলিতেছ ?"

জয়রাম, আপনি তো খাইবেন, তা' ভিতর কালো কি ?"

অনন্তর জয়রামকে লইয়া বীরেন্দ্রনাথ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জয়রাম পূর্ব্বে কখন তেমন বনে প্রবেশ করে নাই। ভয়ে বিস্ময়ে ও কৌতূহলে, সে কেমন একতর হইয়া উঠিল। জয়রাম বীরেন্দ্রনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, কিন্তু বনের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া, বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া হাত ধরিয়া চলিল।

অরণ্য অতি নিবিড়। বৃক্ষের পশ্চাৎ বৃক্ষ, তা'র পশ্চাৎ বৃক্ষ—এলোমেলো বৃক্ষের সার। শাখার উপর শাখা, তা'র উপর শাখা—শাখায় শাখায় ঢাকাঢাকি। সূর্য্যের কর বহু চেষ্টায় দুই এক স্থান ভেদ করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে। অসংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণীর পরস্পর শাখাসংলগ্নতার প্রভাবে দিবসেও যেন উষা বা প্রদোষের ভাব। শাল, সেগুন, গাব, জিওল, পাকুড়, ভুরকুণ্ডী, শেওড়া, বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, শিমুল, নিম, ঘোড়ানিম, গয়াশুদ প্রভৃতি নানাজাতীয় ছোট বড় বৃক্ষে অরণ্যভূভাগ গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়াছে। অপরাপর বৃক্ষাপেক্ষা শাল, সেগুন, বট, অশ্বত্থেরই সংখ্যা অধিক। মধ্যে মধ্যে বকুল, পারুল, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষও উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। লোকে কথায় বলে, "যেখানে জল সেখানে মাছ, সেখানে পাখী যেখানে গাছ।" কথাটা ঠিক। নানাবিধ বিহঙ্গে আরণ্য বৃক্ষরাজি সাজের উপর সাজিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীর ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠরব একসঙ্গে মিশিয়া নৈসর্গিক ঐকতানবাদন আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে দুই একটা হরিণ দেখা দিয়া গা ঢাকা দিতেছে। তাহাদের লুকাইবার বা পালাইবার কারণ বীরেন্দ্রনাথ ও জয়রাম। কোন কোন স্থানে বৃহজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থূললতা পাকে পাকে পাক খাইয়া—গায়ে গায়ে গা চাপিয়া আসঙ্গলিপ্সার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। অরণ্যের মধ্যে ষড়ঋতুর ফুল ফুটাইবার বৃক্ষ লতা আছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে যে সকল বন্যপুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার নিয়ম, তাহা ফুটিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সৌরভ ছুটিয়াছে। কোন কোন ফুলের মনোহর গন্ধ নাই, কিন্তু রূপ খুব চটক্‌দার। আবার কোন কোন ফুলের রূপ তত ভাল নয়, কিন্তু সৌরভে সে খুঁৎটুকু পূরণ করিয়া লইতেছে। তুমি বলিবে, কারণ ছাড়া

কার্য্য হয় না, কিন্তু আমি বলিব কখন কখন হয়, নহিলে অশ্বথ, বট, ডুম্বুর বৃক্ষগুলির ফুল বই ফল হয় কেন? বন্যভূমিতে তিন প্রকার পত্র গড়াগড়ি যাইতেছে। তন্মধ্যে দশ আনা শুষ্কপত্র, চারি আনা পক্ক পত্র, বাকী দুই আনা অপক্ক পত্র। বাতাসে পতিত পত্র সকল সর সর শব্দ করিয়া সরিয়া যাইতেছে। নির্দ্দয় বাতাস কতকগুলার উপর আর কতকগুলাকে তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। তাহারা কাতর হইয়া যেন মর মর বলিয়া বাতাসকে গালি দিতেছে। বাতাস রাগিয়া জোর করিতেছে, আর পাতাগুলা খড় মড় খড় মড় করিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছে। আরণ্যভূমির কোন কোন স্থল বড় পরিষ্কার; প্রকৃতি যেন নিজ হস্তে সম্মার্জ্জনী দিয়া ঝাঁট দিয়াছে। আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সরু সরু পথগুলি এলোমেলো ধরণে শোভা পাইতেছে। বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের হস্ত ধারণ করিয়া সেই সকল পথের মধ্যে ইচ্ছানুরূপ গন্তব্য পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হইয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জয়রাম, ফল পাড়।"

"কই?"

"ঐ যে ঐ গাছে।"

"ও কি ফল?"

"খাইবার ফল।"

"তা তো বুঝিলাম। নাম কি?"

"তা' জানি না।"

"তবে আমিও পাড়িতে জানি না।"

"কেন?"

"নাম ধাম কুল শীল না জানিয়া কাহারও সহিত আত্মীয়তা করিতে নাই, করিলে বিপদ ঘটে।"

"ফলের সঙ্গে আবার আত্মীয়তা কি?"

"বলেন কি? মানুষের চেয়ে ফলের সঙ্গে আত্মীয়তা বেশী। মানুষের সঙ্গে চোখে মুখে আলাপ, কিন্তু ফলের সঙ্গে পেটে মুখে আলাপ। তবে বলুন দেখি, কা'র সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা?"

ফল সম্বন্ধে ফল কথা, জয়রাম গাছে চড়িতে ভয় করিত।

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। তা'র পর বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই না হয় পাড়িয়া ফলের সঙ্গে আত্মীয়তা করি, কিন্তু দেখিও তখন যেন আত্মীয়তার জন্য ছট্‌ফট্ না কর।"

জয়রাম মনে মনে কি ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পরে বলিল, "ও ফলের সঙ্গে আপনার চেনা শোনা আছে, আমি নূতন লোক, আপনিই আমার সহিত উহার আলাপ করাইয়া দিবেন।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "অত অলঙ্কার দিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? শাদা কথায় বলিলেই তো হইত যে, তুমি আগে না খাইলে আমি খাইব না।"

জয়রাম হাসিয়া বলিল, "দু'য়ে এক, একেই দুই। আর তাও তো আগেই বলিয়াছি।"

বীরেন্দ্রনাথ সম্মুখস্থ একটি বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া অনেকগুলি পক্ক ফল পাড়িলেন। কতকগুলি নিজের কোঁচড়ে রাখিলেন। বাকীগুলি "ধর, জয়রাম!" বলিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। ফেলিবার সময় পাঁচ ছয়টা ফল ঠক্ ঠক্ করিয়া জয়রামের মাথায় পড়িয়া গেল। ফলগুলি গাব ফলের মত, তাই রক্ষা। তবু জয়রাম "বাবা রে বাবা রে, যেন বাঁটুল!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। জয়রামও ভূবিক্ষিপ্ত ফলগুলি একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া এক স্থানে জমা করিল। তা'র পর সেই ফলগুলির সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথেরও ফলগুলি একত্র করিয়া নিজ উত্তরীয়ে একটি উঁচুদরের বোঁচকা বাঁধিল।

বীরেন্দ্রনাথ জয়রামকে বোঁচকা বাঁধিতে দেখিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও জয়রাম, সব সঞ্চয় করিলে যে? গোটা কএক জঠরানলে অপচয় কর!"

"আপনি আগে, আমি পরে, নৈলে চাদরেই সব অপচয় হইবে।"

"আমি না খাইলে নিশ্চয় কি তুমি খাইবে না?"

"এ দিকের সূর্য্য ওদিকে উঠিলেও আমার কথা নড়ে না।"

"আমি স্নান ও পূজাহ্নিক না করিলে কিছুই খাই না।"

জয়রামের চমক হইল, মুখখানা একটু ভারী হইয়া উঠিল। কোথায় সদৃষ্টান্ত প্রমাণ দেখিয়া এখনই দশ বিশ গণ্ডা ফল উদর-সমুদ্রে পা... একটু চড়া পড়িবে, না, একবারে অকূল পর্য্য... জয়রামের বড় ভাবনা হইল, কিন্তু ফিরিতে উপায় নাই। কিয়ৎক্ষণ চুপ করি... আমি রহিল। কিন্তু পেটের জ্বালায়

স্থত থাকিতে পারে? খিদের চোটে মুখ ফুটিল। বলিল, "এক কাজ করুন্ না?"

"কি?"

"কাল না হয় দু'দিনের পূজাহ্নিক সারিবেন।"

"তাও কি হয়?"

"না হ'বেই বা কেন? 'অতুরে নিয়মো নাস্তি'।"

"এখনও তত অতুর হই নাই।"

"তবে কি হ'বে?" এই বলিয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি অমন করিতেছ কেন?"

জয়রাম বিরক্তির সহিত বলিল, "আর কেন! পূর্ব্বজন্মের পাপেই লোকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মে!"

"সে কি?"

"তা' নহিলে ক্ষুধার সময় হাতের ফল হাতেই থাকে?"

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, জয়রাম অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে, অথচ তিনি না খাইলে নূতন ফল খাইবে না। কি করেন, তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই অরণ্যের অনতিদূরেই কালী-সুড়ঙ্গ। বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের সহিত সেই সুড়ঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। যে স্থলে মৃত্তিকার উপর সুড়ঙ্গের গুপ্তদ্বার, সেই স্থলে গিয়া বীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, আশে পাশে অনেকগুলা গাছ গাছড়া জন্মিয়াছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ, কিন্তু তালাবদ্ধ নহে। দেখিয়া কিয়ৎকাল কি ভাবিলেন। কিন্তু জয়রাম গুপ্তদ্বারের কোন চিহ্ন বুঝিতে পারিল না; বীরেন্দ্রনাথের চিন্তা বজড়িত মুখভাবের মর্ম্মও তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিল না। সে ক্ষুধার জ্বালায় আঁধার দেখিতেছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়রামহরণ।

বীরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে জয়রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জয়রাম! কালী দর্শন করিবে?"

জয়রাম বিস্মিত হইয়া বলিল, "বনের ভিতর কালী!"

"বনের ভিতর নয়, মাটীর ভিতর।"

জয়রামের বিস্ময় দ্বিগুণ বাড়িল। বলিল, "আপনি বলেন কি!"

"আমি ঠিক্ বলিতেছি।"

"আচ্ছা দেখিব।" জয়রামের কৌতূহল-স্রোত প্রবাহিত হইল। ক্ষণকালের জন্য জঠরজ্বালা ভুলিয়া গেল।

"দেখিবে চল" বলিতে বলিতে বীরেন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ দেহ নত করিয়া, দ্বারাচ্ছাদিত ডালপালাগুলা সরাইয়া ফেলিলেন। একগাছা বৃহৎ লৌহ-শৃঙ্খল দেখা দিল।

তদ্দর্শনে জয়রাম হাঁ করিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিল। মুখে কথা নাই।

তৎপরে বীরেন্দ্রনাথ কপাট-সংলগ্ন লৌহ-শৃঙ্খল ধরিয়া ঊর্দ্ধে টানিলেন। কড় কড় ঘড় ঘড় গোঁ গোঁ করিয়া কপাট উঠিল। জয়রাম বিস্ফারিত নেত্র আরো বিস্ফারিত করিয়া কপাটোত্থিত বৃহৎ ছিদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল—ঘোর অন্ধকার। কেবল বাহিরের আলোক পাইয়া সুড়ঙ্গের সম্মুখস্থ অন্ধকার কতকটা কমিয়াছে। তমসাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ দেখিয়া বিস্ময়াচ্ছন্ন জয়রাম ভাঙা ভাঙা কথায় বলিল, "এ কি!"

"এই কালীসুড়ঙ্গ।"

"আমি যাইব না।"

"ভয় কি?"

"ভরসাই বা কি?"

"আমি তোমার ভরসা। আমার সহিত আইস।"

"আপনি এ সুড়ঙ্গের কথা কোথায় জানিলেন?"

"এ আমারই সুড়ঙ্গ।"

"বলেন কি?"

"সত্য বলিতেছি।"

জয়রামের বিস্ময়ে ভয় মিশিল। বলিল, "তবে আপনি ভয়ানক লোক।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কি রকম?"

"ডাকাত।"

"কেমন করিয়া জানিলে?"

"ডাকাতের গল্প শুনিয়াছি।"

"কেমনতর গল্প?"

"ডাকাতদের এইরূপ গুপ্ত সুড়ঙ্গ থাকে। তারা দিনের বেলায় এমন স্থলে লুকাইয়া থাকে, আর রেতের বেলায় ডাকাতি করিতে যায়।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন,"আমি ডাকাত নহি।"

"না, আমি আর আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। ডাকাত তো দূরের কথা, আপনি ডাকাতের গুরু।"

জয়রামের বীরেন্দ্রনাথকে 'ডাকাতের গুরু' বলিবার অর্থ পাকা ডাকাত। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়াও, তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার অর্থ ধরিয়া বলিলেন,

জয়রাম, আমি 'ডাকাতের গুরু' ছিলাম, বটে, কিন্তু এক্ষণে নয়।"

"এখন কি?"

"এখন তুমিও যেমন।"

"না, আমার বিশ্বাস হয় না।"

"কি করিলে বিশ্বাস হয়?"

" 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ'। আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করুন্।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিলেন, বলিলেন, "আমিও যে ব্রাহ্মণ।"

জয়রাম বলিল, "শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের গুরুও যেমন ব্রাহ্মণ, তেমনি ব্রাহ্মণের গুরুও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের আবার ব্রাহ্মণ কোন্ জাতি?"

"কেন, দেবতা।"

"হাঁ, তা' বটে, কিন্তু কথাটা একই।"

"কি রকম একই?"

"এই যেমন বশিষ্ঠ ঋষির নন্দিনী নাম্নী কামধেনু হরণ করিতে গিয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জয়রাম, তুমি অল্প বয়সেই ভীমরথী হইয়াছ!"

"কি সে?"

"বশিষ্ঠ ঋষি ব্রাহ্মণ, কিন্তু বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া তপস্যায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহাতে দেবতা ও ব্রাহ্মণে যে সমান, তা'র প্রমাণ কি হইল?"

জয়রামের এই বার বোধোদয় হইল। কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, বটে বটে, তা' তা'—সুড়ঙ্গের অন্ধকার দেখিয়া আমার জ্ঞান চৈতন্যও অন্ধকারে ডুবিয়াছে। তা' যা' হোক্, আপনি আমাকে ছুঁইয়া দিব্য করুন।"

"আচ্ছা এই দিব্য করিলাম।" বলিতে বলিতে বীরেন্দ্রনাথ জয়রামের মস্তক স্পর্শ করিলেন। তা'র পর বলিলেন, "বিশ্বাস হইল তো?"

জয়রাম মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল "উঁ হুঁ।"

"তবে দেবতার পা ছুঁইয়া দিব্য করিব?"

"কোন্ দেবতা?"

"কালী।"

জয়রাম চমকিয়া বলিল, "এই সুড়ঙ্গের কালী?"

"হাঁ।"

"তা'র চেয়ে যমের বাড়ী গিয়ে যমের পা ছুঁয়ে দিব্য করা তো ভাল।"

বীরেন্দ্রনাথ আবার হাসিলেন। কিন্তু জয়রামের হাসি যেন গলার ফাঁসী হইয়া দাঁড়াইল। কথায় কথায় বত্রিশ পাটী দাঁত হাসি ঠেলিয়া বাহির হইত, এখন একটিও উঁকি ঝুঁকি দেয় না।

অনন্যোপায় হইয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জয়রাম, তুমি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে আমি না হয় ডাকাত।"

"না হয় ডাকাত কি? এ তো আর অনুরোধ উপরোধের কথা নয়,—সত্য কথা।"

"আচ্ছা, তাই। কিন্তু, নির্ব্বোধ, বল দেখি, ডাকাতে তোমার কি ধন রত্ন লুঠ করিবে? তুমি নিজে পেট ভরিয়া খাইতে পাও না বলিয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত, তবু তোমার ডাকাতের ভয়!"

বাতবন্ধু জয়রামের বাতস্রোত অন্য দিকে বহিল। কহিল, "চাকুরীর জন্য লালায়িত বলিয়া কি ডাকাতের দলে মিশিয়া ডাকাতি করিব?"

বীরেন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া বলিলেন, "না হয়,ডাকাতের লুঠতরাজের মোট বহিও।"

"তা বলিবেন বৈ কি! বরং ভদ্র লোকের আস্তাকুড় ভাল, তবু ছোট লোকের সিংহাসনও কিছু নয়।"

"তবে আমাকে ডাকাত বলিতেছ কেন! তুমি তো আমার সমস্ত পরিচয় সেই সে দিন সন্ধ্যার পর মধুপুরের সীমায় জানিয়াছ। নিজে গিয়াও আমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার দেখিয়া আসিয়াছ। মধুপুরের বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত জগদীশ শর্ম্মার নাম কে না জানে! তোমাদের শ্যামগ্রামও তো তাঁহারই জমীদারীভুক্ত। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার জামাতা। এত জানিয়াও এবং স্বচক্ষে কতক কতক দেখিয়াও তবু তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ?"

জয়রামের বাতিকের স্রোত আরও কমিল। বলিল, "ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায়? আপনি রাগ করিবেন না। তবে কি জানেন, আমি সুড়ঙ্গের ভিতর যাইতে পারিব না।"

"আচ্ছা নাই যাও, কিন্তু আমাকে ডাকাত বলিয়া আর সন্দেহ নাই তো?"

"আজ্ঞে না।" এই বলিয়া জয়রাম আবার মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আবার কি হইল?"

"এমন কিছু না, তবে কি না আপনি বলিলেন যে, এ সুড়ঙ্গটা আপনার আর আপনি পূর্ব্বে ডাকাতের গুরু ছিলেন, এ দু'টো কথার মানে কি?"

এই কথা শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া, মনে মনে বলিলেন, "জয়রাম আমাকে বড় গোলযোগে ফেলিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, এখন ইহাকে কোন কথা বলিব না, কিন্তু ঘটনায় পড়িয়া বলিতে হইল, নতুবা এ লোকটা পলাইয়া যাইতে পারে।" এই ভাবিয়া জয়রামকে বলিলেন, "যাহা বলিব, বিশ্বাস করিবে তো?"

"করিব।"

"ঠিক বলিতেছ?"

"ঠিক।"

তখন বীরেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে পিতা মাতা ভ্রাতার সহিত নবদ্বীপ হইতে নৌকাযোগে সপ্তগ্রামযাত্রা হইতে বর্ত্তমান গৃহত্যাগ করিয়া অজয়ের মঠে আসিবার ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন। জয়রাম কখন ভয়ে, কখন বিস্ময়ে, কখন কৌতূহলে, কখন আহ্লাদে শুনিতে লাগিল। কিন্তু সেই অদ্ভুত ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিবার আগ্রহ কমিল না। ঘটনাবর্ণন শেষ হইল।

এই বার জয়রাম বলিল, "আগে আমাকে এই সব কথা বলিলে সকল গোল সকল সন্দেহ কোন্ কালে মিটিয়া যাইত। যাই হোক, কোথায় আমার চাকুরী করিয়া দিবেন?"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি মূলমন্ত্র ভুলিবার পাত্র নও। তা' তুমি ভাবিও না, দুই চারি দিন অপেক্ষা কর, কোন বড় লোকের নিকট তোমার চাকুরী করিয়া দিব।"

"আমি বড় গরীব, এ কথা যেন আপনার মনে থাকে।"

"তোমার যা'তে ভাল হয়, তা' আমি নিশ্চয় করিয়া দিব।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "আইস, এখন সুড়ঙ্গের ভিতর যাই।"

জয়রাম আবার ভীত হইল। বলিল, 'মাপ করুন্। আপনি যান, আমি এইখানে বসিয়া থাকি।"

"তুমি যদি পলাইয়া যাও?"

"কোথায় পলাইব? আমার দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়াছে। আপনি সঙ্গে করিয়া না লইয়া গেলে আমি কোথাও যাইতে পারিব না। আমার বড় ক্ষুধা বাড়িয়াছে।"

"আচ্ছা, তবে তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি কালীপূজা করিয়া শীঘ্রই আসিতেছি। আজ আর তোমার জন্য স্নান হইল না।"

"তা কি করিবেন বলুন। না হয় আপনার স্নান না করিবার পাপ আমাকেই অর্শাইবে।" এই বলিয়া আবার বলিল, "মহাশয়, সুড়ঙ্গে টাকা আছে?"

আত্মকাহিনী বলিবার সময়, যেখানে এই কালী-সুড়ঙ্গের কথা উঠিয়াছিল, সেখানে বীরেন্দ্রনাথ সুড়ঙ্গস্থ গুপ্ত অর্থের কথা বলিয়াছিলেন। তাই জয়রাম টাকার কথা বলিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জয়রাম, অনেক টাকা মোহর ছিল, কিন্তু এখনকার কথা বলিতে পারি না। যদি থাকে, তবে তোমার আশা মিটাইয়া দিব।"

টাকার নাম শুনিলে ভরসায় ভয় আবার ভয়ে ভরসা হয়। এখানে জয়রামের ভয়ে ভরসা হইল। বলিল, "তা শীঘ্র শীঘ্র যান, আমি নিশ্চয় পলাইব না।"

তখন বীরেন্দ্রনাথ "পলাইলে তোমারই ক্ষতি হইবে" বলিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জয়রাম এক বার মাত্র চকিতের ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে পাইল। পরক্ষণেই অন্ধকার। সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়িয়া যাইবার ভয়ে জয়রাম তোলা কপাট ফেলিয়া দিল। বীরেন্দ্রনাথ নীচে ধাক্কা দিলে আবার কপাট খুলিয়া দিবে ঠিক করিয়া রাখিল।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ সুড়ঙ্গমুখে অপেক্ষা করিয়া গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের ন্যায় জয়রাম ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক বার ইচ্ছা হইল উত্তরীয়বদ্ধ ফলগুলা খাইয়া ফেলে, আবার বিষফল ভাবিয়া মনের ইচ্ছা মনেই

চাপিল। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুধা-দেবী নূতন বুদ্ধি যোগাইয়া দিলেন। জয়রাম তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের নিকট হইতে কতক দূরে একটা তেঁতুল গাছের কাছাকাছি গিয়া চার পাঁচটা ফল ফেলিয়া দূরে সরিয়া আসিল। তেঁতুল গাছে দশ বারটা কাঠবিড়ালী কিচমিচ করিয়া লাঙ্গুল তুলিয়া ধাওয়াধাওই করিতেছিল। পাঁচ ছয়টা নামিয়া আসিয়া জয়রামের নিক্ষিপ্ত ফলগুলি খাইতে আরম্ভ করিল। জয়রাম দূর হইতে দেখিয়া, আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "বলি-হারি বুদ্ধি আমার!" এই বলিয়া তেঁতুলতলার মাটী চাপিয়া বসিল। বসিয়াই একটির পর একটি করিয়া তিন ভাগ ফল লোপাট করিল। খাইতে খাইতে এক বার বলিল, "এমন অমৃত ফলকে বিষফল ভাবিয়াছিলাম!—ছি, আমাকে ধিক্! এইজন্যেই তো আমার দুর্দ্দশা ঘোচে না।—যাই হোক, আর আমায় পায় কে? এক এক দিনে এক একটা গাছ সাবাড় করিব।"

দেখিতে দেখিতে জয়রাম ওজনে ভারী হইল। বোধ হয়, চার পাঁচ সের ফল বস্তা-বোঝাই হইল। পেট ভরিবার পর মনে হইল, সন্ধ্যাহ্নিক হয় নাই। তখন জয়রাম মনকে প্রবোধ দিয়া বলিল, "আহ্নিকং দ্বিবিধং প্রোক্তং ফলে জলে চ বা তু হি।" এই অদ্ভুত শ্লোকটি জয়রাম পণ্ডিতের স্ব-রচিত। শেষ রক্ষা করিতে না পারিয়া 'চ বা তু হি' যুড়িয়া দিল। জয়রাম কবিরত্নের মত অনেক কবির এইরূপ কাব্য-স্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত।

অনন্তর জয়রাম সুস্থ হইয়া গান ধরিল—

"স্বর্গ নরক দুটি ভায়রা-ভাই,
আমার পেটের ভিতর দেখ্‌তে পাই।
পেট জ্বল্‌লেই নরক দেখা যায়,
পেট ভোরলেই স্বর্গ শোভা পায়,
নরক ছেড়ে স্বর্গপুরে
এতক্ষণে পেলেম ঠাঁই॥
অবোধ নরে উপোস করে
স্বর্গ পা'বার তরে,
ঘরের কড়ি পরকে দিয়ে
পেট শুকিয়ে মরে;—
(ওদিকে) পুরুত গুরু স্বর্গে চলেন,
যজমানের পো পান না খাই॥
সেয়ান যা'রা, ভেয়ান তা'রা
করে পেট-খোলায়,
মনের সুখে হাত বাড়িয়ে
সুখের স্বর্গ পায়;—
(আরে রে) তাই বলি মন!
আয় রে দু'জন,
মনের সাধে স্বর্গে যাই।"

এই পর্য্যন্ত গাহিয়া আবার গোটা দুই ফল খাইয়া ফেলিল। আবার চক্ষু বুজিয়া গীতটির পাল্টাই ধরিল।

এমন সময়ে হঠাৎ যমদূতের ন্যায় দুই জন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশিষ্ট লোক জয়রামের পশ্চাদ্ভাগে আস্তে আস্তে পা টিপিয়া আসিয়া, একজন এক-খানা চাদরে তাহার চোক মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। জয়রামের বাক্‌শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বন্ধ হইয়া গেল। তা'র পর আর এক জন পিঠমোড়া করিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় জয়রামের মনের ভিতর যে, কি হইতে লাগিল, তা' আর বলিতে হইবে না। অনন্তর সেই দুই জন লোক জয়রামকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া, নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবনারায়ণ শর্ম্মা।

এ দিকে বীরেন্দ্রনাথ সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, বড় অন্ধকার। যদিও সুড়ঙ্গ তাঁহার পরিচিত, তথাপি অনেক দিন হইতে তন্মধ্যে গতিবিধি না থাকাতে, অন্ধকার ভেদ করিয়া আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অসুবিধা হইয়া উঠিল। তিনি এক বার বাহিরে গিয়া আলোক আনিবার কথা ভাবিলেন। আবার ভাবিলেন, তা' করিতে গেলে বিলম্ব হইবে, জয়রাম ক্ষুধার জ্বালায় আরও আকুল হইবে। সুতরাং আস্তে আস্তে কালীগৃহে গিয়া পূজা করাই ভাল। এইরূপ ভাবিয়া আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। অনেক দিন প্রবেশ করেন নাই বলিয়া চলিবার সময় এক এক বার পায়ে হোঁচোট লাগিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বীরেন্দ্র-নাথ সুড়ঙ্গের আরও কিয়দ্দূরে প্রবেশ করি-লেন। সুড়ঙ্গের ভিতর দেওয়ালের পর দেও-য়াল, কক্ষের পর কক্ষ সুকৌশলে নির্ম্মিত। তিনি বরাবর সোজা যাইতে যাইতে অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাম দিকে বাঁকিলেন। সেই দিকে কতক দূর গিয়া তাঁহার চক্ষে আলোকের

আভা লাগিল। বীরেন্দ্রনাথ চমকিত, বিস্মিত ও কতকটা ভীত হইলেন। পরের হাতে নিজের জিনিষও পর হয়, তাই তিনি ভীত হইলেন। বিশেষতঃ সুড়ঙ্গ ভয়ানক স্থান। নাম শুনিলেই ভয় হয়, তা প্রবেশ করা তো অনেক দূরের কথা। বীরেন্দ্রনাথ আলোকাভা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। তা'র পর কি ভাবিয়া আবার সেই আলোকের দিকে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিলেন। ভয়েও তাঁহার ভরসা ও সাহস কেমন করিয়া হইল? এই সুড়ঙ্গই তাঁহার ভরসা ও সাহস-শিক্ষক। পূর্ব্বে তিনি দস্যুগুরু হইয়া এই সুড়ঙ্গেই ভরসা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সাহসিক হইয়াছিলেন। চর্চ্চা না থাকিলেও আজিও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। তবে কথা এই, সেই ভরসা ও সাহসে এক্ষণে কতকটা সতর্কতা মিশিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ সতর্ক হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখানে সতর্কতার ধর্ম্ম কি? কোনরূপ পদশব্দ বা কণ্ঠশব্দ না হওয়া।

কিয়ৎক্ষণ পরে, যে কক্ষ হইতে আলোক আসিতেছিল, বীরেন্দ্রনাথ তাহার সন্নিকট হইলেন। ঠিক্ কক্ষদ্বারে সম্মুখীন না হইয়া, দ্বার-পার্শ্ব হইতে উঁকি পাড়িয়া দেখিলেন, কক্ষমধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং তাহার নিকটে এক জন পুরুষ অধোমুখে বসিয়া কি ভাবিতেছে। তাহার তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যে, সে যেন কোন নিগূঢ় চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া আছে। বীরেন্দ্রনাথ এক বার ভাবিলেন, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার ভাবিলেন, এমন স্থলে অপরিচিত লোকের সহিত হঠাৎ কথা কওয়া উচিত নহে। এই ভাবিয়া উৎকর্ণ ও সতর্ক হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কক্ষবহির্ভাগে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে গেল।

এমন সময়ে কক্ষোপবিষ্ট পুরুষ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিল, "হা জগদীশ্বর, যে রক্ষক, সেই ভক্ষক হইল।" আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, আবার বলিতে লাগিল, "নারায়ণ, মানবভাগ্যের পরিণাম কি এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণাময় করিয়াই সৃষ্টি করিতে হয়? তোমা হেন পরম দয়াল পিতা থাকিতেও আমাকে এত দুঃখ, এত মনোবেদনা এবং এত আত্মীয়-বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে! কবে, প্রভো! এ নরককুণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইব?" এই বলিতে বলিতে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া আবার বলিল, "আর পরিত্রাণ!—দুরাচার মুসলমান আমায় শূলে দিবে!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই বার বীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন, "এ ব্যক্তি বন্দী। এই সুড়ঙ্গ কি আজিও বন্দীর কারাগার? এক দিন আমিও এই কারাগারে প্রাণসদৃশ কনিষ্ঠ সহোদর ধীরেন্দ্রনাথকে এবং তাঁহার তাৎকালিক ভাবী পত্নী হিরণ্ময়ীকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম। হা, আজিও কি এখানে সেই স্রোত বহিতেছে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার মনে মনে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে বন্দী করিয়া যে মহাপাপ করিয়াছি এবং যে মহাপাপের জন্য লোকালয়ে থাকিতে না পারিয়া আবার গৃহত্যাগী হইয়াছি, আজ সেই মহাপাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব—এই বন্দীকে মুক্ত করিব। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই—প্রতিভাময়ী কিরণময়ীর পন্থানুসরণ করি।" এই বলিয়াই বন্দীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

চিন্তামগ্ন বন্দী সহসা বীরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল নিশ্চল চক্ষে ও নির্ব্বাক্ মুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মনোমধ্যে আশঙ্কার সহিত বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। বন্দী কথা কহিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। বীরেন্দ্রনাথ নিকটে গিয়া দেখিলেন, তাহার হস্তপদ লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ।

বীরেন্দ্রনাথ বন্দীকে ভীত ও বিস্মিত দেখিয়া অগ্রে কথা কহিলেন। বলিলেন, "ভয় করিবার কারণ নাই। আমি মুসলমান নহি।"

কথায় কথা টানে। বন্দী উত্তর করিল, "তবে তুমি বাঙ্গালী দস্যু?"

"আমি বাঙ্গালী বটে, দস্যু নহি।"

"তবে কে?

"ব্রাহ্মণ।"

"ব্রাহ্মণ?"

"হাঁ মহাশয়!" বীরেন্দ্রনাথ এই বলিয়া আবার বলিলেন, "আপনাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

বন্দী নিজ যজ্ঞোপবীতের দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিল। বলিল, "আমিও ব্রাহ্মণ।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার নাম কি?"

"বলিতে ভয় হয়।"

"আপনার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমা হইতে আপনার অণুমাত্রও অপকার হইবে না।"

শপথে আশ্বস্ত হইয়া বন্দী বলিল, "আমার নাম শ্রীদেবনারায়ণ শর্ম্মা।"

"নিবাস?"

"গঙ্গার পূর্ব্ব পারে।"

"কোথায়?"

"গোবিন্দপুরে।"

"আপনার বিষয়কার্য্য কি?"

"বিষয়কার্য্য এমন কিছুই নাই, তবে কিঞ্চিৎ জমীদারী আছে।" বলিয়াই বন্দী আবার বলিলেন, "আর আছে, বলিতেছি কেন?—ছিল।"

"আপনি এই সুড়ঙ্গে বন্দী হইলেন কি রূপে?"

"সে অনেক কথা।"

"সংক্ষেপে বলুন।"

"তবে বলি" বলিয়া বন্দী এইরূপে আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কয়েক মাস গত হইল, এক দিন মধ্যরাত্রের অব্যবহিত পরে আমার বাটীতে ডাকাত পড়ে। তাহার পূর্ব্বদিন আমার একটি ষোড়শবর্ষীয় পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে আমরা সকলেই শোকার্ত্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং আমার যথেষ্ট লোক জন থাকাতেও ডাকাতদিগকে বাধা দিতে পারিলাম না। বিপদের উপর বিপৎপাত হওয়াতে আমরা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ডাকাতেরা দলে অনেক লোক ছিল। প্রবল স্রোতের ন্যায় বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। বলিব কি, দুরাত্মারা আমার প্রায় যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গেল। আমার যে কএক জন দ্বারবান্ তাহাদিগকে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই জন হত ও চার পাঁচ জন আহত হইল।

সেই কএক জন প্রভুভক্ত দ্বারবানদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছাদ হইতে তীর মারিয়া এক জন দস্যুকে বিদ্ধ করিয়াছিল। শরবিদ্ধ দস্যু যন্ত্রণাতেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ঘুরিতে ঘুরিতে আমার প্রাঙ্গনস্থ বৃহৎ কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। অন্যান্য দস্যুগণ তখন অন্তঃপুরমধ্যে নিদারুণ চীৎকার ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া, তীরবিদ্ধ দস্যুকে কূপমধ্যে পড়িতে দেখিতে পাইল না। অনন্তর তাহারা অল্পকাল মধ্যেই কৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করিল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্দী আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। এক বার ভাবিলেন, "এই বন্দী গঙ্গাপারস্থ গোবিপুন্দরের জমীদার। আমার মনে পড়িতেছে, বীরচাঁদ যখন রাগ করিয়া আমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন চন্দুরে এক দিন অজয়ের মাঠে আমার নিকট বিদায় লইয়া ছলে কলে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, গঙ্গাপারে গোবিন্দপুরের এক জন জমীদারের বাড়ীতে। এই বন্দীই কি সেই জমীদার? হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট ঘটনা না শুনিলে ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না। ডাকাত তো সকল দেশেই আছে।" এই ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে বন্দী হইলেন কিরূপে?"

বন্দী সদুঃখে উত্তর করিলেন, "সে দুঃখের কথা আর বলিব কি! যাহারা রক্ষক, তাহারাই ভক্ষক হইয়া আমাকে এই অন্ধকার নরকে বদ্ধ করিয়াছে।"

বীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসিলেন, "তাঁ'রা কারা?"

"একজন মুসলমান দারোগা এবং আর এক জন মুসলমান বিচারক।"

"তারা কি করিয়া আপনাকে বন্দী করিল?"

বন্দী আবার বলিতে লাগিলেন, "বাঙ্গালিমাত্রেই জানে, আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল, আমরা মুসলমানের অধীন হইয়াছি। এক্ষণে মুসলমান শান্তিরক্ষক আমাদের শান্তিরক্ষার ভার লইয়াছে। যদিও অনেক রাজকার্য্যে বাঙ্গালিও আছে, তথাপি মুসলমান রাজা মুসলমানকেই বড় বড় পদগুলি দিয়াছে। আমার সেই বিপদরাত্রির কথা থানায় গিয়া জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ থানা হইতে দশ বার জন হিন্দু মুসলমান চৌকীদার ও এক জন মুসলমান দারোগা আসিয়া বাড়ীর অবস্থা দেখিতে লাগিল। তা'র পর আমি কূপপতিত দস্যুর কথা দারোগাকে বলিলাম। তৎক্ষণাৎ দারোগার আদেশে সেই

দস্যুকে উপরে তোলা হইল। কূপের খোলে জালি ছিল বলিয়া দস্যু তখনও মরে নাই।

"দারোগা লোক দিয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেল। চিকিৎসায় তুই তিন দিনের মধ্যে আহত দস্যু আরোগ্য লাভ করিল। তা'র পর আমি ও আমার লোক জন থানায় গিয়া ডাকাতি সম্বন্ধে এজেহার দিলাম। দস্যু কিছুই মানিল না। গোলমাল করিয়া দোষ কাটাইতে লাগিল। তখন দারোগা হাতকড়ি দিয়া দস্যুকে হাজতে আটক করিয়া রাখিল, এবং আমাকে বলিয়া দিল, 'আরও দিন কএক যাক্, এই দস্যু হইতেই ইহার সঙ্গিগণকে ধরিব।' আমি আমার লোক জন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

"তা'র পর দারোগা থানায় থানায় সংবাদ পাঠাইল এবং নিজ থানার লোক জনের সহিত নিজে সেই দস্যুকে লইয়া, আজ এখানে, কাল সেখানে করিয়া, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তথাপি সন্ধান হইল না। আরও কিছু দিন চলিয়া গেল। তা'র পর দারোগা সেই দস্যুকে পীড়নের উপর পীড়ন করিয়া সন্ধান পাইল। অনেক দিনের পর আমার সর্ব্বনাশকারী দস্যুগণ ধৃত হইল। অনন্তর তাহারা গৌড় নগরের ফৌজদারীতে বিচারার্থ প্রেরিত হইল।

"গৌড় নগরের ফৌজদারী কাছারির বিচারপতি মুসলমান। তাহার নাম ইযুফ্ খাঁ। সে মুসলমান গৌড়েশ্বর সুলতান্ গায়সুদ্দিনের শ্যালক। রাজার শ্যালক, সুতরাং সেও যেন গৌড়ের দ্বিতীয় রাজা! আমার দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক বা তাহার সৌভাগ্য-বলেই হউক, আমার ধনলুণ্ঠক ডাকাইতদের বিচারভার তাহারই হস্তে পড়িল। যে দিন বিচার হইবার কথা, সে দিন আমি সাক্ষিগণকে লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু বিচার স্থগিত থাকিল। আর দুই সপ্তাহ পরে বিচারের দিন অবধারিত হইল। আমি বিচারপতিকে সেরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, 'আমার ইচ্ছা।'

"বিচারপতির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া আমি চিন্তিত হইলাম। কিন্তু কি করি, উপায় নাই, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। গৌড় নগরের বাসায় আমার দুই জন লোক রহিল।

"আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিবার তিন দিন পরে গৌড়নগরের ফৌজদারী কাছারির এক জন চৌকীদার আমার নিকট আসিল। তাহার সহিত আমার গৌড় নগরের বাসার এক জন লোক ছিল। চৌকীদার আসিয়া আমার হস্তে একখানা পরওয়ানা দিল। তাড়াতাড়ি পরওয়ানাখানা পড়িলাম। পড়িয়াই স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হইলাম। পরওয়ানাবাহক চৌকীদার চলিয়া গেল। পরওয়ানাখানায় এই লেখা ছিল—

'শ্রীদেবনারায়ণ শর্ম্মা,

গোবিন্দপুরের জমীদার সমীপেষু।

তুমি নির্দ্ধারিত দিনে তোমার বাড়ীর ডাকাইতি মোকদ্দমার সময় তোমার কন্যা ইন্দুমুখীকে আদালতে হাজির করিবে। ইন্দুমুখীও তোমার মত ফরিয়াদী, অথচ প্রধান সাক্ষী। সে না হইলে ডাকাইতির বিচার হইবে না। এমন কি, তাহাকে হাজির না করিলে তুমি বিপদে পড়িবে। আমার হুকুম তামিল করিতে কোন মতে অন্যথা করিবা না।

ইযুফ খাঁ,

বিচারপতি।'

"আমি সেই ভয়ানক পরওয়ানাখানা পড়িয়া, আমার লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি রূপ হইল? আমার কন্যা ইন্দুমুখী অন্যতর ফরিয়াদী ও প্রধান সাক্ষী বলিয়া এ পরওয়ানা কেন আসিল?'

"সে দুঃখিত চিত্তে বলিল, 'আর বলিব কি বলুন, দুরাচার দারোগাই এই সর্ব্বনাশকর পরওয়ানা জাহির করিবার মূল। সে উচ্চপদ পাইবার জন্য দুরভিসন্ধি করিয়া, বিচারপতি ইযুফ খাঁকে প্রলোভন দিয়াছে।'

"আমি চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম, 'সে কি কথা! তুমি সমস্ত খুলিয়া বল।'

"সে বলিল, 'মহাশয়, সে অনেক কথা। ইহার পর গোপনে বলিব। এখন এই মাত্র বলিতেছি, আপনি খুব সতর্ক হউন, আপনার কন্যা ইন্দুমুখীকে স্থানান্তরিত করিয়া গোপনে রাখুন। বলিতে নাই, কিন্তু না বলিলেও নয়, আপনি কোন রকমে রটাইয়া দিন যে, ইন্দুমুখীর মৃত্যু হইয়াছে।'

"আমি অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, 'মুসলমান না করিতে

পারে এমন কাজই নাই। যে মুসলমান চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের বঙ্গদেশ কাড়িয়া লইয়াছে, সে যে হিন্দুজাতির জাতি-নাশ করিতে পারে, তাহার আশ্চর্য্য কি! এই কএক বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি, মুসলমান জাতি অতিশয় কামাতুর। আমরা সম্প্রতি পরাধীন বাঙ্গালি, সুতরাং মুসলমানের হস্তে আমাদের মান রক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। দারোগা মুসলমান, বিচারকও মুসলমান। এখন দেখিতেছি পরওয়ানাখানা আমার জাতি-যশোনাশের মূলসূত্র হইল।

"অনন্তর আমি আমার লোকের কথামত কার্য্য করিলাম। ইন্দুমুখীকে গোপনে লুকাইয়া রাখিলাম। তা'র পর বিচারের নির্দ্ধারিত দিনে অপরাপর পুরুষ সাক্ষী লইয়া পুনর্ব্বার গৌড় নগরে উপস্থিত হইলাম।

"অনন্তর বিচার আরম্ভ হইল। এক দিকে আসামী দস্যুগণ এবং অন্য দিকে আমি ও আমার সাক্ষিগণ। বিচারক ইযুফ খাঁ আমাকে বলিল, 'তুমি পরওয়ানার লিখিতমত সমস্ত কার্য্য করিয়াছ তো?'

"আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে, আমি ও আমার সাক্ষিগণ হাজির।'

"ইযুফ খাঁ আমাকে আর কিছু না বলিয়া ইন্দুমুখীর তলব করিল। আমি বলিলাম, 'ধর্ম্মাবতার, আমার কন্যা ইন্দুমুখী বাঁচিয়া নাই। ভ্রাতৃশোকে সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।'

"অমনি দারোগা বলিয়া উঠিল, 'আপনি কি বলিতেছেন? ইন্দুমুখী বাঁচিয়া নাই বলিয়া আপনার বাঁচিবার পথ বন্ধ করিতেছেন কেন?"

"আমি বলিলাম, 'মৃত ব্যক্তিকে কিরূপে আনিব?'

"'যমের বাড়ী গিয়া!' ইযুফ খাঁ ব্যঙ্গোক্তিতে মুখভঙ্গি করিয়া এই কথা বলিল। আমি দুঃখিত ও শঙ্কিত হইলাম।

"তা'র পর দারোগা আমাকে বলিল, "আমরা আপনার মৎলব বুঝিয়াছি। আপনি অপরাধী, নহিলে ইন্দুমুখীকে আনিলেন না কেন? পরওয়ানার হুকুম তামিল না করাতে আপনি আদালতের অপমান করিয়াছেন। এই অপরাধে এবং মিথ্যা কথা কহিবার অপরাধে আপনার খুব সাজা হইবে; অতএব আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া সত্য কথা বলুন। ইন্দুমুখী কোথায়?'

"আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। বিচারক ইযুফ খাঁকে বলিলাম, 'ধর্ম্মবতার, ইন্দুমুখী জীবিত নাই, এক্ষণে আপনার যাহা সুবিচার বলিয়া বোধ হয়, তাই করুন্।'

"ইযুফ খাঁ রুষ্ট হইয়া উঠিল। দারোগাও রাগে গরগর করিতে লাগিল। আমি আতঙ্কে ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলাম। তা'র পর দারোগা ইযুফ খাঁর কানে কানে কি বলিল। অমনি ইযুফ খাঁ দারোগাকে হুকুম দিল, 'তুমি দেবনারায়ণ শর্ম্মার হাতে হাতকড়ি দাও। দেবনারায়ণও ডাকাইত।'

"আমি তখন যে কিরূপ হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। আমার সাক্ষিগণ দুঃখ শোকে হাহাকার করিতে লাগিল। আজ্ঞামাত্র আমার হাতে হাতকড়ি পড়িল। তা'র পর দারোগা আমাকে বলিল, 'এখনও বলিতেছি আপনার কন্যা ইন্দুমুখীকে হাজির করুন, নতুবা আপনার নিদারুণ বিপদ ঘটিবে।'

"আমি দারোগাকে কিছু না বলিয়া ইযুফ খাঁকে বলিলাম, 'ধর্ম্মাবতার, এ কি রূপ বিচার হইল? আপনি ধর্ম্মের তুলাদণ্ডধারী, অপক্ষপাতে বিচার করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন।'

"'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।' আমার কথায় ইযুফ খাঁ আরও জলিয়া উঠিল। বলিল, 'তোমার মেয়েকে না আনিলে তোমাকে শূলে দেওয়া হইবে।'

"আমি এই কথা শুনিয়া এক বার কাঁপিয়া উঠিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে বলিলাম, 'মরিবার ভয় করি কেন? যে দিন হইতে বঙ্গদেশ যবনস্পর্শ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তো আমরা মরিয়া আছি। মৃত্যুর উপর আবার মৃত্যুর ভয় কি?'

"অনন্তর পাপিষ্ঠ দারোগার সহিত দুরাত্মা ইযুফ খাঁ চুপে চুপে, কি পরামর্শ করিল, তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এই সুড়ঙ্গে রুদ্ধ হইয়া বুঝিয়াছি। আমি আমার প্রাণসদৃশী কন্যা ইন্দুমুখীকে হাজির না করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। এই নরককুণ্ডে পড়িয়া বহু দিন হইতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আর কিছু দিন দেখিয়া দুরাচার দারোগা ও ইযুফ খাঁ আমাকে শূলে দিবে। দেয় দিক, তথাপি কোট বজায় রাখিব।" এই

পর্য্যন্ত বলিয়া বন্দী দেবনারায়ণ আবার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ একমনে এই সকল কথা শুনিলেন। মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। তা'র পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, মুসলমানেরা এই নিবিড় অরণ্যস্থ গুপ্ত সুড়ঙ্গের অনুসন্ধান কিরূপে পাইল বলিতে পারেন?"

বন্দী দেবনারায়ণ উত্তর করিলেন, "কতক কতক পারি।'

"বলুন, তবে?"

"যে সকল ডাকাত আমার বাড়ীতে পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন সর্দ্দার ছিল। তাহার নাম চন্দুরে। সে বলিষ্ঠ যুবা। দারোগা তাহাকে এবং তাহার ত্রিশ চল্লিশ জন অনুচরকে আহত দস্যু দ্বারা এই স্থানেই ধরিয়াছিল। এই সুড়ঙ্গে কালীদেবীর একটি মূর্ত্তি ছিল। দারোগার অনুচর মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। অনেক গুপ্ত ধন ছিল, তাহাও দারোগা বাহির করিয়া লইয়াছে। তা ছাড়া আরও শুনিয়াছি, চন্দুরে নাকি বলিয়াছিল, যে, এখানে তাহাদের এক জন গুরু ছিল, তাহার নাম ভৈরবানন্দ কাপালিক।"

বীরেন্দ্রনাথ এতক্ষণে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সন্দেহ মিটিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "চন্দুরে গোবিন্দপুরের যে জমীদারের বাটীতে ডাকাতি করিতে যাইবার কথা বলিয়াছিল, এই বন্দীই সেই জমীদার। বন্দীর সম্মুখে আমি সেই দস্যুগুরু ভৈরবানন্দ কাপালিক! বিধাতার নির্ব্বন্ধ অতি বিচিত্র। আজ আমি এ কি দেখিলাম!" মনে মনে এই বলিয়া আবার বলিলেন, "আমারি শিষ্য দস্যুসর্দ্দার চন্দুরে অনুচরগণের সহিত ধৃত হইয়াছে! বিধাতার ইচ্ছা অতি অদ্ভুত! আমার পূজিতা কালীমূর্ত্তি যবনহস্তে চূর্ণীকৃত হইয়াছে! কালের কার্য্য অতি জটিল! তা' যা'ই হউক, কিন্তু আমি মহাপাপী! আমারই পাপে নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণ জমীদার দেবনারায়ণ আজ বন্দী—আসন্ন মৃত্যুগ্রাসে পতনোন্মুখ! আমি যদি দস্যুগুরু না হইতাম, যদি দস্যু চন্দুরেকে গোবিন্দপুরে ডাকাতি করিতে যাইবার জন্য আদেশ না দিতাম, তবে কি এই ব্রাহ্মণ বন্দী হইতেন? যা' হইবার হইয়াছে, এখন তা' আর ভাবিব না। এখন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় উপস্থিত। মা পাপনাশিনি কালিকে! আমার পাপ নাশ কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" মনে মনে এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, যে দারোগা শুভচ্ছলে আপনার ঈদৃশ অশুভ সংসাধন করিয়াছে, তাহার নাম কি?"

"ইব্রাহিম খাঁ।"

"সে এখন কোথায়?"

"সে এখন গৌড়নগরে ইযুফ খাঁর নিকট আছে। এক এক দিন এখানে আসিয়া আমাকে পীড়ন করে, ভয় দেখায়, অবশেষে প্রলোভন দেয়। আমি কোন মতেই স্বীকৃত হই না। আবার ভয় দেখাইয়া চলিয়া যায়। দশ বার দিন গত হইল, এক বার আসিয়াছিল। এ বারে বলিয়া গিয়াছে যে, আর এক মাস অপেক্ষা করিয়া আমাকে শূলে দিবে।"

"এখানে কত লোক আছে?"

"আট দশ জন।"

"তাহারা সকলেই মুসলমান?"

"হাঁ।"

"আপনি আহার করেন কিরূপে?"

"সন্ধ্যার পর সুড়ঙ্গরক্ষক মুসলমানেরা আসিয়া আমার শৃঙ্খল খুলিয়া দেয়। চাল ডাল কাষ্ঠ আনিয়া দেয়। আমি স্বহস্তে পাক করিয়া কথঞ্চিৎ আহার করি। খাইবার ইচ্ছা হয় না। তাহারা ভয় দেখাইয়া আহার করায়। আমি অনাহারে মরিলে, তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বলিয়া আমাকে আহার করায়।"

"এখন সে সকল মুসলমান কোথায়?"

"তা' জানি না। তবে অনুমান হয়, সুড়ঙ্গের বাহিরে আছে।"

"কই, আমি সুড়ঙ্গে আসিবার সময় কাহাকেও তো দেখিতে পাই নাই।"

"তবে বোধ হয়, আহার্য্য সংগ্রহের জন্য দূরস্থ গ্রামে গিয়া থাকিবে।"

"আমি যখন এখানে আসি, তখন সুড়ঙ্গের দ্বার তালাবদ্ধ ছিল না। তাহারা কপাট খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

"আমি শৃঙ্খলবদ্ধ বন্দী, তাহাদের ভয় কি?"

"তা বটে।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "আজ আমি আপনাকে মুক্ত করিব।"

"শৃঙ্খল খুলিবেন কিরূপে? শৃঙ্খলে চাবি দেওয়া আছে।"

"চাবি কি তাহাদের নিকট আছে?"

দেবনারায়ণ চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমার ভাগ্যে মুক্তিলাভ নাই!"

"কেন?"

"চাবির কথায় মনে পড়িল, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে এক জন মুসলমান আছে।"

"সে কি?—বলেন কি?"

"তাহারই নিকট চাবি আছে?"

"সে সুড়ঙ্গের কোন্‌খানে আছে?"

"পূর্ব্ব দিকের একটা কক্ষে।"

বীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন্। আমি আসিতেছি।"

"না, আপনি তাহার নিকট যাইবেন না। তাহার সঙ্গে অস্ত্র আছে। কেন আপনি আমার জন্য প্রাণ হারাইবেন? আপনি সুড়ঙ্গের বাহিরে আস্তে আস্তে প্রস্থান করুন্। আপনি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট।"

"আপনি ভয় করিবেন না। ব্রাহ্মণের প্রাণ ব্রাহ্মণের নিকট ভিন্ন নহে। আমি চুপে চুপে তাহার অনুসন্ধান করিতেছি।"

দেবনারায়ণ আবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ শুনিলেন না। মুসলমানের অনুসন্ধানে অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আন্দাজে আন্দাজে নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন। আলোক দেখিতে পাইলেন। তা'র পর আলোকিত কক্ষের দ্বারপার্শ্ব হইতে উঁকি পাড়িয়া দেখিলেন. বন্দী যা' বলিলেন, ঠিক্। একখানা খাটিয়ার উপর এক জন মুসলমান শুইয়া আছে। তাহার নিদ্রা আকর্ষিত হইয়াছে, তাই নাক ডাকিতেছে। মুসলমান দ্বারের দিকে পৃষ্ঠদেশ ফিরাইয়া মনের সাধে নিদ্রা যাইতেছে। দিবার প্রথম প্রহরে উহার এম ঘুম কেন? দুইটি কারণ আছে,—প্রথম কারণ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিনের বেলাতেও রাত্রি, দ্বিতীয় কারণ একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে নিদ্রাই দোসর হয়।

বীরেন্দ্রনাথ কক্ষবহির্ভাগ হইতে আরও কিয়ৎক্ষণ নিদ্রিত মুসলমানকে দেখিতে লাগিলেন। বন্দী বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অস্ত্র আছে। বীরেন্দ্রনাথ সে কথা ভুলেন নাই। বিশেষ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথে একখানি কোষবদ্ধ তরবারি ও একখানা ঢাল আবির্ভূত হইল। বীরেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিত্তিসংলগ্ন কীলক হইতে সকোষ তরবারি ও ঢাল পাড়িয়া লইলেন। চাবির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তা'র পর তরবারি ও ঢাল লইয়া বাহিরে আসিলেন। কোষ হইতে তরবারি বাহির করিলেন। দেখিলেন, তরবারির ধার অতি তীক্ষ্ণ।

সহসা বীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলে এক প্রকার অলৌকিক ভাবের আবির্ভাব হইল। একে তো তিনি বলিষ্ঠ যুবা, তাহাতে চর্ম্মফলক ও তরবারি ধারণে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় দেখিতে হইলেন। যে সময়ে তিনি দস্যুগুরু ছিলেন, তখন মথুর প্রভৃতি দস্যুদের নিকট তরবারি, বর্সা ও লাঠি-খেলা শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কখন শিক্ষার পরীক্ষা দেন নাই। আজ পরীক্ষার দিন সম্মুখে উপস্থিত। বীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "এই মুসলমানকে এখনই বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করা কাপুরুষের কাজ। যদিও এ ব্যক্তি হিন্দুশত্রু এবং নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণ বন্দীর দুঃখের অন্যতম কারণ, ইহাকে যে কোন প্রকারেই হউক নিহত করিলে পাপ অর্শিবে না, তথাপি আমার সেরূপ ইচ্ছা হয় না। আমি তো অস্ত্র-শিক্ষা করিয়াছি, তবে ভয় করিব কেন? ইহাকে জাগাই।" এই ভাবিয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে ঢাল তরবারি ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ওঠ্ মুসলমান, ওঠ্!"

বীরেন্দ্রনাথের উচ্চৈঃশব্দে খট্টাশায়িত মুসলমানের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গৃহদ্বার সংরোধ করিয়া এক জন অপরিচিত অস্ত্রধারী যুবা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। "কে রে তুই কাফের?" বলিয়া দাঁড়াইল।

মুসলমান হইতেই বীরেন্দ্রনাথ গৃহ হারাইয়া নৌকাডুবী হইয়া নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, পিতা মাতা ভ্রাতাকে হারাইয়া জীবন্মৃত ছিলেন। এই জন্য মুসলমানের উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ ছিল। তিনি মুসলমানকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, মুসলমানের নামে জ্বলিয়া উঠিতেন। আজ সম্মুখে সেই মুসলমান! সিংহের সম্মুখে যেন

একটা শাদ্দূল পড়িল। বীরেন্দ্রনাথ সক্রোধে বলিলেন, "সাবধান, যবন! ফের কাফের বলিলে মরিবি।"

মুসলমানও সরোষে বলিল, "দুস্মন্! তোরই অস্ত্র আছে, আমার কি নাই?" এই বলিয়া ভিত্তির দিকে চাহিল। চাহিয়াই চমকিয়া উঠিল। বুঝিতে পারিল, এই ব্যক্তিই তাহার অস্ত্র লইয়াছে। ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বলিল, "আমার অস্ত্র লইয়া তোর এত আস্পর্দ্ধা!"

বীরেন্দ্রনাথ তুচ্ছভাবের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ইহার নাম 'চোরের উপর বাটপাড়ী'।"

"আমি চোর, না তুই চোর?" বলিয়া মুসলমান গর্জ্জিয়া উঠিল।

বীরেন্দ্রনাথ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পাঠান! তোদের মুসলমান জাতিই চোর, তোর বখ্‌তিয়ার খিলিজি চোর! তোর ইয়ুফ খাঁ চোর! তোর ইব্রাহিম খাঁ চোর! তোর পিতামহ চোর! তোর পিতা চোর! তুই চোর!"

মুসলমান রাগে গরগর করিতে লাগিল। নিজে নিরস্ত্র, কিন্তু শত্রু সশস্ত্র, কাজেই মনের রাগ মনে চাপিতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে হাসিয়া বলিলেন, "ভয় হইয়াছে?"

"কি বলিব, আমার তরবার তোর হাতে।"

"আমি নিরস্ত্রকে মারিতে চাহি না। তোর কোন ভয় নাই। তুই বন্দীর বন্ধন-শৃঙ্খলের চাবি দে।"

চাবির নাম শুনিয়া মুসলমান চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, "সর্ব্বনাশ, এ লোকটা কি বন্দীর আত্মীয়? এ কি করিয়া সন্ধান পাইল? যা'ই হোক, ইহাকে চাবি দিব না।" এই ভাবিয়া বলিল, "আমার কাছে চাবি নাই।"

"মিথ্যা কথা।"

"না, সত্য কথা।"

"আমি মুসলমানের কথায় বিশ্বাস করি না।"

"তবে দাঁড়াইয়া থাক্।"

"কেন মরিবার ইচ্ছা করিস্?"

"অস্ত্র পাইলে কে মরে দেখা যাইত!"

"আর অস্ত্র থাকে তো গ্রহণ কর্।"

"আমাকে গৃহের বাহির হইতে দে।"

"আচ্ছা, আয়।"

এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ, যে দিকে সুড়ঙ্গের বাহিরে যাইবার পথ, সেই দিক আট্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন। মুসলমান কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পার্শ্বের কক্ষে গেল। সে কক্ষেও ঢাল তরবার ছিল। সে অবিলম্বে একখানা তরবার লইয়া গর্জ্জিয়া আসিল। বীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "সামাল, কাফের!"

"সামাল, যবন!" বলিয়া বীরেন্দ্রনাথও গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই অস্ত্র-চালনায় নিপুণ। কক্ষের দ্বার-বহির্ভাগে উভয়ের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা হইতে লাগিল। কক্ষের আলোক উভয়ের তরবারিতে লাগাতে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। ঘাতপ্রতিঘাতে উভয়ের তরবারি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ধর্ম্মের জয় হইল। মুসলমান সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া ভূতলে পড়িল। বীরেন্দ্রনাথের তরবারির আঘাতে তাহার বাহুমূল ও কুক্ষিদেশ গভীর কর্ত্তনে কাটিয়া গিয়া, হুহু করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেমন, যবন! সাধ মিটিয়াছে তো? কোথায় চাবি আছে বলিয়া দে।"

আহত মুসলমান তথাপি বলিল না। তাহার ছিন্ন স্থান দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ক্রোধ বাহির হইল না। সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া সক্রোধে বলিল, "এখনো ভাল চাহিস্ তো পলাইয়া যা।"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তুই থাক্, আমি নিজে চাবি খুঁজিয়া লইতেছি।"

এই বলিয়া যবনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার খাট বালিশ হাঁটকাইয়া দেখিলেন, চাবি পাওয়া গেল না। তাহার পর কক্ষের চারি দিক দেখিলেন, তবু চাবি মিলিল না। অবশেষে কি ভাবিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। আহত মুসলমানের বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিয়া, তাহার পরিহিত বস্ত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। মুসলমান তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সক্ষম হইল না। অবশেষে বীরেন্দ্রনাথ মুসলমানের কটিসূত্রে চাবি দেখিতে পাইলেন। খুলিয়া লইবার অবকাশ হইল না। জোর করিয়া কটিসূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চাবি লইলেন। মুসলমান বলিল, "আচ্ছা, থাক্ তুই।"

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ ঢাল তলোয়ার ও চাবি লইয়া বন্দী দেবনারায়ণের কক্ষে গেলেন। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রময় রক্ত লাগিয়াছিল। তদ্দর্শনে বন্দী বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। বলিলেন, "ব্যাপার কি! যবন মরিয়াছে?"

"প্রায়" বলিতে বলিতে বীরেন্দ্রনাথ চাবি দিয়া বন্দী দেবনারায়ণের হস্তপদবদ্ধ লৌহ-শৃঙ্খলের কল খুলিয়া দিলেন। তা'র পর বলিলেন, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আপনি আমার সহিত শীঘ্র চলিয়া আসুন।"

দেবনারায়ণ বলিলেন, "এখনো আমার ভয় যায় নাই। মুসলমান বড় নিষ্ঠুর, বড় অত্যাচারী।"

"কোন ভয় নাই। ঈশ্বর আমাদের সহায়।" এই বলিতে বলিতে ঢাল তরবার লইলেন। দেবনারায়ণকে আলোক লইতে বলিলেন।

দেবনারায়ণ আলোক লইলেন। বলিলেন, "আপনি কে?"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "এখন সময় নয়, বাহিরে গিয়া বলিব।" অনন্তর উভয়ে পাতিত কপাটপট্ট ভিতর হইতে ঠেলিয়া সুড়ঙ্গ হইতে বাহিরে আসিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তুরীধ্বনি।

জয়রাম কোথায়?—জয়রাম অরণ্যের অপর পার্শ্বে একটা চালাঘরের নিকট বসিয়া আছে। এখন তাহার হস্ত, পদ বা মুখে কাপড় বাঁধা নাই। যে দুই জন লোক তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা তাহার দুই দিকে বসিয়া আছে। সে দুই জন লোকও পাঠান। তাহাদের পায়ে পা-জামা, গায়ে চাপকান, মাথায় পাগ্‌ড়ী। লম্বা দাড়ী গোঁফে দু'জনের মুখ দু'খানা ভয়ানক হইয়াছে।

জয়রাম ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে, কাঁপিতেছে, কাঁদিতেছে। মুখ তুলিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারিতেছে না—চোক তুলিয়া চাহিতে ভয় হইতেছে। সে অধোমুখে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছে, "হায় হায়, আমি কেন সেই বদমায়েস্ বামণটার সঙ্গে আসিলাম! কেন তা'র কথায় ভুলিলাম—বিশ্বাস করিলাম! আমি যা' ভাবিয়াছিলাম, তা'ই ঘটিল। সে বাস্তবিক একটা পাকা ডাকাত। এই দুটো লোক তা'র চর। সে সুড়ঙ্গের ভিতর গিয়া, অন্য দরজা দিয়া এই দুটোকে পাঠাইয়া দিয়াছে। নিজে যেন কিছুই জানে না—বড় সাধু! এ দু'ব্যাটা তা'রি কথায় যে, আমার চোক মুখ হাত পা বাঁধিয়া এখানে আমাকে আনিল, তা আমি খুব বুঝিয়াছি। এখন কি করি। হা ভগবান্! শেষে ডাকাতের হাতে প্রাণ গেল! হে জগদীশ্বর! আমাকে বাঁচাও।" এই ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এক জন মুসলমান মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "এই বাঙ্গালি! আমাদের রুটি খা'বি?"

জয়রাম ক্ষুধাদেবতার প্রথম শ্রেণীর সেবক। কিন্তু সেবক হইলেও, মুসলমানের রুটির নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। থতমত খাইয়া বলিল, "না, বাবা, আমি রুটি খা'ব না।"

দ্বিতীয় মুসলমান বলিল, "এই কাফের! তোর নাম কি?" জয়রাম ভাবিল, "একটা মিথ্যা নাম গড়িয়া বলিব কি? না; সুড়ঙ্গের ভিতর সেই ডাকাতটা ইহাদের নিকট আমার নাম বলিয়াছে। সুতরাং তাহাকে যাহা যাহা বলিয়াছি, ইহাদিগকেও কথার উপর কথা পড়িলে তাই বলিতে হইবে; নহিলে বিপদ ঘটিবে।" এই ভাবিয়া বলিল, "আমার নাম শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্মা।"

দ্বিতীয় মুসলমান হাসিয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, "ওরে ভাই জাফর! কাফের শূওরদের নাম আমাদের নামের সঙ্গে থোড়া মেলে।"

দ্বিতীয় মুসলমান বুঝিতে পারিল না। বলিল, "কেমন করিয়া, ভাই পীরবক্‌স?"

পীরবক্স বলিল, "সমঝাতে পাল্লিনি? কাফেরদের জয়রাম আর আমাদের বহরাম।"

জাফর খাঁ খুসী হইয়া বলিল, "ঠিক্ ঠিক্।"

পীরবক্‌স জয়রামকে আবার প্রশ্ন করিল, "তুই সুত্‌লিখোলা না সুত্‌লিওয়ালা কাফের?"

জয়রাম অনেক কষ্টে এই দুই শব্দের অর্থ বাহির করিয়া বলিল, "আমি সুত্‌লিওয়ালা বাঙ্গালি—আমি ব্রাহ্মণ।"

পীর।—"বাহমন?"

জয়।—"হাঁ, বাবা!"

পীর।—"আমাদের বাহ্‌মনির সঙ্গে বাহমনও মেলে।"

জাফর।—"কাফেররা আমাদের নাম, জাত সবই নকল কোরেচে।"

পীর।—"তা' আর বোল্‌তে।"

জয়রাম মনে মনে বলিল, "তা বই কি! পাঠান হিন্দুর গুরুঠাকুর!"

অনন্তর জাফর খাঁ বলিল, "তুই কেন এই জঙ্গলের বিচ্‌খানে এসেছিলি?"

জয়।—"তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিব বলিয়া।"

জাফর।—"তুই পাকা বদমায়েস্‌।"

জয়।—"দোহাই ধর্ম্ম! আমার মনে কোন মন্দ ভাব নাই।"

জাফর।—"কাফের আবার ইমাম্‌দার!"

জয়রাম মনে মনে বলিল, "এক জন কাফেরই তো পাঠান ডাকাতের সর্দ্দার!" বীরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিল।

পীর।—"ও জাফর! এ কাফেরকে কি কোর্‌বি?"

জা।—"তোর মৎলব কি?"

পীর।—"এ ব্যাটা বদ্‌ জানোয়ার! সাবাড় করাই মুনাসিব্‌।"

জয়রাম এই কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যোড়হাত করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল।

জাফর খাঁ বলিল, "না না, হাকিম সাহেবের হুকুম ভিন্ন একে কেটে ওয়াড় করা ভাল নয়। আর সকলকে আস্‌তে দে, তা'রাই বা কি বলে।"

পীর।—"তবে তাই ভাল।"

জাফর।—"মেরে ফেল্লে, এর পেটের কথা বেরুবে না।"

পীর।—"ঠিক্‌ ঠিক্‌।"

কসাইয়ের নিকট ছাগের যেরূপ অবস্থা, পাঠানের নিকট জয়রামেরও তাই! বেচারী বিষম ফাঁফরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার তাৎকালিক অবস্থা জগদীশ্বর ভিন্ন কে বিদিত?

জয়রামকে লইয়া, পাঠানদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে অরণ্যের উত্তর দিকে ঘন ঘন তূরীধ্বনি হইতে লাগিল। জাফর খাঁ ও পীরবক্স খাঁ চমকিয়া উঠিল। ভয়ার্ত্ত জয়রামও একবার তূরীশব্দে ঘাড় তুলিয়া উত্তর দিকে চাহিল। জাফর খাঁ ও পীরবক্সের নিকটও তূরী ছিল, বাজাইয়া সাড়া দিল।

পীরবক্স জাফর খাঁকে বলিল, "বিপদ ঘোটেছে বুঝি। তুই এই কাফেরকে আগুলে থাক্‌। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি।"

এই বলিয়া তরবারি ও বর্শা লইয়া বেগে প্রস্থান করিল। জাফর খাঁ জয়রামকে আগুলিয়া রহিল। কিন্তু সেও অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরের বীরত্ব।

এ দিকে বীরবর বীরেন্দ্রনাথ সুড়ঙ্গ হইতে দেবনারায়ণকে উদ্ধার করিয়া, সাহস ও পুলক-পূরিত চিত্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, জয়রাম নাই। নাম ধরিয়া দুই বার ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। কোথায় গেল, কি হইল ভাবিয়া বীরেন্দ্রনাথ চঞ্চল হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার চিত্তে সাহস ও পুলক জন্মিয়াছিল। জয়রামকে না দেখিয়া পুলক নষ্ট হইল, কিন্তু সাহস অটুট রহিল। তিনি সুড়ঙ্গমুখ-সন্নিকটে দাঁড়াইয়া, যত দূর দৃষ্টি চলে, চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তবু জয়রাম দেখা দিল না। তখন একবার ভাবিলেন, "অগ্রসর হইয়া খুঁজিয়া দেখি।" আবার ভাবিলেন, "দেবনারায়ণ সঙ্গে আছেন, কি করিয়াই বা বিলম্ব করি? ইহাঁর মুখে এই কত ক্ষণ শুনিয়াছি, এখানে আট দশ জন পাঠান আছে। সুতরাং বিলম্ব করিলে ইহাঁর আবার বিপদ ঘটিতে পারে। অতএব অগ্রে ইহাঁকে অজয় নদের পর-পারে গোপনে রাখিয়া আসি, তা'র পর জয়রামের অনুসন্ধান করিব।" এই ভাবিয়া দেবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া বরাবর উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। বীরেন্দ্রনাথ বীরবিক্রমে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন। পার্শ্বে শঙ্কিত দেবনারায়ণ।

ক্রমে উভয়ে অরণ্যের উত্তর সীমায় উপনীত হইলেন। সেখানে অবিরামগতি অজয় নদ বহিতেছিল। বর্ষাকালে নদ নদীর যৌবন সঞ্চার হয়, গ্রীষ্মকালে বার্দ্ধক্য আসিয়া যুটে। সুতরাং বৈশাখের অজয় এখন শুকাইয়াছিল। কোথাও চড়া, কোথাও অল্প জল, কোথাও বা বেশী জল। ফল কথা, বৈশাখের অজয় ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে বহিতেছিল।

দেবনারায়ণের সহিত বীরেন্দ্রনাথ তথায়

উপনীত হইয়া দেখিলেন, অরণ্যের নিম্নে এক-খানা ডিঙ্গি বাঁধা রহিয়াছে। পার হইবার সুবিধা হইল। তিনি অগ্রে তদুপরি দেব-নারায়ণকে বসাইয়া, শেষে আপনি বসিলেন। দেবনারায়ণকে হাল ধরিতে বলিলেন। স্বয়ং লগী ঠেলিতে লাগিলেন। দক্ষিণ পারের ডিঙ্গি উত্তর পারে চলিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি অজয়ের মধ্যস্থল ছাড়াইয়া গেল।

এমন সময়ে অরণ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে এক জন পাঠান ডিঙ্গিখানি দেখিতে পাইল। সে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, এক জন কাফের বন্দীকে লইয়া পলাইতেছে। সেই জন্য তূরীধ্বনি করিয়া অন্যান্য পাঠানকে ছুটিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিল। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে জয়রামের নিকটস্থ জাফর খাঁ ও পীরবক্স যে তূরীধ্বনি শুনিয়াছিল এবং শুনিয়া পীরবক্স্ ছুটিয়াছিল, এ সেই তূরীধ্বনি। এই তূরীশব্দে অরণ্যের দূর-দূরান্তরের তূরী বাজিয়া উত্তর আসিল। দেখিতে দেখিতে তিন চারি জন পাঠান অজয়-তটে উপস্থিত হইল। প্রথম তূরীশব্দকারী উচ্চৈঃস্বরে "ধর ধর, বন্দী পালায়—বন্দী পালায়" বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া ডিঙ্গি দেখাইল। অমনি সকলে "ধর ধর—মার মার—কাফের মার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একখানি মাত্র ডিঙ্গি ছিল, তাহা শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সুতরাং সমাগত চারি জন পাঠান স্ব স্ব পৃষ্ঠে তরবার ও বর্সা বাঁধিয়া অজয়ের জলে ঝাঁপ দিল। কোথাও সাতার দিয়া, কোথাও হাঁটিয়া ডিঙ্গি ধরিতে ছুটিল।

ও দিকে বীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, মুসলমান রুষিয়াছে—তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য নদী পার হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি তাড়াতাড়ি প্রাণপণে ডিঙ্গি চালাইতে লাগিলেন। ডিঙ্গি পর-পারে লাগিল। বীরেন্দ্রনাথ দেবনারায়ণকে বলিলেন, "আর ভয় নাই। আপনি প্রাণপণে তট দিয়া উত্তর দিকে ছুটিয়া গিয়া, ঐ ঝোপের ভিতর লুক্কায়িত হউন। আপনার প্রাণের জন্যই আমার ভয়, নতুবা আমি নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ভাবি। আপনি শীঘ্র যান—শীঘ্র যান।"

দেবনারায়ণ সভয়ে বলিল, "আপনিও আসুন। চার জন পাঠান ছুটিয়াছে। আপনি মারা যাইবেন।"

বী।—"শত্রু নিপাত না করিলে আমাদের যাইবার পথ নাই।"

জ।—"আপনি যে একাকী।"

বী।—"আপনার আশীর্ব্বাদে আমি বিশ জন। আপনি যান, আর দেরি করিবেন না।"

"ঈশ্বর আপনাকে ও আমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া দেবনারায়ণ দৌড়িলেন। বহু দিন হইতে ভাল করিয়া আহার নিদ্রা নাই, তাহার উপর পূর্ব্ব-বিপদ ও আধুনিক বিপদ, কাজেই হাঁফাইতে লাগিলেন। আর বেশী ছুটিতে পারিলেন না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবার এ দিকেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বীরেন্দ্রনাথ এক বার ধাবিত মুসলমানদের দিকে, এক বার দেবনারায়ণের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেবনারায়ণ ভূতলে পড়িলেন, তাহাও দেখিলেন, কিন্তু সম্মুখে চারিটা ব্যাঘ্র ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিলেন না।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, চারি জন পাঠান প্রায় আগত। অমনি সতর্ক হইয়া ঢাল তরবার ধারণ করিলেন। যুবক ব্রাহ্মণের বীর-বেশ বিস্ময়কর ও ভয়াবহ হইল। "আয় যবন! আয় পাঠান!" বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

"কাফের! ডাকাত! চোর!" বলিয়া পাঠানেরা তাঁহার সম্মুখভাগে অগ্রসর হইল। অগ্রসর হইয়াই স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলন করিয়া বীরেন্দ্রনাথকে নিহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বীরেন্দ্রনাথ কর-কৌশলে ঢাল ও তরবারির ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত হস্তের ঘূর্ণন দেখিয়া পাঠানেরা বিস্মিত হইল। সকলে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিল না। বীরেন্দ্রনাথের চিরঘূর্ণিত তরবারিতে তাহাদের বর্সা ও তরবারি ঠেকিয়া বিমুখ হইতে লাগিল। সূর্য্যকরে মার্জ্জিত অস্ত্রগুলি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ ও অস্ত্রঝনৎকার শ্রুত হইতে লাগিল। এমন সময়ে বীরেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়া একটা পাঠানের মস্তক উঠাইয়া দিলেন। অবশিষ্ট তিন জন অধিকতর গর্জ্জিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আর এক জন মুসলমান ধরাশায়ী হইল। এমন সময়ে হঠাৎ তৃতীয় পাঠানের বর্সা বীরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ পদের এক স্থান ছিন্ন করিয়া ফেলিল। রণোন্মত্ত বীরেন্দ্র কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইলেন, কিন্তু কাতর হইলেন না।

বর্ম্মাঘাতে তাঁহার ক্রোধ যেন দ্বিগুণ হইল। অমনি তিনি একটি গভীর হুঙ্কার ছাড়িয়া আঘাতকারীকে কতকটা পশ্চাতে হটাইয়া লইয়া গেলেন। তরবারি ঘুরাইয়া তাহার স্কন্ধে আঘাত করিলেন। পাঠান নিদারুণ আহত হইয়া লুটিয়া পড়িল, রক্তহীন হইয়া মরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ চতুর্থ পাঠানের মস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে সে পাপাত্মাও ইহলোক ত্যাগ করিল। একাকী চারি জনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বীরেন্দ্র ক্লান্ত হইলেন, ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে অজয়ের দক্ষিণ পারে আবার তূরীধ্বনি হইল। বীরেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, আরও তিন জন পাঠান দ্রুতবেগে জলে নামিল এবং এক জন তূরী বাজাইতে বাজাইতে অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিল। যে তিন জন জলে নামিল, বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তাহারাও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি বনমধ্যে বেগে প্রবেশ করিল, তাহার মৎলব বুঝিতে পারিলেন না। তিনি না বুঝুন, কিন্তু আমরা বুঝিয়াছি। সে ব্যক্তি সেই পীরবক্স। সে দক্ষিণ তট হইতে উত্তর তটের ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিয়া তাড়াতাড়ি জাফর খাঁকে ডাকিতে লাগিল।

এখানে জাফর খাঁ জয়রামের নিকট ব্যতিব্যস্ত হইয়া বসিয়াছিল। পীরবক্স্ দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "ভয়ানক বিপদ ঘোটেচে।"

জাফর খাঁ ব্যস্তচিত্তে বলিল, "কি হইয়াছে?"

পী।—"একটা কাফের সুড়ঙ্গের বন্দীকে খোলাসা কোরে দরিয়ার ওকিনারে পালিয়ে যাচ্ছিলো, তাই দেখে সাবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, হোসেন খাঁ আর করিম খাঁ দৌড়ে গিয়ে তা'র সঙ্গে লড়াই লাগালে, কিন্তু হারামজাদ কাফের চারজনকেই খুন কোরেচে!"

জাফর খাঁ শিহরিয়া উঠিল। রাগ হইল। বলিল, "বল কি! এত আস্পর্দ্ধা! চল চল এখুনি চল।" বলিতে বলিতে অস্ত্র গ্রহণ করিল। আবার বলিল, "মহম্মদ খাঁ, মুজাফর খাঁ আর খিজির খাঁ কোথায়?"

পী।—"তা'রা কাফেরকে তাড়া কোরেচে। তুমি আমি বাকী। দৌড়ে চল।"

"চল চল" বলিয়া জাফর খাঁ পীরবক্সের সহিত বেগে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া মনে পড়িল, জয়রামের হাত আলগা আছে। অমনি ফিরিয়া আসিল। জয়রাম ভয়ে শুকাইয়া গেল, ভাবিল, "মাথা কাটিল বুঝি।"

জাফর খাঁ তাড়াতাড়ি করিয়া, যে চাদরে পূর্ব্বে জয়রামের হাত পা বাঁধিয়াছিল, তাহাতে পুনর্ব্বার পিঠমোড়া করিয়া হাত বাঁধিল, পাও বাঁধিল। জয়রাম থরহরি কম্পে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিল। হাত পা বাঁধা হইলে, জাফর খাঁ একটা পায়ের ঠেলা দিল। অমনি জয়রাম কাত হইয়া "পপাত ধরণীতলে"।

ও দিকে ভয়ানক বিপদ, কাজে কাজে এ দিকে সময়াভাবে জয়রামের অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধনটা আর হইল না। একমাত্র পা বাঁধা আর পিঠমোড়াতেই হাড় মড় মড় করিতে লাগিল। "বহুৎ হোয়েচে, এতেই বস্" বলিয়া জাফর খাঁ পীরবক্সের সহিত চোর কাফের মারিতে দৌড়িল।

তাহারা চলিয়া গেলে জয়রাম ভাবিল, "তাই তো, এ কি শুনিলাম! আমি উল্টা বুঝিয়াছিলাম। বীরেন্দ্রনাথ যা' বলিয়াছিল, তা' ঠিক—ডাকাত নয়। সে এদের লোক হইলে, ইহারা তাহাকে মারিতে যাইবে কেন? সে সুড়ঙ্গ হইতে কোন্ বন্দীকে লইয়া পলাইতেছে? জানি না—এখন জানিয়াও কাজ নাই। বীরেন্দ্রনাথ হয় তো আজ প্রাণে মারা যাইবে! আমার বড় দুঃখ হইতেছে। তা' কি করিব? এখন "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"। আমি পালাই, নহিলে মুসলমানেরা তাহার নিকট আমার পরিচয় পাইবে আর আসিয়াই দু' টুক্রো করিয়া ফেলিবে।" এই ভাবিয়া কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া বসিল। চারি দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ দূরে একখানা বড় ছোরা দেখিতে পাইল। পা দু'খানা বাঁধা রহিয়াছে, উঠিয়া যাইবার শক্তি নাই, কাজেই বসিয়া বসিয়া, ঘষিয়া ঘষিয়া ছোরার নিকট গেল। ছোরার বাঁট দাঁতে করিয়া ধরিয়া পায়ের বাঁধন কাটিল। কিন্তু হাতের বাঁধন পিঠমোড়া, কাটা বড় শক্ত। অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই কিছু হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া ভাবিল, "হাত বাঁধা থাক্ গে, পা তো খুলিয়াছে, দৌড় দি। পরে যা' হয় হ'বে।" এই ভাবিয়া জয়রাম অরণ্যের দক্ষিণ দিকে দৌড়িল। কতক্ষণে অরণ্য পার হইয়া মাঠে গিয়া পড়িল। পলাইবার সময় জয়রাম যত বার উত্তর দিক হইতে তূরীধ্বনি শুনিয়াছিল,

তত বার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়াছিল, এবং দৌড়ের জোর দেখাইয়াছিল।

এ দিকে অজয়ের উত্তর পারে বীরেন্দ্রনাথ আবার তিন জন মুসলমানকে বেগে নদী পার হইতে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি পরিহিত বস্ত্র হইতে খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, পদের যেখানে বর্সা বিদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে বাঁধিলেন। রক্ত-নির্গমন বন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে তিন জন পাঠান তরবারি উত্তোলন করিয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইল। আবার ঘোরতর যুদ্ধ। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ বীরেন্দ্রনাথ সেই তিন জনের দুই জনকে নিহত করিলেন। তৃতীয় জনের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে "মার মার" করিয়া জাফর খাঁ ও পীরবক্স দৌড়িয়া আসিল। আবার তিন জন হইল। আবার যেই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ। বীরেন্দ্রনাথ ক্লান্ত হইলেন, কিন্তু ক্ষান্ত হইলেন না। প্রকৃত বীরের ক্লান্তিতেও শ্রান্তি হয় না। 'জয় কালী' বলিয়া বীরেন্দ্রের কণ্ঠ গর্জ্জন করিতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ জাফর খাঁ বর্সা তুলিয়া বীরেন্দ্র-নাথের বক্ষ লক্ষ্য করিল। সমরকুশল বীরেন্দ্র অমনি বামহস্তস্থিত ঢালে বর্সামুখ বিমুখ করিয়া, দক্ষিণ করস্থ তরবারির আঘাতে জাফর খাঁর দক্ষিণ বাহু কাটিয়া ফেলিলেন। আবার কএক পদ ঘুরিয়া যেন পলাইবার ভান করিলেন। "মরিলি মরিলি" বলিয়া পীরবক্স তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। বীরেন্দ্রনাথ তাহাকে কিছু না বলিয়া, পাশ ঘুরিয়া অপর মুসলমানের মস্তক লক্ষ্য করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ঢাল তুলিয়া যেমন মস্তক রক্ষা করিবে, অমনি বীরেন্দ্রনাথ তাহার বক্ষোদেশ কাটিয়া ফেলিলেন। পাঠান চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িল। বাকী কেবল পীরবক্স্। সঙ্গিগণ সকলেই একমাত্র কাফেরের হস্তে জিন্দগি ইস্তফা দিল দেখিয়া পীরবক্স ভীত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। তৎক্ষণাৎ একটা বর্সা তুলিয়া লইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। প্রায় কাছাকাছি গিয়া বর্সা নিক্ষেপ করিলেন। পৃষ্ঠবিদ্ধ হইয়া পীরবক্স মুখ থুব্ড়িয়া পড়িয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ নিকটে গিয়া মহিষবলির ন্যায় তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কএক জন আ-হত পাঠান তখনও জীবিত আছে। তিনি তর-বারিতে তাহাদিগকেও নিহতদিগের দলভুক্ত করিলেন। অজয়ের তটে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইল।

বহু শত্রুর সহিত বহুক্ষণ একাকী যুদ্ধ করিয়া বীরবর বীরেন্দ্রনাথ যেরূপ অদ্ভুত সাহস ও বীর-ত্বের পরিচয় দিলেন, তাহা বীর বই কে বুঝিবে? এই বার বীরেন্দ্রনাথ বালুকার উপরে বসিয়া পড়িলেন। গাত্রবেদনায় পা হাত মুড়িতে লাগি-লেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অজয়ের জলে গাত্রধৌত করিলেন। অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছিল, অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া একজন নিহত মুসলমানের পৃষ্ঠ হইতে একটা তূরী খুলিয়া লই-লেন। বাজাইবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু উহা যবনোচ্ছিষ্ট বলিয়া বাজাইলেন না। আবার কি ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন, "বিপদের সময় অত বিচার করিলে চলে না। এক বার তূরীধ্বনি না করিলে, অরণ্যে আরও পাঠান আছে কি না জানিতে পারিব না। বালিতে মাজিয়া জলে ধুইয়া তূরী বাজাই।" এই বলিয়া তদ্রূপ করিয়া কএক বার তূরীধ্বনি করিলেন। কিন্তু পরপারে বা অন্য দিকে কোন পাঠান বা অন্য কোন লোক দেখিতে পাইলেন না।

তৎপরে বীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দেবনারা-য়ণের নিকট গিয়া দেখিলেন, বিপন্ন ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। যত্ন করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। দেবনারায়ণ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে আলুথালু বেশে পরমহিতৈষী বীরেন্দ্রনাথ। মূর্চ্ছার সহিত দেব-নারায়ণের ভয় গিয়াছিল, চেতনার সহিত আ-বার আসিল। তিনি বিভ্রান্তচিত্তে বলিলেন, "এখানে কেন? পালাই চলুন।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর ভয় নাই, সমস্ত পাঠান মরিয়াছে।"

ভীত দেবনারায়ণ সন্দেহ করিলেন। বলি-লেন, "অসম্ভব; দশ বাঙ্গালিতে এক পাঠান।"

"সেটা আপনার ভ্রম। ভয় করিলেই ভয় হয়, তাই বাঙ্গালির এরূপ দুর্নাম। পাঠান বাঘ আর বাঙ্গালি কি ছাগ?"

"আমার তাই বোধ হয়, নাহিলে সতর জন মাত্র পাঠান নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া বঙ্গাধিপ লাক্ষ্মণেয়কে সিংহাসনচ্যুত করিল কেন?"

"তা' রাজা লাক্ষ্মণেয়ের দোষ নয়; দোষ আমাদের। কএক জন কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক

প্রভুবিদ্রোহী উৎকোচগ্রাহী ব্রাহ্মণমন্ত্রীর দোষেই মুসলমানের নিকট বাঙ্গালি ছাগস্বরূপ হইয়াছে।"

নবদ্বীপ আক্রমণের কথা শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব-দুঃখ এক বার জাগিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তাহা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসেই প্রকাশ করিলেন, দেবনারায়ণের নিকট কথায় প্রকাশ করিলেন না।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ, দেবনারায়ণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, তাঁহাকে লইয়া নিহত মুসলমানদের নিকট আসিলেন। তখন দেবনারায়ণ সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। হর্ষ ও ভয়ে আপ্লুত হইয়া, বীরেন্দ্রনাথকে এক বার বলিলেন, "আপনি কে? মনুষ্য না দেবতা?"

বীরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাভক্তির সহিত উত্তর করিলেন, "আমি আপনার পুত্র।"

দেবনারায়ণের আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রাণদাতা বীরেন্দ্রনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, "বৎস! বাস্তবিক ইহাই সৎ পুত্রের কার্য্য। আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও সৎ পুত্র লাভ কর।"

বীরেন্দ্রনাথ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন।

অনন্তর দেবনারায়ণ অজয়ে নামিয়া জলপান করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। তা'র পর বলিলেন, "বৎস, তোমার নাম কি?"

"পরে বলিব। এখন আপনাকে ঐ ঝোপের ভিতর গোপনে রাখিয়া, আমি ওপারে আর এক বার যাইব।"

"না বাপু, আর গিয়া কাজ নাই।"

"আমার সঙ্গে একটি লোক ছিল, এক বার তাহার অনুসন্ধান করিব।"

"তা' উচিত, কিন্তু যদি আরও পাঠান থাকে, তবেই তো—"

"আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনার আশীর্ব্বাদে ধর্ম্ম আমার সহায় হইয়াছেন। আরও বলি, আর পাঠান নাই।"

"কি করিয়া বুঝিলে?"

বীরেন্দ্রনাথ তূরীধ্বনির কথা বলিলেন না। বলিলেন, "তা' হইলে আসিত। আর থাকিলেই বা? আমিও তো আর নিরস্ত্র নহি।"

"কি বলিব বল, বুঝিয়া বুঝিয়া কার্য্য কর।"

"কোন চিন্তা নাই।"

এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ অজয়তটস্থ একটি নিবিড় ঝোপে দেবনারায়ণকে গোপনে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি শীঘ্রই আসিব।"

"ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া দেবনারায়ণ আবার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দেবনারায়ণের নিকট বিদায় লইয়া, বীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া নিহত পাঠানদিগের নিকট আবার আসিলেন। আবার সেই সকল নিহত শত্রুকে ভাল করিয়া দেখিলেন। তা'র পর এক জনের যুদ্ধ-পরিচ্ছদ খুলিয়া নিজে পরিতে লাগিলেন। পরিতে পরিতে হঠাৎ আঙরাখার মধ্যস্থ বগ্‌লিতে কতকগুলি চিঠী দেখিতে পাইলেন। কৌতূহল হইল। চিঠীগুলি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া বিস্মিত অথচ রুষ্ট হইলেন। এক একখানি করিয়া যত পড়িতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। সবগুলি পড়া হইলে পর আপনা আপনি বলিলেন, "পাপিষ্ঠ যবন কি অত্যাচারী, কি পর-মানহারী, কি ষড়যন্ত্রী! থাক্ দুরাত্মা ইয়ুফ্ খাঁ! থাক্, নীচাশয় ইব্রাহিম খাঁ! দুরাশার প্রতিফল শীঘ্রই পাইবি।" এই বলিয়া পরিচ্ছদ ধারণ করিতে করিতে আবার বলিলেন, "এই নিহত পাঠানটার নাম জাফর খাঁ। পাপিষ্ঠ দারোগা ইব্রাহিম খাঁর সুড়ঙ্গরক্ষকদের মধ্যে এই দুরাচারই প্রধান ছিল। ইহার প্রতি ইব্রাহিমের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাই ইহার নিকট এই সকল গুপ্ত পত্র রাখিয়াছিল। ভাগ্যে আমি ছদ্ম-বেশে অরণ্যে পুনঃপ্রবেশের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, নহিলে এই সকল পত্র দেখিতে পাইতাম না। ধর্ম্মই আমার সহায়।" এই বলিয়া পত্রগুলি আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। আর বিলম্ব করিলেন না। ঢাল, তলবার ও একটা বর্শা লইলেন। সেই তূরীটিও গ্রহণ করিলেন। পরিচ্ছদের গুণে রূপ অন্য রূপ হইল,—ব্রাহ্মণ-যুবা পাঠান-যুবা সাজিলেন—হিন্দু মুসলমান হইলেন।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ সেই ডিঙ্গিখানিতে আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ তটে পঁহছিলেন। তটে উঠিয়া, অরণ্যসীমায় দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তা'র পর দুই তিন বার তূরীধ্বনি করিয়া আবার দাঁড়াইয়া রহিলেন। তূরীর উত্তর তূরীশব্দে, আসিল

না। আবার তূরীধ্বনি করিলেন, তথাপি কোন দিক্ হইতে কোন আওয়াজ আসিল না। তখন বুঝিলেন, হয়—অরণ্যে আর পাঠান নাই, নয়—থাকিলেও ভয়ে পলাইয়াছে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের মনে এমন ভাবের উদয় হইল না যে, তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ লুকাইয়া থাকিতে পারে। বীরের মনের ভাব আমরা কি বুঝিব? তবে বোধ হয়, ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্যটা তাই।

তৎপরে বীরেন্দ্রনাথ তৎপর হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি। এখানে সেখানে করিয়া অনেক স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু জয়রামের সাক্ষাৎ পাইলেন না। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই চালাখানার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পাঠানের ব্যবহার্য্য কতকগুলা জিনিষ পত্র ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একখানা ছোরা ও তাহার নিকট একখানা যাবনিক উত্তরীয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বন্যফলবদ্ধ একখানা চাদর রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সেই চাদরখানা জয়রামের। তদ্দর্শনে বীরেন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভাবিলেন,"আমার জন্য গরিব ব্রাহ্মণ পাঠানের হস্তে মারা গিয়াছে। আহা, কেন আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। দুরাত্মারা সুড়ঙ্গ সন্নিকট হইতে তাহাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছিল। কোন গুপ্ত স্থানে লইয়া হত্যা করিয়াছে।" এই ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হৃদয় ব্যথিত হইল। চক্ষু হইতে কএক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ "জয়রাম—জয়রাম" বলিয়া কএক বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। কিন্তু জয়রাম সাড়া দিল না,—সাড়া দিল অরণ্য প্রতিধ্বনি। তখন উদারহৃদয় বীরেন্দ্রনাথ মনের এক ভাগে জয়রামের শোক ও অপর ভাগে মুসলমানদের পাপাচার-জনিত ক্রোধ বহন করিয়া কেমন এক রকম দেখিতে হইলেন। পাঠানের চুলায় অগ্নি ছিল। তিনি সেই অগ্নি লইয়া চালার খড়ে লাগাইয়া দিলেন। শুষ্ক খড় দেখিতে দেখিতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অভ্যন্তরস্থ বস্ত্রাদির সহিত চালা ভস্মীভূত হইল।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণচিত্তে অরণ্য ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অজয়ের তটে আসিলেন। ডিঙ্গি করিয়া নদী পার হইলেন। নদী পার হইয়া ঝোপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে পাঠান-বেশে উপস্থিত দেখিয়া পাঠান-ভীত দেবনারায়ণ প্রথম দর্শনে চিনিতে পারিলেন না। ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ "ভয় নাই, আমি" বলিয়া কথা কহিলেন। তখন দেবনারায়ণ চিনিলেন, ধড়ে প্রাণ আসিল।

দেবনারায়ণ বলিলেন, "এ বেশ কেন?

"এ স্থলে এ বেশ বই সুবিধা নাই। আপনাকেও পাঠান সাজিতে হইবে।"

"তুমি যা' বলিবে, আমি তাতেই সম্মত।"

অনন্তর আর একটা নিহত পাঠানের পরিচ্ছদ খোলা হইল। দেবনারায়ণ শর্ম্মাও একটা আজিম খাঁ গাজিম খাঁ গোছ হইলেন। অভিনয় মন্দ নয়। যেন রঙ্গভূমির দুই জন নট!

তা'র পর বীরেন্দ্রনাথ দেবনারায়ণকে একখানি তরবারি দিয়া, নিজের ঢাল, তলবার, বর্শা ও তূরী লইলেন। উভয়ের পরিত্যক্ত জাতীয় পরিচ্ছদ একটা পুঁটুলী করিয়া বাঁধিলেন। 'জয় কালি!' বলিয়া, উভয়ে অজয়ের তটে তটে পূর্ব্ব দিকে চলিলেন। এক্ষণে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত, কিন্তু উপায় নাই।

—

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

চাঁদকোটে।

ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ দেবনারায়ণকে সুড়ঙ্গবদ্ধ করিয়া, তাঁহার গোবিন্দপুরস্থ বাটী ঘেরাও করিয়াছিল। সেই দুই দুরাত্মার আদেশে মুসলমানেরা দেবনারায়ণের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করিয়া হিন্দুগৃহকে যবনগৃহ করিয়াছিল। দেবনারায়ণের কোন লোকই সে বাটীতে থাকিতে সক্ষম হয় নাই। মুসলমানদের অত্যাচারে গোবিন্দপুরস্থ অন্যান্য গৃহস্থগণও উৎপীড়িত হইয়াছিল। কেহ কেহ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলাইয়াছিল।

গৌড়ের ফৌজদারী কাছারিতে ইয়ুফ খাঁর মুখে দেবনারায়ণ নিজবাটী ক্রোক হইবার কথা শুনিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তিনি বীরেন্দ্র-

নাথের সহিত প্রথমতঃ সেখানে যাইবার ইচ্ছা করেন নাই। বীরেন্দ্রনাথও তাঁহার ইচ্ছায় সম্মত হইয়াছিলেন। এই জন্য উভয়ে ছদ্মবেশে বরাবর গঙ্গা পার হইয়া, দুই দিন হাঁটিয়া চাঁদ-কোট নামক একটি গ্রামে গেলেন। চাঁদকোট গোবিন্দপুর হইতে দশ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত ছিল। সেই গ্রামে দেবনারায়ণের কনিষ্ঠা ভগিনীর বাড়ী। তাঁহার নাম অপর্ণা দেবী। অপর্ণার স্বামী ত্রিপুরারি শর্ম্মার স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল ছিল, কিন্তু অবস্থা সেরূপ ছিল না। এই জন্য দেবনারায়ণ আপনার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে সেখানে পাঠাইবার সময় খরচপত্রের হিসাবে প্রয়োজন মত টাকাও পাঠাইয়াছিলেন।

দেবনারায়ণের সহধর্ম্মিণী ভুবনেশ্বরী, কন্যা ইন্দুমুখী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দেবনারায়ণের শোকে আকুল হইয়া ত্রিপুরারি শর্ম্মার বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ত্রিপুরারি ও অপর্ণারও মনঃকষ্ট হইয়াছিল। দেবনারায়ণকে পাওয়া যাইবে না, সকলেই এই ভাবিয়া একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন। ত্রিপুরারি গোপনে দুই চারি বার দেবনারায়ণের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। মুসলমানেরা গোবিন্দপুরের বাটী ক্রোক করিয়া সমস্ত সম্পত্তি লইয়াছে, এ কথা ত্রিপুরারি কোন সূত্রে জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য ভুবনেশ্বরী ও ইন্দুমুখীর তত দুঃখ হয় নাই, যত দুঃখ দেবনারায়ণের নিমিত্ত হইয়াছিল।

বৈশাখ মাসের সদ্যোজ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যার সময় বীরেন্দ্রনাথ ও দেবনারায়ণ চাঁদকোটের অনতিদূরে একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। সেখানে যবনবেশ পরিত্যাগ করিয়া, জাতীয় পরিচ্ছদ পরিলেন। পরে অতি নিভৃত স্থানে পাঠানের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া ত্রিপুরারির বাটী দেখিতে পাইলেন। বীরেন্দ্রনাথ সে বাটী চিনিতেন না, দেবনারায়ণ চিনাইয়া দিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথের সহিত দেবনারায়ণ বাটী প্রবেশ করিয়া স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী, ভগিনীপতি ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া বাটীস্থ সকলেই বিস্মিত ও পুলকিত হইল। দেবনারায়ণ কিরূপে সুড়ঙ্গে গিয়াছিলেন, কিরূপে সেখানে ছিলেন, কিরূপে মুক্তিলাভ করিলেন, তৎসমস্ত সংক্ষেপে বলিলেন। বলিয়াই বীরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া, সকলকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন, "ইনিই আমার মুক্তিদাতা।"

সকলে যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইয়া বীরেন্দ্রনাথের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরী প্রাণ ভরিয়া উঁচুদরের আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেবনারায়ণ ইন্দুমুখীকে বলিলেন, "মা, আমার বাবাকে প্রণাম কর।"

ইন্দুমুখী লজ্জাবনতমুখে অথচ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বীরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর দুই তিন দিন গত হইল। দেবনারায়ণ ও ত্রিপুরারি বিশেষ যত্ন করিয়া বীরেন্দ্রনাথকে খাতির করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্রনাথ অজয়-তট হইতে আসিবার সময় পথে দেবনারায়ণকে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই যে দস্যুগুরু ভৈরবানন্দ কাপালিক হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছিলেন, সে কথা বলেন নাই। বলিবার কথা কি?

এক দিন দেবনারায়ণ, পত্নী ভগিনী ও ভগিনীপতির সহিত পরামর্শ করিয়া বীরেন্দ্রনাথের সহিত প্রিয়তমা কন্যা ইন্দুমুখীর বিবাহ-প্রস্তাব তুলিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ অসম্মত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "যে বিবাহ লইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছি, এখানেও আবার সেই বিবাহের কথা। যে যা' ভালবাসে না, তাই তারই যুটিয়া যায়। প্রজাপতির এও এক কৌতুক না কি?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন বলা দ্বিরুক্তি মাত্র—আমি বিবাহ করিব না। ও কথা ছাড়া আপনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি। অধিক কি বলিব, আমি বিবাহ-সম্বন্ধে পিতা মাতারও কথা শুনি নাই।"

দেবনারায়ণ এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন, "তবে বাবা, তুমি কিছু দিন আমাদের নিকট থাক। তা'র পর, আমার অনুরোধ, বাটী গিয়া পিতা, মাতা ও ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কর, আর হেথা সেথা ঘুরিয়া বেড়াইও না।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি বাড়ী যাইব

ঘটে, কিন্তু শীঘ্র নয়। আপনার পরম শত্রু ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে সমুচিত প্রতিফল দিয়া, গোবিন্দপুরের বাটীতে সপরিবারে আপনাকে রাখিয়া তবে বাড়ী যাইব।"

দেবনারায়ণ কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "না বাপু, আর সর্পগণকে ঘাঁটাইয়া প্রয়োজন নাই। আমি বেস্ আছি। মুসলমানেরা বড় অত্যাচারী।"

বী।—"সেইজন্যই তো আমি তাদের বিপক্ষ। আমার বিবেচনায় ঈশ্বর স্বহস্তে পাপীকে শাস্তি দেন না, বা ধার্ম্মিককে পুরস্কৃত করেন না। তৎসৃষ্ট মনুষ্যকে দিয়াই তিনি এই কার্য্য করেন। অত্যাচারীকে উপযুক্ত প্রতিফল না দিলে আমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইব। আপনারা আমার জন্য ভাবিবেন না। আমি আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইবার আশা রাখি। অদ্যই যাইব। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন আপনি সকলকে লইয়া এই বাটীতেই গোপনে থাকুন। প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিব বা আমার বিশ্বাসী লোক পাঠাইব।"

দেবনারায়ণ আবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু স্রোত বাধা মানিল না।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ দেবনারায়ণ প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাফর খাঁর বস্ত্র হইতে প্রাপ্ত পত্রগুলি লইলেন। পাঠানের পরিচ্ছদ ও অস্ত্রগুলি লইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। দেবনারায়ণকে সেগুলি খুব গোপনে রাখিবার জন্য বলিলেন। তা'র পর পত্রগুলি লইয়া পুনর্ব্বার প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীন পূজারী।

জয়রামের দুঃখের কথা আর বলিব কি! গরিব মাঠে গিয়া এক জন কৃষকের নিকট হস্ত বন্ধন উন্মোচন করাইল। কৃষককে আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে যাইতে লাগিল। কোথায় যাইবে এবং ভবিষ্যতে কিসে পুনর্ব্বার মুসলমানের হস্তে না পড়িবে, সেই ভাবনায় অস্থির হইতে লাগিল। এক বার ভাবিল, "আমি মধুপুরে গিয়া মথুরকে বীরেন্দ্রনাথের বিপদের কথা বলি।" আবার ভাবিল, "না, যাইব না, মথুর বা মধুপুরের অন্য লোক জন আমার উপর সন্দেহ করিবে। আমার কপাল পোড়া, হয় তো হিতে বিপরীত হইবে।" শেষে ভাবিয়া ঠিক্ করিল, "দেশেও যাইব না। যে কালে বাহির হইয়াছি, সে কালে কিছু দিন বাহিরেই ঘুরিয়া গৌড় নগরে যাই। সেখানে অনেক বড় লোক আছে। বিশেষতঃ গৌড় বাঙ্গালা দেশের রাজধানী, রাজসরকারেও একটা মোটামুটি চাকুরি পাইবার যোগাড় হইতে পারে।" এই ভাবিয়া জয়রাম প্রথমতঃ ভাগীরথীতীরস্থ কণ্টকনগরে (বর্ত্তমান কাঁটোয়া নগরে) গমন করিল। হাতে টাকাকড়ি নাই, কাজে কাজে ভিক্ষা করিয়া উদর-জ্বালা নিবারণ করিল। কণ্টকনগরে এক দিন থাকিয়া চাকুরির সন্ধান করিল, কিন্তু অপরিচিত দরিদ্রকে কেহই মুখ তুলিয়া চাহিল না। তখন জয়রাম ভগবান্‌কে মনের দুঃখ জানাইয়া গঙ্গাপার হইয়া পূর্ব্ব দিকে গেল। খেয়া মাঝি পারাণী পয়সা চাহিল। জয়রাম হাতে পৈতা জড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিল। মাঝি সন্তুষ্ট চিত্তে বা অসন্তুষ্ট চিত্তে "যাও, ঠাকুর! যাও" বলিয়া রেহাই দিল। গঙ্গাপার হইয়া এবং নাবিকের ব্যবহার দেখিয়া হঠাৎ জয়রামের মনে তত্ত্বভাবের উদয় হইল। যাইতে যাইতে আপনা আপনি বলিল, "গঙ্গাপারের মাঝি তো আধ পয়সা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ভবসিন্ধু পারের মাঝি তো ছাড়িবে না। তা'র উপায় করি কি? সৎ কার্য্যই ভব-সমুদ্র-পারের কড়ি, কিন্তু সৎ কার্য্য করি কিসে? কড়িতেই ভব-সিন্ধুপারের কড়ি পাওয়া যায়। তা' কড়ি পাই কোথায়? চাকুরি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিব, পনর আনা বা সাড়ে পনর আনা খাইব, আধ আনা সৎ কার্য্যে ব্যয় করিব, আর মজা করিয়া ভবসিন্ধু পার হইব। আমি খুব বুঝিয়াছি, চাকুরিই ইহকাল ও পরকালের বন্ধু। আমি এমন বন্ধুকে ছাড়িব না।" এই বলিয়া জয়রাম "জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ!" উচ্চারণ করিয়া বরাবর উত্তরমুখে চলিল। পথে পথে ভিক্ষায় অভিক্ষায় কএক দিন অতিবাহিত হইল। তা'র পর রাজধানী গৌড় নগরে পঁহুছিল।

গৌড়ে তাহার কোন পরিচিত লোক ছিল না, সুতরাং প্রথমতঃ অবস্থান করিবার বড় অসুবিধা হইল। অবশেষে জয়রাম ফিকির

খাটাইয়া দেবালয় খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু মুসলমানের অত্যাচারে অনেক দেবালয় বিলয় প্রাপ্ত হওয়াতে বড় গোলযোগ ঘটিল। অনন্তর অনেক চেষ্টার পর নগরের প্রান্তভাগে জয়রাম একটি ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শিবমূর্ত্তি স্থানভ্রষ্ট হইয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। যত্ন করিয়া সেটিকে পুনর্ব্বার মধ্যস্থলে বসাইল। তা'র পর ভিক্ষা করিয়া আতপ চাউল, কাঁঠালি কলা, কএকখানি বাতাসা আনিল। ফুল বিল্বপত্রের প্রয়োজন হইল, কিন্তু শিবপূজার আকন্দ ধুঁতুরা ফুল বনবাদাড়েই পাওয়া যায়, সুতরাং জয়রামকে বড় কষ্ট পাইতে হইল না। মন্দির মধ্যে দুই চারিটা মৃণ্ময় পাত্র ছিল। জয়রাম তন্মধ্য হইতে একটা মাঝারি গোছের ডাব্‌রি লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিল। মন্দির পরিষ্কার করিয়া, পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। শুদ্ধাশুদ্ধ মন্ত্র পাঠে পূজা, স্তব ও প্রণাম করা সমাপ্ত হইল। শিব পূজার চাল কলা খাইতে নাই, কিন্তু জয়রাম পেটের জ্বালায় সে প্রথা মানিল না। যাহারা সে প্রথা চালাইয়াছে, তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম শুনাইয়া চাল কলা সাবাড় করিল। দুই চারি দিন পরে কষ্টেসৃষ্টে জয়রাম এক জন পূজারী হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সে পল্লীর হিন্দু অধিবাসীরা ফল, মূল, পয়সা দিতে লাগিল। কাজেই শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় জয়রামের পসার বাড়িল। মনের সুখে প্রতিদিন শিবপূজা ও উদরপূজা চলিতে লাগিল। গৃহাভাবে মন্দিরের বাহিরে রন্ধন ও মন্দিরের ভিতরে শয়ন হইতে লাগিল। জয়রামের ভাবান্তর হইল, ভাবিল,"মানুষের কাছে চাকুরি করার বাপ্ আঁটকুড়া হউক, বাবার কাছে চাকুরি করায় লাভ আছে।"

ক্রমে ক্রমে এক দিন দুই দিন করিয়া কএক দিন গত হইল। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে আবার একটি দ্বার বই মন্দিরে জানালা নাই, এই জন্য জয়রাম রাত্রিকালে মন্দিরের রোয়াকে শয়ন করিত। এক দিন রাত্রে ঐরূপে শুইয়া আছে—বেস্ নিদ্রাও আসিয়াছে। এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া, আস্তে আস্তে তাহার মস্তকের দিকে বসিল। বসিয়া নীরবে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নিদ্রিত জয়রাম ঘুমের ঘোরে যেমন পাশ ফিরিতে যাইবে, অমনি আচম্‌কা উপবিষ্ট ব্যক্তির জঙ্ঘায় তাহার হাত পড়িল। অমনি সে লোকটি একটু সরিয়া বসিল। জয়রামের হাত নাড়া পাইল, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জয়রাম চক্ষু চাহিল। দেখিল, মন্দিরের দেওয়ালে একটা কিসের অপচ্ছায়া পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ ভয়ে ও সন্দেহে তাড়াতাড়ি যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি উপবিষ্ট লোককে দেখিতে পাইল। অধিকতর ভয়ে আৎকাইয়া উঠিয়া জড়িত স্বরে বলিল,"কে তুমি?"

উপবিষ্ট ব্যক্তি নিরুত্তর।

জয়রাম কেমন করিতে লাগিল। চীৎকার করিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু গলা যেন চাপিয়া গেল। পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পা যেন উঠিল না। আবার ভয়ে ভয়ে বলিল,"কে তুমি?"

উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তর দিল, "তুমি কে?"

"আমি এই শিবের পূজারী।"

"তোমার নাম কি?"

"কেন?,'

"প্রয়োজন আছে।"

"আমার নাম নাই।"

উপবিষ্ট ব্যক্তি হাসিল। বলিল, "জয়রাম শর্ম্মা কা'র নাম?"

জয়রাম চমকিয়া মনে মনে বলিল, "কি বিপদ! এ আবার কে? গতিক বড় ভাল নয়।" ভাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "আমার নাম শিবদাস শর্ম্মা।"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমানে কি শিবপূজা করে?"

"হিন্দু যদি নাম ভাঁড়াইতে পারে, তবে মুসলমান শিবপূজা না করিবে কেন?"

জয়রাম অস্থির হইয়া ভাবিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ লোকটা যে ভয়ানক লোক দেখিতেছি। এত রাত্রে কি ভাবিয়া আমার নিকট আসিল? আবার কথা কয় নাই, চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নিশ্চয় এর কুমৎলব আছে।" এই ভাবিয়া কি উত্তর দিবে, ঠিক করিতে পারিল না।

উপবিষ্ট ব্যক্তি আবার বলিল, "চুপ করিয়া রহিলে যে?"

"কি বলিব?"

'তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

"যা' বল তাই।"

"যা' বল তাই' কেন? মুসলমান না হইলে সে দিন তুমি অজয়ের অরণ্যে মুসলমানদের দলে ছিলে কেন?"

জয়রাম কাষ্ঠপুত্তলবৎ! মুখে কথা নাই—চক্ষে পলক নাই! কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "তুমি কি লোক?" জয়রামের এরূপ প্রশ্ন করিবার মৎলব ছিল।

উপবিষ্ট ব্যক্তি বলিল, "মুসলমান।"

"এমন বেশ কেন?"

"আমিও তোমার মত কাফের সাজিয়া রোজ রোজ পাথর পূজা করিয়া চাল কলা খাই।"

জয়রাম বিষম ফাঁফরে পড়িল।

উপবিষ্ট ব্যক্তি আবার কহিল, "আমার সঙ্গে চল।"

"কোথা?"

"সেই বনে।"

"কেন?"

"সেই সকল মুসলমান তোমায় খুঁজিতেছে।"

জয়রামের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। বেচারা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। "হে বাবা মহাদেব, আমায় রক্ষা কর! মারা যাই, বাবা! কি সর্ব্বনাশ! পলাইয়া আসিয়াও ফাঁদে পড়িলাম। ঝকমারি করিয়া চাকুরি করিতে এখানে আসিয়াছিলাম! আর তাই বা কে জানে যে, সে মুসলমানগুলো এখানকার লোক, আমি তা'দিগে যবন-দস্যু ভাবিয়াছিলাম। কি হ'বে!—হায় হায়!" এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল। কোন উত্তর দিতে পারিল না।

উপবিষ্ট ব্যক্তি আবার কহিল, "আর দেরি করিও না, শীঘ্র চল।"

জয়রাম ভাবিল, "এ লোকটা নিশ্চয় তা'দের চর—ছদ্মবেশে আসিয়াছে। আমার সর্ব্বনাশ করিল।" নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিয়া আসি নাই। প্রাণের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি।"

"তা' ছাড়িব না। তোমাকে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে।"

জয়রাম কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে, আমি তোমাদের একখান চাদর ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি, তা'ও প্রাণের দায়ে! আচ্ছা, আমি চারখান চাদর দিতেছি।"

এই বার উপবিষ্ট ব্যক্তি সহাস্যে বলিল, "জয়রাম, তুমি যে অজয়ের অরণ্যস্থ দুরাত্মা পাঠানদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ, ইহাতে আমি যার-পর-নাই সুখী হইলাম।"

জয়রাম হাঁ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

উপবিষ্ট লোকটি আবার বলিল, "জয়রাম, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি বীরেন্দ্রনাথ।"

তথাপি জয়রামের সন্দেহ ও ভয় সম্পূর্ণরূপে ঘুচিল না। পূর্ব্ববৎ নীরবে ভাবিতে লাগিল।

তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি কএকটি গুপ্ত কথা বলিল। সে কথা জয়রাম ও বীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কাহারও জানিবার কোন রূপ সম্ভাবনা ছিল না। এতক্ষণে জয়রাম প্রকৃতিস্থ হইল। সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি যে বাঁচিয়া আছেন, এ কথা আমার মনে কোন মতে স্থান পায় নাই। তা' হইলে কোন্ কালে আপনাকে চিনিতে পারিতাম। যদিও বা চিনিবার পথ ছিল, তা' আপনি কথার মাচ্‌কোফেরে আমার চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়াছিলেন। তা' যা' হোক, আজ ভগবান্ শিবের প্রসাদে আবার আমরা একত্র হইলাম। পরস্পরের মৃত্যুসন্দেহ মিটিয়া গেল। কাল মহাদেবের পূজা দিবেন।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অবশ্য দিব।"

জয়রাম কহিল, "আপনি কিরূপে রক্ষা পাইলেন, শুনিতে বড় কৌতূহল হইতেছে।"

"মন্দিরের মধ্যে আইস, বাহিরে সে সব কথা বলিব না।" বীরেন্দ্রনাথ এই বলিয়া, জয়রামকে লইয়া মন্দির মধ্যে গেলেন। সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বলিলেন। জয়রাম সবিস্ময়ে প্রশংসা করিতে লাগিল। তা'র পর সেও কিরূপে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহা বীরেন্দ্রনাথের নিকট বিবৃত করিল। তা'র পর বলিল, "আমি এই মন্দিরে আছি আপনি সন্ধান পাইলেন কিরূপে?"

বীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আমি আজ দুই দিন মাত্র এখানে আসিয়াছি। অদ্য দ্বিপ্রহরের সময় তোমাকে একটা দোকানে চাউল ক্রয় করিতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তখন কোন কারণ বশতঃ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। তুমি তথা হইতে চলিয়া আসিবার পরক্ষণেই আমি দোকানদারকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে আমাকে বলিয়াছিল, "ও ব্রাহ্মণ, অমুক স্থানের শিবের পূজারী—নাম শিবদাস শর্ম্মা। অল্প দিন এখানে আসিয়াছেন।" আমি আর কিছু বলি-

লাম না, চলিয়া গেলাম। তা'র পর এই আসিয়াছি।"

জয়রাম বলিল, "আমি আজ বড় সুখী হইলাম।" এই বলিয়া আবার বলিল, "আপনার আহার হইয়াছে কি?"

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার নিকট কি আছে?"

আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জয়রাম মহাবিভ্রাটে পড়িল। ব্রাহ্মণের সমস্ত দ্রব্যই উদর-গুদামজাত হইয়াছে। মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "রাত্রি প্রভাত হইতে কত দেরি?"

"প্রায় অর্দ্ধেক।"

"তাই তো; এত রাত্রে কোথায় কি পাই?"

"তোমায় ভাবিতে হইবে না। আমি আহার করিয়াছি।" বাস্তবিক বীরেন্দ্রনাথ আহার করিয়া আসিয়াছিলেন।

"আহার না করিলেও করিয়াছেন।"

"সত্য সত্যই আহার করিয়াছি।"

"শীঘ্র শীঘ্র রাত্রি প্রভাত হইলে বাঁচি।"

"রাত্রি প্রভাত হইলে তোমাকে একটি কার্য্য করিতে হইবে।"

"কি?"

"মধুপুরে যাইতে হইবে।"

"কেন?"

"মথুরকে আমার নিকট ডাকিয়া আনিবে।"

"শিবপূজা করিবে কে?"

"আমি।"

"লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবেন?"

"শিবদাস শর্ম্মা আমাকে বদলি দিয়া গিয়াছেন।"

"বেস্ কথা। তবে আমি ভোরেই যাত্রা করিব।"

বীরেন্দ্রনাথ সুন্তুষ্ট হইলেন। পথ-খরচ দিলেন। শেষে বলিলেন, "আমি যে সকল গুপ্ত কথা বলিলাম, তা' কেবল মথুরকে বলিও। তা' ছাড়া এখানের বা সেখানের অন্য কাহারও নিকট বলিও না। খুব সাবধান; প্রকাশ করিলে তুমিও মারা যাইবে, আমিও মারা যাইব।"

জয়রাম বলিল, "সর্ব্বনাশ! এ কথাও কি প্রকাশ করিতে আছে? আমিও যে আপনার মত ভুক্তভোগী।" এই বলিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, চলুন না হয় আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।" বীরেন্দ্রনাথের 'মারা যাইবার' কথায় গোড়ে থাকিতে জয়রামের ভয় হইল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, আমি এখন যাইতেছি না। মথুর আসিলে যাইব।"

জয়রাম কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার আর না আসিলেও তো চলে?"

"কেন?"

"গোড়ে মুসলমানের বড় উৎপাত। সত্য মিথ্যা এই দেখুন, শিবের মন্দির ভগ্ন। কোন্ দিন বা আমার হাড় ভগ্ন হইবে।"

"ভয় কি, আমি আছি।"

"আপনি দশ জনের মোহাড়া নিতে পারেন বটে, কিন্তু আমি যে একটা পাঠান বালকেরও সম্মুখে দাঁড়াইতে আধমরা হই।"

"তবে তুমি কি করিয়া এখানে রহিয়াছ?"

"আমি কি জানি যে, সেই পাঠানেরা এখানকার? কথায় বলে, 'জান্‌লেই ভয়, না জান্‌লেই নয়'।"

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, জয়রাম ভীত হইয়াছে। বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি মথুরকে পাঠাইয়া দিয়া, তোমার শ্যামগ্রামের বাড়ীতে যাইও। আমি তোমাকে আপাততঃ দশটি মোহর দিতেছি। পরে তোমাকে আমার নিকটে রাখিব।" এই বলিয়া মোহরগুলি দিলেন।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি শেষ হইল। জয়রাম মধুপুরে যাত্রা করিল। বীরেন্দ্রনাথ পূজারী হইয়া শিবমন্দিরের ভার লইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

এদিকে ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর পরামর্শানুসারে অগ্রজের অনুসন্ধানে কালবিলম্ব করিলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বীরেন্দ্রনাথের ঠিকানা জানিয়া শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকা কষ্টকর হইল। এই জন্য তিনি কিরণময়ীকে কিছু না বলিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসন্ধানে যাইবার মনস্থ

করিলেন। এক দিন প্রিয়তমা পত্নী হিরণ্ময়ীকে গোপনে বলিলেন, "আমি তোমার দিদির পরামর্শ মতে আর থাকিতে পারিব না। দিন দিন দাদার জন্য বড় অস্থির হইয়া উঠিতেছি। আমি অদ্যই যাত্রা করিব। তুমিই আমার প্রস্থানের কথা বলিয়া সকলের চিন্তা দূর করিও। কিন্তু কাহারও নিকট ঠিকানার নাম তুলিও না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বাস্তবিক আর বিলম্ব করা ভাল নয়। তবে কথা এই, মথুরকে সঙ্গে লইয়া যাও।"

"তাহাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেও তোমার দিদির মত বিলম্ব করিতে বলে।"

"পত্রের মর্ম্ম দেখিয়া বোধ হইতেছে, বড় দিদি তাহাকে বিলম্ব করিতে বলিয়া থাকিবেন।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী আবার বলিলেন, "আচ্ছা, বড় দিদি জানিয়া শুনিয়া কেন এমন করিতেছেন?"

"তা, কেমন করিয়া বুঝিব?" মনে মনে বলিলেন, "দাদাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া কি কিরণময়ী এমন করিতেছে? হইতেও পারে—না হইতেও পারে। কিরণময়ীর মন ও মৎলব বোঝা নিতান্ত কঠিন।"

হিরণ্ময়ী, বলিলেন, "মথুর যদি না যায়, তবে একাকী কেমন করিয়া যাইবে?"

এই বার ধীরেন্দ্রনাথ পত্নীর মন ভুলাইবার জন্য বলিলেন, "একাকী কেন যাইব? কএক জন লোক ঠিক করিয়াছি।"

"কোথা তা'রা?"

"এখানকার নয়।"

"কেন?"

"এখানকার লোক হইলে পাছে আমার যাইবার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাই অন্য স্থল হইতে ঠিক করিয়াছি। তোমার বড় দিদির সন্দেহ হইবার ভয়েই আমাকে এমন করিতে হইয়াছে।"

সরলা হিরণ্ময়ী তাই বুঝিলেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ কোন লোকই ঠিক করেন নাই।

তা'র পর হিরণ্ময়ী বলিলেন, "কবে আসিবে?"

"ঠিকানা ঠিক আছে, বেশী বিলম্ব হইবে না।"

"তোমার দাদা আসিবেন তো?"

"যা'তে আসেন, তা' করিব।"

"মা দুর্গা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্।"

গোপনে পরামর্শ হইল,—গোপনে ধীরেন্দ্রনাথ মধুপুর হইতে প্রস্থান করিলেন,—গোপনে হিরণ্ময়ী মনের কথা মনেই রাখিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বরাবর পর্য্যটন করিয়া যথাসময়ে অজয়-তটে উপস্থিত হইলেন। অগ্রজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও দেখা পাইলেন না। অবশেষে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তথাপি সাক্ষাৎ মিলিল না। তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। কত কি ভাবিতে লাগিলেন। এক বার ভাবিলেন, "হিরণ্ময়ী কি মিথ্যা কহিল?" আবার ভাবিলেন, "না, সে মিথ্যা কথা কহে নাই। বোধ হয়, ভাল করিয়া পত্রের লেখা বুঝিতে পারে নাই। এখন কি করি? কোথায় দাদার দেখা পাই? তিনি এখানে থাকিলে, নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হইত। চন্দুরে ডাকাত আমাকে এখানে আনিয়াছিল। আমি এ স্থান চিনি। সুতরাং স্থান-পরিচয়ের ভ্রম হয় নাই। বোধ করি, দাদা অন্য কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। এখানে আসেন নাই।" কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া সুড়ঙ্গের কথা মনে হইল। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সুড়ঙ্গের অনুসন্ধানে চলিলেন। সুড়ঙ্গের সন্ধান ঠিক জানা ছিল না বলিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অরণ্যের দক্ষিণ দিকে কোলাহল-ধ্বনি হইল। ধীরেন্দ্রনাথ শশব্যস্ত হইয়া সে দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, দুই জন পাঠান ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচ ছয় জন দেখা দিল। সকলেই ধীরেন্দ্রনাথের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইলেন।

ধাবিত পাঠানদের পশ্চাৎ হইতে এক জন চীৎকার করিয়া বলিল, "জল্‌দি কাফেরকে গেরেপ্তার কর।'

ধীরেন্দ্রনাথ পাঠান-হস্তে ধৃত হইলেন। কারণ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "তোমরা কেন আমাকে ধরিলে?"

"চোপ্‌রও কাফের!" বলিয়া এক জন পাঠান তাঁহাকে ধমক দিল।

অনতিবিলম্বে সর্ব্বপশ্চাদ্‌বর্ত্তী পাঠান আসিয়া উপস্থিত হইল। চক্ষু রাঙাইয়া বলিল, "কাফের! বন্দী কোথা?"

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইলেন। তাঁহার বাক্য-

মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কে বন্দী আমি জানি না।"

সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "মুক্ত করিবার সময় জানিয়াছিলি, এখন জানিস্ না ?"

ধীরেন্দ্রনাথ বড় গোলযোগে পড়িলেন। বলিলেন, "সত্য বলিতেছি, আমি তোমাদের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না। খুলিয়া বল, ব্যাপার কি ?"

সেই পাঠান উত্তর করিল, "ব্যাপার কিছু নয়, তবে বন্দী দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে আনিয়া না দিলে তোকে শূলে বসাইব।"

ধীরেন্দ্রনাথ মহাবিপদে পড়িলেন। ভাবিলেন, "অতি অশুভ ক্ষণে পা বাড়াইয়াছিলাম। কিরণময়ীর কথা না শুনিয়া ভাল করি নাই। এ পাঠান কি বলিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ভাল করিয়া জানিতে হইল।" তাই ভাবিয়া বলিলেন, "দেবনারায়ণ শর্ম্মা কে ?"

এক জন পাঠান মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তোর বাবা !"

ধীরেন্দ্রনাথ দুঃখিত হইলেন, মনে মনে বলিলেন, "পাঠান না হইলে এমন সভ্যতার পরিচয় কে দেয় ?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি দেবনারায়ণ শর্ম্মার নামও শুনি নাই।"

যে পাঠান প্রথমে 'কাফের, বন্দী কোথা' বলিয়াছিল, সে বলিল,"আমি তোর কোন কথা শুনিতে চাই না। তুই বদ্‌মাস জালিয়াৎ। বন্দী হাজির করিলে বাঁচিবি, নহিলে মরিবি।" এই বলিয়া পার্শ্বস্থ এক জন পাঠানকে বলিল, "কাফেরকে বাঁধ। বাঁধিয়া লইয়া সকলে আমার সহিত আইস। গৌড়ের জেলখানায় দুস্‌মন্‌কে রাখিব।"

"হুকুম তামিল, দারোগা সাহেব !" বলিয়া জেলাল খাঁ ধীরেন্দ্রনাথের হস্ত বন্ধন করিল।

এই পাঠান দারোগা সেই দুরাচার ইব্রাহিম খাঁ। এই দুরাত্মা মধ্যে মধ্যে দেবনারায়ণকে ভয় দেখাইতে আসিত, এ কথা ধীরেন্দ্রনাথের নিকট দেবনারায়ণেরই মুখে প্রকাশ হইয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে সুড়ঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবার পাঁচ ছয় দিন পরে ইব্রাহিম খাঁ অনুচরগণের সহিত এখানে আসিয়াছিল। কে তাহার এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে, পাঠান মারিয়াছে, বন্দী লইয়া পলাইয়াছে, সে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য অরণ্যেই অবস্থান করিতেছিল। আজ ধীরেন্দ্রনাথকে পাইয়া "চোর ধরিয়াছি" বলিয়া কতই আস্ফালন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে বন্দী ধীরেন্দ্রনাথকে লইয়া গৌড় নগরে গমন করিলেন। ইবুফ খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া ইব্রাহিম খাঁ ধীরেন্দ্রনাথকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা হইত, কিন্তু দেবনারায়ণের সন্ধান জানিবার জন্যই আপাততঃ তিনি কারাকক্ষে বন্দী হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক দেবনারায়ণের সুড়ঙ্গ-মুক্তির চৌদ্দ পনর দিন পরে ধীরেন্দ্রনাথ অজয়ারণ্যে ধৃত হইয়াছিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বার্ত্তাবহ।

যথাসময়ে জয়রাম মধুপুরে আসিয়া,মথুরকে গোপনে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিল। মথুর শুনিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত ও চিন্তিত হইল। অনন্তর জয়রামকে আপন কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া কিরণময়ীর কক্ষে গেল। সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া উদ্যানে গমন করিল। সেখানেও সাক্ষাৎ মিলিল না। অবশেষে এক জন দাসীর নিকট সন্ধান লইয়া গোলোকনাথ শর্ম্মার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দেখিল,কিরণময়ী তারাসুন্দরী দেবীকে পূর্ব্ববৎ সান্ত্বনা করিতেছেন। মথুর কিরণময়ীকে বাহিরে ডাকিয়া আনিল। তা'র পর নিভৃত স্থানে গিয়া জয়রামের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত বলিল। কিরণময়ী কি ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "তাই তো, মথুর, এ কি হইল ! যাহা ভাবি নাই, তাহাই ঘটিল!" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ পাইয়াছ ?"

মথুর উত্তর করিল, "না।"

কিরণময়ী আবার ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ভাবনার মর্ম্ম আমরা কিছুই জানি না। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "যে লোকটি সংবাদ আনিয়াছে, সে কোথা ?"

"আমার ঘরে।"

"চল দেখি, দুই জনে তাহার নিকটে যাই।"

"তবে এস।"

"তুমি অগ্রসর হও। আমি অবিলম্বে যাইতেছি।"

মথুর প্রস্থান করিল। কিরণময়ী আবার জয়াসুন্দরীর নিকট গেলেন। বলিলেন, "মা, আমি এক বার বাড়ী যাই। আবার অবিলম্বে আসিব।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে জয়রাম মথুরের কক্ষে একাকী বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল। মথুর গৃহে প্রবেশ করিল। জয়রামেরও গুন্ গুন্ থামিল। দেখিতে দেখিতে কিরণময়ীও মথুরের গৃহে আসিলেন। জয়রাম এক বার মাত্র তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে একটু সরিয়া বসিল।

অনন্তর কিরণময়ী জয়রামকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং জয়রাম উত্তর দিতে লাগিল। তা' ছাড়া আরও অনেক কথা বলিল। কিরণময়ী নিবিষ্ট চিত্তে সমস্ত শুনিলেন। তা'র পর জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি ধীরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ জান?"

"কে ধীরেন্দ্রনাথ?"

"বীরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।"

"হাঁ হাঁ, মনে পড়িয়াছে। বীরেন্দ্রনাথের মুখে তাঁহার নাম শুনিয়াছি বটে। কিন্তু তিনি তো বাড়ীতে আছেন।"

"বাড়ীতে আছেন কিরূপে জানিলে?"

"বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন।"

কিরণময়ী বুঝিতে পারিলেন। আর কিছু বলিলেন না। অনন্তর তিনি কি ভাবিয়া মথুর ও জয়রামকে এ সকল কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মথুরকে বলিয়া গেলেন, "পাচক ব্রাহ্মণকে বলিয়া ইহাঁর উত্তমরূপে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

জয়রাম নিমীলিত চক্ষে বসিয়াছিল। আহারের নাম শুনিয়া এক বার চক্ষু চাহিল। অনন্তর যথাসময়ে রন্ধন-যজ্ঞাগারে জয়রামের পরিপাটীরূপে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া জঠরানলে আহুতি প্রদত্ত হইল। জয়রাম আহার করিতে করিতে মনে মনে এক এক বার বলিয়াছিল, "ছি, বীরেন্দ্রনাথ এমন বাড়ীও ছাড়িয়াছেন।"

অনন্তর কিরণময়ী আবার মথুরের নিকট আসিলেন। বলিলেন, "তুমি অদ্যই গৌড় নগরে যাত্রা কর। বীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আইস। আমি পাঠাইতেছি এ কথা যেন তাহাকে বলিও না। তা'র পর যাহা করিতে হয় আমি করিব। মথুরকে এই কথা বলিয়া জয়রামকে বলিলেন, "তুমিও মথুরের সঙ্গে যাও।"

জয়রাম ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়। কিরণময়ীর কথা শুনিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বলিল, "আমার আর যাইবার প্রয়োজন নাই। মথুর গেলেই হইবে। আমি বরং মথুরের ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আপনাদের বাড়ীতে থাকি।"

কিরণময়ী বলিলেন, "তুমি ঠিকানা জান, না গেলে চলিবে কেন?"

"আমি তো শিবের মন্দিরের কথা বলিয়া দিলাম।"

"তবু সঙ্গে যাওয়া ভাল।"

"তা বটে, তবে কি না আর চলিতে পারিব না। পায়ে বাত; বড় ব্যথা হইয়াছে।"

"আচ্ছা, তবে তুমি এইখানে থাক।"

"সে কথা ভাল।" মনে মনে বলিল, "মথুর যদি খুব বিলম্ব করিয়া ফিরিয়া আইসে, তা' হইলে এ বাড়ীতে আমার আগার-ব্যাপারটা উঁচিয়ে চলে।"

অনন্তর মথুর পথ-খরচ লইয়া গৌড়যাত্রা করিল। মথুরের সঙ্গী হইল একটা কেঁদো লাঠি।

অন্যে যে পথ দুই দিনে চলে, মথুর তাহা এক দিনের কম সময়েও চলিতে পারিত। সুতরাং শীঘ্র গৌড় নগরে উপস্থিত হইল। ঠিকানা ঠিক করিয়া লইয়া বীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিল। বীরেন্দ্রনাথ মথুরকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "কেমন আছ, মথুর?"

মথুর সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এমন কোরে কি বাড়ী ছাড়্তে আছে? তোমার জন্যে মধুপুর অন্ধকার, সাবার মুখে হাহাকার, আর তোমারও কত কষ্ট হোলো। যা' হ'বার, তা' হোলো, এখন আমার সঙ্গে বাড়ী এসো।"

বীরেন্দ্রনাথ মথুরকে লইয়া, মন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন। নগরের প্রান্তে একটা জঙ্গলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুর বলিল, "এখানে কেন?"

"গুপ্ত কথা বলিবার জন্য গুপ্ত স্থানই ভাল।"

"কি গুপ্ত কথা?"

"জয়রাম তো তোমাকে সংবাদ দিয়াছে?"

"হাঁ।"

"তার মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়াছ তো?"

"শুনেচি।"

"তা' ছাড়া আর একটা কথা আছে।"

"কি?"

"আমি এই গৌড় নগরের মুসলমান বিচারক ইয়ুফ খাঁ এবং তাহার গোলাম ইব্রাহিম খাঁ দারোগাকে সমুচিত প্রতিফল দিব। তোমাকে আমার এ কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে।"

"যে ইয়ুফ খাঁ আর ইব্রাহিম খাঁ দেবনারাণ শর্ম্মার মেয়ের উপর নোভী হোয়েচে?"

"হাঁ।"

"তুমি তা'দের পর্‌তিফল দেবে, এ কথা তো জয়রাম ঠাকুর আমাকে বলেনি।"

"আমি তাহার নিকট এ কথা প্রকাশ করি নাই।"

"বাইরের ঝগড়া ঘরে এনে কাজ কি?"

"না, মথুর, ও কথা বলিও না। আমি দেবনারায়ণ শর্ম্মার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।"

মথুর কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "লোক জন চাই তো?"

মথুরের লোক জনের অর্থ বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন। অমনি চন্দুরের কথা মনে পড়িল। বলিলেন, "মথুর, আর একটা বিপদ ঘটিয়াছে।"

"কি?"

"চন্দুরে তা'র সঙ্গীদের সঙ্গে গৌড়ের কারাগারে আটক রহিয়াছে। আমি এখানে আসিয়া সন্ধান লইয়াছি।"

"বল কি!" এই বলিয়া কি ভাবিল। আবার বলিল, "তা থাক্। আপুনি বাড়ী চল।"

"সে কি, মথুর?"

"আমি তোমাদের মায়ায় বদ্ধ হোয়েচি, এখন আর ডাকাত নই, ডাকাতের সঙ্গেও মিশ্‌তে ইচ্ছে নেই। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে। চল বাড়ী চল।"

বীরেন্দ্রনাথ একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "আমি যা বলি, শুনিবে তো শুন, নহিলে একাকী বাড়ী যাও। আমাকে ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ করিও না।"

মথুর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বলিল, "তাই তো, আপুনি যে——"

"যাও। আমি মন্দিরে চলিলাম।" মথুরের কথায় বাধা দিয়া বীরেন্দ্রনাথ এ কথা বলিলেন।

মথুর নীরবে বসিয়া রহিল।

বীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে যে?"

"কি উত্তুর দেবো বল?"

"আমার কথা শুনিবে কি না?"

"শুন্‌বো না কেন?—শুন্‌বো। কিন্তু একে তো আপনকার জন্য বাড়ীতে সকলেই অস্থির, তা'তে আবার ছোট বাবাজীও বাড়ী নাই। বল দেখি তোমার বাপ মার মন কি কোচ্চে?"

"ধীরেন্দ্র কোথা?"

"ক দিন হোলো তোমার অনুসন্ধান কো... গেচে।"

"কোথা?"

"তা' কি কোরে জান্‌বো?"

"তোমাদের কাছে ধীরেন্দ্র কি মঠের কথা জানিতে পারিয়াছিল?"

"রাম রাম।"

"তাই তো, কোথা গেল তবে!" বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি ভাবিলেন। আবার বলিলেন, "ধীরেন্দ্র শীঘ্রই ফিরিয়া বাড়ী যাইবে, সে জন্য ভাবিও না। আমিও আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

"তবু এখন যা'বে না?"

"না।"

তখন মথুর নিরুপায় হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি আপনকার পরামর্শ মত কাজ কোর্‌বো। তবে কথা এই, এখন আমাকে এক বার দিন কএকের জন্যে ছেড়ে দিতে হ'বে।"

"কেন?"

"লোক যোগাড় কোত্তে।"

"লোক পাইবে কোথা?"

"আমার সন্ধানে ডাকাত লেঠেল আছে।"

বীরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু মথুর যে, কৌশল করিয়া প্রথমতঃ কিরণময়ীর নিকট যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "মথুর, তুমি কবে ফিরিবে?"

"বেশী দেরি হ'বে না।" এই বলিয়া আবার বলিল, "আমি না আস্‌লে আপুনি কিছু কোরো না। এই রকম ভাবেই থেকো।"

বীরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। মথুর মধুপুরে ফিরিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌড়যাত্রা।

কিরণময়ী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। একে তিনি বীরেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ-জনিত বিপদে অস্থির, তাহার উপর আবার ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্থান তাঁহাকে অধিকতর অস্থির করিল। একটি চিন্তার উপর আর একটি দারুণ চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে যার-পর-নাই অবসন্ন করিল। কিরণময়ী কখন ভাবিতে লাগিলেন, "মথুর শীঘ্র আসিলে হয়।" আবার কখন ভাবিতে লাগিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ কোথায় গেলেন? কবে আসিবেন?" ধীরেন্দ্রনাথের অদর্শন তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে, বার্ত্তাবহ মথুর আসিয়া উপস্থিত। কিরণময়ী এই কত ক্ষণ মথুরের প্রত্যাগমন ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বর সে বিষয়ে অনুকূল হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মথুরকে লইয়া আপন কক্ষে গেলেন। সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মথুর আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। কিরণময়ী আগ্রহের সহিত শুনিলেন। শেষে মথুর বলিল, "আমি লোকজন যোগাড় কর্‌বার নাম কোরে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।"

কি।—"আমি যে তোমায় বীরেন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তা' তো তিনি জানিতে পারেন নাই?"

ম।—"আমি তোমার নামও করিনি।"

কি।—"ভাল করিয়াছ।" এই বলিয়া কি ভাবিলেন, আবার বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ আমার সম্বন্ধে কোন কথা তুলিয়াছিলেন কি?"

ম।—"না।"

কিরণময়ী আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, "না তুলিয়া ভালই করিয়াছেন।" আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?"

ম।—"না।"

কি।—"আচ্ছা, বীরেন্দ্রনাথ ধীরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ জানেন?"

ম।—"তা' জান্‌লে আমাকে তিনি বল্‌তো। বরং আমার মুখেই ধীরেন্দ্রনাথের বাড়ীছাড়ার কথা তিনি শুনেচ।"

কি।—"তিনি শুনিয়া কি বলিলেন?"

ম।—"দুঃখু কোত্তে লাগ্‌লেন আর বোল্‌লেন, 'ধীরেন্দ্র শীগ্‌গিরিই বাড়ী ফিরে যা'বে। তা'র জন্য সকলকে ভাব্‌তে বারণ কোরো।'"

কিরণময়ী অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শেষে মনে মনে বলিলেন, "আর আমার এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। বীরেন্দ্রনাথের পিতা মাতা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার মাতা দিন দিন যেরূপ চিন্তাকুল হইতেছেন, আমার ভয় হয়, পাছে তিনি উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। আবার ধীরেন্দ্রনাথের জন্য আমার পিতা মাতা ও ভগিনী কতই ভাবিতেছেন, আমিও কতই ভাবিতেছি। এমন দুর্ঘটনাও মানুষের ঘটে! কেন বীরেন্দ্রনাথ মঠে গিয়াছিলেন! যা'ই হউক, আর বিলম্ব করিব না, অদ্যই বীরেন্দ্রনাথের নিকট যাইব।" মনে মনে এই বলিয়া মথুরকে বলিলেন, "মথুর! তুমি বিশ্রাম করিতে পাইলে না বলিয়া দুঃখ করিও না। আবার আমার সঙ্গে তোমাকে গৌড়ে যাইতে হইবে। তুমি এখন যাইয়া সমস্ত আয়োজন কর। আমি সকলের নিকট বিদায় লই।"

ম।—"কি বোলে বিদেয় নেবে? তুমি মেয়ে ছেলে, তোমাকে কি তোমার বাপ মা ছেড়ে দেবে?"

কি।—"তোমার সঙ্গে যাইব বলিলে, পিতা মাতা কোন আপত্তি করিবেন না—ভাবিবেনও না।"

মথুর আনন্দে একটু হাসিল। "তবে আমি যা'বার যোগাড় করি" বলিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর কিরণময়ী পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বীরেন্দ্রনাথের সন্ধান পাইবার কথা বলিলেন, তাঁহারা এক প্রকার স্থির হইলেন। জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অদ্যই আমি লোক জন সঙ্গে করিয়া গৌড়ে যাই। যে কোন প্রকারে পারি, বীরেন্দ্রনাথকে বাড়ী আনিব।"

কিরণময়ী কি ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরে বলিলেন, "বাবা! আপনার যাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। বীরেন্দ্রনাথ আপনাকে দেখিলে বোধ হয় ফিরিবেন না। আবার হয় তো তাঁহার মনে বিবাহের কথা জাগিবে। আপনারা তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করাতেই তিনি গৃহত্যাগী, সুতরাং

আপনাদের কাহারও সেখানে যাওয়া উচিত হইতেছে না।"

জগদীশপ্রসাদ ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা' বটে। আচ্ছা, তবে মথুর আবার যাউক।"

কি।—"মথুর হইতে যদি কার্য্যসিদ্ধি হইত, তবে কি সে ফিরিয়া আসে?"

জ।—"তবে কি করিয়া বীরেন্দ্রকে বাড়ী আনা যাইবে?"

কি।—"আপনি এবং মাতা অনুমতি দিলে আমি এক বার সেখানে যাই।"

জ।—"তাই তো বড় কঠিন সমস্যা। তুই মেয়ে ছেলে, কি করিয়া যাইবি? আমিও বা কিরূপে যাইতে বলি?"

কি।—"মথুরকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

জ।—"সে কথা ভাল, তবু আরও লোক জন সঙ্গে যাওয়া চাই।"

কি।—"বেশী লোক সঙ্গে থাকা ভাল বটে, কিন্তু 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' প্রবাদের ভয় হয়। বেশী লোক হইলে গোল হইবে। গোল হইলে বীরেন্দ্রনাথকে ফিরানো অসম্ভব।"

জ।—"সে কথাও স্বীকার করি। আচ্ছা, কিরূপে যাইবি?"

কি।—"কখন পাল্কীতে, কখন নৌকায়।"

জ।—"পাল্কী নৌকা ঠিক করিতে তো হইবে?"

কি।—"মথুর তা ঠিক্ করিবে।"

জ।—"মথুরকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া দিব চল।"

কি।—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি মা'র নিকট বিদায় লইয়া বীরেন্দ্রনাথের পিতামাতার নিকট যাইব। তা'র পর হিরণের নিকট বিদায় লইব।"

জগদীশপ্রসাদ সম্মত হইলেন। কিরণময়ী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জননীকে বুঝাইয়া বিদায় লইলেন। গোলোকনাথের বাটীতে গেলেন। বীরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান সংবাদ দিলেন। তাঁহাদের গভীর বিষাদে কতকটা হর্ষ বিকাশ পাইল। তা'র পর কিরণময়ী বীরেন্দ্রনাথকে আনিতে যাইবার কথা তুলিলে শোকার্ত্ত দম্পতি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গোলোকনাথ সঙ্গে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিরণময়ী পিতাকে যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেইরূপ বুঝাইলেন। গোলোকনাথ আর কিছু বলিলেন না। অনন্তর কিরণময়ী তারাসুন্দরীকে বলিলেন, "মা, তোমার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমিও আমার সঙ্গে যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছ, কিন্তু তুমি পুত্রশোকে নিতান্ত অসুস্থ, পথে সাজ্ঘাতিক অবস্থা ঘটিতে পারে, সুতরাং তোমাকে লইয়া যাইতে পারি না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি শীঘ্রই ফিরিব।" এই বলিয়া কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তিনি হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিলেন এবং বিদায় লইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "হিরণ! তুমি ভাবিও না। ধীরেন্দ্রনাথ অগ্রজের অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্র ফিরিবেন। আমিও গৌড়ে যাইবার ও আসিবার সময় তাঁহার অনুসন্ধান করিব।"

হিরণ্ময়ী সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন। মুখখানিতে বিষাদ-রেখা ফুটিয়া উঠিল। চক্ষের জল থামিল না।

কিরণময়ী অস্থির হইলেন, বলিলেন, "এ কি, হিরণ! কেন এমন হইলে?"

হিরণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বড় দিদি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে বুঝি!"

"সে কি কথা, হিরণ!" কিরণময়ী শশব্যস্তে এ কথা বলিলেন।

হি।—"তোমাকে বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু না বলিলে নয়। বড় দিদি!—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

কি।—"চুপ করিলে কেন? বল, হিরণ, বল?"

হি।—"অজয়ের মঠে তিনি গিয়াছেন। আবার তুমি সেখানকার ঘটনা যেরূপ বলিলে, আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। যদি সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর তিনি সেখানে গিয়া থাকেন, তবে মুসলমানেরা হয় তো তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়াছে। বড় দিদি! তাঁ'র কি হইল!" আবার হিরণ্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন।

কিরণময়ী এই কথা শুনিয়া চমকিত ও বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ অজয়ের মঠে গিয়াছেন তুমি জানিলে কিরূপে?"

হি।—"তুমি যদি রাগ না কর, বিরক্ত না হও, তবে বলি।"

কি।—"তোমার উপর আমি কখনই রাগ

করি নাই বা বিরক্ত হই নাই। তুমি বল, কোন ভয় নাই।”

হি।—“ঠাকুরবাড়ীতে তুমি নিদ্রিত ছিলে, আমি তোমার অঞ্চল হইতে খুলিয়া এক পত্র পড়িয়াছিলাম।”

কিরণময়ী একটু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “কি পত্র?”

হিরণ্ময়ী লজ্জায় অধোমুখে রহিলেন, কথা কহিলেন না।

কিরণময়ী বুঝিতে পারিলেন, তথাপি যেন জানেন না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আবার কেন লজ্জা কর? কি পত্র বল?”

হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন, “স্বামীর অগ্রজের পত্র।”

কিরণময়ী এক বার ভাবিলেন, “ঘটনার কি অদ্ভুত শক্তি!” বলিলেন, “হিরণ! তুমি এত দিন কেন আমাকে সে কথা বল নাই?”

হি।—“ভয়ে।”

কি।—“যা' হইবার হইয়াছে। তুমি কাঁদিও না। আমি বীরেন্দ্রনাথের সন্ধান করিব। তাঁহার কোন বিপদ হয় নাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।”

কিরণময়ী ভগিনীকে শান্ত করিবার জন্য “তুমি নিশ্চিন্ত থাক” বলিলেন, কিন্তু নিজে অনন্ত চিন্তায় জড়ীভূত হইলেন। এত দিন তিনি ধীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্যরূপ ভাবিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর একরূপ ভাবনা—সে ভাবনা কি? হিরণ্ময়ীর ভাবনার দোসর। উভয় ভগিনীর মন, হৃদয় ও অবস্থা সমান হইল। তবে হিরণ্ময়ী বহিশ্চক্ষে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিরণময়ী তাহা না করিয়া মনশ্চক্ষেই কাঁদিলেন। এক্ষণে হিরণ্ময়ী বিষাদের মূর্ত্তি এবং কিরণময়ী বিষাদের প্রাণ।

অনন্তর কিরণময়ী অনেকক্ষণ নীরবে কি ভাবিলেন। অবশেষে বলিলেন, “হিরণ! তুমি পত্রের কথা বা ধীরেন্দ্রনাথের অজয়ের মঠে যাইবার কথা এখনও কাহারও নিকট বলিও না। তুমি আমার কথায় নির্ভর করিয়া থাক। আমি অজয়-মঠেও যাইব। সন্দেহের উপর বিশ্বাস করিয়া হতাশ হইও না।”

হিরণ্ময়ী সবিষাদে বলিলেন, “বড় দিদি, তুমি আগে কোথা যাইবে?”

“অজয়ের মঠে।”

“সত্য?”

“সত্য। বীরেন্দ্রনাথের তো ঠিকানা জানিয়াছি। এখন অগ্রে ধীরেন্দ্রনাথের সন্ধান করা আবশ্যক।”

“তুমি কবে আসিবে?”

“শীঘ্রই। তবে যদি ঘটনাক্রমে বিলম্ব হয়, তোমার নিকট লোক পাঠাইব।”

হিরণ্ময়ী আবার কি ভাবিলেন। বলিলেন, “আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।”

“না, হিরণ, এখন তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি আগে সন্ধান লইয়া আসি।”

“আমার যাইতে দোষ কি?”

“বাবা, মা দুঃখ করিবেন, হয় তো আমাকেও যাইতে দিবেন না। তাই বলিতেছি, এখন তুমি সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না।”

“আচ্ছা। কিন্তু বড় দিদি——” এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

“কেন, হিরণ, তুমি আর দুঃখ কর? আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না?”

“সে কি, বড় দিদি!”

“তবে তুমি এত চঞ্চল হও কেন?”

“আচ্ছা, তবে এস, কিন্তু শীঘ্র যেন সংবাদ পাই।”

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় আবার বলিয়া গেলেন, “হিরণ, খুব সাবধান, পত্রের কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে বড় দুঃখিত হইব। তুমি ধীরেন্দ্রনাথকে পত্রের কথা না বলিলে, তিনি অজয়-মঠে যাইতেন না এবং তোমাকেও আজ এমন করিয়া আকুল হইতেও হইত না। তাই বলিতেছি, অন্যের নিকট আবার যেন সে কথা তুলিয়া নিজে বেশী দুঃখ ভোগ করিও না এবং আমার ন্যায় অন্যকেও দুঃখ ভোগ করাইও না। খুব সাবধান।”

হিরণ্ময়ী অগ্রজার কথার সম্মত হইলেন।

অনন্তর কিরণময়ী পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। মথুরকে ডাকান হইল। জগদীশপ্রসাদ মথুরের হস্তে কিরণময়ীর রক্ষাভার দিলেন। মথুর নিজের বিশ্বাসী বৃহৎ যষ্টি কপালে স্পর্শ করিয়া রক্ষাভার লইল। নৌকা ও পাল্কীর বন্দোবস্ত হইল। কিরণময়ী “জয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ! জয়, মা দুর্গা!” বলিয়া পাল্কী আরোহণ করিলেন। মথুর অগ্রে অগ্রে চলিল। এক জন দাসী, এক জন পাচিকা ও এক জন দ্বারবান্ও গমন করিল। যথাসময়ে

ভাগীরথী-তীরে পাল্কী উপনীত হইল। সকলে নৌকারোহণ করিল। নৌকা উজান ঠেলিয়া উত্তর মুখে চলিল।

জয়রাম জগদীশপ্রসাদের বাটীতেই রহিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎকার।

এখানে বীরেন্দ্রনাথ গৌড় নগরে আসিয়া অবধি নিশ্চিন্ত নহেন। প্রত্যহই কার্য্যসিদ্ধির উপায় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু সহজরূপে মনোরথ সফল হইবার কোনরূপ সুবিধা হইল না। দুই তিন দিন ফৌজদারী কাছারিতে গিয়া বিশেষরূপে ইযুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে দেখিয়া চিনিয়া রাখিলেন, তাহাদের বাড়ী দেখিলেন, কিন্তু প্রতিফল দিবার পন্থা প্াইলেন না। একে বিদেশী, তাহাতে আবার একক, সুতরাং মথুরের আগমন-অপেক্ষায় বীরেন্দ্রনাথের নিষ্ফলরূপে সময় যাইতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ এক দিন সমস্ত দিবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় শিবমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। সান্ধ্য পূজা ও আরতি করিয়া আবার চলিয়া গেলেন। দুই তিন ঘণ্টার পর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিলেন। কি ভাবিয়া মন বিষণ্ণ হইল। শিবমন্দিরের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া রহিলেন। চক্ষু দু'টি নিমীলিত, দেখিলে বোধ হয়, যেন কি এক অনন্ত চিন্তার স্রোতে মনকে ভাসাইয়া দিয়াছেন। চিন্তার উপর চিন্তা, তাহার উপর চিন্তা, যেন সমস্ত জগতের চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে নিশ্চল করিয়া ফেলিল। তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "কেন আমি বাড়ী ছাড়িলাম? পিতা মাতার মনে নিদারুণ শোকসঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি—অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। ভাই ধীরেন্দ্র আমার অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া, না জানি কত স্থলে কত কষ্ট পাইতেছে। আমা হইতে পিতা মাতাকে দুই পুত্রের শোক সহ্য করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা কে লঙ্ঘন করে? আমি এইরূপে বাড়ী না ছাড়িলে দেবনারায়ণ শর্ম্মার উপায় কি হইত? যেমন আমি পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়া আসিয়াছি, তেমনই আবার একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের কষ্ট অনেকটা দূর করিয়াছি। এখনো বাকী আছে—ইযুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পাপের প্রতিফল দিলে তবে তাঁহাদের সমস্ত কষ্ট ও দুঃখ দূর হইবে। প্রতিফল না দিয়া গৌড় ত্যাগ করিব না।" এই বলিতে বলিতে সবলে গাত্রোত্থান করিয়া, রোয়াকের উপর বেড়াইতে লাগিলেন। এক এক বার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন, আবার বেড়াইতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে পাঁচ ছয় বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু নিজে প্রদক্ষিণ-সংখ্যা ঠিক জানিতে প্রারিলেন না। "কবে মথুর ফিরিবে?" বলিয়া আর এক দিকে বসিয়া পড়িলেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন, "দুরাত্মাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়া দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে গোবিন্দপুরের বাটীতে বসাইয়া বাটী যাইব, পিতা মাতার চরণ দর্শন করিব। হে দেবাদিদেব মহাদেব! অবিলম্বে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মন্দিরস্থ শিবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। আবার কত কি ভাবিতে লাগিলেন। নিদ্রার নামও নাই।

এমন সময়ে মন্দির-পার্শ্বে কিয়দ্দূরে কিসের শব্দ হইল। বীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেই দিকে চাহিলেন, কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই লক্ষিত হইল না। ক্রমে সেই শব্দ অগ্রসর হইল, বুঝা গেল, উহা পদশব্দ। বীরেন্দ্রনাথ সতর্ক হইয়া বলিলেন, "কেও?"

পদশব্দের সহিত কণ্ঠশব্দ আসিল,——"মথুর।"

মথুর বীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বীরেন্দ্রনাথ মথুরকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, "মথুর! এত বিলম্ব হইল কেন?"

"হ'বার কারণ আছে।"

"লোক জন সংগ্রহ করিতে বুঝি?"

মথুর নিরুত্তর।

আবার বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "লোক আনিয়া কোথায় রাখিয়াছ?"

"অনেক লোক এখনো পাই নি। এক জন লোক এনেছি।"

"কেবল এক জন?"

"এখন এক জন।"

"কোথা সে?"

"এইখেনেই আছে।"

"তোমার খুব আলাপী ও বিশ্বাসী তো?"

"তা' নৈলে আন্‌বো কেন?"

"আমি কি তা'কে চিনি?"

"খুব'।"

"নাম কি?"

মথুর কি ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আবার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নাম কি বল না?"

মথুর উত্তর করিল, 'কিরণময়ী।"

শুনিবামাত্রই বীরেন্দ্রনাথের মন কেমন হইয়া উঠিল। তিনি বিস্ময়ে এবং বোধ হয়, কতকটা বিরক্তিতে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে বলিলেন, "কেন তুমি স্ত্রীলোককে কষ্ট দিলে? যেরূপ গুরুতর কার্য্য, এখন কি এখানে স্ত্রীলোক আনা উচিত? তুমি যত বৃদ্ধ হইতেছ, ততই বুদ্ধি শুদ্ধির মাথা খাইতেছ। লোক পাও নাই, ক্ষতি কি? নিজে ফিরিয়া আসিলেই বেশ চলিত। কিরণময়ীকে আনা কোন মতেই ভাল হয় নাই।"

মথুর আস্তে আস্তে বলিল, "তা বটে, কিন্তু আমি কি কোর্‌বো? কিরণময়ী আপনি এসেচে।"

"কে কিরণময়ীকে সংবাদ দিল?"

"আমি।"

"তবে?"

"তা' কি কোর্‌বো বল, যদি সংবাদ না দিতুম, তা' হোলে হয় তো তিনি অজয়ের মঠে তোমার খোঁজ কোত্তে লোক পাঠা'তো, কিন্তু তোমাকে সেখানে দেখ্‌তে পেতো না। তবে বল দেখি, কিরণময়ীর আর সেই লোকের কত কষ্ট হোতো।"

ধীরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

আবার মথুর বলিল, "তোমার ভয়ে কিরণময়ী কাছে আস্‌তে চায় না। ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে আছে।"

বীরেন্দ্রনাথ মথুর-প্রদর্শিত বৃক্ষের দিকে চাহিলেন, কিন্তু অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বৃক্ষ মন্দির হইতে অনেকটা দূরে ছিল। তা'র পর বলিলেন, "কেবল কিরণময়ী আর তুমিই আসিয়াছ?"

"না কিরণময়ীর সঙ্গে এক জন চাকরাণী, এক জন রাঁধুনী বামণী, এক জন দরওয়ানও এসেচে।"

'কিরূপে কিরণময়ীকে আনিলে?"

"কখন পাল্কীতে—কখন নৌকোতে—কখন ডুলিতে—আবার কখন বা পায়ে হাঁটিয়ে।"

"হাঁটাইয়া আনিলে কেন?"

"সে এই এখন।"

বীরেন্দ্রনাথ অল্প ক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "কিরণময়ীর নিকট চল।"

"তেনাকে ডাকি। তুমি কেন যা'বে?"

"না, মথুর, ডাকিতে হইবে না, আমিই যাইতেছি।"

"কেন কষ্ট কোরে যা'বে?"

"তুমি একটি রমণীকে অন্ধকারে হাঁটাইয়া আনিয়া কষ্ট দিতে পারিলে, আর আমি এইটুকু যাইতে কষ্ট পাইব!"

মথুর বীরেন্দ্রনাথের শ্লেষোক্তি বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। আর কিছু না বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। বীরেন্দ্রনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দূরস্থ বৃক্ষ সন্নিকট হইল। কিরণময়ী একাকিনী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া মথুরের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন দেখিলেন, দুই জন লোক তাঁহার দিকে আসিতেছে। বুঝিলেন, বীরেন্দ্রনাথ সঙ্গে আসিতেছেন। ভয়ে ও হর্ষে সতর্ক হইয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে বীরেন্দ্রনাথ মথুরের সহিত বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। বলিলেন, "কিরণ্‌ময়ি! কেন তুমি এত কষ্ট করিয়া আমার নিকট আসিলে?"

কি।—"আমার কোন কষ্টই হয় নাই।"

বী।—"না, ও কথাই নয়।"

কি।—"তবে আর কি উত্তর দিব?"

বী।—"আসিবার কারণ কি?"

কি।—"এখানে বলিব না। আমার সহিত এক বার তোমাকে যাইতে হইবে।"

বী।—"কোথা?"

কি।—"আমাদের বাসা-বাড়ীতে।"

বী।—"সে কোথা?"

কি।—"এই গৌড় নগরেই।"

বী।—"সে বাসায় আর কে আছে?"

কি।—"ভয় নাই।"

বীরেন্দ্রনাথ আর কিছু বলিলেন না। যাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি কিরণময়ী ও মথুরের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিফলের সূত্রপাত।

এক্ষণে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। বীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর বাসা-বাড়ীর একটি কক্ষে বসিয়া আছেন। অনতিদূরে অপর দুইখানি আসনে কিরণময়ী ও মথুর উপবিষ্ট। সে কক্ষে অন্য কেহ নাই।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিরণময়ি! এই বার বল, কি মনস্থ করিয়া তুমি আমার নিকট আসিয়াছ?"

"তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত।"

"কিসের সাহায্য?"

"আমি জয়রাম ও মথুরের মুখে সমস্ত শুনিয়াছি। তুমি এক্ষণে বিষম বিপদে পড়িয়াছ।"

"তুমি স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে সে বিপদে আমার সাহায্য করিবে? ইব্রাহিম খাঁ ও ইয়ুফ্ খাঁকে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিতে গেলে পুরুষের সহায়তা চাই। আমি এই জন্য মথুরকে দস্যু আনিবার কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু মথুর তোমার মত সরলা রমণীকে আনিয়া উপস্থিত করিল।"

কিরণময়ী হাসিলেন। বলিলেন, "আমাকেই এক্ষণে এক জন দস্যু বলিয়া ঠিক্ কর।"

বীরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠাধরে একটু হাসি দেখা দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "স্ত্রীলোকে কিরূপে অস্ত্র ধরিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দিবে?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "প্রয়োজন হইলে তা'ও পারে। কিন্তু এক্ষণে অস্ত্র ধরিতে হইবে না। তুমি আমার পরামর্শ মত কার্য্য করিলে দুরাত্মা ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ সমুচিত প্রতিফল পাইবে।"

বীরেন্দ্রনাথের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। বলিলেন, "কি পরামর্শ?"

কিরণময়ী বলিলেন, "সুলতান্ গায়সুদ্দিন্ এখন গৌড়ের নবাব। আমি শুনিয়াছি, তিনি অতি দয়ালু ও সদ্বিচারক। তাঁহা হইতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

বী।—"মুসলমানকে আমার বিশ্বাস নাই।"

কি।—"একেবারে সকল মুসলমানকে অবিশ্বাস করা ভাল নয়। ভাল মন্দ লোক সকল জাতির মধ্যেই আছে। তবে আমি এমনও বিশ্বাস করি যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অবিশ্বাসী। সেরূপ হইবারও কারণ আছে;—মুসলমান এখন আমাদের রাজা। রাজার জাতি বড় অত্যাচারী হয়। তা' যা' হউক, নবাব গায়সুদ্দিন্ তেমন ন'ন; তিনি বাস্তবিক রাজগুণে ভূষিত। তাই বলিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

"যদি না হয়, তবে কি হইবে?"

"তখন অন্য উপায় দেখা যাইবে। মথুর তো সঙ্গেই আছে।"

"সুলতান্ গায়সুদ্দিনের নিকট কিরূপ সুবিধা হইবে?"

"তাঁহার নিকট ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর বিরুদ্ধে নালিস করিতে হইবে।"

"কে নালিস করিবে?"

"তুমি।"

"আমার ইচ্ছা হয় না।"

"আচ্ছা, না হয় আমিই নালিস করিব।"

"সে কি, তুমি স্ত্রীলোক হইয়া যবনের নিকট কিরূপে যাইবে?"

"কেন?"

"স্ত্রীলোক লইয়াই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। দেবনারায়ণ শর্ম্মার কন্যা ইন্দুমুখীর জন্যই এত কাণ্ড। মুসলমান জাতি ভয়ানক নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। তাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই।"

"আমি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শিখাইব।"

"না, তোমার রাজদরবারে যাওয়া হইবে না।"

"তবে এমন করিয়া কত দিন এখানে কাল কাটাইবে?"

"মথুর লোক সংগ্রহ করিয়া আনুক।"

"তা' যেন আনিল, কিন্তু সহজে কার্য্যসাধন করা ভাল, না গোলযোগ করা ভাল?"

"তা' কি করিব বল? তা' বলিয়া তোমাকে যবন-দরবারে পাঠাইতে পারি না।"

"তবে তুমিই এক বার যাও। কাল প্রাতেই নালিস করা উচিত।"

বীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তা'র পর বলিলেন, "আচ্ছা, তাই যাইব।" বলিয়া আবার বলিলেন, "দেখি, তোমার পরামর্শের ফল কত দূর দাঁড়ায়।"

কিরণময়ী আবার কি ভাবিয়া বলিলেন,

"না, কাল নালিস করা হইবে না। অগ্রে দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে আনিতে হইবে। তিনি তোমার প্রধান সাক্ষী হইবেন।"

"তবেই তো গোলের কথা।"

"গোল কিছুই নয়। মথুর অদ্যই দেবনারায়ণ শর্ম্মার নিকট গমন করুক্। আট দশ দিনের মধ্যেই তিনি এখানে আসিতে পারিবেন।"

"দেবনারায়ণ আসিবেন কি না সন্দেহ।"

"কেন?"

"গৌড়ে আসিতে তাঁহার বড় ভয় হয়।"

"তুমি ভাল করিয়া একখানি পত্র লেখ। তিনি আসিবেন।"

"আমার বিশ্বাস হয় না।"

"কেন?"

"তিনি এখন গোপনে আছেন। ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর লোকেরা অবশ্য তাঁহার সন্ধান করিতেছে। এখানে আসা তো দূরের কথা, অন্য কোন স্থানে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলে বিভ্রাট ঘটাইবে।"

কিরণময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। বলিলেন, "তাও বটে, কিন্তু সাক্ষী চাই যে। আর কোন লোক আছে?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই তেমন লোক তো দেখি না।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে মনে কি জাগিয়া উঠিল। বলিলেন, "কিরণময়ি! আমার নিকট কএকখানা পত্র আছে।"

"কা'র পত্র?"

ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর।"

"কই, দেখি।"

"আমার নিকটে নাই, গোপনে রাখিয়াছি।"

"আমি দেখিব।"

"খানিক অপেক্ষা কর, আনিতেছি।"

"মথুর সঙ্গে যাউক।"

বীরেন্দ্রনাথ মথুরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পত্রগুলি লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। কিরণময়ী হাত পাতিয়া পত্র চাহিলেন। বীরেন্দ্রনাথ পত্রগুলি দিলেন।

কিরণময়ী এক একখানি করিয়া পত্র পড়িলেন। তাঁহার মনের মধ্যে ঘৃণা, ক্রোধ ও দুঃখ জাগিয়া উঠিল। তা'র পর তিনি বীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তুমি এই সকল পত্র পড়িয়াছ?"

"অনেক বার।"

"কি ভয়ানক অত্যাচার! কি ঘৃণার কথা!"

"আমি কি সাধ করিয়া মুসলমানের নিন্দা করি?"

"তা' বটে, তবু একটু বিবেচনা করা উচিত। সুল্তান্ গায়সুদ্দিন মুসলমানদের মধ্যে ধার্ম্মিক। খুঁজিলে আরও পাওয়া যায়, তা' আমাদের প্রয়োজন নাই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার বলিলেন, "ইব্রাহিম খাঁ ও ইয়ুফ্ খাঁ মানুষ আকারে পশু।"

মথুর এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াছিল। সময় পাইয়া উত্তর করিল, "এমন পশু পিঁজরেতে পোরা উচিত।"

বীরেন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "পিঁজরে পাইবে কোথা, মথুর?"

মথুর উত্তর করিল, "সেই সুড়ঙ্গ।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিরণময়ী তা'তে সম্মত হন কই?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কেন? প্রয়োজন হইলেও তা'ও হইতে পারিবে। এখন আমার কথা মত কাজ করা কি ভাল নয়? ধর্ম্মের জয় নিশ্চয় হয়।"

তা'র পর আর কোন কথা উঠিল না। নালিস করাই মঞ্জুর হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার—ধর্ম্মের জয়।

বাঙ্গালার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিজয়ী বখ্তিয়ারের পর খিলিজীবংশীয় সেনাপতি মহম্মদ সিরান্ (১২০৫—১২০৯), আলিমর্দ্দান (১২০৯—১২১১) এবং সুলতান্ গায়সুদ্দিন (১২১১—১২২৭) বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষোক্ত শাসনকর্ত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি বীরভূমস্থ লক্ষ্ণুর হইতে গৌড় দিয়া দেবকোট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করান এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণ দ্বারা গৌড়নগর সুশোভিত করিয়া তথায় বাস করেন। কামরূপ, মিথিলা এবং উড়িষ্যার রাজাদিগকে তিনি কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমানে ভেদে বিচারের তারতম্য করিতেন না।*

* শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস" একাদশ সংস্করণ ১৪। ১৫। ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাতঃকালে এক প্রহরের পর নবাব সুলতান গায়সুদ্দিন রাজসভায় রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। প্রধান ও সরকারী মন্ত্রিগণ তাঁহার দক্ষিণে ও বামে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজসভা সভ্যমণ্ডলীতে সুশোভিত হইল। রাজ্যসংক্রান্ত কথা-বার্ত্তা ও পরামর্শ চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে এক জন পত্রবাহক বরকন্দাজ রাজসভায় আসিয়া নবাবকে অভিবাদন করিল; প্রধান মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি ?"

বরকন্দাজ পত্র প্রদান করিল। প্রধান মন্ত্রী পত্র লইয়া নবাবকে শুনাইলেন। নবাব বলিলেন, "সেই লোককে এখানে আসিতে বল।"

বরকন্দাজ আবার শিরোনমন করিয়া প্রস্থান করিল।

অল্পক্ষণ পরে বীরেন্দ্রনাথ রাজসভাতলে উপস্থিত হইয়া নবাবকে অভিবাদন করিলেন। বীরেন্দ্রনাথের এ অভিবাদন মনের নহে—বাহিরের।

নবাব স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হিন্দু ফকির ?"

বীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "হাঁ জাঁহাপনা।" বীরেন্দ্রনাথের এখনও শিবপূজকের বেশ ছিল। অঙ্গে গেরুয়া বস্ত্র, গলায় ও হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিলে ?"

"ধর্ম্মাবতারের নিকট অধীনের একটি নালিস আছে।"

"কাছারিতে গিয়া নালিস কর নাই কেন ?"

"এ অধীনের নালিস আপনার নিকট বই অন্ত কোথাও হইবার নহে।"

"কেন ?"

"যদি আজ্ঞা হয়, তবে রাজসমীপে নিবেদন করি।"

"বল।"

"আপনার বিচারকার্য্যে নিযুক্ত এক জন বিচারপতিই তাঁহার অধীনস্থ অপর এক জন কর্ম্মচারীর সহিত একমত হইয়া অবিচার করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আপনি ব্যতীত অধীনের আর উপায় নাই। আমি নিরুপায় হইয়া জাহাপনার দরবারে আসিয়াছি। আপনি পরম ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, সদ্বিচারক। আপনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-ভার লইয়াছেন। বিপন্ন প্রজার মান, প্রাণ ও ধন রক্ষা করিয়া রাজকীর্ত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করুন।"

"আমার নিযুক্ত এক জন বিচারপতি তাঁহার অপর এক জন অধীন কর্ম্মচারীর সহিত মিলিয়া অবিচার করিয়াছেন ?"

"কেবল অবিচার নয়—অবিচারের উপর অত্যাচার।"

"তুমি সত্য কথার আদ্যোপান্ত খুলিয়া বল।"

বীরেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে দেবনারায়ণ শর্ম্মার দুর্দ্দশা, সুড়ঙ্গাবরোধ ও সুড়ঙ্গমুক্তির কথা নিবেদন করিলেন। নবাব ও সভ্যগণ একমনে শুনিলেন। নবাবের মনোমধ্যে অলক্ষ্যে ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। তিনি কিয়ৎকাল মুদিত-নয়নে কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্তরের ক্রোধ বাহিরে দেখা দিল। বলিলেন, "বড় ভয়ানক অত্যাচার।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ধর্ম্মাবতারের নিকট এই অত্যাচারের প্রতীকার প্রার্থনা করি।"

নবাব আবার কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, "গোবিন্দপুরের দেবনারায়ণ শর্ম্মা ফরিয়াদী না হইয়া তুমি কেন হইলে ?"

"তিনি ভয়ে এখানে আসিতে চা'ন না। আমিই তাঁহার হইয়া রাজসমীপে আসিয়াছি।"

"তোমার সাক্ষী সাবুদ আছে ?"

"কোন লোক সাক্ষী নাই, কিন্তু অন্যরূপ সাক্ষী আছে।"

"কিরূপ ?"

"বিচারপতি ইযুফ্ খাঁ ও দারোগা ইব্রাহিম খাঁর স্বাক্ষরিত কএকখানি পত্র আমার নিকট আছে।"

"কই দেখি।"

বীরেন্দ্রনাথ নবাবের সম্মুখে পত্র রক্ষা করিলেন। সুলতান গায়সুদ্দিন স্বয়ং সেই সকল পত্র পড়িলেন। সকল পত্রই অত্যাচারের সুরে লিখিত। নবাব আবার পড়িলেন, উভয়ের স্বাক্ষর ভাল করিয়া দেখিলেন। প্রধান মন্ত্রীকে পত্রগুলি পড়িতে দিলেন। মন্ত্রী অবাক্ হইয়া অধোবদনে রহিলেন। সভ্যগণ পত্র-মর্ম্ম জানিবার জন্য বিতৃষ্ণনয়নে চাহিতে লাগিলেন।

ধূমায়মান বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নবাব সক্রোধে প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, "অবিলম্বে পরওয়ানা লিখিয়া ইযুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে এখানে আনাও।"

রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য হইল। চার পাঁচ জন

বরকন্দাজ পরওয়ানা লইয়া গেল। কিছু কাল পরে ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ নবাবের সম্মুখে হাজির হইল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ুফ্! তুমি এই লোককে চিন?"

"না, জাঁহাপনা!"

ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাকে দেখিয়াছ?"

ইব্রাহিম কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "না, ধর্ম্মাবতার!"

তা'র পর নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ুফ্! ইব্রাহিম! তোমরা এই পত্রগুলি চিন?" এই বলিয়া উভয়কে পত্রগুলি দেখিতে দিলেন।

পত্র দেখিয়া ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর আপাদমস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল। হাজার তর্ক ও চতুর লোক হইলেও পাপকর্ম্মের ভয় আপনিই জাগিয়া উঠে। পত্র দেখিয়া ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ কি উত্তর দিবে, খুজিয়া পাইল না। হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। উভয়েই এক বার বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে বলিল, "এ লোকটা কে?"

নবাব রোষকষায়িতনেত্রে জিজ্ঞাসিলেন, "কই, কোন উত্তর করিতেছ না কেন? এই সকল সহি তোমাদের দুই জনের কি না শীঘ্র বল?"

ইয়ুফ্ খাঁ ভয়ব্যাকুলচিত্তে বলিল, "জাঁহাপনা, এগুলি আমার সহি বটে।"

তা'র পর নবাব বলিলেন, "ইব্রাহিম্, এগুলি কা'র সহি?"

ইব্রাহিম কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, "আমারই সহি, ধর্ম্মাবতার!"

নবাব বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে প্রজাগণের ধন, মান ও প্রাণ রক্ষার জন্য উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি। প্রজাগণ আমার পুত্রকন্যা স্বরূপ। রাজা বই প্রজার পরিত্রাতা ও পালয়িতা কেহই নাই। তোমরা রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইয়াছ—প্রজার অপমান করিয়া রাজার অপমান করিয়াছ। তোমাদের দোষে আমার গৌরবে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। অন্যরূপ অপরাধ করিলে হয় তো আমার নিকট ক্ষমা পাইতে, কিন্তু বিচারক ও বিচারকের সহকারী হইয়া তোমরা অবিচার করিয়াছ, সুতরাং তোমরা কোনমতেই ক্ষমার যোগ্য নহ। পাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাই আমি অগ্রেই সে পথ রুদ্ধ করিলাম। নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্মের অপমান করিয়া অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া গায়সুদ্দিনের ধর্ম্ম নহে।"

ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর ভয়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ইয়ুফ্ খাঁ বলিল, "জাঁহাপনা! এ যাত্রা রক্ষা করুন্।"

নবাব বলিলেন, "না, তা' হইবে না। তোমাদের মত অত্যাচারী ও মহাপাপীদের রক্ষা ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির বহির্ভূত। ইয়ুফ্! সত্য ও ন্যায় সম্বন্ধে আমার নিকট আত্মপর বিবেচনা নাই। তুমি তো তুমি, তোমার ভগিনী—যিনি আমার ধর্ম্মপত্নী—তিনিও এ বিষয়ে তোমার রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে অগ্রাহ্য হইবে।"

ইয়ুফ খাঁ আরও অধোমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর ইব্রাহিম্?—ইব্রাহিমের কোন ভগিনী নবাবের বেগম ছিল না, সুতরাং সে অগ্রেই চক্ষুর উপর শাস্তির বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

অনন্তর নবাব গায়সুদ্দিন সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সভ্যগণ! এই উভয় পাপিষ্ঠ কিরূপ অপরাধে অপরাধী, তাহা শ্রবণ কর।" এই বলিয়া ষড়যন্ত্রমূলক পত্রগুলির মধ্য হইতে দুইখানি পত্র পাঠ করিলেন। একখানি পত্র এইরূপ;—

"মহামান্য বিচারপতি ইয়ুফ খাঁ বাহাদুর
মহোদয় সমীপেষু।

মহাত্মন্,

দেবনারায়ণ শর্ম্মার কন্যা ইন্দুমুখী যে কিরূপ সুন্দরী, তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি এবং লিখিয়াছি। আমি আপনার হস্তে সেই মহারত্ন প্রদান করিবই করিব। আপনি বিলম্ব হইতেছে বলিয়া হতাশ হইবেন না। আপনার সহিত পরামর্শানুসারে দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে অজয়-তটের সুড়ঙ্গে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সে ব্যক্তি আজিও তাহার কন্যার সন্ধান বলিতেছে না বটে, কিন্তু বোধ হয়, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। দিন দিন তাহার যথেষ্ট কষ্ট বাড়িতেছে। আমি আমার লোকজনের সহিত মিলিয়া তাহাকে যার-পর-নাই ভয় দেখাইতেছি, যন্ত্রণা দিতেছি। ইহাতেও সে যদি

ইন্দুমুখীর সন্ধান না বলে, তবে আর কিছু দিন দেখিয়া আপনার আদেশ মতে তাহাকে শূলে দিব।

"তাহার বাস্তুবাটী লুট করিয়া সেখানে আমাদের লোক মোতায়েন্ রাখিয়াছি।

"আমি আবার আমার মনের কথা আপনাকে নিবেদন করিতেছি, গোলামকে বিস্মৃত হইবেন না।

আপনার দাসানুদাস
ইব্রাহিম খাঁ।"

এই পত্রখানা খস্ড়া। ইব্রাহিম্ খাঁ প্রথমে এইখানা লিখিয়া, তা'র পর ইহা হইতে নকল করিয়া ইয়ুফ খাঁর নিকট পাঠাইয়াছিল। জাফর খাঁর নিকট ইব্রাহিম খাঁর দপ্তর ছিল। স্থলতান এই পত্র পাঠ করিয়া, ইহার উত্তর-পত্র পাঠ করিলেন। সে পত্র এইরূপ ;——

"বহুদর্শী ইব্রাহিম খাঁ দারোগা সমীপেষু।—আমি তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলে তোমাকে আমার সহকারীর পদ প্রদান করিব। তুমি কোন মতে দেবনারায়ণ কাফেরকে ছাড়িও না। তোমার ন্যায় উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আমার বলা বাহুল্য। আমি নিশ্চয় জানি, তোমা হইতেই আমার ভাগ্যে ইন্দুমুখীরূপ মহারত্ন যুটিবে।

ইয়ুফ খাঁ,
বিচারপতি!

পুনশ্চ—

এই পত্রবাহক মারফৎ অদ্য ৫০০৲ টাকা পাঠাইলাম। প্রয়োজনীয় খরচ পত্র করিবে। শীঘ্রই আরও টাকা পাঠাইব।"

স্থলতান গায়সুদ্দিন এই দুইখানি পত্র পাঠ করিলে, মন্ত্রী ও সভ্যগণ অবাক্ হইয়া গেলেন। ভালমন্দ লোক সকল স্থলেই থাকে। সুতরাং কেহ কেহ বলিল, ইহার উপযুক্ত বিচার হওয়া উচিত ; কেহ কেহ বা চুপ করিয়া রহিল।

অনন্তর নবাব, ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে বলিলেন, "পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ হয়। পাপের ফল দুঃখ এবং পুণ্যের ফল সুখ। তোমরা উভয়ে যেরূপ পাপ করিয়াছ, তাহার ফল কি, তাহা নিজে নিজে বুঝিতে পারিতেছ। এই বার কার্য্যেও বুঝ।—ইয়ুফ ও ইব্রাহিম, অদ্য হইতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তোমাদিগকে সাত বৎসর কাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিবার আদেশ দিলাম।"

আদেশ হইবামাত্র প্রহরিগণ ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে আটক করিয়া, জেলখানায় লইয়া গেল। ধর্ম্মের জয় হইল, অধর্ম্মের পরাজয় হইল।

অনন্তর নবাব বীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বীরেন্দ্রনাথ! তুমি দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে সুড়ঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিয়াছ। তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র। যাও, দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে তাঁহার নিজ বাটীতে আনিয়া নিশ্চিন্ত কর। ইব্রাহিমের নিযুক্ত লোকদিগকে সে বাটী পরিত্যাগ করিবার জন্য আমি আদেশপত্র পাঠাইয়া দিব।"

বীরেন্দ্রনাথ সুবিচারে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া নবাবকে অভিবাদন করিলেন। দরবার ভঙ্গ হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কৌশলের মূল।

বীরেন্দ্রনাথ পূর্ণমনোরথ হইয়া দেওয়ানখাস্ (যে স্থলে নবাব সিংহাসনে বসিয়া স্বয়ং বিচার করিতেন) দরবার হইতে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, রাজপথের একপার্শ্বে মথুর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি মথুরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মথুর! কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ?"

"অনেক ক্ষণ। বড় মেয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েচে।"

"কিরণময়ী এখন কোথায়? তোমার সঙ্গে আসেননি তো?"

"না।"

"বাসাবাড়ীতে আছেন?"

"হাঁ।"

"আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। ধর্ম্মের জয় হইয়াছে।"

"আমি দেখেচি—এই কত ক্ষণ দু'ব্যাটাকে বেঁধে জেলখানায় নিয়ে গেলো। তারাই কি ইয়ুফ খাঁ আর ইব্রাহিম খাঁ?"

"হাঁ।"

মথুর আহ্লাদে আটখানা হইল। বলিল, "ভাগ্যে আমার বড় মেয়ের পরামর্শ শুন্লে, নৈলে কি শীগ্‌গির তোমার মনোরথ পূর্‌তো?"

"তা' ঠিক। এখন বুঝিতেছি, কিরণময়ী আসিয়া আমার যার-পর-নাই উপকার করিলেন। চল, দু'জনে এখন তাঁর কাছে যাই।"

এই বলিয়া মথুরকে লইয়া বীরেন্দ্রনাথ বাসাবাটীর দিকে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক বার কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন। মথুর জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁড়া'লে কেন?"

"একটা কাজ এখনও বাকী আছে, মথুর!"

"কি কাজ?"

"বড় কঠিন কাজ।"

"আমাকে বোল্লে সে কাজ যদি সিদ্ধ হয়, তো বল।"

"না, এখন বলিব না। অগ্রে কিরণময়ীর কাছে যাই চল।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা ভাল।" এই বলিয়া সে বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে এক বার বলিল, "তোমার দেরি দেখে আমার বড় ভয় হোচ্ছিলো। আমি ভাবছিলুম যে, হয় তো মুছুনমান নবাব উল্‌টো বিচের কোচ্চে। তা'র পর যখন দেখ্‌লুম, হাতকড়িবাঁধা দু'ব্যাটা আসামী বাইরে এলো, তখন কতক ভাবনা গেলো। তা'র পর তোমাকে দেখে আমার মন ঠাণ্ডা হোলো। আজ মা কালী বড় সদয় হোয়েচে। খুব জাঁক কোরে মায়ের পূজো দেবো।"

বীরেন্দ্রনাথ সরল মথুরের দেবভক্তি দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারও অন্তঃকরণে কালীপূজার মানসিক ছিল।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ মথুরের সহিত ক্রমে ক্রমে এ পথ সে পথ করিয়া বাসাবাড়ীতে উপনীত হইলেন।

কিরণময়ী সতৃষ্ণনয়নে বীরেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে সমাগত দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার পরামর্শে ধর্ম্মের জয় হইল। দুরাচার ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ নবাবের নিকট কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসরের জন্য কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে।"

কিরণময়ীর হৃদয়ে আনন্দের দুইটি ধারা প্রবাহিত হইল। একটি তাঁহার পরামর্শের সফলতা, অপরটি বীরেন্দ্রনাথের কৃতকার্য্যতা। তিনি অধিকতর কৌতূহলী হইয়া বীরেন্দ্রনাথকে বিচারের আদ্যোপান্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে বলিলেন। বীরেন্দ্রনাথও ক্রমে ক্রমে সমস্ত বলিলেন।

অনন্তর সকলের স্নানাহার চুকিয়া গেল। এক্ষণে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ মথুরকে লইয়া কিরণময়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "কিরণময়ি! তোমার অপূর্ব্ব পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা ও মনোরথ পূর্ণ হইল, কিন্তু আর একটি বিষয়ের জন্য আমার মন এখনও অস্থির হইয়া আছে।"

"কি বিষয়?"

"দুরাত্মা ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ, চন্দুরে ও তাহার অনুচরগণকে কারাগারে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মুক্তির উপায় কিরূপে হইবে?"

কিরণময়ী চিন্তিত হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে বলিলেন, "বড় কঠিন কথা। একে তো তাহারা ডাকাত, তা'তে আবার রাজার কারাগারে আটক আছে—বড় কঠিন সমস্যা।" এই বলিয়া আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, "দস্যু প্রতি আর দয়া করিবার প্রয়োজন কি?"

"তা' বটে, কিন্তু তা'রা আমার অনুগত আর আমার আদেশেই ডাকাতি করিতে যাইত। এক্ষণে দেখিতেছি, আমা হইতেই তা'রা গারদে আটক পড়িয়াছে।"

"তা' কি করিবে বল? পাপের ফলভোগ হইবেই হইবে। জানিয়া শুনিয়া আর পাপের প্রশ্রয় দিও না।"

"কিরণময়ি! আমি আর পাপের বন্ধু নহি, তবে কথা এই, তা'দিগে মুক্ত করিয়া সৎপথে রাখিব। তা'রা আমার কথা অবশ্যই পালন করিবে। আর না যদি করে, আবার ভুগিবে। আমার কাজ আমি করিয়া নিশ্চিন্ত হইব।"

কিরণময়ী আবার ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া কৌশল স্থির করিলেন। বলিলেন, "কাজ কত দূর হইবে, জানি না, কেন না বড় জটিল ব্যাপার; কিন্তু এক বার চেষ্টা করা যাক্।" এই বলিয়া মথুরকে বলিলেন, "মথুর, তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে।"

মথুর বলিল, "কি কাজ, মা?"

"গারদখানায় যাইতে হইবে।"

"কিরূপে যা'ব? গারদখানার দারোগাই বা আমাকে ঢুক্‌তে দেবে কেন?"

"তা'র উপায় বলিতেছি। তুমি প্রথমে গোপনে গোপনে সন্ধান লও,গারদখানার দারোগা বা রক্ষক কোন্ খাদ্যদ্রব্য বা ব্যবহার-দ্রব্যের বেশী প্রিয়। সন্ধানে যা' জানিতে পারিবে, ক্রয় করিয়া, অর্দ্ধ মূল্যে তাহাকে বেচিবে; এমন কি যদি সুবিধা পাও,তবে বিনামূল্যে সে জিনিষ তাহাকে ভেট দিবে। ভেটে লোকে হেঁট হয়, প্রাণ খুলিয়া আলাপ করে। মানুষকে বশীভূত করিবার যত রকম উপায় আছে, ভেট তা'র মধ্যে প্রথম শ্রেণীর।"

মথুর বলিল, "মায়ের খুব বুদ্ধি যা' হোক্। তা'র পর?"

"তা'র সঙ্গে আলাপ করিয়া গারদের কয়েদীদের দেখিবার জন্য অনুরোধ করিবে। অনুরোধে যেন খুব মন-ভুলান কথা আর সতর্কতা থাকে, তা'র পর ভিতরে গিয়া চন্দুরে প্রভৃতি ডাকাতরা কিরূপ অবস্থায় আছে, তা' বেস্ করিয়া জানিয়া লইবে। কিন্তু আজ্ তা'দের সঙ্গে আলাপ করিও না।"

"তা' যেন হোলো, কিন্তু চন্দুরে বা তা'র সঙ্গীরা যে, আমাকে চিন্‌তে পারবে। তা' হ'লেই যে হিতে বিপরীত ঘট্‌বে।"

"কেন চিনিতে পারিবে, তুমি ছদ্মবেশ ধরিয়া যাইবে। কাহারও সহিত আলাপ করিবে না—কথা কহিবে না।"

"আচ্ছা, তা'র পর?"

"তা'র পর যা' হয়, আমি বুঝিয়া দেখিব। আজ তুমি কেবল এই পর্য্যন্ত জানিয়া আইস।"

এই বলিয়া কিরণময়ী মথুরের হস্তে কএকটি টাকা দিলেন। আরো কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন—ধন্যবাদ করিলেন।

তা'র পর মথুর কিরণময়ী ও বীরেন্দ্রনাথের পরামর্শ মত ছদ্মবেশ ধারণ করিল। টাকা লইয়া কার্য্য সিদ্ধির জন্য চলিয়া গেল।

মথুর চলিয়া গেলে পর বীরেন্দ্রনাথ কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে মুক্তিকক্ষে কিরণময়ী একাকিনী।

মানুষ একা থাকিলে তাহার প্রিয় পদার্থ বা প্রাণের মানুষকে ভাবে। কিরণময়ীরও তাহাই হইল। তিনি প্রিয়তম ধীরেন্দ্রনাথের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এ চিন্তা একটি বারও তাঁহাকে ছাড়িতে পারে নাই বা তিনি এ চিন্তাকে একটি বারও ভুলিতে পারেন নাই। দুইটি গুরুতর কারণে এই কয় দিন তিনি ধীরেন্দ্রনাথের কথা কাহাকেও বলেন নাই। তন্মধ্যে একটি কারণ—বীরেন্দ্রনাথের দুঃখ, অপর কারণ, বীরেন্দ্রনাথের বিপদ। মনের কথা মনে চাপিয়াই বীরেন্দ্রনাথের কার্য্যসাধনে তৎপর ও চিন্তিত ছিলেন। এখনও সে তৎপরতা ও চিন্তা ঘুচিল না। বীরেন্দ্রনাথের নূতন উপরোধে আবার মনকে জড়াইলেন। কিন্তু এই সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের চিন্তাও মিশিয়া তাঁহাকে আরও ব্যাকুল করিল। চন্দুরে প্রভৃতির উদ্ধারের নিমিত্ত কিরণময়ীর তত দূর মন ছিল না বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের চিন্তাই প্রবল হইল। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাহার অক্ষিযুগলে অশ্রু সঞ্চয় করিল। কিরণময়ী বাম হস্তে বাম গণ্ডের ভার দিয়া, অধোনয়নে নিশ্চল মূর্ত্তিতে বসিয়া রহিলেন। সঞ্চিত অশ্রু ক্রমে উচ্ছ্বসিত হইল—দুই এক বিন্দু করিয়া ঝরিতে ঝরিতে ধারাকারে গড়াইতে লাগিল। সাশ্রুমুখী দুঃখিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "স্বামিন্! আমার এবারকার যাত্রার গৌণ উদ্দেশ্য সফল হইল, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য যে আজিও চাপা রহিল। তুমি কোথায় গিয়াছ, কিছুই জানিতে পারিলাম না। তুমি কি বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছ? না—তা' হইলে এখানে আসিতে বা লোক পাঠাইতে। প্রাণেশ্বর!—তুমি কী—" এই অর্দ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই কিরণময়ী কাঁপিয়া উঠিলেন, আর বলিতে পারিলেন না, শুইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে কক্ষের বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। অমনি কিরণময়ী তাড়াতাড়ি অঞ্চলে নয়ন মুঞ্চন করিয়া,আত্মভাব গোপন করিলেন; কিন্তু মুখশ্রী তাহা লুকাইতে পারিল না। কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ সে কক্ষের অপর দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কৌশলের ফল।

বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। নবাবের কারাধ্যক্ষ কারাগারের দ্বারদেশে একখানি বৃহৎ ও সুগঠন খাটিয়ার উপর বসিয়া আছেন। হস্তে তরবারি, অঙ্গে সৈনিক বেশ। আরও তিন চারি জন কারাদ্বাররক্ষক খোলা তলওয়ার

হাতে করিয়া এ দিক ওদিক ভ্রমণ করিতেছে— মধ্যে মধ্যে পরস্পরে দুই একটি কথা কহিতেছে। কারাদ্বারের তাৎকালিক মূর্ত্তি দেখিলে ভয় হয়।

এমন সময়ে এক জন ফলবিক্রেতা আসিয়া কারাধ্যক্ষকে সেলাম করিল। সেলামের কায়দাই বা কত! বোধ হইল, লোকটা যেন সেলামের জিম্‌ন্যাষ্টিক্ শিখিয়াছে।

কারাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই?"

"এজ্ঞে, মুই গরিব পের্‌জা।"

"এখানে কেন?"

"এজ্ঞে, আপনকার কাছে এসেচি।"

"কেন?"

"আপুনি ধম্ম অবতার। আপনকার সুখ্যেত শুনেচি, তাই চরণ দর্শন কোত্তে এয়েচি।"

"তোর মাথার ঝোড়াতে কি?"

"এজ্ঞে, আপনকার জন্যে যৎসামান্যি ভেট।"

কারাধ্যক্ষের মুখে হাসি আসিল। বলিলেন, "কি, ভেট রে?"

এই পঞ্চাশটে পাকা আম, দু'কুড়ি নিচু, দু' কুড়ি গোলাপজাম, আর তিন কুড়ি নকট ফল।" এই বলিয়া মাথার ঝুড়ী মাটীতে নামাইল।

অমনি কারাধ্যক্ষ ও রক্ষকগণের চক্ষুগুলা ঝাঁ করিয়া ফলের ঝোড়ায় পড়িল! জিহ্বায় লাল ঝরিল কি না, জানি না।

কারাধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ফল কোথায় পেলি?"

"এজ্ঞে, আপনকার আশীর্ব্বাদে এ গরিবের একটা বাগান জমা আছে। আমি সেই বাগানের ফল বেচে কাল কাটাই। বাগানে বড় চুরি হয়, আমি তাই আপনকার চরণে জানাচ্ছি যে, আপুনি একটু তদবির কোর্‌বে।"

কারাধ্যক্ষ হাসিয়া বলিলেন, "থানায় জানা'স্ নাই কেন?"

"আমি থানা টানা ভাল বুঝিনি। আপুনি যা' হয় কোর্‌বে।"

কারাধ্যক্ষ বুঝিলেন, চুরি নিবারণের জন্য লোকটা তাঁহার জন্য ফল ভেট আনিয়াছে। বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোর ভয় নেই। আমি চোর ধরিবার জন্য থানার দারোগাকে লিখিব।"

"যে এজ্ঞে, যে এজ্ঞে; আপুনিই গরিবের মা বাপ।"

"তোর বাগান কোথা?"

"মোর বাগান এখেন থেকে তিন কোশ পূবে।"

"সে জায়গাটার নাম কি?"

"ধরমপুর।"

অধ্যক্ষ হাসিয়া বলিলেন, "ধরমপুরে চোরের এত উৎপাত?"

"এজ্ঞে, আপনাদের আমল হোয়ে অব্দি এম্নি হোয়েচে।"

"তোর আর কে আছে?"

"এজ্ঞে আর কেউই নেই। এখন আপুনিই গরিবের মা বাপ।"

"ওই চাটাইখানার উপর বোস্।"

"যে এজ্ঞে।"

ফলবিক্রেতা উপবেশন করিল। কারাধ্যক্ষ এক জন অনুচরকে ফলগুলি অন্য পাত্রে তুলিয়া লইতে বলিলেন। আদেশ মাত্র ঝুড়ী খালি হইল। তা'র পর কারাধ্যক্ষ চার আনার পয়সা ফলবিক্রেতাকে দিলেন। ফলবিক্রেতা অমনি যোড়হাত করিয়া বলিল,

"এজ্ঞে, না, এজ্ঞে না, পয়সা দিতে হ'বে না। আপনকার দয়াই আমার নাক টাকা।"

কারাধ্যক্ষ বড় খুসী হইয়া এক জন রক্ষকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহের খাঁ, লোকটা বড় ভালমানুষ।"

এই কথা শুনিয়া ফলবিক্রেতা যোড়হস্তে বলিল, "হুজুর, আমি আপনকার চরণের ধুলো।"

"তোর নাম কি?"

"এজ্ঞে, মথুর।"

"কি, মটর?"

"এজ্ঞে না, মথুর।"

"মথুর নামের মানে কি?"

ফলবিক্রেতা গোলযোগে পড়িল—নামের আবার মানে! কিন্তু একটা জবাব না দিলেও নয়, কাজে কাজে উত্তর করিল, "মথুর মানে বিন্দাবন।"

কারাধ্যক্ষ তো খুব বুঝিলেন। কিন্তু বাহাদুরী দেখান তো চাই; তাই বলিলেন, "হুঁ ঠিক্।"

পাঠক মহাশয়, ফলবিক্রেতা মথুরকে চিনিয়াছেন?

মথুর কারাধ্যক্ষকে ক্রমে ক্রমে কথায় কথায় ভুলাইতে লাগিল, প্রতিদিন ভেট দিয়া যাইবে

প্রতিজ্ঞা করিল। তা'র পর বলিল, "মশয়, যদি দয়া কর, তবে এক বার গারদখানার ভিতরটা দেখি। কয়েদীরা কেমন কোরে খাটে, আমার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয়।"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "তা দেখিয়া কি করিবি? তোর বাগানের চোর ধরিয়া গারদে পূরিলে, তা'র সাজা দেখিস্‌।"

"এজ্ঞে, আপনকার আশীর্ব্বাদে তা' তো দেখ্‌বোই, তবে কি না, আমার বড্ড ইচ্ছে হোচ্চে।"

কারাধ্যক্ষ ভেটদাতার উপরোধ অনুরোধ আর এড়াইতে পারিলেন না। সুতরাং ফলের দরুণ ফলে দাঁড়াইল—ভেটগ্রহীতার স্বীকার আর ভেটপ্রদাতার শীকার।

মথুর কারাভূমির অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার অনুমতি পাইল। মনে মনে বলিল, "আমি টোপ দিয়ে মাছ ধোত্তে খুব মজবুৎ, কিন্তু আজ কিরণময়ীর পরামর্শে লোভ দিয়ে বাঘ ধোরেচি।"

অনন্তর মথুর কৌতূহলী হইয়া অথচ পাছে চন্দুরে প্রভৃতি তাহাকে চিনিতে পারে, সেই ভয়ে ছদ্ম বেশের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া, কারাভূমির ভিতরে প্রবেশ করিল। কারাধ্যক্ষের আদেশে এক জন রক্ষক তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গেল।

মথুর পূর্ব্বে ডাকাতি করিত বটে, কিন্তু কখন ধরা পড়িয়া কারাগারে যায় নাই। অন্যান্য দস্যু এবং অপর লোকের মুখে কারাগার সম্বন্ধে যা' কিছু শুনিয়াছিল, অদ্য স্বচক্ষে দেখিল। মথুরের সঙ্গী রক্ষক কিছু দূর গিয়া এক জন বন্ধুকে দেখিতে পাইল। একে পায় আরে চায়, সুতরাং সে তাহার সহিত আলাপ করিতে বসিয়া গেল। মথুরকে একাকী ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে বলিল। মথুরের সুবিধা হইল।

অনন্তর মথুর এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কারাভূমির প্রাঙ্গন বহু দূর বিস্তৃত। অপরাধীদের অপরাধ-তারতম্যে সেই প্রাঙ্গন প্রাচীর দ্বারা কএক ভাগে বিভক্ত। মথুর এক এক ভাগ করিয়া দেখিতে লাগিল। কোথাও দেখিল, কতকগুলা লোক দীর্ঘ-শৃঙ্খলবদ্ধ-পদে পুষ্করিণী খনন করিতেছে, কোথাও বাগানের কার্য্য করিতেছে, কোথাও প্রস্তর ও ইষ্টক ভগ্ন করিতেছে, কোথাও জল সেচন করিতেছে; এইরূপ আরও কত বন্দী কত রূপ কার্য্য করিতেছে। তা'র পর অন্য বিভাগে গিয়া দেখিল, চন্দুরে ও তাহার সঙ্গিগণ বৃহৎ বৃহৎ কুড়ালি লইয়া কাষ্ঠচ্ছেদন করিতেছে। পাছে তা'রা তা'কে দেখিয়া চিনিতে পারে, সে এই জন্য অন্তরাল হইতে তা'দের দুর্দ্দশা দেখিতে লাগিল। এক এক বার চন্দুরে প্রভৃতির নিকটে গিয়া কথা কহিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু বেত্রধারী প্রহরীদের ভয়ে তাহা হইল না; অধিকন্তু কিরণময়ীর নিষেধ মনে পড়িল। তা'র পর মথুর, বন্দী ইয়ুক্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে দেখিবার জন্য অন্য দিকে গেল, কিন্তু কোন বিভাগে আজ তা'রা আসিয়াছে, ঠিক্ করিতে পারিল না। অবশেষে মথুর কারাভূমি-বেষ্টিত উচ্চ প্রাচীর ও বন্দিগৃহগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। তত্তাবতের গঠনপ্রণালী দেখিয়া মথুরের মনে কেমন এক রকম ধোঁকা লাগিল। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা এক প্রকার সাধ্যাতীত। প্রাচীরের নিকটস্থ মধ্যভাগের বা বহির্ভাগের কোন স্থলেই বৃক্ষ নাই, সুতরাং তদারোহণে বাহিরে যাইবার বা ভিতরে আসিবার উপায়ও নাই। তা'তে আবার প্রাচীরের উপরিভাগে শতহস্ত দূরে এক একটি প্রহরিকক্ষ। সেই সকল কক্ষে যমদূতেরা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান। দেখিয়া শুনিয়া মথুর হতাশ হইল। মনে মনে বলিল, "এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যি দেখা নাই।" জানিনি, কেমন কোরে বীরেন্দ্রনাথ এদিগে উদ্ধার কোর্‌বে! জানিনি, কিরণময়ীর কৌশলই বা কাজে কত দূর দাঁড়া'বে। যাই, যা' দেখ্‌লুম, তা' বলি গিয়ে।"

মথুর এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, এক দিকের বন্দিকক্ষগুলির ধার দিয়া যাইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া দেখিল, একটি নির্জ্জন কক্ষে একটি যুবা একখানি খাটে শুইয়া আছে। আকার প্রকারে তাহাকে দুষ্ট লোক বলিয়া মথুরের বোধ হইল না। মথুর তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া কক্ষের গরাদেগুলার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিস্ফারিত নেত্রে স্বীয় চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া মনে মনে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ!—বীরেন্দ্রনাথ না!" আবার খানিক এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, সে দিকে কেহই নাই। সুবিধা পাইয়া মথুর জোরে কাসিল। মথুরের সে কাসী কৃত্রিম কাসী। কাসীর শব্দে নিদ্রিত যুবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভাঙিবামাত্র তিনি বহির্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কে এক জন লোক দাঁড়াইয়া

আছে। যুবা তাহাকে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিলেন না, সুতরাং উঠিয়া বসিলেন। হস্তপদে লৌহশৃঙ্খল থাকাতে উঠিতে কষ্ট হইল।

মথুর আবার এদিকে ওদিকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বন্দীকে বলিলেন, "বাবা, তুমি এখানে!"

মথুরের স্নেহপূর্ণ সম্বোধনে যুবার হৃদয়ে কি এক ভাবের উদয় হইল। দেখিলেন, সম্বোধনকারী বৃদ্ধের দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে। এরূপ দৃশ্য দেখিয়া বন্দী যুবার মনে কত কি চিন্তা জাগিয়া উঠিল। তিনি বৃদ্ধের পরিচয় জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃদ্ধ, তোমার কণ্ঠস্বর পরিচিত বোধ হইল, কিন্তু আমি আত্মহারা, তাই বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কে?"

"বাবা ধীরেন্! আমি তোমাদের মথুর!"

বন্দী যুবা হর্ষবিস্ময়ে কেমন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মথুর—তুমি মথুর?—মথুর!"

বৃদ্ধ উত্তর দিল, "বাবা!"

"দাদার সন্ধান পাইয়াছ?"

"পেয়েছি।"

"আমার পিতা মাতা কেমন আছেন?"

"বেঁচে আছেন, এই মাত্র।"

বন্দী বীরেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তা'র পর সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "মথুর, দাদা কি এখনও বাড়ী যান নাই?"

"না।"

"কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইয়াছ?"

"এই গৌড় শহরে।"

"কিরূপে?"

"সে ঢের কথা; এর পর বোল্‌বো।"

"তোমার ধর্ম্মমেয়ে কেমন আছেন?" ধীরেন্দ্রনাথ-পত্নী হিরণ্ময়ীকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা বলিলেন।

মথুর বলিল, "মা আমার তোমার জন্য বড় অস্থির হোয়েচে।"

এই কথা শুনিবামাত্র ধীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল আরও বিমর্ষ হইয়া গেল, চক্ষু বহিয়া কএক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তা'র পর বলিলেন, "আমার শ্বশুর মহাশয় ও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী কেমন আছেন?"

"প্রায় তোমার বাপ মা'র মত।"

"কিরণময়ী কেমন আছেন?"

"কিরণময়ীও তোমার জন্যে কাতর। তিনি এখন গৌড়ে এসেচে। তেনারি কল্যেণে আজ আমি এই গারদখানায় তোমাকে দেক্তে পেলুম। সে সকল কথা পরে বোল্‌বো। এখন জিজ্ঞেসা করি, তুমি এখানে আটক হোয়েচো কি কোরে?"

"দাদার অনুসন্ধানের জন্য অজয়তটের সুড়ঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাই নাই। অনুসন্ধানের সময় দুরাত্মা ইব্রাহিম খাঁ ও ইযুফ্ খাঁ অনুচরদের লইয়া আমাকে বন্দী করিয়া এই কারাগারে রাখিয়াছে।"

"কি সর্ব্বনাশ! ভগবানের মনে এতও ছিল! যা হোক্, আজ আবার তেনারি দয়ায় আমি তোমাকে দেক্তে পেলেম। বাবা, তুমি আর দুঃখু করো না। মা কালীর আশীর্ব্বাদে যে কালে তোমাকে পেয়েচি, সে কালে আর ভাবনা নেই। শীগ্‌গির তোমার মুক্তির পন্থা হ'বে। এখানে আর বেশী ক্ষণ থাক্‌বো না, কারণ জায়গা ভাল নয়। তুমি সাবধানে থাক। কাল আবার আস্‌বো। এখন চোল্লুম।"

"ভুলিও না।"

"কি বোল্‌বো গারদখানা, নৈলে এখনি নিয়ে যেতুম। আমি কাল নিশ্চয় আস্‌বো।"

এই বলিয়া মথুর কারাধ্যক্ষের নিকট আসিয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ব্বিচার।

সন্ধ্যার সময় মথুর বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। কিরণময়ী এবং বীরেন্দ্রনাথ তাহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইতেছিলেন। এক্ষণে দেখিয়া সুস্থির হইলেন। কিরণময়ী শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মথুর, কি করিয়া আসিলে?"

মথুর উত্তর করিল, "বড় উঁচু পাঁচীর—ভাগ ভাগ পাঁচীর ঘেরা ময়দান—কত রকম কয়েদী—রকম রকম কাজ—যমদূতের মত সেপাই শান্ত্রীর পাহারা—কয়েদীদের কত কুঠ্‌রী—বড় বিষম কথা।"

কি।—"তুমি গারদের ভিতরে গিয়াছিলে?"

ম।—"তা' নইলে এত জান্‌লুম কি কোরে, মা ?"

কি।—"কিরূপে ভিতরে গেলে ?

মথুর আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। কিরণময়ী ও বীরেন্দ্রনাথ একমনে শুনিতে লাগিলেন। বর্ণনা শেষ করিয়া মথুর বীরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "কি হ'বে, বাবাজী ? উদ্ধারের উপায় ?"

বীরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন। কি উত্তর দিবেন ঠিক্ করিতে না পারিয়া এক বার কিরণময়ীর মুখের দিকে চাহিলেন। চাহনির মর্ম্ম কিরণময়ী বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "গুরুতর বিষয় শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। ক্রমে চেষ্টা করা যাইবে।"

এমন সময়ে মথুর বলিয়া উঠিল, "আর একটা কথা বোল্‌বো"

কিরণময়ী বলিলেন, "কি, মথুর ?"

ম।—"ছোট বাবাজী গারদখানায় আছে।"

কিরণময়ী ও বীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন। "অ্যাঁ সে কি !" এই কথা উভয়ের মুখে যুগপৎ উচ্চারিত হইল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মথুর, মথুর ! ধীরেন্দ্রনাথ কিরূপে কারাগারে বন্দী হইল ?"

মথুর, ধীরেন্দ্রনাথের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিল, বলিল।

বীরেন্দ্রনাথ যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। গভীর বিষাদের সহিত বলিলেন, "হা ভাই ধীরেন্! তুমি আমার জন্য মুসলমানের কারাগারে বন্দী।" ভ্রাতৃস্নেহ উছলিয়া উঠিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

কিরণময়ীও যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ ও মথুরকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পদ্মচক্ষু বাগ মানিল না, শিশিরসিক্ত হইল।

সরল মথুরের সরল চক্ষুও জল-ধারা ঢালিল।

ক্ষণকাল এইরূপ গভীর বিষাদে কাটিয়া গেল। তখন কিরণময়ী বীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ভাগ্যে তুমি চন্দুরে প্রভৃতি দস্যুগণের উদ্ধার ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাই জগদীশ্বর তোমার কনিষ্ঠের সন্ধান দেখাইয়া দিলেন। এক্ষণে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আজিকার রাত্রি যে কোন প্রকারে কাটাইয়া, কাল সকালে আবার নবাবের দরবারে গিয়া নালিস কর। নবাবের ন্যায়-পরায়ণতা স্বয়ং জানিয়াছ, কল্যও জানিবে। দুরাত্মা ইযুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ তোমার কনিষ্ঠকে বিনাদোষে বন্দী করিয়াছে, কল্য প্রাতে এ কথা নবাব বাহাদুরের কর্ণগোচর করা উচিত।"

অনন্তর এ বিষয়ে আরও নানাবিধ পরামর্শ ঠিক হইল। ধীরেন্দ্রনাথের চিন্তায় সে রাত্রে কাহারও নিদ্রা আসিল না।

পরদিন প্রাতে আবার বীরেন্দ্রনাথ রাজসিংহাসনাধিষ্ঠিত সুলতান গায়সুদ্দিনের নিকট উপস্থিত হইয়া সেলাম করিলেন।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি অদ্য দেবনারায়ণ শর্ম্মার নিকট যাইবে ? পরওয়ানা লইতে আসিয়াছ ? আর এক কথা, যদি দেখ যে, দেবনারয়ণের বাটীস্থ দ্রব্য সামগ্রী ইযুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর লোকেরা অপচয় করিয়াছে, তবে আমাকে জানাইবে, আমি ঐ দুই জনের সম্পত্তি হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিব। তাহাতেও যদি না কুলায়, তবে বাকী ক্ষতি আমি স্বয়ং পুরাইয়া দিব।"

বীরেন্দ্রনাথ নবাবের ঈদৃশ প্রজাপালনকর্ত্তব্যতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "জাঁহাপনা! আপনি যথার্থ প্রজারঞ্জন রাজা। ধর্ম্ম আপনার আত্মায় অধিষ্ঠিত আছেন।" এই বলিতে বলিতে বীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল সহসা ভাবান্তরিত হইল। চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

তদ্দর্শনে নবাব বলিলেন, "যুবা, হঠাৎ এমন হইলে কেন ?"

বী।—"ধর্ম্মাবতার ! আমার কনিষ্ঠ সহোদর আপনার কারাগারে বিনাদোষে বন্দী হইয়াছেন।"

ন।—"তাহার নাম কি ?"

বী।—"ধীরেন্দ্রনাথ।"

ন।—"কিরূপে বন্দী হইল ? কে বন্দী করিল ?"

এই বার বীরেন্দ্রনাথ সজল চক্ষে সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া নবাবের বড় দুঃখ হইল—দুঃখের সঙ্গে বিজাতীয় ক্রোধও দেখা দিল। বীরেন্দ্রনাথের মুখে দণ্ডিত ইযুফ খাঁ এবং ইব্রাহিম খাঁর অপরাধের উপর আবার নূতন অপরাধ, সুতরাং তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। "ধিক্ থাক্ !" এই বলিয়া কতকগুলি রক্ষককে বলি-

লেন, "শীঘ্র গিয়া মুসলমান জাতির সেই দু'টা কলঙ্কমূর্ত্তিকে নিগড়ে বাঁধিয়া আন।"

আজ্ঞা পাইবামাত্র রক্ষিবর্গ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ পশু দুইটা নবাবের সমক্ষে আনীত হইল।

তাহাদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া নবাব বলিলেন, "ওরে পাপাত্মারা! কত পাপ করিয়াছিস্?"

ইয়ুফ্ ও ইব্রাহিম নিরুত্তর।

ন।—"কথা কহিস্ না যে?"

ইয়ুফ।—"পাপের দণ্ড দিয়াছেন; আর কি কথা বলিব?"

ন।—"আবার দণ্ড পাইবি।"

ইয়ুফ্ ও ইব্রাহিম।—"কেন ধর্ম্মাবতার?"

ন।—"এই যুবার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কারাগারে বন্দী করিয়াছিস্ বলিয়া।"

ইয়ুফ্ ও ইব্রাহিম নবাবের কথা ভালরূপে বুঝিতে পারিল না।

তখন নবাব সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। ইয়ুফ্ ও ইব্রাহিম অধোমুখ হইয়া নিরুত্তরে কাঁপিতে লাগিল।

নবাব আবার এক জন রক্ষীকে আদেশ দিলেন, "শীঘ্র ধীরেন্দ্রনাথকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আন।"

কিয়ৎ কাল পরে ধীরেন্দ্রনাথ নবাবের সম্মুখে আনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধীরেন্দ্রনাথও কাঁদিয়া উঠিয়া বীরেন্দ্রনাথের পাদমূলে পতিত হইলেন। বীরেন্দ্রনাথ হাত ধরিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে তুলিয়া, গলা জড়াইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। রাজসভা এক নূতন দৃশ্য ধারণ করিল। সহৃদয় নবাব ভ্রাতৃস্নেহের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ক্ষণকাল নিশ্চল পুত্তলের ন্যায় একদৃষ্টে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারও চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

অমন যে পাষণ্ড ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ, তাহারাও এই ব্যাপার দেখিয়া ক্ষণকাল আপনা ভুলিয়া গেল।

অনন্তর নবাব দুই সহোদরকে সান্ত্বনা করিয়া, ইয়ুফ্ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে বলিলেন, "এক গুরুতর অপরাধে কল্য তোদিগে দণ্ডিত করিয়াছি; অদ্য আবার আর এক গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত করিব। যা, আরও তিন বৎসর সমুদয়ে দশ বৎসর কাল সপরিশ্রম কারাযন্ত্রণা ভোগ কর্।"

আজ্ঞা মাত্র রক্ষিগণ উভয় পাপাত্মাকে কারাগারে আবার লইয়া গেল।

অনন্তর নবাব বীরেন্দ্রনাথের হস্তে ধীরেন্দ্রনাথকে অর্পণ করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

দুই ভ্রাতার প্রশংসায় সভাগৃহ পূর্ণ হইয়া গেল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যুগল পণ।

পূর্ব্বদিনের ন্যায় মথুর রাজপথে দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময়ে বীরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিলেন। পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। তা'র পর তাঁহারা মথুরকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তিন জনে কিরণময়ীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি যার্‌পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। পরস্পরে নানারূপ কথা হইতে লাগিল। বীরেন্দ্র ধীরেন্দ্রকে আত্মঘটনা বিবৃত করিলেন, ধীরেন্দ্রও বীরেন্দ্রকে আত্মঘটনা বলিয়া ঘটনা সম্বন্ধীয় ক্ষতিপূরণ করিলেন। তা'র পর মধুপুরের সকলকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য তিন জনে পরামর্শ করিয়া, একখানি পত্র লিখিয়া দ্বারবানের হস্তে পাঠাইয়া দিলেন।

স্নানাহারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অদ্য আহার-ব্যাপারটা বড় জাঁকজমকের।

আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে বলিলেন, "কিরণময়ী তুমি আসিয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া চিরজীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধিয়া রাখিলে। আমি পূর্ব্বেও জানিয়াছি, এখনও জানিতেছি, জগদীশ্বর সাক্ষাৎ হিতৈষিতাকে কিরণময়ী রূপে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। কিরণময়ী, তুমি ধন্য।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "কিরণময়ি! ধর্ম্ম সাক্ষী রহিলেন, আমি কখন না কখন তোমার যৎসামান্যও প্রত্যুপকার করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া গণ্য করিব।"

বীরেন্দ্রনাথের এ কথাগুলি মুখের নহে, প্রাণের। কিরণময়ী ইহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি আত্মপ্রশংসাপ্রিয়া ছিলেন না বলিয়া লজ্জিতা হইলেন; বলিলেন, "আমার কি

সাধ্য যে, তোমাদের উপকার করিতে পারি? দয়াময় জগদীশ্বরই বিপন্নের সহায়, তিনিই তোমাদের এবং আমার দুঃখ, বিষাদ, বিপদ সমস্তই বিনাশ করিলেন। সকলে প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।"

তা'র পর আরও দুই চারি কথার পর বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিরণময়ি! চন্দুরে প্রভৃতির কথা, বোধ হয়, এখনও তোমার মনে আছে।"

কিরণময়ী বলিলেন, "আছে, কিন্তু আমার একটি উপরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে।"

বী।—"কি উপরোধ, কিরণময়ি?"

কি।—"এখন তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। যে নবাব তোমাদের দুই ভাইকে অতুল দয়া দেখাইলেন—ন্যায় বিচার করিলেন, তাঁহার কারাগার হইতে দোষী ব্যক্তিকে উদ্ধার করা বড় সহজ নহে। নবাবকে জানাইয়া এ কার্য্য তো কোন মতেই হইবে না। আবার এখানে থাকিয়া এই দুঃসাধ্য অথচ এক প্রকার অন্যায় কার্য্য সাধিত হইবারও নহে। এখন চল, আমরা সকলে মিলিয়া গোবিন্দপুরে যাই, সেখানে দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে আনাইয়া, বাড়ী যাইব। তোমাদের উভয়কে, মথুরকে এবং আমাকে না দেখিয়া বাড়ীতে না জানি কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। বাড়ী গিয়া, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তা'র পর চন্দুরে প্রভৃতির উদ্ধার-চেষ্টা করা যাইবে। কেমন এ কথা কি অসঙ্গত?"

বী।—"তুমি যদি বাস্তবিক চন্দুরে প্রভৃতির উদ্ধার জন্য যত্নবতী থাক, তবে তোমার এ কথা অসঙ্গত নহে।"

কি।—"বাস্তবিক আমি তোমার অনুগত চন্দুরে প্রভৃতির মুক্তিকামনায় যত্নবতী। যদিও আমার নিজের ইচ্ছা তেমন নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর এক কথা, যে কালে তোমার ইচ্ছানুসারে তাহাদের মুক্তির উপায় দেখিতে গিয়া, কারাগার হইতে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পাওয়া গেল, সে কালে আমি প্রাণপণে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব।"

বীরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন গোবিন্দপুরেই চল।"

এই বলিয়া তিনি নবাবের নিকট হইতে পরওয়ানা ও সরকারী লোক আনিতে গেলেন। মথুরও তাঁহার সহিত গমন করিল।

একণে কক্ষমধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ী—যেন আকাশে চন্দ্র ও রোহিণী—উদ্যানে তমাল ও মাধবী। কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন, "মুসলমানের অত্যাচারে কঠিন কারাগারে না জানি তোমার কতই কষ্ট হইয়াছে।"

ধী।—"না, কিরণময়ি!"

কি।—"আমি ও কথা বিশ্বাস করি না।"

ধী।—"কেন?"

কি।—"কারাগারে যদি কষ্ট নাই, তবে সেখানে লোককে বন্দী করা হয় কেন?"

ধী।—"অপরাধীরই কষ্ট হয়। আমি তো অপরাধী নহি।"

কিরণময়ী এই বার একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও অপরাধী।"

ধী।—"কাহার নিকট অপরাধ করিয়াছি?"

কি।—"আমার নিকট।"

ধী।—"কিসে?"

কি।—"আমার অঞ্চলবদ্ধ গুপ্ত পত্র গুপ্তভাবে পড়িয়া এবং আমাকে না জানাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া।"

ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন—অবাক্ হইলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, কিরণময়ীই শেষে গোল বাঁধাইয়াছেন। কিন্তু বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না, বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

চতুরা কিরণময়ীর নিকট কয় জন লোকের চাতুরী খাটে? কিরণময়ী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হিরণ, এখানে থাকিলে, মনে বোঝা দূরে থাক্, মাথায় বোঝা চাপাইয়া ঘাড় ভাঙিতাম।"

এই বার ধীরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া অধোমুখে রহিলেন।

কিরণময়ী আবার পরিহাস করিয়া বলিলেন, "কই, কথা কও না যে? গারদে থাকিয়া লোকে বোবা হয়, তা জানিতাম না।"

ধীরেন্দ্রনাথ সলজ্জবচনে কহিলেন, "কিরণময়ি! দাদার অনুসন্ধানের জন্য এক বার তোমাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নিষেধ করিয়াছিলে।"

কি।—"কি বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহা তোমার মনে আছে।"

ধী।—"তা' আছে।"

কি।—"তবে কেন তাড়াতাড়ি করিয়া আসিলে?"

ধী।—"মন বুঝিল না।"

এ বার কিরণময়ী কোন উত্তর করিলেন না।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "তা' যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার গুপ্ত পত্র যে আমি দেখিয়াছিলাম, তুমি তা' জানিলে কিরূপে?"

কিরণময়ী গুপ্ত পত্র প্রকাশের সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তা'র পর বলিলেন, "হিরণও আমার সঙ্গে তোমার অনুসন্ধান জন্য আসিতে চাহিয়াছিল। না জানি, সে তোমাকে না দেখিয়া কিরূপ অস্থির হইতেছে। চল এখন বাড়ী গিয়া তাহার হস্তে তোমাকে, আর তোমার হস্তে তাহাকে অর্পণ করি। গভীর অন্ধকারময় সমুদ্রতল হইতে মহামূল্য হারানিধি পাওয়া গেল দেখিয়া, হিরণ্ময়ী বড় সুখী হইবে।"

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মত ডুবুরীর কি অসাধ্য আছে?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "ও কথা কথাই নয়।" এই বলিয়া মনে মনে বলিলেন, "অসাধ্য না হইলে এ জন্মে তোমার হৃদয়-সমুদ্র হইতে প্রণয়-নিধি খুঁজিয়া পাইলাম না কেন?"

সহসা কিরণময়ীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, মুখমণ্ডল বিষাদকালিমায় ভরিয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া অধোমুখে বসিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ সহসা তাঁহার ভাবান্তর ও অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এমন হইলে কেন, কিরণময়ি?"

চতুরা অমনি সতর্ক হইয়া চাতুরী খেলিলেন, "হিরণের জন্য মন কেমন করিতেছে।"

ধীরেন্দ্রনাথ নিরুত্তরে রহিলেন।

অনন্তর কিরণময়ী সে কক্ষে আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, সজলচক্ষে বাহিরে গেলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতার পরিচয়।

নবাবের প্রধান মন্ত্রীর নিকট বীরেন্দ্রনাথের পরওয়ানা ছিল। বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট হইতে সুলতান্ গায়সুদ্দিনের নামাঙ্কিত উক্ত পরওয়ানা লইলেন। মন্ত্রী তদ্ব্যতীত দশ জন বরকন্দাজ বীরেন্দ্রনাথের সহিত যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। গোবিন্দপুর-যাত্রার যোগাড় হইল। চারখানা পাল্কী ও চারখানা ছই-ঢাকা গরুর গাড়ী আসিল। বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ী এক একখানা পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। চতুর্থ পাল্কীতে মথুরকে আরোহণ করিতে বলা হইল, কিন্তু মথুর সম্মত হইল না। বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক বলিলেন, তবু মথুর রাজী হইল না। সকলকে নিরস্ত করিবার জন্য বলিল, "পাল্কী চড়ায় আমার কষ্ট বই সুখ নেই; হাঁপিয়ে মোর্‌বো, বাতে ধোর্‌বে, এরা সকলে জিনিষপত্র নিয়ে গরুর বাড়ী কোরে আসুক্, আমি তোমাদের তিন জনের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাই।"

কাজেও তাই হইল। বেহারারা তিন খানা পাল্কী তুলিল। মথুর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। দশ জন বরকন্দাজ দুইখানা গাড়ীতে, দাসী কতকগুলা জিনিষ লইয়া একখানা গাড়ীতে এবং অবশিষ্ট দ্রব্য লইয়া পাচিকা শেষ গাড়ীতে উঠিল। তিনখানা পাল্কী মৃগেন্দ্রগমনে এবং চারখানা গরুর গাড়ী গজেন্দ্রগমনে গোবিন্দপুরের দিকে চলিল। চতুর্থ পাল্কীখানার বেহারাদের পাছে মনোভঙ্গ হয়, এই জন্য বীরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে সমান ভাড়া দিয়া ফিরাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অপর তিনখানা পাল্কীর বাহকেরা মনে মনে দুঃখ করিয়া বলিল, "ভগমান, আমরা কেন শেষে আস্‌লুম না! বোসে ভাড়া পেতুম!"

অনন্তর তিন চার দিন আড্ডায় আড্ডায় অবস্থান করিয়া সকলে গোবিন্দপুরে উপনীত হইল।

একটি পুষ্করিণীর ধারে নবাবের এক জন বরকন্দাজের জিম্মায় সকলকে রাখিয়া বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, মথুর ও অবশিষ্ট নয় জন বরকন্দাজের সহিত দেবনারায়ণ শর্ম্মার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রধান বরকন্দাজ পরওয়ানা লইয়া দ্বারস্থ এক জন পাঠানের হস্তে প্রদান করিল। সে ব্যক্তি ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর মোতায়েন্ করা পাঠানদের সর্দ্দার। সে পরওয়ানা পাঠ করিয়া এবং নবাবের নামাঙ্কিত মোহর দেখিয়া আর দ্বিরুক্তি করিল না। তৎক্ষণাৎ বাটীরক্ষক পাঠানদিগকে বাটী পরিত্যাগ করিতে বলিল।

তখন বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাটীস্থ সমস্ত

সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। তাহার ছাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নবাবের আদেশ হইয়াছে, কাজে কাজে বুঝাইয়া দিতে হইল। বীরেন্দ্রনাথ সমস্ত বুঝিয়া পাইলেন, কিন্তু সকল বিষয় তাঁহার জানা না থাকাতে বলিলেন, "এই বাটীর অধ্যক্ষ দেবনারায়ণ শর্ম্মা আসিয়া যদি অমুক অমুক সামগ্রী নাই বলেন, তাহা হইলে তোমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হইবে।"

পাঠানসর্দ্দার মুস্কিলে পড়িল, কারণ অনেকগুলি বহুমূল্য পদার্থ সে এবং তাহার লোকেরা আত্মসাৎ করিয়াছিল। কিন্তু মুস্কিলের আসান তো চাই, কাজেই নবাবের ভয়ে তৎসমস্ত আনাইয়া দিল এবং বলিল, "যত দিন না দেবনারায়ণ শর্ম্মা এখানে আসিয়া সমস্ত বুঝিয়া লন, তত দিন আমি এই বরকন্দাজদের সহিত এখানে থাকিতেছি।"

বীরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তা'র পর তিনি পাঠানদিগকে দেবনারায়ণের বাস্তবাটী ছাড়িয়া, নিকটবর্ত্তী আর একটা খালি বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। পাঠানেরা তথায় গমন করিল।

অনন্তর বীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে দেবনারায়ণের বাটীতে আনিলেন। পাঁচ জন বরকন্দাজ সেখানে এবং চার জন বরকন্দাজ পাঠানদের নিকট রহিল। অবশিষ্ট এক জনকে লইয়া বীরেন্দ্রনাথ চাঁদকোটে গমন করিলেন।

যথাসময়ে বীরেন্দ্রনাথ তথায় উপনীত হইয়া দেবনারায়ণের ভগিনী-বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার সকলকে শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া, দেবনারায়ণ, ভুবনেশ্বরী এবং ইন্দুমুখী প্রভৃতিকে গোবিন্দপুরে আনিলেন। দেবনারায়ণের ভগিনী ও ভগিনীপতিও তাঁহাদের সহিত আসিলেন।

দেবনারায়ণ শর্ম্মা পরমহিতৈষী বীরেন্দ্রনাথের অলৌকিক অধ্যবসায়, দয়া, পরোপকারিতা এবং পণপূর্ণতা দেখিয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইলেন। সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার যশোঘোষণা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে বাটীপ্রবেশ করিলেন। দেবনারায়ণ প্রভৃতি উপকৃত লোকেরা কিরণময়ী প্রভৃতি উপকারীদের পরিচয় পাইয়া অতিমাত্র পুলকিত হইলেন। সকলে মিলিয়া আলাপ পরিচয় এবং পরস্পরের ঘটনাপরম্পরা বিবৃত করিয়া অল্প কালের মধ্যে বহু কালের আত্মীয়তা বাঁধাইয়া লইলেন।

তা'র পর দেবনারায়ণ শর্ম্মা পাঠানসর্দ্দারের নিকট হইতে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া, তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। নবাবপ্রেরিত দশ জন বরকন্দাজকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। বরকন্দাজেরা আহ্লাদিত হইয়া, 'বহুত বহুত সেলাম' করিয়া, পাঠানদিগকে গৌড়ে লইয়া গেল। নবাবের সেইরূপ আদেশ।

অনন্তর দেবনারায়ণ শর্ম্মা পাঠানতাড়িত আপনার কর্ম্মচারী, দ্বারবান্ ও দাসদাসীগণকে আনাইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এক দিন আর এক দিন দুই দিন গেল। তৃতীয় দিনে উপকৃত দেবনারায়ণ বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে গোবিন্দপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গণ্ডগ্রাম ও ক্ষুদ্র গ্রামস্থ ভদ্র ও ইতর লোকদিগের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত করিবার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনাইলেন। বিশাল প্রাঙ্গনে একটি বৃহতী সভা করিয়া, সকলের নিকট বীরেন্দ্রনাথের পরিচয় দিলেন। তৎসঙ্গে কিরণময়ী, বীরেন্দ্রনাথ ও মথুরের পরিচয়ও দেওয়া হইল। তা'র পর তৃতীয় প্রহরের সময় নিমন্ত্রিত লোকদিগকে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া পরিপাটীরূপে ভোজন করান হইল। সন্ধ্যার পর তাৎকালিক রীতি অনুসারে নৃত্য গীত বাদ্য হইল। ফল কথা, সে দিন গোবিন্দপুরে আনন্দের সীমা ছিল না।

পরদিন প্রাতে দেবনারায়ণ শর্ম্মা বিদায়োন্মুখ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া একটি নূতন কার্য্যানুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলেন। পরোপকারী বীরেন্দ্রনাথের নাম গোবিন্দপুরে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য "বীরেন্দ্রমেলা" নামে একটি বাৎসরিক মেলা স্থাপন করাই সেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। দেবনারায়ণের সেই শুভ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত ও আহ্লাদিত হইল। যে দিবস বীরেন্দ্রনাথ চাঁদকোট হইতে দেবনারায়ণকে গোবিন্দপুরে আনিয়াছিলেন, প্রতি বৎসর সেই দিবস হইতে এক মাস কাল উক্ত মেলা হইবার কথা অবধারিত হইল।

ক্রমে আরও তিন চারি দিন গত হইল। বীরেন্দ্রনাথ মধুপুরে যাইবার জন্য দেবনারায়ণকে বলিলেন। কিন্তু দেবনারায়ণ দুঃখিত

হইলেন, বলিলেন, "আরও এক সপ্তাহ আমার নিকট থাকিয়া তা'র পর যাইও। আমার একেবারেই ছাড়িবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তোমাদের না দেখিয়া মধুপুরের সকলেই অস্থির হইয়াছেন, সুতরাং বেশী দিন যে রাখিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। তা' যা'ই হউক, আরও এক সপ্তাহ থাকিতেই হইবে।"

বীরেন্দ্রনাথ অগত্যা সম্মত হইলেন।

আমরা জানি, কিরণময়ীই ইতিমধ্যে এক দিন দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি বীরেন্দ্রনাথ এখান হইতে আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হন, তবে তাঁহাকে বুঝাইয়া আরও কিছু দিন এখানে রাখা হয়। ইহা ছাড়া আরও কি বলিয়াছিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞাপূরণ।

অবস্থিতি সপ্তাহের দ্বিতীয় দিবসে কিরণময়ী দেবনারায়ণের অন্তঃপুরস্থ একটি কক্ষে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। উৎকণ্ঠায় তাঁহার চিত্ত অস্থির হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "তাই তো কি করি? দেবনারায়ণ শর্ম্মার খুব ইচ্ছা আছে। তিনি বীরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বেও বলিয়াছিলেন, এক্ষণেও বলিতেছেন, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যে, [illegible]তেই তাঁহার কন্যা ইন্দুমুখীকে বিবাহ [illegible]ত চা'ন না। একেবারেই বিবাহ করিতে [illegible]জ। ইন্দুমুখী বড় সুন্দরী। আমি অনেক [illegible]ণী দেখিয়াছি, কিন্তু ইন্দুমুখীর মত দুই একটি রূপসী দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। ইন্দুমুখী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমন মেয়েকেও বীরেন্দ্র বিবাহ করিতে চাহেন না, এ আপসোস্ রাখিবার স্থান নাই। আমি বীরেন্দ্রনাথকে কত বলিলাম—কত বুঝাইলাম—কত অনুরোধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সম্মত করিতে পারিলাম না। আমি বীরেন্দ্রনাথের মাতাকে কি বলিয়া আসিয়াছি?—তোমার বড় বৌ সমেত বড় ছেলে আনিয়া দিব। আমার প্রতিজ্ঞা কি ভঙ্গ হইল! আমি বীরেন্দ্রনাথের জননীকে বলিয়াছিলাম, প্রয়োজন হইলে তোমাকে আমার পরামর্শ মত কাজ করিতে হইবে, কষ্টও ভোগ করিতে হইবে। এরূপ বলিবার অভিপ্রায় কৌশল করিয়া বীরেন্দ্রনাথকে দায়ে ফেলিয়া বিবাহিত করিব। কিন্তু [illegible] দেখিতেছি, সেরূপ করিতে গেলে, বৃদ্ধা [illegible] সুন্দরীর বড় কষ্ট হইবে। এমন কি, [illegible] পুত্রশোকে যেরূপ অধীর হইয়াছেন, হয় [illegible] আমার পরামর্শে যার-পর-নাই কষ্ট পাই[illegible] মারা যাইবেন। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চা[illegible] সুতরাং তাহা করা হইবে না। অন্য উপ[illegible] বীরেন্দ্রনাথের বিবাহ দেওয়া উচিত।" [illegible] পর্য্যন্ত বলিয়া আবার কি ভাবিতে লাগিলে[illegible] কিয়ৎক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছু[illegible] ঠিক করিতে পারিলেন না। পলকে পল[illegible] আত্মপ্রতিজ্ঞা জীবন্ত হইয়া কিরণ[illegible] নির্জ্জীব করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ঘটনাক্রমে বীরেন্দ্রনাথ [illegible] দিকে আসিলেন। কিরণময়ী তাঁহাকে আ[illegible]নার নিকট ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন[illegible] "আবার বলিতেছি, তুমি ইন্দুমুখীকে বিবাহ কর[illegible]"

বীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "কিরণম[illegible] আমার বিবাহের কথা ছাড়িয়া সঙ্গত মত অন[illegible] যা' বলিবে, আমি তা'তে প্রস্তুত আছি। আ[illegible] বিবাহ করিব না। তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করি[illegible] জীবন অতিবাহিত করিব। এখন তোমাদে[illegible] অনুরোধে এক বার মধুপুর যাইব। পিত[illegible] মাতাকে দেখিবার জন্য আমার ইচ্ছাও হই[illegible]য়াছে। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আবার মধুপু[illegible] ত্যাগ করিব।"

কিরণময়ী আরও দুঃখিত হইলেন। কি[illegible] ক্ষণ কি ভাবিয়া আবার বলিলেন, "[illegible] তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

বীরেন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ ঐ এক কথার ক[illegible] উত্তর দিবেন? কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলে[illegible] "আচ্ছা, আমি বিবাহ করিতে পারি, যদি তুমি আমার অনুরোধ রাখ।"

কি।—"কি?"

বী।—"তুমিও বিবাহ কর।"

বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন, কিরণময়ী কখন[illegible] বিবাহ করিবেন না। তাঁহাকে নিরস্ত করি[illegible] জন্যই এ কথা তুলিলেন।

কিরণময়ী বিষম ফাঁফরে পড়িলেন। ক[illegible] সমস্যার উত্তর দিতে পারিলেন না; ইতস্[illegible] করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভা[illegible] বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি নাই বিবাহ ক[illegible] আমিও আর অনুরোধ করিব না। তোম[illegible] মধুপুরে যাও, আমি আর যাইব না।"

বী।—"কেন?"

কি।—"তা' আর তোমার শুনিয়া কাজ কি?"

বী।—"তবে কোথা যাইবে?"

কি।—"যে দিকে দুই চক্ষু যায়। এমন হয়.তো ইহলোক হইতেও চলিয়া যাইব।"

বীরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এ কি কথা, কিরণময়ি!"

কিরণময়ী নিরুত্তর।

বীরেন্দ্র আবার বলিলেন, "তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে কেন যে, আমাকে এরূপ উপরোধ কর, বুঝিতে পারি না। আমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ কি তোমার উদ্দেশ্য?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞাও নিষ্ফল করা কি তোমার ইচ্ছা?"

বী।—"কি তোমার প্রতিজ্ঞা?"

কি।—"আমি তোমার মাতাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, মা তুমি কাঁদিও না; আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নব পত্নীর সহিত আনিয়া দিব। এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

বী।—"আমার মনের ভাব জানিয়া শুনিয়া এমন কথা কি বলা তোমার উচিত হইয়াছে?"

কি।—"উচিত অনুচিত জানি না। কিন্তু এক্ষণে জানিলাম, বীরেন্দ্রনাথ পরের প্রতিজ্ঞাকে সামান্য জ্ঞান করেন। আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।"

বী।—"কিরণময়ি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি অবিবাহিত অবস্থায় বেস্ সুখে আছি। আমার এ সুখে অসুখ আনিও না।"

কি।—"তোমার অনুগতা কিরণময়ীকে অসুখী করিয়া যদি সুখী হও, তবে আর আমার কিছুই বলিবার নাই। সুখে থাক, আমি চলিলাম। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তোমার প্রতিজ্ঞাপালন দেখিয়া যাইব। তুমি নিজ মুখেই বলিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে।"

বী।—"তা তো সত্যই, কিরণময়ি!"

কি।—"সেই সত্য পালন করিতে দেখিয়া যাইব।"

বী।—"পালন করিতে বাকী কি?"

কি।—"শুধু বিবাহ করিব না বলিলেই সত্য-প্রতিজ্ঞা-পালন করা হইল না। এখনও বাকী আছে।"

বী।—"আবার কি?"

কি।—"গোড়ের কথা মনে কর। আসিবার দিন বলিয়াছিলে, 'কিরণময়ি, তুমি এখানে আসিয়া আমাকে সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছ, আমি তোমার এ উপকার কখনও ভুলিতে পারিব না। ধর্ম্ম সাক্ষী রহিলেন, আমি কখন না কখন তোমার যৎসামান্যও প্রত্যুপকার করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া গণ্য করিব।' বীরেন্দ্র! আমার মুখ দিয়া এ কথা বলা উচিত নয়, কিন্তু না বলিলেও নয়। এ কাহার প্রতিজ্ঞা?"

বীরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া নিরুত্তরে রহিলেন।

কিরণময়ী আবার বলিলেন, "বীরেন্দ্রনাথ, এক্ষণে প্রত্যুপকারের সময় আসিয়াছে। [illegible] করিয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।"

বীরেন্দ্রনাথ অধোমুখ হইলেন।

কিরণময়ী আবার বলিলেন, "নিরুত্তর থাকিয়া কি হইবে? হয় সত্য-প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া নিজের কথা ঠিক রাখ, নয় আমাকে বিদায় দাও।"

বীরেন্দ্রনাথ গোলোকধাঁধায় পড়িলেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "কিরণময়ি! কি করিব?"

কি।—"ইন্দুমুখীকে বিবাহ কর।"

বী।—"ইহা ছাড়া আর কি প্রত্যুপকারের পন্থা নাই?"

কি।—"ব্যক্তিবিশেষের থাকিতে পারে, কিন্তু কিরণময়ীর নাই।"

বী।—"আছে।"

কি।—"কি?"

বী।—"তুমিও অবিবাহিতা।"

কি।—"আমি তো তোমার প্রত্যুপকার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি নাই।"

বীরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। কথা কাটাইবার আর কথা জুটিল না। অগাধ ভাবনায় মন ডুবিয়া গেল।

কিরণময়ী আবার বলিলেন, "বিপদে পড়িয়াছি, উদ্ধার কর।"

বীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "কেন আমি এমন কথা বলিয়াছিলাম? কেই বা জানিত যে, অবিবাহিতা কিরণময়ী আমাকে বিবাহ করিতে বলিবে? এ কি কিরণময়ীর চাতুরী? না অদৃষ্টের অদৃষ্ট খেলা? যে জন্য আমি পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছি, যে জন্য আমার কনিষ্ঠ সহোদর কারারুদ্ধ হইয়াছিল, যে জন্য এই কিরণময়ীও কত

দুঃখ ভোগ করিল, কে জানে যে, সেই ঘটনা-জাল আমাকে জড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনকে কষ্ট দিবার কি এই শাস্তি? এই শাস্তি ভুগিবার জন্যই কি আমি সে দিন কিরণময়ীর নিকট ধর্ম্ম সাক্ষী রাখিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম? কিছুই যে বুঝিতে পারি না। ঘটনার শক্তি কি এতই জটিল?"

এই ভাবিয়া বীরেন্দ্রনাথ কেমন এক রকম হইয়া গেলেন। দুইটি প্রতিজ্ঞা যেন দুইখানি নৌকা হইল, তিনি সেই দুই নৌকায় পা দিয়া টলমল করিতে লাগিলেন। টলিতে টলিতে বলিলেন, "কিরণময়ি! বড় অস্থির হইয়াছি।"

কি।—"বীরেন্দ্রনাথ, আমিও বড় অস্থির হইয়াছি। আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর—প্রত্যুপকার কর—ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা পালন কর—কিরণময়ীর প্রাণঘাতী—এবং সত্যের মানঘাতী হইও না—হইও না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। চক্ষুযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ধারাকারে অশ্রু বহিতে লাগিল। কিরণময়ী সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে যুগল হস্তে বীরেন্দ্রনাথের যুগল হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "বীরেন্দ্র! তোমার মাকে বলিও, মা! কিরণময়ী প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে।"

বীরেন্দ্রনাথের অটল হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। কাতর হইয়া বলিলেন, "কিরণময়ি! তোমার এ মূর্ত্তি, এ যন্ত্রণা আর এ করুণ বাক্য আমার পক্ষে বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। বল, উপকারিণি! বল বল,—দুইটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বীরেন্দ্র আজ কোন্‌টি পালন করিবে?"

কিরণময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "যেটি পালন করিলে স্বর্গে পরমেশ্বর, মর্ত্ত্যে পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজন সুখী হইবেন, সেই প্রতিজ্ঞাটিই ধার্ম্মিকের পালন করা উচিত।"

বীরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "কিরণময়ি! পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলাম।"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ীর বিষণ্ণ মনে কত যে আনন্দ হইল, তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি কৃতকার্য্য হইয়া জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করিলেন। তা'র পর বলিলেন, "বীরেন্দ্রনাথ! ধর্ম্ম সাক্ষী, আজ আমি সত্য সত্যই তোমা হইতে প্রত্যুপকার লা[ভ] করিলাম। এমন প্রত্যুপকার এ জীবনে কখন[ও] পাই নাই—কখনও পাইব না। ঈশ্বর তো[মার] মঙ্গল করুন।"

অনন্তর কিরণময়ী, দেবনারায়ণ শর্ম্মা ভুবনেশ্বরীর নিকট এই শুভ সংবাদ প্রদ[ান] করিলেন। মথুরও এ কথা শুনিয়া যার-প[র-] নাই আহ্লাদিত হইল। কিন্তু ধীরেন্দ্রন[াথ] সম্পূর্ণরূপে আনন্দিত হইলেন না। তাঁহা[র] অন্তঃকরণে কতকটা বিষাদ রহিয়া গেল। কির[ণ-] ময়ীর সহিত অগ্রজের বিবাহ হইলেই তাঁহা[র] সোণায় সোহাগা হইত। ধীরেন্দ্রের আন[ন্দের] কারণ—অগ্রজের বিবাহ এবং নিরান[ন্দের] কারণ—কিরণময়ী যেইকে সেই। কিন্তু নিক[টে] প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়মাধব না থাকাতে তি[নি] নিরানন্দের কথা অন্য কাহাকে খুলিয়া বলি[তে] পারিলেন না।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

সপ্তাহ পূরিতে আর দুই দিন বাকী। দেব-নারায়ণ শর্ম্মা অবিলম্বে বহু লোক নিযুক্ত করিয়া বীরেন্দ্রনাথের সহিত স্বীয় তনয়া ইন্দুমুখীর শুভ বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আয়োজন হইল। বিবাহের একটা তাড়া এবং একটা সাড়া পড়িয়া গেল আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন স্থির হইল।

আয়োজন ও আনন্দে দুই দিন কাটিয়া গেল। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সেই দিন রাত্রিকালে শুভলগ্নে নবজামাতা বীরেন্দ্রনাথ শর্ম্মার হস্তে দেবনারায়ণ শর্ম্মা প্রিয়তমা পুত্রী ইন্দুমুখীকে সম্প্রদান করিলেন। অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি ও শঙ্খরব এবং বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে নানাবিধ বিবাহ-বাদ্য কোলাহল করিতে লাগিল। আনন্দ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না; প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল। এত দিনে বীরেন্দ্র-নাথের যুগ-পরিবর্ত্তন হইল—কায়ার ছায়া হইল —মায়ার অটুট শৃঙ্খল সৃজন হইল এবং ঐশ্ব-রিক নিয়মের একটি অঙ্গ পূর্ণ হইল।

বিবাহের পরদিন প্রচলিত প্রথানুসারে বীরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক মধুপুরে যাইতে প্রস্তুত হই-লেন। দেবনারায়ণ শর্ম্মার অনেকগুলি পাক্[ী]

লী ও অশ্ব ছিল। মথুরের উপর তত্ত্বাবতের ভার দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঠিক ঠাক্ হইল। একখানি সুসজ্জিত তাঞ্জামে বর এবং একখানি সুন্দর বস্ত্রাচ্ছাদিত ডুলীতে ক'নে আরোহণ করিলেন। অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইল।

তা'র পর অন্যান্য যানে অপর সকলে আরোহণ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীর অনুরোধে দেবনারায়ণ শর্ম্মাও মধুপুরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর বিবাহ-বাদ্য-কোলাহলে আনন্দিত হইয়া সকলে মধুপুরে শুভযাত্রা করিল।

দেবনারায়ণ শর্ম্মার নিজ বাটীতে তাঁহার স্ত্রী, ভগিনী, ভগিনীপতি ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন রহিলেন। বাটীরক্ষার জন্য পঞ্চাশ যাট জন মজবুত পাইক ও প্রহরী নিযুক্ত করা হইল।

অনন্তর যথাসময়ে সকলে মধুপুরে উপনীত হইলেন। জগদীশপ্রসাদ, গোলোকনাথ, জাহ্নবীদেবী, তারাসুন্দরীদেবী, অম্বিকাদেবী, হিরণ্ময়ী প্রভৃতি বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও মথুরের জন্য সম্পর্কের তারতম্যানুসারে দুঃখিত ছিলেন। আজ তাঁহাদের বিষাদে হরিষ!

স্বপ্নের অগোচর ঘটনা দেখিয়া সকলে পুলকিত ও বিস্মিত হইল। আবার মধুপুরে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। সকলে কিরণময়ীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তা'র পর বীরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত কার্য্যসিদ্ধির কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইল। আরও কত কি কথা হইল, তা' লিখিয়া পুঁথি বাড়াইব না।

গোলোকনাথ শর্ম্মা আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া নব বৈবাহিক দেবনারায়ণ শর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। জগদীশপ্রসাদও দেবনারায়ণকে সাদরে আপ্যায়িত করিলেন।

তারাসুন্দরী পুত্রশোকে অধীর ছিলেন, আজ তাঁর শীর্ণ কায় সুস্থ হইল, বিষণ্ণ মন প্রসন্ন হইল। তিনি প্রথমেই কিরণময়ীকে কোলে লইয়া বলিলেন, "মা কিরণ! তুই যা বলিলি, তাই করিলি!"

কিরণময়ী তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার আশীর্ব্বাদে কি না হয়?"

অন্যান্য লোকেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? কিরণময়ী কি বলিয়াছিল?"

তখন তারাসুন্দরী সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। সকলে শুনিয়া যা'র-পর-নাই বিস্মিত হইল।

জগদীশপ্রসাদ তারাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহান! তুমি এত দিন এ কথা প্রকাশ কর নাই কেন?"

তারাসুন্দরী উত্তর করিলেন, "কিরণময়ী নিষেধ করিয়াছিলেন।"

কিরণময়ীর প্রশংসায় গৃহ ভরিয়া গেল।

তা'র পর তারাসুন্দরীদেবী নববধূ ইন্দুমুখীকে কোলে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যোগাড় যন্ত্র ছিল না, তথাপি এক প্রকার আয়োজন করিয়া স্ত্রী-আচার ও মঙ্গলাচার কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইল।

অনন্তর এক দিন দুই দিন করিয়া কএক দিন গত হইল। দেবনারায়ণ শর্ম্মা সকলের নিকট বিদায় লইয়া গোবিন্দপুরে ফিরিয়া গেলেন। এখানে মধুপুরের লোকেরা, গোবিন্দপুরে দেবনারায়ণ শর্ম্মা যেরূপ "ধীরেন্দ্রমেলার" অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইরূপ মধুপুরে কিরণময়ীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য "কিরণমেলা" নামে একটি বাৎসরিক মেলা স্থাপন করিল। গুণের ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় হইল।

আরও কএক দিন গত হইলে পর, বীরেন্দ্রনাথ একটি কুটুম্ব-কন্যার সহিত দরিদ্রসহচর জয়রামকে বিবাহ-সূত্রে বাঁধিলেন। জগদীশপ্রসাদ নিজ ব্যয়ে জয়রামের বাসগ্রাম শ্যামগ্রামে একটি বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিলেন এবং নিজ বাটীতে ত্রিশ টাকা বেতনের একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। জয়রাম বড় সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর মথুর এক দিন কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া অজয়তটের সুড়ঙ্গে গেল। সেখানে জঙ্গলের একটি নিভৃত স্থান খনন করিয়া ছোট ছোট কুড়ি ঘড়া টাকা এবং তিন ঘড়া মোহর বাহির করিল। মথুর ডাকাতি করিয়া সেইগুলি নিজে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অন্য কেহ জানিত না। মথুর সেই সকল গুপ্ত ঐশ্বর্য্য আনিয়া চারি ভাগ করিল। এক ভাগ ধর্ম্মকন্যা হিরণ্ময়ীকে, এক ভাগ ইন্দুমুখীকে এবং এক ভাগ কিরণময়ীকে যৌতুকস্বরূপ দিল। বাকী এক ভাগ দেবসেবার জন্য রাখিল। কিরণময়ী আবার মথুরের নিকট প্রাপ্ত টাকা মোহর দুই ভাগ করিয়া হিরণ্ময়ী এবং ইন্দুমুখীকে যৌতুক দিলেন।

অনন্তর মথুর বীরেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া গৌড় নগর হইতে জয়রামের আবিষ্কৃত ভাঙা মন্দিরের শিবমূর্ত্তি মধুপুরে উঠাইয়া আনিল। মথুর দেবসেবার নিমিত্ত যে টাকা কাছে রাখিয়াছিল, সেই টাকার কিয়দংশে জগদীশপ্রসাদের নন্দনকাননের মধ্যে একটি নানাবিধ সুচারু কারু-কার্য্য-খচিত মন্দির প্রস্তুত করাইল। গৌড়ের শিবমূর্ত্তি মথুরেশ্বর নামে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল। মথুর অবশিষ্ট টাকা প্রাত্যহিক পূজার খরচ হিসাবে রাখিল। বীরেন্দ্রনাথ আবার জয়রামকে সেই শিবপূজার ভার দিলেন।

মথুর যখন শিবমূর্ত্তি আনিবার জন্য পুনর্ব্বার গৌড়ে গিয়াছিল, তখন সে একটি সুখবর শুনিয়াছিল। সে সুখবর এই—চন্দুরে প্রভৃতি ডাকাতেরা এক দিন রাত্রিকালে ইয়ুফ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে যমালয়ে পাঠাইয়াছে এবং আপনারাও কারাগৃহের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। কি জন্য যে, তাহারা সেই দুই দুরাত্মাকে খুন করিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে জানা যায় নাই, তবে রাষ্ট্র এই, বৈরনির্যাতন।

"যা শত্রু পরে পরে"। ফাঁকতালে কিরণময়ীর শেষ প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল।

সময়ের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। বীরেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সংসারধর্ম্মে চিত্তসংযোগ করিলেন। কালের মহিমা কে বুঝিবে? ধন্য কিরণময়ি!

মথুর আবার ধর্ম্মকন্যা হিরণ্ময়ীর জন্য প্রত্যহ মাছ ধরিতে লাগিল।

কিরণময়ী পুনর্ব্বার দেবসেবায় দিন করিতে লাগিলেন। ভয়ে কেহ আর তাঁহা বিবাহ করিতে বলিত না।

কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী ও ইন্দুমুখী সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিয়া পরস্পরে অপূর্ব্ব স্নেহ-ে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে দুই তিন বৎসর চলিয়া ে বীরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র এবং ধীরেন্দ্রনা এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। ধীরেন্দ্র যথাসময়ে প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়মাধবের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। বীরে নাথের দুই পুত্রের নাম সুরেন্দ্রনাথ ও নর নাথ। ধীরেন্দ্রনাথের পুত্রের নাম ধরেন্দ্র নাথ এবং কন্যার নাম মায়াময়ী।

অনন্তর আরও কিছু কাল পরে জগ প্রসাদ, বীরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া, সহধর্ম্মিণী জ্ঞা দেবীর সহিত ৺কাশীধামে জীবনের অ কাল অতিবাহিত করিতে গমন করি কিরণময়ীও তাঁহাদের সহিত যাইতে করিলেন। কিন্তু পিতা মাতা প্রথমে হইলেন না। শেষে কন্যার অনুরোধ ইতে না পারিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। কি ময়ী কাশীবাসিনী হইয়া পিতামাতার বিশ্বেশ্বরের পূজা এবং এক জন বৃদ্ধ পরমহ নিকট যোগশিক্ষা করিয়া কালক্ষেপ ক লাগিলেন। ধনিকুমারী ক্রমে ধীরেন্দ্র কাশীবাসিনী, উদাসিনী ও যোগিনী হই কাশীবাসিগণ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেবী বলিয়া ডা

কিরণময়ী সমাপ্ত।

গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।

Record of the working of Road Rollers under the Comm

Month

Details of rollers.	Contractor to whom issued.	Name of driver.	Name of work.	Date
1	2	3	4	5
(a) No. and weight. (b) Maker. (c) Date of purchase. (d) Date of certificate.				